শ্বেতপত্র

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ১৫০০ দিন

১ম খণ্ড (দ্বিতীয় পর্ব)

সম্পাদনা ঃ শাহরিয়ার কবির



শ্বেতপত্র
বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ১৫০০ দিন
১ম খণ্ড (দ্বিতীয় পর্ব)

সম্পাদনা
শাহরিয়ার কবির

তথ্য সংগ্রহ ঃ ফজলুর রহমান, জুলফিকার আলি মাণিক
আবু সাঈদ, গৌরাঙ্গ নন্দী, ফরহাদ বাচ্চু, মহসিন আশরাফ
সমরেশ বৈদ্য, আবুল হোসেন খোকন, অরূপ সিংহ অপু
জাহাঙ্গীর আলম আকাশ, শওকত বাঙালি, মাকসুদুল আনাম
শিমন বাস্কে, কাজী বিপ-ব, শেখ মিরাজ, দুলাল কৃষ্ণ আচার্য
আবুল কালাম আজাদ ঠাণ্ডা, মোস্তাক আলম টুলু ও
আবদুল হাকিম পিয়াল

একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি

প্রথম প্রকাশ
অক্টোবর ২০০৫

প্রকাশক
একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি

মুদ্রণ
ডানা প্রিন্টার্স লিমিটেড, গ-১৬ মহাখালী ঢাকা-১২১২

প্রচ্ছদ ঃ অমল দাস

পরিবেশক
প্যাপিরাস, ৬৮/৬৯ প্যারিদাস রোড, ঢাকা-১১০০, ফোন ঃ ৮৮-০২-৭১৬৬৪৬১

মূল্য ঃ ৭০০.০০ টাকা

WHITE PAPER :
1500 days of minority persecution in Bangladesh
Volume-1 (Part two)
(A Collection of news clippings, articles, field reports, photographs and observation on minority persecution in Bangladesh)

Edited by
Shahriar Kabir

Published by
Ekattorer Ghatak Dalal Nirmul Committee
(Committee for Resisting Killers & Collaborators of 1971)
Ga-16 Mohakhali Dhaka-1212, Bangladesh
Phone : 0088-02-8828703, Fax : 0088-02-9884502
e-mail : <danaprnt@bdcom.com>
web site : <www.secularvoiceofbangladesh.org>

Cover design : Amal Das

Printed by
Dana Printers Limited
Ga-16 Mohakhali Dhaka-1212, Bangladesh

Distributor
PAPYRUS, 68/69 Pyaridas Road, Dhaka-1100, Bangladesh
Phone : 88-02-7166461

First Published : October 2005.

ISBN 984-8065-58-X

Price : Tk. 700.00 (Bangladesh) US $ 35.00 (Outside Bangladesh)

উৎসর্গ

যে সব মানবাধিকার রক্ষক ও সংগঠক
বাংলাদেশের অসহায় নির্যাতিত সংখ্যালঘুদের
অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিয়োজিত

সম্পাদকের কথা

২০০১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু ধর্মীয় ও এথনিক সম্প্রদায়ের উপর যে নজিরবিহীন নির্যাতন আরম্ভ হয়েছিল গত এক বছর যাবৎ কিছু পরিমাণে কমলেও তা বন্ধ হয়নি। এই বহুমাত্রিক নির্যাতনের ভয়াবহতা, ধারাবাহিকতা ও ব্যাপ্তি সম্পর্কে ধারণা প্রদানের জন্য আমরা সংখ্যালঘু নির্যাতনের ১৫০০ দিনের শ্বেতপত্র প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি।

এই শ্বেতপত্র দুই খণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে। ১ম খণ্ড ভাগ করা হয়েছে দুই পর্বে। ২০০১-এর ১৩ জুলাই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্বগ্রহণের সময় থেকে আরম্ভ করে সেই সরকারের তিন মাস এবং ২০০১-এর ১০ অক্টোবরে চারদলীয় জোট সরকারের দায়িত্বগ্রহণ থেকে পরবর্তী ৪৬ মাসে সংঘটিত সংখ্যালঘু নির্যাতনের কয়েক হাজার সংবাদ বিভিন্ন দৈনিক ও সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। শ্বেতপত্রের ১ম খণ্ডে আমরা সংখ্যালঘু নির্যাতনের নির্বাচিত সংবাদ অন্তর্ভুক্ত করেছি। যদিও প্রথমে সংখ্যালঘু নির্যাতনের সকল সংবাদ নথিবদ্ধকরণের অভিপ্রায় আমাদের ছিল, কিন্তু নির্যাতনের অস্বাভাবিক সংখ্যা এবং আমাদের সীমিত সামর্থের কারণে তা সম্ভব হয়নি। প্রথম খণ্ডে বাছাইকৃত ২৭৮৬টি সংবাদ সংকলিত হয়েছে, যার ভেতর প্রথম পর্বে রয়েছে ১৩৯৩টি (১৫ জুলাই ২০০১—৩১ ডিসেম্বর ২০০২) এবং দ্বিতীয় পর্বেও রয়েছে ১৩৯৩টি (১ জানুয়ারি ২০০৩—২৫ আগস্ট ২০০৫) সংবাদ।

বিভিন্ন মানবাধিকার ও সামাজিক সংগঠন, রাজনৈতিক দল এবং সাংবাদিক ও গবেষকদের জন্য এই গ্রন্থনা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে আমরা মনে করি। সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ক্ষমতাসীন জোট সরকারের নীতিনির্ধারক সমর্থক ও শুভানুধ্যায়ীদের জন্য। কারণ জোট সরকার প্রথম থেকেই নির্যাতকদের বিচার ও শাস্তিপ্রদানের পরিবর্তে তাদের অধিকতর নির্যাতনে উৎসাহিত করেছে নির্যাতনের যাবতীয় ঘটনা অস্বীকার করে। নির্যাতনের ঘটনা অস্বীকার করাও আরেক ধরনের নির্যাতন, যার সমালোচনা বিএনপির সমর্থক বুদ্ধিজীবীরাও করতে বাধ্য হয়েছেন।

বিএনপির দশত নাগরিক কমিটির শীর্ষস্থানীয় বুদ্ধিজীবীরা বলেছেন, 'এদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ নির্বাচনোত্তর সহিংসতার শিকার হচ্ছেন— এ সংবাদ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে। কেউ কেউ বলছেন এসব সংবাদ অতিরঞ্জিত। কেউ বা বলছেন অতীতেও এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে। বাংলাদেশের সচেতন নাগরিক হিসেবে আমরা এ উভয় ধারার বক্তব্যকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করছি। ... আমরা চাই প্রশাসন শক্ত হাতে সন্ত্রাসীদের নিয়ন্ত্রণে এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করুক। নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হোক।' (দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৯ অক্টোবর ২০০১) কমিটির পক্ষে ১২২ জন বুদ্ধিজীবী এই বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছেন, যাঁদের ভেতর রয়েছেন অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান, অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদ, অধ্যাপক ডাঃ এম এ মাজেদ, অধ্যাপক আসকার ইবনে শাইখ, অধ্যাপক এম মনিরুজ্জামান মিয়া প্রমূখ। জোট সরকার তাদের নিজেদের শুভানুধ্যায়ীদের অনুরোধের প্রতিও বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করেনি।

আমরা মনে করি সংখ্যালঘু ধর্মীয় ও এথনিক সম্প্রদায়ের উপর ধারাবাহিক এই নির্যাতন জাতীয় দুর্যোগের অন্তর্গত। এই নির্যাতনের ফলে শুধু ভুক্তভোগীদের পরিবার বা সম্প্রদায় বিপর্যস্ত হচ্ছে না, এ ধরনের বর্বরতা দেশের সংবিধান এবং জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ঘোষণারও গুরুতর লংঘন। একই সঙ্গে তা মানবিক সম্পর্ক, মূল্যাবোধ ও সভ্যতাবিনাশী। কোনও সভ্য সমাজ ধর্ম, বর্ণ, বিত্ত, জাতিসত্তা, ভাষা, ক্ষমতা কিংবা কোন বিশ্বাসের নামে মানুষের উপর এ ধরনের নির্যাতন অনুমোদন করতে পারে না। গত চার বছরে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু বিভিন্ন অমুসলিম সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতনের ঘটনা এবং নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাগ্রহণে সরকারের অনীহা বহির্বিশ্বে আমাদের ভাবমূর্তি কলঙ্কিত করেছে এবং দেশের অভ্যন্তরে সমাজ ও রাষ্ট্রের ইসলামীকরণের পথ সুগম করেছে।

শ্বেতপত্রের ১ম খণ্ডের দুটি পর্বে সংখ্যালঘু নির্যাতনের যে ২৭৮৬টি ঘটনা সংকলিত হয়েছে তার ভেতর যেগুলো বেশি গুরুতর সেগুলো আমরা যাচাই করে সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছি। বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সেইসব সংবাদ বাদ দিয়েছি যেগুলো আমাদের মনে হয়েছে নিছক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিজনিত কিংবা সাধারণ অপরাধ। শ্বেতপত্রে আমরা অন্তর্ভুক্ত করেছি নির্যাতনের সেই সব সংবাদ— চরিত্রগতভাবে যা সম্প্রদায়িক। ১৬টি জাতীয় দৈনিক থেকে এই সব সংবাদ বাছাই করা হয়েছে। সাংগঠনিক ও আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে এর বেশি পত্রিকা আমাদের পক্ষে দেখা সম্ভব হয়নি। ঢাকার অন্যান্য দৈনিক এবং জেলা পর্যায়ে প্রকাশিত শতাধিক দৈনিকে সংখ্যালঘু নির্যাতনের বহু খবর ছাপা হয়েছে যা এই শ্বেতপত্রে নেই। তারপরও এই বিষয়ের উপর এত বৃহৎ কলেবরের শ্বেতপত্র ইতোপূর্বে প্রকাশিত হয়নি।

যে সব সংবাদ এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে সে সব পত্রিকা আওয়ামী লীগের সমর্থক মনে করবার কোন কারণ নেই। এই সব পত্রিকার অধিকাংশই আওয়ামী লীগ সরকারের কঠোর সমালোচনা করেছে এবং ২০০১-এর নির্বাচনকে অবাধ-নিরপেক্ষ আখ্যা দিয়ে জোট সরকারের নির্বাচনকেন্দ্রিক কারচুপি, জালিয়াতি ও সন্ত্রাসের ঘটনা আড়াল করেছে। যেহেতু খবরের কাগজকে পাঠক ও জনগণের স্বার্থের কথা ভাবতে হয়, পত্রিকা শুধু মুসলমান নয়, অমুসলমানরাও পড়ে এবং ক্রমাগত মিথ্যাচার কিংবা সত্য গোপন কোন পাঠক পছন্দ করে না— এই সব বিবেচনা থেকে কট্টর আওয়ামী লীগবিরোধী অনেক পত্রিকা সংখ্যালঘু নির্যাতনের সংবাদ ছেপেছে। নির্যাতনের সংবাদ যখন দেশের গণ্ডি অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে গিয়ে পৌঁছেছে তখন জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশন সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা এ বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। সংবাদপত্র ছাড়াও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলো তাদের নিজস্ব সূত্র থেকে মানবাধিকার লঙ্ঘনের সংবাদ সংগ্রহ করে। মূলতঃ বহির্বিশ্বে সমালোচনার কারণে সরকার কিছু ক্ষেত্রে নির্যাতকদের বিরুদ্ধে আইনগত পদক্ষেপ নিয়েছে। দেশের ভেতরে ও বাইরে তীব্র নিন্দা, ক্ষোভ ও উদ্বেগ এবং কিছু ক্ষেত্রে অপরাধীদের বিচার ও শাস্তির ঘটনায় নির্যাতনের পরিমাণ কমেছে।

যে ১৬টি পত্রিকা থেকে সংবাদ বাছাই করা হয়েছে তথ্য সংগ্রহকারীদের অনবধানতার কারণেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ বাদ পড়েছে। কোন পাঠক বা ভুক্তভোগী যদি এ বিষয়ে সহযোগিতা করেন আমরা শ্বেতপত্রের পরবর্তী সংস্করণে তা সংযোজন করব।

শাহরিয়ার কবির
ভারপ্রাপ্ত সভাপতি, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি
সাধারণ সম্পাদক, মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী দক্ষিণ এশীয় গণসম্মিলন
ঢাকা, ১ অক্টোবর ২০০৫

সংখ্যালঘু নির্যাতনের নির্বাচিত সংবাদ

১ জানুয়ারি - ৩১ ডিসেম্বর
২০০৩

জানুয়ারি ২০০৩

(১৩৯৪)
স্ত্রীকে উত্ত্যক্ত করার প্রতিবাদ করায় বখাটে যুবকের হাতে মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার, যশোর অফিস ঃ স্ত্রীকে উত্ত্যক্ত করার প্রতিবাদ করায় বখাটে যুবকের হাতে জীবন দিতে হলো অতুলকৃষ্ণ মণ্ডলকে (৫০)। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার রাতে যশোরের অভয়নগর উপজেলার রামসাড়া গ্রামে। গ্রামবাসীরা জানায়, অতুলকৃষ্ণের দ্বিতীয় স্ত্রীকে একই গ্রামের এক সন্ত্রাসী দীর্ঘদিন ধরে উত্ত্যক্ত করছিল। বুধবার সন্ধ্যায় ওই যুবক তার স্ত্রীকে উত্ত্যক্ত করলে অতুলকৃষ্ণ প্রতিবাদ করেন এবং সন্ত্রাসীর পিতাকে বিষয়টি জানান। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে সন্ত্রাসী ভজো দেশীয় অস্ত্র দিয়ে অতুলের মাথায় আঘাত করলে ঘটনাস্থলে তিনি মারা যান। এ ব্যাপারে অভয়নগর থানায় মামলা হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৩ জানুয়ারি ২০০৩

(১৩৯৫)
বাউফলে সংখ্যালঘু পরিবারের ধান লুট ॥ জমি থেকে উচ্ছেদের চেষ্টা

পটুয়াখালী থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জেলার বাউফল উপজেলার সিংহেরকাঠি গ্রামের এক সংখ্যালঘু পরিবারকে তার জমি থেকে উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে ভূয়া ওয়ারিশদের কাছ থেকে নেয়া কবলা দলিলের মাধ্যমে জমির ধান কেটে নিয়ে গেছে।

এক লিখিত অভিযোগে জানা গেছে, বাউফল উপজেলার কালিশুরী ইউনিয়নের সিংহের কাঠি গ্রামের সুশীল কুমার দাস ও তার অন্য তিন সহোদর একই গ্রামের পুষ্পরাণী বর্ধনের কাছ থেকে যথাক্রমে ২৫৪২ এবং ৫৪০৭ নং সাব-কবলা দলিল মূলে সিংহেরকাঠি-মৌজার এস.এ খতিয়ান নং ২০১ ও ২০২ নং এর অধিকাংশ জমি ক্রয় করেন। পরবর্তীতে একই গ্রামের জোতদার আবদুল খালেক মৃধা পুষ্পরানীর বিক্রীত সম্পত্তির ওয়ারিশ হিসেবে তার ২ ছেলে তাপস বর্ধন (নাবালক) ও অরুণ বর্ধনকে ভয়ভীতি ও প্রলোভন দেখিয়ে তাদের কাছ থেকে তার দুই নিকটাত্মীয় যথাক্রমে সাইফুল রহমান ও তরিকুল ইসলামের নামে গত ২-১-০২ ও ৩-১-০২ তারিখে যথাক্রমে ৩৮ ও ৮৫নং দু'টি সাব কবলা দলিল নিয়ে নেয়। সুশীল কুমার দাস এ ব্যাপারে ওই ওয়ারিশদের কাছ থেকে নেয়া দলিল হস্তান্তর না করা এবং রেকর্ড সংশোধন না করার জন্য পটুয়াখালী জেলা রেজিস্ট্রার, মহা নিবন্ধক, ঢাকা এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি) বাউফলের বরাবরে যথাক্রমে ৫৩২, ৫৩১ ও ৫৩৩ নং রেজিস্ট্রি ডাকযোগে বিস্তারিত জানিয়ে আবেদন করেছেন। যার কপি সাব রেজিস্ট্রার, বাউফলকেও দেয়া হয়েছে। এদিকে উল্লিখিত আবদুল খালেক মৃধা এ ব্যাপারে থানা পুলিশে বা কোন রকম মামলা না করার জন্য প্রকাশ্যে হুমকি দিয়ে বেড়াচ্ছে।

সংবাদ, ৬ জানুয়ারি ২০০৩

(১৩৯৬)
ধামরাইয়ের পল্লীতে সন্ত্রাসী চক্রের হুমকির মুখে এক পরিবার

সাভার সংবাদদাতা ঃ ধামরাইয়ের পল্লীতে সংঘবদ্ধ একটি সন্ত্রাসী ও ভূমি দস্যু চক্রের তাণ্ডবে দিশেহারা এক পরিবার বর্তমান নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে রয়েছে। চক্রটি এলাকার এক শিক্ষকের ছেলে দেবাশীষ চৌধুরীর সম্পত্তি জাল দলিলের মাধ্যমে আত্মসাৎ করতে না পেরে প্রাণনাশের হুমকিসহ নানাভাবে ভয়-ভীতি দেখিয়ে আসছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

কেবল দেবাশীষ চৌধুরীই নয়, ওই চক্রটির কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছে ধামরাইয়ের বাইশাকান্দা ইউনিয়নের গায়রাকুল গ্রামের নিরীহ জনগণ। ইতিমধ্যে অনেকেই চক্রটির ভয়ে নামমাত্র মূল্যে সহায়-সম্পত্তি বিক্রি করে এলাকা ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছে। তাদের সবাই সংখ্যালঘু বলে জানা গেছে। দেবাশীষ চৌধুরী বৃহস্পতিবার সাভার প্রেসক্লাবে এসে জানান, চক্রটির নায়ক এলাকার প্রভাবশালী হরিনাথ দাস জাল দলিলের মাধ্যমে তার ক্রয়কৃত ৪৭ শতাংশ জমি জবরদখলের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। এ ব্যাপারে তিনি আদালতের শরণাপন্ন হলে চক্রের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা প্রতিনিয়ত তাকে হুমকি প্রদান করে আসছে। বর্তমানে তিনি পালিয়ে বেড়াচ্ছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক, ৬ জানুয়ারি ২০০৩

(১৩৯৭)
সংখ্যালঘু তাই নজরুল সঙ্গীতের পরিবর্তে ফোক!

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা, রাজশাহী ঃ এবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় মিউজিক এন্ড ড্রামাটিক্স বিভাগে নজরুল সঙ্গীতের শিক্ষক হিসেবে ফোকের ছাত্রকে নেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। অথচ শুধুমাত্র ধর্মীয় সংখ্যালঘু হওয়ার অপরাধে নজরুলসঙ্গীতে অত্যন্ত মেধাবী ও উচ্চ ডিগ্রিধারী এক প্রার্থীকে ফলাফল দেয়া হয়নি।

গত ৩ জানুয়ারি এই সিলেকশন দেয়া হয়। এ নিয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগের শিক্ষকদের মধ্যে চরম অসন্তোষ বিরাজ করছে। এই সিলেকশনের প্রতিবাদ জানিয়েছেন বিভাগীয় সভাপতি ডঃ সফিকুন্নবী সামাদী। তিনি ভিন্নমত দিয়েছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও সিলেকশন বোর্ড বিশেষ ওই প্রার্থীকে সিলেকশন দেয়।

জানা গেছে, মিউজিক অ্যান্ড ড্রামাটিক্স বিভাগে গত ৩ জানুয়ারি শিক্ষক নিয়োগের জন্য সিলেকশন বোর্ড অনুষ্ঠিত হয়। বোর্ডে নজরুলসঙ্গীত শাখায় মনোনয়ন দেয়া হয় মাফরুহা হোসেনকে। তিনি ফোক নিয়ে কাজ করেছেন। অথচ এই শাখায় পদ্মিনী দে নামের একজন প্রার্থী ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। তিনি শান্তি নিকেতনে পিএইচডি ডিগ্রির জন্য গবেষণা করছেন। নজরুল সঙ্গীতে তিনি রবীন্দ্র ভারতী থেকে স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, জেলা বিএনপির এক প্রভাবশালী নেতার প্রার্থী ছিলেন মাফরুহা হোসেন। ওই নেতা সিটি মেয়র ও সাংসদ মিজানুর রহমান মিনুর দক্ষিণহস্ত বলে পরিচিত।

সংবাদ, ৭ জানুয়ারি ২০০৩

(১৩৯৮)
সম্পত্তি দখলের চক্রান্ত ॥ হয়রানির মুখে পালিয়ে বেড়াচ্ছে অরুণ দেবনাথের পরিবার

স্টাফ রিপোর্টার, চট্টগ্রাম অফিস ঃ পরস্পরের যোগাসাজশে সম্পত্তি আত্মসাতের চক্রান্তে আনোয়ারার একটি পরিবার পুলিশ ও সন্ত্রাসী চক্রের চরম হয়রানির সম্মুখীন হয়েছে। একদিকে হত্যার হুমকি অন্যদিকে ঘুষের জন্য জেলজুলুম ও মিথ্যা মামলার হয়রানিতে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে অরুণ দেবনাথের পরিবারকে। নির্যাতন থেকে বেঁচে স্বাভাবিক জীবন ফিরে পেতে পুলিশ বিভাগের উর্ধতন কর্মকর্তাদের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন তিনি।

অভিযোগ পাওয়া যায়, আনোয়ারা থানার চালিতাতলি গ্রামের জনৈক অরুণ দেবনাথের পারিবারিক জমি স্থানীয় আইয়ুব আলী গং আত্মসাত করার জন্য নানা ধরনের ফাঁদ পাততে শুরু করে। চক্রটি হুমকি ধমকি দিয়ে ব্যর্থ হয়ে অরুনকে একদিন রাস্তায় আটকে মারাত্মকভাবে জখম করে সাদা স্ট্যাম্পে সই করিয়ে নেয়। এ ব্যাপারে অরুণ আনোয়ারা থানায় আশ্রয় নিলে উল্টো তাদের ওপর নির্যাতন ও জুলুম নেমে আসে। আসামীদের যোগসাজশে আনোয়ারা থানার পুলিশ তার কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করে। টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় তাকে বিভিন্ন ধরনের হয়রানিমুলক মামলায় আটক করে জেল হাজতে প্রেরণ করে। জেল থেকে জামিনে বের হলেও তার নিষ্কৃতি নেই। পুলিশ থানায় ডেকে নিয়ে টাকা দাবি করে, এমনকি শারীরিক ভাবেও নির্যাতন করে। সন্ত্রাসী ও পুলিশের ভয়ে তার এখন গ্রাম ছাড়ার উপক্রম। সুষ্ঠ তদন্ত এবং পুলিশী হয়রানি থেকে মুক্তি পেতে অরুণের পরিবার ডিআইজির কাছেও আশ্রয় চায়। তারপরও সে এখন পর্যন্ত নিরাপত্তাহীন এবং নির্যাতন অব্যাহত রয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৭ জানুয়ারী ২০০৩

(১৩৯৯)
মিরসরাইয়ে বৌদ্ধমন্দিরে হামলা মূর্তি ও দরজা ভাঙচুর, লুটপাট

মিরসরাই (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি ঃ মিরসরাইয়ের ১৪ নং হাইতকান্দি ইউনিয়নের দমদমা অভয়স্মরণ বৌদ্ধমন্দিরে গত সোমবার মধ্যরাতে সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়ে মন্দিরের দরজা, বৌদ্ধ মূর্তি ভাঙচুর করেছে। নগদ টাকা, স্বর্ণসহ মন্দিরের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে গেছে।

১৪ নং হাইতকান্দি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর কবির চৌধুরী জানান, ওই রাতে বৌদ্ধমন্দিরের ভিক্ষু ড. ধর্মকীর্তি মহাথেরো মন্দিরে ছিলেন না। রাত প্রায় ২টার দিকে কে বা কারা মন্দিরে (কেয়াং) হামলা চালিয়ে প্রথমে দরজা ভাঙে। এ সময় মন্দিরের অদূরে টিনের ঘরের খুদে ভিক্ষুরা ভয়ে কেউ বের হয়নি।

চেয়ারম্যান আরো জানান, সন্ত্রাসীরা বৌদ্ধ মূর্তি ভেঙে মূর্তির কপালের ৮ আনা ওজনের স্বর্ণের টিপ, নগদ ৩০ হাজার টাকাসহ দানবাক্স, ড. ধর্মকীর্তি মহাথেরোর একটি ভিআইপি পাসপোর্ট নিয়ে যায়।

সকালে খবর পেয়ে মিরসরাই থানার এসআই জাকিরের নেতৃত্বে একদল পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। বিকেলে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (চট্টগ্রাম) হাসিব আজিজ, সার্কেল এএসপি (সীতাকুণ্ড) মোজাম্মেল হোসেন ঘটনাস্থলে খোঁজখবর নিয়েছেন।

প্রথম আলো, ৮ জানুয়ারি ২০০৩

(১৪০০)
অধ্যক্ষ গোপাল মুহুরীর পরিবারকে হত্যার হুমকি

চট্টগ্রাম অফিস ঃ নাজিরহাট কলেজের অধ্যক্ষ গোপালকৃষ্ণ মুহুরী হত্যা মামলার শুনানির আগেরদিন গতকাল মঙ্গলবার সকালে তার পরিবারের সদস্যদের প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়েছে। সাক্ষী না দেওয়ার জন্য এই হুমকি প্রদান করা হয়। কে বা কারা অধ্যক্ষের জামালখানের বাসায় ফোন করে তার কন্যাকে হুমকি দিয়ে বলেছে, আদালতে সাক্ষী দিতে গেলে জীবননাশ করা হবে।

হুমকির কথা পুলিশ কর্মকর্তাদের জানানো হয়েছে। এর পর থেকে তাদের বাসায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে বলে সিএমপির ঊর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা জানান।

চাঞ্চল্যকর এই হত্যা মামলার বাদী হলেন নিহত অধ্যক্ষের স্ত্রী উমা মুহুরী। বাদী ও তার ছেলে সৈকত মুহুরী এ মামলার অন্যতম দুই সাক্ষী। সৈকত মুহুরী টেলিফোনে হুমকি দেওয়ার কথা স্বীকার করেছেন।

উল্লেখ্য, দ্রুত বিচার ট্রাইবুনালে আজ বুধবার এই মামলার শুনানি হওয়ার কথা।

ভোরের কাগজ, ৮ জানুয়ারি ২০০৩

(১৪০১)
উৎকোচ না দেয়ায় নারায়ণগঞ্জে দু'শ পরিবারকে ইজারার জমি থেকে উচ্ছেদ

নারায়ণগঞ্জ ৮ জানুয়ারি, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বিআইডব্লিউটিএর অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ চলাকালে উৎকোচ না দেয়ায় বন্দরে শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে বৈধভাবে ইজারা নেয়া জমি থেকে দু'শ পরিবারকে উচ্ছেদ করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। উচ্ছেদকৃতরা অভিযোগ করেছে, ঘুষের চাহিদা মেটাতে না পারায় বিআইডব্লিউটি-এর কর্মচারীরা এ ঘটনা ঘটিয়েছে। উচ্ছেদের পর খোলা আকাশের নিচে বসবাস করছে অসহায় মানুষ। প্রচণ্ড শীতে ৫ বৃদ্ধা অসুস্থ হয়ে পড়েছে। শীতে অসুস্থ হয়ে মরিয়ম নেছা (৫৫) সুববালা (৭৫), হিরোণী বালা (৮৪) ও প্রফুল্ল দাসীকে (৮০) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। একতা ভূমিহীন সমবায় সমিতির সভাপতি মনসুর আলম ও সাধারণ সম্পাদক মোফাজ্জল হোসেন দাবি করেছেন ভূমিহীন, আশ্রয়হীন পরিবারকে জেলা প্রশাসকের পক্ষে সহকারী কমিশনার (ভূমি) বন্দর থানার গঙ্গাকুল মৌজায় ১৩০ শতাংশ ভূমি বন্দোবস্ত দেয়। উচ্ছেদকৃতরা অভিযোগ করেছে বিআইডব্লিউটি-এর কয়েকজন কর্মচারী তাদের কাছে ১ লাখ টাকা উৎকোচ দাবি করে। উৎকোচ না দেয়ায় কাগজপত্র দেখানো সত্ত্বেও উচ্ছেদ করা হয় তাদের।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৯ জানুয়ারি ২০০৩

(১৪০২)
বেগমগঞ্জে গৃহবধূ খুন

নোয়াখালী থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক ঃ বুধবার গভীর রাতে বেগমগঞ্জ উপজেলার ছয়আনী ইউনিয়নের কামদেবপুর গ্রামের বিধু মিস্ত্রির বাড়িতে এক গৃহবধূ নৃশংসভাবে খুন হয়েছে।

জানা যায়, ওই বাড়ির তপন রায়ের স্ত্রী টুনী রানী (২৮) রাতে ঘরের বাইরে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে আর ফিরে আসেনি। ভোরে একই বাড়ির জনৈক নির্মল বাড়ির পুকুরের দক্ষিণ পাড়ে টুনীকে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে। তার গলায় এবং হাতে কালো দাগ ছিল, ধারণা করা হচ্ছে টুনীকে ধর্ষণের পর গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে। ঘটনার রাতে টুনীর স্বামী রতন বাড়ি ছিলেন না বলে জানা যায়। বেগমগঞ্জ থানা পুলিশ নিহত টুনীর মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে।

সংবাদ, ১০ জানুয়ারি ২০০৩

(১৪০৩)
মুন্সিগঞ্জে কলেজ ছাত্রীকে অপহরণের দায়ে শহরের 'বদমাশের রাজা' গ্রেফতার

মুন্সিগঞ্জ থেকে নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ বুধবার বেলা ১০টায় মুন্সিগঞ্জের সরকারি হরগঙ্গা কলেজ পড়ুয়া ছাত্রী রূপা মুখার্জী সম্পাকে অপহরণের ঘটনায় শহরের 'বদমাশের রাজা' বলে খ্যাত ধনাঢ্য ব্যক্তি মাজহারুল ইসলাম পিকলুছকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। পরে তার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী পুলিশ মীর কাদিম পৌরসভার কমলঘাট এলাকা থেকে অপহৃত ছাত্রী রূপা মুখার্জী সম্পাকে উদ্ধার করেছে। তাকে ছাড়িয়ে নেয়ার জন্য জোট সরকারের তদবিরকারীরা উঠে পড়ে লেগেছে এবং ওই পরিবারের সদস্যদের ওপর অ্যাসিড মারার হুমকি দিয়ে যাচ্ছে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ৪ জানুয়ারি শহরের মালপাড়ার কৃষ্ণ মুখার্জীর দ্বিতীয় মেয়ে কলেজ পড়ুয়া ছাত্রী রূপা মুখার্জী সম্পা বেলা ১১টায় শহরের খালিষ্ট এলাকার তার বান্ধবীর বাড়ি থেকে নিজ বাড়ি ফিরছিল। এ সময় শহরের ব্যস্ততম সুপার মার্কেট এলাকা থেকে বদমাশের রাজা পিকলুছ সুপরিকল্পিতভাবে রূপাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। বুধবার এই ঘটনার অভিযোগে সদর থানা পুলিশ বদমাশের রাজা ধনাঢ্য ব্যবসায়ী মাজহারুল ইসলাম পিকলুছকে থানায় আটক করে। পরে তার স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে অপহৃতা রূপাকে কমলাঘাট এলাকা থেকে উদ্ধার করা হয়।

একটি বিশ্বস্ত সূত্র জানায়, মাজহারুল ইসলাম পিকলুছ একজন নারী পাচারকারী। এ ব্যাপারে সদর থানায় মামলা হয়েছে। উল্লেখ্য, বদমাশের রাজা পিকলুছ একাধিক বিবাহ করেছে বলে সূত্র জানিয়েছে।

সংবাদ, ১১ জানুয়ারি ২০০৩

(১৪০৪)
সাভারে মহল্লা ঘেরাও করে ডাকাতি সাত লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুট

সাভার প্রতিনিধি ঃ স্থানীয় সেনা ক্যাম্প গুটিয়ে নেয়ার আগেই সাভার পৌর এলাকার উত্তরপাড়া মহল্লায় গত শুক্রবার গভীর রাতে দুর্ধর্ষ ডাকাতি হয়েছে। কয়েকটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে সশস্ত্র ডাকাত দল গোটা মহল্লা ঘিরে ফেলে তাণ্ডব চালায় দুই স্বর্ণ ব্যবসায়ীর বাড়িতে। ডাকাতরা স্বর্ণ ব্যবসায়ী বিশ্বনাথ কর্মকার এবং তার ভাই ভোলানাথ কর্মকারের বাড়িতে ঢুকে পরিবারের সদস্যদের বেঁধে রেখে নগদ ২ লাখ টাকা ও স্বর্ণালংকারসহ ৭ লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুট করে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী একাধিক সূত্র জানায়, রাত আনুমানিক ২টার দিকে ৮০ থেকে ৯০ জনের সশস্ত্র ডাকাত দলটি কয়েকটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে ঘিরে ফেলে গোটা মহল্লা। এর মধ্যে দুটি গ্রুপ দরজা ভেঙে দুই স্বর্ণ ব্যবসায়ীর বাড়িতে ঢুকে পড়ে। হাড় কাঁপানো শীতে পরিবারের সব সদস্যই তখন ছিল ঘুমিয়ে। ডাকাত আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি টের পাওয়ার আগেই ডাকাতরা পরিবারের সব সদস্যকে বেঁধে লেপ দিয়ে মুড়িয়ে স্টিলের আলমারি, লোহার সিন্দুক ভেঙে লুট করে নগদ ২ লাখ টাকা, ৭৫ ভরি স্বর্ণালংকার, ৫০ ভরি রুপা, ১টি মোবাইল ফোন, ২০টি শাড়ি, হাতঘড়ি ও মূল্যবান সামগ্রীসহ ৭ লক্ষাধিক টাকার মালামাল। প্রায় দু'ঘণ্টাব্যাপী তাণ্ডব চালিয়ে ডাকাতরা আসবাবপত্রসহ ঘরের বিভিন্ন স্থান তছনছ করে লুণ্ঠিত মালামাল নিয়ে পালিয়ে যায়। ডাকাত আক্রান্ত পরিবার দুটির পক্ষে অভিযোগ করা হয়েছে— থানায় সংবাদ দেয়ার ১০ ঘণ্টা পর পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে। অপরদিকে সশস্ত্র দুর্বৃত্তরা সড়কে প্রাইভেট কার ঠেকিয়ে ছিনতাই করেছে একটি দেড়টনি পিকআপ ভ্যান।

যুগান্তর, ১২ জানুয়ারি ২০০৩

(১৪০৫)
মুন্সীগঞ্জে সংখ্যালঘুর বাড়ি দখল করে নিয়েছে সন্ত্রাসীরা ॥ আতঙ্ক

স্টাফ রিপোর্টার, মুন্সীগঞ্জ ঃ সেনা প্রত্যাহারের খবরের পরপরই টঙ্গীবাড়ী উপজেলার মুলচর গ্রামে এক সংখ্যালঘুর বাড়ি দখল করে নিয়েছে সন্ত্রাসীরা। শুক্রবার সকাল ১০টার দিকে একদল সন্ত্রাসী স্থানীয় ঘোষ বাড়িতে জোরপূর্বক দু'টি ঘর তৈরি করে। একই সঙ্গে সংখ্যালঘুদের দু'টি ঘর ভাংচুর, লুটপাট এবং হুমকি প্রদর্শন করে বলে ভুক্তভোগীরা অভিযোগ করেছে। বিষয়টি থানাকে অবগত করা হলে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। কিন্তু এখনও মামলা নেয়া হয়নি বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়। স্থানীয় কার্তিক ঘোষ, জ্যোৎস্না রানী ঘোষের বাড়িতে এ ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গেছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৩ জানুয়ারি ২০০৩

(১৪০৬)
নাটোরে চাঁদার দাবিতে ব্যবসায়ীকে মারধর

নাটোর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ পাঁচ হাজার টাকা চাঁদার দাবিতে বড়াইগ্রাম উপজেলার আহমদপুরে রণজিত কুণ্ডু নামে এক দুধ ব্যবসায়ীকে শুক্রবার সকালে বেধড়ক মারধর ও শনিবার রাতে তার খড়ের পালায় আগুন দিয়েছে সন্ত্রাসীরা। প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, ২৮ মার্চ বনপাড়ায় আ'লীগ সভাপতি ডা. আয়নুল হককে নৃশংসভাবে কুপিয়ে হত্যা ও অর্ধশত ঘরবাড়ি লুটপাট, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনার সঙ্গে জড়িত কামরদেহ গ্রামের রঞ্জু ও কায়েসকোলা গ্রামের আরিফ এবং তাদের দলবল এ ঘটনা ঘটিয়েছে।

সংবাদ, ১৩ জানুয়ারি ২০০৩

(১৪০৭)
সেনাদের হাতে আটক ছাত্রলীগ নেতা শুভ মারা গেলেন

স্টাফ রিপোর্টার ঃ সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়া ধামরাই সরকারী কলেজের সাবেক জিএস ও ছাত্রলীগ নেতা শুভ গোপাল শীল ঢাকা মেডিক্যালে মারা গেছেন। রবিবার রাতে চিকিৎসাধীন শুভকে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। গত ঈদের পর সেনা সদস্যরা তাঁকে আটক করে।

ঢাকা মেডিক্যাল সূত্র বলেছে, অসুস্থ শুভকে কারা কর্তৃপক্ষ হাসপাতালে ভর্তি করে দু'দিন আগে। শরীরের ভিতরে বিভিন্ন ধরনের ইনজুরির কারণে তিনি অসুস্থ ছিলেন। রবিবার গভীর রাতে তাঁর অবস্থা অবনতির দিকে যায় এবং একপর্যায়ে তিনি মারা যান।

ধামরাই কলেজের সাবেক জিএস শুভকে সেনাবাহিনী তাঁর বাসা থেকে আটক করেছিল। এরপর সেনা ক্যাম্পে এনে তাঁকে বেদম প্রহার করা হয়। দু'দিন ক্যাম্পে রেখে এরপরই দেয়া হয় পুলিশের হাতে। সেই থেকে তিনি কারাগারে ছিলেন। কারাসূত্র বলেছে, কারাঅভ্যন্তরে আসার পর থেকেই তিনি অসুস্থ ছিলেন। ১১ জানুয়ারি ফুসফুসের সমস্যায় তিনি বেশি অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। শুভর বাড়ি ধামরাইয়ের কাঠপাড়ায়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৪ জানুয়ারি ২০০৩

(১৪০৮)
কামারখন্দে উদ্ধারকৃত দুই যুবকের লাশের পরিচয় পাওয়া গেছে

কামারখন্দ (সিরাজগঞ্জ) থেকে সংবাদদাতা ঃ কামারখন্দে উদ্ধারকৃত দুই যুবকের লাশের পরিচয় পাওয়া গেছে। নিহতরা হচ্ছে গোপাল সাহা (২৭) পিতা সোনা সাহা, ইয়াট কলোনী শান্তাহার, বগুড়া এবং পিন্টু প্রামাণিক (২২), পিতা তোফাজ প্রামাণিক, কাশিমিলা আদমদীঘি বগুড়া। জানা যায়, গোপাল সাহা একটি মাইক্রোবাস নিয়ে পিন্টু প্রামাণিকসহ গত বুধবার রাতে সিরাজগঞ্জে আসার পথে ঐ স্থানে দুস্কৃতকারীদের কবলে পড়ে। তাদের হত্যা করে মাইক্রোবাস নিয়ে দুষ্কৃতকারীরা পালিয়ে যায়। এ ব্যাপারে থানায় মামলা হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৮ জানুয়ারি ২০০৩

(১৪০৯)
ছবি রাণী মণ্ডল নির্যাতন মামলায় আগের চার্জশিট বহাল রেখেছে ডিবি

বাগেরহাট থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ছবি রানী মণ্ডল নির্যাতন মামলায় ডিবি পুনর্তদন্ত করে আগের দেয়া চার্জশিটকে বহাল রেখে বৃহস্পতিবার আদালতে প্রতিবেদন দিয়েছে।

ছবি রানী মণ্ডল অভিযোগ করেছেন, প্রতিপক্ষ টাকার জোরে এবং ক্ষমতার জোরে ডিবিকে আগের চার্জশিট বহাল রাখতে বাধ্য করেছে। ফলে বিচার নিয়ে ছবি রানী মণ্ডল চিন্তিত হয়ে পড়েছে। যে ১৫ জন আসামির নামে চার্জশিট দিয়েছে তারমধ্যে ১২ জন পলাতক রয়েছে। মাত্র ৩ জন গ্রেফতার হয়েছে।

২১ আগস্ট সন্ধ্যায় রামপাল বিএনপি অফিসের ভেতর মধ্যযুগীয় কায়দায় ছবি রানী মণ্ডলের ওপর সন্ত্রাসীরা নির্যাতন চালায়।

সংবাদ, ১৮ জানুয়ারি ২০০৩

(১৪১০)
বান্দরবানে আদিবাসী যুবকের লাশ উদ্ধার

বান্দরবান থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বান্দরবান শহরের শঙ্খ নদীর পাড় থেকে রোববার পুলিশ এক আদিবাসী যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে। তাকে হত্যা করা হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শহরের মধ্যমপাড়া এলাকায় শঙ্খ নদীর পাড়ের একটি আদিবাসী যুবকের লাশ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় লোকজন থানায় খবর দেয়। পুলিশ খবর পেয়ে বিকেলে ঘটনাস্থলে এসে লাশটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে প্রেরণ করে। উদ্ধারকৃত যুবকের নাম খোয়াইনু মং মারমা (২৪) তার বাবার নাম আতু মং মারমা। যুবকটি জেলা সদরের উজানীপাড়া এলাকার বাসিন্দা বলে পুলিশ এবং প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়। এ ব্যাপারে থানায় একটি হত্যা মামলা হয়েছে।

সংবাদ, ২০ জানুয়ারি ২০০৩

(১৪১১)
সাংবাদিকদের জানানোয় ওসির হুমকি ঃ 'তোদের ঘর পুড়ামু'
দেবহাটায় সংখ্যালঘু পরিবারের ঘরে লুট আগুন শ্লীলতাহানি

সুভাষ চৌধুরী, সাতক্ষীরা থেকে ঃ হামলা, তাণ্ডব, লুটপাট, ঘরে অগ্নিসংযোগ এবং দুই তরুণী গৃহবধূর শ্লীলতাহানি ঘটিয়ে ঘের দখল ঘটনার অভিযোগ কেন পুলিশ ও সাংবাদিকদের কাছে করা হলো— এই হুমকি দিয়ে খোদ ওসিই শাসালেন— এই বেটি তোরা রাতভর এইহানে কি করিস আমি জানিনা। এইহানে থাকলে তোদের ঘর আমিই আবার পুড়ামু।

গতকাল রোববার এই ঘটনা ঘটে দেবহাটার নোড়ার আবাদে। ওসির শাসানিতে ভীত সংখ্যালঘু পরিবারটি এখন পালিয়ে বেড়াচ্ছে। অন্যদিকে তাদেরই দায়ের করা মামলার বাদীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। সংশ্লিষ্ট এলাকায় গিয়ে শ্লীলতাহানির শিকার গৃহবধূদের কেবলই মুখ লুকিয়ে থাকতে দেখা গেছে।

জানা যায়, দেবহাটার নোড়ার আবাদের ৩২ বিঘা জমি সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করে নিরঞ্জন ও পরিতোষ বিশ্বাসের পরিবার জয়ী হয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ ভোগদখল করে আসছিল। কিছুদিন আগে চিংড়ি ঘের জমির একাংশ স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান যুবদল ক্যাডার গোলাম ফারুক বাবু তার লোকজন নিয়ে দখল করে নেয়। নিরঞ্জন ও পরিতোষ এই জমি লাঠিয়াল বাহিনীর কবল থেকে ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হয়ে সাম্প্রতিককালে সেনাসদস্যদের শরণাপন্ন হয়। সেনা সদস্যরা দুই পক্ষকে ডেকে এর ১৬ বিঘা জমির টাকা নিরঞ্জন ও পরিতোষের অনুকূলে দিতে বাধ্য করান। এদিকে গত ৯ জানুয়ারির পরপরই সেনা সদস্যরা চলে যাওয়ায় চেয়ারম্যানের ক্যাডার বাহিনী মরিয়া হয়ে ওঠে। অভিযোগে প্রকাশ, গত শনিবার চেয়ারম্যান সমর্থিত তিন ক্যাডার সিরাজুল, মোশাররফ, আলতাফ ও আসাদুল ৩০/৩৫ জন দাঙ্গাবাজ লাঠিয়ালকে নিয়ে হামলা করে। তারা নিরঞ্জন, পরিতোষকে বেপরোয়া মারপিট করে আহত করে। সেখানে ৩ জনের স্ত্রীকে পাশের একটি ঘরে ধরে নিয়ে শ্লীলতাহানি ঘটায়। এতে বাঁধা দিতে যাওয়ায় হামলাকারীরা বাতাসি (৫০), গান্ধারি (৬০), দিপালীসহ কয়েকজনকে মারধর করে ঘেরের কাদাজলে ঠেসে ধরে। এদের কয়েকজনের মাথার চুল ও পরণের কাপড় চোপড়ও টেনে ছিঁড়ে দেওয়া হয়। এ অবস্থায় পুরো ঘেরে তারা দখল কায়েম করে। তাদের বাসাবাড়িতে সন্ত্রাসীরা আগুন ধরিয়ে দেয়। এ সময় লুটপাটের ঘটনাও ঘটে।

এ ঘটনার পর পরিতোষ বিশ্বাস দেবহাটা থানায় মামলা করতে গেলে ওসি তাদের ফিরিয়ে দেয়। পরে চেয়ারম্যান গোলাম ফারুকের কর্মচারী মনিন্দ্রের দায়ের করা উল্টো মামলা গ্রহণ করে। এ মামলার আসামি পরিতোষকে ডেকে নিয়ে তার দেওয়া সাতজন আসামির নামে একটি মামলা নিয়ে বাদী পরিতোষকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। মনিন্দ্রকেও পুলিশ গ্রেপ্তার করে। আহতরা বিভিন্ন ক্লিনিকে ভর্তি হয়েছে।

এদিকে এই তাণ্ডবলীলার পর দেবহাটার ওসি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ঘটনাস্থলে গিয়ে হুমকি দিয়ে বলেছেন— তোরা এ ঘটনা সাংবাদিকদের জানালি ক্যান? শ্লীলতাহানির শিকার গৃহবধূদের উদ্দেশে তিনি বলেন— এই বেটি তোরা রাতভর এই বিলে কি করিস আমি জানিনা? এইহানে থাকলে তোদের ঘর আমিই পুড়ামু। ওসির এই হুমকির মুখে ওরা সবাই এলাকা ছেড়ে চলে গেছে। অপরদিকে আহত পরিতোষ আটক রয়েছে এখনো। গতকাল সাতক্ষীরার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার খোন্দকার ফারুক আহমেদ ঘটনাস্থল সফর করেছেন।

ভোরের কাগজ, ২০ জানুয়ারি ২০০৩

(১৪১২)
পানছড়িতে ৭ বছরের শিশুকে গণধর্ষণের পর হত্যা

খাগড়াছড়ি, ২০ জানুয়ারি, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জেলার পানছড়ি উপজেলার সীমান্তবর্তী গ্রাম লোগাংএ ৭ বছরের একটি শিশুকে গণধর্ষণের পর নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে।

ধর্ষণকারীদের এখনও শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। পুলিশসূত্রে জানা যায় স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রী রবিবার দুপুরে বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। অনেক খোঁজাখুঁজির পর রাত ১০টার দিকে বাড়ি থেকে ১শ গজ দূরে লোগাং ইউনিয়ন পরিষদ সংলগ্ন রাস্তার পাশে থেকে শিশুটির ক্ষতবিক্ষত লাশ উদ্ধার করা হয়। নিহত শিশুটির নাম মনপুলা ত্রিপুরা। খবর পেয়ে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে পোস্ট মর্টেমের জন্য সদর হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। পুলিশ জানায়, শিশুটিকে উপর্যুপরি ধর্ষণ করা হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে শিশুর চাচা সোনারাম ত্রিপুরা বাদী হয়ে পানছড়ি থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে মামলা দায়ের করেছেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২১ জানুয়ারি ২০০৩

(১৪১৩)
৭ বছরের শিশু পদ্মাদেবী ত্রিপুরাকে ধর্ষণ ও হত্যা

ইত্তেফাক রিপোর্ট ঃ হিল উইমেন্স ফেডারেশন জানায়, খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি থানার লোগাং-এ ৭ বছরের শিশু পদ্মাদেবী ত্রিপুরাকে গত ২০ জানুয়ারি ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ইলিরা দেওয়ান উল্লেখ করেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে এ ধরনের ঘটনা আগে কখনো ঘটতো না। পার্বত্য চট্টগ্রামেও এ ধরনের ঘটনার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ছে। তিনি বলেন, অতীতে এ ধরনের ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা হলে এমনতর ঘৃণ্য কাজ করতে কেউ সাহস পেত না।

দৈনিক ইত্তেফাক, ২৩ জানুয়ারি ২০০৩

(১৪১৪)
ধামরাইয়ে গৃহবধূ খুন ॥ লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুট

কালিয়াকৈর প্রতিনিধি ঃ ধামরাই শহরের বড়বাজার এলাকার দিলু পালের বিধবা স্ত্রী রাখালী পাল (৫২) কে গতকাল রাতে নিজ বাড়িতে হত্যা করা হয়েছে। ঘাতকরা তার বাড়ির লক্ষাধিক টাকার স্বর্ণালংকার লুট করে।

জানা যায় গত ২২ জানুয়ারি মধ্যরাতে দুর্বৃত্তরা তার মুখে কাপড় গুঁজে গলায় রশি দিয়ে তাকে হত্যা করে ওই লুণ্ঠন কাজ চালায়। এ ব্যাপারে ধামরাই থানায় মামলা হয়েছে।

আজকের কাগজ, ২৫ জানুয়ারি ২০০৩

(১৪১৫)
পরশুরামে এক সংখ্যালঘু বিধবার পরিবারকে উচ্ছেদের হুমকি দিচ্ছে সন্ত্রাসীরা

পরশুরাম (ফেনী) প্রতিনিধি ঃ পরশুরামে ভুমিহীন এক সংখ্যালঘু বিধবার পরিবারকে উচ্ছেদের হুমকি দিচ্ছে সন্ত্রাসীরা। বিধবা বাদী হয়ে পরশুরাম থানায় মামলা ও জেলা প্রশাসকের কোর্টে প্রতিকার চেয়েও সহায়তা পাচ্ছেন না বলে জানান। অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, পরশুরাম পৌরসভার কোলাপাড়া গ্রামের মৃত চিত্তরঞ্জন সরকারের বিধবা স্ত্রী অনিমা রানী রায় ওই মৌজায় '৯৯ সালে ১৪ শতক ভূমি বন্দোবস্ত পান। এতে তিনি একটি কাঁচা ঘরে কোন রকমে জীবনযাপন করছিলেন। স্থানীয় প্রভাবশালী মহলের নজর পড়ে এ জমির ওপর। ঘর নির্মাণের পর থেকে তাকে বিভিন্নভাবে হুমকি দিয়ে বলা হচ্ছে জায়গা ছেড়ে চলে যেতে, অন্যথায় তার একমাত্র সন্তানকে মেরে লাশ গুম করা হবে বলে তিনি জানান। এতেও ঘর ছেড়ে না যাওয়ায় সন্ত্রাসীরা এখন আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলার হুমকি দিচ্ছে বলে তিনি জানান। অনিমা রানী রায় বাদী হয়ে পরশুরাম থানায় একটি মামলা দায়ের করেন এবং ফেনী প্রশাসকের কাছে অভিযোগ দায়ের করলে প্রভাবশালী মহল আরও ক্ষিপ্ত হয়ে তার বিরুদ্ধে কিছু সন্ত্রাসীকে লেলিয়ে দেয়।

যুগান্তর, ২৯ জানুয়ারি ২০০৩

(১৪১৬)
হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীস্টান ঐক্য পরিষদের কাউকে রাস্তায় নামতে দেবেন না চাঁদপুরে কর্নেল আকবর

চাঁদপুর, ২৯ জানুয়ারি, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ নৌ পরিবহনমন্ত্রী কর্নেল আকবর (অব) হোসেন বলেছেন— হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের লোকগুলো যেন রাস্তায় না নামতে পারে সেদিকে আপনারা নজর রাখবেন। তিনি আরও বলেন, আজ আমাদের কৃষ্টিকালচারেও বিভক্তি চলছে। আমরা আজ বাংলাদেশী হিসাবে পৃথিবীর অন্য রাষ্ট্রগুলোর কাছে গালি শুনি। আমাদের সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হিসাবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। তিনি বলেন, এ ধরনের অপবাদের পিছনে দেশের এক ধরনের বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, লেখকরা জড়িত। তিনি বুধবার চাঁদপুরে শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষকদের আয়োজিত শিক্ষা সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথাগুলো বলেন। চাঁদপুরের জেলা প্রশাসক মোঃ আব্দুর রব হাওলাদারের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আনম এহসানুল হক মিলন। মিলন বলেন, ১৯৭২ সালে এ দেশে নকলের জন্ম। যা আজ এসে শিক্ষা ব্যবস্থাকে গ্রাস করেছে। এর প্রশ্রয়দাতা শুধু শিক্ষকরাই নন, এ দেশের মন্ত্রী, রাজনীতিকরাও। তিনি বলেন, গত সরকার চেয়েছে শিক্ষাকে ধ্বংসের প্রান্তে নিতে। আর আমাদের সরকার চায় শিক্ষার উত্তরোত্তর উন্নয়ন। স্থানীয় হাসান আলী হাইস্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলনের এ সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সংসদ সদস্য নুরুল হুদা, জেলা শিক্ষা অফিসার আবু ইউসুফ মজুমদার, প্রেসক্লাবের সভাপতি এড. ইকবাল বিন বাশার, পৌরসভার চেয়ারম্যান শফিকুর রহমান ভুঁইয়া, পিপি এডভোকেট কামরুল ইসলাম ও আঃ হামিদ মাস্টার। সম্মেলনে জেলার প্রত্যন্ত এলাকা থেকে বিপুল পরিমাণ শিক্ষক-শিক্ষকা অংশগ্রহণ করেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৩০ জানুয়ারি ২০০৩

ফেব্রুয়ারি ২০০৩

(১৪১৭)
নান্দাইলে সংখ্যালঘু ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে ৫শ’ টাকা চুরির মামলা

নান্দাইল (ময়মনসিংহ) থেকে সংবাদদাতা ঃ অনুমতি না নিয়ে বিপুল সংখ্যক লোকসহ বাসায় প্রবেশের প্রতিবাদ করলে নান্দাইল উপজেলা সদরের প্রতিষ্ঠিত ৫ সংখ্যালঘু ব্যবসায়ীসহ অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সরকারি কাজে বাধা দেয়াসহ ৫শ’ টাকার মালামাল চুরির অভিযোগে মামলা দায়ের করেছে উপজেলা ভূমি অফিসারের সার্ভেয়ার। এ মামলা নিয়ে সংখ্যালঘু ব্যবসায়ীদের মধ্যে ক্ষোভের পাশাপাশি আতঙ্কও বিরাজ করছে। নান্দাইলের ইউএনও মামলাটি এফআইআর করার জন্য থানার ওসিকে লিখিত নির্দেশ দিয়েছেন।

মামলার বিবরণে বলা হয়েছে, গত সোমবার উপজেলা সদর বাজারের ৪৩০২ ও ৪৩০৩ নং দাগে ইউএনওর নির্দেশে ভূমি অফিসারের সার্ভেয়ার মো. মোশারফ হোসেন সার্ভে করার সময় নিতাই চন্দ্র সাহা, উত্তম কুমার সাহা, বাচ্চু সাহা, পল্টম সাহা, নিরঞ্জন সাহাসহ আরও অজ্ঞাত ব্যক্তি তাকে মারধার করে কাটা কম্পাস, স্কেলসহ আনুমানিক ৫শ’ টাকার মালামাল চুরি করে নিয়ে যায়। এসময় ভূমি অপিসের পিয়ন, চেইনম্যান ও কানুনগো উপস্থিত ছিলেন বলে মামলায় বলা হয়েছে। তবে ৪৩০২ ও ৪৩০৩ নং দাগে অবস্থিত দোকানপাটের মালিকরা জানিয়েছেন, সোমবার এসব স্থানে কোন সার্ভের কাজ করা হয়নি।

অন্যদিকে অভিযুক্ত ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, একদল লোক কোন ধরনের অনুমতি না নিয়ে জোর করে তাদের বাসায় প্রবেশ করার প্রতিবাদ করায় এ মামলা হয়েছে।

পূজা উদযাপন কমিটির সাধারণ সম্পাদক উত্তম কুমার সাহা ‘সংবাদ’কে বলেন, উল্লিখিত দাগে তাদের কোন স্থাপনা নেই। কাজেই বাধা দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

ব্যবসায়ীরা মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও সুষ্ঠু তদন্ত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে জোর দাবি জানিয়েছেন।

সংবাদ, ১ ফেব্রুয়ারি ২০০৩

(১৪১৮)
বাজিতপুরে প্রতিমা ভাঙচুর গ্রেফতার ২

কিশোরগঞ্জ থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ উপজেলার আহসানপুর দক্ষিণপাড়ায় মূর্তি ভাঙচুরের ঘটনায় ১৭ জনকে আসামি করে থানায় মামলা রুজু করা হলে পুলিশ পার্শ্ববর্তী মালখাঁর বড়গ্রাম থেকে দিনু মিয়া (২০) ও জহিরুল ইসলাম ঝন্ধু (২০) নামের দুই যুবককে গ্রেফতার করেছে। এ ঘটনার পর বাদিকে মামলা তুলে নেয়ার জন্য একটি প্রভাবশালী মহল হুমকি দিচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

পুলিশ ও অন্যান্য সূত্রে জানা গেছে, সোমবার রাতে আহসানপুর দক্ষিণপাড়া গ্রামের প্রতাপ সেন দাসের ব্যক্তিগত পূজামণ্ডপে ১৬/১৭ যুবক প্রবেশ করে প্রতিমা ভাঙচুর করে।

সংবাদ, ১ ফেব্রুয়ারি ২০০৩

(১৪১৯)
ভীতি ও আতংকের মধ্যে বাগেরহাটে ৭ ইউনিয়নে ভোট আজ, সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় এক চেয়ারম্যান প্রার্থীকে হত্যার চেষ্টা, অপর প্রার্থীকে অপহরণ

বাবুল সরদার, বাগেরহাট থেকে ঃ নির্বাচনী আচরণ বিধির নজিরবিহীন লঙ্ঘনের মধ্যে দিয়ে আজ রবিবার বাগেরহাটে ইউপি নির্বাচন শুরু হচ্ছে। দেশের অন্যতম অপরাধপ্রবণ এলাকা হিসাবে চিহ্নিত এখানে ইউপি নির্বাচনকে ঘিরে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার যেন শেষ নেই। সন্ত্রাসী আর দুর্বৃত্তদের বেপরোয়া উপদ্রব, ধনাঢ্য প্রার্থীদের তুলার মত টাকা ওড়ানো, সংখ্যালঘু নিরিহ ভোটারদের হুমকি ধমকি এবং জোটসমর্থক প্রার্থীদের জয় নিশ্চিত করার জন্যে নানামুখী অপতৎপরতায় এখানে প্রায় সর্বত্র ভীতি ও শঙ্কা এখন তুঙ্গে। গত এক সপ্তাহে শিশু, মহিলা, ৩ চেয়ারম্যান প্রার্থীসহ শতাধিক লোক আহত হয়েছে। কর্মকর্তাসহ ৩ সরকারী কর্মচারীও হয়েছেন প্রহৃত। ভাঙচুর, হামলা, হাঙ্গামা, অপহরণ, অগ্নিসংযোগ, পাল্টাপাল্টি মামলা ও হুমকির অসংখ্য ঘটনা ঘটেছে। কথিত চরমপন্থীদেরও চাঁদাবাজিসহ নানা উপদ্রব চলছে সমানে। এ অবস্থার মধ্যে আজ রবিবার জেলার সংখ্যালঘু অধ্যুষিত চিতলমারী উপজেলার রাজবাড়ীয়া, হিজলা, কলাতলা, চরবানিয়ারী, শিবপুর, সন্তোষপুর ও সদর এই ৭টি ইউনিয়নে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। শনিবার রাতে এ উপজেলার বড়বাড়িয়া ইউপির চেয়ারম্যান প্রার্থী ওহিদুজ্জামান পান্নাকে সশস্ত্র চরমপন্থীরা খুন করার চেষ্টা করে। পুলিশ তাকে বেশ কয়েক ঘণ্টা পর উদ্ধার করে বাড়িতে পৌঁছে দেয়। স্থানীয় বাজারের গাঙ্গপাড় এলাকায় গুলি ছুড়ে তারা আতঙ্ক সৃষ্টি করে উল্লেখ করে পান্না অভিযোগ করেন, তার প্রতিদ্বন্দ্বী এক চেয়ারম্যান প্রার্থী অজ্ঞাতনামা ওই খুনিদের ভাড়ায় এনেছে। তিনিসহ সেখানে সাধারণ ভোটাররা এখন আতঙ্কিত। শুক্রবার রাতে চিতলমারি সদরের বর্তমান চেয়ারম্যান আওয়ামী লীগ নেতা ও প্রার্থী মোহন আলী বিশ্বাসকে তার প্রতিপক্ষ এক প্রার্থীর সন্ত্রাসীরা অপহরণের চেষ্টা করে। প্রায় ৪ ঘণ্টা অবরুদ্ধ থাকার পর পুলিশ তাকে রক্ষা করে। প্রায় ৪/৫ দিন আগে তার বাড়িতেও হামলা চালিয়ে ভাঙচুরের চেষ্টা করা হয়। এখানে একাধিক ইউনিয়নে অহরহ এসব ঘটনা ঘটছে। তবে প্রশাসনের ভাষায়, ৬৩টির মধ্যে এই উপজেলার ৩১টি কেন্দ্র ঝুঁকিপূর্ণ। বাগেরহাটের জেলাপ্রশাসক পিউস কস্তা জনকণ্ঠকে জানান অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে সর্বোচ্চ সতর্কতা গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি জানান, ২৫টি মোবাইল টিম ১৫জন ম্যাজিস্ট্রের নেতৃত্বে ২ প্লাটুন বিডিআর, অতিরিক্ত পুলিশ, আনাসার শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২ ফেব্রুয়ারি ২০০৩

(১৪২০)
নির্বাচনী সহিংসতা, চাঁদপুরে বৃদ্ধ খুন, পটুয়াখালীতে হিন্দু পাড়ায় আগুন, কিশোরগঞ্জ,বগুড়ায় গুলি

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ঃ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের অষ্টম দিন রবিবার বিভিন্ন জেলায় নির্বাচনী সহিংসতায় প্রায় ১৫০ ব্যক্তি আহত হয়েছে। পটুয়াখালিতে হিন্দুপাড়ায় পরাজিত প্রার্থীর সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়ে দুই গৃহবধূকে ধর্ষণ, ৪০টি ঘর ভাঙচুর, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ করেছে। কেন্দ্র দখল ঠেকাতে পুলিশ বিডিআর কিশোরগঞ্জ ও বগুড়ায় গুলি চালিয়েছে। বহু কেন্দ্রে নজিরবিহীন জাল ভোট হয়েছে।

পটুয়াখালীতে হিন্দু পাড়ায় পরাজিত প্রার্থীর সন্ত্রাসীদের হামলা, দুই গৃহবধূ ধর্ষণ, ৪০টি ঘর ভাঙচুর

পটুয়াখালীর দুমকি উপজেলার পাঙ্গাশিয়া ইউনিয়নের আলগী গ্রামে পরাজিত সদস্য প্রার্থী মেনাজ বিশ্বাসের নেতৃত্বে সন্ত্রাসীরা শনিবার স্থানীয় হিন্দু পাড়ায় হামলা চালিয়ে ৪০টি ঘর ভাঙচুর, লুণ্ঠন ও অগ্নি সংযোগ করে। দুই গৃহবধূ এ সময় ধর্ষণের শিকার হয়। এ হামলায় বাধা দিতে গিয়ে আহত হয়েছে ২০ জন গ্রামবাসী। গুরুতর আহত বিরজা, বলহরি, জয়হরি, গৌরাঙ্গ, নারায়ণ ও লিটনকে পটুয়াখালি জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ বিষয়ে থানায় লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৩

(১৪২১)
মাগুরায় বিয়ের দাওয়াত না পেয়ে সংখ্যালঘু পরিবারের গরু দিয়ে আনন্দভোজ

নিজস্ব সংবাদদাতা, মগুরা ঃ মাগুরার পল্লীতে বৌভাতের দাওয়াত না দেয়ায় এক সংখ্যালঘু পরিবারের ১০ হাজার টাকা মূলের একটি গরু উক্ত এলাকার কিছু যুবক ধরে নিয়ে জবাই করে আনন্দভোজ করেছে। জানা গেছে মাগুরা সদর উপজেলার জোড় আকসি গ্রামের তারাপদ বিশ্বাস তার ছেলে তাপস কুমার বিশ্বাসের বিয়ের বৌভাতে উক্ত এলাকার কিছু যুবককে দাওয়াত না করলে ক্ষিপ্ত হয়ে উক্ত যুবকরা তারাপদ বিশ্বাসের বাড়ি থেকে একটি গরু ধরে নিয়ে জবাই করে আনন্দভোজ করেছে। মাগুরা থানা ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছে। থানায় মামলা হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৩

(১৪২২)
নির্বাচনোত্তর সহিংসতা ঃ মান্দায় পরাজিত বিএনপি নেতার সন্ত্রাসে পালপাড়া পুরুষশূন্য

ইমতিয়াজ আলম, নওগাঁর মান্দা থেকে ঘুরে এসে ঃ নির্বাচনে পরাজিত বিএনপির চেয়ারম্যান প্রার্থীর সমর্থকদের লাগামহীন সন্ত্রাস ও পুলিশের পক্ষপাতমূলক আচরণ স্তব্ধ করে দিয়েছে নওগাঁর মান্দা উপজেলার তেঁতুলিয়া ইউনিয়নের পালপাড়ায় প্রায় ২ শতাধিক হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনকে। সন্ত্রাসবিরোধী ক্লিনহার্ট অপারেশন শেষ হওয়ার মাত্র কয়েকদিন পরে বিএনপি সমর্থকদের এ ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড এবং পুলিশের নির্লজ্জ পক্ষপাতিত্ব পালপাড়ার অর্ধশিক্ষিত-অশিক্ষিত মানুষের পাশাপাশি স্থানীয় সচেতন মহলকেও হতবাক করে দিয়েছে।

এ সন্ত্রাসী ঘটনার সূত্রপাত ঘটে মূলত ২৯ জানুয়ারি। তেতুঁলিয়া ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে আ'লীগ সমর্থিত সাইদুর রহমান বকুল ৪ হাজার ২শ' ৫১ ভোট পেয়ে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলে ৩ হাজার ৬শ' ৮৯ ভোট পেয়ে পরাজিত বিএনপি সমর্থিত প্রার্থী নাজমুল হক নাজুর সমর্থকদের অনেকেই এ স্বল্প ভোটের ব্যবধানের জন্য দায়ী করে পালপাড়ার লোকজনদের। মুলত এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা পালপাড়ার বাসিন্দা আ'লীগ সমর্থক পরেশ তুল্যাকে বেদম মারপিট করে। পরের দিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবারে মারপিট করে রবীন্দ্রনাথ, সুভাষ ও বরুণকে। এ ঘটনার জের ধরে গ্রামবাসী একই গ্রামের ভুট্টু ও মঞ্জু নামে দুই বিএনপি কর্মীর ওপর চড়াও হয়। তবে তাদের হাত থেকে স্থানীয় থানা পুলিশ তাৎক্ষণিক আটক ভুট্টু ও মঞ্জুকে উদ্ধার করে। এ ঘটনায় বিএনপি সমর্থকরা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযোগ রয়েছে, কয়েকশ' বিএনপি সমর্থক পরাজিত প্রার্থী নাজমুল হকের বাড়িতে মিটিং করে এবং শুক্রবার বিকেলে পালপাড়ায় সশস্ত্র হামলা চালিয়ে ১০/১২টি বাড়িসহ পালদের মাটির তৈজসপত্র তৈরির সরঞ্জাম ভাঙচুর করে। এ সময় গ্রামবাসী ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ করলে আক্রমণকারীরা সাময়িক পিছিয়ে এলে পুনরায় হামলা চালায়। তারা শুধু বাড়ি ভাঙচুর করে ক্ষান্ত হয়নি, পাশের সাবাইহাটের হিন্দু সম্প্রদায়ের ৭/৮টি দোকানও ভাঙচুর করে। এদের মধ্যে দিগম্বর পালের ৭ লক্ষাধিক টাকার মালামাল পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। বিএনপি সমর্থকদের ভয়ে এবং গ্রেফতার এড়াতে পালপাড়ার অধিকাংশ পুরুষ ইতোমধ্যে গা ঢাকা দিতে বাধ্য হয়েছে। এখনও বিএনপি সমর্থক ও পুলিশ মাঝে মধ্যে গ্রামে হানা দিচ্ছে বলে জানা গেছে। এখনও যারা প্রাণের মায়া ত্যাগ করে গ্রামে পড়ে আছে তাদের প্রতিনিয়ত গ্রাম ছাড়া করার হুমকি দেয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

রোববার পালপাড়া গ্রামে গিয়ে ভাঙচুরের কিছু চিহ্ন এখনও লক্ষ্য করা গেছে। উপস্থিত মহিলা ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের মধ্যে স্পষ্ট ভীতির ভাব দেখা গেছে। ক্ষতিগ্রস্তরা এখনও তাদের দোকান খুলতে ভয় পাচ্ছে। সাংবাদিকদের কিছু বললে আবার কোন বিপদে পড়তে হয় এ ভয়ে সকলেই প্রায় সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গেছেন। তবে হামলায় ৮/৯টি পাল পরিবার যে পুরোপুরি নিঃস্ব হয়ে গেছে তা মহিলাদের সঙ্গে আলাপ করে বোঝা গেছে। ৬৫ বছরের বৃদ্ধা সরস্বতী পাল তো আক্ষেপ করে বলেছেন, বাবা-দাদার আমলের কাজ (মাটির তৈজসপত্র তৈরি) ছেড়েই দিতে হবে।

এদিকে পাল সম্প্রদায়ের লোকজন ক্ষতিগ্রস্ত হলেও উল্টো এ ঘটনায় তাদের আসামি করে মামলা করা হয়েছে। প্রায় ৬৫ জনকে আসামি করে এ মামলা করা হয়েছে বলে মান্দা থানা সুত্রে জানা গেছে। ফলে ক্ষতিগ্রস্তদের পক্ষে মামলা করা সম্ভব হচ্ছে না। অবশ্য তাদের মামলা পুলিশ নেবে না বলেও ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ধারণা করা হচ্ছে। মান্দা থানায় যোগাযোগ করে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে পাওয়া যায়নি। থানা থেকে জানানো হয়েছে তিনি কর্তব্য পালনে থানার বাইরে আছেন। তবে জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে ভিন্ন কথা বলা হয়েছে। যে কেউ মামলা করলে মামলা গ্রহণসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে 'সংবাদ'কে জানানো হয়েছে।

সংবাদ, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৩

(১৪২৩)
সিংড়ায় গুলি করে ১ ব্যক্তিকে হত্যা

নাটোর প্রতিনিধি ঃ নাটোরের সিংড়া উপজেলার ডাহিয়া ইউনিয়নের মালিদাপড় গ্রামে অজ্ঞাত দুষ্কৃতকারীদের হাতে সুধীর চন্দ্র নামে এক ব্যক্তি গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে গত ৩১ জানুয়ারি। জানা গেছে, ৮/১০ জনের একটি দল সুধীরচন্দ্র (৬৫)কে তার বাড়ির বাইরে মাথার পেছনে গুলি করে হত্যা করে। পূর্ব শত্রুতার জের ধরে এ হত্যাকাণ্ড হয়েছে বলে এলাকাবাসী সন্দেহ করছে।

আজকের কাগজ, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৩

(১৪২৪)
ভোটকেন্দ্রে না যাওয়ার জন্য চাপ ঃ বাঘায় সংখ্যালঘু পল্লীতে হামলা, মারধর, লুট

রাজশাহী অফিস ও বাঘা প্রতিনিধি ঃ জেলার বাঘা উপজেলার বাউশা ইউনিয়নের বেণীপুর গ্রামে গত সোমবার রাতে বিএনপি মনোনীত চেয়ারম্যান প্রার্থীর সশস্ত্র ক্যাডাররা সংখ্যালঘু পরিবারগুলোর ওপর নিপীড়ন চালিয়েছে। সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা সংখ্যালঘু পরিবারগুলোর ঘরে ঘরে গিয়ে মহিলা পুরুষদের মারধর করে এবং টাকা পয়সা ও মূল্যবান সামগ্রী লুট করে নিয়ে যায়।

সন্ত্রাসীরা আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থী নূর মোহাম্মদ তুফানকে যাতে ভোট দিতে না পারে সে জন্যই এই নির্যাতনের কৌশল অবলম্বন করে বলে ভুক্তভোগীরা জানান।

বাঘা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা একজন প্রভাবশালী প্রার্থীর কর্মীদের দ্বারা সংখ্যালঘুদের নির্যাতনের অভিযোগ পাওয়ার কথা স্বীকার করেন।

জানা যায়, গত সোমবার রাত ১২টার দিকে ১৫-২০ জন সশস্ত্র ক্যাডার বেনীপুরে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত মহল্লায় যায় এবং বাড়িতে বাড়িতে ঢুকে ভোটারদের ভয়ভীতি প্রদর্শন করে। এই মহল্লার আনন্দকুমারের বাড়িতে প্রথমে সন্ত্রাসীরা যায় এবং তাকে মারধর করে। সন্ত্রাসীরা বলে, কাল ভোট কেন্দ্রে যাবি না। যদি যাস তাহলে আবার আসব।'

সন্ত্রাসীরা নিখিল শান্তনু (২৮), বরুণ (২৮), শ্রীমঙ্গল (৪৫), প্রভা রানীসহ বেনীপুর গ্রামের প্রায় প্রতিটি বাড়িতে ঢুকে পরিবারগুলোকে ভয়ভীতি প্রদর্শন এবং নির্যাতন করে।

পরিবারগুলোর অভিযোগ, সন্ত্রাসীরা মহিলাদের গলার চেইন এবং বাড়িতে রাখা টাকা-পয়সা নিয়ে গেছে। এর মধ্যে চায়না নামের এক মহিলার সিন্দুক ভেঙে ৩ হাজার ১০০ টাকা নিয়ে যায় সন্ত্রাসীরা।

সন্ত্রাসীরা প্রভা রাণী (৬০) নামের এক বৃদ্ধা মহিলাকে মারধর করে। মিঠুন নামের এক শিশুকে দেখিয়ে একজন মহিলা বলেন, সন্ত্রাসীরা শিশুটিকেও মারধর করে। শোভা রাণীকেও অকথ্য ভাষায় গালাগালি করে সন্ত্রাসী ক্যাডাররা। সন্ত্রাসীদের তাণ্ডবের সময় পুরো গ্রামের পুরুষ-মহিলারা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। অনেকে ঘর ছেড়ে বাড়ির পেছনে গিয়ে আশ্রয় নেয়।

গতকাল ভোট শুরুর আগেই সন্ত্রাসীরা বাউশা স্কুল কেন্দ্রের চারিদিকে এবং বেনীপুর গ্রামের প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে থেকে ব্যারিকেড দেয়। সাংবাদিকরা দুপুরের দিকে গ্রামে প্রবেশ করতে চাইলে এই ক্যাডাররা গ্রামের মাথায় প্রবেশপথে তাদের জেরা করে।

প্রথম আলো, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৩

(১৪২৫)
প্রথম আলোর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধির ওপর হামলার চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদক ঃ শিবির ক্যাডারদের হাত থেকে গতকাল মঙ্গলবার অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছেন প্রথম আলোর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ও প্রেসক্লাব সভাপতি অপূর্ব মিত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তারক্ষীদের উপস্থিত বুদ্ধি এবং প্রক্টরের তলবে পুলিশ এসে পড়ায় শিবির ক্যাডাররা শেষ পর্যন্ত তার কোনো ক্ষতি করতে পারেনি।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, অপূর্ব মিত্র গতকাল ক্যাম্পাসের মানবিক ও সমাজবিজ্ঞান অনুষদের নিচতলায় অন্যান্য সাংবাদিকের সঙ্গে আলাপ শেষে প্রশাসনিক ভবনে গেলে আট-দশ জন শিবির ক্যাডার পেছন থেকে তাকে থামানোর চেষ্টা করে। এ সময় অপূর্ব দ্রুত ভিসির একান্ত সচিবের কক্ষে ঢুকে পড়লে সচিবের কক্ষের নিরাপত্তারক্ষীরা দরজা বন্ধ করে দেয়। এক পর্যায়ে সন্ত্রাসীরা দরজা ভাঙার চেষ্টা করে। খবর পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ডা. মিজানুর রহমান পুলিশ পাঠালে সন্ত্রাসীরা সরে পড়ে।

প্রথম আলো, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৩

(১৪২৬)
বাগেরহাটে সরস্বতী প্রতিমা ভাঙচুর

বাগেরহাট প্রতিনিধি ঃ বাগেরহাট শহরের প্রাণকেন্দ্রে জেলখানা সংলগ্ন একটি বারোয়ারি পূজামণ্ডপে গতকাল শুক্রবার ভোরে একটি সরস্বতী প্রতিমা ভাঙচুর করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার রাতভর সরস্বতী পূজা উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠান শেষে সবাই ঘরে ফিরে গেলে খুব ভোরে কে বা কারা এই ঘটনা ঘটায়। বাগেরহাটের জেলা প্রশাসক পিউস কস্তা ও পুলিশ সুপার মেসবাহ উদ্দিন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। পুলিশ এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত ওই ঘটনার জন্য দায়ীদের গ্রেপ্তার করতে পারেনি।

প্রথম আলো, ৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৩

(১৪২৭)
রায়পুরে সরস্বতী পূজামণ্ডপ ভাঙচুর

রায়পুর প্রতিনিধি ঃ গত বৃহস্পতিবার রাতে লক্ষ্মীপুরের রায়পুরে হিন্দু সম্প্রদায়ের সরস্বতী পূজামণ্ডপে ঢুকে মুখোশধারী সন্ত্রাসীরা প্রতিমা ভাঙচুর করে। পূজা কমিটির লোকজন ও এলাকাবাসী জানায়, বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার ১ নং আবাবিল ইউনিয়নের চরবাগ্মী গ্রামে সন্ত্রাসীরা দলবদ্ধ হয়ে রাতে কালীখোলা পূজামণ্ডপে ঢুকে প্রতিমা ভাঙচুর করে। হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন সরস্বতী পূজার প্রতিমা ভাঙচুরের সুবিচার কামনা করছেন।

আজকের কাগজ, ৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৩

(১৪২৮)
বাগাতিপাড়ায় সংখ্যালঘুদের হুমকিদানকারী রশিদ প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে

নাটোর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ঘটনার সত্যতা প্রমাণিত হলেও বিএনপি ক্যাডার রশিদ বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কার্যকর কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি তার বিরুদ্ধে। ২ ফেব্রুয়ারি 'সংবাদ'-এর ১ম পৃষ্ঠায় 'নাটোরে সংখ্যালঘুরা ভোটকেন্দ্রে যেতে পারেনি' শিরোনামে সংবাদে বলা হয়, বিএনপি ক্যাডার রশিদ দলবলসহ বাগাতিপাড়া উপজেলার দয়ারামপুর ইউনিয়নের বাটিকাবাড়ি গ্রামে ৩১ জানুয়ারি রাতে সংখ্যালঘুদের ভয়ভীতি দেখায়। ফলে প্রায় ৩শ' ভোটার ভোটকেন্দ্রে যায়নি। ২ ফেব্রুয়ারি দয়ারামপুর ইউনিয়নে ভোটগ্রহণ করা হয়। 'সংবাদ'-এর নিউজের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় থেকে তদন্তের জন্য নাটোরের জেলা প্রশাসককে জানানো হয়। তিনি তদন্ত করে ঘটনার সত্যতা আছে মর্মে সচিবালয়কে অবহিত করেন। অথচ এ ব্যাপারে বাগতিপাড়া ইউএনও-এর নেতৃত্বে গঠিত ৫ সদস্যের ভিজিলেন্স টিম কিছুই জানেন না বা জেলা প্রশাসককে জানাননি। নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের পরিপত্র-৯-এর আলোকে নাটোরে বেশ কয়েকটি ভিজিলেন্স টিম গঠন করা হয়েছে ২৩ জানুয়ারি। যার প্রধান সমন্বয়কারী ডিসি সদরউদ্দিন আহমেদ। গঠনের পর থেকে ভিজিলেন্স টিমের কোন বৈঠক হয়নি। বাটিকাবাড়ির ঘটনা সম্পর্কে ভিজিলেন্স টিম যথাসময়ে জেলা প্রশাসককে রিপোর্ট করেনি বলে জানা গেছে।

সংবাদ, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০০৩

(১৪২৯)
চিতলমারীতে কালীমূর্তি ভাঙচুর ॥ ১ জন আটক

বাগেরহাট থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জেলার চিতলমারী উপজেলার শিবপুর গ্রামে বীরেন্দ্র নাথ বালার বাড়িতে স্থাপিত সর্বজনীন কালী মন্দিরে ২৭ জানুয়ারি গভীর রাতে কালী

মূর্তির পরিহিত কাপড়ে কে বা কারা আগুন ধরিয়ে দেয় এবং ভাঙচুর করে। এ ধরনের সহিংসতায় ওই এলাকায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে।

পুলিশ বলছে, এটা কোন পরিকল্পিত ঘটনা নয়।

সংবাদ, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০০৩

(১৪৩০)
ভোট না দেওয়ার অভিযোগ ঃ ঝিনাইদহে ৩ সংখ্যালঘু গৃহবধূকে গণধর্ষণ

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি ঃ ঝিনাইদহের কালিগঞ্জ উপজেলার কোলা ইউনিয়নে বিজয়ী চেয়ারম্যান ডা. নুরুল ইসলামকে ভোট না দেওয়ার অভিযোগ তুলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের তিন গৃহবধূকে সন্ত্রাসীরা গণধর্ষণ করেছে বলে জানা গেছে। ধর্ষিতাদের স্বামীরা গত শনিবার আদালতে এ ব্যাপারে মামলা দায়ের করেছেন।

মামলায় উল্লেখ করা হয়েছে, ৪ ফেব্রুয়ারি ওই ইউনিয়নে নির্বাচনের রাতে সন্ত্রাসীরা কোলা গ্রামে হানা দিয়ে ওই তিন গৃহবধূকে তাদের স্বামীদের বেঁধে রেখে সবার সামনে ধর্ষণ করে। গত তিন দিন তাদের আটকে রাখায় মামলা করতে দেরি হয়েছে।

মামলায় কোলা গ্রামের আবদুস সাত্তার, শহিদুল, জাহাঙ্গীর, রবিউল, মিঠু ও আতিয়ারকে আসামি করা হয়েছে।

ঝিনাইদহ আমলি আদালত নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ৯ (১) (৩) ধারায় দায়ের করা এ মামলায় দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রথম আলো, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০০৩

(১৪৩১)
রূপগঞ্জে চাঁদা না দেয়ায় স্বর্ণের দোকান লুট ঃ কাঞ্চন বাজারে হরতাল পালিত

রূপগঞ্জ প্রতিনিধি ঃ রূপগঞ্জ উপজেলার কাঞ্চন বাজারে একটি স্বর্ণের দোকান থেকে দাবিকৃত চাঁদা না পেয়ে বিএনপির একদল ক্যাডার গত বৃহস্পতিবার দোকানে লুটপাট ও ভাংচুর করেছে। এ ঘটনায় স্থানীয় দোকান মালিক সমিতি শুক্রবার সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত কাঞ্চন বাজারের ৫ শতাধিক দোকানপাট বন্ধ রাখেন। বিশাল বাজারের দুই সহস্রাধিক মালিক-কর্মচারী দিনভর বিক্ষোভ মিছিল করেন। এ ঘটনার পর রাতেই থানা পুলিশ গোলজার নামে এক চাঁদাবাজ সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করে।

স্থানীয় কাঞ্চন বাজার দোকান মালিক সমিতি ও পুলিশ সূত্র জানায়, স্থানীয় বিএনপির ক্যাডার লিটন ও তার বাহিনী কাঞ্চন বাজারের সঞ্চয়ের স্বর্ণের দোকান থেকে ঈদের আগের দিন ১০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। দাবিকৃত চাঁদা না দেয়ায় লিটন ও তার বাহিনী ঈদের পরদিন বৃহস্পতিবার সঞ্চয়ের দোকান খুললে সকালে তার দোকানে সশস্ত্র হামলা চালায়। এ সময় তারা দোকান মালিককে আহত করে তৈরি স্বর্ণালংকার (আনুমানিক ১০ ভরি) লুট করে নিয়ে যায়। ঘটনাটি সঞ্চয় কাঞ্চন বাজার দোকান মালিক সমিতিকে জানালে তারা লিটনকে ডেকে পাঠায় এবং ঐদিনই সালিশের ব্যবস্থা করে। এতে সন্ত্রাসী লিটন ক্ষিপ্ত হয়ে আবার বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সঞ্চয়ের দোকান কর্মচারী শিবুকে হকিস্টিক ও চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে মারাত্মক জখম করে। এ ঘটনায় ৬ জনের বিরুদ্ধে থানায় মামলা হলে পুলিশ গোলজার নামে এক সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করে।

এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কাঞ্চন বাজারে ৫ শতাধিক দোকান বন্ধ করে শ্রমিক-কর্মচারীরা বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। মিছিল শেষে এক সমাবেশে শুক্রবার সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত পূর্ণদিবস হরতালের ডাক দেয়া হয়। শুক্রবার সকাল-সন্ধ্যা আহুত এ হরতাল স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালিত হয়েছে। বর্তমানে এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সমগ্র কাঞ্চনে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে।

দৈনিক যুগান্তর, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৩

(১৪৩২)
যশোরে সন্ত্রাসীরা সংখ্যালঘু অধ্যুষিত গ্রামে নির্বিচারে গুলি চালালে এক মহিলা নিহত ॥ আহত ৭১

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ঃ যশোরের অভয়নগর উপজেলার ভাটপাড়ায় ক্ষমতাসীন জোট সমর্থিত চেয়ারম্যান প্রার্থীর সন্ত্রাসীরা সংখ্যালঘু অধ্যুষিত গ্রামে শুক্রবার রাতে নির্বিচারে গুলি চালালে সুমিতা দাস নামে এক মহিলা গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন। আহত হয়েছে ৪ জন। সুমিতা দাসের বয়স ৫৫ বছর। এ ঘটনায় সেখানকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

শুক্রবার রাতে অভয়নগরের বাঘুটিয়া ইউনিয়নের আওয়ামী লীগ সমর্থিত চেয়ারম্যান প্রার্থী সোলায়মান বিশ্বাসের পক্ষে মিছিলের আয়োজন ছিল। বৃহস্পতিবার রাতে সন্ত্রাসীরা সংখ্যালঘু অধ্যুষিত ভাটপাড়া ও ঋষিপাড়ায় এসে বলে যায়, কেউ যেন সোলায়মানের মিছিলে না যায়। নিষেধ সত্ত্বেও দুই গ্রামের অনেক মানুষ মিছিলে অংশ নেয়। এতে ক্ষেপে গিয়ে জোট সমর্থিত প্রার্থী আনোয়ার হোসেনের সন্ত্রাসীরা গ্রামে হামলা চালায়। তারা রাইফেল দিয়ে নির্বিচারে গুলি চালায় গ্রামবাসীর উপর। এতে ঘটনাস্থলে গুলিবিদ্ধ হয়ে সুমিতা দাস নিহত হন। আহত হন নিরঞ্জন (৩৫), রঞ্জন (৩০), ফুলমালা (৩৫) ও সাইফুল (২৮)। বুকে গুলিবিদ্ধ আহত নিরঞ্জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। পরবর্তীতে এলাকাবাসী ওসমান নামের এক যুবককে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে। ওসমান একই ইউনিয়নের নির্বাচনে অন্যতম সদস্য প্রার্থী ও যুবদলের স্থানীয় নেতা।

অভয়নগরের বাঘুটিয়া, পায়রা, শ্রীধরপুর, সিদ্দিপাশা ও শুভরাঢ়া ইউনিয়নের প্রতিটিতেই ২০ থেকে ৩০ শতাংশ সংখ্যালঘু ভোটার রয়েছে। জোট সমর্থিত চেয়ারম্যান প্রার্থীর সন্ত্রাসীরা মুখে কাপড় বেঁধে ঈদের আগের রাত থেকে গ্রামে গ্রামে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে হুমকি দিয়ে এসেছে, তারা (সংখ্যালঘু) যেন ভোট দিতে না যায়। এসব এলাকায় পুলিশ থাকলেও তারা দৃশ্যত নিষ্ক্রিয়। অনেক ক্ষেত্রে পুলিশ জোটের প্রার্থীদের জেতাতে অপতৎরতা শুরু করেছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৩

(১৪৩৩)
সীতাকুণ্ডের জেলে পল্লীতে সন্ত্রাসীদের হামলা—ব্র্যাক স্কুল-দোকানপাটে আগুন, আহত ২৫

মামুন আবদুল্লাহ, সীতাকুণ্ড থেকে ফিরে ঃ চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড থানার সর্বদক্ষিণের ফৌজদারহাট ইউনিয়নের মধ্যম ছলিমপুরের উপকূলীয় জেলেপল্লীতে দফায় দফায় সশস্ত্র

হামলা এবং অগ্নিসংযোগের পর সেখানকার প্রায় ৩৫০ জেলে পরিবারের প্রায় আড়াই হাজার অধিবাসী চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। দরিদ্র এই জেলেপল্লীর তরুণ-যুবকরা এখন রাত জেগে পালাক্রমে পুরো গ্রাম পাহারা দিচ্ছেন। হামলার এক সপ্তাহ পরও এজাহারভুক্ত কোনো আসামি গ্রেপ্তার হয়নি।

প্রসঙ্গত, জেলেপাড়ায় ধর্মীয় মহোৎসব চলাকালে উপস্থিত জেলে মহিলাদের প্রতি পাশের গ্রামের কিছু বখাটে যুবকের অশোভন আচরণ এবং উদ্দেশ্যমূলক অঙ্গভঙ্গিতে বাধা দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে গত মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে ৩০-৪০ জন সন্ত্রাসী এলোপাতাড়ি হামলা চালায় মধ্যম ছলিমপুরের জেলেপল্লীতে। এ সময় সন্ত্রাসীরা ওই পল্লীর একমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্র্যাক স্কুলে আগুন লাগিয়ে দেয়। এর আগের রাতে একই সন্ত্রাসীরা ওই পল্লীর সবচেয়ে বড় দোকান ঘর রামহরি জলদাশের দোকানটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়।

সন্ত্রাসীদের হামলায় আহত ঝন্টু জলদাশ (২৫) প্রথম আলোকে জানান, শনিবার রাতে মহোৎসবের অনুষ্ঠান চলাকালে পাশের গ্রামের খালেদ, জিয়াসহ কয়েকজন যুবক মহিলাদের উদ্দেশ্যে কটূক্তি করতে থাকে। অনুষ্ঠানের স্বেচ্ছাসেবকরা এদের নিবৃত্ত করতে চাইলে এরা উত্তেজিত হয়ে দেখে নেবে বলে শাসিয়ে যায়। পরদিন রোববার ওই যুবকরা পাড়ায় ঢুকে ঝন্টুকে হকিস্টিক দিয়ে মেরে গুরুতর আহত করে চলে যায়।

জানা গেছে, এই দুই ঘটনার ব্যাপারে সালিস করার জন্য মঙ্গলবার সকাল ৯টায় দিনক্ষণ ঠিক করা হলেও মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে সন্ত্রাসীরা ওই পল্লীতে গণআক্রমণ শুরু করে। এই হামলা থেকে শিশু-যুবতী-মহিলা কেউ রক্ষা পায়নি। ভাগ্যরানী, কল্পনা, দেবরানী, পূর্ণিমা, বিদ্যাবালা, ঝর্ণারানী, রুবিসহ কয়েকজন মহিলাকে সন্ত্রাসীরা শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে।

বারবার জেলেপল্লীতে হামলার ব্যাপারে ক্ষোভ প্রকাশ করে সুজন জলদাস বলেন, সমুদ্রে গেলে এরা নৌকা থেকে মাছ কেড়ে নেয়, আবার ডাঙ্গায় এসে বাড়িঘরে হামলা করছে। তাহলে আমরা এবার যাব কোথায়?

এলাকায় চরম নিরাপত্তাহীনতার কথা জানিয়ে ওই পল্লীর বাসিন্দা রামহরি জলদাস (৪৫) জানান, আমরা এখনো আতঙ্কে আছি। সাগর থেকে কিছু মাছ ধরলেও সেটা বিক্রির জন্য সোজা পথ ধরে বাজারে যেতে পারছি না। এলাকার যুবকরা ২৫-২৬ জন করে দলবেঁধে ছয়-সাতটি দলে পালাক্রমে গ্রাম পাহারা দিচ্ছেন প্রতিরাতে।

প্রথম আলো, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৩

(১৪৩৪)
রাতের আঁধারে মাছ লুট, বাধা দিলে হামলা গোপালগঞ্জের ঘের মালিকরা সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি

প্রসূন মণ্ডল, গোপালগঞ্জ থেকে ঃ সন্ত্রাসীদের কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছে গোপালগঞ্জের মৎস্য ঘের মালিকেরা। রাতের আঁধারে একের পর এক ঘের থেকে মাছ লুট করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। জেলার এসব ঘের থেকে অর্ধ কোটি টাকার মাছ এ পর্যন্ত লুট হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এসব লুটপাটের ঘটনায় জেলার ঘের মালিকেরা সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ছেন।

জানা গেছে, মাছ লুটে বাধা দিতে গিয়ে সন্ত্রাসীদের আক্রমণের শিকার হয়ে অনেকেই আহত হয়েছে। সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে মামলা করে এখন বেকায়দায় রয়েছেন কোনো কোনো ঘের মালিক। এদের হুমকিতে ঘের মালিকেরা পালিয়ে বেড়াচ্ছেন।

গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার রঘুনাথপুর, সিলনা, বোড়াশী, উলপুর, বৌলতলী, কাজুলিয়া, মাঝিগাতি, শিবপুর, ও টুঙ্গিপাড়া উপজেলার গুয়াধানা, রাক্ষিলা বাড়ি, বর্ণি, বাসুরিয়া, লেবুতলা, বাঁশবাড়িয়া এলাকার লোকজন চিংড়ি চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। এসব এলাকায় প্রায় তিন হাজার ঘেরে চিংড়ি চাষ করা হয়। হিন্দু অধ্যুষিত এই এলাকার হিন্দুরাই মূলত এসব ঘেরের মালিক। ঘের এলাকার পার্শ্ববর্তী গ্রাম সিংগারকুল পারকুশলী, বর্ণি ও নখরির চর এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা একটি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরেই ঘেরের মাছ লুট করে আসছে বলে অভিযোগে প্রকাশ।

রাতের আঁধারে সন্ত্রাসীরা অস্ত্রের মুখে ঘেরের পাহারাদারদের জিম্মি করে ঘেরে বিষ প্রয়োগ করে জাল দিয়ে সব মাছ ধরে নিয়ে যায়। সম্প্রতি মাছ লুটে বাধা দিলে ঘের মালিক মুক্তিযোদ্ধা দুলাল কৃষ্ণ বালা ও বিবেক ওঝাকে সন্ত্রাসীরা বেদম মারপিট করে। পরে তারা লুটে নেয় ঘেরের মাছ। ঘের মালিক সিলনা গ্রামের হরবিৎ বালা, দিলীপ বালা, স্বপন বিশ্বাস, রস রঞ্জন বিশ্বাস, গৌতম অধিকারী, স্বপন মণ্ডল, গৌরাঙ্গ ওঝা, মনোরঞ্জন বসু, সুশীল বসু, নিরোদ বসু, পাগল মাঝি, প্রভাত বসু, হরিপদ বালা প্রমুখ জানান, সিংগারকুল গ্রামের কিছু চিহ্নিত সন্ত্রাসী ৩০/৪০টি ঘেরে এরকম সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালায়।

এ ব্যাপারে সিলনা গ্রামের ঘের মালিক ও মুক্তিযোদ্ধা দুলাল কৃষ্ণ বালা জানান, ঘের লুটে বাধা দিতে গেলে সন্ত্রাসীরা তাকে কুপিয়ে আহত করে। এ ব্যাপারে তিনি থানায় একটি মামলা করেছেন। মামলা দায়ের করার পর থেকে সন্ত্রাসীরা তাকে ক্রমাগত হুমকি দিচ্ছে। তিনি আরো জানান, সন্ত্রাসীরা সিলনা বাজারের পাশে একটি পুকুর লিজ নিয়ে সেখানে লুট করা মাছ মজুদ রেখে বিক্রি করে থাকে।

গোপালগঞ্জ জেলা ঘের মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক হাফিজুর রহমান জানান, একের পর এক ঘেরের মাছ লুট হয়ে যাওয়ায় ঘের মালিকরা নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন। তিনি ঘের এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার দাবি জানান।

রঘুনাথপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সরোজ কান্তি বিশ্বাস (খোকন) ভোরের কাগজকে বলেন, ঘের মালিকেরা সন্ত্রাসীদের কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছে। ভয়ে তারা মুখ খুলতে পারছে না। ঘের এলাকায় পুলিশি পাহারার ব্যবস্থা করার কথা থাকলেও তা করা হয়নি।

ভোরের কাগজ, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৩

(১৪৩৫)
তুচ্ছ ঘটনায় ফৌজদারহাট জেলেপাড়ায় ৪ দিনের তাণ্ডব, আহত ১২ জন

চট্টগ্রাম অফিস ঃ সরস্বতী পূজা উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মহিলা সিটে বসা নিয়ে সৃষ্ট এক তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে টানা ৪ দিন তাণ্ডব চালিয়েছে এক ইউপি মেম্বার ও তার ভগ্নিপতি। গত ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ফৌজদারহাটের সলিমপুর জেলে পাড়ায় এলাকার মাহবুব মেম্বার ও তার ভগ্নিপতি জামালউদ্দিন এই তাণ্ডব চালায় বলে বিভিন্ন সূত্রের অভিযোগে জানা যায়। এ ঘটনায় ১২ জন আহত হয়েছেন। এর মধ্যে ৫ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

জানা যায়, ৮ ফেব্রুয়ারি রাতে সরস্বতী পূজা উপলক্ষে আয়োজিত এক বিচিত্রানুষ্ঠান চলাকালে উক্ত মেম্বার ও তার ভগ্নিপতি মহিলাদের সিটে বসলে আয়োজকদের সঙ্গে বাকবিতণ্ডা হয়। এক পর্যায়ে তারা দুজন চলে গেলেও পরদিন রাতে তারা দলবল নিয়ে এসে রাম মুহুরী জলদাস নামে এক ব্যক্তির দোকান জ্বালিয়ে দেয়। এই দুদিনের ঘটনা নিয়ে পরদিন সকালে

এক সমঝোতা বৈঠক অনুষ্ঠিত হলেও বিকালে তারা আবার এলাকায় হামলা চালায়। এতেও তারা ক্ষান্ত হয়নি, ১১ তারিখ রাত ১০টা থেকে রাত আড়াইটা পর্যন্ত দা, হকিস্টিক, রড ও অন্যান্য ধারালো অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সদলবলে গ্রামে তাণ্ডব চালায়।

চারদিন ধরে এই হামলায় পূর্ণিমা (৩০), হাসিরাম (২১), বিদ্যালাল (৩০), বিমল (৩৫), শিশি রানী (৪০), নির্মল (৩৪), অনিল (৩৫), শ্যামল (৩০), দিলীপ (৩০), ঝন্টু (২৫), ভাগ্যরাণী (২৫) ও অনিল (৪০) আহত হয়ে বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। এর মধ্যে বিমল, শিশিরানী, অনিল, শ্যামল ও ভাগ্যরানী আশঙ্কাজনক অবস্থায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

এ ব্যাপারে তোতাবালী জলদাস বাদী হয়ে মাহবুব মেম্বার ও জামালউদ্দিনসহ মোট ১৫ জনকে আসামি করে মামলা দায়ের করেন।

ভোরের কাগজ, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৩

(১৪৩৬)
সাটুরিয়ায় পরাজিত চেয়ারম্যান প্রার্থী বিএনপি নেতার নির্দেশে ঋষিপাড়ায় তাণ্ডব

মানিকগঞ্জ, ১৬ ফেব্রুয়ারি, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ 'মালাউনের বাচ্চারা ভোট দেয় নাই। শুয়োরের বাচ্চাদের হাত-পা ভেঙ্গে ভারতে পাঠিয়ে দে'- সাটুরিয়ার বালিয়াটি ইউনিয়নের পরাজিত চেয়ারম্যান প্রার্থী বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সোবহানের হুকুমে হামলে পড়ল তার চেলারা। বেধড়ক মারপিটে শুইয়ে দিল ষাট বছরের বৃদ্ধা থেকে সদ্য প্রসূতিকে। ঘরবাড়ি ভেঙ্গে তছনছ করল আসবাবপত্র।

রবিবার সকাল ৭টায় বালিয়াটি ইউনিয়নের বররা গ্রামের ঋষি পাড়ায় ঐ বর্বর ঘটনা ঘটেছে। বাড়িঘর ছেড়ে ঋষি পাড়ার সবাই আশ্রয় নেয় তিন কিলোমিটার দূরে সাটুরিয়া থানাতে। প্রায় পাঁচ ঘন্টা পর পুলিশ প্রহরায় তাদের বাড়ি ফিরিয়ে আনা হয়। ঐ গ্রামে অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প করা হয়েছে। পুলিশ একজনকে গ্রেফতার করেছে। মারপিটে কমপক্ষে পঞ্চাশ জন আহত হয়েছে। ডিসি, এসপি, উপজেলা কর্মকর্তা, সার্কেল এসপি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

শনিবার অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বালিয়াটি ইউনিয়নে চেয়ারম্যান প্রার্থী বিএনপির মুন্নু গ্রুপের সাংগঠনিক সম্পাদক সোবহান তৃতীয় হয়। ঋষিপাড়া লাগোয়া সোবহানের বাড়ি। তার ধারণা, ঋষিপাড়ার লোকজন তাকে ভোট দেয়নি। ভোটের আশায় সে অবৈধভাবে ঐ ঋষিদের বিদ্যুতের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। রাত না পোহাতেই রবিবার সকাল ৭টার দিকে ত্রিশ চল্লিশ জন লোক নিয়ে হামলা চালায় ঋষিপাড়ায়। প্রথমে বিদ্যুতের লাইন ছিঁড়ে ফেলে। এর পর চড়াও হয় বাড়িতে বাড়িতে। ঋষিদের চিৎকারে আশপাশের গ্রামের লোকজন ছুটে আসে। তাদের সাহায্যে ঋষিরা আশ্রয় নেয় সাটুরিয়া থানায়।

এদিকে বিএনপির পক্ষ থেকে থানার ওসির কাছে শুরু হয়ে যায় তদ্বির। বিষয়টিকে ধামাচাপা দেয়ার জন্য আশ্রয় নেয়া লোকজনকে হুমকি ধমকি দিতে থাকে মস্তানরা। কিন্তু মানিকগঞ্জ এসপি ঘটনা জানতে পেরে দ্রুত ব্যবস্থা নেন। তাঁর নির্দেশে ছুটে আসেন সার্কেল এসপি। প্রায় পাঁচ ঘন্টা পর সার্কেল এসপি ও সাটুরিয়া থানা নির্বাহী কর্মকর্তাসহ পুলিশ প্রহরায় ঋষিরা গ্রামে ফিরে যায়। তাদের সামনেই মারপিটের বর্ণনা দিলেন ষাটোর্ধ সরোজিনী দাসী।

দৈনিক জনকণ্ঠ ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৩

(১৪৩৭)
মানিকছড়ি সেবাশ্রমে ফের সন্ত্রাসী হামলা, গুলি বিনিময়ে কনস্টেবল আহত

স্টাফ রিপোর্টার, চট্টগ্রাম / নিজস্ব সংবাদদাতা, খাগড়াছড়ি ঃ প্রায় দশ মাস আগে মানিকছড়িতে সন্ত্রাসীদের হাতে নিহত পুরোহিত মদনগোপাল গোস্বামীর সেবাশ্রমে আবার সন্ত্রাসী হামলা হয়েছে। শনিবার গভীর রাতে এই হামলাকে কেন্দ্র করে পুলিশের সঙ্গে সন্ত্রাসীদের গোলাগুলিতে এক পুলিশ কনস্টেবল গুলিবিদ্ধ হয়েছে। পুরোহিত হত্যা ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী, সেবাশ্রমের দুই সেবাদাসীকে হত্যার উদ্দেশ্যে এই সন্ত্রাসী হামলা হয়েছে বলে জানা গেছে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্র জানিয়েছে, শনিবার রাত ১টার দিকে ৪/৫ জন সশস্ত্র সন্ত্রাসী মানিকছড়ির গচ্চাবিলস্থ রাধামদন সেবাশ্রমে গিয়ে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করে এবং দুই সেবাদাসীকে খোঁজাখুজি করে। এ সময় সেখানে দায়িত্বপালনরত পুলিশ কনস্টেবলরা তাদের বাধা দিলে সন্ত্রাসীরা গুলি ছোঁড়ে। এতে পুলিশও পাল্টা গুলি ছোঁড়ে। উভয়পক্ষের মধ্যে এ নিয়ে প্রায় ১৫ মিনিট ধরে গোলাগুলি হয়। এতে পুলিশ কনস্টেবল সেকান্দর আলি (৪৩) (কনস্টেবল নং০১০৫৮) গুলিবিদ্ধ হন। তাঁকে চমেক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ ঘটনায় মানিকছড়ি থানায় মামলা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত বছরের ২৮ এপ্রিল রাতে সেবাশ্রমের পুরোহিত মদনগোপাল গোস্বামীকে বিএনপি সন্ত্রাসীরা নির্মমভাবে হত্যা করে। এ ঘটনা দেশব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করে। আলোচিত এ হত্যাকাণ্ড তদন্ত করছে সিআইডি। ঘটনার দুই প্রত্যক্ষদর্শী হলো সেবাশ্রমের দুই সেবাদাসী। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র বলেছে, দুই সেবাদাসী যাতে সাক্ষ্য দিতে না পারে, সে জন্য সন্ত্রাসীরা তাদের হত্যা করতে এসেছিল। ঘটনার পর পর রবিবার পুলিশ কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে গেছেন। সেবাশ্রম এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৩

(১৪৩৮)
শিবচরে এক সংখ্যালঘুকে উচ্ছেদের অভিযোগ প্রশাসন নীরব

নিজস্ব সংবাদদাতা, মাদারীপুর ঃ জেলার শিবচর উপজেলার গুয়াতলায় এক সংখ্যালঘু পরিবারের পৈতৃক সম্পত্তি থেকে গাছপালা কেটে দোকানপাট ভেঙ্গে তাকে উচ্ছেদ করে সেখানে ঘর তুলেছে এক প্রভাবশালী ব্যক্তি। লিখিত অভিযোগে জানা গেছে, জয়তিলার দেবাশীষ অধিকারীর পৈতৃক সম্পত্তির ওপর লোলুপ দৃষ্টি পড়ে গুয়াতলা এলাকার কিছু প্রভাবশালীর। গত ২৯ ডিসেম্বর পেশীশক্তির বলে, দেবাশীষ অধিকারীর ঘরবাড়ি ভেঙ্গে (রাইসমিল) সেখানে তারা ঘর তোলে। এ ব্যাপারে পরিবারটি শিবচর থানা ও পুলিশ সুপারের কার্যালয়সহ প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ে সাহায্য চেয়েও ব্যর্থ হয়েছে। উপরন্তু ওই প্রভাবশালী মহলের হুমকির কারণে পরিবারটি এখন নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। দেবাশীষ অধিকারী অভিযোগ করেন যে, ওই জমি দীর্ঘদিন যাবত তিনি ভোগ দখল করে আসছেন এবং সরকারী লিজ মানিও নিয়মিত পরিশোধ করছেন। অথচ তাকে কোন কিছু না জানিয়ে এবং লিজ বহাল রেখেই নতুন করে নম্বর দিয়ে লিজ নথি খুলে একই জমি স্থানীয় এক প্রভাবশালীর নামে লিজ দিয়েছে। বিষয়টি উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শিবচরকে জানালে তিনি থানার ওসি ও সহকারী কমিশনারকে (ভূমি) পদক্ষেপ নেয়ার কথা বলেন। কিন্তু তারা আজ পর্যন্ত কোন পদক্ষেপ নেননি বলেও দেবাশীষ অভিযোগ করেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৩

(১৪৩৯)
ফরিদগঞ্জে সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সন্ত্রাসীদের হামলা, প্রতিমা ভাঙচুর

চাঁদপুর প্রতিনিধি ঃ জেলার ফরিদগঞ্জের পল্লীতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে চাঁদার দাবিতে একদল সন্ত্রাসী হামলা চালিয়ে সেখানে ব্যাপক ভাঙচুর, লুটপাট ও অনুষ্ঠানে আগত নারী পুরুষদের ওপর নির্যাতন চালায়। সন্ত্রাসীরা যাওয়ার সময় দুটি প্রতিমা ভেঙে ফেলে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ব্যাপারে গতকাল সোমবার সংশ্লিষ্ট থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

গত রোববার রাত ৯টায় ফরিদগঞ্জ উপজেলার পাইকপাড়া রাধা গোবিন্দ হরিসভায় নাম কীর্তন চলাকালে গ্রামের বাচ্চু পাঠানের ছেলে বিল্লাল পাঠানের নেতৃত্বে ৯-১০ জন সন্ত্রাসী অনুষ্ঠানস্থলে প্রবেশ করে এবং চাঁদা দাবি করে। এ সময় আয়োজকরা চাঁদা দিতে অপারগতা প্রকাশ করলে সন্ত্রাসীরা অনুষ্ঠানের মাইক বন্ধ করে দিয়ে চলে যায়। কিছুক্ষণ পর তারা আবারো সদলবলে ঘটনাস্থল থেকে মানিক পাল (২৭) ও মিন্টু পালকে ধরে নিয়ে গিয়ে বেদম মারধর করে। তারা এ দুজনের সঙ্গে থাকা স্বর্ণালঙ্কার ও টাকা পয়সা নিয়ে নেয়। পরে সন্ত্রাসীরা আরো বেপরোয়া হয়ে দেশী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মন্দির চত্বরে ঢুকে ভক্তদের মারপিট শুরু করে। এ সময় অনেকেই রাতের খাবার খাচ্ছিলেন। সন্ত্রাসীরা নাম কীর্তনীয়াদের হুমকি-ধমকি দিয়ে তাদের চুপ থাকতে বলে।

এ ঘটনায় অনুষ্ঠানে আগত লোকজন চিৎকার ও কান্নাকাটি শুরু করলে সন্ত্রাসীরা দ্রুত হরিসভা ত্যাগ করে। যাওয়ার সময় তারা জ্যোতিষ পালের ঘরের সামনে রক্ষিত রাধাকৃষ্ণের প্রতীমা গুড়িয়ে দিয়ে এই বলে হুমকি দিয়ে যায় যে, এলাকায় হিন্দুদের থাকতে হলে তাদের কথা মতো চলতে হবে এবং কোনো পূজাপার্বণে অংশ নিতে পারবে না।

এ ঘটনার ব্যাপারে গতকাল রোববার সংশ্লিষ্ট থানায় হরিসভার সভাপতি উমেষ লক্ষণ বাদী হয়ে একটি মামলা দায়ের করেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলেও কোনো সন্ত্রাসীকে গ্রেপ্তার করেনি। সন্ত্রাসী হামলায় আহত বেশ কজনকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

ভোরের কাগজ, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৩

(১৪৪০)
অভয়নগরে মাঘী পূর্ণিমার অনুষ্ঠানে জোট প্রার্থীর হামলা
৫০ পরিবার এলাকা ছেড়েছে

নওয়াপাড়া প্রতিনিধি ঃ অভয়নগর উপজেলার শুভরাড়া গ্রামে রোববার রাতে নির্বাচনে পরাজিত জোট সমর্থিত প্রার্থীর সশস্ত্র কর্মিরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের 'মাঘী পূর্ণিমার' অনুষ্ঠানে হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভাংচুর করেছে। হামলাকারীরা নারী পুরুষ নির্বিশেষে পিটিয়ে কমপক্ষে ৫০ জনকে আহত করেছে এবং বেশ কয়েকটি বাড়ির আসবাবপত্র ভাংচুর করে। ভয়ে এলাকার প্রায় ৫০টি পরিবার অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছে। এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, গত রোববার রাত ৮টার সময় ওই ইউনিয়নের জোট সমর্থিত বিএনপির পরাজিত চেয়ারম্যান প্রার্থী মুন্সী শাহাজান আলীকে ভোট না দেয়ার কারণে এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসী শানুর নেতৃত্বে ৮/১০ জন সশস্ত্র যুবক উপজেলার শুভরাড়া গ্রামে খামার পাড়ায় নিমাই দাসের বাড়ির 'মাঘী পূর্ণিমার' অনুষ্ঠানে হামলা করে। তাদের হামলায় গোপাল (৩৫), নিমাই দাস (৬০), গীতারানী (৩৫) ও পল্টুসহ (২৫) প্রায় ৫০ জন আহত হয়। এরপর হামলাকারীরা পালপাড়ায় ঢুকে বেশ কয়েকটি বাড়ির মাটির তৈরি আসবাবপত্র ভাংচুর করে এবং তাদের ভারতে চলে যেতে হুমকি দেয়। তাদের ভয়ে রাতেই এলাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রায় ৫০টি পরিবার বাড়ি ঘর ছেড়ে ফুলতলা এবং নওয়াপাড়ার নিকট্মীয়দের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। হামলার খবর পেয়ে গতকাল সকালে অভয়নগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) একদল পুলিশ নিয়ে ঘটনাস্থলে গেলে নির্যাতিত মানুষ নির্বাহী কর্মকর্তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে। এরপর ওই স্থানে নির্বাহী কর্মকর্তার সভাপতিত্বে সর্বদলীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) দাউদ মিয়া, এনামূল হক বাবুল, মুন্সী শাহাজান আলী, হারুন-অর রশিদ মল্লিক, মাওলানা জহুরুল ইসলাম প্রমুখ। এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দীলিপ কুমার বণিক এ ধরনের হামলায় দুঃখ প্রকাশ করেন এবং বলেন যারা এ ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে। এলাকায় পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

যুগান্তর, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৩

(১৪৪১)
কচুয়ায় সংখ্যালঘুদের ২০টি দোকান ও মন্দিরে হামলা
আহত ১০ ॥ দাঙ্গা পুলিশ মোতায়েন

চাঁদপুর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ চাঁদপুর জেলার কচুয়া উপজেলার সাচার ইউপি নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে বিএনপি প্রার্থীর পরাজয়ের ঘটনার জের ধরে সাচার বাজারে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন, তাদের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ওপর মঙ্গলবার সকাল ১০টায় হামলা হয়েছে। হামলায় কমপক্ষে ১০ জন আহত হয়েছে। লুটতরাজ হয়েছে কয়েক লক্ষাধিক টাকার মালামাল। এলাকা ছেড়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকাংশ পুরুষ ও যুবতীরা চলে গেছে। হামলাকারীরা পুনরায় ওই এলাকায় হামলার হুমকি দিয়েছে। ওই এলাকায় দাঙ্গা পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

সংবাদ, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৩

(১৪৪২)
বান্দরবানে যুবলীগ সভাপতিকে জবাই করে মাথা কেটে নিয়ে গেছে সন্ত্রাসীরা

বান্দরবান প্রতিনিধি ঃ বান্দরবান সদরে দুর্বৃত্তরা রাতের আঁধারে জবাই করে হত্যা করেছে ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি ক্ষেপনন্দ বড়ুয়া (২৫) (কেএন) কে। জবাইয়ের পর দুর্বৃত্তরা তার মাথাটি নিয়ে গেছে। কেএন বড়ুয়া বান্দরবান পৌর যুবলীগের ৩নং ওয়ার্ডের সভাপতি। এ নির্মম হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

গতকাল সকালে পুলিশ শহরের কালাঘাটা সংলগ্ন শঙ্খ নদী থেকে তার মস্তকবিহীন লাশ উদ্ধার করেছে। থানায় এ ব্যাপারে মামলা হয়েছে। পুলিশ হত্যাকাণ্ডের মোটিভ উদ্ধার করতে পারেনি। এ হত্যাকাণ্ড রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত কিনা তাও তার পারিবারিক সূত্র নিশ্চিত নয়।

এদিকে এ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে গতকাল সন্ধ্যায় বান্দরবান পৌর যুবলীগ কালাঘাটা বাজারে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে। বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে অবিলম্বে হত্যাকারীদের গ্রেফতারের দাবি জানানো হয়েছে।

আজকের কাগজ, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৩

(১৪৪৩)
রামুতে বৌদ্ধদের মহাসম্মেলন
দুর্বৃত্তদের হামলা ও অপহরণ চেষ্টা ঃ পুলিশ প্রহরায় অনুষ্ঠান সম্পন্ন

কক্সবাজার থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক ঃ রামুতে বৌদ্ধদের মহাসম্মেলনে দুর্বৃত্তরা হামলা চালিয়ে অপহরণ ও ৩ জনকে আহত করেছে। পুলিশ পাহারায় সম্মেলন সম্পন্ন হয়েছে।

১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে রামু কেন্দ্রীয় সীমা বিহারে তিনদিন ব্যাপী বৌদ্ধ মহাসম্মেলন শুরু হয়। বাংলাদেশের বৌদ্ধ ধর্মীয় সর্বোচ্চ গুরু সংঘরাজ শ্রীমৎ শাসনশ্রী মহাথেরোসহ ইতালি ও মায়ানমার থেকে ধর্মগুরু ও ভক্তরা এতে অংশ নেন।

মহাসম্মেলন উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক তরুণ বড়ুয়া ১৬ ফেব্রুয়ারি রাতে রামু থানায় দায়েরকৃত মামলায় অভিযোগ করেছেন, সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের সন্ধ্যায় কতিপয় দুর্বৃত্ত হঠাৎ করে সম্মেলনস্থলে গিয়ে মহিলাদের উত্যক্ত করতে শুরু করে। এতে বাধা দিতে গেলে সন্ত্রাসীরা স্বেচ্ছাসেবক ও অন্যদের বেদম মারধর করে এবং স্বেচ্ছাসেবক স্বপনকে অপহরণ করে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে। পরে দুর্বৃত্তরা ধারাল অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে পুনরায় সম্মেলনস্থলে হামলা চালায় এবং সম্মেলন পণ্ড করার চেষ্টা চালায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলে দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যায়। পুলিশ প্রহরায় ১৭ ফেব্রুয়ারি সম্মেলন সম্পন্ন হয়। তবে কেউ গ্রেফতার হয়নি।

সংবাদ, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০০৩

(১৪৪৪)
খোকসায় সংখ্যালঘুদের ওপর বিএনপি ক্যাডারদের হামলা, আহত ১০

কুষ্টিয়া থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক ঃ বুধবার বিকেলে কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলার উত্তর শ্যামপুর গ্রামে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর বিএনপির ক্যাডাররা হামলা চালিয়েছে। এতে ১০ জন আহত হয়েছে। অনেকে ভয়ে বাড়ি ছেড়ে আত্মগোপন করে আছে।

উত্তর শ্যামপুরে স্থানীয় এমপির একটি স্কুলের ফলক উন্মোচনের সময় বেশি লোকজন না হওয়ায় উন্মোচনের পর এমপি চলে গেলে খোকসা থানা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ আনিসুজ্জামান স্বপনের নেতৃত্বে বিএনপির একদল ক্যাডার সংখ্যালঘুদের হুমকি ও ভয়ভীতি প্রদর্শন করে মারপিট শুরু করলে প্রদীপ বিশ্বাস, প্রশান্ত ভৌমিক, মন্টু বিশ্বাস, সুকুমার বিশ্বাস, অশ্বিনী বিশ্বাস, অশোক ভৌমিকসহ অন্যরা মারাত্মক আহত হয়। এদের কুষ্টিয়া ও খোকসায় চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে। প্রদীপ বিশ্বাসের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

উল্লেখ্য, এর আগে সংসদ নির্বাচন ও ২৮ জানুয়ারি ইউপি নির্বাচনের পর বিএনপির ক্যাডাররা হিন্দু অধ্যুষিত এ এলাকায় হামলা চালিয়েছিল।

সংবাদ, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০০৩

(১৪৪৫)
মোল্লাহাটে সহিংসতায় আহত ২০ ॥ পরাজিত চেয়ারম্যান প্রার্থীর ছেলের হাতে সংখ্যালঘু নেতা রক্তাক্ত

বাগেরহাট ঃ জেলার মোল্লাহাটের কোদালিয়া ইউনিয়নে বিএনপি নেতা এক পরাজিত চেয়ারম্যান প্রার্থীর ছেলে ও তার বহিরাগত সহযোগী সন্ত্রাসীরা বাদল মুজমদার (৩৪) নামে এক শিক্ষক ও সংখ্যালঘু নেতাকে প্রকাশ্যে কুপিয়ে-পিটিয়ে হত্যা চেষ্টার পর মৃত ভেবে রাস্তার ওপর ফেলে চলে যায়। মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় স্থানীয় চাউলটুরী বাজারে এ ঘটনার পর সেখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সহ সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক ও ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, এদিন সন্ধ্যায় চাউলটুরী বাজারের একটি চায়ের দোকানে চা পান করছিলেন শিক্ষক বাদল মজুমদার। তখন সেখানে সোমবারের নির্বাচনে হেরে যাওয়া চেয়ারম্যান প্রার্থী ও বিএনপি নেতা হাজী শাহাবুদ্দিনের ছেলে হারিছুল (২৬) ও শামিমসহ ৫/৬ জন বহিরাগত সন্ত্রাসী মোটরসাইকেলযোগে এসে মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে শিক্ষক বাদলকে দোকানের বাইরে নিয়ে আসে। 'আমার বাবাকে ভোট দিসনি কেন' এই বলে হারিছুলসহ তার সঙ্গীরা হাতুড়ি দিয়ে বাদলের মাথায় আঘাত করলে তিনি রাস্তার ওপর পড়ে যান। তখন সন্ত্রাসী দল রামদা দিয়ে তার দুই পায়ে উপর্যুপরি কুপিয়ে বিচ্ছিন্ন করতে চেষ্টা করে। এক পর্যায়ে তাকে মৃত ভেবে তারা সদম্ভে চলে যায়। এরপর সেখানে শতশত এলাকাবাসী ছুটে আসে। এ খবর পেয়ে স্থানীয় থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পুলিশ নিয়ে হাজির হন। সন্ত্রাসীদের উপযুক্ত শাস্তির আশ্বাসে পরিস্থিতি সামাল দেন। এলাকাবাসী জানায়, চাউলটুরী কেন্দ্রে ওই বিএনপি নেতা চেয়ারম্যান প্রার্থী হাজী শাহাবুদ্দিন অধিকাংশ ভোট পায়। তার প্রাপ্ত ভোট ৬৪০। অপরদিকে এই ইউনিয়নে বিজয়ী প্রার্থী মুক্তিযোদ্ধা আনোয়ার হোসেন এ কেন্দ্রে ১১৯ ভোট পান। এর পরেও সংখ্যালঘুদের নেতা শিক্ষক বাদলের ওপর প্রতিহিংসামূলক পরিকল্পিত এই আক্রমণের ঘটনা ঘটানো হয়। নবনির্বাচিত চেয়ারম্যানসহ স্থানীয় এলাকাবাসী ঘটনার তীব্র নিন্দা করে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেন। তারা শাহাবুদ্দিনের সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের হাত থেকে সংখ্যালঘুসহ নিরীহ এলাকাবাসীকে রক্ষার জন্য অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েনের দাবি জানান। এলাকায় উত্তেজনার কথা অস্বীকার করে মোল্লাহাট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ কুতুব উদ্দিন জানান, বাদল মজুমদারের হাত ভেঙেছে বলে তিনি শুনেছেন। পুলিশ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছে। তবে মোল্লাহাট থানায় বুধবার দুপুরে যোগাযোগ করে জানা গেছে, ঘটনার প্রায় ২০ ঘণ্টা পরেও মামলা হয়নি। কেউ গ্রেপ্তারও হয়নি।

ভোরের কাগজ, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০০৩

(১৪৪৬)
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বাড়িতে ঢুকে গুলি করে হত্যা এক ব্যক্তিকে

কাগজ ডেস্ক ঃ পূর্বাঞ্চল প্রতিনিধি জানান, পূর্বশত্রুতার জের ধরে গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার শিবপুর গ্রামে এক ব্যক্তিকে দিনেদুপুরে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, সকাল ৮টার দিকে পূর্বশত্রুতার জের ধরে শিবপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম মনসুরের পুত্র পলাশ (১৮) বিজয় শীলের বাড়িতে ঢুকে তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। গুলি তার ডান হাতে বিদ্ধ হয়। গুলি খেয়ে বিজয় শীল চিৎকার করতে করতে বাজারের দিকে পালানোর সময় পলাশের নেতৃত্বে সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা বিজয় শীলকে ধরে ফেলে পর পর দুই রাউন্ড গুলি করে। এ পর্যায়ে বিজয় শীল ঘটনাস্থলেই মারা যান। ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে এলাকাবাসী সন্ত্রাসী দলকে ধাওয়া করলে ফাঁকা গুলি করতে করতে তারা পালিয়ে যায়।

ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী হত্যাকারীদের না পেয়ে শিবপুর ইউপি চেয়ারম্যান ও পলাশের বাবা নজরুল ইসলাম মনসুর (৪৮) ও তার স্ত্রী মনোয়ারা বেগম বিউটিকে (৩৮) আটক করে

গণধোলাই দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করে। ঘটনার সংবাদ পেয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, এএসপি (সার্কেল) ও নবীনগর থানার ওসি ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, নিহত বিজয় শীল নজরুল ইসলাম মনসুরের প্রতিবেশী। দুজনই শিবপুরের বাসিন্দা। ইউপি চেয়ারম্যান ও তার আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে বিজয় শীলের শত্রুতা দীর্ঘদিনের। প্রায় দুই বছর আগে চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম মনসুর ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা বিজয় শীলের স্ত্রীর শ্লীলতাহানি ঘটায়। এ ব্যাপারে নবীনগর থানায় মামলাও হয়েছিল। মামলা হওয়ার পর পুলিশ নজরুল ইসলামসহ তার কয়েকজন সঙ্গীকে গ্রেপ্তার করে জেলহাজতে পাঠায়। জেল থেকে বের হয়ে তারা আবার তৎপর হয়ে ওঠে এবং বিজয় শীলের পরিবারকে ভারতে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেয় উক্ত সন্ত্রাসীরা। ভয়ে বিজয় শীলের পরিবার বেশ কিছুদিন গ্রামছাড়া ছিল। বিজয় শীল তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে। ভোরের কাগজসহ কয়েকটি জাতীয় দৈনিকে এ ব্যাপারে রিপোর্ট ছাপা হয়। কিন্তু নবীনগর থানা পুলিশ এ ব্যাপারে কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। এলাকাবাসী জানায় পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার কারণেই মূলত বিজয় শীল খুন হয়।

প্রকাশ্য দিবালোকে বিজয় শীলকে গুলি করে হত্যার ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার পর পরই বিজয় শীলের লাশ দেখার জন্য হাজার হাজার লোকের ঢল নামে। শিবপুর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের একদিন পর এ হত্যাকাণ্ড এলাকাবাসীর মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। অনেকে বাড়তি ঝামেলা এড়াতে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে।

ভোরের কাগজ, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৩

(১৪৪৭)
কচুয়ায় পরাজিত বিএনপির চেয়ারম্যান প্রার্থীর সন্ত্রাসীদের হামলায় সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান পণ্ড আহত অর্ধশতাধিক

চাঁদপুর প্রতিনিধি জানান, জেলার কচুয়া উপজেলার সাচার ইউপির পরাজিত চেয়ারম্যান প্রার্থীর সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা এলাকায় ব্যাপক তাণ্ডব চালিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের চলমান একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান। গত মঙ্গলবারের এ ঘটনায় সেখানে সন্ত্রাসীদের হামলায় অন্তত অর্ধশত ব্যক্তি আহত হওয়াসহ সাচার বাজারের ৩০/৪০টি দোকানপাটে হামলা ও লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় পুলিশ গত বুধবার এক চেয়ারম্যান প্রার্থীকে আটক করেছে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণীতে জানা গেছে, মঙ্গলবার সকালে ঐ ইউপিতে বিএনপির পরাজিত প্রার্থী গোলাম সারোয়ার ভুঁইয়ার ২০/২৫ জন কর্মী লাঠিসোটা নিয়ে সাচারের প্রাচীন জগন্নাথ মন্দিরে অনুষ্ঠিত হরিনামযজ্ঞ অনুষ্ঠানে কীর্তনিয়া দলের ওপর আক্রমণ করে এবং মন্দিরের প্যান্ডেলটি তছনছ করে ফেলে। চলমান ৩২ প্রহরব্যাপী হরিনামযজ্ঞ তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। এ সময় আতঙ্কিত হয়ে উপস্থিত লোকজন পালাতে থাকে। পরে সন্ত্রাসীরা সাচার বাজারে ২০/২৫টি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দোকানসহ আরো ১৫টি দোকানে হামলা ও লুটপাট চালায়।

এ সময় সন্ত্রাসীদের হামলায় স্কুল শিক্ষক পিন্টু লাল সাহা (৫২), সম্ভুঘোষ (২৫), পিন্টু নাগ (৩০), জগদীশ পোদ্দার (২০), শেখর পোদ্দার (১৮), শান্তি চক্রবর্তী (২৫), নান্টু রায় (৩০), বিপুল দে (৩০), সমীর ঘোষ (৩৭) সহ অন্তত অর্ধশত ব্যক্তি আহত হয়। গুরুতর আহতদের নিকটবর্তী গৌরীপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ও কচুয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

এদিকে সাচারের মন্দির ও বাজারে হামলা ও ভাঙচুরের অভিযোগে পুলিশ এক চেয়ারম্যান প্রার্থীকে গতকাল আটক করেছে। সেখানে অতিরিক্ত দাঙ্গা পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। তবে গত মঙ্গলবারের ঘটনায় চরম আতঙ্কে রয়েছে সংখ্যালঘু পরিবারের কয়েক হাজার সদস্য।

ভোরের কাগজ, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৩

(১৪৪৮)
গোপালগঞ্জে সংখ্যালঘুদের ৫টি বাড়িতে পরাজিত চেয়ারম্যান প্রার্থীর সমর্থকদের হামলা ও লুটপাট, আহত ১৫

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি জানান, নিজড়া ইউনিয়নের পরাজিত এক চেয়ারম্যান প্রার্থীর সমর্থকরা সংখ্যালঘুদের ৫টি বাড়িতে হামলা চালিয়ে ১০টি ঘরবাড়ি ভাঙচুর করেছে। এসময় প্রায় ১০ লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুটপাট করা হয়েছে। হামলাকারীদের আঘাতে মহিলাসহ কমপক্ষে ১৫ জন আহত হয়েছে।

গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় সদর উপজেলার নিজড়া ইউনিয়নের কাঁঠালবাড়ী গ্রামে নির্বাচন শেষে ফলাফল ঘোষণার পর পরাজিত চেয়ারম্যান প্রার্থী রবিউলের সমর্থকরা ওই গ্রামের বিরাট বিশ্বাস, পাগল চন্দ্র রায়ের বাড়িতে হামলা চালিয়ে বাড়িঘর ভাঙচুর এবং লুটপাট করে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

ভোরের কাগজ, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৩

(১৪৪৯)
ইউপি নির্বাচনকে ঘিরে মুজিবনগরে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে আতঙ্ক

মেহেরপুর প্রতিনিধি ঃ মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলায় ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারি উপজেলার বাগোয়ান ও মহাজনপুর ইউনিয়নের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

অনেক আগে থেকেই এ এলাকা চরমপন্থী সর্বহারা পার্টি অধ্যুষিত। সম্প্রতি পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে ভোটারদের ভোট বর্জনের আহ্বানসহ নানা ভয়-ভীতির কথা সম্বলিত একটি প্রচারপত্র বিলি করা হয়েছে। অন্যদিকে বাগোয়ান ইউনিয়নের বল্লভপুর, রতনপুর, ভবেরপাড়া ও মাঝপাড়ার সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়কে সরকারী দল সমর্থিত প্রার্থীর পক্ষে ভোট দিতে বাধ্য করার জন্য নানা ভয়-ভীতি ও হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

আজকের কাগজ, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৩

(১৪৫০)
১৭ দিনেও বরুড়ার স্কুলছাত্রী প্রণতি উদ্ধার হয়নি

ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি ঃ কুমিল্লার বরুড়া উপজেলার গোবিন্দপুর গ্রামের অপহৃত স্কুল ছাত্রী প্রণতি রাণী মজুমদারকে পুলিশ গত ১৭ দিনেও উদ্ধার করতে পারেনি। এদিকে থানায় অপহরণের মামলা করায় স্থানীয় সন্ত্রাসীরা অপহৃত প্রণতির পরিবারকে প্রাণনাশের হুমকি

দিচ্ছে। এজাহারভুক্ত আসামী কবির হোসেন ওরফে মনা মিয়া (৩৫) তার সহযোগিদের নিয়ে অপহরণ করে টেলিফোনে মোটা অংকের মুক্তিপণ দাবি করছে।

জানা গেছে, গত ৬ ফেব্রুয়ারি গোবিন্দপুর নিজ বাড়িতে সরস্বতী পূজার অনুষ্ঠান চলছিল। পরদিন ভোর সাড়ে ৬টায় প্রণতি বাড়ির পুকুর পাড়ে গেলে জীবনপুরের মনা মিয়া তার ৩ সহযোগী নিয়ে তাকে ধরে অস্ত্রের মুখে অপহরণ করে বেবীট্যাক্সিতে করে নিয়ে যায়। বেবীট্যাক্সির চালক ছিল জয়াগ গ্রামের বাবুল। এ সময় মনাকে সহযোগিতা করে সুলতানপুরের লোকমান, রেজ্জাকসহ অজ্ঞাত আরও ২ জন। অপহরণের পর প্রণতির বাবা নেপাল চন্দ্র থানায় মামলা করতে গেলে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের চাপের মুখে একটি সাধারণ ডায়েরী করেন। পরে তিনি নিরুপায় হয়ে গত ১৫ ফেব্রুয়ারি কুমিল্লা আদালতে মামলা দায়ের করেন।

অপহরণকারীরা প্রণতিকে অজ্ঞাত স্থানে আটকে রেখে এলাকায় চলে আসে। মামলা করায় তারা বর্তমানে প্রণতির পরিবারের সদস্যদের প্রাণনাশের হুমকি প্রদান করছে। বর্তমানে প্রণতির পরিবার গৃহবন্দী অবস্থায় আতঙ্কে রয়েছে।

আজকের কাগজ, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৩

(১৪৫১)
দেখিয়ে ভোট দিতে হবে বলে কতিপয় চেয়ারম্যান প্রার্থীর হুমকি

স্বরূপকাঠি থেকে সংবাদদাতা ঃ ইউপি নির্বাচনে স্বরূপকাঠি উপজেলার জোট সমর্থিত চেয়ারম্যান প্রার্থীদের বেশ ক'জন নিজ নিজ এলাকার সংখ্যালঘু ভোটারদের চাপের মধ্যে রেখেছেন। এসব প্রার্থী ও তার ক্যাডারবাহিনী সংখ্যালঘু ভোটারদের ভোট টেবিলের ওপর দেখিয়ে দিতে হবে বলে ফরমান জারি করেছেন। ভোটারদের সূত্রে জানা গেছে গুয়ারেখা ইউনিয়নে বিএনপির প্রার্থী রফিকুল ইসলাম নিজেই প্রচার করছেন ভোট না পেলেও তিনি চেয়ারম্যান। এ প্রার্থীর পালিত সন্ত্রাসী মিজান ফকির কিছু বহিরাগত সন্ত্রাসীকে নিয়ে ভরতকাঠি, গুয়ারেখার হিন্দু অধ্যুষিত পাড়ায় গিয়ে ভোটারদের অব্যাহতভাবে হুমকি দিচ্ছে। এমনকি সংখ্যালঘুদের ভোট টেবিলের ওপর দেখিয়ে জোট প্রার্থীকে দিতে হবে বলে হুমকি দিচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে ওই এলাকায় পাশের পিরোজপুর ও নাজিরপুর এলাকার সন্ত্রাসীদের আনাগোনা বেড়ে গেছে। এছাড়াও দৈহারী ইউনিয়নে জোটপ্রার্থী দুলাল শেখের ক্যাডার বাহিনী হিন্দু ভোটারদের অব্যাহত হুমকি দিচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। ওই ইউনিয়নে আওয়ামী লীগ নেতা দিলীপ কুমার সাধুর কর্মীরা প্রচার কাজে বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। সারেংকাঠি ইউনিয়নে জোট প্রার্থী গোলাম মোস্তফার ক্যাডার উত্তর করফা, বৃঞ্চকাঠি প্রভৃতি গ্রামগুলোর হিন্দু ভোটারদের অব্যাহত চাপের মধ্যে ভীতসন্ত্রস্ত করে রেখেছেন। অবশ্য প্রশাসন নির্বাচনে কঠোর ব্যবস্থা নেবেন বলে জানিয়েছেন।

সংবাদ, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৩

(১৪৫২)
বোদার বোয়ালমারির গঙ্গা মন্দিরের মূর্তি ভাঙচুর ॥ স্মারকলিপি পেশ

বোদা (পঞ্চগড়) থেকে সংবাদদাতা ঃ হিন্দু সম্প্রদায়ের তীর্থস্থান বোদা উপজেলার বোয়ালমারির বারুনি মেলায় হিন্দু সম্প্রদায়ের গঙ্গা মন্দিরের দরজা ভেঙে কালীমূর্তিসহ ৪টি মূর্তি দুষ্কৃতকারীরা ভাঙচুর করে ১টি করতোয়া নদীতে ফেলে দেয় এবং অন্য ৩টি মূর্তির মাথা

নিয়ে যায়। এ ঘটনায় মন্দির কমিটি বোদা থানায় মামলা দায়ের করেছে। দোষী ব্যক্তিদের বিচারের দাবিতে পঞ্চগড় জেলা প্রশাসকের কাছে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ একটি স্মারকলিপি প্রদান করেছে।

জানা যায়, হিন্দু সম্প্রদায়ের তীর্থস্থান পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলার কাজলদিঘি কালিয়াগঞ্জ ইউনিয়নের বোয়ালমারির বারুনি মেলার গঙ্গা মন্দিরের দরজা ভেঙে দুষ্কৃতকারীরা মন্দিরের কালীমূর্তি, শিবমূর্তিসহ দু'টি জুগুনি মূর্তি ভাঙচুর করেছে। তারা ১টি মূর্তির ভাঙা অংশ করতোয়া নদীতে ফেলে এবং ৩টি মূর্তির মাথা ভেঙে নিয়ে যায়। এ ব্যাপারে বোদা থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। এ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের খুঁজে বিচারের দাবিতে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ১৫ ফেব্রুয়ারি পঞ্চগড় জেলা প্রশাসকের কাছে একটি স্মারকলিপি প্রদান করেছে। এ ঘটনায় হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। এদিকে অপরাধীদের খুঁজতে প্রশাসনের তেমন তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়নি। শুধুমাত্র ইউএনও ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। করতোয়া নদীর তীর ঘেঁসা নির্জন এলাকায় মন্দিরটি অবস্থিত।

পঞ্চগড় জেলা হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি কল্যাণ কুমার ঘোষ, সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ রায়, বোদা উপজেলার সভাপতি খগেন্দ্র নাথ ঘোষ ও সম্পাদক ধীরেন্দ্রনাথ পাল এ নাশকতামূলক ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে অপরাধীদের বিচার দাবি করেছেন। উল্লেখ্য, প্রতি বছর চর্তুদশী তিথিতে উত্তরাঞ্চলের হাজার হাজার হিন্দু সম্প্রদায় বোয়ালমারিতে করতোয়া নদীতে গঙ্গাস্নান করে।

সংবাদ, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৩

(১৪৫৩)
লাঠিয়াল বাহিনীর অত্যাচারে বন্ধ হয়ে গেছে জেলে পরিবারগুলোর জীবিকার পথ

ইটনা (কিশোরগঞ্জ) থেকে সংবাদদাতা ঃ ইটনা উপজেলাধীন বাদলা ইউনিয়নসহ আশপাশের বিশাল এলাকা জুড়ে সংখ্যালঘু জেলে সম্প্রদায়ের আতঙ্ক ফারুক মোল্লার লাঠিয়াল বাহিনীর দৌরাত্ম্যে প্রকৃত জেলেরা এখন পেশাহারা। বন্ধ হয়ে গেছে বাদলা এলাকার তালিকাভুক্ত জেলেদের জীবন-জীবিকার পথ। দারিদ্র্যের নির্মম কষাঘাতে জর্জরিত সংখ্যালঘু মৎস্যজীবীদের ঘরে ঘরে এখন চলছে হাহাকার। লাঠিয়াল বাহিনীর উন্মত্ত সন্ত্রাসে ভাগ্য বিড়ম্বিত জেলেরা প্রকৃত পেশা হারিয়ে কাজের সন্ধানে দলে দলে ছুটছে শহরে। বাদলা এলাকায় এখন আর সংখ্যালঘু জেলেদের সমাগমে মুখর সেই ঐতিহ্যবাহী জেলে পল্লী নেই। দেড় থেকে ২শ' জেলে পরিবার ইউনিয়নটির আনাচে-কানাচে কোনরকম মাথা গুঁজে আছে। ব্যাপক তথ্যানুসন্ধানে জানা যায়, একশ্রেণীর প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতার ছত্রছায়ায় লালিত ফারুক মোল্লার অত্যাচারে মারাত্মক অর্থনৈতিক দৈন্যদশার শিকার বেশ কিছু জেলে অর্ধাহারে-অনাহারে এবং বিনা চিকিৎসায় অকালমৃত্যুর শিকার হয়েছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ভীতসন্ত্রস্ত জেলেরা এ প্রতিনিধির কাছে অভিযোগ করে বলেন, আমরা তালিকাভুক্ত জেলেরা সরকারের নিয়ম-নীতির আওতায় মাছ ধরতে গেলে ফারুক মোল্লার লালিত লাঠিয়ালরা মোটা অংকের চাঁদা আদায় করে থাকে। চাঁদার অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ জেলেদের মারপিট করে জাল, নৌকা ছিনিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয় তাদের আয়-রোজগারের পথ। এ অন্যায়ের প্রতিবাদের সাজা আরও ভয়ঙ্কর। এক্ষেত্রে ফারুক মোল্লার লোকজন হায়েনার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে জেলেদের বাড়ি-ঘরে। এমনকি পিঠমোড়া করে বেঁধে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফেলে রাখা হয় নদীর তীরে। এ ধরনের বর্বরোচিত ঘটনাও ক্ষুধার জ্বালায় মুখ বুঁজে সহ্য করছেন উজান শিমুল গোড়

নদীর টোক জলমহাল এলাকার জেলেরা। নির্ভরযোগ্য সূত্র জানায়, বেশ কয়েকটি সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজির মামলায় অভিযুক্ত, সংখ্যালঘু জেলে সম্প্রদায়ের আতঙ্ক ফারুক মোল্লা পরিস্থিতি নিজের প্রতিকূলে দেখলে শাসক দলের কতিপয় অসাধু নেতার সঙ্গে আর্থিক যোগাযোগ বাড়িয়ে জলমহালটিতে দীর্ঘদিনের আধিপত্য রক্ষায় মরিয়া হয়ে ওঠে। এ সময় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপে প্রশাসনও অনেকটা নিরুপায় হয়ে পড়ে বলে জানা গেছে।

মাত্মক দুঃখ-দৈন্যের শিকার উজান শিমুল গোড় নদীর টোক জলমহাল এলাকার ভুক্তভোগী জেলেরা এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের জরুরি হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। তাছাড়া স্থানীয় সচেতন মহলের ধারণা, প্রভাবশালী অমৎস্যজীবীদের অবিলম্বে উচ্ছেদপূর্বক বহু ফাঁক-ফোকর সংবলিত কথিত উন্মুক্ত জলাশয় নীতিমালা বাতিল করে উজান শিমুল গোড় নদীর টোক জলমহালকে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের মধ্যে সরাসরি লিজ দেয়ার প্রথা চালুর মাধ্যমে সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব। নতুবা সেদিন আর খুব বেশি দূরে নয়, যেদিন ফারুক মোল্লা গংয়ের নির্যাতনে মৎস্যজীবী জেলে সম্প্রদায়ের অস্তিত্বই এ এলাকা থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

সংবাদ, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৩

(১৪৫৪)
রানী ভবানীর প্রাসাদ চত্বরে ঈদগাহ স্থাপনের পাঁয়তারা!

নিজস্ব সংবাদদাতা, নাটোর, থেকে ঃ প্রত্নতত্ত্ব নিদর্শনের পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও পরিবর্তনের ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকলেও নাটোরে ইতিহাসখ্যাত মহারানী ভবানীর রাজপ্রাসাদ চত্বরে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ঈদগাহ স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। চিহ্নিত একটি কুচক্রীমহল তিন শ' বছরের ঐতিহাসিক নিদর্শন নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে প্রাসাদ চত্বরে ঈদগাহ স্থাপনের পাঁয়তারা করছে। অথচ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের উদ্যোগে রাজপ্রাসাদসহ রাজবাড়ী চত্বরের অন্যান্য নিদর্শন সম্প্রতি মেরামত ও সংস্কারের মাধ্যমে দর্শনীয় করে তোলা হয়েছে। রাজবাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে রয়েছে স্থানীয় প্রশাসন। প্রশাসনের নাকের ডগায় গত বছর প্রাসাদ চত্বরে ঈদগাহ স্থাপনের ঘোষণা দেয়া হয়। এবার নির্মাণ করা হয়েছে স্থায়ী কাঠামো।

ইতিহাসখ্যাত প্রাচীন নিদর্শনটির পরিবর্তন ঘটানো হচ্ছে প্রকাশ্যে। রাজবাড়ীর ঘের চৌকির পাশেই প্রশাসনের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের বাসস্থান। অথচ ঘটনাটি তাদের চোখে পড়ছে না। এলাকার সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্নের উদ্রেক হয়েছে— প্রত্নতত্ত্বের নির্দশনটি প্রশাসনের অবহেলা আর কুচক্রী মহলের চক্রান্তে কি শেষ পর্যন্ত তার ঐতিহ্য হারাবে?

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৩

(১৪৫৫)
বুড়িচঙে ডাক্তারের কান কেটে দিয়েছে ছাত্রদল ক্যাডাররা

কুমিল্লা প্রতিনিধি ঃ ডাক্তারি সনদপত্র প্রদানে বিলম্ব করায় বিক্ষুব্ধ ছাত্রদল ক্যাডাররা গত শুক্রবার রাতে বুড়িচং উপজেলার একজন ডাক্তারের কান কেটে দিয়েছে। এ সময় ছাত্রদল ক্যাডাররা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ঐ ডাক্তারের কক্ষ ভাঙচুর করে হাসপাতালে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে।

এ ঘটনার প্রতিবাদে বুড়িচং উপজেলার ডাক্তাররা গত শনিবার দুপুর ১২টা পর্যন্ত কর্মবিরতি পালন করে প্রশাসনকে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের জন্য ৭২ ঘণ্টার আলটিমেটাম দিয়েছে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, নির্বাচনোত্তর সহিংসতায় গত ২১ ফেব্রুয়ারি রাতে আহত হয়ে ২ জন রোগী বুড়িচং স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগে ভর্তি হয়। আহতদের ডাক্তারি সনদপত্র দেওয়ার জন্য উপজেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক জামালের নেতৃত্বে একদল ক্যাডার কর্তব্যরত ডাক্তার আশীষ কুমারকে চাপ দেয়। ডাক্তার আহত ১ জনের চিকিৎসা সনদপত্র প্রদান করলেও ছাত্রদল ক্যাডাররা আহত অপর জনের চিকিৎসা সনদপত্রের জন্য চাপ সৃষ্টি করে। ডাক্তার অপরজনের আঘাত গুরুতর না হওয়ায় ডাক্তারি সনদপত্র দিতে অস্বীকৃতি জানান। এতে বিক্ষুব্ধ হয়ে ছাত্রদল ক্যাডাররা ডাক্তার আশীষ কুমারের ওপরে চড়াও হয়ে তাকে চেয়ার দিয়ে পিটিয়ে আহত করে এবং ছুরি দিয়ে ডানকান কেটে দেয়। সন্ত্রাসীরা তার অফিস কক্ষটিও ভাঙচুর করে তছনছ করে দেয়।

এ ঘটনায় ছাত্রদলের জামাল হোসেন, দেলোয়ার হোসেন, মোহসিন ও রাসেলকে আসামি করে বুড়িচং থানায় মামলা হয়েছে। এ ঘটনায় বিএমএ কুমিল্লা শাখা অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছে।

ভোরের কাগজ, ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৩

(১৪৫৬)
নীলফামারীর সাড়াগ্রামে ইউপি নির্বাচন
সংখ্যালঘু ভোটারদের হুমকি প্রদান—'ভোট দিতে গেলে ভারতে পাঠিয়ে দেয়া হবে'

নীলফামারী থেকে নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ জেলার কিশোরগঞ্জ উপজেলার সাড়াগ্রাম ইউনিয়নের হিন্দু অধ্যুষিত কয়েক গ্রামের মানুষজনকে চেয়ারম্যান প্রার্থী মোসাদ্দেক আলী তার সন্ত্রাসী বাহিনী দিয়ে অবরুদ্ধ করে রেখেছে। তারা প্রতিরাতে মোটর সাইকেলে এসে তাদের হুমকি দিয়ে বলে যাচ্ছে, আগামী, ২৭ ফেব্রুয়ারি ভোটকেন্দ্রে গেলে হয় মরবে নইলে ভারত যাবে। এছাড়াও তারা তাদের স্ত্রী-কন্যাদের তুলে নিয়ে ইজ্জতহানিরও ভয় দেখাচ্ছে। এ অবস্থায় হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রায় ৪ হাজার ভোটার ও তাদের পরিবার-পরিজন এখন ভীত সন্ত্রস্ত

সংবাদ, ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৩

(১৪৫৭)
বাঁশতলি ইউনিয়ন ॥ নির্বাচনে সমর্থন না দেয়ায় সংখ্যালঘুসহ অন্যদের ওপর জামাতকর্মীদের নির্যাতন

খুলনা থেকে নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ বাগেরহাট জেলার রামপাল উপজেলার বাঁশতলি ইউনিয়ন পরিষদের নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান ও জামাতে ইসলামীর স্থানীয় নেতা মওলানা রেজাউল করিমের কর্মী সমর্থকরা এলাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সহ বিভিন্ন লোকজনের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন চালাচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত ২০ ফেব্রুয়ারি ওই ইউনিয়নে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শেখ মোহাম্মদ আলী নামে এক পরাজিত চেয়ারম্যান প্রার্থী লিখিত অভিযোগে জানিয়েছেন, নির্বাচনে যারা ওই জামাতপ্রার্থীকে সমর্থন করেনি এমন লোকজনের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করা হয়েছে। ইতোমধ্যে অনেকে বাড়ি-ঘর ত্যাগ করে অন্য জায়গায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে।

বাঁশতলি ইউনিয়নের চণ্ডিতলা গ্রামের নীলা রানীকে নির্যাতন করা হয়েছে। ২১ ফেব্রুয়ারি সুন্দরপুর গ্রামের আশুতোষ কুমার মৃধাকে গিলতলা বাজার থেকে ধরে নিয়ে হাতুড়ি দিয়ে বেদম পেটানো হয়েছে। একই গ্রামের গোলকচন্দ্র ঘরামির চিংড়ি ঘের কেটে দেয়া হয়েছে।

সংবাদ, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৩

(১৪৫৮)
রাঙ্গুনিয়ায় নবনির্বাচিত ইউপি চেয়ারম্যান কর্তৃক সাংবাদিক লাঞ্ছিত

চট্টগ্রাম অফিস ঃ রাঙ্গুনিয়ার নবনির্বাচিত ইউপি চেয়ারম্যানের আক্রোশের শিকার হয়েছেন স্থানীয় এক সাংবাদিক। পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদকে কেন্দ্র করে চন্দ্রঘোনার চেয়ারম্যান ইদ্রিস আজগর দৈনিক পূর্বকোণ প্রতিনিধি পান্থ নিবাস বড়ুয়ার পরিবারকে লাঞ্ছিত করেছে। এ নিয়ে স্থানীয় সাংবাদিকদের মধ্যে চরম ক্ষোভ বিরাজ করছে।

গত রোববার রাঙ্গুনিয়া প্রেসক্লাবের সভাপতি সেলিম চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় চেয়ারম্যান ইদ্রিছ আজগর ও তার সন্ত্রাসী বাহিনীর কঠোর শাস্তি দাবি করা হয়। সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাংবাদিক মোঃ অলি, আবুল কালাম আজাদ, এয়াকুব আলী খান, এমএ কোরেশী শেলু, মোঃ দিদারুল আলম প্রমুখ।

উল্লেখ্য, এই চেয়ারম্যান গত বৃহস্পতিবার সাংবাদিক পান্থ নিবাস বড়ুয়াসহ তার পরিবারের সদস্যদের লাঞ্ছিত করে।

ভোরের কাগজ, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৩

(১৪৫৯)
চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে সংখ্যালঘু স্কুলছাত্রীকে গণধর্ষণ

নওগাঁ, ২৬ ফেব্রুয়ারি, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ক্লিনিকে নার্সের চাকরি দেয়ার নাম করে নাবালিকা দরিদ্র এক সংখ্যালঘু স্কুলছাত্রীকে (১৪) গ্রাম থেকে শহরে এনে দুই দিন বোর্ডিংয়ে আটকে রেখে গণধর্ষণ করা হয়েছে। এই ঘৃণ্য ঘটনা ঘটেছে নওগাঁ শহরের রুবির মোড়ে অবস্থিত "হোটেল পঞ্চভাই"-এর তিন তলায়। পুলিশ স্কুলছাত্রীকে উদ্ধার করেছে এবং ঘটনার নায়ক বিএনপি কর্মী জোতদার আনিসুর রহমান (৪২) ও শফিউল ইসলামকে গ্রেফতার করেছে।

জানা গেছে, পোরশার ঘাটনগর ইউনিয়নের বাংধারা গ্রামের জোতদার ও স্থানীয় বিএনপি কর্মী আনিসুর রহমান তার বর্গাদার সংখ্যালঘু এক পরিবারের আত্মীয়ের মেয়ে ৯ম শ্রেণীর ছাত্রীকে চাকরি দেয়ার নাম করে রাজশাহী যাবার কথা বলে মোটরসাইকেলে তুলে ২১ ফেব্রুয়ারি সকালে রওনা দেয়। তাকে রাজশাহী না নিয়ে ওই দিন দুপুরে নওগাঁয় হোটেল পঞ্চভাই-এ ওঠে। সেখানে তাকে বিভিন্ন প্রলোভন এবং ভয় দেখিয়ে ধর্ষণ করে। বিষয়টি রুবির মোড়ের স্বপন ও শফিউল নামে ২ মস্তান টের পেয়ে শুক্রবার সন্ধ্যায় ওই স্কুলছাত্রীকে বোর্ডিংয়ের পৃথক কক্ষে নিয়ে আটকে রাখে ও গণধর্ষণ চালায়। রবিবার দুপুরে সদর থানা পুলিশ গোপন টেলিফোনে খবর পেয়ে স্কুলছাত্রীকে উদ্ধার এবং আসামী দু'জনকে গ্রেফতার করে।

বুধবার স্কুলছাত্রীর পিতা মহাদেবপুর উপজেলার রাইপুর গ্রামের দরিদ্র ব্যক্তিটি তার আত্মীয়স্বজন নিয়ে নওগাঁ সদর থানায় এসে প্রতারক আনিসুর রহমান এবং মস্তান স্বপন ও শফিউল এবং ঘটনায় সহায়তা করার জন্য হোটেল ম্যানেজার আলাউদ্দিনকে আসামী করে নারী নির্যাতন দমন আইনে মামলা দায়ের করেন। মামলা নং-১৯, তাং ২৬-২-০৩।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৩

(১৪৬০)
মতবিনিময় সভায় নীলফামারী সদর উপজেলার প্রার্থীরা জানালেন ফতোয়াবাজি সংখ্যালঘুপীড়ন আর এক রাতের নির্বাচন ভীতির কথা

নীলফামারী প্রতিনিধি ঃ নীলফামারী সদর উপজেলার ইউপি নির্বাচনে ভর করেছে ফতোয়াবাজি, সংখ্যালঘু পীড়ন আর এক রাতের নির্বাচন ভীতি। জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের কাছে অনেক প্রার্থীই প্রকাশ্যে এই অভিযোগের কথা জানালেন মঙ্গলবার সদর উপজেলা পরিষদ আয়োজিত নির্বাচন সংক্রান্ত মতবিনিময় সভায়। এতে ১৫টি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান প্রার্থী, মেম্বার প্রার্থীরা উপস্থিত ছিলেন। জেলা সিপিবির সদস্য অশ্বীনি কুমার বিশ্বাস জানান, তার ইউনিয়নের এক প্রার্থীর লোকজন ফতোয়া জারী করেছে হিন্দু প্রার্থীকে ভোট দেয়া মুসলমানদের জন্য নাজায়েজ। যে হিন্দুকে ভোট দেবে সে জানাযা, মিলাদ ইত্যাদি ধর্মীয় আচারের আওতাবহির্ভূত হবে। তিনি জানান, চেয়ারম্যান প্রার্থী ইয়াকুব আলী শাহর কর্মী আ. সাত্তার মাস্টার কাজিরহাট মসজিদের ইমাম মৌলভী নুরদ্দিনকে এই ফতোয়া দেন। এছাড়া তিনি জানান, সোনারায়ের উলোটপাড়া, খয়রাতনগর স্টেশন সংলগ্ন গ্রামের হিন্দুদের নির্বাচনের দিন ভোটকেন্দ্রে না যাবার জন্য ভয়ভীতি দেখানো হচ্ছে। নিপীড়ন করা হচ্ছে তার কর্মীদের। রাতের বেলা হিন্দুপাড়ায় গিয়ে মোটর সাইকেলের মহড়া দেয় সন্ত্রাসীরা। সংগলশী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান প্রার্থী মিরু অভিযোগ করে বলেন, ছোট এলংমারী, বড় এলংমারী, সুবর্ণখুলী ইত্যাদি সংখ্যালঘু গ্রামে হিন্দুদের চরম হুঁশিয়ারী দেয়া হয়েছে ভোটকেন্দ্রে না যাওয়ার জন্য। লক্ষিচাপ ইউনিয়নের সিংহভাগ ভোটার সংখ্যালঘু হওয়ায় এক বিএনপি নেতা হিন্দুদের ভীতি প্রদর্শন করছে বলে অভিযোগ করেছেন মেম্বর প্রার্থী মিটার চৌধুরী। টুপামারীতেও হিন্দু ভোটারদের নানারকম হুমকি-ধমকি ও ভয়ভীতি দেখানো হচ্ছে বলে বিভিন্ন প্রার্থী অভিযোগ করেন। পলাশবাড়ী ইউনিয়নের প্রভাবশালী চেয়ারম্যান প্রার্থী খাদিমুল ইসলাম তার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সমর্থকদের নানাভাবে ভীতি দেখাচ্ছে বলে অভিযোগ করেন অপর প্রার্থী ইব্রাহিম তালুকদার। ইউএনও আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক আবদুল বারী খান, পুলিশ সুপার চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন, জেলা নির্বাচন অফিসার হামিদুল ইসলাম, পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ইমদাদুল হক প্রমুখ।

আজকের কাগজ, ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৩

(১৪৬১)
আগৈলঝাড়ায় বোমা হামলায় মন্দির ধ্বংস, সংখ্যালঘুদের দোকান ভাঙচুর

স্টাফ রিপোর্টার, বরিশাল ঃ আগৈলঝাড়ায় একটি মন্দিরে বোমা বিস্ফোরণে মন্দিরের শীতলা প্রতিমা ও মন্দির বিচূর্ণ হয়। এ ঘটনার পরে জহিরউদ্দিন স্বপন এমপির সমর্থক চেয়ারম্যান প্রার্থীর নির্বাচনী মিছিল থেকে সংখ্যালঘুদের তিনটি দোকানে হামলা, ভাঙচুর ও

লুটপাটের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় দু'জন আহত হয়। এ তথ্য প্রত্যক্ষদর্শী স্থানীয় সূত্রের। সূত্র জানিয়েছে উপজেলার পত্মপুর ইউনিয়নের মোল্লাপাড়া সার্বজনীন শীতলা মন্দিরে একটি বোমার বিস্ফোরণ ঘটে। দুপুর সাড়ে ১২টায় বিকট বিস্ফোরণে শীতলা মন্দিরটিরও প্রতিমা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়। ঘটনাস্থল থেকে ৭/৮শ গজ দূরে স্থানীয় বিএনপি এমপি জহিরউদ্দিন স্বপন সমর্থিত চেয়ারম্যান প্রার্থী শিকদার হাফিজের নির্বাচনী মতবিনিময় সভা চলছিল মোল্লাপাড়া স্কুলে। এ ঘটনার পরপরই তারা একটি মিছিল বের করে সরাজ সরকারের মিষ্টির দোকানে হামলা করে। তার মিষ্টির দোকানের মিষ্টি ও মামলামাল লুট ও ভাঙচুর করে। এ সময় সরাজের ভাগ্নে সুমন বৈদ্যকে মারধর করা হয়। তারা সন্তোষ মালাকারের ও সঞ্জয় সরকারের দোকানে হামলা, ভাঙচুর করে। এ সময় শংকর নামে এক যুবককে উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক স্বপন ভূঁইয়া মারধর করে। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে বোমার আলামত উদ্ধার করেছে। পুলিশ বলেছে, ঘটনাস্থলে ছোট ছোট কয়েকটি বোমা রাখা হয়েছিল তবে তা ছিল খুবই শক্তিশালী।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৩

(১৪৬২)
কচুয়ার নামযজ্ঞ কীর্তনে হামলা, রহস্যজনক কারণে শুক্কুরকে ছেড়ে দিয়েছে পুলিশ

স্টাফ রিপোর্টার ঃ কচুয়ার সাচারে হিন্দু সম্প্রদায়ের নামযজ্ঞ কীর্তন উৎসবে হামলাকারীদের অন্যতম হোতা শুক্কুর আহমেদকে পুলিশ আটক করলেও রহস্যজনক কারণে মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে আবার ছেড়ে দিয়েছে। পুলিশের হাত থেকে ছাড়া পাওয়ার পর থেকে সে আবারও হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনকে হুমকি ধমকি দিচ্ছে। বুধবার বিকালের পর আরও কয়েক সহযোগীসহ শুক্কুরকে সাচার বাজারের আশপাশে সশস্ত্র মহড়া দিতে দেখা গেছে বলে জানিয়েছেন বাজারের ব্যবসায়ীরা। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, গত ১৯ ফেব্রুয়ারি সাচারের ঐতিহ্যবাহী জগন্নাথ মন্দিরের আঙ্গিনায় নামযজ্ঞ কীর্তন উৎসবে হামলার অভিযোগে গত কয়েক দিন ধরেই পুলিশ শুক্কুর এবং তার সহযোগীদের খুঁজছিল। এ অবস্থায় বুধবার সকালে তাকে স্থানীয় নাগরপাড়া থেকে আটক করে সাচার বাজার ক্যাম্পের পুলিশ। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তাকে ছেড়ে দেয়ার জন্য বিভিন্ন মহল থেকে তদবির শুরু হয়ে যায়। এক পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে বিএনপির পরাজিত প্রার্থী ভুলু ভূইয়া ক্যাম্পে এসে শুক্কুরকে ছাড়িয়ে নিয়ে যায় বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে। ছাড়া পাওয়ার পর বুধবার বিকাল থেকেই সে আবার সাচারের হিন্দুদের দেখে নেয়ার হুমকি দিতে শুরু করেছে। এমনকি দলীয় কয়েক ক্যাডারকে নিয়ে সন্ধ্যার দিকে সে বাজারের আশপাশে সশস্ত্র মহড়া দিয়েছে বলেও জানা যায়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৩

মার্চ ২০০৩

(১৪৬৩)
বেলকুচিতে সন্ত্রাসী হামলা ঃ মন্দিরসহ ৫টি বাড়ি ভাঙচুর

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি ঃ গতকাল শুক্রবার সকালে এবং গত বৃহস্পতিবার রাতে বেলকুচি উপজেলার ভাঙাবাড়ী ইউনিয়নের জোকনালা গ্রামে সন্ত্রাসীদের হামলায় একটি মন্দিরসহ পাঁচটি বাড়ি ভাঙচুর হয়েছে। এতে মহিলাসহ ১৫ জন আহত হয়েছে।

এদের মধ্যে গুরুতর আহত চিন্তাহরণ সরকার (৮০) ও তার স্ত্রী ফুলমালা সরকারকে (৭০) সিরাজগঞ্জ সদর হাসপাতালে এবং মন্টু সরকারকে (২৮) বেলকুচি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

প্রথম আলো, ১ মার্চ ২০০৩

(১৪৬৪)
পাকুন্দিয়ায় প্রভাবশালী এক প্রতিবেশীর নির্যাতনের শিকার একটি সংখ্যালঘু পরিবার

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি ঃ আট-নয় বছরের শিশু সন্তানকে মারধর করার প্রতিবাদ করতে গিয়ে মধ্যযুগীয় তাণ্ডবের শিকার হয়েছে একটি দরিদ্র সংখ্যালঘু পরিবার। ঘটনাটি ঘটেছে গত ২১ ফেব্রুয়ারি রাতে জেলার পাকুন্দিয়া উপজেলার তালদশী গ্রামে। পুলিশ ও অন্যান্য সূত্রে জানা গেছে, তালদশী গ্রামের সুভাষ চন্দ্র সাহার ৮/৯ বছরের শিশুপুত্র সুব্রত সাহাকে পার্শ্ববর্তী এগারসিন্ধুর গ্রামের প্রভাবশালী ব্যক্তি শরিফুল হক অকারণে ২১ ফেব্রুয়ারি সকালে মারধর করে। এ ঘটনার প্রতিবাদ করতে গেলে একই দিন গভীর রাতে শরিফুল হক ও তার লাঠিয়ালদের মধ্যযুগীয় তাণ্ডবের শিকার হয় এ সংখ্যালঘু পরিবারটি। শরিফুল ও তার লাঠিয়ালরা সুভাষ চন্দ্র সাহা, তার স্ত্রী সন্ধ্যা রাণী সাহা ও কন্যা বিউটি রাণী সাহাকে ঘরের ভেতর বেধড়ক মারধর করে এবং লুটপাট চালায়।

যুগান্তর, ১ মার্চ ২০০৩

(১৪৬৫)
রাজবাড়ীতে সংখ্যালঘু পরিবারকে বসতভিটা থেকে উচ্ছেদ

রাজবাড়ী থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ শুক্রবার সকালে বালিয়াকান্দি উপজেলার লক্ষণদিয়া গ্রামের এক সংখ্যালঘু পরিবারকে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করেছে বিএনপির স্থানীয় প্রভাবশালী মহল। পরে জেলা প্রশাসনের হস্তক্ষেপে দখলকারীদের হটিয়ে দেয়া হলেও সংখ্যালঘু পরিবারটি চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।

শুক্রবার সকালে বালিয়াকান্দি উপজেলার লক্ষণদিয়া গ্রামের দিনমজুর পণ্ডিত কুমার মণ্ডল দীর্ঘদিন যাবত তার পৈত্রিক বাড়িতে পরিবার-পরিজনসহ বসবাস করে আসছিল; কিন্তু বিলমাগুরা গ্রামের আইয়ুব আলী এবং সুধবা গ্রামের গুলু মোল্লার নজর পড়ে পণ্ডিত কুমারের বসতবাড়ির ওপর। বিভিন্ন প্রকারে তারা ওই বাড়ি দখল করার চেষ্টা করে।

শুক্রবার সকালে গুলু ও আইয়ুব আলী তাদের দলবলসহ পণ্ডিত কুমারের বাড়ি গিয়ে পরিবারের সবাইকে মারপিট করে বাড়ি দখল করে।

সংবাদ, ১ মার্চ ২০০৩

(১৪৬৬)
স্বরূপকাঠির জলাবাড়িতে কয়েক হাজার সংখ্যালঘু ভোটার ভোট দিতে পারেননি

এস এম পারভেজ, জলাবাড়ি (স্বরূপকাঠি) থেকে ফিরে ঃ পিরোজপুর জেলার স্বরূপকাঠি উপজেলার সংখ্যালঘু অধ্যুষিত জলাবাড়ি ও সমুদয়কাঠির ১৮টি কেন্দ্রের মধ্যে নয়টি কেন্দ্রে জোটের চেয়ারম্যান প্রার্থী ও তাদের ক্যাডার বাহিনীর হস্তক্ষেপে কয়েক হাজার সংখ্যালঘু ভোটার ভোট প্রয়োগ করতে পারেননি। গতকাল জলাবাড়ি ইউনিয়নের স্পর্শকাতর নয়টি কেন্দ্রের মধ্যে জলাবাড়ি, উত্তর সমারকাঠি, আরামকাঠি, মাঝিবাড়ি, ৫৫ নং মাদ্রা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ কয়েকটি কেন্দ্র ঘুরে দেখা গেছে প্রতিটি কেন্দ্রই শাসক দলের চেয়ারম্যান প্রার্থী মেহেদী সরোয়ারের ক্যাডার বাহিনী পরিবেষ্টিত। ডামি এজেন্ট এবং পোলিং এজেন্ট থেকে শুরু করে প্রিজাইডিং অফিসার পর্যন্ত সবাই শাসক দলের প্রার্থীর পক্ষে কাজ করেছেন। ইদেলকাঠি গ্রামের সংখ্যালঘু ভোটারদের সঙ্গে প্রার্থী মেহেদীর সমারকাঠি গ্রামের সমর্থকদের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া চলে। নির্বাহী কর্মকর্তা ড. পিয়ার মাহমুদের উপস্থিতিতেই পুলিশ সংখ্যালঘু ভোটারদের ওপর বেধড়ক মারপিট ও হামলা চালায়। এতে অন্ততপক্ষে ১৫/২০ জন আহত হয়। এ সময় বিএনপির আশীর্বাদপুষ্ট চেয়ারম্যান প্রার্থী আশীষ বড়াল উপস্থিত হলে আহত ভোটাররা পুলিশের কাছে বিচার চান এবং ভোটদান থেকে বিরত থাকেন। ফলে ওই গ্রামের প্রায় ৪৮৫ জন ভোটার ভোট দিতে পারেননি। উত্তর আরামকাঠি কেন্দ্রে হুমকি ও ভীতির কারণে অনেক ভোটার ভোট না দিয়ে বাড়ি চলে যান।

থানা বিএনপির সভাপতি মতিউর রহমান সিকদার ও যুগ্মসচিব মাহবুব হোসেনের ক্যাডার বাহিনী জলাবাড়ী ইউনিয়নের প্রতিটি কেন্দ্রে ভোটারদের আওয়ামী লীগ সমর্থিত চেয়ারম্যান প্রার্থী মইদুলকে ভোট না দেয়ার জন্য হুমকি দেয়।

যুগান্তর, ২ মার্চ ২০০৩

(১৪৬৭)
সাভারে সন্ত্রাসী হামলায় আওয়ামী লীগ নেতা গুরুতর আহত

সাভার প্রতিনিধি ঃ শুক্রবার রাতে সাভার থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্মল কান্তি দাসের ওপর এক দল সন্ত্রাসী হামলা চালিয়েছে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে স্থানীয় এনাম ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে। তার মাথায়, হাতে ও পিঠে ২৪টি আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

এই বর্বরোচিত হামলাকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা শনিবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত প্রতিবাদ সমাবেশ ও মিছিল করেছেন। স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেত্রী হাসিনা দৌলার নেতৃত্বে মিছিল সমাবেশে অংশ নেন সাভার পৌর চেয়ারম্যান আশরাফউদ্দিন খান ইমু, আহসান হাবিব, ফারুক চেয়ারম্যান, মাসুদ, পাভেল, মিজান, তুহিন, লিটনসহ অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা। মিছিল চলাকালে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। প্রতিবাদ সমাবেশে অনতিবিলম্বে দোষীদের গ্রেফতারের দাবি জানানো হয়। থানার ডিউটি অফিসার জানান, এই ঘটনায় কোন মামলা না হওয়ায় কেউ গ্রেফতার হয়নি। জানা

যায়, রাত ১১টায় থানা আওয়ামী লীগ অফিসে একটি মিটিং শেষে বাড়ি ফেরার সময় একদল সন্ত্রাসী নির্মল কান্তি দাসের ওপর হামলা চালায়। রক্তাক্ত অবস্থায় তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লে সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়।

যুগান্তর ২ মার্চ ২০০৩

(১৪৬৮)
সাভারে কলেজছাত্রী অপহরণ, ২ সরকারি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা

সাভার প্রতিনিধি ঃ সাভারে ইডেন কলেজের ছাত্রী ও সংস্কৃতি কর্মী তপতী রায় অপহরণের ঘটনায় উর্ধ্বতন দুই সরকারী কর্মকর্তাকে আসামী করে গত শনিবার রাতে থানায় মামলা হয়েছে। তপতীর বাবা পুলিশের দারোগা নারায়ণ চন্দ্র রায় নিজে বাদী হয়ে মামলাটি করেন। আসামিরা হলেন বাংলাদেশ পশুসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হাসানুজ্জামান হাসান ও জাহাঙ্গীর আলম। আসামিরা পলাতক রয়েছেন।

অভিযোগে জানা গেছে, আগামী ৫ মার্চ তপতীর বিয়ের দিন ধার্য করা হয়েছিল। গত ২৪ ফেব্রুয়ারি বিয়ের কেনাকাটার জন্য ঢাকায় যাওয়ার পথে তাকে অপহরণ করা হয়। পরে ফোন করে অপহরণকারীরা জানায়, তপতী আর বাসায় ফিরবে না। এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে পরিবারের সবাইকে প্রাণে মেরে ফেলা হবে।

তপতীর বাবা দারোগা নারায়ণ চন্দ্র মামলার এজাহারে উল্লেখ করেন, তার বড় মেয়ে ভারতী বাংলাদেশ পশুসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থাকার সুবাদে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হাসানুজ্জমান ও জাহাঙ্গীর আলম তাদের বাসায় বেড়াতে আসত। হাসানুজ্জামান এক পর্যায়ে তপতীকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতার কারণে তা নাকচ করা হয়। এরপর থেকেই টেলিফোনে নানা হুমকি দেওয়া হচ্ছিল। এ অবস্থায় এক ডাক্তার পাত্রের সঙ্গে তপতীর বিয়ে ঠিক হয় এবং গত সোমবার এই অপহরণের ঘটনা ঘটে। বিয়ের আগে এই ঘটনায় পরিবারটি ভেঙে পড়েছে। পরিবারের পক্ষ থেকে আত্মীয়স্বজনসহ বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজির পরও অপহৃতার সন্ধান না মেলায় মামলা করা হয়।

প্রথম আলো, ৩ মার্চ ২০০৩

(১৪৬৯)
মিরসরাইয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ১০০ দোকান হুমকির মুখে বন্ধ!

মিরসরাই প্রতিনিধি ঃ শিবির ও বিএনপি নেতা-কর্মীদের হুমকির কারণে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রায় ১০০টি দোকান খোলেনি। গতকাল মিরসরাইয়ের ১৮ নম্বর হাইতকান্দি ইউনিয়নের দমদমা বাজারে এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয় চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর কবির চৌধুরী ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন। এলাকাবাসী জানান, গত রোববার রাত ১০টায় শিবির নেতা মোঃ ফরিদ, বিএনপি নেতা আকবর, যুবদলকর্মী কামাল উদ্দীন ও জাহাঙ্গীর আলমের নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী দমদমা বাজারের দোকান মালিক স্বপন বড়ুয়ার কাছে গিয়ে তার একটি দোকান ভাড়া দেওয়ার দাবি জানায়। ওই দোকানটি তিনি বিপুল বড়ুয়া নামে এক কাপড়ের ব্যবসায়ীকে ভাড়া দিয়েছেন। কিন্তু সন্ত্রাসীরা জানায়, তারা ওই ভাড়াটিয়া বিপুল বড়ুয়ার কাছে ৭০ হাজার টাকা পাবে। তাই তারা বিপুলকে তুলে দিয়ে দোকানটি তাদের দিতে বলে। কিন্তু দোকানের মালিক তাতে অস্বীকৃতি জানালে সন্ত্রাসীরা স্বপন বড়ুয়াকে প্রাণণাশের হুমকিসহ দোকান বন্ধ রাখার জন্য নির্দেশ দেয়।

প্রথম আলো, ৪ মার্চ ২০০৩

(১৪৭০)
পুলিশের তাড়া খেয়ে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে ১ জনের মৃত্যু

নড়াইল জেলা সংবাদদাতা ঃ নড়াইলে পুলিশের মার খেয়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়া সমীরণ ভট্টচার্যের (৩৮) মৃতদেহ কাজলা নদীর পানতিতা নামক স্থানে ভাসমান অবস্থায় পাওয়া গেছে। তার বাড়ি নড়াইল সদরের বামনহাট গ্রামে। তার পিতার নাম অমল কৃষ্ণ ভট্টাচার্য। স্থানীয় একটি সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার দিন নড়াইলের তুলারামপুর ইউনিয়নে তুলারামপুর হাইস্কুল কেন্দ্রের ভোট গণনাকালীন সময়ে নির্বাচনী সীমানার বাইরের বাজারে সাধারণ মানুষ ফলাফল জানার জন্য জটলা করছিল। এ সময় নড়াইল পুলিশ বাজারে প্রবেশ করে জটলা ছত্রভঙ্গ করার জন্য বেধড়ক লাঠিপেটা শুরু করে। সাধারণ মানুষ পুলিশের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কেউ কেউ নদীতে, দোকানে ও মসজিদে আশ্রয় নিয়েও রক্ষা পায়নি। পুলিশের মার খেয়ে অনেকের মত সমীরণ নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আর উঠেনি। পরদিন নড়াইল সদর উপজেলার কাজলা নদীর পানতিতা নামক স্থানে সমীরণের মৃতদেহ ভাসমান অবস্থায় পাওয়া যায়। পুলিশ লাশের ময়নাতদন্তের জন্য নড়াইল সদর হাসপাতালে প্রেরণ করেছে।

দৈনিক ইনকিলাব, ৫ মার্চ ২০০৩

(১৪৭১)
সাতক্ষীরায় চরমপন্থীদের হাতে ঘের মালিক খুন

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি ঃ নিষিদ্ধ ঘোষিত চরমপন্থী দলের ক্যাডাররা গত সোমবার গভীর রাতে আশাশুনী উপজেলার বাইনতলা গ্রামের চিংড়ি ঘের ব্যবসায়ী পঞ্চরাম সানাকে (৪৫) বুকে লোহার শিক ঢুকিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। নবগঠিত দক্ষিণবাংলা ছিন্নমূল কমিউনিস্ট পার্টির (এমএল) ক্যাডাররা ঘের ব্যবসায়ী পঞ্চরামের বাড়ি ঘেরাও করে তাকে হত্যা করে।

এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, দুই লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে কয়েক দিন আগে পঞ্চরাম সানার কাছে ছিন্নমূল কমিউনিস্ট পার্টির তরুণ গ্রুপের ক্যাডাররা চিঠি পাঠায়। চরমপন্থীদের চিঠি পেয়ে তিনি স্থানীয় গণ্যমান্য লোকদের বিষয়টি অবহিত করেন। চাঁদা দাবির ঘটনাটি প্রচার হওয়ায় ঘটনার দিন রাতে ৩০/৩৫ জন চরমপন্থী সংগঠনের সশস্ত্র ক্যাডার পঞ্চরামের বাড়ি ঘেরাও করে। তারা গৃহকর্তা ঘের ব্যবসায়ীর বুকে লোহার শিক ঢুকিয়ে হত্যা করে বীরদর্পে ঘটনাস্থল ত্যাগ করে।

গতকাল মঙ্গলবার কালীগঞ্জ সার্কেলের এএসপি ও আশাশুনী থানার ওসি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

যুগান্তর, ৫ মার্চ ২০০৩

(১৪৭২)
সরজমিন বড়ভিটা ইউনিয়ন
আ'লীগ প্রার্থীকে ভোট দেয়ায় হিন্দুদের পূজা করতে দেয়া হচ্ছে না

নীলফামারী থেকে সাইফুল্লাহ মুন্না ঃ নির্বাচনে পরাজিত দুই প্রভাবশালী ব্যক্তির তাণ্ডবে চরম কোণঠাসা হয়ে পড়েছে জেলার কিশোরগঞ্জ উপজেলার বড়ভিটা ইউনিয়নের হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষজন। তাণ্ডব ও হুমকি-ধামকির মুখে অনেকে রোববার রাতে পবিত্র ধর্মীয় উৎসব শিব চতুর্দশী পূজা পালন করতে পারেনি। তাদের অপরাধ তারা আ'লীগের প্রার্থীকে

ভোট দিয়েছে। এই অপরাধে শিব মন্দির অবরুদ্ধ করে রাখে পরাজিত প্রার্থীর সশস্ত্র ক্যাডাররা। গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষজন এখনো আছে তোপের মুখে। সন্ত্রস্ত অবস্থার কারণে তারা ঘর থেকে বের হতে পারছে না। ভোটের পর থেকে প্রতিনিয়ত তাদের প্রাণনাশের হুমকি দেয়া হচ্ছে, চলছে দমন-পীড়ন। এদিকে জেলা ১১ দল সংখ্যালঘু ভোটারদের নির্যাতন ও নিপীড়নের ব্যাপারে জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারের কাছে স্মারকলিপি দিয়ে ঘটনার প্রতিকার দাবি করেছে। সাংসদ আসাদুজ্জামান নূরও ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। গ্রামটিতে এখনো সংখ্যালঘুদের মাঝে চরম ভীতিকর অবস্থা বিরাজ করছে।

মেলাবরের হিন্দু পাড়ায় মঙ্গলবার সরজমিনে ঘুরে দেখা গেছে, স্পষ্ট আতংকের ছাপ প্রত্যেকের চোখেমুখে। প্রকাশ্যে কথা বলতেও কেউ পারছে না।

তাদের অভিযোগে প্রকাশ, বড়ভিটা ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে আ'লীগ দলীয় প্রার্থী মোর্শেদ আহমেদ (লিপন) জয়ী হওয়ায় নির্বাচনের পর থেকেই পরাজিত দুই প্রার্থী ও সাবেক চেয়ারম্যান ফজলার রহমান ও বেনজির আহমেদের সমর্থকরা গোটা ইউনিয়নে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষজনের ওপর চরম নির্যাতন চালাতে শুরু করে। এমনকি রোববার শিব চতুর্দশী পূজা করার জন্য মন্দিরে যেতেও হিন্দুদের বাধা দেয়া হয়। এ ব্যাপারে অভিযোগ পাওয়ার পর জেলা প্রশাসন তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কিশোরগঞ্জ উপজেলার প্রশাসনকে নির্দেশ দেয়। শিব চতুর্দশী পূজার রাত পার হয় চরম আতংকে বলে জানায় গ্রামবাসী। হুমকি-ধামকির মুখে অনেকেই পূজামণ্ডপে যেতে পারেনি। গ্রামবাসীদের বক্তব্য, ভোটের পর থেকে তাদের ওপর নির্যাতন শুরু হয়। রাস্তাঘাটে যাকে তাকে আটকিয়ে মারধর, মোটা অংকের টাকা দাবিসহ নানাভাবে নির্যাতন চালানো হচ্ছে। দেশ ছেড়ে চলে যাবার জন্য হুমকি দেয়া হচ্ছে। রমেশ নামে এক নিরীহ দোকানি বড়ভিটা বাজারে গেলে আ'লীগ প্রার্থীকে ভোট দেয়ার অপরাধে তাকে থুথু ফেলে থুথু চাটানো হয়।

সংবাদ, ৫ মার্চ ২০০৩

(১৪৭৩)
সোনারগাঁয়ে দুর্গামন্দির ভেঙে দেবোত্তর সম্পত্তি দখল
প্রশাসন নীরব ভূমিকা পালন করছে

সোনারগাঁও প্রতিনিধি ঃ নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও উপজেলার পানাম নগরের ৩শ' বছরের প্রাচীন দুর্গা মন্দির হিসাবে ব্যবহৃত দেবোত্তর সম্পত্তি দখল করে নিয়েছে এলাকার প্রভাবশালী কিছু ব্যক্তি। প্রভাবশালীদের হুমকির মুখে স্থানীয় বাসিন্দারা পালিয়ে বেড়াচ্ছে। জীবনের নিরাপত্তা চেয়ে মন্দির কমিটি সোনারগাঁও থানায় সাধারণ ডায়েরি করেছে।

অভিযোগে জানা গেছে, সোনারগাঁও পৌরসভার পানাম দুলালপুর মৌজার ৩৩ শতাংশ দেবোত্তর সম্পত্তি দীর্ঘদিন যাবত এলাকার চিহ্নিত প্রভাবশালী মহল দখল করার পাঁয়তারা চালিয়ে আসছে। সম্প্রতি এলাকার প্রভাবশালী সুরুজ মেম্বার ও আসাদ জোরপূর্বক কয়েক শ' লোকজন নিয়ে দেবোত্তর সম্পত্তিটি দখল করে নেয়। এ সম্পত্তির উপর অবস্থিত ৩শ' বছরের পুরাতন দুর্গামন্দির ও একটি পাকা ঘাটলা ভেঙে ফেলে এবং প্রাচীন একটি আম গাছ কেটে নেয়। সেখানে প্রভাবশালীরা দু'টি টিন শেড ঘর নির্মাণ শুরু করে। বিষয়টি জানতে পেরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নির্দেশে উপজেলা ভূমি অফিস সুরুজ মেম্বারকে নির্মাণ কাজ বন্ধ রাখার নোটিশ প্রদান করেন। কিন্তু ভূমি অফিসের নির্দেশ উপেক্ষা করে মহলটি নির্মাণ কাজ চালিয়ে যায়।

এদিকে মন্দির কমিটির লোকজন বিভিন্ন দফতরে দরখাস্ত করেও কোনও প্রতিকার পাচ্ছে না। উপজেলা প্রশাসনও নীরব ভূমিকা পালন করছে বলে মন্দির কমিটির নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন। এ ব্যাপারে সোনারগাঁও উপজেলা সহকারি কমিশনার (ভূমি) শাহিনা খাতুন বলেন, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তারা একটি মামলার রায় পেয়েছে। সেই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করা হয়েছে।

আজকের কাগজ, ৬ মার্চ ২০০৩

(১৪৭৪)
কাপাসিয়ার কড়িহাতায় নবনির্বাচিত চেয়ারম্যানের তাণ্ডব ৭০টি সংখ্যালঘু পরিবার সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি

কাপাসিয়া (গাজীপুর) থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বিজয়ী চেয়ারম্যানকে ভোট না দেয়ার অপরাধে উপজেলার কড়িহাতা ইউনিয়নের কড়িহাতা পালপাড়ায় তাণ্ডব চালাচ্ছে নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান ফজলুল হক মানিকের সমর্থকরা। হামলা চালিয়ে তারা পালপাড়ার ১০/১২টি বাড়ি, কয়েকটি মৃৎশিল্প কারখানা, ১টি পোল্ট্রি ফার্ম ভাঙচুর করেছে। চাঁদা চেয়ে না পেয়ে হুমকির পর হুমকি দিচ্ছে গ্রামের সংখ্যালঘুদের।

জানা যায়, ২০ ফেব্রুয়ারি রাতে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর হিন্দু অধ্যুষিত কড়িহাতা কেন্দ্র থেকে মানিক চেয়ারম্যান আশানুরূপ ভোট না পাওয়ায় তার সমর্থক সন্ত্রাসী খোরশেদ আলম, জয়নাল, টুকু, ইব্রাহিম, হারুন, শহীদুল্লাহ, টিটুসহ কয়েকজন বিজয় মিছিলে নেতৃত্ব দিয়ে পাল পাড়ায় হামলা চালিয়ে গুরুদাস পাল, মুকুল পাল, হরিপদ পাল, যোগেন্দ্র পাল প্রমুখের বাড়িসহ কয়েকটি বাড়ি ভাঙচুর করে এবং কয়েকটি মৃৎশিল্প কারখানা ও তৈরি করা সমস্ত মাটির সামগ্রী ভাঙচুর করে। এরপর গুরুদাস পালের মুরগির খামারে হামলা চালিয়ে দা লাঠিসোঁটা ও দেশীয় অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে লণ্ডভণ্ড করে। যাবার সময় তারা কবিরের বাজার মিষ্টির দোকান থেকে মিষ্টি নিয়ে গেছে। গুরুদাস পাল, রনজিৎ ও রিটন শীলের কাছে পৃথকভাবে ২০ হাজার টাকা করে চাঁদা দাবি করে মোশাররফ নামক এক সন্ত্রাসী।

সন্ত্রাসীদের ভয়ে এলাকার কেউ মুখ খুলতে রাজি হয়নি, এমনকি ভয়ে থানায় একটি ডায়েরি পর্যন্ত করতে সাহস পায়নি। সন্ত্রাসীদের দাপটে পাল পাড়ায় ৭০টি পরিবার এখন জিম্মি জীবন-যাপন করছে।

সংবাদ, ৬ মার্চ ২০০৩

(১৪৭৫)
চাঁদপুরে গির্জার মূর্তি চুরির ঘটনার কিনারা হয়নি ১ সপ্তাহেও

চাঁদপুর প্রতিনিধি ঃ জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলার সাহেবগঞ্জ গির্জার ৫টি মূল্যবান পাথরের মূর্তি চুরির রহস্য গত এক সপ্তাহেও উদঘাটিত হয়নি। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

গত ২৫ জানুয়ারি গভীর রাতে ঐ গির্জার মূল ফটকের ৩টি বড়ো তালা ভেঙে একদল চোর ভিতরে প্রবেশ করে মাতা মেরিসহ প্রধান ৫টি মূর্তি চুরি করে নিয়ে যায়। এছাড়া চোরের দল অন্যান্য সামগ্রীও নিয়ে যায় বলে ফাদার ভিনসেন্ট ডি-সিলভা সাংবাদিকদের জানান। ঘটনার পর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও থানার একজন এসআই গির্জাটি পরিদর্শন করেন।

ভোরের কাগজ, ৬ মার্চ ২০০৩

(১৪৭৬)
নাটোরে পরাজিত বিএনপি সমর্থক ইউপি চেয়ারম্যান-মেম্বার প্রার্থীরা সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালাচ্ছে

নাটোর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ নাটোরে পরাজিত বিএনপি সমর্থিত ইউপি চেয়ারম্যান-মেম্বার প্রার্থীরা হামলা, মারপিট ও ভাঙচুর করছে।

লালপুরের বাহাদুরপুর আদিবাসী পাড়ায় পরাজিত বিএনপি সমর্থিত চেয়ারম্যান প্রার্থী বেলাল হোসেনের সমর্থকরা রাতের অন্ধকারে এই হামলা করেছে। তারা ৬০ বছরের বৃদ্ধ রামাপদকে মেরে পা ভেঙে দিয়েছে। পুত্র গণেশসহ অনেককে মারপিট করেছে হুমিক দিয়েছে। লালপুর থানা থেকে ১ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিম কোণে ৫০ ঘর সাঁওতাল নারী-পুরুষ বাস করে। বর্তমানে এরা রাতে পালা করে পাহারা দেয় সন্ত্রাসীদের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য।

সংবাদ, ৭ মার্চ ২০০৩

(১৪৭৭)
কটিয়াদীতে বাড়িঘর ভাঙচুর ও মালামাল লুট

কটিয়াদী (কিশোরগঞ্জ) থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ কটিয়াদী উপজেলার চড়িয়াকোলায় সংখ্যালঘু অধ্যুষিত মিস্ত্রীপাড়ায় একদল সন্ত্রাসী দিবালোকে হামলা চালিয়ে বাড়িঘর ভাঙচুর, তছনছ, মালামাল লুট ও বাড়ির মেয়েদের লাঞ্ছিত করে।

২০ ফেব্রুয়ারি মানিক বাহিনী গৌরাঙ্গ সূত্রধর ও নগেন্দ্র সূত্রধরের বাড়িতে তার দলবল নিয়ে হামলা চালায়। তারা ঘরের টিন দা দিয়ে কুপিয়ে ক্ষত-বিক্ষত করে ঘরের যাবতীয় জিনিসপত্র লুটপাট করে নিয়ে যায় এবং অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। তাদের সন্ত্রাসী হামলায় শিরণ সূত্রধর ও অষ্টমী সূত্রধর মারাত্মক আহত হয়। ছায়া রানী দায়ের কোপে আহত হয়ে কটিয়াদী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। তার আঘাত গুরুতর।

স্থানীয় ওয়ার্ড কমিশনার নূরুল ইসলাম মেন্দি মিঞা থানায় খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এদিকে এক সপ্তাহ পরও কোন আসামি গ্রেফতার হয়নি। আসামিরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং নানা ধরনের ভয়ভীতি ও হুমকি দিয়ে চলেছে।

এ অবস্থায় গৌরাঙ্গ সূত্রধর ও নগেন্দ্র সূত্রধরের পরিবার নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। এ ঘটনায় ওই স্থানে দারুণ আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। গ্রামবাসী এ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিপ্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানিয়েছেন।

সংবাদ, ৮ মার্চ ২০০৩

(১৪৭৮)
বাগেরহাটে অধ্যাপক গুলিবিদ্ধ

ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি, বাগেরহাট ঃ জেলার সদর থানার সুলতানপুর গ্রামে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা সর্বজিৎ চক্রবর্তী নামের সাবেক কলেজ অধ্যাপককে গুলি করে আহত করে। চিকিৎসকরা তাঁর শরীর থেকে কয়েকটি স্প্রিন্টার বের করেন। তার কলেজ পড়ুয়া কন্যা অপহরণ মামলার সাজাপ্রাপ্ত আসামীর কয়েকজন জামিনে ছাড়া পাওয়ার পর এ হামলার ঘটনা ঘটে বলে পুলিশ জানায়।

দৈনিক ইত্তেফাক, ৮ মার্চ ২০০৩

(১৪৭৯)
নওগাঁয় আদিবাসী নেতাকে কুপিয়ে হত্যা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নওগাঁ থেকে ঃ নওগাঁর পত্নীতলা উপজেলার সন্তপুর গ্রামের আদিবাসী নেতা রমনী পাহানকে (৪৫) দুর্বৃত্তরা পিছন থেকে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে হত্যা করেছে।

আদিবাসী নেতা রমনী পাহান (৪৫) পার্শ্ববর্তী আলমপুর গ্রাম থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। বাড়ির কাছাকাছি এলে অজ্ঞাত পরিচয়ের অস্ত্রধারীরা পিছন থেকে তার ঘাড়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপ মারে। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু ঘটে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৮ মার্চ ২০০৩

(১৪৮০)
ফাও খেতে না দেওয়ায় রেস্টুরেন্ট ভাঙচুর করেছে বিএনপি সন্ত্রাসীরা

জামালপুর প্রতিনিধি ঃ ফাও খাবার না দেওয়ায় জামালপুরের ইসলামপুরে গতকাল শুক্রবার বিএনপি সন্ত্রাসীরা এক রেস্টুরেন্ট ভাঙচুর করেছে। পরে সন্ত্রাসীদের হুমকির মুখে ঐ রেস্টুরেন্টের মালিক দোকান বন্ধ করে পালিয়েছে।

স্থানীয় সূত্র জানায়, ইসলামপুর থানা বিএনপি নেতা নবীনেওয়াজ খানের ছোট ভাই সোহেল গতকাল ৬/৭ জন বন্ধু নিয়ে গৌর পালের রেস্টুরেন্টে ফাও নাস্তা খেতে যায়। দোকানে বসা গৌরপালের ছেলে মঙ্গল ফাও নাস্তা খাওয়াতে অস্বীকৃতি জানালে ক্ষিপ্ত সোহেল বিএনপি সন্ত্রাসীদের নিয়ে দোকানে ভাঙচুর ও তাণ্ডব চালায়। সন্ত্রাসীরা ডিম-রুটিসহ দোকানের আসবাবপত্র ও মালামাল ভাংচুর করে। সন্ত্রাসীরা তাণ্ডবের পর মঙ্গলকে প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে সদম্ভে চলে যায়। সন্ত্রাসীদের হুমকির মুখে মঙ্গল দোকান বন্ধ করে পালিয়েছে। বাড়িতেও তাদের পাওয়া যায়নি। হুমকির মুখে তারা থানায়ও এ বিষয়ে কোনো অভিযোগ জানাতে পারেনি।

ভোরের কাগজ, ৮ মার্চ ২০০৩

(১৪৮১)
কুড়িল বিশ্বরোডে ব্যবসায়ী গুলিবিদ্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদক ঃ রাজধানীর কুড়িল বিশ্বরোডে গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় সুকুমার গোমেস্তা (২৭) নামে এক ব্যবসায়ী গুলিবিদ্ধ হয়েছেন।

জানা গেছে, ৬টার দিকে সুকুমার ও তার বন্ধু ইকবাল মোটরসাইকেলে (ঢাকা-হ-১৪-০২৩৬) করে কুড়িল বিশ্বরোডের চৌরাস্তার মোড়ে পৌঁছলে পেছনের একটি প্রাইভেটকার থেকে তাদের লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া হয়। এ সময় সুকুমার কোমরে গুলিবিদ্ধ হয়ে রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন। প্রাইভেটকারটি দ্রুত পালিয়ে যায়। পরে সুকুমারকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ক্রিসেন্ট হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত থানায় কোনো মামলা দায়ের করা হয়নি।

প্রথম আলো, ৮ মার্চ ২০০৩

(১৪৮২)
লক্ষ্মীপুরের কালীমন্দিরে অগ্নিসংযোগ ঃ মূর্তি ভাঙচুর

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি ঃ লক্ষ্মীপুর রামগঞ্জে ১টি কালীমন্দিরে সন্ত্রাসীরা ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করেছে। জানা গেছে, গত ৩ মার্চ রামগঞ্জ উপজেলার নওগাঁ ইউনিয়নের দাসপাড়া গ্রামে গভীর রাতে কালীমন্দিরে রক্ষিত মূল্যবান পাথরের মূর্তিটি সম্পূর্ণ ভেঙে মন্দিরে অগ্নিসংযোগ করা হয়। এ ব্যাপারে রামগঞ্জ থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। এ নিয়ে এ এলাকার সংখ্যালঘুদের মধ্যে চরম অসন্তোষ, উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে।

আজকের কাগজ, ৮ মার্চ ২০০৩

(১৪৮৩)
চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে নির্বাচনোত্তর সহিংসতা
অনেকে বাড়িছাড়া, আতঙ্কে সংখ্যালঘুরা

একরামুল হক বুলবুল, মিরসরাই থেকে ফিরে ঃ 'ওরা আমাদের বাড়িঘর ভেঙে দিয়েছে। ছয়-সাত দিন ধরে কোনো পুরুষ নিজেদের ভিটেবাড়িতে থাকতে পারছে না। ভোট দিয়ে আমরা কী অপরাধ করলাম'—চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ের জোরারগঞ্জ ইউনিয়নের পূর্ব গোবিন্দপুরের জলদাস পাড়ার বাসিন্দা বৃদ্ধা পারুবালা কথাগুলো বলেই দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন।

গত ১ মার্চ অনুষ্ঠিত মিরসরাইয়ের ১৪টি ইউনিয়নে নির্বাচনের পর প্রায় সবকটি এলাকায় কমবেশি সহিংস ঘটনা ঘটেছে। প্রতিটি ইউনিয়নে বিএনপি-জামায়াত সমর্থক একাধিক প্রার্থী ছিলেন। আর প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থীদের রোষাণলে পড়েছে সংখ্যালঘুরা। এতে অনেকে বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে রয়েছেন। আতঙ্কে রয়েছেন এলাকাবাসী।

মিরসরাইয়ে নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাসী হামলার কথা স্বীকার করে ওসি কাজী আবদুল ওয়াদুদ গত শুক্রবার প্রথম আলোকে বলেন, এগুলো বিচ্ছিন্ন ঘটনা মাত্র। সংখ্যালঘুরা এবার বিএনপি কিংবা আওয়ামী লীগ দেখে নয়, ব্যক্তিকে পছন্দ করে ভোট দিয়েছে। আর পূর্ব গোবিন্দপাড়ার বিতাড়িত সংখ্যালঘুদের বাড়িতে ফিরে আসার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

কয়েকটি এলাকা সরেজমিন ঘুরে জানা গেছে, জোরারগঞ্জ ইউনিয়নের জলদাস পাড়ায় বিএনপি সমর্থিত এক প্রার্থীর ক্যাডার ফারুক, দুলাল, কালাম, আলাউদ্দিন, তাজুল হক, বশর, ভুঁইয়া ধন, সুমন, মানিক, জামশেদ প্রমুখ গত ১ ও ২ মার্চ দু'দিন সংখ্যালঘুদের বাড়ি ও দোকানপাটে সশস্ত্র হামলা চালায়। এতে আহত হয় ১৫ জন এবং ৩ শতাধিক পুরুষ বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে যায়। আহত চারজন এখনো হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন বলে এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে।

আওয়ামী লীগ সমর্থিত নির্বাচিত চেয়ারম্যান মোকছেদ আহমদ চৌধুরী জানান, সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তিনি স্থানীয় বিএনপি দলীয় সাংসদ এবং ইউএনওর সঙ্গে কথা বলেছেন।

মিরসরাইয়ের বাকি ইউনিয়নগুলোতেও নির্বাচনোত্তর সহিংস ঘটনায় সংশ্লিষ্ট এলাকার লোকজন আতঙ্কে রয়েছে। সংখ্যালঘুদের বাড়িঘরে হামলা ছাড়াও তাদের দোকানপাট বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

প্রথম আলো, ৯ মার্চ ২০০৩

(১৪৮৪)
প্রার্থীকে ভোট না দেওয়ার অভিযোগে
মহেশখালীতে সংখ্যালঘু পরিবারের ১৫টি বসতবাড়ি ভাঙচুর

কক্সবাজার অফিস ঃ মহেশখালী উপজেলার বড় মহেশখালী ইউনিয়নে গত শুক্রবার রাতে নবনির্বাচিত এক চেয়ারম্যানের সমর্থক সন্ত্রাসীরা কয়েক দফা হামলা চালিয়ে সংখ্যালঘু পরিবারের ১৫টি বসতবাড়ি ভাঙচুর করেছে। এতে মহিলাসহ অন্তত ৩০ জন আহত হয়। ঘটনার পর হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন নিরাপত্তার অভাবে এলাকা ত্যাগ করছেন।

গত ৬ মার্চ ব্যাপক কারচুপি ও বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত এই ইউনিয়নের নির্বাচনে আলহাজ মোঃ শহীদুল্লাহ চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। সংখ্যালঘুরা অন্য প্রার্থীকে ভোট দিয়েছেন—এই অভিযোগে গত শুক্রবার সন্ধ্যা ও রাতে চেয়ারম্যান শহীদুল্লাহর সমর্থক সন্ত্রাসীরা স্থানীয় সংখ্যালঘু পাড়ায় হামলা চালিয়ে ৫টি বসতবাড়িতে ভাঙচুর ও লুটপাট চালায়।

এতে অজিত কুমার শীল (৬০) ও তার স্ত্রী সাধিকা শীল (৪৮), মৃদুল কান্তি শীল (৩০), স্বপন কান্তি শীল (৩২), নির্মল কান্তি শীল (৩৭), নারায়ণ শীল (২৮), অনন্ত শীল (২১), ডা. বনমালী শীল (৪৫), রবীন্দ্র শীল (৩৫), মিলন শীল (২০), রানী বালা শীলসহ (২০) অন্তত ৩০ জন আহত হয়। এদের মধ্যে আশঙ্কাজনক অবস্থায় অজিত কুমার শীল ও তার স্ত্রীকে চকরিয়া ডুলাহাজরা খ্রিস্টান হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

হামলার শিকার সংখ্যালঘু পরিবারের কয়েক সদস্য বলেন, গত বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত নির্বাচনে স্থানীয় সাংসদের ভাই চেয়ারম্যান প্রার্থী শহীদুল্লাহর সমর্থক সন্ত্রাসীরা কেন্দ্র থেকে সংখ্যালঘু ভোটারদের বের করে দিয়ে ওইসব ভোট তার পক্ষে কেটে নেয়। এ সংবাদ পরের দিন (শুক্রবার) জাতীয় পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হলে প্রতিশোধ নিতে পরিকল্পিতভাবে সন্ত্রাসীরা এই হামলা চালায়।

মহেশখালী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আনোয়ার পাশা চৌধুরী সন্ত্রাসকবলিত সংখ্যালঘু পাড়া পরিদর্শন শেষে গতকাল সাংবাদিকদের বলেন, ভোট না দেওয়ার অভিযোগে সংখ্যালঘুদের ওপর এই বর্বর নির্যাতন কোনো সভ্য জাতি মেনে নেবে না।

এই ইউনিয়নের চেয়ারম্যান প্রার্থী (পরাজিত) অ্যাডভোকেট আদালত খান বিএনপি নামধারী সন্ত্রাসীদের হামলার নিন্দা জানিয়ে সংখ্যালঘু পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তার দাবি জানান।

মহেশখালী থানার পুলিশ সংখ্যালঘুদের উপর সন্ত্রাসী হামলার কথা শুনেছে বলে সাংবাদিকদের জানায়।

প্রথম আলো, ৯ মার্চ ২০০৩

(১৪৮৫)
সন্ত্রাসীদের হুমকির মুখে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন চিতলমারীর হরেকৃষ্ণ

কাগজ প্রতিনিধি ঃ বাগেরহাটের চিতলমারী উপজেলার হরেকৃষ্ণ সাহার বসতভিটা ও দোকানঘর জোরপূর্বক সন্ত্রাসীরা দখল করে নিয়েছে। সন্ত্রাসীদের হুমকির মুখে হরেকৃষ্ণ এখন পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। চিতলমারী বাজারের বাসিন্দা মৃত জগবন্ধু সাহার ছেলে হরেকৃষ্ণ জানান, গত ২০/২৫ বছর ধরে শিবপুর গ্রামের মুনসুর আলী মোল্লা তাদের ১২ শতক জমি এবং জমির ওপর নির্মিত দোকানঘর ব্যবহার করে আসছিল। বিগত সংসদ নির্বাচনের পর থেকে তারা

ভাড়ার টাকা দেওয়া বন্ধ করে দেয়। উপরন্তু তারা জমির মালিকানা দাবি করে। ভূমি অফিসে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, জাল দলিলের মাধ্যমে প্রতিপক্ষরা জমির মালিকানা দাবি করছে। এ ঘটনায় হরেকৃষ্ণ আদালতে মামলা দায়ের করলে তদন্তে জালিয়াতির ঘটনা প্রমাণিত হয়। এতে জালিয়াত চক্র ক্ষিপ্ত হয়ে হরেকৃষ্ণের নামে মিথ্যা মামলা দায়ের করে। সন্ত্রাসীরা বর্তমানে তাকে ভারতে চলে যাবার জন্য চাপ প্রয়োগ করছে। এ ঘটনার প্রতিকার চেয়ে গত ৪ জানুয়ারি হরেকৃষ্ণ স্থানীয় সাংসদের সুপারিশসহ ভূমিমন্ত্রীর কাছে আবেদন করেন। তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৬ জানুয়ারি ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণের জন্য বাগেরহাটের জেলা প্রশাসককে নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু স্থানীয় প্রশাসন আজ পর্যন্ত জালিয়াত চক্রের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি।

আজকের কাগজ, ৯ মার্চ ২০০৩

(১৪৮৬)
শিক্ষকের বাড়িতে হামলা ঃ স্ত্রীর শ্লীলতাহানির অভিযোগ

নীলফামারী থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সরকারি গার্লস্ স্কুলে শিক্ষকদের মধ্যে বিরোধের জের ধরে এক সংখ্যালঘু শিক্ষকের বাড়িতে দুর্বৃত্তদের হামলা ও শিক্ষক পত্নির শ্লীলতাহানির ঘটনা ঘটেছে। এ ব্যাপারে থানায় জিডি হয়েছে। শিক্ষক স্বপন কুমারের অভিযোগ, সহকর্মী আ. রাজ্জাকের ভাড়াটেরা এ ঘটনা ঘটায়।

সংবাদ, ৯ মার্চ ২০০৩

(১৪৮৭)
নড়াইলে যুবকের গলা কাটা লাশ উদ্ধার

নড়াইল প্রতিনিধি ঃ ৬ মার্চ বিকেলে নড়াইল শহরের আলাদাৎপুর মড়ি খোলার কাছ থেকে পুলিশ প্রণব চক্রবর্তী (২৮)'র গলা কাটা লাশ উদ্ধার করেছে।

লাশের শরীরের বিভিন্ন স্থানে ধারাল অস্ত্র দিয়ে কোপানোর চিহ্ন ছিল বলে পুলিশ জানায়। মৃত প্রণবের বাবার নাম জ্যোতিষ চক্রবর্তী।

আজকের কাগজ, ১০ মার্চ ২০০৩

(১৪৮৮)
গভীর রাতে হিন্দুবাড়িতে ঢুকে হত্যা, তিন নারীকে গণধর্ষণ
চরম বর্বরতায় বাগেরহাটে আতঙ্ক ॥ ২ ঘণ্টা ধরে হত্যা ও ধর্ষণযজ্ঞ শেষে
অর্ধলক্ষ টাকার স্বর্ণালঙ্কার লুট ॥ গ্রেপ্তার পরাজিত এক মেম্বার প্রার্থী

শওকাত আলী বাবু, বাগেরহাট থেকে ঃ গহীন রাতে এক হিন্দু বাড়িতে সিঁদ কেটে ঢুকে একদল সন্ত্রাসী একজন পুরুষকে কুপিয়ে হত্যার পর নিহতের স্ত্রীসহ ৩ নারীকে গণধর্ষণ করেছে। হত্যা ও ধর্ষণের পর লুটপাট করে দুর্বৃত্তরা রাতের আঁধারে পালিয়ে যায়। গত শনিবার রাতে সদর উপজেলার যাত্রাপুর ইউনিয়নের কোমরপুর গ্রামে সংঘটিত এ বর্বরতায় সংখ্যালঘু

অধ্যুষিত এলাকাটিতে চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। পুলিশ সন্ত্রাসীদের কাউকে আটক করতে পারেনি। তবে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ইউপি নির্বাচনে পরাজিত এক সদস্য প্রার্থীকে গ্রেপ্তার করেছে।

সন্ত্রাসীদের হাতে নিহত ব্যক্তির নাম তপন ভট্টাচার্য (৪৪)। ধর্ষিতা তিন নারীর দুজনকে গতকাল রোববার খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ও একজনকে বাগেরহাট সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এলাকাবাসী জানায়, ঠাকুর পরিবার বলে পরিচিত হিন্দু মধ্যবিত্ত পরিবারটি বিগত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর থেকেই সাম্প্রদায়িক রোষের মুখে ছিল। তাই নির্বাচনের পর কিছুদিনের জন্য এলাকা ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল তারা। সম্প্রতি ইউপি নির্বাচনের হাওয়া লাগার পর পরিবারটির ওপর আবার আক্রোশ নেমে আসে। জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে কে বা কারা ঠাকুর পরিবারের কাছে একাধিকবার মোটা অংকের চাঁদা দাবি করে আসছে।

গত শনিবার গভীর রাতে ১২/১৩ জনের একটি সশস্ত্র সন্ত্রাসী দল মুখোশ পরে ঠাকুর বাড়ির রান্নাঘরের পেছনে সিঁদ কেটে ঘরে প্রবেশ করে। ঘটনা টের পেয়ে তপন ঠাকুর দরজা খুললে মুখোশপরা দুর্বৃত্তরা তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে মাটিতে ফেলে দেয়। এ সময় সন্ত্রাসীরা তার স্ত্রী, ভ্রাতৃবধূ এবং ভাইয়ের শাশুড়িকে অপর একটি ঘরে নিয়ে গণধর্ষণ করে। দুর্বৃত্তদের ধারালো অস্ত্রের কোপে তপন যখন মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করছিলো সন্ত্রাসীরা তখন বাড়ির সদস্যদের লক্ষ্য করে বলছিল 'দেখ দেখ ভোট দিচ্ছে'। এ সময় তারা ৫০০ টাকার নোটের বাণ্ডিল বের করে সবাইকে দেখিয়ে বলে 'টাকার বিনিময়ে নিরঞ্জনের মাথা নিতে এসেছিলাম। ওকে না পেয়ে টাকা হালাল করতে ছোটটাকে মেরে গেলাম।' এ সময়ে সন্ত্রাসীরা তপনের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত ঐ বাড়িতে অবস্থান করে। যাওয়ার সময় তারা অর্ধ লক্ষ টাকার স্বর্ণালংকার লুট করে নিয়ে যায়।

দুর্বৃত্তরা চলে গেলে প্রতিবেশীরা এসে তপনের মৃতদেহ এবং ধর্ষিতাদের বাগেরহাট হাসপাতালে নিয়ে আসে। দুর্বৃত্তদের হাতে নিহত তপনের স্ত্রী ১০ দিন আগে মৃত সন্তান প্রসব করে। ধর্ষণের কারণে তার অপারেশনের সেলাই কেটে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে। নিহত তপনের ছোটভাই স্বপন খুলনার রূপসা থানার কর্মরত পুলিশ কনস্টেবল। তিনি তার স্ত্রী-শাশুড়ি ও ভ্রাতৃবধূকে গণধর্ষণের কথা স্বীকার করেছেন। সাংবাদিকদের তিনি বলেন, হত্যাকারীরা যাবার সময় হুমকি দিয়ে বলে যায় এক লাখ টাকা খুলনা মহানগরীর রূপসা-চাঁনমারী সদরের দ্বিতীয় কালভার্টের নিকট জনৈক কামরুলকে এক সপ্তাহের মধ্যে পৌঁছে দিতে হবে।

ধর্ষিতাদের গতকাল রোববার বাগেরহাট সদর হাসপাতালে আনার পর দুজনকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। গ্রামটিতে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। এদিকে পুলিশ গতকাল রোববার সকালে আব্দুর রহমান নামের এক পরাজিত মেম্বার প্রার্থীকে আটক করেছে। জেলা উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও পুলিশ সুপার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। গতকাল বাগেরহাট সদর হাসপাতালে নিহতের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়েছে।

ভোরের কাগজ, ১০ মার্চ ২০০৩

(১৪৮৯)
ধর্ষিতা স্কুল ছাত্রীর বক্তব্য
বিএনপি কর্মী ও বিডিআরের এক প্রাক্তন সদস্য সহ তিনজন ধর্ষণ করেছে শুক্লাকে

নওগাঁ, ১০ মার্চ, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ নওগাঁয় গণধর্ষণের শিকার স্কুল ছাত্রী শুক্লা রাণী (১৪) এখন তার পিতার হেফাজতে। পুলিশ প্রথমে তাকে ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করে আদালতে পাঠালে আদালত তাকে জেল হাজতে পাঠিয়ে দেয়। পরে পুলিশ তাকে মামলার ভিকটিম হিসাবে রিপোর্ট পাঠালে তাকে মুক্তি দেয়া হয়। শুক্লা রানী জানায়, স্থানীয় বিএনপি কর্মী আনিসুর (৪০) গত ২১ ফেব্রুয়ারি ক্লিনিকে চাকরি দেয়ার কথা বলে তাকে নওগাঁ শহরে নিয়ে আসে। পরে আনিসুর মেরে ফেলার ভয় দেখিয়ে শহরের 'পঞ্চভাই' হোটেল কক্ষে এনে তাকে ধর্ষণ করে। ঐ রাতেই বিডিআরের প্রাক্তন সদস্য শফিউল ও ড্রাইভার স্বপন উক্ত হোটেলের অন্য কক্ষে নিয়ে তাকে আটকে রাখে এবং পালাক্রমে মারপিট ও ধর্ষণ করে। তারা আনিছুর এবং শুক্লার কাছ থেকে বেশ কয়টি সাদা কাগজ ও স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর নেয় এবং নগ্ন ছবি তোলে স্বপন। সে তাকে হত্যার হুমকি দেয়।

এদিকে পুলিশ ধর্ষক স্বপনকে এখনও গ্রেফতার করতে পারেনি। পারেনি নগ্ন ছবি, ফ্লিম এবং স্বাক্ষর করা সাদা কাগজ ও স্ট্যাম্প উদ্ধার করতে। শুক্লার বাবা শশধর বর্মণ জানান, আসামীর লোকজন মামলা তুলে না নিলে তাদের হত্যার হুমকি দিচ্ছে। বর্তমানে পরিবারটি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১১ মার্চ ২০০৩

(১৪৯০)
চট্টগ্রামে গার্মেন্টস কর্মীকে বিএনপি সমর্থকদের পালাক্রমে ধর্ষণ ॥ থানা মামলা নেয়নি

স্টাফ রিপোর্টার, চট্টগ্রাম অফিস ঃ চট্টগ্রামে অসহায় এক গার্মেন্টস কর্মীকে পালাক্রমে ধর্ষণ করেছে ৪ সন্ত্রাসী। সন্ত্রাসীরা সরকারী দল বিএনপির শেল্টারে থাকাতে থানা পুলিশ মামলা পর্যন্ত গ্রহণ করেনি। ধর্ষিতাকে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এলাকার লোকজনের সহায়তায় চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। রাতেও রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত তাকে ভর্তি করা হয়েছে কি না জানা যায়নি।

নগরীর বায়েজিদ বোস্তামী এলাকার টেক্সটাইল গেটসংলগ্ন পাহাড়ে ধর্ষণের এ ঘটনা ঘটে। আমতলা কলোনির মোল্লার বস্তির ভাড়া ঘরে মা সন্ধ্যা রানী তার দুই তরুণী কন্যাকে নিয়ে বাস করেন। সন্ধ্যা রানী দেশের বাড়ি যান ৫ দিন আগে। সোমবার রাত আনুমানিক পৌনে ৮টায় এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসীর ৫/৬ জনের একটি দল ওই বাড়িতে প্রবেশ করে। এ সময় ধর্ষিত ওই তরুণী ছাড়া ঘরে আর কেউ ছিল না। বড় বোন তখনও কর্মস্থল থেকে ফেরেনি। সন্ত্রাসীরা ওই তরুণীকে ঘর থেকে জোর করে তুলে সংলগ্ন পাহাড়ে নিয়ে পালাক্রমে ধর্ষণ করে অজ্ঞান অবস্থায় ফেলে চলে যায়। বড় বোন রাতে ঘরে ফিরে বোনকে না দেখে বহু খোঁজাখুঁজি করে অজ্ঞান অবস্থায় স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় তাকে উদ্ধার করে। ধর্ষিতার বক্তব্য অনুযায়ী সন্ত্রাসী মিন্টু, শহীদ, বাবলু ও খোকন তাকে একের পর এক ধর্ষণ করে। উদ্ধারের পর তাকে স্থানীয় ফার্মেসি থেকে ওষুধ কিনে খাওয়ানো হয়, মঙ্গলবার সকালে বড়বোন তাকে নিয়ে যায় বায়েজিত বোস্তামী থানায়। থানায় তাদের এজাহারটি গ্রহণ না করে ফিরিয়ে দেয়া হয়। খবর পেয়ে বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা আদালতে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি নিয়েছে। সংস্থার সদর ইউনিট সভাপতি অ্যাডভোকেট জিয়া হাবিব আহসান এহেন বর্বর ঘটনার মামলা না নেয়াতে বায়েজিদ বোস্তামী থানার ওসির অপসারণ দাবি করেছেন। তিনি বলেছেন, পুলিশ সন্ত্রাসীদের পক্ষ নিয়ে আলামত নষ্ট করার জন্য কালক্ষেপণের পথ বেছে নিয়েছে যা অত্যন্ত দুঃখজনক।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১২ মার্চ ২০০৩

(১৪৯১)
কুষ্টিয়ায় সম্পত্তি গ্রাসের জন্য এক মহিলাকে কুপিয়ে হত্যা

কুষ্টিয়া থেকে জেলা বার্তা পরিবেশকঃ কুষ্টিয়া সদর উপজেলার আলামপুর গ্রামে বুধবার ৫ মার্চ এক সংখ্যালঘু মহিলাকে ধারাল অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে।

এলাকাবাসী এবং পুলিশ সূত্রে জানা যায়, স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথের স্ত্রী শিখা রানীকে (৪৬) নিজের ঘরের মধ্যে ধারাল অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করা হয়।

শিখা রানীকে তার সম্পত্তি আত্মসাতের জন্য খুন করা হয়েছে বলে এলাকাবাসী ধারণা করছে। খুনের সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথেই কুষ্টিয়া সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাগণ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। কাউকে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি, তবে জোর পুলিশি তদন্ত শুরু হয়েছে।

উল্লেখ্য, ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় শিখা রানীর স্বামী সুরেন্দ্রনাথ ওই এলাকার রাজাকারদের হাতে খুন হন।

সংবাদ, ১২ মার্চ ২০০৩

(১৪৯২)
ঘটনা ধামাচাপা দিতে প্রভাবশালীরা তৎপর
পার্বতীপুরে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্রী ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগ

পার্বতীপুর প্রতিনিধি ঃ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কর্তৃক ৪র্থ শ্রেণীর একজন ছাত্রীকে ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগ পাওয়া গেছে। ওই প্রধান শিক্ষকের শাস্তির দাবিতে এলাকাবাসী প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠেছে।

জানা গেছে, পার্বতীপুর উপজেলার নিভৃত পল্লী এলাকায় অবস্থিত ৭৮ নং মরনাই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তফিজ উদ্দিন (৫২) ওই স্কুলের ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্রী জানকী বালাকে (১২) স্কুল ঘরে জোরপূর্বক ধর্ষণের চেষ্টা চালায়। এ সময় জানকীর চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে এলে সে ধর্ষণের হাত থেকে রক্ষা পায়। ঘটনাটি ঘটেছে গত রোববার বেলা ২টার দিকে। ঘটনার রাতেই গ্রাম্য সালিসে উক্ত প্রধান শিক্ষকের ৫ হাজার টাকা জরিমানা করে সমাজপতিরা ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু এলাকাবাসী প্রতিবাদমুখর হয়ে স্কুলে ছেলেমেয়ে পাঠানো সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেয়।

হতদরিদ্র জানকীর পিতা অমূল্য চন্দ্র ঘটনার বিচার চেয়ে গত সোমবার উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষক ও তার লোকজনের ভয়ে তারা থানায় মামলা করতে পারছেন না বলে অমূল্য বৈরাগী এ প্রতিনিধি সরজমিন এলাকায় গেলে জানান।

এদিকে সরজমিন এলাকা পরিদর্শনে গেলে প্রধান শিক্ষক তফিজ উদ্দিনের বিরুদ্ধে এরকম বহু অভিযোগের কথা এলাকাবাসী জানান। প্রভাবশালী ওই শিক্ষকের ভয়ে কেউ থানায় অভিযোগ দায়ের করার সাহস পায় না। স্কুল কমিটির সভাপতি সুবাস চন্দ্র ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন।

ভোরের কাগজ, ১২ মার্চ ২০০৩

(১৪৯৩)
রাজধানীর বেরাইদ ইউপি নির্বাচন
শীর্ষ সন্ত্রাসীদের তৎপরতায় সংখ্যালঘু ভোটাররা আতঙ্কে

কাগজ প্রতিবেদকঃ নগরীর বাড্ডা থানা এলাকার বেরাইদ ইউনিয়ন পরিষদের আগামী শনিবারের নির্বাচন নিয়ে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। নগরীর শীর্ষ সন্ত্রাসী ও তাদের

সহযোগীরা প্রকাশ্যে চলাফেরা করায় সংখ্যালঘু ভোটাররা আতঙ্কের মধ্যে পড়েছে। তারা পুলিশের আইজি ও পুলিশ কমিশনারের কাছে নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে আবেদন করেছেন।

ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনের তফসিল অনুযায়ী আগামী শনিবার নগরীর বাড্ডা থানা এলাকার বেরাইদ ইউনিয়নের নির্বাচন। স্থানীয় সূত্র জানায়, রাজধানীর ভেতরে এই ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন নিয়ে প্রথম থেকেই উত্তেজনা বিরাজ করছে। এই নির্বাচন দলীয় নির্বাচন না হলেও একজন প্রার্থীর পক্ষে বাড্ডা থানা বিএনপি এবং মহানগর বিএনপি নেতারা গিয়ে সেখানে প্রচারণা চালাচ্ছেন। তারা পুলিশকে দিয়ে ঐ প্রার্থীর পক্ষে কাজ করাচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এদিকে এই নির্বাচন ঘিরে সেখানে স্থানীয় সন্ত্রাসী কাইয়ুম, কসাই বাবু, রাসেল, সাত্তার, ছাড়াও নগরীর শীর্ষ সন্ত্রাসী পিচ্চি হান্নান ও কালা জাহাঙ্গীরের সহযোগীরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে দুজন সংখ্যালঘু ভোটার জানান, এসব সন্ত্রাসীরা পুলিশের ছত্রছায়ায় এলাকায় প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এরা মুসলিম হাইস্কুল মাঠ, ভুঁইয়াপাড়া মাদ্রাসা, প্রাইমারি স্কুল এবং চিনাদী এলাকায় প্রতি রাতে মদের আসর বসাচ্ছে। তারা সংখ্যালঘু পরিবারের কাছ থেকে মদের জন্য চাঁদা আদায় করছে। এসব অভিযোগ স্থানীয় থানায় জানিয়েও কোনো লাভ হয়নি। পরবর্তী সময়ে তারা পুলিশের আইজি, পুলিশ কমিশনারের কাছে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য লিখিতভাবে আবেদন করেছেন।

ভোরের কাগজ, ১৩ মার্চ ২০০৩

(১৪৯৪)
কুতুবদিয়ায় সংখ্যালঘু পাড়ায় হামলা ঃ মহিলাসহ আহত ১২

কক্সবাজার অফিসঃ কক্সবাজার জেলা শহর থেকে ৩৫ কিলোমিটার দূরে উপকূলীয় উপজেলা কুতুবদিয়ার আলী আকবর ডেইল ইউনিয়নের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত গ্রাম কুমিরারছড়ায় গতকাল বুধবার দুপুরে একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী হামলা চালায়। তারা হিন্দু সম্প্রদায়ের দুটি বসতবাড়ী ও একটি মন্দির ভাঙচুর করে। হামলায় মহিলাসহ ১২ জন গুরুতর আহত হয়।

আহত আট মাসের অন্তঃসত্ত্বা মিনু বালা দাশ (২৫) রুলি বালা দাশ (২৪), রেনু বালা দাশ (৪০), লদি বালা দাশ (৪৫), মাত্র পাঁচ দিন আগে সন্তান প্রসবকারী সুজাতা বালা দাশ (২৮), মৃদুল জলদাশ (২৫) ও মাদল জলদাশকে (২২) কুতুবদিয়া সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তুচ্ছ ঘটনার জের ধরে এই হামলার ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে কুতুবদিয়া সংবাদদাতা জানান, গতকাল বেলা দুটোর সময় মুসলিম এক ব্যক্তির মালিকানাধীন পরিত্যক্ত লবণ মাঠে হিন্দু সম্প্রদায়ের এক যুবক প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে কথা কাটাকাটি হয়। এক পর্যায়ে স্থানীয় ওসমান, লালু, নোমান, নেজামের নেতৃত্বে ১০-১৫ জন সশস্ত্র সন্ত্রাসী কুমিরারছড়ায় সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর হামলা চালায়। এক পর্যায়ে সন্ত্রাসীরা ওই গ্রামের মনোরঞ্জন ও হরিদাশের বাড়িতে ভাঙচুর ও সংখ্যালঘুদের মারধর করে।

হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতা কাজল জলদাশ বলেন, সন্ত্রাসীরা হামলা শেষে ফিরে যাওয়ার সময় স্থানীয় মন্দিরও ভাঙচুর করে। তারা এই ঘটনার প্রতিবাদে কেউ টুঁ শব্দটি করলে পুরো গ্রাম আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়ার হুমকি দেয়।

পরে বিকেলে ওই গ্রামের প্রায় ২০০ সংখ্যালঘু নারী-পুরুষ হামলার প্রতিবাদে এবং নিরাপত্তার দাবিতে উপজেলা সদরে এসে বিক্ষোভ এবং সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার দাবি করে। থানার ডিউটি অফিসার এসআই মোঃ ফারুক ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে সন্ত্রাসীদের ধরতে পুলিশি তৎপরতা চালানো হচ্ছে বলে জানান।

প্রথম আলো, ১৩ মার্চ ২০০৩

(১৪৯৫)
মানিকগঞ্জে প্রতিমা ভাঙচুর, মামলা

মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি ঃ মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার ডাউটিয়া গ্রামে গত মঙ্গলবার গভীর রাতে প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। এ ব্যাপারে সদর থানায় মামলা হয়েছে।

পুলিশ ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, রাত আনুমানিক ২টার দিকে দুর্বৃত্তরা ডাউটিয়া গ্রামের জগদীশ সাহার বাড়িতে অবস্থিত বারোয়ারি মন্দিরে হামলা চালায়। তারা কালীমূর্তিসহ বিভিন্ন দেব-দেবির নয়টি মূর্তি ভাঙচুর করে।

গতকাল বুধবার সকালে স্থানীয় ভাটবাউর বাজারের মঙ্গলের চায়ের দোকান এবং ভাটবাউর গ্রামের মন্টু দাসের বাড়ির সামনে থেকে দুটি মূর্তির মাথা উদ্ধার করা হয়। স্থানীয় লোকজন অভিযোগ করেন, ইউপি নির্বাচনের জের ধরে এ ঘটনা ঘটানো হয়।

এ ব্যাপারে জগদীশ সাহা বাদী হয়ে গতকাল সদর থানায় মামলা করেছেন।

প্রথম আলো, ১৩ মার্চ ২০০৩

(১৪৯৬)
গোয়ালন্দে অপহৃত ছাত্রী ৭ দিনেও উদ্ধার হয়নি। ধরা পড়েনি মূল আসামী

গোয়ালন্দ (রাজবাড়ী) থেকে সংবাদদাতা। উপজেলার জামতলা উচ্চ বিদ্যালয়ের ৭ম শ্রেণীর ছাত্রী চেনী বৈরাগীকে অপহরণের সাত দিন পরও উদ্ধার করা যায়নি। সাতজনকে আসামী করে থানায় মামলা করা হলে পুলিশ ঐদিনই ৩ আসামীকে গ্রেফতার করে। কিন্তু ঘটনার মূল নায়ক জিন্নাহ শেখকে পুলিশ এখনও গ্রেফতার করতে পারেনি। জানা গেছে, নলিয়াপাড়ার গোকুল বৈরাগীর মেয়ে চেনীকে পার্শ্ববর্তী রুস্তম শেখের ছেলে জিন্নাহ শেখ (২৪) প্রায়ই উত্যক্ত করতো। চেনী এতে সাড়া না দেয়ায় ৪ মার্চ রাত ৮টায় ৭/৮ জন সঙ্গী নিয়ে জিন্নাহ অস্ত্রের মুখে চেনীকে অপহরণ করে। এ ব্যাপারে চেনীর বাবা বাদী হয়ে পরদিন থানায় মামলা করেন। এদের মধ্যে এজাহারভুক্ত আসামী রফিকুল ইসলাম, নূরু প্রামাণিক ও আব্দুল জব্বারকে পুলিশ গ্রেফতার করে। মঙ্গলবার আসামীদের পাঁচদিনের রিমাণ্ডের আবেদন জানান হলে বিচারক দুইদিনের রিমাণ্ড মঞ্জুর করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৩ মার্চ ২০০৩

(১৪৯৭)
সাভারে ২ ছাত্রী অপহৃত ॥ পরে ১ জনকে উদ্ধার

সাভার সংবাদদাতাঃ সাভারে অপহৃত হয়েছে দুই স্কুল ছাত্রী। দুজনই দশম শ্রেণীর ছাত্রী। একজন স্কুলে যাবার পথে, অপরজন প্রাইভেট পড়তে বাড়ী থেকে বের হওয়ামাত্রই অপহৃত হয়। এলাকাবাসী সন্ত্রাসীদের প্রাইভেট কার ধাওয়া করে অপহৃত একজনকে উদ্ধার ও তিন

সন্ত্রাসীকে আটক করলেও অন্যজনের হদিস মেলেনি। গতকাল বিকেলে সাভার উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্রী বীথি রানী সাহা প্রাইভেট পড়ার জন্য বাড়ী থেকে বের হবার পর অপহৃত হয়। পৌর এলাকার কবিরাজ পাড়ায় পৌঁছামাত্র ওৎ পেতে থাকা সন্ত্রাসীরা তাকে অপহরণ করে। বীথির বাবার নাম নকুল সাহা। এলাকার কিছু বখাটে যুবক বীথিকে প্রায়শই উত্যক্ত করত বলে জানা গেছে।

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৪ মার্চ ২০০৩

(১৪৯৮)
নওগাঁয় সংখ্যালঘু বাড়িতে দুর্ধর্ষ ডাকাতি

কাগজ ডেস্ক ঃ নওগাঁয় এক সংখ্যালঘুর বাড়িতে দুর্ধর্ষ ডাকাতি হয়েছে। বৌভাত উপলক্ষে ঐ বাড়িতে বেড়াতে আসা আত্মীয়স্বজনসহ বাড়ির সকল সদস্যকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি ও মারপিট করে ৮ লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুটে নিয়ে যায় ডাকাতরা।

নওগাঁ সদর উপজেলার বর্ষাইল ইউনিয়নে গোবিন্দপুর গ্রামে সংখ্যালঘু পরিবারের ২ সহোদর ভাইয়ের বাড়িতে দুর্ধর্ষ ডাকাতিকালে ডাকাতদল অস্ত্রের মুখে ঐ পরিবারের সদস্য ও আত্মীয়স্বজনদের জিম্মি করে প্রায় ৬০ ভরি স্বর্ণালঙ্কার ১২/১৪ মণ কাঁসার থালাবাসন, নগদ প্রায় ৪০ হাজার টাকা এবং মূল্যবান কাপড় চোপড় লুট করে নিয়ে যায়। গত ১০ মার্চ সোমবার রাত আনুমানিক ১টার দিকে এই ডাকাতি সংঘটিত হয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার সরজমিন ঘটনাস্থল ঘুরে জানা গেছে, গত ৯ মার্চ ঐ গ্রামের প্রতাপ চন্দ্র ও সুনীল চন্দ্র নামের দুই ভাইয়ের বাড়িতে সুনীল চন্দ্রের পুত্র দোলনের বৌভাত অনুষ্ঠান ছিল। বিয়ে উপলক্ষে বিভিন্ন স্থান থেকে তাদের আত্মীয়স্বজনেরা ঐ বাড়িতে এসেছিল। বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা শেষে অনেকে ঘুমিয়ে ছিল। কেউ বসে বসে ভিসিডি দেখছিল। এ সময় রাত অনুমান ১ টার দিকে ২০/২৫ জনের সশস্ত্র ডাকাতদল প্রাচীর টপকে ভিতরে প্রবেশ করে আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে বাড়ির সদস্যদের জিম্মি করে ফেলে। তারপর হাত, চোখমুখ বেঁধে আলমারির সিন্দুক ভেঙে এবং আত্মীয়স্বজনের শরীর থেকে উল্লিখিত পরিমাণ স্বর্ণালংকার, বস্তায় ভরে কাঁসার থালাবাসন, নগদ টাকা ও মূল্যবান কাপড়চোপড় লুটে নিয়ে যায়। প্রায় দেড় ঘন্টাব্যাপী লুটপাট চলাকালীন ডাকাতদল সুনীলের স্ত্রী বেবি রানী, পুত্র দোলন ও প্রতাপের পুত্র মিলনকে মারপিট করে। পরদিন থানায় মামলা করতে এলেও মামলা নেওয়া হয়নি বলে ঐ বাড়ির সদস্যরা অভিযোগ করেন।

ভোরের কাগজ, ১৬ মার্চ ২০০৩

(১৪৯৯)
বাগমারায় সংখ্যালঘু বাড়িতে সন্ত্রাসীদের লুটপাট

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, রাজশাহী ঃ রাজশাহীতে এক ধর্মীয় সংখ্যালঘুর বাড়িতে ডাকাতবেশী সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা ব্যাপক লুটপাট চালিয়েছে। শুক্রবার রাতে ১০/১২ জনের একটি সশস্ত্র দল জেলার বাগমারা উপজেলাধীন খয়রা গ্রামের শম্ভুনাথ শীলের বাড়িতে এ লুটপাট চালায়।

জানা গেছে, সন্ত্রাসীরা যাওয়ার সময় এই হুমকি দেয় যে, 'ঘটনা কাউকে জানালে কিংবা থানা-পুলিশ করলে রতনকে হত্যা করা হবে।' রতন ওই পরিবারের সদস্য। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারটির পক্ষে এ রিপোর্ট লেখার সময় পর্যন্ত কোথাও কোন অভিযোগ করা হয়নি। লুটের ঘটনার পর এলাকায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে আতংক ছড়িয়ে পড়েছে।

সন্ত্রাসীদের হাতে পিস্তল ও ধারালো অস্ত্র ছিল। এসব অস্ত্রের মুখে পরিবারের সদস্যদেরকে জিম্মি করে নগদ ২০ হাজার টাকা, ৫ ভরি স্বর্ণালংকার ছাড়াও জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে যায়।

দৈনিক সংবাদ, ১৬ মার্চ ২০০৩

(১৫০০)
হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীস্টান ঐক্য পরিষদ
ইউপি নির্বাচন নিয়ে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা নির্যাতনের ব্যাপক ঘটনা ঘটেছে

স্টাফ রিপোর্টার ঃ বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীস্টান ঐক্য পরিষদ বলেছে, ইউপি নির্বাচনকে কেন্দ্র করেও সারা দেশে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা-নির্যাতনের ব্যাপক ঘটনা ঘটেছে। ঐক্য পরিষদ এ ব্যাপারে প্রকাশ করেছে নানা ঘটনার সুনির্দিষ্ট নির্ঘন্ট। ১৩ ফেব্রুয়ারি যশোরের অভয়নগরের ভাটপাড়ায় জোট সমর্থক চেয়ারম্যান প্রার্থীর কর্মীরা সেখানকার হিন্দুঅধ্যুষিত এলাকায় নির্বিচার গুলি চালালে সুমিতা রানী দাস (৫৫) নামের এক মহিলা আহত হন। সেখানে আহত হয় আরও ৪ জন। চট্টগ্রামে আগুনে পুড়ে মারা গেছে রতন হাজরা নামের এক ব্যক্তি। ঝিনাইদহের কালীগঞ্জের কোলা গ্রামের দাসপাড়ায় তিন গৃহবধূকে অস্ত্রের মুখে স্বামীর সামনে ধর্ষণ করেছে পরাজিত প্রার্থীর কর্মীরা। ইউপি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সাতক্ষীরার দেবহাটা, রাজবাড়ীর পাংশা, বাগেরহাটের রামপাল, মোল্লাহাট, কুষ্টিয়ার খোকসা, ফরিদপুরের নগরকান্দা, খুলনার বটিয়াঘাটা, চট্টগ্রামের রাউজান, মীরসরাই, রাঙ্গুনিয়া, লক্ষ্মীপুর, রাজশাহীর বাঘা, নওগাঁর মান্দা, গাজীপুরের সারাইয়া, টাঙ্গাইলের মির্জাপুর, মানিকগঞ্জের সাটুরিয়া, গোপালগঞ্জ সদর, কিশোরগঞ্জের গাড়াগ্রাম, পটুয়াখালীর দুমকি, নাটোরের বাগাতিপাড়াসহ বিভিন্ন স্থানে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা, ভোটদানে বাঁধা দেয়া, নির্বিচারে গুলিবর্ষণ, বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। তারা অভিযোগ করে বলেছে, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন এলাকায় আতঙ্ক ছড়ানো হয়েছে সংখ্যালঘুদের মধ্যে।

চট্টগ্রামের রাউজানের উত্তর গুজরার মহাজনপাড়ায় হিন্দুদের আতঙ্কিত করতে ৯টি বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। ওই ঘটনায় রতন হাজরা ঘর থেকে বেরুতে না পেরে আগুনে পুড়ে মারা যায়। গুরুতর আহত হন তার বৃদ্ধ মা আলো রানী। রাউজানের গুজরা, বাগোয়ান, গহিরা, নোয়াপাড়া, পথেরহাট, ডাবুয়া, সুলতানপুর, বিনাজুরি ও দেওয়ানপুরে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ভোট কেন্দ্রে না যাবার জন্য হুমকি দেয়া হয়। রাঙ্গামাটির বাঘাইছড়িতে গুলিতে আহত হন চেয়ারম্যান প্রার্থী প্রিয়ানন্দ চাকমা। যশোরের অভয়নগরের শুভরাড়া গ্রামে ১৫ ফেব্রুয়ারি জোট প্রার্থী পরাজিত হবার পর পণ্ড করে দেয়া হয়েছে হিন্দু সম্প্রদায়ের মাঘী পূর্ণিমার উৎসব। ওই হামলায় ৫০ জন আহত হয়, ৫০টি পরিবার এলাকা ছাড়তে বাধ্য হয়। একই ঘটনা ঘটেছে চাঁদপুরের কচুয়া উপজেলার সাচারে। সেখানে জগন্নাথ মন্দির প্রাঙ্গণে নামযজ্ঞ অনুষ্ঠানে হামলা চালিয়েছে পরাজিত বিএনপি প্রার্থী। স্থানীয় বাজারে লুট করা হয় প্রায় ২৫টি দোকান। মানিকগঞ্জের সাটুরিয়ার বড়রা গ্রামে পরাজিত প্রার্থী আব্দুস সোবহানের সমর্থকরা সেখানকার ঋষিপাড়ায় হামলা চালিয়ে সদ্য প্রসূতি পুষ্প, উপেন্দ্র মনিদাস, গোলাপী, কনিকা, গোবিন্দসহ অর্ধশতাধিক নারী-পুরুষ-শিশুকে পিটিয়ে জখম করেছে। গোপালগঞ্জের সিংগারকুলে লুট করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সংখ্যালঘু মালিকের ঘেরের মাছ। একই জেলার কাঁঠালবাড়ীতে পরাজিত প্রার্থী রবিউল ও তার সমর্থকরা সংখ্যালঘুদের ৫টি বাড়িতে হামলা চালিয়ে আহত করেছে ১৫ জনকে। ঐক্য পরিষদ অভিযোগ করেছে, মামলা থেকে রেহাই দেয়ার আশ্বাসে ফরিদপুরের কথাকৃষ্ণকলি নাটকের নায়িকা তাপসীকে ধর্মান্তরিত করে ইসলাম

ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করা হয়েছে। তাপসীকে এর আগে থানা পুলিশ গ্রেফতার করে। এছাড়া সারা ফেব্রুয়ারি মাসে দেশজুড়ে সংঘটিত সংখ্যালঘু নির্যাতনের নানা বৃত্তান্তও দেয়া হয়েছে ওই নির্ঘণ্টে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৮ মার্চ ২০০৩

(১৫০১)
জয়পুরহাটে সন্ত্রাসীরা তিন আদিবাসীর বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে

জয়পুরহাট প্রতিনিধি ঃ জয়পুরহাট সদর উপজেলার কান্দিগ্রামে জমিজমা নিয়ে বিরোধের জের ধরে একদল সন্ত্রাসী গতকাল সোমবার দুপুরে এক আদিবাসী পরিবারের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে। আগুনে তিন আদিবাসীর গৃহপালিত পশুসহ আড়াই লাখ টাকার সম্পদ পুড়ে গেছে। ক্ষতিগ্রস্তরা এখন খোলা আকাশের নিচে ঠাঁই নিয়েছে। এ ঘটনায় তিনজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, কান্দিগ্রামের আদিবাসী বুদা চন্দ্রের সঙ্গে পাশের গ্রামের এজাদুল ইসলাম, নূর কুতুবুল আলম ও আবুল হোসেনের সঙ্গে জমিজমা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলে আসছে। আদিবাসীদের ভিটেমাটি ছাড়া করতে গতকাল দুপুরে এজাদুল তার সঙ্গীদের নিয়ে বুদা চন্দ্রের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে। এতে বুদা ও তার অপর দুই ভাইয়ের তিনটি বাড়ি পুড়ে যায়। খবর পেয়ে জেলা শহর থেকে দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় আগুন আয়ত্তে আনে।

এ ঘটনায় বুদা চন্দ্র বাদী হয়ে জয়পুরহাট ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে এজাদুল, নূর কুতুবুল ও আবুল হোসেনের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেন। আদালত সদর থানার ওসিকে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। সন্ত্রাসীদের ভয়ে এলাকার অন্য আদিবাসী সম্প্রদায় ও ক্ষতিগ্রস্তরা আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন।

প্রথম আলো, ১৮ মার্চ ২০০৩

(১৫০২)
আতংকে গৃহবন্দী একটি পরিবার

নেত্রকোনা সংবাদদাতা ঃ ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনের পর দূর্গাপুর উপজেলার দুর্গাপুর পৌরসভার দেশালীপাড়া গ্রামে ঠিকাদার মনোরঞ্জন দেবনাথ এখন গৃহবন্দী। প্রতিপক্ষের হুমকিতে তিনি গত ২০/২৫ দিন যাবৎ বাসাবাড়ি থেকে বের হতে পারছেন না বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ইতিমধ্যে তার বাসার সামনে রাখা তার ৩০ পিস ড্রাম কে বা কারা চুরি করে নিয়ে গেছে। তিনি এখন স্বাভাবিক কাজ কর্ম করতে পারছেন না। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য থানায় মামলা দিলেও থানা মামলা নিচ্ছে না বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই পরিবারটি এখন অসহায়।

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৯ মার্চ ২০০৩

(১৫০৩)
কেরানীগঞ্জে সংখ্যালঘু পরিবারকে উচ্ছেদের পাঁয়তারা ॥ মামলায় জড়িয়ে হয়রানি

কেরানীগঞ্জ, ২১ মার্চ, সংবাদদাতা ঃ মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে কেরানীগঞ্জের এক সংখ্যালঘু পরিবারের বসতবাড়ি দখলের পাঁয়তারা করছে একটি সংঘবদ্ধ অপরাধী চক্র। এর আগে এই

চক্রটি ওই সংখ্যালঘু পরিবারের বসতবাড়ির একাংশ দখল করে নিয়েছিল, এবার হত্যার হুমকি দিয়ে সংখ্যালঘু পরিবারটির মহিলা, শিশুসহ ৭ জনকেই বাড়িছাড়া করতে চাচ্ছে। এরই অংশ হিসাবে ওই পরিবারটির বড় ছেলেকে ফাঁসিয়ে দেয়া হয়েছে ডাকাতির মিথ্যা মামলায়। কেরানীগঞ্জের বাঘের মালাকারপাড়ায় গেদু বাড়ৈয়ের বাড়ি। তার বসতবাড়ির জমির পরিমাণ ৩৭ শতাংশ। প্রচলিত বাজারদরে এই জমির দাম প্রায় ৫০ লাখ টাকা। জমির এই উর্ধমূল্যের কারণে ওই এলাকার একটি সংঘবদ্ধ চক্র জমিটি দখলের জন্য উঠেপড়ে লাগে। এরা গত বছরের ১ অক্টোবর এই বাড়িটির একাংশ দখল করে ফেলে। এ ব্যাপারে কেরানীগঞ্জ থানায় বাড়ির বড় ছেলে সঞ্জীব বাদী হয়ে থানায় মামলা দায়ের করে। কিন্তু দখলদারিত্ব ওঠানো হয়নি। এই মামলা দায়েরের পর থেকেই গেদু বাড়ৈয়ের পরিবারকে নানা ধরনের হুমকি দেয়া হয়। অবশেষে গত ১৬ মার্চ পরিবারের বড় ছেলে সঞ্জীবকে আসামী করে কেরানীগঞ্জ থানায় একটি ডাকাতি মামলা করা হয়েছে। পুলিশ সঞ্জীবকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায়। যে চক্রটি জমি দখল করেছে তারাই আবার এই মিথ্যা মামলার বাদী। সঞ্জীব জেল হাজতে থাকায় বর্তমানে তার মা সহ পরিবারের অন্যান্য সদস্য নিরাপত্তাহীনতায় বসবাস করছে। অপরাধী চক্রটি এ অবস্থায় পরিবারটির ওপরে নানাভাবে নির্যাতন করছে। মঙ্গলবার সকালে সংঘবদ্ধ মহলটি গেদু বাড়ৈয়ের বাড়িতে ঢুকে সঞ্জীবের ছোট ভাইদের মারধর করে। বর্তমানে সঞ্জীবের পরিবারের জিজ্ঞাসা তারা এখন কোথায় যাবে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২২ মার্চ ২০০৩

(১৫০৪)
বরিশালে নির্বাচনে হেরে হিন্দু পরিবারে হামলা!

বরিশাল অফিস ঃ নির্বাচনে হেরে যাওয়ার ক্ষোভে বরিশালে এক কমিশনার প্রার্থীর ভাইয়ের নেতৃত্বে একটি সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর হামলা চালানো হয়েছে। দু'জনকে কুপিয়ে ও পিটিয়ে আহত করা ছাড়াও নারী ও শিশুসহ আরো চারজনের ওপর চালানো হয়েছে বর্বর নির্যাতন।

ঘটনাস্থল ঘুরে জানা যায়, নগরীর ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে ব্যাপক প্রভাব বিস্তারকারী একজন কমিশনার প্রার্থী ভোটের আগে ব্যাপক প্রচার প্রচারণা, হুমকি ও ভয়ভীতির মাধ্যমে নিজের জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী হয়ে ওঠেন। কিন্তু বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ভোট গণনার পর ওই ওয়ার্ডের কমিশনার হিসেবে বিজয়ী হন পুরনো কমিশনার ও বিগত সরকারের শেষ পর্যায়ে আওয়ামী লীগে যোগদানকারী মোশাররফ আলী খান বাদশা। এতে পরাজিত প্রার্থীর কর্মী-সমর্থকরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ফলাফল ঘোষণার পরপরই ওই প্রার্থীর ভাইয়ের নেতৃত্বে আট নয়জনের একটি গ্রুপ স্থানীয় হালিমা খাতুন স্কুল কেন্দ্রের সামনে রথীন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের বাড়ির দুটি ঘরে হামলা চালিয়ে বাড়িতে বর্তমানে বসবাসকারী রণজিৎ রায় (৭০) ও ছেলে অশোক রায়কে (৩৫) বেদম প্রহার করে। এ সময় ওই ঘর ও পাশের ঘরের মহিলারা তাদের রক্ষার জন্য এগিয়ে এলে হামলাকারীরা রণজিৎ রায়ের স্ত্রী মায়া রানী (৫০), অশোক রায়ের স্ত্রী অনি রানী (২০), চিনু রানী (২৪) ও শিশু অন্তরাকেও (১০) বেদম মারধর করে। এমনকি অনি রানী ও চিনু রানীকে মাটিতে ফেলে লাথি, কিল, ঘুষির সঙ্গে টানাহেঁচড়া করে তাদের পরনের কাপড়চোপড় ছিঁড়ে ফেলে বলেও অভিযোগ করা হয়। এ সময় হামলাকারীরা ঘরে শোকেস-টেলিভিশন ভাঙচুর করে।

পরিবার সূত্র জানায়, ঘটনার সময় ওই বাড়ির সামনে স্কুলের গেটে দাঁড়ানো পুলিশ সব দেখলেও তারা এগিয়ে আসেনি, এমনকি তাদের ডাকতে গেলেও তারা ভোটকেন্দ্রের ডিউটি ফেলে যেতে পারবে না বলে জানায়। ঘটনার প্রায় ৩ ঘণ্টা পর কোতোয়ালি থানার একটি

পুলিশ দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। তারা ঘটনার শিকার পরিবারটিকে থানায় মামলা করতে বলে চলে যায়।

এদিকে প্রহারে মারাত্মক আহত বৃদ্ধ রণজিৎ রায় ও অশোক রায়কে বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হামলাকারীরা ঘটনার পর থেকে আরো কয়েক দফা ওই বাড়িতে এসে ঘটনার কথা কাউকে না জানানোর হুমকি দিয়ে যায়। এমনকি গতকাল দুপুরে একদল সাংবাদিকের আগমন দেখে ওই সন্ত্রাসী গ্রুপের কয়েকজন ওই বাড়িতে এসে অবস্থান নিলে সাংবাদিকদের অনুরোধে তারা চলে যায়।

মারধরের শিকার বৃদ্ধা মায়া রানী রায় বলেন, ওরা এসে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে এবং বলে, 'তোরা ভোট দিসনি বলেই আমরা হেরেছি।' এরপর তারা মারধর, ভাঙচুর ও মেয়েদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তিনি জানান, 'আপনারা আসায় আমাদের ভয় আরো বেড়ে গেছে, হয়তো ওরা আবার আসবে আপনাদের সঙ্গে কথা বলেছি দেখে।'

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ওই হিন্দু বাড়ি নিয়ে দখলচেষ্টা ও মামলার ঘটনা রয়েছে।

দৈনিক প্রথম আলো, ২২ মার্চ ২০০৩

(১৫০৫)
মোটর সাইকেল না দেওয়ায়

রামগতি প্রতিনিধি ঃ গত ১৬ মার্চ রাত সাড়ে ৭টায় লক্ষ্মীপুরের রামগতি পৌরসভার চরসেকান্দর রাস্তার মাথায় ওষুধ কোম্পানীর প্রতিনিধি অমরেশ দাস তার মোটর সাইকেল না দেওয়ায় এলাকার ডালিম মিয়া ও তার সহযোগী তছির তার ওপর হামলা চালায়। এ ঘটনায় তাদের দু'জনকে আসামী করে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আজকের কাগজ, ২২ মার্চ ২০০৩

(১৫০৬)
মোড়েলগঞ্জে মৎস্য ঘের দখলকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে আহত ১০

মোড়েলগঞ্জ প্রতিনিধি ঃ বাগেরহাটের মোড়েলগঞ্জ উপজেলার জিউধরা ইউনিয়নে মৎস্য ঘের দখলকে কেন্দ্র করে দু'পক্ষের সংঘর্ষ ও ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ায় ১০ জন আহত হয়েছে।

জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার জিউধরা ইউনিয়নের পাজাখোলা গ্রামের একটি মৎস্য ঘের অবৈধভাবে দখল করার অপচেষ্টার বিরুদ্ধে একই ইউনিয়নের দীনবন্ধু সরকারের পুত্র কবি রবীন্দ্রনাথ সরকার (৪০) প্রতিবাদ করায় লক্ষ্মীখালি নামক স্থানে তাকে সাবেক চেয়ারম্যানপুত্র রিপন খান (৩৫), পারভেজ খান (২৮) সহ ২০/২৫ জন সন্ত্রাসী বেধড়ক মারপিট করে। এ ঘটনায় এলাকাবাসী একত্রিত হয়ে রিপন ও পারভেজকে গণপিটুনি দেয়। এ সময় আরও ৭ জন গণপিটুনিতে আহত হয়। ঘটনার পর মোড়েলগঞ্জ থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। আহতদের পুলিশ প্রহরায় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে। এ ঘটনায় থানায় জিউধরা ইউনিয়নের নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম স্বপনকে আসামী করে পৃথক ২টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সহকারী পুলিশ সুপার আ. বাতেন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

আজকের কাগজ, ২২ মার্চ ২০০৩

(১৫০৭)
স্কুলের নামে জমি দখলের চেষ্টা
জামালপুরে সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর বিএনপি সন্ত্রাসীদের হামলা, আহত ১০

জামালপুর সদর থেকে সংবাদদাতা ঃ জামালপুর সদর উপজেলার দিগপাইত ইউনিয়নের ছোনটিয়া বাজারে শনিবার সকালে মামুন স্মৃতি পাবলিক স্কুলের নামে জমি দখলের সময় স্থানীয় বিএনপিদলীয় সন্ত্রাসীদের হামলায় দরিদ্র সংখ্যালঘু ৫টি পরিবারের মহিলাসহ ১০ জন আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে গুরুতর পারুল কর্মকার (৪০) ও উপানন্দ কর্মকারকে (২৮) ময়মনসিংহ মেডিক্যাল এবং শ্যামল কর্মকারকে (৪৫) জামালপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এদের মধ্যে ২ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

জানা গেছে, ছোনটিয়া গ্রামের শ্যামল কর্মকার, মনোরঞ্জন কর্মকার ও বাদল কর্মকারের আবাদি ৫৩ শতাংশ জমি রয়েছে ছোনটিয়া বাজারসংলগ্ন মামুন স্মৃতি পাবলিক স্কুলের পাশে। স্কুলের নামে এ জমি বেদখলের পাঁয়তারা করে আসছে স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিরা। শনিবার সকালে কর্মকার পরিবারের সদস্যরা ওই জমিতে একটি টিনের ছাপড়া ঘর তুললে বিএনপিদলীয় সন্ত্রাসীরা সেখানে হামলা চালায়।

সন্ত্রাসীরা ঘরটি ভেঙে নিয়ে যায় এবং এক পর্যায়ে ওই ৫টি পরিবারের বাড়িতে চড়াও হয়ে এলোপাতাড়ি পিটিয়ে ও কুপিয়ে মহিলাসহ ১০ জনকে আহত করে। ধারাল অস্ত্রের কোপে পারুল কর্মকার ও উপানন্দ কর্মকার গুরুতর আহত হয়েছে। এদেরকে জামালপুর জেনারেল হাসপাতালে নেয়ার পর আশঙ্কাজনক অবস্থায় ময়মনসিংহ মেডিক্যালে পাঠানো হয়েছে এবং অন্যজন শ্যামল কর্মকারকে জামালপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাকে সন্ত্রাসীরা বেধড়ক পিটিয়ে আহত করেছে। এ ছাড়াও সন্ত্রাসীদের হামলায় চিত্তরঞ্জন, সরু বালা, আনন্দ, ভরত, জ্যোৎস্না, নিরঞ্জন ও মহাদেব কর্মকার আহত হয়েছে। এ ঘটনায় স্থানীয় সংখ্যালঘু পরিবারের সদস্যরা আতঙ্কে ভুগছে।

এ ঘটনায় স্কুলের প্রধান শিক্ষক জাহাঙ্গীর আলম, দিগপাইত ইউনিয়নের বিএনপিদলীয় নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান মাহবুবুর রহমান মহব্বত এবং সাবেক উপজেলার চেয়ারম্যান আবদুল হামিদসহ ১২ জনকে আসামি করে সদর থানায় মামলা হয়েছে। মামলার বাদি চিত্তরঞ্জন কর্মকার অভিযোগ করেছেন আসামিরা তাদের মীমাংসার জন্য চাপ ও হুমকি দিচ্ছে।

সংবাদ, ২৩ মার্চ ২০০৩

(১৫০৮)
বাগেরহাট বর্বরতা
লাখ টাকার চুক্তিতে হত্যা পরিকল্পনা করা হয়, যুবদল নেতা হারুনের স্বীকারোক্তি

বাবুল সরদার, বাগেরহাট থেকে ঃ বাগেরহাটের কোমরপুরে ঠাকুরবাড়িতে মা-মেয়েসহ তিন মহিলাকে গণধর্ষণ এবং ধর্ষিত এক গৃহবধূর স্বামীকে হত্যাসহ মালামাল লুণ্ঠনের নজিরবিহীন পৈশাচিক ঘটনায় জড়িত নেপথ্য পরিকল্পনাকারী ও অর্থ যোগানদাতাদের অন্যতম স্থানীয় যুবদল নেতা সদ্য নির্বাচিত মেম্বার হারুন শেখ রবিবার আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী প্রদান করেছে। ম্যাজিস্ট্রেট শহীদুল আলমের কাছে দেয়া চাঞ্চল্যকর এ স্বীকারোক্তিতে লোমহর্ষক ওই ঘটনার নেপথ্যে পরিকল্পনাকারী হিসাবে সেসহ ৪ ব্যক্তি জড়িত

ছিল বলে প্রকাশ পায়। এক লাখ টাকা চুক্তিতে ওই নৃশংস হত্যার পরিকল্পনা করা হয়। এর মধ্যে হারুন শেখের ৫০ হাজার টাকা দেয়ার কথা ছিল। পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রি করে অগ্রিম ২০ হাজার টাকা হারুন পরিশোধ করে বলে স্বীকারোক্তি দেয়। তবে তাদের পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য ছিল গৃহকর্তা নিরঞ্জন ভট্টাচার্যকে হত্যা করা।

হারুন শেখ ১৬৪ ধারায় দেয়া স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে প্রায় দেড় ঘন্টা সময় নেয়। এর আগে প্রায় ৩ ঘন্টা তাকে চিন্তা করার জন্য সময় দেয়া হয়। '৯৬ সালের কোমরপুর গ্রামের শিশু গোপাল চক্রবর্তী হত্যা মামলার প্রধান আসামী হারুন শেখ ঐ মামলা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে প্রায় ২ লাখ টাকা ব্যয় করে। এই মামলার প্রধান তদ্বিরকারক ছিল নিরঞ্জন ভট্টাচার্য। সদ্যসমাপ্ত ইউপি নির্বাচনে কোমরপুর এলাকা থেকে সংখ্যালঘুদের ভোট না পাওয়ায় সেখানে এক চেয়ারম্যান প্রার্থী নিরঞ্জনের ওপর ক্ষিপ্ত হয়। অপর দুই পরিকল্পনাকারীরাও মামলা সংক্রান্ত কারণে নিরঞ্জন ভট্টাচার্যের ওপর ক্ষিপ্ত ছিল। এরই প্রতিশোধ নিতে ভাড়াটিয়া খুনী দিয়ে নিরঞ্জনকে হত্যার জন্য ওই ৪ ব্যক্তি পরিকল্পনা করে অর্থের যোগান দেয়।

জবানবন্দি শেষে আদালতের নির্দেশে হারুন শেখকে এদিন জেলে পাঠানো হয়। হারুন শেখকে নৃশংস ওই ঘটনার পরদিন পুলিশ আটক করে দুই দফায় ১৪ দিন রিমান্ডে নিয়েছিল। এদিকে, ঘাতক চক্রের অন্যতম প্রধান যুবদল ক্যাডার ইদ্রিস শেখকেও রিমান্ড শেষে এদিন কারাগারে পাঠানো হয়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৪ মার্চ ২০০৩

(১৫০৯)
গুরুদাসপুরে স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুন ॥ বন্ধু নিখোঁজ

গুরুদাসপুর থেকে সংবাদদাতা ঃ গত মঙ্গলবার গভীর রাতে নাটোরের গুরুদাসপুর উপজেলার ধারাবারিক ইউপির শিধুলী গ্রামের নীলকান্ত (১৮) নামে এক স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে। হত্যার পর তার লাশ স্থানীয় শিধুলী সরকারী প্রাথমিক স্কুলের বারান্দায় গলায় ফাঁস দিয়ে জানালার সাথে বাঁধা অবস্থায় পাওয়া যায়। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে নাটোর মর্গে পাঠায়। এ ব্যাপারে নিহত নীলকান্তের বাবা নিখিল সরকার বাদি হয়ে থানায় একটি এজাহার করেছে। সেখানে কারো নাম নেই।

এদিকে গুরুদাসপুর থানা স্বর্ণ ব্যবসায়ী সমিতি ঘটনার নিন্দা জানিয়ে অপরাধীদের গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছে। নিহতের পরিবার জানায়, মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকে নীলকান্তের বন্ধু (প্রতিবেশী) একই গ্রামের আমজাদ হোসেনের পুত্র বিদেশ ফেরত হামজা (২৭) নীলকান্তের দোকানেই আড্ডা দিয়েছে এবং ১০০০ টাকা ধার নিতে রাত সাড়ে ৯টার দিকে নীলকান্তের বাড়িতে যায়। সেখানে খাওয়া-দাওয়া সেরে রাত ১০টার দিকে নীলকান্ত বন্ধু হামজাকে এগিয়ে দিতে একই সাথে বের হয়। এরপর সে আর বাড়ি ফেরেনি। সকালে তার মৃত্যু সংবাদ পাওয়া যায়। হামজা খবর পেয়ে সকালে নীলকান্তের বাড়িতে যায়। কিন্তু তার পর থেকে সে নিখোঁজ রয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক, ২৭ মার্চ ২০০৩

(১৫১০)
উজিরপুরে সংখ্যালঘু পরিবারের ৭শ' বিঘা জমি দখল করে ঘের তৈরির চেষ্টা

বরিশাল অফিস ঃ বরিশালের উজিরপুর উপজেলার পটিবাড়ী উত্তর সাতলা ও কালবিলা এলাকার শশী ভূষণ ঘরামী, অমল বৈদ্য, আদিত্য বাইন, শ্যামল বৈদ্য, কিরনবালা, কৃষ্ণকান্ত বালাসহ স্থানীয় সংখ্যালঘু পরিবারের ৭শ' একর জমি একই এলাকার প্রভাবশালী আবদুল খালেক আজাদ দখল করে ঘের নির্মাণ করেছে। এতে বাধা দিলে তার সন্ত্রাসী বাহিনী দিয়ে নানাভাবে হয়রানী-নির্যাতন করছে এবং হত্যার হুমকি দিচ্ছে। এ ব্যাপারে থানায় মামলা দায়ের করা হলে বেশক'দিন ঘেরের নির্মাণ কাজ বন্ধ রাখা হলেও সে কাজ আবার শুরু করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। আবদুল খালেক আজাদের সন্ত্রাসী বাহিনী আদিত্য বাইন, শ্যামল বৈদ্য, কিরন বালা, অনিল বাইন ও কৃষ্ণকান্ত বালাসহ অসংখ্য পরিবারকে শারীরিক নির্যাতন করে বেশ ক'দিন আটকে রাখে। এছাড়া মামলার কারণে শশীভূষণ বর্তমানে এলাকা ছাড়া হয়েছেন। পটিবাড়ী উত্তর সাতলা ও কালিবিল এলাকার মানুষ জেলা প্রশাসকের দপ্তরে সন্ত্রাসীদের হাত থেকে রক্ষার জন্য স্মারকলিপি প্রদান করেছে।

জানা গেছে, আবদুল খালেক আজাদ আগে ওই এলাকার চেয়ারম্যান ছিলেন এবং ওই সময় তিনি বেশ কিছু জমি অবৈধভাবে দখল করে নেন। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি স্থানীয় সংখ্যালঘুদের জমি জোর করে দখল করে ঘের নির্মাণ করেছেন। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংসদ সদস্য সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল স্থানীয় প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানা গেছে।

আজকের কাগজ, ২৮ মার্চ ২০০৩

(১৫১১)
ঘুষ দে নয় ....

পরশুরাম প্রতিনিধি ঃ উপবৃত্তি কার্যক্রমের ফেনীর পরশুরাম উপজেলা প্রকল্প কার্যালয়ের এমএলএসএস মো. নুরুল ইসলাম কর্তৃক ঘুষ গ্রহণের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

ফুলগাজীর নতুন বাজার উচ্চ বিদ্যালয়ের পিয়ন মানিক চন্দ্র পাল স্কুলের পক্ষ থেকে উপবৃত্তি সংক্রান্ত তথ্য নিয়ে এলে এমএলএসএস উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নাম ভাঙিয়ে তার কাছে মোটা অংকের ঘুষ দাবি করে।

মানিক ঘুষ দিতে অস্বীকৃতি জানালে নুরুল ইসলাম তাকে জুটা পেটা করবে বলে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে।

এ ঘটনার বিচার চেয়ে দরখাস্ত করা হলেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। নুরুল ইসলাম প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে কর্মরত তার জনৈক ভাইয়ের দাপট দেখিয়ে অফিসের কর্মচারিদেরকে জিম্মি করে রেখেছে বলে অফিস কর্মচারিরা জানিয়েছেন।

আজকের কাগজ, ২৮ মার্চ ২০০৩

(১৫১২)
দেড় বছরে কয়েক' শ নারী ধর্ষণ ও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন অধিকাংশ ঘটনাই থেকে যায় আড়ালে, মূল টার্গেট সংখ্যালঘুরা

আরিফুর রহমান, বাগেরহাট থেকে ফিরে ঃ গত ৮ মার্চ রাতে বাগেরহাট সদর থানার কোমরপুর গ্রামের নিরঞ্জন ভট্টচার্যের বাড়িতে সন্ত্রাসীরা ডাকাতির পর তিন নারীকে ধর্ষণ করে এবং একজনকে হত্যা করে। নৃশংস এই ঘটনা সারা দেশে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

সম্প্রতি প্রথম আলোর পক্ষ থেকে অনুসন্ধান চালিয়ে দেখা গেছে, বাস্তবতা কোমরপুরের ঘটনার চেয়েও ভয়াবহ। মাঝেমধ্যে দু-একটি ঘটনা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হলে তা নিয়ে দেশজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি ঘটনা থেকে যায় আড়ালেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভুক্তভোগীরা লোকলজ্জার ভয়, প্রাণহানির আশঙ্কাসহ আরো নির্যাতন ও হয়রানি থেকে রেহাই পেতে মামলা করেন না। এমনকি স্থানীয় সাংবাদিকরাও সব ঘটনা লেখার সাহস পান না।

গত দেড় বছরে বাগেরহাট শহরসংলগ্ন সংখ্যালঘু অধ্যুষিত একাধিক গ্রাম এবং জেলার বিভিন্ন উপজেলার কয়েকশ নারী ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়নের শিকার হয়েছেন এবং এখনো হচ্ছেন বলে গুরুতর অভিযোগ পাওয়া গেছে। নারী নেত্রী, সংস্কৃতিকর্মী, আইনজীবী, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, পুলিশ প্রশাসন, সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, প্রায় প্রতি রাতেই জেলার কোথাও না কোথাও নারীরা নির্যাতিত হচ্ছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব নির্যাতনের সঙ্গে সরকারি দল বিএনপির নেতা-কর্মীরা জড়িত থাকেন বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। কোমরপুরের ঘটনার মূল পরিকল্পনাকারী হিসেবে এসেছে থানা যুবদলের সাবেক সভাপতি সাবু বেগের নাম।

জেলা পুলিশ সুপার মেজবাহ উদ্দিনও প্রথম আলোর সঙ্গে আলাপকালে বলেন, ব্যাপক ধর্ষণের বিষয়টি তিনিও শুনেছেন। তিনি বলেন, অভিযোগ পেলে পুলিশ অবশ্যই ব্যবস্থা নিচ্ছে, নেবে।

২০০১ সালের অক্টোবর থেকে ২০০২-এর আগস্ট পর্যন্ত শুধু পুলিশের হিসাবেই বাগেরহাট জেলায় নারী নির্যাতনের ২০১টি ঘটনা ঘটেছে। আর এর মধ্যে যৌন নিপীড়নের ঘটনাই শতাধিক। জেলার মানবাধিকার নেতা-কর্মীরা বলেন, নির্যাতনের পর অধিকাংশই পুলিশের কাছে অভিযোগ পর্যন্ত করেন না।

অনুসন্ধানে জানা যায়, ২০০১ সালের ১৬ নবেম্বর কচুয়া উপজেলার গোপালপুরে একটি সংখ্যালঘু পরিবারের অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূ ও মা মেয়েসহ পাঁচজনকে সন্ত্রাসীরা উপর্যুপরি ধর্ষণ করে। সংশ্লিষ্ট থানায় ভুক্তভোগীরা এ নিয়ে মামলা করতে গেলে ধর্ষণ মামলা না নিয়ে নেয়া হয় দস্যুতা মামলা। মামলায় পেশাদার সন্ত্রাসী ছলেমান ওরফে ছলেদাইকে গ্রেপ্তারের পর তার ১৬৪ ধারার স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে এ ঘটনায় জড়িত থাকার জন্য বিএনপি নেতাকর্মীদের নাম আসে।

সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহলে কথা বলে জানা যায়, চাঁদাবাজি এবং বিরোধী দল মূলত আওয়ামী লীগ সমর্থকদের জব্দ করতেই বিএনপি নামধারী সন্ত্রাসীরা একের পর এক নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটাচ্ছে। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিজ দলের প্রতিপক্ষদের শায়েস্তা করতেও যৌন নিপীড়নকে হাতিয়ার করা হচ্ছে। পাশাপাশি অনেক সংখ্যালঘু নারী দুর্বৃত্তদের লালসারও শিকার হন। অনুসন্ধানে গা শিউরে ওঠার মত অনেক নারী নির্যাতনের ঘটনা জানা গেছে। ২০০১-এর ২ অক্টোবর রামপালের বারুইপাড়ায় এক সংখ্যালঘু নারীকে সন্ত্রাসীরা গণধর্ষণ করে। সংশ্লিষ্ট থানায় সন্ত্রাসীদের চাপে নির্যাতিতরা মামলা করতে না পেরে আদালতে গিয়ে মামলা করে। চলতি বছরের ১৪ মার্চ মোল্লাহাটের গোলারগাতি গ্রামে ষষ্ঠ শ্রেণীর এক ছাত্রীকে ধর্ষণের পরে সন্ত্রাসীরা হত্যা করে। সংসদ নির্বাচনের পর পর সদর থানার বিষ্ণুপুরে আরেক নারীকে গণধর্ষণ করা হয়। গত বছরের আগস্টে রামপালে বিএনপি অফিসে ছবি রানী মণ্ডলকে বিবস্ত্র করে তার শ্লীলতাহানি ও চুল কেটে দেওয়া হয়। ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত বিএনপি নেতা কাজী আবুল বাশার, কামাল, জামাল শিকারী প্রমুখ স্থানীয় রাজনীতিতে জেলা বিএনপি সভাপতি সাংসদ এম এ এইচ সেলিমের ঘনিষ্ঠ বলে জানা যায়।

এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে সাংসদ এম এ এইচ সেলিম বলেন, ছবিরানী নির্যাতনের সঙ্গে দলের যারা জড়িত তাদের বিরুদ্ধে তো ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, অপকর্ম থেকে বাঁচার জন্য অনেকেই তার নাম ব্যবহার করে। তবে তিনি স্বীকার করেন, নারী নির্যাতন হচ্ছে আর রাজনৈতিকভাবে তাকে কোণঠাসা করার জন্য এগুলো পরিকল্পিতভাবে করা হচ্ছে।

সরেজমিন অনুসন্ধানকালে জানা যায়, যৌন নির্যাতনের ঘটনা বেশি ঘটছে সদর থানার সায়রা, খানপুর, মোড়েলগঞ্জের রামচন্দ্রপুর, জিউধরা, চিংড়াখালী, কচুয়ার গোপালপুর, মুষণী, রামপাল এবং ফকিরহাটের বিস্তীর্ণ এলাকায়। এসব এলাকার মূল বৈশিষ্ট্য হলো সংখ্যালঘুদের বাস এখানে, যাদের অধিকাংশ আওয়ামী লীগের সমর্থক। জানা যায়, বেছে বেছে এসব এলাকার বিভিন্ন বাড়িতে ধর্ষণ চলে। খানপুরের এক সংখ্যালঘু ব্যবসায়ী জানান, সন্ত্রাসীরা তার কাছে ৫০ হাজার টাকা দাবি করলে প্রথমে তিনি তা দেননি। পরে সন্ত্রাসীরা এক রাতে বাড়িতে এসে তাকে বেঁধে রেখে তার স্ত্রীর সঙ্গে অশালীন আচরণ করলে তিনি টাকা দিতে বাধ্য হন। গোপালপুরের মধ্যবয়স্কা এক মহিলা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, 'প্রতিনিয়তই আমাদের ইজ্জত লুটছে সন্ত্রাসীরা। আমরা নিরুপায়। কার কাছে অভিযোগ করব?' রাঢ়ীপাড়ায় ছাত্রদলের এক নেতা প্রায়শই কলেজছাত্রীদের ধরে নিয়ে যৌন নিপীড়ন করে। সংখ্যালঘু এক যুবক জানান, অস্ত্রের মুখে তার বোনের সঙ্গে ওই ছাত্রনেতা দুর্ব্যবহার করলেও তারা থানায় অভিযোগ করেননি।

জেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি অ্যাডভোকেট মিলন ব্যানার্জি আলাপকালে বলেন, বাগেরহাটে যৌন নিপীড়নের কাহিনী বড়ই করুণ। তিনি বলেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর শিকার সংখ্যালঘু নারী।

স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন রূপান্তরের স্থানীয় কর্মকর্তা রিজিয়া পারভীন বলেন, নারী নির্যাতনের ঘটনাগুলোর প্রায়শই বাদী-সাক্ষীদের প্রভাবিত করা হচ্ছে। পরে রাজনৈতিক প্রভাবে মামলার মীমাংসা হচ্ছে। ফলে প্রকৃত বিচার হচ্ছে না। নারী নেত্রী আম্বিয়া বেগমও সাক্ষীদের প্ররোচিত করার কথা বলেন।

প্রথম আলো, ৩০ মার্চ ২০০৩

(১৫১৩)
নান্দাইলে সংখ্যালঘু পরিবারের বাসা দখল করেছে পুলিশের এএসআই বাড়ির মালিককে দগ্ধ করে হত্যার হুমকি

নান্দাইল থেকে সংবাদদাতা ঃ জোর করে নান্দাইলের এক শহীদ পরিবারের একটি বাসা দখল করে নিয়েছে নরসিংদী সদর থানার এক এএসআই। বাসা ছেড়ে দিতে বলায় মালিককে দগ্ধ করে হত্যার হুমকি দেয়ায় ওই সহকারী দারোগার বিরুদ্ধে একটি জিডি করা হয়েছে।

লিখিত অভিযোগে জানা গেছে, ১৯৮২ সালে শহীদ ভূপেন্দ্র চন্দ্র মজুমদারের ২ ছেলে উত্তম কুমার মজুমদার ও উৎপল মজুমদার ক্রয়সূত্রে ওই বাসার মালিকানা পান এবং (যার মৌজা চণ্ডীপাশা দাগ নং ১৫৪) বাসাটি সংস্কার করে ভাড়া দিয়ে থাকেন। ১৯৯৬ সালে নান্দাইল আচারগাঁও ইউনিয়নের সিংদই গ্রামের মৃত নূর হোসেনের ছেলে এএসআই সুলতান আহম্মদ ভুঁইয়া মাসিক ভাড়ার ভিত্তিতে ভাড়া নেন। কয়েক মাস পর উত্তম কুমার মজুমদার বাসা বিক্রি করতে চাইলে সহকারী দারোগা সুলতান ৮৭ হাজার টাকা দাম সাব্যস্ত করে একটি বায়নাপত্র করে ২০ হাজার টাকা প্রদান করেন। বায়নাপত্রের ৩ মাসের মধ্যে বাদ-বাকি টাকা পরিশোধ না করতে পারলে আগের দেয় টাকা বাজেয়াপ্ত ও বায়নাপত্র বাতিল হয়ে যাবে বলে শর্ত রয়েছে।

কিন্তু সুলতান আহম্মদ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাকি টাকাও দেননি এবং বাড়ি ভাড়াও পরিশোধ না করে বলে বেড়াচ্ছেন বাসা কিনে নিয়েছেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে বাসা ছাড়ার জন্য বেশ কয়েকটি

নোটিশ দেয়ার পর সুলতান ক্ষিপ্ত হয়ে উত্তম মজুমদারকে বড় ধরনের মামলায় ফাঁসিয়ে দেয়ার হুমকি দেয়। স্থানীয় একটি কুচক্রী মহল ওই সহকারী দারোগাকে সহযোগিতা করছে।

গোপন একটি সূত্র জানায়, নরসিংদী সদর এলাকায় একটি জালিয়াত চক্রের মাধ্যমে সহকারী দারোগা সুলতান বাসা বিক্রি সংক্রান্ত একটি জাল দলিল করে নিয়েছেন। বাসার মালিক উত্তম কুমার মজুমদার স্থানীয় গণ্যমান্যদের সহায়তায় বাসা ছেড়ে দেয়ার কথা বললে সুলতান তাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার হুমকি দিয়েছে। এ ব্যাপারে নরসিংদী সদর থানায় টেলিফোন করে এএসআই সুলতানকে জিজ্ঞাস করলে তিনি এ প্রতিনিধিকে বলেন, পত্রিকায় লিখলেও বাসা উদ্ধার করা যাবে না।

সংবাদ, ৩০ মার্চ ২০০৩

(১৫১৪)
সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ
সম্পত্তি দখলের জন্যে দুটি সংখ্যালঘু পরিবারের সদস্যদের হত্যার হুমকি

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ গাজীপুরের কাপাসিয়ায় একটি প্রভাবশালী মহলের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু পরিবারের সম্পত্তি দখলের জন্য হত্যার হুমকি এবং ভয়ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

শনিবার জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে কাপাসিয়ার কড়িহাতা ইউনিয়নের আনজাব গ্রামের দুটি সংখ্যালঘু পরিবারের লোকজন এ অভিযোগ আনেন। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পক্ষে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন প্রতিবেশী নগেন্দ্র চন্দ্র দাস। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন জিতেন্দ্র চন্দ্র মিত্র, অনিল চন্দ্র মিত্র প্রমুখ।

লিখিত বক্তব্যে জানানো হয়, ১৯৯০ সালের এপ্রিল মাসে ওই পরিবারের ১৪ কাঠা জমি স্থানীয় প্রভাবশালী দাঙ্গাবাজ আবদুল হক জোরপূর্বক দখল করে। ১৯৯৮ সালের জানুয়ারি মাসে আবদুল হক ওই জমিতে সেমিপাকা বিল্ডিং নির্মাণ করতে গেলে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা একটি সালিশি বৈঠকের আয়োজন করে। আবদুল হকের বিরুদ্ধে মামলা করতে সাহস পায়নি হিন্দু পরিবারের লোকজন। শেষ পর্যন্ত ওই জমিতে আবদুল হক বিল্ডিং নির্মাণ করে।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, দখলকৃত ১৪ কাঠা জমি উদ্ধার করে দেয়ার শর্তে স্থানীয় পেওরাইট গ্রামের মেম্বার আবুল হোসেন ও তার সহযোগীরা হিন্দু পরিবারটির কাছে ৫ কাঠা জমি দাবি করে। জমির মালিকরা এ প্রস্তাবে সায় দেয়। এরপর ২০০০ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি আবুল হোসেন মেম্বার, জমির মালিক যোগেন্দ্র চন্দ্র মিত্র ও জিতেন্দ্র চন্দ্র মিত্রের কাছ থেকে ১শ' টাকা ও ৫০ টাকা মূল্যের সাদা জুড়িশিয়াল স্ট্যাম্পে কৌশলে টিপ সই নেয়। ওই মেম্বার তাদের জানায়, স্থানীয় দলিল লেখক মোক্তারের কাছ থেকে চুক্তিপত্রটি পরে ভালভাবে লিখিয়ে নেবে। কিছুদিন পর জমির মালিকরা জানতে পারেন চুক্তিপত্রের কথা বলে সাদা স্ট্যাম্পে টিপসই নিয়ে তাদের ১৭ কাঠা জমি বিক্রির বায়নাপত্র করা হয়। ওই পত্রে লেখা আছে, স্থানীয় মরসপুর গ্রামের প্রভাবশালী আক্তারুজ্জামানের কাছে ৫ লাখ টাকা মূল্য ধার্য করে ৪ লাখ টাকা অগ্রিম নিয়ে যোগেন মিত্র ও জিতেন্দ্র মিত্র ওই জমি বিক্রির বায়না করেছে।

এভাবে প্রতারণার মাধ্যমে জমি উদ্ধারের নামে আবুল হোসেন মেম্বার ও তার সহযোগীরা পৃথক ১৭ কাঠা জমি দখলের চেষ্টায় রয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়। ২০০২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি হিন্দু পরিবারটি দু'টি স্ট্যাম্প উদ্ধারের জন্য গাজীপুর ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা দায়ের করে। গত ৫ মার্চ ওই মেম্বার ও তার সহযোগীরা জমি রেজিস্ট্রি করে দেয়ার জন্য চাপ দেয়, অন্যথায় তাদের হত্যা করার হুমকি দেয়। হিন্দু পরিবারটি গাজীপুর

জেলার ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে গত ১৭ মার্চ একটি ফৌজদারি মামলা দায়ের করেছে।

সংবাদ, ৩১ মার্চ ২০০৩

(১৫১৫)
চট্টগ্রামে খুন

স্টাফ রিপোর্টার, চট্টগ্রাম অফিস ঃ শনিবার রাতে চট্টগ্রামের বাঁশখালীর এক গ্রামে ডাকাতের গুলিতে ১ জন প্রাণ হারিয়েছে। ডাকাতির ঘটনায় স্বর্ণালঙ্কারসহ প্রায় ৫ লাখ টাকার মালামাল লুট হয়েছে। নিহতের নাম হচ্ছে রঞ্জিত ধর (৪১)। ঘটনার দিন রাতে একদল ডাকাত জলদীর বণিকপাড়াস্থ জনৈক স্বর্ণ দোকান মালিকের বাড়িতে অস্ত্রের মুখে প্রবেশ করে বিপুল পরিমাণ স্বর্ণালঙ্কার লুট করে নিয়ে যায়। এ সময় বাধা দেয়ায় ডাকাত দল রঞ্জিত ধরকে গুলি করে হত্যা করে। গুলিতে তার সহোদর অপূর্ব ধর গুরুতর আহত হয়। ডাকাত দল সংঘবদ্ধভাবে ৪টি বাড়ি ও ৭টি দোকান লুট করে নিয়ে যায়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৩১ মার্চ ২০০৩

এপ্রিল-২০০৩

(১৫১৬)
বানারীপাড়ায় প্রতিপক্ষের হামলায় একই পরিবারের ৩ জন আহত

বানারীপাড়া প্রতিনিধি ঃ বরিশালের বানারীপাড়া উপজেলায় জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে প্রতিপক্ষের হামলায় একই পরিবারের এসএসসি পরীক্ষার্থীসহ ৩জন আহত হয়েছে।

আহতদের পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, ২৯ মার্চ উপজেলার পূর্ব হলুহার গ্রামের সুনীল হালদার বাড়ি থেকে বের হচ্ছিলেন। এ সময় আগে থেকে ওঁৎ পেতে থাকা একই গ্রামের প্রতিপক্ষ মতি মিস্ত্রী ও দুলাল মিস্ত্রীর নেতৃত্বে ৭/৮ জনের একদল সন্ত্রাসী তার ওপর হামলা চালায়। তার চিৎকারে উর্মিলা হালদার ও এসএসসি পরীক্ষার্থী হাসি হালদার এসে তাকে ছাড়াতে গেলে তাদের ওপরও হামলা চালানো হয়। তাদের হামলায় ৩ জনই আহত হয়েছে। তবে সুনীল হালদারের ডান হাত ভেঙে গেছে এবং মাথাসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে রামদার কোপে মারাত্মক ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে এ দু'পরিবারের মধ্যে সংঘর্ষ, মামলা-পাল্টা মামলা চলে আসছে বলে জানা গেছে।

আজকের কাগজ, ১ এপ্রিল ২০০৩

(১৫১৭)
বালিয়াকান্দিতে সংখ্যালঘু ব্যবসায়ীকে মারপিট করে জখম

রাজবাড়ী থেকে সংবাদদাতা ঃ রাজবাড়ী জেলাধীন বালিয়াকান্দি উপজেলার জামালপুর বাজারের এক সংখ্যালঘু ব্যবসায়ীকে বেধড়ক মারপিট করে জখম করা হয়।

জানা যায়, গত রোববার জামালপুর বাজারের সিমেন্ট ব্যবসায়ী কৃষ্ণ চ্যাটার্জিকে স্থানীয় সাইফুলসহ চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা বেধড়ক মারপিট করে। এতে কৃষ্ণের মুখসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে মারাত্মক ক্ষতের সৃষ্টি হয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে বালিয়াকান্দি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

সংবাদ, ১ এপ্রিল ২০০৩

(১৫১৮)
সিলেটে ধর্ষণে ব্যর্থ হয়ে তরুণী অপহরণ

স্টাফ রিপোর্টার, সিলেট অফিস ঃ সিলেটের দক্ষিণ সুরমার ওসমানীনগর থানার কুরুয়া গ্রামে রবিবার রাতে সন্ত্রাসীরা ধর্ষণে ব্যর্থ হয়ে এক তরুণীকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে। ঘটনার সময় বালাগঞ্জ উপজেলার দয়ামীর ইউনিয়নের কুরুয়া গ্রামের মানিক সপ্তকরের অষ্টাদশী কন্যা শুক্লা সপ্তকর রবিবার রাতে মায়ের সঙ্গে ঘরে ঘুমাচ্ছিলেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২ এপ্রিল ২০০৩

(১৫১৯)
ঝালকাঠিতে শিব মন্দিরের পুকুর থেকে মাছ লুট

ঝালকাঠি সংবাদদাতা ঃ সদর উপজেলার পোনাবালিয়ার ঐতিহাসিক শিব মন্দিরের মালিকানাধীন পুকুর থেকে প্রকাশ্য দিবালোকে বিপুল পরিমাণ মাছ লুট হয়ে গেছে। মন্দির কমিটি ও এলাকাবাসী এ ব্যাপারে পোনাবালিয়া ইউনিয়নের নবনির্বাচিত দুই মেম্বার ও তাদের

লোকজনকে দায়ী করেছে। অভিযোগ, বুধবার এক ইউপি মেম্বার পুকুরের মাছ ধরে নিয়ে যায়। এরপর সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের আর এক মেম্বার ও ৫ জন লোক নিয়ে মাছ ধরে নিয়ে যায়। মন্দির কর্তৃপক্ষ ভয়ে থানায় মামলা দায়ের না করে ইউপি চেয়ারম্যানকে বিষয়টি জানিয়েছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক, ৩ এপ্রিল ২০০৩

(১৫২০)
ফটিকছড়িতে মুক্তিপণের দাবিতে এক ব্যক্তি অপহরণ

চট্টগ্রাম ব্যুরো ঃ জেলার সন্ত্রাসকবলিত এলাকা ফটিকছড়ির রাঙ্গামাটিয়া এলাকা থেকে এক ব্যক্তি অপহৃত হয়েছে। তার নাম সমর সূত্রধর (৩৮)। এক সপ্তাহ আগে তাকে অপহরণ করা হলেও গতকাল বুধবার সন্ত্রাসীরা অপহৃতের পরিবারের কাছে ২ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে।

পুলিশ এবং স্থানীয়রা জানিয়েছে, অপহৃত সমরের বাড়ি ফটিকছড়ির মাইজভাণ্ডার শরীফ এলাকায়। এক সপ্তাহ আগে সে তার স্ত্রীকে আনার জন্য রাঙ্গামাটিয়া এলাকায় তার শ্বশুরবাড়িতে যায়। সেখান থেকে তাকে অপহরণ করা হয়। পুলিশ ধারণা করছে স্থানীয় ওসমান বাহিনীর ক্যাডাররা এ অপহরণ ঘটনার সঙ্গে জড়িত।

যুগান্তর, ৩ এপ্রিল ২০০৩

(১৫২১)
বরিশালে শঙ্কর মঠ থেকে মূল্যবান মূর্তি চুরি

বরিশাল থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক ঃ বরিশাল শহরের দর্শনীয় ও ঐতিহাসিক শঙ্কর মঠ থেকে সোমবার রাতে কে বা কারা শ্বেতপাথরের নির্মিত সূর্যদেবের একটি মূল্যবান মূর্তি চুরি করে নিয়েছে।

মঠ কর্তৃপক্ষ জানান, মন্দিরের জানালার শিক ভেঙে চোররা ভেতরে ঢুকে বেশ ভারি মূর্তিটি চুরি করে নিয়েছে। এ ব্যাপারে থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করা হয়েছে।

সংবাদ, ৩ এপ্রিল ২০০৩

(১৫২২)
মির্জাপুরে বারুণী মেলায় পুলিশি অ্যাকশন

মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ মির্জাপুরে শত বছরের ঐতিহ্যবাহী বারুণী মেলায় পুলিশি অ্যাকশনের কারণে মেলার দোকানি ও দর্শনার্থীদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে।

জানা গেছে, মির্জাপুর সাহাপাড়া বাবুবাজার সংলগ্ন শত বছরের ঐতিহ্যবাহী বারুণী মেলায় সোমবার মির্জাপুর থানা পুলিশ এক অ্যাকশন চালিয়ে মেলা ভেঙে দিয়েছে। জেলা প্রশাসকের অনুমতি না নেয়ায় এবং মির্জাপুর থানাকে অবহিত না করাকে কারণ দেখিয়ে এসআই মেহেদী হাসানের নেতৃত্বে বারুণী মেলা ভেঙে দেয়া হয়েছে বলে পুলিশ জানায়। স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ জানান, শত বছরের পুরনো এই মেলা। এখানে কোন কমিটি বা কোন উদ্যোক্তা নেই। মেলায় আকস্মিকভাবে লাঠিচার্জ করে পুলিশ ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হেনেছে বলেও তারা জানান।

সংবাদ, ৩ এপ্রিল ২০০৩

(১৫২৩)
কুপ্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় কলারোয়ায় সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর হামলা

সাতক্ষীরা থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ কুপ্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় কলারোয়ায় এক সংখ্যালঘু গৃহবধূকে সন্ত্রাসীরা গুরুতর জখম করেছে। এ ঘটনায় ওই পরিবারের ৭ জন আহত হলেও জীবননাশের হুমকির মুখে থানায় মামলা করতে সাহস পাচ্ছে না সংখ্যালঘু ওই পরিবারটি।

অভিযোগে বলা হয়েছে, কলারোয়া উপজেলার শাকদার গ্রামের চিহ্নিত সন্ত্রাসী মহব্বত আলী খাঁ একই গ্রামের কুমার বিশ্বাসের স্ত্রী ভারতি রানীকে প্রায়ই কুপ্রস্তাব দিত। এতে রাজি না হওয়ায় ১৮ মার্চ সন্ত্রাসী মহব্বত খাঁর নেতৃত্বে ঈমান আলী, মোতালেব, স্বপনসহ সন্ত্রাসীরা কুমার বিশ্বাসের বাড়িতে গিয়ে ভারতির ওপর চড়াও হয়। এতে ভারতি রানী, তার স্বামী কুমার বিশ্বাস, ছেলে কাজল সহ ৭ জন আহত হয়। গুরুতর আহত ভারতী রানী কলারোয়া হাসপাতালে আশঙ্কাজনক অবস্থায় রয়েছে। এ ব্যাপারে থানায় মামলা করলে সন্ত্রাসীরা ভারতির পরিবারকে হত্যা করবে বলে হুমকি দেয়ায় সংখ্যালঘু পরিবারটি থানায় মামলা করার সাহস পাচ্ছে না।

দৈনিক সংবাদ, ৪ এপ্রিল ২০০৩

(১৫২৪)
মোড়েলগঞ্জে চিংড়ি ঘের দখলের হিড়িক ॥ সংখ্যালঘুদের ওপর চলছে নির্যাতন

বাগেরহাট, ৫ এপ্রিল, নিজস্ব সংবাদদাতা ॥ জেলার মোড়েলগঞ্জের পঞ্চকরণ, পুটিকালী ও তেলীগাতী ইউনিয়নের সাধারণ চিংড়িচাষীসহ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। প্রভাবশালী একটি মহলের ছত্রছায়ায় একাধিক সন্ত্রাসী বাহিনী সেখানে পূর্বঘোষণা দিয়ে একের পর এক চিংড়িঘের দখলে নিয়ে নিরীহ গ্রামবাসীদের ওপর সীমাহীন তাণ্ডব শুরু করেছে।

শুক্রবার বাগেরহাট প্রেসক্লাবে এক জনাকীর্ণ সংবাদ সম্মেলনে সন্ত্রাসকবলিত এলাকাবাসীর পক্ষে এ অভিযোগ করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন শিক্ষক ভুপেন্দ্রনাথ মিস্ত্রি। এ সময় মহিষচরণী, খারইখালী, কুমারীজোলা ও ভাটখালীসহ বিস্তীর্ণ এলাকার কমপক্ষে ১৫/২০ জন স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে উল্লেখ করা হয়, সন্ত্রাসীরা প্রভাবশালী মহলের ইন্ধনে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অন্তত ৪টি চিংড়িঘের দখল করে নিয়েছে। তারা সংখ্যালঘুদের বাড়ি বাড়ি ঢুকে অস্ত্রের মুখে নানা অত্যাচার-নির্যাতন ও মালামাল লুটসহ সাদা কাগজে স্বাক্ষর আদায় করছে। গঙ্গাচরণ মিস্ত্রির পুত্র ভুপেন মিস্ত্রি, নীলকান্ত ঢালীর পুত্র বিশ্বজিত ঢালী, কেনারাম মিস্ত্রির পুত্র মাধব মিস্ত্রি এবং রমেশ চন্দ্রের পুত্র বিশ্বনাথসহ আরও অনেক জমির মালিককে নির্যাতন

চালিয়ে সন্ত্রাসীরা সাদা কাগজে স্বাক্ষর আদায় করে নিয়েছে। এ খবর অন্যান্য জমির মালিকের কানে পৌঁছার পর তারা ভয়ে বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

এদিকে, সন্ত্রাসী বাহিনী প্রকাশ্যে অস্ত্র উঁচিয়ে হুমকি দিয়ে বলেছে, এ কথা কোথাও জানালে বা অভিযোগ করলে কুপিয়ে টুকরো টুকরো করা হবে। তারা ঘরের মেয়েদের ওপর অত্যাচারেরও হুমকি দিয়েছে। এ অবস্থায় আতঙ্কিত এলাকাবাসী অনেকেই ভয়ে তাদের তরুণী ও কিশোরী মেয়েদের অন্যত্র আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে রেখে এসেছেন। গৃহবধূরাও ঘর থেকে বের হতে পারছেন না। সন্ত্রাসীরা জমির মালিকদের খোঁজাখুঁজি করছে। যখন-তখন বাড়িতে চড়াও হচ্ছে। এদের বেপরোয়া তাণ্ডবে সাধারণ চিংড়িচাষীরা রাস্তাঘাটে চলাচল করতে পারছেন না।

লিখিত বক্তব্যে আরও উল্লেখ করা হয়, এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসী আবুল মোল্লা, জাহিদুল শেখ, রুহুল শেখ, শিমুল হাওলাদার, আলী মাঝি, বাহাদুর হোসেন, ফিরোজ হাওলাদার, আকন হাওলাদার, রুহুল মাঝি এবং তেলীগাড়ীর মিজান মল্লিকের নেতৃত্বে একাধিক বাহিনী চিংড়িঘের দখল ও অত্যাচার-নির্যাতন শুরু করেছে। তারা সদ্য সমাপ্ত ইউপি নির্বাচনের পর বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। স্থানীয় এক ইউপি চেয়ারম্যানের জামাতা তেলীগাতী এলাকার নাসিরের নেপথ্যে ইন্ধন রয়েছে বলে ক্ষতিগ্রস্তরা জানান। ভুক্তভোগীরা আরও জানান সন্ত্রাসীরা হুমকি দিয়ে বলেছে, “থানা পুলিশ আমাদের হাতের মুঠোয়। বাংলাদেশের যেখানেই অভিযোগ কর না কেন, আমাদের কিছুই হবে না।” এ ব্যাপারে এলাকার আতঙ্কিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সহ চিংড়িচাষী জমির মালিকরা স্থানীয় সংসদ সদস্য জামায়াত নেতা মুফতি মাওলানা আবদুস সাত্তার ও জেলা পুলিশ সুপারসহ স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান মাওলানা আবদুল খালেকের কাছে লিখিত ও মৌখিক অভিযোগ জানিয়েও কোন প্রতিকার পাননি; বরং ওই সন্ত্রাসী, দখলবাজরা আরও বেপারোয়া হয়ে উঠেছে বলে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৬ এপ্রিল ২০০৩

(১৫২৫)
সদরপুরে দু'টি সংখ্যালঘু পরিবারের বাড়ি দখল করেছে সন্ত্রাসীরা

সদরপুর প্রতিনিধি ঃ ফরিদপুরের সদরপুরে একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী কর্তৃক ২টি হিন্দু পরিবারের বাড়ি দখলের ঘটনা নিয়ে এলাকায় চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে। গতকাল বিকেলে উক্ত সন্ত্রাসী বাহিনীটি এলাকায় অস্ত্র মহড়া দিয়ে জনৈক জ্ঞানেন্দ্র সরকার ও ভবানী সরকারের বাড়ির আংশিক দখল করে নেয়। বর্তমানে উক্ত ২টি পরিবারের সদস্যরা চরম নিরাপত্তাহীনতার মাঝে জীবন কাটাচ্ছে। জানা গেছে, উপজেলার চরবিষ্ণুপুর ইউনিয়নের ২৬ নং কৃষ্ণমঙ্গলের ডাঙ্গির শ্যামপুরটেক গ্রামের জ্ঞানেন্দ্র সরকারের ও ভবানী সরকারের পৈত্রিক বসতভিটাসহ প্রায় আড়াই একর জমি সন্ত্রাসীরা দখল করে নেয়।

উল্লেখ্য ১ মাস আগে বাড়িটি একজন প্রভাবশালী কলেজ শিক্ষকের সন্ত্রাসী বাহিনী দখল করার পর স্থানীয় সালিসির মধ্যস্থতায় দখল ছেড়ে দেওয়ার ৮ দিন পর পুনরায় দখল করা হয়। সন্ত্রাসীদের অব্যাহত হুমকি ও মারপিটের ভয়ে ওই এলাকার অন্তত শতাধিক সংখ্যালঘু পরিবার চরম নিরাপত্তাহীনতার মাঝে দিন কাটাচ্ছে।

আজকের কাগজ, ৬ এপ্রিল ২০০৩

(১৫২৬)
বগুড়ায় মাড়োয়ারি ধর্মশালা ভাঙার সিদ্ধান্তে উদ্বেগ

বগুড়া থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বগুড়ায় প্রশাসন সড়ক সম্প্রসারণে শহরের প্রাচীন ‘মাড়োয়ারি ধর্মশালা’ ভবন ভেঙে দেবার সিদ্ধান্ত নেয়ায় জেলায় বসবাসরত ৭০টি মাড়োয়ারি

পরিবারের সদস্যরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। তারা তাদের ঐতিহ্যবাহী ধর্মশালাটি রক্ষায় সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা করেছে।

মাড়োয়ারি ধর্মশালার সভাপতি ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান কল্যাণ প্রসাদ পোদ্দার জানান, ১৯২২ সালে শহরের সাতমাথায় ৩২ শতাংশ জমির কিছুটা ফাঁকা রেখে দ্বিতল বিশিষ্ট ওই ধর্মশালাটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেখানে মাড়োয়ারি সম্প্রদায় ছাড়াও মুসলমানের ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করতো। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর ভবনটি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দখল করে নেয়। ধর্মশালার সম্পাদক রাজ কুমার বিহানী ২২ শতাংশ জমিসহ ধর্মশালা ভবন ফিরে পেতে ১৯৭৬ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রকে বিবাদি করে বগুড়া সাবজজ আদালতে একটি মামলা (নং-২৪৯/৭৬) দায়ের করেন। ৬ বছর মামলা চলার পর ১৯৮২ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর তৎকালীন সাবজজ মাহমুদ হাসান সিদ্দিকী তার রায়ে ধর্মশালাটি ফিরিয়ে দিতে সরকারকে নির্দেশ দেন। মামলার রায়ের ওপর নির্দিষ্ট সময়ে সরকার আপিল করেনি। পরে অবশিষ্ট ১০ শতক জমিসহ মোট ৩২ শতাংশ জমি রেকর্ডভুক্ত (হাল খতিয়ান নং-৪৭৬৩ ও ৪৭৬৪ এবং এমআর খতিয়ান নং-৭৮৪) করা হয়। পরে ওইস্থানে একটি বহুতল ভবন নির্মাণে বগুড়া পৌরসভায় প্লানও (নং-২২৫/৮৫-৮৬) পাশ করা হয়।

তিনি অভিযোগ করেন, বগুড়ায় কর্মরত জেলা প্রশাসকগণ বিভিন্ন অজুহাতে তাদের কাছে ধর্মশালাটি দীর্ঘ ২১ বছরেও দখল বুঝে দেননি। ধর্মশালা ভবনটি বর্তমানে বগুড়া প্রেসক্লাব, জাতীয় মহিলা সংস্থা, যুবদল, জাসদ ছাত্রলীগ, রূপালী ব্যাংক, প্রগতি মুদ্রণালয়সহ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের দখল রয়েছে। তিনি জানান, ধর্মশালাভবনে অবস্থিত বগুড়া প্রেসক্লাব কর্তৃপক্ষ যদি আমাদের বহুতল ভবন নির্মাণে সহযোগিতা করেন, তাহলে আমরা তাদের ২য় ও ৩য় তলা দান করে দিব।

কল্যাণ প্রসাদ পোদ্দার আরও জানান, সম্প্রতি বগুড়া শহরে রাস্তা সম্প্রসারণে জেলা প্রশাসন কোন আলোচনা ছাড়াই কবি নজরুল ইসলাম সড়কে অবস্থিত আমাদের ধর্মশালা ভেঙে দেবার সিদ্ধান্ত নেয়ায় বগুড়ায় বসবাসরত ৭০ মাড়োয়ারী পরিবারের সদস্যদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লেগেছে। তিনি আরও জানান, মাড়োয়ারি ধর্মশালা ভাঙা হলে শুধু বগুড়ায় নয় সারাদেশে বসবাসকারী মাড়োয়ারি সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানবে। ফলে আমাদের বাধ্য হয়েই আদালতের আশ্রয় নিতে হবে। তিনি ধর্মশালাটি উদ্ধার ও ভাঙচুর বন্ধে সরকারপ্রধানসহ সংশ্লিষ্ট সকলের হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

সংবাদ, ৭ এপ্রিল ২০০৩

(১৫২৭)
রায়গঞ্জ ও জলঢাকায় মূর্তি ভাংচুর

সিরাজগঞ্জ থেকে সংবাদদাতা ঃ রায়গঞ্জ উপজেলার বাসুদেবকোল গ্রামের এক কালী মন্দিরে অজ্ঞাত পরিচয় সন্ত্রাসীরা তালা ভেঙে কালি মূর্তি ভাংচুর করে। বাসুদেবকোল গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন জানান, শনিবার রাতে পূজা অর্চনা করে বাড়ী ফিরে গেলে সন্ত্রাসীরা এই ঘটনা ঘটায়। এ ব্যাপারে স্থানীয় থানায় মামলা হয়েছে। এ ঘটনায় সলংগার প্রতিটি রাজনৈতিক দলই নিন্দা জানিয়েছে।

নীলফামারী সংবাদদাতা জানান, জেলার জলঢাকা উপজেলার ডাউয়াবাড়ী ইউনিয়নের সিদ্ধেশ্বরী গ্রামে গত রবিবার রাতে কতিপয় দুষ্কৃতকারী মন্দিরের ৫টি মূর্তি ভাংচুর করে। দুষ্কৃতকারীরা মন্দিরে ঢুকে লক্ষ্মী, গণেশ, কার্তিক, সরস্বতী মূর্তি ভাংচুর করে। জলঢাকা থানায়

মামলা দায়ের করা হয়েছে। জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার গতকাল সোমবার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আশ্বাস প্রদান করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক, ৮ এপ্রিল ২০০৩

(১৫২৮)
শিবগঞ্জে মন্দিরের ঘর দখল চেষ্টা ঃ বিএনপি নামধারী সন্ত্রাসী গ্রেপ্তার

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি ঃ স্থানীয় বিএনপি নামধারী কিছু সন্ত্রাসী গতকাল মঙ্গলবার প্রকাশ্য দিবালোকে শিবগঞ্জ সদরে অবস্থিত বংকবিহারী দেবোত্তর স্টেটের মন্দিরের সেবায়েতদের মারধর করে একটি ঘর দখলের চেষ্টা চালায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে সালাউদ্দিন নামে একজন সন্ত্রাসীকে আটক করে। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ফিরে আসার পর সন্ত্রাসীরা মন্দিরে আবারও হামলা চালায় এবং থানায় গিয়ে সালাউদ্দিনকে ছেড়ে দেওয়ার দাবি জানায়। তবে পুলিশ জানায়, আপাতত তাকে চালান দেওয়া হয়নি। সালাউদ্দিন সাত মামলার ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি।

গতকাল মঙ্গলবার ঘটনার আধঘন্টা পর বেলা ১টার দিকে বংকবিহারী দেবোত্তর স্টেটে গেলে মন্দিরের সেবায়েত কমল কুমার ত্রিবেদী, তার বড় ভাই শ্যামল কুমার ত্রিবেদী ও বোন শিপ্রা ত্রিবেদী হাউমাউ করে কান্নায় ভেঙে পড়ে বলেন, 'আমাদের বাঁচান, আমরা বাড়ি থেকে বের হতে পারছি না।'

জানা গেছে, বেশ কয়েক দিন থেকেই সন্ত্রাসী সালাউদ্দিন, শাহীন, জালাল, কবীর, মালেকসহ ৩০-৩৫ জন সন্ত্রাসী মন্দিরের মূল রাস্তার ধারের একটি ঘর জিয়া ফাউন্ডেশনের নামে দখল করার চেষ্টা চালাচ্ছে। গত সোমবার এ ব্যাপারে শিবগঞ্জ থানায় জিডি করা হয়। সন্ত্রাসীরা গতকাল মঙ্গলবার চায়নিজ কুড়াল, নানচাকু ও বিভিন্ন ধারালো অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে মন্দিরের ভেতর ঢুকে সেবায়েত তিন ভাইবোনকে মারধর ও গালিগালাজ করে। এরপর তারা স্টেটের একটি ঘরে শিবগঞ্জ পৌর বিএনপির একটি সাইনবোর্ড টাঙিয়ে দেয়। পুলিশ এসে সন্ত্রাসী সালাউদ্দিনকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ চলে যাওয়ার পর সন্ত্রাসীরা আবার হামলা চালায় এবং তিন ভাইবোনকে হুমকি দিয়ে যায়।

শ্যামল কুমার ত্রিবেদী প্রথম আলোকে বলেন, সন্ত্রাসী সালাউদ্দিন, শাহীন, জালালদের মদদদাতা হচ্ছে শিবগঞ্জের সাদেকুল ও সাবেক বিডিআর সদস্য পান্না মিয়া। তিনি বলেন, এদের মধ্যে সাদেকুল তারেক রহমানের নাম ভাঙিয়ে বেড়ায়। সে মোবাইলে তারেক রহমানের সঙ্গে কথা বলার ভান করে।

শিবগঞ্জ থানার ওসি আতাউর রহমানও বলেন, সাদেকুল 'তারেক রহমান ও হাওয়া ভবনের সঙ্গে ঘনিষ্ট' এ কথা বলে থানায় বিভিন্ন সময় তদবিরে আসে এবং এ ঘটনায় টেলিফোনে সে সালাউদ্দিনকে ছেড়ে দেওয়ার জন্যও বলে।

এ ব্যাপারে শিবগঞ্জ আসনের বিএনপি সাংসদ শাহজাহান মিয়া বলেন, এ কথা আমার কানেও এসেছে। সাদেকুল এক সময় ছাত্রদল করত। দীর্ঘদিন বাইরে থাকার পর শিবগঞ্জে এসে বখাটেদের নিয়ে দল পাকাচ্ছে। তার সঙ্গে স্থানীয় বিএনপির কোনো সম্পর্ক নেই।

জিজ্ঞাসা করা হলে সাদেকুল গতকাল ফোনে প্রথম আলো প্রতিবেদককে বলেন, তারেক রহমান ও হাওয়া ভবনের সঙ্গে তার সম্পর্ক রয়েছে।

দৈনিক প্রথম আলো, ৯ এপ্রিল ২০০৩

(১৫২৯)
তানোরে বিএনপি নেতার ভাগ্নে ধর্ষণ করেছে গৃহবধূকে, পার্বতীপুরে তরুণীর রহস্যজনক মৃত্যু

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ঃ রাজশাহীর তানোরে মঙ্গলবার রাতে স্থানীয় প্রভাবশালী বিএনপি নেতার ভাগ্নে তার সহযোগীকে নিয়ে ধর্ষণ করেছে এক গৃহবধূকে এ সময় ধর্ষকরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে গৃহবধূর তলপেট কেটে দেয়। এদিকে সোমবার পার্বতীপুরে আদিবাসী এক তরুণীর লাশ গাছে ঝুলতে দেখা গেছে। ধারণা করা হচ্ছে, গণধর্ষণের পর হত্যা করে তার লাশ গাছে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। নিহত তরুণীর বাবা বলেছেন, তার মেয়ে আত্মহত্যা করেনি, তাকে হত্যা করা হয়েছে। উভয় ঘটনায় সংশ্লিষ্ট থানায় দুটি পৃথক মামলা দায়ের করা হয়েছে। রাজশাহী থেকে স্টাফ রিপোর্টার জানান তালোন্দ ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতির ভাগ্নে আবদুল মতিন (৩০) ও তার সহযোগী ধর্ষণ করেছে এক গৃহবধূকে। এ সময় নিজের ইজ্জত বাঁচানোর চেষ্টা করায় ধর্ষক মতিন ধারালো অস্ত্র দিয়ে গৃহবধূর তল পেট কেটে দেয়। ঘটনাটি ঘটেছে রাজশাহীর তানোর উপজেলার মোহর গ্রামে মঙ্গলবার রাত ১০ টায়। এ বিষয়ে ধর্ষক মতিন ও তার সহযোগীকে আসামি করে তানোর থানায় মামলা দায়ের করা হলেও পুলিশ অজ্ঞাত কারণে আসামিদের গ্রেফতার করছে না। তানোর থানার ওসি ধর্ষকের মামা বিএনপি নেতাকে খুশি করতে ধর্ষিতার ডাক্তারি পরীক্ষারও ব্যবস্থা করেনি বলে জানা গেছে। এলাকাবাসী ও অন্যান্য সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার রাত ১০টার দিকে গৃহবধূর স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগে তালোন্দ ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আজিজুর রহমানের ভাগ্নে এবং একই সঙ্গে ভাগ্নি জামাই, একাধিক সন্ত্রাসী মামলার চিহ্নিত আসামি আবদুল মতিন তার অপর এক সহযোগীকে নিয়ে জোরপূর্বক ওই গৃহবধূর বাড়িতে গিয়ে তাকে ধর্ষণ করে। এ বিষয়ে থানায় মামলা দায়ের করা হলেও আসামীরা পুলিশের সামনে প্রকাশ্যেই ঘুরছে। তানোর থানা পুলিশ আসামিদের খাতির তোয়াজও করে থাকে বলে অভিযোগে জানা গেছে। পাবর্তীপুর থেকে সংবাদদাতা জানান, পার্বতীপুরে গলায় ফাঁস দিয়ে এক আদিবাসী তরুণীর রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, গণধর্ষণের পর তাকে হত্যা করে গলায় ফাঁস দিয়ে গাছে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। পার্বতীপুর উপজেলার মোমিনপুর ইউনিয়নের ইন্দ্রপুর সাঁওতাল পাড়া গ্রামে গত সোমবার এই ঘটনা ঘটে। এ ব্যাপারে পার্বতীপুর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

সূত্রমতে, ইন্দ্রপুর সাঁওতাল পাড়া গ্রামের বুধরাই মুর্মুর (৪৫) যুবতি কন্যা পানমনি মুর্মুকে (১৬) পাশের বাড়ির এক আদিবাসী কবিরাজের মেয়ে ফুসলিয়ে বাড়ি থেকে প্রায় ৩ কিলোমিটার দূরবর্তী যশাইহাটে নিয়ে যায় গত রবিবার। ধারণা করা হচ্ছে সেখানে কিছু সময় অবস্থান করে চুক্তিমত তাকে একদল নরপশুর হাতে তুলে দেয়া হয়। তারা রাতভর তার উপর যৌন নির্যাতন চালায়। শেষে মেয়েটি অজ্ঞান হয়ে পড়লে তাকে হত্যা করা হয়। সোমবার ভোরে গ্রামবাসীরা বাড়িসংলগ্ন জঙ্গলের শাল গাছে গলায় ফাঁস দেয়া অবস্থায় ঝুলতে দেখে। নিহত মেয়েটির বাবা বুধবার বলেন, তার মেয়ে আত্মহত্যা করেনি। সম্ভ্রমহানির পর তাকে হত্যা করা হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১০ এপ্রিল ২০০৩

(১৫৩০)
নারায়ণগঞ্জে মন্দির থেকে মূর্তি চুরি

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি ঃ শহরের টানবাজার এলাকার মিনাবাজার গোর্দীনাথ জিউর মন্দির থেকে মূল্যবান অষ্টধাতুর তৈরি রাধারানীর মূর্তি, গণেশমূর্তিসহ ৪টি মূর্তি চুরি হয়। সেই সঙ্গে

দু'টি স্বর্ণের বালা, দু'টি রূপার চূড়া ও পূজার থালা-বাসন চুরি হয়। মন্দিরের তালা ভেঙে এসব নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পুলিশ বলছে, বুধবার দুপুরে পুরোহিত পূজা শেষে মন্দিরে তালা ঝুলিয়ে চলে যায়। সন্ধ্যায় মন্দিরে এসে তালা ভাঙ্গা দেখতে পায়। মন্দিরের ভেতর অষ্টধাতুর রাধারানীর মূর্তি, গণেশ মূর্তিসহ ৪টি মূর্তি নেই। পূজার ফলফলাদি এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে। পুরোহিত বিষয়টি মন্দির কমিটিকে জানায়। এ ঘটনায় বুধবার রাত ১০টায় সদর থানায় মামলা হলেও গতকাল পর্যন্ত পুলিশ মূর্তিগুলো উদ্ধার করতে পারেনি।

আজকের কাগজ, ১১ এপ্রিল ২০০৩

(১৫৩১)
পার্বতীপুরে আদিবাসী তরুণীর রহস্যজনক মৃত্যু

পার্বতীপুর প্রতিনিধি ঃ পার্বতীপুরে এক আদিবাসী তরুণীর রহস্যজনক মৃত্যুকে ঘিরে নানা গুঞ্জন শুরু হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, দুর্বৃত্তরা তাকে নির্যাতনের পর হত্যা করে লাশ গাছে ঝুলিয়ে রাখে।

উপজেলার মোমিনপুর ইউনিয়নের ইন্দ্রপুর গ্রামের বৃদ্ধ বুদুরাই মুর্মুর তরুণী কন্যা বুলাল মুর্মু (১৬) বিভিন্নস্থানে কাজ করে জীবিকানির্বাহ করতো। গত ৬ এপ্রিল নিত্যদিনের মতো কাজশেষে স্থানীয় হাটে বাজার করতে যায়। অনেক রাতেও সে বাড়ি ফেরেনি। তাকে সম্ভাব্য সব স্থানে খোঁজ করেও পাওয়া যায়নি। পরদিন সকালে বাড়ির পার্শ্ববর্তী পুকুরপাড়ে বাঁশঝাড়ের মধ্যে একটি গাছের ডালে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় বুলালের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। তরুণীর মৃত্যুর ঘটনাটি রহস্যজনক বলে এলাকাবাসী জানায়। এ ব্যাপারে থানায় অস্বাভাবিক মৃত্যু মামলা দায়ের হয়েছে।

ভোরের কাগজ, ১১ এপ্রিল ২০০৩

(১৫৩২)
নরসিংদীর শিবপুরে বিএনপি ক্যাডারদের চাঁদা না দেওয়ায় বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর লুট

নরসিংদী প্রতিনিধি ঃ সন্ত্রাসীদের চাঁদা না দেওয়ায় সংখ্যালঘুদের বাড়ি-ঘরে হামলা, ভাঙচুর ও লুটপাট হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে শিবপুর উপজেলার যশোর পুলিশ ক্যাম্প সংলগ্ন সমীর বণিকের বাড়িতে।

জানা গেছে, বিএনপির চিহ্নিত সন্ত্রাসী মোরাদুজ্জামান মোল্লার নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী শুক্রবার সকালে যশোর গ্রামের বাসিন্দা পোল্ট্রি ফার্মের মালিক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্য সমীর বণিকের বাড়িতে গিয়ে ৫০ হাজার চাঁদা দাবি করে। এতে অপারগতা প্রকাশ করায় সন্ত্রাসীরা সমীর বণিকের বাগান থেকে ৫/৬শ' কাঁঠালসহ ৯টি কাঁঠাল গাছ, ১টি আম গাছ, বাঁশঝাড় থেকে কিছু বাঁশ কেটে নেয় এবং পোল্ট্রি ফার্ম থেকে ৩শ' পোল্ট্রি মুরগি লুট করে নিয়ে যায়।

ঘটনাটি শুক্রবার বিকেলে সমীর বণিক শিবপুর থানা পুলিশকে অবহিত করলে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে সন্ত্রাসী মোরাদুজ্জামান মোল্লার বাড়ি থেকে লুণ্ঠিত কাঁঠাল গাছ জব্দ করে। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে সন্ত্রাসী দল শনিবার সকালে পুনরায় সমীর বণিকের বাড়িতে গিয়ে হামলা চালিয়ে বাড়ি-ঘর ভাঙচুর ও লুটপাট করে। যাবার সময় তাকে ও তার পরিবারের সদস্যদের প্রাণনাশের হুমকি প্রদান করে।

এ ব্যাপারে শিবপুর থানায় যোগাযোগ করলে কর্তব্যরত কর্মকর্তা ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন। পুলিশ ক্যাম্পের সন্নিকটে সংঘটিত ঘটনায় এলাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে।

আজকের কাগজ, ১৩ এপ্রিল ২০০৩

(১৫৩৩)
পাংশায় মূর্তি ভাংচুর

রাজবাড়ী সংবাদদাতা ঃ শুক্রবার গভীর রাতে পাংশা উপজেলার গঙ্গানন্দপুর গ্রামের কালীমন্দিরে একদল দুর্বৃত্ত তালা ভেঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করে সেখানে থাকা কালী মূর্তিটি ভাংচুর করে পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় এলাকার সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। উল্লেখ্য, ৩১ মার্চ একই উপজেলার নারায়ণপুর রেলঘাটের প্রাচীন কালীমন্দিরে অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল।

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৩ এপ্রিল ২০০৩

(১৫৩৪)
সন্ত্রাসমুক্ত ঘোষণার ১২ দিন পর নাটোরে সংখ্যালঘু তরুণী অপহৃত

নাটোর, ১৪ এপ্রিল, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ নাটোরকে সন্ত্রাসমুক্ত ঘোষণার ১৩ দিনের মাথায় রবিবার রাতে অপহরণের শিকার হয়েছে তরুণী পুতুল রানী কর্মকার (১৬)। ক্ষমতাসীন দলের ক্যাডার মোস্তা ও তার সঙ্গীরা বাংলা নববর্ষকে সেলিব্রেট করতে রবিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে ঘরের দরজা লাথি মেরে ভেঙ্গে পিস্তলের মুখে পুতুল রানীকে উঠিয়ে নিয়ে গেছে। এ সময় পুতুলের কাকা রঞ্জন কর্মকার বাধা দেয়ায় তাঁর পেটে ছুরিকাঘাত করা হয়েছে। সন্ত্রাসীদের মারপিটের শিকার হয়েছেন পুতুলের বাবা সন্তোষ কর্মকার, মা ছবি রানী কর্মকার ও ভাই সুশান্ত কর্মকার। ঘটনাটি ঘটেছে নাটোর সদর উপজেলার দিঘাপতিয়া ইউনিয়নের বলদখাল গ্রামে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, একই গ্রামের গফুর মণ্ডল ওরফে খরু মিয়ার পুত্র বিএনপি ক্যাডার মোস্তা দীর্ঘদিন থেকে পুতুলকে উত্যক্ত করে আসছিল। এ ঘটনার আগে মোস্তার ভাই সাজু পুতুলকে অপহরণের হুমকিও দিয়েছিল। রবিবার রাতে সন্ত্রাসীদের হামলার মুখে অসহায় সন্তোষ কর্মকার ও তাঁর পরিবারকে বাঁচাতে এগিয়ে আসতে পারেনি প্রতিবেশীরা। সন্ত্রাসীরা প্রতিবেশীদের দরজায় বাইরে থেকে আগেই শিকল তুলে রাখে। এ ঘটনায় সোমবার সকালে পুতুলের পিতা অপহারক মোস্তাসহ আট জনের বিরুদ্ধে নাটোর সদর থানায় অপহরণ মামলা রুজু করেছেন। তবে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত পুতুল রানীকে উদ্ধার করা যায়নি। পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করতেও পারেনি। স্থানীয় লোকজনের কাছ থেকে জানা গেছে সন্ত্রাসী মোস্তার বিরুদ্ধে ২০০১ সালে নির্বাচন পরবর্তী সময়ে এক গৃহবধূকে অপহরণের অভিযোগ ওঠে। পরে গ্রাম্য সালিশে কাগবাড়িয়া গ্রামের গোলাম হোসেনের স্ত্রীকে অপহরণ করার কথা স্বীকার করে মোস্তা ২০ হাজার টাকা জরিমানা দিয়ে ছাড়া পায়। উল্লেখ্য, গত ৩১ মার্চ স্থানীয় কানাইখালী মাঠে আয়োজিত মহাসমাবেশে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরীর উপস্থিতিতে নাটোরকে সন্ত্রাসমুক্ত ঘোষণা করা হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৫ এপ্রিল ২০০৩

(১৫৩৫)
রাঙামাটিতে আওয়ামী লীগ নেতা গুলিবিদ্ধ

রাঙামাটি অফিস ঃ রাঙামাটি জেলার রাজস্থলী উপজেলা আওয়ামী লীগ নেতা ও সাবেক ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান নিউ চিং মারমাকে একদল দুষ্কৃতকারী গুলি করে গুরুতর আহত করেছে। রাঙামাটি জেলা আওয়ামী লীগ এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে।

জানা গেছে, গত সোমবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের রাজস্থলী উপজেলা শাখার সহসভাপতি নিউ চিং মারমাকে একদল সশস্ত্র ব্যক্তি নিজ বাসভবন থেকে অস্ত্রের মুখে অপহরণের সময় স্থানীয় লোকজন ধাওয়া করে। এ সময় অস্ত্রধারীরা নিউ চিংকে খুব কাছ থেকে গুলি করে পালিয়ে যায়।

ঘটনার পরপরই পুলিশের সহায়তায় স্থানীয় লোকজন নিউ চিংকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে প্রথমে রাজস্থলী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে। পরে চন্দ্রঘোনা মিশনারি হাসপাতালে পাঠানো হয়। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে। পুলিশ প্রশাসন ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছে।

রাঙামাটি জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ সেলিম চৌধুরী এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে একটি আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা এ ঘটনা ঘটিয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন।

প্রথম আলো, ১৬ এপ্রিল ২০০৩

(১৫৩৬)
মিরসরাইয়ে সংখ্যালঘুর স'মিলে ও ফরিদপুরে বাড়িতে হামলা
আহত ১৬, এক পরিবার ঘরছাড়া

প্রথম আলো ডেস্ক ঃ ফরিদপুরের মধুখালী উপজেলার লাউজানা আশাপুর গ্রামের সংখ্যালঘু ফটিক মণ্ডলের বাড়িতে সন্ত্রাসীদের হামলায় ১৫ জন আহত এবং চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে এক সংখ্যালঘুর স'মিলে সন্ত্রাসীরা চাঁদা না পেয়ে ভাঙচুর চালায়। উভয় ঘটনায় মোট ১৬ জন আহত হয়েছে। থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আমাদের প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর ঃ

মিরসরাই (চট্টগ্রাম) ঃ মিরসরাইয়ের পশ্চিম মায়ানীতে গত ১২ এপ্রিল রাত ১১টার দিকে বিশ্বজিৎ কর্মকার ও তার বাবা ভবরঞ্জন কর্মকার ভোলন তাদের স'মিলে কাঠ চেরানোর সময় সন্ত্রাসী ছালাউদ্দীনসহ মোট সাতজন তাদের কাছে ৫০ হাজার টাকা দাবি করে। কিন্তু তারা চাঁদা দিতে রাজি না হলে সন্ত্রাসীরা জোর করে ১০ হাজার টাকা ছিনিয়ে নিয়ে আরো চাঁদা দাবি করে। এ সময় মিলের কর্মচারীরা সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং ছালাউদ্দীনকে মারাত্মক আহত করে। এ ঘটনায় আশপাশের লোকজন ছুটে এলে সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়। পরদিন স্থানীয় লোকজন বিষয়টি মীমাংসার চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়ায় উভয় পক্ষ থানায় মামলা দায়ের করে।

মামলা সত্ত্বেও পুলিশের কোনো তৎপরতা না থাকায় বিশ্বজিতের পরিবার সন্ত্রাসীদের ভয়ে বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছে। তারা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন বলেও পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

এদিকে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এলাকাবাসী জানান, বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিশ্বজিতের স'মিলটি বিএনপির কর্মীরা বন্ধ করে দেয়। সম্প্রতি ১৩নং মায়ানী ইউনিয়নের নবনির্বাচিত চেয়ারম্যানের উদ্যোগে মিলটি চালু হয়েছিল।

উভয় মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই বিপুল জানান, স'মিলের কিছু জিনিস ভাঙচুর অবস্থায় তিনি দেখেছেন। বিশ্বজিতের বাড়ি গিয়েও কাউকে পাওয়া যায়নি বলে তিনি জানান।

ফরিদপুর ঃ গত মঙ্গলবার তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফটিক মণ্ডলের বাড়িতে নববর্ষের ধর্মীয় অনুষ্ঠান চলাকালে একই গ্রামের হোসেন, মোহল ও খাজার নেতৃত্বে ১০-১২ জনের একদল সন্ত্রাসী হামলা চালায়। এ সময় ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে তারা ১৫ জনকে আহত করে। গুরুতর আহত অবস্থায় ফটিক মণ্ডল (৬০), রাম মণ্ডল (২০), বাসুদেব সরকার (৪৫), তপন মণ্ডল (২০), জ্যোৎস্না সরকার (৪০) ও পুষ্পা রানী মণ্ডলকে (৪৫) মধুখালী উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে থানায় মামলা করতে গেলে পুলিশ কোনো মামলা গ্রহণ না করে সন্ত্রাসীদের সঙ্গে মীমাংসা করার পরামর্শ দেয় বলে পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে। সন্ত্রাসীরা মামলা না করার জন্য হুমকি দিচ্ছে বলেও তারা জানান।

প্রথম আলো, ১৭ এপ্রিল ২০০৩

(১৫৩৭)
বাজিতপুরে চাঁদার দাবিতে সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সন্ত্রাসীদের হামলা
উপজেলা সদরে ৫ শতাধিক মানুষের আশ্রয় গ্রহণ

কিশোরগঞ্জ থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ একদল সন্ত্রাসী বাজিতপুর উপজেলার হিন্দু অধ্যুষিত আয়নার গোপ গ্রামের কালী মন্দিরে মহানাম সংকীর্তন অনুষ্ঠানে চাঁদার জন্য হামলা চালায়। সন্ত্রাসীরা পূজা মণ্ডপে ইটপাটকেল নিক্ষেপ ও আলোকসজ্জার জন্য বিদ্যুতের তার কেটে দিয়ে উপস্থিত ভক্তদের বেধড়ক লাঠিপেটা করে। এতে মহিলাসহ ২০ জন আহত হয়। সন্ত্রাসীদের ভয়ে তারা এখন বাজিতপুর শহরের হরিসভা আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। গত ৮ এপ্রিল আয়নার গোপ হাওরবেষ্টিত হিন্দুপাড়ায় কালি মন্দিরে বার্ষিক ধর্মীয় অনুষ্ঠান 'মহানাম সংকীর্তন' উৎসব চলাকালে এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসী জিল্লুর রহমানের নেতৃত্বে একদল যুবক অনুষ্ঠানের আয়োজক আনন্দ দাসের নিকট ১৫ হাজার টাকা দাবি করে। চাঁদার টাকা দিতে অস্বীকার করলে তারা গত ১০ এপ্রিল রাত দেড়টার সময় চাঁদার জন্য প্রথমে পূজা মণ্ডপে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে, এরপর আলোকসজ্জার জন্য জেনারেটরের তার কেটে দিয়ে ভুতুড়ে পরিবেশ সৃষ্টি করে। তার মেরামত করতে গেলে তারা অপারেটরকে মারধর করে। এ সময় সন্ত্রাসীদের বাধা দিলে তাদের হামলায় জহরলাল দাস (৩৮), পরমানন্দ দাস (৫৮), আরতি রানী দাস (৩৫), বাসন্তীমালা দাস (৫০), ছায়া রানী দাস (৩০), ফুলমালা রানী দাস (৪০), কবিতা (৭), পলাশ (৮), শীতল (১৬), বিমল (১৭), শ্যামলাল দাস (৬০), পরশমণি দাস (২৪), গোষ্ঠীলাল দাস (২৬), পরেশ দাস (২২) আহত হয়। এদের বাজিতপুর উপজেলা হাসপাতালে চিকিৎসা করা হয়। পরে আনন্দ দাস বাদি হয়ে বাজিতপুর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। (বাজিতপুর থানার মামলা নং-১০ (৪) ২০০৩ জি আর নং-১৮১ (২) ২০০৩ ধারা ১৪৩/৩৮৫/৩৭৯/৩৫৪/৪২৭ দণ্ডবিধি)। মামলায় জিল্লুর রহমান, মোহাম্মদ আলী ইসলাম, তাহের মিয়া, ইউনুস মিয়া, কাদির মিয়া, তৌহিদ, সঞ্জু, ফেরদৌস, মশিউরসহ অজ্ঞাত আরও ৫ জনকে আসামী করা হয়। পুলিশ ঘটনার সাথে জড়িত কাউকেই গ্রেফতার করতে পারেনি। এদিকে পুলিশের একটি দল উক্ত ঘটনা তদন্ত করে ফেরার পর দ্বিতীয় দফায় সন্ত্রাসীরা হামলা চালায়। ফলে প্রাণের ভয়ে গ্রামের ৫ শতাধিক নারী-পুরুষ থানা সদরের হরিসভা আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করে। এদিকে উক্ত ঘটনায় বাজিতপুর থানার ওসি জামাল উদ্দিনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, মামলাটি এস আই তরিকুল ইসলামকে তদন্ত

করতে দেয়া হয়েছে। মাইজচর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মো. তৈয়বুর রহমান ঘটনাটি ন্যক্কারজনক বলে আখ্যায়িত করেন। থানা আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক শেখ নুরুন্নবী অ্যাডভোকেট এবং জেলা গণতন্ত্রী পার্টির সভাপতি মোহাম্মদ আলী ভুঞা ও সম্পাদক ভূপেন্দ্র ভৌমিক দোলন এক বিবৃতিতে আয়নার গোপ গ্রামে অসহায় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বাধাদান করার ঘটনায় নিন্দা জ্ঞাপন করেন এবং অবিলম্বে তাদের গ্রেফতার ও বিচারের দাবি জানান।

সংবাদ, ১৮ এপ্রিল ২০০৩

(১৫৩৮)
বখাটেদের উৎপাতের শিকার খুলনার পাইকগাছায় আরেক স্কুল ছাত্রীর আত্নহনন

খুলনা অফিস ঃ খুলনার পাইকগাছায় এবার আরেক স্কুল ছাত্রী বখাটেদের উৎপাতের শিকার হয়ে আত্নহননে বাধ্য হয়েছে। স্কুল ছাত্রীটির নাম তরঙ্গিনী মণ্ডল। গত বুধবার রাতে পাইকগাছা উপজেলার পারশেমারী গ্রামে এ মর্মস্পর্শী ঘটনা ঘটেছে। এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, পারশেমারী গ্রামের সবুজ কান্তি মণ্ডলের কন্যা তরঙ্গিনী মণ্ডল (১৬) দক্ষিণ কাইনমারী আদর্শ বালিকা বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর মেধাবী ছাত্রী। সে স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে সম্প্রতি বখাটে যুবকরা প্রেমের প্রস্তাবসহ নানাবিধ কথাবার্তা বলে তাকে উত্যক্ত করে আসছিল। এতে সে ক্ষুব্ধ হয়ে বুধবার সকাল ৯টায় নিজ বাড়িতে কীটনাশক পান করে। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় তাকে সকাল ১০টায় স্থানীয় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। বিকেল ৩টায় সে মারা যায়। এ ব্যাপারে থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আজকের কাগজ, ১৮ এপ্রিল ২০০৩

(১৫৩৯)
ঝালকাঠিতে দুই সংখ্যালঘুর জায়গা দখল করে ঘরবাড়ি নির্মাণের অভিযোগ

ঝালকাঠি, ১৮ এপ্রিল, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ঝালকাঠির রাজাপুর উপজেলা বিএনপি সম্পাদক ও শুক্তাগর ইউপি চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে শুক্রবার সকালে ২টি সংখ্যালঘু পরিবারের জায়গা দখল করে বাড়িঘর তোলার অভিযোগ পাওয়া গেছে। রাজাপুর উপজেলা সদর থেকে প্রায় এক শ' গজ দূরে টেইলার দিনেশ চন্দ্র ঘরামী এবং চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদের নিজ ইউনিয়ন শুক্তাগর ঘর সাংগর গ্রামের সুরেশ রায়ের বাড়ি দখল করা হয়েছে। সন্ত্রাসীরা দখলকৃত জায়গায় তারকাঁটার বেড়া দিয়ে সেখানে ঘর তুলেছে। ঘটনার পর ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার থানায় অভিযোগ করলে থানা উর্ধতন মহলে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেয়। ঘটনায় রাজাপুরের সংখ্যালঘু পরিবারের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। দিনেশ ঘরামী জানান, সকাল সাড়ে ৬টায় দখলকারীরা তাঁর বাড়িতে প্রবেশ করে রান্না করে আগুন দেয়। দখলকারীরা তাঁর ৮১ শতাংশ জায়গার মধ্যে ৫টি বসতঘরের ৫/৭ শতাংশ বাদ দিয়ে পুরো এলাকা দখল করে নেয়। এর মূল্য প্রায় ৭/৮ লাখ টাকা। আরও জানা গেছে, সকাল ৭টায় সাংগর গ্রামের সুরেশ রায়ের বসতবাড়ির অংশ অনুরূপ কায়দায় দখল করা হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৯ এপ্রিল ২০০৩

(১৫৪০)
নাটোরে খ্রীস্টান পল্লীতে ফের সন্ত্রাসী হামলায় ৭ জন আহত

নাটোর, ১৮ এপিল, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ নাটোরের খ্রীস্টানপল্লী আবারও হামলার শিকার হয়েছে। হামলায় মহিলাসহ আহত হয়েছে সাতজন। এদের মধ্যে বিপ্লব রোজারিও (২৫), শ্যামল রোজারিও (২০) ও সুভাষ পিউরি (৪০) গুরুতর জখম অবস্থায় স্থানীয় ক্লিনিকে ভর্তি হয়েছেন। আহত অন্যরা হলেন ফ্রান্সিস অজয় রিবেরু (৩৮), রবি ক্রুশ (৩৮), সবিতা রোজারিও (৩২) ও লাপন রোজারিও (৭০)। এ ঘটনা নিয়ে গত দেড় বছরে নাটোরের বনপাড়ায় খ্রীস্টানপল্লী অন্তত পাঁচ দফা হামলার শিকার হলো।

প্রত্যক্ষদর্শী, পুলিশ ও বনপাড়া চার্চ সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার ছিল খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উৎসব গুড ফ্রাইডে। ভাবগম্ভীর পরিবেশে ধর্মীয় উৎসব পালনের উদ্দেশ্যে চার্চ চত্বর হকার মুক্ত রাখার সিদ্ধান্ত হয়। স্থানীয় হকার সোলেমান সে সিদ্ধান্ত না মেনে বেলা ১০টার দিকে জোর করে চত্বরে ঢুকে দোকান সাজিয়ে বসে। চার্চ কর্তৃপক্ষ তাকে দোকানসহ এলাকা ত্যাগে বাধ্য করলে সোলেমান গ্রামে ফিরে যায়। এ ঘটনার আধ ঘণ্টার মধ্যে লাঠিসোটা নিয়ে শতাধিক যুবক চার্চে হামলা করতে আসে। এ সময় চার্চের সদর দরজা বন্ধ করে তাদের প্রতিহত করা হয়। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে তারা হারোয় পূর্বপাড়া খ্রীস্টান পল্লীতে চড়াও হয়। তাদের বেধড়ক মারপিটের শিকার হয় খ্রীস্টান পল্লীর নারী পুরুষ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ এলে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়।

সূত্র জানায়, আবদাল পাড়ার ডা. মফিজ উদ্দিন এ হামলার নেপথ্যের উস্কানিদাতা। মফিজ উদ্দিন নিজেকে যুবদল নেতা বলে দাবি করে থাকে। এ ঘটনায় কোন মামলা হয়নি। খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে কেউ মামলা করতে রাজি হয়নি। তবে পুলিশ ঘটনাটি সাধারণ ডায়রিভুক্ত করেছে। স্থানীয় সংসদ সদস্য মোজাম্মেল হক ও পুলিশ সুপার নজরুল ইসলাম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। এদিকে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীস্টান ঐক্য পরিষদ, নাটোর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট সুশান্ত কুমার ঘোষ এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও দোষী ব্যক্তিদের গ্রেফতারসহ বিচারের দাবি করেছেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৯ এপ্রিল ২০০৩

(১৫৪১)
পালিয়েও শেষ রক্ষা হয়নি
গৌরনদীতে যুবদল ক্যাডার ইট দিয়ে থেঁতলে দিয়েছে কাঠমিস্ত্রির শরীর

গৌরনদী (বরিশাল) থেকে সংবাদদাতা ঃ উপজেলার বেতগাতি মৈস্তারকান্দি গ্রামের কাঠমিস্ত্রি গোবিন্দ দাশ যুবদলের ক্যাডার জামাল সরদার বাহিনীর ভয়ে ১৮ মাস পরিবার নিয়ে পালিয়েও শেষ রক্ষা করতে পারেনি। শুক্রবার সকালে জামাল নিজ হাতে ইট দিয়ে পিটিয়ে থেঁতলে দিয়েছে তাকে।

২০০১ সালের ২ অক্টোবর যুবদলের ক্যাডার জামাল সরদার ও তার বাহিনী গোবিন্দ দাশের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগকে সমর্থনের অভিযোগ এনে ৩ দফা হামলা করে বাড়িতে ব্যাপক ভাঙচুর চালিয়ে ঘরের সমস্ত মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। সন্ত্রাসীদের হুমকির মুখে স্ত্রী ও ২ সন্তান নিয়ে গোবিন্দ পাশের আগৈলঝাড়ায় শ্বশুরবাড়ি আশ্রয় নেয়। দরিদ্র গোবিন্দ জীবিকা নির্বাহের জন্য সম্প্রতি টরকীবন্দরে আশ্রয় নেয়। শুক্রবার সকালে গোবিন্দ মিস্ত্রি কাজ করার জন্য বাসা থেকে বের হলে জামাল তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কিল-ঘুসি মেরে ইট দিয়ে পিটিয়ে ডান পা ও বুক থেঁতলে দেয়। তাকে গৌরনদী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছে। আহত গোবিন্দ সাংবাদিকদের জানায়, সে স্ত্রী ও সন্তান নিয়ে পৈত্রিক ভিটায় ফিরে যেতে চায়। এ

ব্যাপারে গৌরনদী থানায় অভিযোগ দাখিল করা হয়েছে। উল্লেখ্য, জামালের বিরুদ্ধে গৌরনদী থানায় একাধিক মামলা থাকা সত্ত্বেও পুলিশ রহস্যজনক কারণে তাকে গ্রেফতার করছে না।

সংবাদ, ১৯ এপ্রিল ২০০৩

(১৫৪২)
ফরিদপুরে নকলে সহায়তা না করায় পরীক্ষার্থীর পিতা কুপিয়ে জখম করেছে শিক্ষককে

স্টাফ রিপোর্টার, ফরিদপুর ঃ এসএসসি পরীক্ষায় ভাঙ্গা উপজেলার কেএম কলেজ উপকেন্দ্রের এক পরীক্ষার্থীকে নকলে সহায়তা না করায় ভাঙ্গা উপজেলার পীরের চর উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক অরুণচন্দ্র দত্তকে কুপিয়েছে পরীক্ষার্থীর পিতা। এ ব্যাপারে থানায় মামলা করার অপরাধে সন্ত্রাসীরা অস্ত্রের মুখে ভাঙ্গা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসাধীন আহত শিক্ষককে অপহরণের অপচেষ্টা করে গত শুক্রবার সন্ধ্যায়। অপহরণের অপচেষ্টার ঘটনা নিয়েও আরও একটি মামলা হওয়ায় নকলবাজ এসএসসি পরীক্ষার্থী, তার পরিবারের লোকজনসহ সন্ত্রাসীরা আরও বেপরোয়া হয়ে আহত শিক্ষকের পরিবার-পরিজনকে হত্যার হুমকি দিচ্ছে। জানা গেছে, অরুণচন্দ্র দত্ত এসএসসি পরীক্ষায় ভাঙ্গা কেএম কলেজ উপকেন্দ্রে হল পরিদর্শক ছিলেন। ৫ এপ্রিল গণিত পরীক্ষায় জনৈক মেহেদী হাসান ছন্দ নামের এক পরীক্ষার্থীকে তিনি নকলে সহায়তা করেননি। এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয় পরীক্ষার্থীর পিতা ভাঙ্গা উপজেলার নওয়াপাড়া গ্রামের নজরুল ইসলাম মির্জা ওরফে কানু। পরীক্ষা শেষে সে শিক্ষক অরুণকে দেখে নেয়ার হুমকি দেয়। ১৪ এপ্রিল বিকালে শিক্ষক অরুণ দত্ত যখন বৈশাখী মেলা দেখে ভাঙ্গার জানদী গ্রামে নিজের বাড়িতে ফিরছিলেন তখন নজরুল মির্জা ধারালো অস্ত্র নিয়ে তার ওপর চড়াও হয়ে এলোপাতাড়ি কোপায়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২০ এপ্রিল ২০০৩

(১৫৪৩)
মির্জাপুরে অসহায় বিধবাকে ভিটা থেকে উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র

কে এস রহমান শফি, টাঙ্গাইল থেকে ঃ এক বিধবাকে তার ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করার জন্য এলাকার কতিপয় ব্যক্তি ষড়যন্ত্র করছে বলে অভিযোগ উঠেছে। রানী বালা নামে ঐ বিধবা এ ব্যাপারে পুলিশ সুপারের কাছে আবেদন করলে তিনি মির্জাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন।

জানা যায়, মির্জাপুর উপজেলার উফুলকী গ্রামের বিধবা রানী বালা রাজবংশী ৪ কন্যা ও ১ পুত্রকে নিয়ে দীর্ঘদিন থেকে স্বামীর ভিটায় বসবাস করে আসছেন। অভিযোগ পাওয়া গেছে, পার্শ্ববর্তী বাড়ির মোঃ শামসুল হক ও তার বড়ো ভাই আশেক আলী ভূয়া দলিল দেখিয়ে তাদের ভিটে দখল করার জন্য চক্রান্ত করছে। রানী বালা এ ব্যাপারে আদালতে ১০৭ ধারায় মামলা করলে শামসুল হক ও মোতালেব হোসেন তাকে মারধর করে। এ ঘটনায়ও তিনি মামলা (জিআর-৭০(২) ২০০১) দায়ের করেন।

পরবর্তী সময়ে মামলা তুলে নেওয়ার জন্য তারা তাকে চাপ দেয়। মামলা তুলে নিতে রাজি না হওয়ায় আসামিরা তাকে তার জরাজীর্ণ ঘরটি মেরামত করতে দিচ্ছে না। বর্তমানে রানী বালা আসামিদের ভয়ে রাতের বেলা ঘর থেকেও বের হতে পারছেন না।

ভোরের কাগজ, ২০ এপ্রিল ২০০৩

(১৫৪৪)
স্থানীয় বিএনপি নেত্রী ও সন্ত্রাসীদের দৌরাত্ম্য ঃ উজিরপুরে মন্দিরের ও আগৈলঝাড়ায় সংখ্যালঘু পরিবারের জমি দখল

বরিশাল থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক ঃ স্থানীয় বিএনপি নেত্রীর নেতৃত্বে উজিরপুর উপজেলার হস্তিশুণ্ড গ্রামের একটি মন্দিরের সম্পত্তি এবং আগৈলঝাড়ার শিহিপাশা গ্রামে একটি সংখ্যালঘু পরিবারের সম্পত্তি জোরপূর্বক দখল করে নিয়েছে, স্থানীয় সন্ত্রাসীরা।

উজিরপুর উপজেলার হস্তিশুণ্ড গ্রামের বাজার সংলগ্ন কালী মন্দিরের জন্য স্কুলশিক্ষিকা রেণুকণা মজুমদার কিছু জমি দেবত্র করে দেন। অনেকদিন আগে ওই জমিতে কালী মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় এবং স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায় সেখানে নিয়মিত পূজা-অর্চনা করে আসছে। বৃহস্পতিবার সকালে স্থানীয় বিএনপি নেত্রী সেতারা রহিম একদল সন্ত্রাসীকে নিয়ে মন্দিরের জমি জোরপূর্বক দখল করে ঘর তোলে। রেণুকনা মজুমদার সন্ত্রাসীদের বাধা দিতে গিয়ে প্রহৃত হন। দখল অভিযানে সন্ত্রাসী নাসির, পলাশ, মনির, শাহজাহান, মহসিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সন্ত্রাসীরা রেণুকণা মজুমদারকে এক সপ্তাহের মধ্যে দেশত্যাগ করার নির্দেশ দেয়। রেণুকণা ঘটনাটি উজিরপুর থানা পুলিশকে অবহিত করলে পুলিশ গিয়ে ঘর নির্মাণের কাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয়।

অন্যদিকে আগৈলঝাড়া উপজেলার উত্তর শিহিপাশা গ্রামের তরণী কান্ত পাল দীর্ঘদিন যাবৎ অর্পিত সম্পত্তি বিভাগ থেকে ১ একর ৮ শতাংশ জমি ইজারা নিয়ে ভোগ দখল করে আসছিলেন। সম্প্রতি সেনাবাহিনীর সাবেক সদস্য আয়নাল হক ও তার ভাই শামসুল হক সন্ত্রাসীদের নিয়ে রাতের আঁধারে ওই সম্পত্তি দখল করে নিয়ে সেখানে ঘর তোলে। তরণীকান্ত পাল বাধা দিতে গেলে সন্ত্রাসীরা তাকে জীবনানাশের হুমকি দেয়। তরণীকান্ত ঘটনাটি বরিশালের জেলা প্রশাসককে লিখিতভাবে অবহিত করলেও এখন পর্যন্ত অর্পিত সম্পত্তি বেআইনি দখলদারদের কাছ থেকে মুক্ত করা হয়নি।

সংবাদ, ২১ এপ্রিল ২০০৩

(১৫৪৫)
অবশেষে যুবদল নেতার হুমকির মুখে হাসপাতালও ছাড়তে হল গোবিন্দকে

গৌরনদী থেকে সংবাদদাতা ঃ উপজেলার বেজগতি মেস্তারকান্দি গ্রামের কাঠ মিস্ত্রি গোবিন্দ দাস যুবদল নেতার হুমকির মুখে রোববার সকালে হাসপাতাল থেকে পালিয়ে গেছে।

ওইদিন সকাল ৯টায় আহত কাঠমিস্ত্রি গোবিন্দ দাস হাসপাতাল থেকে পালিয়ে গৌরনদী প্রেসক্লাবে হাজির হয়ে সাংবাদিকদের জানায়, শনিবার রাত সাড়ে ৭টায় পৌর যুবদলের আহ্বায়ক জাকির হোসেন শরীফ গৌরনদী হাসপাতালে উপস্থিত হয়ে গোবিন্দ কেন হাসপাতালে ভর্তি হল এবং থানায় মামলা করল এ নিয়ে তাকে গালাগালি করে এবং হুমকি দেয় রোববার সকাল ১০টার মধ্যে হাসপাতাল ত্যাগ না করলে তার অবস্থা ভয়াবহ হবে।

সংবাদ, ২১ এপ্রিল ২০০৩

(১৫৪৬)
চট্টগ্রামে আইনজীবীর পুত্রকে অপহরণের পর হত্যা
বাড়ি দখলকারী সন্ত্রাসী আজিম হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে?

চট্টগ্রাম অফিস ঃ প্রবীণ আইনজীবী অ্যাডভোকেট মৃদুল রক্ষিতের ছোট ছেলে শ্রীকান্ত রক্ষিতকে (২৭) সন্ত্রাসীরা অপহরণের পর হত্যা করেছে। গত শনিবার সন্ধ্যায় বাসা থেকে বের হওয়ার পর তিনি অপহৃত হন। গতকাল সকালে পুলিশ জেলার হাটহাজারীর শিকারপুর এলাকায় তার মস্তকবিহীন লাশ খুঁজে পায়। দুপুরে চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতালে লাশ শনাক্ত করেছেন তার মামা শোভন সেন।

পুলিশের ধারণা, নগরীর হাজারী লেনে মৃদুলের বাড়িটি আংশিক দখলের পর এখন পুরোটাই দখলের চেষ্টায় সন্ত্রাসী আজিম উদ্দিন মাহমুদ শ্রীকান্তকে খুন করেছে। ১৯৯৮ সালের ২৫ ডিসেম্বর ক্রয় সূত্রে মালিকানা দাবি করে বাড়িটির একাংশ দখল করে আজিম।

জানা যায়, গত শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় শ্রীকান্ত তার বন্ধু জসিম উদ্দিনের সঙ্গে আগ্রাবাদে যান। সেখানে কম্পিউটারের কিছু খুচরা যন্ত্রাংশ কিনে ওই বন্ধুর সঙ্গে একই রিকশায় আইস ফ্যাক্টরি রোডের পিটিআই ভবনে গিয়ে আর বাসায় ফেরেননি। কিন্তু শনিবার রাত ৯টায় বাড়ির একাংশ দখলকারী আজিমের বৃদ্ধা মা এলাহীজান (৮০) দুই গৃহপরিচারককে নিয়ে হাজারী লেন ছেড়ে অন্যত্র চলে যান বলে বাড়িটির নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত পুলিশ সদস্যরা জানায়। শ্রীকান্তকে অপহরণ এবং খুনের বিষয়টি জানার পরই এলাহীজান দখল করা বাড়িটি ছেড়ে পালিয়ে যান বলে পুলিশের ধারণা।

সন্ত্রাসী আজিম ১৯৯৮ সালের ২৫ ডিসেম্বর বাড়ির একাংশ দখলে নিলে ওইদিনই নিজ বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যান অ্যাডভোকেট মৃদুল কান্তি রক্ষিত। বাড়ির অন্য অংশে তার ছোট ছেলে শ্রীকান্ত তার মাকে নিয়ে থাকতেন। শ্রীকান্তের বড় ভাই শ্রীকুমার বুয়েট থেকে পাস করার পরই চাকরি নেন একটি বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানে। আর একমাত্র ছোট বোন মৃণ্ময়ী রক্ষিতকে মাস ছয়েক আগে দখলদাররা অপহরণের চেষ্টা চালালে তাকে চট্টগ্রাম থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় অন্যত্র। মৃন্ময়ী অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষার্থী।

বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া বন্ধ

অপহরণ কিংবা প্রাণনাশের হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীকান্ত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা দ্বিতীয় বর্ষ অনার্স পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার পর ক্যাম্পাসে যাওয়া বন্ধ করে দেন। এরপর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে বিকম পাস করেন এবং পাশাপাশি কম্পিউটার হার্ডওয়্যার নেটওয়ার্কিংয়ের ওপর প্রশিক্ষণ নেন।

মামলা দেখতেন শ্রীকান্ত নিজেই

হাজারী লেনের ভিটেবাড়ি দখল নিয়ে আদালতে একাধিক মামলা বিচারাধীন আছে। বাবার অনুপস্থিতিতে মামলা দেখতেন শ্রীকান্ত নিজেই। এ কারণে দখলদাররা তাকে বারবার প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে আসছিল। কিন্তু সন্ত্রাসীদের কোনো হুমকি আমলে না এনেই বাড়ি পাহারা এবং মামলা চালিয়ে আসছিলেন তিনি। অবশ্য বাড়ির একাংশ দখলের ছয় দিন পর ১৯৯৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর সেখানে পুলিশ প্রহরা বসানো হয়। চারজন পুলিশ সার্বক্ষণিক তাদের ঘরে থাকলেও বাইরে তাদের জন্য ছিল না নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

মায়ের বিলাপ

শ্রীকান্তের মা শিখা বিলাপ করে প্রথম আলোকে বলেন, আজ (গতকাল) রোববার বেলা ১২টায় ভোলা পরিচয় দিয়ে এক সন্ত্রাসী তার ছেলের মৃত্যুর সংবাদ দিয়ে বলেছে, 'হাটহাজারীতে তোর ছেলেকে কেটে রেখেছি। লাশ নিয়ে আয়। এরপর তোর স্বামী, বড় ছেলে, মেয়ে এবং সবশেষে তোকে কেটে ফেলব। আমরা তোর জমি চাই না। শুধু লাশ চাই। জায়গা বিক্রি করার চেষ্টার পরিণতি কী সেটা জেনে গেছিস এখন।' ভোলা পরিচয়দানকারী লোকটি আজিম উদ্দিন মাহমুদ বলে শ্রীকান্তের মায়ের ধারণা।

পুলিশের ভাষ্য

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (উত্তর) হাসিব আজিজ জানান, হাটহাজারীর শিকারপুর থেকে মস্তকবিহীন একটি লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। লাশটি সংখ্যালঘু কোনো যুবকের হতে পারে। কিন্তু হত্যাকাণ্ডস্থল শিকারপুর নয় অন্য কোথাও হতে পারে বলে তিনি জানান। লাশটি তোষক দিয়ে মোড়ানো ছিল।

হাটহাজারী থানা পুলিশ তদন্তের আগে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হয়নি। কিন্তু হত্যাকারীদের শনাক্ত করতে তাদের বেগ পেতে হবে না বলে এ কর্মকর্তা জানান।

অপহরণের পর মৃত্যুর সংবাদ জেনেই শ্রীকান্তের বড় ভাই গতকাল দুপুরে ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে পৌঁছেন। কিন্তু তাদের বাবা অ্যাডভোকেট মৃদুল রক্ষিত এবং বোন মৃণ্ময়ী গত রাতে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত চট্টগ্রামে পৌঁছেননি।

শ্রীকান্তের বড় ভাই প্রকৌশলী শ্রীকুমার রক্ষিত তার ভাইয়ের খুনের বিচার বিশেষ ট্রাইব্যুনালে করার দাবি করে বলেন, চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা ক্রমাগত হুমকি দেওয়ার কারণে অন্য আদালতে মামলা পরিচালনা করা তাদের জন্য কঠিন কাজ। প্রতিনিয়ত তারা ঝুঁকির মধ্যে আছেন উল্লেখ করে তিনি বলেন, সন্ত্রাসীরা গতকালও পরিবারের সব সদস্যকে হত্যার হুমকি দিয়েছে।

রাতে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত হাটহাজারী থানায় মামলা হয়নি। তবে আজিম উদ্দিন মাহমুদকে প্রধান আসামি করে ১৪-১৫ জনের নাম উল্লেখ করে মামলার প্রস্তুতি চলছিল।

প্রথম আলো, ২১ এপ্রিল ২০০৩

(১৫৪৭)
চট্টগ্রামে আইনজীবীপুত্র শ্রীকান্ত রক্ষিত হত্যাকাণ্ডে তোলপাড়
নিহতের পরিবারকে সন্ত্রাসীদের ফের হুমকি

স্টাফ রিপোর্টার, চট্টগ্রাম অফিস ঃ চট্টগ্রামের প্রখ্যাত আইনজীবী মৃদুল রক্ষিতের পুত্র শ্রীকান্ত রক্ষিতের নৃশংস, বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডটি সব মহলকে নাড়া দিয়েছে। কোটি টাকার সম্পত্তির বিরোধকে কেন্দ্র করে গত শনিবার অপহরণের পর গলা কেটে নির্মমভাবে শ্রীকান্তকে হত্যা করা হয়। রবিবার রাতে এ ঘটনায় রাউজানের শীর্ষ সন্ত্রাসী আজিম উদ্দিন মাহমুদকে প্রধান আসামী করে ১১ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন নিহতের মা।

রবিবার লাশ উদ্ধারের পর রাতেই শ্রীকান্তের লাশের সৎকার সম্পন্ন হয়েছে। তবে পুলিশ সোমবার পর্যন্ত তার কাটা মস্তকটি উদ্ধার করতে পারেনি। সে সঙ্গে গ্রেফতার হয়নি ঘটনায় জড়িত কোন সন্ত্রাসী। এর মধ্যে সন্ত্রাসীদের হুমকির প্রেক্ষিতে নিহতের পরিবার রয়েছে আতঙ্কে। এ্যাডভোকেট মৃদুল রক্ষিতের ৫৮ শতক পৈত্রিক সম্পত্তি আছে শহরের হাজারি গলিতে। প্রায় এক শ বছরের পুরনো এই বাড়িটির একটি অংশ ১৯৯৮ সালের ২৫ ডিসেম্বর দখল করে নেয় রাউজানের নোয়াপাড়ার সন্ত্রাসী আজিম উদ্দিন মাহমুদ। তার দাবি, মৃদুল রক্ষিতের প্রয়াত ভাই মৃণাল রক্ষিতের কাছ থেকে সে এ সম্পত্তি কিনেছে। কিন্তু মৃদুল রক্ষিতের পরিবারের কথা- সন্ত্রাসী আজিম জাল দলিলের মাধ্যমে এ জায়গা দখল করেছে। দখলের পর পরিবার নিয়ে সেখানেই থাকত সন্ত্রাসী আজিম। কিন্তু নিজের জায়গায় থাকতে পারেননি প্রবীণ আইনজীবী মৃদুল রক্ষিত। পালিয়ে পালিয়ে থাকতেন তিনি। শুধু স্ত্রী শিখা রক্ষিত ও ছোট ছেলে শ্রীকান্ত রক্ষিত এ বাড়িতে থাকতেন। আর এ বাড়ি নিয়ে বিরোধের জের ধরে যে সব মামলা

হয়েছে সেগুলো তদারক করত শ্রীকান্ত। ফলে সন্ত্রাসীদের চক্ষুশূল হয় সে। এর মাঝে সে সন্ত্রাসীদের উৎপাত, হুমকির মুখে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে প্রাইভেটে ডিগ্রী পাস করেছে। কিন্তু তার পরও শেষরক্ষা হয়নি তার। সন্ত্রাসীরা তাদের দখলদারিত্ব নিরঙ্কুশ করতে তাকে হত্যা করে নির্মমভাবে। শুধু তাই নয়, হত্যার পর মস্তকটিও বিচ্ছিন্ন করে ফেলে দেয়।

শ্রীকান্ত রক্ষিতকে অপহরণের পর হত্যার ঘটনায় তার মা বাদী হয়ে ডবলমুরিং থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন। রবিবার রাত ১১ টায় জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি, সম্পাদক, সরকারি কৌসুলি (পিপি)সহ বিপুল সংখ্যক আইনজীবী থানায় গিয়ে মামলাটি দায়ের করান। এর আগে কোতোয়ালি থানায় মামলা দায়ের করতে গেলেও পুলিশ মামলা নেয়নি। কারণ গত শনিবার শ্রীকান্ত যে জায়গাটি থেকে অপহৃত হয় সেই আইস ফ্যাক্টরি রোডের পিটিআই এলাকাটি ডবলমুরিং থানায় অবস্থিত। মামলার প্রধান আসামী করা হয়েছে আজিম উদ্দিন মাহমুদকে। এ ছাড়া অন্য ১০ আসামী হচ্ছে আবদুল হামিদ, পরিতোষ রক্ষিত, ইরফান চৌধুরী জাহাঙ্গীর, কাজল রক্ষিত, অপরূপ রক্ষিত, অরুণ রক্ষিত, বরুণ, অমি ও স্বরোজ গুহ। এদের সবার বাড়ি রাউজানের নোয়াপাড়ায়। কয়েকজন আবার মৃদুল রক্ষিতের আত্মীয়স্বজন। মামলার পর পরই পুলিশ বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়েছে। তবে কেউ গ্রেফতার হয়নি। উদ্ধার হয়নি শ্রীকান্তের কাটা মস্তক।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২২ এপ্রিল ২০০৩

(১৫৪৮)
মুক্তাগাছায় সংখ্যালঘু পরিবারের ১ শিশুকে ধর্ষণ, ৪৮ ঘণ্টায় উদ্ধার

মুক্তাগাছা থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ মুক্তাগাছার সংখ্যালঘু পরিবারের এক শিশুকন্যাকে ধর্ষণের ৪৮ ঘণ্টা পর উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় পৌর মহিলা কমিশনার মমতাজ বেগমকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

মুক্তাগাছা পৌর শহরের পাড়াটঙ্গি এলাকার সংখ্যালঘু পরিবারে লক্ষ্মীচরণের শিশুকন্যা (৭) গত ১৫ এপ্রিল সন্ধ্যার পর মুচিপাড়ার চড়ক মেলা দেখে বাড়ি ফেরার পথে একই এলাকার শাহজাহানের ছেলে তোরণ (২১) বাদামের লোভ দেখিয়ে কলাক্ষেতে নিয়ে তাকে ধর্ষণ করে। ধর্ষিতার আর্তচিৎকারে এলাকার লোকজন তাকে উদ্ধার করে। ধর্ষিতার অধিক রক্তক্ষরণের ফলে তাকে মুক্তাগাছা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে ঘটনাটি স্থানীয়ভাবে আপস-মীমাংসার চেষ্টা করার সময় সভাস্থল থেকে ধর্ষকের সন্ত্রাসী বাহিনী ধর্ষিতাকে অপহরণ করে লুকিয়ে রাখে। এ ব্যাপারে মামলা হলে পুলিশ ঘটনার ৪৮ ঘণ্টা পর শহরের বড় শ্রমডাঙ্গারচর এলাকা থেকে তাকে উদ্ধার করে। এ ঘটনায় মুক্তাগাছা পৌরসভার মহিলা কমিশনার মমতাজ বেগমকে গ্রেফতার করে জেলহাজতে পাঠানো হয়।

সংবাদ, ২৩ এপ্রিল ২০০৩

(১৫৪৯)
পীরগঞ্জে আদিবাসী তরুণী ধর্ষিত

পীরগঞ্জ প্রতিনিধি ঃ ২০ এপ্রিল রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলায় আদিবাসী এক তরুণী ধর্ষণের শিকার হয়েছে। জানা গেছে, ঘটনার দিন উপজেলার পাটগ্রাম গ্রামের ওই তরুণী তার নিজ ছাউনিতে ঘুমিয়ে ছিল। এ সময় পার্শ্ববর্তী ছোট উজিরপুর গ্রামের আব্দুল গফুরের ছেলে ২ সন্তানের জনক আতোয়ার রহমান (২৬) ওই ছাউনিতে প্রবেশ করে তাকে ধর্ষণ করে।

ধর্ষিতার চিৎকারে আদিবাসী পল্লীর লোকজন এসে তাকে উদ্ধার করে ধর্ষক আতোয়ারকে আটক করে। কিন্তু তার দলবল এসে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে যায়।

আজকের কাগজ, ২৩ এপ্রিল ২০০৩

(১৫৫০)
সরিষাবাড়ীতে এক খ্রীস্টান যুবককে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা

জামালপুর, ২৪ এপ্রিল, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বুধবার গভীর রাতে সরিষাবাড়ী উপজেলার মহাদান ইউনিয়নের সানাকৈর পূর্বপাড়া গ্রামে হৃদয় রায় (৩২) নামে এক খ্রীস্টান যুবককে দুর্বৃত্তরা নৃশংসভাবে খুন করেছে। ৮/১০ জনের একটি দুর্বৃত্ত দল তাকে উপর্যুপরি ছুরিকাঘাত ও কুপিয়ে হত্যা করে। তিনি চলচ্চিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে খ্রিস্ট ধর্ম প্রচার কাজে নিয়োজিত ছিলেন বলে জানা গেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, হৃদয় রায়ের বাড়ি বরিশাল জেলার গৌরনদী উপজেলার পিঙ্গলকাঠি গ্রামে। ক্রিশ্চিয়ান লাইফ বাংলাদেশ নামের একটি সংগঠনের কমিউনিটি কনসাসনেস কোর্সের কর্মী ছিলেন তিনি। এক মাস যাবত হৃদয় রায় সানাকৈর পূর্বপাড়ায় দিগপাইত সরিষাবাড়ী রাস্তার পাশে তাহেরা আক্তার নামে এক বিধবা মহিলার বাসার একটি কক্ষে ভাড়ায় থাকতেন এবং প্রজেক্টরের মাধ্যমে বিভিন্ন এলাকায় খ্রিস্টধর্মীয় চলচ্চিত্র প্রদর্শন করতেন। এনিয়ে স্থানীয় লোকজনের মাঝে নানা প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। মহাদান ইউনিয়নের ঝিগারভিটা এলাকায় একদল মুসল্লি হৃদয় রায়কে এই চলচ্চিত্র প্রদর্শনের জন্য বাধাও দেয় কয়েকদিন আগে।

বুধবার হৃদয় রায় প্রতিদিনের মতো চলচ্চিত্র প্রদর্শনের জন্য রঘুনাথপুর গ্রামে যান। সেখান থেকে বাসায় ফেরেন রাত ১টায়। দুর্বৃত্তরা আগে থেকেই তার বাসার আশেপাশে ওৎ পেতে ছিল। এক পর্যায়ে দুর্বৃত্তদল তার ঘরে ঢুকে হামলা চালিয়ে তাকে ছুরিকাঘাত করে ও উপর্যুপরি কোপায়। হৃদয় রায় ঘটনাস্থলেই নিহত হন। এ সময় তার ডাক-চিৎকারে বাড়ির মালিক ও প্রতিবেশীরা এগিয়ে এলে দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যায়। দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যাওয়ার সময় ২টি সাইকেল ও একটি রিক্সা ভ্যান ফেলে গেছে। চলচ্চিত্র প্রদর্শনের প্রজেক্টর, জেনারেটর, স্ক্রীপ্ট ও ফিল্মসহ অন্যান্য সরঞ্জাম বাসার বাইরে রাস্তায় পড়ে ছিল। পুলিশ এসব মালামাল জব্দ করেছে।

জানা গেছে, পুলিশ বাড়ির মালিক তাহেরা আক্তার ও তাঁর স্কুল পড়ুয়া যুবতী কন্যা হাসিকে সরিষাবাড়ী থানায় নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। পুলিশ সুপার ডা. আফতাব উদ্দিন আহমেদ ও সরিষাবাড়ী থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে হৃদয় রায়ের লাশ উদ্ধার করেছে। ঘটনার খবর পেয়ে ক্রিশ্চিয়ান লাইফ বাংলাদেশের কর্মকর্তা ঢাকা থেকে রওনা হয়েছেন। এ ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার হয়নি। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত নৃশংস এই খুনের ঘটনার মোটিভ জানা যায়নি।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৫ এপ্রিল ২০০৩

(১৫৫১)
পাওনা টাকা আদায়ের জন্য প্রতিবেশী স্কুল ছাত্রকে অপহরণ!

মাদারীপুর প্রতিনিধি ঃ দেনাদারের পাশের বাড়ির লোক হওয়ার অপরাধে সমর বিশ্বাস (১২) নামক এক স্কুলছাত্রকে অপহরণ করে পায়ে লোহার শিকল পরিয়ে নির্জন একটি ঘরে

তালাবদ্ধ করে রেখেছিল আমজাদ কসাই নামক এক পাষণ্ড পাওনাদার। পুলিশ সংবাদ পেয়ে সমরকে উদ্ধার করে। ঘটনাটি ঘটেছে গত মঙ্গলবার রাজৈর উপজেলা সদরে।

এলাকাবাসী ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মাদারীপুর শহরের তালতলি এলাকার আমজাদ কসাই রাজৈর উপজেলার লখণ্ডা গ্রামের জনৈক ব্যক্তির কাছে কিছু টাকা পেতো। গত মঙ্গলবার দুপুরে আমজাদ কসাই উক্ত ব্যক্তির কাছে টাকা আনতে যায়। টাকা না পেয়ে ক্ষুব্ধ আমজাদ কসাই দেনাদার ওই ব্যক্তির পাশের বাড়ির মুকুন্দ বিশ্বাসের পুত্র লখণ্ডা উচ্চ বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র সমরকে অপহরণ করে রাজৈর সদরে তার শ্বশুরবাড়িতে আটকে রাখে। সন্ধ্যায় রাজৈর থানা পুলিশ সংবাদ পেয়ে ওই ঘর থেকে সমরকে উদ্ধার করে।

ভোরের কাগজ, ২৫ এপ্রিল ২০০৩

(১৫৫২)
সিঙ্গাইরে সংখ্যালঘু পরিবারের উপর হামলা ॥ আহত ৫

সিঙ্গাইর (মানিকগঞ্জ) থেকে সংবাদদাতা ঃ সিঙ্গাইরে সন্ত্রাসীদের নারকীয় তাণ্ডবে সংখ্যালঘু পরিবারের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ঘর-বাড়ি ভাংচুরের ঘটনা ঘটেছে। হামলায় আহত হয়েছে মহিলাসহ ৫ জন।

জানা গেছে, গত ১৮ এপ্রিল উপজেলার চারিগ্রাম গ্রামে পাওনা টাকা চাইতে গিয়ে খড়গ নেমে আসে সংখ্যালঘু জগদীশ ঘোষের পরিবারের উপর। এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসী চারিগ্রামের ত্রাস স্বাধীন (৩০), মতিয়ার (২৭) মেহের (২৫) ও আনেছ (২৫) হামলা চালিয়ে জগদীশের বিস্কুটের বেকারী ভাংচুর করে। হামলায় জগদীশ ঘোষ (৫৫) স্ত্রী পুষ্প ঘোষ (৫০) পুত্র বলদেব (২৮) সহদেব (২৫) ও সুশীল (২০) আহত হন। সন্ত্রাসীরা নির্মমভাবে হাতুড়ী, রড দিয়ে পিটিয়ে পুষ্পরানী ঘোষের ৩টি দাঁত ভেঙ্গে দেয়। মামলা করায় ওই পরিবারের উপর দফায় দফায় হামলা অব্যাহত রয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক, ২৬ এপ্রিল ২০০৩

(১৫৫৩)
মৌলভীবাজারে সংখ্যালঘুদের ৪ একর জমি দখল করেছে ভূমিহীন নামধারীরা

নিজামুল হক বিপুল, রাজনগর (মৌলভীবাজার) ঃ মৌলভীবাজারের রাজনগর উপজেলার শ্বাসমহল গ্রামের স্থানীয় সংখ্যালঘুদের প্রায় চার একর ভূমি পার্শ্ববর্তী দু-তিনটি গ্রামের ভূমিহীন নামধারী একদল প্রভাবশালী লোক দখল করে নিয়েছে। সংখ্যালঘুদের পক্ষ থেকে ইউপি চেয়ারম্যান, ইউএনও এবং থানার ওসির কাছে লিখিত আবেদন জানানো হলেও দখলদারদের এখনো উচ্ছেদ করা হয়নি।

সরেজমিন স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, শ্বাসমহল ও প্রেমনগর মৌজার কৃষিজমি উপজেলার টেংরা ইউনিয়নের টগরপুর, আদনাবাদ ও কোনাগাঁও গ্রামের প্রভাবশালী ১৭ ব্যক্তি জোরপূর্বক দখল করে নেয়। গত ২০ মার্চ গভীর রাতে দখলকারীরা ওই জমিতে ছোট ছোট ১০-১২টি ঘর ওঠায়। পরবর্তী সময়ে আরো পাঁচটি ছোট ঝুপড়ি ঘর তোলা হয়।

শ্বাসমহল গ্রামের মিলন দে, ললিত মোহন দে, সুরেন্দ্র কুমার দে, বুলবুল দত্ত, পুষ্প দত্তসহ আরো কয়েকজন গ্রামবাসী জানান, ১৮৭৬ সালের সেটেলমেন্ট জরিপে বর্তমান ডিসি খতিয়ানভুক্ত জমিগুলো তাদের মৌরুসি সম্পত্তি হিসেবে রেকর্ড হয়। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে

নদীভাঙনের ফলে সেটেলমেন্ট জরিপে এগুলো ডিসি খতিয়ানভুক্ত হয়। তারা আরো বলেন, জমিগুলো তারা গত ৩০-৩৫ বছর যাবৎ ভোগ করে আসছেন।

নিজেদের ভূমিহীন দাবি করে দখলকারীরা জানায়, তারা এই জমির জন্য বছরখানেক আগে উপজেলা প্রশাসনের কাছে লিখিত আবেদন করেছে। দখলদাররা হলেন জয়নাল মিয়া, ইব্রাহিম মিয়া, মশাহিদ মিয়া, মজিদ মিয়া, মনু মিয়া, আলতু মিয়া, শফিক মিয়া, কাছিরুন বেগম, শাহবাজ মিয়া, এনামুল মিয়া, চেরাগ মিয়া, ছিদ্দিক মিয়া, জব্বার মিয়া, মোতাহির মিয়া, উমর মিয়া, মাসুক মিয়া ও সায়েদ মিয়া।

এদিকে দখল ঘটনার পর ইউএনও এবং ওসিকে লিখিতভাবে বিষয়টি জানানো হলে ইউএনও হাবিবুল কবির চৌধুরী বিষয়টি তদন্ত করার জন্য মনসুরনগর ইউপির সহকারী ভূমি কর্মকর্তা করুণা কান্তি ভৌমিক ও সার্ভেয়ার আনোয়ারুল ইসলামকে দায়িত্ব দেন। তারা বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে তদন্ত করে দখলকারীদের অবৈধ উল্লেখ করে উচ্ছেদ করার অনুরোধ জানিয়ে রিপোর্ট দেন। পরবর্তী সময়ে ইউএনও আরো একটি তিন সদস্যের কমিটি গঠন করেন। তবে তারা এখনো তদন্ত শেষ করেননি।

বিষয়টি সুরাহা করার জন্য উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে দায়িত্ব দেওয়া হয় মনসুরনগর ও টেংরা ইউপির চেয়ারম্যানকে। তারা নিষ্পত্তির জন্য স্থানীয় এনামুল হকের বাড়িতে বসেন। কিন্তু কোনো সিদ্ধান্ত ছাড়াই ওই সভা শেষ হয়। মনসুরনগর ইউপি চেয়ারম্যান সাদিকুর রহমান বলেন, দখলকৃত ভূমি ডিসি খতিয়ানভুক্ত। এগুলো ৩০-৩৫ বছর ধরে শ্বাসমহলের সংখ্যালঘুরা ভোগ করে আসছে। তিনি বিষয়টি উপজেলা সমন্বয় সভায় উত্থাপন করেছেন বলে জানান।

দখলের ব্যাপারে ইউএনও হাবিবুল কবির চৌধুরী বলেন, দখলকারীরা ইতিপূর্বে দরখাস্ত করেছে কি না তা আমার জানা নেই। তবে দখলের পর দখলকারী এবং সংখ্যালঘু উভয়পক্ষই আবেদন করেছে। তিনি আরো বলেন, আবেদন করলেও কেউ এভাবে রাতের আঁধারে ঘর ওঠাতে পারে না। এটা সম্পূর্ণ বেআইনি। আরেকটি তদন্ত চলছে ওই রিপোর্ট এলেই ব্যবস্থা নেব। তিনি স্বীকার করেন যে, দখলকারীদের অধিকাংশই ভূমিহীন নয়।

প্রথম আলো, ২৭ এপ্রিল ২০০৩

(১৫৫৪)
মির্জাপুরে সন্ত্রাসী হামলার শিকার সবিতার গর্ভের বাচ্চা নষ্ট হয়ে গেছে সংখ্যালঘুদের মধ্যে আতঙ্ক

মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সন্ত্রাসী হামলায় গুরুতর আহত সংখ্যালঘু পরিবারের অন্তঃসত্ত্বা সবিতার গর্ভের বাচ্চা নষ্ট হয়ে গেছে। বুধবার সকাল ১১টায় তাকে কুমুদিনী হাসপাতালে অপারেশন করে একটি মরা বাচ্চা প্রসব করানো হয়।

১৭ এপ্রিল উপজেলার গোড়াহ গন্ধব্যপাড়ার সন্ত্রাসী কাশেম মজনুর নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একটি পরিবারের ওপর হামলা চালায়। ওই হামলায় নিরদ চন্দ্র, তার স্ত্রী সুবাসী রানী এবং অন্তঃসত্ত্বা মেয়ে সবিতা গুরুতর আহত হয়। থানায় মামলা হওয়ার পর ৪ জন গ্রেফতার হলেও আদালত থেকে তারা জামিনে ছাড়া পায়। এতে সংখ্যালঘুদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। প্রায় এক সপ্তাহ কুমুদিনী হাসপাতালে ভর্তি থাকার পর বুধবার সবিতার অপারেশন হয়।

সংবাদ, ২৭ এপ্রিল ২০০৩

(১৫৫৫)
মাগুরায় সেবাইতকে মারধর করে প্রাচীন মন্দির দখলের চেষ্টা

মাগুরা প্রতিনিধি ঃ প্রায় সাড়ে ৫০০ বছরের পুরোনো মাগুরার শক্রজিতপুর গ্রামের মদনমোহন মন্দিরের জমি জবরদখলের চেষ্টা চালানোর অভিযোগ উঠেছে। এ লক্ষ্যে গ্রামের জনৈক রফিকুল্লাহর নেতৃত্বে সরকারি দলের মদদপুষ্ট একটি প্রভাবশালী মহল বর্তমান সেবাইতকে মন্দিরের দখল ছেড়ে দিয়ে এক মাসের মধ্যে ভারত চলে যাওয়ার হুমকি দিয়েছে বলে অভিযোগে প্রকাশ। জানা গেছে, চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে গ্রামের ধর্মীয় নেতা শক্রজিত সিংহের বংশধর নরেশ চন্দ্র সিংহ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নামানুসারে মদন মোহন মন্দিরটি নির্মাণ করেন। মনোরম পরিবেশে সৌন্দর্যমণ্ডিত এ মন্দিরটির বর্তমান সেবাইত স্বপন ভট্টাচার্য বহুদিন যাবৎ মন্দির সংলগ্ন জমিতে বসবাস করে আসছেন। কিন্তু গ্রামের ওয়ালিউল্লাহর পুত্র প্রভাবশালী রফিকুল্লাহ মন্দিরের সেবাইতের বাড়িসহ ৩০ শতাংশ জমি বেশ কিছুদিন ধরে জবরদখলের চেষ্টা চালিয়ে আসছে।

এ অবস্থায় গত ৪ এপ্রিল রফিকুল্লাহর নেতৃত্বে বিএনপির ক্যাডাররা সেবাইত স্বপন ভট্টাচার্যকে লাঠিসোঁটাসহ ধারালো অস্ত্র নিয়ে ধাওয়া করে। কিন্তু স্থানীয় লোকজন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলে তারা পালিয়ে যায়। পরদিন ভোরে আবারো রফিকুল্লাহর নেতৃত্বে ৫/৭ জন হামলা চালিয়ে সেবাইতকে উদ্দেশ্য করে নানারকম গালিগালাজসহ 'শালা মালাউন এক মাসের মধ্যে বাড়ি ছেড়ে ভারতে চলে যাবি' বলে হুমকি দেয়।

সেবাইত স্বপন ভট্টাচার্য বর্তমানে প্রাণভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। তিনি গত ৬ এপ্রিল বাদী হয়ে রফিকুল্লাহ, আঃ গফুর, সিরাজ, আনিচ, ধনু মিয়া, নবী নামক ৬ জনকে আসামি করে মাগুরা ফৌজদারি আদালতে একটি মামলা দায়ের করেন। চরম নিরাপত্তাহীনতার মুখে তিনি এ ব্যাপারে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

ভোরের কাগজ, ২৭ এপ্রিল ২০০৩

(১৫৫৬)
মানিকগঞ্জে জমি গ্রাস করার জন্য মেয়েকে অপহরণ!

মানিকগঞ্জ, ২৭ এপ্রিল, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ নবম শ্রেণীর ছাত্রী চেনু রানীকে অপহরণ করার অভিযোগ উঠেছে মাদ্রাসা ছাত্র শহিদুল ইসলামের বিরুদ্ধে। চেনু রানীর বাবা হরিদাস বাড়ই অভিযোগ করেছেন জমিজমার লোভে শহিদুলকে দিয়ে তার বাবা মোহম্মদ আলী এই অপহরণের ঘটনা ঘটিয়েছে। এভাবে উত্যক্ত করে হরিদাসকে কম দামে জমিজমা বিক্রি করিয়ে বাধ্য করা হবে ভারতে চলে যেতে।

ঘটনাটি ঘটেছে গত ১৯ এপ্রিল সাটুরিয়া উপজেলার হরগজ ইউনিয়নের চরপাড়া গ্রামে। ঐ দিন সন্ধ্যায় হরিদাসের সামনেই বাড়ি থেকে শহিদুল কয়েকজন সঙ্গীসহ চেনু রানীকে তুলে নিয়ে যায়। হুমকি দেয় বাধা দিলে গুলি করে মেরে ফেলা হবে। মানইজ্জতের ভয়ে প্রথমেই থানা-পুলিশ না করে গোপনে হরিদাস স্থানীয় মুরুব্বিদের জানান। কিন্তু মুরুব্বিদের দেনদরবারেও মোহম্মদ আলী তার ছেলে শহিদুল ও চেনুকে হাজির করেনি। বাধ্য হয়ে হরিদাস কোর্টে মামলা করেন।

মুরব্বিদের একজন সাটুরিয়া উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান বসিরউদ্দিন ঠাণ্ডু জানান, মোহম্মদ আলী হিন্দুদের জমিজমা গ্রাস করার জন্য নানা ফন্দিফিকির করে আসছে। চেনু রানীকে অপহরণের পিছনেও এই উদ্দেশ্য কাজ করছে বলে তিনি জানান। এর আগেও একটি অন্ধ লোকের পরিবারকে বাধ্য করেছে ভারতে চলে যেতে। তার প্রায় পাঁচ বিঘা জমি এখন

মোহম্মদ আলীর দখলে। এদিকে শহিদুল ও তার বাবা মোহম্মদ আলীর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাদের পাওয়া যায়নি। মামলা হওয়ার পর থেকে এরা পলাতক রয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৮ এপ্রিল ২০০৩

(১৫৫৭)
ডুমুরিয়ায় ঘুম থেকে ডেকে তুলে এক ব্যক্তিকে কুপিয়ে হত্যা

খুলনা অফিস ঃ একদল অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী নির্মল বিশ্বাস (৪৫) নামে এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছে। শনিবার গভীর রাতে রক্তাক্ত জনপদ ডুমুরিয়া উপজেলার ভরাদিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও এলাকাবাসী জানায়, শনিবার রাত আনুমানিক সাড়ে ১২টায় ভরাদিয়া গ্রামের বাসিন্দা সুধাংশু বিশ্বাসের পুত্র নির্মল বিশ্বাস নিজ ঘরে ঘুমিয়ে ছিল। এ সময় ৮/১০ জনের একদল অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী তার বাড়িতে আসে। ঘুম থেকে ডেকে তুলে অস্ত্রধারীরা তাকে এলাকার জনৈক শ্যামলের বাগানে নিয়ে যায়। এ সময় সন্ত্রাসীরা তাকে লাঠি দিয়ে বেদম প্রহার করে। পরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে মৃত্যু নিশ্চিত ভেবে ঘাতকরা চলে যায়।

বিষয়টি এলাকাবাসী জানতে পেরে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলে যায়। তারা আহত নির্মলকে উদ্ধার করে ডুমরিয়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে। অবস্থার অবনতি হলে নির্মলকে খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। গতকাল রোববার দুপুর দেড়টায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় সে মারা যায়। সোনাডাঙ্গা থানা পুলিশ খবর পেয়ে হাসপাতালে যায়। তারা সুরতহাল রিপোর্ট শেষে ময়না তদন্তের জন্য লাশ মর্গে প্রেরণ করে। এ ব্যাপারে সোনাডাঙ্গা থানায় জিডি হয়েছে। নিহত নির্মলের দু'ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে।

আজকের কাগজ, ২৮ এপ্রিল ২০০৩

(১৫৫৮)
বর্গাদারের নজর পড়েছে মালিকের জমিতে
মা-বাবার সামনে মেয়েকে ধর্ষণ ঃ পুরোহিত পরিবারটি গ্রামছাড়া

মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি ঃ মানিকগঞ্জের শিবালয় উপজেলার আড়ুয়া গ্রামে এক হিন্দু পুরোহিতের কিশোরী কন্যা গণধর্ষণের শিকার হয়েছে। গত রোববার গভীর রাতে মা-বাবাকে বেঁধে রেখে তাদের সামনেই ১০ পাষণ্ড পালাক্রমে তাকে ধর্ষণ করে। ঘটনার পর থেকে ওই পরিবারটি ভয়ে গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র আত্মগোপন করেছে। ধর্ষিতা নিজেই বাদী হয়ে মামলা দায়ের করেছে। পুলিশ দুই ধর্ষককে গ্রেপ্তার করেছে। গতকালই ধর্ষিতার ডাক্তারি পরীক্ষা করানো হয়।

ধর্ষিতা অভিযোগ করেন, রোববার রাত সাড়ে ১২টার দিকে একই গ্রামের আব্বাস আলী ওরফে আকু গাজী, লুৎফর প্রামাণিক, মান্নান ও সাহদাত হোসেন ওরফে খাদুসহ আরো ছয় সন্ত্রাসী পুরোহিতের বাড়িতে যায়। এর পর তারা দরজার বাঁধন কেটে ঘরে ঢুকে মা-বাবা ও দুই ভাইকে বেঁধে রেখে ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। চাঁদা দিতে অপারগতা প্রকাশ করলে সন্ত্রাসীরা তার বাবাকে বাড়ির উঠানে একটি গাছের সঙ্গে, দুই ভাইকে অন্য একটি ঘরে বেঁধে রেখে এবং মাকে ঘরের বারান্দায় আটকে রেখে মেয়েটিকে উপর্যুপরি ধর্ষণ করে। এক পর্যায়ে মেয়েটি অচেতন হয়ে পড়লেও নির্যাতন অব্যাহত থাকে।

মেয়েটির মা বলেন, অনেক আকুতি মিনতি করেও মেয়েকে রক্ষা করতে পারিনি। মেয়েকে বিবস্ত্র করার পরপরই আমি তাদের দাবি অনুযায়ী ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দিতেও

স্বীকার করি। কিন্তু তাতেও পাষণ্ডরা থামেনি। তারা আমাদের গ্রামছাড়া করার জন্যই পরিকল্পিতভাবে এই ঘটনা ঘটায়।

ধর্ষিতার বাবা বলেন, ঘটনার পরেরদিনই আমরা থানায় মামলা করার উদ্যোগ নিই। কিন্তু এলাকার একটি প্রভাবশালী মহল আপসরফার নামে মামলা থেকে বিরত রাখে। পরে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানের সহযোগিতায় গতকাল মঙ্গলবার শিবালয় থানায় মামলা দায়ের করা হয়। তবে এর আগেই পুলিশ ধর্ষক আক্কাস আলী ও সাহদাত হোসেনকে গ্রেফতার করে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ওই পুরোহিতের ১২ বিঘার মতো সম্পত্তি রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে বর্গাচাষী হিসেবে ওই জমি চাষাবাদ করে আসছিল আক্কাস আলী। এক সময় ওই সম্পত্তির ওপর লোভ জাগে তার। এই লোভের বশবর্তী হয়েই আক্কাছ ভয়ভীতির মুখে পুরোহিত পরিবারটিকে এলাকাছাড়া করার জন্য এই হিংস্র পথ বেছে নেয়।

এদিকে মামলা দায়েরের পর থেকে ধর্ষক এবং তাদের সহযোগীরা আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। তারা এখন নানা হুমকি দিয়ে বেড়াচ্ছে পরিবারটিকে। ফলে প্রাণের ভয়ে ধর্ষিতাকে নিয়ে পরিবারটি গতকাল থেকেই গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র আত্মগোপন করে রয়েছে।

মানিকগঞ্জের পুলিশ সুপার মোশাররফ হোসেন ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে প্রথম আলোকে বলে, গত রোববার গভীর রাতে ঘটনা ঘটলেও পুলিশকে জানানো হয় বিলম্বে। এরপরেও মামলা দায়েরের আগেই আমার নির্দেশে শিবালয় থানা পুলিশ দুই ধর্ষককে গ্রেপ্তার করে। তবে আটক সাহদাত হোসেন ধর্ষণের ঘটনার সঙ্গে নিজেকে জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করে জানায়, ঘটনার দিন সে পাটুরিয়া ঘাটে গিয়ে স্থানীয় ছাত্রদল নেতা রজুর সঙ্গে রাত ১২টার দিকে বাড়ি ফেরে। গ্রেপ্তার হওয়ার পর জানতে পারে সেও ধর্ষকদের একজন।

প্রথম আলো, ৩০ এপ্রিল ২০০৩

(১৫৫৯)
রাঙ্গামাটিতে পাহাড়ি এক ছাত্রী ধর্ষণের শিকার, এলাকায় উত্তেজনা

চট্টগ্রাম অফিস ঃ রাঙ্গামাটিতে গত বৃহস্পতিবার দুপুরে স্থানীয় ভোকেশনাল ইনস্টিটিউটের নবম শ্রেণীর এক পাহাড়ি ছাত্রী ধর্ষিত হয়েছে। স্থানীয় বাজারে খাতা কিনতে গেলে বনরূপা বাজারের আলীফ বোর্ডিং-এর কর্মচারী মোঃ আজিজ ঐ কিশোরীকে তার বাবা বোর্ডিং-এ অপেক্ষা করছে বলে ডেকে নিয়ে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে।

এ ঘটনায় রাঙ্গামাটির আদিবাসীদের মধ্যে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। বর্তমানে স্থানীয় জেনারেল হাসপাতালে ঐ কিশোরী চিকিৎসাধীন থাকলেও ধর্ষক আজিজ পালিয়ে গেছে বলে জানা যায়। হিল উইমেন্স ফেডারেশন এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে ধর্ষক আজিজের শাস্তি দাবি করেছে। বিবৃতিতে উদ্বেগের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়, পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম নারীরা প্রতিনিয়ত বাঙালিদের হাতে নির্যাতিত হচ্ছে। বেশিরভাগই কিশোরী এবং গত কয়েক মাসের মধ্যে এ ঘটনা আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে গেছে।

বিবৃতিতে আরো উল্লেখ করা হয়, গত বছরের ৫ অক্টোবর দিঘীনালায় এক কিশোরী, এ বছর ১৯ জানুয়ারি পানছড়িতে এক কিশোরীসহ বান্দরবানের বালাঘাটার এক স্কুল ছাত্রী বাঙালিদের হাতে ধর্ষিত হয়। বিবৃতিতে সরকারের নির্লিপ্ততার সুযোগে পার্বত্য চট্টগ্রামে এসব ঘটনা বেড়ে যাচ্ছে বলে উল্লেখ করে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সারা দেশে সংঘটিত নারী নির্যাতনের ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে দোষী ব্যক্তিদের শাস্তির জোর দাবি জানানো হয় এবং ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে সে ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

ভোরের কাগজ, ৩০ এপ্রিল ২০০৩

মে ২০০৩

(১৫৬০)
ধর্ষণের বিচার দাবিতে মানিকগঞ্জে শত শত গ্রামবাসীর বিক্ষোভ পরিবারটি এলাকা ছাড়া

মানিকগঞ্জ, ৩০ এপ্রিল, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ মানিকগঞ্জের অরোয়া গ্রামে পুরোহিত কন্যা ধর্ষণের বিচারের দাবিতে শত শত গ্রামবাসী বিক্ষোভ করেছে। বুধবার মানিকগঞ্জের ভারপ্রাপ্ত ডিসি ও পুলিশ কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গেলে গ্রামবাসীরা ঐ দাবি জানায়। এদিকে পুরোহিত কন্যাকে ধর্ষকদের অন্যতম গ্রেপ্তারকৃত আক্কাস গাজীর বিরুদ্ধে আরও একটি মামলা হয়েছে। অরোয়া গ্রামেরই এক বিধবা বুধবার ঐ মামলা করেছে। শিবালয় পুলিশ সূত্র জানায়, গ্রেপ্তারকৃত আক্কাস গাজী ও শাহাদাৎ হোসেনকে রিমান্ডে নেয়ার আবেদন করা হলে। বুধবার ধর্ষিত পুরোহিত কন্যার মেডিক্যাল পরীক্ষা করা হয়েছে। খবর পাওয়া গেছে। মঙ্গলবার মামলা করার পর থেকে নিরাপত্তার কারণে পুরোহিত পরিবার বাড়ি ছেড়ে অন্য গ্রামে আশ্রয় নিয়েছে। এদিকে পুরোহিত পরিবারের উপর নির্যাতনের ঘটনায় অরোয়া গ্রামবাসীর মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। গ্রামবাসী এখন নিশ্চিত পুরোহিতের জমিজমা দখলের উদ্দেশ্যেই এই অমানবিক ঘটনা ঘটানো হয়েছে। আর এর পিছনে রয়েছে সরকারি দলের প্রভাবশালী নেতার অনুগত সন্ত্রাসীরা। ঐ সন্ত্রাসীদের লিডার এর আগে গ্রামের এক কলেজ পড়ুয়া মেয়ের ছবি বিকৃত করে ব্ল্যাক মেলিংয়ের চেষ্টা করেছিল। দীর্ঘদিন সে হাজত খাটলেও ঐ নেতার হস্তক্ষেপে রক্ষা পায়। সন্ত্রাসী নেতা গ্রামে ফিরে আসার পর থেকেই আবার অপকর্ম শুরু হয়েছে বলে গ্রামবাসী জানিয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১ মে ২০০৩

(১৫৬১)
লক্ষ্মীপুরে স্কুলছাত্রী অপহৃত

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি ঃ লক্ষ্মীপুরে এক স্কুল শিক্ষকের কন্যা এসএসসি পরীক্ষার্থী স্বপ্না রাণী দেবনাথকে (১৪) সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা অস্ত্রের মুখে অপহরণ করেছে। পুলিশ এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত তাকে উদ্ধার করতে পারেনি। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার ভোরে জেলার রামগতি উপজেলার চরফলকন গ্রামে।

এলাকাবাসী জানায়, বুধবার ভোরে রামগতি উপজেলার চরফলকন গ্রামের স্কুলশিক্ষক রাধাকৃষ্ণ দেবনাথের কন্যা স্বপ্না রাণী দেবনাথ প্রকৃতির ডাকে ঘর থেকে বের হলে একই গ্রামের সন্ত্রাসী মাহফুজ, ফিরোজ ও জসিমউদ্দিনসহ ৪/৫ জন সন্ত্রাসী তার মুখে কাপড় দিয়ে অস্ত্রের মুখে তাকে বেবিট্যাক্সিতে তুলে অপহরণ করে নিয়ে যায়। এ সময় সন্ত্রাসীরা এলাকায় বোমা ফাটিয়ে আতংক সৃষ্টি করে।

যুগান্তর, ১ মে ২০০৩

(১৫৬২)
সরিষাবাড়ীতে যুবক খুন ॥ ৩ জন গ্রেফতার

সরিষাবাড়ী (জামালপুর) থেকে সংবাদদাতা ঃ গত ২৩ এপ্রিল রাতে সরিষাবাড়ী উপজেলার মহাদান ইউপি'র সানাকৈর পূর্বপাড়া এলাকায় হৃদয় রায় (৩০) নামক এক যুবককে

দুর্বৃত্তরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে। খবর পেয়ে সরিষাবাড়ী থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় হৃদয়ের লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য জেলা মর্গে প্রেরণ করে। এ ব্যাপারে সরিষাবাড়ী থানায় মামলা দায়ের করা হয়। এই হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত সন্দেহে পুলিশ ৩ জনকে গ্রেফতার করেছে। অপরদিকে মামলার বাদী বিধবা তাহেরা আক্তার ছেলেমেয়েসহ বাড়ী থেকে পালিয়ে গেছে। ময়না তদন্ত শেষে হৃদয় রায়ের লাশ তার গ্রামের বাড়ী বরিশালের গৌরনদী উপজেলার পিংগলকাঠি গ্রামে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক, ১ মে ২০০৩

(১৫৬৩)
মামলা করায় ইটনার বয়রা গ্রামে সংখ্যালঘু নির্যাতন অব্যাহত

ইটনা (কিশোরগঞ্জ) থেকে এ জেড আসলাম ইকবাল (তুহিন) ঃ ইটনা উপজেলার বয়রা গ্রামে একটি বৈষ্ণব পরিবারের ওপর নির্যাতন অব্যাহত রয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। মামলা করার অপরাধে একই এলাকার নুরুল ইসলাম ও সহযোগী সম্প্রতি কান কেটে দিয়েছে চিন্তাহরণের পুত্র বসুদেব বৈষ্ণবের। জানা যায়, বৈষ্ণব পরিবারটি নিজ জমিজমা রক্ষায় আদালতের শরণাপন্ন হলে বিজ্ঞ আদালত বিরোধীতায় সম্পত্তির ওপর ১৪৪ ধারা জারি করে। এতে নুরুল ইসলাম পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী বসুদেব বৈষ্ণবকে ব্যারিকেড দেয়। এ সময় বসুদেব দৌড়ে তার পিসা বনবাঁশি বৈষ্ণবের বাড়িতে আশ্রয় নিতে চাইলে দেশীয় অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত সন্ত্রাসীরা ধারাল অস্ত্র দিয়ে তার বাম কান কেটে দেয় এবং বেদম প্রহার করে বীরদর্পে ঘটনাস্থল ত্যাগ করে। বসুদেবের নিকটাত্মীয় বনবাঁশি বৈষ্ণব 'সংবাদ' প্রতিনিধিকে অশ্রুপাত করে বলেন, কয়েক বছর ধরে আমাদের বৈষ্ণব পরিবারটিকে ভিটেবাড়িসহ জমিজমা থেকে উৎখাতের জন্য এ চক্রটি নানাভাবে উৎপীড়ন করে আসছে। মারাত্মক আহত বসুদেব বৈষ্ণবকে ইটনা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। এ ব্যাপারে ইটনা থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। তবে ঘটনার সঙ্গে জড়িতের কাউকে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি। উল্লেখ্য, এই দুর্বৃত্তরাই গত ৭ই অক্টোবর ভোর রাতে ইটনা উপজেলা সদরের প্রায় ৮ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত বয়রা গ্রামের বৈষ্ণববাড়ির মন্দির ভাঙচুরসহ এর অভ্যন্তরের দেব-দেবীর মূর্তি বিনষ্ট করে মন্দিরের মুল দরজায় মরা গরুর হাড় ঝুলিয়ে দেয়। এ ন্যক্কারজনক ঘটনায় বনবাঁশি বৈষ্ণব ইটনা থানায় মামলা দায়ের করলে পুলিশ গাজি মিয়া নামে ১ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে।

সংবাদ, ১ মে ২০০৩

(১৫৬৪)
গোয়ালন্দে সংখ্যালঘু কিশোরী অপহরণ, জমি দখল, হামলা ॥ পুলিশ নির্বিকার

গোয়ালন্দ (রাজবাড়ী) থেকে সংবাদদাতা ঃ গোয়ালন্দে এক সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর সন্ত্রাসীরা হামলা করে মারধর ও ভাঙচুর করেছে। সন্ত্রাসীরা ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে তাদের ভারতে তাড়িয়ে দেয়ার হুমকি দিয়েছে। সেই সঙ্গে প্রায় ৫ কাঠা ফসলি জমি দখল করে নিয়েছে সন্ত্রাসীরা। অসহায় এ দরিদ্র পরিবারটি এখন চরম অনিশ্চয়তা ও হুমকির মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। থানায় মামলা করলেও পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করছে না। স্থানীয় পুলিশ সূত্র ও রোববার ঘটনাস্থল সরজমিন পরিদর্শনে জানা যায়, উপজেলার উজানচর ইউনিয়নের যতীন বৈদ্যের পাড়ার দরিদ্র নকুল বৈরাগীর কিশোরী মেয়ে স্থানীয় জামতলা উচ্চ বিদ্যালয়ের ৭ম শ্রেণীর ছাত্রীকে (১৫) একই এলাকার রুস্তম শেখের ছেলে জিন্নাহ শেখ (২৫) সশস্ত্র একটি দল নিয়ে ৪ঠা মার্চ রাত ৮টার দিকে অস্ত্রের মুখে অপহরণ করে নিয়ে যায়। এ ঘটনার পরদিন কিশোরীর বাবা বাদি হয়ে গোয়ালন্দ থানায় একটি অপহরণ মামলা দায়ের করে। পুলিশ দীর্ঘ ১৯ দিন পর অপহরণকারী জিন্নাহসহ এই মামলার অন্য আরও ৩ জনকে গ্রেফতার করে। এরপর থেকে এই পরিবারটির ওপর চলতে থাকে মামলা তুলে নেয়ার জন্য নানা হুমকি, ভয়ভীতি এবং মিথ্যা মামলায় জড়ানোর ষড়যন্ত্র। জানা যায়, সর্বশেষ ১৭ এপ্রিল দরিদ্র নকুল বৈরাগী তার নিজ বাড়ির ঝাড় থেকে সকাল ৭ টার দিকে বাঁশ কাটছিল। এ সময় একই এলাকার দিনু প্রামানিকের নেতৃত্বে কতিপয় সন্ত্রাসী ধারালো অস্ত্রশস্ত্র ও লাঠিসোঁটাসহ নকুলকে বাঁশ কাটতে বাধা দেয় এবং কাটা বাঁশগুলো নিয়ে যেতে উদ্যত হয়। এ সময় বাধা দিলে সন্ত্রাসীরা নকুলের স্ত্রী অঞ্জলী রাণী (৪০) এবং বড় ছেলে রাজকুমারকে (১৫) প্রচণ্ড মারপিট করে। সন্ত্রাসীরা অঞ্জলী রাণীকে বিবস্ত্র করে ফেলে। এ ঘটনার পর নকুল বৈরাগী বাদি হয়ে দিলু প্রামাণিক, হানিফ, গণি প্রামাণিক, দুদু প্রামাণিক ও রুস্তম শেখসহ মোট ৯ ব্যক্তির বিরুদ্ধে গোয়ালন্দ থানায় ২০ এপ্রিল একটি সন্ত্রাসী মামলা করে। মামলা দায়েরের পর নকুলের পরিবারের ওপর অত্যাচারের মাত্রা আরও বেড়ে গেছে। সন্ত্রাসীদের ভয়ে নকুল বৈরাগী বর্তমানে পালিয়ে বেড়াচ্ছে এবং তার স্ত্রী ও সন্তানেরা চরম অনিশ্চয়তা, ভয় এবং খেয়ে না খেয়ে দিন কাটাচ্ছে। সন্ত্রাসীরা নকুল বৈরাগীর বাড়ির আঙিনার ৫ কাঠা ফসলি জমি দখল করে নিয়েছে এবং তার ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে ভারতে তাড়িয়ে দেয়ার হুমকি দিচ্ছে বলে জানা গেছে।

নকুল বৈরাগীর স্ত্রী, ছেলে ও প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, সন্ত্রাসীরা মামলা তুলে নিতে বলছে এবং সেই সঙ্গে নকুলকে ভিটেমাটি ছাড়া করে তার ঘরবাড়ি দখলের চেষ্টা করছে। নকুলের পরিবার সাংবাদিকদের আরও জানান, পুলিশ ঘটনার পর একদিন এসে পরিস্থিতি দেখে গেছে। আসামিরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ালেও পুলিশ রহস্যজনক কারণে তাদের এখনও পর্যন্ত গ্রেফতার করছে না।

এ ব্যাপারে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই মতিয়ার রহমান জানান, পুলিশ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে এবং আসামীদের গ্রেফতারের তৎপরতা চলছে।

সংবাদ, ৩ মে ২০০৩

(১৫৬৫)
রাজবাড়িতে ২ সংখ্যালঘু বাড়িতে ডাকাতি

রাজবাড়ী থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বুধবার রাতে সাবেক মহাদেবপুর গ্রামের জগেস সরকার এবং কল্যাণী রাণীর বাড়িতে সশস্ত্র ডাকাতি হয়েছে। ডাকাতদল তাদের বেদম মারপিট করে তাদের ঘরে থাকা ৫ ভরি ওজনের সোনার গহনা এবং নগদ ১ হাজার টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়। যাওয়ার সময় ডাকাতদল আরও ১০ হাজার টাকা দিতে এবং থানা পুলিশকে না জানাতে বলে যায়।

বুধবার রাতে রাজবাড়ী সদর উপজেলার মিজানপুর ইউনিয়নের সাবেক মহাদেবপুর গ্রামের জগেস সরকার এবং কল্যাণী রাণীর বাড়িতে ৭/৮ জনের মুখোশ পরিহিত ডাকাতদল সশস্ত্র অবস্থায় প্রবেশ করে এবং ডাকাতির পর নির্বিঘ্নে চলে যায়।

সংবাদ, ৩ মে ২০০৩

(১৫৬৬)
পিরোজপুর শহরে ডাকাতি ॥ শ্লীলতাহানির অভিযোগ

পিরোজপুর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ পিরোজপুর শহরের পিটিআই সড়কে ২৬শে এপ্রিল গভীর রাতে এক সংখ্যালঘু বাড়ির ৩ ঘরে ডাকাতি হয়।

এলাকার নিরঞ্জন দত্তের ভাড়াটিয়াদের ঘরে গভীর রাতে ডাকাতরা হানা দিয়ে বিভিন্ন কক্ষে অবস্থানরত পিটিআই'র প্রশিক্ষণরত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১২ শিক্ষিকা এবং ২ শিক্ষককে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে নগদ টাকা, স্বর্ণালংকার ও হাতঘড়িসহ ৭০/৮০ হাজার টাকার মালামাল নিয়ে যায়। এ সময় ডাকাতদল মহিলাদের মারধর এবং শ্লীলতাহানিও করে। ডাকাতির শিকার এরা সকলেই সংখ্যালঘু এবং পিরোজপুরের বিভিন্ন উপজেলা ঝালকাঠি ও বরগুনা এলাকার বাসিন্দা। তাই ভয়ে এরা বিষয়টি চেপে গিয়েছিল।

এদিকে এ ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ সুপার আবদুল্লাহ আল আজাদ চৌধুরী ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। তিনি সংবাদ'কে জানিয়েছেন— এ ব্যাপারে ডাকাতি মামলা হয়েছে। পুলিশের ধারণা, কুমারখালী এলাকার কিছু সন্ত্রাসী ডিটেনশনে ছিল, যারা ইতোমধ্যে হাইকোর্ট থেকে জামিন পেয়েছে। তারাই এ ঘটনা ঘটিয়েছে।

সংবাদ, ৩ মে ২০০৩

(১৫৬৭)
মাদারীপুরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জমির ধান লুট ॥ দেশত্যাগের হুমকি

মাদারীপুর থেকে সংবাদদাতা ঃ মাদারীপুর সদর উপজেলার কেন্দুয়া ইউনিয়নের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জমির ইরি-বোরো পাকা ধান এক পরাজিত ইউপি চেয়ারম্যান প্রার্থীর নেতৃত্বে এলাকার একটি প্রভাবশালী সন্ত্রাসীচক্র ৭/৮ দিন ধরে কেটে নিয়ে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে কেউই মুখ খুলতে সাহস পাচ্ছে না। সন্ত্রাসীরা জমির মালিকদের দেশত্যাগের হুমকি দিয়ে আসছে।

অভিযোগে জানা যায়, হিন্দু অধ্যুষিত পূর্ব কলাগাছিয়া ও চৌহদ্দি বিল থেকে এলাকার কতিপয় প্রভাবশালী সন্ত্রাসীর নেতৃত্বে শতাধিক লুটেরা ইরি-বোরো পাকা ধান লুট করে নিয়ে যাচ্ছে। সন্ত্রাসীরা ইতোমধ্যে এলাকার ১৫/২০ একর জমির ধান কেটে নিয়েছে। জমির মালিকরা জমির ধান রক্ষা করতে না পেরে গত রোববার এলাকার সংসদ সদস্য শাজাহান খানকে বিষয়টি অবহিত করলে তিনি বিষয়টি সদর থানাকে জানিয়ে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করেন। এ ব্যাপারে সদর থানার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে কর্তব্যরত কর্মকর্তা ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন এবং এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে বলে জানান।

ধান লুটের ঘটনায় ওই ইউনিয়নের এক পরাজিত চেয়ারম্যান প্রার্থী নেতৃত্ব দিচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতিতে ওই ব্যক্তির নেতৃত্বে বেশ কিছু সংখ্যালঘুর ওপর নির্যাতন এবং ঘটকচর বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে বের করে দিয়েছিল বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

উল্লেখ্য, কেন্দুয়া ইউনিয়নের পূর্ব কলাগাছিয়া, চৌহদ্দি ও বাহাদুরপুর বিল থেকে প্রভাবশালী সন্ত্রাসীরা বহু বছর আগে থেকেই জমির পাকা ইরি-বোরো ধান লুট করে আসছে বলে এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে। এ এলাকার সংখ্যালঘুরা এ ধরনের অপকর্মের বিরুদ্ধে উর্ধ্বতন মহলে সুবিচার চেয়ে আবেদন-নিবেদন বা মামলা করলে নির্যাতনের মাত্রা আরও বেড়ে

যায়। এলাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সন্ত্রাসীদের হামলা, মামলা ও নির্যাতন নীরবে সহ্য করে যাচ্ছেন।

এ ব্যাপারে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন এলাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়।

সংবাদ, ৩ মে ২০০৩

(১৫৬৮)
মুক্তাগাছায় শিশু ধর্ষণকারীর ফাঁসির দাবিতে যৌথ বিক্ষোভ মিছিল

মুক্তাগাছা থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ মুক্তাগাছায় শিশু কন্যা ধর্ষণকারীদের গ্রেফতার ও ফাঁসির দাবিতে মঙ্গলবার মহিলা পরিষদ ও দুর্বার নেটওয়ার্ক কর্মসূচিসহ বিভিন্ন সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল হয়েছে।

১৫ই এপ্রিল মুক্তাগাছা পৌর শহরের পাড়াটঙ্গী গ্রামের সংখ্যালঘু পরিবারের এক শিশু কন্যা একই এলাকার বখাটে যুবক কর্তৃক ধর্ষিত হয়। ধর্ষকসহ অন্য আসামীদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে ২৯শে এপ্রিল মঙ্গলবার সকাল ১১টায় পৌর পাঠাগারের মুক্তাঙ্গনে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ মুক্তাগাছা শাখা, নেটওয়ার্ক কর্মসূচি, নারীপক্ষ, নেটওয়ার্ক ফোরাম কমিটি (নেউক), এএএন পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও আদর্শ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও মহিলা আইনজীবী সমিতির উদ্যোগে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। শেষে বিশাল প্রতিবাদ মিছিল শহর প্রদক্ষিণ করে। আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন পৌর চেয়ারম্যান খন্দকার আবদুল মালেক শহীদুল্লাহ, মহিলা পরিষদের সম্পাদক সুরাইয়া মালেক, দুর্বার নেটওয়ার্ক কর্মসূচি নারী পক্ষ'র জেলা প্রতিনিধি লুৎফুন্নাহার, ফিরোজ বেগম, রাজিয়া সুলতানা প্রমুখ।

সংবাদ, ৩ মে ২০০৩

(১৫৬৯)
ফটিকছড়িতে সন্ত্রাসীদের হাতে বৌদ্ধ ভিক্ষু আহত

চট্টগ্রাম অফিস ঃ ফটিকছড়িতে সন্ত্রাসীরা চাঁদার দাবিতে এক বৌদ্ধ ভিক্ষুকে অপহরণের পর গুরুতর আহত করেছে। গত বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে হারুয়ালছড়ির জেতবন বিহারে। আহত বৌদ্ধ ভিক্ষু বোধিপাল (৪০) বর্তমানে নগরীর একটি ক্লিনিকে চিকিৎসাধীন আছেন। জ্ঞানজ্যোতি ভিক্ষু হত্যার এক বছরের মাথায় আরেক ভিক্ষু সন্ত্রাসী কর্তৃক নির্মমতার শিকার হওয়ায় বৌদ্ধ ও ভিক্ষু সমাজের মধ্যে চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বুধবার রাত আনুমানিক সাড়ে আটটার সময় একদল সন্ত্রাসী বিহারের চারপাশ ঘিরে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে যায়। ওই সময় তিনি এক উপাসকের সঙ্গে আলাপ করছিলেন। এরপর তাকে হালদা নদী পার করে একটি পরিত্যাক্ত ঘরে নিয়ে মোটা অংকের চাঁদা দাবি করে। টাকা না দিলে তাকে হত্যার হুমকি দেয়। ২ ঘন্টা পর অজ্ঞাত মোবাইল থেকে নির্দেশ আসার পর সন্ত্রাসীরা তাকে মারধর শুরু করে। পরে তাকে টেনে-হেঁচড়ে কিছুদূর এগিয়ে দিয়ে আসে। রাত ১২টার সময় স্থানীয়রা বোধিপাল ভিক্ষুকে উদ্ধার করে বিহারে নিয়ে আসে। সন্ত্রাসীদের রাইফেলের বাঁটের আঘাতে তার দুই হাটু ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে জখমের সৃষ্টি হয়। বর্তমানে গুরুতর আহত বৌদ্ধ ভিক্ষু বোধিপাল নগরীর একটি ক্লিনিকে চিকিৎসাধীন আছেন।

এদিকে বোধিপাল ভিক্ষুকে অপহরণের পর শারীরিক নির্যাতনের নিন্দা-ক্ষোভ প্রকাশ করে জ্ঞানজ্যোতি হত্যা বিচার আন্দোলন কমিটির আহ্বায়ক ডঃ জিনবোধি ভিক্ষু ডঃ বিকিরণ প্রসাদ

বড়ুয়া এক বিবৃতিতে তারা বোধিপালের ওপর হামলাকারী সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন।

আজকের কাগজ, ৩ মে ২০০৩

(১৫৭০)
ভাণ্ডারিয়ায় পালিয়ে বেড়াচ্ছে ১টি সংখ্যালঘু পরিবার

পিরোজপুর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সন্ত্রাসীদের অত্যাচারে বসতভিটা ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে এক সংখ্যালঘু পরিবার। পিরোজপুর জেলার ভাণ্ডারিয়া উপজেলার পূর্ব পশারীবুনিয়া গ্রামের ঠাকুর পরিবারটি ওই এলাকার চারদলীয় জোট সমর্থিত ইউপি মেম্বার ফিরোজ মুন্সির অত্যাচারে এখন পালিয়ে আত্মরক্ষা করছে। বুধবার সকালে পিরোজপুর প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ওই পরিবারের এই করুণ কাহিনী জানা যায়। সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পেশ করেন গৃহকর্তা আশুতোষ চক্রবর্তী ও তার স্ত্রী রেণুকা চক্রবর্তী।

অভিযোগে বলা হয়, ২০শে এপ্রিল দুপুরে ধাওয়া ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার ফিরোজ মুন্সি তার দলবল নিয়ে ঠাকুর বাড়িতে হানা দেয়। এ সময় গৃহকর্তা আশুতোষ ঠাকুর বাড়িতে ছিলেন না। সন্ত্রাসীরা আশুতোষ ঠাকুরের স্ত্রী রেণুকা চক্রবর্তীকে (৫০) বেদম প্রহার করে এবং এক পর্যায়ে শ্লীলতাহানীর চেষ্টা করে। রেণুকার চিৎকারে আশপাশের লোকজন এবং মাঠ থেকে তার স্বামী ছুটে এলে সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়। আশুতোষ ঠাকুরের ৬৪ শতাংশের মনোরম বসত বাড়িটি দখলের জন্য ওই চক্র দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা চালাচ্ছে বলেও জানা গেছে। ঘটনার দিন ঘরে রেণুকা চক্রবর্তীকে একা পেয়ে সন্ত্রাসীরা দখলের উদ্দেশ্যেই আসে বলেও ধাওয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সিদ্দিকুর রহমান টুলু ডাকুয়ার কাছে অভিযোগ জানানো হয়। তিনি ঘটনা দেখবেন বলে কালক্ষেপণ করায় সন্ত্রাসীরা ঠাকুর পরিবারকে পুনরায় হুমকি দিতে থাকে। এ ব্যাপারে ভাণ্ডারিয়া থানায় অভিযোগ করা হলে সন্ত্রাসী চক্র স্থানীয় চারদলীয় জোটের অন্য নেতাদের দিয়ে ঠাকুর পরিবারকে দেশ ত্যাগেরও হুমকি দিতে থাকে। অবশেষে রেণুকা ২৪শে এপ্রিল পিরোজপুরের পুলিশ সুপার আলহাজ আবদুল্লাহ আল আজাদ চৌধুরীর কাছে লিখিত অভিযোগ করেন। অভিযোগ পেয়ে তিনি ভাণ্ডারিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তদন্তপূর্বক মামলা নেয়ার নির্দেশ দেন এবং ৩ দিনের মধ্যে নির্দেশিত ফলাফল জানানোর জন্য আদেশ দেন। পুলিশ সুপারের নির্দেশ পেয়ে ভাণ্ডারিয়া থানার দারোগা রেজাউল করিম পরিমল নামে সন্ত্রাসী চক্রের একজনকে আটক করে থানায় নিয়ে ৩দিন আটক রাখলেও কোন সুনিদিষ্ট মামলায় গ্রেফতার দেখায়নি। পরে ইউপি চেয়ারম্যান তার দলীয় লোক বিধায় এই সন্ত্রাসীকে থানা থেকে ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা চালায়। খবর পেয়ে পিরোজপুরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তার তৎপরতার কারণেই পুলিশ পরে রেণুকার দায়েরকৃত অভিযোগটি নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে ২৮শে এপ্রিল ৯ জনের নামে মামলা হিসেবে রুজু করে পরিমলকে গ্রেফতার দেখিয়ে কোর্টে চালান করে।

এদিকে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বাড়ি দখল ও নারী নির্যাতনের হোতা, এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসী ফিরোজ মুন্সি পুলিশ বিভাগে চাকরিরত ছিল এবং মাগুরায় কর্মরত থাকাকালীন অপকর্ম ধরা পরায় চাকরি ছেড়ে পালিয়ে আসে। এরপর থেকে সে এলাকায় সন্ত্রাস এবং চাঁদাবাজি চালিয়ে যায়। গত নির্বাচনে সে এলাকায় ভোটারদের জিম্মি করে মেম্বার নির্বাচিত হয়। সরজমিন যেয়ে দেখা গেছে, পশারিবুনিয়ার ঠাকুর পরিবারটি ভয়ে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে গেছে। গৃহকর্তা আশুতোষ চক্রবর্তী পশারিবুনিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ধর্মীয় শিক্ষক। অথচ ওই চক্রের ভয়ে সে এখন স্কুলেও যেতে পারছে না। তারই সহকর্মী দু'শিক্ষক ওই চক্রের ভয়ে নিজেদের নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, বাড়ি দখল করতে আসা এবং নারী নির্যাতনের সঙ্গে জড়িত ফিরোজ মুন্সি একজন দুর্দর্ষ সন্ত্রাসী। তার ভয়ে এলাকায় কেউই মুখ খুলছে না।

তারা আরও জানান, প্রশাসনিক কঠোর ব্যবস্থা না নিলে পশারিবুনিয়ায় ও বাগেরহাটের কোমরপুর ট্র্যাজেডির ঘটনা ঘটতে পারে।

সংবাদ, ৩ মে ২০০৩

(১৫৭১)
বাগেরহাটের কোমরপুর ঠাকুরবাড়িতে বর্বরতা ঘাতক ইদ্রিসসহ ২২ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট

বাবুল সরদার, বাগেরহাট থেকে ঃ বাগেরহাটের কোমরপুরে ঠাকুরবাড়িতে মা-মেয়েসহ তিন মহিলাকে গণধর্ষণ এবং ধর্ষিত এক গৃহবধূর স্বামীকে হত্যাসহ মালামাল লুটের নজিরবিহীন পৈশাচিক ঘটনায় দেশব্যাপী আলোড়িত মামলার চার্জশিট গত শনিবার আদালতে দাখিল করা হয়েছে। ঘাতক ইদ্রিস শেখকে প্রধান আসামী করে মোট ২২ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করা হয়। ৪৬০ পাতার দীর্ঘ এ চার্জশিটে নেপথ্য মূল পরিকল্পনাকারী ও অর্থের যোগানদাতা হিসাবে স্থানীয় যুবদল নেতা সদ্য নির্বাচিত ইউপি সদস্য হারুন শেখ এবং যুবদলের সদর থানা কমিটির বহিষ্কৃত নেতা যাত্রাপুর ইউপির পরাজিত চেয়ারম্যান প্রার্থী বেগ মোয়াজ্জেম হোসেন সাবুকে অভিযুক্ত করা হয়। চার্জশিটে অন্তর্ভুক্ত ২২ আসামীর মধ্যে পুলিশ এখন পর্যন্ত ৯ ব্যক্তিকে আটক করেছে। পলাতক ১৩ আসামীর মধ্যে ৬ জনের বাড়ির মালামাল ক্রোক করা হয়। এ চার্জশিটে সাক্ষী হিসাবে পুলিশ ৭০ জনের নাম উল্লেখ করে। এদের মধ্যে প্রধান আসামী ক্যাডার ইদ্রিস শেখের পিতা-মাতা জলিল শেখ ও জোহরা বেগম সাক্ষী হিসাবে আদালতে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দী প্রদান করে। এছাড়া ইদ্রিস, কালু, আনিস ও হারুনসহ চার্জশিটভুক্ত আসামী আদালতে ১৬৪ ধারায় দোষ স্বীকার করে। তদন্ত কার্যক্রম পর্যালোচনার পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের মনিটরিং সেলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ধর্ষণ ও হত্যা ঘটনায় দায়েরকৃত পৃথক দু'টি মামলা একীভূত করে একটি চার্জশিট দাখিল করা হয় বলে বাগেরহাট সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং আইও মোঃ ইসহাক দুখু জানান।

প্রসঙ্গত, গত ৮ মার্চ গভীর রাতে স্থানীয় সংখ্যালঘুদের কাছে ঠাকুরবাড়ি হিসাবে পরিচিত নিরঞ্জন ভট্টাচার্যের বাড়িতে একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী চড়াও হয়। তারা গৃহকর্তা নিরঞ্জন ভট্টাচার্যকে না পেয়ে তার ভাই তপন ভট্টাচার্যকে কুপিয়ে হত্যা করে। প্রায় ২ ঘণ্টা অবস্থান করে তারা ওই বাড়িতে মা-মেয়েসহ ৩ মহিলাকে গণধর্ষণের পর মালামাল লুটে চলে যায়। এ ঘটনায় প্রশাসনের শীর্ষ মহলসহ দেশব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি হয়। বিরোধীদলীয় নেত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী, এমপিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত সংগঠনের নেতৃবৃন্দ কোমরপুর ছুটে আসেন। নারীবাদী সংগঠনগুলো বিক্ষোভ, প্রতিবাদসভা ও র‍্যালি করে। সকলে ঘাতকদের অবিলম্বে আটক ও ফাঁসির দাবি জানান। এ ঘটনায় হত্যা ও ধর্ষণের ২টি পৃথক মামলা দায়ের হয়। চাঞ্চল্যকর ও গুরুত্বপূর্ণ মামলা হিসাবে দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য এ মামলা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের মনিটরিং সেলের তালিকাভুক্ত করা হয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রেকর্ড সময়ের মধ্যে চার্জশিট দেবার ঘোষণা দেন।

পুলিশ ৭ দিনের মধ্যে নৃশংস এই ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগে সন্দেহজনক ১২ ব্যক্তিকে আটক করে। এদের মধ্যে হারুন শেখ, ইদ্রিস শেখ, কালু সর্দার, আনিস শেখ, জোবেদা বেগম, শাহানা বেগম, আবদুল্লা আল মামুন ও চোরাই স্বর্ণের ক্রেতা মহাদেব দত্ত ১৬৪ ধারায় নিজেদের জড়িয়ে জবানবন্দী দেয়। তবে গত দেড় মাসে পুলিশ আর কোন পলাতক আসামীকে আটক করতে পারেনি। একাধিক সূত্র মতে, পলাতক আসামী আটক হলে চাঞ্চল্যকর ও গুরুত্বপূর্ণ আরও অনেক তথ্য উদঘাটিত হতে পারে।

এ বিষয়ে বাগেরহাটের পুলিশ সুপার মেজবাহ উদ্দিন (পিপিএম) জানান, পলাতক আসামী আটকের পর গুরুত্বপূর্ণ নতুন কোন তথ্য পাওয়া গেলে তখন প্রয়োজনে সম্পূরক চার্জশিট দেয়া হবে। পলাতক আসামীদের আটকের জন্য জোর তৎপরতা অব্যাহত আছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৪ মে ২০০৩

(১৫৭২)
রামগতিতে এসএসসি পরীক্ষার্থিনী অপহরণ

লক্ষ্মীপুর জেলা সংবাদদাতা ঃ জেলার রামগতি উপজেলার চর ফলকন গ্রামে গত ভোররাতে ৪টার দিকে সন্ত্রাসীদের হাতে স্বপ্নারানী নামে সদ্যসমাপ্ত এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী এক কিশোরী অপহৃত হয়েছে। জানা যায়, স্বপ্নারানী উল্লেখিত সময়ে ঘর থেকে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বের হলে একই গ্রামের সন্ত্রাসী মাহফুজের রহমান, মোঃ ফিরোজ আলম, জসিম উদ্দিন পূর্বপরিকল্পিতভাবে আগ থেকে ওঁৎ পেতে থাকা অবস্থায় তার মুখে কাপড় বেঁধে বেবী ট্যাক্সীতে তুলে নিয়ে যায়।

দৈনিক ইনকিলাব, ৪ মে ২০০৩

(১৫৭৩)
বগুড়া শহরে মাড়োয়ারি ধর্মশালা ভাঙার ওপর আদালতের নিষেধাজ্ঞা

বগুড়া থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বগুড়া শহরে সাতমাথায় মাড়োয়ারি সম্প্রদায়ের 'মাড়োয়ারি ধর্মশালা' ভাঙচুরের ওপর সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। আদালতে মালিকানার রায় থাকা সত্বেও বগুড়ার জেলা প্রশাসক রফিকুল মোহামেদ সম্প্রতি জোর করে ওই ধর্মশালা ভাঙচুর শুরু করলে মাড়োয়ারি ধর্মশালার সভাপতি কল্যাণ প্রসাদ পোদ্দারসহ ১২ জন কার্যকরী সদস্য মহামান্য আদালতে একটি রিট পিটিশন (নং-৩৩২/০৩) দায়ের করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতি আবুদর রশিদ ও বিচারপতি ছিদ্দিকুর রহমান মিয়া সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ কোন নোটিশ না দিয়ে এবং বিধি মোতাবেক ভূমি হুকুম দখল না করে বগুড়া শহরে প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী ধর্মশালা ভাঙচুর কেন বে-আইনি ও কর্তৃত্ববিহীন এবং উক্ত ধর্মশালা ভাঙচুরের ক্ষতিপূরণ বাবদ ২৭ লাখ ২৮ হাজার ৭শ' ৬৭ টাকা ধর্মশালার অনুকূলে পরিশোধ করার নির্দেশ প্রদান করা হবে না এ মর্মে কারণ দর্শানোর জন্য বগুড়ার জেলা প্রশাসকসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ওপর রুল নিশি জারি করে মাড়োয়ারি সম্প্রদায়ের প্রাচীনতম ঐতিহ্যবাহী ধর্মশালা ভাঙচুর করা এবং তাদের ভোগদখল বিষয়ে কোনরুপ হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকার জন্য জেলা প্রশাসকসহ অন্য বিবাদিগণের ওপর নিষেধাজ্ঞার আদেশ জারি করেছেন। বাদিদের পক্ষে অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী এ মামলা পরিচালনা করেন। তাকে সহায়তা করেন প্রমীলা বিশ্বাস, বি.এ. রশিদ এবং এস. এম. আসাদুল্লাহ তারেক। ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব, বগুড়ার জেলা প্রশাসক রফিকুল মোহামেদসহ ৮জনকে বিবাদি করা হয়েছে। আবেদনকারীর পক্ষে অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী আদালতকে জানান, ১৯২২ সালে এ মাড়োয়ারি সম্প্রদায় ভারতবর্ষের রাজস্থান প্রদেশ থেকে বগুড়া শহরের সাতমাথায় ৩২ শতক জমির ওপর ওই ধর্মশালা প্রতিষ্ঠিত করে সনাতন ধর্মালম্বী শিশুদের ধর্ম ও সাংস্কৃতিক শিক্ষার পরিচালনা এবং অতিথিশালা ও পূজা উৎসবসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালনরত অবস্থায় বগুড়া শহরের রাস্তা সম্প্রাসারণের নামে জেলা প্রশাসক কর্তৃক কোনরুপ নোটিশ না দিয়ে বিধি মোতাবেক ভূমি হুকুম না করে বেআইনিভাবে মাড়োয়ারি ধর্মশালা ভাঙচুর ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত এবং সংবিধানের পরিপন্থী। আরও উল্লেখ করা হয়, ১৯৭৬ সালে জেলা প্রশাসক ওই সম্পত্তি খাস হিসেবে গণ্য করার চেষ্টা করলে এ ব্যাপারে ধর্মশালার পক্ষে সাব জজ আদালতে মামলা দায়ের করলে বিজ্ঞ আদালত ১৯৮২ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর মাড়োয়ারি ধর্মশালার স্বত্ব ঘোষণা করে ডিগ্রি প্রদান করে।

সংবাদ, ৫ মে ২০০৩

(১৫৭৪)
বাগেরহাটে সংখ্যাগঘুর বাড়িতে অগ্নিসংযোগ মহিলা ও অন্ধ বৃদ্ধার অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু

বাগেরহাট প্রতিনিধি ঃ বাগেরহাট সদর উপজেলার যাত্রাপুর ইউনিয়নের চাপাতলা গ্রামে এক সংখ্যালঘু হিন্দু বাড়িতে সন্ত্রাসীরা আগুন ধরিয়ে দিলে ওই পরিবারের সদ্য বিবাহিত কন্যা এবং তার অন্ধ ঠাকুর মা (দাদী) পুড়ে মারা যায়। শনিবার গভীর রাতে ওই গ্রামের সুবোধ সেনের বাড়িতে এই নির্মম ঘটনাটি ঘটে। অগ্নিকাণ্ডে নিহতরা হচ্ছে — সুবোধ সেনের কন্যা নুপুর সেন (২০) ও সুবোধ সেনের মা রাধারানী সেন গুরুতর দগ্ধ অবস্থায় নুপুর ও রাধারাণীকে খুলনা মেডিকেল হাসপাতালে নেওয়ার পর দুপুরে নুপুর মারা যান। এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, সদর উপজেলার যাত্রাপুর ইউনিয়নের চাপাতলা গ্রামের সেন বাড়িতে সন্ত্রাসীরা আগুন ধরিয়ে দেবার পর পরিবারের অন্য সদস্যরা জেগে উঠে চিৎকার শুরু করে। ওই সময় বসত বাড়ির এক কক্ষে ঘুমিয়ে থাকা সদ্য বিবাহিত নুপুর ও তার অন্ধ ঠাকুর মা আগুনে দগ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হয়। জানা গেছে প্রায় দু'সপ্তাহ পূর্বে নুপুরের সঙ্গে নড়াইল জেলার লোহাগড়া উপজেলায় উজ্জ্বল সেনের বিয়ে হয়। বিয়ের পর শনিবারই প্রথম নুপুর শ্বশুর বাড়ি লোহাগড়া থেকে বাবার বাড়ি আসে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, নুপুরকে বিয়ে করতে না পারা কোনও ব্যর্থ প্রেমিক বা সেন পরিবারের সঙ্গে পূর্ব শত্রুতা জনিত কারণে সন্ত্রাসীরা এই নৃশংস ঘটনাটি ঘটিয়েছে। তবে পুলিশ দাবি করেছে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা কোনও শত্রুতাবশত নয়। পুলিশ জানায়, নুপুরকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে দেওয়ায় আত্মহত্যার জন্য সে নিজেই আগুন ধরিয়ে দেয়। আগুনে তার ঠাকুর মা রাধারানী সেনও মারা যায়। বাগেরহাটের পুলিশ সুপার মেসবাহ উদ্দিন আহম্মদ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। গতকাল রোববার বিকেলে উজ্জল সেন তার স্ত্রীকে নিতে শ্বশুর বাড়িতে এসে এ দুর্ঘটনার খবর পান। এদিকে যাত্রাপুর ক্যাম্পের পুলিশ অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়ার পর ঘটনাস্থলে যায়নি বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ঘটনাস্থল থেকে ১ কিলোমিটার থেকে দেড় কিলোমিটার দূরত্বে যাত্রাপুর পুলিশ ক্যাম্পের অবস্থান হওয়া সত্বেও কোনও পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন না করায় এলাকাবাসী ক্যাম্প পুলিশের ওপর বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। কিছুদিন পূর্বে একই ইউনিয়নের কোমরপুরে ঠাকুর পরিবারের ওপর গণধর্ষণ ও হত্যা ঘটনার পর পার্শ্ববর্তী চাপাতলা গ্রামে এই এলাকার সংখ্যালঘু হিন্দুদের মাঝে ভীতি ছড়িয়ে পড়েছে বলে জানা গেছে।

আজকের কাগজ, ৫ মে ২০০৩

(১৫৭৫)
ফলোআপ ঃ সরিষাবাড়িতে খ্রীস্টান যুবক হত্যা ৩টি গ্রাম ১০ দিন যাবৎ পুরুষ শূন্য

সরিষাবাড়ি প্রতিনিধি ঃ জামালপুর সরিষাবাড়ী উপজেলার মহাদান ইউনিয়নের সানাকৈর পূর্বপাড়া গ্রামের খ্রীস্টান যুবক হৃদয় রায় (৩০)'র হত্যার রহস্যোর জট খুলতে শুরু করেছে।

হৃদয় হত্যার পেছনে নারী ঘটিত বিষয় জড়িত বলে সরিষাবাড়ী থানা সূত্রে জানা গেছে। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই শফিউল ইসলাম জানান, ধনবাড়ী বীরতারা এলাকার সন্ত্রাসী মুকলেসসহ ক'জন দুর্বৃত্ত এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত রয়েছে। এদিকে গত ১০ দিন যাবৎ সানাকৈর পুর্বপাড়া সহ ৩টি গ্রাম পুলিশি আতঙ্কে পুরুষ শূন্য হয়ে পড়েছে। গত ২৮ ও ২৯ এপ্রিল দু'দিনের রিমান্ডে এনে গ্রেফতারকৃত হেলাল উদ্দিন ও উচ্চ গ্রামের জাকির হোসেনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। মামলার বাদী তাহেরা আক্তার তার মেয়ে হাসি ও ছেলে আলমসহ পলাতক রয়েছেন। অপরদিকে বাদীর বাড়িতে তালা ঝুলছে। গত ১০ দিন যাবৎ সানাকৈর পূর্বপাড়া, ঝিংগার ভিটা ও উচ্চগ্রাম এলাকা পুলিশ আতঙ্কে পুরুষ শূন্য হয়ে পড়েছে। মামলার তদন্তের স্বার্থে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না বলে মামলার তদন্ত কারী কর্মকর্তা জানান। উল্লেখ্য , গত ২৪ এপ্রিল গভীর রাতে একদল দুর্বৃত্ত উপজেলার সানাকৈর পূর্বপাড়া গ্রামের হৃদয় রায়কে কুপিয়ে হত্যা করে। হৃদয় ক্রিশ্চিয়ান লাইফ বাংলাদেশের টিম সহকারি পদে চাকরি করতো। সানাকৈর পূর্বপাড়া, ঝিংগার ভিটাও উচ্চগ্রামবাসী হৃদয় হত্যার আসল রহস্য উদঘাটন হওয়ার পাশাপাশি প্রকৃত হত্যাকারীকে গ্রেফতার এবং দোষ না করে নিরীহ গ্রামবাসীকে যাতে হয়রানি করা না হয় সেজন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি কামনা করেছে।

আজকের কাগজ, ৫ মে ২০০৩

(১৫৭৬)
বালাগঞ্জে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পুরুষরা পালিয়ে বেড়াচ্ছেন

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, সিলেট কার্যালয় ঃ গ্রেফতারের ভয়ে বালাগঞ্জ উপজেলা সদরের হিন্দু সম্প্রদায়ের পুরুষরা পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। পুলিশ সোমবার রাতে উপজেলা সদরের পার্শ্ববর্তী চাঁনপুর গ্রামের শতাধিক বাড়িতে হানা দিয়ে ধরপাকড় ও নির্যাতন শুরু করে। গ্রেফতার করে নিয়ে যায় ৮ জনকে। তবে সকালে ৪ জনকে ছেড়ে দেয়। আশঙ্কা করা হচ্ছে, বালাগঞ্জ উপজেলা সদরসহ বাজার এবং পার্শ্ববর্তী চাঁনপুর গ্রামের পুরুষ শূন্য বাড়িঘরে লুটপাটসহ যেকোন ধরনের অপকর্ম সংঘটিত হতে পারে। অভিযোগ পাওয়া গেছে, উপজেলা সদরের মদনমোহন আখড়া নিয়মতান্ত্রিক ভাবে আশ্রম পরিচালনা কমিটির মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছিল। মাসকয়েক আগে কমিটির উদ্যোগে হিন্দু জনসাধারণের আর্থিক সহযোগিতায় যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ শুরু হয়। ইতোমধ্যে ৭০ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এই নির্মাণ কাজ চলাকালে উপজেলা নিবাহী কর্মকর্তা স্থানীয় ভূমিশিকারীদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে কখনো লিখিত, কখনো অলিখিতভাবে নির্মাণকাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দিতে থাকেন। এতে নানা প্রশ্ন দেখা দেয়। এ নিয়ে রোববার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার দপ্তরে একটি বৈঠক চলাকালে আশ্রম কমিটির সাধারণ সম্পাদক শান্তি ব্রত চৌধুরী কাজ বন্ধের লিখিত আদেশ দিতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে অনুরোধ জানালে তিনি মৌখিকভাবে কাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন। এ নিয়ে কথা কাটাকাটি শুরু হলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নেতৃবৃন্দের সাথে অশালীন আচরণ করেন। নেতৃবন্দ এক পর্যায়ে চলে যান। পরে হিন্দু সম্প্রদায় এক প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করে। এত ক্ষিপ্ত হয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আশ্রম কমিটির সদস্য নির্মল চন্দ্র সাহাকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেন। খবর পেয়ে হিন্দু সম্প্রদায়সহ স্থানীয় ব্যবসায়ীরা প্রায় ২ ঘন্টা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় ঘেরাও করে রাখেন। অন্যদিকে ভূমিশিকারী চক্র বিএনপির এক কর্মী বিভাস রঞ্জন চৌধুরীকে বাদি সাজিয়ে ১৪ জনকে আসামি করে বালাগঞ্জ থানায় একটি 'মিথ্যা' মামলা দায়ের করে। এতে বাংলাগঞ্জ উপজেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক দৈনিক মানবজমিন প্রতিনিধি রজত দাস ভুলনকে প্রধান আসামি করা হয়েছে।

সংবাদ, ৬ মে ২০০৩

(১৫৭৭)
নবীগঞ্জে কর্মচারীকে খুন করে ফার্মেসী থেকে সিন্দুক লুট

নবীগঞ্জ (হবিগঞ্জ) প্রতিনিধি ঃ বৃহস্পতিবার রাতে নবী গঞ্জ উপজেলার ইনাতগঞ্জ পশ্চিম বাজারের ফ্রেন্ডস ফার্মেসীতে দুর্ধর্ষ ডাকাতি সংঘটিত হয়েছে। ডাকাতরা ফার্মেসির কর্মচারী মিহিরঞ্জন দাস রঞ্জু (৪৫) কে খুন করে প্রায় ৪ মন ওজনের টাকা ভর্তি সিন্দুক নিয়ে গেছে। পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বাজারের কয়েকটি ফার্মেসি ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের ৫ জন কর্মচারীকে আটক করেছে। তারা লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মর্গে পাঠিয়েছে। নিহত মিহিরঞ্জনের বাড়ি মৌলভীবাজার জেলার রাজনগর উপজেলার ফতেহপুর ইউনিয়নের আব্দুল্লাহপুর গ্রামে। তিনি প্রায় ২৫ বছর ধরে মোঃ হিরণ মিয়ার এ ফার্মেসিতে কর্মরত ছিলেন। একটি সূত্রে জানা গেছে, নিহত মিহিরঞ্জন এলাকায় খুবই বিশ্বস্ত ছিলেন বলে অনেকে তার কাছে টাকা জমা রাখতেন। ঘটনার পর থেকে বাজারের পাহারাদাররা পলাতক রয়েছে। পুলিশ সুপার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

ভোরের কাগজ, ৬ মে ২০০৩

(১৫৭৮)
ফলোআপ ঃ সিংগাইর সন্ত্রাসী হামলার ঘটনায় মামলা করায় সংখ্যালঘু পরিবার গ্রামছাড়া

মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি ঃ মানিকগঞ্জ সিংগাইর উপজেলায় সংখ্যালঘু পরিবারের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও ঘরবাড়ি ভাঙচুরসহ ৫ জনকে আহতের ঘটনায় থানায় মামলা করায় জগদিশ ঘোষ তার পরিবার নিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। উপজেলার চারিগ্রাম বাজার সংলগ্ন ৯ ঘর হিন্দু পরিবারের ১শ' ৫০ জন লোক ওই এলাকার ত্রাস স্বাধীন বাহিনীর ভয়ে মুখ খুলতে পারছে না। ১৮ এপ্রিল বিকেলে স্বাধীন বাহিনীর বর্বর হামলায় পুরো এলাকায় আতঙ্ক বিরাজ করছে। সন্ত্রাসীরা জগদিশের বিস্কুটের ফ্যাক্টরী ও দোকান বন্ধ করে দিয়েছে। স্থানীয় চেয়ারম্যান ফজলুল হক খান সন্ত্রাসী হামলার কথা স্বীকার করেছেন। এ ব্যাপারে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা এসআই রবিউল জানান, স্বাধীনসহ সংশ্লিষ্টদের গ্রেফতার চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

ভোরের কাগজ, ৬ মে ২০০৩

(১৫৭৯)
ডুমুরিয়ায় ঘের মালিককে জবাই করে হত্যা

খুলনা ব্যুরো ঃ জেলার ডুমুরিয়া উপজেলায় চরমপন্থীরা রোববার গভীর রাতে গুলি করে ঘের মালিক রঞ্জন কুমার সরকারকে (২৫) হত্যা এবং মিহির জোয়াদ্দারকে (৩০) গুরুতর আহত করেছে। একই রাতে সাইবুর রহমান অপহৃত হয়েছেন। এলাকাবাসী ও পুলিশ

জানিয়েছে, উপজেলার গোনালী গ্রামের হরেন্দ্রনাথের ছেলে মিহির জোয়াদ্দারকে রোববার রাত ১২টার দিকে জব্বার বাহিনীর সদস্যরা বামুনদিয়া বিলে কুপিয়ে ও গুলি করে ফেলে যায়।

ডুমুরিয়ায় খুন ও অপরহণ

খুলনা অফিস ও ডুমুরিয়া থেকে সংবাদদাতা ঃ গত রবিবার রাতে সন্ত্রাসীরা ডুমুরিয়া উপজেলার গুনালী গ্রামের রঞ্জন নাথ সরকারকে (২২) কুপিয়ে ও জবাই করে খুন করেছে। একই রাতে সন্ত্রাসীরা বামনদিয়া গ্রামের মিহির জোয়ার্দ্দারকে (২৮) গুলি করে। তাকে আশংকাজনক অবস্থায় খুলনা মেডিকেল হাসপতালে ভর্তি করা হয়েছে। একটি সূত্র জানায়, সন্ত্রাসীরা একই রাতে বামনদিয়া এলাকার সাইবুর রহমান নামে এক ব্যক্তি এবং শুক্রবার রাতে রানাই গ্রামের রিকশা চালক মেহেদী হাসানকে (৩৫) অপহরণ করে নিয়ে যায়। গতকাল সোমবার পর্যন্ত তাদের কোন খোঁজ খবর পাওয়া যায়নি। পুলিশের ধারণা নয়া বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির (এমএল) প্রতিপক্ষ অপর চরমপন্থী দল জব্বার গ্রুপের সদস্যরা এ সকল ঘটনা ঘটিয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক, ৬ মে ২০০৩

(১৫৮০)
খুলনায় যুবককে জবাই করে হত্যা পাবনায় কৃষক, কুমিল্লায় শিশু খুন

প্রথম আলো ডেস্ক ঃ খুলনার ডুমুরিয়ায় সন্ত্রাসীরা রঞ্জন কুমার সরকার নামে এক যুবককে জবাইকরে হত্যা করেছে। পুলিশ বলেছে, নিহত যুবক চরমপন্থি দলের সদস্য। কুমিল্লায় জমি নিয়ে বিরোধের জের ধরে খুন হয়েছে নিরপরাধ এক শিশু। পাবনার সুজানগরে চাঁদা না দেওয়ায় এক কৃষককে চোখ উপড়ে হত্যা করেছে সন্ত্রাসীরা। সুজানগর থানায় মামলা হলেও কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলায় বামুনদিয়া বিলে একটি মাছের ঘেরের ছোট বাসায় রঞ্জন কুমার সরকার (২৫) নামের এক যুবককে প্রতিপক্ষ সন্ত্রাসীরা জবাই করে হত্যা এবং মিহির জোয়ারদার (৩২) নামের অপর এক যুবককে গুলি ও কুপিয়ে গুরুতর আহত করেছে। ঘটনা দুটি ঘটেছে ডুমুরিয়ার বামুনদিয়া গ্রামের বিলে গত রোববার গভীর রাতে। এ ব্যাপারে পুলিশ সুপার হাবিবুর রহমান প্রথম আলোকে জানান, নিহত রঞ্জন চরমপন্থি দল বিপ্লবী সমিউনিস্ট পার্টি মৃণাল গ্রুপের সদস্য। মৃণাল গ্রুপ থেকে বেরিয়ে আসা জব্বার গ্রুপের ক্যাডাররা রঞ্জনকে হত্যা করেছে। জব্বার বাহিনীর সদস্যরা রঞ্জনকে প্রথমে এলোপাতাড়ি কোপায় এবং পরে তাকে জবাই করে হত্যা করে। একই রাতে একই বিলে ৫০ গজ দূরে আর একটি মাছের ঘের থেকে ওই সন্ত্রাসীরা মিহির জোয়ারদার নামের অপর যুবককে তুলে নিয়ে পিটিয়ে আহত করে পরে তাকে গুলি করে ফেলে রেখে যায়। তাকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

প্রথম আলো, ৬ মে ২০০৩

(১৫৮১)
চোরদের ডাকা সালিসে....

লালমনিরহাট প্রতিনিধি ঃ পুকুরের মাছ চুরি করতে এসে ফেলে যাওয়া জাল চোরদের বাড়িতে না দিয়ে একজন মেম্বারের কাছে জমা রাখায় সেই চোরদের ডাকা বৈঠকে পুকুর মালিককেই মারধর করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। ঘটনাটি ঘটেছে লালমনিরহাট জেলার আদিতমারী উপজেলার ভাদাই ইউনিয়নের মালিটারী গ্রামে গত শুক্রবার। জানা গেছে, উক্ত এলাকার অনীল চন্দ্র বাবুর পুকুরে সম্প্রতি এলাকার বাছাই ও ইউনুস কয়েকজন সঙ্গীসহ মাছ চুরি করতে যায়। এ সময় অনীল বাবুর বাড়ির লোকজন টের পেলে মাছ চোররা তাদের মাছ ধরার জাল ফেলে পালিয়ে যায়। অনীল বাবু জালটি স্থানীয় মেম্বার ফারুক আহমেদের কাছে জমা দেন। বিষয়টি জানতে পেরে চোররা ফেলে যাওয়া জাল ফেরত দেওয়ার জন্য অনীল বাবুকে চাপ দিতে থাকে। গত শুক্রবার চোররা ওই জালটি ফিরে পেতে পাড়ায় একটি সালিস বৈঠক ডাকে। উক্ত বৈঠকে অনীল বাবু জালটি ফেরত দিতে ব্যর্থ হলে তাকে মারধর করা হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন। এ ব্যাপারে আদিতমারী থানা পুলিশ প্রথম আলোকে টেলিফোনে গতকাল সোমবার দুপুরে জানান, তারা বিষয়টি অবগত নন। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে দেখবেন।

প্রথম আলো, ৬ মে ২০০৩

(১৫৮২)
কোমরপুরে ডাকাতি, ধর্ষণ হত্যার ঘটনা ঃ পুলিশ চার্জশিট দিলেও হুমকিতে ঐ পরিবারটি নিরাপত্তাহীনতায়

বাগেরহাট প্রতিনিধি ঃ কোমরপুরের ঠাকুরবাড়িতে পৈশাচিক ডাকাতি, ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনায় পুলিশি চার্জশিটভুক্ত ২২ আসামীর মধ্যে ১৩ আসামি এ পর্যন্ত গ্রেপ্তার হয়নি। ফলে নিহত তপন ভট্টাচার্যের পরিবার চরম ভাবে নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে সন্ত্রাসীরা তাদেরকে নানাভাবে বড় ধরনের ক্ষতি করার চেষ্টা চালাচ্ছে বলে পরিবারটি অভিযোগ করেছে। বাগেরহাট সদর উপজেলার যাত্রাপুর ইউনিয়নের কোমরপুর গ্রামের ঠাকুরবাড়িতে ৮ মার্চ হামলা চালিয়ে সন্ত্রাসীরা তপন ভট্টাচার্যকে হত্যা, মা-কন্যাসহ বাড়ির ৩ মহিলাকে গণধর্ষণ ও দুধর্ষ ডাকাতি করে। শনিবার পুলিশ দুই যুবদল নেতাসহ ২২ জনকে আসামী করে চার্জশিট প্রদান করে। আসামীদের মধ্যে ১৩ জনই পলাতক। নিহত তপন ভট্টাচার্যের ভাই স্বপন ভট্টাচার্য জানান, ৮ মার্চের ঘটনার পর থেকে চারজন পুলিশ তাদের বাড়িতে সার্বক্ষণিক পাহারায় নিয়োজিত রয়েছে। তা সত্ত্বেও সন্ত্রাসী চক্রের তৎপরতা ও হুমকির মুখে তারা আতঙ্কিত। ১ মে গভীর রাতেও একদল লোক বাড়ির রান্না ঘরের পিছনে আসে। কর্তব্যরত পুলিশ সদস্যরা তৎপর হলে আগন্তুকরা পালিয়ে যায়। স্থানীয় এলাকাবাসী মামলাটির দ্রুত চার্জশিট প্রদানে পুলিশের কর্মতৎপরতায় সন্তোষ প্রকাশ করলেও পরিবারটি নিরাপত্তাহীনতায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। তাদের মতে, চার্জশিটে স্থানীয় প্রভাবশালী কিছু ব্যক্তির নাম বাদ পড়েছে যারা সন্দেহের বাইরে নয়। এরাই পরিবারটির ক্ষতি করার জন্য তৎপর বলে অভিযোগ উঠেছে।

ভোরের কাগজ, ৭ মে ২০০৩

(১৫৮৩)
শিবচরে ৩টি মন্দিরের ১৩টি মূর্তি ভাঙচুর সংখ্যালাঘুরা আতঙ্কিত

মাদারীপুর থেকে সংবাদদাতা ঃ মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলার পাঁচচরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী তিনটি মন্দিরের দেববিগ্রহ ভাঙচুর করায় এলাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে চরম আতঙ্ক ও তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। এলাকা ও থানা সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার পাঁচচর এলাকার ৩টি মন্দিরের ১৩টি দেববিগ্রহ গত বৃহস্পতিবার রাতের অন্ধকারে সন্ত্রাসীরা ভাঙচুর করে। এ ব্যাপারে শিবচর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছে। এক রাতে তিনটি মন্দিরের ১৩টি বিগ্রহ ভাঙচুর করায় এলাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে চরম আতঙ্ক বিরাজ

করছে। মূর্তি ভাঙচুর করায় পূজারিদের পূজা ও উপাসনা বন্ধ হয়ে গেছে। পুলিশ ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে পাঁচচর গ্রামের করিম মুন্সির ছেলে মাসুদকে (১৯) গ্রেফতার করেছে। আসামিকে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে। ১৩টি মূর্তি ভাঙচুরের ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন জাতীয় হিন্দু সমাজ সংস্কার সমিতি, হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, ছাত্র যুব ঐক্য পরিষদ ও পূজা উদযাপন পরিষদ মাদারীপুর জেলা শাখার নেতৃবৃন্দ। এলাকাবাসী সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারীর বিরুদ্ধে ও মূর্তি ভাঙচুরের সঙ্গে জড়িতদের গ্রেফতার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

সংবাদ, ৭ মে ২০০৩

(১৫৮৪)
ত্রিশালে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন বন্ধের আহ্বান

ত্রিশাল উপজেলার গুজিয়াম গ্রামে অবিলম্বে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর নিপীড়ন ও নির্যাতন বন্ধ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। বিবৃতিতে তারা উল্লেখ করেন ১৪ এপ্রিল সন্ধ্যায় ত্রিশাল উপজেলার গুজিয়াম গ্রামের মেলারটেকে চড়ক পূজা ও মেলা চলাকালীন অবস্থায় কতিপয় চিহ্নিত দুষ্কৃতকারী পূজা পণ্ড এবং মেলার দোকানীদের বেদম মারপিট করে। এক পর্যায়ে তারা লুটপাট করে হিন্দু ভক্তদের ব্যাপক মারধর করে। এ ব্যাপারে ত্রিশাল থানায় মামলা দায়ের করা হয়। যার হামলা নং-১২ তারিখ ১৭-০৪-০৩ইং। মামলা দায়েরের পর অদ্যাবধি কোন প্রকার প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। ফলে মামলা দায়ের করার কারণে চিহ্নিত দুষ্কৃতকারীরা সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর নিপীড়ন ও নির্যাতন করে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ ও বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ত্রিশাল উপজেলা কমিটি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। পাশাপাশি নিপীড়ন ও নির্যাতন বন্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দাবি জানিয়েছেন।

সংবাদ, ৭ মে ২০০৩

(১৫৮৫)
শিবালয়ে পুরোহিত কন্যা গণধর্ষণের প্রতিবাদে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে মানববন্ধন

মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি ঃ শিবালয়ের আরুয়া গ্রামে পুরোহিত কন্যা গণধর্ষণের প্রতিবাদে গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে মানব বন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়। তৃণমূল জনসংগঠন সমন্বয় পরিষদ, এডাব এই মানববন্ধনের আয়োজন করে। মানববন্ধন শেষে শিবালয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার বরাবরে একটি স্মারকলিপিও পেশ করা হয়।

আজকের কাগজ, ৭ মে ২০০৩

(১৫৮৬)
বালাগঞ্জ বাজারের সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন বাড়ি-ঘরে থাকতে পারছে না

সিলেট অফিস ঃ ভূমি শিকারীদের খপ্পরে পড়ে সিলেটের বালাগঞ্জ বাজারের সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন বাড়িঘরে থাকতে পারছেন না বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। পুরুষ শূন্য ঘর-বাড়িতে যে কোনও ধরনের লুটপাটসহ অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। বিগত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে স্থানীয় ক্ষমতাসীন দলের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট না দেওয়ায়

এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে বলে জানা গেছে। গত ৬ মে বিকেলে সিলেট প্রেসক্লাব শ্রী শ্রী মদন মোহন জিউর আখড়া পরিচালনা কমিটির পক্ষে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ অভিযোগ দায়ের করা হয়। লিখিত বক্তব্যে দেবোত্তর সম্পত্তি রক্ষায় সকল মহলের সহযোগিতা কামনা করে হিন্দু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আহ্বান জানানো হয়। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন মানিক চক্রবর্তী।

আজকের কাগজ, ৮ মে ২০০৩

(১৫৮৭)
চট্টগ্রামে জ্ঞানজ্যোতি হত্যা মামলার আসামী গ্রেফতার

চট্টগ্রাম অফিস ঃ রাউজানে চাঞ্চল্যকর জ্ঞানজ্যোতি ভিক্ষু হত্যা মামলার অভিযুক্ত আসামী গিয়াসকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। গতকাল হাটহাজারী বাসস্ট্যান্ড থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। এ হত্যা মামলায় গত বছরের ২২ ডিসেম্বর একে ৪৭ সহ আটক এলাইচ মোহাম্মদের স্বীকারোক্তিতে গিয়াসের জড়িত থাকার কথা উল্লেখ আছে। গ্রেফতারকৃত গিয়াস রাউজানের হলদিয়ার বাসিন্দা।

আজকের কাগজ, ৮ মে ২০০৩

(১৫৮৮)
সোনারগাঁয়ে মূর্তি ভাঙ্গার অভিযোগ

নারায়ণগঞ্জ সংবাদদাতা ঃ মেঘনা লঞ্চঘাটে দাবীকৃত ১শ' টাকা না দেয়ায় মঙ্গলবার রাতে আনন্দবাজারের জনৈক লবু চন্দ্রের কেনা একটি মূর্তি ইজারাদারের লোকজন ভেঙ্গে দেয়। নৌপথে লবু চন্দ্র আনন্দবাজার যাচ্ছিল। ইউপি মেম্বার নাছির ও তার সহযোগিদের জন্য দায়ী করেছে লবু। প্রকাশ, মাত্র ১ হাজার টাকায় মেঘনা-বারদী লঞ্চঘাটটি বার্ষিক ইজারা নিলেও মাথাপিছু ২ টাকা আদায় করা হয়। সোনারগাঁওয়ের ওসি মূর্তি ভাংগার কোন খবর জানেন না বলে উল্লেখ করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক, ৮ মে ২০০৩

(১৫৮৯)
দেবোত্তর সম্পত্তি দখলের চেষ্টায় চাঁদাবাজি সাজিয়ে নিরপরাধ যুবককে পুলিশে দিয়েছে এক কালোবাজারি

চট্টগ্রামের প্রাচীন একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান তথা দেবোত্তর সম্পত্তি দখলের অপচেষ্টায় উঠে পড়ে লেগেছে মোকতার আহাম্মদ সওদাগর নামে এক কালোবাজারি ও কাঠচোরাকারবারী, কোতোয়ালি থানা এলাকার ফিরিঙ্গিবাজারে নিত্যানন্দ সওদাগর গত মঙ্গলবার রাতে আশ্রমের সাবেক সেবায়েত গোপাল ঘোষের ছেলে শ্যামল ঘোষকে চাঁদাবাজির অভিযোগে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। প্রসঙ্গত, উক্ত আশ্রমের পূজা উদযাপন পরিষদের সাবেক সাধারণ সম্পাদক শ্যামল ঘোষের বিরুদ্ধে যে চাঁদাবাজির মামলা দেওয়া হয়েছে তাতে ঐ পরিষদের সাবেক সভাপতি ও ভোরের কাগজের বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি রাজীব নন্দী বাবুসহ আরো সাবেক কর্মকর্তার নামও জড়ানো হয়েছে। এদিকে নিত্যানন্দ ধাম পূজা উদযাপন পরিষদ, অভয়

মিত্রঘাট পূজা উদযাপন পরিষদ এবং শিববাড়ী পূজা উদযাপন পরিষদ এক বিবৃতিতে এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। বিবৃতিতে বলা হয়, মূলত নিত্যানন্দ ধামের জায়গা দখল করে সেখানে কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণের জন্য ষড়যন্ত্রমূলকভাবে তাদেরকে এই মিথ্যা মামলায় জড়ানো হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সে একজন স্থানীয় কাঠ ব্যবসায়ী ও ধর্মীয় সংগঠক।

জানা গেছে, মোকতার আহাম্মদ সওদাগর নিত্যানন্দ ধামের পার্শ্ববর্তী জায়গায় বসবাস করলেও বিগত ২০-২৫ বছর যাবৎ এ নিয়ে দেবোত্তর সম্পত্তির অংশ হিসেবে মামলা চলে আসছিল। কিন্তু সম্প্রতি উক্ত মোকতার সওদাগর ও আরো কিছু ব্যক্তি ধামের বর্তমান সেবায়েতকে প্রভাবিত করে আশ্রমের সম্পদ দখলের চেষ্টায় পুনরায় উঠে পড়ে লাগে। কিন্তু মন্দির সংশ্লিষ্ট সচেতন ব্যক্তিবর্গ তার এই অসৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বাধা হয়ে দাঁড়ালে সে বিভিন্ন মামলা ও হামলার হুমকি দেয়। যার অংশ হিসেবে সম্প্রতি সে এলাকার কিছু প্রতিবাদী যুবককে দমিয়ে রাখার চেষ্টায় এই মিথ্যা মামলা দায়ের করে। প্রসঙ্গত, কাঠ পাচারসহ কালোবাজারের অভিযোগে অভিযুক্ত এই মোক্তার সওদাগর অতীতেও কিছু মিথ্যা মামলা দিয়েছিল। যার নম্বর বন্দেগাও ২৪ (৬) ২০০২ ও খুলশী থানা ২৫(৭) ২০০২। কিন্তু সে সময় আশ্রম সংশ্লিষ্ট সচেতন ব্যক্তিবর্গ এই মামলা সিআইডির হাতে ন্যস্ত করার আবেদন জানালে, পুলিশ তার প্রয়োজন নেই উল্লেখ করে নিজেরা তদন্ত করে। পরে ঐসব মামলা মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়। এর ভিত্তিতে উপ-পুলিশ কমিশনার কোতোয়ালি, পাহাড়তলী ও খুলসী থানা পুলিশকে এ জাতীয় হয়রানি না করার নির্দেশ দিলেও এই ঘটনা ঘটেছে। কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রুহুল আমিন সিদ্দিকী উক্ত মোকতার সওদাগরের যোগসাজশে এ কাজ করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। থানার ওসিও উক্ত কালোবাজারির অপকর্মের অংশীদার বলেও অভিযোগ জানা যায়।

ভোরের কাগজ, ৯ মে ২০০৩

(১৫৯০)
ফরিদপুরে সংখ্যালঘু পাড়ায় দু'শতাধিক ব্যক্তির হামলা ১০ গৃহবধূ লাঞ্ছিত ॥ ২৫ বাড়িতে ভাঙচুর, লুট ॥ দু'টি মন্দির বিধ্বস্ত

ফরিদপুর প্রতিনিধি ঃ ফরিদপুর সদর উপজেলার কানাইপুর ইউনিয়নের মালাঙ্গা গ্রামের সংখ্যালঘু আদিবাসীপাড়ায় সশস্ত্র হামলার ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় ১০ গৃহবধূ লাঞ্ছিত হয়েছেন, ২৫ বাড়িতে ব্যাপক ভাঙচুর ও লুটপাট ঘটেছে। হামলায় বিধ্বস্ত হয়েছে দেবমূর্তিসহ দু'টি মন্দির। এ ঘটনার পর সন্ত্রস্ত আদিবাসীপাড়ায় পুলিশ বসানো হয়েছে। গত বুধবার বিকেলে এ ঘটনার পর গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক জালাল আহমেদ, পুলিশ সুপার এসএম হাফিজুর রহমান, ফদিরপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান হাসিবুল হাসান লাবলু, মুক্তিযুদ্ধের সাব-সেক্টর কমান্ডার নূর মোহাম্মদ বাবুল, সহকারী পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আলী হায়দার, কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সিএ হালিম ঘটনাস্থল সংখ্যালঘুপাড়াটি পরিদর্শন করেছেন। এ বর্বরোচিত ঘটনার প্রতিবাদে ও জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবিতে কানাইপুর বাজারে গতকাল বৃহস্পতিবার শ্রমিক ধর্মঘট পালিত হয়েছে। জানা গেছে, গত বুধবার সকালের দিকে একটি তুচ্ছ ঘটনায় পার্শ্ববর্তী গঙ্গাবর্দী গ্রামের আফজাল নামের এক ব্যক্তি আহত হয়। এ ঘটনার জের ধরে বিকেল ৩টার দিকে দু,শতাধিক সশস্ত্র ব্যক্তি ঢাল, সড়কি, রামদা, ছেনি প্রভৃতি দেশীয় অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে মালাঙ্গা গ্রামের সংখ্যালঘু আদিবাসীপাড়ায় হামলা চালায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, হামলাকারীদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্রও ছিল। ঘন্টাব্যাপী তাণ্ডবে আদিবাসীপাড়ার নারায়ণ, ঝড়ু, গান্ধী, ভুলু, শ্রীনাথ, অহিভূষণ, মদন, অরুণ, হারান, কৃষণ, বিধান, প্রেমকুমার, ভূষণ, ও মিনার বাড়িতে ব্যাপক ভাঙচুর ও লুটপাট হয়। ভিসিপি, ভিসিডি, টেলিভিশন, ফ্যান, নগদ টাকাসহ প্রায় আড়াই লাখ টাকার মালামাল লুট হয়ে যায়। আদিবাসীপাড়ার মনসা মন্দির ও জগদ্বন্ধু মন্দিরেও সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়ে বেদমূর্তিসহ দু'টি মন্দিরেই ভাঙচুর করে। ভাঙচুরে পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয়ে যায় জগদ্বন্ধু মন্দিরটি। হামলা ও লুটপাটকালে সন্ত্রাসীদের হাতে লাঞ্ছিত হন মিতাশ্রী (২০), কল্পনা (২২), সুচিত্রা (২০), মিনা (২৫) সহ ১০ গৃহবধূ-যুবতী। অভিযোগ রয়েছে, এ সময় বিবস্ত্র করার ঘটনাও ঘটে। এঘটনার পর বিধ্বস্ত ওই পাড়াতে গতকাল কারও বাড়িতে উনুন জ্বলেনি। শ্রমজীবী পুরুষরা কেউ কাজে যায়নি। অসহায় নারী-পুরুষের আহাজারিতে বাতাস ভারী ছিল। পুলিশ বলেছে, কেউ লিখিত অভিযোগ না করায় ব্যবস্থা নিতে বিলম্ব হচ্ছে। গ্রামবাসী ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, গঙ্গাবর্দীর বিল্লাল মাতুব্বরের নেতৃত্বে দুলাল, জিয়া, সেলিম, ইলা, সৈয়দ ড্রাইভার, শাহীন, সোহরাবসহ দু'শতাধিক সন্ত্রাসী পুলিশের উপস্থিতিতেই এ হামলার ঘটনা ঘটিয়েছে। নিরাপত্তাহীনতার কারণে আদিবাসীরা মামলা করতে সাহস পাচ্ছে না। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত কোতোয়ালি থানায় কোনও মামলা হয়নি। অভিযোগ পাওয়া গেছে, হামলাকারী সন্ত্রাসীরা আগেভাগেই পাল্টা মামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। বিধ্বস্ত সংখ্যালঘু আদিবাসীপাড়ায় পুলিশ প্রহরা বসানো হয়েছে।

আজকের কাগজ, ৯ মে ২০০৩

(১৫৯১)
সাংসদ খালেকের জবরদস্তি গাবতলীতে আবাসন প্রকল্পের জন্য অন্যের বসতভিটা উচ্ছেদ

গোলাম কিবরিয়া ঃ রাজধানীর গাবতলীতে সরকারদলীয় সংসদ সদস্য এস এ খালেকের মালিকানাধীন আবাসন প্রকল্পের জন্য আকস্মিকভাবে স্থানীয় কিছু গরিব বাসিন্দার বসতভিটা ভেঙে ফেলা হয়েছে। অন্তত আটটি পরিবারের বসতভিটার অংশবিশেষ ভেঙে জমি প্রকল্প এলাকার ভেতরে নেওয়া হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। মিরপুর গাবতলীর বাগবাড়ী এলাকার উত্তর ঋষিপাড়ায় ক্ষতিগ্রস্তরা জানান, বাড়ি ভেঙে ফেলার ব্যাপারে এই পরিবারগুলোকে আগে কোনো নোটিশ দেওয়া হয়নি। এমনকি ক্ষমতাসীন ওই সংসদ সদস্য জমি দখলের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের মাপজোকের মধ্য দিয়েও যাননি। ক্ষমতাবান এই সাংসদের বিরূদ্ধে এলাকাবাসী স্থানীয় থানাতেও কোনো অভিযোগ দায়ের করতে সাহস পাননি। তবে এস এ খালেক এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। স্থানীয় অধিবাসীরা জানান, কাজের শুরুতেই এস এ খালেকের নির্দেশে এবং তার উপস্থিতিতে ঋষিপাড়ার আদি বাসিন্দা সুক লাল, সন্ধ্যা রাজবংশী, দীনেশ দাস, কানাই দাস, সুক মোহন, গৌর দাস, হারুন মহাজন ও লাবু মিয়ার বসতবাড়ির কিছু অংশ ভেঙে ফেলা হয়। এর ফলে কারো বাড়ির একটি বা দুটি কামরা, কারো বা রান্নাঘর আবার কারো আঙ্গিনা ভাঙা পড়ে। বাড়ি ভাঙার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত এদের কাউকেই এ ব্যাপারে কিছুই জানানো হয়নি। প্রকল্পের কাজের শুরুতেই এস এ খালেক তার জমির সীমানা বরাবর খুঁটি গেড়ে সুতা টানিয়ে দেন। এর মাধ্যমে তিনি প্রকল্পের জমির ঋষিপাড়া সংলগ্ন সীমানার আঁকাবাকা স্থানগুলোকে সোজা করে নেন। আর এটি করতে গিয়েই ভাঙা পড়ে বেশ কয়েকটি বাড়ির অংশ। সুতা টানিয়ে দেখানো সীমানা অনুযায়ী আরো কয়েকটি বাড়ি ভাঙা হতে পারে বলে এলাকবাসী আশঙ্কা করছেন।

এ ব্যাপারে থানায় কোনো অভিযোগ দায়ের করা হয়নি কেন, এই প্রশ্নের উত্তরে স্থানীয় একজন বাসিন্দা পাল্টা প্রশ্ন করে বলেন, এমপির বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করে কি কোনো লাভ আছে? ভয়ে এলাকার কেউ এ ব্যাপারে থানায় যাওয়ার সাহস পায়নি বলে তিনি জানান। এস এ খালেকের শ্রমিকরা হারুন মহাজনের বাড়ি ভাঙতে এলে তিনি যখন বাধা দেন, তখন

এস এ খালেক নিজেই তাকে মারতে তেড়ে আসেন বলে কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী জানান। হারুন মহাজন এই ঘটনার বর্ণনা দিয়ে বলেন, 'একমাত্র আমিই এই এলাকার মধ্যে এভাবে অবৈধভাবে ঘর ভাঙার প্রতিবাদ করেছি। আর কেউ এগিয়ে আসেনি। একই ভাবে সাংসদের উপস্থিতিতে অন্যদের বাড়িও একে একে ভেঙে ফেলা হয়। সর্বশেষ গত পরশু সন্ধ্যা রাজবংশীর বাড়িটি ভাঙা হয়। নাম প্রকাশ না করার অনুরোধ জানিয়ে স্থানীয় একজন ক্ষতিগ্রস্ত বাসিন্দা বলেন, যদি আমার বসতভিটার মধ্যে এমপি সাহেবের কোনো জমি থেকে থাকে তাহলে সেটা তিনি মেপে নিয়ে নিন। কিন্তু কোনো মাপামাপি না করে জোরজবরদস্তি করে আমার ঘর ভেঙে নিয়ে যাবেন, এটি কী করে সম্ভব আমার শুধু এটুকুই অনুরোধ আমাকে বাপের ভিটা থেকে যেন বঞ্চিত না করা হয়। এ দিকে এস এ খালেক তার কমপ্লেক্সের মধ্যে আগে থেকেই স্থানীয় মৃত রুবী দাসের ৯৩ শতাংশ জমি জালিয়াতির মাধ্যমে আত্মসাৎ করে নিয়েছেন বলে রুবী দাসের জামাতা সুক লাল দাবি করেন। তিনি বলেন রুবী দাসের উত্তরাধিকারীরা এখনো এই এলাকায় বসবাস করছেন। রুবী দাসের মৃত্যুর পর এস এ খালেক কীভাবে রাতারাতি এই সম্পত্তির মালিক হয়ে গিয়েছেন তা এলাকাবাসীর বোধগম্য নয়। গতকাল এলাকাবাসীর বসতবিটা ভাঙা সম্পর্কে জানতে চাইলে সাংসদ এস এ খালেক এই অভিযোগ অস্বীকার করেন। প্রকল্প এলাকার পুরো জমি নিজের বলে দাবি করে তিনি বলেন স্থানীয় অধিবাসীরা এখানে ময়লা ফেলত। সেই জায়গা পরিষ্কার করা হয়েছে মাত্র। এস এ খালেকের পরিবার থেকে দাবি করা হয় প্রায় ৬৬ শতাংশ জমির ওপর অবস্থিত এই হাউজিং প্রকল্পের পুরো জমি ৩০ বছরেরও বেশি সময় আগে তারা কিনে নিয়েছিলেন। সে সময় এটি নিচু জমি ছিল এবং এতে কোনো সীমানা দেয়াল দেওয়া ছিল না। উল্লেখ্য, এর আগে ২০০০ সালের জুলাই মাসে এস এ খালেকের বিরুদ্ধে সরকারী জমি দখলের অভিযোগ উঠেছিল। ওই সময় সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যায় মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার নামে গাবতলীতে সরকারি জমি দখল করে মার্কেট ও তার নিজস্ব পরিবহন সংস্থার কাউন্টার বানিয়েছিলেন।

প্রথম আলো, ৯ মে ২০০৩

(১৫৯২)
স্কুল ছাত্রকে অপহরণ করে পায়ে শিকল ও তালা দিয়ে আটকিয়ে রাখার অভিযোগ

টেকেরহাট (মাদারীপুর) সংবাদদাতা ঃ সালিশ বৈঠকে পাওনা টাকার জামিনদার হওয়া ও সময়মত টাকা দিতে না পারার জের ধরে পাওনাদার আজাদ গত ২২ শে এপ্রিল জামিনদারের নাতি ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র সমর বিশ্বাসকে পাখুল্যা গ্রাম থেকে অপহরণ করে রাজৈর সদরের একটি বাড়ীতে পায়ে শিকল ও তালা দিয়ে ঘরে আটকিয়ে রেখে দরজায় তালা দিয়ে রাখে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। সমরকে সারাদিনের কোন খাবার পর্যন্ত দেয়া হয়নি। সন্ধ্যায় থানা পুলিশ খবর পেয়ে বদ্ধ ঘরের তালা ভেঙ্গে সমরকে উদ্ধার করে। এলাকাবাসী অপহরণকারী আজাদের বিচারের দাবি জানায়।

দৈনিক ইত্তেফাক, ৯ মে ২০০৩

(১৫৯৩)
সদরপুরে ২০টি সংখ্যালঘু পরিবারকে উচ্ছেদের হুমকি

সগদরপুর (ফরিদপুর) থেকে সংবাদদাতা ঃ উপজেলার নয়াকান্দ গ্রামের ২০টি সংখ্যালঘু হিন্দু পরিবারকে উচ্ছেদ করে তাদের জমি-জমা দখল করার চেষ্টার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

প্রকাশ, নগরকান্দি উপজেলার গোয়াইলপোতা গ্রামের একটি সন্ত্রাসীচক্র মিথ্যা মামলা দায়ের, মারপিট, কুপিয়ে জখম, পর্যায়ক্রমে চুরি-ডাকাতি এবং জীবননাশের হুমিক দিয়ে সংখ্যালঘু পরিবারগুলোর জীবন বিষিয়ে তুলেছে। উক্ত সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলার সংখ্যালঘু সাক্ষীরা সাক্ষী দিতে গেলে তাদেরকে হত্যার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। গত ৩ মে জীবনের নিরাপত্তা চেয়ে নয়াকান্দি গ্রামের পরিশ চন্দ্র পাল সদর পুর থানায় একটি সাধারণ ডায়রী করেছেন। সংখ্যালঘু পরিবারগুলোকে উচ্ছেদ করার জন্য সন্ত্রাসীচক্র তাদের বিরুদ্ধে কয়েকটি মিথ্যা মামলা দায়ের করেছে।

দৈনিক ইত্তেফাক, ১০ মে ২০০৩

(১৫৯৪)
অর্পিত সম্পত্তি আইন এখন হিমাগারে, নতুন করে ইজারা দেয়া হচ্ছে সম্পত্তিহারা হিন্দুরা হতাশ

মনির হায়দার ঃ অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন এখন হিমাগারে, মৃতপ্রায়! ছোট্ট একটি সংশোধনীর মাধ্যমে বহুলালোচিত এই আইনকে এমনভাবে অকার্যকর করে রাখা হয়েছে যে, এটি বাস্তাবায়ন না করলেও সরকারের বিরুদ্ধে আইন ভঙ্গের কোন অভিযোগ করার আর সুযোগ নেই। ফলে ভবিষ্যতে কখনও আইনটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হবে কিনা তা পুরোপুরিই অনিশ্চিত। অন্যদিকে সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী বিভিন্ন জেলার ডেপুটি কমিশনাররা (ডিসি) নতুন করে অর্পিত সম্পত্তি লিজ বা ইজারা দেয়া শুরু করেছেন। এই সুযোগ রীতিমতো লুফে নিচ্ছে ক্ষমতাসীন দলের পরিচয়ধারী একশ্রেণীর টাউট-বাটপার তথা স্বার্থান্বেষী মহল। উপরের দিক থেকে কোন তাড়া না থাকায় অর্পিত সম্পত্তির চূড়ান্ত তালিকা তৈরির ব্যাপারে ডিসিদের মধ্যে এখন আর তেমন আগ্রহ নেই। ঝিমিয়ে পড়েছে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অর্পিত সম্পত্তি মনিটরিং সেলও। এ অবস্থায় সম্পত্তিহারা হিন্দু পরিবারগুলো আবারও হতাশার অতলে নিমজ্জিত হয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, গত নবেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনের যে সংশোধনী জাতীয় সংসদে পাস হয়েছে তাতে গেজেট আকারে অর্পিত সম্পত্তির তালিকা প্রকাশের কোন সময়সীমা নির্ধারিত করে দেয়া নেই। বরং বলা হয়েছে যে, সরকার তার ইচ্ছামতো নির্ধারিত সময়ে প্রত্যর্পণযোগ্য অর্পিত সম্পত্তির জেলাওয়ারি তালিকা গেজেট আকারে প্রকাশ করবে। অথচ মূল আইনের ৯(১) নম্বর ক্লজে বলা হয়েছিল যে, আইনটি পাস হওয়ার পর ১৮০ দিনের মধ্যে জেলাওয়ারি প্রত্যর্পণযোগ্য অর্পিত সম্পত্তির তালিকা গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ২০০১ সালের ১১ এপ্রিল জাতীয় সংসদে পাস হয়েছিল অর্পিত সম্পত্তির তালিকা তৈরির বাধ্যবাধকতা ছিল। কিন্তু বাস্তবে তা করা হয়নি।

বর্তমান জোট সরকার শাসন ভার গ্রহণ করার তিন দিন আগে বিচারপতি লতিফুর রহমানের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বধায়ক সরকার ক্ষমতায় থাকাকালেই ১৮০ দিন সময় অতিবাহিত হওয়ার মধ্য দিয়ে আইনটি লঙ্ঘন এবং একই সঙ্গে অকার্যকর হয়ে যায়। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আরোহণের উপর প্রথম এক বছর এ আইন নিয়ে তেমন কোন উদ্যোগ-তৎপরতা দেখা যায়নি। এক পর্যায়ে গত নবেম্বর মাসে একটি সংশোধনী মন্ত্রিসভায় অনুমোদনের পর সংসদে উত্থাপন করা হয় এবং নবেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে পাস হয় অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (সংশোধনী) আইন ২০০২। তারপর থেকে এ আইনের ভবিষ্যত পুরোপুরি অন্ধকার এবং অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

ইতোপূর্বে সরকার কর্তৃক ইজারা দেয়া (ডিসিআর) অর্পিত সম্পত্তিসমূহ ডিসি অফিসের অনুকূলে ন্যস্ত করার যে আদেশ ২০০২ সালের জুলাই মাসে জারি করা হয়েছিল, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (সংশোধনী) আইন ২০০২ পাস হওয়ার পর সেই আদেশের বাস্তবায়ন আপনাআপনিই থেমে যায়। সেই সঙ্গে সরকারের দখলে থাকা অর্পিত সম্পত্তি নতুন করে ইজারা প্রদানও শুরু হয় তখন থেকেই। বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মী পরিচয়ে একশ্রেণীর টাউট-বাটপার অর্পিত সম্পত্তি ইজারা নেয়ার জন্য নানাভাবে চেষ্টা-তদ্বিরে লিপ্ত হয়েছে। ফলে সম্পত্তিহারা হিন্দু পরিবারগুলো তাদের সম্পত্তি ফিরে পাবার যে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল তা এখন অনেকটাই ম্লান হয়ে গেছে। কেউ কেউ মনে করছেন, সর্বশেষ সংশোধনীর ফলে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনের আপাতত মৃত্যু ঘটেছে। এটিকে ঘিরে স্বপ্ন দেখার আর কোন কারণ নেই। তবে এ বিষয়ে শুক্রবার বিকালে ভূমিমন্ত্রী এম শামসুল ইসলামের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, অর্পিত সম্পত্তি সম্পর্কিত সমস্যাটি নিরসনে আমাদের আন্তরিকতার কোন অভাব নেই। সে কারণেই আমরা বিগত সরকারের করে যাওয়া আইনটি বাতিল করিনি, সংশোধন করেছি মাত্র। সদিচ্ছার অভাব থাকলে আমরা তো এ আইন বাতিলই করতে পারতাম। আওয়ামী লীগ করেছে বলেই আমাদের বাতিল করে দিতে হবে- এমন মানসিকতা আমাদের নেই। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, এ আইনে অসংখ্যা ক্রটি-বিচ্যুতি রয়েছে। এখন সেসব ক্রটি সংশোধনের কাজ চলছে। এটি পাসের ক্ষেত্রে সম্ভবত খুব তাড়াহুড়া করা হয়েছিল। তিনি বলেন, ভুল-ক্রটি সংশোধন করতে গিয়েই আইনটির বাস্তবায়ন বিলম্বিত হচ্ছে। বিভিন্ন জেলা থেকে অর্পিত সম্পত্তির তালিকা আসছে খুব ধীরে। সব তালিকা মন্ত্রণালয়ে আসার পরই সেটা গেজেট আকারে প্রকাশের ব্যবস্থা করা হবে। তারপর শুরু হবে আইনের বাস্তবায়ন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০০১ সালের ১১ এপ্রিল জাতীয় সংসদে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন পাসের আগে দীর্ঘ প্রায় ৩ বছর ধরেই আইনের খসড়া নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, গবেষণা ও আলোচনা-পর্যালোচনা চলেছিল। প্রথমে এ সংক্রান্ত যুগোপযোগী একটি আইনের খসড়া তৈরির জন্য তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনুরোধ করেন ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিকে। এর পর কমিটির এক বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর খসড়া তৈরির লক্ষ্যে সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের নেতৃত্বে গঠন করা হয় একটি সংসদীয় উপ-কমিটি। সেই উপ-কমিটিতে বিএনপির পক্ষ থেকে ছিলেন দুই এমপি- শেখ রাজ্জাক আলী ও কবির হোসেন। তাঁদের অংশগ্রহণেই দীর্ঘ এক বছরেরও বেশি সময় ধরে ব্যাপক গবেষণা এবং সংশ্লিষ্ট মহলগুলোর সঙ্গে আলোচনা-পর্যালোচনার পর উপ-কমিটি 'অর্পিত সম্পত্তি (দখল পুর্নবহাল) আইন' নামে একটি নতুন আইনের খসড়া প্রণয়ন করে। পরবর্তীতে সেই খসড়া ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ওঠানো হয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে। সেখানে বিস্তারিত আলোচনার পর খসড়াটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য গঠন করা হয় একটি মন্ত্রিসভা কমিটি। সেই কমিটি প্রায় তিন মাস কাজ করে বিষয়টির ওপর। তার ভিত্তিতেই নতুনভাবে প্রণীত হয় 'অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন' নামে একটি নতুন আইনের খসড়া। সেটিই উত্থাপন করা হয় জাতীয় সংসদে। অবশেষে ২০০১ সালের ১১ এপ্রিল সংসদে পাস হয় অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন। পাসের পর তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার আইনটি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপই গ্রহণ করে। কিন্তু মাত্র ৩ মাসের মাথায় মেয়াদ শেষ হয়ে যায় সেই সরকারের। মূলত তারপর থেকেই অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন বাস্তবায়নের সকল প্রক্রিয়া স্তিমিত হয়ে যায়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১০ মে ২০০৩

(১৫৯৫)
বাঁশখালীতে পেট্রোল ঢেলে বিধবার ঘরে আগুন ॥ মা মেয়ে সহ তিনজন জীবন্ত দগ্ধ

স্টাফ রিপোর্টার, চট্টগ্রাম অফিস ঃ জেলার বাঁশখালীতে অজ্ঞাতনামা সন্ত্রাসীরা এক বিধবার ঘরে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিলে একই পরিবারের ৩জন অগ্নিদগ্ধ হয়ে মর্মান্তিক ভাবে মারা গেছে। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে নির্মম এই ঘটনাটি ঘটে পূর্ব-চাম্বল এলাকার নাথপাড়ায়। নিহত তিনজন হচ্ছে বিধবা আরতি বালা দেবী (৪০) ও আরতীর মা ঝিনু বালা দেবী (৬০)। পূর্বশক্রতার কারণে নাকি অন্য কোন ঘটনার জের হিসাবে এ ঘটনাটি ঘটেছে-তা এখনও পুলিশ নিশ্চিত হতে পারেনি।

মর্মান্তিক এ ঘটনার পর বিষয়টি সাম্প্রদায়িক বলে গুজব ছড়িয়ে পড়লে শুক্রবার দুপুরে এলাকার এমপি বন ও পরিবেশ প্রতিমন্ত্রী জাফরুল ইসলাম চৌধুরী, জেলা প্রশাসক শফিকুল ইসলাম, চট্টগ্রাম রেঞ্জ পুলিশের অতিরিক্ত ডিআইজি নাঈম আহমেদ, পুলিশ সুপার মতিউর রহমান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। কিন্তু প্রাথমিক তদন্ত ও জিজ্ঞাসাবাদে এর কোন সত্যতা মিলেনি। তবে দুঃখজনক এ ঘটনাটির অন্তর্নিহিত রহস্য বের করে জড়িতেদের অবিলম্বে গ্রেফতার করার জন্য পুলিশের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ নির্দেশ দিয়েছে। বাঁশখালী থেকে সংবাদদাতা জানায়, এলাকার পূর্ব-চাম্বলের নাথপাড়ায় আরতি বালা দেবীর ঘরে রাত অনুমান ৩টার দিকে কে বা কারা পরিকল্পিতভাবে কেরোসিন ও পেট্রোল ছিটিয়ে আগুন লাগায়। ঘরটিতে একটি মাত্র দরজা ছিল। ফলে পেট্রোল ও কেরোসিনের আগুন দ্রুত ঘরের অভ্যন্তরে ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় ঘরে থাকা বিধবা আরতি বালা দেবী (৪০), আরতির মা ঝিনু বালা দেবী (৬০) ও আরতির মেয়ে চম্পা বালা দেবী (১৪) আগুনে পুড়ে মর্মান্তিক ভাবে মারা যায়। একই সময় ঘরে থাকা অপর দু'জন আরতির পুত্র সঞ্জিব কুমার নাথ ও আত্মীয় দুলাল কর্মকার কোন রকমে ঘর থেকে বের হয়ে গেলে প্রাণে রক্ষা পায়।

বিধবা আরতি বালার ঘরে কে বা কারা আগুন লাগিয়েছে এ ব্যাপারে কেউ মুখ খুলছে না। তবে আরতি বালার বেচেঁ যাওয়া সন্তান সঞ্জিব নাথ পূর্বশক্রতার জের ধরে এ ঘটনা ঘটানো হয়েছে বলে উল্লেখ করে বাঁশখালী থানায় একটি মামলা দায়ের করেছে। সঞ্জিবের মতে, এলাকার সন্ত্রাসী বলে পরিচিত জাহাঙ্গীরের বাবা আরতি বালার কাছে আড়াই হাজার টাকা পাওনা রয়েছে। জাহাঙ্গীরের বাবার মৃত্যুর পর এ টাকা আদায়ের জন্য জাহাঙ্গীর আরতি বালার পরিবারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। গত ২৮ এপ্রিল জাহাঙ্গীর আরতি বালার পরিবারে ৪ সদস্যকে মারধর করে টাকা দিতে বলে, অন্যথায় পরিণাম ভাল হবে না মর্মে হুমকি দেয়। ঘটনার জন্য দায়ী জাহাঙ্গীর কিনা তা পুলিশ খতিয়ে দেখছে। আবার এলাকার একটি মহলের তরফে এ ঘটনা ঘটানো হয়েছে বলেও কেউ কেউ উল্লেখ করে। কারণ আরতি বালার স্বামী মারা যাবার পর তাদের পরিবারের কোন কোন সদস্য অসামাজিক কাজে লিপ্ত বলে এলাকার লোক অভিযোগ করে। ইতোপূর্বে আরও দু'বার আগুন লাগানোর প্রচেষ্টা হয়েছে বলে সূত্র জানায়। '৯৭ সালে আরতির ঘরে আগুন দেওয়ার একটি ঘটনায় রঞ্জিৎ ও অপর ৪ জনকে আসামী করে একটি মামলাও হয়। পুলিশের একটি সূত্রে জানানো হয়, আরতি বালার স্বামীর মৃত্যু হয়েছে প্রায় ১২ বছর আগে। অভিযোগ রয়েছে বিধবা হয়েও আরতি বালার চলাফেরায় সামাজিকভাবে আপত্তিকর ছিল। এ কারণে আরতি বালার পরিবারকে একঘরে করা হয়। এলাকায় কোন পূজাপার্বণে আরতি বালার পরিবারের সদস্যদের অংশ নিতে দেয়া হতো না। এ কারণে আরতি বালা নিজেই পূজারী এনে পূজা অনুষ্ঠান সম্পন্ন করত। এভাবেই চলে আসছিল আরতি বালার সামাজিক জীবন। বাঁশখালী পুলিশ জানায়, নাথপাড়ায় প্রায় ১ হাজার লোকের

বসবাস রয়েছে। আগুন লাগার পর আগুন নেভাতে নাথপাড়ার কেউই এগিয়ে আসেনি। অর্ধ কিলোমিটার দূরে অবস্থানরত পুলিশের একটি টহলদল আগুন দেখে এগিয়ে যায় এবং আগুন নেভানোর কাজে অংশ নেয়। এ সময় এলাকার কয়েক লোক তাদের সহায়তা করে। এদিকে এ ঘটনার সংবাদ পেয়ে জেলা প্রশাসক শফিকুল ইসলাম চৌধুরী পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। পুলিশ এ ঘটনার জন্য আরতির বাড়িতে ঐ রাতে থাকা আত্মীয় দুলাল কর্মকার ও রাম দুলাল নামে দু'জনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে। এলাকায় থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১০ মে ২০০৩

(১৫৯৬)
মিরসরাইয়ে সংখ্যালঘুদের ১০ দোকান ভাঙচুর লুটপাট

মিরসরাই (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি ঃ মিরসরাইয়ের ১৩ নং মায়ানী ইউনিয়নের বড়ুয়াপাড়া বাজারে সন্ত্রাসীরা সংখ্যালঘু বড়ুয়া সম্প্রদায়ের ১০টি দোকান ভাঙচুর ও লুটপাট করেছে। এতে কয়েক লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এ সময় আহত হয়েছে কমপক্ষে ১০ জন। এদের মধ্যে দুজনের অবস্থা গুরুতর। পুলিশ পাঁচজনকে আটক করেছে। পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গত শুক্রবার সন্ধ্যায় স্থানীয় এক যুবক রিকশাযোগে বেড়া, বাঁশের তৈরি দরজা নিয়ে বড়ু য়াপাড়া বাজার দিয়ে যাচ্ছিল। এ সময় রিকশার মালামাল এক ব্যক্তির গায়ে লাগে। এতে রিকশারোহী যুবক বড়ুয়া সম্প্রাদায়ের ওই ব্যক্তিকে মারধর করে। এ সময় বড়ুয়া সম্প্রদায়ের কয়েকজন বিষয়টি মিটমাট করে দেন। এর আধা ঘণ্টা পর পাঁচটি ট্যাক্সিযোগে প্রায় ২০-২৫ জন সন্ত্রাসী বড়ুয়াপাড়া বাজারে আসে। তারা একে একে ডা. নির্দশন বড়ুয়ার দোকান, ডা. সুবুধ বড়ুয়ার দোকান প্রদীপ বস্ত্রালয়, কুণ্ডু বড়ুয়ার চায়ের দোকান, লালু বড়ুয়ার চায়ের দোকান, বিপ্লব বড়ুয়ার কুলিং কর্নার, নীরোধ বড়ুয়ার মুদি দোকান, নেপাল বড়ুয়ার দর্জি দোকান, অমর বড়ুয়ার মোবাইল সেন্টার ও জননী সেলুনে হামলা চালায় এবং এগুলো ভাঙচুর ও মালামাল লুট করে। পুলিশ এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে ভুট্টু, সোহেল সহ পাঁচজনকে আটক করেছে। একটি সূত্র জানায়, সন্ত্রাসীদের ব্যবহৃত পাঁচটি ট্যাক্সির মধ্যে স্থানীয় যুবকরা দুটি আটক করে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। ট্যাক্সি ভাঙার কথা পুলিশ স্বীকার করেছে। সন্ত্রাসীদের হামলায় আহত ১০ জনের মধ্যে জ্ঞান বড়ুয়া ও নিকম বড়ুয়া মাতৃকা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। জানা যায়, গতকাল শনিবার অর্ধশতাধিক বড়ুয়া যুবক এ ব্যাপারে অভিযোগ জানাতে স্থানীয় সাংসদ এম এ জিন্নাহ্‌র বাড়িতে যান। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করেও দেখা পাননি। মিরসরাই থানার ওসি আবদুল ওয়াদুদ ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, তুচ্ছ ঘটনা থেকে একটি অনাকাঙ্ক্ষি ঘটনা ঘটে গেল। মামলার এজাহার পেলে দোষীদের খুব দ্রুত ধরা হবে। মামলার প্রস্তুতি চলছে।

প্রথম আলো, ১১ মে ২০০৩

(১৫৯৭)
হুমকিদাতা জাহাঙ্গীরকে গ্রেপ্তারে অনীহা বাঁশখালীতে আগুনে পুড়িয়ে ৩ মহিলাকে হত্যার ঘটনা ভিন্নখাতে নিচ্ছে পুলিশ!

সমরেশ বৈদ্য, বাঁশখালী থেকে ফিরে ঃ চট্টগ্রাম শহর থেকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার দূরে বাঁশখালীর পূর্ব চাম্বল নাথপাড়া এলাকায় নৃশংসভাবে ঘরে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ৩ মহিলাকে খুন করার প্রকৃত ঘটনাটিকে পুলিশ প্রশাসন ভিন্নখাতে প্রবাহিত করতে চাইছে। যে জাহাঙ্গীর আলমকে সবচেয়ে বেশি সন্দেহ করছে নিহত বিধবা আরতি বালা নাথের ছেলে সঞ্জিত কুমার নাথসহ প্রতিবেশীরা, তাকে পুলিশ গতকাল শনিবার পর্যন্ত গ্রেপ্তার করেনি অজ্ঞাত কারণে। অথচ জাহাঙ্গীর ও তার স্ত্রী গত ৮ মে দিবাগত গভীর রাতের এ ঘটনার ৪/৫ দিন আগেও আরতি বালা নাথ ও তার সন্তানদেরকে পুড়িয়ে মারার হুমকি দিয়েছিল। আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারা এক জনের মাথার খুলি গতকাল কুকুরে সেই পোড়া ঘরের পাশেই এক ডোবার পাড়ে টেনেহিচড়ে খাচ্ছিল।

ইতিমধ্যে বাঁশখালীর নির্বাচিত এমপি বন ও পরিবেশ প্রতিমন্ত্রী জাফরুল ইসলাম চৌধুরীসহ পুলিশ ও জেলা প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গেলেও ঘটনার মূল হোতাদের গ্রেপ্তারে পুলিশের তেমন কোনো তৎপরতা চোখে পড়েনি। বাঁশখালী থানার ওসি বেলালউদ্দিন তরফদার গতকাল দুপুরে এ প্রতিবেদকের কাছে এটিই প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, নিহত আরতি বালা নাথ-এর চরিত্র ভালো ছিল না। পাশাপাশি পূর্ব শত্রুতার জের ধরেই অগ্নিকাণ্ড ও তাদের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু সরেজমিনে ঘটনাস্থলে গিয়ে স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ১২ বছর আগে বিধবা হওয়া আরতি বালা নাথ এনজিও সংস্থা কেয়ার-এর মাটির রাস্তা নির্মাণ কাজ ও পাটি বানিয়ে বিক্রি করেই তার ২ ছেলে ও ১ মেয়েকে অতিকষ্টে বড়ো করার চেষ্টা করছিলেন। তদন্তে জানা গেলো, নাথপাড়ার জনৈক রাম দুলাল নাথ, পার্শ্ববর্তী জাহাঙ্গীর আলম, তার স্ত্রী, নাথপাড়ার জনৈক রঞ্জিত রায় চৌধুরীসহ আরো কয়েকজন যোগসাজশ করে আরতি বালা নাথের ঘরে আগুন দিয়ে তাকে পুড়িয়ে মেরেছে, যাতে করে আরতি বালাদের জায়াগা-জমি (ভিটেমাটি) দখল করা যায়। পুলিশ এ পর্যন্ত রামদুলাল নাত (৩৮) এবং টুংকু দেবনাথ নামে দুইজনকে গ্রেফতার করে আদালতে হাজির করে ১০ দিনের রিমান্ডের আবেদন করেছে। পাশাপাশি দুলাল কর্মকার (আরতি বালা নাথের দূর সম্পর্কের ভাই) জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে। এর আগে গত ৯৭ সালের মার্চ মাসেও স্থানীয় কিছু লোক আরতি বালার ঘর আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিল। গত ৯৭ সালের ১০ মার্চ দিবাগত গভীর রাতে জনৈক সিরাজ উদ্দিনসহ আরো ৫ জন লোক আরতি বালার ঘরে আগুন দিয়েছিল। তখন আরতি বালা নিজে বাড়ি গিয়ে রণজিত রায় চৌধুরী, সিরাজউদ্দিন, শাহাব উদ্দিন, আবদুল হক, রাম দুলাল নাথ ও ধীরেন্দ্র লাল নাথের বিরুদ্ধে থানায় মামলা করেছিলেন যে, আসামি সিরাজউদ্দিন ১০ মার্চ গভীর রাতে তাকে ঘর থেকে ডেকে অর্থের লোভ দেখিয়ে কুপ্রস্তাব দেয়। তাতে তিনি রাজি না হওয়ায় ঐ ৬ জন আসামির মধ্যে রণজিত রায় চৌধুরী ও সিরাজউদ্দিন তার ছনের ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। তখন আসামিদের সাজা না হওয়ায় তারা আবার উঠে পড়ে লেগেছিল এই অসহায় পরিবারটিকে ধ্বংস করার জন্য। আরতি বালা নাথের বাড়ির কাছে বাড়ি মরিয়ম খাতুনের। তিনি জানালেন, আরতিকে তিনি বোনের মতো জানতেন। প্রায় ১২ বছর আগে আরতির স্বামী ভূপতিরঞ্জন নাথ মারা যাওয়ার পর আরতি কেয়ার-এর মাটির রাস্তা নির্মাণ করে ও পাটি বানিয়ে বিক্রি করে অনেক কষ্টে সংসার চালাতো। কিন্তু তার চরিত্রে কোনো দোষ ছিল এমন কোনো তথ্য তার জানা নেই। তবে লোকমুখে শুনেছেন মাত্র।

গতকাল বাঁশখালী থানার ওসি দাবি করেছেন, গত ৮ মে গভীর রাতে যখন আরতি বালার ঘরে আগুন লাগানো হয় তখন আশপাশের কেউ আগুন নেভাতে আসেনি। কিন্তু নিহতের ছেলে সঞ্জিত কুমার নাথ বাদী হয়ে থানায় যে অভিযোগ দায়ের করেছে তাতে বলা হয়েছে, নাথপাড়ার দীপক কান্তি নাথ, বরেন্দ্র মোহন নাথ, পলিন্দ্র নাথ, হরিচরণ নাথসহ অন্যরা আগুন নেভানোর জন্য পানি ছুড়ে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সে এবং তার দূর সম্পর্কের মামা দুলাল কর্মকার জ্বলন্ত

অবস্থায় কোনোভাবে ঘর থেকে বের হতে পারলেও তার মা, দিদিমা ও একমাত্র ছোট বোন চম্পাকে উদ্ধার করতে পারেনি জ্বলন্ত মাটির ঘর থেকে।

গতকাল সঞ্জিত বনিক ও তার ছোট মামা মৃদুল কান্তি নাথসহ অন্যরা অভিযোগ করেছে, গত, ১৫ এপ্রিল জাহাঙ্গীর আলম আরতি বালা নাথ, তার মা, চম্পা ও মৃদুল কান্ত নাথকে বেদম মারপিট করেছে। এবং বার বার হুমকি দিয়েছে তাদেরকে পুড়িয়ে মারা হবে বলে। এছাড়া ৩/৪ দিন আগেও জাহাঙ্গীর আলমের স্ত্রী আরতি বালা নাথের বাড়ির কাছে দিয়ে যাওয়ার সময় অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে মেরে ফেলা ও ঘরে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারারও হুমকি দিয়েছিল বলে সঞ্জিতের অভিযোগ। সে গতকাল এ প্রতিবেদকের কাছে কাঁদতে কাঁদতে এই হত্যাকাণ্ডের আসামিদের গ্রেপ্তার, বিচার এবং তাদের জীবনের নিরাপত্তা দাবি করেছে সরকার ও পুলিশ প্রশাসনের কাছে। পুলিশ লাশগুলো (অঙ্গার হয়ে যাওয়া ও গলিত) ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

জানা গেছে, আরতি বালা যাদের বিরুদ্ধে ৯৭ সালে মামলা করেছিল তারা বিধবা অসহায় এই মহিলার কাছ থেকে সুবিধা আদায় করতে না পেরে অনেকটা একঘরে করে রাখার অপচেষ্টা করেছিল। এবং তারাই আরতির নামে নানা ধরনের কুৎসা রটনা করেছে। গতকাল ঐ এলাকার নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন মহিলা অত্যন্ত ভয়ে কিন্তু ক্ষুব্ধ কণ্ঠে এমন প্রশ্নও করেছেন, আরতি বালা নাথের চরিত্র যদি খারাপই হবে তাহলে তার কাছে যারা (পুরুষ) কুমতলব নিয়ে এসেছিল তাদের কি কোনো দোষ নেই? তাদের কি কোন শাস্তি হবে না? বিধবা হয়েও হিন্দু ধর্মের প্রথা অনুযায়ী সাদা শাড়ি না পরাটাই কি আরতি বালা নাথের দোষ হলো? বাঁশখালী থানায় গত ৯ মে যে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে ৩৩৬/৩০২/৪২৭/৩৪ দণ্ডবিধি ধারায় তাতে রনজিত রায় চৌধুরী, সিরাজুদ্দিন, সাহাবউদ্দিন, রাম দুলাল নাথ, ধীরেন্দ্র লাল নাথ এবং জাহাঙ্গীর আলমসহ অন্যদেরকে ঘরে আগুন দেওয়ার জন্য অভিযোগ করা হয়েছে। গভীর রাত আনুমানিক ৩টার দিকে মাটির ঘরের বাইরে থেকে দরজাটি বন্ধ করে এবং টিনে ও দরজায় কেরোসিন অথবা পেট্রোল জাতীয় দাহ্যপদার্থ ঢেলে সুপরিকল্পিতভাবে আগুন দেওয়া হয়েছে।

গতকাল বাঁশখালী থানা হাজতে আটক রামদুলাল নাথ সাংবাদিকদের বলেছেন, তার ৪গন্ডা জমি রয়েছে আরতি বালা নাথদের দখলে। কিন্তু সে নিজেকে নির্দোষ দাবি করে বলেছে, তার চরিত্রে খারাপ ছিল কিনা; তা আমি লোকমুখে শুনেছি মাত্র। সঞ্জিত কান্তি নাথ ও তার দুই মামা গতকাল এ প্রতিবেদকসহ আরো কয়েকজন সাংবাদিকদের জানান, তার মা কয়েক বছর আগে জাহাঙ্গীর আলমের পিতা হাজি শামসুল আলমের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার দিয়েছিলেন মাটির ঘর তৈরির জন্য। পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে সে টাকা তার মা পরিশোধ করে নিয়েছেন। মাস ছয়েক আগে হাজি শামসুল আলম মারা গেলে তার ফাতেহার আগে স্থানীয় গণ্যমান্য লোকদের মধ্যস্থতায় আরতি বালা নাথ বাকি টাকা জাহাঙ্গীর আলমকে পরিশোধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তারপরও বিভিন্ন সময়ে জাহাঙ্গীর আলম ও তার স্ত্রী আরো টাকার দাবিতে হুমকি দিয়ে আসছিল।

আরতি বালা নাথের বাড়ি থেকে মাত্র ৩০০ গজ দূরেই এই জাহাঙ্গীর আলমের ঘর। সে এলাকায় গাঁজাখোর এবং জুয়াড়ি হিসেবে কুখ্যাত। পাশাপাশি যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে তারাও একই ধরনের। তবে গ্রেপ্তারকৃত টুংকু দেব নাথ আগুন দেওয়ার সঙ্গে জড়িত নয় বলে নিহত আরতি বালা নাথের ছেলে সঞ্জিত কান্তি নাথ জানিয়েছে।

বাংলাদেশে মহিলা পরিষদ চট্টগ্রাম জেলার সহ-সভানেত্রী ও চট্টগ্রাম লিগ্যাল এইড-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত নেত্রী নূরজাহান খান, নুরী আসমা, সুগতা বড়ুয়া এই ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তারা আজ রোববার ঘটনাস্থলে গিয়ে বিষয়টি তদন্ত করবেন বলেও জানান। তারা ভোরের কাগজকে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, পুলিশ প্রশাসন প্রকৃত আসামীদের গ্রেপ্তার না করে নিরীহ ও নিহত বিধবা আরতি বালা নাথের চরিত্রে কলংক লেপনের অপচেষ্টা করছে। পাশাপাশি যারা আরতি বালা নাথকে অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে চেয়েছিল তাদের ও জোর শাস্তি দাবি করেছেন।

ভোরের কাগজ, ১১ মে ২০০৩

(১৫৯৮)
খোদ রাজধানীতেই সংখ্যালঘু পরিবারের মেয়েকে ধর্ষণ করেছে বিএনপি নেতা

পল্লবী সংবাদদাতা ঃ খোদ রাজধানীতেই এবার সংখ্যালঘু পরিবারের মেয়েকে ধর্ষণ করেছে পটুয়াখালীর এক বিএনপি নেতা। ঘটনাটি ঘটেছে পল্লবী থানা থেকে মাত্র এক শ' গজ দূরের একটি বাড়িতে। শনিবার রাতে ধর্ষিত মেয়েটি এ ব্যাপারে পল্লবী থানায় অভিযোগ নিয়ে গেলে পুলিশ মামলা নিতে অস্বীকার করে। পরে বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের চাপে গভীর রাতে মামলা দায়ের হয়। অভিযোগে মেয়েটি বলেছে, মতিঝিলের অগ্রনী ইন্সুরেন্স কোম্পানীতে চাকরি করে সে। ধর্ষক ঐ কোম্পানীর ব্রাঞ্চ ম্যানেজার। সে পটুয়াখালী জেলার বিএনপি নেতাও। বিগত সংসদ নির্বাচনে সে পটুয়াখালীর দশমিণায় জোটের বিদ্রোহী প্রার্থী হিসাবে নির্বাচন করে।

বৃহস্পতিবার রাতে বীমা করার কথা বলে ধর্ষক তাকে পল্লবীর একটি বাসায় নিয়ে যায়। এর পর অস্ত্রের মুখে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। এদিকে পুলিশ বলছে ধর্ষক নিজেই তাকে ফাঁসানো হতে পারে এই মর্মে শনিবার মতিঝিল থানায় জিডি করেছে। তাই ঘটনাটি নিয়ে তারা বিপাকে পড়েছে। মেয়েটি জানায়, তার গ্রামের ঐ বিএনপি নেতার অনুরোধে গত বছর নবেম্বর মাসে সে মতিঝিল অগ্রণী ইন্সুরেন্স কোম্পানীর চাকরিতে যোগ দেয়। বীমা করার জন্য তাকে প্রায়ই বিভিন্ন বাসায় যেতে হয়। বৃহস্পতিবার সকালেও বস তাকে বলে, বিকালে অফিস শেষ করে বীমার জন্য পল্লবীতে তার পরিচিত একজনের বাসায় যেতে হবে। সে অনুযায়ী বিকাল সাড়ে ৫টার সময় তারা দু'জন রওনা হয়। সন্ধ্যার সময় তারা পল্লবীতে পৌঁছে। তাকে নিয়ে যাওয়া হয় পল্লবী সি-ব্লকের পাঁচতলা একটি বাড়ীর চারতলার ফ্ল্যাটে । সেখানে মির্জা মনিরা আক্তার নামের এক মহিলার সাথে তার পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। কিছুক্ষণ পর মনিরা আক্তার চা দেয়ার কথা বলে বাইরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়। এর পরপরই বস তার ওপর চড়াও হয়। কুপ্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় সাদা রঙের একটি পিস্তল বের করে হুমকি দেয়। সে চিৎকার শুরু করলে গুলি করে মরে ফেলার ভয় দেখায়। পিস্তলের ভয়ে সে আর মুখ খোলেনি। ধর্ষণ শেষ করে ছলে বলে এ ব্যাপারে কাউকে কিছু বললে গ্রামে তার ভাইবোনদের মেরে ফেলা হবে। এর পর তাকে নিয়ে ঐ বাড়ি থেকে বের হয়ে নয়াবাজার এলাকায় নামিয়ে দিয়ে বস চলে যায়।

পরদিনই দীপালি মানবাধিকার সংস্থার কাছে এ ব্যাপারে নালিশ করে । তাদের পরামর্শে শনিবার পল্লবী থানায় মামলা করতে গেলে পুলিশ মামলা নিতে রাজি হয়নি। পরে মানবাধিকার কর্মীরা থানায় এসে রাত দেড়টার সময় মামলা দায়ের করে । পুলিশ শনিবার গভীর রাতে ঘটনাস্থলে গিয়ে মনিরা নামের ঐ মহিলাকে বাসায় পেয়েও তাকে গ্রেফতার করেনি। ধর্ষিতা মেয়েটির গ্রামের বাড়ি পটুয়াখী জেলার দশমিনায়। ৩ ভাই, ২ বোনের মধ্যে সে বড়। সে পটুয়াখালী এ আরডি কলেজ থেকে এ বছর এইচএসসি পরীক্ষা দেবে। সে ঢাকায় তাঁতীবাজার এলাকায় প্রসন্ন পোদ্দার লেনে তাঁর বোনের বাসায় থাকে। দীপালি জানায়, ধর্ষক তাদের গ্রামের নামীদামী ব্যক্তি। সে পটুয়াখালী বরগুনা উন্নয়ন ফোরামেরও বড় কর্মকর্তা । এলাকায় বিএনপি

নেতা হিসাবেই তার পরিচিত । বিগত নির্বাচনে সে পটুয়াখালী থেকে জোটের বিদ্রোহী প্রার্থী হিসাবে অংশ নেয় । কিন্তু জয়ী হতে পারেনি । সে তাকে দাদা বলে ডাকে । তাদের গ্রামের বাড়িতেও সে প্রায়ই যেত । গত বছর মায়ের সাথে কথা বলে চাকরি দেয়ার জন্য ঢাকায় নিয়ে আসে । পুলিশের এক কর্মকর্তা জানান, ধর্ষণের ঘটনাটির ব্যাপারে তারা মোটামুটি নিশ্চিত হয়েছেন । আরও খোঁজখবর নেয়া হচ্ছে ।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১২ মে ২০০৩

(১৫৯৯)
বনায়নের অজুহাতে মধুপুরে ২৯টি আদিবাসী কোচপরিবারকে উচ্ছেদের অভিযোগ

গোপালপুর (টাঙ্গাইল) থেকে সংবাদদাতা ঃ মধুপুর উপজেলার কামারচালা গ্রামের ২৯টি আদিবাসী কোচ পরিবারকে বসতভিটা হতে উচ্ছেদ করে বন বিভাগ সেখানে বনায়ন করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে । গারোদের মত কোচ সম্প্রদায় ও মধুপুর বনের আদিবাসী ইতি পূর্বে বিভিন্ন কারণে শতাধিক কোচ পরিবার ঐ জঙ্গল চেড়ে অন্যত্র চলে গেছে । সর্বশেষ ২৯টি পরিবারকে বসতভিটা হতে উচ্ছেদ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে । মধুপুর বনাঞ্চলের কোচ নেতা ননীমোহন বর্মণ জানান, অরনখোলা রেঞ্জের অরনখোলা মৌজার ৮০২ ও ৮১৬ দাগে ৭ বিঘা ৪ শতাংশ ভূমিতে তিনিসহ ২৯টি পরিবার যুগ যুগ ধরে বসবাস করে আসছেন । জমিদার আমলে নীলাম বন্দোবস্তমূলে ঐ ভূমি তারা পৈতৃক সূত্রে পেয়েছেন ।

১৯৭৪ সালে আওয়ামী লীগ সরকার সেনাবাহিনী নামিয়ে ঐ রেঞ্জের সকল জবরদখল কারীদের উচ্ছেদ করে বনভূমি পুনরুদ্ধার করলেও আদিবাসী কোচরা কাগজপত্র এবং দখল সূত্রে রক্ষা পায় । ননীগোপাল অভিযোগ করেন , গত ১৬ এপ্রিল বন বিভাগ এক নোটিসের মাধ্যমে কোচরা সংরক্ষিত বন ভূমিতে জবরদখলকারী এবং অবৈধভাবে ঘরবাড়ি তুলে বসবাস করছে উল্লেখ করে এক সপ্তাহের মধ্যে দখল ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয় । কোচরা জমির কাগজপত্র নিয়ে স্থানীয় বন অফিসে যোগাযোগ করলে তা ভুয়া বলে প্রত্যাখ্যান করা হয় । ২৪ এপ্রিল বনকর্মীরা কোচদের বসতভিটার সীমানায় পাকা পিলার পুঁতে দিয়ে যায় । কাঁঠাল বাগান, বকাইন বাগানসহ সকল গাছপালা নীলামে বিক্রির জন্য রেড মার্ক এবং হ্যামার করে দেয়া হয় । পর দিন মাত্র ৫৬ হাজার টাকায় কোচ পাড়ার বাড়ি ঘরের সকল গাছপালা বিক্রি করে দেয়া হয় । বন কর্মীরা ৩ বিঘা জমির কলাবাগান এবং ১৫ শতাংশের সবজিবাগান কেটে ফেলার নির্দেশ দিয়ে যায় । বন বিভাগের সহযোগিতায় নীলাম কারীরা বৃক্ষকর্তন এবং বাগান ধ্বংস করতে গেলে কোচদের বাধার মুখে ফিরে যায় । বন বিভাগ হুমকি দেয়, জায়গাজমি খালি করা না হলে তাদের বিরুদ্ধে বন মামলা দায়ের এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেয়া হবে । এ ব্যাপারে বন বিভাগের বক্তব্য হচ্ছে, আদিবাসীদের ভূমি সংক্রান্ত দলিল ও কাগজপত্র কতটুকু সঠিক তা হিসাবে তারা সরকারী বন নীতি বাস্তাবায়ন করছেন । কেউ উচ্ছেদ হোক বন বিভাগ তা চায় না ।

দৈনিক ইত্তেফাক, ১২ মে ২০০৩

(১৬০০)
হবিগঞ্জে সংখ্যালঘুর সম্পত্তি জবরদখল নিয়ে তুলকালাম ॥ ডিসি অফিস ঘেরাও ২৭ সন্ত্রাসী গ্রেফতার ॥ পুলিশসহ আহত ১৫

রফিকুল হাসান তুহিন, হবিগঞ্জ থেকে ঃ ভুয়া কাগজপত্র প্রদর্শন ও আগ্নেয়াস্ত্র উচিয়ে ত্রাস সৃষ্টি করে সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা ফিল্মী কায়দায় এক দানশীল সংখ্যালঘু ব্যক্তির সম্পত্তি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দখল করার প্রতিবাদে এবং সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের দাবিতে গতকাল সোমবার সকালে হবিগঞ্জ শহরে পুলিশের সাথে বাকযুদ্ধ, রাস্তা অবরোধ বিক্ষোভ ও লাঠি মিছিলসহ ডিসি অফিসে ঘেরাওয়ের ঘটনা ঘটেছে । জনতার গণধোলাইয়ের কবল থেকে সন্ত্রাসীদের রক্ষা, মৃদু লাঠিচার্জ ও সন্ত্রাসী গ্রেফতার করতে গিয়ে এ সময় পুলিশ সহ প্রায় ১৫ ব্যক্তি আহত হয়েছে । গ্রেফতার হয়েছে পুলিশের এক সাবেক আইজির চাচাত ভাইসহ ২৭ সন্ত্রাসী ।

পুলিশ, প্রত্যক্ষদর্শী ও অন্যান্য সূত্রমতে, হবিগঞ্জ শচীন্দ্র কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যকরী পরিষদের সদস্য দানশীল ব্যক্তিত্ব শচীন্দ্র লাল সরকারের ঘাটিয়া এলাকার নামকরা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মধুমিতা ক্লথ স্টোরের সম্মুখে ওই দিন সকাল প্রায় সাড়ে ৮টার দিকে পুলিশের এক সাবেক আইজির চাচাতো ভাই এবং চেম্বার অব কমার্সের সাবেক সভাপতি রাশিদুল হাসান কাজল ও যুবক জিকে মোশাহিদের নেতৃত্বে ৩০/৩৫ জনের একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী ডায়না ট্রাকযোগে হাজির হয় । এক পর্যায়ে সন্ত্রাসীরা ট্রাক থেকে একে একে লাফিয়ে পড়ে একত্রিত হয়ে মধুমিতা ক্লথ স্টোরে ঢুকে পড়ে । এ সময় সন্ত্রাসীরা দোকান ও কর্মচারীদের কিছু জমির দলিল দেখিয়ে এ জমি ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান তাদের বলে চিৎকার করতে থাকে এবং আগ্নেয়াস্ত্র, রামদা ও কিরিচ উঁচিয়ে ভীতি প্রদর্শন করে কর্মচারীদের প্রতিষ্ঠান থেকে জোরপূর্বক বের করে দেয় । ঠিক এ মুহূর্তে প্রতিষ্ঠানটির পিছনে অবস্থিত চেম্বারে বসে থাকা শচীন্দ্র লাল সরকার এগিয়ে এসে ত্রাস সৃষ্টির কারণ জানতে চাইলে সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা তাকেও ধাক্কা মেরে বের করে দিয়ে পুরো প্রতিষ্ঠানটি তাদের দখলে নিয়ে যায় । পরে সন্ত্রাসীরা প্রতিষ্ঠানটির চতুর্দিকে দরজায় তালা মেরে একটি রুমে জড়ো হয় ।

এ খবর দ্রুত আশপাশ এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে শত শত দোকান কর্মচারী মালিক লাঠি হাতে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে । রাজনৈতিক ও ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ সহ জনতাও তখন এগিয়ে এলে ঘটনাস্থল এক জনসমুদ্রে পরিণত হয় । এর পর পরই প্রায় ১০ হাজার বিক্ষুব্ধ লোক একত্রিত হয়ে ঘাটিয়া, চৌধুরী বাজার ও পোস্ট অফিস রোডের প্রধান সড়কসহ অলিগলি ঘিরে ফেলে এবং সন্ত্রাসীদের ধরে আনতে চাইলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইলে চলে যাবার উপক্রম হয় । খবর পেয়ে সদর থানার একদল পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছে জনতাকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করে । কিন্তু জনতা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে সন্ত্রাসীদের ধরে আনতে মধুমিতা ক্লথ স্টোরের বাউন্ডারের ভিতরে প্রবেশের চেষ্টা চালালে হবিগঞ্জের ১ম ম্যাজিস্ট্রেট ও দ্রুত বিচার আদালতের বিচারক মনীন্দ্র কিশোর মজুমদারসহ আরও পুলিশ সেখানে উপস্থিত হয় । এক পর্যায়ে সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের প্রতিশ্রুতি দিয়েও তারা জনতারকে নিবৃত্ত করতে ব্যর্থ হয় । ফলে জেলা ও পুলিশ প্রশাসনের কর্মকর্তারা একমত হয়ে জেলার বানিয়াচঙ্গ, নবীগঞ্জ, লাখাই, বাহুবল, শায়েস্থাগঞ্জ ও চুনারুঘাটসহ সকল থানার পুলিশ লাইনের দাঙ্গা পুলিশ ডেকে পাঠান । তখনও পুলিশের সাথে জনতার ধাক্কাধাক্কি, স্লোগানসহ সন্ত্রাসীদের আনন্দ উল্লাস চলছিল । এর পরই বিক্ষুব্ধ ব্যবসায়ী-কর্মচারী ও ছাত্র-জনতাসহ শচীন্দ্র কলেজের ছাত্রছাত্রীরা শহরে বিক্ষোভ মিছিল বের করে । মিছিলকারীরা শহর প্রদক্ষিণ করে। এক পর্যায়ে ছাত্র জনতা ব্যবসায়ীর সমন্বয়ে ওই মিছিলকারীরা ডিসি অফিস ঘেরাও করে । এ সময় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মুখে উক্ত ঘটনার প্রতিবাদে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় । এতে বক্তব্য রাখেন মার্চেন্ট এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রেইছ মিয়া, আওয়ামী লীগ নেতা এ্যাডভোকেট আবু জহির, মজিদ খান, বিএনপি নেতা শফিকুর রহমানসহ প্রমুখ ব্যক্তি । এ ছাড়া উক্ত ঘটনার সুষ্ঠু বিচারের আশ্বাস প্রদান ও একাত্মতা প্রকাশ করে এ সময় জনতার উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক ওয়াহিদুন্নবী চৌধুরী ও পুলিশ সুপার মোস্তফা কামাল ।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৩ মে ২০০৩

(১৬০১)
শিবালয়ের পুরোহিত মেয়ে ধর্ষণের ঘটনায় উদীচীর মানববন্ধন

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, মানিকগঞ্জ ঃ শিবালয়ের আরুয়া গ্রামে পুরোহিতের মেয়ে ধর্ষণের প্রতিবাদে 'ধর্ষণে ধর্ষিতা নয়, সভ্যতার অপমান, এই জানোয়ারদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন' এই শ্লোগান নিয়ে মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় উদীচী শহরে মানববন্ধন করে। স্থানীয় প্রেসক্লাবের সামনে থেকে শহীদ রফিক সড়ক জুড়ে চলে মানববন্ধন। ২৭ শে এপ্রিল রাতে ১০ ধর্ষক মা-বাবার সামনে পুরোহিত কন্যাকে উপর্যুপরি ধর্ষণ করে। শিবালয় পুলিশ এ পর্যন্ত ২ ধর্ষককে গ্রেফতার করেছে। পুলিশ এখন চার্জশিট দাখিলের সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। শিবালয় থানা পুলিশ সূত্র জানায়, ধর্ষিতার ওই রাতের পরিধেয় কাপড়-চোপড় রাসায়নিক পরীক্ষা করা হয়েছে। পরীক্ষায় কাপড়-চোপড়ে ধর্ষণের আলামত মিলেছে।

সংবাদ, ১৪ মে ২০০৩

(১৬০২)
মধুপুরে আদিবাসী উচ্ছেদ খবর প্রকাশিত হওয়ায় মস্তানরা মারমুখো

টাঙ্গাইল থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক ঃ সংবাদপত্রের মধুপুর বনাঞ্চলের পাহাড়ি এলাকার কামারচালায় ২৯টি কোচ আদিবাসী পরিবারকে বসতভিটা থেকে উচ্ছেদ চেষ্টার খবর প্রকাশিত হওয়ার পর বন বিভাগের কতিপয় কর্মকর্তা ও তাদের লালিত মস্তানরা আরও মারমুখো হয়ে উঠেছে। গত ১১ ই মে টাঙ্গাইল থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'পূর্বাকাশ' এবং ১৩ই মে 'সংবাদ'-এ কামারচালায় ২৯টি আদিবাসী পরিবারকে বসতবাড়ি থেকে উচ্ছেদের খবর প্রকাশিত হয়। মঙ্গলবার 'সংবাদ' প্রতিনিধি মধুপুর পাহাড়ি এলাকার কামরারচালায় সরেজমিন পরিদর্শনে গেলে কোচ আদিবাসীরা আভিযোগ করেন, পত্র-পত্রিকায় কোচ আদিবাসী পরিবারগুলোকে উচ্ছেদ চেষ্টার খবর প্রকশিত হওয়ার পর মস্তানরা দুই দফা কোচ বাড়িগুলোতে চড়াও হয়। তারা জীবননাশের হুমকিসহ নানা হুমকি-ধামকি দেয়। মস্তানদের ভয়ে কোচ আদিবাসীরা এখন ভয় ও আতঙ্কে সময় অতিবাহিত করছে। কোচ আদিবাসীরা জানান, হাজার বছর ধরে কামারচালায় পুরুষানুক্রমে তারা বসবাস করছেন। ব্রিটিশ শাসনামলে জমিদারি কাগজমুলে বৈধভাবে কোচরা বসবাস করায় ইতোপূর্বে কোন সরকারের আমলেই তাদের উচ্ছেদ চেষ্টা হয়নি। ১৯৭৪ সালে তৎকালীন সরকার সেনাবাহিনী দিয়ে এলাকার অবৈধ অধিবাসীদের উচ্ছেদ করে। সে সময় কোন কোচ বা গারো পরিবারকে উচ্ছেদ করা হয়নি। ১৯৭৫ সালের পর থেক মূল্যবান সরকারী বনভূমি অবৈধদখল করে নানা স্থান থেকে আসা লোকজন এখানে জেঁকে বসে। তাদের দখলে সরকারী বন বিভাগের হাজার হাজার একর জমি থাকলেও বন বিভাগ তাদের উচ্ছেদের চেষ্টা না করে আদিবাসীদের উচ্ছেদ প্রক্রিয়া শুরু করেছে। এ ঘটনার ব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে টাঙ্গাইলের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা 'সংবাদ' প্রতিনিধিকে জানান, তিনি এ সম্পর্কে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে জানিয়েছেন।

সংবাদ, ১৪ মে ২০০৩

(১৬০৩)
মানিকগঞ্জে সরস্বতী হত্যার মামলার আসামিরা ৫ দিনেও গ্রেফতার হয়নি

নিজস্ব বার্ত পরিবেশক, মানিকগঞ্জ ঃ গত ৫ দিনেও সিঙ্গাইর পুলিশ সিঙ্গাইরের বায়রা ইউপি চেয়ারম্যান ও বিএনপি নেতার রক্ষিতা সরস্বতী হত্যার সঙ্গে জড়িত সোহেল ও তার সহযোগী লেবুকে গ্রেফতার করতে পারেনি। সোহেল চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আলী বাবুলের ছেলে। ওই হত্যার মালায় এজাহারভুক্ত আসামি চেয়ারম্যান বাবুলকে পুলিশ ধরতে পারেনি এখনও।

পুলিশের বক্তব্য, তারা গ্রেফতারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ভিন্ন সূত্র বলছে গ্রেফতারের চেষ্টাটি 'আইওয়াশ' মাত্র। রাতে সরস্বতী হত্যা সঙ্ঘটিত হওয়ার পরপরই চেয়ারম্যানের স্ত্রী ও দুই ভাইকে গ্রেফতার করে। উল্লেখ্য, গত ৯ মে হতভাগ্য সরস্বতী প্রতিবেশী শিবুশীলের বাড়িতে টিভি দেখতে গিয়েছিল। সেখান থেকে চেয়ারম্যান পুত্র সোহেল ও তার সহযোগী লেবু তাকে ডেকে এনে ২০/২৫ জনের সামনেই এলোপাতাড়ি কুপিয়ে সরস্বতীকে হত্যা করে।

সংবাদ, ১৪ মে ২০০৩

(১৬০৪)
বগুড়ার শেরপুরে মন্দিরে ডাকাতি সিন্দুক ভেঙ্গে টাকা-পয়সা লুট

বগুড়া থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সোমবার রাতে বগুড়ার শেরপুর পৌরসভার জগন্নাতপাড়ায় সার্বজনীন শ্রী শ্রী জগন্নাথ মন্দিরে ডাকাতি সংঘটিত হয়েছে। দুর্বৃত্তরা ওই মন্দিরের বারান্দার গ্রিল কেটে ভেতরে ঢুকে সিন্দুক ভেঙে টাকা-পয়সা লুট করার পর সেখানে রাখা একটি হ্যাজাগ ও একটি টেপরেকর্ডার নিয়ে যায়।

জানা গেছে, শেরপুরেসহ ওই অঞ্চলে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন সেখানকার সর্ববৃহৎ ওই মন্দিরের উন্নয়নের জন্য ওই সিন্দুকে টাকা-পয়সা দান করেন। মন্দির কমিটির লোকজন জানান, প্রতি বছর আষাঢ় মাসে রথের পর সিন্দুক খোলা হয় এবং সারা বছরে জমা করা কমপক্ষে ১০ হাজার টাকা পাওয়া যায়।

সংবাদ, ১৪ মে ২০০৩

(১৬০৫)
অপমান সইতে না পেরে আত্মহত্যা করল কালু দাস

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি ঃ গ্রাম্য সালিসে নারীঘটিত মিথ্যার অভিযোগে মাতব্বরদের নির্দেশে বেত্রাঘাত, ৫ হাজার টাকা জরিমানা ও কানে ধরে ওঠবস করানোর মাত্র ৫ মিনিটের মধ্যে কীটনাশক পান করে আত্মহত্যা করেছে কালু দাস (৩০)। সালিসি স্থানের পাশের একটি পটল ক্ষেতে কীটনাশক পান করার পর কালু যখন যন্ত্রণায় চিৎকার করছিল তখনো তাকে মারপিট করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন তার স্ত্রী অনিকা দাসী। এ সময় স্বামীকে বাঁচাতে এগিয়ে যেতে চাইলেও তাকে বাধা দেওয়া হয়। ঘটনাটি ঘটেছে গত রোববার রাতে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার ত্রিলোচনপুরে।

গতকাল মঙ্গলবার কালুদের বাড়িতে গিয়ে দেখা যায়, পরিবারের সদস্যরা শোকে পাথর। অনিকা দাসী কান্নাজড়িত কণ্ঠে কলেন, গত রোববার বিকালে ইউপি মেম্বার আবুল কাশেম চৌকিদার দিয়ে তার স্বামীকে ডেকে রতন দাসের বাড়িতে এক সালিসের আয়োজন করে। সালিসে তার স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়, প্রায় দুই মাস আগে রতনের কন্যাকে সে খারাপ কথা বলে হাত ধরেছিল। রাত ৮টার দিকে শুরু হওয়া সালিসের সময় তারা পাশে দাঁড়িয়েছিল। সালিস আহ্বানকারী মেম্বার আবুল কাশেম ছাড়াও সাবেক মেম্বার রবিউল ইসলাম, ওই গ্রামের আলতাফ হোসেন, মন্টু মাস্টার, ছোট খোকা, এরশাদ আলী, অজিত

দাস, ভবেন দাস, পাশের ওয়ার্ডের মেম্বার শাহজাহান খাঁসহ বেশ কয়েকজন মাতব্বর উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় ত্রিলোচনপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সাবরুস সোবাহান সালিসস্থলে এসে সঠিকভাবে বিচার করার কথা বলে চলে যান। সালিসে হঠাৎ করে তার বিরুদ্ধে এই মিথ্যা অভিযোগ আনা হলে কালু জোরে চিৎকার করতে থাকে। সে সবার উদ্দেশ্যে বলতে থাকে, জমিতে পানি দেওয়া শ্যালো মেশিন ভাড়া নিয়ে ছয় দিন আগে রতনের সঙ্গে বিরোধ হওয়ায় তার বিরুদ্ধে এই মিথ্যা অভিযোগ আনা হচ্ছে। সে দিন সে কোথায় ছিল তার প্রমাণ হাজির করতে চায় সে। কিন্তু কেউ তার কথা না শুনে পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী কয়েকজন মাতব্বর পরামর্শ করে তাকে মারপিট করতে থাকে। মেম্বার আবুল কাশেমের নির্দেশে চৌকিদার সুরোত আলী লাঠি দিয়ে তাকে পেটায়। এ ছাড়াও ৫ হাজার টাকা জরিমানা ও কানে ধরে ৫০ বার ওঠবস করার জন্য বলা হয়। অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার আগেই মাতব্বরদের এই বিচার মেনে নিতে চায়নি কালু দাস। ফলে তাকে জোরপূর্বক কানে ধরে ওঠবস ও মারপিট করা হয়েছে।

কালুদাসের বৃদ্ধা মা পরবাসী দাসী জানান, সালিসের লোকজন যাওয়ার আগেই আনুমানিক রাত সাড়ে ১১টার দিকে তার ছেলে দৌড়ে যখন পাশের পটল ক্ষেতের দিকে যায় তখনই টের পেয়েছিলেন কালু লজ্জা এড়াতে বিষ খেতে যাচ্ছে। তিনি ছেলেকে বাঁচাতে যাওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু গ্রাম্য মাতব্বররা তাকে যেতে দেয়নি। এমনকি বিষ খেয়ে কালু যখন ছটফট করছে তখন অভিনয় করা হচ্ছে বলে আবারও তাকে মারপিট করা হয়। পরে কালুর অবস্থা ক্রমান্বয়ে খারাপ হলে কোটচাঁদপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। রাত ১টার দিকে সে মারা যায়। স্ত্রী অনিকা দাসী আরো জানান, ঘটনার পরদিন সোমবার সকালে লাশ হাসপাতাল থেকে আনার কথা বলে তাকে দিয়ে একটি মহল সাদা কাগজে স্বাক্ষর করে নিয়েছে। পরে জানতে পারেন তার স্বামীর মৃত্যুর জন্য যারা দায়ী তাদের কোনো বিচার হবে না, এমনকি ওই কাগজের কারণে কোটচাঁদপুর থানায় শুধু ডায়েরি হয়েছে। এ খবর পেয়ে তিনি কালীগঞ্জ থানায় গিয়ে পুনরায় ১৪ জনকে অভিযুক্ত করে মামলা দায়ের করেছেন। ওই সালিসে দর্শক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্শ্ববর্তী বেলেডাঙ্গা গ্রামের শাহিনূর রহমান। তিনি জানান, সেখানে কালুর কোনো কথা শোনা হয়নি। মাতব্বররা নিজেরা আলোচনা করে ওই রায় দেয়। এ ব্যাপারে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান সাবরুস সোবাহানের সঙ্গে আলাপ করলে তিনি জানান, সালিসের ব্যাপারে তিনি কিছু জানেন না। গ্রামের রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় সালিস দেখে সঠিক বিচার করার কথা বলে তিনি চলে যান। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা কালীগঞ্জ থানার দারোগা আবদুর রশীদ জানান, লাশ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। মামলা তদন্ত ও আসামি আটকের চেষ্টা চলছে বলে তিনি জানান।

প্রথম আলো, ১৪ মে ২০০৩

(১৬০৬)
সোনারগাঁওয়ের বারদী লোকনাথ ব্রহ্মচারী আশ্রম সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি
সর্বস্ব হারাচ্ছে তীর্থযাত্রীরা

হাসান মাহমুদ রিপন ঃ নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও উপজেলার বারদীতে হিন্দু সম্প্রদায়ের ত্রিকালদর্শী মহাপুরুষ শ্রী শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী আশ্রম হিন্দুদের যেমনি তীর্থস্থান তেমনি ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের কাছেও দর্শনীয় স্থান। এ আশ্রমটি বর্তমানে সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছে। সন্ত্রাসীদের নিয়ন্ত্রণে আশ্রমের ভেতরে প্রকাশ্যে চলছে মাদকদ্রব্যের জমজমাট ব্যবসা। ছিনতাইয়ের ঘটনাও ঘটছে হরহামেশাই। দেশ-বিদেশ থেকে আগত ধর্মপ্রাণ হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন স্থানীয় টাউটবাটপারদের কাছে প্রতিনিয়ত প্রতারিত হচ্ছে। এমনি হাজারও অভিযোগের বোঝা মাথায় নিয়ে লোকনাথ ব্রহ্মচারী আশ্রমের দেশে ও বিদেশে সুনাম ক্ষুণ্ন হচ্ছে। আর এসব নিয়ন্ত্রণের নেপথ্যে রয়েছে উপজেলার এক জন প্রভাবশালী বিএনপি নেতা। লোকনাথ ব্রহ্মচারী আশ্রম কমিটি, থাকলেও সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় সরকার দলীয় ওই নেতার নির্দেশে। কমিটির সদস্যরা সংখ্যালঘু ও আওয়ামী লীগ সমর্থিত হওয়ায় জোট সরকারে সন্ত্রাসীদের ভয়ে মুখ খুলতে সাহস পায় না। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভায় আশ্রমে সন্ত্রাসীদের উৎপাত ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করছেন। সন্ত্রাসীদের নিয়ন্ত্রণের নেপথ্যে সরকার দলীয় প্রভাবশালী নেতারা থাকায় পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে না। ফলে আশ্রম কমিটি বাধ্য হয়ে সরকার দলীয় সন্ত্রাসীদের নির্দেশে আশ্রমের সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে। আশ্রম কমিটির সাধারণ সম্পাদক রণজিৎ কুসার সাহা আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে না পারায় একাধিকবার পদ থেকে সরে দাঁড়াতে চেয়েছেন।

সম্প্রতি বারদী আশ্রম এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শনকালে দেখা গেছে, আশ্রমের গেটে ও মূল ভবনের সামনে ১৫/২০ টি দোকান বসে প্রতিদিন। আশ্রম কমিটির নির্দেশ উপেক্ষা করে সন্ত্রাসীরা অবৈধভাবে জোর পূর্বক এসব দোকান বসিয়ে ব্যবসা করছে। এদিকে বারদী আশ্রম সংলগ্ন ঐতিহাসিক বারদী মাঠে গাড়ী পার্কিংয়ের নামে এসব সন্ত্রাসীরা দূর-দূরান্ত থেকে আগত ভক্তদের গাড়ি থেকে ২০ থেকে ৫০ টাকা পর্যন্ত আদায় করছে।

অপরদিকে আশ্রমের অভ্যন্তরে প্রকাশ্যে দোকান সাজিয়ে বিক্রি করছে মদ, গাঁজা, ও ফেনসিডিল। আশ্রমে প্রকাশ্যে মদ, গাঁজা ফেনসিডিলের ব্যবসা চললেও থানা পুলিশ দেখেও না দেখার ভান করছে।

এদিকে অন্য এক অভিযোগে জানা গেছে, আশ্রমে দূর-দূরান্তের ভক্তবৃন্দের রাত্রী যাপনের জন্য তিনটি দালানে অর্ধ শতাধিক কক্ষ রয়েছে। ইচ্ছা করলে যে কেউ বিনা ভাড়ায় ওইসব কক্ষে রাত্রীযাপন করতে পারে। জানা গেছে, কক্ষগুলোতে বিন্দুমাত্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেই। রাতের বেলা বিভিন্নজনের কক্ষে বহিরাগতরা বিনা বাধায় অনায়াসে যাতায়াত করে। আশ্রম কমিটির লোকজনের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেছে, বিনা ভাড়ায় আশ্রমে রাত্রীযাপনের ব্যবস্থা থাকায় অনেক মন্দ লোকও কক্ষে অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয়। এ ধরনের ঘটনা প্রায়ই ঘটে বলে জানা গেছে। এদিকে বিভিন্ন পূজা-পার্বণে এবং উৎসবে তীর্থ যাত্রীরা নানা ভাবে হয়রানি হয় সবচেয়ে বেশি। সন্ত্রাসীরা তীর্থ যাত্রীদের কাছ থেকে বিভিন্ন অজুহাতে চাঁদা আদায়সহ মূল্যবান স্বর্ণালঙ্কারসহ জিনিস পত্র এবং নগদ টাকা ছিনিয়ে নেয় হরহামেশা।

সামগ্রিক বিষয় নিয়ে সোনারগাঁও থানার ওসি ফজলুল কবীরের সঙ্গে কথা বললে তিনি জানান, আমরা আশ্রমের নিরাপত্তাজনিত ব্যাপারে সব সময় সচেষ্ট থাকি। উৎসবের সময়ও অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েনের মাধ্যমে নিরাপত্তামুলক ব্যবস্তা গ্রহণ করে থাকি। পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আনা হয়েছে তা সত্য নয়।

উপজেরা নির্বাহী কর্মকর্তা এ. বি. এম. আরশাদ হোসেন বলেন, আমাদের কাছে এ ধরনের কোন অভিযোগ নিয়ে কেউ আসেনি। তবে আমরা কোনও লিখিত অভিযোগ পেলে এর কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।

আজকের কাগজ, ১৪ মে ২০০৩

(১৬০৭)
সোনাগাজী ও বাজিতপুরে কিশোরী ধর্ষিত ॥ মা মেয়ের শ্লীলতাহানি

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ঃ ফেনীর সোনাগাজী উপজেলায় সরকারদলীয় ৪ সন্ত্রাসী এবং কিশোরগঞ্জের বাজিতপুরে এক বিএনপি এমপির জ্ঞাতি ভাইয়ের বিরুদ্ধে ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে।

সোনাগাজী থেকে ফিরে এসে আমাদের ছাগলনাইয়ার নিজস্ব সংবাদাতা জানান, উপজেলার নবাবপুর ইউনিয়নে সরকারদলীয় ৪ সন্ত্রাসী অস্ত্রের মুখে মা কৃষ্ণবালা দাসের (৪০) সামনে থেকে কিশোরী কন্যা লাকিচন্দ্র দাসকে (১৪) অপহরণ করে পালাক্রমে ধর্ষণ করেছে। ঘটনাটি ঘটেছে গত ১২ মে মধ্যরাতে সুলতানপুর গ্রামে। থানা পুলিশ মঙ্গলবার রাতে ধর্ষিতার মেডিক্যাল পরীক্ষা সম্পন্ন করে এবং এ ব্যাপারে মা বাদী হয়ে থানায় মামলা দায়ের করেছে। পুলিশ ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, গত সোমবার রাত সোয়া দুইটায় একই ইউপির নাজিরপুর গ্রামের আবুল কালামের পুত্র জাহাঙ্গীর আলম (৩০), মোঃ ফারুক (২৫), কাশেম (৩০) ও লাতু (৩০) সুলতানপুর গ্রামের মৃত নেপালচন্দ্র দাসের ঘর থেকে তার কন্যাকে তুলে নিয়ে নবাবপুর ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কাছে আটকে রেখে পালাক্রমে ধর্ষণ করে। সন্ত্রাসীরা ধর্ষণের ঘটনাটি কাউকে না জানানোর জন্য প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে ভোর রাতে বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। দুপুরে সোনাগাজী থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে গ্রামবাসীর সহায়তায় ঘটনার নায়ক জাহাঙ্গীরকে গ্রেফতার করে। এদিকে কিশোরগঞ্জ থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, বাজিতপুর বিএনপিদলীয় এমপি মুজিবুর রহমান মঞ্জুর জ্ঞাতিভাই বিএনপি নামধারী সন্ত্রাসী রাশিদ রানার বিরুদ্ধে সাবেক ইউপি মেম্বার প্রমিলা রানী ঋষির যৌনাঙ্গ থেতলে দেয়াসহ মা ও মেয়েকে উলঙ্গ করে শ্লীলতাহানি করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ব্যাপারে থানায় মামলা করা হয়েছে। কিন্তু পুলিশ জামিনযোগ্য সাধারণ ধারায় মামলাটি রেকর্ড করেছে।

অপরদিকে মামলার আসামীরা নির্যাতিত প্রমিলা ঋষির পরিবারের বাড়িঘর আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেশছাড়া করার হুমকি দিচ্ছে। আসামীদের ভয়ে বাজিতপুরের ঋষি সম্প্রদায়ের নেতারা পালিয়ে বেড়াচ্ছে। এমনকি সন্ত্রাসী রাশিদ রানার বাহিনী পত্রিকায় নিউজ করার বিষয়েও স্থানীয় সাংবাদিকগণকে শাসিয়েছে বলে জানা গেছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৫ মে ২০০৩

(১৬০৮)
আদিবাসী পাড়ায় হামলা ফরিদপুরে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীস্টান ঐক্য পরিষদের মিছিল সমাবেশ ও স্মারকলিপি

স্টাফ রিপোর্টার ফরিদপুর ঃ ফরিদপুর জেলার সদর উপজেলার কানাইপুর ইউনিয়নের মালাঙ্গা গ্রামের আদিবাসী পাড়ায় হামলা, ভাঙচুর, লুটপাট ও নারী লাঞ্ছনাকারীদের অবিলম্বে গ্রেফতার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে ফরিদপুর জেলা-হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীস্টান ঐক্য পরিষদ বুধবার দুপুরে শহরে মিছিল সমাবেশ করেছে। জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপিও দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীস্টান ঐক্য পরিষদ ফরিদপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক অলোক সেনের নেতৃত্বে ফরিদপুর প্রেসক্লাব চত্বরে যায় এবং সেখানে একটি সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করে। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন অলোক সেন, শঙ্কর কর্মকার, দেবাশীষ বাবু, সনাতন মালো প্রমুখ।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৫ মে ২০০৩

(১৬০৯)
বাজিতপুরের ঋষিপাড়ায় আবার সন্ত্রাসীদের অকথ্য নির্যাতন

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি ঃ জেলার বাজিতপুর উপজেলার দীঘিরপাড় ইউনিয়নের ঋষিপাড়া গ্রামে সরকারলীয় একদল সন্ত্রাসী সাবেক ইউপি মেম্বার প্রমিলা রানী ঋষির ওপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছে। তারা তার বসতঘর ভাঙচুর করে ও লুটপাট চালায় গত শনিবার এ ঘটনা ঘটে।

এ ব্যাপারে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হলে পুলিশ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা না নিয়ে জামিনযোগ্য সাধারণ ধারায় মামলাটি রেকর্ড করেছে। বর্বরোচিত এ ঘটনার প্রতিবাদে ঋষিপাড়া গ্রামের দুই শতাধিক লোক গতকাল বুধবার জেলা সদরে এসে জেলা প্রশাসক ফজলে কবিরের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছেন।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, শনিবার সকালে ক্ষমতাসীন দলের প্রভাবপুষ্ট রাশিদ রানা ও তার সহযোগী উষ্টু মিয়া ঋষিপাড়া গ্রামের সাবেক ইউপি মেম্বার প্রমিলা রানী ঋষির নারকেল গাছ থেকে জোর করে ডাব পাড়ার সময় প্রমিলা বাধা দেন। এতে রাশিদ রানা ক্ষিপ্ত হয়ে প্রমিলার চুলের মুঠি ধরে বেধড়ক কিল-ঘুষি ও লাথি মারে। প্রমিলার পরিবার এ ঘটনার প্রতিবাদ করলে রাশিদ তার নিজ গ্রামে খবর পাঠায় যে, ঋষিপাড়ার লোকজন তাকে মারধর করেছে। এরপর রাশিদ রানার ২৫-৩০ জন সশস্ত্র সন্ত্রাসী প্রমিলা ও তার মেয়েকে লাঞ্ছিত করে। তারা ধারালো ও অন্যান্য অস্ত্রের আঘাতে প্রমিলার ছেলে সোমেন্দ্র চন্দ্র ঋষি ও তাদের আত্মীয় কিশোর ঋষিকে আঘাত করে।

এক পর্যায়ে সন্ত্রাসীরা প্রমিলাকে ধরে নিয়ে ঋষিপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পুকুরে ডুবিয়ে সংজ্ঞাহীন করে সাতানি গ্রামে রাশিদ রানার বাড়িতে নিয়ে একটি অন্ধকার ঘরে আটকে রেখে অকথ্য নির্যাতন চালায়। বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, প্রমিলার মুখে ব্যাঙ ঢুকিয়ে, চোখে পিঁপড়া, নাকে, মুখে ও কানে পানি, বালি ও পাটশোলা ঢুকিয়ে প্রায় ৬ ঘণ্টা ধরে নির্যাতন চালানো হয়। পরে স্থানীয় লোকজন গুরুতর আহত অবস্থায় প্রমিলাকে উদ্ধার করে বাজিতপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করে।

ঘটনার দুদিন পর গত মঙ্গলবার বাজিতপুর থানায় রাশিদসহ ১০ জনের নাম উল্লেখ করে মামলা হলেও গতকাল পর্যন্ত পুলিশ সন্ত্রাসীদের কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি।

স্থানীয় ইউপি মেম্বার নির্মূল চন্দ্র ঋষি, সাবেক মেম্বার উমেল চন্দ্র ঋষি ও ঋষি সম্প্রদায়ের নেতা লালন ঋষি প্রথম আলোকে জানান, বিএনপি নামধারী সন্ত্রাসীরা এর আগেও প্রমিলার ওপর নির্যাতন করেছে। কিন্তু ভয়ে কোনো মামলা করা হয়নি। এবার মামলা করতে গিয়ে আরো বিপাকে পড়েছে ঋষি সম্প্রদায়। সন্ত্রাসী রাশিদ রানার লোকজন তাদের বাড়িঘর আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেশছাড়া করার হুমকি দিচ্ছে।

দীঘিরপাড় ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোঃ ফারুক জানান, বিএনপি নামধারী সন্ত্রাসীদের অত্যাচারে সংখ্যালঘু ঋষি সম্প্রদায়ের লোকজনের দেশছাড়া হওয়ার উপক্রম হয়েছে। তিনি আরো জানান, প্রমিলা ও তার পরিবারের লোকজনের ওপর নির্যাতন করার ঘটনা যাতে পত্রিকায় প্রকাশিত না হয় সে জন্য স্থানীয় সাংবাদিকদেরও সন্ত্রাসীরা শাসিয়েছে। জানা গেছে, উপজেলা বিএনপি যুবদলের ক্যাডার বলে পরিচিত পুলিশের তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসী ও ফেনসিডিল ব্যবসায়ী সোনালী মিয়া প্রথম আলোর হাওরাঞ্চল প্রতিনিধি নাসরুল আনোয়ারকে হুমকি দিয়েছে ও তাকে লাঞ্ছিত করেছে।

প্রথম আলো, ১৫ মে ২০০৩

(১৬১০)
হবিগঞ্জে দানবীর শচীন্দ্রলালের বস্ত্রবিপনি দখল দখলকারীই উল্টো মামলা করেছে!

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি ঃ হবিগঞ্জের দানবীর শচীন্দ্র লাল সরকারের বস্ত্র বিপণি দখলের মূল নায়ক জি কে মোশাহিদ হবিগঞ্জের জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার ও শচীন্দ্র লাল সরকার সহ

১০ জনের বিরুদ্ধে জেলা জজ কোর্টে মামলা দায়ের করেছেন গত মঙ্গলবার। অপরদিকে জিকে মোশাহিদকে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে না পারায় হবিগঞ্জের সর্বমহলে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

জিকে মোশাহিদ ও তার মা ফজিলাতুন্নেছা আদালতে দায়েকৃত মামলায় উল্লেখ করেন, মধুমিতা ক্লথ স্টোর বেশ কবছর আগে তারা ক্রয় করেছিলেন। সে চুক্তিনামা অনুযায়ী শচীন্দ্র লাল সরকার তাদের জায়গা বুঝিয়ে দিচ্ছেন না। এতে ঘরের ক্ষতি ও ব্যবসা পরিচালনার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে। অন্য কেউ যাতে ওই জায়গার দলিল ও রেজিস্ট্রি করতে না পারে সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও বিবাদীর হবিগঞ্জ কৃষি ব্যাংকের ৩৭০৩ নং সঞ্চয়ী হিসাবের ওপর বাদী স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দাবি জানান। তা ছাড়া বাদীর জায়গা অবৈধ দখলে হবিগঞ্জের জেলা প্রশাসক ওয়াহিদুন্নবী চৌধুরী ও পুলিশ সুপার মোঃ মোস্তাফা কামাল সহযোগিতা করেছেন-অভিযোগ তুলে তাদেরও এই মামলায় আসামি করা হয়। হবিগঞ্জ থানার ওসি ও কৃষি ব্যাংকের ম্যানেজারকেও বিবাদী করা হয়েছে। এদিকে গত ১২ মে বস্ত্র বিপণি দখল করতে গিয়ে আটক ২৭ ব্যক্তিকে কড়া পুলিশ প্রহরায় আদালতে না নিয়ে জেলহাজতে পাঠানো হয়। উত্তেজিত জনতা গ্রেপ্তারকৃতদের ওপর চড়াও হওয়ার আশঙ্কায় পুলিশ এ ব্যবস্থা নেয়। অপরদিকে ঘটনার মুল নায়ক জিকে মোশাহিদ গ্রেপ্তার না হওয়ায় পুলিশ প্রশাসনের প্রতি ব্যবসায়ী মহল ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। মামলার ব্যাপারে শচীন্দ্র লাল বলেছেন, এ সবই ষড়যন্ত্র।

প্রথম আলো, ১৫ মে ২০০৩

(১৬১১)
আড়াইহাজারে স্বর্ণের দোকানে হামলা ও লুটপাট ঃ আহত ৩

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি ঃ বুধবার দুপুরে আড়াইহাজার থানার উষ্ণপুরা ইউনিয়নের ভৈরবদী গ্রামের ঋণদার ননী গোপাল রায়ের দোকানে ও বাড়িতে হামলা চালিয়েছে একদল সন্ত্রাসী। অভিযোগ অনুযায়ী সন্ত্রাসীরা লুটে নিয়েছে ১৫ ভরি স্বর্ণালংকার, ২০০ ভরি রুপা এবং ৫০ হাজার নগদ টাকা। হামলায় ননী গোপাল সহ (৪৫) তার স্ত্রী স্বপ্না রানী রায় (৩৮) ও ছোট ভাই প্রদীপ রায় (২৪) আহত হয়েছে। গুরুতর অবস্থায় স্বপ্না রানীকে ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তরা জানিয়েছে, পূর্বশত্রুতার জের ধরে এ হামলা চালানো হয়েছে। সন্ধ্যা ৬টায় এ রিপোর্ট লেখার সময় পর্যন্ত থানায় কোন অভিযোগ আসেনি বলে জানিয়েছে সহকারী পুলিশ সুপার মোশাররফ হোসেন।

যুগান্তর, ১৫ মে ২০০৩

(১৬১২)
বরিশালের হাবিবপুরে কলেজ ছাত্রীকে ধর্ষণের ব্যর্থ চেষ্টা ॥ হত্যার হুমকি

বরিশাল অফিস ঃ বরিশালের উজিরপুর ও বানারীপাড়া উপজেলার সীমান্তবর্তী হাবিবপুর সৈয়দ আজিজুল হক কলেজের সংখ্যালঘু পরিবারের এক ছাত্রী (১৯)-কে ওই এলাকার ক্ষমতাসীন দলের ছত্রছায়ায় থাকা মো. জাফর আলীর ছেলে মিজানুর রহমান ধর্ষণের চেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছে। জানা গেছে, ওই ছাত্রীকে কলেজে যাবার পথে মিজানুর রহমান জোরপূর্বক চায়ের দোকানে নিয়ে যায়। এ সময় কলেজ ছাত্রী দৌড়ে পালিয়ে আসে। এ ঘটনায় থানায় কোনও মামলা দায়ের করা হয়নি। উল্টো তার পরিবারকে এ ঘটনায় বাড়াবাড়ি করা হলে তাদেরকে অত্যাচার-নির্যাতন চালিয়ে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে।

জানা গেছে মিজানের নেতৃত্বে একটি বাহিনী ওই এলাকায় সন্ত্রাসের রামরাজত্ব কায়েম করে রেখেছে। তার বাহিনীর সদস্যরা হচ্ছে আল-আমিন, নজরুল হালদার, জসিম মৃধা ও আনোয়ার হোসেন। তাদের অত্যাচার ও নির্যাতনের ভয়ে ওই এলাকার অনেক স্কুল ও কলেজ পড়ুয়া মেয়েরাই পড়ালেখা বন্ধ করে দিয়েছে।

আজকের কাগজ, ১৭ মে ২০০৩

(১৬১৩)
আগৈলঝাড়ায় তরুণী গণধর্ষণের শিকার গ্রেফতার ১

বরিশাল থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক ঃ বুধবার রাতে এক কিশোরীকে ধর্ষণ করেছে ৬ নরপিশাচ। শুক্রবার খুব ভোরে পুলিশ ধর্ষিতাকে উদ্ধার করেছে। থানায় মামলা দায়ের করা হলে পুলিশ এক ধর্ষককে গ্রেফতার করেছে।

গোপালগঞ্জ জেলার কোটালিপাড়া উপজেলার প্রেমিক-প্রেমিকা পিরের বাড়ি গ্রামের বিমল বৈদ্যের ছেলে সেন্টু বৈদ্য (২৫) ও পোলোটানা গ্রামের লক্ষ্মী কান্ত বাড়ৈর ২০ বছর বয়সী মেয়ে জয়মালা (কল্পিত নাম) বাড়ি থেকে পালিয়ে ভারতে যাওয়ার জন্য আগৈলঝাড়া উপজেলার কান্দিরপাড় গ্রামের রাধেশ্যামের সহায়তায় ভারতে চলে যাওয়ার জন্য বুধবার রাতে এসে জানতে পারে বেনাপোল যাওয়ার কোন বাস নেই। তখন তিনজনে মিলে আলৈঝাড়া উপজেলার রাজিহারের গোয়াইল গ্রামে পূর্ব পরিচিত এক ব্যক্তির বাড়িতে যাওয়ার জন্য রওনা দেয়। পথিমধ্যে মুকুল মৃধা (৩০), ননী কাজী (২০), কবির ফকির (২১), সুমন হালদার (২০), সেন্টু মৃধা (২২), সোহেল কাজি (২০), তাদের পথরোধ করে প্রমিক সেন্টু বৈদ্য ও রাধেম্যাম মণ্ডলকে মারধোর করে তাদের হাত-পা বেধেঁ ফেলে। পরে তরুণীকে ৬ পাষণ্ড একের পর এক ধর্ষণ করে এবং একটি বাড়িতে আটকে রাখে। গণধর্ষণ ও অপহরণের খবর পেয়ে পুলিশ খোঁজ- খবর নিয়ে ধর্ষিতা কিশোরীকে উদ্ধার করে। সেন্টু বৈদ্য ও রাধেশ্যাম মণ্ডলকেও উদ্ধার করা হয়।

গৌরনদী থেকে সংবাদাতা সুশীল জয়ঘর জানান, ধর্ষিতা নিজে বাদি হয়ে ৬ আসামির বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করলে পুলিশ সুমন হালদারকে গ্রেফতার করেছে।

সংবাদ, ১৭ মে ২০০৩

(১৬১৪)
কুমিল্লায় চাঁদা না পেয়ে সংখ্যালঘু ব্যবসায়ীর ওপর হামলা ও মিথ্যা মামলা দায়ের করে হয়রানির চেষ্টা

কুমিল্লা থেকে সংবাদদাতা ঃ দাবিকৃত ৫ হাজার টাকা চাঁদা দেয়ায় সন্ত্রাসীরা শহরের এক সংখ্যালঘু ব্যবসায়ীর বাড়িতে উপর্যুপরি হামলা এবং মিথ্যা মামলা দায়ের করে হয়রানির চেষ্টা করেছে। এ ব্যাপারে সোমবার প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে।

জানা গেছে, কুমিল্লা চকবাজারের মিষ্টি বিক্রেতা ও শুভপুর গ্রামের বাসিন্দা হারাধন কর্মকারের কাছে একই এলাকার মুছা মিয়া গত ১০ই মে ৫ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। ব্যবসায়ী দাবিকৃত চাঁদা দিতে অপারগতা প্রকাশ করলে মুছা হামলা চালায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছার আগেই সন্ত্রাসীরা কেটে পড়ে। এ ব্যাপারে ব্যবসায়ী হারাধন থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে মুছা পুনরায় ওই ব্যবসায়ীর বাসায় হামলা চালায় এবং একটি মিথ্যা মামলা দায়ের করে। এ ঘটনায় এলাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। এলাকাবাসী ও প্রত্যক্ষদর্শীরা 'সংবাদ'- কে জানায়, মুছা

এলাকায় একজন চিহ্নিত সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজ হিসেবে পরিচিত। অবিলম্বে প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হলে পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটার আশঙ্কা করছেন এলাকার সচেতন মহল।

সংবাদ, ১৭ মে ২০০৩

(১৬১৫)
রাজশাহীর সাহেববাজারে পুলিশের উপস্থিতিতে সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর হামলা

জাহাঙ্গীর আলম আকাশ, রাজশাহী ঃ রাজশাহী মহানগরীর সাহেববাজারে মাত্র সোয়া কাঠা জমির ওপর প্রায় এক'শ বছর ধরে বসবাসকারী ধর্মীয় সংখ্যালঘু সেই পরিবারকে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদের জন্য এবার মহানগর পুলিশের উপস্থিতিতে প্রভাবশালী দখলদারদের ভাড়াটে সন্ত্রাসীরা বৃহস্পতিবার ১৫ই মে সকাল সাড়ে ৯টায় হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। সন্ত্রাসীরা পরিবারটির একটি ঘর ভেঙে দখল করে নিয়েছে। এসময় পরিবারের সদস্য অঞ্জনা (৩৫), নীলার (৪১) ওপর নির্যাতন চালানো হয়। এছাড়া রাহুল (১২) ও অমিয়কে (১২) মাটিতে আছড়ে ফেলে হত্যা চেষ্টা চালায়।

জানা যায়, হামলাকালে সন্ত্রাসীরা পরিবারের সদস্যদের চরম অসভ্য- অশালীন ভাষায় গালমন্দ করে । এর আগে যৌথ বাহিনীর অভিযান চলাকালে প্রভাবশালীরা সেনা সদস্যদেরকে ব্যবহার করে পরিবারটিকে উচ্ছেদের চেষ্টা চালিয়েছিল। রাজশাহীসহ সারাদেশে অনেক মানবাধিকার সংগঠন থাকলেও 'অসহায়' এই পরিবারটির সহযোগিতায় কেউ এগিয়ে আসছেন না। যদিও সংশ্লিষ্ট পরিবারের পক্ষে আইনগত সকল প্রটেকশন রয়েছে বলে জানানো হয়েছে। পরিবারটি চরম নিরাপত্তাহীনতা ও আতংকের মধ্যে রয়েছেন। দু'টি ধর্মীয় সংখ্যালঘু পরিবারের ১১ জন সদস্য বর্তমানে একটি মাত্র ঘরে কোন রকমে মাথা গুঁজে থাকছেন। পরিবারের সদস্য গোপাল রাম (৪৬) জানান, আমরা চরম নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে রয়েছি। সন্ত্রাসীরা যে কোন মুহূর্তে অবশিষ্ট ঘরটিও ভেঙে দিয়ে আমাদেরকে উচ্ছেদ করতে পারে।

সংশ্লিষ্ট একাধিক নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, গোপাল রাম (৪৬) ও নরেশ রাম (৫৬) দু'ভাই নগরীর সাহেববাজার আরডিএ মার্কেটের পাশে সোয়া কাঠা জমির ওপর বসবাস করছেন। বংশ পরম্পরায় প্রায় এক'শ বছর ধরে তারা ওই স্থানে বাড়ি করে বসবাস করছেন। এই জমির মালিকানা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ ও মামলা মোকদ্দমা চলার পর গোপাল রামরা আদালতের ডিক্রি লাভ করেন। কিন্তু রাজনৈতিক পরিচয়ে পরিচিত তিন প্রভাবশালী গোপাল রামের জায়গার পাশে বহুতল ভবন নির্মাণ করার জন্য সংখ্যালঘু পরিবারটিকে দীর্ঘদিন ধরে কৌশলে ভিটেমাটি হতে উচ্ছেদের চেষ্টা করে আসছেন বলেও অভিযোগ রয়েছে। গোপাল রাম জানান, কয়েক মাস আগে প্রভাবশালী মহলের বহুতল ভবন নির্মাণ করতে গিয়ে তাদের বাড়ির একাংশ ভেঙে ফেলা হয়। পরিবারের আয়ের একমাত্র অবলম্বন আটার মিল ঘর এবং একটি শোবার ঘর ভেঙে ফেলা হয়। অবশিষ্ট ঘরটিও যে কোন মুহূর্তে ভেঙ্গে পড়তে পারে।

সংবাদ, ১৭ মে ২০০৩

(১৬১৬)
শাহরিয়ার কবিরসহ বিশিষ্টজনদের ঘটনাস্থল পরিদর্শন ॥ বাঁশখালীর নাথপাড়ায় এখনো আতঙ্ক, পুড়িয়ে হত্যার আসামি জাহাঙ্গীর ধরা পড়েনি

সমবেশ বৈদ্য, বাঁশখালী থেকে ফিরে ঃ চট্টগ্রামে বাঁশখালীর পূর্ব চাম্বল নাথপাড়ায় বসতবাড়িতে আগুন দিয়ে ৩ জনকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার ঘটনার মূল সন্দিগ্ধ আসামি জাহাঙ্গীর আলমকে পুলিশ গতকাল শুক্রবার পর্যন্ত গ্রেপ্তার করতে পারেনি। পুলিশ প্রশাসন ও স্থানীয় চেয়ারম্যান সহ একটি রাজনৈতিক দল এই খুনের ঘটনাকে এখনো ভিন্ন খাতে নেওয়ার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। পূর্ব চাম্বলের ঐ নাথপাড়ার কথিত নিম্নবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে এক ধরণের আতঙ্ক বিরাজ করছে এখন।

এদিকে গতকাল বিশিষ্ট লেখক-সাংবাদিক ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি শাহরিয়ার কবির, মানবাধিকার সংগঠক ও হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ চট্টগ্রামের সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট রানা দাসগুপ্ত, মহিলা পরিষদ নেত্রী নূরজাহান খানসহ কয়েকজন সাংবাদিক ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। নাথপাড়ার স্থানীয় জনসাধারণ গতকাল জানান, তারা খুব আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন। কারণ মূল আসামী জাহাঙ্গীর বিভিন্ন সময় নিজেকে স্থানীয় বিএনপির নেতা হিসেবে পরিচয় দিয়ে তাদেরকে হুমকি-ধামকি দিয়ে আসছিল। পুলিশ যে টুনটু দেবনাথকে গ্রেপ্তার করে রিমান্ডে এনেছে তার কাছ থেকে ঘটনা সম্পর্কে তেমন কোনো তথ্যই পায়নি। টুনটুর মা ও স্ত্রী-ভাইসহ আশপাশের জনসাধারণ জানিয়েছে, টুনটুকে অযথা গ্রেপ্তার করে তার ওপর নির্যাতন করা হচ্ছে। তবে গতকাল পুলিশ একজনকে গ্রেফতার করেছে। সে বিভিন্ন সময় জাহাঙ্গীরের ঘরে গিয়ে জুয়া খেলাসহ নানা ধরনের অপকর্ম করতো বলে বাঁশখালী থানার ওসি বেলাল উদ্দিন তরফদার জানিয়েছেন। ঘটনার ৮দিন পার হয়ে যাওয়ার পরও কেন জাহাঙ্গীরকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না এ প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, আমরা তাকে গ্রেপ্তারের জন্য বান্দরবান এবং বাঁশখালীর ছনয়াতেও পুলিশ পাঠিয়েছি।

স্থানীয় বিভিন্ন জনের সঙ্গে কথা বলে যা জানা গেছে, জাহাঙ্গীর ইতিপূর্বে দেবনাথদের জমিও জবরদখল করার চেষ্টা করেছিল। পরে তাদেরকে হুমকি দিয়ে আসছিল নানাভাবে। টুনটু গতকাল বাঁশখালী থানা হাজতে জানিয়েছে, সে ঐদিন পানি দিয়ে আগুন নেভানোর জন্য চেষ্টা করেছে, আর তাকেই কি না পুলিশ গ্রেপ্তার করে রিমান্ডে নিয়ে এসে নির্যাতন করছে। গত ৮ মে গভীর রাতে আরতিবালা নাথের ঘরে আগুন দেওয়ার কয়েকদিন আগে জাহাঙ্গীরের আরতিসহ তার পরিবারের সদস্যদের মারধর করার বিষয়টিও সে জানিয়েছে।

গ্রেফতারকৃত নুরুল ইসলাম জানিয়েছে, সে জাহাঙ্গীরের জমি চাষাবাদ করতো, ১০/১২ টি গরু-ছাগল ও হাঁস মুরগি লালনপালন করতো। সে নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করছে। এদিকে গতকাল দুপুরে আরতিদের বাড়িতে যাওয়ার পর আশপাশের লোকজন জানিয়েছে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান আমিন চৌধুরী (বিএনপি নেতা) আরতিবালার দুই ছেলেকে ডেকেছিলেন তার বাড়িতে। কিন্তু গতকাল আবার সেই আমিন চেয়ারম্যানের বাড়িতে গিয়েও তাকে পাওয়া যায়নি, এমনকি আরতির দুই ছেলেকেও পাওয়া যায়নি। এলাকাবাসীর আশঙ্কা আরতির দুই ছেলেকে ঐ চেয়ারম্যান ডেকে নিয়ে হয়তো নানা ধরনের প্রলোভন বা ভয়ভীতি দেখিয়েছে ঘটনা সম্পর্কে মুখ না খোলার জন্য।

যেখানে স্থানীয় এমপি, বন ও পরিবেশ প্রতিমন্ত্রী জাফরুল ইসলাম চৌধুরীসহ সরকারের— প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্তাব্যক্তিরা ঘটনাস্থলে গেছেন সেখানে ঘটনার পর একবারও চেয়ারম্যান আমিন চৌধুরী ঘটনাস্থলে যাননি। তাই ঘটনার ৮দিন পরে নিহত আরতিবালার ছেলেদের ডেকে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি সন্দেহের সৃষ্টি করেছে। মানবাধিকার সংগঠক ও বিশিষ্ট লেখক শাহরিয়ার কবির ও এডভোকেট রানা দাশগুপ্ত গতকাল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে জানান, পুরো ঘটনাটি অত্যন্ত সুপরিকল্পিত এবং নাথপাড়ায় ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জায়গা জমি ধীরে ধীরে দখল করে তাদেরকে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করার একটি প্রক্রিয়া চলছে। আর তাই ৩ প্রজন্মের নারীকে খুন করে এবং তাদের পরিবারের সবাইকে পুড়িয়ে মারার চক্রান্ত করা হয়েছে বলে তারা অভিযোগ করেন। কিন্তু ঘটনাটিকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে

হামলাটিকে হালকা করার জন্য অপপ্রচার চালানো হচ্ছে যে, আরতিবালার চরিত্র ঠিক ছিল না, ইত্যাদি। তারা বিষয়টিকে অত্যন্ত নির্মম, অমানবিক এবং প্রশাসনের এ ধরনের আচরণে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে অবিলম্বে সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার ও সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা জোরদার করার দাবী জানিয়েছেন।

ভোরের কাগজ, ১৭ মে ২০০৩

(১৬১৭)
আড়াইহাজারে স্বর্ণের দোকানে সন্ত্রাসী হামলা লুটপাট, আহত ৩

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি ঃ জেলার আড়াইহাজার থানার উচ্চপুরা ইউনিয়নের ভৈরবদা গ্রামের স্বর্ণকার ননী গোপাল রায়ের দোকানে ও বাড়িতে হামলা চালিয়েছে একদল সন্ত্রাসী গত বুধবার দুপুরে। লুটে নিয়েছে ১৫ ভরি স্বর্ণালঙ্কার, ২০০ ভরি রুপা এবং ৫০ হাজার নগদ টাকা। হামলায় ননী গোপালসহ (৪৫) তার স্ত্রী স্বপ্না রানীকে ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।

ক্ষতিগ্রস্তরা জানিয়েছে, পূর্ব শত্রুতার জের ধরে এ হামলা চালানো হয়েছে। সিন্দুক ভেঙে লুটে নিয়েছে এ মালামাল। সন্ধ্যা পর্যন্ত ৬টায় এ রিপোর্ট লেখার সময় পর্যন্ত থানায় কোনো অভিযোগ আসেনি বলে জানিয়েছেন সহকারী পুলিশ সুপার মোশাররফ হোসেন।

ভোরের কাগজ, ১৮ মে ২০০৩

(১৬১৮)
রাজনগরে সংখ্যালঘুদের জমি দখল দুমাসেও দখলমুক্ত করতে পারেনি প্রশাসন

রাজনগর প্রতিনিধি ঃ মৌলভীবাজারের রাজনগর উপজেলার শ্বাসমহল গ্রামের সংখ্যালঘুদের জমি দখল হওয়ার পর দুই মাস চলে গেলেও স্থানীয় প্রশাসন এখনো দখলদারদের উচ্ছেদ করতে পারেনি। এ বিষয়ে গঠিত তদন্ত কমিটির দ্বিতীয় রিপোর্ট ইউএনওর কাছে জমা দেওয়া হলেও এখনো কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

জানা গেছে, গ্রামের সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি বিভিন্ন সময় পার্শ্ববর্তী মনু নদীতে তলিয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে জমিগুলো জেগে উঠলে সংখ্যালঘুরা তা ভোদগখল করতে থাকে এবং এগুলো সেটেলমেন্ট জরিপেও ডিসি খতিয়ানভুক্ত হয়। কিন্তু গত ২০ মার্চ গভীর রাতে পার্শ্ববর্তী কোনাগাঁও ট্যারপুর ও আদনাবাদের এক দল প্রভাবশালী লোক দখল করে নেয়। এ ঘটনায় উপজেলা প্রশাসন একটি তদন্ত কটিটি গঠন করে। তারা সরেজমিন পরিদর্শন করে তাৎক্ষণিক রিপোর্টে দখলকারদের অবৈধ উল্লেখ করে উচ্ছেদের অনুরোধ জানান। এ রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরও ইউএনও হাবিবুর রহমান তিন সদস্য বিশিষ্ট আরেকটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। দীর্ঘদিন পর এই কমিটি গত ১০ মে রিপোর্ট জমা দিলেও ইউএনও এখনো তা পড়ে দেখেননি।

এদিকে তদন্ত কমিটির সার্ভেয়ার আনোয়ারুল ইসলাম জানান, তারা সংখ্যালঘু ও দখলকারী উভয়কে অবৈধ দখলদার বলে রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন। যদিও এর আগে গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্টে দখলকারীদের অবৈধ বলে উল্লেখ করা হয়েছিল।

এ ব্যাপারে ইউএনওর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, নানা ব্যস্ততার কারণে রিপোর্ট দেখার সময় পাইনি।

প্রথম আলো, ১৮ মে ২০০৩

(১৬১৯)
বাজিতপুর ঋষিপাড়ায় মা-মেয়ের ওপর সন্ত্রাসী বর্বরতা সন্ত্রাসী দলের নেতা এমপির চাচাতো ভাই হওয়ায় পুলিশ কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না!

সাইফউদ্দিন আহমেদ লেলিন, বাজিতপুর থেকে ঃ স্থানীয় এমপির চাচাতো ভাইয়ের নেতৃত্বাধীন সন্ত্রাসী অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে জেলার বাজিতপুর ঋষিপাড়ার বাসিন্দারা। সম্প্রতি এ বাহিনী পাড়ার এক মহিলার ওপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছে। মারধর করেছে মহিলার পুত্র-কন্যা ও এক নিকটাত্মীয়কে। এ ব্যাপারে মামলা করায় সন্ত্রাসীরা তাদের ঘরটি পুড়িয়ে দিয়ে তাদের দেশছাড়া করার হুমকি দিচ্ছে।

বাজিতপুর উপজেলা সদর থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে ঋষিপাড়া গ্রাম। গুটিকয়েক মুসলিম পরিবার ছাড়া গ্রামের অধিকাংশই নিম্নবর্ণের হিন্দু। তাছাড়া গ্রামের অধিকাংশ পুরুষ রাজধানী ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য স্থানে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত। শিশু ও বৃদ্ধা ছাড়া যুবক শ্রেণীর খুব কমই গ্রামে থাকে। ফলে সন্ত্রাসীদের জন্য এ গ্রামটি অত্যন্ত নিরাপদ।

পাশের দীঘিরপাড় গ্রামে জেলা বিএনপির আহ্বায়ক মজিবুর রহমান মঞ্জু এমপির বাড়ি। পুরো এলাকায় তিনি সহ তার ভাই-ভাতিজা, জ্ঞাতি-গোষ্ঠী সবারই রয়েছে দোর্দণ্ড প্রতাপ। ক্ষমতাসীন দলের নেতা হওয়ায় পুলিশ প্রশাসনও যেন তাদের নিয়ন্ত্রণে। বিশাল প্রভাব প্রতিপত্তির জোরে ঋষিপাড়া গ্রামের সংখ্যালঘুদের ওপর দীর্ঘদিন ধরে তারা চালাচ্ছে অকথ্য নির্যাতন। সর্বশেষ গত ১০ মে মঞ্জু এমপির চাচাতো ভাই রশিদ রানার নেতৃত্বে ঋষিপাড়া গ্রামে চালানো হয় নারকীয় তাণ্ডব।

গত ১৫ মে সরেজমিন ঐ গ্রামে গিয়ে দেখা যায়, মানুষের চোখে-মুখে আতঙ্কের ছাপ। আবার কখন এসে হামলা করে সন্ত্রাসীরা এ আতঙ্কে তাদের সময় কাটছে। সাবেক ইউপি মেম্বার বৃদ্ধা রবীন্দ্র চন্দ্র ঋষি দাস বাড়ির সামনে বসে ঢোল বানানোর কাজ করছিলেন। প্রথমে কথা বলতে চাননি। সাংবাদিক পরিচয় দেওয়ার পর হাতের কাজ বন্ধ রেখে একটি চেয়ার এগিয়ে দিলেন। তিনি জানান, সন্ত্রাসী রাশিদ রানা ও তার লোকজন দীর্ঘদিন ধরেই তাদের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়ে আসছে। ১০ মের ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, সন্ত্রাসীদের তাড়া খেয়ে প্রমিলা আমার ঘরে এসে আশ্রয় নেয়। তার পেছনে রাশিদ রানার নেতৃত্বে ৩০/৪০ জন সন্ত্রাসী রামদা, বল্লম, হলঙ্গা, লাঠি ইত্যাদি নিয়ে ঘরে ঢোকার চেষ্টা করলে আমি পথ আগলে দাঁড়াই। তাদের হাবভাব খারাপ দেখে আমি দরজা বন্ধ করে দেই। তারা পেছনের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে প্রমিলাকে চৌকির নিচ থেকে চুলের মুঠি ধরে টেনে বের করে কিল, ঘুষি, লাথি মারতে মারতে বাইরে নিয়ে যায়। এক পর্যায়ে পরনের কাপড় খুলে প্রায় উলঙ্গ করে উল্লাস করতে থাকে। প্রমিলার মেয়ে সচ্চালতা ঋষিদাস্যা জানায়, আমি কইতে গেছি, ও ভাইগো, আমার মারে মাইরো না। তখন আমার চুলের মুঠি ধরে মারতে মারতে আমার পরনের জামাও ছিঁড়ে ফেলে দেয়। সন্ত্রাসীরা রবীন্দ্র ঋষি দাসকেও পায়ে আঘাত করে আহত করে।

কিছুক্ষণের মধ্যে ঋষিপাড়ার ৫০/৬০ জন লোক এসে জড়ো হয়। তারা জানায়, প্রমিলাকে মারতে মারতে পুকুরে নিয়ে চুবিয়ে অজ্ঞান করে ফেলে। পরে রাশিদ রানার বাড়িতে নিয়ে চিৎ করে রোদে শুইয়ে রাখে। সেখানে তার মুখের ওপর বালি মেখে দেওয়া হয়। কিছুক্ষণ পর একটি অন্ধকার ঘরে নিয়ে প্রমিলাকে অমানুষিক নির্যাতন করে। প্রমিলার ছেলে সমেন্দ্র ঋষিদাসকেও বুকে ছুরি দিয়ে ঘা দেয়। প্রমিলার নিকটাত্মীয় কিশোর ঋষিদাসকে মাথায় রামদা দিয়ে কোপ দেয় ও সারা শরীরে লাঠি দিয়ে পেটায়। এ ঘটনায় থানায় অভিযোগ করা হলে পুলিশ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা না নিয়ে জামিনযোগ্য সাধারণ ধারায় মামলা নেয়।

গ্রামবাসী জানায়, সন্ত্রাসী রাশিদ রানার সঙ্গে এ সময় মঞ্জু এমপির পুত্র উজ্জ্বলও ছিল। মামলা করার পর থেকে সন্ত্রাসীরা তাদের ঘরবাড়ি আগুনে পুড়িয়ে দেশছাড়া করার হুমকি দিচ্ছে। তারা আরো জানায়, ঘটনার পর গ্রামে একবারই মাত্র পুলিশ গেছে বিএনপি নেতা সোনালী মিয়াকে সঙ্গে নিয়ে। পুলিশ গিয়ে উল্টো তাদের এই বলে শাসিয়েছে 'বেশি কথা বলবা না' তোমাদের এ গ্রামেই থাকতে হবে।'

বৃদ্ধ রবীন্দ্র চন্দ্র ঋষিদাস আরো জানান, গ্রায়ই তাদের কারো না কারো উপর এ রকম অত্যাচার চলে। সামনের পুকুর পাড়ে বসে সন্ত্রাসীরা প্রতিদিন মদ ও জুয়ার আড্ডা বসায়। মহিলারা গোসল করতে গেলে তাদের লক্ষ্য করে বিভিন্ন কটুক্তি করে ও অশ্লীল কথাবার্তা বলে। কোনো মেয়ের ওপর তাদের নজর পড়লে তার আর রেহাই নেই। বৃদ্ধ রবীন্দ্র এক পর্যায়ে কেঁদে ফেলেন। কান্নাজড়িত কণ্ঠে তিনি বলেন, 'আমরা জানতাম এটা সোনার বাংলা। এখন আর এখানে থাকতে চাই না। আমাদের অন্যত্র জায়গা করে দিন বাবা।'

হাসপাতালে গিয়ে দেখা হয় প্রমিলা ও কিশোরের সঙ্গে মাথায় রামদায়ের আঘাত প্রাপ্ত কিশোরের অবস্থা আশঙ্কাজনক। প্রমিলা জানান, সন্ত্রাসীরা তার পরনের কাপড় খুলে সারা শরীরে কিল, ঘুষি , লাথি মেরে বিভিন্ন অংশ থেঁতলে দেয়। হাসপাতালেও ভালো চিকিৎসা হচ্ছে না বলে তারা অভিযোগ করেন।

বাজিতপুর থানার ওসি জামাল ঋষিপাড়া গ্রামে সন্ত্রাসী ঘটনার কথা স্বীকার করে চিরাচরিত ভাষায় বলেন, 'ঘটনার ব্যাপারে মামলা নিয়েছি। আসামি ধরার ব্যাপারে চেষ্টা চলছে।' নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা না নিয়ে জামিনযোগ্য সাধারণ ধারায় মামলা নেওয়া প্রসঙ্গে জানতে চাইলে ওসি বলেন, 'গাছের ডাব পাড়াকে কেন্দ্র করে এ ঘটনা ঘটেছে। ধর্ষণ বা শ্লীলতাহানির কোনো উদ্দেশ্য ছিল না।' সর্বশেষ খবরে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশ রাশিদ রানার বাহিনীর সক্রিয় ক্যাডার সন্ত্রাসী আঃ মান্নানকে গ্রেপ্তার করেছে।

বর্তমানে ঋষিপাড়া গ্রামের মানুষ আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে। পুনরায় যে কোন সময় সন্ত্রাসীরা হামলা চালাতে পারে বলে তাদের আশঙ্কা। তারা এখন নিরাপত্তা চায়, সন্ত্রাসীদের বিচার চায়। এ ব্যাপারে তারা প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

ভোরের কাগজ, ১৯ মে ২০০৩

(১৬২০)
কানাইপুরে সংখ্যালঘু পাড়ায় হামলা সন্ত্রাসীদের অব্যাহত হুমকি, উল্টো মামলা করে নির্যাতিতদের হয়রানি

ফরিদপুর প্রতিনিধি ঃ জেলার সদর উপজেলার কানাইপুর ইউনিয়নের মালেঙ্গা গ্রামে গত ৭ মে সংঘটিত সংখ্যালঘু আদিবাসী পাড়ায় হামলার ১০দিন পেরিয়ে গেলেও এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত কোনো আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। সংখ্যালঘুরা সকল হুমকি উপেক্ষা করে গত ১৩ মে মামলা করলেও পুলিশ এ ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। উপরন্তু নির্যাতিতদের আরো হয়রানি করতে হামলাকারী দলের এক নেতা আফজালের আত্মীয় মোঃ জামাল বাদি হয়ে বৃহস্পতিবার ফরিদপুর কোতোয়ালি থানায় সংখ্যালঘু আদিবাসীদের ৭জনকে আসামি করে দ্রুত বিচার আইনে মামলা করেছে। সংখ্যালঘুরা এই মিথ্যা মামলায় হয়রানির আশঙ্কায় আরো আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে।

জানা গেছে, দ্রুত বিচার আইনের ২ (খ০ ও ৪(১) ধারা অনুসারে এই মামলায় মারধর ও ছিনতাইয়ের অভিযোগ আনা হয়েছে। এই মামলায় আসামি করা হয়েছে ভাগ্য, নিপুণ, বিধান, হারান, জলবিন্দু, গৌরচন্দ্র ও জিয়াকে। জিয়া সংখ্যালঘুভুক্ত না হলেও নিরীহ আদিবাসীদের পক্ষ হয়ে সে সবসময় প্রতিবাদ করতো বলে তাকেও আসামি করা হয়েছে বলে জানা যায়।

এদিকে নির্যাতিত আদিবাসীদের পক্ষে ফরিদপুর জেলা হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ গত বুধবার শহরে মিছিল-সমাবেশ করেছে।

সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের নেতা পংকজ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল এলাকা পরিদর্শন করে নির্যাতনকারীদের দৃষ্টান্তামূলক শাস্তি দাবি করেছে। কানাইপুরের এই ঘটনা নিয়ে দেশজুড়ে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া এবং ফরিদপুরে একটি আন্দোলন গড়ে ওঠার পরিপ্রেক্ষিতে মামলার মোড় অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার তৎপরতায় এই মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে বলে বিভিন্ন মহল অভিযোগ করেছে।

ভোরের কাগজ, ১৯ মে ২০০৩

(১৬২১)
মাদারীপুরের সংখ্যালঘুরা নির্যাতনের শিকার, আতঙ্ক

নিজস্ব সংবাদদাতা, মাদারীপুর থেকে ঃ সদর ও শিবচর উপজেলার পাচ্চল ও গুয়াতলায় সংখ্যালঘুরা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। ফলে তারা সব সময় আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে। অভিযোগে জানা গেছে, সদর উপজেলার মস্তফাপুর ইউনিয়নের দক্ষিণ খাগছাড়া গ্রামের কিছু উঠতি চাঁদাবাজ সন্ত্রাসী সংখ্যালঘুদের বাড়ি বাড়ি হামলা চালিয়ে চাঁদা দাবি করছে। ভয়ে বহু পরিবার চাঁদা দিয়ে রেহাই পাচ্ছে। অনেকে চাঁদা না দেয়ায় তাদের ওপর নেমে আসছে নির্যাতন। এলাকার সন্ত্রাসীদের ভয়ে কেউ মুখ খোলে না। প্রতিবাদ করা তো দূরের কথা কেউ থানায় মামলা পর্যন্ত করতে সাহস পায় না। গত এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে কতিপয় চাঁদাবাজ গোবিন্দ বাড়ের কাছে চাঁদা দাবি করে। চাঁদা না দেয়ায় ঐ রাতেই সন্ত্রাসীরা গোবিন্দ বাড়ের বাড়িতে হামলা চালিয়ে ঘরবাড়ি ভাঙচুর ও নারী পুরুষের ওপর শারীরিক নির্যাতন চালায়। এদিকে এই উপজেলার কেন্দুয়া ইউনিয়নের পূর্ব কলাগাছিয়া গ্রামের সংখ্যালঘুদের ক্ষেতের পাকা ধান লুট করে নিয়ে গেছে একটি সন্ত্রাসী গ্রুপ। এ ঘটনা ২৫ এপ্রিলের। ঘটনাটি স্থানীয় এমপিকে জানালে তিনি বিচারের আশ্বাস দেন। বিল অঞ্চলের এসব সংখ্যালঘু প্রায়ই ফসল লুটের শিকার হচ্ছে। অন্যদিকে শিবচর উপজেলায় ৩টি হরিমন্দির থেকে এক রাতে ১৩টি প্রতিমা ভাঙচুর করা হয়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২০ মে ২০০৩

(১৬২২)
ঠাকুরগাঁওয়ে দুই কিশোরী অপরহণ ॥ ১ জন উদ্ধার

ঠাকুরগাঁও থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক ঃ জেলার পীরগঞ্জ উপজেলাধীন বৈরচুনা গ্রামের গরিব চাষী খানুরাম দেশীর ৮ম শ্রেণীর পড়ুয়া মেয়ে শান্তি রানীকে (১৩) ২০ মে পীরগঞ্জ থানা শহরের কাপড় ব্যবসায়ী আবদুল আজিজের ছেলে ফারুক হোসেন (২০) বলপূর্বক অপহরণ করে ঢাকায় নিয়ে যায় এবং তার ওপর বলপূর্বক যৌন অত্যাচার চালায়। এ ব্যাপারে পীরগঞ্জ থানায় একটি অপহরণ মামলা দায়ের করা হলে পুলিশ তৎপরতা চালাতে থাকে। এসআই নিরেন্দ্রনাথ রায় গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ঢাকার ১টি বস্তি থেকে ২রা মে শান্তি রানীকে উদ্ধার করে এবং অপহরণকারী ফারুককে গ্রেফতার করে। ভিকটিমের ডাক্তারি পরীক্ষা করা হয়েছে। শান্তি রানীকে পুলিশ হেফাজতে রাখা হয়েছে। অন্যদিকে ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার গ্রামের মৃত বিষ্টু বর্মণের সাড়ে ১১ বছরের সুন্দরী কন্যা মমতা বর্মণকে ছিটচিলারং গ্রামের মাদক ব্যবসায়ী বলে পরিচিত আবু তাহের ও তার বোন বেগম ২২ এপ্রিল ১টি মিশুকে করে বাড়ি

থেকে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে যায়। এ ব্যাপারে ২৩ এপ্রিল ঠাকুরগাঁও থানায় অপহরণের ১টি মামলা দায়ের করা হয়। উল্লেখ্য, অপহরণকারী আবু তাহের এলাকার একজন সন্ত্রাসী, নারী পাচারকারী দলের সঙ্গে জড়িত বলে তার নাম-ডাক আছে। নাবালিকা মমতাকে নারী পাচারকারী চক্রের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে বলে স্থানীয় লোকজন আশঙ্কা করছেন। ঠাকুরগাঁও থানা পুলিশ অপহৃত মমতাকে উদ্ধারের জন্য জোর তৎপরতা চালাচ্ছে বলে থানার ওসি শামসুল ইসলাম জানান। ঠাকুরগাঁও রোড এলাকার জনৈক গড ফাদারের ছত্রছায়ায় আবু তাহের এ ধরনের অপতৎপরতা দীর্ঘদিন ধরে চালিয়ে আসছে। এদিকে মামলা তুলে নেয়ার জন্য তাহেরের গড ফাদাররা নানাভাবে মমতার অভিভাবকদের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। এ অসহায় দুর্বল পরিবারটি এখন প্রাণের ভয়ে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

সংবাদ, *২২ মে ২০০৩*

(১৬২৩)
ফটিকছড়িতে সন্ত্রাসীদের হাতে কাঁচামাল ব্যবসায়ী খুন

চট্টগ্রাম অফিস ঃ ফটিকছড়িতে ডাবল মার্ডারের রেশ না কাটতে সন্ত্রাসীদের হাতে আরও এক ব্যক্তি খুন হয়েছে। নিহতের নাম কমল বড়ুয়া (৩০)। পুলিশ গতকাল দুপুরে তার লাশ উদ্ধার করেছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার সকালে কাঁচামাল ব্যবসায়ী কমল ২৭ হাজার টাকা নিয়ে ভূজপুর নোয়াহাট থেকে মালামাল কিনতে যাওয়ার পথে বটতল নামক স্থানে একদল সন্ত্রাসী পথরোধ করে। এরপর সন্ত্রাসীরা তাকে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যায়। সন্ত্রাসীরা তার কাছ থেকে সমুদয় টাকা কেড়ে নিয়ে হত্যা করে। স্থানীয় জনতা গতকাল সকালে বটতল এলাকায় তার গামছা পেঁচানো লাশ দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেয়। ফটিকছড়িতে থানার ওসি রুহুল আমিন ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন। তিনি জানান, এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত লাশ থানায় পৌঁছেনি।

নিহত কমল ভূজপুরের ভক্ত বড়ুয়ার পুত্র। তিনি বিবাহিত ও ২ সন্তানের জনক। ৩ ভাই ২ বোনের মধ্যে বড়, কমল ছিল ওই পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। উল্লেখ্য, উপজেলার পাইন্দং এ জামালউদ্দিন ও ভঞ্জন নামের ২ ব্যক্তিকে ব্রাশ ফায়ারে হত্যা করে।

আজকের কাগজ, *২৪ মে ২০০৩*

(১৬২৪)
আতঙ্কিত বিভার মনে একটাই প্রশ্ন- এইচ এসসি পরীক্ষা দিতে পারব তো?

মামুন-অর রশিদ ঃ কলেজপড়ুয়া ছাত্রী বিভার কাছে এখন জীবনই যন্ত্রণা । সে শুধু ফ্যাল ফ্যান করে তাকিয়ে থাকে। হঠাৎ ভয়ে আঁতকে ওঠে, অজানা এক আংশকা আতংক তাকে ঘিরে ফেলেছে। গত ২২ এপ্রিল অপহৃত হওয়ার আট দিন পর ২৯ এপ্রিল তাকে উদ্ধার করা হয়। এই আট দিনে একাধিকবার সে ধর্ষণের শিকার হয়েছে। তার ওপর চালানো হয়েছে অকথ্য শারীরিক-মানসিক নির্যাতন। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে সিগারেট দিয়ে সেক দেয়া হয়েছে। জীবন যন্ত্রণায় একাধিকবার আত্মহত্যা করতে গিয়ে সে তা করতে পারেনি আপনজনদের দৃষ্টির গোচরে পড়ার কারণে। আগামী ২৯ মে অনুষ্ঠেয় এইচএসসি পরীক্ষায় তার অংশগ্রহণের কথা। কিন্তু যে নরপশুরা তার সম্ভ্রমহানি ঘটিয়েছে তাদের দু'জন ইতোমধ্যে জামিনে মুক্তি পেয়ে পুনরায় হুমকি-ধমকি দিতে শুরু করেছে। এই অবস্থায় নির্বিঘ্নে সে পরীক্ষা দিতে পারবে কিনা সেটাই এখন তার কাছে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। ঢাকার একটি ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সেন্টারে যখন তার সঙ্গে কথা হয় তখন স্বপ্নহীন এই তরুণীর একটিই প্রশ্ন ছিল— 'এবার তার পরীক্ষা দেয়া হবে তো'? এই প্রতিবেদককে সে সবিস্তারে বলেছে অপহরণ, নির্যাতন ও উদ্ধারের কাহিনী।

বাগেরহাট জেলার চুড়িইগাতি গ্রামের বাড়ি থেকে ২২ এপ্রিল সকালে যখন বাড়ি থেকে কলেজে যাচ্ছিল তখন পথিমধ্যে দু'টি মোটরসাইকেল তারগতি রোধ করে। সকাল ১১ টায় এই ঘটনা যখন ঘটে তখন অপরিচিত এক যুবক একটি পিস্তল ও বোতলভর্তি এ্যাসিড দেখিয়ে মোটরসাইকেলে ওঠার জন্য হুমকি দেয়। এরই মধ্যে ঘটনার মূলনায়ক নরেন নামে এক যুবক আরেকটি মোটরসাইকেল নিয়ে এসে বিভাকে নিজের গাড়িতে তুলে কুড়াতলা গ্রামে নিয়ে যায়। এখানে তাকে নরেনের মামার বাড়িতে রাখে। সন্ধ্যার পরে দূরের আরেকটি গ্রামে নরেনের অপর এ মামার বাড়িতে নিয়ে যায়। প্রথম রাতেই নরেন বিভার সঙ্গে জোর করে, ভয় দেখিয়ে রাতযাপন করে। ২৩ এপ্রিল রাতে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান অপহরণের খবর শুনে বিভাকে উদ্ধার করে। বিভার মামাকে খবর দিলে সে বিভাকে নিয়ে যেতে আসে। রাত দু'টা পর্যন্ত অনেক দেনদরবার হলেও ঘটনার কোন সুরাহা হয়নি। শেষ পর্যন্ত নরেন এই রাতে আরও দু'টো মোটরসাইকেলে করে বিভাকে খুলনা নিয়ে যায়। ২৪ এপ্রিল সকালে খুলনা পৌঁছে বিভাকে একটি বাসায় নিয়ে দিনভর নির্যাতন করে এবং রাতযাপন করে। এতে বিভার প্রচুর রক্তক্ষরণ হলে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং আত্মহত্যার চেষ্টা চালায়। এ সময় ক্ষুব্ধ হয়ে নরেন বিভার শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে সিগারেটের সেক দেয়। ২৫, ২৬ ও ২৭ এপ্রিল এই তিন দিন বিভার ওপর চলে একই ধরনের নির্যাতন। ২৮ এপ্রিল বিভা খুলনার সেই বাড়ির ছাদে উঠে লাফ দিয়ে আত্মহত্যা করতে গেলে একটি মেয়ে দেখে ফেলে এবং বিভাকে রক্ষা করে। এই রাতে নরেন বিভাকে এ বাড়ির একটি মেয়ের সঙ্গে থাকতে দেয়। ২৯ এপ্রিল মোবাইলে ফোন করে বিভার বাবাকে খুলনা কোর্ট এলাকায় আসতে বলা হয়। বিভাকে অনেক শাসিয়ে এই দিন তার বাবার কাছে ফেরত দেয়া হয়। বাবার সাক্ষাত পাওয়ার পর বিভা অজ্ঞান হয়ে পড়ে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে গ্রামের বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু বাড়ি আসার পর বিভা আর স্বাভাবিক হতে পারছিল না। ইতোমধ্যে ঢাকার একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বিআরসিটির কাউন্সিলর কাজী শাহানা নাসরিন পারভেজ বাগেরহাটে বিভার গ্রামের বাড়িতে গিয়ে অবস্থা দেখে এসেছেন এবং পরামর্শ দিয়েছেন। ঢাকায় তাকে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টদের কাছ থেকে চিকিৎসা নেয়ার জন্য বলা হলে সে ঢাকায় আসে। কাজী শাহানা নাসরিন এই প্রতিবেদককে জানান, গ্রামের বাড়িতে যখন তিনি বিভাকে প্রথম দেখেন তখন তাকে বিধ্বস্ত মনে হয়েছে। ঢাকায় বিআরসিটির ক্লিনিক্যাল সাইকলোজিস্ট সাইফুন্নেসা জামান এই প্রতিবেদককে জানান, বিভা এখন মানসিকভাবে বিপর্যস্ত, যার নানা রকম উপসর্গ তিনি বিভার মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন।

সাইফুন্নেসা জামানকে বিভা জানিয়েছে, বেশির ভাগ সময় তার মধ্যে বিষণ্ন বোধ কাজ করে। ভবিষ্যত নিয়ে আগের চেয়ে নিরুৎসাহিত বোধ করে, অনুভূতি শক্তি কেমন যেন ভোঁতা হয়ে গেছে। নিজের ওপর বিশ্বাস ঠুনকো হয়ে পড়েছে, মাঝে মধ্যে নিজেকে মেরে ফেলার (আত্মহত্যা করার) চিন্তা আসে। ভিতরে কান্নার ঢেউ আসে কিন্তু কাঁদতে পারে না। স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে অনেক বেশি অস্থিরতা অনুভব করে, সব ব্যাপারে আগের চেয়ে এখন অনেক কম আগ্রহ অনুভব করে। সিদ্ধান্ত গ্রহণে আগের চেয়ে কষ্ট হয়, নিজেকে মূল্যহীন মনে হয়, শারীরিক- মানসিক ভাবে দুর্বল হয়ে পড়ছে। মাঝেমধ্যে শরীর অবশ হয়ে আসছে।

এ ছাড়া বিভা সব সময় আতঙ্কিতবোধ করে। হাত-পা কাঁপে, মাঝে মাঝে শ্বাস নিতে তীব্র কষ্ট হয়। এখানে চিকিৎসার ফলে বিভার মানসিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলেও আতঙ্ক কাটেনি। সে এ বছর এইচএসসি পরীক্ষা দেয়ার চিন্তা করলেও দুষ্কৃতকারীরা জামিনে মুক্তি পাওয়ার পর তার ভিতর নতুন করে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন বিভাকে নিরাপদে পরীক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিলেও সে আশ্বস্ত হতে পারছে না। নরেন

এখনও বিভিন্নভাবে বিভাকে বিয়েতে রাজি হওয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ অব্যাহত রেখেছে বলে বিভার পারিবারিক সূত্র জানিয়েছে। বিভার পরীক্ষার সময় নিরাপত্তার বিষয়ে সহযোগিতার জন্য বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব হিউম্যান রাইটস এক কর্মকর্তাকে বাগেরহাটে পরীক্ষার পূর্ণ সময় অবস্থানের জন্য পাঠাচ্ছে। এতেও বিভা নির্বিঘ্নে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের কথা ভাবতে পারছে না। বিভার এই অবস্থায় পরীক্ষায় নির্বিঘ্নে অংশগ্রহণ করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে না পারলে সে হয়ত মাসনিকভাবে পঙ্গু হয়ে যেতে পারে। একটি জীবনের স্বার্থে, নতুন স্বপ্নে বেঁচে ওঠার স্বার্থে বিভার নির্বিঘ্নে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করা উচিত, এমনকি সে দায়িত্ব যাদের— তাদের ক্ষমতা এবং সামর্থ্যের ওপর নির্ভর করছে নতুন করে বিভার বেঁচে ওঠা।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৬ মে ২০০৩

(১৬২৫)
মনসামঙ্গলের কবি বিজয় গুপ্তের কয়েক শ' বছরের প্রাচীন মনসা মন্দিরের জমি দখলের পাঁয়তারা

শওকত মিল্টন ঃ মনসামঙ্গলের কবি বিজয় গুপ্তের কয়েক শ' বছরের প্রাচীন মনসা মন্দিরের প্রায় নয় একর জমি দখলের পাঁয়তারা চলছে। এসব জমি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি ও পরিবার এই মন্দিরের নামে মৌখিক দেবোত্তর করে গিয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরে এসব জমি মন্দিরের ভোগদখলে রয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিক জরিপে এসব জমি অন্য নামে রেকর্ড করার পাঁয়তারা চলছে । আর এর নেপথ্যে স্থানীয় বেশ কয়েক রাঘব বোয়াল জড়িত বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এদিকে বরিশালে হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয়রা মন্দিরের সম্পত্তি দখলের পাঁয়তারা নস্যাতের জন্য কর্মসূচী ঘোষণা করতে পারে বলে জানা গেছে। এ তথ্য নির্ভরযোগ্য সূত্রের।

সূত্র জানিয়েছে, আগৈলঝাড়া উপজেলার গৈলায় মনসামঙ্গলের কবি বিজয় গুপ্তের মনসা মন্দির। কয়েক শ' বছর আগে এ মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এ মন্দিরের নামে স্থানীয় বিভিন্ন ব্যক্তি ও পরিবার বিভিন্ন সময়ে মৌখিকভাবে প্রচুর সম্পত্তি দেবোত্তর করে দিয়ে যায়। প্রায় নয় একর সম্পত্তি এখনও মন্দিরের ভোগদখলের কাজে ব্যবহৃত হয়। চলতি জরিপে ঐ সম্পত্তি মন্দিরের সেবাইত ও তার পরিবারের অপরাপর সদস্যদের নামে রেকর্ড করে নেবার পাঁয়তারা চলছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, মন্দিরের সেবাইত সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর এসএ রেকর্ড অনুযায়ী সাড়ে ৭১ শতাংশ জমি রয়েছে যা তার মৃত্যুর পর গৈলা ইউপি চেয়ারম্যান ১৭ ফেব্রুয়ারী' ০২ তারিখে যে ওয়ারিশ প্রত্যয়নপত্র প্রদান করেন, সে অনুযায়ী স্ত্রী মারমী চক্রবর্তী ও ছেলে রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, মনশা দাশ চক্রবর্তী, বিজয়কৃষ্ণ চক্রবর্তীর নামে। এ সম্পত্তি বাদে এ সেবাইত পরিবারের অন্য কোন জমি নেই। এ ছাড়া মন্দিরের জন্য দেবোত্তর করা ৮ একর ৮৯ শতাংশ জমি মনসা মন্দিরের । কিন্তু সেবাইত পরিবার এই জমি নিজেদের নামে রেকর্ড করার চেষ্টা চালাচ্ছে বলে স্থানীয়রা অভিযোগ করেছে। এর নেপথ্যে স্থানীয় বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তির হাত রয়েছে। এরা এই সম্পত্তি সেবাইত পরিবারের নামে রেকর্ড হরে তাদের কাছ থেকে কম দামে কিনে নেবার আশায় রয়েছে। দেবোত্তর সম্পত্তি বিক্রি করা যায় না বিধায় তারা সেবাইত পরিবারকে সামনে রেখে এই শঠতার আশ্রয় নিয়েছে বলে জানা গেছে। স্থানীয়রা এই সম্পত্তি মনসা মন্দিরের নামে রেকর্ডভুক্ত করার আহ্বান জানিয়েছে। এদিকে মনসা মন্দিরের সম্পত্তি আত্মসাতের চেষ্টায় বরিশালের হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যেও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। তারাও এ মন্দিরের সম্পত্তি রক্ষায় দু-একদিনের মধ্যে তাদের কর্মসূচী ঘোষণা করতে পারে বলে জানা গেছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৭ মে ২০০৩

(১৬২৬)
তাহিরপুরের অপহৃত শিক্ষক চার দিনেও উদ্ধার হয়নি ॥ ৬ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবী

সুনামগঞ্জ, ২৬ মে সংবাদদাতা ঃ তাহিরপুর উপজেলার ভবানীপুর থেকে জলদস্যুরা ফিল্মি কায়দায় এক অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষককে অপহরণের পর ৬ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করেছে। ঘটনার চারদিন পরও পুলিশ স্কুল শিক্ষক সুশীল তালুকদারকে উদ্ধার করতে পারেনি। এ ঘটনায় হাওরাঞ্চলে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।

জানা গেছে, তাহিরপুর হাওরপাড়ের গ্রাম ভবানীপুর। এ গ্রামের অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক সুশীল রঞ্জন তালুকদারের বাড়িতে গত বৃহস্পতিবার রাত ১২টায় একদল জলদস্যু এসে প্রথমে তার ছেলের নামধরে ডাকাডাকি করে। সে বাড়িতে নেই জানানো হলে জলদস্যুরা সুশীল বাবুর আত্মীয়ের পরিচয় দিয়ে তাকে ঘরের বাইরে আসার জন্য অনুরোধ জানায়। দরজা খোলার পর দস্যুরা সুশীল বাবুর মুখ বাঁধার চেষ্টা করে। তাঁর চিৎকার শুনে আশপাশের লোকজন ছুটে আসলে জলদস্যুরা কয়েক রাউন্ড গুলি ছুঁড়ে তাকে নৌকায় তুলে হাওরের দিকে চলে যায়। ঘটনা জানাজানি হলে হাওর এলাকায় আতঙ্ক দেখা দেয়। পুলিশী টহল জোরদার করা হলেও গত চারদিনে সুশীল বাবুকে উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ।

স্থানীয় লোকজন জানান, অপহরণকারীরা ৬ লাখ টাকা মুক্তিপণ নিয়ে নেত্রকোনার কলমাকান্দার একটি গ্রামে যাওয়ার কথা একটি চিরকুটে লিখে দিয়েছে এবং বিষয়টি পুলিশকে জানালে আরও ক্ষতি হবে বলে জানিয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৭ মে ২০০৩

(১৬২৭)
মধুপুরে ২৯ আদিবাসী কোচ পরিবারকে উচ্ছেদ নোটিশ ঃ উত্তেজনা

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি ঃ মধুপুর সংরক্ষিত বনাঞ্চলের কামারচালা এলাকার ২৯টি আদিবাসী কোচ পরিবারকে বন বিভাগ উচ্ছেদ নোটিশ দিয়েছে। বন বিভাগের উচ্ছেদ নোটিশকে কেন্দ্র করে আদিবাসীদের মধ্যে চরম আতংক ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। বন বিভাগের কতিপয় কর্মচারীর সঙ্গে স্থানীয় কিছু সন্ত্রাসী আদিবাসীদের ঘরবাড়ি ছাড়ার নির্দেশ দিয়ে নানা ভয়ভীতি প্রদর্শন এবং হুমকি-ধামকি দিচ্ছে।

টাঙ্গাইলের মধুপুর বনাঞ্চলের অরণখোলা রেঞ্জের কামারগলা এলাকায় প্রায় ৬০০/৭০০ বছর আগে পাহাড়ি আদিবাসী কোচরা গহিন বনের মধ্যে বসতি গড়ে তোলে। কোচ আদিবাসী কাতারাম বর্মণের ছেলে লাখাই বর্মণ প্রায় ৫শ' বছর আগে পশু শিকার এবং হালচাষের জন্য বিভিন্ন লৌহজাত অস্ত্র ও উপকরণ তৈরির জন্য লোহার কামারের কাজ করতেন। এ জন্য লাখাই বর্মণকে লাখাই কামার বলা হতো। তা থেকেই ওই এলাকা কামারচালা নামে পরিচিত। সে সময় আদিবাসী কোচ এবং গারো ছাড়া অন্য কোন আদিবাসী এখানে বসবাস করত না। পাকিস্তান আমলে ষাটের দশক পর্যন্ত এখানে অ-আদিবাসীরা বসতি গড়তে থাকে। তারা বনের কাঠ সাবাড় করে বন বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সহায়তায় বনভূমি দখল করে ঘরবাড়ি গড়ে তোলে। এভাবে অ-আদিবাসীর সংখ্যা বেড়ে গেলে ১৯৭৪ সালে সরকার সেনাবাহিনী দিয়ে অবৈধ অধিবাসী উচ্ছেদ করে। সে সময় সেনা বাহিনী কোন আদিবাসী কোচ বা গারো সম্প্রদায়কে উচ্ছেদ করেনি। পরবর্তীতে আস্তে আস্তে আবার অ-আদিবাসীরা একরের পর

একর বনভূমি জবরদখল করে বসতি গড়ে তোলে। বন বিভাগের কতিপয় অসৎ কর্মকর্তার যোগসাজশে-আদিবাসী জবরদখলকারীরা শাল-গজারিসহ মূল্যবান গাছ কেটে বনভূমি সাবাড় করে দেয়। এখন এদের কুদৃষ্টি পড়েছে আদিবাসী ২৯টি কোচ পরিবারের বসতবাটি এবং এ সংলগ্ন জমির দিকে। বন বিভাগের অরণখোলা রেঞ্জের কর্মকর্তারা কোচদের ঘর বাড়ি সংলগ্ন গাছ নিলামে স্থানীয় প্রতাপশালীদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে।

যুগান্তর, ২৮ মে ২০০৩

(১৬২৮)
কেন্দুয়ায় সংখ্যালঘু একটি পরিবারকে উচ্ছেদ করতে নানা ফন্দি

কেন্দুয়া (নেত্রকোনা) প্রতিনিধি ঃ কেন্দুয়ায় সংখ্যালঘু একটি পরিবারকে সীমাহীন অত্যাচার-নির্যাতন করে অবশেষে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করতে প্রভাবশালী একটি কুচক্রী মহল একের পর এক ষড়যন্ত্রমূলক মামলা দায়ের করে হয়রানি করে আসছে। এতে সংখ্যালঘু এই পরিবারটির জীবনে নেমে এসেছে অমানিশার অন্ধকার।

উপজেলার বলাই শিমুল ইউনিয়নের নোয়াদিয়া গ্রামের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের গোপালচন্দ্র শীল ও তার পরিবার পরিজনকে একই গ্রামের প্রভাবশালী দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তি আবদুল লতিফ খান একটি কুচক্রী মহলের সহযোগিতায় সীমাহীন অত্যাচার ও নির্যাতন চালিয়ে আসছে। লতিফ খান গোপালচন্দ্র শীলের এই পরিবারকে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদের জন্য বিভিন্ন অপকৌশল ও একের এক ষড়যন্ত্রমূলক মামলা দায়ের করে হয়রানি করে এলেও কোন প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না। সংখ্যালঘু এ পরিবারটির ওপর অত্যাচার নির্যাতনের বিষয়ে এলাকায় একাধিকবার গ্রাম্য সালিশ বসলেও প্রভাবশালী লতিফ খান কালো টাকার প্রভাবে এসবের তোয়াক্কা না করে থানায় গোপালচন্দ্র শীলসহ তার পরিবারের সব সদস্যের নামে একের পর এক ষড়যন্ত্রমূলক মামলা দায়ের করে আসছে। গোপালচন্দ্র শীল এই অত্যাচারীর হাত থেকে রক্ষা পেতে সরকার প্রধানসহ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিকারের জন্য আবেদন জানালে কেন্দুয়া থানা পুলিশ গোপালচন্দ্র শীলসহ তার পরিবারকে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদের পাঁয়তারা করে একাধিক মামলা মোকদ্দমাসহ বিভিন্ন ভয়-ভীতি দেখিয়ে আসছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

যুগান্তর, ২৮ মে ২০০৩

(১৬২৯)
সন্ত্রাসীদের হুমকির মুখে বাড়িতে ফিরতে পারছেন না নবীনগরের বৃন্দাবন বর্মণ

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি ঃ প্রভাবশালী সন্ত্রাসীচক্র দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার দু'দিন পরও জেলার নবীনগর উপজেলার ধোলাইগঞ্জের সংখ্যালঘু মৎসজীবী বৃন্দাবন বর্মণ থানায় মামলা করার সাহস পাচ্ছেন না। আহত অবস্থায় স্ত্রী ও ভাইসহ নবীনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা নিতে এসেও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন তিনি। সন্ত্রাসীদের ফের হুমকির মুখে নিজ ভিটায় ফিরেও যেতে ভরসা পাচ্ছে না নিরীহ এ পরিবারটি।

নবীনগরের বরিকান্দি ইউনিয়নের ধোলাইগঞ্জের মৎসজীবী বৃন্দাবন বর্মণ পার্শ্ববর্তী বাড্ডা গ্রামের জনৈক ব্যক্তি থেকে সুদে টাকা আনেন। পরে সে টাকা পরিশোধের জন্য তার ৪শতক ভিটেবাড়ি বিক্রির সিদ্ধান্ত নেন। সে মোতাবেক পার্শ্ববর্তী মোক্তারামপুর গ্রামের পল্লী চিকিৎসক নূর মোহাম্মদের কাছে জমি বিক্রির জন্য মৌখিকভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ হন এবং ১০ হাজার

টাকাও অগ্রিম গ্রহণ করেন। পরে পাওনাদার ওই সুদখোর ব্যক্তির সঙ্গে বৃন্দাবনের লেনদেনের বিষয়টি আপসরফা হয়ে গেলে তিনি ডা. নুর মোহাম্মদের ১০ হাজার টাকা ফেরত দিতে যান। এসময় তিনি এ জমি আর বিক্রি করবেন না বলে নূর মোহাম্মদকে জানিয়ে দেন। এতে নূর মোহাম্মদ ক্ষিপ্ত হয়ে গত শুক্রবার সকালে জয়নাল মোল্লা, মন্নান মিয়া, রমজান মিয়াসহ ৩৫-৪০ জন দলীয় লোক নিয়ে বৃন্দাবনের বাড়িতে অতর্কিত হামলা করে ব্যাপক ভাংচুর করে এবং ৫ জনকে আহত করে। আহত বৃন্দাবন (৩৮), স্ত্রী সত্যরানী বর্মণ (৩০) ও ভাই সুবল চন্দ্র(৫০) বর্তমানে নবীনগর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসাধীন। এ ঘটনার পর বৃন্দাবন ভয়ে থানায় মামলা করতে সাহস পাচ্ছে না। সন্ত্রাসীদের হুমকির মুখে আক্রান্ত পরিবারটি এখন গ্রামছাড়া এবং তারা বাড়ি ফিরতেও সাহস পাচ্ছে না। এদিকে পার্শ্ববর্তী সলিমগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই দেলোয়ার হোসেন জানান, বিষয়টি স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান সামাজিকভাবে আপস-নিস্পত্তির উদ্যোগ নিয়েছেন। আমরা বৃন্দাবন পরিবারের প্রতি সহানুভূতিশীল।

যুগান্তর, ২৮ মে ২০০৩

(১৬৩০)
পাবনায় বাড়ি ও মন্দির দখলের জন্য সন্ত্রাসীদের তাণ্ডব

পাবনা, ২৮ মে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ পাবনায় সন্ত্রাসীরা এক সংখ্যালঘু পরিবারকে বসতবাড়ি থেকে উচ্ছেদ এবং মন্দিরের জায়গা দখল করার জন্য নারকীয় তাণ্ডব চালিয়েছে। সন্ত্রাসীরা পিটিয়ে ঐ পরিবারের এক গৃহবধূকে মেরুদণ্ডের হাড় এবং তার বৃদ্ধ শাশুড়ির হাত-পা ভেঙ্গে পঙ্গু করে দিয়েছে। এতেও ক্ষান্ত না হলে সন্ত্রাসীরা ঘটনার মাত্র বার দিন পর আবারও ঐ বাড়িতে গিয়ে মুমূর্ষু গৃহবধূকে ধর্ষণের চেষ্টা চালালে প্রতিবেশীরা তাকে বিবস্ত্র অবস্থায় উদ্ধার করে। এ মর্মস্পর্শী ঘটনা ঘটে গত রবিবার পাবনার বেড়া উপজেলার বনগ্রাম উত্তরপাড়ায়। জানা গেছে, সেলুন শ্রমিক সমর চন্দ্র শীল (৪০) তার স্ত্রী শংকরী (৩২) এবং মা মিনতিসহ (৬০) সন্তানদের নিয়ে বনগ্রাম উত্তর পাড়ার পৈতৃক বাড়িতে বসবাস করে আসছে। এলাকার সরকারি দল সমর্থিত একদল চিহ্নিত সন্ত্রাসীর নজর পড়ে এ বাড়ি ও বাড়ি সংলগ্ন মন্দিরের ওপর। তারা বাড়িটি ও মন্দিরের জায়গা দখল করার জন্য নানাভাবে অপচেষ্টা চালাতে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় গত বুধবার (২১ মে) সন্ত্রাসীরা সংখ্যালঘু পরিবারটিকে উচ্ছেদের জন্য সমর চন্দ্র শীলের বাড়িতে হামলা চালায়। সন্ত্রাসীদের বন্দুকের বাঁট, লোহার রড লাঠি সোটা ও ইটের এলোপাতাড়ি আঘাতে সমর চন্দ্র, তার মা মিনতি এবং স্ত্রী শংকরী গুরুতর আহত হয়। বৃদ্ধা মিনতি রাণীর হাত-পা ভেঙ্গে যায়। শংকরীর কোমরের এবং মেরুদণ্ডের হাড় ভেঙ্গে যায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে আহত শংকরী এবং তার শাশুড়ি মিনতিকে দ্রুত বেড়া হাসপাতালে ভর্তি করে।

গত শনিবার (২৪ মে) গৃহবধূ শংকরী ও তার শাশুড়ি মিনতি হাসপাতাল থেকে বাড়ি চলে যায়। এ ঘটনায় সমর চন্দ্র থানায় মামলা করতে গেলে রাজনৈতিক নেতাদের হস্তক্ষেপের কারণে বেড়া থানা পুলিশ তার মামলা গ্রহণ করেনি। এতে সন্ত্রাসীরা আরও বেপরোয়া এবং সাহসী হয়ে উঠে। গত রবিবার (২৫ মে) বিকাল আনুমানিক ৪টার দিকে সমর চন্দ্র শীলের অনুপস্থিতিতে সন্ত্রাসীরা গুরুতর আহত ৩ সন্তানের জননী ঘুমন্ত শংকরী রাণীর ওপর ধর্ষণের চেষ্টায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। সন্ত্রাসীরা শংকরী রাণীকে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র করে ফেলে এবং ধর্ষণের চেষ্টা চালায় এ সময় শংকরীর চিৎকারে প্রতিবেশীরা এগিয়ে এলে সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়। থানা মামলা না নেয়ায় মঙ্গলবার গুরুতর আহত শংকরী রাণী ট্রেচারে করে পাওনা আদালতে হাজির হয়ে একই গ্রামের আবু তালেব, জাহাঙ্গীর, রফিক, রাজ্জাক, জগদ সরকার ও মদন সরকারসহ

৬ জনকে আসামি করে মামলা দায়ের করে। ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট দেওয়ান আবদুস সামাদ বেড়া থানার ওসিকে উক্ত ঘটনার বিষয়ে সরাসরি এজাহার হিসাবে গণ্য করার আদেশ প্রদান করেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৯ মে ২০০৩

(১৬৩১)
সিলেটে রামকৃষ্ণ মিশন মন্দির থেকে কলেজ ছাত্রের লাশ উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার, সিলেট অফিস ঃ শহরের নাইওরপুল এলাকায় শুক্রবার একটি মন্দিরে এক যুককেকে কে বা কারা হত্যা করে লাশ ছাদের ওপর রেখে পালিয়ে গেছে। জানা যায়, রাজেশ (১৭) নামের এই যুবক নাইওরপুলস্থ রামকৃষ্ণ মিশন মন্দিরে থেকে লেখাপড়া করত। সে এমসি কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র। শুক্রবার আশ্রমের ছাদের ওপর তার লাশ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে সংবাদ দেয়া হয় । শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। রাতে পুলিশ লাশটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ ৩১ মে ২০০৩

জুন ২০০৩

(১৬৩২)
মনিরামপুরে গণডাকাতি

যশোর ব্যুরো ঃ যশোরের মনিরামপুরের ঝিকরগাছা ও খালবাটবিলা গ্রামের ১০ বাড়ীতে শুক্রবার গভীর রাতে সশস্ত্র একদল ডাকাত গণডাকাতি করেছে। তারা লুট করেছে ৩ লক্ষাধিক টাকার মালামাল। ডাকাত দলের হাতে নির্মল মণ্ডল (৫৫) ও নয়ন (৩৫) গুরুতর আহত হন। পুলিশ ডাকাতির ঘটনা স্বীকার করেছে। গত এক সপ্তাহ আগে মনিরামপুরের হাসাডাঙ্গা মাঠ পাড়ায় একইভাবে ১৬টি বাড়ীতে গণডাকাতি সংঘটিত হয়।

দৈনিক ইনকিলাব, ২ জুন ২০০৩

(১৬৩৩)
দিনাজপুরে বৌদ্ধ ভিক্ষুর ওপর অ্যাসিড নিক্ষেপের ঘটনায় দায়ী ব্যক্তিদের গ্রেফতার দাবি

২৮ মে দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত হরিরামপুর আনন্দ বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষ শীমৎ নন্দপ্রিয় থেরো অ্যাসিড সন্ত্রাসের শিকার হয়েছেন।

বুড্ডিস্ট ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ এক বিবৃতিতে ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়ার জন্য সরকারের কাছে জোর দাবি জানিয়েছেন।

সংবাদ, ২ জুন ২০০৩

(১৬৩৪)
সিরাজগঞ্জে দুই শিক্ষকের কাছে আবারও সন্ত্রাসীদের চিঠি খেয়ে দেয়ে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকার নির্দেশ

উল্লাপাড়া (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি ঃ ভালো-মন্দ খেয়েদেয়ে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকতে বলে দুই শিক্ষককে আবারও চিঠি পাঠিয়েছে একদল সন্ত্রাসী। সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ উপজেলার রায় দৌলতপুর গ্রামের এই দুই সহোদর শিক্ষক এ চিঠি পেয়ে এখন চরম উৎকণ্ঠা ও নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।

এর আগেও গত ১৪ মে সন্ত্রাসীরা তাদের প্রথম চিঠিতে রায় দৌলতপুর গ্রামের এই দুই সহোদর শিক্ষক বাবলু গোস্বামী ও কিরণ গোস্বামীর কাছে ৭০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করেছিল। ওই চিঠিতে ১৮ মে সন্ধ্যায় তাদের বাড়ির পাশের পুকুরে দাবিকৃত টাকা রেখে আসার নির্দেশ ছিল। তারা বিষয়টি থানাকে জানালে পুলিশ ঘটনাস্থলে ওঁৎ পেতে শফিকুল ইসলাম নামের এক সন্ত্রাসীকে আটক করে। পরে পুলিশ তার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী লিটন নামের আরেকজন সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করে।

বাবলু ও কিরণের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক নিকটাত্মীয় জানান, গত মঙ্গলবার সন্ত্রাসীরা এই দুই ভাইকে ডাকযোগে দ্বিতীয় দফা চিঠিটি দিয়েছে। এতে তাদের খেয়েদেয়ে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। সন্ত্রাসীদের এই চিঠির বিষয়টি কামারখন্দ থানায় জানানোর পর তাদের বাড়িতে পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রথম আলো, ২ জুন ২০০৩

(১৬৩৫)
তুচ্ছ ঘটনার জের ॥ জয়পুরহাটে আদিবাসী পল্লীতে হামলায় আহত ১০

জয়পুরহাট, ১ জুন, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গরুর ধান খাওয়ার ঘটনায় জয়পুরহাটের আদিবাসী পল্লীতে এক জনপ্রতিনিধির নেতৃত্বে হামলা চালিয়ে আদিবাসী রমণীদের বেধড়ক পিটানো হয়েছে। হামলাকারীরা আদিবাসীদের ঘরবাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। হামলায় ১০ আদিবাসী আহত হয়। এদের মধ্যে ৪ জনকে জয়পুরহাট আধুনিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হামলাকারীদের নায়ক জাহাঙ্গীর তীরবিদ্ধ হয়ে একই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

সূত্রে জানা গেছে, শনিবার জয়পুরহাট সদর উপজেলার বাদশা ইউনিয়নের পশ্চিমপালি গ্রামে আদিবাসী পল্লী সংলগ্ন একটি ধানক্ষেতে গরুর ধান খাওয়ার অভিযোগ এনে জমির মালিক স্থানীয় ইউপি মেম্বার শাহ আলমের ভাই জাহাঙ্গীর আদিবাসী পল্লীর তরণী কুর্মির গরুকে পিটাতে থাকলে তরণী কুর্মির স্ত্রী লক্ষ্মী কুর্মি প্রতিবাদ জানায়। তখন জাহাঙ্গীর তাকে অশালীন ভাষায় গালিগালাজ করে ধান বহনের লাঠি দিয়ে পিটায়। এদিকে জাহাঙ্গীর জানায়, ঐ আদিবাসী রমণী তাকে ঝাড়ু দিয়ে মুখে আঘাত করে। এ ঘটনার পর দুপুর ১২টায় মেম্বার শাহ আলমের শ্যালক ও জাহাঙ্গীরের শ্যালকের নেতৃত্বে কয়েক যুবক আদিবাসী পল্লীতে গিয়ে তাদের শাসিয়ে আসে বেশি বাড়াবাড়ি না করার জন্য।

এ ঘটনার বিচারের জন্য আদিবাসীরা পাশের আদিবাসী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জমায়েত হলে ঐ স্কুল মাঠে আগত ইউপি মেম্বার শাহ আলমের নেতৃত্বে ৪০/৫০ জনের একটি দল আদিবাসীদের ধাওয়া করে তরণী কুর্মির বাড়িতে নিয়ে যায় এবং বেধড়ক পিটানো শুরু করে এবং তরণীর বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। আগুনে ঐ বাড়ির একটি ঘর পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এ তাণ্ডবলীলায় আদিবাসী পল্লীতে আহাজারি শুরু হয়। নিকটবর্তী মাঠে কর্মরত আদিবাসী পুরুষরা তাদের পল্লীতে আগুনের ধোঁয়া দেখে ও আহাজারি শুনতে পেয়ে এগিয়ে এলেও হামলাকারীদের নিকট ভিড়তে পারে না। এ সময় আদিবাসীদের একজন তীর ছুড়লে হামলাকারী জাহাঙ্গীর তীরবিদ্ধ হয়। হামলায় আহতদের মধ্যে লক্ষ্মী রানী কুর্মি (৩০), ধলু কুর্মি (২৮), মজু (২৫), নিহাবালা কুর্মিকে (৫০) জয়পুরহাট আধুনিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পুলিশ সুপার (সার্কেল) শহীদুল ইসলাম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। আদিবাসীদের জেলা নেতৃবৃন্দ ঘটনাস্থলে গিয়েছেন। পুলিশের সতর্ক অবস্থান থাকলেও আদিবাসী পল্লীতে আতঙ্ক বিরাজ করছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২ জুন ২০০৩

(১৬৩৬)
সংবাদ সম্মেলনে কান্নায় ভেঙে পড়লেন বৃদ্ধ নিরঞ্জন মণ্ডল দুজনকে পুড়িয়ে মারার মামলা থেকে ৩ আসামিকে অব্যাহতি দেওয়ায় আতঙ্ক

কাগজ প্রতিবেদক ঃ আগুনে নিক্ষেপ করে সংখ্যালঘু পরিবারের দুই সদস্যকে হত্যা মামলা থেকে ৩ জনের নাম বাদ দেওয়ার ব্যাপারে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তে বরিশালের

বাকেরগঞ্জের বৃদ্ধ নিরঞ্জন চন্দ্র মণ্ডল পরিবার নিয়ে এখন আতঙ্কিত সময় কাটাচ্ছেন। গতকাল সোমবার জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, সরকারের এই সিদ্ধান্তে তার পরিবারের সদস্যরা এখন প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর আশঙ্কা করছে।

বাকেরগঞ্জের বালি গ্রামের নিরঞ্জন মণ্ডলের পরিবারের সদস্যদের ওপর নির্যাতন এবং বাসায় লুটপাটের ঘটনার লোমহর্ষক বর্ণনা প্রায় দুবছর পর আবার দিতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন প্রায় সত্তর বছর বয়সের এ বৃদ্ধ নিরঞ্জন মণ্ডল। গতকাল পুত্র দুলাল মণ্ডল, মিন্টু মণ্ডল, পুত্রবধূ শান্তনা রাণী এবং ৩ বছর বয়সের শিশু রাজিবকে নিয়ে জাতীয় প্রেসক্লাবে এসেছিলেন তিনি।

নিরঞ্জন মণ্ডল বলেন, আওয়ামী লীগ সরকারের কাছ থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা নেওয়ার ৩ দিনের মাথায় সশস্ত্র সন্ত্রাসী দল তার বাসায় হামলা চালায়। সন্ত্রাসীরা বাসায় ঢুকে টেলিভিশন, স্বর্ণালঙ্কারসহ প্রায় ৬১ হাজার টাকার মালামাল লুট করে। তারা বাসার লেপ, তোষক, কাঁথা, বালিশ একত্রিত করে সেগুলোতে আগুন লাগায়। পরে বাসার লোকজনকে হাত-পা বেঁধে সেই আগুনে নিক্ষেপ করে সন্ত্রাসীরা চলে যায়। স্থানীয় লোকজন পরে দগ্ধ অবস্থায় তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করায়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় পুত্র ঝন্টু মণ্ডল ও শ্যালিকা দ্রৌপদী মারা যায়। তিনি বলেন, এই ঘটনায় বাকেরগঞ্জ থানায় একটি মামলা দায়ের করার পর পুলিশ তদন্ত শেষে ৯ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করে। এরপর থেকে সন্ত্রাসীদের হুমকি এবং ভয়ভীতি প্রদর্শন বেড়ে যায়। মামলা প্রত্যাহার করা না হলে পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের একই দশা হবে বলে প্রকাশ্যে বলে বেড়ায়। তাদের প্রকাশ্যে চলাফেরার আতঙ্কে সবাই বাসা ছেড়ে অন্যত্র গিয়ে আশ্রয় নেয়।

নিরঞ্জন মণ্ডল বলেন, এরই মধ্যে এই চাঞ্চল্যকর মামলার ৩ আসামিকে অভিযোগ থেকে সরকার অব্যাহতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই ৩ জন হচ্ছে হেমায়েত খাঁ, মোঃ লিটু খাঁ এবং বারেক মোল্লা। তিনি বলেন, সরকারের এই সিদ্ধান্তে পরিবারের প্রত্যেক সদস্য আরো বেশি নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে পড়লো। কেননা সরকারের এই সিদ্ধান্তের পরপরই সন্ত্রাসীরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং মামলা প্রত্যাহার করার হুমকির পাশাপাশি সাক্ষীদের আদালতে যেতে নিষেধ করছে। তাদের এই হুমকির কারণে বিভিন্ন স্থানে পালিয়ে বেড়ানো পরিবারের সদস্যরা অতর্কিত হামলা ও খুনের শিকার হওয়ার আশঙ্কা করেছে। তিনি সরকারের এই সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা জানান এবং অবিলম্বে তা প্রত্যাহারের দাবি জানান।

ভোরের কাগজ, ৩ জুন ২০০৩

(১৬৩৭)
নানিয়ারচরে দুর্বৃত্তদের হামলায় ২ উপজাতীয় কৃষক আহত

রাঙ্গামাটি প্রতিনিধি ঃ জেলার নানিয়ারচর উপজেলায় সশস্ত্র দুর্বৃত্তদের হামলায় উপজাতীয় দুজন কৃষক গুরুতর আহত হয়েছে। বাগানে উৎপাদিত কাঁঠাল বিক্রি করে বাড়ি ফেরার পথে গত শনিবার রাতে উভয়ে দুর্বৃত্ত কবলিত হয়।

গত রোববার নানিয়ারচর থেকে সূত্র জানিয়েছে, অধির কান্তি চাকমা (৩২) ও প্রীতি রঞ্জন চাকমা (৩৫) নামের দুজন কৃষক দুর্বৃত্তদের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে গুরুতর আহত হয়।

গত শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় উভয়ে ইঞ্জিনচালিত বোট নিয়ে বুড়িঘাটের বটবিল এলাকার চেঙ্গী নদীতে এসে পৌঁছলে দুর্বৃত্তরা তাদের সর্বস্ব লুটে নিতে ধারালো অস্ত্র দিয়ে নির্মমভাবে আঘাত করে। তাদের চিৎকারে গ্রামের লোকজন ছুটে এলে দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যায়।

ভোরের কাগজ, ৩ জুন ২০০৩

(১৬৩৮)
ঝিনাইদহে দারোগার ছড়ানো গুজবে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা আশ্রম মন্দির ও বাড়িঘর ভাঙচুর

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি ঃ ঝিনাইদহের শৈলকুপার তমালতলা পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ দারোগা তোফাজ্জেল হোসেনের বিরুদ্ধে নিজ স্বার্থে এলাকায় গুজব ছড়িয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করার অভিযোগ উঠেছে। চাঁদা আদায়ের জন্য কয়েক দফা চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়ে ওই দারোগা গত রোববার রাতে গুজব ছড়ান বলে এলাকাবাসী জানান। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে গতকাল সোমবার এলাকার কয়েক হাজার মানুষ হিন্দু সম্প্রদায়ের দুটি আশ্রম, একটি কালীমন্দির ও তিনটি বাড়ি ভঙচুর করে। পরে স্থানীয় জনতা গুজব বুঝতে পেরে দারোগার বিচারের দাবিতে ফাঁড়ি ঘেরাও করে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করেন। এতে পুলিশসহ ১৪-১৫ জন আহত হয়েছে।

জানা গেছে, ক্যাম্প ইনচার্জ দারোগা তোফাজ্জেল হোসেন দীর্ঘদিন থেকে ক্যাম্পের সামনে অবস্থিত শ্রী শ্রী নিতাই-গৌর সেবা আশ্রমের সেবায়েত শ্রী বিশ্বম্ভর দাস বাবাজী মহারাজের কাছ থেকে ৫ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে আসছিলেন। দাবিকৃত টাকা না দেওয়ায় ইতিপূর্বে তাকে একবার ক্যাম্পে ধরে নিয়ে আসেন। পরে এলাকার সমাজপতিদের চাপে তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হন।

আশ্রমের সেবায়েত বিশ্বম্ভর দাস জানান, গত রোববার রাত ১ টার দিকে ওই দারোগা ফোর্স নিয়ে তাকে আশ্রম থেকে এবং পার্শ্ববর্তী বিরেন্দ্রনাথ সাহা (৫৫), কার্তিক চন্দ্র সাহা (৪২) ও অনিল সাহাকে (৫০) তাদের বাড়ি থেকে আটক করে ফাঁড়িতে নিয়ে যায়। বেদম প্রহারের পর তাদের কাছে পুলিশ ২০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে, অন্যথায় তাদের অস্ত্র মামলায় চালান দেওয়া হবে বলে হুমকি দেয়।

তিনি আরো বলেন, ওই রাতেই দারোগা স্থানীয় কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে বাজারে মাইকে গুজব ছড়ায় যে, বিশ্বম্ভর কোরআন শরিফের ওপর পায়খানা করেছে। (!)। এতে এলাকার মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকজন ক্ষিপ্ত হয়ে ওই দারোগাকে সঙ্গে নিয়েই হিন্দুদের বিরুদ্ধে মিছিল বের করে। গতকাল সকালে তারা গোপালপুর কালীমন্দির, আগুনেপাড়া আশ্রম, শ্রী শ্রী নিতাই-গৌর সেবা আশ্রম এবং অনিল সাহা, অজিত সাহা ও শৈলেশ কুমারের বাড়ি ভাঙচুর করে। এ সময় কল্যাণী রানী, ইতি রানী, চন্দন কুমার, অরবিন্দ সাহা, সোনালী রানীসহ সাত-আটজন গণপিটুনির শিকার হন। হামলায় হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন বাড়িঘর থেকে পালাতে থাকেন।

এদিকে গতকাল হামলার পরপরই এলাকার লোকজন বুঝতে পারেন, দারোগা মিথ্যা গুজব ছড়িয়ে তাদের ব্যবহার করেছেন। সকাল ১০ টার দিকে প্রায় দু হাজার হিন্দু-মুসলমান একসঙ্গে মিলিত হয়ে দারোগা তোফাজ্জেল হোসেনের শাস্তির দাবিতে ক্যাম্প ঘেরাও করেন এবং ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করেন। এ সময় পুলিশ কনস্টেবল রেজাউল হকসহ সাত-আটজন আহত হন। এলাকায় পুলিশের বিরুদ্ধে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এলাকাবাসী অভিযোগ করেন, এ সময় পুলিশ চার-পাঁচ রাউন্ড গুলি ছুড়েছে। তবে ফাঁড়ির এ এসআই মবিন এ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান শরিফুল ইসলাম বলেন, পুলিশ কেন এ ঘটনা ঘটাল তা বোধগম্য নয়।

পুলিশের হাতে আটক হওয়া চারজনকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

খবর পেয়ে শৈলকুপার ইউএনও আলকামা সিদ্দিকী এবং ওসি জিয়াউজ্জামান ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করেন।

অভিযুক্ত দারোগা তোফাজ্জেল হোসেন কৈফিয়ত দেন, 'ওই চারজন গভীর রাতে আশ্রমে বসে ছিল। সন্দেহ হওয়ায় তাদের আটক করে ক্যাম্পে নিয়ে আসি। এলাকার লোকজন পরে

কেন এসব ঘটনা ঘটিয়েছে তা আমার জানা নেই।' তিনি মিছিলে থাকা ও গুজব ছড়ানোর কথা অস্বীকার করে বলেন, 'উত্তেজনা থামাতে সেখানে গিয়েছিলাম।'

এ ব্যাপারে পুলিশ সুপার আবদুল্লাহ আল মাহমুদ জানান, তিনি ঘটনা শুনেছেন। ওই দারোগাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। তবে গতকাল দুপুর ১টা পর্যন্তও তিনি ঘটনাস্থলে না যাওয়ায় এলাকাবাসী পরবর্তী ঘটনা নিয়ে শঙ্কিত রয়েছেন।

প্রথম আলো, *৩ জুন ২০০৩*

(১৬৩৯)
নেত্রকোনায় হত্যাকারীদের প্রাণনাশের হুমকি বিবাহযোগ্যা কন্যাকে নিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন নিহতের বাবা-মা

কুন্তল বিশ্বাস, নেত্রকোনা ঃ দেড় বছর আগে একমাত্র ছেলেকে হত্যা করা হয়েছে। হত্যাকারীরা ধরা তো পড়লই না উপরন্তু আসামিদের অব্যাহত হুমকির মুখে নিহতের পিতামাতা নিজ বাড়িতে থাকতে না পেরে বিবাহযোগ্যা একমাত্র কন্যাকে নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

গত বছরের ১৫ জানুয়ারি নেত্রকোনার বারহাট্টা উপজেলার ধারাম গ্রামে কতিপয় ভূমিলোলুপ সন্ত্রাসী প্রকাশ্য দিবালোকে কলেজপড়ুয়া ছাত্র উজ্জ্বল তালুকদারকে হত্যা করে। উজ্জ্বলের পিতা আনন্দ মোহন তালুকদারকেও হত্যার উদ্দেশ্যে মারাত্মক জখম করে।

হত্যাকাণ্ডের পরপরই উজ্জ্বলের মা দিপালী রানী তালুকদার বাদী হয়ে ১৩ জনের বিরুদ্ধে বারহাট্টা থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন। মামলা নং ৭(১)০২। মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়, তাদের স্বত্বদখলীয় জমি গ্রাস করার জন্যই এ হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছে। ১৩ জনকে সুনির্দিষ্টভাবে অভিযুক্ত করে মামলা করা হলেও বারহাট্টা থানা পুলিশ রহস্যজনক কারণে কাউকেই গ্রেপ্তার করার আগ্রহ দেখায়নি। এ কারণে আসামিরা বাদী ও সাক্ষীকে প্রাণনাশের হুমকি দিতে থাকে।

ন্যায়বিচারের আশায় বাদী তৎকালীন পুলিশ সুপারের সঙ্গে দেখা করলে তিনি তদন্তকারী কর্মকর্তাকে দ্রুত তদন্ত শেষ করে চার্জশিট দাখিলের নির্দেশ দেন। পুলিশ সুপার হঠাৎ বদলি হয়ে গেলে তদন্তকারী কর্মকর্তা মাত্র একজন আসামি বাবুল মিয়াকে (বাবলা) অভিযুক্ত করে এবং বাকি ১২ জনকে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দিয়ে কোর্টে চার্জশিট দাখিল করে। অসন্তুষ্ট বাদীপক্ষ এ চার্জশিটের বিরুদ্ধে কোর্টে নারাজি দাখিল করে। আদালত গত বছরের ৩ আগস্ট নারাজি গ্রহণ করে তদন্তকারী কর্মকর্তা বদল করে মামলাটি পুনঃতদন্তের জন্য পুলিশ সুপারকে নির্দেশ দেন।

তৎকালীন পুলিশ সুপার ডা. বাহারুল আলম ডিবি শাখার ওসিকে মামলাটি পুনঃতদন্ত করে দ্রুত চার্জশিট দাখিলের নির্দেশ দেন এবং এজাহারের সব আসামিকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেন। পুলিশ সুপারের চাপের মুখে আসামিরাই আর্থিকভাবে সবচেয়ে দুর্বল ফকরুলকে ধরিয়ে দেয়। এটি ছিল বারহাট্টা থানা পুলিশের আইওয়াশ মাত্র এবং সে আসামিও এখন জামিনে মুক্ত।

এদিকে নতুন তদন্ত কর্মকর্তা গত ২৪ এপ্রিল ঘটনাস্থলে গিয়ে সাক্ষীদের সাক্ষ্যগ্রহণ করেন। এ সময় তদন্ত তদারকী করেন বারহাট্টা সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার। পরে পুলিশ সুপার সকল অভিযুক্তের বিরুদ্ধে চার্জশিট প্রদানের জন্য তদন্ত কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন। ইতিমধ্যে হত্যাকাণ্ডের পর তৃতীয় পুলিশ সুপারও বদলি হয়ে যান। কিন্তু কোনো এক রহস্যজনক কারণে আজও আসামিদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করা হচ্ছে না। আসামিরা

পুলিশের নাকের ডগায় থেকে বাদী, সাক্ষী, বাদীর ফেলে আসা জমির তত্ত্বাবধায়ককে প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছে।

সম্প্রতি সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে নবাগত এবং হত্যাকাণ্ডের পর চতুর্থ পুলিশ সুপার শেখ ওমর ফারুক সাংবাদিকদের আশ্বস্ত করে বলেন, তিনি বিষয়টি দ্রুতই দেখবেন। পরে তিনি প্রথম আলোকে আরো স্পষ্টভাবে জানান, অভিযুক্ত সব আসামির বিরুদ্ধেই দ্রুত চার্জশিট দেওয়া হবে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, চার্জশিটটি এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্তও দাখিল করা হয়নি কিংবা কোনো আসামিও গ্রেপ্তার হয়নি।

এদিকে অব্যাহত হুমকির মুখে নিহতের মা-বাবা ও বোন শিউলী রানী এখন বাড়ি ছাড়া। অত্যন্ত হতাশা ও উৎকণ্ঠার মধ্যে তাদের সময় কাটছে।

প্রথম আলো, ৪ জুন ২০০৩

(১৬৪০)
বন কেসে'র নাগপাশে বাঁধা মধুপুরের আদিবাসী জীবন
যে অরণ্য জীবন, সে অরণ্যই কাল

মধুপুর, টাঙ্গাইল থেকে ফিরে বিপ্লব রহমান ঃ মধুপুর গড়ের হাজার হাজার আদিবাসী মান্দির (গারো) জীবন এখন 'বন কেসে'র নাগপাশে বাঁধা। ৬০ দশকে বনবিভাগ মধুপুর গড় অধিগ্রহণ করার পর থেকে অরণ্যচারী স্বাধীন মান্দাইরা হারিয়ে ফেলে বনের ওপর তাদের কয়েকশ' বছরের ঐতিহ্যগত অধিকার। উপরন্তু বনবিভাগের দায়ের করা অসংখ্য হয়রানিমূলক মিথ্যে মামলায় আদিবাসীদের জীবন এখন ওষ্ঠাগত। আদিবাসীরা স্থানীয়ভাবে এসব মামলাকে বলেন 'বন কেস'। একই পরিবারের অধিকাংশ পুরুষের ওপর এখন ঝুলছে এসব মামলার খড়গ। বন কেসের কারণে জেল-জরিমানাও হচ্ছে প্রচুর।

সরজমিন বিভিন্ন আদিবাসী গ্রাম ঘুরে মান্দাই নির্যাতনের এ করুণ চিত্র পাওয়া গেছে। আদিবাসীরা আহাজারি করে বলেছেন, 'যে অরণ্য আমাদের জীবন, সেই অরণ্যই এখন আমাদের জন্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা সাধারণ বনের মানুষ। জীবনরক্ষার তাগিদেই আমরা বন রক্ষা করি। আমরা বন ধ্বংস বা বনের ক্ষতি করবো কেন?'

তাদের অভিযোগ, প্রকৃত কাঠচোরদের রক্ষা করার জন্য বন বিভাগেরই লোকজন তাদের ওপর বহু বছর ধরে এসব হয়রানিমূলক মিথ্যে মামলা দিয়ে আসছে। এছাড়া চাষবাস করার জন্য বন বিভাগের লোক-জনকে দিতে হয় অবৈধ চাঁদা। চাঁদা দিতে অস্বীকার করলে বন কেস দেওয়া ছাড়াও আরো নানাভাবে হয়রানি করা হয় তাদের।

তারা জানান, একইভাবে মধুপুর গড়ের বাসিন্দা বেশকিছু কোচ এবং বাঙালি আদিবাসী মানুষও বন কেসের কারণে হয়রানির শিকার।

মধুপুর ডিগ্রি কলেজের শিক্ষক বাবুল নকরেক অভিযোগ করে বলেন, বনরক্ষীদের যোগসাজসে কাঠচোররা গাছ কেটে শেকড় পর্যন্ত উপড়ে ফেলে, যাতে বোঝা না যায় যে সেখানে কোনো গাছ ছিল।

বিশিষ্ট আদিবাসী লেখক সঞ্জিব দ্রং ভোরের কাগজকে বলেন, মধুপুর গড়ে বন কেস নেই এমন আদিবাসী খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। একেক জনের বিরুদ্ধে ৫-৬টি থেকে শুরু করে ৫০-৬০টি পর্যন্ত মামলা দেওয়ার নজিরও এখানে আছে। কিছুদিন আগে ৪৫টি বন কেসে জেল খাটছেন এমন একজনের বিরুদ্ধে দেওয়া হয়েছে আরো একটি বন কেস।

তিনি বলেন, 'আমরা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ পেয়েছি, ভোটার তালিকা ধরে ধরে আদিবাসীদের বিরুদ্ধে বনরক্ষীরা মামলা দিচ্ছে। অনেকে জানেও না তার বিরুদ্ধে কয়টি মামলা আছে। তিনি জানান, এখন এসব মামলায় প্রায় ৬০ জন আদিবাসী জেল খাটছেন।

অরুন খোলার সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান বেনেদিক মানখেন বলেন, ১৯৯০ সালের সংশোধিত বন আইনে এখন বন কেস হলে জামিন হয় না। এটি আদিবাসী নিপীড়নের হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তিনি জানান, এই আইনে সর্বনিম্ন ২ বছর জেল ও ৫ হাজার টাকা জরিমানা এবং সর্বোচ্চ ৫ বছর জেল ও ১০ হাজার টাকা জরিমানার বিধান আছে।

তেলকি গ্রামের সুরা সাংমা জানান, ৩৪টি মামলার ১টিতে ১৮ মাস জেল খেটেছেন তিনি।

উত্তর রসুলপুর গ্রামের যুবক ইলিপ মারাক জানান, তার বিরুদ্ধে ৩৫টি বন কেস রয়েছে। ১টিতে ২ মাস জেলও খেটেছেন। তার ছোট ভাই ফিলিপ মারাকের বিরুদ্ধে রয়েছে ২৫টি মামলা।

তেলকি গ্রামের পিটিশন সাংমা জানেন না তার বন কেস কয়টি। তবে এসব মামলায় একবার ২৬ দিন আরেকবার ১৫ দিন জেলে ছিলেন।

মধুপুরের সহকারী বন সংরক্ষক জহিরুল হক দাবি করে বলেন, আদিবাসীরা বন উজাড় করছে বলে বাধ্য হয়ে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দিতে হচ্ছে। তিনি বন ধ্বংসের সঙ্গে বন বিভাগ জড়িত থাকার কথাও অস্বীকার করেন।

ভোরের কাগজ, ৫ জুন ২০০৩

(১৬৪১)
নওগাঁয় লুটের পর গৃহবধূকে ধর্ষণ

নওগাঁ প্রতিনিধি ঃ নওগাঁ সদর উপজেলার হাপানিয়া ইউনিয়নের শালুকা গ্রামে গত মঙ্গলবার দিবাগত রাতে দুর্বৃত্তরা এক পরিবারের এক গৃহবধূ ২ সন্তানের জননীকে পালাক্রমে ধর্ষণ করেছে।

জানা যায়, রাত আড়াইটার দিকে ৫ জন দুর্বৃত্ত ঐ বাড়ির প্রাচীর সংলগ্ন একটি নারিকেল গাছ বেয়ে গোপাল প্রামাণিকের বাড়িতে প্রবেশ করে কাঁসার থালাবাসন, স্বর্ণালঙ্কার ইত্যাদি লুট করে নিয়ে যাওয়ার সময় গোপালের স্ত্রী মল্লিকা (২২) কে টেনেহিচড়ে দক্ষিণ পার্শ্বের মাঠে নিয়ে যায়। সেখানে ৩ জন উপর্যুপরি ধর্ষণ করে গৃহবধূ মল্লিকাকে। এ সময় ধর্ষকরা তার কান ছিড়ে রিং নিয়ে নেয়। গতকাল বুধবার ইউপি সদস্য খোরশেদ সকালে জানতে পেরে মল্লিকার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী ঐ গ্রামের ময়েন উদ্দীনের পুত্র হাতেম (২০) এবং ফজলুর পুত্র শহিদুল (১৯) কে আটক করে নওগাঁ থানা পুলিশে সোপর্দ করেন।

ভোরের কাগজ, ৫ জুন ২০০৩

(১৬৪২)
নাটোরে ২শ' সংখ্যালঘু পরিবারকে ৭২ ঘন্টার মধ্যে বিএনপিতে যোগ দেয়ার নির্দেশ

নাটোর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ নাটোরের লালপুরে ধূপইল গ্রামের ২শ' সংখ্যালঘু পরিবারকে ৭২ ঘন্টার মধ্যে বিএনপিতে যোগ দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অন্যথায় বাড়িঘর ছেড়ে টুঙ্গিপাড়া, ভারত অথবা মমতাজের (আওয়ামী লীগ নেতা ও সাবেক এমপি) বাড়ি চলে যেতে বলা হয়েছে। মঙ্গলবার বিকেলে ধূপইল গ্রামে বিএনপির মিছিলশেষে এক কর্মীসভা

থেকে এ নির্দেশ দেয়া হয় মর্মে জেলা পুলিশ সুপারের কাছে লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে। সমাবেশে বক্তৃতা করেন বিএনপি নেতা আবদুস সাত্তার মৃধা, ইউপি মেম্বার আকরাম হোসেন ও যুবদল নেতা ফিরোজ হোসেন।

এদিকে বুধবার সকালে বিএনপির কতিপয় ক্যাডার মৃদুল কুমার কুণ্ডু নামে এক পরীক্ষার্থীকে মারপিট ও ধূপইল বাজারে একটি মুদি দোকান ভাঙচুর করেছে।

অন্যদিকে শংকরভাগ গ্রামের ইজমাইল নামে এক বিএনপি সন্ত্রাসী বুধবার সকালে অনিল তেলি নামে এক সাঁওতাল যুবককে মারপিট করেছে। ইজমাইল বর্তমানে পাশের পাইকেরদোল গ্রামে বসবাস করে। সে তার দলবল নিয়ে অনিলের বাড়ি জবরদখল ও গাছপালা কেটে নেয়ার হুমকি দেয়। এ ব্যাপারে নাটোর কোর্টে মামলা করে অনিল। বুধবার মামলার শুনানির দিন ছিল। ওই মামলা তুলে নিতে রাজি না হওয়ায় অনিলের ওপর হামলা হয়। এমনকি কোর্টে আইনজীবীর সেরেস্তাতে গিয়েও ইজমাইল অনিলের ওপর আক্রমণ করে। এ ব্যাপারে আইনজীবী সমিতিতে অনিল বিচারের দাবি করেছে।

সংবাদ, ৫ জুন ২০০৩

(১৬৪৩)
রাঙ্গামাটিতে এক ব্যক্তি অপহৃত

রাঙ্গামাটি শহরের মূল এলাকা দেবাশীষনগর থেকে ১ জুন বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে সুদত্ত চাকমাকে (৪২) ঘর থেকে ডেকে নিয়ে যাওয়ার পর অদ্যাবধি তার কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

সুদত্তের পারিবারিক সূত্রমতে, ওইদিন ৫/৬ জন যুবক তাদের বাসায় এসে সুদত্তকে জানায়, জনসংহতি সমিতির এক উর্ধ্বতন নেতা তাকে দেখা করতে ডেকেছেন। সুদত্ত যুবকদের সঙ্গে যাওয়ার পর থেকে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত ফিরে আসেনি। তার পরিবারের ধারণা, সুদত্তকে অপহরণ করা হয়েছে।

সংবাদ, ৫ জুন ২০০৩

(১৬৪৪)
হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে চিতলমারীর ছোটবাবু

চিতলমারী প্রতিনিধি ঃ চাঁদা না দেয়ায় উপজেলার এক প্রভাবশালী বিএনপি নেতার পুত্রের নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী এইচএসসি পরীক্ষার্থী ছোট বাবুকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে গুরুতর আহত করেছে। বর্তমানে সে হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে।

জানা যায়, উপজেলার শেরেবাংলা ডিগ্রি কলেজের চলতি এইচএসসি পরীক্ষার্থী মনিন্দ্রনাথ মণ্ডল ওরফে ছোট বাবুকে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তার গ্রামেরবাড়ি মোল্লাহাটের দত্তডাঙ্গা থেকে সন্ত্রাসীরা ধরে নিয়ে যায়। মোল্লাহাট উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি বাদশা শিকদারের পুত্র বিপ্লব শিকদার, কোদালিয়ার ফুলমিয়ার পুত্র জুয়েলসহ ৬-৭ জনের সন্ত্রাসী দল রতনের মিল ঘরের পাশে নিয়ে তাকে এক লাখ টাকা চাঁদা দিতে বলে। এতে অপারগতা প্রকাশ করলে তাকে ঘন্টাখানেক ধরে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে মৃত ভেবে ফেলে রেখে যায়। এলাকাবাসী অজ্ঞান অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে চিতলমারী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে। ছোট বাবু দত্তডাঙ্গা গ্রামের কৃষক মৃণাল মণ্ডলের ছেলে।

যুগান্তর, ৫ জুন ২০০৩

(১৬৪৫)
যশোরে খ্রীস্টান ছেলে ও মুসলিম মেয়ের মধ্যে বিয়েকে কেন্দ্র করে সন্ত্রাসীদের তাণ্ডব ॥ ৭ পরিবার গ্রাম ছাড়া

সাজেদ রহমান, যশোর অফিস ঃ এক খ্রীস্টান ছেলের মুসলিম মেয়েকে বিয়ে করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে সন্ত্রাসীরা ঝিকরগাছার ধল্লা নির্বাসখোলা খ্রীস্টান পল্লীতে ব্যাপক হামলা চালিয়েছে। লুটপাট করেছে কয়েকটি বাড়িতে। সন্ত্রাসীদের ভয়ে ৭টি পরিবার গ্রাম ছেড়েছে। স্থানীয় সমাজপতিরা বিষয়টি মীমাংসা করার উদ্যোগ নিলেও এবং গত ৩১ মে ঘটনা ঘটলেও এখনও ৫০টি পরিবার চরম উৎকণ্ঠা আর আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। এ অবস্থায় জেলা পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের নেতৃবৃন্দ মঙ্গলবার ওই গ্রাম সরেজমিন পরিদর্শন করেন।

জানা গেছে, ঝিকরগাছার হাজিরবাগ ইউনিয়নের ধল্লা নির্বাসখোলা গ্রামের ফ্রান্সিস মণ্ডলের দূরসম্পর্কের এক আত্মীয় মুসলিম মেয়েকে বিয়ে করে তার বাড়িতে আশ্রয় নেয়। গ্রামবাসী জানায়, পার্শ্ববর্তী বসন্তপুর গ্রামের রূপচাঁদ মণ্ডলের পুত্র স্বার্থক ঢাকা থেকে হাসি নামের এক মুসলিম মেয়েকে নিয়ে আসে এবং বিয়ে করে ফ্রান্সিস মণ্ডলের বাড়িতে ওঠে। মেয়েটি ঢাকার এক গার্মেন্টস কারখানায় চাকরি করত। কয়েকদিন পর গ্রামের একটি কুচক্রীমহল রটিয়ে দেয় এক খ্রীস্টান ছেলে মুসলিম মেয়েকে নিয়ে ভেগে এসেছে নির্বাসখোলা গ্রামে। তারা আত্মগোপন করে আছে ফ্রান্সিস মণ্ডলের বাড়িতে। এর পর সন্ত্রাসীরা গত ৩১ মে নিরীহ ফ্রান্সিস মণ্ডলের বাড়িতে চড়াও হয়। দম্পতি জুটিকে টেনে হিঁচড়ে মারপিট করতে করতে নিয়ে যায় একই গ্রামের হরেন্দ্রনাথের বাড়িতে। সন্ত্রাসীরা এই বিয়েকে অবৈধ দাবি করে হরেন্দ্রনাথের কাছে বিচার চায়। তিনি দম্পতি জুটিকে বাড়িতে আশ্রয় দেন। এর পর পর সন্ত্রাসীরা চলে যায়। কিছুক্ষণ পর আবার ফিরে এসে সন্ত্রাসীরা হরেন্দ্রনাথকে মুসলিম খ্রীস্টান বিয়ের জন্য দায়ী করে এবং ৩০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে ব্যাপক মারপিট করে। তারা স্বার্থক ও হাসিকেও ফাকা মাঠে ধরে নিয়ে আবার মারপিট করে। হরেন্দ্রনাথ ১০ হাজার টাকা চাঁদা দিয়ে প্রাথমিকভাবে নিষ্কৃতি পায়। সন্ত্রাসীরা এর পর পার্শ্ববর্তী শিওরদাহ পুলিশকে ম্যানেজ করে হরেন্দ্রনাথসহ স্বার্থক ও হাসিকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। পুলিশ তাদের কাছ থেকে ৪ হাজার টাকা আদায় করে ছেড়ে দেয়। সন্ত্রাসীরা এর পর ধল্লা নির্বাসখোলা গ্রামে লুটপাট চালায়। তারা ফ্রান্সিস মণ্ডলের বাড়ির টিভি, ধান-চাল, গহনা লুট করে। মারিয়া মণ্ডল নামে এক বৃদ্ধা জানান, ২শ' টাকা চাঁদা দিয়েও তিনি তাঁর পুত্রকে সন্ত্রাসীদের হাত থেকে বাঁচাতে পারেননি। ওই রাতে তিনি তাঁর যুবতী নাতনিকে সরিয়ে রাখেন। সন্ত্রাসীরা মারধর করে হরেন, অনিল ও সৌরভকে। সন্ত্রাসীদের ভয়ে হরেন্দ্রনাথ, ফ্রান্সিস, তরুণ, শ্যাম, স্বপন, অনিলসহ ৭টি পরিবার গ্রাম ছেড়েছে। সন্ত্রাসীরা শাসিয়ে গেছে, এসব ঘটনায় মামলা করলে কিংবা কাউকে জানালে হত্যা করা ছাড়া মহিলাদের ধর্ষণ করা হবে। ফলে ভয়ে সকলে জড়োসড়ো হয়ে পড়েছে। গ্রামের ৫০টি খ্রীস্টান পরিবার এখন চরম আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। গত মঙ্গলবার জেলা ও ঝিকরগাছা পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের নেতৃবৃন্দ ওই গ্রামে যান। এর মধ্যে জেলা কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক দীপংকর দাস রতন, প্রচার সম্পাদক যোগেশ কুমার, যুগ্ম প্রচার সম্পাদক অরুণ বিশ্বাস, উপজেলা কমিটির সভাপতি অশোক কুমার দত্ত, সাধারণ সম্পাদক দুলাল কুমার ও সহসম্পাদক অলোক দত্ত ছিলেন। ফিরে এসে তাঁরা জানান, স্থানীয় মেম্বাররা মঙ্গলবার সেখানে বৈঠক করেন। শিমুলিয়া মিশনের ফাদার জন গোপাল বিশ্বাস ও ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি সাজাহান আলীর উপস্থিতিতে তাঁরা খ্রীস্টান পল্লীর নিরাপত্তার আশ্বাসসহ এক সপ্তাহের মধ্যে সুষ্ঠু বিচারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

এদিকে স্থানীয় শিওরদাহ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ রুহুল আমিন সাংবাদিকদের জানিয়েছেন—গ্রামবাসী তাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করেছে, তা সত্য নয়। পুলিশের

উপস্থিতিতে মারধর কেউ করেনি। টাকা গ্রহণের কথাও তাঁরা অস্বীকার করেন। গ্রামটিতে বর্তমানে পুলিশী টহল রয়েছে। আর কোন সন্ত্রাসী তৎপরতার সম্ভাবনা নেই বলেও তিনি জানান।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৬ জুন ২০০৩

(১৬৪৬)
বরিশালের চরমোনাইয়ে অর্ধশতাধিক হিন্দু পরিবার সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি

বরিশাল অফিস ঃ বরিশালের চরমোনাই ইউনিয়নের রাজারচর গ্রামের হিন্দু পরিবারের জমিজমা জোরপূর্বক দখলের চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় সন্ত্রাসী বাহিনীর হাতে অর্ধশতাধিক হিন্দু পরিবার জিম্মি হয়ে পড়েছে।

গতকাল ঘটনাস্থলে সরেজমিনে গেলে রাজারচর গ্রামের অর্ধশতাধিক হিন্দু পরিবারের সদস্যরা অভিযোগ করে বলেন, বৃহস্পতিবার রাতে রগকাটা আশ্রাফ, অনু খন্দকার ও মোজাম্মেলসহ ৭/৮ জন সন্ত্রাসী ঘরে প্রবেশ করে অনীল চন্দ্র শীলকে খুঁজতে থাকে। তাকে না পেয়ে তার কন্যাকে এসিড মারার হুমকি দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। এলাকাবাসী জানায়, চরমোনাই ইউনিয়নের নতুন চেয়ারম্যানের ছত্রছায়ায় সন্ত্রাসীরা একের পর এক হিন্দু পরিবারকে হুমকি দিয়ে যাচ্ছে। কারণ এ ব্যাপারে চেয়ারম্যানকে ঘটনা জানানো হলেও কোনও প্রতিকারের ব্যবস্থা তিনি গ্রহণ করেননি।

হিন্দু কমিটির সভাপতি দিবাকর রায় জানান, বেশ কিছুদিন যাবৎ সন্ত্রাসী সানু-অনু বাহিনীর হাতে তারা জিম্মি হয়ে রয়েছেন। প্রতি রাতে হিন্দু এলাকায় পালাবদল করে পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। দু'একর ৯২ শতাংশ জমিই অনীলের জন্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত ২০ বছর যাবৎ অনীল চন্দ্র শীলের সঙ্গে পার্শ্ববর্তী শরিক পরিবারের সঙ্গে জমিজমা নিয়ে মামলা-মোকদ্দমা শুরু হলে একাধিক হত্যা মামলার আসামী ও টাকা আত্মসাৎকারী অনু খন্দকার তার দলবল নিয়ে অনীল চন্দ্র শীলের জমিজমা ভোগ-দখল করতে থাকে। কিছুদিন পূর্বে শরিক পরিবারের সঙ্গে অনীলের জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধ মীমাংসা হয়ে গেলে ভোগ-দখল করা সম্পত্তি অনু খন্দকারের হাতছাড়া হয়ে যায়। এতে অনু খন্দকার ক্ষিপ্ত হয়ে অনীল চন্দ্র শীলকে হত্যার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করে। অনীল ঘটনা টের পেয়ে জীবনের নিরাপত্তার অভাবে নিজ বাড়ি থেকে অন্যস্থানে রাত্রিযাপন শুরু করে দেয়। সন্ত্রাসী বাহিনী এলাকার চেয়ারম্যানের আত্মীয় হওয়ার কারণে সাধারণ মানুষ মুখ খুলতে ভয় পায়। অনু খন্দকার ও তার ভাই সানু খন্দকারের বিরুদ্ধে কয়েকটি হত্যা মামলা রয়েছে। দিনের বেলা গা ঢাকা দিয়ে থাকলেও রাতের বেলা সন্ত্রাসী বাহিনী তাদের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালিয়ে থাকে। পুলিশ কিছুদিন পূর্বে সানু খন্দকারকে আটক করতে গেলে হুজুরের লোকজন পুলিশের ওপর হামলা চালিয়ে সানু খন্দকারকে ছাড়িয়ে নিয়ে যায়। সানু খন্দকার চরমোনাই ইউনিয়নের ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছে।

আজকের কাগজ, ৭ জুন ২০০৩

(১৬৪৭)
বানারীপাড়ায় মন্দির দখলের পাঁয়তারা

বরিশাল অফিস ঃ বানারীপাড়া বন্দরের বিষ্ণু ও লোকনাথ মন্দিরটি বেদখল হয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। মন্দিরের মালিক অনুপ কুমার গুহ বানারীপাড়া থানায় লিখিত অভিযোগে জানান, জনৈক আব্দুল কাদের মিয়া জালিয়াতির মাধ্যমে তার আত্মীয়স্বজনের সম্পত্তি আত্মসাৎ করেছেন। তারা তাদের পূর্বপুরুষদের প্রতিষ্ঠিত মন্দির এলাকায় টিনের বেড়া দিয়ে কিছু অংশ দখল করেছে। পূজারীদের মন্দিরে আসায় বাধা দেয়া হচ্ছে। অনুপ কুমার আরো জানান তিনি এ ব্যাপারে প্রতিবাদ করায় তাকে হত্যা ও মন্দিরটি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়ার হুমকি দেয়া হয়। তার এ অভিযোগটি থানায় ৩১ মে জিডি করা হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ জুন ২০০৩

(১৬৪৮)
মোড়েলগঞ্জে পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের পর সংখ্যালঘুরা আতঙ্কে

বাবুল সরদার, বহরবুনিয়া থেকে ফিরে ঃ বাগেরহাটের মোড়েলগঞ্জের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত বহরবুনিয়া গ্রামে এখন কেবলই আতঙ্ক। নারী-শিশু-বৃদ্ধ সবার চোখে মুখে শঙ্কা। তারা হতবাক। এমন পৈশাচিক ঘটনা কেউ ঘটাতে পারে— এটা যেন তাদের কল্পনারও অতীত ছিল। এখানে এখন সন্ধ্যা হতে না হতেই তরুণী ও যুবতী বধূরা নিরাপদ অশ্রয়ে আত্মগোপন করছে। এ গ্রামেই বুধবার গভীর রাতে সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা স্বামীকে বেঁধে রেখে ৬ মাসের শিশু সন্তানকে ছুড়ে ফেলে টাকা-অলঙ্কার লুটে নিয়ে তরুণী বধূ সবিতা রানীকে গণধর্ষণের পর শ্বাসরোধ করে হত্যা করে উল্লাস করতে করতে চলে যায়। এর ক'দিন আগে বাস্তুভিটার ওপর দিয়ে মৎস্য ঘেরের গৈঘর তুলতে পুলিশের সহায়তায় একটি হয়রানিমূলক মামলা দায়ের করে সবিতার পিতা ও ভাইকে তারা জেলে পাঠায়। কোমরপুরের ঠাকুরবাড়ীতে বর্বরতার রেশ কাটতে না কাটতে ফের সংঘটিত এই ঘটনা নিয়ে এখানে সর্বত্র তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে।

বাগেরহাটের দুর্গম এবং অপরাধ প্রবণ এলাকা হিসাবে পরিচিত মোড়েলগঞ্জের প্রত্যন্ত পল্লী বহরবুনিয়া গ্রামে শুক্রবার সরেজমিনে হাজির হলে নিদারুণ বীভৎসতা আর তীব্র আতঙ্কের নানা চিত্র ফুটে ওঠে। এই ইউনিয়নে প্রায় সাড়ে ১২ হাজার ভোটার। এর মধ্যে ১২ শ' হিন্দু ভোটার। যার অর্ধেকেরও বেশি বহরবুনিয়া গ্রামে বাস করে। এই গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে সূর্যমুখী খাল। এ খালের পাড়েই দরিদ্র কৃষিজীবী রতিকান্ত সাদিয়ালের বসতভিটা। নাড়ার ঘর আর নলখাগড়ার বেড়া দেয়া ছোট্ট একটি ঘর রতিকান্তের। এই ভিটার পাশ খণ্ডের মাত্র ৪ কাঠা জমি মনিন্দ্র সদিয়ালের সারা জীবনের সঞ্চয় দিয়ে সে এই জমিটুকু কিনেছে দু' বছর আগে। মনিন্দ্র রতিকান্তের ভগ্নিপতি। এ জমি কেনার সময় রতিকান্ত তাকে সহায়তা করে এবং এই জমির দেখাশোনা করে রতিকান্ত। এই জমির ওপর দিয়ে গত বছর বর্তমানে প্রভাবশালী নুরুজ্জামান মল্লিকের একটি ১২০ বিঘার চিংড়ি ঘের রয়েছে। গত বছর মনিন্দ্রের জায়গার ওপর দিয়ে সূর্যমুখী খাল থেকে পানি ওঠানামা করার জন্য নালা কেটে গৈঘর তৈরি করে নুরুজ্জামান। এতে বাদ সাধে রতি ও মনিন্দ্র। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি। তাই ঘের মৌসুম শেষ হবার পর ঐ নালা ভরাট করে মনিন্দ্র সেখানে খড় ও নল খাগড়া দিয়ে ছোট্ট একটি বসত ঘর তোলে। এরপর নুরুজ্জামান মরিয়া হয়ে ওঠে। শুরু করে নানাভাবে অত্যাচার হুমকি ধমকি।

এক সময়ের আওয়ামী লীগ নেতা বর্তমানে শাসক দলের নুরুজ্জামানের ভাই সাইদুল মল্লিক ক'দিন আগে জামিনে জেল থেকে ফিরে আসে। সে একাধিক হত্যা মামলার আসামী। স্থানীয় লোকজনের কাছে সে ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি বলে পরিচয় দেয়। মূলত নুরুজ্জামান বাহিনীর সে সেকেন্ড-ইন-কমান্ড। ঐ জমি ছেড়ে দেবার জন্য রতিকান্ত ও মনিন্দ্রকে গত এক সপ্তাহ ধরে নানা হুমকি ধমকি দেয়। এক পর্যায়ে পুলিশের সহায়তায় নুরুজ্জামান হয়রানিমূলক মামলা দায়ের করে রতিকান্ত ও তার ছেলে মিন্টু সাদিয়ালকে জেলে পাঠায়।

শিশুকালে মাতৃহারা সবিতা পিতা ও ভাইয়ের বিপদের খবর শুনে স্বামী পীযূষ ও ৬ মাসের শিশু পুত্র পিন্টুকে নিয়ে বাপের বাড়ি ছুটে আসে। পিতাকে মুক্ত করার জন্য এর ওর কাছে ছুটে

যায়, মামলার তদ্বির করে, হয়রানি এবং হুমকির কথা জানিয়ে স্থানীয় এমপি জামায়াত নেতা মাওঃ আঃ ছাত্তারের কাছে নালিশ দেয়।

এরপর বুধবার গভীর রাতে সাইদুলের নেতৃত্বে অস্ত্রধারী ১২/১৪ জন সন্ত্রাসী রতিকান্তের বাড়িতে চড়াও হয়। তারা ঘরে ঢুকে বিছানায় শুয়ে থাকা স্বামী পীযুষকে সবিতার সামনে জবাই করতে যায়। খুঁজতে থাকে তার ছোট ভাই লিটন সাদিয়ালকে। অস্ত্রের মুখে নগদ টাকাসহ মালামাল লুটে নেয়। ছিনিয়ে নেয় সবিতার শরীরে থাকা অলঙ্কার। এরপর পীযুষের মুখের মধ্যে বন্দুকের নল ঢুকিয়ে পিছনের বারান্দায় বেঁধে রাখে। দু'জনে হাত-পা চেপে ধরে মুখের মধ্যে কাপড় পুরে দিয়ে সবিতাকে পালাক্রমে ধর্ষণ করে। তখন তার ৬ মাসের শিশু পিন্টু চিৎকার করে কাঁদতে থাকলে তাকে ছুড়ে ফেলে দেয় মেঝেতে। তারপর ধর্ষণের শিকার রক্তাক্ত অজ্ঞান সবিতাকে তারই কাপড় দিয়ে শ্বাসরোধ করে হত্যার পর উল্লাস করতে করতে চলে যায়।

শুক্রবার দুপুরে এই গ্রামে হাজির হয়ে অকুস্থল রতিকান্তের ঘর শূন্য, খাঁ খাঁ করতে দেখা গেছে। এতবড় ভয়াবহ পৈশাচিকতার পরেও সন্ত্রাসীরা প্রাণনাশের হুমকি দেয়ায় সবিতার অসহায় স্বামী পীযুষ হালদার তার ৬ মাসের পুত্রকে নিয়ে নিজ গ্রাম রামচন্দ্রপুরে পালিয়ে গেছেন। প্রথমে কোন লোকজন আলাপ করার জন্য পাওয়া যায়নি। এরপর পাশের বাড়ি গিয়ে সাংবাদিক পরিচয় দিলে-দু-একজন করে লোক ছুটে আসতে থাকে। এ সময় হাজির হয় সবিতার ছোট ভাই লিটন (১৫)। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই এ বাড়ির উঠানে আশপাশের ২/৩শ' লোক জড়ো হয়ে যায়। তাদের কথা থেকে জানা যায় এসব কাহিনী। তবে কেউই তাদের নাম প্রকাশ করতে রাজি নয়। কিন্তু মনিন্দ্র, পঙ্করানী, বিশ্বজিৎ প্রণয়, গীতা, মানকুমারী, লিটন, এরা এক পর্যায়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করে। সবিতার মাসী সরজু বালা জানান— তিনি প্রাণহীন সবিতার গাল, বুক, পিঠ বিভিন্ন স্থানে নরপিশাচদের নখের চিহ্ন দেখেছেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৭ জুন ২০০৩

(১৬৪৯)
একটি মানবাধিকার (!) সংগঠনের কাণ্ডকারখানা! মানিকগঞ্জে সংখ্যালঘু পরিবারের তরুণী গণধর্ষণ মামলা ভিন্ন খাতে প্রবাহের চেষ্টা

কল্যাণ সাহা, মানিকগঞ্জ ঃ সংখ্যালঘু পরিবারের এক তরুণীর গণধর্ষণের ঘটনা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার জন্য একটি মানবাধিকার (!) সংগঠন জোর অপতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। এ নিয়ে এলাকার সচেতন মহলে এবং সংগঠনটির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে নানা প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে। সংগঠনটির নাম 'অসহায়দের পক্ষে মানবাধিকার উন্নয়ন সংস্থা' রেজি, নং-ঢ-০৭৩১২। তাদের প্যাডে দেয়া ঠিকানা অনুযায়ী কার্যালয় ১১৫, শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ সরণি, বড় মগবাজার (রূপালী ব্যাংক বিল্ডিং), রমনা, ঢাকা-১২১৭।

২৭ এপ্রিল রাতে শিবালয়ের আরুয়া গ্রামে গণধর্ষণের শিকার হয় এক পুরোহিত কন্যা। এই মানবাধিকার সংগঠনটি ধর্ষণের ঘটনাটিকে ডাকাতি বলে আখ্যায়িত করেছে। ধর্ষকদের পক্ষে সাফাই গেয়ে পুরো সত্য ঘটনাটিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে ওসি, এমনকি কোর্টের বিচারককে পর্যন্ত তাদের সরজমিন প্রতিবেদন পেশ করেছে। ৯ পৃষ্টার পুরো প্রতিবেদনটি বানোয়াট ও পক্ষপাতমূলক তথ্যের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। সরজমিনে তদন্তের সময় উপস্থিত ছিলেন পরিচালক (তদন্ত) বেগম রোকেয়া, মহাসচিব আলহাজ সালাউদ্দিন আহমেদ, যুগ্ম মহাসচিব তাহের হোসেন চৌধুরী, সমন্বয়কারী সাংবাদিক মোঃ ইউসুফ মোল্লা। এসব কর্মকর্তার উপস্থিতির কথা লেখা রয়েছে তদন্ত প্রতিবেদনে। তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ধর্ষক আকু গাজী ও খাদু

(গ্রেফতাকৃত)সহ সবাই নির্দোষ। অন্যদিকে ধর্ষিতার বাবার উদ্ধৃতি দিয়ে ২৭ এপ্রিল রাতে তাদের বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে, গ্রেফতারকৃত দু'জনকে ডাকাতি করা অবস্থায় তারা চিনতে পারে বলে তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। সে অনুযায়ী আকু গাজী, খাদু, লুৎফর ও মান্নান পুরোহিত বাড়িতে ডাকাতি করেছে বলে তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

একই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২৭ এপ্রিল রাতে বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব (১) তারেক জিয়া রাত ১২ টায় পাটুরিয়া ঘাটে এসে উপস্থিত হন। উপস্থিত জনতার উদ্দেশে রাত ১ টা পর্যন্ত সেখানে ভাষণ দেন। ধর্ষক খাদু ওই সময় পাটুরিয়া ঘাটে উপস্থিত ছিল। রাত ৩ টায় সে বাড়ি ফেরে। এ তথ্যটিও সঠিক নয়। কারণ এই প্রতিবেদক সেদিন পাটুরিয়া ঘাটে উপস্থিত ছিলেন। তারেক রহমান রাত ১১ টার দিকে পাটুরিয়া পৌঁছেন এবং মাত্র ১০ মিনিটের মধ্যে পাটুরিয়া ঘাট দিয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে চলে যান।

সংগঠনটির রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, আরুয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সাইফুর রহমান খান সুলতানের প্ররোচনায় ধর্ষণের মামলা হয়েছে। ঘটনাটি ঠিক, তবে প্ররোচনায় নয়, সাহসিকতার সাথে নির্যাতিতার পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন চেয়ারম্যান। অসহায় পুরোহিত পরিবারটি ধর্ষকদের বিরুদ্ধে মামলা করার মতো সাহস পেয়েছে। তা না হলে ধর্ষকদের পেছনের শক্তিশালী চক্রটির ভয়ে থানা পুলিশের কাছে কোনদিন নিরীহ পুরোহিতের যাওয়া সম্ভব ছিল না। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ৩০ এপ্রিলই সাংবাদিক কল্যাণ সাহা নামে এক ব্যক্তি 'মানিকগঞ্জে পুরোহিতের কন্যা গণধর্ষণের শিকার' শিরোনামে রেজাউল করিম রঞ্জুকে ধর্ষণকারীদের নেতা হিসেবে অভিহিত করে।

তদন্ত প্রতিবেদনের এ বক্তব্যটিও সম্পূর্ণ বানোয়াট ও মনগড়া। ৩০ এপ্রিল 'সংবাদ'-এর প্রথম পাতায় 'মানিকগঞ্জে মা-বাবার সামনেই গণধর্ষণের শিকার এক সংখ্যালঘু তরুণী, সাবেক আনসারসহ ২ জন গ্রেফতার' শিরোনামে কল্যাণ সাহার খবরটি প্রকাশিত হয়। এছাড়াও 'সংবাদ'-এর ওই রিপোর্টের কোথাও রেজাউল করিম রঞ্জুকে ধর্ষণকারীদের নেতা হিসেবে অভিহিত করা হয়নি।

তদন্ত প্রতিবেদনের এক জায়গায় বলা হয়েছে, রেজাউল করিম রঞ্জু শিবালয় থানা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক এবং গোলাম সরোয়ার জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক। এটাও মিথ্যা কথা। তাদের দু'জনের কেউ কোনদিনের জন্য ওই পদে ছিল না। এখনও নেই।

মামলার বর্তমান অবস্থা ঃ পুরোহিত কন্যা ধর্ষণ মামলাটি এখন চার্জশিট দাখিলের পর্যায়ে রয়েছে। ধর্ষিতার ডাক্তারি পরীক্ষার রিপোর্ট এখন পুলিশের হাতে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, ধর্ষণের প্রমাণ মিলেছে। ধর্ষিতার ওই রাতের পরিধেয় কাপড়-চোপড় (ম্যাক্সি) রাসায়নিক পরীক্ষা করে ধর্ষণের আলামত পাওয়া গেছে। আরুয়া গ্রামের শত শত মানুষ ওই লোমহর্ষক ঘটনার বিচার দাবি করেছে। শুধু আরুয়া গ্রামের চিহ্নিত ২/৩ সন্ত্রাসী চাইছেনা ধর্ষকদের বিচার হোক। ওই সন্ত্রাসীদের পক্ষ হয়েই এ মানবাধিকার নামধারী সংগঠনটি ঘটনাটি ভিন্ন খাতে প্রবাহের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে তদন্ত করে দেখা দরকার মানবাধিকার সংগঠনটির নেপথ্য কাহিনী।

হামলার পর প্রশাসনের ভূমিকা ঃ পুরোহিত কন্যা ধর্ষণ ঘটনাটির সঙ্গে সঙ্গে শিবালয় থানার ওসি মোহাম্মদ শফিকুল আলম দ্রুত অ্যাকশন নেন। পরদিন মানিকগঞ্জের তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন ভূঁইয়া ও এএসপি সার্কেল নজমুল হোসেন আরুয়া ঘুরে এসে সাংবাদিকদের জানান, এটি একটি লোমহর্ষক ঘটনা।

তবে একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, আরুয়ার এক প্রবাবশালী তরুণ শুরু থেকেই থানায় তদবির করেছে মামলাটি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার জন্য। তাহলে পুলিশ কেন তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে না।

সংবাদ, ৭ জুন ২০০৩

(১৬৫০)
সিংড়ায় মা-বাবার সামনে সংখ্যালঘু পরিবারের দুই বোনকে গণধর্ষণ

নাটোর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বাবা-মায়ের সামনে গণধর্ষণের শিকার হয়েছে দুই বোন। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার রাতে সিংড়া থানার হাতিয়ানদহ ইউপির আড়কান্দি গ্রামে। পুলিশ চুরির মামলা রেকর্ড করেছে। ধর্ষণের শিকার দুই বোন নাটোরের দিঘাপাতিয়া কলেজ থেকে এ বছর বিকম পরীক্ষা দিয়েছে। টাকার অভাবে এদের বিয়ে দিতে পারেনি বৃদ্ধ পিতা গোপীনাথ প্রামাণিক (৭০)। গোপীনাথের মাত্র ২ বিঘা জমি। দুই পুত্র আলাদা থাকে। ৩ মেয়ের মধ্যে বড় মেয়ের বিয়ে দিয়েছে মিঠাখালী গ্রামে। রাত ১২ টার দিকে ১০/১২ জন দুর্বৃত্ত কাপড়ে মুখ বেঁধে ছোরা ও কিরিচ হাতে বাড়িতে ঢোকে। পিতা গোপীনাথের গলায় কিরিচ ধরে মা মালতিকে মারপিট করে এবং নাতনি টপিকে জবাই করে হত্যার হুমকি দিয়ে তাদের সামনেই একের পর এক ধর্ষণ করে দুই মেয়েকে। ধর্ষিতারা সোনার কানের রিং, হাতের চাঁদির বালা খুলে দেয় ওদের হাতে। বৃদ্ধ গোপীনাথ ওদের পা জড়িয়ে মেয়েদের ইজ্জত ভিক্ষা চেয়েও পায়নি। বর্বরোচিত ঘটনার ভয়ে লজ্জায় চুপসে গেছে ওরা। একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে পার্শ্ববর্তী লালোর গ্রামের হতদরিদ্র নিতাই পাল, ষষ্ঠী পাল ও কালী পালের বাড়িতে বৃহস্পতিবার (২৯ মে) রাতে। ডাকযোগে এজাহার পাঠিয়েছে সিংড়া থানায়। লোকজন অভিযোগ করেছে, ঘটনা জানানো হলেও পুলিশ আসেনি। এতে জনমনে আতঙ্ক আরও বেড়েছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে গোপীনাথের বাড়িতে গেলে তাদের চোখে মুখে আতঙ্কের ছাপ লক্ষ্য করা গেছে। ধর্ষিতাদের ভাই হিমাদ্রি জানিয়েছে, ভয়ে বোনদের ধর্ষণের ঘটনা বাদ দিয়ে চুরির কথা উল্লেখ করে থানায় মামলা করেছে।

সংবাদ, ৭ জুন ২০০৩

(১৬৫১)
গত নির্বাচনের আগে-পরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর ব্যাপক নির্যাতন হয়েছে ॥ 'গণতদন্ত কমিশন' রিপোর্ট

স্টাফ রিপোর্টার ঃ 'নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ ও সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ কমিটি' গত সাধারণ নির্বাচনের অব্যবহিত আগে ও পরে দেশের বিভিন্ন এলাকায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন-নিপীড়নের অভিযোগ তদন্ত করে খুন, লুটপাট, ধর্ষণ, চাঁদাবাজির মতো অপরাধের ব্যাপক প্রমাণ পেয়েছে। এই কমিটির 'গণতদন্ত কমিশন'-এর রিপোর্টে বলা হয়েছে, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সারা দেশে সংঘটিত ভয়াবহ সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনাবলী সংবাদপত্রে প্রকাশ পেলেও তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং পরবর্তীকালের চারদলীয় জোট সরকার গোটা বিষয়টিকে লঘু করে দেখেছিল, এ ব্যাপারে তাদের প্রতিক্রিয়া ছিল নিস্পৃহ ও নিরুত্তাপ।

রবিবার সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে 'গণতদন্ত কমিশন'-এর রিপোর্ট প্রকাশকালে তিন সদস্যের এই কমিশনের সভাপতি অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী বলেন, ওই নির্বাচনে জয়ী চারদলীয় জোটের সমর্থক সন্ত্রাসীরা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ, বিশেষ করে সংখ্যালঘুদের ওপর যে নির্যাতন চালিয়েছে সে সম্পর্কে সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরের কোনটিই ভিত্তিহীন নয়। ওই ঘটনাবলীর সময় সরকার ও প্রশাসন নির্যাতিতদের পাশে দাঁড়ায়নি, ফলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নির্যাতিত সদস্যরা এখন বলছে, তারা আর ভোট দিতে চায় না, আগামীতে তাদেরকে যেন ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেয়া হয়। রিপোর্টে এ ধরনের পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি রোধে ৭ দফা সুপারিশ করা হয়।

পহেলা অক্টোবর নির্বাচন অনুষ্ঠানের আগে থেকেই সারা দেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের খবর পাওয়া যায়, যা নতুন সরকার দায়িত্ব নেয়ার পরও অব্যাহত ছিল। এই প্রেক্ষাপটে সচেতন নাগরিকদের উদ্যোগে ২০০১ সালের ৬ নবেম্বর অধ্যাপক আনিসুজ্জামানকে আহ্বায়ক করে 'নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ ও সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ কমিটি' এবং তাদের তরফে অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীকে সভাপতি করে তিন সদস্যের 'গণতদন্ত কমিশন' গঠন করা হয়। ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ ছিলেন এর সদস্য এবং এ্যাডভোকেট তবারক হোসেইন সদস্য সচিব।

এই কমিশন খবরের কাগজে প্রকাশিত খবর, সরেজমিন তদন্ত, কমিশনে দেয়া সাক্ষ্য, বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থার রিপোর্ট পর্যালোচনা ইত্যাদির মাধ্যমে তদন্ত পরিচালনা করে রিপোর্টটি প্রস্তুত করেছে। সেটি প্রকাশ উপলক্ষে আহূত সংবাদ সম্মেলনে কমিশনের সদস্য সচিব, কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, সদস্য অধ্যাপক মুশাররফ হোসেন, অধ্যাপক অজয় রায়, অধ্যাপক হায়াৎ মামুদ, ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমেদ, অজয় রায় এবং জিয়াউদ্দিন তারেক আলী ছাড়াও অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, রাজনীতিক পংকজ ভট্টাচার্য, এনজিও নেত্রী রোকেয়া কবীর প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। ১০৩ পৃষ্ঠার এই রিপোর্টে নির্যাতনের ঘটনাবলীর সত্যতা প্রমাণের সপক্ষে বিস্তারিত তথ্য দিয়ে বলা হয়েছে, নির্বাচনপরবর্তী প্রথম দশ দিন দেশে কোন সরকার ছিল বলে মনে হয়নি, তখন পর্যন্ত ক্ষমতাসীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচন সম্পন্ন করার আনন্দে বিভোর ছিল, স্থানীয় সিভিল ও পুলিশ প্রশাসনও ছিল নির্লিপ্ত। ফলে সন্ত্রাসীরা আরও উৎসাহিত হয়েছে। বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে গঠিত সরকার দায়িত্ব নেয়ার পরও অবস্থার কোন উন্নতি হয়নি বরং তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়।

রিপোর্টে বলা হয়, নির্বাচনের আগে সন্ত্রাসী ও দুর্বৃত্তদের রাজনৈতিক সহিংসতার মূল লক্ষ্য ছিল রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ, কিন্তু সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে কে ভোটার আর কে রাজনৈতিক কর্মী তার তারতম্য করা হয়নি, নেতাকর্মী সাধারণ মানুষ নির্বিশেষে তাদের ওপর নির্যাতন চালানো হয়— যার নিকটউদ্দেশ্য ছিল বিশেষ একটি দলের তথাকথিত ভোট ব্যাংক অকার্যকর করে তোলা। নির্বাচনের পর এই লক্ষ্যবস্তুর ওপর নির্যাতনের মাত্রা বহুগুণে বৃদ্ধি পায় এবং সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে, এ সময় ধনী-নির্ধন, সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন নির্যাতিত হয়। সংবাদপত্রের খবর অনুযায়ী এতে প্রায় ৪ হাজার সংখ্যালঘু পরিবার বাস্তুচ্যুত হয়, হাজার হাজার মানুষ নিজ গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র, এমনকি দেশ ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। তদন্ত কমিশনের নেতা অধ্যাপক সিদ্দিকী বলেন, এর দূরলক্ষ্যটি খুবই দুশ্চিন্তার কারণ আর তা হচ্ছে, দেশ থেকে সংখ্যালঘুদের নিশ্চিহ্ন করা এবং পূর্বপরিকল্পিতভাবে তা করা হয়েছে।

রিপোর্টের সুপারিশমালায় বলা হয়েছে, সংখ্যালঘু জনগণের ওপর যে আক্রমণ সংঘটিত হয়েছে প্রকাশ্যে তার নিন্দা জানাতে হবে, নির্যাতনকারীদের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান নির্বিশেষে উপযুক্ত বিচারের সম্মুখীন করতে হবে, এ ধরনের নির্যাতন রোধ ও নিরাপত্তার জন্য পুলিশ ও জন-প্রশাসনকে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে বাধ্য করতে হবে, এ কাজে ইতোমধ্যেই যারা ব্যর্থ হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে, ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করতে হবে। কমিশন মনে করে, ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানটি পরবর্তীতে এমনভাবে পরিবর্তিত হয়েছে যার ফলে এই রাষ্ট্রটির দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে গেছে এবং দেশে উৎপীড়নমুখী সমাজ ব্যবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। তাই বাংলাদেশকে সামাজিক সুস্থিরতা ফিরিয়ে দিতে হলে সবচেয়ে আগে প্রয়োজন '৭২-এর সংবিধানের মূল রাষ্ট্রনীতির পুনর্স্থাপন এবং ধর্ম নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার- এই নীতির বাস্তবায়ন। এছাড়া সুপারিশে অবিলম্বে 'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন' গঠন করে তার মাধ্যমে সকল শ্রেণীর সংখ্যালঘু ও নারীর অধিকার নিশ্চিত করার কথাও বলা হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৯ জুন ২০০৩

(১৬৫২)
কুমারখালীতে তিন গ্রামের সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার ॥ প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল

কুষ্টিয়া, ৮ জুন, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার তিন গ্রামে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর বিএনপির মদদপুষ্ট সন্ত্রাসীদের অত্যাচার-নির্যাতন, চাঁদাবাজি, অপহরণ ও মুক্তিপণ আদায় এবং থানায় মামলা না নেয়ার প্রতিবাদে রবিবার দুপুরে গ্রামবাসীদের উদ্যোগে এক বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। কুমারখালী পাবলিক লাইব্রেরী মাঠ থেকে মিছিলটি বের হয়ে শহর প্রদক্ষিণ করে। পরে মিছিলকারীরা উপজেলা চত্বরে এক সমাবেশ করে এবং নির্বাহী অফিসার বরাবরে একটি স্মারকলিপি দেয়। এলাকাবাসী সূত্র জানায়, কুমারখালীর জগন্নাথপুর ইউনিয়নের হাসিমপুর, দয়ারামপুর ও মহেন্দ্রপুর গ্রামের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা দীর্ঘদিন ধরে অত্যাচার-নির্যাতন চালিয়ে আসছে। অবৈধ অস্ত্রধারী এসব সন্ত্রাসী গ্রামবাসীদের জিম্মি করে জোরপূর্বক তাদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের চাঁদা আদায় করে আসছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৯ জুন ২০০৩

(১৬৫৩)
বরকলে বৌদ্ধ বিহারের স্থান দখল ও ভাংচুরের প্রতিবাদে বিক্ষোভ স্মারকলিপি পেশ

রাঙ্গামাটি প্রতিনিধি ঃ বিডিআর কর্তৃক রাঙ্গামাটির বরকল উপজেলার ফালিটাঙ্যাচুগ বিদর্শন ভাবনা কেন্দ্রের (বৌদ্ধ বিহার) স্থান দখল, বৌদ্ধ মূর্তি ও আসবাবপত্র ভাংচুর এবং বুদ্ধ পতাকা নামানোর প্রতিবাদে গত শনিবার বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী লোকজন বিক্ষোভ মিছিল সহকারে প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে বরকল উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে স্মারকলিপি পাঠিয়েছেন।

প্রত্যন্ত এলাকা জেলার বরকল উপজেলার শত শত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী গত শনিবার বৌদ্ধ মন্দির ভাংচুরের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল সহকারে বরকল বাজার প্রদক্ষিণ করে বাজার সংলগ্ন মাঠে এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেন। এতে সভাপতিত্ব করেন ফ্যালিট্যাঙ্যাচুগ বিদর্শন ভাবনা কেন্দ্রের পরিচালনা কমিটির সভাপতি মঙ্গল চাকমা। এছাড়া সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা রাখেন সুদত্ত চাকমা প্রমুখ। পরে সভাশেষে বরকল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর বরাবর স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

যুগান্তর, ৯ জুন ২০০৩

(১৬৫৪)
কাপাসিয়ায় বাগান সাবাড়, বেদখল

কাপাসিয়া (গাজীপুর) প্রতিনিধি ঃ গাজীপুরের কাপাসিয়া উপজেলার গোশাইরগাঁও গ্রামের হিন্দু দাস পরিবারের একটি ফলের বাগান প্রকাশ্য দিবালোকে কেটে সাফ করে ২৪ শতাংশ জমি দখল করে নিয়েছে প্রভাবশালীরা। এ ব্যাপারে গতকাল রোববার ওই পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

এলাকাবাসী ও দাস পরিবারসূত্র জানায়, গত ৩ জুন বেলা ১১ টায় প্রভাবশালী ব্যক্তি অধ্যাপক মহসীন কবির রুমী ওই গ্রামের গোপাল চন্দ্র দাস ও রাখাল চন্দ্র দাসের রানীগঞ্জ

বাজারের মিষ্টির দোকানে গিয়ে ফলের বাগানটি তার নিজের বলে দাবি করে। এ সময় গোপাল, রাখাল ও তাদের মা বিভাসীনী দাস উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পত্তির ওপর রুমীর অন্যায় দাবির জোরালো প্রতিবাদ করেন। পরে রুমী তার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে দা, কুড়াল দিয়ে গোপালদের জমিতে লাগানো শতাধিক ছড়াওয়ালা কলাগাছ, অর্ধশতাধিক কাঁঠাল ও মেহগনি গাছ কেটে ফেলে।

দাস পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, রুমীরা বহুদিন ধরে সুকৌশলে জমি হাতিয়ে নেওয়ার জন্য বিভিন্নভাবে ভয়ভীতি দেখিয়ে আসছে। এ ব্যাপারে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান এম ওহাব খোকাকে জানালে তিনি বিষয়টি দেখবেন বলে জানান।

মহসীন কবির রুমী টঙ্গী সরকারি কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ও এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তি হওয়ায় গোপাল চন্দ্র দাসের পরিবারটি তাদের ভয়ে ও হুমকিতে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছেন। বাগান ধ্বংস ও জমি বেদখলের বিষয়টি স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের জানানোর কারণে নাখোশ রুমী আবারও দাস পরিবারটিকে ভিটেছাড়া করার হুমকি দিয়েছেন।

এ ব্যাপারে অধ্যাপক রুমীর সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি কাগজে-কলমে সেখানকার পাঁচ শতক জমির মালিক বলে দাবি করেন। কিন্তু পাঁচ শতক জমির মালিকানা দাবি করে ২৪ শতক জমির ফলবাগানের গাছ কেটে ফেলার ব্যাপারে বলেন, বিষয়টির সুরাহা করার জন্য তিনি এ কাজ করেছেন।

প্রথম আলো, ৯ জুন ২০০৩

(১৬৫৫)
মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক গৌরচন্দ্র বালাকে বসতভিটা থেকে উচ্ছেদের পাঁয়তারা

ফরিদপুর প্রতিনিধি ঃ মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক মুজিবনগর সরকারের ইস্ট-ওয়েস্ট জোনের অস্থায়ী চেয়ারম্যান সাবেক প্রাদেশিক ও গণপরিষদ এবং বাংলাদেশ সংবিধান প্রণয়ন কমিটির অন্যতম সদস্য সুপ্রিম কোর্টের প্রধান আইনজীবী গৌরচন্দ্র বালাকে সপরিবারে তার ফরিদপুর শহরের ঝিলটুলীর বসতভিটা থেকে উচ্ছেদের চেষ্টা চলছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

গত ৩ জুন ফরিদপুর প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে গৌরচন্দ্র বালার পরিবারের পক্ষ থেকে এই অভিযোগ করা হয়েছে। সম্মেলনে বলা হয়, ১৯৬২ সাল থেকে গৌরচন্দ্র বালা সপরিবারে ঝিলটুলী মৌজার ৮৬৫ নং দাগের ২৫ শতাংশ জমির ওপর নির্মিত বাড়িতে বসবাস করে আসছিলেন। বিভিন্ন সময় তাকে উচ্ছেদের প্রক্রিয়া চললেও তিনি বারবার আইনি লড়াইয়ে জয়ী হন। কিন্তু বর্তমানে এই সম্পত্তিটি একটি সংগঠনের নামে ও যোগসাজশে দখল করার পাঁয়তারা চলছে। সম্মেলনে বয়োবৃদ্ধ অসুস্থ নেতা গৌরচন্দ্র বালা ও তার পরিবারকে বসতভিটা থেকে উচ্ছেদ না করার জন্য প্রধানমন্ত্রী ও সরকারের কাছে আবেদন জানানো হয়।

ভোরের কাগজ, ৯ জুন ২০০৩

(১৬৫৬)
'মনে ভাববো এ দেশ আমাদের জন্য নয়'
মোরেলগঞ্জের পল্লীতে ধর্ষণশেষে হত্যার শিকার সবিতার স্বামী পালিয়ে বেড়াচ্ছে

পিরোজপুর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ পিত্রালয়ে বেড়াতে গিয়ে নরপশুদের গণধর্ষণশেষে হত্যার শিকার সবিতা রানীর স্বামী পীযুষ হালদার একমাত্র শিশুপুত্র পিন্টুকে নিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। নরপশুরা তাকে হত্যা করতে পারে এই আশঙ্কায় পীযূষ এখন আতঙ্কিত। নিজ

বাড়িতেও দু'দণ্ড সে শান্তিতে থাকতে পারছে না। প্রতি মুহূর্তেই কানে বাজছে জোট সমর্থিত সন্ত্রাসীদের হুঙ্কার, কেউ কিছু জানলে তোকেও চলে যেতে হবে পরপারে।

বুধবার রাতে মোরেলগঞ্জ উপজেলার বহরবুনিয়া গ্রামের রতিকান্তের মেয়ে সবিতা রানী তার স্বামী পীযূষসহ ৬ মাসের পুত্র পিন্টুকে নিয়ে বাবার বাড়ি বেড়াতে যায়। ঘটনার রাতে জোট সমর্থিত একদল সন্ত্রাসী ওই বাড়িতে ডাকাতির অজুহাতে এসে বাড়ির ছোট ছেলে লিটন সাদিয়ালকে খুঁজতে থাকে। কিন্তু এসময় সে বাড়িতে না থাকায় দুর্বৃত্তরা পেছনের বারান্দায় ঘুমিয়ে থাকা লিটনের ভগ্নিপতি পীযূষকে তার স্ত্রী সবিতা রানীর কাপড় ছিঁড়ে বেঁধে ফেলে এবং সবিতাকে উপর্যুপরি গণধর্ষণ করে। এসময় শিশুটি কেঁদে উঠলে তাকেও মাটিতে ছুড়ে ফেলে দেয়। যাওয়ার সময় তারা সবিতাকে হত্যা করে যায়। আর পীযূষকে বলে যায় এ কথা যেন কেউ না জানে।

রোববার বিকেলে পীযূষের বাড়ি পিরোজপুর জেলার জিয়ানগর উপজেলার রামচন্দ্রপুর গ্রামে গিয়ে পীযূষের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করলে প্রথমে সে মুখ খুলতে নারাজ ছিল। একপর্যায়ে হাউমাউ করে কেঁদে ফেলে সেই রাতের বিবরণ জানায়। সে 'সংবাদ'কে জানায়, নরপশুরা পাশবিকতা এবং হত্যাশেষে যাওয়ার সময় বলে যায়, আমরা সরকারি দলের লোক। কাজেই আমাদের কিছু কেউ করতে পারবে না। নিজেদের মধ্যে নাম ধরে ডাক দেয়ায় সে রাজ্জাক ও সাইদুল নামে দু'জনের নাম বলতে পেরেছে।

এদিকে মাত্র ৬ মাসের পুত্র তার মাকে হারিয়ে শুধুই কাঁদছে। পীযূষের মা জানালেন, কী করে এই বাচ্চাকে সে সামলাবে। তাদেরও চোখেমুখে ভীতি কখন আবার ওই চক্র এসে তাদের ছেলে পীযূষকে হত্যা করে। শেষ পর্যন্ত পীযূষের পিতা জানালেন, পুত্রবধূকে হারিয়েছি। পুত্র আর নাতি হারাতে চাই না। প্রয়োজনে দেশ ত্যাগ করে ভারতে চলে যাব। মনে ভাববো এ দেশ আমাদের জন্য নয়।

সংবাদ, ১০ জুন ২০০৩

(১৬৫৭)
আড়াইহাজারে ডাকাতি ৩০ ভরি স্বর্ণালঙ্কার লুট

আড়াইহাজার (নারায়ণগঞ্জ) সংবাদদাতা ঃ আড়াইহাজারে এক বৌ-ভাত অনুষ্ঠানে দুর্ধর্ষ ডাকাতি হয়েছে। মেহমানসহ বাড়ির লোকজনকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে ৩০ ভরি স্বর্ণালঙ্কার লুট করেছে ডাকাতরা।

রোববার রাতে আড়াইহাজার উপজেলার ফতেপুর ইউনিয়নের সুলতান সাদী গ্রামের ব্যবসায়ী সুখেন্দ্র দাসের বাড়িতে তার ছেলে সুকমল দাসের বৌ-ভাত অনুষ্ঠানশেষে রাত ২টায় ২৫/৩০ জনের মুখোশধারী একদল ডাকাত অস্ত্রের মুখে বাড়ির ও বৌ-ভাত অনুষ্ঠানে আগত মেহমানদের জিম্মি করে তাদের ব্যবহৃত প্রায় ৩০ ভরি স্বর্ণালঙ্কার লুট করে নিয়ে যায়। ডাকাতি করে চলে যাওয়ার সময় বাড়ির লোকজন চিৎকার করলে ডাকাতদল এলাকায় ১০/১২টি শক্তিশালী ককটেলের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে জনগনের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করে বীরদর্পে এলাকা ত্যাগ করে।

সংবাদ, ১০ জুন ২০০৩

(১৬৫৮)
নওগাঁ শহরে ডাকাতিশেষে গৃহবধূকে ধর্ষণের অভিযোগ

নওগাঁ থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ নওগাঁ শহরের উপকণ্ঠে শালুকা এলাকার একটি পরিবারে ডাকাতিশেষে গৃহবধূকে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে।

অন্যদিকে নওগাঁ সদর থানা পুলিশ কর্তৃক ধর্ষিতা এবং তার ৭ মাসের শিশু সন্তানের সঙ্গে অমানবিক আচরণের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

জানা গেছে, শহরের উপকণ্ঠে বিসিক শিল্প নগরীর দক্ষিণ পাশে শালুকা গ্রামের গোপাল প্রামানিকের বাড়িতে ৩ জুন মধ্যরাতে একদল ডাকাত প্রবেশ করে অস্ত্রের মুখে সকলকে জিম্মি করে স্বর্ণালঙ্কারসহ মূল্যবান সামগ্রী লুট করে। ডাকাতিশেষে অস্ত্রের মুখে জোরপূর্বক ওই গৃহবধূ ২ সন্তানের জননীকে তুলে নিয়ে গিয়ে পার্শ্ববর্তী মাঠে পালাক্রমে ধর্ষণ করে। পরের দিন ৪ জুন ধর্ষিতার বর্ণনা অনুযায়ী গ্রামবাসী একই গ্রামের হাতেম আলী ও শহিদুল ইসলামকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে। পরবর্তীতে ধর্ষিতার স্বামী এ ব্যাপারে ৫ জনকে আসামি করে সদর থানায় মামলা দায়ের করে। পুলিশ ডাক্তারি পরীক্ষাসহ জবানবন্দি গ্রহণের কথা বলে নিরাপত্তা হেফাজতের নামে ৪ জুন সারারাত প্রচণ্ড গরমের মধ্যে ৭ মাসের শিশু সন্তানসহ ধর্ষিতাকে থানাহাজতে তালাবদ্ধ করে রাখে। ভ্যাপসা গরমে শিশুটি অসুস্থ হয়ে বমি করতে শুরু করলে ধর্ষিতার চিৎকারে থানা ভবনে উপস্থিত পুলিশ সদস্যরা তাদের থানাহাজত থেকে বের করে অন্য একটি কক্ষে তালাবদ্ধ করে রাখে।

এদিকে ৫ই জুন ডাক্তারি পরীক্ষার পর ধর্ষিতাকে তার স্বামীর হেফাজতে প্রদান করা হয়েছে। অন্যদিকে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা আটককৃত ২ আসামিকে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করে রিমান্ডের আবেদন জানালে আদালত ২ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

সংবাদ, ১০ জুন ২০০৩

(১৬৫৯)
রায়গঞ্জে আদিবাসী গৃহবধূ ধর্ষণের শিকার

রায়গঞ্জ থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক ঃ রায়গঞ্জ উপজেলার প্রত্যন্ত প্রতাপদিঘি গ্রামের আদিবাসী সম্প্রদায়ের গৃহবধূ বুলবুলি রানী (২৫) ধর্ষিত হয়েছে। থানা পুলিশ ধর্ষিতার মামলা গ্রহণ করেনি। উপরন্তু বাদিনীসহ অন্যদের হয়রানির জন্য ধর্ষক থানায় ডাকাতির মামলা করেছে।

ধর্ষণের ঘটনাটি ঘটেছে ২২ মে রাতে। ওইদিন রাতে বুলবুলির স্বামী মঙ্গলা মুরারী বাড়িতে ছিল না। এ সুযোগে গ্রামের প্রভাবশালী আহসান আলী রাতে বুলবুলির ঘরে ঢুকে ধর্ষণ করে। পরদিন বুলবুলি ও তার স্বামী থানায় ধর্ষণের মামলা করতে যায়। পুলিশ মামলা নেয়নি। নানা টালবাহানা করে। এ সুযোগে ধর্ষক আহসান বুলবুলির স্বামীসহ ৭ জনকে আসামি করে রায়গঞ্জ থানায় ২৯ মে মামলা করে। ডাকাতির মামলার পর পুলিশ এদের গ্রেফতারে তৎপর হয়। অবস্থা বেগতিক দেখে বুলবুলি ৩১ মে আদালতে হাজির হয়ে আহসানের বিরুদ্ধে ধর্ষণের মামলা করে। আদালত তদন্ত করে রিপোর্ট প্রদানের জন্য রায়গঞ্জ থানাকে নির্দেশ দিয়েছে।

সংবাদ, ১০ জুন ২০০৩

(১৬৬০)
চট্টগ্রামে আরো এক বৌদ্ধ ভিক্ষু খুন, ড্রেনে পড়ে ছিল গলিত লাশ

চট্টগ্রাম অফিস ঃ চট্টগ্রামে আবারো এক বৌদ্ধ ভিক্ষুকে খুন করা হলো। সন্ত্রাসীরা তাকে খুন করে লাশ নগরীর একটি ড্রেনে ফেলে রাখে। গতকাল সোমবার সকাল ১১টার দিকে বহদ্দারহাট এলাকায় একটি ড্রেন দিয়ে লাশটি ভেসে যাওয়ার সময় স্থানীয় জনসাধারণ দেখে

পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ গেরুয়া পোশাক পরা ওই বৌদ্ধ ভিক্ষুর অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করে।

চান্দগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সৈয়দ মেজবাহ উদ্দিন গতকাল সন্ধ্যায় ভোরের কাগজকে জানিয়েছেন, স্থানীয় জনসাধারণ লাশটি ভেসে যেতে দেখে থানায় খবর দিলে তারা ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশটি উদ্ধার করে পোস্টমর্টেমের জন্য লাশ মর্গে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তিনি আরো জানিয়েছেন, নিহত বৌদ্ধ ভিক্ষুর বয়স আনুমানিক ৫৫ বছর হবে। সম্ভবত তিন-চার দিন আগে তাকে খুন করে সেখানে লাশ ফেলে রাখা হয়। লাশের ডানদিকের চোখে আঘাতের চিহ্ন ছিল।

অজ্ঞাতনামা এই বৌদ্ধ ভিক্ষুকে যে খুন করা হয়েছে, এ ব্যাপারে পুলিশ মোটামুটি নিশ্চিত। যেহেতু গতকাল সন্ধ্যা সোয়া ৬টা পর্যন্ত তার ব্যাপারে কোনো খোঁজখবর পাওয়া যায়নি বা কেউ মামলা করতে আসেনি, তাই তারা অপেক্ষা করবেন মামলা নেওয়ার জন্য। থানা পুলিশ চট্টগ্রামে বৌদ্ধ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট মামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলেও জানা গেছে।

প্রসঙ্গত, গত বছর রাউজানের হিঙ্গলায় ওয়ারাপুঞ্ঞা বৌদ্ধ অনাথালয়ের প্রতিষ্ঠাতা জ্ঞানজ্যোতি মহাস্থবিরকে ওই আশ্রমে তার শয়নকক্ষে নৃশংসভাবে খুন করার ঘটনার পর দেশীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে ব্যাপক সমালোচনা হয়। এরপর আরো কয়েকজন বৌদ্ধ ভিক্ষুকে নানাভাবে হুমকি দিয়েছে সন্ত্রাসীরা। ফটিকছড়িতে এ বৌদ্ধ ভিক্ষুকে কয়েক মাস আগে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিল সন্ত্রাসীরা। পরে তাকে বেদম মারধর করে জঙ্গলে মুক্তি দিয়ে চলে যায়।

দীর্ঘ ১ বছরেরও বেশি পার হয়ে গেলেও আজ পর্যন্ত বৌদ্ধভিক্ষু জ্ঞানজ্যোতি মহাস্থবির হত্যামামলার কোনো চার্জশিট দেওয়া হয়নি। ওই নির্মম হত্যাকাণ্ডের কয়েকজন আসামি গ্রেপ্তার হলেও সিআইডি রহস্যজনক কারণে চার্জশিট দিচ্ছে না। অথচ অভিযুক্ত আসামিরা রাউজানে প্রকাশ্যে অস্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এসব সন্ত্রাসী বিএনপির বিতর্কিত নেতা সা. কা. চৌধুরীর আশ্রিত বলে সিআইডি আসামিদের গ্রেপ্তার ও চার্জশিট দিতে অযথা কালক্ষেপণ করছে বলে জানা গেছে।

গতকাল যে বৌদ্ধভিক্ষুর লাশ পাওয়া গেছে তার পরিচয় ও এর পেছনে কারা জড়িত, তা সঠিক অনুসন্ধানের দাবি জানিয়েছেন বৌদ্ধ নেতৃবৃন্দ।

ভোরের কাগজ, ১০ জুন ২০০৩

(১৬৬১)
বটিয়াঘাটায় বাড়ি থেকে ধরে এনে ৩ ব্যক্তিকে গুলি করে কুপিয়ে হত্যা

খুলনা প্রতিনিধি ঃ জেলার বটিয়াঘাটা থানা এলাকায় গত রোববার গভীর রাতে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে সশস্ত্র ব্যক্তিরা এক যুবকসহ ৩ ব্যক্তিকে জবাই ও গুলি করে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। একই সঙ্গে ধরে আনা অপর এক ব্যক্তি তাদের হাত থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে বলে গ্রামবাসী জানিয়েছে। গতকাল সোমবার পুলিশ পৃথক দুটি বিল থেকে লাশগুলো উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে প্রেরণ করেছে। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ ২ রাউন্ড তাজা থ্রি নট থ্রি গুলি উদ্ধার করেছে। নৃশংস এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় হিন্দু সম্প্রদায় অধ্যুষিত চরা ও রাজবাঁধ গ্রামবাসী আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় লোকজনের সূত্রে জানা গেছে, গত রোববার রাত আনুমানিক দেড়টায় বটিয়াঘাটা থানার চরা গ্রামে ২০/২৫ জনের একদল সশস্ত্র ব্যক্তি হানা দিয়ে নিজের মুদির দোকানে ঘুমিয়ে থাকা অতুল গোলদারের পুত্র বিরেন গোলদার ওরফে বড়ো ঠাকুরকে (৪৫)

ধরে নিয়ে যায়। পরে রাত আনুমানিক ২টায় একই গ্রামের বাসিন্দা খুলনা নগরীর নিরালা বাজারে একটি ফ্যাক্স-ফোনের দোকানের কর্মচারী নির্মল মণ্ডলের পুত্র অনুতম মণ্ডলকে (২০) তার বাড়ি থেকে ধরে আনে। গতকাল সোমবার সকালে গ্রামবাসী পার্শ্ববর্তী দরগাতলা বিলে হাফপ্যান্ট পরা বিরেনের এবং পাশেই চোখে গামছা বাঁধা লুঙ্গি পরিহিত অনুতমের জবাই করা লাশ পড়ে থাকতে দেখে। দুটি লাশের বুকেই গুলির চিহ্ন রয়েছে। নিহত বিরেনের শিব শংকর নামে এক ছেলে ও উন্নতি এবং লাবলী নামে দুই মেয়ে রয়েছে। অনুতম ২ মাস পূর্বে বিয়ে করেছে।

অপরদিকে চরা গ্রামের কাছে রাজবাঁধ গ্রাম থেকে রাত আনুমানিক ৩টায় একদল সন্ত্রাসী নিশিকান্ত রায়ের পুত্র দর্জি ও পোনা মাছের ব্যবসায়ী বলরাম রায়কে (৩৫) ২০/২৫ জনের একদল সশস্ত্র ব্যক্তি ধরে নিয়ে যায়। গতকাল সোমবার সকালে পার্শ্ববর্তী টিকরাবাঁধ বিল থেকে তার বিচ্ছিন্ন মাথা ও জবাই করা লাশ পুলিশ উদ্ধার করেছে। সে সবুজ রায় (১০) ও প্রতিমা রায় (১৩) নামের ২ ছেলেমেয়ের পিতা। অপরদিকে রাতে পার্শ্ববর্তী বাঁশবাড়িয়া গ্রাম থেকে রবিন বৈরাগী (৩৫) নামে অপর এক ব্যক্তিকে সশস্ত্র ব্যক্তিরা ধরে নিয়ে আসে। কিন্তু সে কৌশলে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়।

হিন্দু সম্প্রদায় অধ্যুষিত চরা ও রাজবাঁধ গ্রামের মানুষরা চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। তারা আতঙ্কে মুখ খুলছে না। পুলিশ এখনো হত্যাকাণ্ডের কারণ সম্পর্কে কিছু উদঘাটন করতে পারেনি। ঘটনাস্থলে উপস্থিত ডিআইজি সাংবাদিকদের জানান, তদন্ত না করে এখনো কিছু বলা যাবে না। একই সময় উপস্থিত জেলা পুলিশ সুপার হাবিবুর রহমান জানান, বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি ঘটনাটি ঘটিয়েছে বলে তিনি প্রাথমিক তথ্য পেয়েছেন।

স্থানীয় সাংসদ পঞ্চানন বিশ্বাস, খুলনা রেঞ্জের ডিআইজি এম এ আজিজ সরকারসহ সরকারি গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তা ও জেলা পুলিশের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। স্থানীয় লোকজন তাদের আতঙ্কের কথা জানালে পুলিশ কর্মকর্তারা তাদের নিরাপত্তা প্রদান করা হবে এবং হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তার করা হবে বলে জানায়।

ভোরের কাগজ, ১০ জুন ২০০৩

(১৬৬২)
এক লাখ টাকা মুক্তিপণে রফা!
সুনামগঞ্জের অপহৃত স্কুল শিক্ষক ১৬ দিন পর নেত্রকোনায় উদ্ধার

পঙ্কজ দে, সুনামগঞ্জ থেকে ঃ সুনামগঞ্জের তাহিরপুর থেকে অপহৃত সুনিল তালুকদার ওরফে কন্টু মাস্টারকে ১৬ দিন পর শনিবার গভীর রাতে নেত্রকোনার পাঁচগাঁও সীমান্ত থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। সোমবার সকালে তাহিরপুর থানা পুলিশ তাকে তার পরিবারের কাছে হস্তান্তর করেছে। জনৈক ইউপি চেয়ারম্যান ও স্থানীয় গণ্যমান্যদের মধ্যস্থতায় এক লাখ টাকা মুক্তিপণের বিনিময়ে জলদস্যুরা তাকে ছেড়ে দিয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।

গত ২২ মে গভীর রাতে অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক সুনিল তালুকদারকে তার গ্রামের বাড়ি তাহিরপুর উপজেলার ভবানিপুর থেকে অপহরণ করে জলদস্যুরা। অপহরণের সময় গ্রামবাসী বাধা দিলে অপহরণকারীরা কয়েক রাউন্ড গুলিবর্ষণ করে তাকে নিয়ে পালিয়ে যায়। এ সময় তারা একটা চিরকুট রেখে যায় যাতে লেখা ছিল ৬ লাখ টাকা নিয়ে গ্রামের দুজন নেত্রকোনার চান্দের ডিঙ্গা সীমান্তের কাছাকাছি এলে সুনিল তালুকদারকে ছেড়ে দেওয়া হবে। পুলিশকে না জানানোর জন্যও শাসিয়ে যায় তারা।

নেত্রকোনা ও সুনামগঞ্জের পুলিশ ১৫ দিন চেষ্টা করে অপহরণকারী দলের তিনজনকে একটি নৌকাসহ আটক করে।

অবশেষে গত শনিবার গভীর রাতে পুলিশ সুনিল তালুকদারকে নেত্রকোনার পাঁচগাঁও সীমান্ত থেকে উদ্ধার করে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, তাহিরপুরের দক্ষিণ শ্রীপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হারুনুর রশীদ ও এলাকার গণ্যমান্যদের মধ্যস্থতায় এক লাখ টাকা মুক্তিপণে জলদস্যুদের সঙ্গে সুনিলের পরিবারের রফা হওয়ার পর জলদস্যুরা তাকে সেখানে রেখে যায়।

সোমবার সকালে তাহিরপুর থানা পুলিশ সুনিল তালুকদারকে তার পরিবারের কাছে হস্তান্তর করেছে বলে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সেলিম মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর জানিয়েছেন। তবে মুক্তিপণ দেওয়ার বিষয়টি তার জানা নেই বলে তিনি জানান।

ভোরের কাগজ, ১১ জুন ২০০৩

(১৬৬৩)
৫ দিনেও পুলিশ মামলা নেয়নি
নবাবগঞ্জে আদিবাসী পুরোহিতকে ছুরিকাঘাত ও এসিডদগ্ধ করেছে সন্ত্রাসীরা

পার্বতীপুর প্রতিনিধি ঃ দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলায় সন্ত্রাসীরা মন্দিরের এক পুরোহিতকে রাতের অন্ধকারে ধারালো অস্ত্র দিয়ে রক্তাক্ত জখম করে মুখে এসিড ঢেলে দিয়েছে। এ ঘটনায় এলাকার সংখ্যলঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

জানা গেছে, সম্প্রতি ৭ লাখ ৭৮ হাজার টাকা ব্যয়ে নবাবগঞ্জ উপজেলার আনন্দ বাজারে আদিবাসীদের বৌদ্ধ বিহার মন্দিরের নির্মাণকাজ শুরু হয়। সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার নির্মাণকাজ অত্যন্ত নিুমানের ও দায়সারাভাবে করতে থাকলে ঠিকাদারের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ মন্দির নির্মাণকাজ বন্ধ করে দেয়। এরই জের ধরে গত বুধবার রাতে ঠিকাদারের লেলিয়ে দেওয়া একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী মন্দিরে প্রবেশ করে পুরোহিত বানতেকে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে রক্তাক্ত জখম করে মুখে এসিড ঢেলে দেয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় পুরোহিতকে নবাবগঞ্জ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে অভিযোগ দায়ের করার পর ৫ দিনেও পুলিশ রহস্যজনক কারণে মামলা গ্রহণ করেনি। এ ঘটনায় এলাকার সংখ্যালঘু আদিবাসীদের মাঝে আতঙ্ক বিরাজ করছে।

ভোরের কাগজ, ১১ জুন ২০০৩

(১৬৬৪)
ভোলায় ৮ মাসে সংখ্যালঘু পরিবারের তিন বোনকে অপহরণ ও ধর্ষণ করেছে এক নরপশু

শওকত মিলটন, বরিশাল থেকে ঃ শ্রীধাম তেলী এখন নীরবে চোখের জল ফেলেন। আর নিজের ভাগ্যকে অভিসম্পাত করেন। ছোট মেয়েকেও তিনি রক্ষা করতে পারলেন না। তাঁর ১৫ বছরের কিশোরী কন্যা কুঞ্জবালাকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে সন্ত্রাসী নসু মুন্সী। এ নিয়ে নসু মুন্সী ঐ পরিবারের তিন বোনকে অপহরণ করে ধর্ষণ করেছে আট মাসেরও কম সময়ে। আর এ কারণে ইতোপূর্বে ধর্ষিত দুই বোনেরই স্বামী তাদের ছেড়ে গেছে। নসু মুন্সীর দাপটে থানা পুলিশও কিছু বলে না। অপহরণের ৬ দিন পেরিয়ে গেলেও কুঞ্জবালাকে উদ্ধারের কোন উদ্যোগ নেই তাদের। এমনকি মামলাও নেয়নি। উপকূলীয় জেলা ভোলার সাগরকূলের চরফ্যাশন উপজেলায় এ ঘটনা ঘটেছে।

চরফ্যাশন উপজেলা থেকে ৩০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে দুর্গম ইউনিয়ন চরকলমী ইউপির চরহরিষ গ্রাম। ঐ গ্রামে সাংবাদিক ও এনজিও প্রতিনিধিদের একটি দল খবর পেয়ে এ ঘটনা সরেজমিন অনুসন্ধান করতে যায়। আর সেখানে গিয়ে জানা যায়, বর্বরতার করুণ কাহিনী। গত আট মাসের মধ্যে একই পরিবারের তিন বোনকে অপহরণ করে ধর্ষণের কাহিনী শুনে হতবাক হতে হয় সবাইকে। হরিষ ব্রিজের উত্তরপাশে বলরাম তেলী ও শ্রীধাম তেলীর বাড়ি। আর এলাকাটিও তেলীপাড়া। দু'ভাই গ্রামের হাটে হাটে ফেরি করে তেলেভাজা বিক্রি করে। আর এ দিয়ে চলে তাদের অভাবের সংসার।

বাড়ির পাশেই বাটুর হাটের খাল। আর এ খালের অপর পাড়েই নসু মুন্সীর বাড়ি। তার বয়স ৪৫। পেশা গ্রামে মাতবরী করা। সালিশ ব্যবসাই তার আয়ের মূল উৎস। দুই বউ ও ১১টি ছেলেমেয়ে তার।

গত ৪ জুন আর দশটি দিনের মতোই খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠে কুঞ্জবালা। পুকুরঘাটে মুখ ধুতে গেলে অস্ত্রের মুখে নসু মুন্সী ও তার সঙ্গের ৪/৫ জন কুঞ্জবালাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। আর তাকে অপহরণের সময় নসু মুন্সীর সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা তেলী বাড়ির চারপাশ ঘিরে রাখে।

নসু মুন্সীর পরিবারের সদস্যরাও অকপটে নসু মুন্সীর এই অপকর্মের কথা স্বীকার করেন। তার দ্বিতীয় স্ত্রী নাজমা বেগম জানান, নসু মুন্সী তার সহযোগী কাশেম ও গনিসহ কয়েকজনকে নিয়ে এ ঘটনা ঘটায়। ঘটনার আগের দিন রাতে বাড়িতে বসেই এই পরিকল্পনা করে নসু মুন্সী ও তার সঙ্গীরা। পরিকল্পনা অনুযায়ী কুঞ্জবালাকে অপহরণের পর নসু মুন্সী তার বাড়িতে নিয়ে আসে তাকে। তারপর সেখান থেকে বোরখা পরিয়ে মাঝেরচর দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যায়। এমনকি নসু মুন্সীর বড় ভাইয়ের ছেলে স্বপনও এ ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন।

তেলী বাড়িতে গত আট মাসে এ নিয়ে অপহরণের ঘটনা তিনটি। শ্রীধাম তেলীর বড় মেয়ে রঞ্জিতা। তার বিয়ে দেয়া হয়েছিল পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার বিশারত গ্রামে। গত মাঘ মাসে সে তার স্বামীকে নিয়ে বাবার বাড়িতে বেড়াতে আসে। নসু মুন্সী ও তার লোকজন রঞ্জিতাকে তার স্বামীর বিছানা থেকে তুলে নিয়ে যায়। তিনদিন পর রঞ্জিতাকে ভোলার ইলিশা থেকে উদ্ধার করা হয়। কিন্তু নিরাপত্তা ও লোকলজ্জার ভয়ে শ্রীধাম তেলী নসু মুন্সীর বিরুদ্ধে মামলা করেনি। ঘটনার পর রঞ্জিতার স্বামী রঞ্জিতাকে ছেড়ে চলে যায়।

এরও চার মাস আগে রঞ্জিতা-কুঞ্জবালার চাচাত বোন, বলরাম তেলীর মেয়ে জ্যোৎস্নাকেও (১৯) অপহরণ করে ধর্ষণ করা হয়। একই কারণে তাকেও তার স্বামী ত্যাগ করেছে। এই দু'বোন এখন বাবার বাড়িতে থাকে। এ ঘটনারও কোন মামলা হয়নি।

তেলী বাড়িতে গিয়ে মুখোমুখি হতে হয় কন্যার সম্ভ্রমহানিতে দিশাহারা শ্রীধাম তেলী ও তার স্ত্রী বিমলা রানীর। বিমলা রানী জানান, ঘটনার দিন সন্ধ্যায়ই কুঞ্জবালার বাবা চরফ্যাশন থানায় তার কন্যা অপহরণের অভিযোগ দায়ের করে। শ্রীধাম তেলী জানান, তিনি অভিযোগ দিলেও থানা মামলা নেয়নি।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, ঘটনার দু'দিন পরে ৬ জুন চরফ্যাশন থানার এসআই শাহজালাল এ ঘটনার তদন্তে আসেন। কিন্তু তিনি চরহরিষ গ্রাম পর্যন্ত না এসে চরকলমীর নলুয়া বাজারে বসে দায়সারাভাবে তার তদন্ত কাজ চালান। যাবার সময় শ্রীধাম তেলীকে টাকা নিয়ে থানায় যোগাযোগ করতে বলেন। দীন-দরিদ্র শ্রীধাম তেলীর পক্ষে টাকা যোগাড় করা সম্ভব হয়নি বলে তিনিও আর থানায় যাননি। এ ব্যাপারে শ্রীধাম তেলীকে প্রশ্ন করা হলে তিনি এর সত্যতা স্বীকার করেন।

সাংবাদিক সম্মেলন ও বিক্ষোভ

ভোলা থেকে আমাদের সংবাদদাতা হাসিব রহমান জানান, সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান (সুপ্র) কুঞ্জবালাকে অপহরণের প্রতিবাদ, পুলিশের ভূমিকার নিন্দা ও নসু মুন্সী ও কাদের গংয়ের

গ্রেফতার ও শাস্তির দাবিতে ভোলায় বিক্ষোভ এবং সাংবাদিক সম্মেলন করেছে। তারা এ ঘটনার প্রতিবাদে জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারের কাছে স্মারকলিপি পেশ করেছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১১ জুন ২০০৩

(১৬৬৫)
নীলফামারীতে ব্যবসায়ীর রহস্যজনক মৃত্যু ॥ লাশ তড়িঘড়ি মাটিচাপা!

নীলফামারী, **১১** জুন, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জেলা সদরের সোনারায় ইউনিয়নের উল্টাপাড়া গ্রামের মুড়ি ব্যবসায়ী উপেন্দ্রনাথের রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনায় এলাকায় তোলপাড় শুরু হয়েছে। ঘটনাটি ধামাচাপা দিতে এলাকার প্রভাবশালী মেম্বার নূরুল ইসলাম মৃত উপেন্দ্রনাথের পরিবারকে লাশটি পুলিশের মাধ্যমে বেওয়ারিশ হিসাবে ময়নাতদন্তের পর মাটিচাপা দিয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। তবে পুলিশ লাশের ছবি তুলে রাখায় ঘটনার নায়করা লাশের ছবি গায়েব করার পাঁয়তারা করছে।

অভিযোগ উঠেছে, মোটা অঙ্কের টাকার ধারদেনার সাক্ষী মুড়ি ব্যবসায়ী ও এলাকার সৎ ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত উপেন্দ্রনাথকে (৪০) খাদ্যের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে খাইয়ে জোরপূর্বক গত **৩১** মে শনিবার সকালে ট্রেনে চড়িয়ে দেয়া হয়। এরপর সৈয়দপুর রেলওয়ে পুলিশ উপেন্দ্রনাথকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করে। এ ব্যাপারে সৈয়দপুর জিআরপি থানায় মামলা হয়েছে, নম্বর ৬। রেলওয়ে পুলিশ মৃত উপেন্দ্রনাথের পকেটে থাকা কাগজের ঠিকানায় খবর দিলে প্রভাবশালীরা সৈয়দপুর গিয়ে লাশ চেনে না বলে জানিয়ে দিলে রেলপুলিশ উপেন্দ্রনাথের লাশ বেওয়ারিশ হিসাবে দিনাজপুরে পাঠিয়ে ময়নাতদন্তের পর ঘটনার তিনদিন পর আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলামের মাধ্যমে মাটি চাপা দেয়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১২ জুন ২০০৩

(১৬৬৬)
ফটিকছড়িতে স্বর্ণকার অপহৃত

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি ঃ ফটিকছড়িতে সন্ত্রাসীরা গতকাল বৃহস্পতিবার এক স্বর্ণকারকে অপহরণ করেছে।

জানা গেছে, গতকাল সকাল **১০**টার দিকে ৪ জন সন্ত্রাসী ট্যাক্সিযোগে পাইন্দং বৃন্দাবন হাট থেকে স্বর্ণকার বিধান বনিক (৩৫)কে অপহরণ করে। পুলিশ খবর পেয়ে আজিমপুরস্থ দিদার বাহিনীর আস্তানায় অভিযান চালিয়েও অপহৃত স্বর্ণকারের হদিস পায়নি। গতকাল সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত অপহৃতকে উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ।

আজকের কাগজ, ১৩ জুন ২০০৩

(১৬৬৭)
মগের মুল্লুক!

বরিশাল ব্যুরো ঃ পুত্রের অসম প্রেমের কারণে এক পিতাকে এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এমনকি গোটা পরিবারকে এলাকা ছেড়ে যেতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ কাজটি করেছেন এক ইউপি চেয়ারম্যান। অসহায় পিতা ফসলী জমি বিক্রি করে ৯০ হাজার টাকা জরিমানা পরিশোধ করেছেন। তারপরও পিতা-পুত্র পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। আতংকের মধ্যে দিনযাপন করছেন পরিবারের অন্যরা। উজিরপুর উপজেলার বর্ধিষ্ণু ইউনিয়ন ধামরা। আন্ধারমানিক ওই ইউনিয়নেরই একটি গ্রাম। এ ঘটনা আন্ধারমানিক গ্রামের। আন্ধারমানিক গ্রামেই বংশ পরম্পরায় বসবাস করছেন রাধাকান্ত মিস্ত্রি। তার ছেলে রমেশ মিস্ত্রির একই গ্রামের মতিউর রহমানের মেয়ে জেসমিন আক্তারের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে প্রেম ছিল। গত মে মাসের শেষদিকে জেসমিন আক্তার রমেশ মিস্ত্রির হাত ধরে ঘর বাঁধার স্বপ্ন নিয়ে অজানার উদ্দেশে ঘর ছাড়ে। এ ঘটনার পর এলাকার প্রভাবশালীরা রাধাকান্ত মিস্ত্রির ওপর চাপ সৃষ্টি করে। এলাকার চেয়ারম্যান দু'পক্ষকেই এলাকা ছেড়ে চলে যেতে বলেন। তবে মতিউর রহমানের পরিবারকে চলে যেতে বলা ছিল লোক দেখানো বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। একপর্যায়ে এ নিয়ে গ্রামে সালিশ বসে। চেয়ারম্যান রাধাকান্ত মিস্ত্রিকে সালিশির দিন ছেলে-মেয়েকে হাজির করার নির্দেশ দেন। সালিশের দিন মেয়েকে তার বাবার কাছে ফেরত দেয়া হয়। আর ছেলেকে নিয়ে উপস্থিত হন রাধাকান্ত মিস্ত্রি। সালিশ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন চেয়ারম্যান আবদুল হালিম, এক ইউপি সদস্য ও গ্রামের কয়েকজন সমাজপতি। সালিশিতে 'মুসলিম মেয়ের সঙ্গে প্রেম করার অপরাধে' ছেলের বাবা রাধাকান্ত মিস্ত্রিকে এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। রাধাকান্ত মিস্ত্রি এই রায় মেনে নিতে বাধ্য হন। দু'কিস্তিতে পানির দামে জমিজমা বেচে ৯০ হাজার টাকা তুলে দেন চেয়ারম্যানের হাতে। ৯০ হাজার টাকার মধ্যে ৫০ হাজার টাকা দেয়া হয়েছে মেয়ের পরিবারকে। বাকি টাকা চেয়ারম্যান হালিম আত্মসাৎ করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। তারপরও এলাকা ছাড়ার অব্যাহত হুমকির কারণে রাধাকান্ত মিস্ত্রি এলাকা ছাড়েন। এলাকা ছাড়ে রমেশ মিস্ত্রিও। ১০ হাজার টাকা প্রায় মাস পেরিয়ে গেলেও না পাওয়ার কারণে দু'তিনদিন আগে রাধাকান্ত মিস্ত্রির আরেক ছেলে রঙ্গলাল মিস্ত্রি ধামুরা বন্দরে এলে চেয়ারম্যান হালিম সরদার ও ছাত্রদল ক্যাডার সোহাগ তাকে মারধর করে। সেই সঙ্গে তাদের পরিবারকে এলাকা ছাড়ার নির্দেশ দেয়া হয়। এ ঘটনা ঘটেছে অনেকের সামনেই। শেষ পর্যন্ত রঙ্গলাল মার খেয়ে মঙ্গলবার বাকি টাকা দেয়ার অঙ্গীকার করে তাদের হাত থেকে রক্ষা পায়। তবে টাকা তারা মঙ্গলবারও শোধ করতে পারেনি। আর এ কারণে তারা এখন শংকার মধ্যে রয়েছে। পরিবারটিকে এলাকা ছাড়া করে তাদের ভিটেমাটি দখল করার চক্রান্ত চলছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ব্যাপারে চেয়ারম্যান হালিম সরদার স্থানীয় সাংবাদিকদের বলেছেন, মেয়ের পরিবারকে দেয়া হয়েছে ৫০ হাজার টাকা। বাকি টাকা পুলিশ ও ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মীদের ম্যানেজ করতে নেয়া হয়েছে।

যুগান্তর, ১৩ জুন ২০০৩

(১৬৬৮)
জসিম বাহিনীর হুমকি
রাঙ্গুনিয়ার সংখ্যালঘু এলাকায় চাঁদা দাবি ধর্ষণের হুমকি

চট্টগ্রাম অফিস ঃ কুখ্যাত সন্ত্রাসী জসিম বাহিনীর হুমকির মুখে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে রাঙ্গুনিয়ার ৪টি সংখ্যালঘু পাড়ার কয়েক হাজার বাসিন্দা। দাবিকৃত **১০** লাখ টাকা চাঁদা দেওয়া না হলে মেয়েদের গণহারে ধর্ষণসহ পাড়াগুলো জ্বালিয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছে সন্ত্রাসী বাহিনী। এছাড়া ইতিমধ্যে ঐ এলাকা থেকে বিপুল পরিমাণ মূল্যবান গাছ কেটে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সন্ত্রাসী বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, রাঙ্গুনিয়া রাজানগর ইউনিয়নের শীল পাড়া, উত্তর পাল পাড়া, বসাক পাড়া ও বড়ুয়া পাড়া এলাকায় গিয়ে জনৈক মেহেরয়্যার নাতি সন্ত্রাসী জসিম তার বাহিনী নিয়ে গত কদিন আগে ট্রাকে করে বিভিন্ন বাড়ি ও বাগানের বিপুল পরিমাণ মূল্যবান গাছ কেটে নিয়ে আসে। পরবর্তী সময়ে সন্ত্রাসী বাহিনী পুনরায় সংখ্যালঘু পাড়ায় গিয়ে প্রতি বাড়ি থেকে ৫০ হাজার টাকা থেকে শুরু করে ১ লাখ টাকা পর্যন্ত চাঁদা নির্ধারণ করে দেয়। প্রতি পাড়া থেকে ১০ লাখ টাকা করে দেওয়া না হলে তাদের এলাকা ছেড়ে চলে যাবার নির্দেশ দেয় সন্ত্রাসীরা। গতকাল শুক্রবার রাত ছিল চাঁদা পরিশোধের ধার্যকৃত সময়।

সূত্র আরো জানায়, উল্লিখিত শীল পাড়ার ডাঃ বীরেন্দ্র শীল সন্ত্রাসীদের চাহিদা মোতাবেক ১ লাখ টাকা চাঁদা দিতে ব্যর্থ হলে তার ছেলেকে অপহরণ ও বউ-মেয়েদের ধর্ষণের হুমকি দিয়েছে সন্ত্রাসী জসিম বাহিনী। প্রকাশ্যে এই ধর্ষণের ঘটনা ঘটানো হবে বলে সন্ত্রাসী বাহিনী হুমকি দিয়েছে। এছাড়া জসিমের নেতৃত্বাধীন সন্ত্রাসী বাহিনী গত মঙ্গলবার রাতে এলাকায় গিয়ে সশস্ত্র মহড়া দিয়ে চাঁদা চাওয়ার ঘটনাটি পুলিশ কিংবা সংবাদপত্রকে জানালে সবাইকে মেরে ফেলার হুমকি দেয়।

সন্ত্রাসী জসিম বাহিনীর অব্যাহত হুমকির মুখে সংখ্যালঘু পাড়ার সকলেই ভীত হয়ে পড়েছে।

ভোরের কাগজ, ১৪ জুন ২০০৩

(১৬৬৯)
মূর্তি চুরি

চাঁদপুর প্রতিনিধি ঃ জেলার হাজীগঞ্জের চক্রবর্তী বাড়ির রাজা বিনোদ মন্দিরের জানালা গত মঙ্গলবার রাতে ভেঙে চোরের দল ৩ জোড়া মূর্তিসহ মোট ৯টি মূর্তি চুরি করে নিয়ে গেছে। চুরি যাওয়া মূর্তিগুলো হচ্ছে, অষ্টধাতুর তৈরি দুটি রাধাগোবিন্দের, দুটি লক্ষ্মী গোবিন্দের ও দুটি ভগবান গোপালের মূর্তি। এ ছাড়া আরো ৩টি বিভিন্ন ধরনের মূর্তিও অজ্ঞাত চোরেরা নিয়ে যায়।

ভোরের কাগজ, ১৪ জুন ২০০৩

(১৬৭০)
রামপালের পল্লীতে চাঁদার দাবিতে ১টি সংখ্যালঘু পরিবারে হামলা মামলা করায় হুমকি সদস্যরা নিরাপত্তাহীনতায়

খুলনা থেকে নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ বাড়ি নির্মাণের সময় চাঁদা না দেয়ায় সন্ত্রাসীরা বন্ধ হয়ে যাওয়া খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস হাসপাতালের অবসরপ্রাপ্ত নার্স বিন্দু গাইনের গ্রামের বাড়িতে হামলা চালিয়েছে।

বিন্দু গাইন অভিযোগ করেছেন, নিউজপ্রিন্ট মিলস হাসপাতাল থেকে অবসর নিয়ে তিনি বাগেরহাটের রামপাল উপজেলার রামদেবপুর গ্রামে বাড়ি নির্মাণের উদ্যোগ নেন। স্থানীয় প্রভাবশালী মহলের মদদপুষ্ট নাসির শেখ ও মতিয়ার শেখ তাদের চাঁদার দাবি না মেটালে বাড়ি নির্মাণ করতে দেবে না বলে শাসিয়ে যায়।

২৮ মে রাতে বিন্দু গাইনের অনুপস্থিতিতে চাঁদাবাজ নাসির ও মতিয়ার তাদের সহযোগীদের নিয়ে বিন্দু গাইনের বাড়িতে চড়াও হয়। দাবিকৃত চাঁদার টাকা না পেয়ে তারা বাড়িতে অবস্থানরত বিন্দু গাইনের ভাইঝি মিলি গাইনকে চুলের মুষ্ঠি ধরে টেনেহিঁচড়ে বাড়ি থেকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এ সময় মিলি গাইনের মা নমিতা গাইন, ভাই জেমস গাইন ও বাবা সুবল গাইন চাঁদাবাজদের হাতে প্রহৃত হয়ে জখম হন। এ সময় বিন্দু গাইনের ভাইপো-ভাইঝি, ভাইকে বাঁচাতে এসে বাড়িতে কর্মরত রাজমিস্ত্রি বিপ্লব মণ্ডল ও লালচাঁন মজুমদার প্রহৃত হয়। নমিতা গাইনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে রামপাল থেকে খুলনা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

অভিযোগ করা হয়েছে, চাঁদাবাজরা ঘড়ি, সোনার চেইন নিয়ে যায়। ২৯ মে খুলনা জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় নমিতা গাইনকে হাসপাতালের চিকিৎসা সার্টিফিকেট না নিয়ে যাওয়ার জন্য চাপ দিতে থাকে। খুলনা সদর থানায় জিডি করা হয়েছে। রামপাল থানায় মামলা দায়ের করার পর পরিবারটিকে হুমকি দেয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

সংবাদ, ১৪ জুন ২০০৩

(১৬৭১)
সন্ত্রাসীদের দ্বারা নির্যাতিত মুক্তিযোদ্ধা যোগেন্দ্র নাথ মারা গেছেন

চট্টগ্রাম ব্যুরো ঃ সন্ত্রাসীদের হাতে নির্মমভাবে নির্যাতিত চট্টগ্রাম হাটহাজারীর মুক্তিযোদ্ধা যোগেন্দ্র নাথ মহাজন অবশেষে মারা গেছেন। মুমূর্ষু অবস্থায় বুধবার মধ্যরাতে হাটহাজারী বুড়িশ্চর গ্রামস্থ নিজ বাড়ি থেকে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে নেয়ার পথে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। যোগেন্দ্র নাথ মহাজন মদুনাঘাটে স্বর্ণের ব্যবসা করতেন। তিনি স্থানীয় মৃত নিশিনাথ মহাজনের পুত্র।

এর আগে ৬/৭ মাসের ব্যবধানে সন্ত্রাসীরা তাকে দু'বার অপহরণ করে মোটা অংকের মুক্তিপণ দাবি করেছিল। সন্ত্রাসীদের কাছ থেকে কোনরকমে মুক্তি পেলেও সন্ত্রাসীরা তাকে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে শরীরের বিভিন্ন অংশে আঘাত করে। এতে তিনি পঙ্গুত্ব বরণ করেন এবং দীর্ঘ তিন বছরের মতো মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে অবশেষে মারা যান। এদিকে যোগেন্দ্র নাথ মহাজনের পরিবারের সদস্যরা সন্ত্রাসীদের দ্বারা আক্রান্ত হবার আশংকায় চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে বলে জানা গেছে।

সংবাদ, ১৪ জুন ২০০৩

(১৬৭২)
চট্টগ্রামে কোটিপতি ব্যবসায়ীকে খুন করেছে ছাত্রদল সন্ত্রাসীরা

স্টাফ রিপোর্টার, চট্টগ্রাম অফিস ঃ চট্টগ্রামের হাটহাজারিতে ছাত্রদলের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা চাঁদা আদায় করতে ব্যর্থ হয়ে গুলি করে হত্যা করেছে কোটিপতি এক ব্যবসায়ীকে। অপরদিকে নগরীতে চাঁদাবাজি করতে গিয়ে ছাত্র শিবিরের ৪ চাঁদাবাজ ক্যাডার গণপিটুনির শিকার হয়েছে। এতে নিহত হয়েছে ১ জন এবং অপর ৩ জন গুরুতর জখম হয়েছে। কোটিপতি ব্যবসায়ী খুনের ঘটনাটি ঘটেছে হাটহাজারি উপজেলার ফতেয়াবাদের চৌধুরীহাটে বৃহস্পতিবার রাতে। আর গণপিটুনির ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার সকালে নগরীর বাকলিয়ায়।

হাটহাজারিতে নৃশংস ট্রিপল মার্ডারের কুড়ি দিনের মাথায় কোটিপতি ব্যবসায়ীকে নির্মমভাবে খুন করার এ ঘটনাটি ঘটেছে। এলাকার ফতেয়াবাদের চৌধুরীহাটে বৃহস্পতিবার রাত ১০টায় খুন করা হয়েছে জনপ্রিয় ব্যক্তি ও কোটিপতি ব্যবসায়ী অজিত তালুকদারকে (৪৫)। চাঁদা দাবি করে না পেয়ে ছাত্রদলের সন্ত্রাসীরা তাকে হত্যা করে। অজিত হত্যার

প্রতিবাদে শুক্রবার বিক্ষুব্ধ ব্যবসায়ীরা চট্টগ্রাম-নাজিরহাট সড়কে ব্যরিকেড সৃষ্টি করলে সাড়ে তিনঘন্টা যান চলাচল বন্ধ থাকে। এছাড়া ব্যবসায়ীরা বাজারের সব দোকানপাট বন্ধ রেখে, কালোপতাকা উড়িয়ে বিক্ষোভ মিছিল-সমাবেশ করে। ব্যবসায়ীরা পুলিশকে সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের জন্য দিয়েছে তিন দিনের আলটিমেটাম।

স্থানীয় সূত্র ও পুলিশ জানায়, অজিত তালুকদার বাজারের কলেজ গেটের পাশে তাঁর চালের আড়তে বসে হিসাব নিকাশ করার সময় সেখানে হানা দেয় ১০/১২ জন সশস্ত্র সন্ত্রাসী। তারা একটি সাদা রঙের মাইক্রোবাসে করে সেখানে আসে। সন্ত্রাসীরা আড়তে প্রবেশ করার পর অজিতের সঙ্গে তাদের কথা কাটাকাটি হয়। সন্ত্রাসীদের দাবি ছিল, তাদের নিয়মিত চাঁদা দিতে হবে। কিন্তু এতে তিনি অস্বীকার করলে সন্ত্রাসীরা ক্ষিপ্ত হয়। এ অবস্থায় অজিত তালুকদার দোকান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে সন্ত্রাসীরা তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। এতে তিনি ঘটনাস্থলে লুটিয়ে পড়েন। এ সময় সন্ত্রাসীরা দ্রুত মাইক্রোবাসে চড়ে সটকে পড়ে। আশপাশের লোকজন ছুটে গিয়ে অজিত তালুকদারকে হাসপাতালে নেয়ার পথে তিনি প্রাণ হারান। নিহত অজিত তালুকদারের একটি ব্রিকফিল্ডসহ বেশ ক'টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ধনাঢ্য এ ব্যবসায়ীর বাড়ি উপজেলার দক্ষিণ পাহাড়তলী এলাকায়। তাঁর পারিবারিক সূত্রে বলা হয়েছে, ছাত্রদলের ক্যাডার কামরুল দীর্ঘদিন ধরে তাঁর কাছে চাঁদা দাবি করে আসছিল। একইভাবে চাঁদা দাবি করা হয় বাজারের আরও কয়েকজন ব্যবসায়ীর কাছে। কামরুল কয়েক মাস আগে গ্রেফতার হয়ে জেলে যায়। সম্প্রতি সে বেরিয়ে এসে বেপরোয়া হয়ে ওঠে। ছাত্রদলের আরেক ক্যাডার হাসান জাহান আরজুর সঙ্গে মিলে সে এলাকায় চাঁদাবাজিসহ নানা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে লোকজনকে অতিষ্ঠ করে তোলে। আরজু গত বছরের শেষ দিকে সেনা অভিযানে গ্রেফতার হয়ে কয়েক মাস জেল হাজতে ছিল। পরে সে বেরিয়ে আসে জামিন নিয়ে। কামরুল এবং আরজু দু'জনই এক প্রভাবশালী বিএনপি নেতার আশীর্বাদপুষ্ট ক্যাডার। কাঙ্ক্ষিত চাঁদা না পেয়ে কামরুল ও আরজু গ্রুপের সন্ত্রাসীরাই ব্যবসায়ী অজিত তালুকদারকে হত্যা করেছে বলে নিহতের ভাই মৃদুল তালুকদার অভিযোগ করেন।

এদিকে অজিত তালুকদার হত্যা ঘটনায় চৌধুরীহাটে ব্যবসায়ী সমাজ এবং এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। তাঁর এই নির্মম হত্যা ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে চৌধুরীহাটের ৪ শতাধিক ব্যবসায়ী এবং এলাকার লোকজন শুক্রবার সকালে রাস্তায় নেমে আসে। ব্যবসায়ীরা তাদের সব দোকানপাট বন্ধ করে দেয় এবং উত্তোলন করে কালো পতাকা। সকাল ৯টার দিকে ব্যারিকেড দেয়া হয় চট্টগ্রাম-নাজিরহাট সড়কে। ব্যবসায়ীরা বিক্ষোভ মিছিল এবং সমাবেশ করে। ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি আলী আকবরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সমাবেশ থেকে পুলিশকে ৩ দিনের আলটিমেটাম দিয়ে ব্যবসায়ীরা বলেছেন, এ সময়ের মধ্যে অজিত হত্যাকারীদের গ্রেফতার করতে পুলিশ ব্যর্থ হলে ব্যবসায়ীরা তীব্র আন্দোলনে যাবে। পরে হাটহাজারি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ঘটনাস্থলে গিয়ে সাড়ে ১২টার দিকে ব্যবসায়ীদের লিখিত প্রতিশ্রুতি দেয়ার পর সড়কের ব্যারিকেড তুলে নেয়া হয়। ব্যবসায়ীরা ৩ দিনের শোক কর্মসূচী ঘোষণা করেছে। উল্লেখ্য, ১৯৯১ সালে বিএনপি সন্ত্রাসীদের চাঁদার দাবি মিটাতে না পারায় খুন হন এ বাজারের জামাল উদ্দিন নামে এক ব্যবসায়ী। প্রসঙ্গত, গত ২৬ মে হাটহাজারিতে নৃশংসভাবে খুন হন ৩ সহোদর। এ ঘটনার কুড়িদিনের মাথায় খুন হলেন ব্যবসায়ী অজিত তালুকদার। এ ঘটনায় তার ভাই মৃদুল তালুকদার বাদী হয়ে থানায় একটি মামলা করেছেন। পুলিশ ছাত্রদল সন্ত্রাসী জাহান আরজু ও কামরুলের বাড়িতে শুক্রবার ভোর রাতে অভিযান চালালেও কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৪ জুন ২০০৩

(১৬৭৩)
মুসলিম মেয়ের সঙ্গে প্রেম করায় ১ লাখ টাকা জরিমানা উজিরপুরের একটি সংখ্যালঘু পরিবারকে উচ্ছেদের পাঁয়তারা

বরিশাল প্রতিনিধি ঃ জেলার উজিরপুরের আন্ধারমানিক গ্রামের সংখ্যালঘু একটি পরিবারকে উচ্ছেদ করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান, তার দলবল ও ছাত্রদল ক্যাডার। প্রাণ ভয়ে ঐ পরিবারের কর্তা রাধাকান্ত মিস্ত্রি ও তার পুত্র রমেশ গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন এবং দেশত্যাগের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। নির্যাতিত পরিবারের অপর সদস্য পরিতোষ মিস্ত্রি জানায়, এক মাস আগে তার ভাই রমেশ একই গ্রামের মতিউর রহমানের কন্যা জেসমিন আক্তারের সঙ্গে প্রেম করে পালিয়ে যায়। এ ঘটনা জানাজানি হলে ফতোয়াবাজরা হিন্দু-মুসলিম উভয় পরিবারকেই এলাকা ছেড়ে যেতে বলে। এক পর্যায়ে এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তিরা সংখ্যালঘু পরিবারটির কর্তা ও রমেশের পিতা রাধাকান্তকে নির্দেশ নেয়, তার ছেলেকে নিয়ে এলাকার চেয়ারম্যানের কাছে হাজির হওয়ার জন্য।

রাধাকান্ত প্রভাবশালী মহলের কথা অনুযায়ী তার ছেলে ও ছেলের প্রেমিকা জেসমিন আক্তারকে নিয়ে গ্রামের পঞ্চায়েতে হাজির করে। সেখানে শোলক ইউপি চেয়ারম্যান আঃ হালিম, যুবদল নেতা ও ইউপি সদস্য তোফায়েল হোসেন তপুসহ মোড়লরা ঐ সংখ্যালঘু পরিবারকে নারী নির্যাতন মামলার ভয় দেখায়। তারা চেয়ারম্যান ডা. আঃ হালিমের ধামুড়ার বাড়িতে ছেলে ও মেয়েকে তার জিম্বায় রেখে দেয় ৩ দিন। তারপর চেয়ারম্যান সালিসে হিন্দু ছেলে হয়ে মুসলমান মেয়েকে প্রেম করে ভাগিয়ে নেওয়ার অপরাধে ছেলের পরিবারকে ১ লাখ টাকা জরিমানা করেন। তিনি বলেন, আদায়ের পর ঐ ১ লাখ টাকা ভাগ করা হবে। মেয়ে পাবে ৫০ হাজার টাকা। বাকি ৫০ হাজার টাকা থানা পুলিশ, উজিরপুর ছাত্রদল নেতা ও সাংবাদিকদের দেয়া হবে।

সংখ্যালঘু পরিবার নিরুপায় হয়ে তাদের জমিজমা বিক্রি করে দুকিস্তিতে নগদ ৯০ হাজার টাকা চেয়ারম্যান হালিমের কাছে দেয়। টাকা পরিশোধের সময়সীমা ১ মাস অতিবাহিত হওয়ার পর বাকি ১০ হাজার টাকার জন্য গত শনিবার ধামুড়া বাজারে স্থানীয় ছাত্রদল ক্যাডার সোহাগ ঐ সংখ্যালঘু পরিবারের এক সদস্য রঙ্গলাল মিস্ত্রিকে প্রকাশ্যে মারধর করে। এ সময় রঙ্গলাল পালিয়ে চেয়ারম্যান হালিমের বাসায় গিয়ে আশ্রয় নিলে হালিমও রঙ্গলালকে মারধর করে বলেন, বাকি ১০ হাজার টাকা না দিলে দেশ ছেড়ে যেতে হবে।

এরপর থেকে সংখ্যালঘু পরিবারটি তাদের শেষ সম্বল বসত বাড়িটি বিক্রি করার জন্য চেষ্টা করছে। তারা প্রস্তুতি নিচ্ছে বাড়িটি বিক্রি করে বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার।

ভোরের কাগজ, ১৫ জুন ২০০৩

(১৬৭৪)
থানার ওসি মামলা নেননি ॥ হুমকির মুখে গোটা পরিবার সাতক্ষীরায় বিএনপি কর্মীরা লুট করেছে স্বপন মণ্ডলের চিংড়ি ঘের, দখল নিয়েছে বসতভিটা

মিজানুর রহমান, সাতক্ষীরা থেকে ঃ সাতক্ষীরার কালিগঞ্জ উপজেলার সোতা গ্রামে বিএনপি কর্মী ও সমর্থকরা সন্ত্রাসী বাহিনী নিয়ে বোমা হামলা চালিয়ে দখল করে নিয়েছে

সংখ্যালঘু স্বপন মণ্ডলের বসতবাড়ি ও ৪ বিঘার চিংড়ি ঘের। এলাকায় তাণ্ডব সৃষ্টি করে লুট করা হয়েছে প্রায় ৫০ হাজার টাকার চিংড়ি। ভিটামাটির সঙ্গে থাকা ৭২ শতক জমি দখল করে তোলা হয়েছে ঘর। গত দু'দিন ধরে প্রকাশ্যে দখল ও লুটতরাজ চললেও থানা পুলিশের কোনো সহযোগিতা পায়নি স্বপন মণ্ডল। ওসি সহিদুল ইসলাম মামলা নিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে কোর্টের আশ্রয় নিতে পরামর্শ দিয়েছেন অসহায় পরিবারটিকে। সন্ত্রাসীদের ভয়ে স্বপন মণ্ডলের পরিবার এখন এলাকাছাড়া। গত দু'দিন ধরে এই লুটতরাজ হলেও ভারপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার কালিগঞ্জ সার্কেলের এএসপি রবিবার দুপুরে জনকণ্ঠকে বলেন, এ বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না।

সাতক্ষীরার কালিগঞ্জ উপজেলার বিষ্ণুপুর ইউনিয়নের সোতা গ্রামের অমৃতলাল মণ্ডলের সঙ্গে এলাকার বিএনপি নেতা মহিউদ্দিন মোড়ল ও সোলায়মান মোড়লসহ তার সঙ্গীদের ১০ একর জমি নিয়ে বিরোধ চলছে দীর্ঘদিন ধরে। ইতোপূর্বে '৯৫ সালে একইভাবে অমৃতলাল মণ্ডলের মাছের ঘের দখল করে নিলে কোর্টে মামলা হয়। আদালত এই মামলায় আসামীদের ৬ মাসের সাজা প্রদান করে। সম্প্রতি তারা পুনরায় এই ঘের ও জমি দখল করার জন্য শুক্রবার রাত ৮ টায় ঘেরে হামলা চালায়। ৫০ থেকে ৬০ জনের সশস্ত্র দল হামলা চালিয়ে ঘের দখল করার সময় থানার ওসিকে খবর দেয়া হলে ওসি তাদের পরদিন সকালে থানায় আসতে বলেন। শনিবার ইউনিয়নের বর্তমান চেয়ারম্যান মোশারফ কাগুজী ও সাবেক চেয়ারম্যান আবদুস সাত্তারকে সঙ্গে নিয়ে থানায় লিখিত অভিযোগ দিলেও ওসি মামলা রেকর্ড করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে স্বপন মণ্ডলকে কোর্টে যাওয়ার পরামর্শ দেয়। সন্ত্রাসী বাহিনী থানার ওসির সঙ্গে চুক্তি করেই এই দখল ও লুট করেছে—এই অভিযোগ করেছেন অসহায় স্বপন মণ্ডল। রবিবার সাতক্ষীরা থেকে একদল সাংবাদিক ঘটনাস্থলে গেলে দেখা যায় মহিউদ্দিনের লোকজন ঘেরে পাহারা দিচ্ছে। দখল করা ভিটাসংলগ্ন জমিতে তারা নতুন ঘর তুলেছে। মহিউদ্দিন সাংবাদিকদের বলেন, তাঁরা এই জমি বহু পূর্বে নিলামে কিনেছেন। অন্যদিকে স্বপন মণ্ডল ও তার ভাই তপন, পবন ও রঞ্জন এখনও এই জমির খাজনা দিচ্ছে তাদের নামে। এই জমি নিয়ে একটি মামলা এখনও সাতক্ষীরা আদালতে বিচারাধীন।

সংখ্যালঘু স্বপন মণ্ডল ও তার পরিবার হুমকির মুখে এখন এলাকাছাড়া। ঘেরের ৫০ হাজার টাকার চিংড়ি লুটের পর পুলিশের ছত্রছায়ায় তারা স্বপন মণ্ডলের পরিবারকে হুমকি দিচ্ছে। এ বিষয়ে রবিবার বিকালে থানায় গেলে ওসিকে থানায় পাওয়া যায়নি। ডিউটি অফিসার বলেন, তিনি এ বিষয়ে কিছুই জানেন না। অসহায় স্বপন মণ্ডলের পরিবার এখন বিচার ও নিরাপত্তার জন্য প্রশাসনের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৬ জুন ২০০৩

(১৬৭৫)
সুনামগঞ্জে সংখ্যালঘু পরিবারের কোটি টাকার জমি দখল

স্টাফ রিপোর্টার, সিলেট অফিস ঃ সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর উপজেলায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একটি পরিবারকে বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করে প্রায় এক কোটি টাকা মূল্যের জমি দখল করে নিয়েছে সন্ত্রাসীরা। দুর্বৃত্তদের হাত থেকে প্রাণ বাঁচাতে এখন পালিয়ে বেড়াচ্ছে মতিলাল ও তার পরিবারের লোকজন।

জগন্নাথপুর উপজেলার বুধরপুর গ্রামের শিবগঞ্জ বাজার এলাকায় মতিলাল রায়ের বসতবাড়ি। একটি চক্র মতিলাল রায়ের এই ভূ-সম্পত্তি দখল করে নেয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। গত ১৫ মে প্রভাবশালী চক্র মতিলাল রায়ের বাড়িতে হামলা চালিয়ে তাকে মারধর

করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়ে সম্পত্তি দখল করে নেয়। নির্যাতিত মতিলাল রায় থানায় মামলা করলেও প্রতিপক্ষ বিত্তশালী হওয়ায় মামলার কোন অগ্রগতি হচ্ছে না। মতিলাল রায় ১৯৭৭-৭৮ সালে কুবাজপুর মৌজায় ২৪২ ও ২৫০৫ দাগে ৭৯ ও ২৭ শতক ভূমি সরকারের কাছ থেকে স্থায়ী বন্দোবস্ত নেয়। যার খতিয়ান নং ২৬২ ও ২১। গত ২০০১ সাল পর্যন্ত খাজনাও দেয়া হয়েছে।

এদিকে চলমান ভূমি জরিপে একই গ্রামের ফারুক ও নাছির চক্র মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে উক্ত জমি গত সেটেলমেন্ট জরিপে তাদের নামে রেকর্ড করিয়ে নেয়। এ খবর জানতে পেরে মতিলাল ঐ রেকর্ডের বিরুদ্ধে প্রথমে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিসে এবং পরে সেটেলমেন্ট অফিসে ৩০ ধারায় মামলা দায়ের করে। এই মামলার পর থেকেই ফারুক চক্র ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তারা মতিলাল রায়ের পরিবারের সদস্যদের একাধিকবার মারপিট করেছে। এখন মতিলাল সন্ত্রাসীদের ভয়ে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে গ্রাম ছেড়ে জগন্নাথপুরের দুস্তপুর বাজারে মানবেতর জীবনযাপন করছে। মতিলাল রায়কে বাড়ি থেকে বিতাড়িত করেও সন্ত্রাসীরা ক্ষান্ত হয়নি। তারা মতিলাল রায়ের বিরুদ্ধে একের পর এক মামলা দায়ের করে চলেছে বলে সে অভিযোগ করেছে। সে বলে, সন্ত্রাসীরা উপজেলা প্রশাসনের এক বড় কর্তাকে হাত করে আমার কোটি টাকা মূল্যের জায়গা বন্দোবস্ত বাতিল করার জন্য কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। আসামীরা আমাকে হুমকি দিলেও পুলিশ তাদের গ্রেফতার করছে না।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৭ জুন ২০০৩

(১৬৭৬)
ফটিকছড়ির দিদার বাহিনীর অত্যাচারে পালিয়ে বেড়াচ্ছে হাইদচকিয়ার লোকজন

চট্টগ্রাম অফিস ঃ ফটিকছড়ির সরকার দলীয় দিদার বাহিনীর সন্ত্রাসীদের উপর্যুপরি চাঁদাবাজি ও অপহরণ আতংকে হাইদচকিয়া বড়ুয়া পাড়ার বাসিন্দারা পালিয়ে বেড়াচ্ছে। মুক্তিপণ দেওয়া সত্ত্বেও সন্ত্রাসীদের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা না পেয়ে থানায় মামলা করার ঘটনাও ঘটেছে এলাকাটিতে। সন্ত্রাসীরা তাদের কাঙ্ক্ষিত চাঁদার বদলে গোলার ধানসহ ঘরের জিনিসপত্রও লুট করছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

এলাকাবাসী অভিযোগ করেছে, দিদার বাহিনীর সেকেন্ড ইন কমান্ড ছানাউল্লাহ ও জাফর বেশ কিছুদিন ধরে হাইদচকিয়া বড়ুয়া পাড়ায় দিন দুপুরে বেপরোয়া চাঁদাবাজি শুরু করে। এর ধারাবাহিকতায় গত ১১ জুন ওই এলাকার জোর পুকুরিয়া থেকে অনুপম বড়ুয়া (৩৫) নামের একজন সৌদি আরব প্রবাসীকে অপহরণ করে। অপহরণের পর সন্ত্রাসীরা তাকে তাদের আজিমপুরস্থ আস্তানায় নিয়ে ১ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে। তার পরিবারের সদস্যরা সোনা বিক্রি ও সুদের বিনিময়ে নেওয়া ৫০ হাজার টাকা মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে আনে। বাকি ৫০ হাজার টাকা পরে দেওয়ার কথা হয়।

এদিকে সন্ত্রাসীরা তাদের দাবিকৃত অর্ধেক টাকা দিয়ে মুক্তি দিলেও বাকি টাকার জন্য ২/১ দিন না যেতেই চাপ এবং পুনরায় অপহরণের হুমকি দেয়। সন্ত্রাসীদের উপর্যুপরি চাঁদা দাবির মুখে অনুপম বড়ুয়া গত ১৫ জুন দিদার বাহিনীর চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের আসামী করে থানায় মামলা দায়ের করেন। মামলার পর পুলিশ স্কটে অনুপম বড়ুয়ার পুরো পরিবার চট্টগ্রাম চলে আসে। এর আগের দিন সন্ত্রাসীরা একই পাড়ার কাজল বড়ুয়ার ঘরে গিয়ে তাকে চাঁদা দেওয়ার জন্য তাদের দেখা করতে বলে। কাজলের পরিবার এ কথা জানার পর চট্টগ্রাম শহরে পালিয়ে গেলে পরদিন তাদের বাড়িতে গিয়ে গোলার ধান থেকে শুরু করে মালামাল দিনের বেলা লুট

করে নিয়ে যায়। ১৪ জুন একই গ্রুপের সন্ত্রাসীদের হাতে অপহৃত বলাই আচার্য গত সোমবার ফিরে আসে।

বর্তমানে একের পর এক সন্ত্রাসী ঘটনায় হাইদচকিয়া বড়ুয়া পাড়ার লোকজন পালিয়ে চট্টগ্রাম শহরে আশ্রয় নিচ্ছে।

আজকের কাগজ, ১৮ জুন ২০০৩

(১৬৭৭)
মীর্জাগঞ্জে অপহৃতা ঝর্নাকে পুলিশ এখনও উদ্ধার করতে পারেনি

মীর্জাগঞ্জ প্রতিনিধি ঃ অপহরনের ১ মাস অতিবাহিত হলেও পুলিশ এখনও পর্যন্ত পটুয়াখালীর মীর্জাগঞ্জ উপজেলার এইচএসসি পরীক্ষার্থী ঝর্না রানী (১৮)কে উদ্ধার করতে পারেনি।

উল্লেখ্য, গত ৮ মে সকালে উপজেলার ময়দা গ্রামের নরেন্দ্র শিকদারের মেয়ে পার্শ্ববর্তী বেতাগী উপজেলার ডিগ্রী কলেজের এইচএসসি পরীক্ষার্থী ঝর্না রানী কলেজে কোচিং করতে যাচ্ছিল। এ সময় একই গ্রামের বখাটে যুবক কোয়েল তার দু'সহযোগীকে নিয়ে তাকে অপহরণ করে। এ ব্যাপারে অপহৃতার বাবা মীর্জাগঞ্জ থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে মামলা দায়ের করেন। কিন্তু পুলিশ এখন পর্যন্ত তাকে উদ্ধার করতে পারেনি।

আজকের কাগজ, ১৮ জুন ২০০৩

(১৬৭৮)
ফদিরপুরের গ্রামে মন্দির পুড়িয়ে দিয়েছে দুষ্কৃতকারীরা

ফদিপুর প্রতিনিধি ঃ ফদিরপুরের নগরকান্দা উপজেলার ডাঙ্গি ইউনিয়নের যদুরদিয়া গ্রামের একটি কালীমন্দির গত রোববার গভীররাতে দুষ্কৃতকারীরা পুড়িয়ে দিয়েছে। এ ব্যাপারে থানায় মামলা হয়েছে। উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

প্রথম আলো, ১৮ জুন ২০০৩

(১৬৭৯)
বাঁশখালীতে তিন মহিলাকে আগুনে পুড়িয়ে মারার মামলা ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা

চট্টগ্রাম ব্যুরো ঃ জেলার বাঁশখালীতে মা-মেয়েসহ একই পরিবারের তিন সদস্যকে নির্মমভাবে পুড়িয়ে মারার প্রায় এক মাস পেরিয়ে গেলেও ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের পুলিশ গ্রেফতার করতে পারেনি। এ ব্যাপারে তাদের কোন উদ্যোগ-তৎপরতাও নেই। প্রভাবশালী মহল ঘটনাটি ধামাচাপা দিতে উল্টো নিহত বিধবা আরতি বালা দেবীকে চরিত্রহীনা বলে প্রচার করছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

গত ৯ মে পূর্ব চাম্বল নাথপাড়ার মৃত বিভূতি রঞ্জনের ঘরে পূর্বশত্রুতার জের ধরে আগুন লাগিয়ে দেয়া হলে একই পরিবারের তিন মহিলা জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মারা যান। ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশ পরদিন দুলাল ও রামকৃষ্ণ নামে দু'যুবককে গ্রেফতার করে।

এর একদিন পর আরও এক মহিলাকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশের ধরপাকড় থেকে বাঁচতে এ সময় নাথপাড়ার লোকজন বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে যায়। তবে অল্পদিন পরই পুলিশের কর্মকাণ্ড ক্রমশ ঝিমিয়ে পড়তে থাকে। এই সুযোগে স্থানীয় একটি মহল আরতি বালা দেবী ও তার কিশোরী কন্যাকে চরিত্রহীনা বলে অপপ্রচার চালায়। অভিযোগ পাওয়া গেছে, মৃতের পরিবারকে সমাজবিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে স্থানীয় মুসলিম যুবকের সঙ্গে আরতি বালার দৈহিক সম্পর্ক ছিল বলে কুচক্রী মহল প্রচারণা চালাচ্ছে। জানা যায়, ঘটনার মদদদাতা এবং জড়িতদের অনেকের নিয়মিত এলাকায় যাওয়া-আসা রয়েছে। এ মর্মান্তিক ঘটনার পর স্থানীয় সংসদ সদস্য বন ও পরিবেশ প্রতিমন্ত্রী জাফরুল ইসলাম চৌধুরী এবং জেলা পুলিশ সুপার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

যুগান্তর, ১৮ জুন ২০০৩

(১৬৮০)
প্রেম করে বিয়ের 'অপরাধে' ৪০ হাজার টাকা চাঁদা চেয়েছে ছাত্রদল নেতা
পালিয়ে বেড়াচ্ছে নতুন দম্পতি

শওকত মিলটন ঃ রিপন মণ্ডল প্রেম করে বিয়ে করেছে। আর এ অপরাধে ৪০ হাজার টাকা চাঁদা নির্ধারিত হয়েছে রিপন মণ্ডলের বাবার ওপর। আর এ টাকা দিতে না পারলে রিপনের বোন রীনা মণ্ডলকে নিয়ে যাবার হুমকি দেয়া হয়েছে। সময় বেঁধে দেয়া হয়েছিল সাত দিনের। আর এ হুমকি দিয়েছে স্থানীয় ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি রহমান ও তার ক্যাডাররা। চাঁদা দিতে না পারার কারণে রিপন মণ্ডল তার স্ত্রী বনানী ও বোন রীনাকে নিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। বানারীপাড়া উপজেলার সৈয়দকাঠি ইউনিয়নের ব্রাহ্মণকাঠি গ্রামে এ ঘটনা ঘটেছে। ওই এলাকা সরেজমিন ঘুরে এ তথ্য জানা গেছে। বরিশাল থেকে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার দূরের ঐ গ্রামটি সন্ধ্যা নদীর অপর পারে।

সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এ গ্রামে এখন শঙ্কার ছায়া। হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ ভয়ে এ বিষয়ে কিছু বলতে চায় না। রহমান বাহিনী নামে পরিচিত ছাত্রদল সভাপতির বাহিনী এখানে এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। তার বিরুদ্ধে কেউ মুখ খুলতে সাহস করে না। যাঁদের কাছেই এ বিষয়ে কথা বলার চেষ্টা করা হয়েছে তাঁরাই এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন। শেষ পর্যন্ত যে দু'-একজন আমাদের সঙ্গে কথা বলেছেন তাঁরাও অনুরোধ জানিয়েছেন নাম প্রকাশ না করার জন্য। বিভিন্নভাবে খোঁজ নিয়ে জেনেছি, সম্প্রতি ওই গ্রামের রণজিৎ মণ্ডলের ছেলে রিপন মণ্ডল পাশের গ্রামের মেয়ে রমণী মণ্ডলকে ভালবেসে বিয়ে করে। এ বিয়ে নিয়ে খোদ রণজিৎ মণ্ডলই ক্ষুব্ধ ছিল। কিন্তু কয়েক দিন পরে তিনি এ বিয়ে মেনে নেন। এর পরই মাঠে নামে রহমান বাহিনী।

গত ৯ জুন বাহিনীপ্রধান ইউনিয়ন ছাত্রদল সভাপতি রহমানের নেতৃত্বে নজরুল, জাহাঙ্গীর রাঢ়ী, মিজান, বুলু, ফরিদ, ফারুক, তাজুলসহ ১২/১৩ জনের দল ওই বাড়িতে ঢুকে সেখানে বেড়াতে আসা রিপনের এক আত্মীয়কে বেদম মারধর করে। তার বাবা রণজিৎ মণ্ডলকে জানায়, তার ছেলে রিপন যাকে বিয়ে করেছে তার সঙ্গে অপর এক যুবকের বিয়ের কথা চলছিল। রিপনের কারণে সে বিয়ে হতে পারেনি। এখন হয় বনানীকে তার বাবার বাড়ি ফেরত পাঠাতে হবে অথবা ৪০ হাজার টাকা চাঁদা দিতে হবে। এ সময় রণজিৎ মণ্ডলকে অস্ত্র দেখিয়ে ভয় দেখানো হয়। সেই সঙ্গে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়—চাঁদার টাকা না দিলে এ বাড়িতে তাদের

থাকতে দেয়া হবে না। রিপনের ছোট বোন রীনা মণ্ডলকে তুলে নিয়ে যাওয়া হবে। এ সময় তারা রিপনের কিশোরী বোন রীনাকে টানাহেঁচড়া করতে শুরু করে। স্থানীয় লোকজন তাদের হাতে-পায়ে ধরে রীনাকে এই নরপশুদের হাত থেকে রক্ষা করে। রহমান এ বিষয়ে থানা-পুলিশ করলে তাদের হত্যা করা হবে বলে হুমকি দেয়। দরিদ্র এ পরিবারের পক্ষে এত টাকা চাঁদা দেয়া অসম্ভব হবার কারণে রিপন তার স্ত্রী বনানী ও বোন রীনাকে নিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। ১৬ জুন তাদের দেয়া আলটিমেটাম শেষ হয়েছে। সোমবারও এসে তারা টাকা দাবি করে গেছে। রণজিৎ মণ্ডলের পরিবার এখন চরম নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে রয়েছে। আমরা খোঁজ নিয়ে আরও জানতে পারি, রহমান উপজেলা বিএনপির এক প্রভাবশালী নেতার আশীর্বাদপুষ্ট।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৯ জুন ২০০৩

(১৬৮১)
বরগুনার আখড়াবাড়ী মন্দির ভাঙচুর

বরগুনা প্রতিনিধি ঃ বরগুনা শহরের কাঠপট্টি সড়কে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সার্বজনীন আখড়া বাড়ির দু'টি মন্দিরে গত ১৬ জুন মধ্যরাতে একদল দুর্বৃত্ত হামলা করে কালী-শীতলা ও মনসা প্রতিমা ভাঙচুর করে। আখড়াবাড়ির মধ্যে অবস্থিত মদনমোহন জিউর মন্দিরের লোহার গ্রীল ভেঙে রাধাকৃষ্ণের প্রতিমা ভাঙার চেষ্টা করে। গত ১৭ জুন ভোরে পূজারীরা মন্দিরের কাছে ফুল তুলতে এসে তিন প্রতিমার মন্দিরে হালকা লোহার গেট ভাঙা এবং প্রতিমা ভাঙচুর দেখতে পেয়ে পুরোহিত তপন চক্রবর্তীকে জানান। পুলিশ সুপার মো. ফজলুল হক, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জহিরুল ইসলাম, পৌর চেয়ারম্যান এড. শাহজাহান, জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি ও সাবেক উপমন্ত্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভুসহ অনেকে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। এ ঘটনায় আওয়ামী লীগ, জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদসহ সকল প্রগতিশীল সংগঠন নিন্দা জানিয়েছে। হামলা ও প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনায় আখড়া কমিটির সম্পাদক তপন বাগল কারও নাম উল্লেখ না করে বরগুনা থানায় গত ১৭ জুন মামলা দায়ের করেছেন।

আজকের কাগজ, ১৯ জুন ২০০৩

(১৬৮২)
লালমনিরহাটে কিশোরী ধর্ষিত

লালমনিরহাট, ১৯ জুন, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ লালমনিরহাট জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার চন্দ্রপুর ইউনিয়নের উত্তর বত্রিশ হাজারী গ্রামের দিনমজুর ভুবেন্দ্র রায়ের কিশোরী কন্যা (১৪) গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ধর্ষণের শিকার হয়েছে। জানা গেছে, পাশের বাড়ি থেকে নিজবাড়িতে ফেরার পথে একই গ্রামের লম্পট আশরাফ (২১) ও ইসমাইল তার পথরোধ করে। তারা তাকে রাস্তা থেকে টেনে হিঁচড়ে পাটক্ষেতে নিয়ে ধর্ষণ করে। ধর্ষিতার আর্তচিৎকারে এলাকাবাসী এগিয়ে এলে ধর্ষকরা পালিয়ে যায়। ধর্ষণের ঘটনাটি এলাকার একটি প্রভাবশালী মহল ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২০ জুন ২০০৩

(১৬৮৩)
চট্টগ্রামে কৈবল্যধাম আশ্রমে সেবায়েতদের মারপিট মালামাল লুট

চট্টগ্রাম অফিস ঃ চট্টগ্রামে খুলশী থানাধীন বহু পুরোনো ও ঐতিহ্যবাহী কৈবল্যধাম আশ্রমে গত শনিবার দিবাগত গভীর রাতে একদল সন্ত্রাসী অস্ত্রের মুখে নগদ ৫০ হাজার টাকাসহ প্রায়

দেড় লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুট করে নিয়ে গেছে। সন্ত্রাসীরা আশ্রমের কয়েকজন সেবায়েতকেও মারধর করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

ঘটনার খবর পেয়ে গতকাল রোববার সকালে ডিসি (নর্থ) মিয়া লুৎফর রহমানসহ অন্যান্য পুলিশ কর্মকর্তা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন বলে জানা গেছে। তবে চট্টগ্রামসহ সারা দেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছে অত্যন্ত প্রিয় এই কৈবল্যধামে হামলা ও ডাকাতির বিষয়টি পুলিশ প্রাথমিকভাবে গোপন করতে চেয়েছে। গতকাল সন্ধ্যা পৌনে ৬টার দিকে খুলশী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবদুর নুরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, মন্দির কর্তৃপক্ষ লুট হওয়া টাকাপয়সা বা মালামালের কোনো হিসাব দিতে পারেননি। থানায় ডিউটিরত কর্মকর্তা জানালেন, মন্দিরের লোকজন এসেছেন থানায় এবং মামলাটি লেখা হচ্ছে।

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ চট্টগ্রাম মহানগরীর সাধারণ সম্পাদক ও অন্য নেতৃবৃন্দ এ ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে অবিলম্বে কৈবল্যধামের মতো একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে হামলা ও লুটপাটের সঙ্গে জড়িতদের গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট রানা দাশগুপ্ত এ ঘটনাটিকে দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর পরিকল্পিত হামলা হিসেবে অভিহিত করে এ ধরনের ঘটনার যাতে আর কোনো পুনরাবৃত্তি না ঘটে তার জন্য সরকারের প্রতি দাবি জানিয়েছেন।

ভোরের কাগজ, ২৩ জুন ২০০৩

(১৬৮৪)
লোহাগড়ায় সন্ত্রাসীরা হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে জখম করেছে একজনকে

লোহাগড়া প্রতিনিধি ঃ নড়াইলের লোহগড়া উপজেলার পল্লীতে একদল সন্ত্রাসী হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে মারাত্মক জখম করেছে টেইলার্স মাস্টার শিবনাথ সাহাকে। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে ঢাকায় প্রেরণ করা হয়ছে।

পুলিশ ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার দিঘলিয়া ইউনিয়নের সাহা পাড়ার শিবনাথ সাহা (৪৫) ১৯ জুন বাড়ি ফেরার পথে উত্তর পালপাড়ায় বর্তমান চেয়ারম্যানের ভাই তুহিন ও টুলুর নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী তাকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে মারাত্মক জখম করে। গত ইউপি নির্বাচনে তার ভাইয়ের পক্ষে কাজ না করায় শিবনাথের উপর এ হামলা চালানো হয়েছে বলে জানা গেছে।

আজকের কাগজ, ২৩ জুন ২০০৩

(১৬৮৫)
বাউফলে সংবাদকর্মী ঝর্না রায়ের পরিবার অবরুদ্ধ ॥ হত্যার হুমকি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর জরুরি হস্তক্ষেপ কামনা

পটুয়াখালী থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ তৃণমূল সংবাদকর্মী ঝর্না রায়ের বাসার আশপাশে সন্ত্রাসীরা প্রহরা বসিয়েছে। ঝর্না রায় বেরিয়ে এলেই তাকে হত্যা করা হবে বলে প্রকাশ্যে হুমকি দিয়েছে সন্ত্রাসীরা। পুলিশ সবকিছু জেনেশুনে কিছুই জানে না বলে জানিয়েছে। বর্তমানে ঝর্না রায়ের গোটা পরিবার সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে।

ঝর্না রায় বিভিন্ন কৌশলে সাংবাদিকদের জানান, তাদের বাসায় এক গাঁজাখোর ভাড়াটিয়াকে বাসা ছেড়ে দেয়ার জন্য নির্দেশ দিলে ওই ভাড়াটিয়া স্থানীয় কতিপয় চিহ্নিত সন্ত্রাসীর সহায়তায় ২ জুন দুপুরে তাদের বাসায় হামলা চালায়। হামলাকালে সন্ত্রাসীরা মূল্যবান আসবাবপত্র ভাঙচুর ও লুটপাট করে। এ সময় সন্ত্রাসীরা ঝর্না রায়ের মা ও দিদিমাকে বেদম

মারধর করে। এ ঘটনার পর ঝর্না রায় বাউফল থানায় মামলা দিতে গেলে থানা কর্তৃপক্ষ ঝর্না রায়ের মামলা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলেন, একটি সাদা কাগজে কিছু লিখলেই মামলা হয় না। পরে থানা কর্তৃপক্ষ বিষয়টি একটি জিডি করে রাখে। এতে সন্ত্রাসীরা ঝর্না রায়ের ওপর আরও ক্ষিপ্ত হয়। জিডির ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান থাকলেও পুলিশ রহস্যজনকভাবে নীরব ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এদিকে সন্ত্রাসীরা ঝর্না রায়ের বাসার আশপাশে প্রকাশ্যে ঘোরাফেরা করে তার ভাইয়ের চোখ উপড়ে ফেলা, তার বাবা ননী গোপালের দু'হাত কেটে নেয়ার হুমকি দিয়েছে। সন্ত্রাসীদের হুমকির মুখে ঝর্না রায়ের একমাত্র ভাই আশিষ রায়কে কৌশলে অন্যত্র সরিয়ে দেয়া হয়েছে। ১০ দিন ধরে রোববার পর্যন্ত ঝর্নার পরিবারের কেউ বাসা থেকে বের হতে সাহস পাচ্ছে না। তারা এখন মানবেতর জীবনযাপন করছে। ঝর্না রায় ও তার পরিবারের সদস্যরা নিরাপত্তার জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

সংবাদ, ২৪ জুন ২০০৩

(১৬৮৬)
জোরারগঞ্জ বাজারে সংখ্যালঘুদের জমি দখলের অভিযোগ

মিরসরাই (চট্টগ্রাম) থেকে সংবাদদাতা ঃ মিরসরাই উপজেলার ৩ নম্বর জোরারগঞ্জ বাজারে প্রভাবশালী ব্যক্তি কর্তৃক সংখ্যালঘুদের ১ কোটি টাকার দোকানপাট ও জায়গাজমি দখল করে নেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। সন্ত্রাসী লেলিয়ে দিয়ে এই দখলদারির জন্য জনৈক ফারুক চৌধুরীকে দায়ী করা হয়েছে। জায়গার মালিকগণ সন্ত্রাসীদের ভয়ে ঘরছাড়া বলে অভিযোগে প্রকাশ। তারা বিষয়টি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে লিখিতভাবে অভিযোগ আকারে জানালে নির্বাহী কর্মকর্তা আজ বৃহস্পতিবার বাদী-বিবাদী উভয়পক্ষকে তার কার্যালয়ে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

অপরদিকে ফারুক চৌধুরী জানান, তিনি কারো জায়গা দখল করেননি। তার বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগই ভিত্তিহীন। জোরারগঞ্জ ইউপি চেয়ারম্যান মকছুদ আহমদ চৌধুরী জানান, দখলের ঘটনাটি সত্য। তিনি প্রশাসনকে জরুরী ভিত্তিতে ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক, ২৬ জুন ২০০৩

(১৬৮৭)
স্কুল পরিচালনা কমিটি ও প্রধান শিক্ষকের কোপানল সাসপেন্ড হওয়া শিক্ষক রনজিৎ চন্দ্র ১৪ মাস ধরে জীবিকা ভাতা পাচ্ছেন না

রাজশাহী থেকে জাহাঙ্গীর আলম আকাশ ঃ রাজশাহী জেলার দুর্গাপুর উপজেলার বহুল আলোচিত নির্যাতিত ধর্মীয় সংখ্যালঘু দশরথ চন্দ্র কবিরাজের ছেলে স্কুল শিক্ষক রনজিৎ কবিরাজকে বিধি লঙ্ঘন করে জীবিকা নির্বাহের ভাতা প্রদান করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। অভিযোগ মতে, কেবলমাত্র রাজনৈতিক কারণে তার প্রাপ্য ভাতা প্রদান করা হচ্ছে না। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সুনির্দিষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও দুর্গাপুর উপজেলার আমগাছী সাহার বানু উচ্চ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ ভাতা প্রদানে গড়িমসি করছেন।

জানা যায়, ২০০০ সালে দুর্গাপুর উপজেলার ঝালুকা গ্রামে বিএনপি সমর্থকরা আওয়ামী নেতা-কর্মী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা চালায়। ওই সময় প্রায় শত বছর বয়সী দশরথ চন্দ্র কবিরাজসহ ৮টি ধর্মীয় সংখ্যালঘু পরিবারের বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ করা হয়। একই সময় এক বিএনপি সমর্থক গুম হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। বিএনপি সমর্থক গুম মামলায় হামলার শিকার দশরথ বাবুর ছেলে ও আমগাছী সাহার বানু উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক রনজিৎ চন্দ্র কবিরাজের নামও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ মামলায় গতবছরের ১৩ মার্চ আদালতে আত্মসমর্পণ করতে গেলে আদালত রনজিৎ কবিরাজকে জেলহাজতে পাঠিয়ে দেন।

সূত্রমতে, রনজিৎ কবিরাজ জেলহাজতে গেলে স্কুল কর্তৃপক্ষ তাকে সাসপেন্ড করেন। ওই সময় স্কুল পরিচালনা পরিষদের অ্যাডহক কমিটির সভাপতি ছিলেন দুর্গাপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আবদুস সালাম। পরবর্তীকালে রাজনৈতিক প্রভাবের মাধ্যমে দলীয় লোক আজের আলী মৃধাকে সভাপতি করে স্কুল পরিচালনা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। নিয়ম অনুযায়ী সাসপেন্ড অবস্থায় জীবিকা নির্বাহের জন্য বেতনের অর্ধেক জীবিকাভাতা হিসেবে সাসপেন্ড হওয়া শিক্ষককে নিয়মিত প্রদান করার কথা; কিন্তু দীর্ঘ ১৪ মাস ধরে রনজিৎ চন্দ্র কবিরাজ কোন ভাতা পাচ্ছেন না। তিনি বর্তমানে পরিবার-পরিজন নিয়ে চরম মানবেতর অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, রাজশাহী জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা সাহার বানু উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক একরামুল হক এবং বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের সভাপতিকে দু'টি পত্র দিয়ে রনজিৎ কবিরাজকে জীবিকাভাতা প্রদানের নির্দেশ দেন। চলতি মাসেই দুর্গাপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাও একই ধরনের নির্দেশ দেন বলে জানা যায়; কিন্তু স্কুল পরিচালনা কমিটি এবং প্রধান শিক্ষক রনজিৎ কবিরাজকে জীবিকাভাতা প্রদান করার ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নিচ্ছেন না।

২০০১ সালের ১ অক্টোবরের নির্বাচনের পর বিএনপি সমর্থকদের হামলা-নির্যাতন ও লুটপাটের কারণে দশরথ কবিরাজসহ তার ৭ ছেলে ও এক নাতির পরিবার ঝালুকা গ্রামে নিজ বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে যান। এখনও ওই পরিবারগুলো নিজের বাড়িতে ফিরতে পারেননি। দশরথ চন্দ্র কবিরাজ হত্যা প্রচেষ্টা মামলার বিচার কার্যক্রম চলছে রাজশাহীর অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে।

সংবাদ, ২৬ জুন ২০০৩

(১৬৮৮)
অবশেষে রঞ্জিতের বাবার আশঙ্কাই সত্য হলো!

মানিকগঞ্জ, ২৫ জুন, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাটুরিয়া থেকে অপহৃত মেধাবী ছাত্র রঞ্জিতের বাবা শনি রাজবংশীর আশঙ্কাই সত্য হলো। রঞ্জিত ধর্মান্তরিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে, এ ধরনের একটি এফিডেভিটের কপি অজ্ঞাতস্থান থেকে শনি রাজবংশীর কাছে পাঠানো হয়েছে। গত ৬ জুন রঞ্জিত নিখোঁজ হওয়ার পর থেকেই শনি রাজবংশী আশংকা করছিলেন তাঁর ছেলেকে ধর্মান্তরিত করার উদ্দেশ্যে অপহরণ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে তিনি রঞ্জিতের বন্ধু মাদ্রাসা ছাত্র মামুন, শরিফুল ও প্রধান শিক্ষক আবদুর রহমানকে আসামী করে মামলা দায়ের করেছেন।

শনি রাজবংশী ছাড়াও মাণিকগঞ্জ প্রেসক্লাব, সাটুরিয়া থানাসহ কয়েকটি স্থানে ঐ এফিডেভিটের কপি পাঠানো হয়েছে। এ্যাডভোকেট মোহাম্মদ নুরুল হকের মাধ্যমে ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে ঐ এফিডেভিট করা হয়েছে। এফিডেভিট অনুযায়ী রঞ্জিতের বর্তমান নাম আব্দুল্লাহ আল মামুন। বয়স দেখানো হয়েছে আঠারো বছর। কিন্তু রঞ্জিত যে প্রাইমারি স্কুল থেকে ক্লাস ফাইভে বৃত্তি পেয়েছে সেই স্কুল, ফুকুরহাট পূর্বপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রেকর্ডপত্রে দেখা গেছে তার জন্ম তারিখ ১৫-০১-৯০। অপরদিকে শনি রাজবংশী জানিয়েছেন, কোষ্ঠী অনুযায়ী তার ছেলের বয়স বড়জোর পনেরো বছর।

শনি রাজবংশী ও স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, অর্থনৈতিক দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে মেধাবী ছাত্র রঞ্জিতকে ধর্মান্তরিত করার প্রক্রিয়া চলছিল বেশ কয়েক বছর ধরেই।

মুসলমান হলে লেখাপড়ার ভাল সুযোগ করে দেয়া হবে বলে রঞ্জিতকে অনুপ্রাণীত করতে ব্যবহার করা হয় বন্ধু মামুন ও শরিফুলকে। এরাই রঞ্জিতকে ইসলাম ধর্ম বিষয়ে বিভিন্ন বইপত্র পড়ায়। সূরা শেখায়। পরিকল্পনা ছিল রঞ্জিত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে প্রধান শিক্ষক আবদুর রহমান ছেলে হিসাবে দত্তক নেবে। এদিকে একটি সূত্রে জানা গেছে, রঞ্জিত, মামুন ও শরিফুল এক স্থানেই আছে। প্রধান শিক্ষককে স্কুলে পাওয়া যায়নি। তিনি নাকি ছুটিতে আছেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৬ জুন ২০০৩

(১৬৮৯)
শ্রীপুরে সন্ত্রাসীরা এক শিক্ষককে হুমকি দিয়েছে

কাগজ প্রতিনিধি ঃ মাগুরার শ্রীপুর উপজেলার শ্রীকোল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক সুভাস চন্দ্রকে এলাকার নজরুল বাহিনীর কয়েকজন সন্ত্রাসী চাকরি এবং এলাকা ছেড়ে চলে যাবার হুমকি দিয়েছে।

জানা গেছে, সুভাস চন্দ্রের অষ্টম শ্রেণী পড়ুয়া মেয়ে সাথী কে নজরুল বাহিনীর সন্ত্রাসীরা বিভিন্ন সময় উত্যক্ত করতো। এ ঘটনাটি তিনি স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও ম্যানেজিং কমিটির সভাপতিকে জানানোর পর তারা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে সুভাস চন্দ্র ও তার মেয়েকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেয় এবং তাকে চাকরি ছেড়ে অন্যত্র চলে যাবার জন্য বলে। এ অবস্থায় সন্ত্রাসীদের হুমকির মুখে তিনি চরম নিরাপত্তাহীনতায় রয়েছেন। এছাড়াও সন্ত্রাসীরা আরও কয়েকটি সংখ্যালঘু পরিবারের মেয়েদের উক্ত্যক্ত করে আসছে।

আজকের কাগজ, ২৬ জুন ২০০৩

(১৬৯০)
চাটমোহরে হিন্দু বিধবার বাড়ি দখল, ফরিদগঞ্জে হামলা

বিশাল বাংলা ডেস্ক ঃ পাবনার চাটমোহরে গত সোমবার এক বিধবা হিন্দু মহিলার বাড়ি দখল করে নিয়েছে এক সরকারি কর্মচারী ও তার ভাইয়েরা। এ ছাড়া বাড়ির সীমানা সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে প্রতিপক্ষের হামলায় এক হিন্দু পরিবারের সাতজন আহত হয়েছেন।

চলনবিল প্রতিনিধি জানান, চাটমোহর পৌরসভার দোলং মহল্লায় গত সোমবার ভোরে হেলতা নামে এক হিন্দু বিধবার বসতবাড়ী দখল করে নেওয়া হয়েছে। সন্ত্রাসীদের হাতে গুরুতর আহত বৃদ্ধা হেলতাকে (৬৭) স্থানীয় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। থানা থেকে মাত্র ২০০ গজ দূরে সংঘটিত এ ঘটনার ২০ ঘন্টা পর পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। এ ঘটনায় আবু হানিফ (২৫) নামে একজন গ্রেপ্তার হয়েছে।

বসতবাড়ি নিয়ে আদালতে মামলার জের ধরে ওই মহল্লার বাসিন্দা আঃ সাত্তার ও তার ভাইয়েরা সশস্ত্র অবস্থায় বিধবা হেলতার বাড়িতে হামলা চালায়। এ সময় সন্ত্রাসীরা ব্যাপক ভাঙচুর ও লুটপাট করে। বাধা দিতে গেলে বৃদ্ধাকে মারপিট করে বাড়ি থেকে রাস্তায় বের করে দিয়ে বাড়িটি দখল করা হয়। তৎক্ষণাৎ বিষয়টি থানায় জানানো হলেও পুলিশ প্রথমে গুরুত্ব দেয়নি বলে অভিযোগ করা হয়। পরে এলাকাবাসী ও নেতৃস্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের চাপের মুখে থানা মামলা গ্রহণ করে এবং একজনকে গ্রেপ্তার করে।

আহত হেলতা জানান, তার এই বসতবাড়ি নিয়ে দখলদারদের সঙ্গে আদালতেও মামলা চলছে। মামলা প্রত্যাহারের নানা রকম হুমকি দেওয়া হচ্ছিল

স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায় এ ঘটনার সুষ্ঠু বিচার দাবি করে গত মঙ্গলবার এক সংবাদ সম্মেলন করেছে। হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের বৃহত্তর পাবনার ট্রাস্টি সদস্য চাটমোহরের বাসিন্দা নারায়ণ চন্দ্র পাল জানান, ধর্ম প্রতিমন্ত্রী ও সাংসদের কাছে বিষয়টি নিয়ে জরুরি পত্র পাঠিয়েছি। চাটমোহর থানার ওসি এ বি সিদ্দিক বলেন, মামলা করার পরপরই আমরা অ্যাকশন নিয়েছি।

চাঁদপুর প্রতিনিদি ঃ জানিয়েছেন, জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলায় সীমানাসংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে গত ২১ জুন হামলায় এক হিন্দু পরিবারের সাতজন আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। এ ব্যাপারে থানায় মামলা করা হলে প্রতিপক্ষের লোকজন বাদী পক্ষকে প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছে বলে বাদী কৃষ্ণ গোপাল বাউল চাঁদপুর প্রেসক্লাবে সাংবাদিকদের কাছে এ অভিযোগ করেছেন।

কৃষ্ণ গোপাল বাউল ফরিদগঞ্জ উপজেলার লাউতলী মৌজার ৮১ নম্বর খতিয়ানভুক্ত মোট ৯ একর ১৩ শতক জমির মালিক। ওই জমির অংশীদাররা কিছু কিছু জমি অন্যদের কাছে বিক্রি করে। ক্রেতাদের একজন শুরু থেকেই বাদী ও তার পরিবারের সদস্যদের ওপর নানাভাবে অত্যাচার করে আসছিল। ২০০০ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী এ বিষয়ে স্থানীয় গ্রাম আদালতে অভিযোগ করার পর বিবাদীরা ঘটনাটিকে অন্যদিকে ফেরানোর জন্য বাদী ও তার তিন ভাইয়ের বিরুদ্ধে ফরিদগঞ্জ থানায় সাজানো নারী নির্যাতন মামলা দায়ের করে।

গত ২১ জুন প্রতিপক্ষ কৃষ্ণ গোপালের বাড়িতে হামলা চালিয়ে তার ভাই দুলাল চন্দ্র বাউল, স্ত্রী পূর্ণলক্ষ্মী বাউলসহ সাতজনকে বেদম মারধর করে। এদের মধ্যে উল্লিখিত দুজনের অবস্থা গুরুতর। এ ঘটনায় ফরিদগঞ্জ থানায় মামলা হয়েছে।

প্রথম আলো, ২৬ জুন ২০০৩

(১৬৯১)
রায়গঞ্জে ধর্ষিতার বিরুদ্ধে পাল্টা অপহরণ মামলা

রায়গঞ্জ (সিরাজগঞ্জ) থেকে সংবাদদাতা ঃ রায়গঞ্জে ধর্ষিতা আদিবাসী গৃহবধূর পরিবার ধর্ষক পক্ষের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। ধর্ষিতার বিরুদ্ধে ধর্ষকের পিতা পাল্টা অপহরণ ও রাহাজানি মামলা দায়ের করেছে।

উপজেলার ধামাইনগর ইউনিয়নের প্রতাপদীঘি গুচ্ছ গ্রামের এক আদিবাসীর স্ত্রীকে একই গ্রামের আছান (১৮) গত ২২ মে রাতে ধর্ষণ করতে থাকে। ধর্ষিতার চিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে এসে ধর্ষক আছানকে হাতে নাতে ধরে আটক করে। ঐ রাতেই ধর্ষকপক্ষের প্রভাবশালীরা বিচার করার কথা বলে আছানকে ছাড়িয়ে নিয়ে যায়। পরে বিচার না পেয়ে ধর্ষিতা বাদী হয়ে ৪ জনকে আসামী করে ২৯মে সিরাজগঞ্জ কোর্টে মামলা করে। এদিকে ধর্ষকের পিতাও বাদী হয়ে ৬ জনকে আসামী করে ৪ জুন ধর্ষিতার মামলার সাক্ষী ও সহকর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। ধর্ষিতার পরিবারটি ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। এব্যাপারে রায়গঞ্জ থানার ওসির সাথে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, ধর্ষণ মামলাটিকে বিতর্কিত ও ধর্ষিতার পরিবারকে নাজেহাল করার উদ্দেশ্যেই ধর্ষকের পিতা পাল্টা অপহরণ ও রাহাজানি মামলা করেছে। ধর্ষিতাকে ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে এবং তার পরিবারের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

দৈনিক ইত্তেফাক, ২৭ জুন ২০০৩

(১৬৯২)
ত্রিশালে জায়গা দখল করে ঘর নির্মাণ, ৩ জনকে কুপিয়ে জখম

ত্রিশাল (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি ঃ ময়মনসিংহের ত্রিশালে একটি সংখ্যালঘু পরিবারের জমি দখল করে ঘর তোলা হয়েছে। এতে বাধা দেওয়ায় জমির মালিকসহ দু পুত্রকে পিটিয়ে জখম করেছে সন্ত্রাসীরা।

জানা গেছে, গতকাল শুক্রবার সকালে ময়মনসিংহের ত্রিশালের কাঁঠাল ইউনিয়নের কালির বাজার এলাকার অমৃত মিত্র (৬৫) ও তার পুত্র মৃণাল মিত্র (৩৫) এবং শ্যামল মিত্রের (৪২) ২২ শতাংশ জমিতে স্থানীয় প্রভাবশালী টিটু মানিক, রনিসহ সন্ত্রাসীরা দা, রড, সাবল নিয়ে জোরপূর্বক ঘর তুলে দখল করে নেয়। এ সময় জমির মালিকরা বাধা দিলে তাদের কুপিয়ে ও পিটিয়ে জখম করা হয়। আহতদের ত্রিশাল স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত থানায় মামলা হয়নি।

প্রথম আলো, ২৮ জুন ২০০৩

(১৬৯৩)
ভুরুঙ্গামারীতে সংখ্যালঘু পরিবারের জমি দখল ভারত পাঠানোর হুমকি ইউএনওকে জানিয়েও লাভ হয়নি

ভুরুঙ্গামারী (কুড়িগ্রাম) থেকে সংবাদদাতা ঃ ভুরুঙ্গামারী উপজেলার দঃ বাঁশজানী গ্রামে একদল সন্ত্রাসী কর্তৃক একটি সংখ্যালঘু পরিবারের ১ একর ২২ শতাংশ জমি দখল করে পরিবারটিকে ভারতে পাঠিয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছে। বর্তমানে প্রাণের ভয়ে পরিবারটি ভুরুঙ্গামারীতে পালিয়ে রয়েছে। এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে লিখিত অভিযোগ করেও কোন ফল না পাওয়ায় তারা মামলা দায়েরের সাহস পাচ্ছে না।

জানা গেছে, উপজেলার পাথরডুবী ইউনিয়নের দ. বাঁশজানী গ্রামের শ্যামল চন্দ্র দাস ও রতন রবি দাস প্রায় ৩৫ বছর যাবৎ তাদের পৈত্রিক সম্পত্তি ভোগদখল করে আসছে। গত শুক্রবার ওই গ্রামের কয়েকজন সন্ত্রাসী তাদের একটি পুকুরসহ দোকানপাট দখল করে পরিবারটিকে ভারতে পাঠিয়ে দেয়ার হুমকি দেয়। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান মধ্যস্থতা করলেও সন্ত্রাসীরা তা অগ্রাহ্য করে পরিবারটির পক্ষে কথা বলায় মমতাজ ও মহির উদ্দিন নামে দু'ব্যক্তিকে মারধর করে।

সংবাদ, ২৮ জুন ২০০৩

(১৬৯৪)
নওগাঁয় এক মুক্তিযোদ্ধা পরিবারকে ভিটাছাড়া করার পাঁয়তারা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধা সুভাষ চন্দ্র মালাকারের পরিবারকে ভিটামাটি ছাড়া করতে উঠেপড়ে লেগেছে স্থানীয় একটি প্রভাবশালী মহল। জাল দলিলের মাধ্যমে তারা মুক্তিযোদ্ধা সুভাষের পৈতৃক সম্পত্তি গ্রাস করার অপপ্রচেষ্টা চালাচ্ছে। মুক্তিযোদ্ধা সুভাষ তাঁর বৃদ্ধা মা এবং পরিবারের সদস্যদের নিয়ে পড়েছেন মহাবিপাকে। এলাকায় একটি মহল তাঁদের বসতভিটা এবং ধানী জমি জবরদখল করার জন্য দীর্ঘদিন থেকে লেগে আছে। মাঝেমধ্যেই তাঁর পরিবারের মহিলাদেরও মারপিট করা হয়। হত্যার হুমকি দেয়া হয় মুক্তিযোদ্ধা সুভাষকে। তাঁর বৃদ্ধা মা সুচিত্র মালাকার (৯৮) এখন ভাল করে চোখে দেখতে পান না। স্ত্রী মুক্তি (২২) ও ভাই রতনকে (১৯) নিয়ে একদিকে যেমন মানবেতর জীবনযাপন করছেন, অন্যদিকে সন্ত্রাসীর ভয়ে নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন। সুভাষ মালাকার এ ব্যাপারে মানবাধিকার সংগঠনগুলোর হস্তক্ষেপ কামনা করছেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৯ জুন ২০০৩

(১৬৯৫)
সাতক্ষীরায় ৫০ সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর হামলা আহত ১৫, ভাঙচুর, চিংড়ি ঘেরে লুটপাট

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি ঃ সাতক্ষীরা সদর উপজেলার দক্ষিণ পাড়ায় নদীর চরভরাটি এলাকায় তিন দশক ধরে বসবাসকারী প্রায় ৫০টি হিন্দু পরিবারের ওপর সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়ে অন্তত ১৫ জনকে আহত করেছে। তাদের বাড়িঘর লুটপাট হয়েছে। শুক্রবার হামলার শিকার ৪০/৫০ জন নারী-পুরুষ সাতক্ষীরা রিপোটার্স ক্লাবে এসে এই অভিযোগ করেন।

স্থানীয় দুই ইউপি মেম্বার রিয়াজউদ্দিন আহমেদ ও শামসুর রহমানের নেতৃত্বে এসে তারা বলেন, একটি সন্ত্রাসী গ্রুপ গত বুধবার হামলা করে। এ সময় সতীশ সরকার, মহাদেব সরকার, লেবুদাসী, খোশীবালা, রাধা রানী, যমুনা রানী, পুষ্প, চারুবালাসহ ১৫ জন আহত হয়। এতে বাধা দিতে গিয়ে যমুনা খাতুন নামে প্রতিবেশী এক গৃহবধূও আহত হন। তারা ঘরবাড়ি ভাঙচুর এবং ছোট ছোট ঘেরের অন্তত ৫০ হাজার টাকার মাছও ধরে নিয়ে যায়। চরভরাটি এই বন্দোবস্তে গৃহীত জমি থেকে তাদের উচ্ছেদ করার লক্ষ্যে হামলা চালানো হয় বলে নির্যাতিতরা জানান।

অভিযোগ পাওয়া গেছে, বিষয়টি স্থানীয় চেয়ারম্যানকে জানানো হলে তিনি বৃহস্পতিবার এক সালিসি ডাকেন। অথচ সবাই উপস্থিত থাকার পরও চেয়ারম্যান সেখানে এসেই চলে যান। হামলার শিকার লোকজন আরো জানান, ৩ মাস আগেও সন্ত্রাসী আলমগীর, আজাদুল হক, রহিম, বিল্লাল ও রবিউলের নেতৃত্বে তাদের ওপর হামলা হয়। অথচ চেয়ারম্যান মীমাংসা তো দূরের কথা বরং তাদের পক্ষ নেন।

ভোরের কাগজ, ২৯ জুন ২০০৩

(১৬৯৬)
বানারীপাড়ায় সংখ্যালঘুদের বাড়িতে ডাকাতি ঃ আহত ২

বানারীপাড়ায় প্রতিনিধি ঃ বানারীপাড়ার নরেরকাঠি গ্রামের সাত সংখ্যালঘুর বাড়িতে শনিবার রাতে একদল দুর্বৃত্ত হানা দিয়ে নগদ টাকাসহ দুই লক্ষাধিক টাকার মালামাল নিয়ে গেছে। কুপিয়ে এবং মারধরে আহত করেছে মিহির রায় ও অমর সমদ্দার নামের দুজনকে। তারা বানারীপাড়া হাসাতালে চিকিৎসাধীন।

আহতরা জানান, শনিবার গভীর রাতে ৮/১০ সশস্ত্র দুর্বৃত্ত প্রথমে মিহির রায়ের ঘরে হানা দেয়। ভয়ে মিহির রায় পালানোর সময় দুর্বৃত্তরা তাকে ধরে এনে ঘরের মধ্যে হাত-পা বেঁধে নির্মম নির্যাতন করে এবং ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপায়। দুর্বৃত্তদের আগমন টের পেয়ে ওই বাড়ির অন্য ৫ ঘরের লোকজন পালিয়ে গেলে দুর্বৃত্তরা শূন্য ঘরগুলো থেকে মূল্যবান মালামাল লুট করে নিয়ে যায়।

যুগান্তর, ৩০ জুন ২০০৩

(১৬৯৭)
চাঁদা দিতে অস্বীকার করায়-
মানিকগঞ্জে স্বর্ণ ব্যবসায়ীর বাড়িতে ছাত্রদল ক্যাডার সুমন বাহিনীর হামলা

মানিকগঞ্জ, ২৯ জুন, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় ছাত্রদল ক্যাডার সুমন বাহিনী মানিকগঞ্জের স্বর্ণ ব্যবসায়ী সুরেশ সরকারের বাড়িতে হামলা চালিয়ে মারপিট করেছে সুরেশ, তার স্ত্রী সবিতা ও দুই ছেলেকে। সবিতা তার ছেলের বয়সী সুমনের সঙ্গীদের হাত পা ধরেও রক্ষা পাননি। প্রতিবেশীদের সামনে মারপিটের ঘটনা ঘটলেও সুমন বাহিনীর ভয়ে কেউ বাধা দিতে সাহস করেনি। সুমন বাহিনী হুমকি দিয়েছে তিন দিনের মধ্যে তাদের দাবির পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে হবে। শনিবার ওই হামলার পর পরই খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। কিন্তু রবিবার পর্যন্ত থানায় কোন মামলা হয়নি। জানা গেছে, মামলা না নেয়ার জন্য পুলিশের ওপর চাপ রয়েছে। নিরাপত্তার অভাবে সুরেশের পরিবারও মামলা করতে সাহস পাচ্ছে না। একজন পৌর কমিশনারের মাধ্যমে পুলিশের পক্ষ থেকে মীমাংসার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে।

এক সময়ের ছাত্রলীগ ক্যাডার সুমন বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর পরই দলবদলে ছাত্রদলে ঢুকে পড়ে। মানিকগঞ্জ পৌর এলাকার দাশড়ায় সঙ্গীদের নিয়ে গড়ে তোলে সন্ত্রাসী বাহিনী। মানিকগঞ্জ বাজারের ব্যবসায়ীরা জিম্মি হয়ে পড়ে ঐ সন্ত্রাসীদের হাতে। নিয়মিত চাঁদা দিয়ে ব্যবসা করতে হচ্ছে তাদের। দাশড়া এলাকায় জমি বেচাকেনা, বাড়িঘর বানাতেও নির্ধারিত হারে চাঁদা দিতে হয় সুমন বাহিনীকে। প্রবাসী কেউ দেশে ফিরলেও দিতে হয় চাঁদা। এলাকার মাদক ব্যবসাও চলছে সুমন বাহিনীর পৃষ্ঠপোশকতায়।

জানা গেছে, সম্প্রতি সুরেশ সরকারের দুই ছেলে সিঙ্গাপুর থেকে ফিরে আসে। মাস ছয়েক ধরে দাশড়ার একতলা একটা বাড়ি নির্মাণ করে। বাজারের স্বর্ণের দোকানটিও নতুন করে সাজিয়ে তোলে। সব কিছু মিলে ওই পরিবারটি সুমন বাহিনীর টার্গেটে পরিণত হয়।

সুরেশ সরকারের ছেলে প্রবীর জানিয়েছে, বিদেশ থেকে আসার পর থেকেই তারা সুমনের চাঁদার দাবি মিটিয়ে আসছে। কিছুদিন আগে মোটরসাইকেল কেনার কথা বলে তার কাছে পঞ্চাশ হাজার টাকা দাবি করে সুমন। তা দিতে অস্বীকার করায় হুমকি দিয়ে আসছিল সে। গত শুক্রবার বাড়িতে গিয়ে হুমকি দিয়ে আসে- টাকা না দিলে অসুবিধা হবে। পরের দিনই বাহিনী নিয়ে হামলা চালায় সুমন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৩০ জুন ২০০৩

(১৬৯৮)
শিবিরকর্মীর নেতৃত্বে জলঢাকার সংখ্যালঘু ছাত্রীকে অপহরণ

নীলফামারী প্রতিনিধি ঃ শিবিরকর্মীর নেতৃত্বে একদল দুর্বৃত্ত শনিবার রাতে জলঢাকার এক সংখ্যালঘু স্কুলছাত্রীকে অস্ত্রের মুখে বাড়ি থেকে জোরপূর্বক অপহরণ করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। প্রভাবশালীর চাপে অপহৃতার বাবা মামলা করছে না।

জলঢাকা উপজেলার ডাউয়াবাড়ী ইউনিয়নের সিদ্ধেশ্বরী গ্রামের কৃষক হরলাল রায়ের কন্যা স্থানীয় নেকবক্ত হাইস্কুলের ৯ম শ্রেণীর ছাত্রী শিল্পী রানী রায়কে (১৫) শনিবার গভীর রাতে একদল দুর্বৃত্ত বাড়িতে চড়াও হয়ে অস্ত্রের মুখে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে যায়। এতে নেতৃত্ব দেয় একই গ্রামের জামাত নেতা শাহ আলমের পুত্র শিবিরকর্মী হারুন উর রশিদ শিল্পীর পিতা হরলাল জানান, সন্ত্রাসীদের ভয়ে তিনি তার মেয়ের বিয়ে ঠিক করেছিলেন। তবু রক্ষা পেল না।

সংবাদ, ৩০ জুন ২০০৩

জুলাই ২০০৩

(১৬৯৯)
তানোরে খ্রিস্টানপল্লীতে হামলা ॥ উত্তেজনা নিরসনে পুলিশ মোতায়েন

রাজশাহী অফিস ঃ রাজশাহীর তানোর উপজেলার মণ্ডুমালা খ্রিস্টানপল্লীতে হামলার ঘটনায় উত্তেজনা কমাতে গতকাল সোমবার সেখানে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। তানোর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এ টি এম জাকির হোসেনসহ পুলিশ কর্মকর্তারা এ সময় ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, কয়েকদিন আগে বাধাইড় ইউপির সাবেক চেয়ারম্যান লুৎফর রহমানের ছেলে রতন মণ্ডুমালা খ্রিস্টানপল্লীতে গিয়ে এক গৃহবধূর শ্লীলতাহানি করে। এ ঘটনায় গত ২৫ জুন খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের লোকজন গিয়ে তার বাবার কাছে অভিযোগ দেয়। খবর পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে রতন গত শনিবার সকালে দলবল নিয়ে খ্রিস্টানপল্লীতে হামলা করে। এর প্রতিবাদে খ্রিস্টানপল্লীর লোকজন পরদিন রোববার তানোর থানা সদরে বিক্ষোভ করে এবং প্রশাসনের কাছে তাদের নিরাপত্তার দাবি জানায়।

ঘটনা জানতে পেরে প্রশাসনের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে তাদেরকে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন। এ ছাড়া উত্তেজনা নিরসনে খ্রিস্টানপল্লীতে একটি শান্তি কমিটিও গঠন করা হয়।

এদিকে রতন বাহিনীর প্রধান রতনকে মূল আসামি করে গতকাল তানোর থানায় দুটি মামলা করা হয়েছে। রতন পলাতক রয়েছে। থানার ওসি নুরুল আমিন জানান, খ্রিস্টানপল্লীতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েনের পর উত্তেজনা কমে এসেছে।

প্রথম আলো, ১ জুলাই ২০০৩

(১৭০০)
বানারীপাড়া স্বরূপকাঠি ঝালকাঠি সদরের পাঁচ গ্রামের সংখ্যালঘুরা নির্যাতনের শিকার ঃ অনেকে এলাকাছাড়া

পুলক চ্যাটার্জি/আল মামুন, বানারীপাড়া থেকে ঃ বৃদ্ধা কনক রায়ের আকুতি 'বাবা এবিলে হইলে আমরা বাচমু ক্যামনে, সব নিলেও দুঃখ নাই কিন্তু ওরা খুব মারে, কোপায়।' এ চিত্র বানারীপাড়া, স্বরূপকাঠি ও ঝালকাঠি সদর উপজেলার সংখ্যালঘু অধ্যুষিত পাঁচ গ্রামের। গ্রামগুলো হচ্ছে— বানারীপাড়ার নরেরকাঠি, স্বরূপকাঠির আটঘর ও কাপড়কাঠি এবং ঝালকাঠি সদরের গাভা রামচন্দ্রপুর ও কাঁচাবালিয়া। এ পাঁচটি গ্রামের শত শত সংখ্যালঘু পরিবার এখন আতংকের মধ্যে দিন যাপন করছে। অনেকে বাড়িঘর ফেলে চলে গেছেন নিরাপদ আশ্রয়ে। সারি সারি পেয়ারা বাগান ও অসংখ্য সবজি খামার সমৃদ্ধ সবুজ জনপদের সহজ-সরল মানুষগুলোর মন ভয় আর শংকায় কালো হয়ে আছে। সোমবার আমরা কয়েকজন সাংবাদিক ওই পাঁচ গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষের সঙ্গে কথা বলি। তারা বলেন, একপক্ষকাল ধরে গ্রামগুলোতে শুরু হয়েছে অরাজকতা। প্রতি রাতেই হাফপ্যান্ট ও গেঞ্জি পরা সশস্ত্র অজ্ঞাত দুর্বৃত্তরা হানা দেয় সংখ্যালঘুদের বাড়িতে। দুর্বৃত্তরা পুরুষ-মহিলা, যুবক-বৃদ্ধ সবার ওপর চালায় নির্যাতন। দুর্বৃত্তরা তরকারি বিক্রেতা, দিনমজুর, দোকানি- কারও বাড়িই বাদ দিচ্ছে না। নগদ টাকা আর স্বর্ণালংকার ছাড়া কিছু নেয় না। তবে সীমাহীন নির্যাতন করে। অনেকের মতে, সংখ্যালঘুদের মধ্যে আতংক ছড়িয়ে দেয়ার জন্য পরিকল্পিতভাবে এ

কাজটি করা হচ্ছে। গত একপক্ষকালে প্রায় ২৫টি সংখ্যালঘু পরিবারে হানা দেয় এ দুর্বৃত্ত দল। প্রতি রাতেই গ্রামগুলোয় ফোটে বোমা। পাওয়া যায় গুলির শব্দ। সর্বাধিক সন্ত্রস্ত জনপদ বানারীপাড়ার নরেরকাঠি। ওই গ্রামের বাসিন্দারা এখন পালা করে রাত জেগে পাহারা দেন। শনিবার ও রোববার রাতে নরেরকাঠির ১২টি ঘরে দুর্বৃত্তরা হানা দেয়। কুপিয়ে মারাত্মক আহত করে মিহির রায়কে। রায় বাড়ির সাতটি ঘরে শনিবার রাতে দুর্বৃত্তরা হানা দেয়। প্রবল বৃষ্টির মধ্যে গভীর রাতে দুষ্কৃতকারীরা পর্যায়ক্রমে ভবেন রায়, চয়ন রায়, সমীর রায়, মন্টু রায়, অনন্ত রায়, মিহির রায় ও সুকুমার রায়ের ঘরে ঢুকে নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকারসহ লক্ষাধিক টাকার মালামাল নিয়ে যায়।

গৃহবধূ মেরি রায় ও কল্পনা রায় জানান, দুর্বৃত্তরা হাফ প্যান্ট ও গেঞ্জি পরা। একই রাতে অমর সমদ্দারের বাড়ির ৪ ঘরে এ ধরনের লুটপাট চলে। নির্দয় নির্যাতন করা হয় অমর সমদ্দারকে। খোকন রায়ের বাড়ির দু'টি ঘরে হানা দিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকতে না পেরে দরজা-জানালা কোপায়। সমদ্দার বাড়ির শ্যামল সমদ্দারের মা ও রাহুল সমদ্দারকে কোপায়। রায় বাড়িতে বৈধ বন্দুক ছিল কিন্তু তা থানায় জমা দেয়া। ফলে দুর্বৃত্তরা ওই বাড়িতে হানা দিতে সাহস পায়। নাম প্রকাশ না করার শর্তে এ দুই বাড়ির একাধিক সদস্য জানান, তারা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। সাংবাদিকদের কাছে তারা অনুনয় করেন 'যদি পারেন আমাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করুন, না হয় সব ছেড়ে চলে যেতে হবে।'

রোববার রাতে স্বরূপকাঠির আটঘর গ্রামের কুমুদ খলিফার বাড়িতে হাফপ্যান্ট বাহিনী ঢুকে নির্যাতন চালায়। সেখানে দুর্বৃত্তরা বোমা ও গুলি ফুটিয়ে উল্লাস করে। অথচ ঘর থেকে তেমন কিছুই নেয়া হয়নি। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, গত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের পর থেকে শুরু হয় চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসী তৎপরতা। অপেক্ষাকৃত নিরীহ ও ভদ্র পরিবারগুলোর কাছেই চিঠি দিয়ে চাঁদাবাজি শুরু হয়। গুরুদাস সমদ্দার, বাণী মিস্ত্রী, নিরোদ সমদ্দার, সুভাষ মিস্ত্রী, জগদীশ মণ্ডলসহ অসংখ্য পরিবারের কাছে দুর্বৃত্তরা চাঁদা চেয়ে চিঠি দেয়। ওই সময় ঘরামি বাড়ি, মণ্ডল বাড়িতে ডাকাতি হয়। নিরাপত্তাহীনতার কারণে মুদি দোকানি জগদীশ মণ্ডল বাড়িঘর ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছেন।

গ্রামবাসীর মতে, সর্বহারারা এ কাজ করেছে কিনা তা তাদের জানা নেই, তবে দলটি সংঘবদ্ধ। স্থানীয় একাধিক লোক এর সঙ্গে জড়িত। পক্ষকাল আগে নরেরকাঠির পাঁচ সংখ্যালঘু গুরুদাস সমদ্দার, নিরোদ সমদ্দার, বানীকান্ত মিস্ত্রী, সুভাষ মিস্ত্রী ও সমর রায়ের কাছে চাঁদা চেয়ে চিঠি দেয়া হয়। চিঠিতে প্রত্যেকের কাছে চাওয়া হয় ৫০ হাজার টাকা করে। বলা হয়, ৬ জুনের মধ্যে টাকা দিতে হবে। অন্যথায় পরিণতি হবে ভয়াবহ।

ডাকযোগে এ চাঁদা দাবির খবর গ্রামে ছড়িয়ে পড়লে গ্রামবাসীর মধ্যে আতংক ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু তারা বিষয়টি কোথাও জানাননি। অজ্ঞাত সন্ত্রাসীরা ৬ জুন চাঁদা নিতে আসার কথা বললেও তারা আসে ১২ জুন রাতে। যে পাঁচজনের কাছে চাঁদা চাওয়া হয়েছিল তারা কেউই ওই দিন টাকা দিতে পারেননি। ফলে সন্ত্রাসীরা এক সপ্তাহের মধ্যে টাকা জোগাড় করতে বলে যায়। এ ঘটনার পর ওই পাঁচজন তাদের চিঠি নিয়ে হাজির হন বানারীপাড়া থানায়। পুলিশ বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে নিয়ে নরেরকাঠি গ্রামে গিয়ে খোঁজখবর নেয়। পুলিশ সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আশ্বস্ত করে। পুলিশকে এ ঘটনা জানানোয় সন্ত্রাসীরা ক্ষুব্ধ হয়। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ৮ থেকে ১০ জন মুখোশধারী সন্ত্রাসী হানা দেয় সুভাষ মিস্ত্রীর বাড়িতে। সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা ঘরের দরজা ভেঙে ঢুকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে সুভাষ মিস্ত্রীকে রক্তাক্ত করে। মুমূর্ষু অবস্থায় সুভাষ মিস্ত্রীকে বানারীপাড়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সুভাষ মিস্ত্রীর বাড়িতে হানা দেয়ার পর অনেকে এসে আশ্রয় নিয়েছে উপজেলা সদরে।

গ্রামবাসীর অভিযোগ, চিঠি দিয়ে চাঁদা দাবি করে সংখ্যালঘুদের আতংকিত করতে না পেরে এখন বাড়ি বাড়ি গিয়ে লুটপাট ও নির্যাতন করা হচ্ছে। গ্রামগুলো থেকে সংখ্যালঘুদের উচ্ছেদের জন্য নীলনকশা নিয়ে সংঘবদ্ধ দলটি মাঠে নেমেছে— এ কথা উপদ্রুত গ্রামের অসংখ্য মানুষের। সর্বাধিক উপদ্রুত নরেরকাঠি সম্পর্কে কথা হয় বানারীপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ শাহজাহান শেখের সঙ্গে। তিনি জানান, তিন উপজেলার সীমান্তবর্তী ওই গ্রামগুলোয় অপরাধীরা ঘাঁটি পেতেছে। দুর্গম যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া যাচ্ছে না। তিনি জানান, নরেরকাঠিতে এখন থেকে নিয়মিত পুলিশ টহলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। একটি সূত্র জানায় ঝালকাঠি ও স্বরূপকাঠি পুলিশ সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোয় নিয়মিত টহলের ব্যবস্থা না করায় গাভা রামচন্দ্রপুর, আটঘর ও কাঁচাবালিয়া গ্রামে সন্ত্রাসী তৎপরতা বেড়েছে। গাভায় জনৈক রয়েল ও কাঁচাবালিয়ায় সিদ্দিক গড়ে তুলেছে নিজস্ব বাহিনী।

যুগান্তর, ২ জুলাই ২০০৩

(১৭০১)
সুজানগরে চর্মকার খুন

পাবনা সংবাদদাতা ঃ সোমবার গভীর রাতে সুজানগর উপজেলার সাগরকান্দি ইউপি'র বালিয়াকান্দি গ্রামের চর্মকার (মুচি) নারায়ণচন্দ্র দাসকে (৪০) সন্ত্রাসীরা বাড়ী থেকে অপহরণ করে নিয়ে নিকটবর্তী মাঠে কুপিয়ে হত্যা করে ফেলে রেখে যায়। মঙ্গলবার দুপুরে পুলিশ খবর পেয়ে লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাবনা মর্গে প্রেরণ করে। ধারণা করা হচ্ছে গরীব নারায়ণ চন্দ্রের যৎসামান্য জমিজমা গ্রাস করতেই এই হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছে। থানায় মামলা হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক, ৩ জুলাই ২০০৩

(১৭০২)
ধামরাইয়ে প্রাচীন কালী মন্দিরে হামলা, ভাঙচুর

সাভার ও ধামরাই প্রতিনিধি ঃ ধামরাই উপজেলার নরসিংহপুর গ্রামে একদল সন্ত্রাসী কয়েক শ বছরের পুরনো একটি কালী মন্দিরে হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভাঙচুর করেছে। এ ঘটনায় মন্দির কমিটির সভাপতি গত মঙ্গলবার আদালতে মামলা দায়ের করেছেন। আদালত গতকাল বুধবার ধামরাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অভিযোগটি সরাসরি এজাহারভুক্ত করার আদেশ দিয়েছেন।

এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, ধামরাইয়ের নরসিংহপুর গ্রামের মোহাম্মদ আমিনুর রহমান তারা একই এলাকার একমাত্র কালী মন্দিরের ৫ শতাংশ জমি দখলের জন্য বহুদিন ধরেই চেষ্টা চালিয়ে আসছে। গত ২৭ জুন সন্ধ্যায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন মন্দিরে পূজা দিতে গেলে আমিনুর রহমান তারা ও তার লোকজন বাধা দেয়। তারা মন্দিরটি অন্য জায়গায় সরিয়ে নিতে বলে। এ সময় মন্দির কমিটির সভাপতি নীলমোহন রাজবংশীসহ কমিটির লোকজন তাদের সঙ্গে কথা বলতে গেলে তারা তাদের মারধর ও মন্দির ভাঙচুর করে।

মন্দির কমিটি ঘটনাটি স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান এম এ মালেককে জানালেও কোনো ফল হয়নি। অবশেষে গত মঙ্গলবার মন্দির কমিটির সভাপতি বাদী হয়ে তারাসহ চারজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন।

স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান এম এ মালেক মন্দির ভাঙচুরের ঘটনার কথা স্বীকার করে বলেন, পাকিস্তান আমল থেকেই মন্দিরটি দেখছি। কিন্তু কিছু দিন ধরে আমিনুর রহমান তারা ও তার লোকজন মন্দিরের জায়গা দখলের চেষ্টা চালাচ্ছে।

ধামরাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কুদরত-ই খোদা বলেন, এ ব্যাপারে কোনো অভিযোগ বা আদালতের কোনো কাগজ এখনো আসেনি। অভিযোগ পেলে অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আমিনুর রহমান তারার সঙ্গে যোগাযোগের জন্য এলাকায় গিয়েও তাকে পাওয়া যায়নি।

প্রথম আলো, ৩ জুলাই ২০০৩

(১৭০৩)
রাজশাহীতে সংখ্যালঘু পরিবারকে ভিটামাটি ছাড়তে ওয়ার্ড কমিশনারের লোকজনের হুমকি

স্টাফ রিপোর্টার, রাজশাহী ঃ রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের এক ওয়ার্ড কমিশনারের লেলিয়ে দেয়া গুণ্ডা বাহিনীর হুমকিতে নগরীর বুলনপুর ঘোষপাড়া এলাকার এক সংখ্যালঘু পরিবার সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। এ বিষয়ে ভুক্তভোগী শ্রী সুধীর চন্দ্র ঘোষ রাজশাহীর জেলা প্রশাসক এবং রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারকে স্মারকলিপি দিয়েছেন। স্মারকলিপিতে সংখ্যালঘু পরিবারটিকে রক্ষার আবেদন জানানো হয়েছে। এদিকে ওয়ার্ড কমিশনারের গুণ্ডা বাহিনী সংখ্যালঘু পরিবারকে ভিটামাটিছাড়া করতে নানা ধরনের মিথ্যা মামলা দায়ের করতে শুরু করেছে।

গত ২৫ জুন জেলা প্রশাসক এবং আরএমপির কমিশনারকে দেয়া স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে, বিগত ২০০১ সালে সিটি কর্পোরেশনের একটি ড্রেন নির্মাণকে কেন্দ্র করে ঘটনার সূত্রপাত। ওই সময় সংখ্যালঘু পরিবারটির নিজস্ব মালিকানাধীন জমির ওপর দিয়ে সিটি কর্পোরেশনের ড্রেন নির্মাণে বাধা দিলে কর্পোরেশনের পক্ষে সর্বোচ্চ দর দিয়ে জমিটি হুকুম দখল করার ক্ষতিপূরণ দেয়ার আশ্বাস প্রদান করা হয়। সে মোতাবেক রাজশাহীর সিটি কর্পোরেশনের সচিব স্মারক নং রাসিক/সাউবি/০০ পত্রের মাধ্যমে একটি তদন্ত প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কমিশনারকে দাখিল করার নির্দেশ দেন। পরে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কমিশনারের তত্ত্বাবধানে জমির মাপজোখে পৌনে ১ কাঠা সিটি কর্পোরেশনের প্রয়োজন হয় এবং উল্লিখিত পরিমাণ জমির মূল্য নির্ধারণ করা হয় ৭৭ হাজার ৫শ' টাকা। কিন্তু কমিশনার ৭৭ হাজার ৫শ' টাকা না দিয়ে জমির মালিককে ৩০ হাজার টাকা দিতে চায়। কিন্তু সুধীর চন্দ্র ৩০ হাজার টাকা নিতে না চাইলে তাকে টাকা গ্রহণে বাধ্য করতে গুণ্ডা বাহিনী লেলিয়ে দেয়া হয়। এরই অংশ হিসেবে গত ১৫ জুন সুধীরের বাড়িতে হামলা, ভাংচুর ও লুটপাট চালানো হয়। পরদিন এ ঘটনায় রাজপাড়া থানায় মামলা দায়ের করলে সন্ত্রাসীরা আদালত থেকে জামিন নিয়ে বাদীকে মামলা প্রত্যাহারের হুমকি দেয়। মামলা প্রত্যাহার না করা হলে বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়া হবে বলে হুমকি দেয়া হচ্ছে। এতে করে পুরো পরিবারটি সন্ত্রস্ত ও জিম্মি হয়ে পড়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৩ জুলাই ২০০৩

(১৭০৪)
সংখ্যালঘু মহিলাকে গণধর্ষণ ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় তোলপাড় ছাত্রদলের ৬ কর্মীর বিরুদ্ধে পিটিশন দায়ের

পূর্বাঞ্চল প্রতিনিধি ঃ ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের ফুলবাড়িয়া মহল্লার চল্লিশোর্ধ সংখ্যালঘু মহিলাকে রাতভর গণধর্ষণের ঘটনায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে। ধর্ষিতা মহিলা অভিযোগ করেছে, ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহর ছাত্রদলের যুগ্ম সম্পাদক দিদারের নেতৃত্বে ৬ যুবক তার ওপর পাশবিক নির্যাতন চালায়। অপরদিকে ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দ বলছে, কথিত ধর্ষিতা মহিলাটি পতিতা। প্রতিপক্ষরা মহিলাকে দিয়ে একটি নাটক সাজিয়েছে।

ধর্ষণের ঘটনাটি ঘটেছে গত ১৭ জুন মঙ্গলবার রাতে। ঐ মহিলাকে শহরের শিমরাইল কান্দির পশুসম্পদ হাসপাতালের পশ্চিম দিকের একটি নির্জন কক্ষে আটকে রেখে ঐ ৬ যুবক পর্যায়ক্রমে ধর্ষণ করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। মহিলা আরো অভিযোগ করেছে, ঘটনার পরদিনই সদর থানায় মামলা করতে গেলে পুলিশ মামলা নেয়নি। ফলে ঘটনার ৩ দিন পর কোর্টে একটি পিটিশন মামলা করা হয়। বিচারক উক্ত বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সদর থানার ওসিকে নির্দেশ দেন। মামলার এজাহারে বলা হয়, গত ১৭ জুন তাকে চাকরিস্থল ন্যাশনাল লাইফ ইনস্যুরেন্স অফিসে যাওয়ার পথে ছাত্রদল নেতা দিদার তার রিকশার গতিরোধ করে জানায়, কিছু ছেলে তার ছেলেকে আটকে রেখেছে। এ সময় দিদার বলে কোনো চিন্তা নাই আমার সঙ্গে আসেন বলেই ওই মহিলার রিকশায় ওঠে এবং দিদার তাকে শিমরাইল কান্দির ঐ নির্জন কক্ষে নিয়ে যায়। ঐ কক্ষে গিয়ে আমার ছেলে কোথায় জিজ্ঞাসা করতেই অস্ত্রের মুখে তাকে জিম্মি করে ফেলে। এক পর্যায়ে মহিলা চিৎকার করলে যুবকরা তাকে মারধর করে। তাকে উলঙ্গ করে কিছু ছবি তুলে রাখে। এরপর রাতভর পর্যায়ক্রমে তাকে ধর্ষণ করা হয়।

এ ঘটনার জের ধরেই ১৮ জুন রাত ৯টার দিকে ফুলবাড়িয়া এলাকায় দিদারসহ দুজন ছাত্রদল নেতা ছুরিকাহত হয়। ধর্ষিতার পুত্র তার মায়ের ছবি উদ্ধারে ব্যর্থ হয়েই তাদের ছুরিকাঘাত করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। তবে ছাত্রদলের দাবি গত কলেজ ছাত্র সংসদের নির্বাচনী বিরোধের জের ধরে ছাত্রলীগের ক্যাডাররা দিদারকে ছুরিকাঘাত করেছে। এ নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহর ছাত্রদল-ছাত্রলীগের মধ্যে এখনো উত্তেজনা রয়েছে। ছাত্রদল নেতা দিদার ছুরিকাহত হওয়ার পর ছাত্রদল ছাত্রলীগকে দায়ী করে শহরে বিক্ষোভ মিছিলও করে।

এদিকে ৬ যুবকের উপর্যুপরি ধর্ষণের শিকার সংখ্যালঘু মহিলার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে ঘটনার এক সপ্তাহ পর গত ২৪ জুন তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর হাসপাতালে ভর্তি হন। হাসপাতালের আরএমও ডা. আবু সাঈদকে প্রধান করে ৫ সদস্যের একটি মেডিকেল টিম ৬ দিন পর তার ডাক্তারি পরীক্ষা করে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর থানা পুলিশ ঐ মহিলার মামলা না নেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা ছাত্রদলের সভাপতি মোঃ শামীম খাঁ জানান, কথিত ধর্ষিত মহিলাটি প্রকৃতপক্ষে একজন পতিতা। দিদারের ওপর হামলাকারীদের রক্ষা করতে ছাত্রলীগের ক্যাডাররা ঐ মহিলাকে দিয়ে একটি নাটক সাজিয়েছে।

ভোরের কাগজ, ৩ জুলাই ২০০৩

(১৭০৫)
কুমারখালীতে মুক্তিপণের দাবিতে যুবক অপহরণ

কুমারখালি (কুষ্টিয়া) থেকে সংবাদদাতা ঃ এক যুবককে ৫ লাখ টাকা মুক্তিপণের দাবিতে অপহরণ করা হয়েছে। অপহরণকারীরা ৪৮ ঘন্টার মধ্যে দাবিকৃত অর্থ না দিলে তাকে হত্যার হুমকি দেয়। ১ জুলাই গভীর রাতে উপজেলার আদাবাড়ীয়া গ্রামের শ্রী গৌর চন্দ্র কর্মকারের ছেলে মহাদেব কুমার কর্মকারকে (২৭) দুষ্কৃতকারীরা অপহরণ করে।

দৈনিক ইত্তেফাক, ৪ জুলাই ২০০৩

(১৭০৬)
মিরসরাইয়ে বৌদ্ধদের ১৬টি দোকানের ভাড়া আজকের মধ্যে দৈত্যরাজের অ্যাকাউন্টে জমা দেয়ার নির্দেশ ঃ নইলে দোকানে তালা

মিরসরাই থেকে সংবাদদাতা ঃ মিরসরাইয়ের জোরারগঞ্জ বাজারে বৌদ্ধদের ১৬টি দোকানের ভাড়া আজ শনিবারের মধ্যে ফারুক আহমেদ চৌধুরী প্রকাশ দৈত্যরাজের একাউন্টে জমা দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অন্যথায় দোকানগুলোতে তালা ঝুলিয়ে দেয়া হবে বলে দৈত্যরাজ হুমকি দিচ্ছে। দৈত্যরাজের লাঠিয়াল বাহিনীর সদস্যরা জোরারগঞ্জ বাজারে মহড়া দিচ্ছে। এতে ভাড়াটিয়া-দোকানদাররা ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় আছে। প্রসার কান্তি বড়ুয়া জানান, জোরারগঞ্জ বাজারে অবস্থিত যুবরাজ বিতান মার্কেটে ১৬টি দোকানের জুন মাসের ভাড়া প্রায় ১৫ হাজার টাকা দখলবাজ ফারুক আহমদ চৌধুরী প্রকাশ দৈত্যরাজের একাউন্টে জোরারগঞ্জের জনতা ব্যাংক শাখায় জমা দেয়ার নির্দেশ দিয়েছে। টাকা জমা না দিলে দোকানগুলোতে তালা ঝুলিয়ে দেয়া হবে বলে দৈত্যরাজ হুমকি দিচ্ছে। জোরারগঞ্জ বাজারে দৈত্যরাজের লাঠিয়াল বাহিনীর সদস্যরা মহড়া দিচ্ছে। সাধারণ মানুষ ও দোকানদাররা তাদের ভয়ে আতঙ্কিত। এদিকে দৈত্যরাজ প্রসার কান্তি বড়ুয়ার পরিবার-সদস্যের বিরুদ্ধে লিফলেট ছড়িয়েছে। জোরারগঞ্জ ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আবুল কালাম খান কে জড়িয়ে দৈত্যরাজ মিথ্যা বানোয়াট কথা লিফলেটে উল্লেখ করে এলাকায় বিশৃঙ্খলার অপচেষ্টা চালাচ্ছে।

গত বৃহস্পতিবার মিরসরাই উপজেলার জোরারগঞ্জ বাজারের চাঞ্চল্যকর বড়ুয়াদের ১ কোটি টাকা মূল্যের জায়গা দখল ঘটনার শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। গত ২৬ জুন প্রথম শুনানি বৈঠকে সমাধান না হওয়ায় দ্বিতীয়বার শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। বৃহস্পতিবার শুনানির দিন দৈত্যরাজ ১শ' ক্যাডার বাহিনী নিয়ে উপজেলা সদরে আসে। এদের প্রত্যেককে ২শ' টাকা দিয়ে ভাড়া করে এনেছে বলে জানা যায়। বৈঠকের দিন দৈত্যরাজ উত্তেজিত হয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আব্দুল কাইয়ুম সরকারের সামনে থেকে চলে যান। পরবর্তীতে দু'পক্ষে উকিল বৈঠকে উপস্থিত থেকে আলোচনা শেষ করেন। আগামী ১ জুলাই দৈত্যরাজ যেসব জায়গা বড়ুয়াদের কাছে দাবি করছে এগুলো আমিন দিয়ে মাপা হবে। উপজেলা কমিশনার (ভূমি) আনোয়ার হোসেনকে জমি মাপার দায়িত্ব দেয়া হয়। এদিকে দৈত্যরাজের বিরুদ্ধে নতুন নতুন অভিযোগ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে জমা পড়েছে। দৈত্যরাজ তাজুল ইসলামের ১ শতক জায়গায় দুটি দোকান ঘর ও মোহাম্মদ আলীর ১ শতক জায়গায় ১টি দোকান ঘর দখল করে ভোগ করে আসছে বলে লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেছে।

মিরসরাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কাজী আবদুল ওয়াদুদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, এলাকায় কোন ধরনের মহড়া হচ্ছে না। পুলিশ সার্বক্ষণিকভাবে টহল দিচ্ছে। তখন পর্যন্ত থানায় এই ব্যাপারে কেউ কোন অভিযোগ করেনি। অভিযোগ পেলে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মিরসরাই উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন, শুক্রবার পর্যন্ত দৈত্যরাজের বিরুদ্ধে ব্যাংকে তার অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট দোকানগুলোর ভাড়া দেয়ার হুমকির ব্যাপারে কেউ অভিযোগ করেনি।

উল্লেখ থাকে যে, দৈত্যরাজ মন্ত্রী, এমপি, পুলিশের আইজিসহ উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের নাম ভাঙিয়ে এলাকায় অপরাধ কর্মকাণ্ড চালিয়ে আসছে বলে অভিযোগ রয়েছে। চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর দৈত্যরাজ প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব হারিছ চৌধুরীর নাম ব্যবহার করে দখলবাজি শুরু করে। গত আ'লীগ সরকার আমলে সাবেক মন্ত্রী আমির হোসেন আমুর নাম ব্যবহার করে দৈত্যরাজ ১ কোটি টাকা মূল্যের সাধারণ লোকজনের জায়গা জমি দখল করে নিয়েছে। পুলিশের আইজি মোদাব্বির হোসেন চৌধুরীর নাম ব্যবহার করেও সে মিরসরাই থানায় প্রভাব দেখাত। দৈত্যরাজ বর্তমান পুলিশের আইজি শহুদুল হকের নাম ভাঙিয়ে এলাকার মানুষদের ভয়ভীতি প্রদর্শন করছে। হারিছ চৌধুরী, আমির হোসেন আমু, মোদাব্বির হোসেন চৌধুরী, শহুদুল হক এরা সবাই তার আপনজন বলে এলাকার লোকজনদের বলে থাকে।

প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব হারিছ চৌধুরীর সঙ্গে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি সংবাদকে জানান, দৈত্যরাজ নামে কোন ব্যক্তির সঙ্গে তার পরিচয় নেই। তিনি আরও জানান, তার নাম ব্যবহার করে দলের মান ক্ষুণ্ন করে যদি কেউ ক্রাইম করে অবশ্যই তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সাবেক মন্ত্রী আমির হোসেন আমুর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, এক সময় ফারুক আহমেদ চৌধুরী প্রকাশ দৈত্যরাজের সঙ্গে পরিচয় ছিল। এখন তার সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই। তিনি বলেন, দৈত্যরাজ যদি এলাকায় অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড করে থাকে প্রশাসনিকভাবে ব্যবস্থা নেয়া দরকার বলে মনে করেন। মিরসরাই উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আবদুল কাইয়ুম সরকার জানান, দৈত্যরাজের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ পাওয়া গেছে। তদন্ত করে দোষীসাব্যস্ত হলে অবশ্যই তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

এদিকে মোবাইল ফোনে দৈত্যরাজের সঙ্গে সংবাদের পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হলে তিনি সংবাদদাতাকে গালিগালাজ করে বলেন, যা খুশি তাই লিখে দেন।

সংবাদ, ৫ জুলাই ২০০৩

(১৭০৭)
জলঢাকায় সংখ্যালঘু স্কুলছাত্রী অপহরণ ঘটনায় মামলা শিবিরকর্মী ও অপহৃতা পুলিশ হেফাজতে

নীলফামারী প্রতিনিধি ঃ সংখ্যালঘু স্কুলছাত্রীকে শিবিরকর্মীর নেতৃত্বে অপহরণের ঘটনায় অবশেষে সোমবার রাতে জলঢাকা থানায় একটি মামলা হয়েছে। এদিকে অপহরণকারী ও অপহৃতাকে সোমবার বিকেলে জলঢাকা উপজেলার পাশের লালমনিরহাট জেলাধীন হাতিবান্ধায় এলাকাবাসী আটক করে পুলিশের হেফাজতে দিয়েছে বলে জানা গেছে।

এ ঘটনায় অপহৃত স্কুলছাত্রীর বাবা হরলাল রায় নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। শিবিরকর্মী কর্তৃক সংখ্যালঘু স্কুলছাত্রীকে অপহরণের খবর সোমবার দৈনিক 'সংবাদ'-এ প্রকাশিত হলে হরলাল রায়কে প্রভাবশালীদের কবল থেকে উদ্ধার করা হয়। তবে তিনি এখনও সন্ত্রস্ত রয়েছেন।

জলঢাকা থানায় হরলাল রায় কান্নাজড়িত কণ্ঠে 'সংবাদ'কে জানান, তার নাবালিকা কন্যাকে ওই শিবিরকর্মী দীর্ঘদিন ধরে স্কুলে যাওয়া-আসার পথে নানাভাবে উত্যক্ত করে আসছিল।

সংবাদ, ৫ জুলাই ২০০৩

(১৭০৮)
অষ্টগ্রামে সন্ত্রাসীদের দৌরাত্ম্য সংখ্যালঘুদের দেশ থেকে বিতাড়িত করার জন্য হুমকি অব্যাহত

অষ্টগ্রাম (কিশোরগঞ্জ) থেকে প্রতিনিধি ঃ অষ্টগ্রাম উপজেলার নবগঠিত ৮নং পূর্ব অষ্টগ্রাম ইউনিয়নে সংখ্যালঘু হিন্দু জনসাধারণের ওপর নির্যাতন ও অত্যাচার বেড়েই চলছে। এলাকার

কতিপয় সন্ত্রাসী সংঘবদ্ধভাবে নেতৃস্থানীয় ক'জন সংখ্যালঘু লোককে দেশছাড়া করার জন্য রাস্তাঘাট, হাটবাজারে প্রকাশ্যে গালিগালাজ, চাঁদাবাজি ও পরিকল্পিতভাবে হুমকির মাধ্যমে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে; কিন্তু এদের বিরুদ্ধে কেউই মুখ খোলার সাহস পায় না বলে জানা গেছে।

জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এ এলাকায় কতিপয় সন্ত্রাসী সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন শুরু করে। ছোটখাট দু'একটি ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় বিএনপি নেতার কঠোর হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে; কিন্তু বিগত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের পর থেকেই কতিপয় পরাজিত চেয়ারম্যান মেম্বার প্রার্থী পরাজয়ের কারণ হিসেবে সরাসরি সংখ্যালঘু লোকজনদের দায়ী করে। কেউ কেউ প্রকাশ্যেই এদের দেশছাড়া করার হুমকি দেয়।

১৯ জুন হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি ও বিশিষ্ট বামনেতা সুপ্রিয় দত্ত রায়ের ঘরে সিঁধ কেটে কতিপয় সন্ত্রাসী অস্ত্রসহ প্রবেশ করে তাকে খুন করার চেষ্টা চালালে অল্পের জন্য তিনি রক্ষা পান। পরদিন পরাশর পাড়ার টিভি মেকানিক গোবিন্দ চন্দ্র দেবের ঘরে সিঁধ কেটে প্রবেশ করে হুমকিসহ একটি চিঠি রেখে আসে। এছাড়াও স্থানীয় জমিদারবাড়ি হিসেবে পরিচিত মুন্সি বাড়ির লোক এবং নরসিংহ দেবের আখড়া পরিচালনা কমিটির সাবেক সভাপতি জীতেন্দ্র নাথ বিশ্বাসকে একটি সম্পত্তি সংক্রান্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রকাশ্য হুমকি দেয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে।

সংবাদ, ৫ জুলাই ২০০৩

(১৭০৯)
কুলাউড়ায় ৩ আদিবাসী অপহৃত ঃ পানজুম দখল

কুলাউড়া প্রতিনিধি ঃ কুলাউড়া উপজেলার কর্মধা ইউনিয়নের নার্সারি পানপুঞ্জিতে সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়ে ৩ জন আদিবাসী খাসিয়াকে অপহরণ করেছে। দখল করে নিয়েছে ৫ লাখ টাকা মূল্যের পানজুম। নার্সারিপুঞ্জির খাসিয়া লোকজন জানায়, বৃহস্পতিবার বিকালে তারা পানজুমে কাজ করার সময় ফটিগুলি এলাকার খালেক, মুহসিন, কালাম, ছালু, বাদশার নেতৃত্বে ৩০-৩৫ জনের একটি দল পুঞ্জিতে হামলা চালায়। দেশীয় অস্ত্রে সজ্জিত সন্ত্রাসীরা এ সময় পানপুঞ্জিতে কর্মরত তিনজন আদিবাসী খাসিয়াকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। তারা হল সিভা সাংমা (২২), সুজিত সাংমা (২০) এবং আলেক্স ঘাগরা (৩০)। এর মধ্যে আলেক্স ঘাগরাকে পান চুরির অভিযোগ এনে সন্ত্রাসীরা ইউনিয়নে হস্তান্তর করেছে। সন্ত্রাসীরা ২৮ একর জায়গাজুড়ে ৫ লাখ টাকা মূল্যমানের পানজুম দখল করে নেয়। সিভা ও সুজিতের কোন খোঁজ খাসিয়ারা এখনও পায়নি বলে পুঞ্জির অবিনাশ বাজী জানান। তিনি আরও জানান, দীর্ঘদিন থেকে ওই সন্ত্রাসী চক্র ক্ষমতাসীন দলের কুলাউড়া শাখার শীর্ষ নেতার ইঙ্গিতে খাসিয়াদের ওপর নানারকম হয়রানি চালিয়ে আসছে।

যুগান্তর, ৫ জুলাই ২০০৩

(১৭১০)
চলনবিল এলাকায় আদিবাসী সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন জমিজমা, বাড়িঘর দখল ও ডাকাতির ঘটনায় মানুষ আতঙ্কে

হেলাল উদ্দিন, সিরাজগঞ্জ থেকে ঃ চলনবিল এলাকায় আদিবাসী ও সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে গেছে। জমিজমা ও বাড়িঘর দখল এবং ডাকাতির ঘটনার পুনরাবৃত্তিতে সংখ্যালঘু আদিবাসী পরিবারগুলোর মধ্যে আতঙ্কাবস্থা বিরাজ করছে।

সরজমিন খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, চলনবিল এলাকার তাড়াশ বারুহাস গ্রামের গ্রাম পুলিশ রঘুনাথের ৬ শতক জমি পার্শ্ববর্তী প্রভাবশালী জলিল দখলে নেয়। অবৈধভাবে দখলে নেওয়া জমি থেকে গত ২৩ জুন জলিল মাটি কাটতে গেলে রঘুনাথ বাধা দেয়। এ সময় জলিলের সশস্ত্র লোকজন রঘুনাথের পরিবারের সবাইকে মারপিট করে। এতে রঘুনাথ (২৮), সুদেব (৩৫), সুকুমার (৩০), সরস্বতী (২২) ও তপন (১৮) আহত হয়। এ ঘটনায় রঘুনাথ তাড়াশ থানায় মামলা দিতে গেলে পুলিশ মামলা গ্রহণ করেনি।

একই উপজেলার ক্ষীরপোড়ার আদিবাসীদের ওপর চলছে ক্ষমতাসীনদের নির্যাতন। একটি আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন নিয়ে প্রভাবশালী সরকার দলীয় চেয়ারম্যান আদিবাসীদের নির্যাতন করছে। আদিবাসীদের জায়গা দখলসহ গাছগাছালী জোরপূর্বক কর্তন করে নিচ্ছে ঐ চেয়ারম্যান। বিষয়টি জানতে পেরে আদিবাসী নেতা পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান সন্তু লারমা গত ২৭ জুন এলাকা পরিদর্শন করেন এবং উপজেলা ও জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে মতবিনিময় করেন।

চলনবিল এলাকার অপর থানা পাবনার চাটমোহর পৌর এলাকার সংখ্যালঘু এক বিধবা হেলতার পৈতৃক বসত বাড়ি দখলে নিয়েছে ঐ এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তি আবদুস ছাত্তার। এ ব্যাপারে ঐ বিধবা মামলা দায়ের করলেও প্রসাসন অবৈধ দখলদারকে সরাতে পারেনি। থানা পুলিশ এ ব্যাপারে নীরব ভূমিকা পালন করায় শেষ পর্যন্ত দখলদারের কাছেই বসত বাড়ি বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে ঐ বিধবাকে। চাটমোহর পৌর চেয়ারম্যান আঃ মান্নানের মধ্যস্থতায় গত ২৬ জুন পৌর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত ঐ বৈঠকে কমিশনার, সাংবাদিকসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। বাড়ির মূল্য ধার্য করা হয়েছে ১ লাখ ১ টাকা।

রায়গঞ্জ উপজেলার রুদ্রপুর গ্রামে গত সোমবার গভীর রাতে ৩০/৪০ জনের একদল সন্ত্রাসী হামলা করে ২ লক্ষাধিক টাকা মূল্যের আসবাবপত্র নিয়ে গেছে। এ ব্যাপারে থানায় মামলা হলে মঙ্গলবার পুলিশ ৩ জনকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারকৃতরা হলো ঘুরকা ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ও বিএনপি নেতা আঃ ছোবহান, ধলজান গ্রামের বাদশা ও হানু।

উল্লেখ্য, পাবনা, নাটোর সিরাজগঞ্জ ও বগুড়ার ১১টি থানা নিয়ে বিস্তীর্ণ চলনবিল এলাকায় এখনো হিন্দু সম্প্রদায়ের সংখ্যা অন্য যেকোনো এলাকার চেয়ে বেশি। তাড়াশ ও রায়গঞ্জ থানা এলাকাতেই রয়েছে প্রায় ৪৫ হাজার পরিবার আদিবাসী। আর এসব আদিবাসী ও সংখ্যালঘুরা নির্যাতিত হচ্ছে দিনের পর দিন। জমিজমা ভিটেমাটি হাতছাড়া হচ্ছে প্রতিনিয়ত। কিন্তু প্রশাসন এসব বিষয়ে তেমন একটা কর্ণপাত করে না।

গত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর থেকে চলনবিল এলাকায় আদিবাসী ও সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

ভোরের কাগজ, ৫ জুলাই ২০০৩

(১৭১১)
সাতক্ষীরায় চার সংখ্যালঘু গৃহবধূকে মারধর, বাড়ি জমি দখল মাগুরায় ৩ জনকে হাতুড়িপেটা

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ঃ সাতক্ষীরা জেলার বিশ্বনাথপুর গ্রামে শনিবার রাতে সন্ত্রাসীরা এক সংখ্যালঘু পরিবারের বসতবাড়ি ও জমিজমা দখল করে নিয়েছে। সন্ত্রাসীদের হামলায় ৪ গৃহবধূসহ আহত হয়েছে ৫ জন। সন্ত্রাসীরা বাড়ির আসবাবপত্র ও একটি পূজামণ্ডপ ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। লুট করে নিয়েছে অনেক মালপত্র। এ ব্যাপারে থানায় মামলা হলেও কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। অন্যদিকে মাগুরার সংখ্যালঘু অধ্যুষিত রামচন্দ্রপুর গ্রামে শনিবার গভীর

রাতে তাণ্ডব চালিয়েছে একদল সন্ত্রাসী। চাঁদা দাবি করে না পেয়ে তারা গ্রামে ৩ সংখ্যালঘুকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে ও কুপিয়ে গুরুতর জখম করেছে।

সাতক্ষীরা থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, শনিবার রাতে জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার বিশ্বনাথপুর গ্রামে সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়ে দখল করে নিয়েছে এক সংখ্যালঘু পরিবারের বসতবাড়িসহ এক একর ৬৫ শতক জমি। রবিবার সন্ধ্যায় এ ব্যাপারে কালিগঞ্জ থানায় মামলা হলেও কেউ গ্রেফতার হয়নি। নির্যাতনের শিকার ধীরেন্দ্র সরকার ও তার ৩ ভাইয়ের পরিবার এখন প্রাণভয়ে গ্রামছাড়া। জোট সমর্থক সন্ত্রাসীরা থানায় বসে মামলার বাদীকে হুমকি দিচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

কালিগঞ্জ উপজেলার বিশ্বনাথপুর গ্রামের মৃত উপেন্দ্রনাথ সরকারের ৫ পুত্র ধীরেন্দ্রনাথ সরকার (৫০), সুরেন্দ্রনাথ সরকার, নরেন্দ্রনাথ সরকার, বীরেন্দ্রনাথ সরকার ও রবীন্দ্রনাথ সরকারের বাড়িতে ঢুকে সন্ত্রাসীরা সুরেন্দ্রনাথের স্ত্রী আদুরী (৪৫), ধীরেন্দ্রনাথের স্ত্রী বনলতা সরকার (৪০), বীরেন্দ্রনাথের স্ত্রী রাধারানী (৩৫) ও নরেন্দ্রনাথের স্ত্রী সাবিত্রীর হাত-পা বেঁধে নির্যাতন করে। এ সময় সুরেন্দ্রনাথের পুত্র বাসুদেবও আহত হয়। ৪০ থেকে ৫০ জনের সশস্ত্র দলটি এ সময় বাড়ির আসবাবপত্র ভাংচুর ও মালামাল লুট করে এবং একটি পূজামণ্ডপ ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেয়। আহত ৫ জনকে রবিবার কালিগঞ্জ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

মাগুরা থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, শনিবার গভীর রাতে একদল সন্ত্রাসী চাঁদা না পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত সদর উপজেলার রামচন্দ্রপুর গ্রামে তাণ্ডব চালিয়েছে। তারা গ্রামে দু'রাউন্ড ফাঁকা গুলি ও ১টি বোমা ফাটিয়ে ত্রাস সৃষ্টি করে। এ ছাড়া গোবিন্দ কুমার বসু (৩৫), অমিত কুমার (৫০), সুফল কুমারকে (৩২) ধরে হাতুড়ি পেটা ও কুপিয়ে মারাত্মক আহত করেছে।

আশঙ্কাজনক অবস্থায় গোবিন্দ কুমারকে মাগুরা এবং অমিত কুমারকে ঝিনাইদহ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ১০/১২ জন চরমপন্থী সন্ত্রাসী এ আক্রমণ চালায়। কয়েকদিন আগে উক্ত সন্ত্রাসী সংখ্যালঘু ৪ ব্যক্তির কাছে ৩ লাখ ১০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করেছিল। চাঁদা না পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে এই হামলা চালায়। সংখ্যালঘুদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৭ জুলাই ২০০৩

(১৭১২)
বরগুনায় বেতাগী উপজেলা বিএনপি সভাপতি কর্তৃক সংখ্যালঘুর বাড়ি দখলের অভিযোগ

বরগুনা প্রতিনিধি ঃ বরগুনার বেতাগী উপজেলার দক্ষিণ বেতাগী কবিরাজ বাড়ির বৈঠকখানা ও একটি বসত ঘর দখলে নিয়ে সেখানে পাকা ভবন করার প্রস্তুতি নিয়েছেন বেতাগী উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান ও থানা বিএনপির সভাপতি শাহজাহান কবির। দখলদার শাহজাহান কবির জনৈক ব্যক্তিকে ঘরের দখল দিয়ে নিজে বৈঠকখানা দখল করেছেন এবং পাকা ভবন নির্মাণের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। বরগুনা জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, বেতাগী থানা পুলিশ সবকিছু জেনে-দেখেও কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না বলে সরেজমিনে গিয়ে জানা গেছে।

গত বছরের ২৮ নবেম্বর কয়েকশ' লোক নিয়ে শাহজাহান কবির কবিরাজ বাড়ির পবিত্রদের ঘর ও বাড়ির বৈঠকখানা জোরপূর্বক দখল করে নেয়। ওইদিন বাড়ির দেব প্রসাদের ছোট ভাই কমলের মৃত্যুতে সকলে ছিল শোকাহত। দখলদাররা প্রায় ২ লক্ষাধিক টাকা মূল্যের বিভিন্ন গাছ কেটে নেয়। প্রায় ৭ মাস যাবত কবিরাজ বাড়ির লোকজনকে নজরবন্দি অবস্থায় থাকতে হচ্ছে।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, বাড়িতে পাকা ভবন নির্মাণের প্রস্তুতি চলছে। জানা গেছে পবিত্র কুমার দে ১৪/১১/২০০২ তারিখ আত্মীয়ের খোঁজ নিতে ভারতে যাওয়ার ১৩ দিন পর বিএনপি সভাপতি শাহজাহান কবির তার ঘর ও বাড়ির বৈঠকখানা জোরপূর্বক দখল করে। বর্তমানে যে কোনও সময় এই বাড়ির অন্যান্য পরিবারকে উচ্ছেদ করে সম্পূর্ণ বাড়ি দখলে নেওয়ার প্রস্তুতি চলছে বলে জানা গেছে। অবৈধ দখলদারদের কারণে বাড়ির ৪টি পরিবারের সদস্যরা যথাযথভাবে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানও পালন করতে পারছে না। বিভিন্ন সময় দখলকারীরা লোকজন নিয়ে বাড়ির মধ্যে আতঙ্ক ও ভীতিকর পরিবেশের সৃষ্টি করে আসছে বলে প্রতিবেশীরা জানায়।

প্রকাশ্যে দিনের বেলা মাসের পর মাস সংখ্যালঘুদের বসতবাড়ি দখলসহ বাড়ির লোকজনকে জোরপূর্বক উচ্ছেদের পরিকল্পনা চললেও কেউ প্রতিবাদ করার সাহস পাচ্ছে না। এ ব্যাপারে এলাকার কয়েকজন মুসলমান জানান, ঘটনা তো সত্য, কাগজে উঠলে ওরা আর থাকতে পারবে না। কবিরাজ বাড়ির ৪টি অসহায় পরিবার ঘরে-বাইরে চরম নিরাপত্তাহীনতা ও আতঙ্কে রয়েছে। যে কোনও সময় তাদের ওপর হামলা বা তাদের উচ্ছেদ করে সমস্ত বাড়ি দখল হবার আশঙ্কা রয়েছে।

আজকের কাগজ, ৭ জুলাই ২০০৩

(১৭১৩)
১৫ দিনে অন্তত ২৫টি বাড়িতে হানা, লুটপাট বরিশালের পেয়ারা বাগান এলাকার সংখ্যালঘুদের মাঝে ডাকাত আতঙ্ক

বরিশাল প্রতিনিধি ঃ বরিশালের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত পেয়ারা বাগান এলাকায় হাফপ্যান্ট পরা ডাকাত বাহিনী প্রতিরাতেই হানা দেওয়ায় সংখ্যালঘুরা চরম আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে। গত ১৫ দিনের মধ্যে কমপক্ষে ২৫টি সংখ্যালঘু পরিবারে ডাকাতি ও সন্ত্রাসী হামলার ঘটনায় আতঙ্কিত মানুষজন ডাকাতদের হাত থেকে জানমাল বাঁচাতে রাতের বেলায় দুর্গম টিলাঞ্চল, ঝোপঝাঁড় ও বাগানে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

জানা গেছে, গত ২৮ জুন রাতে পেয়ারা বাগান এলাকায় নরেরকাঠি গ্রামের মিহির রায়, চয়ন রায়, সমীর রায়, সুকুমার রায়, মন্টু রায়, ভবেন রায়, অনন্ত রায়, খোকন রায়, দীপক রায় ও রতন রায় এর বাড়িতে হাফপ্যান্ট পরা ডাকাত বাহিনী হামলা চালায়। একই রাতে হামলা হয় পার্শ্ববর্তী আটঘর গ্রামের অমর সমাদ্দার, শ্যামল সমাদ্দার, রঞ্জন সমাদ্দার এবং কুমুদ হালদারের বাড়িতেও। সশস্ত্র ডাকাতেরা ঐসব বাড়ি থেকে লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুট করে। তারা এ সময় মিহির রায় নামক একজনকে হাত-পা বেঁধে নৃশংসভাবে কোপায়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে বানারীপাড়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

১৯ জুন ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দাবিতে হাফপ্যান্ট বাহিনী এলাকায় সুভাষ মিস্ত্রির বাড়িতে হামলা চালায়। এ সময় ঐ বাড়িতে লুটপাট চালিয়ে সুভাষকে এলাকা ছাড়া করা হয়। এছাড়াও সম্প্রতি অমর সমাদ্দার নামক একজনের বাড়িতে হামলা চালিয়ে তাকে কুপিয়ে এবং এক প্রসূতি নারীকে পিটিয়ে আহত করা হয়। কুড়িয়াশি, কালুরী পরী, কাঁচাবালিয়া, রামচন্দ্রপুরসহ অন্য গ্রামগুলোতেও সংখ্যালঘু পরিবারগুলোর ওপর অহরহ হামলা-নির্যাতন চলছে। বিভিন্ন

গ্রামের সংখ্যালঘুদের কাছে হাফপ্যান্ট বাহিনী চাঁদা দাবি ও বিভিন্ন ধরনের হুমকি দিয়ে চিঠিও দিচ্ছে।

চরম আতঙ্কিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন সন্ত্রাসীদের নাম নেওয়া দুরে থাক তাদের বিরুদ্ধে মুখ খুলতেও সাহস পায় না। তবে বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, কাঁচাবালিয়া গ্রামের সিদ্দিক ও সাবেক এক ইউপি সদস্য, রামচন্দ্রপুর গ্রামের রয়েলসহ বেশকিছু প্রভাবশালী ব্যক্তির ইন্ধনে হাফপ্যান্ট ও গেঞ্জি পরিহিত এবং কোমরে গামছা বাঁধা একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী বাহিনী এ সমস্ত ঘটনা ঘটাচ্ছে। সরকারি দলের অনেকের বিরুদ্ধে এদেরকে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ মদদদানের অভিযোগ রয়েছে।

এলাকার লোকজন জানায়, প্রতিরাতেই সন্ত্রাসী ডাকাতরা বেছে বেছে সুপরিকল্পিতভাবে সংখ্যালঘুদের বাড়িতে হামলা চালাচ্ছে। ডাকাতি, লুটপাট, নির্যাতন চালিয়ে নিঃবিত্ত ঐ পরিবারগুলোকে এলাকা বা দেশছাড়া করে জমিজমা-বাড়িঘর দখলই তাদের উদ্দেশ্য বলে বিভিন্ন সূত্র অভিযোগ করেছে।

এলাকার রতন রায়, কল্পনা রায়, খেতি রায়সহ অন্যরা জানান, হামলার সময় হাফপ্যান্ট বাহিনী নারী-পুরুষ, শিশু নির্বিচারে নির্যাতন চালানোয় এলাকায় চরম আতঙ্ক ও নিরাপত্তাহীনতা দেখা দিয়েছে। পাক হানাদারদের মতো বর্বর এ বাহিনীর নির্যাতনে দিশেহারা মানুষ '৭১-এর মতোই রাতের বেলা পেয়ারা বাগানসহ ঝোঁপঝাড়ে আশ্রয় নিচ্ছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দেশের মধ্যে পেয়ারা চাষের জন্য বিখ্যাত পেয়ারা বাগান এলাকাটি দুর্গম ও জলাভূমিময়। ঐ এলাকার বিভিন্ন গ্রামের অবস্থান বরিশাল, পিরোজপুর ও ঝালকাঠি-এ তিন জেলার সীমান্তে। ফলে সন্ত্রাসীরা খুব সহজেই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালাতে পারছে। তিন জেলা পুলিশের আওতাধীন থাকায় অভিযান চালাতে সমস্যা হয়। পুলিশ সূত্রগুলো জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে তিন জেলায় পুলিশের সমন্বিত অভিযানেই এ সন্ত্রাস-নির্যাতন ঠেকানো সম্ভব বলে অভিমত ব্যক্ত করেছে।

ভোরের কাগজ, ৭ জুলাই ২০০৩

(১৭১৪)
মাগুরায় চাঁদা না পেয়ে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে কৃষককে জখম

মাগুরা প্রতিনিধি ঃ ২ লাখ টাকা চাঁদার দাবিতে গত রোববার ভোরে একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী মাগুরা সদর উপজেলার রামচন্দ্রপুর গ্রামের গোবিন্দ বসু (৩৫) নামে এক কৃষককে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে মারাত্মক জখম করেছে। তাকে মাগুরা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

জানা যায়, গোবিন্দ বসুকে ওই সন্ত্রাসী গ্রুপটি দীর্ঘদিন থেকে ২ লাখ টাকা চাঁদার জন্য চাপ দিচ্ছিল। অবশেষে গত রোববার ভোরে তারা গোবিন্দর বাড়িতে হামলা চালিয়ে দাবিকৃত চাঁদার টাকা চায়। এ সময় তারা দুটি ককটেলের বিস্ফোরণ ঘটায়।

প্রথম আলো, ৮ জুলাই ২০০৩

(১৭১৫)
সাতক্ষীরায় সংখ্যালঘুর বাড়ি ও মন্দির ভাংচুর ঃ দুই গৃহবধূর ওপর পাশবিক নির্যাতন ॥ বেতাগীতে বৈঠকখানা ভেঙে পাকা ভবন নির্মাণ

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি ঃ জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার বিশ্বনাথপুর গ্রামের ধীরেন্দ্র নাথ সরকারের বাড়িতে স্থানীয় জামায়াত নেতার সন্ত্রাসী বাহিনী হামলা চালিয়ে বাড়ির সবক'টি বসতঘর ও পারিবারিক কালীমন্দির নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। কওছার মোল্লা ও আতি মোল্লার

নেতৃত্বে হামলাকারী নরপশুরা ওই বাড়ির দুই গৃহবধূর ওপর পাশবিক নির্যাতন চালিয়েছে। আহত দুই গৃহবধূ এখন কালীগঞ্জ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তারা জানান, কওছার মোল্লার লোকজন তাদের ভিটেবাড়ি দখল করে তাড়িয়ে দিতে চায়। শনিবার গভীর রাতে সংঘটিত এ পৈশাচিক ঘটনায় মামলা হয়েছে। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।

এদিকে বরগুনার বেতাগী উপজেলার দক্ষিণ বেতাগীর কবিরাজবাড়িতে পবিত্রের বাড়ির একটি বৈঠকখানা ও বসতঘর ভেঙে সেখানে পাকা ভবন নির্মাণ করছে সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মোঃ শাহজাহান কবির। এ ঘটনার প্রতিকার চেয়ে ভুক্তভোগীরা জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহলে আবেদন করেছেন।

সাতক্ষীরা শহর থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে কালীগঞ্জের বিশ্বনাথপুর গ্রামে গতকাল সোমবার গিয়ে দেখা যায়, ধীরেন্দ্র নাথ সরকারের বসতবাড়ি ও পারিবারিক কালীমন্দির নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে খেলার মাঠ তৈরি করা হয়েছে। ভেঙে ফেলা ঘরবাড়ির কিছু ধ্বংসাবশেষ বিচ্ছিন্নভাবে পড়ে রয়েছে। ইটের তৈরি মন্দিরের পাকা দেয়াল পুকুর থেকে তোলা হচ্ছে। দু'দিন আগেও যে সেখানে ঘরবাড়ি ও মানুষের বসবাস ছিল তা বোঝার উপায় নেই। প্রায় তিন ঘন্টাব্যাপী তাণ্ডবে সুরেন, বীরেন ও ধীরেন্দ্র নাথের ৪টি বসতঘর, একটি রান্নাঘর ও একটি গোয়ালঘর নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়। বাড়িঘর ও মন্দির ভাংচুর করে ওই জমিতে অবস্থিত তিনটি পুকুরের মধ্যে সন্ত্রাসীরা ফেলে দেয়। ওই পরিবারের পুরুষরা রাতে নিজস্ব চিংড়ি ঘেরে অবস্থান করায় কওছার মোল্লার নেতৃত্বাধীন সন্ত্রাসী বাহিনী প্রথমে মহিলাদের ওপর শারীরিক নির্যাতন ও একজনের ওপর পাশবিক নির্যাতন চালায়। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ও এলাকার লোকজন এ ঘটনার জন্য জামায়াত ক্যাডার সাবেক চেয়ারম্যান আঃ গফুরের সন্ত্রাসী বাহিনীকে দায়ী করেছে। এদিকে ধীরেন্দ্র নাথ সরকারকে থানায় ডেকে নিয়ে পুলিশ ইচ্ছামতো এজাহার লিখে তার কাছ থেকে সই নেয়। ফলে দুর্বল ধারায় থানায় মামলা রেকর্ড করা হয়। এএসপি (সার্কেল) শামছুল হুদা গতকাল সোমবার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। তিনি ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে যুগান্ত রকে জানান, হাসপাতালে চিকিৎসাধীন গৃহবধূ তার কাছে পাশবিক নির্যাতনের অভিযোগ করেছেন। মন্দির ভাংচুর করার অভিযোগে মামলায় ২৯৭ ধারা সংযুক্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তাকে আদালতে আবেদন করতে বলা হয়েছে। এ ছাড়াও পৃথক অভিযোগে নারী নির্যাতন সংক্রান্ত ধারা সংযোজন করা হবে। আসামিদের ওই জমি দখল করার ন্যূনতম কোন অধিকার নেই বলে তিনি মন্তব্য করেন।

বেতাগীতে সংখ্যালঘুর বাড়ি দখল

বরগুনা প্রতিনিধি জানান, জেলার বেতাগী উপজেলার দক্ষিণ বেতাগী কবিরাজবাড়ির বৈঠকখানা ও একটি বতসঘর দখল করে নিয়ে পাকা ভবন নির্মাণ করার প্রস্তুতি নিয়েছে বেতাগী উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান মোঃ শাহজাহান কবির। দখলদার শাহজাহান কবির মকবুল নামের এক ব্যক্তিকে পবিত্রদের ঘর দখল দিয়ে নিজে বৈঠকখানা দখল করে রয়েছে এবং পাকা ভবন নির্মাণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। পবিত্ররা এ ব্যাপারে বরগুনা জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপারসহ বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের কাছে অভিযোগপত্র দাখিল করেছেন। তারা আশংকা করছেন, যে কোন সময় এই বাড়ির অন্যান্য পরিবার উচ্ছেদ করে সম্পূর্ণ বাড়ি দখল নেয়া হতে পারে। এ অবস্থায় বাড়ির পরিবারগুলো চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। তারা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাহায্য কামনা করেছে।

যুগান্তর, ৮ জুলাই ২০০৩

(১৭১৬)
কুলাউড়ায় আদিবাসীর গির্জা দখলের চেষ্টার অভিযোগ

কাগজ প্রতিবেদক ঃ এবার মৌলভীবাজারের কুলাউড়ার লক্ষ্মীপুরের আদিবাসীদের গির্জা দখলবাজদের খপ্পরে পড়েছে। গত কিছুদিন ধরে স্থানীয় প্রভাবশালী 'রোজ টি কোম্পানীর' রাংগীছড়া চা বাগানের লোকজন ক্যাথলিক মিশনের জমি দখলের চেষ্টা করছে। মিশনের স্কুল, ছাত্রাবাস এমনকি হাসাপাতালও দখল হতে বসেছে। ফলে সেখানকার কয়েক হাজার আদিবাসী খাসিয়া-গারো এমনকি বেশ কিছু বাঙালি আদিবাসীর শিক্ষা, চিকিৎসা ও উপাসনা এখন চরম অনিশ্চয়তার মুখে।

গতকাল সোমবার জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং এবং মিশন পরিচালক ফাদার যোশেফ গোমেজ এ অভিযোগ করেন। দখলবাজরা আতঙ্ক ছড়াতে বিএনপি-জামাত জোট সরকারের নাম ব্যবহার করছে বলে অভিযোগ করা হয়। ইতিমধ্যে দখলবাজগোষ্ঠী আদিবাসী সংগঠক ফাদার যোশেফের বিরুদ্ধে হয়রানিমূলক মামলাও দিয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে ফাদার বিজয় বিক্রম, সাবেক সাংসদ নবাব আলী আব্বাস, লতিজুড়ি খাসিয়া গ্রাম প্রধান যতিষ রাংসা, মুড়োইছড়া গ্রাম প্রধান অনিল ইয়াং ইয়ুং, মিশনের কাছে জমি বিক্রেতা এলাইস মিয়া প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এতে আদিবাসী নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরে জানানো হয়, আদিবাসী আন্দোলনের মুখে এখনো খাসিয়া পাহাড়ে ইকো-পার্ক প্রকল্প বাস্তবায়নের চেষ্টা চলছে। এরই অংশ হিসেবে সেখানে জমি দখলের চেষ্টা করে চলছে খাসিয়া উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র। একদল সশস্ত্র দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়ে গত ৩ জুলাই কুলাউড়ার আদিবাসী গ্রাম নার্সারি পানপুঞ্জি দখল করে। সন্ত্রাসীরা সিভা সাংমা (২০) ও সুজিত সাংমাকে (২০) অপহরণ করার পর এখনো তাদের সন্ধান মেলেনি। ঐ এলাকার আদিবাসী গ্রামগুলোতে এখন চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে। থানাও এ বিষয়ে মামলা নেয়নি।

এক প্রশ্নের জবাবে আদিবাসী নেতারা বলেন, ইতিপূর্বে এ ধরনের জমি দখলের বিষয়ে একাধিকবার জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার ও স্থানীয় সাংসদদের কাছে অভিযোগ করেও ফল হয়নি বলে তারা সাম্প্রতিক ঘটনাসমূহ তাদের জানানোর প্রয়োজনও বোধ করেননি।

ভোরের কাগজ, ৮ জুলাই ২০০৩

(১৭১৭)
৫ হিন্দু পরিবার উচ্ছেদ, মন্দির ভাঙচুর
কালিগঞ্জের তারালি এখনো থমথমে, কেউ গ্রেপ্তার হয়নি

সুভাষ চৌধুরী, সাতক্ষীরা থেকে ঃ জেলার কালিগঞ্জের প্রত্যন্ত গ্রামের পাঁচ হিন্দু পরিবারের ওপর বর্বরোচিত হামলা, নারী ধর্ষণ, মারপিট, বসতঘর ভাঙচুর এবং মন্দির গুঁড়িয়ে দেওয়ার ঘটনায় এখনো পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। নির্যাতিত পরিবারগুলোর সদস্যরা পাড়া ছেড়ে পুরোনো বাড়ি অথবা অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছে। হামলাকারীদের আঘাতে আহত চারজন কালিগঞ্জ হাসপাতালে রয়েছে। এদেরই একজন গৃহবধূ তার ওপর পাশবিক নির্যাতনের কথা বলতে গিয়ে কেবলই বলছেন, 'আমার সব শেষ হয়ে গেছে।'

গতকাল সোমবার কালিগঞ্জ থানার তারালি ইউনিয়নের বিশ্বনাথপুর গ্রামে গিয়ে পরিস্থিতি থমথমে দেখা গেছে। গ্রামময় হিন্দু-মুসলিম সবারই এক কথা—ওরা ভালো মানুষ। যে জমিতে ওরা বসবাস করছে তাতো তাদেরই। অথচ কেন এদের ওপর এই নগ্ন হামলা করা হলো তা আমরাও বুঝতে পারছি না। অপরদিকে যারা এই বর্বর হামলা চালিয়েছিল তারা গ্রাম থেকে সরে পড়েছে। এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত গত শনিবার গভীর রাতে স্থানীয় মৌলবাদী দলের নেতা জনৈক কওসার মোল্লা ৩০/৪০ জন লোক নিয়ে বিশ্বনাথপুরের ঐ পরিবারগুলোর ওপর লাঠিসোঁটা, দা, কোদাল, কুড়াল নিয়ে হামলা করে। তারা আকস্মিকভাবে ধীরেন্দ্র সরকার, সুরেন্দ্র সরকার ও রবীন্দ্র সরকারের বাড়িতে এই হামলা চালায়। তারা ঘরবাড়ি ভাঙচুর করে। বাড়ির আসবাবপত্র ভাঙচুর ও তছনছ করে পুকুরে ফেলে দেয়। বাড়ির পুরুষ লোকরা প্রাণের ভয়ে সরে গেলেও মহিলারা প্রতিরোধ করে। এ সময় আদুরিবালা, বনলতা, রাধারানী, সাবিত্রী রাণী ও সুরেন্দ্রর পুত্র বাসুদেব গুরুতর আহত হয়। তাদের দা, কোদাল ও কুড়াল দিয়ে কোপানো হয়। এই গৃহবধূদের একজনকে (রাধারাণী) দুর্বৃত্তরা বাড়ি থেকে কাঁটাজঙ্গল দিয়ে টেনেহেঁচড়ে নিয়ে ধর্ষণ করে। তাণ্ডবকালে দুর্বৃত্তরা ওই বাড়িগুলোর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত একটি কালি মন্দির ও মূর্তি ভেঙেচুরে গুঁড়িয়ে দেয়। গ্রামের লোকজন থানায় গিয়ে খবর দিলেও ভোর রাতে একজন এসআই ঘটনাস্থলে এসে উল্টো হিন্দু পরিবারগুলোকে শাসিয়ে যায়। আহতদের কালিগঞ্জ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। রোববার সন্ধ্যায় পুলিশ সুপার ঘটনাস্থল সফর করেন।

এদিকে ধীরেন্দ্রনাথ বাদী হয়ে মৌলবাদী নেতা কওসার মোল্লাসহ ৫/৬ জনের নাম উল্লেখ করে ৩০/৪০ জনের বিরুদ্ধে একটি মামলা করেছেন। এই মামলায় শ্লীলতাহানি ও পাশবিক নির্যাতনের কথা বলা হলেও সে সংক্রান্ত কোনো ধারা তাতে বসানো হয়নি। এ ছাড়াও উপাসনালয় ভাঙচুর বিষয়ক কোনো ধারাও এতে না থাকায় বাদীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ ধারা ২৯৭ সংযুক্ত করার জন্য আদালতে আবেদন করেছে। আসামিরা কেউই এখন পর্যন্ত গ্রেপ্তার হয়নি। তবে পুলিশ ঘটনাস্থলে বারবার হানা দিচ্ছে।

এলাকায় গিয়ে কাগজপত্র দেখে জানা যায়, ২৭ বছর আগে ঐ পাঁচ পরিবার পাঁচ বিঘা জমি ক্রয় করে তা ভোগ দখল করতে থাকে। এই জমির তিন বিঘা পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে ঘোষিত হলে ধীরেন্দ্র পরিবার সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করে। এই মামলায় সরকার পক্ষ হেরে যায়। তারা একটি ইনজাংশন মামলায়ও জয়ী হয়। সরকার এর বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপিল করে। এ অবস্থায় মামলাটি চলমান রয়েছে। ধীরেন্দ্র পরিবার তাদের ক্রয়কৃত এবং দখলি সম্পত্তির খাজনাও দিয়ে আসছে।

কেনো এই হামলা এর কারণ খুঁজতে গিয়ে জানা গেছে, স্থানীয় আরেক মৌলবাদী নেতা স্থানীয় সাবেক চেয়ারম্যান কয়েক বছর আগে ব্র্যাক সমিতির ১২টি সংগঠনের টাকা আত্মসাৎ করে। ধীরেন্দ্র সরকার এর বিরুদ্ধে মামলা করেন। পরবর্তী সময়ে ঐ চেয়ারম্যান কৌশলে মামলাটি প্রত্যাহার করিয়ে নেয়। তখন থেকেই ঐ সাবেক চেয়ারম্যান এই পরিবারগুলোর ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। যে এক একর ৬৫ শতাংশ জমিতে ধীরেন্দ্র সরকারের পাঁচ পরিবার বসবাস করছে তা পরিত্যক্ত সম্পত্তি এই ধূয়া তুলে ঐ সাবেক চেয়ারম্যানের ইঙ্গিতে ও সহযোগিতায় সেখানে একটি ফুটবল মাঠ তৈরির পরিকল্পনা করা হয়। এই লক্ষ্যে বছরখানেক আগেও একই স্থানে হামলা করা হয়। সে ঘটনা একরকম নিস্পত্তি হয়ে যায়। গত শনিবার তারাই আবার এই হামলা করে হিন্দু পরিবারগুলোকে উচ্ছেদ করে।

ভোরের কাগজ, ৮ জুলাই ২০০৩

(১৭১৮)
চার সংখ্যালঘু পরিবারের বসতঘর নিশ্চিহ্ন ॥ ধর্মের বাবা ডেকেও রেহাই পায়নি গৃহবধূ সাতক্ষীরায় সন্ত্রাসীদের মধ্যরাতের তাণ্ডব

মিজানুর রহমান, কালিগঞ্জ থেকে ফিরে ঃ কালিগঞ্জের সন্ত্রাসীরা মধ্যরাতে ঘর থেকে ধরে সেঁজে কাঁটাবন দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে যায় গৃহবধূ রাধারানী সরকারকে। বেড়িবাঁধে নিয়ে চলে শ্লীলতাহানি ও নির্যাতন। 'ধর্মের বাবা' ডাকার কারণে একজন তার মুখে প্রস্রাব করে দেয়। অন্য দু'জন করে শরীর নিয়ে উল্লাস। শনিবার মধ্যরাতে কালিগঞ্জের বিশ্বনাথপুর গ্রামে সন্ত্রাসীদের হামলা ও নির্যাতনের শিকার রাধারানী এখন মানসিক ভারসাম্য হারাতে বসেছে। সন্ত্রাসী হামলায় হাত ভেঙ্গেছে গৃহবধূ বনলতার। দায়ের কোপে তার দু' পা এখন অচল। সর্বাঙ্গে এখন নির্যাতনের চিহ্ন। ৪০ উর্ধ্বে বয়সী আদুরীর হাতে, মাথায়, পিঠে ও নিতম্বে আঘাত নিয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। নির্যাতনে তার ছেলে বাসুদেব এখন আহত। এই মর্মান্তিক ও বর্বর ঘটনা ঘটে গত শনিবার মধ্যরাতে ৪টি সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর। সোমবার সাতক্ষীরা থেকে ৪৪ কিলোমিটার দূরের ঐ জনপদে গিয়ে দেখা যায়, সন্ত্রাসীদের লুটপাটের চিহ্ন। রবীন্দ্রনাথের ঘর পানিতে ভাসছে। পারিবারিক কালি মন্দিরটির ইট খুলে নেয়া হয়েছে। ঘটনাস্থলে যাওয়া কালিগঞ্জ সার্কেলের এএসপি শামসুল হুদা জনকণ্ঠকে বলেন, নির্যাতন, ভাংচুর ও লুটপাটের ঘটনা সত্য। স্থানীয় জামায়াত কর্মী সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল গফুরের ইন্ধনে এই বর্বর ঘটনা ঘটেছে বলে তিনি সাংবাদিকদের জানান। তবে এই ঘটনায় মামলা হলেও কেউ গ্রেফতার হয়নি।

অভিযোগ, মামলা রেকর্ড হয়েছে দুর্বল ধারায়।

কালিগঞ্জ উপজেলার ভারালী ইউনিয়নের বিশ্বনাথপুর গ্রামের ধীরেন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, নরেন্দ্রনাথ, বীরেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রায় ৫ বিঘা সম্পত্তি নিয়ে সরকারের সঙ্গে মামলা চলছে। ৫ বিঘা জমির মধ্যে প্রায় ৩ বিঘা অর্পিত সম্পত্তি নিয়ে সরকারের সঙ্গে মামলা চললেও সম্প্রতি সাব জজ আদালত থেকে তারা এই জমির ইনজাংশন পায়। কোবলা মুলে খরিদ করা এই জমিতে তারা বসবাস করছে প্রায় ৩০ বছর। ইনজাংশন পাওয়ার পর তারা এই জমিতে ৪ ভাই ছোট ঘর তুলে বসবাস করতে থাকে গত ৬ মাস ধরে। এখানে নির্মিত হয় একটি পারিবারিক কালি মন্দির। একটি কালি মূর্তিও ছিল এই ঘরে। হঠাৎ করেই গত শনিবার রাত ১২টার পর প্রায় ৪০ থেকে ৫০ জনের সশস্ত্র সন্ত্রাসী হামলা চালায় তাদের বাড়িতে। ঘরে থাকা পুরুষ সদস্যের অনুপস্থিতিতে চলে মহিলাদের ওপর নির্যাতন। রড, কোদাল, রাম দা, লাঠি দিয়ে কুপিয়ে পিটিয়ে আহত করা হয় গৃহবধূদের। বীরেন্দ্রর স্ত্রীকে শ্লীলতাহানিসহ সব রকমের সর্বনাশ করে আবিয়ার, নুরুজ্জামান ও ছয়রা। ধীরন্দ্রনাথের অভিযোগ, কয়েক বছর আগে ব্র্যাক সমিতির গম আত্মসাতের কারণে সাবেক চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে মামলা করে ধীরেন্দ্র সরকার। চেয়ারম্যান গফুর হাত-পা ধরে মামলা তুলে নেয়ায়। পরবর্তীতে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে প্রতিশোধ নিতে শুরু করে। গত বছর এই জমির ওপর লাগানো কয়েক লাখ টাকার গাছ কেটে নেয়া হয়। এই ব্যাপারে মামলাও রয়েছে। গত বছর ফেব্রুয়ারিতে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনায় এক সংবাদ সম্মেলনে ঐ জামায়াত কর্মী গফুরের বিরুদ্ধে ধীরেন্দ্রনাথের জমি দখলের চেষ্টার অভিযোগ আনা হয়।

শনিবারের এই বর্বরতায় এলাকাবাসী ক্ষুব্ধ। সংখ্যালঘু পরিবারের সদস্য হলেও এখানকার বেশিরভাগ মুসলমান ধীরেন্দ্রনাথের পক্ষে। গত দু'দিন ধরে শত শত গ্রামবাসী এই বর্বরতার চিহ্ন দেখার জন্য যাচ্ছে ঘটনাস্থলে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আহতদের চিকিৎসা মিলছে না। শ্লীলতাহানির শিকার গৃহবধূর প্রয়োজনীয় ডাক্তারী পরীক্ষা হয়নি। মামলা রেকর্ড হয়েছে দুর্বল ধারায়। কোন আসামী গ্রেফতার না হওয়ায় সংখ্যালঘু এই পরিবারের সদস্যরা এখন আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৮ জুলাই ২০০৩

(১৭১৯)
আখাউড়ায় মধ্যরাতে ৩টি মন্দিরে হামলা, মূর্তি ভাঙচুর

আখাউড়া (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) প্রতিনিধি ঃ আখাউড়ার মোগড়া ইউনিয়নের মোগড়া গ্রামে কে বা কারা হিন্দু সম্প্রদায়ের তিনটি বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত পারিবারিক মন্দিরে হামলা চালিয়ে আটটি মূর্তি ভাঙচুর ও মন্দির ভবন লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে। হামলাকারীরা পবিত্র গীতা, রামায়ণ ও মহাভারতসহ বেশকিছু ধর্মীয় গ্রন্থ ছিঁড়েছুটে রাস্তায় ফেলে দেয়। গত সোমবার মধ্যরাতে এ ঘটনা ঘটেছে।

পুলিশ ও গ্রামবাসী সূত্রে জানা গেছে, মোগড়া গ্রামের নান্টু কুমার আচার্যের বাড়িতে অন্নপূর্ণা দেবীর পূজা ও উৎসব শত বছরের ঐতিহ্য। সোমবার রাতে হামলাকারীরা বাড়ির মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত অন্নপূর্ণা ও সখি মূর্তির মাথা ভেঙে নিয়ে বাড়ির পাশের রাস্তায় ফেলে রাখে। মহাদেব মূর্তির মাথাও তারা ভেঙে ফেলে। এছাড়া প্রতিবেশী ডা. শংকর আচার্যের বাড়ির মন্দিরে হামলা চালিয়ে ঠাকুরের আসন, দুটি লক্ষ্মী মূর্তি ও দেব-দেবীর বাঁধাই করা ছবি নিয়ে প্রায় ২০০ গজ দূরে মাঠে ফেলে দেয়। একইভাবে হীরেন্দ্র আচার্যের বাড়ির প্রায় সাতপুরুষের মন্দিরের লক্ষ্মী-নারায়ণের মূর্তি ভেঙে ফেলে এবং শালগ্রাম শিলা ও পাথরের শিবলিঙ্গ নিয়ে যায়। গীতা ও অন্যান্য পবিত্র ধর্মগ্রন্থ ছিঁড়ে রাস্তায় ফেলে দেয়।

এ ঘটনায় স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ জানিয়ে দোষীদের শাস্তির দাবি করেছেন। মোগড়া ইউপি চেয়ারম্যান নান্নু মিয়া ঘটনাস্থল ঘুরে এসে প্রথম আলোকে বলেন, এই ইউনিয়নে এমন জঘন্য কাজ আগে কখনো ঘটেনি। দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি হওয়া উচিত।

এ ঘটনায় পৃথক দুটি মামলা হয়েছে। তদন্ত চলছে বলে আখাউড়া থানার ওসি শেখ মোহাম্মদ আলী জানিয়েছেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মেজবাহ উদ্দিন চৌধুরী জানান, দোষীদের খুঁজে বের করতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

প্রথম আলো, ৯ জুলাই ২০০৩

(১৭২০)
চাঁপাইনবাবগঞ্জে এক সরকারি কর্মকর্তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ ১৫টি সংখ্যালঘু পরিবার

জাহাঙ্গীর আলম আকাশ ঃ চাঁপাইনবাবগঞ্জের আমনুরাতে এক সরকারি চাকরিজীবীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ ১৫ টি ধর্মীয় সংখ্যালঘু পরিবার চরম অশান্তি আর আতংকের মধ্যে রয়েছেন। যুগ যুগ ধরে বসবাসরত সংখ্যালঘু পরিবারগুলোকে দু'টি মন্দিরসহ ভিটেমাটি ছাড়া করতে সংখ্যালঘু নারী-পুরুষের ওপর অন্তত পাঁচটি হয়রানিমূলক মামলা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। জীবন ও ভিটেমাটি এবং সম্পত্তি নিয়ে চরম হুমকির সম্মুখীন সংখ্যালঘু পরিবারগুলো প্রশাসনের সহযোগিতা চেয়েও তা না পেয়ে দেশ ছেড়ে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সরকারি চাকরিজীবী বিএনপি সমর্থক বলে জানা গেছে।

সরজমিন অনুসন্ধান করে জানা যায়, বৃহত্তর রাজশাহীর চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাধীন আমনুরা ঝিলিম বাজার বাবুপাড়াতে বংশপরম্পরায় ২৫/৩০ টি ধর্মীয় সংখ্যালঘু

পরিবার বসবাস করতো। বিভিন্ন সময়ে প্রভাবশালীদের অত্যাচার এবং সংখ্যালঘু নির্যাতনের কারণে ১০/১২ টি পরিবার দেশ ছেড়ে ভারতে গিয়ে আশ্রয় নেয়। বর্তমানে প্রায় ১৫টি পরিবার অবস্থান করছে। ৮/১০ বছর আগে সাজ্জাদ আলী বিশ্বাসের পুত্র ও সরকারী চাকুরিজীবী মনিরুল ইসলাম (৫০) তানোরে তার নিজ কর্মস্থলে চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে যাতায়াত করার সময় ধর্মীয় সংখ্যালঘু রবীন্দ্রনাথ ঘোষের বাড়ির ওপর লোলুপ দৃষ্টি পড়ে। মনিরুল রবীন্দ্রনাথের কাছে একটি ঘর ভাড়া নেয়ার জন্য প্রস্তাব দিয়ে পুরো বাড়িটি দখলের কৌশল অবলম্বন করে। রবীন্দ্রনাথের পরিবারের সদস্যদের অনুপস্থিতির সুযোগে এক রাতে মনিরুল তার স্ত্রী ও পরিবারের অন্য সদস্যের নিয়ে রবীন্দ্রনাথের বাড়িতে নিয়ে আসে।

সংখ্যালঘুরা জানান, রবীন্দ্রনাথের বাড়ি দখল হয়ে যাবার পর স্থানীয় সাবেক চেয়ারম্যান কছিমউদ্দিনের কাছে নালিশ দেয়া হয়। তিনি সালিশ করতে ব্যর্থ হন। এরপর আরেক সাবেক চেয়ারম্যান তসিকুলকে একইভাবে নালিশ দেয়া হয় সংখ্যালঘুদের পক্ষ থেকে। তিনি মাত্র ৩০ হাজার টাকার বিনিময়ে রবীন্দ্রনাথকে তার বাড়িটি মনিরুলের কাছে হস্তান্তর করতে বাধ্য করেন। এ ঘটনার পর রবীন্দ্রনাথ তার ধার-কর্জ পরিশোধ করে ভারতে চলে যান সপরিবারে। তিনি এখন ভারতের মালদহ জেলার মঙ্গলবাড়িতে সাইকেলের মেকানিকের কাজ করে সংসার চালান। কৌশলে রবীন্দ্রনাথকে বাড়ি ছাড়া করে তার বাড়িটি দখল করার পর মনিরুল একটি দুর্গা মন্দির এবং একটি কালি মন্দিরের জায়গা দখল করার ষড়যন্ত্র শুরু করে দেয়। মাত্র দু' শতক জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত মন্দির দু'টির জায়গাটুকু দখল এবং মন্দিরকে ঘিরে বসবাসরত ১৫টি পরিবারকে ভিটেমাটি ছাড়া করতে মনিরুল নির্যাতন ও হয়রানির কৌশল হিসেবে সংখ্যালঘুদের ওপর তার স্ত্রীকে দিয়ে একের পর এক হয়রানিমূলক মামলা দায়ের করায়। এখন পর্যন্ত মোট পাঁচটি মামলা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে সংখ্যালঘুদের ওপর। এছাড়া মন্দির যাতে সর্বদা জলাবদ্ধ থাকে এবং পূজা-অর্চনা যাতে করতে না পারে সেজন্য মন্দির ও তার সংলগ্ন পানি নিষ্কাশনের জায়গায় মাটি ফেলা হয়েছে।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কাছে সংখ্যালঘুরা মন্দির দখল, সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন ও দেশ থেকে বিতাড়িত করার ব্যাপারে লিখিত অভিযোগ প্রদান করেছে। ওই অভিযোগে বলা হয়, মনিরুল ইসলাম একজন দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী এবং কৃষি বিভাগে কর্মরত সরকারি চাকরিজীবী। সে গত দু'বছর ধরে মন্দির, মন্দিরের সম্পত্তি দখল ও আত্মসাত করতে থাকে। ২০০১ সালের ১৯ জুলাই চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক রাজস্ব বরাবরে নালিশ দেয়া হয় সংখ্যালঘুদের পক্ষ থেকে। এরপর দখল প্রচেষ্টা সাময়িকভাবে বন্ধ থাকলেও জাতীয় নির্বাচন পরবর্তীকালে তা ভয়ানক আকার ধারণ করে। মনিরুল ইসলাম তার স্ত্রী মরিয়ম বেগমকে দিয়ে সংখ্যালঘুদের ওপর একের পর এক মিথ্যা মামলা দায়ের করে হয়রানি করাতে থাকে। সরকারি অনুদানের অর্থে মন্দিরের সংস্কার কাজ করতে না দেয়ার জন্য অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারির মামলা দায়ের করে। সংখ্যালঘুদের দেশ ছাড়া করতে ভয়-ভীতি প্রদর্শন, অশালীন এবং অসভ্য ভাষায় গালমন্দ করা অব্যাহত রয়েছে।

সংবাদ, ৯ জুলাই ২০০৩

(১৭২১)
সাতক্ষীরায় গৃহবধূ ধর্ষণ ও নির্যাতনের ঘটনায় প্রশাসনে তোলপাড় পুলিশের মামলাগ্রহণ না করা রহস্যজনক

সাতক্ষীরা ৮ জুলাই নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাতক্ষীরার কালীগঞ্জের বিশ্বনাথপুর গ্রামে সন্ত্রাসী তাণ্ডবের খবরে প্রশাসনে তোলপাড় শুরু হলেও যৌন হয়রানির শিকার গৃহবধূ রাধারাণীর ডাক্তারী পরীক্ষা তিন দিনেও হয়নি। শ্লীলতাহানিসহ মুখের মধ্যে প্রস্রাব ও শারীরিক

নির্যাতনের ঘটনা পুলিশকে জানানো হলেও নেয়া হয়নি নারী নির্যাতন দমন আইনে মামলা। মঙ্গলবার জনকণ্ঠে দুর্বল ধারায় মামলা রেকর্ডের খবর প্রকাশের পর নতুন করে তিনটি ধারা সংযোজন করা হয়েছে, গ্রেফতার করা হয়েছে সন্দেহভাজন হাবিবুর রহমান নামের এক আসামীকে। কিন্তু প্রধান আসামীরা রয়েছে ধরা ছোঁয়ার বাইরে। চার সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর শারীরিক ও পাশবিক নির্যাতনের বর্বর ঘটনার ৩ দিন পরও সন্ত্রাসীদের ধরতে পুলিশী ব্যর্থতায় সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। শনিবার মধ্যরাতে সন্ত্রাসীদের হাতে নির্যাতিত গৃহবধূ রাধারাণী, আদুরী, বনলতা ও বাসুদেব এখনও কালিগঞ্জ থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসাধীন। যৌন নিপীড়নের শিকার রাধারাণীর ধর্ষণের অভিযোগ আমলে নেয়নি থানা পুলিশ। মঙ্গলবার দুপুরে কালিগঞ্জ থানার ওসি ওহিদুল ইসলাম টেলিফোনে বলেন, হাসপাতালের রেজিস্টারে ধর্ষণের কথা লেখা নেই। এ কারণে ডাক্তারী পরীক্ষা করানো হয়নি। পুলিশের কাছে ধর্ষণের অভিযোগ করার পরও কেন ডাক্তারী পরীক্ষা হয়নি এ বিষয়ে ওসি বলেন, রাধারাণীর দু'রকম বক্তব্যের কারণে বিষয়টি তারা এড়িয়ে গেছেন। তবে রাধারাণীর মুখে প্রস্রাব করা ও তার শরীর নিয়ে উল্লাস করার ঘটনা স্বীকার করেন ওসি। এর পরও নারী নির্যাতন দমন আইনে মামলা রেকর্ড না হওয়ার ঘটনা রহস্যজনক।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৯ জুলাই ২০০৩

(১৭২২)
আখাউড়ায় তিনটি বাড়িতে ভাঙচুর

আখাউড়া প্রতিনিধি ঃ সোমবার রাতে আখাউড়ার গঙ্গাসাগর মোগড়া গ্রামে সংখ্যালঘু ৩ হিন্দু বাড়িতে প্রতিমা ভাঙচুর হয়েছে। গভীর রাতে কে বা কারা প্রতিমা ভাঙচুর করেছে জানা যায়নি। এ ঘটনায় আখাউড়া থানায় পৃথক দু'টি মামলা হয়েছে।

জানা গেছে, সোমবার মধ্যরাতে অজ্ঞাতপরিচয় কয়েক জন লোক আখাউড়া গঙ্গাসাগর গ্রামের নান্টু আচার্য, ডা. শঙ্কর আচার্য ও হীরেন্দ্র আচার্যের পূজাঘরে রক্ষিত ৩টি প্রতিমা, ১টি পূজার সিংহাসন, ১টি পাথরের শিবলিঙ্গ ভাঙচুর করে। নান্টু আচার্যের পরিবারের লোকজন জানায়, কে বা কারা তাদের পূজাঘরে রক্ষিত ২টি প্রতিমা ভেঙে পাশের রাস্তায় ফেলে রেখেছে। মঙ্গলবার সকালে এরা ঘুম থেকে উঠে ভাঙা প্রতিমা রাস্তায় পায়। একই কায়দায় ডা. শঙ্কর আচার্যের পূজাঘরের সিংহাসন ভেঙে ২শ' গজ দূরে ফেলে রাখা হয়। হীরেন্দ্র আচার্য জানান, শালগ্রাম শীলায় একটি প্রতিমা ও একটি পাথরের শিবলিঙ্গ তাদের পূজাঘরে ভাঙচুর করা হয়। প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনায় নান্টু আচার্য ও হীরেন্দ্র আচার্য বাদি হয়ে মঙ্গলবার আখাউড়া থানায় পৃথক দু'টি মামলা দায়ের করেছেন।

সংবাদ, ৯ জুলাই ২০০৩

(১৭২৩)
মোরেলগঞ্জে সংখ্যালঘু নির্যাতনের বীভৎস কাহিনী—চাঁদাবাজি শ্লীলতাহানি নিত্যঘটনা

বাবুল সরদার, বাগেরহাট থেকে ঃ বাগেরহাটের অন্যতম অপরাধপ্রবণ উপজেলা মোরেলগঞ্জে সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতনের আরেক বীভৎস কাহিনী জানা গেছে। সেখানে চিংড়াখালী ইউনিয়নের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত বিভিন্ন গ্রামে একাধিক মামলার আসামী

চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা রামরাজত্ব কায়েম করেছে। চাঁদবাজি, লুটপাট, ডাকাতি, চুরি, নারীর শ্লীলতাহানি, অপহরণ, মুক্তিপণ আদায় এখানে নিত্য-নৈমিত্তিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সন্ত্রাসীরা এতই শক্তিশালী যে, তাদের বিরুদ্ধে ডিসি, এসপি, এমপি কাউকেই জানিয়ে কোন ফল পাওয়া যায়নি। উল্টো নালিশের কথা জানতে পেরে সন্ত্রাসীরা আরও দ্বিগুন তাণ্ডব শুরু করে। গত একমাসে সেখানে কমপক্ষে ৫টি হিন্দু পরিবার অতিষ্ঠ হয়ে দেশান্তরী হয়েছে। সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা ধরে নিয়ে যাওয়ার পর এখনও পর্যন্ত খোঁজ মেলেনি বৃদ্ধ ললিত মণ্ডল ও তাঁর স্ত্রীর। বুধবার বাগেরহাট প্রেসক্লাবে আহূত এক সংবাদ সম্মেলনে ওই এলাকার একাধিক গ্রামের উপস্থিত নির্যাতিত, ক্ষতিগ্রস্ত মানুষরা এ অভিযোগ জানান।

গোপালপুর, চরগোপালপুর, সিংজোড়, মহিষচরনী গ্রামের ক্ষতিগ্রস্ত মানুষরা এদিন সংবাদ সম্মেলনে নির্যাতনের বর্ণনা দিতে গিয়ে অনেকেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। তাদের ভাষায়, "থানা পুলিশ থেকে সংশ্লিষ্ট সকলের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছি। কিন্তু প্রতিকার পাইনি, বরং অত্যাচার আরও বেড়েছে। এ সময় সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে তাঁরা বলেন, শেষ আর্জি জানাতে নিরুপায় হয়ে আমরা আপনাদের কাছে হাজির হয়েছি। আপনারা আমাদের বাঁচান। নতুবা বাপ-দাদার ভিটামাটি ফেলে দেশত্যাগ করা বা মরা ছাড়া আমাদের কোন পথ নেই।"

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন উত্তম কুমার মণ্ডল। এ সময় এলাকার বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক, কৃষিজীবী, ব্যবসায়ী, চাকরিজীবীসহ নানা শ্রেণী ও পেশার প্রায় ২৫/৩০ জন গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। লিখিত বক্তব্য এবং প্রশ্নোত্তরে জানা যায়, বিগত সংসদ নির্বাচনোত্তর ওই এলাকায় একাধিক মামলার আসামী চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতনে মেতে ওঠে। বিশেষত গত ইউপি নির্বাচনে এ ইউনিয়নে জামায়াত নেতা মাওলানা আবুল কাশেম চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবার পর সন্ত্রাসীরা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। নির্বাচনে তারা এই জামায়াত নেতার পক্ষে 'মাসলম্যান' হিসাবে অংশগ্রহণ করে। মান্নান, দিদার, কালাম হাওলাদার, কামরুজ্জামান (লিন্টু), শাহীন শিকদার, সোবহান দিদার, ছালাম শিকদার, আলম শিকদার, হান্নান শিকদার, রাসেল হাওলাদার, বাবুল হাওলাদার এবং হারুন শিকদারসহ কয়েকজনের বাহিনী এই নির্যাতন-নিপীড়ন শুরু করেছে। একাধিক মামলার দাগী আসামী ও অস্ত্রধারী এই বাহিনী এলাকায় 'মান্নান বাহিনী' বলে পরিচিত। এই বাহিনীর নেপথ্য নায়ক লিন্টু বক্স। তবে এদের সবার মূল নেহা উক্ত ইউপি চেয়ারম্যান জামায়াত নেতা বলে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষরা মনে করেন। তাঁরা জানান, এই 'মান্নান বাহিনী' শাসক জোটের পরিচয় দিয়ে প্রকাশ্যে তাণ্ডব শুরু করলেও এরা স্থানীয় ইউনিয়ন বিএনপি সভাপতি শিক্ষক সোবাহান হাওলাদারের নিয়ন্ত্রণহীন; তার কথা তারা মানে না।

নির্যাতিতরা উল্লেখ করেন, অস্ত্রধারী ওই বাহিনী এলাকার উত্তম কুমার মণ্ডলের নিকট ৩০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। এই টাকা দিতে অপারগতা জানালে গত ১২ এপ্রিল রাতে তারা উত্তমের বাড়ি চড়াও হয়ে বেদম মারপিট, নারীদের ওপর অবর্ণনীয় নির্যাতন চালিয়ে সর্বস্ব লুটে নেয়। এর আগে গত ২৩ সেপ্টেম্বর এই বাড়িতে চড়াও হয়ে অনুরূপ ডাকাতি ও নির্যাতন করে। উত্তমের ভাষায়, 'ওরা আমার পরিবারের ওপর যে অত্যাচার চালিয়েছে তা প্রকাশ্যে বলা যায় না।' দীর্ঘদিন নানা নির্যাতনের পর গত ১২ এপ্রিল রাতে বৃদ্ধ ললিত মণ্ডল ও তার স্ত্রীকে ধরে নিয়ে বাস্তুভিটা, জায়গাজমি তারা লিখে নেয়। ধরে নেয়ার সময় এলাকাবাসী তাঁদের ওপর অকথ্য নির্যাতন করতে দেখে। আজও তারা নিখোঁজ। পার্শ্ববর্তী সিংজোড় গ্রামের স্বপন হালদারের নিকট ১ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে। এটা দিতে সে অপারগ হলে এক রাতে তাকে ধরে নিয়ে যায় এবং অমানুষিক নির্যাতন করে একাধিক স্ট্যাম্পে ও ডেমিতে স্বাক্ষর আদায় করে। রাজেন্দ্রনাথ ও নলিনীকান্তকে মারপিট করে তাদের জমি দখল করে তাতে কলার চাষ করছে। স্থানীয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সন্তোষ রায়কে গত ৩ মে সকালে স্কুলে যাবার পথে সন্ত্রাসীরা ধরে তাৎক্ষণিক চাঁদা দাবি করে তাঁকে হত্যার চেষ্টা চালায়। তখন তার চিৎকারে

আশপাশের লোকজন ছুটে এলে তিনি ওই যাত্রা প্রাণে রক্ষা পান। তবে তারা যাবার সময় হুমকি দিয়ে নাকি বলে, 'হিন্দুরা এ দেশে কি-? ৩ দিনের মধ্যে এই গ্রাম ছেড়ে চলে যাবি। নচেত জীবনে রক্ষা পাবিনা।' এলাকার নিরঞ্জন রায়ের গোয়ালঘর থেকে বাচ্ছাসহ দুধের গাভী এবং অপর একটি বলদ গরু নিয়ে পার্শ্ববর্তী মাঠে জবাই করে চামড়া খুলে নেয়। পরীক্ষিত রায়কে এই সন্ত্রাসীরা গত ২৯ মার্চ বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে চাঁদা দাবি করে। ব্যর্থ হলে তার জমি লিখে নেয়। বনমালী মণ্ডল ২০ হাজার টাকা চাঁদা দিতে না পেরে প্রাণনাশের হুমকির মুখে বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। রতিকান্ত মৃধার দিন-দুপুরে মাছ লুট, উত্তমের বাড়ি ডাকাতি, শ্লীলতাহানি, ভূষণ মণ্ডলের বাড়ি ডাকাতি ও সর্বস্ব লুটের মতো নানা অত্যাচার এখানে অহরহ ঘটছে। সেখানে সাধারণ গ্রামবাসী এখন দিন-দুপুরে চলাচল করতে, হাট-বাজারে যেতে ভয় পায়। দাগী সব আসামী নিয়ে গঠিত এই বাহিনীর অত্যাচারে গত একমাসে এ এলাকা থেকে স্বপন হালদার, মানিক হালদার, রঞ্জিত মিস্ত্রি, মনোরঞ্জন মিস্ত্রি ও অমল বাছাড় সপরিবারে দেশান্তরী হয়েছেন বলে সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাবাসী জানান। সংবাদ সম্মেলনে স্থানীয় এমপি, ডিসি ও এসপিকে এসব অভিযোগ জানিয়ে প্রতিকার প্রার্থনা করে দেয়া লিখিত আবেদনপত্রের ফটোকপিও দেখানো হয়।

এ বিষয়ে আলাপকালে জেলা বিএনপি নেতা সদর আসনের সংসদ সদস্য এমএএইচ সেলিম জনকণ্ঠকে জানান, হিন্দু কেন, যে কোন মানুষের ওপর অত্যাচার-নির্যাতনসহ সকল সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বাগেরহাটের প্রশাসন ও পুলিশকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তিনি মোরেলগঞ্জের চিংড়াখালী ইউনিয়নের এই নির্যাতনের বিষয়টি কঠোরভাবে দমনের জন্য এদিনই এসপিকে বলেছেন বলে জানান।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১০ জুলাই ২০০৩

(১৭২৪)

কালীগঞ্জে সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর বর্বর নির্যাতন
পুলিশ কর্মকর্তা ও সাংবাদিকদের ঘটনাস্থল পরিদর্শন ॥ রোমহর্ষক তথ্য প্রকাশ
বাবা বলে পা ধরেও রেহাই পাননি রাধা রানী সরকার

সাতক্ষীরা থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাতক্ষীরার কালীগঞ্জ উপজেলার বিশ্বনাথপুর গ্রামের সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর শনিবার গভীর রাতে অমানবিক নির্যাতনের ঘটনায় ঘটনাস্থল সোমবার সরজমিন পরিদর্শন করেছেন পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ স্থানীয় সাংবাদিকরা। সরেজমিন পরিদর্শনকালে ঘটনার রোমহর্ষক কাহিনী বের হয়ে এসেছে। থানা পুলিশের ভূমিকা রহস্যজনক হলেও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের হস্তক্ষেপে সোমবার বসানো হয়েছে মামলায় প্রকৃত ধারা।

শনিবার রাতে কালীগঞ্জ উপজেলার বিশ্বনাথপুর গ্রামের ধীরেন্দ্র নাথ সরকারের পরিবারের সদস্যদের ওপর কওছার মোল্লার নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী অতর্কিতে হামলা করে। সন্ত্রাসীরা ধীরেন্দ্রের এক একর ৬৫ শতক জমি দখল করার জন্য তাদের বসতঘর ও কালীমন্দির নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে রাতারাতি সেখানে গোলপোস্ট বসিয়ে খেলার মাঠ বানিয়েছে। শ্লীলতাহানির শিকার হয়েছেন পরিবারের গৃহবধূরা। সন্ত্রাসীদের হামলায় মহিলাসহ আহতরা এখন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন হয়েছেন।

সাতক্ষীরা শহর থেকে প্রায় ৫০ কি. মি. দূরে ঘটনাস্থলে সোমবার সরজমিন পরিদর্শনকালে ঘটনার রোমহর্ষক কাহিনী জানা যায়। কালীগঞ্জ হাসপাতালে ছিন্নভিন্ন দেহ নিয়ে চিকিৎসাধীন ধীরেন্দ্রনাথ সরকারের স্ত্রী রাধা রানী সরকার (৩০) কান্নাজড়িত কণ্ঠে সাংবাদিকদের জানান, স্বামীকে বেঁধে রেখে আবিয়ার তার মুখে প্রস্রাব করে দিয়েছে।

নুরুজ্জামান ও সাহাব তার ওপর পাশবিক নির্যাতন চালিয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। বাবা বলে পা ধরেও তাদের নির্যাতন থেকে তিনি রেহাই পাননি। ওই পরিবারের ধীরেন্দ্রনাথ সরকারের স্ত্রী বনলতা সরকারসহ (৪০) অন্যরা হাসপাতালে এখনও চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের লোকজন তাদের ওপর অমানুষিক নির্যাতনের জন্য জোট সরকারের সমর্থক সাবেক চেয়ারম্যান আবদুল গফুরের সন্ত্রাসী বাহিনীকে দায়ী করেন।

এ ঘটনায় থানা পুলিশ প্রথম পর্যায়ে দায়সারা গোছের একটি মামলা রেকর্ড করে। সোমবার ঘটনাস্থল পরিদর্শনশেষে এএসপি সার্কেল শামসুল হুদা ঘটনার সত্যতা সাংবাদিকদের কাছে স্বীকার করে বলেন, তিনি তদন্তকারী কর্মকর্তাকে মন্দির ভাঙচুরের ঘটনায় ২৯৭ নং ধারা সংযোজনের জন্য আদালতে আবেদনের নির্দেশ দিয়েছেন। এছাড়া নারী নির্যাতন সংক্রান্ত ধারাও সংযোজন করা হবে বলে তিনি জানান। আসামিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তিনি। তবে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত কেউ আটক হয়নি। এলাকায় থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। ক্ষতিগ্রস্ত ধীরেন্দ্রনাথ সরকারের পরিবার এখন নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

সংবাদ, ১০ জুলাই ২০০৩

(১৭২৫)
আশাশুনিতে ৫ সংখ্যালঘু বাড়িতে ডাকাতি

সাতক্ষীরা থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাতক্ষীরার আশাশুনি উপজেলার ৫ সংখ্যালঘু পরিবারে সোমবার গভীর রাতে গণডাকাতির ঘটনায় পুলিশ চাঁদাবাজির মামলা নেয়ায় এলাকার সংখ্যালঘুদের মধ্যে চরম ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

এলাকাবাসী জানায়, সোমবার গভীর রাতে আশাশুনি উপজেলা সদর থেকে মাত্র ৩ কি. মি. দূরে ডেসেররাটি গ্রামে ১৪/১৫ জনের একদল সশস্ত্র ডাকাত হানা দেয়। সশস্ত্র ডাকাতদলটি ওই গ্রামের মৃণাল কান্তি মণ্ডল, কালীপদ মণ্ডল, চারু চন্দ্র মণ্ডল, কৃষ্ণপদ মণ্ডল ও সন্তোষ মণ্ডলের বাড়িতে চড়াও হয়ে গৃহকর্তাদের মারপিট করে অস্ত্রের মুখে নগদ টাকা ও স্বর্ণালঙ্কারসহ তিন লক্ষাধিক টাকার মালামাল নিয়ে যায়। ডাকাত দলটি এ ব্যাপারে থানায় মামলা না করার জন্যও হুমকি দেয়। গ্রামবাসী ডাকাত দলটিকে ধাওয়া করলে তারা ২টি বোমা বিস্ফোরণ করে পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় থানায় ডাকাতি মামলার এজাহার দিলেও পুলিশ এটিকে চাঁদাবাজি মামলা হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

সংবাদ, ১০ জুলাই ২০০৩

(১৭২৬)
দুমকীতে একটি প্রভাবশালী মহলের তৎপরতা রায়পুকুরটি কৌশলে দখল ॥ ৩টি সংখ্যালঘু পরিবারকে উচ্ছেদের চেষ্টা

পটুয়াখালী থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ পটুয়াখালীর দুমকী উপজেলার মুরাদিয়া গ্রামের ঐতিহাসিক 'রায়পকুর'টি একটি চিহ্নিত প্রভাবশালী মহল দখল করে নিয়েছে। এখন ৩টি সংখ্যালঘু পরিবারকে উচ্ছেদের চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

সরজমিন জানা গেছে, ওই উপজেলার পশ্চিম চরগরবদি গ্রামের নগেণ রায়, জিতেন রায় ও দ্বিজেন্দ্র রায় তাদের নিজস্ব জমিতে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের আমলে এ পুকুরটি খনন করেন। ওই সময় এলাকাবাসী এ পুকুরের পানি তাদের নিত্যদিনের ব্যবহারে কাজে লাগাত। সেই থেকেই পুকুরটি 'রায় পুকুর' নামে খ্যাতি লাভ করে। পরবর্তী সময়ে নগেণ রায় ও জিতেন রায় ভারতে চলে গেলে তাদের উত্তরাধিকারী দ্বিজেন্দ্র রায় তাদের নিজ নিজ জায়গায় বসতবাড়ি নির্মাণ করে বসবাস করতে থাকেন। এদিকে নগেণ রায় ও জিতেন রায় ভারতে চলে গেলে ওই 'রায় পুকুর'টির ওপর নজর পড়ে এলাকার এক প্রভবশালী মহলের। তারা কৌশলে স্থানীয় তহসিল অফিস ও উপজেলা ভূমি অফিসের কিছু অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীর যোগ-সাজশে নগেণ রায় ও জিতেন রায়ের উত্তরাধিকার থাকা সত্ত্বেও তাদের জায়গা-জমিসহ ওই পুকুরটি অর্পিত সম্পত্তির তালিকাভুক্ত করে 'ডিসিআর'-এর মাধ্যমে দখল করে নেয়। লুট করা হয় পুকুরের মাছ ও লাখ লাখ টাকার পুরনো গাছ। বাধা দেয়া হয় এলাকাবাসীকে ওই পুকুরের পানি ব্যবহারে।

এছাড়াও রায়বাড়ি থেকে নায়েবের পাড় পর্যন্ত ৪৬ শতাংশ জমির ওপর জনগণের চলাচলের জন্য প্রশস্ত রাস্তাটিও প্রভাবশালীরা দখল করে নিয়েছে।

এদিকে ওই পুকুরপাড়ে প্রায় দু'যুগ ধরে বাসু শীল, অমল শীল ও অতুল শীলের তিনটি ছিন্নমূল পরিবার বসবাস করে আসছিল। প্রভাবশালীরা এখন তাদের উচ্ছেদের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। ওই তিনটি পরিবারের সদস্যরা এ প্রতিবেদককে জানায়, 'প্রভাবশালী ওই দখলদারদের অপকর্মের কোন প্রতিবাদ কেউ করতে সাহস পাচ্ছে না। তারা 'রায়'দের রেকর্ডীয় জমি ভরাট করে গাছ লাগিয়ে বাড়ি বৃদ্ধি করছে। এদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার মামলা দায়ের করলে তাদের নারী নির্যাতনসহ অসংখ্য জটিল মামলার আসামি করা হবে। প্রকৃত ওয়ারিশরাও তাদের বিরুদ্ধে কথা বলতে সাহস পাচ্ছে না। কারণ পুলিশ ও উপজেলা প্রশাসন তাদের পক্ষে। আমাদেরকেও এ জায়গা ছেড়ে চলে যেতে বলেছে। নইলে ঘরে আগুন দিয়ে উচ্ছেদ করা হবে বলে হুমকি দিয়েছে। একথাগুলো বলার সময় তারা অজানা আতঙ্কে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল।

সংবাদ, ১১ জুলাই ২০০৩

(১৭২৭)
নোয়াখালীতে সংখ্যালঘুর বাড়ি দখল ॥ জনমনে নানা প্রশ্ন

নোয়াখালী জেলা সদর প্রতিনিধি ঃ নোয়াখালী জেলা সদর মাইজদী কোর্টের প্রাণকেন্দ্রে সংখ্যালঘু পরিবারের প্রখ্যাত সরকার বাড়িটি গত বুধবার রাতে সরকারী দলীয় লোকজন দখল করে নেয়। বাড়িটির সম্পত্তির পরিমাণ ৪ একর ৩০ শতাংশ। যার বর্তমান বাজার মূল্য ১০ কোটি টাকা। জমি ছাড়াও বাড়ির গরু, হাঁস-মুরগিসহ অন্যান্য অবকাঠামোও পড়ে রয়েছে অথচ বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বাড়ির মালিক লাবণ্য প্রভা সিংহসহ পরিবারের অন্য সদস্যদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। স্থানীয় এলাকাবাসীর মধ্যে এ নিয়ে নানা আলোচনা-সমালোচনার ঝড় উঠেছে।

এদিকে স্থানীয় বিএনপি নেতা আবদুল্লা মিয়া চেয়ারম্যান জানান, তারা কয়েকজন মিলে বাড়িটি ১ কোটি ৩০ লাখ টাকা দিয়ে কিনেছে। স্থানীয় জনমনে প্রশ্ন, ক্রয় করা জায়গা রাতে নিতে হলো কেন এবং বিক্রেতারা কোথায়? জেলা শহরে এ নিয়ে সারাদিন নানা গুঞ্জন চলছে।

সংবাদ, ১১ জুলাই ২০০৩

(১৭২৮)
উপজাতীয় চেয়ারম্যান রুইপ্রুকে পাঁচদিনেও উদ্ধার করা গেল না

একে এম জাহাঙ্গীর, বান্দরবান থেকে ঃ বান্দরবানে অপহৃত উপজাতীয় প্রভাবশালী চেয়ারম্যান রুইপ্রু অংকে পাঁচদিন পরও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। উৎকণ্ঠা ও সামাজিক অস্থিরতার মাঝে চলছে রাজবিলা জনপদের জীবনযাত্রা। সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা পূরণে

নিরাপত্তা বাহিনীর উদ্ধার তৎপরতা এখন প্রশ্নের সম্মুখীন। এলাকার বিভিন্নসূত্র থেকে বলা হয়েছে, সন্ত্রাসীরা বহাল তবিয়তে থেকে চেয়ারম্যানকে জীবিত ও অক্ষত ফেরত দানের শর্তে ৩০ লাখ টাকা দাবি করেছে। তবে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং এলাকায় নিয়োজিত অপরাপর গোয়েন্দা সংস্থার সূত্র এ তথ্যের সত্যতা স্বীকার করেনি। এদিকে চেয়ারম্যান রুইপ্রু আদৌ জীবিত কি মৃত এ সম্পর্কিত কোন তথ্য কর্তৃপক্ষের কাছে স্পষ্ট নয়। পারিবারিক পর্যায়েও সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি বলে তারা উল্লেখ করে। একটি অসমর্থিত সূত্র বলেছে, স্থানীয় গ্রুপভিত্তিক সন্ত্রাসীরা এলাকায় প্রাধান্য বিস্তারে চেয়ারম্যানকে অপহরণের মাধ্যমে তাদের শক্তি প্রকাশের মহড়াদান করেছে বলে অনেকে মন্তব্য করেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৪ জুলাই ২০০৩

(১৭২৯)
আত্রাইয়ের সংখ্যালঘুরা সন্ত্রাসীদের কাছে জিম্মি

নিজস্ব সংবাদদাতা, নওগাঁ ঃ আত্রাইয়ের নৈদীঘি গ্রামের সংখ্যালঘুরা সন্ত্রাসী মোহন গংএর কাছে ফের জিম্মি হয়ে পড়েছে। পুলিশের ছত্রছায়ায় তারা চাঁদা দাবি করছে। চাঁদা না দিলে যুবতী মেয়েদের ওপর পাশবিক নির্যাতনের হুমকি দেয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে।

গত ২৪ এপ্রিল নৈদীঘি গ্রামে সিক্ত মার্ডারের পর থেকে সেখানে পুলিশ ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে। ক্ষমতাসীন দলের সদস্য পরিচয় দিয়ে মোহন গং পুলিশের সঙ্গে আঁতাত গড়ে তোলে। এই মোহন আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল লতিফ হত্যা মামলার আসামী। জানা গেছে, বর্তমানে গ্রামের সংখ্যালঘু কোন পরিবারের কেউ বিশেষ করে কোন মহিলা যদি অন্যত্র কোন আত্মীয়ের বাড়িতেও যেতে চায় তাতেও তারা বাধা দিচ্ছে। অর্থাৎ তাদের অনুমতি ছাড়া কেউ বাইরে কোথাও যেতে পারছে না।

এদিকে সিক্ত মার্ডারের পর থানা পুলিশের কাছে প্রচুর পরিমাণ বেনামী চিঠি আসছে। এসব চিঠিতে বেশ কিছু নাম ঠিকানা দিয়ে তাদের চরমপন্থী দলের সদস্য বলে উল্লেখ করা হচ্ছে আর এই চিঠিকেই পুঁজি করে পুলিশ এলাকায় গ্রেফতার বাণিজ্য শুরু করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। নৈদীঘি, মনিয়ারি, হিঙ্গোলকান্দি, পতিসর-নওদুলি ও সমামপাড়া এলাকায় ওইসব বেনামী চিঠি দেখিয়ে পুলিশ টাকা দাবি করছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। টাকা না দিলে তাদের চরমপন্থী হিসাবে গ্রেফতারের হুমকি দেয়া হচ্ছে। ফলে এসব গ্রামের অধিকাংশ পুরুষ পুলিশের ভয়ে এলাকা ছেড়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৫ জুলাই ২০০৩

(১৭৩০)
সংখ্যালঘু নির্যাতনের ৩৫টি অভিযোগ

ইত্তেফাক রিপোর্ট ঃ বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খৃস্টান ঐক্য পরিষদ জুন মাসে বাংলাদেশের কয়েক স্থানে সংখ্যালঘু নিপীড়নের ৩৫টি অভিযোগ এনেছে। যেসব স্থানে এসব ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছেঃ দিনাজপুরের নবাবগঞ্জ উপজেলা, জয়পুরহাটের সদর উপজেলা, ঝিনাইদহের শৈলকূপা, নওগাঁ সদরে, নাটোরের লালপুর, যশোরের ঝিকরগাছা, দিনাজপুরের বিরামপুর, বরিশাল সদর, হবিগঞ্জের মাধবপুর, টাঙ্গাইলের মধুপুর, ফরিদপুর শহর, কুষ্টিয়ার কুমারখালী, নওগাঁর বিসিক শিল্পনগরী, ভোলার চরফ্যাশন, চট্টগ্রামের হাটহাজারী, ফটিকছড়ি ও রাঙ্গুনিয়া, চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ ও হাজীগঞ্জ, বাগেরহাটের মোরেলগঞ্জ ও রামপাল, গাজীপুরের কাপাসিয়া, বরগুনা, রাজশাহী শহর, পাবনার চাটমোহর, কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারী, সাতক্ষীরার আশাশুনি, পটুয়াখালী শহর ও মির্জাগঞ্জ।

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৫ জুলাই ২০০৩

(১৭৩১)
বালিয়াকান্দিতে সংখ্যালঘু পরিবারে হামলা ॥ ৩ জনকে কুপিয়ে আহত

বালিয়াকান্দি (রাজবাড়ী) থেকে সংবাদদাতা ঃ রাজবাড়ী জেলার বালিয়াকান্দি উপজেলার বকচর গ্রামে সন্ত্রাসীরা এক সংখ্যালঘু বাড়িতে হামলা চালায় এবং গৃহকর্তার স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাকে কুপিয়ে আহত করে।

জানা গেছে, ৭ জুলাই রাতে বকচর গ্রামের রবীন্দ্রনাথ মণ্ডলের বাড়িতে ঢুকে সন্ত্রাসীরা তার ষোড়শী কন্যা সারথী মণ্ডলকে (১৮) জোরপূর্বক ধর্ষণ করতে গেলে পরিবারবর্গের চিৎকারে ব্যর্থ হয়ে গৃহকর্তার স্ত্রী সুন্দরী মণ্ডল (৫৫), পুত্র আরাধন (১৫) ও কন্যা সারথীকে কুপিয়ে জখম করে পালিয়ে যায়। গুরুতর অবস্থায় তাদের বালিয়াকান্দি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তবে পরিবারবর্গের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী বালিয়াকান্দির ৪ নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য বাচ্চু প্রধানকে (৪২) থানা পুলিশ ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদের পর দোষী সাব্যস্ত করে রাজবাড়ী জেল হাজতে প্রেরণ করেছে।

সংবাদ, ১৬ জুলাই ২০০৩

(১৭৩২)
রূপগঞ্জের কাঞ্চনে ২শ' সংখ্যালঘু পরিবার সন্ত্রাসী লিটনের হাতে জিম্মি প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বস্ত্রমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা

রূপগঞ্জ প্রতিনিধি ঃ রূপগঞ্জ কাঞ্চন পৌর এলাকার ২শ' সংখ্যালঘু হিন্দু পরিবার কুখ্যাত সন্ত্রাসী ও তার পালিত সন্ত্রাসী বাহিনীর হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছে। তাদের অত্যাচারে কাঞ্চনের সাধারণ সংখ্যালঘুরা টু-শব্দটিও করতে সাহস পাচ্ছে না বলে অভিযোগ রয়েছে। স্থানীয় সংখ্যালঘু পরিবারের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শতাধিক ব্যক্তি সংবাদকে জানায়, কাঞ্চনে প্রায় ২ শতাধিক সংখ্যালঘু হিন্দু পরিবার বসবাস করছে। এদের মধ্যে বেশিরভাগ পরিবারের সদস্যই কাঞ্চন বাজারে ব্যবসা করে থাকে।

সম্প্রতি এক সংখ্যালঘু ব্যবসায়ীর কাছ থেকে সন্ত্রাসী লিটন ও তার সন্ত্রাসী বাহিনীর সদস্য আজাহার, শাহীন, রহিম, মোশারফসহ অন্যান্য সন্ত্রাসীরা ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। ওই ব্যবসায়ী চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় সন্ত্রাসী লিটন ও তার সন্ত্রাসী বাহিনীর সদস্যরা ব্যবসায়ীর স্বর্ণের দোকানে ব্যাপক ভাঙচুর ও লুটপাট চালায়। এ ঘটনার প্রতিবাদে কাঞ্চন বাজারের ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে কাঞ্চনে পূর্ণ দিবস হরতাল পালিত হয়। পরে পুলিশ এ ঘটনায় সন্ত্রাসী লিটনসহ অন্যদের বিরুদ্ধে দ্রুত বিচার আইনে একটি মামলা দায়ের করে। এ মামলায় আদালত সন্ত্রাসী লিটনের ৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের রায় প্রদান করে। কিন্তু ১ মাস জেল খাটার পর জজ কোর্ট থেকে আপিল করে জামিনে মুক্তি লাভ করে সন্ত্রাসী লিটন। এরপর থেকে সন্ত্রাসী লিটন ও তার পালিত সন্ত্রাসীরা স্থানীয় সংখ্যালঘু হিন্দু পরিবারের লোকজনদের উপর নির্যাতন ও অত্যাচার বাড়িয়ে দেয়।

তাদের দাবিকৃত চাঁদার টাকা দিতে কেউ অস্বীকার করলে চলে নির্যাতন। চলছে প্রাণনাশের হুমকিও। তারা স্থানীয় কয়েকজন প্রভাবশালী বিএনপি নেতার ছত্রছায়ায় থেকে এলাকায় যা খুশি তা করে যাচ্ছে, ফলে কাঞ্চন এলাকার ২শ' সংখ্যালঘু হিন্দু পরিবার প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, বস্ত্রমন্ত্রী এবং নারায়ণগঞ্জ জেলা পুলিশ সুপারের হস্তক্ষেপ কামনা করেছে।

সংবাদ, ১৬ জুলাই ২০০৩

(১৭৩৩)
নাজিরপুরে সংখ্যালঘু গৃহবধূকে গণধর্ষণ ॥ থানা মামলা নেয়নি

রঞ্জন বকসী নুপু, নাজিরপুর থেকে ফিরে ঃ নাজিরপুর উপজেলার মাটিভাঙ্গা ইউনিয়নের কদমবাড়ি গ্রামে অন্তঃসত্ত্বা সংখ্যালঘু এক গৃহবধূ (২২) গণধর্ষণের শিকার হয়ে এখন পিরোজপুর আধুনিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

বিলম্বে প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে, ওই গ্রামেরই খায়ের (৩৫) দীর্ঘদিন ধরে হেমাঙ্গিনীকে প্রেমের প্রস্তাব দিয়ে উত্যক্ত করে আসছিল। পরবর্তী সময়ে চিতলমারী উপজেলায় হেমাঙ্গিনীর বিয়ে হয় গত বৈশাখ মাসে। এতে খায়ের আরও ক্ষেপে গিয়ে হেমাঙ্গিনীর বাবার পরিবারকে দেশত্যাগে বাধ্য করার জন্য নানাভাবে নিপীড়ন শুরু করে। ইতোমধ্যে গত বৃহস্পতিবার হেমাঙ্গিনী তার বাবার বাড়িতে বেড়াতে আসে। ওই দিনই সন্ধ্যায় প্রতিবেশী হাবিব এসে তার ভাবি হেমাঙ্গিনীকে ডেকে পাঠিয়েছে বলে নিয়ে যায়। হাবিবদের বাড়িতে এ সময় কেউ ছিল না। বাড়িতে আটকে হাবিব, খায়ের, কবির এবং ইব্রাহীম তাকে গণধর্ষণ করে।

সারারাত আটকে ধর্ষণ করার পরে হেমাঙ্গিনীর ভাই সুধাংশু এ ঘটনা চেয়ারমানকে জানালে চেয়ারম্যান গিয়ে হাবিবদের বাড়ি থেকে তাকে উদ্ধার করে নাজিরপুর হাসপাতালে ভর্তি করে। নাজিরপুর হাসপাতাল থেকে ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য পিরোজপুর আধুনিক হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। ধর্ষিতা হাসপাতালের বেডে কাতরাচ্ছে। সে বাড়ি যেতে ভয় পায়। এদিকে ধর্ষিতার মা জানান, ধর্ষক চক্র তাদের এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার হুমকি দিচ্ছে। এ ব্যাপারে নাজিরপুর থানায় মামলা করতে গেলে পুলিশ নেয়নি।

সংবাদ, ১৭ জুলাই ২০০৩

(১৭৩৪)
ঝিনাইদহে সন্ত্রাসীদের লাখ টাকা চাঁদা দাবী ঃ বাড়ি কিনেও উঠতে পারছেন না শচীন

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি ঃ সন্ত্রাসীদের ১ লাখ টাকা চাঁদা না দেওয়ায় বাড়ি কিনেও তাতে উঠতে পারছেন না শচীন ঘোষ। ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার ঘোষনগর গ্রামের উত্তম কুমারের কাছ থেকে কেনা বাড়িটিতে সন্ত্রাসীরা তালা ঝুলিয়ে রেখেছে। সন্ত্রাসীদের ভয়ে ওই পরিবারের কেউ মুখ খুলছেন না।

এলাকাবাসী জানান, ঘোষনগর গ্রামের শান্তিপদ ঘোষের পুত্র উত্তম কুমার গত ১৮ জুন বাড়িঘর বিক্রি করে ভারতে চলে যান। বাড়িটি প্রতিবেশী রসিক ঘোষের পুত্র শচীন ঘোষ কেনেন। এ খবর পেয়ে এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা ১৯ জুন ওই বাড়িতে হাজির হয় এবং ১ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে। চাঁদা পরিশোধ না করা পর্যন্ত ক্রয় করা বাড়িটিতে কেউ উঠতে পারবে না বলে তারা তালা ঝুলিয়ে দেয়। শচীন ঘোষ চাঁদা দিতে না পারায় ঘরে উঠতে পারছেন না।

সরেজমিনে গত মঙ্গলবার ওই বাড়িতে গিয়ে ঘরগুলো তালাবদ্ধ অবস্থায় দেখা গেছে। শচীন ঘোষের বাড়িতে গেলে সাংবাদিক জেনে বাড়ির কেউ মুখ খুলতে চাননি। তারা বলেন, আমরা কিছু বলতে পারব না। যারা তালা লাগিয়েছে তারা অত্যন্ত প্রভাবশালী।

এ ব্যাপারে কালীগঞ্জ থানার ওসি আবদুল হাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি এ বিষয়ে কিছুই জানেন না বলে জানান। তিনি বলেন, এ ধরনের কোনো অভিযোগ নিয়ে কেউ থানায় আসেনি।

প্রথম আলো, ১৭ জুলাই ২০০৩

(১৭৩৫)
জগন্নাথপুরে এক পরিবারকে হয়রানির অভিযোগ

সিলেট ব্যুরো ঃ সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুরে এক সংখ্যালঘু পরিবারকে নির্যাতন করে বাড়িঘর এমনকি গ্রাম থেকে জোরপূর্বক তাড়িয়ে অবৈধভাবে তাদের সহায়-সম্পত্তি দখল করে নিয়েছে এক সন্ত্রাসী চক্র। সন্ত্রাসী চক্রের অত্যাচার-নির্যাতনের ফলে আক্রান্ত মতিলাল রায় (৫৫) সপরিবারে প্রাণ বাঁচাতে জগন্নাথপুরের দোস্তপুর বাজারে আশ্রয় নিয়ে মানবেতর জীবন কাটাচ্ছেন। গত বুধবার সিলেট প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি নির্যাতিত হওয়ার ঘটনা বর্ণনা করেন। মতিলাল রায়ের বাড়ি জগন্নাথপুরের বুধরপুর গ্রামে। মতিলাল রায় অভিযোগ করেন, একই গ্রামের বিত্তশালী ফারুক মিয়ার নেতৃত্বে সন্ত্রাসীরা গ্রামে অত্যাচার চালিয়ে আসছে। গ্রামের মানুষ ফারুক বাহিনীর ভয়ে আতংকিত। গত ১৫ মার্চ বাড়ি ফেরার পথে ফারুকের নেতৃত্বে সন্ত্রাসীরা তার ওপর হামলা চালায়। ব্যাপক মারধর করে রক্তাক্ত অবস্থায় বাড়ির উঠানে মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে ফেলে রাখে। স্ত্রী-ছেলেমেয়েদের বন্দি করে রাখে। গ্রামের মানুষ থানায় খবর দিলে পুলিশ এসে তাদের উদ্ধার করে।

যুগান্তর, ১৯ জুলাই ২০০৩

(১৭৩৬)
স্বরূপকাঠিতে ডাকাতি
নগদ টাকাসহ মূল্যবান জিনিসপত্র নেয়া ছাড়াও মহিলাদের ওপর চালানো হয়েছে পাশবিক নির্যাতন

স্বরূপকাঠি থেকে সংবাদদাতা ঃ স্বরূপকাঠি উপজেলার সংখ্যালঘু অধ্যুষিত আটঘর গ্রামে গত জুলাই কৃষ্ণকান্ত হালদারের বাড়িতে সংঘটিত ডাকাতি ও গণধর্ষণের শিকার পরিবার মুখ খুলতে সাহস পাচ্ছে না। ঘটনার রাতে কুড়িয়ানা ক্যাম্প পুলিশের রহস্যজনক ভূমিকার কারণে জনমনে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। জানা গেছে, ২ জুলাই গভীর রাতে সশস্ত্র ডাকাতদল সমর সমদ্দারের এবং মৃত কৃষ্ণকান্ত হালদারের ঘরে হানা দেয়। ডাকাতরা টাকা ও মূল্যবান জিনিসপত্র নেয়া ছাড়াও মহিলাদের ওপর পাশবিক অত্যাচার চালায়। এদের মধ্যে সদ্য অপারেশনের মাধ্যমে সন্তান প্রসবকারী মহিলাকে (২৪) তার স্বামীর উপস্থিতিতেই ধর্ষণ করা হয়। গত বছর এ মহিলার বিবাহের রাতে ডাকাতরা হানা দিয়ে বরযাত্রীদের মালামাল নিয়ে যাওয়ার খবর 'সংবাদ'-এ ছাপা হয়েছিল বলে প্রতিশোধ নেয়। এছাড়াও এক কলেজ ছাত্রীর ওপর পাশবিক অত্যাচার করা হয়। নজরুল, সিরাজ, সালাম ও রয়েলের নেতৃত্বাধীন একটি সন্ত্রাসী গ্রুপ তিন জেলার সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোতে ডাকাতিতে লিপ্ত রয়েছে বলে এলাকাবাসী ধারণা করছেন। এ ডাকাত চক্রটি স্থানীয় একজন বিএনপি নেতার ছত্রছায়ায় থাকার কারণে পুলিশ প্রশাসন কোন ব্যবস্থা নিতে পারছে না। পাশাপাশি নির্যাতিতরাও অজানা আতঙ্কে মুখ খুলতে সাহস পাচ্ছে না। ঘটনার রাতে নির্যাতনের সময় তাদেরকে দেশ ছেড়ে ভারতে চলে যাবার হুমকি দিয়ে গেছে বলে জানা গেছে। এছাড়াও ২০/২২ দিনের ব্যবধানে আটঘরে আরও ২ বাড়িতে এবং পার্শ্ববর্তী বানারীপাড়ার নরেরকাঠীতে ২ বাড়িতে ডাকাতি হয়। পেয়ারা মৌসুমকে সামনে রেখে চাঁদাবাজি ও ডাকাতির আতঙ্কে মানুষ অসহায় বোধ করছে। এ ব্যাপারে স্বরূপকাঠি থানার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই মো. আনিসুল ইসলামের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, এতবড় ঘটনা অথচ তারা মামলাই করতে চায় না। কোনভাবে একটি

দরখাস্ত নিয়েছি। আচার-আচরণে ধর্ষণের কথা ফুটে উঠলেও স্বীকার করতে চাচ্ছে না। তবুও আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করছি এবং ডাকাতদের গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত রেখেছি।

সংবাদ, ১৯ জুলাই ২০০৩

(১৭৩৭)
সূত্রাপুরে ছাত্রকে কুপিয়ে হত্যা করেছে বোরকাপরা খুনীরা

গতকাল বিকেলে সূত্রাপুর থানার কাছে বোরকা পরিহিত তিন সন্ত্রাসী ছুরিকাঘাত ও চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে পার্থ সরকার পলাশ নামে এক কলেজ ছাত্রকে হত্যা করেছে। পলাশদের বাসা সূত্রাপুর থানার সামনে। তার পিতা কাস্টমস অফিসার নির্মল সরকার। পলাশ তাদের একমাত্র সন্তান ছিল। একটি ফোন পেয়ে পলাশ বাসা থেকে বের হয়ে থানা সংলগ্ন সূত্রাপুর বাজারের সামনে গেলে বোরকা পরিহিত তিন সন্ত্রাসী তাকে হত্যা করে পালিয়ে যায় বলে প্রত্যক্ষদর্শী দুই দোকানদার জানান।

পলাশের মা বেদনা সরকার জানান, তার ছেলে ভারতের একটি কলেজের মেধাবী ছাত্র। সে ছুটিতে ঢাকায় বেড়াতে এসেছিল। একমাত্র সন্তানের হত্যার মোটিভ সম্পর্কে তিনি কিছুই বলতে পারেননি। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে জরুরী বিভাগে একমাত্র সন্তানের মৃতদেহ জড়িয়ে মার আহাজারিতে হৃদয় বিদারক দৃশ্যের সৃষ্টি হয়। ঘটনার পর পরই পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। রাত ৮টা পর্যন্ত পুলিশ হত্যাকাণ্ডের মোটিভ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারেনি। সূত্রাপুর থানা সংলগ্ন বাজারে ব্যাঙের ছাতার মত ভবন ও দোকান-পাট আছে এবং এখানে যানজট সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত দেখা যায়। এই স্থান দিয়ে মিনিটে মিনিটে পুলিশ যাতায়াত করছে। এই ব্যস্ততম স্থানে প্রকাশ্যে সন্ত্রাসীরা পলাশকে নির্মমভাবে হত্যা করার ঘটনা নিয়ে এলাকায় ব্যবসায়ীসহ সকল স্তরের লোকজনের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। সূত্রাপুর বাজারের দোকানপাট আতঙ্কে বন্ধ হয়ে যায় বলে এলাকাবাসী জানান। রাতে উপ-পুলিশ কমিশনার (পূর্ব) মোঃ মাজেদুল হক ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক, ২০ জুলাই ২০০৩

(১৭৩৮)
সাতক্ষীরায় মাকে বেঁধে রেখে মেয়েকে অপহরণ

সাতক্ষীরা, ১৯ জুলাই, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ মাকে শাড়ি দিয়ে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রেখে সন্ত্রাসীরা অপহরণ করেছে অষ্টম শ্রেণীর এক ছাত্রীকে। ২৪ ঘন্টা পরও অপহৃত স্কুলছাত্রীকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। ছাত্রীটির অসহায় বাবা-মা এখন পাগলপ্রায়।

দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, সাতক্ষীরা সদর উপজেলার কুশখালী গ্রামের মনোরঞ্জন কর্মকারের অষ্টম শ্রেণী পড়ুয়া কন্যা মামনি কর্মকার (১৪) বৃহস্পতিবার রাতে প্রকৃতির ডাকে ঘর থেকে বের হলে একই গ্রামের আব্দুল জব্বারের পুত্র শিমুল ও তার সহযোগী মনিরুল, জামরুল ও জয়নাল তাকে জোরপূর্বক অপহরণ করে নেয়ার চেষ্টা করলে মামনির চিৎকারে তার মা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মেয়েকে উদ্ধারের চেষ্টা করে। এ সময় সন্ত্রাসীরা শাড়ি দিয়ে তার মাকে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রেখে মেয়েকে নিয়ে চলে যায়। এ ব্যাপারে থানায় অভিযোগ দাখিল হলেও কোন মামলা রেকর্ড হয়নি।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২০ জুলাই ২০০৩

(১৭৩৯)
শেরপুরের এক ব্যবসায়ী পরিবারকে হয়রানির অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ শেরপুরের সংখ্যালঘু বিশিষ্ট ব্যবসায়ী কেদার প্রসাদ কালোয়ার এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা হয়রানির শিকার হচ্ছেন। অভিযোগ উঠেছে, এই পরিবারটিকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করার জন্য তাঁদের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন মামলা দায়ের এবং ব্যবসায়িক সুনামহানির নানামুখী পাঁয়তারা চলছে। এ সব মামলা ও হয়রানির পিছনে ইন্ধন যোগাচ্ছেন শেরপুরের এক ধনাঢ্য ব্যক্তি। শেরপুর শহরের গৌরিপুরের স্থায়ী বাসিন্দা কেদার প্রসাদ কালোয়ার এবং তাঁর ছেলে রাজকুমার কালোয়ার ও সুকুমার কালোয়ার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। শেরপুর, জামালপুর ও টাঙ্গাইল জেলায় সংখ্যালঘু এই পরিবারের ব্যবসায়িক সুনাম-পরিচিতি দীর্ঘদিনের। ধান চাল আলু পাটের ব্যবসার জন্য তাঁদের ফ্লাওয়ার মিল, অটোমেটিক ফাইন রাইস মিল, জুট বেলার্স ও কোল্ড স্টোরেজসহ ৮টি শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এসব ব্যবসা ও প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় ব্যাংকিং লেনদেনও করে আসছেন সততার সঙ্গে।

সম্প্রতি বিশেষ একটি মহলের টার্গেটে পরিণত হয়েছে সংখ্যালঘু এই ব্যবসায়ী পরিবারটি। দেশ ত্যাগ করে চলে যাবে এই অজুহাতে তাঁদের ব্যবসাসংশ্লিষ্ট ব্যাংকিং লেনদেন বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। তাঁদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ করে দেয়ার উদ্দেশ্যে মামলাও দায়ের করা হয়েছে। অনুমোদিত প্লেজ ঋনের বরাদ্দকৃত টাকাও ছাড় দেয়া হচ্ছে না। বিশিষ্ট ব্যবসায়ী কেদার প্রসাদ কালোয়ারের ছেলে রাজকুমার কালোয়ার অভিযোগ করেছেন, নিয়মনীতি উপেক্ষা করে সোনালী ব্যাংক জামালপুর শাখার ব্যবস্থাপক শেখ আমানউল্লা তাঁদের বিরুদ্ধে থানায় ও অর্থ ঋণ আদালতে মামলা দায়ের করে তাঁদের টাঙ্গাইল জেলার ধনবাড়ি থানার বলদিআটায় অবস্থিত মালতী কোল্ড স্টোরেজটি বন্ধ করে দিয়েছেন। এতে তাঁরা বিপুল অঙ্কের টাকার আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন। উল্লেখ্য, সোনালী ব্যাংকের প্রকল্প ঋণ ও চলতি মূলধনের মাধ্যমে মালতী কোল্ড স্টোরেজটি স্থাপিত ও পরিচালিত হয়ে আসছিল। এই প্রকল্পের ঋণ পুনর্তফসিলের মাধ্যমে ১৫ বছর মেয়াদে ২০০২ সালের ডিসেম্বর থেকে ৯৯ লাখ ৫৫ হাজার টাকার ১৫টি বার্ষিক কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য ঋণ মঞ্জুরির অনুমোদন রয়েছে। প্রকল্প ও ঋণের শর্ত অনুযায়ী ২টি কিস্তির টাকা পরিশোধের ঋণগ্রহীতা ব্যর্থ না হলে ব্যাংক ঋণ আদায়ের জন্য ব্যাংক কর্তৃপক্ষের মামলা দায়ের করার কোন সুযোগ নেই। এই প্রল্পের ১ম কিস্তির পর ২য় কিস্তি পরিশোধের সিডিউল রয়েছে ২০০৩ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত। এ অবস্থায় সোনালী ব্যাংক জামালপুর শাখার ব্যবস্থাপক ধনবাড়ি থানায় ব্যাংকে ঋণের বিপরীতে কোল্ড স্টোরেজে গচ্ছিত আলু বিক্রির অজুহাত তুলে (যা ব্যাংকের অনুমোদনক্রমে বিক্রীত) একটি মামলা দায়ের করেন। মামলায় অভিপ্রেতভাবে ঋণ গ্রহীতা ও তাঁর পরিবার-পরিজন তাঁদের বিভিন্ন ব্যবসা গুটিয়ে দেশ ত্যাগ করতে পারেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

পরে এই উদ্ভট মামলাটি জায়েজ করার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ব্যবস্থাপক কথিত বিশেষ মহলের প্ররোচনায় জামালপুরের অর্থঋণ আদালতে আরও একটি মামলা দায়ের করেন। এর প্রেক্ষিতে কেদার প্রসাদ কালোয়ার ভিত্তিহীন এই মামলাটি খারিজের পিটিশন দাখিল করলে আদালতে শুনানি শেষে বিজ্ঞ জজ ব্যাংকের দায়েরকৃত মামলাটি খারিজ করে দেন। এর পরও ভিন্ন কৌশলে তাঁদের হয়রানি করা হচ্ছে। রাজকুমার কালোয়ার আরও অভিযোগ করেছেন, এর জের ধরে শেরপুরে তাঁদের এসআরডিপি ফ্লাওয়ার মিলের মঞ্জুরিকৃত ৬০ লাখ টাকা সোনালী ব্যাংক, শেরপুর শাখা থেকে ছাড় দেয়া হচ্ছে না।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২২ জুলাই ২০০৩

(১৭৪০)
মন্দিরে-মন্দিরে প্রতিমা ভাঙচুর ॥ হিন্দু সম্প্রদায়ের মাঝে আতঙ্ক

নীলফামারী প্রতিনিধি ঃ নীলফামারী ডোমার উপজেলার শালকি ও দেওনাই নদীর কোলজুড়ে হিন্দু গ্রামগুলোতে রাতের আঁধারে দুর্বৃত্তরা হিন্দু সম্প্রদায়ের মন্দিরগুলোতে হামলা চালিয়ে মন্দিরগুলোর সকল প্রতিমা নির্বিচারে ভাঙচুর করে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। শনিবার রাতে এ ঘটনার পর থেকে গ্রামগুলোতে বিরাজ করছে রীতিমতো শ্মশানের অন্ধকার। বন্ধ হয়ে গেছে হিন্দু সম্প্রদায়ের পূজা অর্চনা।

সোমবার দুপুরে ডোমারে ভুজারীপাড়া, বামনপাড়া, জালিয়াপাড়া, দুমুখাপাড়া সরজমিনে গিয়ে দেখা গেল গ্রামগুলোর ঐতিহাসিক গঙ্গা মন্দির, সন্ন্যাসি মন্দির, কালীমন্দির, শিব মন্দির প্রত্যেকটি মন্দিরের সবগুলো প্রতিমা নির্বিচারে ভেঙে দেয়া হয়েছে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে ভাঙা প্রতিমার টুকরো। তবে গঙ্গা ও কালীমন্দিরের পূজার্থীরা ভাঙা টুকরোগুলো স্থানীয় চেয়ারম্যানের নির্দেশে নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছে। ভুজারীপাড়া আদর্শগ্রামের মধুচন্দ্রের স্ত্রী সাবিত্রী রানী, শ্যামচন্দ্র কর্মকারের স্ত্রী সরলাবালা, সুবাসের স্ত্রী অঞ্জলী, অসিতের স্ত্রী মাধবী জানায়, "হামার দেবতার কালা (মাথা) কাটি নিয়া গেইছে, আর হামাক নিগাইতে কতক্ষণ" তাই গ্রামগুলোতে এখন দিনশেষে সন্ধ্যা নামলেই আতঙ্ক, যেন প্রেতপুরীর নিস্তব্ধতা। তবে গ্রামগুলোর প্রতিবেশী মুসলমানরাও এ ঘটনায় স্তম্ভিত ও ক্ষুব্ধ। মৃত আঃ সাত্তারের স্ত্রী মনোয়ারা (৩৫) জানায়, কারো ধর্মের ওপর আঘাত করা ঠিক হয়নি।

বামনপাড়া গ্রামের ব্যবসায়ী অনুকূল চন্দ্র অধিকারী বলেন, ধর্মকর্মও বুঝি আমরা আর করতে পারবনা। এই ঘটনা সরাসরি আমাদের ধর্মের প্রতি আঘাত। ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা সমস্বরে জানালো, যুগ যুগ ধরে এই মন্দিরগুলোতে পূজা-অর্চনা হয়ে আসছে। কোনদিন প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেনি। মন্দিরগুলোতে এখনও রয়ে গেছে দুর্বৃত্তদের পায়ের জুতার ছাপ। তারা ঘটনার বিবরণে জানায়, রোববার ঘুম থেকে উঠে তারা মন্দিরে পূজা দিতে গেলে দেখে প্রতিটা প্রতিমা ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়া হয়েছে। তবে কারা এ নারকীয় কাজ করেছে তারা তা এখনও জানেনা। বিষয়টি তারা স্থানীয় চেয়ারম্যানকে জানালে, তিনি প্রতিকারের আশ্বাস দিয়েছেন।

এ ব্যাপারে ডোমার ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মনসুরুল ইসলাম দানু বললেন, বিষয়টি তিনি শুনেছেন । ডোমার থানা পুলিশ ঘটনা সম্পর্কে কিছুই জানেনা।

সংবাদ, ২৩ জুলাই ২০০৩

(১৭৪১)
বাঙালি দখলদারদের দাপটে খাসিয়ারা বাস্তুচ্যুত হচ্ছে
মিথ্যা মামলার ভয়ে ফেরারি কুলাউড়ার ৪৫ পরিবার

সাইফুল আলম চৌধুরী, কুলাউড়া থেকে ফিরে ঃ 'নিডেই কিব্রিউ জাংকা নেকারি, নিনহাপরি কাইয়িং। নিভেট কি পালাত' (এ দেশের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও ভিটে ছেড়ে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে। নিজভূমে পরবাসী হয়ে গেলাম)। গত রোববার স্থানীয় কিছু দখলদার বাঙালির আক্রমণে সন্তানসহ নিজ ভিটে কুলাউড়ার নার্সারি পানপুঞ্জি (পানের বরজ) ছেড়ে পালানোর সময় খাসিয়া মহিলা সিসিলা সাংমা তার নিজ ভাষায় এভাবেই নিজের খেদের কথা বলেন। এক সময় যাদের ভলোবেসে নিজ জমি দান করেছিলেন আজ তাদেরই আক্রমণের ভয়ে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে সিসিলার মতো পুঞ্জির ৪৫ পরিবারের সদস্যদের।

শুধু নার্সারি পানপুঞ্জিই নয়, মৌলভীবাজারের কুলাউড়ার ৩৫টি পুঞ্জির ২০ হাজার লোকজনকে এভাবেই হত্যা ও অপহরণ আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে। মামলার হয়রানিতে ফেরার হয়েছে অনেক খাসিয়া। ডাকাতির ভয়ে রাত জেগে পালাক্রমে পান জুম পাহারা দিতে হচ্ছে তাদের। বেঁচে থাকার একমাত্র সম্বল পানের ক্ষেত হারিয়ে অনেকে নিঃস্ব হতে বসেছে। স্বাধীনতার সময় বৃহত্তর সিলেটে খাসিয়া পুঞ্জি ছিল ১০৫টি। বর্তমানে এ সংখ্যা ৮০। ৩৫টি পরিবার স্রেফ হারিয়ে গেছে।

গত রোববার দুর্গম পাহাড়ি পথ বেয়ে নার্সারি পুঞ্জিতে (সোনাছড়ি পুঞ্জিও বলা হয়) গিয়ে দেখা যায়, পুঞ্জির ৪৫টি পরিবারের প্রায় দুই-আড়াই 'শ সদস্যের মধ্যে চাপা উৎকণ্ঠা। পুঞ্জির লোকজন জানান, গত চার মাস ধরে তারা আতঙ্কে আছেন। গত মাস থেকে কয়েক দফা হামলার পর তারা এখন আর জুমে পান কাটতে যেতে পারেন না।

নার্সারির হেডম্যান (স্থানীয়ভাবে বলা হয় মন্ত্রী) লাহেন প্রতাম বলেন, পুরো পুঞ্জিতে জমির পরিমাণ ২৯৫ একর ৫৩ শতাংশ। নয় বছর আগে জনৈক বাঙালি অধিবাসী আবদুল খালেককে তার (লাহেম) বাবা ভালোবেসে ৫ একর জমি দেন। কিন্তু ধীরে ধীরে খালেক চক্রান্তে লিপ্ত হয়। কুলাউড়ার কিছু প্রভাবশালী লোকের সহায়তায় চার মাস আগে পুঞ্জির ৩০ একর জমি সে দখল করে নেয়। গত ২৪ মে খালেকের লোকজন সুরেশ চিরাংকে মারধর এবং ৩ জুলাই ৫০টি পান গাছ কেটে নিয়ে যায় এবং ৩০ হাজার টাকার মালামাল লুট করে। গত ১৩ জুলাই পান জুমে কাজ করার সময় খালেক ও তার সাত সহযোগী আলেক ঘাগড়া, সিবা সাংমা ও দানেশ সাংমাকে অপহরণ করে। স্থানীয় কর্মধা ইউনিয়নের কার্যালয়ে আলেককে আটকে রাখার পর ছেড়ে দিলেও বাকি দুজন এখনো নিখোঁজ।

এ ব্যাপারে পুঞ্জির হেডম্যান লাহেন প্রতাম বাদী হয়ে কুলাউড়া থানায় আটজনকে আসামি করে একটি মামলা দায়ের করেন। আসামিরা হলো আবদুল খালেক, আবদুল কালাম, ছালু মিয়া, বাদশা মিয়া, ফজলু মিয়া, সাহেব আলী, লিটন মিয়া, নূর উদ্দিন। কিন্তু এদের কেউই এখনো গ্রেপ্তার হয়নি। উপরন্তু প্রতিনিয়ত ভয়-ভীতি দেখিয়ে চলেছে খাসিয়াদের।

সরেজমিনে জুমে গিয়ে দেখা যায়, আদিবাসীদের জমিতে দখলকারীরা একটি ঘর তুলেছে এবং আশপাশের পান গাছের পান পাতা কেটে এনে ঘরটিতে জড়ো করেছে। খালেকের সহযোগী ফজলু মিয়া অপহরণের কথা স্বীকার করে বলে, খালেক দখল নেওয়ার পর থেকে সে জুমে আছে। খালেকের নেতৃত্বে তারা চারজন আলেকে অপহরণ করে।

অথচ মৌলভীবাজার জেলা পুলিশ সুপার রওশন আরা অপহরণের ঘটনাটিকে মিথ্যা বলে উল্লেখ করে বলেন, জুম দখলের বিষয়ে খাসিয়াদের দায়েরকৃত মামলাটির তদন্ত চলছে। তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এ ব্যাপারে মৌলভীবাজার জেলা প্রশাসক এম মোখলেসুর রহমান বলেন, নার্সারি পুঞ্জির জমি দখলের বিষয়টি তিনি শুনেছেন। তবে খাসিয়াদের মধ্য থেকে কেউ তার কাছে কখনো অভিযোগ জানাতে আসেননি। তাদের কেউ জানাতে এলে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে বলে তিনি জানান।

শুধু নার্সারি পুঞ্জিই নয়, কুলাউড়ার প্রায় সবগুলো পুঞ্জিতে আদিবাসীদের পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে। স্থানীয় আদিবাসী নেতারা জানান, কুলাউড়ার ফুলতলা, কুকিঝুড়ি, বেলুয়াসহ ৩৫টি পুঞ্জিতে বিভিন্ন রকমের সমস্যা বিরাজ করছে। অনেক পুঞ্জি থেকে ইতোমধ্যে খাসিয়াদের উচ্ছেদ করে বাঙালিরা দখল করে নিয়েছে। অনেককে মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করা হচ্ছে। আবার সংঘবদ্ধ চোরদলের সদস্যরা প্রশাসনের অসাধু কিছু লোকজনের সহায়তায় গাছ কেটে নিয়ে গিয়ে মামলা করছে খাসিয়াদের বিরুদ্ধে।

চালিতাছড়া পুঞ্জির হেডম্যান জোহিনাল খাসিয়া বলেন, গত বছর মে মাসে বেলুয়া পানপুঞ্জির ২৬, চইলতাছড়ার ২০; ১৯৮৬ সালে গুতুছড়া-কলাবাড়ির ২৫, '৮৩ সালে লম্বাছড়া পানপুঞ্জির কয়েক পরিবারকে উচ্ছেদ করা হয়।

ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার অ্যাসেসিয়েশনের সভাপতি অবিনাশ বাজি বলেন, খাসিয়ারা মামলা-মোকদ্দমা কী তা জানে না। এ সুযোগে দখলদাররা সুবিধাবঞ্চিত খাসিয়াদের বিরুদ্ধে গাছ চুরির মিথ্যা মামলা করে সহজেই হয়রানি করছে।

ঢাকা থেকে যাওয়া আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং প্রথম আলোকে বলেন, খাসিয়াদের সম্পদ, ভূমি নিয়ে লুণ্ঠন ও অরাজকতা চলছে। প্রশাসন লুণ্ঠনকারীদের পক্ষে। এখানে একটি জাতি ধ্বংসের বিরামহীন প্রক্রিয়া চলছে।

প্রথম আলো, ২৩ জুলাই ২০০৩

(১৭৪২)
মাগুরার নির্যাতিত ২৬টি হিন্দু পরিবার
চাঁদার দাবিতে চরমপন্থীদের হামলা, মারধর

বাসার আখন্দ, মাগুরা থেকে ঃ একের পর এক চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে মাগুরা সদর উপজেলার রামচন্দ্রপুরে ২৬টি হিন্দু পরিবার দিশেহারা হয়ে পড়েছে। স্থানীয়ভাবে গড়ে ওঠা একটি চরমপন্থী বাহিনীর নির্যাতনে তারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। কেউ কেউ ভারতেও পালিয়ে গেছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

মাগুরা শহর থেকে প্রায় ১৭ কিলোমিটার দূরে সদর উপজেলার হাজিপুর ইউনিয়নের রামচন্দ্রপুর গ্রামে ২৬টি হিন্দু পরিবারের বাস। ২০০১ সালের সংসদ নির্বাচনের পর থেকেই তাদের ওপর চলছে একের পর এক অত্যাচার-নির্যাতন। আর এগুলো চালাচ্ছে পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টির স্থানীয় একটি বাহিনী।

সরজমিন পাড়াটি ঘুরে একাধিক সূত্রে জানা গেছে, এ বাহিনীর সদস্যরা গত ১০ জুন গ্রামের কালিপদ বসুর ছেলে তপন বসুর কাছে ২ লাখ, প্রতিবেশীর অসিত ও সুফলের কাছে ১ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে। এ ঘটনার পর তপন বসু মাগুরা থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করে এবং নির্ধারিত দিনে দাবিকৃত চাঁদা না দিয়ে গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে ৫ জুলাই রাতে তারা তপন বসুর বাড়িতে হামলা চালায়। তপন বসুকে না পেয়ে তার ছোট ভাই গোবিন্দকে হাতুড়ি ও রাইফেলের বাঁট দিয়ে পিটিয়ে মারাত্মক জখম করে। সন্ত্রাসীরা তার পায়ের রগ কেটে দেওয়ার চেষ্টাও চালায়। সন্ত্রাসীরা এ সময় অসিত ও সুফলকেও পিটিয়ে জখম করে। পরে তিন রাউন্ড গুলি ছুড়ে কমিউনিস্ট পার্টি জিন্দাবাদ স্লোগান দিতে দিতে চলে যায়।

গ্রামবাসী জানায়, চিহ্নিত এ বাহিনী বিগত সংসদ নির্বাচনের পর থেকেই এ এলাকায় অপকর্ম চালিয়ে আসছে। ইতিপূর্বে ২৬টি পরিবারের মধ্যে কমপক্ষে ১৫টি চাঁদাবাজির শিকার হয়েছে। নির্যাতিতও হয়েছে অনেকে। কিন্তু মামলা করার সাহস পায়নি কেউ।

জানা গেছে, সুবাস দে, নিরাপদ বিশ্বাস ও কার্তিক বিশ্বাস সন্ত্রাসীদের চাঁদা দিয়ে রক্ষা পেয়েছে। গ্রামের মোনা উল্লাহর কাছেও চাঁদা দাবি করা হয়। কিন্তু সে বিএনপিতে যোগদান করায় তাকে রেহাই দেওয়া হয়। চাঁদা চেয়ে না পেয়ে গত বছর স্বপন কুমার বিশ্বাসকে পিঠে কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে জখম করা হয়। স্বপন বিশ্বাসের ছেলে থানায় জিডি করলেও মামলা করার সাহস পায়নি। হাজীপুর হাইস্কুলের শিক্ষক প্রদ্যুৎ কুমারের ছেলে প্রদীপ কুমারকেও তারা মারপিট করে। নৌকা প্রতীকে ভোট দেওয়ায় তারা জানেন্দ্র সাহাকে পিটিয়ে যখম করে। গত

বছর ফেব্রুয়ারি মাসে দিনে-দুপুরে বকুল মল্লিককে কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে জখম করা হয়। তাদের অব্যাহত নির্যাতন ও চাঁদাবাজির শিকার হয়ে নিশিথ নামের একজন ভারতে পালিয়ে গেছে বলে গ্রামবাসীরা জানায়। হিন্দুপাড়ার আরো অনেকেই যে কোনো সময় গ্রাম ছাড়তে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক মহিলা এ প্রতিবেদককে জানান, হিন্দুর ঘরে জন্ম নিয়েছি তাই আজ হোক কাল হোক প্রত্যেককেই মারধর খেতে হবে, চাঁনদাও দিতে হবে। এখন আর ভয় পাই না। ৫ জুলাই রাতে এ বাহিনীর হাতে নির্মমভাবে নির্যাতিত গোবিন্দ বলেন, 'প্রাণভয়ে মামলা করিনি। তবে উপযুক্ত পরিবেশ পেলে অবশ্যই করবো।'

মাগুরার পুলিশ সুপারকে না পেয়ে সহকারী পুলিশ সুপার বাসুদেব কুমারের সঙ্গে আলাপ করলে তিনি ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন। তিনি বলেন, গোবিন্দের পরিবারকে মামলা করার পরামর্শ দিলেও তারা করেনি। এ পরিস্থিতিতে রামচন্দ্রপুর গ্রামে নিয়মিত পুলিশ টহলের ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে তিনি জানান।

ভোরের কাগজ, ২৩ জুলাই ২০০৩

(১৭৪৩)
দখল হতে বসেছে খাসিয়া পাহাড়ের গির্জা স্কুল হাসপাতাল
২৫ হাজার আদিবাসী উচ্ছেদ আতঙ্কে

বিপ্লব রহমান, মৌলভীবাজার থেকে ফিরে ঃ জেলার কুলাউড়ার নার্সারীপুঁঞ্জি খাসিয়া গ্রাম সশস্ত্র অপাহাড়ি বাঙালিদের দখলে চলে যাওয়ার ঘটনায় বৃহত্তর সিলেটের আসাম ও মেঘালয় সীমান্তের দুর্গম খাসিয়া পাহাড়ের প্রায় ২৫ হাজার দরিদ্র আধিবাসীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে তীব্র উচ্ছেদ আতঙ্ক। গ্রাম বাঁচাতে সেখানে আদিবাসীরা এখন দিনরাত পালা করে পাহারা দিচ্ছেন।

ভাষাগত সংখ্যাগুরু বাঙালি জনগোষ্ঠীর চাপে স্বাধীনতার পর এ পর্যন্ত খাসিয়া পাহাড়ের ৩০টি আদিবাসী গ্রাম উচ্ছেদ হয়। জীবন-জীবিকা বাঁচাতে অনেকেই পাড়ি দিয়েছেন ওপারে। সিলেট অঞ্চলের ৯০টি আদিবাসী গ্রামের সর্বত্র জমির বন্দোবস্তসহ সামাজিক নিরাপত্তার অভাব এখন প্রকট। মৌলিক মানবিক সুযোগ-সুবিধার প্রায় কিছুই নেই।

উপরন্তু সন্ত্রাসী দখলবাজচক্র এখন গ্রাস করতে চাইছে আদিবাসীদের গির্জা কুলাউড়া লক্ষীপুরের খ্রিস্টান ক্যাথলিক মিশন। দখলবাজদের কবলে পড়ে এ মিশনের অধীন কয়েক হাজার খাসিয়া, গারো, অন্যান্য আদিবাসী এবং চা বাগান শ্রমিক সন্তানদের স্কুল, ছাত্রাবাস, হাসপাতাল উচ্ছেদ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। স্থানীয়রা বলছেন, লক্ষীপুর মিশন বেদখল হয়ে গেলে দরিদ্র বাঙালিরাও বিভিন্নভাবে মিশনের সেবামূলক সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন।

গত কয়েকদিন মৌলভীবাজারের কুলাউড়ার নার্সারীপুঁঞ্জি, মুড়োইছড়াপুঁঞ্জি, শ্রীমঙ্গলের লাউয়াছড়াপুঁঞ্জি, মাগুড়ছড়াপুঁঞ্জিসহ বিভিন্ন খাসিয়া ও গারো আদিবাসী গ্রাম ঘুরে সরজমিন অনুসন্ধানে এসব তথ্য জানা গেছে।

আতঙ্কজনক এ পরিস্থিতিতে তথা আদিবাসীদের নিরাপত্তা দিতে এ পর্যন্ত কোনো জাতীয় রাজনৈতিক বা সামাজিক সংগঠন তাদের পাশে দাঁড়ায়নি। ভোটের সময় শুধু নেতাদের দেখা মেলে বলে আদিবাসীদের অভিযোগ। বরং নার্সারীপুঁঞ্জি দখলের ঘটনায় স্থানীয় বিএনপি-জামাত জোট সরকারের ক্ষমতাধরদের রয়েছে প্রত্যক্ষ মদদ। স্থানীয় জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসন এসব আদিবাসী নির্যাতন-নিপীড়নের কোনো খবরই রাখেনা বলে তাদের সঙ্গে কথা বলে ধারণা পাওয়া গেছে।

একাত্তরের কিশোর মুক্তিযোদ্ধা জুহিনল খাসিয়া (৪৬) এখণ চালিতাছড়াপুঁঞ্জির গ্রাম প্রধান বা হেডম্যান (স্থানীয় ভাষায় মন্ত্রী)। তিনি এর আগে খাসিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ভোরের কাগজকে জানান, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল, সুনামগঞ্জ অঞ্চলে প্রতিটি আদিবাসী গ্রাম এখন সমস্যা সঙ্কুল। বারবার প্রশাসনের কাছে ধরনা দিয়েও কোনো ফল হয় না। ১৯৯০ সালেও এক দফায় নার্সারীপুঁঞ্জি উচ্ছেদ হয়। সে সময় এই গ্রামের ৫০টি পরিবার আশ্রয় নেয় আশপাশের আদিবাসী গ্রামে। তিনি নিজেই নানা কাঠখড় পুড়িয়ে আবার গ্রামটির পত্তন করেন। এখন দ্বিতীয় দফায় আদিবাসী গ্রামটি আবার উচ্ছেদ হলো।

আদিবাসী নেতা জুহিনল মন্ত্রী জানান, চুনারুঘাটের বৈরাগীপুঁঞ্জির বাসিন্দারা বাঙালি দখলবাজদের কবল থেকে বাঁচতে নিজেরাই লাল মিয়া নামের একজন স্থানীয়কে হেডম্যান বা মন্ত্রী বানিয়েছেন। কুলাউড়ার ফুলতলাপুঁঞ্জির জমির বিরোধকে কেন্দ্র করে গত বছর বন বিভাগ ও বাঙালিদের যৌথ হামলায় মারা যায় অবিনাশ মুড়া। তার নিজের গ্রাম চলিতাছড়াপুঁঞ্জিতে কথিত বহুমুখী মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি মামলা-মোকদ্দমায় নানা হয়রানি করছে। কুকিজুড়িপুঞ্জিতে মামলা, গাছ চুরি, ডাকাতি, ইকোপার্কের নামে উচ্ছেদ প্রচেষ্টা লেগেই আছে। বেলুয়াপুঁঞ্জির ২৬ টি পরিবার গত বছর মে মাসে উচ্ছেদ হয়েছে। জাফলঙের বেডুলাপুঁঞ্জির পাশেই পিয়াইন নদীর পাথর ভাঙার মেশিন বসানোর ফলে আদিবাসীরা এখন অনেকেই কানে খাটো। সংগ্রামপুঁঞ্জি থেকে অপরিকল্পিতভাবে এতো বেশি পাথর নেওয়া হয়েছে যে প্রায়ই সেখানে দেখা দেয় পাহাড় ধস। কমলগঞ্জের কালিঞ্জিপুঁঞ্জিতে সন্ত্রাসীরা পরিবার প্রতি ২০ টাকা করে চাঁদা নিচ্ছে। তাদের হয়রানির কারণে ২টি মেয়ে এখন আশ্রয় নিয়েছে শ্রীমঙ্গল ক্যাথলিক মিশনে।

খাসিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির বর্তমান চেয়ারম্যান এন্ড্রু সলোমার জানান, আদিবাসী গ্রামগুলোতে স্বাস্থ্য তথা চিকিৎসা সুবিধা বলতে কিচ্ছু নেই। অসুখ-বিসুখ হলে রোগীকে মাইলের পর মাইল পাহাড় ভেঙে নিয়ে যেতে হয় ডাক্তারের কাছে। অন্যথায় পাহাড়ি বৈদ্যর গাছ-গাছড়ার চিকিৎসাই ভরসা।

তিনি জানান, সরকারি স্কুলের সুবিধা বলতে নকশাপুঁঞ্জি ও বৈরাগীপুঁঞ্জিতে ২টি সরকারি প্রাথমিক স্কুল রয়েছে। এর মধ্যে বৈরাগীপুঁঞ্জিতে আবার আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রী নেই। অন্য পুঁঞ্জিগুলোতে আদিবাসিরা নিজেরাই খুলেছেন প্রাথমিক স্কুল। মিশনের সহায়তা রয়েছে অনেক স্কুলের পেছনে। নব প্রজন্ম ইদানীং উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হতে শুরু করেছে। অল্প কয়েকটি স্কুলে রোমান হরফে লেখা খাসিয়া ভাষার বর্ণমালা পড়ানো হয়। বইপত্র আনতে হয় আসাম থেকে।

বিশিষ্ট আদিবাসী লেখক, আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জিব দ্রং বলেন, সারাদেশ জুড়ে আদিবাসীদের ওপর যে জাতিগত নিপীড়ন চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, সিলেট অঞ্চলের আদিবাসীরা এরই অংশ হিসেবে ভুক্তভোগী। তিনি বলেন, কোনোভাবেই আদিবাসী ধ্বংসের এ প্রক্রিয়া মেনে নেওয়া যায় না।

অন্যদিকে, লক্ষীপুর ক্যাথলিক মিশনের ফাদার বিজয় ডি. ক্রস জানান, গত ১৯ বছর ধরে মিশনটি জনসেবা করে আসছে। এ ক্ষেত্রে আদিবাসীরা প্রাধান্য পেলেও কখনোই মিশন শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা দান এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় জাতি-ধর্ম বিচার করে না। কিন্তু কিছুদিন ধরে এলাকার রোজ টি কোম্পানির রাংগীছড়া চা বাগান কর্তৃপক্ষ মিশনের বিরুদ্ধে মামলা করায় তাদের ২ একর ৭০ শতক জমি বেহাত হতে বসেছে। দখলবাজদের কারণে ভেস্তে যেতে বসেছে সমস্ত উন্নয়ন কার্যক্রম। এলাইছ মিয়ার কাছ থেকে ১৯৮৮ সালে জমিটি কেনার পর থেকে মিশন কর্তৃপক্ষ নিয়মিত খাজনা দিয়ে আসছে।

লক্ষীপুর বাজারে আদিবাসী সংগঠক ফাদার বিজয় যখন এসব কথা বলছিলেন, তখন সেখানে ভিড় জমানো স্থানীয় বাঙালি জনতা তার কথায় সমর্থন জানান। পরে কথা হয়, মিশনের কাছে জমি বিক্রেতা এলাইছ মিয়ার সঙ্গে তিনিও বলেন একই কথা। তিনি জানান, ১৯৮৪ সালে তিনি এই জমিটি সেখানের সাবেক জমিদার নবাব আলী হায়দার খানের কাছ থেকে কেনেন।

রোজ টি কোম্পানির মহাব্যবস্থাপক কাইয়ুম চৌধুরী অবশ্য বলেন, তাদের চা বাগানের জমি সেই ব্রিটিশ আমল থেকে লিজে নেওয়া। আর আইন অনুযায়ী লিজে নেওয়া জমি কেনাবেচা হয় না। তিনি দাবি করে বলেন, রোজ টি কর্তৃপক্ষের যে ৫-৬শ' একর জমি বেদখল হয়েছে, তার মধ্যে মিশনের জমিটিও রয়েছে। এ জমি ফেরত পাওয়ার জন্য তারা মামলাও করেছেন। যেহেতু এখন মামলা হয়েছে, সেহেতু আদালতেই এ সমস্যার মীমাংসা হবে। তিনি মিশনের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী ব্যবহারের চেষ্টার কথাও অস্বীকার করেন।

ভোরের কাগজ, ২৪ জুলাই ২০০৩

(১৭৪৪)
কামারচালার ঘটনা, ২৯টি আদিবাসী পরিবার উচ্ছেদের জন্য পুলিশি তৎপরতা শুরু

টাঙ্গাইল থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক ঃ কিছুদিন নীরব থাকার পর সরকারি বন বিভাগ মধুপুর বনাঞ্চলের অরণখোলা রেঞ্জের কামারচালায় ২৯টি কোচ আদিবাসী পরিবারকে তাদের পৈতৃক বসতবাড়ি থেকে উচ্ছেদ তৎপরতা শুরু করেছে। বন বিভাগের অরণখোলা রেঞ্জের কামার চালায় ২৯টি কোচ আদিবাসী পরিবারকে তাদের পৈত্রিক বসতবাড়ি থেকে উচ্ছেদ তৎপরতা শুরু করেছে। বন বিভাগের অরণখোলা রেঞ্জের কর্মকর্তাদের উসকানিতে মাস্তানদের হুমকি ধামকির পাশাপাশি এখন নিরীহ কোচদের ওপর শুরু হয়েছে পুলিশি হয়রানি। পুলিশের এক কর্মকর্তা হুমকি দিয়েছেন, আদিবাসী কোচদের ঘরবাড়ির আশপাশের কাঁঠাল, আম, জলপাই গাছসহ অন্যান্য গাছ পুলিশের উপস্থিতিতে কাটা হবে শনিবার পুলিশ সুজন চন্দ্র কোচ (২৫) নামে এক আদিবাসী যুবককে ধরে দোখনা নামক স্থানে নিয়ে যায় এবং তার কাছ থেকে সাদা কাগজে সই রেখে ছেড়ে দেয়। এ ঘটনার পর মধুপুরের কোচসহ আদিবাসীদের মধ্যে নতুন করে উচ্ছেদ ভীতি এবং উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। মধুপুর বনাঞ্চল সরেজমিন পরিদর্শন করে এসব তথ্য জানা গেছে।

সংবাদ, ২৫ জুলাই ২০০৩

(১৭৪৫)
প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনায় উত্তাল

নীলফামারী প্রতিনিধি ঃ চারটি গ্রামের মন্দিরে মন্দিরে প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনায় উত্তাল হয়ে উঠেছে গোটা ডোমার। বুধবার রাতভর ডোমার শহরে ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল সমাবেশ হয়েছে। ডোমার ক্ষত্রিয় সমিতির সভাপতি গোরাচাঁদ অধিকারীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল বৃহস্পতিবার প্রতিমা ভাঙচুর করা গ্রামগুলো পরিদর্শন করেছে। এদিনও ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ সভা হয়েছে। সেখানে ঘটনার সুষ্ঠ তদন্ত দাবি করে অবিলম্বে দোষীদের খুঁজে বের করে শাস্তির দাবি জানানো হয়। এতে ডোমার উপজেলার যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা করেন। তাদের একটি দলও বৃহস্পতিবার ঘটনাস্থল গিয়ে আতঙ্কিত সংখ্যালঘু পরিবারগুলোকে সমবেদনা জানিয়ে আসে। এদিকে ঘটনা দেখার জন্য আ. লীগের কেন্দ্রীয়

প্রচার সম্পাদক ও নীলফামারী-২ আসনের সংসদ সদস্য আসাদুজ্জামান নূর, ডোমার-ডিমলা (নীলফামারী-১) আসনের সংসদ সদস্য ও কুইন্স ইউনিভার্সিটির চেয়ারপার্সন ড. হামিদা বানু শোভা শুক্রবার নীলফামারী আসছেন। তার সঙ্গে জেলা আঃ লীগ নেতৃবৃন্দ ঘটনাস্থলে যাবেন। ডোমারে হিন্দু অধ্যুষিত গ্রামগুলোতে নির্বিচারে মন্দিরে মন্দিরে প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনার খবর পত্রিকায় প্রকাশের পর ডোমার ইউএনও সাংবাদিকদের সম্পর্কে বিষোদগার করার ঘটনায় জেলার সাংবাদিক মহলে চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। ডোমার ইউএনও খবরকে অতিরঞ্জিত বলে উল্লেখ করে বলেন খবর পরিবেশন করা সাংবাদিকদের ধরলেই ঘটনা কারা ঘটিয়েছে তার আসল রহস্য বের হবে। এদিকে পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে প্রতিমা ভাঙচুর করা মন্দিরগুলো পরিদর্শন করে ও সামরিক বাহিনীর একটি গোয়েন্দা বিভাগও (ডিজিএফআই) সরেজমিন পরিদর্শন করে ঘটনার প্রমাণ পেয়েছে। পুলিশ সুপার চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন গতকাল সংবাদকে জানান, ঘটনার গ্রামগুলোতে পাহারার ব্যবস্থা না থাকায় এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে। তবে কারা ঘটিয়েছে তা এখনও বোঝা যাচ্ছে না। তা খুঁজে বের করার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। তিনি এ ব্যাপারে হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতাদের সাথেও কথা বলে তাদেরও সহযোগিতা কামনা করেন।

সংবাদ, ২৫ জুলাই ২০০৩

(১৭৪৬)
বাগেরহাটে হিন্দু পরিবারের ওপর হামলায় মা-মেয়েসহ আহত ৫ পুলিশ আইনগত ব্যবস্থা না নিয়ে মীমাংসার পরামর্শ দিয়েছে

বাগেরহাট প্রতিনিধি ঃ বাগেরহাট জেলার কচুয়া উপজেলা বাজারে স্থানীয় সন্ত্রাসীরা একটি হিন্দু পরিবারের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ও বাড়িতে হামলা চালিয়ে ৫ জনকে আহত করেছে। এদের মধ্যে ২ জনকে কচুয়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

জানা গেছে, কচুয়া বাজারে কনকরানী দাস নামে এক মহিলা লন্ড্রি ও মুদি দোকান চালিয়ে আসছে। সম্প্রতি এলাকার মহব্বত শেখের পুত্র মেছের শেখ ঐ দোকান থেকে বাকিতে মালামাল নেওয়া শুরু করে। গত ২০ জুলাই বাকিতে দ্রব্যসামগ্রী আনতে গেলে কনকরানী দাস অপারগতা প্রকাশ করে। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে মেছের দোকানঘর ভাঙচুর করে। পরে আবার লোকজন নিয়ে এসে কনক দাসের বাড়িতে হামলা চালায়। এ সময় মেছের শেখ ও তার লোকজন কনক দাস (৩৪), তার কলেজ পড়ুয়া মেয়ে রানী দাস (১৭), স্কুল পড়ুয়া দুই মেয়ে রীতা রানী (১৪) ও শীলা রানী (১২) এবং ছেলে মিন্টু দাস (১৫)কে মারপিট করে বাড়ির মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। আহত কনকরানী দাস ও তার বড়ো মেয়ে রীনা রানীকে কচুয়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করে পুলিশ স্থানীয় চেয়ারম্যানকে দিয়ে বিষয়টি মিটিয়ে ফেলার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারটিকে বলেছে। পুলিশের সহযোগিতা না পেয়ে ক্ষতিগ্রস্তরা মঙ্গলবার বাগেরহাটে এসে সাংবাদিকদের সামনে তাদের দুর্দশার কথা জানান। এ ব্যাপারে জানতে চাওয়া হলে কচুয়া থানার ওসি এ ধরনের কোনো ঘটনা জানেন না বলে এ প্রতিনিধিকে জানিয়েছেন।

ভোরের কাগজ, ২৬ জুলাই ২০০৩

(১৭৪৭)
গলাচিপায় সংখ্যালঘু তরুণী ধর্ষণের শিকার ॥ দু'সপ্তাহ ধরে বাবা-মেয়ে নিখোঁজ ॥ স্থানীয় বিএনপি নেতা জড়িত

বরিশাল থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক ঃ পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা উপজেলার দুর্গম চরবিশ্বাস ইউনিয়নে ১ মওলানা ও ৩ জনপ্রতিনিধি সংখ্যালঘু দরিদ্র পরিবারের স্বামী পরিত্যক্ত এক তরুণীকে দু'দফা ধর্ষণ করেছে এবং নিজেদের অপরাধ ঢাকার জন্য ধর্ষিতা ও তার পিতাকে অপহরণ করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ১৩ দিন ধরে বাবা-মেয়ে নিখোঁজ রয়েছে। এ ঘটনার সঙ্গে স্থানীয় এক বিএনপি নেতা জড়িত রয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

সাগরপাড়ের গলাচিপা উপজেলা থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরবর্তী চরবিশ্বাস ইউনিয়নের অগাস্তি গ্রামের বাসিন্দা দিনমজুর গৌরাঙ্গ হালদার। তারই স্বামী পরিত্যক্ত মেয়েকে ধর্ষণ করেছে একই গ্রামের ৪ পাষণ্ড। গত ১১ জুলাই মেয়েটি বিধবা ভাতা পাওয়ার আশায় ৮ কিলোমিটার পথ হেঁটে ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে ছুটে গিয়েছিল সাহায্যের আশায়। এ সময় ইউনিয়ন পরিষদের সভা চলছিল। ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্যরা তাকে নিকটবর্তী মওলানা হেলালের ওষুধের দোকানের পেছনের বারান্দায় বসে থাকার জন্য নির্দেশ দেন। মেয়েটি নির্ধারিত স্থানে বসার কিছুক্ষণ পরেই মওলানা হেলাল তরুণীকে ধর্ষণ করে। তরুণীর চিৎকারে স্থানীয় কয়েকজন যুবক এসে তাকে উদ্ধার করে ৩ ইউপি সদস্যের হাতে তুলে দেয়। ঘটনার বিচারের কথা বলে নিকটবর্তী একটি স্কুলে নিয়ে যায়। রাতের বেলা ওই ৩ ইউপি সদস্য পালাক্রমে তরুণীটিকে ধর্ষণ করে। ভোরবেলা ৩ ইউপি সদস্য ধর্ষিতাকে তুলে দেয় এক সাবেক ইউপি সদস্যের কাছে। ওই সদস্যের কাছে তরুণী সব ঘটনা খুলে বলে। এ ঘটনা এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে উত্তেজনা দেখা দেয়। স্থানীয় এক বিএনপি নেতা ৩ ইউপি সদস্যের কাছ থেকে ২০ হাজার টাকা নিয়ে মেয়েটির বাবার হাতে দিয়ে তাদের চুপ থাকতে বলে; কিন্তু তাতেও কোন কাজ হয়নি। এরপর থেকে বাবা ও ধর্ষিতা মেয়ের কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। আশঙ্কা করা হচ্ছে, নিজেদের অপরাধ গোপন করার জন্যই তাদের গুম করা হয়েছে। ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত ইউপি সদস্য আ. সালাম, মীর ও কালাম হাওলাদার নিজেদের অপরাধ অস্বীকার করে মওলানা হেলাল তরুণীকে ধর্ষণ করেছে বলে জানায়। স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান জানান, তিনি ঘটনা শুনেছেন; কিন্তু বাবা-মেয়ের খোঁজ না থাকায় কোন ব্যবস্থা নেয়া যায়নি। তিনিও মওলানার বিরুদ্ধে অভিযোগ সত্যি বলে জানান। তবে তিনি স্বীকার করেন, সংশ্লিষ্ট ৩ সদস্যের অতীত রেকর্ড ভাল নয়। স্থানীয় মহিলা ইউপি সদস্য সেলিনা বেগমও এ ঘটনা শুনেছেন বলে স্বীকার করে তার কাছে অভিযোগটি সত্য বলে মনে হয়েছে বলে জানান। এতসব ঘটনার পরও পুলিশ জানিয়েছে, তারা ধর্ষণ বা নিখোঁজের ব্যাপারে কিছুই জানে না।

সংবাদ, ২৭ জুলাই ২০০৩

(১৭৪৮)
নিহত অনীলের লাশ পুঁতে রাখা হয়েছিল মাটির নিচে একমাত্র পুত্রকে হত্যা করেছে ভূমিখেকোরা বৃদ্ধ মা মনমোহিনীর এখন কি হবে?

পীযূষ কান্তি আচার্য, পূর্বাঞ্চল প্রতিনিধি ঃ বৃদ্ধ মনমোহিনী সরকারের এখন কি হবে? এ প্রশ্ন গ্রামের সবার মুখে মুখে। মেয়েটি বিয়ের পর থেকে স্বামীর বাড়িতে। একমাত্র পুত্র অনীল

সরকারকেও মেরে ফেলেছে ভূমিখেকো সন্ত্রাসীচক্র। তাই তিনি একেবারে একা, নিঃস্ব রিক্ত ও অসহায় হয়ে পড়েছেন।

আজ থেকে ১৪ বছর আগে নিদারাবাদ গ্রামের বিরজাবালা দেবনাথ ও তার ৫ সন্তানকে যেভাবে ভূমিখেকো তাজুলচক্র নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল প্রায় একই কায়দায় মনমোহিনী সরকারের পুত্র নিদারাবাদ গ্রামের পার্শ্ববর্তী জালালপুর গ্রামের অকৃতদার অনীল সরকারকেও নৃশংসভাবে হত্যা করে ৭ ফুট মাটির নিচে পুঁতে রাখা হয়েছে। ঘটনাটি এলাকার হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে চরম আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহর থেকে প্রায় ৪০ কি. মি. পূর্বদিকে ত্রিপুরা সীমান্তবর্তী ছায়া সুনিবিড় একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম জালালপুর। সদর উপজেলার এ গ্রামেই দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করে আসছিলেন অনীল সরকার। পিতা স্বর্গবাসী হয়েছেন ৪০ বছর আগে। একমাত্র ছোট বোন হিরনবালার বিয়ে হয় ৩০ বছর আগে। বিয়ের পর থেকে তিনি থাকেন স্বামী দুদর্শন সরকারের বাড়ি নাসিরাবাদ উপজেলার করগ্রামে।

হিরনবালার বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর অকৃতদার অনীল সরকার মা মনমোহিনী সরকার (৭৫) কে নিয়ে জালালপুরেই থাকতেন। কাজ করতেন পশু চিকিৎসার। পৈতৃক সূত্রে তিনি বাড়িভিটাসহ প্রায় ১৬/১৭ কানি ধানি জমির মালিক। ওই জমিগুলো বর্গায় চাষ করতেন প্রতিবেশী আবু সাঈদ মুন্সীর ছেলে আবদুল হক ওরফে আবু মিয়া ও তার বড়ো ভাই আবদুর রউফ। অনীল সরকার জমিজমার আয় থেকে সংসার চালিয়ে বাকি টাকাগুলো জমা রাখতেন পার্শ্ববর্তী মেখশিমুল গ্রামের মৃত সিরাজ আলী মুন্সীর পুত্র মোঃ মমতাজ উদ্দিন মুন্সীর কাছে। জালালপুর গ্রামে গিয়ে জানা যায়, অনীল সরকারের সঙ্গে দৃশ্যত ভালো আচরণ করলেও তার সম্পত্তির প্রতি লোভ ছিলো তাদের। এই সম্পত্তি গ্রাস করার জন্য তারা অনীল সরকারকে ভারতে পাঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়।

এলাকাবাসী ও পুলিশ সূত্র জানায়, গত ১৭ জুলাই দিবাগত মধ্যরাতে আবদুল হক ওরফে আবু মিয়া তার গরুর অসুখের কথা বলে অনীলকে তার বাড়িতে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করে। কিন্তু গভীর রাত হওয়ায় অনীলকে বাইরে যেতে বাধা দেয় মা মনমোহিনী সরকার। কিন্তু তার পরও আবদুল হকের সঙ্গে বেরিয়ে যায় অনীল সরকার। অনেক্ষণ পরও ফিরে না আসায় মা মনমোহিনী সরকার ঘর থেকে বের হয়ে খোঁজাখুঁজি করতে করতে আবদুল হকের বাড়িতে যান। সেখানে গিয়ে পুত্র অনীলের আর্তচিৎকার শুনতে পান তিনি। আবদুল হকের বাড়ির উঠানে গিয়ে দেখতে পান আবদুর রউফ, দুধন মিয়া, খোকন মিয়া, রেজিয়া খাতুনসহ ৭/৮ জনকে। তাদের কাছে অনীল সরকারের খোঁজ জানতে চাইলে তারা জানায় অনীল পূর্ব দিকে চলে গেছে।

এদিকে মনমোহিনীর কান্নাকাটিতে পার্শ্ববর্তী শহীদ মিয়া, আবদুর রশিদ, বিধুমোহন সরকার, ডা. সুনীল সরকার, আবুল কালাম, হরিদাস ঘটনাটি জানার জন্য এগিয়ে আসেন। তারা ঘটনার বিস্তারিত শুনে অনীল সরকারের খোঁজ করতে থাকেন। এক পর্যায়ে তারা আবদুল হকের ঘরে প্রবেশ করতে চাইলে আবদুল হক বাধা দেয়। এতে তাদের সন্দেহ হলে এক পর্যায়ে তারা জোর করে ঘরের ভেতর প্রবেশ করে ঘরের উত্তর-পূর্ব কোণে সদ্য মাটি কাটা একটি বড়ো গর্ত দেখতে পান। টর্চ লাইটের আলোয় দেখা যায় গর্তের ওপরে মাটিতে মানুষের পায়ের ছাপ।

এতে তাদের সন্দেহ আরো প্রবল হলে তারা আবদুল হকসহ চারজনকে আটক করে হরষপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান সরোয়ার আলম ভূঁইয়া ও হরষপুর পুলিশ ফাঁড়িতে খবর দেন। পুলিশ ও চেয়ারম্যান ঘটনাস্থলে পৌছে সরজমিন তদন্ত করে সদর থানার ওসিকে জানান। ওসি পুলিশ সুপারের সঙ্গে কথা বলে একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাসহ একদল পুলিশ নিয়ে ছুটে যান জালালপুর গ্রামে। তাদের উপস্থিতিতে আবদুল হকের ঘরের উত্তর কোনার ৭ ফুট মাটির নিচ থেকে উত্তোলন করা হয় অনীলের লাশ।

এ ব্যাপারে অনীল সরকারের ছোট বোন হিরনবালা সরকার বাদী হয়ে ৩০২/২০১/৩৪ ধারায় সদর থানায় মামলা দায়ের করেন। মামলার আরজিতে বলা হয়, পৈতৃক সম্পত্তি এবং তার জমানো টাকা আত্মসাতের উদ্দেশ্যে ৮ জন আসামি পরিকল্পিতভাবে উপর্যুপরি মারপিট এবং রশি দিয়ে গলায় পেঁচিয়ে শ্বাসরুদ্ধ করে অনীল সরকারকে হত্যা করে লাশ গুম করার উদ্দেশ্যে আবু মিয়ার ঘরের ভেতর গর্ত করে পুঁতে রাখে। মামলায় আসামি করা হয় ৮ জনকে। এরা হচ্ছে আবদুল হক, মোঃ সবুর খান, মোঃ মানিক মিয়া, মমতাজ উদ্দিন, আবদুর রউফ, দুধন মিয়া, খোকন মিয়া ও রেজিয়া খাতুন।

এদিকে পুলিশ জানায়, সবুর খান ও মানিক মিয়া পেশাদার খুনি। তাদের বাড়ি সরাইল উপজেলার শাহবাজপুর গ্রামে। অনীল সরকারকে হত্যা করার জন্য তাদের ভাড়া করা হয়েছিল। পুলিশ উক্ত হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে আবদুল হক, মানিক মিয়া, সবুর খান, মমতাজ উদ্দিন, আবদুর রউফ ও রেজিয়া খাতুনকে গ্রেপ্তার করেছে। মামলার এজাহারভুক্ত অপর দুই আসামিকে তারা গ্রেপ্তার করতে পারেনি।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর থানার ওসি মিয়া কুতুবুর রহমান চৌধুরী ভোরের কাগজকে জানান, মামলাটি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই ৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকি দুজনকে গ্রেপ্তার করতে পুলিশি তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।

ভোরের কাগজ, ৩০ জুলাই ২০০৩

(১৭৪৯)
কমলগঞ্জে আদিবাসীদের ওপর হামলা ঃ পুলিশ মামলা নেয়নি

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি ঃ জেলার কমলগঞ্জ উপজেলার আদিবাসী পল্লীতে হামলা চালিয়ে ১০ জন আদিবাসীকে আহত করার চারদিন পরও পুলিশ দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে মামলা নেয়নি বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত কয়েক মাস ধরে কমলগঞ্জ ও কুলাউড়া উপজেলার মনিপুরী ও খাসিয়া আদিবাসী পল্লীতে হামলা, অপহরণ এবং জবর দখলের ঘটনায় সংশ্লিষ্ট আদিবাসীরা চরম আতংকে দিন কাটাচ্ছে। আদিবাসী নেতাদের অভিযোগ, বর্তমান জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে শাসকদলের ছত্রছায়ায় এক শ্রেণীর ভূমিখোর আদিবাসীপল্লীতে আস্তানা গেড়ে অপতৎপরতা চালাচ্ছে।

গত ২৭ জুলাই রোববার রাতে কমলগঞ্জের উত্তর গোলের হাওড় গ্রামের মনিপুরী পল্লীতে সন্ত্রাসীরা হামলা চালায়। তারা ঘরের দরজা ভেঙে ডা. খুকুমনি সিংহ (৬৫), প্রদীপ সিংহ (৩৫) ও রাধাকান্ত সিংহসহ (৭২) কমপক্ষে ১০ জনকে আহত করে। আহতদের মৌলভীবাজার সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু রহস্যজনক কারণে একদিন পরই তারা জখম নিয়ে হাসপাতাল ত্যাগ করে। একটি সূত্র জানায়, একটি চিহ্নিত গোষ্ঠীর আরও হামলার আশংকায় তারা হাসপাতাল ছেড়েছে। এ ঘটনায় মামলা করতে কেউ থানায় যায়নি বলে পুলিশ জানায়। এদিকে গত ৩ জুলাই কুলাউড়ার নার্সারিপুঞ্জিতে হামলা চালিয়ে সন্ত্রাসীরা আদিবাসীদের বাড়ি দখল ও তিনজনকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। ২০ জুলাই আবার হামলা চালিয়ে সন্ত্রাসীরা ৭/৮ জনকে আহত করে। ৩ জুলাই অপহৃত তিনজনের মধ্যে একজন ফিরে এলেও সিবা সাংমা (২২) ও সুজিত সাংমাকে (২০) এখনও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

যুগান্তর, ৩১ জুলাই ২০০৩

আগস্ট ২০০৩

(১৭৫০)
চুনারুঘাটের চা বাগান থেকে চা শ্রমিকের মৃত দেহ উদ্ধার

চুনারুঘাট প্রতিনিধি ঃ হবিগঞ্জের চুনারুঘাট উপজেলার চা বাগান থেকে ত্রিশোর্ধ এক চা শ্রমিকের মৃতদেহ পুলিশ উদ্ধার করেছে। নিহত চা শ্রমিক উপজেলার চান্দপুর চা বাগানের লোহারপুল এলাকার বাসিন্দা।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ২৯ জুলাই রাতে চা বাগানের শ্যামা সাঁওতালের পুত্র অলিত সাঁওতাল ঘর থেকে বাইরে আসতে সে আর ঘরে ফিরে যায়নি। পরদিন সকালে স্থানীয় চা শ্রমিকরা বাগানে কাজ করতে এসে জলাশয়ে মৃতদেহ দেখে পুলিশকে খবর দেয়।

আজকের কাগজ, ১ আগস্ট ২০০৩

(১৭৫১)
বাগেরহাটে সংখ্যালঘু পরিবারের স্কুলছাত্রী অপহৃত ॥ থানা মামলা নেয়নি

বাগেরহাট থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বাগেরহাটের পল্লীতে মাকে মারধর করে বাড়ি থেকে এক স্কুলছাত্রীকে (১৩) তুলে নিয়ে গেছে সন্ত্রাসীরা। এ ঘটনায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। শনিবার রাতে জেলার কচুয়া উপজেলার দক্ষিণ আন্ধারমানিক গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

এলাকাবাসী এবং অপহৃত স্কুলছাত্রীর বাবা বিমলকৃষ্ণ ঘরামী 'সংবাদ'কে জানান, শনিবার গৃহকর্তা মাছ ধরতে গেলে পাশের ভাসা গ্রামের সন্ত্রাসী রুহুল, ওবায়দুল, মিলন, কালা মামুন ও সেকেন্দার অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বাড়িতে হামলা চালায় এবং স্থানীয় স্কুলে অধ্যায়নরত অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রীকে তুলে নিয়ে আসে। এ সময় তার মা বাধা দিলে সন্ত্রাসীরা তাকে মারধর করে।

এ ঘটনা থানা পুলিশকে জানালে পুলিশ অজ্ঞাত এবং রহস্যজনক কারণে মামলা গ্রহণ করেনি। এ ঘটনায় ওই এলাকার সংখ্যালঘুদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে।

দৈনিক সংবাদ, ১ আগস্ট ২০০৩

(১৭৫২)
নীরব দর্শকের ভূমিকায় পুলিশ
মামলা তুলে না নিলে ধর্ষিতাকে ফের ধর্ষণের হুমকি

ধামরাই প্রতিনিধি ঃ ধামরাইয়ের ছোট চন্দ্রাইল গ্রামের হিন্দু পরিবারের ধর্ষণের শিকার গৃহবধূটির দায়েরকৃত মামলার আসামিকে থানা পুলিশ গ্রেপ্তার করছে না। ফলে এ পরিবারটি চরম আতঙ্কের মধ্যে দিন যাপন করছে। স্থানীয় অন্যান্য হিন্দু পরিবারের মধ্যেও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

ধামরাই উপজেলার চন্দ্রাইল গ্রামে গত ২ জুলাই রাত ১২টার দিকে একই গ্রামের যুবক রমেজউদ্দিন স্বামীর অনুপস্থিতিতে ঘরে ঢুকে ঐ গৃহবধূটিকে ধর্ষণ করে। ঘটনার পর থানায় মামলা দায়ের করতে গেলে তাকে সে সুযোগ দেওয়া হয়নি।

থানায় মামলা করতে না পেরে লাঞ্ছিত ঐ গৃহবধূ নিজে বাদী হয়ে গত ৫ জুলাই ঢাকার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের আমলি আদালত ক-অঞ্চলে মামলা দায়ের করে। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট বেগম মাহমুদা খাতুন তদন্ত করে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ধামরাই থানা কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করেন।

কিন্তু থানা পুলিশ তা পালন করছে না। তারা প্রহসনমূলক তদন্তে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গিয়ে উল্টো আসামিপক্ষের সঙ্গেই যোগসাজশ করে মোটা অঙ্কের অর্থ গ্রহণের মাধ্যমে গ্রেপ্তারের বিষয়টি এড়িয়ে যাচ্ছে। এমনকি মামলা তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই মিরাজ ধর্ষিতাকে কোনো সহযোগীসহ থানায় যেতে নিষেধ করেছেন।

পরিবারটিকে রমেজউদ্দিন বারবার মামলা তুলে নেওয়ার জন্য হুমকি দিচ্ছে। ভিটেমাটি ছেড়ে চলে যেতেও বলছে। নইলে আবারো ধর্ষণ করা হবে বলে হুমকি দিচ্ছে। থানা প্রশাসনকে এসব কথা বারবার জানানোর পরও পুলিশ নীরব ও রহস্যজনক ভূমিকা পালন করছে বলে ধর্ষিতা গৃহবধূ অভিযোগ করে। সে জানায়, রমেজউদ্দিন, তোতামিয়া, জাফর ইকবাল, শহিদুল ইসলামসহ কয়েকজন স্থানীয় ব্যক্তি তার পরিবারকে সহযোগিতা করায় ধর্ষক রমেজউদ্দিন তাদের বিরুদ্ধেও ডাকাতি ও অন্যান্য মামলা দায়েরের হুমকি দিচ্ছে।

এলাকাবাসী জানায়, রমেজউদ্দিন এক প্রভাবশালী ব্যক্তির ইটের ভাটায় কাজ করে। ইতিপূর্বেও এই সন্ত্রাসী যুবক আরো অনেক অপরাধ ঘটিয়েছে। এ ব্যাপারে পুলিশের তদন্ত কারী এসআই মিরাজ তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করেন। তবে তিনি তোতা মিয়াকে ধর্ষিতার সঙ্গে থানায় আনার ওপর নিষেধাজ্ঞার কথা স্বীকার করেন।

ভোরের কাগজ, ২ আগস্ট ২০০৩

(১৭৫৩)
সাতক্ষীরায় ৩২ সংখ্যালঘু পরিবার উচ্ছেদ মামলা রাজনৈতিক চাপে প্রত্যাহার!

সাতক্ষীরা, ১ আগস্ট, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ খাস জমিতে সরকারের কাছ থেকে বরাদ্দ নিয়ে বসবাসরত ৩২টি সংখ্যালঘু ভূমিহীন পরিবারকে হামলা ও নির্যাতন চালিয়ে উচ্ছেদ করে জামায়াত সমর্থিত ব্যক্তিদের বসানোর প্রতিবাদে সাতক্ষীরার ভূমিহীনদের মাঝে চলছে উত্তেজনা। হামলা ও উচ্ছেদের সঙ্গে জড়িত ৭৬ জনের বিরুদ্ধে আদালতে দায়ের করা তহসিলদারের মামলাটি রাজনৈতিক চাপের মুখে তহসিলদার প্রত্যাহার করে নেয়ার পর থেকে ভূমিহীনদের মাঝে ক্ষোভ দানা বেঁধে উঠছে। শুক্রবার সকালে সাতক্ষীরা জেলা ভূমিহীন সমিতির পক্ষ থেকে সাতক্ষীরা রিপোর্টার্স ক্লাবে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে অবিলম্বে উচ্ছেদকৃত সংখ্যালঘু পরিবারদের পুনর্বাসন অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ এবং তহসিলদারের প্রত্যাহার করা মামলা পুনরুজ্জীবিত করার দাবি জানানো হয়েছে। এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, ভূমিমন্ত্রীসহ সকলের হস্তক্ষেপ কামনা করা হয়েছে। ভূমিহীন সমিতির সাধারণ সম্পাদক আলীনূর খান বাবুল ও সভাপতি কাউছার আলী স্বাক্ষরিত লিখিত বক্তব্য পাঠ করার সময় উপস্থিত ছিলেন প্রধান উপদেষ্টা, সাইফুল্লা লস্করসহ বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ।

সাতক্ষীরা সদর ও উপজেলার ফিংড়ি ইউনিয়নের গাভা মৌজায় মরিচাপ নদীর চর ভাটিতে সরকারের কাছ থেকে বন্দোবস্ত নিয়ে ৩২টি সংখ্যালঘু পরিবার বসবাস করছিল প্রায় ২৫ থেকে ৩০ বছর ধরে। সংবাদ সম্মেলনের লিখিত অভিযোগ অনুযায়ী গত ১৭ মার্চ গভীর রাতে জামায়াত নেতা ইউপি চেয়ারম্যান হাবিবুর রহমানের মদদে ৭০ থেকে ৮০ জন সন্ত্রাসী হামলা ও নির্যাতন চালিয়ে ঐ ৩২টি পরিবারকে উচ্ছেদ করে তাদের ঘরবাড়ি ও মাছের ঘের দখল করে নেয়। এ ঘটনায় তহসিলদার মোখলেছুর রহমান বাদী হয়ে রওশান আলী খাঁসহ ৭৬ জনকে আসামী করে আদালতে মামলা দায়ের করেন। এই মামলার বেশিরভাগ আসামী

জামায়াতের সমর্থক ও কর্মী। আদালতে বিচারাধীন অবস্থায় গত ২৯ জুলাই মামলার আসামীদের পক্ষে মোঃ রওশান আলী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে মামলা হতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য আবেদন জানান। নির্বাহী কর্মকর্তা সহকারী কমিশনারকে ভূমি, সদর) আলোচনা মোতাবেক ব্যবস্থা নিন বলে নোট দেন। একই দিন সহকারী কমিশনার (ভূমি) বাদী তহসিলদারকে আদালতে হাজির হয়ে মামলাটি নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দেন। সংশ্লিষ্ট তহসিলদার ৩০ জুলাই আদালতে তার দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহারের আবেদন জানালে মামলা খারিজ হয়ে যায়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২ আগস্ট ২০০৩

(১৭৫৪)
পাহাড়ে ভূমি সমস্যা-১
পাহাড়িদের উদ্বাস্তু হওয়ার নেপথ্যে

খাগড়াছড়ির এক প্রত্যন্ত গ্রামের নাম বোয়ালখালি দীঘিনালা উপজেলার সীমান্তের এ গ্রামে পা রেখে একটু অবাকই হতে হলো। চিরচেনা পাহাড়ের দৃশ্যপট যেন বদলে গেছে অনেকটা। কলসি কাঁখে পাহাড়ি তরুণীরা কোথায় যেন হায়িয়ে গেছে। চাকমা কাঠুরিয়া নেই। পাহাড়ি শিশুদের কোলাহল। চারদিকে বাঙালি সেটেলারদের নতুন টিনের ছাউনির বাড়িঘর। মসজিদ আর মাদ্রাসার ছড়াছড়ি পাহাড়ের বুক জুড়ে। খাগড়াছড়ির বোয়ালখালি গ্রামই কেবল নয় হাজার হাজার পাহাড়ি এখন শরণার্থীর জীবনযাপন করছেন পাহাড়ের সর্বত্র। নিজ ভূমে তারা আজ পরবাসী। চৌদ্দ পুরুষের ভিটায় তাদের জায়গা নেই, কাজ নেই, খাদ্য কেনার সামর্থ্য নেই। আইনের আশ্রয় নেই। মাল্টিকালার চোখ রাঙানির মধ্যেই তাদের বেঁচে থাকা। কিন্তু এমন হলো কেন?

পার্বত্য জেলার অতীত ও বর্তমান

পার্বত্য চট্টগ্রামে সর্ব প্রথম বসতি স্থাপন করে মায়ানমার অঞ্চল থেকে আসে চাকমা, মারমাসহ অন্য পাহাড়ি জনগোষ্ঠি। তবে এর আগে পঞ্চদশ শতকে বার্মা ও আরাকান থেকে যুদ্ধে পরাজিত চাকমা রাজা পার্বত্য চট্টগ্রামে এসে রাজ্য স্থাপন করেন। চাকমাদের স্বাধীন রাজ্য ব্যবস্থাপনায় চাকমা, মারমাসহ অন্য আদিবাসী গোষ্ঠি পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে মুল আদিবাসী কুকিদের বিতাড়ন শুরু করে। কুকিদের বিতাড়ন অভিযান এমন পর্যায়ে পৌঁছে- যার প্রমাণ তাদের বর্তমান সংখ্যা। জানা যায়, পার্বত্য চট্টগ্রামে বর্তমানে মাত্র সাড়ে ৬০০ কুকি বা লুসাই সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করছে।

বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামে ১০ ভাষাভাষীর ১৩টি আদিবাসী সম্প্রদায়সহ বাঙালিরাও বসবাস করছে। এ অঞ্চলের আদিবাসীরা মঙ্গোলয়েড নৃগোষ্ঠিভুক্ত। এদের গড় উচ্চতা কম, চুল কালো, চোখ ছোট এবং মুখের হাড় উঁচু।

অতীতকাল থেকেই পাহাড়ে বাঙালির বসবাস ছিল। তবে এদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে পাহাড়ে বাঙালি অভিবাসন প্রক্রিয়াটি ব্যাপকভাবে শুরু হয়। তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার এ প্রক্রিয়া বন্ধের কার্যক্রম হাতে নেয় ১৯৬০ সালের দিকে। যার আইনি প্রকাশ ঘটে ১৮৭৭ সালের ইন্ডিয়ান লিমিটেশন অ্যাক্টের মাধ্যমে।

১৫৫০ সালে একজন পর্তুগিজের আঁকা মানচিত্রে চাকোমাস (ঈযধপড়সধং) নামের একটি রাজ্যের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। সেটাই আজকের পার্বত্য চট্টগ্রাম। সপ্তদশ শতকে চাকমা রাজ্য মোঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের অধীনে আসে। এরপর ১৭৬০ সালের ১৫ অক্টোবর বাংলার নবাব মীর কাশিম পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে তুলে দেয়। বিনা বাধায় পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসনভার ব্রিটিশ কোম্পানির হাতে যায়নি। চাকমারা প্রায় ২৫ বছর

ইংরেজদের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি কনভেনশনাল যুদ্ধসহ গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করে। অবশেষে ১৭৮৫ সালে ইংরেজরা পার্বত্য চট্টগ্রামে তাদের পূর্ণ কর্তত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। ব্রিটিশ সরকারের শাসননীতির অংশ ছিল ভারতবাসীর ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন প্রতিরোধ করা। এ লক্ষ্যে ১৮৬০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামকে চট্টগ্রাম জেলার দায়িত্ব দেওয়া হয় 'পাহাড় তত্ত্বাবধায়ক' নামের রাজকর্মচারীর হাতে। ১৮৯১ সালে লুসাই পাহাড় ব্রিটিশদের অধীনে এলে পার্বত্য চট্টগ্রামের গুরুত্ব কমে যায় এবং একে আবার মহকুমার পর্যায়ে নামিয়ে আনা হয়। আর এ বছরই ব্রিটিশ সরকার বহুল পরিচিত 'পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি ১৯০০' জারি করে।

আইনটি জারি হওয়ার পর তা বহুবার পরিবর্তন, সংশোধন বা পরিমার্জন করা হয়েছে। আদিবাসীরা 'পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি ১৯০০'-কে ভূমি অধিকার এবং নিজস্ব জাতিসত্তার সংস্কৃতি ও স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণের রক্ষাকবচ হিসেবে মনে করে। এরপর ১৯৪৭-এ দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ভাগ হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। সে সময় পাহাড়ি-বাঙালি জনসংখ্যার অনুপাত ছিল ৯৭ঃ৩। পাকিস্তান সরকার ১৯৫৮ সালে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ কাজ শুরু করে। এ বাঁধের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের মধ্যভাগে বিশাল হ্রদের সৃষ্টি হয়। বিশাল কৃত্রিম এই হ্রদের কারণে ১ লাখ পাহাড়ি মানুষ তাদের বসতভিটেসহ চাষের জমি হারায়। পাহাড়ি উপত্যকার ৪০ শতাংশ কৃষিজমি পানির নিচে তলিয়ে যায়। এতে ৪০ হাজার পাহাড়ি, বাকি ৪০ হাজার আদিবাসী পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে।

১৯৪৭ থেকে ১৯৭০- মাত্র ২২ বছরে সেখানে বাঙালির সংখ্যা বেড়ে অনুপাত দাঁড়ায় ৮৫ ঃ ১৫। ১৯৮১ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাঙালির সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় এক তৃতীয়াংশ। আর বর্তমানে পাহাড়ি-বাঙালি জনসংখ্যার অনুপাত ৫০:৪৯।

জানা যায়, প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের শাসন আমল থেকেই শুরু হয় সেটেলার পুনর্বাসন প্রক্রিয়া।

১৯৪৯ সালের মাঝামাঝি সময়ে সরকার একটি গোপন সভা থেকে বিশেষ প্রজ্ঞাপন জারি করে (মেমো নং-৬৬৫সি)। এতে বলা হয়, দেশের বিভিন্ন এলাকার নদী ভাঙ্গন কবলিত গরিব জনগণকে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় জমি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় বিনামূল্যে তাদের এ জমি দেওয়া হবে। সমতল ভূমিতে ২ দশমিক ৫ একর, সমতল ও পাহাড়ি ভূমিতে ৪ একর ও পাহাড়ি এলাকায় ৫ একর-এ পরিকল্পনার আওতায় দেওয়া হবে। প্রথম পর্যায়ে ৫ হাজার পরিবারকে এখানে বসতি স্থাপন করতে দেওয়া হবে। জিয়াউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন উপ প্রধানমন্ত্রী জামালউদ্দিন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান, চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের ডেপুটি কমিশনার।

১৯৭৯ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত সমতল জেলাগুলো থেকে ৪ লাখ দুস্থ ও গরিব বাঙালি নিয়ে এসে বসতি গড়ে দেওয়া হয় তিন পাহাড়ি জেলায়। তাদের বোঝানো হয়, পার্বত্য চট্টগ্রামের জমির তুলনায় মানুষ কম। প্রচুর ধান্যজমি অনাবাদি অবস্থায় পড়ে আছে। এ বিস্তীর্ণ পতিত জমিকে কাজে লাগাতে চায় সরকার। যারা এ পরিকল্পনার আওতায় আসবে তাদেরকে ৫ একর করে পাহাড়ি জমি ও আড়াই একর করে ধান্যজমি বন্দোবস্ত দেওয়া হবে। এ ছাড়া ঘরবাড়ি নির্মাণ করে দেবে সরকার। খাদ্যের জন্য রেশন হিসেবে দেবে চাল কিংবা গম। এরপর দেশের সমতলের দুস্থ ও গরিব মানুষের ঢল নামে পাহাড়ে। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। সরকারী উদ্যোগে চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, সিলেট, কুমিল্লা বা দেশের অন্যান্য এলাকা থেকে যে সব পরিবার পার্বত্য চট্টগ্রাম গিয়েছিল তাদের ৫ একর করে জমি এবং ৩ হাজার ৬০০ টাকা করে দেওয়া হয়। তারা সেখানে গিয়ে দেখেন পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চল। বিস্তীর্ণ হলেও বেশিরভাগ ভূমি চাষের অযোগ্য। যেটুকু চাষের যোগ্য তা পাহাড়িদের দখলে কিংবা রেজিস্ট্রিকৃত। পাহাড়ের শাসক সেনাবাহিনীও বিপাকে পড়ে এ সেটেলার বাঙালিদের নিয়ে। এক পর্যায়ে শুরু হয় পাহাড়িদের ভূমি দখল। এখনো বন্ধ

হয়নি দখল প্রক্রিয়া। সেটেলার বাঙালিদের হামলায় কখনো তারা পালিয়েছে, কখনো প্রতিরোধ করেছে। সবুজ পাহাড়ের শ্যামল মাটি বারবার পাহাড়ি আর বাঙালির রক্তে্রাত হয়েছে।

বাংলাদেশের এক-দশমাংশ ভূ-ভাগ নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম গঠিত। আয়তনে যার পরিমাণ ৫ হাজার ৯৮ বর্গ মাইল। রাঙ্গামাটি, বান্দরবান এবং খাগড়াছড়ি এই তিন জেলার সমন্বয়ে গঠিত বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম। তিনটি জেলায় থানা আছে ২৫টি। মহলছড়ি, লক্ষছড়ি; রাঙ্গামাটিতে ১০টি (রাঙ্গামাটি, বাঘাইছড়ি, লংগদু, বরকল নানিয়ারচর, কাউখালি, জুরাইছড়ি, কাপ্তাই রাজস্থলি, বিলাইছড়ি); বান্দরবানে ৭টি (বান্দরবান, রোয়াংছড়ি, রুমা, লামা, থানচি, আলিকদম, নাইখংছড়ি)। পাহাড় আর উপত্যাকার মধ্যে আছে সুবলং, সাজেক, কাসালং, মাইয়ানি, চেংগি, তবলছড়ি, কালাপাহাড়, বন্দুকভাঙা, হরিনা, গোবাইছড়ি, সীতাপাহাড়, রাইনখং, চিম্বুক, মৌদক, মিরেঞ্জা।

দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত দ্বন্দ্ব-সংঘাতে অসংখ্য পার্বত্য আদিবাসী তাদের জীবন-জীবিকা আর ভূমি থেকে উৎখাত হয়েছে। প্রাণ হারিয়েছে প্রায় ২২ হাজার মানুষ।

১৯৭২ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী ও বাঙালি মিলে ২০ হাজার মানুষ নিহত হয়েছে, অপহৃত ও নিখোঁজ হয়েছে ২ হাজার মানুষ, হারিয়ে হয়েছে উদ্বাস্তু। এ ছাড়াও এক পরিসংখ্যানে জানা গেছে, শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র বিদ্রোহ প্রতিরোধ করতে গিয়ে প্রতিদিন বাংলাদেশ সরকারকে ব্যয় করতে হয়েছে ১ কোটি টাকা। পাশাপাশি স্থবিরতা এসেছে সামাজিক জীবন ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রসার, পারিবারিক বন্ধনে- এমনকি সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে বসবাসরত মানুষের মানবিক আচরণেও।

এমন একটি ভয়ঙ্কর অবস্থায় বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বড়ো প্রাপ্তি ছিল বিগত সরকারের সময়ে স্বাক্ষরিত 'পার্বত্য শান্তিচুক্তি'। চুক্তি স্বাক্ষর হওয়ার পর পার্বত্য অঞ্চলে কিছুদিনের জন্য স্থিতিশীলতা ফিরে আসে। কিন্তু চুক্তির কয়েকটি ধারা বিশেষ করে ভূমিসংক্রান্ত নানা সমস্যার সমাধান না হওয়ার কারণে আবার সংঘাতময় পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। বর্তমানের এই উদ্বেগজনক পরিবেশ স্থায়ী হলে তা ভয়ঙ্কর রূপ নেবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। অথচ 'পার্বত্য শান্তিচুক্তি' ইতিমধ্যে পৃথিবীব্যাপী সুনাম অর্জন করেছে। এই চুক্তির আলোকে অনেক দেশের বিরাজমান আঞ্চলিক সমস্যার সমাধানও পাওয়া গেছে।

ভোরের কাগজ, ২ আগস্ট ২০০৩

(১৭৫৫)
পাহাড়ে ভূমি সমস্যা-২
আদিবাসীদের ভূমির অধিকার খর্ব হয় সেটেলার অভিবাসনে

অম্লান দেওয়ান ঃ জুম শরণার্থীদের নেতা বকুল চাকমার মতে, পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের জীবন ব্যবস্থা এখনো প্রত্যক্ষভাবে ভূমির উপর নির্ভরশীল। ব্রিটিশ আমল থেকেই ভূমিতে আদিবাসীর অধিকারের একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি ছিল। আর এই অধিকার প্রতিষ্ঠার নেপথ্যে ছিল চাষাবাদ পদ্ধতি।

পার্বত্য অঞ্চলে জুমচাষ এবং লাঙ্গল উভয় চাষাবাদ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। যেখানে পাহাড় অপেক্ষাকৃত ঢালু সে জমি জুম চাষের অনুকূল। অন্যদিকে প্রশস্ত উপত্যাকাগুলোতে লাঙ্গল দিয়ে চাষাবাদ হয়।

বকুলের ভাষায় জুম চাষের সব জমি আদিবাসীদের সম্পত্তি মনে করা হয় জুম চাষের জমির মালিক আদি জনগোষ্ঠী, জ্ঞাতিগোষ্ঠী এমনকি প্রেতলোকের সদস্যরাও। জুমজমি সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকলেও জমির মালিক তারাই। মৌজার হেডম্যান এই জমি সরকারের

তরফ থেকে তদারকি করে থাকেন। হেডম্যান জুমজমির খাজনা আদায় করে সার্কেল রাজার কাছে জমা দেন। রাজা খাজনার অর্ধেক রেখে বাকি অংশ সরকারের কোষাগারে জমা দেন।

জুমের পাশাপাশি তৎকালীন বৃটিশ সরকার পাহাড়ের উপত্যকার সমতল ভূমিতে চাষাবাদে বিশেষভাবে উৎসাহিত করে। ফলে সৃষ্টি হয় ফসলের স্থায়ী কৃষিক্ষেত। স্থায়ী জমি থেকে অধিক ফসল পাওয়া যায় বলে এ ব্যবস্থা জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ফসলের জমিকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হতে থাকে নতুন নতুন স্থায়ী গ্রাম। আদিবাসীদের স্থায়ী কৃষিক্ষেত এবং স্থায়ী গ্রাম ব্যবস্থায় প্রয়োজন দেখা দেয় জমির দলিলের। ধীরে ধীরে তৈরি হয় জমির দলিল। এ দলিল বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানের জমির দলিলের মতোই।

পার্বত্য এলাকায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জমির দু'টি দলিল হলো 'খতিয়ান' এবং 'কবুলিয়ত'। খতিয়ান হলো একটি দলিল যা বিশেষ এক খণ্ড জমিকে চিহ্নিত করে। দলিলে জমির একটি নম্বর দেয়া থাকে। আর আঁকা থাকে একটি নকশা। নকশায় প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে নির্দিষ্ট জমির বর্ণনা দেওয়া থাকে। দলিলে জমিকে শ্রেণীভুক্ত করা হয় এবং খাজনার পরিমাণও উল্লেখ থাকে।

জমির মালিক, হেডম্যান ও সরকারের ভূমি অফিসে খতিয়ানের অনুলিপি থাকে। আর কবুলিয়ত বা কাওলা হচ্ছে জমি বন্দোবস্তির দলিল। আসলে কবুলিয়তকে চুক্তিও বলা যেতে পারে। কবুলিয়তের মাধ্যমে জমির সত্ত্বাধিকারীকে ১০ বছরের নবায়ণযোগ্য ইজারা ব্যবস্থাসহ এক খণ্ড জমির প্রজা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। এই স্বীকৃতি হেডম্যানের সঙ্গে আলোচনা করে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য জমি রেজিস্ট্রেশনের এই পদ্ধতি ১৯০০ সাল থেকে অনুসৃত হচ্ছে। দলিলের এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ায় পার্বত্য অঞ্চলে এমন কোন চাষের জমি নেই বললেই চলে যা আদিবাসীদের নামি রেজিস্ট্রিভুক্ত হয়নি। আদিবাসীদের ভূমির এই অধিকার বাঙালি সেটেলারদের অভিবাসনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে খর্ব করা হয়। দখল করা হয় আদিবাসীদের রেজিস্ট্রিকৃত জমিও। যার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের মধ্য দিয়ে। এ বাঁধ নির্মাণের ফলে তিন পার্বত্য জেলার ৪০ শতাংশ হালচাষের জমি পানিতে তলিয়ে যায়।

রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান গৌতম দেওয়ানের অভিমত হলো, ভূমি সমস্যাই পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রধান সমস্যা। তিনি বলেন, আদিবাসীদের ভূমি সম্পদ ব্যবস্থাপনার অধিকারের প্রশ্নটি শান্তিচুক্তিতে সুস্পষ্টভাবে প্রাধান্য লাভ করে। তবুও চুক্তি এবং বাস্তব অবস্থার মধ্যে কিছু ফারাক রয়ে গেছে। যেমন চুক্তিতে জেলা পরিষদকে পার্বত্য ভূমির উপর কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। বাঙালি সেটেলারদের পার্বত্য অঞ্চল থেকে সরিয়ে আনার বিষয়টি স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়নি। উল্লেখ করা হয়নি ভূমি ও সম্পদ ব্যবস্থা কী হবে কিংবা খনিজ সম্পদ থেকে কীভাবে আদিবাসীদের রয়ালিটি দেয়া হবে? একই ভাবে চুক্তিতে ভূমি কমিশনের কথা বলা হলেও সে ব্যাপারে কোন অগ্রগতি আজ পর্যন্ত হয়নি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান ও সাবেক গেরিলা নেতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় ওরফে সন্ত লারমা এ ব্যাপারে ভোরের কাগজকে দেওয়া এক সাক্ষাতকারে বলেছেন, পাহাড়ের প্রধান সমস্যা ভূমি। এ সমস্যা সমাধানের উপর নির্ভর করছে অনেক কিছু। তিনি বলেন, এ অঞ্চলের ভূমি ব্যবস্থাপনা অন্য যে কোন এলাকার চাইতে পৃথক। এখানকার অতীত শাসনকাঠামোর ইতিহাসও ভিন্নধরনের। এ এলাকার মানুষ স্বাধীন জীবন জীবিকায় অভ্যস্ত। ব্রিটিশরা এখানকার ভূমিকে দুইভাগে ভাগ করে যায়। একভাগে হলো রিজার্ভ এলাকা, অন্যভাগে মৌজা এলাকা। রিজার্ভ এলাকায় কোন জনবসতি ছিল না। মৌজা এলাকার মালিকানা ছিল সামাজিক। বৃটিশ শাসন আমলে এখানে ব্যক্তিমালিকানার বিষয়টি আসে। যেহেতু এখানকার মানুষ মূলত নেপাল ও আসাম থেকে এসেছে এবং ১২ টি ভাষার ১৩টি জাতির বসবাস তাই সামাজিক মালিকানা ভেঙ্গে যেতে থাকে। ব্রিটিশরা ১৯০০ সালের

শাসনবিধি জারি করার সঙ্গে সঙ্গে একটা নীতিমালার মধ্যে পরিচালিত হতে থাকে এর ভূমি ব্যবস্থাপনা। কিন্তু দেশভাগের পর পর পাকিস্তান সরকার ১৯৫৮ সালে ভূমি ব্যবস্থাপনার উপর নতুন বিধি জারি করে। তারাই অধিগ্রহণের আইন করে। অধিগ্রহণের নামে মৌজার বাসিন্দাদের জমি কেড়ে নেওয়া হয়। এ অধিগ্রহণ আইনের যথেচ্ছাচার শুরু করেন জেলা প্রশাসকেরা। সন্তু লারমা বলেন, মূলত ৪৮ সাল থেকেই বাইরের লোকদের এ এলাকায় বসতি স্থাপন করতে দেওয়া শুরু হয়। ৫৩ সাল পর্যন্ত এটা চলতে থাকে। অধিগ্রহণের নামে আর একদফা সেটেলারদের অনুপ্রবেশ ঘটানো হয় ৬৩-৬৪ সালে। তারপরতো ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ হলো। সংবিধান হলো। কিন্তু পাহাড়িরা তাদের জাতিগত স্বীকৃতি পেলো না। ভূমির অধিকার পেলো না। বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকার পাকিস্তানিদের নীতিই চালু রাখলো পাহাড়িদের ব্যাপারে। এ কারণেই পাহাড়ের জনগণ সশস্ত্র সংগ্রামের পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছিলো। এ সংগ্রাম চলাকালেই সরকার, বনায়নের নামে, সেনা সম্প্রসারণের নামে, যোগাযোগ উন্নয়নের নামে লাখ লাখ একর জমি অধিগ্রহণ করে।

সন্তু লারমা বলেন, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে স্বাক্ষরিত শান্তিচুক্তিতে এ কারণেই ভূমি কমিশন গঠনের কথা বলা হয়েছিলো। কিন্তু সে কমিশন এখনো বাস্তবায়িত হয়নি। এ সমস্যার সমাধান কি জানতে চাইলে সন্তু লারমা বলেন, সেটেলারদের সম্মানজনকভাবে সমতল এলকায় পুনর্বাসনই এর একমাত্র সমাধান। ব্যক্তিবিশেষকে যে অবৈধ লিজ দেওয়া হয়েছিলো। তারও নিষ্পত্তি হতে হবে।

এ ব্যাপারে রাজা দেবাশীষ রায় বলেন, ভূমি সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা নিয়ে পাহাড়ের মানুষ ততটা সন্তুষ্ট নয়। তবে ১৯৯৭ সালের চুক্তির মাধ্যমে আমরা একটা ভিত্তি স্থাপন করতে পেরেছি। রাজা দেবাশীষ বলেন, এখানে ভূমির ব্যবহার অন্যরকম। সমস্যাও ভিন্ন। একটা হলো ভূমি বিরোধ বা এক জায়গার ওপর একাধিক ব্যক্তির মালিকানা দাবি। ১৯৭৯ থেকে অভিবাসীদের নিয়ে যে সমস্যা তৈরি হয়েছে তা এখনো সমাধান হয়নি। ভূমি কমিশন কাজ করা শুরু করলে এসব সমস্যার অনেকটা সমাধান হবে বলে আশা করা যায়।

রাজা দেবাশীষ বলেন, এখানে ভূমি ব্যবস্থাপনায় হেডম্যানদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে একশ্রেণীর জমি রয়েছে যেগুলোকে বলে রাজধানী বা সবার জমি। এসব জমিতেই জুম চাষ হয়ে থাকে। সাধারণত হেডম্যানের পরামর্শ ছাড়া ডেপুটি কমিশনার ও এসব জমির ইজারা প্রদান করেন না।

চাকমা রাজা দেবাশীষ রায় এ প্রসঙ্গে বলেছেন, পাহাড়ের জঙ্গল কেটে, কাটা অংশগুলো পুড়িয়ে পাহাড়ি দা দিয়ে ছোট ছোট গর্ত খুঁড়ে গর্তে ধান বা অন্যান্য বীজ বপন করা হয়। এ বিশেষ পদ্ধতির নাম জুম চাষ। সাধারণত শীতের শেষের দিকে জঙ্গল কেটে তাতে আগুন দেওয়া হয় এবং গ্রীষ্ম শুরু হওয়ার আগে সামান্য বৃষ্টিপাতের পরপরই বীজ বপন শুরু হয়।

রাজা দেবাশীষ আরও বলেন, যারা জুম চাষ করেন, তাদের বলা হয় জুমিয়া। কোন জুমিয়ার কোন বছর ফসল ভালো না হলে পার্শ্ববর্তী জুমিয়ারা তাকে খাবার-দাবার ও অন্যান্যভাবে সাহায্য করে থাকে। একতা, সমবায় ও বন্ধন এ হলো জুমিয়াদের মূলকথা। কিন্তু অবৈধ দখলের কারণে জুমচাষ এখন বিলুপ্তপ্রায়।

ভোরের কাগজ, ৩ আগস্ট ২০০৩

(১৭৫৬)
জয়পুরহাটে ডাকাতি

জয়পুরহাট থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জয়পুরহাটের হিন্দুপল্লী কুজিশহর গ্রামে শুক্রবার রাতে দুর্ধর্ষ ডাকাতি হয়েছে। দু'ঘণ্টাব্যাপী ডাকাতিকালে ককটেল বিস্ফোরণ, ধারালো অস্ত্রের

আঘাতে বাড়ির লোকজনকে গুরুতর আহত করে ডাকাতরা ৪২ ভরি সোনা, নগদ ৭০ হাজার টাকা, বহু সামগ্রী লুট করে নিয়ে গেছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ ডাকাতরা পুলিশের গাড়ি লক্ষ্য করে দু'টি ককটেল নিক্ষেপ করে নির্বিঘ্নে পালিয়ে যায়। দু'জন গ্রামবাসীদের মুমূর্ষু অবস্থায় রংপুর মেডিক্যাল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

শুক্রবার গভীর রাতে ১৫/২০ জন ডাকাত কুজিশহর গ্রামের (সদর উপজেলা) পরেশ মহন্ত ও সুভাষ মহন্তের বাড়িতে চড়াও হয়। দরজা ভাঙার শব্দে বাড়ির লোকজনের চিৎকারে প্রতিবেশিরা এগিয়ে আসার চেষ্টা করলে, ডাকাতরা পরপর ৫টি ককটেল নিক্ষেপ করে। এতে গ্রামবাসী প্রদীপ (১৬), উত্তম মহন্ত (৩০), রঞ্জন মহন্ত (২৫), আবদুস সালাম (৩৫) আহত হয়। ডাকাতরা প্রাচীর ডিঙিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে মূল ফটকের তালা ও শিকল ভেঙে ফেলে।

গৃহস্বামী সুভাষের ছেলে অ্যাডভোকেট দিলিপ মহন্তের ঘরের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে আহত করে। লুটে নেয় ৩০ ভরি সোনার গহনাসহ গনদ ৫০ হাজার টাকা। ভীত লোকজন সুভাষ মহন্তের দোতলায় আশ্রয় নিলে ডাকাতরা সেখানেও হামলা করে। তাদের আক্রমণে চার বছরের শিশু দিব্য, ৮২ বছরের বৃদ্ধ ভবেশ মহন্ত, সুভাষ মহন্ত (৬৫), নীলা মহন্ত (৬০), দিলিপ মহন্ত গুরুতর আহত হয়। দুটি ঘরসহ ডাকাতরা ১৬টি ঘর তছনছ করে। পরেশ মহন্তের বাড়ি থেকে ১২ ভরি সোনার গহনা, নগদ ১৫ হাজার টাকা, দামি কাপড়, বাসনপত্রসহ আরও জিনিসপত্র নিয়ে যায়।

ঘটনাস্থল এক কিলোমিটার দূরে দুর্গাদহ বাজারে গিয়ে গ্রামবাসীরা মোবাইল ফোনে শুক্রবার রাতে উপজেলার চরদৌলত খাঁ গ্রামের রাভিক রায়ের বাড়িতে ১০/১২ জনের সশস্ত্র ডাকাতদল সিধ কেটে প্রবেশ করে ঘরের সবাইকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে স্বর্ণালঙ্কার, নগদ টাকাসহ লক্ষাধিক টাকার মালামাল নিয়ে যায়। এ সময় প্রতিবেশী লোকজন এগিয়ে এলে গৃহকর্তা রাভিক রায় (৬৫), রবিন্দ রায় (৩৫), আনন্দ রায় (৩০) এবং জ্যোন্নাকে (২৫) ধারাল অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খজম করে। মারাত্মক অবস্থায় রাভিক রায় ও আনন্দ রায়কে বরিশাল শেরে বাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পুলিশকে ডাকাতির ঘটনা জানায়। এক এসআইসহ ৫ জন পুলিশ গাড়িসহ ঘটনাস্থলে পৌঁছে। গ্রামবাসীরা জানান, মাত্র ২৫/৩০ গজ দুর থেকে ডাকাতরা দুটি ককটেল ছোড়ে পুলিশের গাড়ি লক্ষ্য করে।

উল্লেখ্য, মাত্র এক সপ্তাহ আগে একই গ্রামের পরিতোষ মহন্তকে চিঠি দেয়া হয় ৫০ হাজার টাকা দাবি করে। তারপরই এ ঘটনা ঘটে। এক মাস আগে কুজিশহরে পরিতোষ মহন্তে র বাড়িতে ডাকাতি সংঘটিত হয়েছিল এবং এক বছর আগে পরশ মহন্তের বাড়িতে ডাকাতি হয়েছিল। জয়পুরহাটের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এবিএম শওকত হোসেন ও সহকারী পুলিশ সুপার (সার্কেল) সুজায়েত আলী শনিবার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। এ পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার হয়নি। গ্রামবাসীরা আতঙ্কগ্রস্ত।

সংবাদ, ৩ আগস্ট ২০০৩

(১৭৫৭)
ত্রিশালে সংখ্যালঘু পরিবারে রাতে হামলা ॥ ১ মাসের মধ্যে ইন্ডিয়া চলে যেতে হুমকি

ত্রিশাল (ময়মনসিংহ) থেকে সংবাদদাতা ঃ ময়মনসিংহের ত্রিশাল উপজেলার গওধার গ্রামের একটি সংখ্যালঘু পরিবারের সদস্যদের ওপর প্রতিবেশী প্রভাবশালী পরিবার কর্তৃক অমানবিক নির্যাতনের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

অভিযোগে প্রকাশ, উপজেলার নওধার গ্রামের নিবাস চন্দ্র আচার্যের পরিবারকে উচ্ছেদ করার জন্য দীর্ঘদিন যাবৎ প্রভাবশালী পরিবারটি নির্যাতন ও অত্যাচার চালিয়ে আসছে। যার ধারাবাহিকতায় ২৮শে জুলাই প্রতিবেশী আনোয়ার গং ও তার পোষ্য সন্ত্রাসীরা ভোররাতে সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর অতর্কিতে হামলা চালায়। এ সময় সন্ত্রাসীদের গণপিটুনিতে পরিবারের ২ সদস্য গুরুতরভাবে আহত হয়। আহত দু'জনকে ত্রিশাল সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মহিলাদের অভিযোগ, সন্ত্রাসীরা তাদের টেনেহেঁচড়ে বিবস্ত্র করে শ্লীলতাহানি করে এবং ১ মাসের মধ্যে ইন্ডিয়া চলে যাওয়ার হুমকি দিয়ে আসে। এ ব্যাপারে ত্রিশাল থানায় এজাহার করা হয়েছে।

সংবাদ, ৪ আগস্ট ২০০৩

(১৭৫৮)
অর্পিত ও অশ্বিনী কুমার হলের ট্রাস্টির সম্পত্তি দখল করে বরিশালে বিএনপি অফিস হচ্ছে

স্টাফ রিপোর্টার, বরিশাল থেকে ঃ অর্পিত ও ট্রাস্টির সম্পত্তি দখল করে বিএনপি তাদের স্থায়ী অফিস নির্মাণের কাজ শুরু করেছে। বরিশালের প্রাণ অশ্বিনী কুমার হলের কম্পাউন্ডের মধ্যে এই অবৈধ নির্মাণ কাজ শুরু করেছে। অশ্বিনী কুমার হলের ট্রাস্টির কিছু জমি ও আরেকজনের নামে লিজ নেয়া অপর জমিতে ভবন নির্মাণ কাজ শুরু হলেও এ জমি বিএনপির বা কোন অঙ্গসংগঠন কিংবা কোন নেতার নামে লিজ নেয়া হয়নি। আর লিজ নেয়া জমিতে স্থায়ী কোন স্থাপনা নির্মাণ করা যায় না। ইতোপূর্বে ভবন নির্মাণের নামে বিভিন্ন মাধ্যম থেকে মোটা অঙ্কের অর্থ আদায় করা হয়েছিল। শুধু তাই নয়, সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব তারেক রহমানকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে তাঁকে দিয়ে সম্প্রতি ভবন নির্মাণের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করানো হয়। কিছুদিন আগে মেয়র মজিবর রহমান সারোয়ার এই ভবন নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন। এ তথ্য বিএনপি জেলা প্রশাসন ও অন্যান্য সূত্রের। বরিশালের প্রাণ অশ্বিনী কুমার হলের একটি কক্ষে জেলা বিএনপির অফিস। এটি পৌরসভা থেকে কমিশনারের কার্যালয় হিসাবে ব্যবহার করার জন্য নেয়া হয়েছিল। তৎকালীন পৌর কমিশনার ও বিএনপির জেলা কমিটির নেতা সৈয়দ গোলাম মাহবুব এখানে বসতেন। পরে বিএনপি এটি ব্যবহার করতে শুরু করে তাদের অফিস হিসাবে। এর সামনেই অর্পিত সম্পত্তিতে একটি টিনসেড কক্ষ ছিল। অধুনালুপ্ত সাপ্তাহিক চিরন্তন বাংলা পত্রিকার অফিস। বিগত বিএনপি সরকারের সময়ে যুবদল চিরন্তন বাংলা অফিসটি দখল করে। এ নিয়ে ঐ পত্রিকার সম্পাদক সমীর দত্তের পক্ষে আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছিল। ঐ মামলায় চিরন্তন বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ জয়লাভ করে। ইতোমধ্যে বন্ধ হয়ে যাওয়া ঐ পত্রিকার সম্পাদক সমীর দত্ত দীর্ঘদিন রোগ ভোগের পর মারা যান। বিএনপির একটি দায়িত্বশীল সূত্র জানিয়েছে, সমীর দত্তের মৃত্যুর পরে কিংবা কিছুদিন আগে তাঁর পরিবারের সদস্যরা বিএনপির কাছ থেকে একটি বিনিময় মূল্য ধরে তাঁদের দখল ছেড়ে দেন বিএনপির কাছে। এরপর থেকে সেখানে যুবদলের অফিস হিসাবে কিছুদিন ব্যবহার করা হয়েছে। বিএনপি আবার ক্ষতায় আসার পর অশ্বিনী কুমার হলের আরেকটি কক্ষ যেখানে এক সময় ডাক্তার পরে পৌর কমিশনার বসতেন, সে কক্ষটি যুবদল দখল করে তাদের অফিস বানায়। অর্থাৎ অশ্বিনী কুমার হলের দুটি কক্ষ তাদের দখলে চলে যায়। সেই সঙ্গে বিএনপির একটি স্থায়ী অফিস ভবন নির্মাণের জন্য তহবিল সংগ্রহ করা শুরু হয়। সে সময় বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের বিশেষ করে এলজিইডির বিভিন্ন ঠিকাদারি কাজ নির্দিষ্ট দলীয় লোক বা অপর ঠিকাদারদের দিয়ে তাদের কাছ থেকে পার্সেন্টেজ হিসাবে মোটা অঙ্ক আদায় করা হয়। এ ছাড়াও অনেকের কাছ থেকে সহায়তা হিসাবেও মোটা অঙ্কের টাকা নেয়া হয়। বিএনপির জেলা কমিটির প্রভাবশালী এক নেতা নাম প্রকাশ না করার শর্তে আমাদের জানান, দত্ত পরিবারের কাছ থেকে দখলী স্বত্ব কেনা প্রায় দেড়/দু'শতাংশের ঐ জমি বিএনপির নগর কমিটির বহিস্কৃত সভাপতি আহসান হাবিব কামালের নামে নেয়ার কথা ছিল। কিন্তু সিটি নির্বাচনের কারণে সবকিছু ওলটপালট হয়ে যায়। তাছাড়া বিএনপির দখলে থাকা জমি অন্য কেউ লিজ নেবে না এ বিষয়ে তারা নিশ্চিত ছিল। রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর ইকবাল হাসান শনিবার আমাদের বলেন, ঐ অর্পিত সম্পত্তি সমীর দত্তের নামে লিজ নেয়া। লিজ সম্পত্তিতে কোন স্থায়ী ভবন নির্মাণ করা যায় না। তিনি আরও বলেন, আমরা বিষয়টি শুনেছি। খতিয়ে দেখা হবে। একই কথা বলেছেন এডিসি (রাজস্ব) মোঃ শফিকুল্লাহ। তিনিও জানান লিজ নেওয়া জমিতে কোন স্থায়ী স্থাপনা করা যায় না। আর লিজ নেয়নি এমন কোন পক্ষ কোন ধরনের কাজ করার তো প্রশ্নই ওঠে না। গত ২৬ এপ্রিল ২০০৩ সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব তারেক রহমানকে দিয়ে দখলী জমিতে যুবদল অফিসের স্থায়ী ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করানো হয়। জানা গেছে, তারেক রহমানকে ধারণা দেয়া হয় এ জমি দলের কেনা। মাত্র কিছুদিন আগে জেলা বিএনপির সভাপতি ও সিটি মেয়র মজিবর রহমান সরোয়ার এই নির্মাণ কাজের সূচনা করেন। বিএনপি দখল করা লিজ সম্পত্তি ছাড়াও অশ্বিনী কুমার হল ট্রাস্টির জমিরও বেশ অনেকখানি দখল করে নিয়েছে। ট্রাস্টির জমির রাস্তা কেটেছে। বিএনপির এমন কীর্তি দেখছে নগরবাসী, কিন্তু কেউ কিছু বলছে না।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৪ আগস্ট ২০০৩

(১৭৫৯)
সাতক্ষীরায় মামলা তুলে নিতে ৪ হিন্দু পরিবারের লোকদের বেধড়ক পিটুনি

সাতক্ষীরা, ৪ আগস্ট, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাতক্ষীরার কালিগঞ্জের ৫টি সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর সন্ত্রাসী হামলার ঘটনায় দায়ের করা মামলা প্রত্যাহারের হুমকি দিয়ে ফের পেটানো হয়েছে নরেন্দ্র সরকারের স্ত্রী, কন্যা, পুত্র ও ভাই বৌকে। হাতের শাখা ভেঙ্গে দিয়েছে সাবিত্রী সরকারের। চুল ছিড়ে নেয়াসহ শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করা হয়েছে কলেজ পড়ুয়া কন্যা দিপালী ও রবীন্দ্র সরদারের স্ত্রী করুনা সরকারকে। পেটানো হয়েছে নরেন্দ্রের পুত্র প্রদীপকে। মামলা তুলে না নিলে ভারতে পাঠিয়ে দেয়া হবে এই হুমকির পর গত তিন দিন ধরে হামলাকারীরা এই পরিবারকে সরকারী কল থেকে পানি নেয়া বন্ধ করে দিয়েছে। সোমবার সাতক্ষীরা রিপোর্টার্স ক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে এই বর্বর ঘটনা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেন নরেন্দ্র সরকারের বড় ভাই ধীরেন্দ্র সরকারের পুত্র স্কুল শিক্ষক বিধান সরকার। অবশ্য কালিগঞ্জ থানার ওসি শহিদুল ইসলাম সোমবার দুপুরে টেলিফোনে বলেন, তেমন কিছু ঘটেনি। স্থানীয় চেয়ারম্যানের মোবাইল পেয়ে তিনি ঘটনাস্থলে যান। কথা কাটাকাটি হওয়াসহ মামলার আসামীদের স্ত্রীরা এ সকল মহিলার হাত ধরে টানাটানি করেছে। গ্রেফতারের জন্য কোন অপরাধ ঘটেছে বলে তার মনে হয়নি। এছাড়া সোমবার দুপুর পর্যন্ত তিনি কোন লিখিত অভিযোগ পাননি বলে জানান।

গত ৫ জুলাই কালিগঞ্জের বিশ্বনাথপুর গ্রামের ৪টি সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর রাতের আঁধারে একটি মৌলবাদী রাজনৈতিক দলের মদদপুষ্ট সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়ে ৩টি বসতঘরসহ একটি কালীমন্দির গুড়িয়ে ৩টি বসতঘরসহ একটি কালীমন্দীর গুড়িয়ে দেয়। ধর্ষণ করা হয় গৃহবধূ রাধারাণীকে। এই ঘটনায় থানায় ও আদালতে নারী নির্যাতন দমন আইনে

মামলা হলে সন্ত্রাসীরা মারমুখী হয়ে ওঠে। থানায় দায়ের করা এজাহারভুক্ত কোন আসামীই গত এক মাসে আটক হয়নি। পুলিশী নির্লিপ্ততায় তারা এখন মারমুখী। আদালতে দায়ের করা মামলায় হাজিরা দিতে গিয়ে নারী নির্যাতনের মামলায় তিন আসামীকে জেল হাজতে পাঠানোহলে সন্ত্রাসীরা বেপরোয়া হয়ে ওঠে। গত শনিবার দুপুরে এ সকল সন্ত্রাসী ও তাদের স্ত্রী পুত্ররা হামলা চালায় নরেন্দ্র নাথের স্ত্রী পুত্র কন্যা ও ভাই বৌয়ের ওপর। মামলা তুলে না নিলে তাদের কেটে পুকুরে ভাসিয়ে দেয়া হবে এবং প্রয়োজনে ভারতে পাঠিয়ে দেয়া হবে বলে প্রকাশ্যে হুমকি দিয়েছে সন্ত্রাসীরা। হামলায় নেতৃত্ব দেয় রমজান গাজী, বাবুল কারিগর, এবাদুলের স্ত্রী ফাতেমা, কারাগারে আটক নুরুজ্জামানের স্ত্রীসহ মামলার এজাহারভুক্ত অনেক আসামী। হাতের শাঁখা ভেঙ্গে দেয়া, কলেজ পড়ুয়া কন্যার ওড়না খুলে নেয়া, টেনে চুল ছেড়া ও কিল ঘুষি মেরে আহত করার কোন ঘটনাই ধর্তব্য অপরাধে না পড়ায় পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করেনি। নরেন্দ্র সরকারের বাড়ি থেকে ৩শ' গজ দূরের ঐ গ্রামের একটি মাত্র সরকারী কল থেকে খাওয়ার পানি নেয়া বন্ধ করে দিয়েছে সন্ত্রাসীরা। শনিবার হামলা চালানোর আগে তারা তাদের জমিতে গোল পোস্ট তৈরি করে ফুটবল খেলে। সোমবার এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে অসহায় এই পরিবারের জীবন ও জানমালের নিরাপত্তার দাবিতে জানানো হয় সকরকার প্রধানের কাছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৫ আগস্ট ২০০৩

(১৭৬০)
অশীতিপর রেনু বালা পালিয়ে থাকেন ঃ 'সই দে— নইলে মাইরা ফেলবো'

স্টাফ রিপোর্টার ঃ বৃদ্ধা রেনু বালা বললেন, "আমি এখন পালাইয়া বেড়াইতেছি। সন্ত্রাসীরা আমার ঘরে ঢুকে বলেন, এখানে সই যে, নইলে মাইয়া ফেলবো।" গতকাল (সোমবার) ঢাকা রিপোর্টার ইউনিটি মিলনায়তনে আয়োজিত একসংবাদ সম্মেলনে রেনু বালা একথা বলেন। রেনু বালার (৮০) বাড়ী রাজধানীর ডেমরার দনিয়া নয়াপাড়া স্বামী মৃত নরেন্দ্র দাস। তিনি অভিযোগ করেন, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন চাকরিরত সরকারী কর্মকর্তা জনাব আলী মুনসুর দনিয়া মৌজার সিএস ও এসএ ৩৬৯ নং দাগের ৩৬ শতাংশ জমির এক অংশীদারের কাছ থেকে ৯ শতাংশ জমি খরিদ করেন। কিন্তু তিনি অন্যান্য অংশীদারের জমিও রেজিস্ট্রি করে নেন। এই জমি নিয়ে দ্বন্দ্বের জের ধরে জনাব আলী মুনসুর রেনু বালাসহ ঐ এলাকার ১০/১৫ জনের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করেন। আসামীদের মধ্যে স্থানীয় মসজিদ কমিটির সেক্রেটারীও রয়েছেন। মুনসুর সরকারী প্রভাব খাটিয়ে আসামীদের অনেককে গ্রেফতার করিয়ে জেলহাজতে প্রেরণের ব্যবস্থা করেন। আর আসামীদের যাতে জামিন না হয় সে ব্যাপারে তদরিব করেন। মুনসুরের চাচাতো ভাই গিয়াস উদ্দিন এলাকার চিহ্নিত মস্তান। সে গিয়ে ঐ জমির অন্যান্য অংশীদারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে চলছে। এই অবস্থায় ঐ অংশীদাররা সবাই একদিকে মামলা এবং অপরদিকে সন্ত্রাসীদের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। বৃদ্ধা রেনু বালাও পালিয়ে থাকেন। তিনি বলেন, সন্ত্রাসীরা অস্ত্র ঠেকিয়ে কাগজে সই করে দিতে বলে। সই না দিলে মেরে ফেলার হুমকি দেয়। এই অবস্থায় রেনু বালাসহ অন্যরা প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সহযোগিতা কামনা করেছেন।

দৈনিক ইনকিলাব, ৫ আগস্ট ২০০৩

(১৭৬১)
বলির পাঁঠা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে উমেষ চন্দ্রকে

বস্তাবন্দি লাশের সঙ্গে ২ লাখ টাকা চাঁদা দাবির ঘটনায় জড়িত ৪ সন্ত্রাসীকে পুলিশ আটক করেছে

সিরাজগঞ্জ থেকে জেলা বার্তা পরিবেশ এবং শাহজাদপুর, সংবাদদাতা ঃ বস্তাবন্দি লাশের সঙ্গে ২ লাখ টাকা চাঁদা দাবির সঙ্গে জড়িত ৪ সন্ত্রাসীকে শাহজাদপুর পুলিশ গ্রেফতার করেছে। এরা ঋষিপাড়ার উমেশ চন্দ্রকে হত্যার সঙ্গেও জড়িত গ্রেফতারকৃতরা হলো রশিদ, ফরহাদ, রানা এবং নুরু। এদের বাড়ি পৌরসভার শেরখালি পাড়ায়।

শাহজাদপুরের ধনাঢ্য ব্যবসায়ীদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করে চাঁদা আদায়ের কৌশল হিসেবে বস্তাবন্দি লাশের সঙ্গে সন্ত্রাসীরা ২ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে। এজন্য এখানকার চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা নিরীহ উমেশ চন্দ্রকে বলির পাঁঠা হিসেবে ব্যবহার করে। ঋষিপাড়ার উমেষকে (২৫) সন্ত্রাসীরা ২৯শে জুলাই রাতে পরিকল্পিতভাবে অপহরণ করে। পরে তাকে রাতেই নৃশংসভাবে হত্যা করে। লাশ একটি বস্তায় ভরে রাতেই তারা এখানকার বিশিষ্ট্য ব্যবসায়ী অরুণ খানের বাড়ির পাশে ফেলে রাখে। বস্তাবন্দি লাশের সঙ্গে সন্ত্রাসীরা একটি চিঠি রেখে যায়। চিঠিতে তারা ব্যবসায়ী অরুণ খানের কাছে ২ লাখ টাকা চাঁদা দাবির কথা স্বীকার করে। তার জবানবন্দি অনুসারেই পুলিশ আরও ৩ সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যরা পলাতক। গ্রেফতারকৃতরা দীর্ঘদিন যাবৎ বিভিন্ন অপরাধের সঙ্গে জড়িত বলে পুলিশ জানায়। পুলিশ উমেষের রক্তমাখা জামাও উদ্ধার করেছে।

সংবাদ, ৫ আগস্ট ২০০৩

(১৭৬২)
মুন্সীগঞ্জে চাঁদার দাবিতে হিন্দু পরিবারের ওপর নির্যাতন

মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি ঃ প্রতিনিধি ঃ শহরের অদূরে মহাখালী গ্রামে একদল চিহ্নিত সন্ত্রাসীর উপর্যুপরি হুমকি-ধামকি ও হামলায় চরম নিরাপত্তাহীনতায় আতঙ্কিত দিনযাপন করছে একটি সংখ্যালঘু পরিবার।

জানা যায়, বিগত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সংরক্ষিত সংরক্ষিত মহিলা আসনে জয়লাভই কাল হয়েছে স্বপ্না রানী দাসের। নির্বাচনে মুসলিম প্রার্থী পরাজিত হওয়ার পর থেকেই স্থানীয় সন্ত্রাসীরা নানাভাবে স্বপ্নাসহ তার পরিবারের জীবন দুর্বিষহ করে তোলে। তাদের রোষাণলে পড়ে বর্তমানে এই পরিবারটি নিরুপায় হয়ে পড়েছে। উক্ত সন্ত্রাসীদের বেদম প্রহারে স্বপ্নার স্বামী পান্না দাস (৩৫) এখন মুন্সীগঞ্জ সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। স্বপ্নার পরিবারের কাছে চাঁদা দাবির অভিযোগও রয়েছে।

স্বপ্না রানী দাস গত বৃহস্পতিবার ভোরের কাগজকে বলেন, সন্ত্রাসীরা স্থানীয় রুটে চলাচলকারী তাদের দুটি টেম্পোও ঠিকমতো চলতে দিচ্ছে না।

ভোরের কাগজ, ৬ আগস্ট ২০০৩

(১৭৬৩)
জ্ঞানজ্যোতি হত্যা মামলা ॥ সাকা ক্যাডার আজিজুলসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে চার্জশীট

মোয়াজ্জেমূল হক, চট্টগ্রাম অফিস ঃ ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী রাউজানের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বৌদ্ধ ভিক্ষু জ্ঞানজ্যোতি হত্যার দীর্ঘ ১৫ মাস পর এ সংক্রান্ত মামলায় অবশেষে সিআইডি বুধবার ৭ জনকে অভিযুক্ত করে আদালতে চার্জশীট প্রদান করেছে। অভিযুক্তরা হলো রাউজানের সাকা বাহিনীর দুর্ধর্ষ ক্যাডার ও মূল হোতা আজিজুল হক প্রকাশ আজিজুল হইক্যা

(পলাতক), পুতুল বড়ুয়া মাস্টার (জামিনে পলাতক) এলাইচ মোহাম্মদ ওরফে এয়ার মোহাম্মদ ওরফে মাহমুদ (বর্তমানে জেল হাজতে) গিয়াসউদ্দিন (পলাতক) মাণিক (পলাতক) ও জহির (পলাতক)। সিআইডির চট্টগ্রাম অঞ্চলের এএসপি এএনএম মহিউদ্দিন ১৫ মাস তদন্ত শেষে এ চার্জশীট দাখিল করেন। চার্জশীটে উল্লেখ করা হয়েছে, ভিক্ষু জ্ঞানজ্যোতি ছিলেন রাউজানের হিঙ্গলা গ্রামের ওয়ারাপুঞ্ঞা অনাথালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ। অনাথালয়ের শিক্ষক পুতুল বড়ুয়া মাস্টার (চার্জ শীটের ও পলাতক) নিজ আধিপত্য বিস্তারে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সাকা ক্যাডার আজিজুল হককে ভাড়া করে এ লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড ঘটায়। ভিক্ষুকে জবাই করেছে এলাইচ মোহাম্মদ। আর তাকে সহায়তা করেছে অভিযুক্ত অপর ৬ জন। এ মামলায় সাক্ষী করা হয়েছে তদন্ত কর্মকর্তা, ময়নাতদন্ত সম্পন্নকারী ডাক্তারসহ ৩৭ জনকে। এ ছাড়া মামলায় অভিযোগের দায় থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে ১১ জনকে। এরা হচ্ছে চাঞ্চল্যকর গোপাল চন্দ্র মুহুরী হত্যা মামলায় মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত আসামী তসলিমউদ্দিন মণ্টু, অনাথ আশ্রমের নিপু বড়ুয়া (ভিক্ষুর ছোট ভাইয়ের স্ত্রী), শিক্ষক প্রদীপ বড়ুয়া, সুরঞ্জিত বড়ুয়া, আবদুল খালেক, নাজিম উদ্দিন ওরফে অরলি নাজিম, সন্ত্রাসী ইকবাইল্যা, জমির উদ্দিন, সাহাব উদ্দিন, এমরান কাদের ও আয়ুব আলী শিকদার। গেল বছর ২১ এপ্রিল রাতে ভিক্ষু জ্ঞানজ্যোতিকে অনাথালয়ের তাঁর শয়নকক্ষে জবাই করে নৃশংভাবে হত্যা করা হয়। পরদিন ২২ এপ্রিল রাউজান থানায় নিহত ভিক্ষুর ভাই সুলাল বড়ুয়া অজ্ঞাতনামা আসামিদের নামে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। বৌদ্ধ ভিক্ষু জ্ঞানজ্যোতি হত্যা মামলাটি ইতোমধ্যে সরকারের মনিটরিং সেলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মামলাটির বিচার কাজ দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে সম্পন্ন করার সম্ভাবনা রয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৭ আগস্ট ২০০৩

(১৭৬৪)
রায়পুরায় সিপিবি নেতা দিলীপ কর্মকার ১ মাস ধরে নিখোঁজ মামলা প্রত্যাহারের জন্য হুমকি

রায়পুরা (নরসিংদী) সংবাদদাতা ঃ এক মাস অতিবাহিত হলেও রায়পুরা উপজেলা কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি দিলীপ কর্মকারের (৫৫) সন্ধান পাওয়া যায়নি। এদিকে সন্ত্রাসীরা অপহরণ মামলা প্রত্যাহারের জন্য দিলীপ কর্মকারের পরিবার-পরিজনকে অব্যাহতভাবে ভয়ভীতি প্রদর্শন ও হুমকি দিয়ে আসছে।

গত ২০শে জুন দিলীপ কর্মকার তার ভাই শেখর কর্মকারকে সঙ্গে নিয়ে ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে ঢাকা যাওয়ার পথে মেথিকান্দা রেলস্টেশনের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। তারা স্টেশনের কাছে প্রশিকা অফিসের সামনে পৌঁছুলে একদল উচ্ছৃংখল যুবক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দিলীপ কর্মকারের রিকশার গতিরোধ করে এবং শেখর কর্মকারকে বেদম মারধর ও আহত করে দিলীপ কর্মকারের সঙ্গে থাকা ২ লাখ টাকা ও ১২ ভরি স্বর্ণালংকারসহ তাকে অপহরণ করে অজ্ঞাতস্থানে নিয়ে যায়। এরপর দীর্ঘ একমাস অতিবাহিত হওয়ার পর তার কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। বহু খোঁজাখুঁজি করে তাকে না পেয়ে তার বোন সুমিত্রা কর্মকার বাদি হয়ে রায়পুরা থানায় একটি মামলা দায়ের করে। সন্ত্রাসীরা দিলীপ কর্মকারের পরিবার-পরিজনকে অপহরণ মামলা তুলে নেয়ার জন্য ভয়ভীতি ও হুমকি প্রদর্শন করছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

সংবাদ, ৭ আগস্ট ২০০৩

(১৭৬৫)
মাদারীপুরে সংখ্যালঘু পরিবারের জমি দখল ১ সন্ত্রাসী গ্রেফতার

মাদারীপুর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জেলার শিল্পনগরী এলাকার জনৈক সংখ্যালঘুর জমি জোর করে দখলের চেষ্টাকালে পুলিশ এক সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করেছে।

থানা সূত্রে জানা যায়, মাদারীপুর শহরের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী নীল কমল চক্রবর্তীর বিসিক শিল্পনগরীর ২৫৯২ নং দাগের লিজকৃত জমিতে গত রোববার দুপুরে চরকালিকাপুর গ্রামের তৈয়ব আলী খাঁর ছেলে মোমরেজ খা (৩০) সন্ত্রাসী বাহিনী নিয়ে জোর করে ঘর তোলে এবং মাটি ভরাট করতে থাকে। ঘটনাটি সদর থানাকে অবহিত করা হলে তাৎক্ষণিকভাবে এসআই কুদ্দুস সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে ঘটনাস্থল থেকে সন্ত্রাসী মোমরেজকে গ্রেফতার করে। এ ব্যাপারে নীপা কমলা চক্রবর্তীর ছেলে বিদ্যুৎচক্রবর্তী বাদি হয়ে মাদারীপুর সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন।

সংবাদ, ৭ আগস্ট ২০০৩

(১৭৬৬)
আদিবাসী যুবক-যুবতী অপহরণের ঘটনা রহস্যজনক

কূলাউড়া সংবাদদাতা ঃ কূলাউড়া উপজলোর ১৩ নং কর্মধা ইউনিয়নের হারেরগঞ্জ পাহাড়ের গভীর অরণ্যের নার্সারী পান-পুঞ্জির এক জোড়া যুবক-যুবতী অপহরণের ঘটনা এখনও রহস্যজনক। আদিবাসী নির্যাতন ও অপহরণের সচিত্র প্রতিবেদন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশের পর জেলা প্রশাসন নড়েচড়ে বসলেও অপহরণের রহস্য উদঘাটনে জোরালো পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে না। ফলে উত্তেজনা ক্রমেই বাড়ছে। গত ১লা আগস্ট সরেজমিনে গিয়ে জানা যায়, কূলাউড়ার সু-প্রসিদ্ধ পৃত্থিমপাশা জমিদারের সেরেস্তা থেকে বনাঞ্চল বন্দোবস্ত নিয়ে ১৯৫০ সালে প্রতিষ্ঠিত ২৬৫ একর ৫৩ শতাংশের এই পানপুঞ্জির ভূমি বর্তমান সরকারের বন বিভাগের খাস জমি। অতীতে এই পুঞ্জির নাম ছিল সোনাইছড়ি, বর্তমান নাম নার্সারী পান-পুঞ্জি। গারো ও খাসিয়া মিলে ৪৫টি পরিবারের ৩ শত সদস্য এই পুঞ্জিতে বসবাস করেন।

পান-পুঞ্জির বর্তমান মন্ত্রী (পরিচালক) লেহাং পারতাম জানান, তার পিতামৃত অন্দ্র খাসিয়া মন্ত্রী এই পুঞ্জির গোড়াপত্তন করেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি মন্ত্রী হিসাবে স্থলাভিষিক্ত হন। লেহাং পারতামের অভিযোগ, পিতার আমল থেকে কর্মরত পান-পুঞ্জির কতিপয় শ্রমিক (আবদুল গং) উক্ত পুঞ্জির ২৮ একর ৪৮ শতাংশ ভূমি দীর্ঘদিন ধরে জবর-দখল করে রেখেছে। গত ৩রা জুলাই আদিবাসীদের সঙ্গে জবর দখলকারীদের প্রথম সংঘর্ষ হয়। এক পর্যায়ে জবর দখলকারীরা পুঞ্জির শ্রমিক আলেক ঘাগড়া (৪০), সুজিত মারাক (২২) ও শিবা সাংমাকে (২০) পান জুম থেকে ধরে নিয়ে যায়। ৩ দিন পর আলেক ঘাগড়াকে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন অফিস থেকে ছেড়ে দেয়া হয়। পরবর্তীতে কয়েকটি ছোটখাট সংঘর্ষের পর গত ২৯শে জুলাই কূলাউড়া থানায় অপহরণ মামলা দায়ের করা হয়। এক প্রশ্নের জবাবে লেহাং মন্ত্রী জানান, সুজিত ও শিবা প্রথম ঘটনার এক সপ্তাহ পূর্বে আগন্তুক হিসাবে পুঞ্জিতে আসে। তাদের পিতার নাম ও স্থায়ী ঠিকানা মন্ত্রী কিছুই বলতে পারেন না। অনুমাননির্ভর করে অপহরণ মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুঞ্জির মন্ত্রী আরও জানান, এর পর থেকে পুঞ্জির অধিবাসীরা আতঙ্কের মধ্যে দিন যাপন করছেন। তাদের হাট-বাজার বন্ধ রয়েছে। পক্ষান্তরে অভিযুক্ত আব্দুল খালিক গং জানান, ১৯৬৯ সালে সোনাইছড়ি ও টিলাবাড়ী পুঞ্জির তৎকালীন মন্ত্রী উখলখাসিয়ার নিকট থেকে তারা ২৮ একর ৪৮ শতাংশ পাহাড়ী ভূমির দখল গ্রহণ করে। তখন থেকে তারা উক্ত ভূমিতে বিভিন্ন প্রজাতির গাছ-গাছালি ও পান লাগিয়ে ভোগ দখল করে আসছে। তাদের

অভিযোগ, মূল্যবান কিছু গাছ গাছালির লোভে নার্সারী পুঞ্জির মন্ত্রী উক্ত ভূমি দখলের পায়তারা করছে।

অপহরণের বিষয়টি খতিয়ে দেখলে গত ১লা আগস্ট মৌলভীবাজারের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ও কূলাউড়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক জানান, অপহরণের ঘটনাটি রহস্যজনক। নার্সারী পুঞ্জির ভূমির মালিক সরকারের বন বিভাগ। অভিযোগ তদন্ত করে দেখা হবে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার জানান, অপহরণের ঘটনাটি সঠিক বলে মনে হয় না। বিরোধ মীমাংসা করতে প্রথমে ভূমির মালিকানা স্থির করা প্রয়োজন।

কর্মধা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুস শহিদ বাবুল জানান, আলোক ঘাগড়াকে ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে আনার সঙ্গে সঙ্গে ঐ এলাকার ইউপি সদস্য সিলভিস্টার খাসিয়ার হেফাজতে ছেড়ে দেয়া হয়। অপহরণের ঘটনাটি বানোয়াট এবং রহস্যজনক। শান্তি শৃংখলা রক্ষায় পুঞ্জি এলাকায় ইউনিয়ন পরিষদ থেকে দফাদার নিয়োগ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ইউপি মেম্বারকে সতর্ক দৃষ্টি রাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। হাট-বাজার বন্ধের বিষয়টি মিথ্যা ও বানোয়াট। আদিবাসী ও বাঙালীদের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছে।

দৈনিক ইত্তেফাক, ৮ আগস্ট ২০০৩

(১৭৬৭)
ভাঙ্গায় শ্মশানের মন্দিরের মূর্তি ভাংচুর

স্টাফ রিপোর্টার, ফরিদপুর ঃ ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা উপজেলা সদরের পৌর এলকার শিলাধরচর শ্মশান কালী মন্দিরের কালীমূর্তি ভাংচুর করা হয়েছে। এ ঘটনায় সংশ্লিষ্ট এলাকার হিন্দু সম্প্রদারের মধ্যে ক্ষোভ ও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। কালীমূর্তি ভাংচুরের এ ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার গভীর রাতে। কে বা কারা কালীমূর্তি ভাংচুর করে। এ ব্যাপারে বৃহস্পতিবার দুপুরে ভাঙ্গা থানায় একটি মামলা হয়েছে। পুলিশ মন্দিরটি পরিদর্শন করেছে। কেউ আটক হয়নি।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৮ আগস্ট ২০০৩

(১৭৬৮)
অভয়নগরে দুর্বৃত্তরা পূজা মণ্ডপের বাউন্ডারি ভেঙে দিয়েছে

অভয়নগর প্রতিনিধি ঃ যশোরের অভয়নগর উপজেলার রাজঘাট ঘোড়া বটতলা এলাকার একটি পূজা মণ্ডপের বাউন্ডারী দুর্বৃত্তরা ৫ আগস্ট রাতে ভেঙে ফেলেছে। সম্প্রতি নওয়াপাড়া পৌরসভা এ পূজা মণ্ডপের বাউন্ডারি নির্মাণ করে। নওয়াপাড়া পৌর চেয়ারম্যান সরদার আলিয়ার রহমান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

আজকের কাগজ, ৮ আগস্ট ২০০৩

(১৭৬৯)
কালিগঞ্জের ৫ হিন্দু পরিবারকে ভারতে চলে যাওয়ার হুমকি

সুভাষ চৌধুরী সাতক্ষীরা থেকে ঃ অন্তত তিনদফায় হামলা, মারপিট, ঘরবাড়ি ভাঙচুর, মন্দির ধ্বংস, শ্লীলতাহানি এবং গাছপালা কেটে সাফ করার ঘটনাবলীর পর কালিগঞ্জের সেই ৫টি হিন্দু পরিবারকে এবার ভারতে চলে যাওয়ার হুমকি দেওয়া হয়েছে। গ্রামে যাতে তারা টিকে থাকতে না পারে সেজন্য হামলাকারী পক্ষ একটি খাস পুকুরে বসানো পিএসএফ (পন্ড

স্যান্ড ফিল্টার) থেকে তাদের পানি নিতে বারণ করেছে। তারা হুমকি দিয়ে বলেছে— এখানে পানি নিতে এলে কেটে পানিতে ফেলে দেওয়া হবে। এদিকে ওই পরিবারগুলো সোমবার সাতক্ষীরা রিপোর্টার্স ক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে তাদের নিরাপত্তা দাবি করেছে।

প্রসঙ্গত ২৭ বছর আগে খরিদকৃত এবং দখলে থাকা ৫ বিঘা জমির ৩ বিঘা পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে ঘোষিত হলে ওই জমির মালিক ধীরেন্দ্র, নরেন্দ্র, বীরেন্দ্র ও রীবন্দ্র সরকার এর বিরুদ্ধে মামলা করেন। সরকার এ মামলায় হেরে গিয়ে আপিল করে। এ সুযোগে গ্রামের একটি স্বার্থান্বেষী মহল গত বছরের ৭ ফেব্রুয়ারি, ৫ জুলাই এবং ২ আগস্ট কালিগঞ্জের বিশ্বনাথপুরের ওই পরিবারগুলোর ওপর হামলা চারায়। ৫ জুলাই রাতে তারা বাড়িঘর ভাঙচুর, মারপিট, শ্লীলতাহানি, মন্দির ধ্বংস এবং গাছপালা কেটে সাফ করে দেয়। এ ব্যাপারে দায়েরকৃত মামলায় বেশ কয়েকজন এখনে জেলহাজতে রয়েছে।

অপরদিকে জামিনে বাড়িতে আসা তাদের কয়েক সহযোগী ২ আগস্ট প্রকাশ্য দিবালোকে নরেন্দ্র সরকারের পরিবারের ওপর হামলা চালিয়ে কয়েকজনকে আহত করে। আহত সাবিত্রী সরকার সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে জানান, তার হাতের শাখা লাঠি দিয়ে আঘাত করে ভেঙে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া তাকেসহ কয়েকজনের চুলের মুঠো ধরে টানাহেঁচড়া করে দুর্বৃত্তরা। সোমবার সাতক্ষীরা রিপোর্টার্স ক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এই অভিযোগ করা হয়। হামলাকারী কওসার, আবু, আবুবকর ও হাবিবুর হুমকি দিয়ে বলেছে এদেশে তোদের জায়গা নেই, ভারতে চলে যা। হামলায় আরো অংশ নেয় রমজান, বাবুল ও নুর ইসলাম। সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, ঢাকা থেকে আসা একটি পত্রিকার সাংবাদিকরা যখন বিষয়টি সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিচ্ছিলেন তখনই এই হামলা চালানো হয়।

এদিকে সংবাদ সম্মেলনে আরো বলা হয় যে, ওই হিন্দু পরিবারগুলো খাস পুকুরের পিএসএফ থেকে এতোদিন বিশুদ্ধ খাবার পানি নিয়ে আসছিলেন। ২ আগস্টের হামলার পর থেকে তাদের ওই পুকুরে যেতে বারণ করা হয়েছে।

ভোরের কাগজ, ৮ আগস্ট ২০০৩

(১৭৭০)
পটিয়ায় ঘরে আগুন দিয়ে দুই যুবতীকে পুড়িয়ে হত্যা

একরামূল হক বুলবুল/আবদুর রাজ্জাক, পটিয়া ঘুরে এসে ঃ ঘরের দরজায় তালা ঝুলিয়ে সন্ত্রাসীরা নৃশংসভাবে পুড়িয়ে হত্যা করেছে নববধূসহ দুই যুবতীকে। ঘরে আগুন লাগানোর সময় সন্ত্রাসীরা ব্যবহার করেছে গান পাউডার। তারা তিন রাউন্ড গুলি ছুড়ে আতঙ্কও সৃষ্টি করে। এ ঘটনায় আহত হয়েছে নিহত নববধূর স্বামী ও কিশোরী ননদ। তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক। গত বৃহস্পতিবার রাত পৌনে ১টার দিকে পটিয়া উপজেলার আশিয়া ইউনিয়নের বাতুয়া গ্রামে এই পৈশাচিক ঘটনা ঘটে।

আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছে নববধূ শুক্তা বিশ্বাস (২২)। ও তার ননদ টিংকু বিশ্বাসকে (১৯)। এ ঘটনায় শুক্তার স্বামী বিজয় বিশ্বাস (২৬) ও অপর ননদ রিংকু বিশ্বাস (১৪) মুমূর্ষু অবস্থায় চট্টগ্রাম মেডিকেলে চিকিৎসাধীন আছেন। ঘটনার সময় বিজয়ের মা অঞ্জলি ও ছোট ভাই সমীরণ ঘরে না থাকায় সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে যান। বিজয়ের বাবা শান্তিরঞ্জন বিশ্বাস চাকরির কারণে ছিলেন শহরে। ফলে তিনিও রক্ষা পান।

ঘরের চারদিকে আগুনের লেলিহান শিখা দেখে বেড়া ভেঙে বেরুনোর সময় বিজয় বিশ্বাস ও তার ছোট বোন রিংকু পুড়ে মারাত্মক আহত হন। ঘরে আগুন লাগানোর কাজে সন্ত্রাসীরা গান পাউডার ব্যবহার করেছে বলে বিজয়ের ছোট ভাই সমীরণ বিশ্বাস জানান। আগুন নেভাতে, কেউ যেন এগিয়ে না যায় সেজন্য সন্ত্রাসীরা তিন রাউন্ড গুলি ছোড়ে। গতকাল দুপুরে

ঘটনাস্থলে গিয়ে অল্প অল্প আগুন জ্বলতে দেখা গেছে। পুলিশ বেলা ১১টা অগ্নিদগ্ধ ও বিকৃত লাশ উদ্ধার করে পাঠিয়ে দেয় মর্গে। এ ব্যাপারে বিজয়ের ছোট ভাই সমীরণ বিশ্বাস বাদী হয়ে পটিয়া থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন। এজাহারে আসামিদের নাম উল্লেখ না থাকায়, পুলিশ এটিকে অপমৃত্যু মামলা হিসেবে নিয়েছে।

মাত্র তিন মাস আগে ২৬ বৈশাখ প্রতিবেশী চৌধুরী পরিবারের ডা. সমীর চৌধুরীর মেয়ে শুক্তার বিয়ে হয় বিশ্বাস পরিবারের শান্তিরঞ্জনের ছেলে বিজয় বিশ্বাসের সঙ্গে। বিজয় চাকরি করেন আছদগঞ্জের একটি হার্ডওয়্যার প্রতিষ্ঠানে।

টানা পাঁচ বছর প্রেম করে বিজয় ও শুক্তা নতুন সংসার বাঁধলেও উভয়ের পরিবারই এ সম্পর্ক প্রথম দিকে মেনে নেয়নি। তাই বিয়ের পর তারা নগরীর নালাপাড়ায় একটি বাসা ভাড়া নিয়ে দু মাস অবস্থান করে। ছেলেপক্ষ নববধূকে বরণ করে নেয় মাত্র তিন সপ্তাহ আগে। গ্রামে শ্বশুরবাড়িতে শুক্তা এলে তার মা শাখা-সিঁদুর ফেলে বাবার বাড়িতে ফিরে আসার জন্য চিঠি দেয় গত ৩০ জুলাই। কিন্তু শুক্তা তার মায়ের প্রস্তাব নাকচ করে স্বামীর ঘরে থাকার কথা জানিয়ে দেয় বলে জানা গেছে।

বিজয়ের মা অঞ্জলির সন্দেহ কনেপক্ষ এ কাজ করেছে। তিনি বলেন, এই নৃশংস কাজে শুক্তার বাবা ডা. সমীর চৌধুরীর হাত থাকতে পারে। তবে ঘরে আগুন লাগিয়ে পুত্রবধূ ও যুবতী মেয়েকে পুড়িয়ে মারা পেশাদার সন্ত্রাসীদের কাজ— এ ব্যাপারে তিন প্রায় নিশ্চিত।

একমাত্র মেয়ে শুক্তার মৃত্যুর পর তার মা বারবার মূর্ছা যান। বিজয়ের মা অঞ্জলি বিশ্বাসের অভিযোগ প্রসঙ্গে শুক্তার জেঠাই মা প্রতিভা চৌধুরী প্রশ্ন তুলে বলেন, কোনো বাবা-মা কি নিজের সন্তানকে পুড়িয়ে মারতে পারে? বিয়েটা তো শুক্তার বাবা-মা আজ বা কাল মেনে নিত। দুটি পরিবারের মধ্যে বিরোধের সুযোগে কেউ এ নৃশংস ঘটনা ঘটিয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

প্রথম আলো, ৯ আগস্ট ২০০৩

(১৭৭১)
গভীর রাতে দুর্বৃত্তদের তাণ্ডব ॥ নগরকান্দায় সাত সংখ্যালঘু পরিবার গ্রামছাড়া

স্টাফ রিপোর্টার, ফরিদপুর ঃ ফরিদপুর জেলার নগরকান্দা উপজেলার সালথা থানার আটঘর ইউনিয়নের দূর্গাপুর গ্রামের ছোট্ট একটি সংখ্যালঘু পল্লী এখন জনমানবশূন্য। গভীর রাতে চিহ্নিত দুর্বৃত্তদের তাণ্ডব আর দুই গৃহবধূর শ্লীলতাহানির ঘটনায় সংখ্যালঘু পল্লীর ৭টি সংখ্যালঘু পরিবারই এখন ঘরবাড়ি, গ্রাম ছেড়ে উদ্বাস্তু হয়ে কাটাচ্ছে মানবেতর জীবন। ভয়ভীতি আর হুমকির মুখে এ নিয়ে থানা পুলিশ করা যায়নি। ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বার কিংবা গ্রাম্য মাতব্বররাও এ চাঞ্চল্যকর ঘটনার সুরাহা করতে এগিয়ে আসে নি। বিবরণে জানা গেছে, আটঘর ইউনিয়ন এলাকার কুষ্টিয়ারচক নামের বিলসদৃশ এলাকার মাঝের গ্রাম দুর্গাপুর। বর্ষা মৌসুমে এদের চলাচলের একমাত্র বাহন নৌকা। বড় উঁচু ভিটি একটি ছোট্ট সংখ্যালঘু পল্লীতে বংশপরম্পরায় ৭ সংখ্যালঘু পরিবার-বিজয় ব্যাপারী, অর্জুন ব্যাপারী, দুর্জন ব্যাপারী, রামচন্দ্র মজুমদার, জীতেন মজুমদার, জগদীশ মজুমদার ও চিত্ত মজুমদারের বসবাস। পাশের গোবিন্দপুর গ্রামের চিহ্নিত দুর্বৃত্তরা মাঝে মধ্যেই এ সংখ্যালঘু পল্লীতে তাণ্ডব চালায়। দাবি করা হয় চাঁদা, চলে লুটপাট, নির্যাতন-নারী নির্যাতন। বর্ষা মৌসুমে দুর্বৃত্তদের তাণ্ডব চরমে ওঠে। কয়েক বছর ধরে কৃষি মজুর, দরিদ্র ও সংখ্যালঘু পরিবারগুলো সব রকমের তাণ্ডব নীরবে-নির্বিবাদে হজম করে যাচ্ছে। গত ১৭ জুলাই দিনগত গভীর রাতে ১৫/২০ দুর্বৃত্ত দেশী অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে নৌকাযোগে হানা দেয় দুর্গাপুরের এ সংখ্যালঘু পল্লীতে। চালায় তাণ্ডব, লুটপাট। এ সময় অন্তত দু'জন যুবতী-গৃহবধূর শ্লীলতাহানির অভিযোগ পাওয়া গেলেও কেউ কোন টু শব্দটিও করেনি। সকাল হতে না হতেই নির্যাতিত ৭টি সংখ্যালঘু পরিবারই ঘরবাড়ি, সহায়-সম্পদ ফেলে অন্যত্র আশ্রয় নেয়। অর্জুন ব্যাপারী, দুর্জন ব্যাপারী পরিবার-পরিজন নিয়ে আশ্রয় নেয় পাশের আড় য়াডঙ্গীর আত্মীয় বাড়িতে। রামচন্দ্র মজুমদার, জীতেন মজুমদার, জগদীশ মজুমদার ও চিত্ত মজুমদারের পরিবারের আশ্রয় জোটে গোবিন্দপুরে। স্ত্রী, পুত্র-কন্যাদের নিয়ে বিজয় ব্যাপারী আশ্রয় নেয় আটঘরের সাহিদ মেম্বরের বাড়িতে। শুক্রবার দুপুরে সাহিদ মেম্বরের বাড়িতেই জনকণ্ঠের এ প্রতিবেদকের কথা হয় বিজয় ব্যাপারীর স্ত্রী কল্পনা ব্যাপারী ও মেয়ে জয়তারা ব্যাপারীর সঙ্গে। ওদের মুখ থেকে ও আশ্রয়দাতা সাহিদ ব্যাপারীর পরিবারের সদস্যেদের কাছ থেকেই জানা যায় নির্যাতনের নানা তথ্য। জানা যায় ঘরবাড়ি, গ্রাম ছেড়ে সংখ্যালঘু পরিবারগুলোরে সন্ত্রস্ত উদ্বাস্তু মানবেতর জীবনযাপনের করুণ বাস্তবতার কথা। কল্পনার ভাষায়, গোবিন্দপুরের সমাজপতি রওশন খা, শের আলী খাঁ ও রাজ্জাক খাঁ জানেন এ দুর্বৃত্তরা কারা। এ সমাজপতিরা ইচ্ছে করলেই এর প্রতিকারও করতে পারেন। কিন্তু তাঁরা তা না করে সংখ্যালঘু পরিবারগুলোকেই গ্রাম ছেড়ে চলে যাবার পরামর্শ দেন।

ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান-মেম্বররাও জানেন সব। কিন্তু রহস্যজনক কারণে এ অসহায় সংখ্যালঘু পরিবারগুলোর পাশে কেউ দাঁড়ান না। আর গ্রামছাড়া নির্যাতিত এই সংখ্যালঘু পরিবারগুলো তো থানা পুলিশে অভিযোগ করার সাহসই দেখায় না। জয়তারার ভাষায়, ঘরবাড়ি, গ্রাম ছেড়ে কতদিন তাদের ভাসতে হবে এ প্রশ্নের উত্তরটাও কেউ দিচ্ছে না। **দৈনিক জনকণ্ঠ, ৯ আগস্ট ২০০৩**

(১৭৭২)
আদিবাসী নারীরা নানারকম নির্যাতনের শিকার

শামীমা বিনতে রহমান ঃ 'সন্ধ্যার পর হঠাৎ পোশাক পরা একদল লোক বাড়ি তল্লাশি করতে এল। পরে শুনেছিলাম, দু গ্রুপের গণ্ডগোলের কারণে তল্লাশি চালানো। ওরা বাড়িতে ঢুকে পুরুষ কাউকে না পেয়ে গালাগালি করতে লাগল। একজন আমার দিকে এগিয়ে এসে গাল চেপে ধরে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল মাটিতে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই আমার পিন্ধন ধরে টান দিয়ে খুলে ফেলার চেষ্টা করল। শরীরের সব শক্তি দিয়ে চিৎকার করলাম। আমার ভাগ্য ভালো।

নেদারল্যাণ্ডের মানবাধিকার সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের (সিএইচটি কমিশন) তথ্য অনুযায়ী ১৯৯১ থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে ৬৮ জন নারী ধর্ষণের শিকার হন। ১৯৯৬ সালে অপহরণের শিকার হন বহুল আলোচিত কল্পনা চাকমা। ২০০০ সালে খুন হন গারো নারী গিদিতা রেমা। সিএইচটি কমিশন পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করে।

খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি, বান্দরবান- এই তিন পার্বত্য জেলায় নারীর ওপর নিপীড়নের জন্য পাহাড়ি নারীরা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বিভিন্ন বাহিনী ও বাঙালি বসতি স্থাপনাকারীদের (সেটেলার) অভিযুক্ত করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ইলিরা দেওয়ান পাহাড়ের আতঙ্ক প্রকাশ করে বলেন, 'আমাদের স্কুলগুলো দূরে দূরে থাকায় সব সময়ই আমরা দল বেঁধে চলতাম। কারণ একা হলেই আমাদের ধর্ষণ বা অপহরণ করবে- এ আতঙ্ক কাজ করত।'

শুধু পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি, বান্দরবানের আদিবাসী নারীরাই নয়, এর বাইরে বসবাসকারী গারো, সাঁওতাল, খাসিয়া, ওঁরাও, মুণ্ডা, রাখানসহ সব আদিবাসী নারীকেই নানারকম যৌন নিপীড়ন, ধর্ষণ, অপহরণ, ঘর জ্বালানো, উচ্ছেদ আতঙ্কে থাকতে হয়।

বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম সূত্রে জানা গেছে, সারা দেশে ৪৫টি আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর প্রায় ২০ লাখের বেশি মানুষ বাস করে। পার্বত্যাঞ্চল ছাড়া এদের বসবাস রয়েছে

নওগাঁ, টাঙ্গাইল, নাটোর, রংপুর, দিনাজপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, শ্রীমঙ্গল, কক্সবাজার, টেকনাফ, কুয়াকাটা এবং তালতলীতে।

কথা বলে জানা গেছে পাহাড় বা সমতলের আদিবাসী নারীরা সবচেয়ে বেশী নির্যাতিত হন বাঙালিদের দ্বারা। বাজারে যাওয়ার সময়, জুম চাষে যাওয়ার সময়, স্কুল-কলেজ যাওয়ার সময় নানা রকম উত্যক্তকারী মন্তব্য শুনতে হয় বাঙালিদের কাছ থেকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী শিখা চাকমা বলেন, 'চাকমা হওয়ার কারণে খোদ ঢাকাতেও বাঙালিরা মনে করে আমরা খুব সহজলভ্য। হাতে চিমটি কাটা থেকে শুরু করে নানাভাবে শরীর স্পর্শ বা দৃষ্টি দিয়ে উক্ত্যক্ত করে তারা।'

মধুপুরের ন্যাশনাল পার্কসংলগ্ন গ্রামগুলোতে বসবাসকারী গারো ও কোচ সম্প্রদায়ের নারীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বনে বিভিন্ন ধরনের বন আলু, শাক, ফল সংগ্রহরে জন্য গেলে বনকর্মীদের নিরন্তর আমাকে ছেড়ে দিল।'

গত মাসে রাঙামাটির নানিয়ারচরে এ রকম ঘটনার শিকার হওয়া আদিবাসী তরুণী বর্ণনা দিয়ে বলেন, 'এখনো আমি ভীষণ ভয় পাই।' ঢাকায় বেড়াতে এলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই চাকমা নারীর সঙ্গে যোগাযোগ।

নানা ধরনের নিপীড়ন ও আতঙ্কে গত ৩২ বছর ধরে পাহাড় ও সমতলে বসবাস করছে লাখ লাখ আদিবাসী নারী। আজ ৯ আগস্ট জাতিসংঘ ঘোষিত বিশ্ব আদিবাসী দিবসে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম এ বছরের প্রতিপাদ্য ঠিক করেছে, 'আদিবাসী নারীর নিরাপত্তা চাই।'

নিপীড়নের শিকার হন তারা। মধুপুরের জলছত্র ইউনিয়নের গরিয়া গ্রামের গারো নারী চোষেন্তি নখরের জানান, সকালে বন আলু সংগ্রহের জন্য বনে যেতে হয়, কারণে-অকারণে বনকর্মীরা মারে, গালি দেয়, বাজে প্রস্তাব দেয়।

বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং বলেন, ১৯৯৬ সালে কল্পনা চাকমা অপহরণের তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ না করা এবং বিচার না হওয়া গিদিতা রেমা হত্যা মামলাসহ কোনো আদিবাসী নারী নির্যাতন মামলার বিচার না হওয়া অর্থাৎ অপরাধীদের শাস্তি না হওয়ায় আদিবাসী নারীর নিরাপত্তাহীনতা অনেক বেড়েছে।'

প্রথম আলো, ৯ আগস্ট ২০০৩

(১৭৭৩)
তদন্ত-জিজ্ঞাসাবাদ ছাড়াই ফাইনাল রিপোর্ট দাখিল

চট্টগ্রাম অফিস ঃ সিআইডি দীর্ঘ ১১ মাস কোনোরকম তদন্ত, বাদী ও সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ ছাড়াই চট্টগ্রামে বিশিষ্ট ব্যান্ড শিল্পী বাবন হত্যা মামলার ফাইনাল রিপোর্ট দিয়ে দিয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই ব্যাপারে নিহত বাবনের পিতা সঙ্গীত শিল্পী ওস্তাদ মিহির লালা ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে এ ফাইনাল রিপোর্টের বিরুদ্ধে আদালতে নারাজি আবেদন করতে যাচ্ছেন। মামলাটিকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য সিআইডি চাঞ্চল্যকর এ মামলার ফাইনাল রিপোর্ট দিয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত বছরের ১৪ জুন চট্টগ্রামের জনপ্রিয় ব্যান্ড সফটাচের লিড গিটারিস্ট সুতনু নন্দ বাবনকে ঢাকায় নিয়ে গিয়ে মাদকের সঙ্গে মিথানল পান করিয়ে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়। হত্যাকাণ্ডের পর নিহতের পিতা সঙ্গীত শিল্পী ওস্তাদ মিহির লালা বাদী হয়ে ফয়সাল আসিফ, রাকিব, তুর্য ও জ্যামি নামে ৫ জনকে আসামি করে একটি মামলা দায়ের করেন। মামলা দায়েরের পর প্রাথমিক পর্যায়ে থানা পুলিশ তদন্ত করলেও পরবর্তীকালে মামলা তদন্ত ভার সিআইডির কাছে হস্তান্তর করা হয়। কিন্তু সিআইডি পুলিশ দীর্ঘ ১১ মাস মামলার কোনো

তদন্ত না করে এমনকি বাদী এবং সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ ছাড়াই ফাইনাল রিপোর্ট প্রদান করে। ঢাকা মুখ্য মহানগর হাকিম আদালত এ ফাইনাল রিপোর্ট গ্রহণের জন্য আগামী ১০ আগস্ট দিন ধার্য করেছেন।

নিহত বাবনের পরিবার থেকে জানানো হয়েছে, নিহত বাবনের ভিসেরার নমুনার কয়েকদফা পরীক্ষা শেষে রাসায়নিক পরীক্ষক মুহম্মদ আবদুল বাকি যে রিপোর্ট দিয়েছেন তাতে মাদকের সঙ্গে মিথানল মিশ্রণে বিষক্রিয়ায় তার মৃত্যু হয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ঢাকা বনানী চেয়ারম্যান বাড়ি এলাকার একটি সঙ্গীতানুষ্ঠানের অবসরে অভিযুক্তরা কৌশলে তাকে হত্যা করে বলে অভিযোগ করা হয়। প্রাথমিকভাবে পুলিশ মামলার কয়েকজন আসামিকে গ্রেপ্তার করলেও পরবর্তী সময়ে তদন্তে শিথিলতার কারণে জামিনে এসে আসামিরা মামলা প্রত্যাহারের জন্য বাদী পক্ষের উপর চাপ সৃষ্টি করছে। এই ব্যাপারে নিহত বাবনের পিতা সঙ্গীতশিল্পী ওস্তাদ মিহির লালা নগরীর কোতোয়ালি থানায় দুটি জিডি করেছেন।

ভোরের কাগজ, ৯ আগস্ট ২০০৩

(১৭৭৪)
ঠাকুরবাড়িতে গণধর্ষণ ও হত্যা মামলার চার্জশিটভুক্ত তিন আসামীর আত্মসমর্পণ

বাগেরহাট, ৯ আগস্ট, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ দেশব্যাপী আলোড়িত কোমরপুরে ঠাকুরবাড়িতে তপন ভট্টাচার্য হত্যা ও মা-মেয়েসহ ৩ নারীকে গণধর্ষণ এবং মালামাল লুট মামলার চার্জশিটভূক্ত আসামী সাবু বেগ ও শহীদ মাঙ্গলী শনিবার আদালতে আত্মসমর্পণ করেছে। গত ৮ এপ্রিল গভীর রাতে সংঘটিত ওই বর্বর ঘটনার পর ঘাতক চক্রের আটক অন্যতম সদস্য ইদ্রিস, কালু ও আনিসসহ হারুন আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী প্রদান করে। এরপর যাত্রাপুর ইউনিয়নের বিএনপির বিদ্রোহী পরাজিত চেয়ারম্যান প্রার্থী মোয়াজ্জেম হোসেন সাবু বেগ ও যুবদলের শহীদ মালক্ষীর নাম জড়িত থাকার কথা প্রকাশ পায়। সাবুবেগ বাগেরহাট সদর থানা যুবদলের সদ্যগত কমিটির সভাপতি ছিলেন। এদিন তারা আত্মসমর্পণ করলে আদালত তাদের কারাগারে পাঠাবার নির্দেশ দেয়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১০ আগস্ট ২০০৩

(১৭৭৫)
ক্রমেই ভূমিহীন হয়ে পড়ছে মাহালি পাড়ার আদিবাসীরা

পার্বতীপুর প্রতিনিধি ঃ মানবেতর জীবনযাপন করছে পার্বতীপুরের মাহালিপাড়ার আদিবাসীরা। পার্শ্ববর্তী এলাকার প্রভাবশালীদের লোভের শিকার হয়ে ক্রমেই ভূমিহীন হয়ে পড়ছে তারা। দিনমজুরি দিতে গিয়েও হচ্ছে বৈষম্যের শিকার।

অনুসন্ধানে জানা যায়, '৪৭ সালের আগে জেলার আদিবাসীদের শতকরা ১০০ ভাগই ছিল কমবেশি আবাদি জমির মালিক।'৭২ সালে এলাকা ভেদে মাত্র ১০ থেকে১৫ শতাংশ ছিল ভূমিহীন। হালে ৭৫ শতাংশই ভূমিহীন হয়ে পড়েছে। সাঁওতাল, মাহালি, মালো, মুণ্ডা উরাউ আদিবাসীরা ভূমিহীন হয়েছে সবচেয়ে বেশি। ভূমিহীনদের অভিযোগ, ভূয়া দলিল তৈরি করে তাদের জমি হাতিয়ে নেওয়া, জমি অর্পিত সম্পত্তি করে দেওয়া, হালে শুরু হয়েছে সন্ত্রাসী লেলিয়ে দিয়ে উচ্ছেদ করে দখল করা। এছাড়া প্রভাবশালীরা নানা কৌশলে তাদের জমি বাগিয়ে নিচ্ছে বা বন্ধক রাখতে বাধ্য করছে। এসব কারণে অনেকেই জমিজমা পানির দরে বেচে দিয়ে ভূস্বামীর জমিতেই মজুরি নিচ্ছে। কামলা ঘাটছে। আদিবাসীদের মজুরির হারও আদিবাসী নয় এমন মজুরের তুলনায় কম।

পার্বতীপুর উপজেলা শহর থেকে ১০ কিলোমিটার দক্ষিণে পার্বতীপুর-ফুলবাড়ী পাকা রাস্তার ভবানীপুর বাজার থেকে পশ্চিম-দক্ষিণে ৩ কিলোমিটার কাঁচা রাস্তা পেরিয়ে হাবড়া ইউনিয়নের আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রাম মাহালিপাড়া। পুরো গ্রামটিতে ৫০টি পরিবারের বাস। লোকসংখ্যা প্রায় ৩০০। এদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, গ্রামে এক সময় প্রায় ৩০টি সচ্ছল পরিবার ছিল। চাষাবাদ করে যে ফসল পেতো তাতে বাৎসরিক খরচ করেও কিছু উদ্বৃত্ত থাকতো। কিন্তু পার্শ্ববর্তী গ্রামের প্রভাবশালীদের লালসা ও দাদন ব্যবসার শিকার হয়ে অধিকাংশ পরিবার এখন ভূমিহীন। মাত্র ১০/১২ টি পরিবারের কিছু জমিজিরাত আছে। অন্যদের কেবল ভিটেমাটি সম্বল। অন্যের জমিতে মজুরি দিয়ে, ভবানীপুর বাজারে মিলচাতালে কাজ করে ভূমিহীনদের জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। কয়েকটি পরিবার বাঁশ দিয়ে ডালি, খচা, চালা, কুলা ডারকিসহ বিভিন্ন গৃহস্থালি সামগ্রী তৈরি করে বাজারে বিক্রি করে জীবিকানির্বাহ করে থাকে।

চরম দুঃখকষ্ট আর দারিদ্র্য এদের নিত্যসঙ্গী। অভাবের তাড়নায় আগাম শ্রম বিক্রি করতে গিয়ে এদের মজুরি নেমে আসে। ১৫/২০ টাকায়। সংসারের সচ্ছলতার জন্য পুরুষদের পাশাপাশি মহিলারাও ক্ষেত-খামারে, মিলচাতালে দিনমজুর হিসেবে কাজ করে। মহিলাদের পারিশ্রমিক দেওয়া হয় নামমাত্র। এখানে প্রচলিত ঋণের শর্ত ও সুদের হার খুবই কঠিন ও চড়া। অভাবের দিনে এক মন ধান কর্জ করলে মৌসুমে পরিশোধ করতে হয় দুই মন। এদের জমিজিরাত ও গাছপালা বিক্রি হয় কম দামে।

গ্রামে সরকারি স্বাস্থ্য, চিকিৎসা ও শিক্ষা ব্যবস্থার ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা নেই। রোগবালাইয়ে গাছগাছালির রস ঝাড়ফুক খুব বেশি হলে হাতুড়ে ডাক্তার পর্যন্ত এরা পৌঁছে। স্বাস্থ্য সচেতনতা কিংবা জন্মনিয়ন্ত্রণে উদ্বুদ্ধ করার জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের মাঠকর্মীদের কখনই পদধূলি পড়ে না এই আদিবাসী পল্লীতে। এছাড়া জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে আদিবাসী পরিবারে কুসংস্কার প্রবল।

ভিজিএফ/ভিজিডি কার্ড, রিলিফ, বয়স্ক ভাতা এদের কাছে পৌঁছে না। পুরো গ্রামটিতে মাধ্যমিক স্তর পার হয়েছে মাত্র দুজন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়ার উপযোগী শিশুর সংখ্যা শতাধিক। কিন্তু একটি মাত্র বেসরকারি রেজি. প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে ১৫/২০ জন। আগে এ ব্যবস্থাও ছিল না। বিগত আ. লীগ সরকারের আমলে ওই প্রাথমিক বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করায় আদিবাসী ছেলেমেয়েরা এটুকু সুযোগ পাচ্ছে।

এদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতির জন্য পাবর্তীপুরের ল্যাম্প হাসপাতাল (মিশনারি), ব্র্যাক, গ্রামীণ ব্যাংক এ পল্লীতে সম্প্রতি কাজ শুরু করেছে। নলকূপ, স্বাস্থ্যসম্মত কিছু পায়খানা দিয়েছে। সমিতি করে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে অনেক সুফল পাচ্ছে বলে কয়েকজন গ্রামবাসী জানায়। এ অঞ্চলের আদিবাসী কালচার সম্পর্কে খোঁজ-খবর রাখেন এমন একজন সমাজবিজ্ঞানী জানান, সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনার সমম্বয়ে পরিকল্পিত উদ্যোগ ছাড়া এ অঞ্চলের অবহেলিত আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভাগ্যের পরিবর্তন হবে না। তবে বেসরকারি সংগঠন (এনজিও) এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

ভোরের কাগজ, ১১ আগস্ট ২০০৩

(১৭৭৬)
বদরগঞ্জে সংখ্যালঘু পরিবারের বিয়ের অনুষ্ঠানে হামলা

বদরগঞ্জ (রংপুর) থেকে সংবাদদাতা ঃ রংপুরের বদরগঞ্জে চাঁদা না পাওয়ায় সংখ্যালঘু পরিবারের বিয়ের অনুষ্ঠানে হামলা চালিয়ে লুটপাট ও ২ গৃহবধূকে বিবস্ত্র করে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় সন্ত্রাসী দলের মূল নায়ক রুবেল সরওয়ার

বাবু দলের মূল নায়ক রুবেল সরওয়ার বাবু (২৫) নামে একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে গত বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার প্রত্যন্ত এলাকা কুতুবপুর ইউনিয়নের অরুননেছা গ্রামে।

সরজমিন পরিদর্শনে জানা যায়, ওই গ্রামের রামপ্রসাদের ছেলে হরিলালের বিয়ের অনুষ্ঠান চলছিল। ওই অনুষ্ঠানে স্থানীয় সন্ত্রাসীরা এসে ১ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে। গরিব রামপ্রসাদ চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানালে সন্ত্রাসী বাবু, সায়েদ, অহিদুলসহ ৮/১০ জন বিয়ের অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেয় এবং বিয়েবাড়িতে লুটপাট করে। তাদের বাধা দিতে গিয়ে হরিদাস, রাজমতি, রাজমণি, রামপ্রসাদ, মংলু ও শিবপ্রসাদসহ অনেক আহত হয়। সন্ত্রাসীরা লুটপাটের সময় রাজমতি ও রাজমণি নামে ২ গৃহবধূকে বিবস্ত্র করে ধরে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করে। পরে গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় তাদের উদ্ধার করা হয়। এ ব্যাপারে বদরগঞ্জ থানায় মামলা হয়েছে।

বিয়ে বাড়িতে সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে। পুলিশ সরজমিন পরিদর্শন করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

সংবাদ, ১১ আগস্ট ২০০৩

(১৭৭৭)
মিলাদে স্কুলের হিন্দু শিক্ষকরা যোগ না দেয়ায় তাণ্ডব! ঘটনার কেন্দ্রবিন্দু ভোলার বোরহানউদ্দিনের হাফিজ ইব্রাহিম কলেজের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

ভোলার বোরহানউদ্দিনে এমপির নবনির্মিত কলেজ ভবনে দোয়া ও মিলাদে সংখ্যালঘু স্কুল শিক্ষকরা যোগ না দেয়ার অপরাধে লাঞ্ছিত, বাসায় হামলা, স্কুলে তালা ও হুমকি দেয়া হয়েছে। হুমকির ভয়ে সংখ্যালঘু এক শিক্ষক পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। আতঙ্কিত শিক্ষক ও সংখ্যালঘু অধ্যুষিত পরিবারগুলো ভয়ে মুখ খুলছে না। পরিবারগুলোর সদস্যরা আক্ষেপ করে বলছে, জন্মই আমাগো আজন্ম পাপ।'

মঙ্গলবার ভোলার বোরহানউদ্দিন উপজেলার মনিরাম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বেলা সাড়ে ১২টায় প্রতিবেদক নিজে স্থানীয় দুই সাংবাদিক নিয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষকের রুমে প্রবেশমাত্র তিনি আমাদের দেখে আঁতকে ওঠেন। অন্য শিক্ষকদের পাঠিয়ে দেন যার যার ক্লাসে। এমনকি স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও বোরহানউদ্দিন উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ স্কুলের শিক্ষকদের সঙ্গে অপ্রীতিকর ঘটনার বিষয়ে মুখ খুলতে নারাজ। এ বিষয়ে কোন কথাই বলবেন না, যা ঘটেছে তা চুকে গেছে। এখন কোন সমস্যা নেই। স্কুলে তালা মারার কোন ঘটনাই ঘটেনি। স্কুলের অন্য সকল শিক্ষক এখন আতঙ্কে আছেন। অনুসন্ধানে সূত্রগুলো জানিয়েছে, গত ৫ আগস্ট উপজেলার মনিরাম বাজারে সদ্য প্রতিষ্ঠিত এমপি হাফিজ ইব্রাহিমের নিজ নামে মহাবিদ্যালয়ে ২০০৩-২০০৪ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণীতে মানবিক, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য শাখায় ভর্তি কার্যক্রম উপলক্ষে আলোচনা, দোয়া ও মিলাদের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে পার্শ্ববর্তী ৩শ' গজ দূরে মনিরাম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকসহ এলাকায় অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অভিভাবক, গণ্যমান্য ব্যক্তিদের দাওয়াত দেয়া হয়। কিন্তু স্কুল চলাকালীন মনিরাম স্কুল থেকে ৩ জন মুসলিম শিক্ষক অংশ নেয়। বাকি ৭ সংখ্যালঘু শিক্ষক স্কুলে ক্লাস নিতে থাকে। মিলাদ অনুষ্ঠানে মনিরাম স্কুলের সংখ্যালঘু শিক্ষকরা যোগ না দেয়ায় মনিরাম হাফিজ ইব্রাহিম মহাবিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ও বোরহানউদ্দিন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এসএম গজনবী ক্ষিপ্ত হয়ে ওই স্কুলে গিয়ে সংখ্যালঘু শিক্ষকদের ওপর চড়াও হন। শিক্ষকদের গালিগালাজ করে কৈফিয়ত চান। কেন তারা মিলাদ অনুষ্ঠানে যাননি।

তখন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আওয়ামী লীগ নেতা আবুল কালাম স্কুলে ছিলেন না। স্থানীয় সূত্রগুলো বলছে, এসএম গজনবী ঐ স্কুলের সহসভাপতি ও প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদের চাচাত ভাই। তিনি উত্তেজিত হওয়ার এক পর্যায়ে শিক্ষকদের রুমে তালা ঝুলিয়ে দেন এবং বলেন, আগামীকাল যেন তাঁকে জিজ্ঞাসা না করে সংখ্যালঘু শিক্ষকরা স্কুলে না আসে। এদিকে ঐ দিন বিকালে স্কুলের সহকারী বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক সুধাংশু বাড়িতে। তাঁর পরিবার ঘটনার কিছুদিন আগে চলে যায় বাপের বাড়ি। সুধাংশুর ভাই উত্তম ঘরের পিছনের দরজা খুলে ৮ তারিখ বাসায় ঘুমাতে যায়। ঐ রাতে আনুমানিক ২টার দিকে তালা খুলে ২০/২৫ জন সশস্ত্র ক্যাডার অস্ত্রের মুখে উত্তমকে জিম্মি করে ঘরের রঙিন টিভি, মালামাল, স্বর্ণালঙ্কার, নগদ টাকা, কিছুদিন আগে ঐ শিক্ষকের বিয়ে হওয়ার জিনিসপত্র লুটপাত করে নিয়ে যায়। উত্তম ভয়ে চিৎকার পর্যন্ত করতে পারেনি। সন্ত্রাসীরা চলে গেছে উত্তম অন্য লোকজনদের ডাক দিলে তারা ছুটে এসে তছনছ অবস্থা দেখতে পায়।

মঙ্গলবার বেলা দেড়টায় আমরা তিন সাংবাদিক যাই সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় ঐ শিক্ষকের বাড়িতে। আমাদের দেখে অনেকেই এড়িয়ে যান। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক সংখ্যালঘু গৃহবধূ অনেকটা সাহসের সঙ্গে আমাদের সামনে আসেন। তিনি জানান, ৫ তারিখ বিকালে দুইজন সুধাংশু মাস্টারের ঘরে এসে তালা ঝুলিয়ে দেয়। কারা তালা মেরেছে তা জানে না। সুধাংশু বাবুকে আমরা আর দেখি না। ৮ আগস্ট রাতে আমরা রাত ১টায় ঘুমাই ঘটনার সময় আমরা কোন আলাপ পাইনি। উত্তম হঠাৎ চিৎকার করে বলে ওঠে বৌদি, বৌদি আমনেরা ঘুমান, আমার ঘরটার মালামাল সব লুটপাট করে নিয়ে গেছে বলে তাদের জাগায়। তারা উঠে দেখতে পায় ঘরের পিছনের দরজা ভাঙ্গা, এক কোনায় পিড়ার মাটি সরানো। ঘরে কোন মালামাল নেই। ঐ বাড়ির আরও ১০/১২টি ঘরের লোকজনের সঙ্গে আলাপ করলেও তাঁরা জানান, আমরা কিছু জানি না। 'আমনেরা তো সব জানেন ক্যান আমাগে জিগান"। সুধাংশুর ঘরে লুটের পর তার ভাই উত্তমও নিখোঁজ। তাকেও এলাকায় আর দেখা যাচ্ছে না। পুরো এলাকার সবার চোখে মুখে আতঙ্কের ছাপ। তাদের ওপর কখন আবার নেমে আসে কোন বিপদ। সুধাংশু ও তার ভাই উত্তমকে না পাওয়ায় তাদের কোন বক্তব্য নেয়া যায়নি। সুধাংশুর ব্যাপারে তার স্কুলের প্রধান শিক্ষক আবুল কালামের কাছে জানতে চাইলে তিনি জানান, সুধাংশু ১০ দিনের ছুটিতে গেছে। তবে কবে থেকে গেছে তা বলতে নারাজ এদিকে মঙ্গলবার হাফিজ ইব্রাহিম কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ এসএম গজনবী অকপটে স্বীকার করেন তিনি ঐদিন রাগ করে মনিরাম স্কুলের শিক্ষক শিমুল বাবুকে বলেন, তোমরা কলেজে না গিয়ে বসে বসে ষড়যন্ত্র করছ। কেন যাওনি। তবে তিনি বলেন, স্কুলে তালা ঝুলানো বা অন্য কোন ঘটনা আর ঘটেনি। স্কুলের প্রধান শিক্ষক আওয়ামী লীগ নেতা আবুল কারাম ষড়যন্ত্র করছে; এখানে যাতে কলেজটি প্রতিষ্ঠিত না হয় অবশ্য পরে শিক্ষকদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটে। তিনি বলেন শিক্ষক সুধাংশুর ঘরে ডাকাতি, চুরি বা যাই ঘটুক না কেন তার জন্য বিচার হবে। যদি তাঁর দলের কেউ জড়িত থাকে তবে মামলার ব্যবস্থা নেবে। তিনি সুধাংশুকে নিয়ে থানায় গিয়ে মামলা করার কথাও বলেন।

এদিকে গত সোমবার বোরহানউদ্দিন থানার ওসি আমজাদ হোসেন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৩ আগস্ট ২০০৩

(১৭৭৮)
কলাপাড়ার রাখাইন মন্দির থেকে ৪টি বৌদ্ধ মূর্তি চুরি

পটুয়াখালী থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ কলাপাড়ায় রাখাইন সম্প্রদায়ের মন্দির থেকে মূল্যবান ধাতুর তৈরি ৪টি মূর্তি চুরি হয়েছে।

জানা গেছে, ৭ই আগস্ট রাত ২টার দিকে লতাচাপলী ইউনিয়নের রাখাইন সম্প্রদায়ের গোড়া আসখোলা ঠাকুর বাড়ির বৌদ্ধ মন্দির থেকে সোনা, রূপা মিশ্রিত ১৫ কেজি ওজনের একটি, হাতির দাঁতের তৈরি ৪ কেজি ওজনের একটিসহ- ৪টি বৌদ্ধ মূর্তি চুরি হয়। মূর্তিগুলোর উচ্চতা প্রতিটি এক থেকে দেড় ফুট। এ ব্যাপারে কলাপাড়া থানায় গত ৯ই আগস্ট একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত পুলিশ কোন মূর্তি উদ্ধার কিংবা কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি।

সংবাদ, ১৩ আগস্ট ২০০৩

(১৭৭৯)
গ্রাম সরকার গঠন নীলফামারী স্টাইল
বিএনপি-জামাত সমর্থকরা হামলা করেছে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর

নীলফামারী থেকে সাইফুল্লাহ মুন্না ঃ গ্রাম সরকার গঠন নিয়ে বিএনপি-জামাত সমর্থকরা জোট বেঁধে হামলা করেছে জেলার জলঢাকা উপজেলার হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর। দুদিনে বিভিন্ন গ্রামে এনিয়ে সংঘর্ষে কমপক্ষে ৬০ জন আহত হয়। ৬ জনকে আশংকাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পৃথক পৃথকভাবে থানায় তিনটি মামলা দায়ের হয়েছে।

গ্রাম সরকারে ভোট দিতে না যাওয়ায় বিএনপি-জামাতের সমর্থনে একদল সন্ত্রাসী মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জলঢাকার পশ্চিম কাঠালী হিন্দু গ্রামে হামলা করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাড়িঘর ভাঙচুর, লুটতরাজ এবং মেয়েদের লাঞ্ছিত করে। এতে মহিলাসহ আহত হয় ১২ জন। ক্ষীরেদ মোহন্ত (৩৫) শ্যামল চন্দ্র (২৫) শ্যামলের স্ত্রী (১৮) ও রশিদুল (৩৭) গুরুতর অবস্থায় জলঢাকা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কাঠালী ইউনিয়নে ২ নং ওয়ার্ডে মঙ্গলবার গ্রাম সরকার গঠনের জন্য স্থানীয় ধওলাবাড়ী বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় আসার জন্য জোর করার পরও কেউ না আসায় দুর্বৃত্তরা সন্ধ্যায় পশ্চিম কাঠালী হিন্দু পাড়ায় ঢুকে কামার ললিত চন্দ্র মোহন্ত ও ক্ষীরেদ চন্দ্র মোহন্তর বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর লুটতরাজ করে। অন্য দিকে একই গ্রামের রঙ্গের বাজর নামক স্থানে রশিদুল নামে এক ব্যবসায়ীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে টাকা ছিনতাই করে। তাকে আশংকাজনক অবস্থায় জলঢাকা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

একই দিন খুটামারা ইউনিয়নের ৩ নং ওয়ার্ড আরাজী কাঠালী গ্রামে বিএনপি জামাতের দু'টি প্যানেল হওয়ায় ও তাদের সমঝোতা না হওয়ায় দু'দলের সংঘর্ষে ১২ জন আহত হয়। ডোমার উপজেলার হরিনচড়া ইউনিয়নের ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ডের গ্রাম সরকার গঠনের সময় হংসরাজ প্রাথমিক বিদ্যালয় বিএনপির দুগ্রুপের সংঘর্ষে নির্বাচন ভণ্ডুল হয়। আহত হয় ১০ জন দুইজনকে গুরুতর অবস্থায় বোরাগাড়ী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। দায়িত্বপ্রাপ্ত ডোমার কৃষি কর্মকর্তা প্রবীর কুমার গুহ নির্বাচন স্থাপিত করেন। সোমবার জলঢাকার শৌলমারী ইউনিয়নের আনসার হাটে গ্রাম সরকার গঠনের সময় বিএনপির দুই গ্রুপের ব্যাপক সংঘর্ষে কম পক্ষে ২০ জন আহত হয়। গ্রাম সরকার গঠনে দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার বিএনপি সমর্থকদের হাতে লাঞ্ছিত হন। পরে পুলিশ তাকে উদ্ধার করে উপজেলা সদরে নিয়ে আসে। এ ঘটনায় জলঢাকা থানায় একটি মামলা হয়েছে।

জলঢাকা উপজেলায় শোলমারী ইউনিয়নের ডাকালীগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ওই ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের গ্রাম সরকার গঠনের সময় পরাজিত বিএনপি নেতা আব্দুল গফুরের লোকজন প্রতিপক্ষের ওপর চড়াও হলে বিএনপির দুই গ্রুপে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় সেখানকার দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা উপজেলা সমাজসেবা অফিসার লাঞ্ছিত হন। সংঘর্ষে কমপক্ষে ২০ জন আহত হয়। এনিয়ে সেখানে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে।

সংবাদ, ১৪ আগস্ট ২০০৩

(১৭৮০)
আগৈলঝাড়ায় জবাই করে যুবক হত্যা

আগৈলঝাড়া প্রতিনিধি ঃ তালতা গ্রামের রাস্তার পাশে সুভাষ বল্লভ (২০) নামে এক যুবকের গলাকাটা লাশ পাওয়া গেছে। গতকাল সকালে নাগার গ্রামের নারায়ণ বল্লভের ছেলে সুভাষ বল্লভের গলাকাটা লাশ দেখে স্থানীয় চৌকিদার পুলিশে খবর দিলে পুলিশ এসে লাশ উদ্ধার করে। সুভাষ মঙ্গলবার ময়দা ক্রয় করতে বাড়ি থেকে বের হয়। রাতে আর ফিরে যায়নি। মঙ্গলবার রাতে বাড়ির লোকজন খোঁজাখুঁজি করেও আর কোন সন্ধান পায়নি। বুধবার সকালে বাড়ি থেকে ১ কিলোমিটার দূরে তালতা বাজার ও রামের বাজারের মধ্যবর্তী স্থানের ওয়াপদার রাস্তার পাশে গলাকাটা লাশ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় চৌকিদার থানায় খবর দেন। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সুলতান আহম্মেদ ও এসআই মান্নান ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসেন। পরে ময়না তদন্তের জন্য বরিশাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করা হয়। এ হত্যাকাণ্ডের কারণ এখনও জানা যায়নি। সুভাষের পরিবার নিতান্ত গরিব। কি কারণে এবং কেন সুভাষকে হত্যা করা হল তাহা কেউ বলতে পারছে না। নিহত সুভাষের চাচা জীতেন্দ্রনাথ বল্লভ বাদী হয়ে আগৈলঝাড়া থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেছেন।

যুগান্তর, ১৪ আগস্ট ২০০৩

(১৭৮১)
বকশীগঞ্জে স্কুলছাত্রী গণধর্ষিত ঃ পাঁচ ধর্ষকের বিরুদ্ধে মামলা

জামালপুর প্রতিনিধি ঃ বকশীগঞ্জের পাহাড়ি অঞ্চল শুকনাথপাড়ায় স্কুলপড়ুয়া এক গারো উপজাতি কিশোরী গণধর্ষণের শিকার হয়েছে। প্রতিবেশী প্রভাবশালী ৫ যুবক কিশোরীর ঘরের বেড়া কেটে তার মাকে বেঁধে তাকে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে পালাক্রমে গণধর্ষণ করেছে। গত ৭ আগস্ট ঘটনাটি ঘটলেও সন্ত্রাসী ধর্ষকরা কিশোরীর পরিবারকে মামলা করতে বাধা দেয় এবং তাদের বাড়ির মধ্যে অবরুদ্ধ করে রাখে। অবশেষে এলাকার চেয়ারম্যানের সহায়তায় গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় কিশোরীর মা বাদী হয়ে বকশীগঞ্জ থানায় একটি মাশলা দায়ের করেছেন।

পরিবারটি এখন পুলিশের জিম্মায় রয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার ধর্ষিতার ডাক্তারি পরীক্ষা জামালপুর জেনারেল হাসপাতালে করা হবে।

যুগান্তর, ১৪ আগস্ট ২০০৩

(১৭৮২)
জমি বিক্রি করতে সম্মত না হওয়ায় গৃহবধূ ধর্ষণের শিকার

বগুড়া থেকে নিজস্ব সংবাদাদাতা ঃ বগুড়ার শেরপুরে সংখ্যালঘু পরিবারের এক গৃহবধূ গণধর্ষণের শিকার হয়েছে। একমাত্র সম্বল ২২ শতাংশ জমি বিক্রি করতে রাজি না হওয়ায় বুধবার রাতে ওই উপজেলার ভবানীপুর ইউনিয়নের আফরাতগাড়ী গ্রামে শাহজামাল নামে এক দুর্বৃত্ত ও তার ৪ সঙ্গী তাকে ঘর থেকে তুলে নিয়ে যায়।

ধর্ষিতা ওই গৃহবধূ (২০) জানায়, ওই গ্রামে তারাই একমাত্র সংখ্যালঘু পরিবার। প্রতিবেশী কুড়ানুর ছেলে শাহজামাল কিছুদিন আগে তাদের একমাত্র সম্বল ২২ শতাংশ জমি তার কাছে বিক্রি করে অন্যত্র চলে যেতে বলে। এতে তার স্বামী দিনমজুর নেপাল চন্দ্র কর্মকার রাজি না হলে শাহজামাল ক্ষুব্ধ হয় এবং যেকোনভাবে ওই জমি নিবে বলে হুমকি দিয়ে যায়।

এর জের ধরে গত ৫ই অক্টোবর বিকেল ৪টার দিকে স্বামী ঘরে না থাকার সুযোগে শাহজামাল ওই গৃহবধূর ঘরে ঢোকে। সে ধর্ষণের চেষ্টা করলে গৃহবধূ তার গোপনাঙ্গে আঘাত করে এবং চিৎকার দেয়। এ সময় প্রতিবেশীরা এগিয়ে এসে শাহজামালকে হাতেনাতে আটক করে। এ ব্যাপারে গ্রাম্য সালিশে শাহজামালের ১ হাজার ১শ' টাকা জরিমানা হলে সে ৮শ' টাকা পরিশোধ করে। এরপর গত ৯ই আগস্ট শনিবার শাহজামালের স্ত্রীর বোন মালেকা তাকে মারপিট করে এবং পরে এলাকার লোকজনের হস্তক্ষেপে মীমাংসা হয়।

ধর্ষিতা গৃহবধূ অভিযোগ করে, বুধবার রাত ৯টার দিকে সে তার স্বামী ও একমাত্র সন্তানকে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে; কিন্তু গরমের কারণে ঘরের দরজা খোলা রাখে। রাত ১টার দিকে মুখোশ পরিহিত ৩ ব্যক্তি তার ঘরে ঢোকে এবং মুহূর্তের মধ্যে কাপড় দিয়ে মুখ বেঁধে পার্শ্ববর্তী একটি জঙ্গলে নিয়ে যায়। ওই সময় অপর দু'ব্যক্তি ঘরের বাইরে দরজায় ছিল। সেখানে একজন ধর্ষণ করার পর সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। সকালে জ্ঞান ফিরে সে নিজেকে বাড়ির বারান্দায় দেখতে পায়। ধর্ষিতা আরও জানায়, ওই সময় সে কথা শুনে শাহজামালকে চিনতে পারে। এক পর্যায়ে গ্রামে ডাকাতির কবল থেকে রক্ষা পেতে গ্রাম্য পাহারাদাররা টের পেয়ে ঘটনাস্থলে এলে দুর্বৃত্তরা তাকে ফেলে পালিয়ে যায়। বৃহস্পতিবার দুপুরে ধর্ষিতাকে মুমূর্ষু অবস্থায় বগুড়া মোহাম্মদ আলী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ধর্ষিতা সংবাদ প্রতিনিধিকে জানায়, জমি কিনে নিতে না পেরে ও উল্লিখিত অপমানের প্রতিশোধ নিতেই শাহজামাল এ ঘটনা ঘটায়। সে আরও জানায়, এ ঘটনার পর সে স্বামী সন্তান নিয়ে ওই গ্রামে বাস করতে পারবে কিনা তা নিয়ে চিন্তিত। সন্ধ্যায় এ খবর পাঠানো পর্যন্ত মামলা হয়নি।

সংবাদ, ১৫ আগস্ট ২০০৩

(১৭৮৩)
মানিকছড়ির পুরোহিত মদন গোপাল হত্যা মিশনে নেতৃত্বে ছিল বিএনপি সন্ত্রাসী চোরা করিম

কামাল পারভেজ, চট্টগ্রাম অফিস ঃ মানিকছড়ির লোমহর্ষক পুরোহিত মদন গোপাল গোস্বামী হত্যা মিশনে অংশ নিয়েছে ৫ সন্ত্রাসী। এদের নেতৃত্ব দিয়েছে বিএনপি সন্ত্রাসী চোরা করিম। শত বছরের পুরনো একটি বটগাছ কাটা, জমি কেনা নিয়ে সৃষ্ট বিরোধ এবং চাঁদাবাজির জের ধরে এ হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছে। সিআইডির হাতে ধরা পড়া কিলিং স্কোয়াডের সদস্য শফিক ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে এসব চাঞ্চল্যকর তথ্য দিয়েছে। বুধবার বিকালে খাগড়াছড়ির প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট বিল্লাল হোসেনের কাছে সে এ জবানবন্দী দেয়। শফিকের এ জবানবন্দীর মাধ্যমে ঘটনার সাড়ে ১৫ মাস পর আলোচিত পুরোহিত হত্যাকাণ্ডের রহস্য উন্মোচিত হলো।

প্রসঙ্গত, গত বছরের ২৮ এপ্রিল রাতে খাগড়াছড়ির মানিকছড়ি উপজেলার গচ্চাবিলস্থ নিজের গড়া রাধামদন গোপাল সেবাশ্রমে উপর্যুপরি ছুরিকাঘাতে এ ধর্মীয় ব্যক্তিত্বকে হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় গত ১৫ মাসে ১০ জনকে গ্রেফতার করা হলেও পুরো ঘটনাটি থেকে যায় অনেকটা রহস্যাবৃত। বিশেষ করে ঘটনার নেপথ্য কারণ সম্পর্কে তদন্তকারী সংস্তা সিআইডি মোটামুটি ধারণা পেলেও কারা অংশ নিয়েছে এ হত্যাকাণ্ডে সে সম্পর্কে কোন তথ্য পায়নি। শেষ পর্যন্ত শফিক গ্রেফতার হবার পর সে রহস্যও উদ্‌ঘাটিত হলো। তদন্তকারী কর্মকর্তা সিআইডির ইন্সপেক্টর নারায়ণ প্রসাদ রায় গত মঙ্গলবার বিশেষ অভিযান চালিয়ে কুমিল্লার সীমান্তবর্তী সুবর্ণবাজার থেকে শফিককে গ্রেফতার করে। ঘটনার পর থেকেই শফিক সেখানকার দুর্গম এলাকা দক্ষিণ বাগরে তার শ্বশুরবাড়িতে আত্মগোপন করে। শফিককে বুধবার আদালতে হাজির করা হলে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে সে বলেছে, রাধামদন

আশ্রমের পাশে প্রাচীন একটি বটগাছ ছিল। সেটির গোড়ায় বসে পূজা-অর্চনা করতেন পুরোহিত মদন গোপাল গোস্বামী। সে গাছটি কেটে ফেলে সন্ত্রাসীরা। এ নিয়ে সন্ত্রাসীদের সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি হয় পুরোহিতের। এ ছাড়া একটি জমি কেনাকে কেন্দ্র করেও বিরোধ বাধে। পাশাপাশি যোগ হয় চাঁদাবাজি।

সন্ত্রাসী চোরা করিমসহ তার সহযোগীরা চাঁদা চায় পুরোহিতের কাছে। কিন্তু তিনি তা দিতে রাজি হননি। এসব নিয়ে ক্ষিপ্ত চোরা করিম পুরোহিতকে হত্যা করে। ২৮ এপ্রিল রাতে হত্যাকাণ্ডে অংশ নেয় ৫ জন। এরা হচ্ছে চোরা করিম, জিয়া, তৌহিদ, বাদল ও শফিক। এর মধ্যে চোরা কমির ছুরি নিয়ে মদন গোপাল গোস্বামীর কক্ষে ঢুকে প্রথমে তাকে ছুরিকাঘাত করে। অবশ্য এর আগেই বেঁধে ফেলা হয় আশ্রমের দুই সেবায়েতকে। এর পর পুরোহিতকে অন্যরা মিলে বাইরে নিয়ে এসে আরও ছুরিকাঘাত করা হয়। পুরোহিতের শরীরের ৭/৮ স্থানে ছুরিকাঘাত করা হয়। এতে তাঁর মৃত্যু নিশ্চিত জেনে সন্ত্রাসীরা পলিয়ে যায়।

শফিক আদালতকে বলেছে, ঘটনার পর পরই তারা এলাকা ছেড়ে চলে যায়। সে সিআইডিকে জানিয়েছে, কিলিং স্কোয়াডে অংশ নেয়া ৫ জনের মধ্যে জিয়া এখন ভারতের সোনামুরা এলাকায় আছে। এ ছাড়া চোরা করিম, তৌহিদ ও বাদলও সেখানে থাকতে পারে বলে সে জানিয়েছে। এদিকে এ ঘটনায় এর আগে গ্রেফতারকৃত ১০ জনের মধ্যে ৩ জন ইতোমধ্যে আদালত থেকে জামিন নিয়ে বেরিয়ে গেছে। এরা হচ্ছে সাইফুর রহমান সেন্টু, মজনু মিয়া ও কসাই মান্নান। এর আগে এ মামলায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী দেয় ইউসুফ নামে এক সন্ত্রাসী। ঘটনার ১০ দিন পর এর তদন্তভার পায় সিআইডি। তদন্তকারী কর্মকর্তা জনকণ্ঠকে জানান, আরও কিছু কাজ বাকি আছে। সেসব শেষ হলেই মামলাটির চার্জশিট দেয়া হবে। উল্লেখ্য, মদন গোপাল গোস্বামী হত্যা মামলাটি ইতোপূর্বে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মনিটরিং সেলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৫ আগস্ট ২০০৩

(১৭৮৪)
হবিগঞ্জে সংখ্যালঘু পরিবারের উপর পুলিশের তাণ্ডব

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ঃ আসামি ধরার নামে নিরীহ এক সংখ্যালঘু পরিবারের বাড়িঘর, আসবাবপত্র ভাঙচুর ও মেয়েদের মারধর এবং গুলি করে মেরে ফেলার হুমকিসহ বিনা কারণে ৩ ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে যাবার ঘটনায় লাখাই উপজেলার সর্বত্র এখন আতঙ্ক, তোলপাড়, পুলিশের সৃষ্টি এ ঘটনাটি বৃহস্পতিবার ভোররাতে ওই উপজেলার করাপব ইউনিয়নের ফুলতৈল গ্রামের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত লম্বাহাটি এলাকায় ঘটে। তবে এ ঘটনায় সাধারণ মানুষই শুধু নয়, পুলিশ প্রশাসনের কর্মকর্তারা মর্মাহত হবার পাশাপাশি তাৎক্ষণিকভাবে নিয়েছে কিছু কার্যকরী পদক্ষেপ। হবিগঞ্জের পুলিশ সুপার মোস্তফা কামাল বিষয়টি জানতে পেরে গ্রেফতার ও ব্যবসায়ীকে ছেড়ে দিতে লাখাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আহাদ চৌধুরীকে নির্দেশ দেন এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার চন্দ্র কুমার চাকমাকে বৃহস্পতিবার রাতে তদন্ত ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য এলাকায় পাঠান। সে মতে, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সংশ্লিষ্ট থানায় উপস্থিত হয়ে গ্রেপ্তার করা ৩ ব্যবসায়ী প্রাণতোষ (৩০), আশুতোষ (২৩) ও প্রেমতোষ (১২) কে জিজ্ঞাসাবাদসহ তাদেরকে জিম্মায় ছেড়ে দেন। এ পরপরই তিনি অপারেশন চলাকালীন উপস্থিত কনস্টেবলদের লিখিত সাক্ষ্য গ্রহণ করে ঘটনাস্থলে ছুটে যান। সেখানে তিনি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে নির্যাতিত পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। সেই সঙ্গে দোষী পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার প্রয়োজনীয়

আশ্বাস প্রদান করে ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। এ সময় লাখাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আহাদ চৌধুরী ও স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান মুশফিউল আলম আজাদসহ দলমত নির্বিশেষে এলাকার লোকজন উপস্থিত ছিলেন। এ সময় এলাকার লোকজন এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের কঠোর বিচার দাবি করেন। পুলিশ প্রত্যক্ষদর্শী ও পারিবারিক সূত্র মতে, ওই দিন ভোরাত প্রায় সোয়া ২টার দিকে লাখাই থানার বিতর্কিত এসআই রফিক উল্লার নেতৃত্বে একদল পুলিশ ফুলতৈল গ্রামের বাসিন্দা সতীশ চন্দ্র দেবের বাড়িতে চড়াও হয়। এ সময় এ বাড়ির দুই পরীক্ষার্থী সদস্য ছাড়া অন্য সকলেই ছিলেন নিদ্রায়। এক পর্যায়ে এসআই রফিক বাড়ির দরজায় একের পর এক লাথি মারতে থাকেন। পরিবারের সদস্যরা চিৎকার শুরু করলে এসআই রফিক ও তার সঙ্গীয় ফোর্স ওদের ওপর চড়াও হয়ে চালা বর্বর নির্যাতন উপর্যুপরি লাথি ও লাঠির আঘাতে আহত হন অভিযুক্ত আসামি প্রিয়তোষের স্ত্রী চন্দনা (২২) গৃহকর্তা সতীশ চন্দ্র দেবের কন্যা ৭ম শ্রেণীর ছাত্রী শংকরী (১৬) ও মাধুরী রাণী (১৫) সহ অন্যরা।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৬ আগস্ট ২০০৩

(১৭৮৫)
স্বরূপকাঠিতে হাসান বাহিনীর কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছে ৫ গ্রামের মানুষ

স্বরূপকাঠি থেকে সংবাদদাতা ঃ স্বরূপকাঠি উপজেলার সংখ্যালঘু অধ্যুষিত রাখাতলা গ্রামের বিএনপি ক্যাডার হাসানের নেতৃত্বাধীন বাহিনীর সন্ত্রাস চাঁদাবাজির কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছে বাটনাতলাসহ ৫ গ্রামের মানুষ। সাধারণ মানুষ পুলিশ প্রশাসনের কাছে অভিযোগ করেও কোন প্রতিকার পাচ্ছে না। এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর হাসানের নেতৃত্বে সন্ত্রাসী কবির হোগলা গ্রামের নিজামসহ সংঘবদ্ধ একটি সন্ত্রাসী বাহিনী ব্যাপকহারে সংখ্যালঘু ও সাধারণ পরিবারগুলোর কাছ থেকে চাঁদাবাজি করতে থাকে। এমনকি তাদের লালসার হাত থেকে মহিলারাও রেহাই পায় না। সম্প্রতি মোসলেম শিকদারের কাছে ৬০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে চাঁদা দিতে ব্যর্থ হলে হত্যা করা হবে বলে হুমকি দেয়। এরপর মোসলেম শিকদার নির্যাতনের শিকার ৫০/৬০ জন মানুষ নিয়ে স্বরূপকাঠি থানার ওসির কাছে অভিযোগ করেন। ওসি ঘটনা শুনে সহকারী দারোগা গৌরাঙ্গ লালকে তদন্ত করতে নির্দেশ দেন। গত মাসে তদন্তকারী কর্মকর্তার সামনে প্রায় ২শ' লোক সন্ত্রাসীদের বিচার দাবি করেন। দু' বছরে হাসানের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে পত্রিকায় কয়েক দফা লেখালেখি হলেও অজ্ঞাত কারণে প্রশাসন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। একজন প্রভাবশালী নেতার ছত্রছায়ায় হাসান সব অপকর্ম করে যাচ্ছে বলে জানা গেছে।

সংবাদ, ১৭ আগস্ট ২০০৩

(১৭৮৬)
জামালপুরে আদিবাসী পল্লীতে মাকে বেঁধে রেখে মেয়েকে তুলে নিয়ে গণধর্ষণ

জামালপুর প্রতিনিধি ঃ জামালপুরের বকশীগঞ্জে পাহাড়ি এলাকায় এক আদিবাসী কিশোরী স্কুল ছাত্রী গণধর্ষণের শিকার হয়েছে। মাকে বেঁধে রেখে ঘর থেকে উঠিয়ে নিয়ে ৫ দুর্বৃত্ত জঙ্গলের ভেতর এই পৈশাচিক কাণ্ড ঘটিয়েছে। এ ঘটনায় ২ দুর্বৃত্ত গ্রেপ্তার হলেও অন্যরা পলাতক রয়েছে। ধর্ষিতা কিশোরীর মেডিকেল টেস্ট গত বৃহস্পতিবার সম্পন্ন হয়েছে জামালপুর জেনারেল হাসপাতালে।

স্থানীয় সূত্র জানায়, বকশীগঞ্জের পাহাড়ি এলাকা শুকনামপাড়ার গারো আদিবাসী ধানুয়া কামালপুর হাইস্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী ঐ কিশোরীর (১২) বাড়িতে গত ৭ আগস্ট রাতে সাতানীপাড়ার সন্ত্রাসী নাসির ও খোকনসহ তাদের অপর ৩ জন সহযোগী সশস্ত্র অবস্থায় বেড়া কেটে ঘরে ঢুকে তার মাকে অস্ত্রের মুখে বেঁধে রেখে কিশোরীকে উঠিয়ে নিয়ে যায়। পরে রাতভর ওই কিশোরীকে ৫ দুর্বৃত্ত পালাক্রমে ধর্ষণ করে মুমূর্ষু অবস্থায় জঙ্গলে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়।

ঘটনার পর সন্ত্রাসীরা পাহারা বসিয়ে ধর্ষিতার পরিবারকে বাড়িতে অবরুদ্ধ করে রাখে। এজন্য তারা সময়মতো মামলাও করতে পারেনি। ধানুয়া কামালপুর ইউপির চেয়ারম্যান মোস্ত ফা কামালের সহায়তায় ঘটনার ৬ দিন পর গত ১৩ আগস্ট ধর্ষিতার মা বাদী হয়ে বকশীগঞ্জ থানায় মামলা দায়ের করেন। পুলিশ বৃহস্পতিবার নাসির ও খোকনকে গ্রেপ্তার করেছে। মামলা দায়েরের পর সন্ত্রাসীদের অব্যাহত হুমকিতে আদিবাসী গারো পরিবারটি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।

ভোরের কাগজ, ১৭ আগস্ট ২০০৩

(১৭৮৭)
গৌরনদীতে সন্ত্রাসীদের ভয়ে ইউপি সদস্য এলাকা ছাড়া

গৌরনদী থেকে সংবাদদাতা ঃ উপঝেলার খাঞ্জাপুর ইউনিয়নের সদস্য সঞ্জীব কুমার হালদার সন্ত্রাসীদের হুমকির মুখে পরিবার নিয়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছেন বলে জানা গেছে। অভিযোগে প্রকাশ, বৃহস্পতিবার কতিপয় যুবকদলের ক্যাডার সঞ্জীবের বাড়িতে গিয়ে হুমকি এবং এলাকা ত্যাগের নির্দেশ দেয়।

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৭ আগস্ট ২০০৩

(১৭৮৮)
বগুড়ার শেরপুরে আদিবাসী মহিলা ধর্ষণ ॥ গ্রেফতার ১

শেরপুর (বগুড়া) থেকে সংবাদদাতা ঃ বগুড়ার শেরপুরে আদিবাসী মহিলাকে পালাক্রমে ধর্ষণের ঘটনায় পুলিশ বৃহস্পতিবার রাতে এজাহারভুক্ত আসামি শাহ জামালকে (৩২) গ্রেফতার করেছে।

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৭ আগস্ট ২০০৩

(১৭৮৯)
চাঁদা গ্রহণকালে গ্রেফতার

ধামরাই উপজেলার গাজগুটিয়া ইউনিয়নের জালসা হিন্দু পাড়ায় স্থানীয় সন্ত্রাসীরা মধুসূদন দাস নামে এক শিক্ষকের কাছে ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দাবী করে না পেয়ে তার পুত্রকে অপহরণের হুমকি দেয়। চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানালে শফিউদ্দিন সফি, ফারুক ও ঠাণ্ডুসহ একদল সন্ত্রাসী উক্ত বাড়িতে ভারী অস্ত্রসহ হামলা চালালে স্থানীয় গ্রামবাসীদের প্রতিরোধের মুখে ও পুলিশের সহযোগিতায় ৩ সন্ত্রাসীকে হাতেনাতে ধরে ফেলে।

দৈনিক ইনকিলাব, ১৮ আগস্ট ২০০৩

(১৭৯০)
ফরিদগঞ্জে কিশোরীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

ফরিদগঞ্জ প্রতিনিধি ঃ চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে গতকাল ফাঁসিতে ঝোলানো কিশোরীর লাশ উদ্ধার করেছে স্থানীয় পুলিশ। উপজেলার ঘুরুমমালী দাসপাড়া এলাকার একটি গোয়াল ঘর

থেকে মৌলী কুমারী (১৪) নামে ওই কিশোরীর ওড়না পেঁচানো লাশ উদ্ধার হয়েছে। তবে কিশোরীর দু'পায়ে রক্তের ছোপ আর পা মাটিতে লেগে থাকায় ধারণা করা হচ্ছে ধর্ষণের পর তাকে হত্যা করে লাশ ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আজকের কাগজ, ১৯ আগস্ট ২০০৩

(১৭৯১)
মদ না পেয়ে করিমগঞ্জে মুচি পল্লীতে হামলা ঃ শ্রাদ্ধানুষ্ঠান পণ্ড

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি ঃ চোলাই মদ না পেয়ে একদল সন্ত্রাসী জেলার করিমগঞ্জ উপজেলার জয়কা ইউনিয়নের পানাহার মুচি পল্লীতে মধ্যরাতে বর্বরোচিত হামলা চালায়। এ সময় ওই মদপিপাসু যুবকদের তাণ্ডবে মুচি পোলান হরিদাসের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান পণ্ড হয়ে যায় এবং ২০/২৫ হাজার টাকার খাবার-দাবার নষ্টসহ পাঁচজন অতিথি আহত হন। রোববার করিমগঞ্জ থানায় দায়েরকৃত মামলার বিবরণ থেকে জানা গেছে, শনিবার পানাহার মুচি পল্লীর প্রয়াত মুচি পোলান হরিদাসের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে দূর-দূরান্ত থেকে আত্মীয়-স্বজনরা আসেন। রাত প্রায় ২টার দিকে আনুষ্ঠানিক কাজকর্ম শেষে যখন সবাই সমবেত হয়ে খাবার গ্রহণের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন ঠিক তখনই পদপিপাসু একই গ্রামের লিটন, রতন, খোজারগাঁও এলাকার তাইজউদ্দিন ও কদিম মাইজহাটি এলাকার মাজুর নেতৃত্বে এ হামলা চালানো হয়। এ সময় শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের সব খাবার নষ্ট হয়। এবং মুচি রতন রবিদাস, গেন্দু, রবিদাস ও নরেশ রবিদাসসহ আরও দু'জন অতিথি আহত হন।

যুগান্তর, ১৯ আগস্ট ২০০৩

(১৭৯২)
চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে মামলা করায়—

স্টাফ রিপোর্টার, নোয়াখালী ঃ রবিবার ভোরে জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার মুছাপুর ইউনিয়নের মুছাপুর গ্রামের সংখ্যালঘু জলদাসপাড়ায় তহসির বাহিনী ও আফসার বাহিনী হামলা চালিয়ে ১৫ জলদাসকে আহত করে। দস্যুরা ৭ জলদাস পরিবারকে এলাকা ছাড়া করেছে। নোয়াখালী জজকোর্টে বিচারাধীন চাঁদাবজি মামলা দায়ের করা ও চাঁদাবাজির মামলায় দস্যুদের বিরুদ্ধে জলদাসরা সাক্ষ্য দেয়ায় এই পরিণাম ঘটে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৯ আগস্ট ২০০৩

(১৭৯৩)
নিখোঁজ হওয়ার ২ দিন পর ফুলবাড়ীর স্কুলছাত্রী অনিতার লাশ উদ্ধার

কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি ঃ জেলার ফুলবাড়ীতে নিখোঁজ হওয়ার ২ দিন পর গত ১৫ আগস্ট সকালে নবম শ্রেণীর ছাত্রী অনিতার (১৪) লাশ পুকুরে পাওয়া গেছে। গ্রামবাসী ঐ ছাত্রীর মৃত্যুর পেছনে প্রেমঘটিত কারণ রয়েছে বলে দাবি করছে।

স্থানীয় একাধিক সূত্র ও পুলিশ জানিয়েছে, ফুলবাড়ী উপজেলার কাশিপুর ইউনিয়নের আজোয়াটারী ধর্মপুর গ্রামের খগেন চন্দ্রের কন্যা অনিতা (১৪) একই গ্রামের বিপিন চন্দ্রের পুত্র ভরত চন্দ্র (২০) মঙ্গলবার বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। মেয়েটি বাড়িতে ফিরে না আসায় তার মা গ্রামের অনেককেই ভারত চন্দ্রের সঙ্গে যাওয়ার কথা জানায়। ৩ দিনের মাথায় মেয়েটির মৃতদেহ তারই বাড়ির পিছনের পুকুরে পাওয়া যায়।

অনিতার মৃত্যু নিয়ে ঐ গ্রামে তোলপাড় শুরু হয়। পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে সুরতহাল রিপোর্ট শেষে ময়নাতদন্তের জন্য কুড়িগ্রাম মর্গে পাঠায়।

ভোরের কাগজ, ২০ আগস্ট ২০০৩

(১৭৯৪)
জন্মাষ্টমীর পূর্বের রাতে চকোরিয়ার জেলেপাড়ায় হামলা ॥ লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুট, আহত ৫ ঃ স্থানীয় বিচারের ব্যবস্থা করেছে পুলিশ

শাহাব উদ্দিন সাগর, চকরিয়া থেকে ঃ কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলার ডুলাহাজারা ইউনিয়নের মালুমঘাট জেলেপাড়ায় সোমবার রাতে একদল দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়ে জন্মাষ্টমী পালনের অনুষ্ঠান তছনছ করে দিয়েছে। লুট করে নিয়ে গেছে টিভি-ভিসিডিসহ লক্ষাধিক টাকার মালামাল। বিষয়টিতে পুরো চকরিয়ায় তোলপাড় সৃষ্টি হলে থানা পুলিশ তদন্তে যায়। কিন্তু লুটকৃত মালামাল উদ্ধার করে হামলাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে উদ্ধারকৃত মালামাল স্থানীয় ইউপি মেম্বারদের জিম্মায় দিয়ে পুলিশ থানায় ফিরে আসে।

স্থানীয় সূত্রে প্রকাশ, সোমবার ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের উপবাস দিবস। এদিন রাত সাড়ে ১০টায় উপবাসের ফাঁকে সময় কাটানোর জন্য মালুমঘাট জেলেপাড়ার বাসিন্দারা টিভি ও ভিসিডি সেট সংগ্রহ করে 'কালী আমার মা' ছায়াছবি দেখছিল। এ সময় অতর্কিত হামলা চালায় একদল দুর্বৃত্ত। তাদের এলোপাতাড়ি মারধরে আহত হয় আন্তর্জাতিক সংস্থা ইউএনডিপির পরিচালনাধীন ক্যাটালিস্ট স্কুলের শিক্ষিকা অনতি প্রভা, রূপালী জলদাস (৫০), দশমী জলদাস (৫৫), রমনী জলদাস (৪৫) ও পেঠান জলদাস (২৬)। হামলার পর দুর্বৃত্তরা টিভি, ভিসিডিসহ লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুট করে নিয়ে যায়।

হামলার শিকার জলদাসপাড়ার বাসিন্দারা সবাই ওই আন্তর্জাতিক সংস্থা ইউএনডিপি'র পরিচালনাধীন জেলে সম্প্রদায়ের উন্নয়ন ও সামাজিক সম্প্রসারণ প্রকল্পের সদস্য হওয়ায় এ সংস্থার নেতারা এ ঘটনার ব্যাপারে উদ্বেগ ও তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন এবং দায়ী ব্যক্তিদের গ্রেফতারপূর্বক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন।

এ ব্যাপারে চকরিয়া থানায় যোগাযোগ করা হলে থানার সেকেন্ড অফিসার এসআই প্রদীপ কুমার দাশ জানান, ঘটনাটি সত্য। তিনি আরও জানান, গতকাল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে লুণ্ঠিত মালামাল উদ্ধার করে স্থানীয় ইউপি সদস্য মনোয়ারা বেগমকে ঘটনা মীমাংসার দায়িত্ব দিয়ে এসেছেন।

আজকের কাগজ, ২০ আগস্ট ২০০৩

(১৭৯৫)
বরিশালে সংখ্যালঘুর জমি দখল করে শ্রমিক দলের অফিস নির্মাণ

বরিশাল অফিস ঃ শহরের সাগরদী কারিকর বিড়ি শ্রমিক ব্রাঞ্চ সংলগ্ন এ্যাডভোকেট বিমল চৌধুরী ও সহোদর মানিক চৌধুরীর সম্পত্তি জোরপূর্বক দখল করে যুবদল নেতা ওয়ার্ড কমিশনার জিয়াউদ্দিন সিকদার জিয়া। জিয়া তার দলবল নিয়ে জমি দখল করে বালি ফেলে চৌচালা টিনের ঘর তৈরি করে সেখানে কারিকর বিড়ি শ্রমিক দলের অফিস তৈরি করেছে। অফিসে সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান, প্রধানমন্ত্রীরসহ বরিশাল সিটি মেয়র এ্যাডভোকেট মজিবর রহমান সরোয়ারের ছবি আঁকা হয়েছে।

এ্যাডভোকেট বিমল চৌধুরী ভয়ে দখলদারদের বিরুদ্ধে কিছুই করতে সাহস পাচ্ছে না।

এ ব্যাপারে কারিকর বিড়ি শ্রমিক দলের নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক আ. হালিমসহ এলাকার সাদারণ মানুষ ক্ষুব্ধ। বর্তমানে কমিশনারের একটি বাহিনী থাকার কারণে সাধারণ মানুষ জিম্মি হয়ে পড়েছি। জেলা শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক বসির আহমেদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি কিছুই জানেন না বলে জানান।

এ্যাডভোকেট বিমল চৌধুরী তাদের সম্পত্তি ফিরে পাওয়ার জন্য জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী সিটি মেয়রের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। এ ব্যাপারে ওয়ার্ড কমিশনার জিয়াউদ্দিন সিকদার জিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, শ্রমিক দলের মোকসেদ সিকদার ও সভাপতি সুলতান খানের উপস্থিতিতে জমি ভাড়া দেওয়া হয়। ওই ঘর তৈরি করতে সিটি মেয়র আর্থিক সহযোগিতা করেন বলে তিনি জানান। জবরদখল করে অফিস নির্মাণ করা হচ্ছে কথাটি সত্য নয় বলে তিনি জানান।

আজকের কাগজ, ২০ আগস্ট ২০০৩

(১৭৯৬)
ফকিরহাটে ৮ সংখ্যালঘুর বাড়িতে গণডাকাতি, শ্লীলতাহানি ॥ আহত ৬

বাগেরহাট, ১৯ আগস্ট, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বাগেরহাটে চরমপন্থীঅধ্যুষিত ফরিকহাটে যৌথ বাহিনীর অভিযান শেষ হতে না হতেই সশস্ত্র গণডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। হাফপ্যান্ট পরিহিত মুখোশধারী ১২/১৪ জনের একদল সশস্ত্র ডাকাত উপজেলার পিলজং ও শ্যামবাগাত গ্রামে সোমবার গভীর রাতে পর্যায়ক্রমে ৮টি সংখ্যালঘু বাড়িতে চড়াও হয়। তারা বোমা বিস্ফোরণ ও গুলি ছুড়ে ত্রাস সৃষ্টি করে এবং মহিলাদের শ্লীলতাহানিসহ বেদম মারপিটের পর বাড়ির মালামাল লুটে চলে যায়। এ ঘটনায় সংশ্লিষ্ট থানায় অভিযোগ দায়ের করা হলেও মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত পুলিশ কাউকে আটক করতে পারেনি। তবে জোর পুলিশী তৎপরতা অব্যাহত আছে বলে ফকিরহাট থানার ওসি জানিয়েছেন।

এলাকাবাসী ও ক্ষতিগ্রস্তদের সূত্রে জানা গেছে, পিলজং ইউনিয়নের পিলজং গ্রামে ধরেরবাড়ি নামক স্থানে মনোরঞ্জন, নিমাই, বিষ্ণুপদ ও নিরঞ্জনের বাড়িতে চড়াও হয়ে ডাকাতরা পরপর দুটি বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। সশস্ত্র ডাকাত দল তাদের ঘরে ঢুকে অস্ত্রের মুখে সকলকে জিম্মি করে। এ সময় তাদের মারপিটে ৩ নারীসহ ৬ জন আহত হয়। তারা স্বপ্না (১৪) ও সুমা (১৬) নামে দু'সহোদরার শ্লীলতাহানি ঘটায়। এসব বাড়ি থেকে নগদ টাকা ও স্বর্ণালঙ্কারসহ মালামাল লুটে নেয়। এর পর তারা পার্শ্ববর্তী নির্মলদের বাড়িতে চড়াও হয়। তারা বারান্দায় ঘুমন্ত নির্মল দে ও তার স্ত্রী প্রমীলাকে বেদম মারপিট করে এবং নির্মলকে বেঁধে রাখে। এর পর দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকে তার ছেলে চাঁন (২১), গোপাল (২৩) ও অসীমকে (২৫) বেধড়ক মারপিট করে ২ রাউন্ড গুলি ছোড়ে। গুলির ছররা লেগে অসীম ও চাঁন আহত হয়। এখান থেকে মালামাল লুটের পর ডাকাত দল পার্শ্ববর্তী শ্যামবাগাত গ্রামে অশোক, অসীম ও সুশান্ত গড়গড়ির বাড়িতে চড়াও হয়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২০ আগস্ট ২০০৩

(১৭৯৭)
রক্তমাখা চাপাতি ও গামছা উদ্ধার ১ ব্যক্তি গ্রেপ্তার

গৌরনদী (বরিশাল) প্রতিনিধি ঃ আগৈলঝাড়ায় সংখ্যালঘু যুবক খুন হওয়ার পাঁচ দিন পর হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত রক্তমাখা গামছা ও চাপাতি উদ্ধার করেছে পুলিশ। সেই সঙ্গে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, উপজেলার নাগার গ্রামের নারায়ণ চন্দ্র বল্লভের একমাত্র পুত্র সুভাষ বল্লভ গত ১২ আগস্ট স্থানীয় তালেরবাজারে গিয়ে নিখোঁজ হয়। পরদিন পুলিশ পার্শ্ববর্তী তালতার মাঠ বেরিবাঁদ থেকে তার গলাকাটা লাশ উদ্ধার করে।

গত ১৩ আগস্ট এ বিষয়ে একটি মামলা হয়। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা এসআই আবদুল মান্নান জানান, হত্যা রহস্য উদঘাটিত হয়েছে। তবে তদন্তের স্বার্থে তা গোপন রাখা হয়েছে।

পুলিশ ভদ্রপাড়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে সন্দেহভাজন খুনি আঃ হালিম বেপারির বাড়ি থেকে হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত রক্তমাখা গামছা ও চাপাতি উদ্ধার করে। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হালিমের বড় ভাই সেলিম বেপারীকে আটক করেছে।

রোববার রাতে পুলিশ হালিম বেপারিকে ধরার জন্য উজিরপুর উপজেলার মশাং গ্রামে অভিযান চালায়। কিন্তু সে স্থান পরিবর্তন করায় তাকে ধরা যায়নি। গত ১২ আগস্ট হালিম বেপারী তিন-চারজন সহযোগী নিয়ে সুভাষ বল্লভকে খুন করে বলে প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জেনেছে।

প্রথম আলো, ২০ আগস্ট ২০০৩

(১৭৯৮)
আটপাড়া-কেন্দুয়ায় সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের মহড়া
সংখ্যালঘু এলাকায় মিষ্টি বিতরণ করে চলছে ‘ব্লকভোট’

ভ্রাম্যমান প্রতিনিধি, নেত্রকোনা থেকে ঃ নির্বাচনের ঠিক আগ মুহূর্তে গতকাল সন্ধ্যার পর থেকেই আটপাড়া-কেন্দুয়ার সংখ্যালঘু এলাকাগুলোতে সরকার দলীয় সন্ত্রাসীদের সশস্ত্র মহড়া চলছে। একই সঙ্গে চলছে ব্লক ভোটের আয়োজন। ইতিমধ্যে বৃহত্তর ময়মনসিংহ এলাকার সন্ত্রাসীরা জড়ো হয়েছে আটপাড়া-কেন্দুয়া এলাকায়। এ নিয়ে ভোটারদের মধ্য আতংক বিরাজ করছে।

গত মঙ্গলবার রাতে আটপাড়ার নারায়ণপুর গ্রামে ট্রলারে করে একদল সন্ত্রাসী প্রবেশ করে। তারা মগরা নদীর দু'পাড়ে সংখ্যালঘু এলাকাগুলোতে গিয়ে মিষ্টির প্যাকেট দিয়ে আসে এবং ভোটের দিনে কেন্দ্রে না যাওয়ার জন্য বলে আসে। এলাকাবাসী জানিয়েছে, গত সাধারণ নির্বাচনের পর এসব সন্ত্রাসী এলাকায় চাঁদাবাজি, নির্যাতন ও লুটপাট করেছিল।

একই ঘটনা ঘটেছে তেলিগাতী বাজার এলাকায়ও। সেখানেও হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়িতে বাড়িতে মিষ্টি দেয়া এবং হুমকি দেয়ার ঘটনা ঘটেছে। একই ঘটনা ঘটেছে লুমেশ্বরের ভর্তুষি গ্রামে। সেখানেও সংখ্যালঘুদের বাড়িতে বাড়িতে মিষ্টি বিতরণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, তারা যেন ভোট কেন্দ্রে না যায়। সেখানে জুয়েল নামে এক সন্ত্রাসীর নেতৃত্বে এসব ঘটনা ঘটছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

গতকাল গভীর রাতে সান্ধিকোনা, মরিচপুর, গওডোবা বিরানী বাট্টা, মসলিসপুর ও সাহিদপুরে একই ঘটনা ঘটছে বলে জানা গেছে। গতকাল রাতেও মোটরসাইকেল, টর্চ নিয়ে অন্ধকার এলাকাগুলোতে মহড়া দিয়ে আতংক সৃষ্টি করা হয়। গভীর রাত পর্যন্ত এ প্রক্রিয়া চলছে বলে জানা গেছে।

সংখ্যালঘুদের ভয়-ভীতি দেখানোর ব্যাপারে আওয়ামী লীগের আটপাড়া উপজেলার নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত সাংগঠনিক সম্পাদক সুলতান মোহাম্মদ মনসুর জানিয়েছেন, আমাদের কাছে প্রতিমুহূর্তে এমন হামলা ও হুমকি দেয়ার অভিযোগ আসছে। আমরা এ ব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসনকে অবহিত করলেও তারা কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না।

কেন্দুয়ায় খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সেখানে আরামবাগ, আশুজিয়া, নোয়াপাড়া, আমতলা, সাজিওজায় সরকার দলীয় ক্যাডারদের মহড়া দিতে দেখা গেছে। রাত পর্যন্ত এ মহড়া চলছে বলে স্থানীয় সূত্র জানিয়েছেন। সূত্রমতে এতে ভোটারদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে।

আজকের কাগজ, ২১ আগস্ট ২০০৩

(১৭৯৯)
দুমকীর কয়েকটি হিন্দু পরিবারকে ভিটাবাড়ি থেকে উচ্ছেদের পাঁয়তারা
প্রভাবশালীর দাপটে এলাকায় আতঙ্ক

পটুয়াখালী প্রতিনিধি ঃ পটুয়াখালীর দুমকীতে একটি প্রভাবশালী মহল ঐতিহাসিক রায় পুকুরটি দখল করে নিয়েছে। তারা পুকুরপাড়ে বসবাসকারী ৩/৪টি সংখ্যালঘু পরিবারকে উচ্ছেদের পাঁয়তারা চালাচ্ছে।

দুমকী উপজেলার মুরাদিয়া ইউনিয়নের পশ্চিম চরগরবদী গ্রামে এ ঐতিহাসিক রায় পুকুরের অবস্থান। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের রেকর্ডকৃত সম্পত্তিতে পুকুরটি ব্রিটিশ আমলে খনন করা হয়। জমির প্রকৃত মালিকদের মধ্যে নগেন রায়, জিতেন রায় বর্তমানে ভারতে অবস্থান করছেন। তাদের ওয়ারিশরা এবং দ্বিজেন্দ্র চন্দ্র রায় নিজ ভিটায় বসবাস করছেন।

এদিকে স্থানীয় একটি প্রভাবশালী চক্র নগেন, জিতেন রায়ের অনুপস্থিতির সুযোগে তাদের জমিজমাগুলো কৌশলে অর্পিত সম্পত্তির তালিকাভুক্ত করে বন্দোবস্ত এনে দখল করে নেয়। পুকুরের মাছ লুট, লাখ লাখ টাকার গাছপালা কেটে নিয়ে তারা দখল বহাল রেখেছে। অর্পিত সম্পত্তির খাস পুকুরটি এলাকার সাধারণ মানুষ দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার করে আসলেও দখলদারদের বাধার কারণে এখন কেউই তা ব্যবহার করতে পারছে না। এদিকে প্রায় দুযুগ ধরে দুতিনটি ছিন্নমূল পরিবার পুকুরের পাড়ে বসবাস করে আসলেও তাদের উচ্ছেদের পাঁয়তারা চলছে।

এছাড়া রায় বাড়ি থেকে নায়েবের পাড় পর্যন্ত ৪৬ শতাংশ জমিতে প্রশস্ত রাস্তাটিও ঐ অবৈধ দখলদারদের দখলে চলে গেছে। মাটি ভরাট করে বাড়ি বর্ধিত বানিয়ে এবং গাছপালা রোপণ করে বনায়নের মাধ্যমে তা ভোগ দখল করছে। কোনো রকম বৈধতা ছাড়াই জনবল ও প্রভাব খাটিয়ে সুবিধাবাদী চক্রটি গায়ের জোড়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের রেকর্ডকৃত সম্পত্তি ভোগ দখল করছে বলে এলাকাবাসী জানায়।

প্রভাবশালী চক্রের অপকর্মের প্রতিবাদ করতে কেউ সাহস পাচ্ছে না। কেউ প্রতিবাদ করলে যদি নারী নির্যাতনসহ বিভিন্ন মিথ্যে মামলায় জড়িয়ে হয়রানি করা হয় এ ভয়ে সবাই আতঙ্কিত রয়েছে।

পুকুরপাড়ে বসবাসরত বালু শীল, অমল শীল, অতুল শীল এ প্রতিবেদককে জানায়, মুক্তিযোদ্ধা নেতা হওয়ার সুবাদে সব সরকারের আমলেই প্রভাব খাটিয়ে সে এই অবৈধ দখলদারিত্ব চালিয়ে আসছে। থানা পুলিশ, উপজেলা প্রশাসন তার পক্ষেই কাজ করে। আর এ কারণেই ঝামেলা এড়াতে প্রকৃত মালিক ও ওয়ারিশরা ঐ প্রভাবশালীদের বিরুদ্ধে টুশব্দটি করতে সাহস পাচ্ছে না।

ভোরের কাগজ, ২১ আগস্ট ২০০৩

(১৮০০)
বাঁশখালীতে আশ্রমে সন্ত্রাসী হামলা, পুরোহিতকে পিটিয়ে ১৫ হাজার টাকা লুট

চট্টগ্রাম অফিস ঃ বাঁশখালী জলদীতে সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়ে একটি আশ্রমের পুরোহিতকে গুরুতর আহত করেছে এবং ১৫ হাজার টাকা ছিনিয়ে নিয়েছে। গতকাল বুধবার দুপুরে এই ঘটনা ঘটে।

আমাদের বাঁশখালীর সংবাদদাতা উজ্জ্বল বিশ্বাস জানান, গতকাল দুপুর সোয়া ১টায় চার-পাঁচজনের একটি সশস্ত্র সন্ত্রাসী দল জলদী মাধবানন্দ আশ্রমে ঢুকে এলোপাতাড়ি ভাঙচুর করতে থাকে। তারা আশ্রমের পুরোহিত নকুলেশ্বরানন্দ ব্রজবাসী (৫৮) বেদম মারধর করে। এতে তার হাত ও পায়ের হাড় ভেঙে যায়। সন্ত্রাসীরা দক্ষিণার বাক্স ভেঙে ৩ হাজার এবং পুরোহিতকে মেরে ফেলার ভয় দেখিয়ে ১২ হাজার টাকা, মোট ১৫ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয়।

জন্মাষ্টমীর দিনে সারারাত সংকীর্তন অনুষ্ঠান করার অপরাধে তারা এই কাণ্ড ঘটিয়েছে বলে যাওয়ার সময় শাসিয়ে যায়। আহত পুরোহিতকে বাঁশখালী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। এ ব্যাপারে মামলা করার প্রস্তুতি চলছে।

ভোরের কাগজ, ২১ আগস্ট ২০০৩

(১৮০১)
বাগেরহাটে আট সংখ্যালঘু বাড়িতে ডাকাতি মা-মেয়েসহ ৩ মহিলার শ্লীলতাহানি, আহত ১৬

খুলনা থেকে নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট উপজেলায় দু'টি গ্রামের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ৮ বাড়িতে গণডাকাতি ও মা-মেয়েসহ তিন মহিলার শ্লীলতাহানির ঘটনায় ওই এলাকায় চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে। নিরাপত্তার জন্য অনেক মহিলাকে অন্যত্র সরিয়ে নেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

সোমবার গভীর রাতে ডাকাতরা ধারাবাহিকভাবে ফকিরহাট উপজেলার পিলজং গ্রামের তপনদে, নিরঞ্জন দে, বিষ্ণুপদ দে, মনোরঞ্জন দে, নিমাই দে এবং শ্যামবাগাত গ্রামের অশোক গড়গড়ী, অসীম গড়গড়ী ও সুশান্ত গড়গড়ীর বাড়ির দরজা কুড়াল দিয়ে ভেঙে ঘরে ঢুকে লোকজনদের মারপিট করে।

৮ বাড়িতে গণডাকাতির সময় গুলিবর্ষণ, মারপিট, মহিলাদের শ্লীলতাহানির ঘটনায় কমপক্ষে ১৬ জন আহত হয়েছে। সশস্ত্র মুখোশধারী ডাকাতরা স্বর্ণালঙ্কার, নগদ টাকা, কাপড়-চোপড়সহ প্রায় লাখ টাকার মালামাল নিয়ে গেছে।

পিলজং গ্রামের ৫টি বাড়ি হতে স্বর্ণের চেইন, কানের দুল, আংটি, নগদ টাকাসহ ৫০ হাজার টাকার মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। ডাকাতদের গুলিতে আহত হয় নির্মলদে'র ছেলে চজান দে ও অসীম দে। শ্যামবাগাত গ্রাম থেকে সশস্ত্র ডাকাতদল কানের দুল, সোনার আংটি, সোনার চেইন কাপড়-চোপড়সহ ৫০ হাজার টাকার মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। ডাকাতরা ডাকাতিশেষে বেরিয়ে যাওয়ার সময় বাগেরহাট সদর থানার পাইকপাড়া গ্রামের আবু সাইদকে (৩৫) মারপিট করে আহত করে। আহত ৩ জনকে গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

স্থানীয় চৌকিদার সাহেব আলী মোড়ল বাদি হয়ে ফকিরহাট থানায় মামলা দায়ের করেছেন। থানা পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। চরম নিরাপত্তাহীনতা ও শ্লীলতাহানির ঘটনায় তরুণীসহ মহিলাদের অন্যত্র সরিয়ে নেয়া হয়েছে। এলাকায় চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে।

সংবাদ, ২১ আগস্ট ২০০৩

(১৮০২)
সিরাজগঞ্জের দুই সংখ্যালঘু পরিবার পালিয়ে বেড়াচ্ছে জমি দখলের পর জীবননাশের হুমকি

কাগজ প্রতিবেদক ঃ জায়গা দখলের পর সন্ত্রাসীদের হুমকির কারণে সিরাজগঞ্জের দুই সংখ্যালঘু পরিবার এখন প্রায় ঘরছাড়া। গৃহশিক্ষক বিমল কুমার সরকার এবং তার ভাই অমল কুমার সরকার নিরাপত্তার প্রয়োজনে পরিবারের প্রত্যেক সদস্যকে অন্যত্র সরিয়ে রেখেছেন। পুলিশকে বলেও তারা কোনো উপকার পান না বলে ঢাকায় আত্মগোপন করে থাকা ঐ দুই পরিবারের এক সদস্য অভিযোগ করেছেন।

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া থানার নন্দীগাতি গ্রামের বিমল কুমার সরকার এবং অমল কুমার সরকার পরস্পরের ভাই। তাদের বয়স ৮০ থেকে ৮৫ বছরের মধ্যে। বয়সের কারণে এখন প্রায়ই অসুস্থ থাকেন। তারা দুজনই পেশায় শিক্ষক। বিমলের ৬ মেয়ে ১ ছেলে এবং অমলের শুধু ৩ মেয়ে। পৈত্রিক সম্পত্তিতে এই দুই ভাই পাশাপাশি পরিবার নিয়ে থাকেন। কিন্তু বর্তমানে বৃদ্ধ দুই ভাই প্রায় একাকী জীবনযাপন করছেন। সন্তানদের তিনি নিরাপত্তার প্রয়োজনে অন্যত্র সরিয়ে রেখেছেন। সন্ত্রাসীরা তাদের দুইজনকেও ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য প্রতিনিয়িত হুমকি দিচ্ছে। ঢাকায় আত্মগোপন করে থাকা ঐ দুই পরিবারের এক সদস্য বলেন, তাদের বাড়ি সংলগ্ন ৩৭ শতাংশ জমি স্থানীয় এক ব্যক্তি সম্প্রতি দখল করে নেয়। সংখ্যালঘু পরিবার দেখে ঐ ব্যক্তি জেল থেকে বের হয়ে গত ৩১ জুলাই এই দখল কাজটি করে এবং তার কাছে বাকি জায়গা বিক্রি করে দিতে বলে অথবা ঘর ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার জন্য হুমকি দেয়। এ অবস্থায় থানা পুলিশও তাদের সাহায্য করছে না বলে অভিযোগ করা হয়।

এ অবস্থায় প্রত্যেক সংখ্যালঘু এই দুই পরিবারের সদস্যের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে।

ভোরের কাগজ, ২২ আগস্ট ২০০৩

(১৮০৩)
মেয়ে লাঞ্ছিত হওয়ার বিচার চাওয়ায় বানারীপাড়ায় এক পিতার রহস্যজনক মৃত্যু, থানায় মামলা নিহতের স্ত্রীর দাবি তাকে হত্যা করা হয়েছে

বানারীপাড়া প্রতিনিধি ঃ বরিশালের বানারীপাড়ায় সুরেন রায় নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। গত বুধবার সকালে তার ঝুলন্ত লাশ পাওয়া গেলেও ধারণা করা হচ্ছে তাকে হত্যা করা হয়েছে অথবা আত্মহত্যায় প্ররোচিত করা হয়েছে। নিহতের স্ত্রী এ ব্যাপারে স্থানীয় চেয়ারম্যানসহ ৭ জনকে আসামী করে হত্যা মামলা দায়ের করেছেন। মেয়ে প্রতারিত হওয়ায় বিচার চাইতে গিয়ে এ ঘটনার শিকার হয়েছেন নিহত সুরেন।

জানা গেছে, নিহত সুরেন রায়ের কন্যাকে (২০) মৃত ছত্তার তালুকদারের লম্পট ছেলে রফিক প্রেম নিবেদন করে। উভয়েই বানারীপাড়ার বিশারকবান্দি ইউনিয়নের কদমবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা। ধর্মগত অসম সম্পর্কের কারণে মেয়েটি এ প্রস্তাবে প্রথমে সাড়া না দিলেও পরে রফিকের প্রলোভনের ফাঁদে পা ফেলতে বাধ্য হয়। রফিক তার সর্বস্ব হরণ করে এবং নিয়মিত

মেলামেশার ফলে মেয়েটি অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। তখন প্রতিশ্রুতিমত রফিককে বিয়ের জন্য চাপ দিলে লম্পট রফিক টালবাহানা শুরু করায় তরুণী তার পরিবারের কাছে পরিস্থিতি খুলে বলতে বাধ্য হয়। ঘটনা জানতে পেরে সুরেন তার মেয়ের পরিণতি জানিয়ে স্থানীয় চেয়ারম্যান ও সর্বহারা নেতা এডওয়ার্ড বিশ্বাস নান্নুর কাছে প্রতিকার প্রার্থনা করে। কিন্তু এর আগেই রফিকের কাছ থেকে ২০ হাজার টাকা ঘুস খেয়ে চেয়ারম্যান নান্নু ঘটনাটি চেপে যাওয়ার জন্য সুরেনকে চাপ দেয় এবং ১ হাজার টাকা ধরিয়ে দিয়ে মেয়ের গর্ভপাত করাতে বলে। এতে সুরেন রাজি না হলে তাকে হুমকি দেওয়া হয়। এ ঘটনার পর দিন গত মঙ্গলবার স্থানীয় থানার এসআই ইদ্রিস আলী পরিস্থিতি অবহিত হয়ে ঘটনাস্থলে যান। কিন্তু রহস্যজনক কারণে কোনও ব্যবস্থা নেননি তিনি।

এদিকে পুলিশ আসার কারণেই স্থানীয় চেয়ারম্যানের সকল ক্রোধ গিয়ে পড়ে সুরেনের ওপর। ক্ষিপ্ত চেয়ারম্যান চৌকিদার বাবুলালকে দিয়ে ধরে নিয়ে গিয়ে সুরেনকে বেধড়ক মারধোর করে এবং তাঁকে প্রাণনাশের হুমকি দেয়। পরে রাতে আবারও তার বাড়িতে লোক পাঠিয়ে তার খোঁজ করা হয়। সে রাতে সুরেন বাড়ি ফেরেনি। পরদিন গত বুধবার সকালে বাড়ির অনতিদূরে একটি আমগাছে সুরেনের ঝুলন্ত লাশ দেখতে পায়। নিহতের পরিবার দাবি করেছে সুরেনকে চেয়ারম্যানের লোকেরা হত্যা করে লাশ ঝুলিয়ে দিয়েছে।

এ ব্যাপারে চেয়ারম্যান এডওয়ার্ড বিশ্বাস নান্নু ও তার ৬ সহযোগীর বিরুদ্ধে হত্যা মামলা দায়ের করেছেন নিহত সুরেনের স্ত্রী। চেয়ারম্যান নান্নু থানার কালো তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসী এবং সর্বহারার স্থানীয় অন্যতম নেতা বলে অভিযোগ রয়েছে। প্রতারক রফিক ও চেয়ারম্যানের অব্যাহত হুমকিতে নির্যাতিত পরিবারটি মারাত্মক শঙ্কিত।

আজকের কাগজ, ২২ আগস্ট ২০০৩

(১৮০৪)
শৈলকুপার গ্রামে মন্দিরের সাড়ে ৪ একর খাস জমি রেকর্ড করে নেয়ার পাঁয়তারা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝিনাইদহ ঃ শৈলকুপা উপজেলার বোয়ালিয়া গ্রামের একটি মন্দিরের জায়গাজমি দখলবাজ চক্র দখল করে নেয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। স্থানীয় ভূমি অফিসের কতিপয় অসাধু কর্মকর্তার যোগসাজশে ঐ চক্র প্রায় সাড়ে ৪ একর সরকারী খাস জমি রেকর্ড করে নেয়ার পাঁয়তারা করছে।

শৈলকুপা উপাজেলার দুধসর ইউনিয়নের হিন্দু বসতি ছোট্ট একটি গ্রাম বোয়ালিয়া। গ্রামটিতে ৫০ ঘর হিন্দু পরিবার দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করে আসছে। গ্রামের স্থানীয় 'ভাগাড়'-এ প্রায় সাড়ে ৪ একর সরকারী খাস জমি রয়েছে। এই খাস জমির কিছু অংশ জলাশয়, কিছু অংশ অনাবাদী পড়ে থাকে এবং এর এক পাশে রয়েছে দীর্ঘদিনের পুরনো দুর্গা মন্দির, কালী মন্দির ও হরি মন্দির। বোয়ালিয়াবাসী তাদের পূর্বপুরুষের আমল থেকে ওই সরকারী 'ভাগাড়ে'র জমি গরু-ছাগলের চারণভূমি হিসাবে ব্যবহার করে আসছে। তারা জলাশয়ে পাট পচানোর কাজ করে এবং ওই জমির ওপর অবস্থিত মন্দিরগুলোতে তারা তাদের পূজার অনুষ্ঠানাদি করে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। গ্রামের সামনেই ঐ জমির অবস্থান। গ্রামবাসীদের চলাচলের রাস্তা হিসাবে ওই জমিই ব্যবহার করতে হয়। বোয়ালিয়াবাসীর অভিযোগ, পার্শ্ববর্তী মনোহরপুর গ্রামের আমিনুল ইসলাম ১৯৬৮ সালে সরকারী ওই সাড়ে ৪ একর খাস জমি মাত্র ১৬৮০ টাকায় সরকারের কাছ থেকে ১০ বছরের জন্য লিজ নেন। এর পর দীর্ঘদিন পার হয়ে গেলেও তিনি ওই জমি দখল নিতে পারেননি। বর্তমানে তিনি ওই লিজের কাগজপত্রের বদৌলতে স্থানীয় জমি দখলবাজ চক্রের সহায়তায় এবং ভুমি অফিসের কতিপয় অসাধু কর্মকর্তার যোগসাজশে ওই জমি দখলসহ রেকর্ড করে নেয়ার পাঁয়তারা করছেন। বোয়ালিয়া গ্রামের বাসিন্দা ইন্দ্রজিৎ লস্কর জানান বেআইনীভাবে জমি দখলবাজ চক্র সরকারী এই খাস জমি দখল করে নেয়ার চেষ্টা করছে। এই জমি কোন ব্যক্তির দখলে চলে গেলে আমাদের গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়া ছাড়া কোন উপায় থাকবে না। কথা হয় ৮৫ বছর বয়স্ক নিরাপদ সরকারের সঙ্গে তিনি জানান, ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি ওই জমির ওপর অবস্থিত মন্দিরগুলোতে আমার বাবা-কাকারা পূজা উৎসব করে আসছেন। বংশপরম্পর আমরাও ওই মন্দিরগুলোতে পূজা করছি। এই জমি কোন ব্যক্তিমালিকানায় চলে গেলে পূজা করার কোন জায়গা থাকবে না। গ্রামের সন্তোষ কুমার জানায়, একটি প্রভাবশালী মহল এই গ্রাম থেকে আমাদের উচ্ছেদ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। শত বছরের পুরনো হিন্দু সম্প্রদায়ের উপাসনালয় মন্দিরের জায়গা তারা দখল করে নিতে চায়। এই জমি বেদখল হলে আমাদের গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হবে। শৈলকুপার বোয়ালিয়া গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ের ৩ শতাধিক ব্যক্তি জমি দখলবাজ চক্রের হাত থেকে তাদের মন্দিরসহ সরকারী খাস জমি রক্ষার জন্য প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৩ আগস্ট ২০০৩

(১৮০৫)
জালালপুরের নিহত অনিলের মা-বোনের সংবাদ সম্মেলন
জাল দলিল করে ১৮ বিঘা জমি আত্মসাৎ করার জন্য হত্যাকাণ্ড

পীযূষ কান্তি আচার্য, পূর্বাঞ্চল প্রতিনিধি ঃ ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলার নিন্দারাবাদের পার্শ্ববর্তী গ্রাম জালালপুরের সংখ্যালঘুদের আতঙ্ক এখনো কাটেনি।

১৮ বিঘা জমি আত্মসাতের জন্য একদল ভূমিখেকো নৃশংভাবে হত্যা করেছে ঐ গ্রামের গ্রাম্য পশু চিকিৎসক অকৃতদার অনিল সরকারকে।

সম্প্রতি অনিল সরকারের মা মনোমোহিনী সরকার ও বোন হিরণ বালা সরকার ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রেসক্লাবে এসে সংবাদ সম্মেলন করে এ হত্যাকাণ্ডের কারণ ও নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা করে গেছেন। মনোমোহিনী সরকার সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য বলেন, অনিলকে হত্যা করার পর ব্রাহ্মণবাড়িয়া সাবরেজিস্ট্রি অফিসে যোগাযোগ করে জানতে পারি গত ২ মার্চ আসামি আবদুল হক ওরফে আবু মিয়া ও তার দুই ছেলের নামে অনিল সরকারের নামের ১৮ বিঘা জমির জাল দলিল করা হয়েছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার স্ট্যাম ভেণ্ডার সফিকুল ইসলামের কাছ থেকে উলচাপাড়ার জনৈক খায়ের মিয়ার নামে স্ট্যাম্প ক্রয় করে এ জাল দলিল করে। একটি দলিলের নম্বর ১৬১৮। সম্পাদনকারী আবদুল হক ওরফে আবু মিয়া। অপর দলিলটির নম্বর হচ্ছে ১৫৯৫। সম্পাদনকারী শাহ আলম ওরফে খোকন মিয়া ও শাহজাহান ওরফে শুচন মিয়া।

মনোমোহিনী সরকার বেদনাপ্লুত কণ্ঠে সাংবাদিকদের জানান, 'আমার ছেলে ও আমাকে মেরে উক্ত দলিল ওরা পরে প্রকাশ করতো বলে আমার ধারণা।' তিনি আরো অভিযোগ করেন, অনিলের হত্যাকারী এজাহারভুক্ত দুজন আসামি প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করছে না। উপরন্তু মামলা তুলে নেওয়ার জন্য হুমকি দিচ্ছে। নইলে আমাকে হত্যা করে সকল সম্পত্তি দখল করে নেবে বলে ভয়ভীতি দেখাচ্ছে।

তিনি অভিযোগ করেন, অনিল খুন হওয়ার পর গত ২৯ জুলাই ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পুলিশ সুপার আবুল কালাম আজাদ জালালপুর গ্রামে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে তিনি

যাননি। ফলে হত্যাকারী ও তার দোসররা মনে করছে মামলায় আর কিছুই হবে না। এখন আমি আশঙ্কা করছি, আমাকে যেকোনো মুহূর্তে ওরা খুন করতে পারে।

সংবাদ সম্মেলনে আরো একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া গেছে। সম্মেলনে উপস্থিত ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান সারোয়ার রহমান ভূঁইয়া জানান, আসামি আবদুল হকের বোন জামাই মানিক মিয়া তার শিশুকন্যা মিনারাকে একটি ঝোপে নিয়ে গিয়ে হত্যা করতে চেয়েছিল। কিন্তু কৌশলে মিনারা পালিয়ে যায় শিয়ালউড়িতে। চেয়ারম্যানের ধারণা মিনারাকে হত্যা করে অনিল হত্যা মামলাটি ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে আসামি পক্ষ।

সংবাদ সম্মেলনে অনিলের বোন হিরণবালা সরকার অভিযোগ করেন, সদর থানা পুলিশ হত্যা মামলাটি শিথিলভাবে তদন্ত করছে। তিনি পুলিশকে আরো কার্যকর হওয়ার দাবি জানিয়েছেন। তিনি আসামি খোকন ও দুধনের গ্রেপ্তারেরও দাবি জানিয়েছেন।

বৃদ্ধা মাতা মনোমোহিনী সরকার বলেন, আমি আমার পুত্র হত্যার বিচার চাই। সব আসামির ফাঁসি চাই।

ভোরের কাগজ, ২৩ আগস্ট ২০০৩

(১৮০৬)
খুলনায় যৌথ অভিযান ॥ নিরীহ মানুষের ওপর নির্মম নির্যাতনের বিচার দাবি

স্টাফ রিপোর্টার, খুলনা অফিস ঃ সদ্য সমাপ্ত যৌথ অভিযানে যৌথবাহিনীর হাতে নির্যাতিত খুলনার দেলুটি ও সুরখালি ইউনিয়নবাসীর পক্ষ থেকে শুক্রবার খুলনা প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে দেলুটি ইউনিয়ন ক্যাম্পের দায়িত্ব পালনকারী ক্যাপ্টেন লুৎফুল করিম ও তার সহযোগীদের বর্বর ও মধ্যযুগীয় কায়দায় নির্মম নির্যাতনের বিবরণ তুলে ধরে বিচার দাবি করা হয়। একই সঙ্গে যৌথ বাহিনীর নির্যাতনে পঙ্গুত্ব বরণকারীদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের দাবি করা হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত দাবি পাঠ করেন যৌথবাহিনীর হাতে নির্যাতিত সঞ্চয় কবিরাজ। এসময়ে কালিপদ মণ্ডল, দীপক মণ্ডল অচিন্ত সরকার, নাছির উদ্দিন মুন্সী, সুব্রত রায়, অশোক রায়, নূর আলী গাজী, অনাদি বিশ্বাসসহ নির্যাতিত আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। সাংবাদিক সম্মেলনে বলা হয় যৌথ বাহিনীর অপারেশন স্পাইডার ওয়েভ শুরু হলে এলাকাবাসী ভেবেছিল বহিরাগত সন্ত্রাসীদের দৌরাত্ম্য বন্ধ হবে। কিন্তু দেখা গেল অভিযানের শুরু থেকেই যৌথবাহিনীর দায়িত্ব প্রাপ্ত ক্যাপ্টেন লুৎফুল করীম গ্রামের নির্দোষ লোকদের ক্যাম্পে ধরে এনে নির্মম নির্যাতন চালাতে থাকে। হাত-পা বেঁধে বাঁশকল দিয়ে নির্বিচারে অত্যাচার চালানো হয়। তার নৃশংস ও নির্দয় অত্যাচার থেকে সাংবাদিক, উন্নয়নকর্মী, জেলে, ক্ষেতমজুর, রাজনৈতিক কর্মী এমনকি মহিলারা পর্যন্ত রক্ষা পায়নি। শুধু রেহাই পেয়েছে অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা। স্থানীয় সিপিবি নেতা শিশির সর্দার খুলনা জেলখানায় আহত অবস্থায় বন্দী। তাকে চরম নির্যাতন করে ৩টি খুনের মামলা এবং একটি খুন করে লাশ গুমের মিথ্যা মামলার আসামি করা হয়েছে। যৌথবাহিনীর ইলিশ মাছ লুটের সংবাদ পরিবেশন করার অপরাধে খুলনা থেকে প্রকাশিত দৈনিক প্রবর্তন পত্রিকার সাংবাদিক হীরামন মণ্ডলকে আটক করে মধ্যযুগীয় বর্বারতায় শারীরিক অত্যাচারে পঙ্গু করে সাজানো দ্রুত বিচার আইনের একটি মামলায় চালান দেয়া হয়েছে। নিজেরা করি সংস্থার চার কর্মকর্তাকে আলোচনার নামে ডেকে এনে নির্মম শারীরিক নির্যাতন চালানো হয়েছে। ক্যাপ্টেন ও তার সহযোগীদের নির্যাতনের শিকার অনেকে এখনও অসুস্থ। কাজকর্ম করতে না পারায় তাদের পরিবার অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে। এদের কয়েক জন হচ্ছে নেয়াই গ্রামের শাহাবুদ্দিন, আমজাদ গাজী ও নুরুল ইসলাম, দারুণ মল্লিক গ্রামের অনিল সরকার, অচিন্ত্য সরকার, বাবু রায়, সঞ্জয় কবিরাজ, সুভাষ সরদার ও জালালউদ্দিন গ্রামের বিগরদান গ্রামের অনাদি বিশ্বাস। গোপী পাগলা গ্রামের সবিতা সরদারকে গ্রেফতার করে যৌথ বাহিনীর ক্যাম্পে নিয়ে আটক রেখে মানসিক অত্যাচার চালানো হয়। একই গ্রামের পূরণ চন্দ্র ও অশোতক সরদার অত্যাচারের শিকার হয়েছে। তেলিখালী গ্রামের দিলিপ গোলদার ও তার বৃদ্ধ পিতা ত্রিনাথ গোলদার, দুর্গাপুরের শিশির সরদার ছাড়াও অসংখ্য নারী পুরুষ যৌথবাহিনীর নির্যাতন ও হয়রানির শিকার হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে দোষীদের বিচার ও আহতদের ক্ষতিপূরণ দানের দাবি জানানো হয়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৩ আগস্ট ২০০৩

(১৮০৭)
কালীগঞ্জে ৪ সংখ্যালঘু বাড়িতে হামলার ঘটনায় ১৮ জনের নামে চার্জশিট

সাতক্ষীরা থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাতক্ষীরার কালীগঞ্জের বিশ্বনাথপুরে সংখ্যালঘু ৪ ভাইয়ের বাড়িতে মধ্যযুগীয় কায়দায় হামলা করে বাড়িঘরে, মন্দির নিশ্চিহ্ন করে রাতারাতি খেলার মাঠ তৈরি করার ও মহিলাদের শ্লীলতাহানির চাঞ্চল্যকর ঘটনায় পুলিশ ১৮ জনকে অভিযুক্ত করে চার্জশিট দাখিল করেছে। ঘটনার মুল অভিযুক্তকে বাদ দিয়ে দুর্বল ধারায় এ চার্জশিট দাখিল করায় এলাকার সংখ্যালঘুদের মধ্যে চরম ক্ষোভ ও আতঙ্ক বিরাজ করছে।

চার্জশিটভুক্ত আসামিরা হচ্ছে কওছার মোল্লা, আবিয়ার গাজী, নুরুজ্জামান, সোহরাব কারিগর, আলম কারিগর, বাবলু কারিগর, হাবিবুর রহমান হাবি, মওলা বক্স গাজী, মহব্বত গাজী, সমসের গাজী (মেম্বার), রমজান, নূর ইসলাম, মমতেজ, মোবারক, আতিয়ার রহমান, আবু বক্কার, খাজর আলী ও সাজেদ। এদের মধ্যে প্রথম ৬ জন এফআইআরভুক্ত আসামি। চার্জশিটের প্রথম ৮ জন জামিনে থাকলেও অন্যরা পলাতক রয়েছে।

মামলার নথি থেকে জানা যায়, কালীগঞ্জ উপজেলার তারালি ইউপির বিশ্বনাথপুর গ্রামের সুরেন্দ্রনাথ সরকার, নরেন্দ্রনাথ সরকার, ধীরেন্দ্রনাথ সরকার ও রবীন্দ্রনাথ সরকারের বসতভিটায় গত ৬ই জুলাই রাতে কওছার মোল্লার নেতৃত্বে ৪০/৫৫ জনের একদল সন্ত্রাসী নারকীয় হামলা চালায়। হামলাকারীরা ঘরবাড়ি, মন্দির নিশ্চিহ্ন করা ছাড়াও সংখ্যালঘু গৃহবধূদের ওপর পাশবিক নির্যাতন চালায়। গুরুতর জখম পুরুষ ও মহিলাদের কালীগঞ্জ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

এ ঘটনায় ধীরেন্দ্রনাথ সরকার বাদি হয়ে থানায় মামলা করলেও পুলিশ ধর্ষণের মামলা নেয়নি। হামলাকারী প্রভাবশালী মহলটি ঘটনাটি অন্য খাতে প্রবাহের চেষ্টা করে। এ নিয়ে স্থানীয় ও আঞ্চলিক পত্রিকায় ব্যাপক লেখালেখি হয়। তোলপাড় শুরু হয় সর্বমহলে। ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির শাহরিয়ার কবিরসহ বিভিন্ন নেতা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে নির্যাতিতদের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নেন।

এদিকে, পুলিশ একমাস ১৩ দিন তদন্ত শেষে ১৮ই আগস্ট সাতক্ষীরা আদালতে ওই আসামিদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করেন। অভিযোগ উঠেছে, পুলিশ মামলার মূল অভিযুক্তকে বাদ দিয়ে দুর্বল ধারায় চার্জশিট দিয়েছে। এতে এলাকায় ক্ষোভ ও আতঙ্ক বিরাজ করছে। চার্জশিটভুক্ত কয়েকজন জামাত ক্যাডার রয়েছে বলে সূত্র জানায়।

সংবাদ, ২৪ আগস্ট ২০০৩

(১৮০৮)
শ্রীরামকাঠিতে সন্ত্রাসী লোকমানকে পিটিয়ে হত্যা আরও একটি মামলা ॥ হুমকির কারণে সংখ্যালঘুরা বাড়ি ফিরতে পারছে না

নাজিরপুর (পিরোজপুর) থেকে সংবাদদাতা ঃ নাজিরপুর উপজেলার শ্রীরামকাঠী ইউনিয়নের শৈলতলা গ্রামের ১৮ মামলার আসামি সন্ত্রাসী লোকমান ফকির (৩২) জনতার হাতে নিহত হওয়ায় শ্রীরামকাঠী ইউপি চেয়ারম্যান মোতাহার হোসেন মোল্লাসহ ৩০ জনকে আসামি করে পিরোজপুর জেলা জজ আদালতে আরও একটি মামলা দায়ের হয়েছে। নিহতের চাচা পিরোজপুর শহরের ডুমরিতলা নিবাসী পুরোয়ার হোসেন ফকির বাদী হয়ে গত বুধবার একটি মামলা দায়ের করে।

এদিকে ১৭ই আগস্ট পিরোজপুর জেলা প্রশাসন ও পুলিশ সুপার ঘটনাস্থল পৈলতলা গ্রামে সাতশতাধিক নারী-পুরুষ নিয়ে আইন-শৃঙ্খলা বৈঠক করে হিন্দু অধ্যুষিত নৈলতলা পাজরাপাড়া, খেজুরতলা, চৌগাছা, চরখোলা পুরুষশূন্য ৫টি গ্রামের পুরুষদের বাড়িতে ফিরে আসার আহ্বান জানান। গত বুধবার থেকে কিছু কিছু লোক বাড়িতে ফিরতে শুরু করলেও একটি সংঘবদ্ধ সন্ত্রাসী চক্র এলাকায় গিয়ে সংখ্যালঘুদের হুমকি দিচ্ছে।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের একদিকে মামলা, অন্যদিকে সন্ত্রাসীদের সাম্প্রদায়িক হুমকির মুখে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। সংখ্যালঘুদের ভিটে ছাড়া করার হুমকি এবং ইউপি চেয়ারম্যান মোতাহার হোসেন মোল্লাকে মামলার ১ নম্বর আসামি করায় শ্রীরামকাঠী ইউনিয়নের জনসাধারণের মধ্যে চাঁপা উত্তেজনা বিরাজ করছে।

এ ব্যাপারে ইউপি চেয়ারম্যান জানান, সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আ. মালেক বেপারি ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করতে চাইছে। সন্ত্রাসী লোকমান ফকির গত ৫/৬ বছর ধরে তার আশ্রয়-প্রশ্রয়ে এলাকায় সন্ত্রাস চালিয়ে আসছে। সন্ত্রাসী লোকমান ফকির ও তার পরিবারকে ব্যবহার করে সংখ্যালঘুদের দেশ ত্যাগে বাধ্য করে হিন্দুদের জমিজমা, বাড়ি-বাগান কব্জা, করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। সে কারণে গত ইউপি নির্বাচনে সংখ্যালঘুরা ভোটের মাধ্যমে কথিত সন্ত্রাসী গডফাদারকে প্রত্যাখ্যান করে। সে একটার পর একটা ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলায় সংখ্যালঘুদের ফাঁসাতে চাইছে। উল্লেখ্য, সন্ত্রাসী লোকমান ফকির ১৩ই আগস্ট জনতার হাতে নিহত হওয়ার পর ১৫ই আগস্ট গ্রামের চৌকিদার ধীরেন্দ্রনাথ শীল বাদি হয়ে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত সহস্রাধিক অজ্ঞাতপরিচয় নারী-পুরুষকে আসামি করে নাজিরপুর থানায় একটি খুনের মামলা রুজু করে।

সংবাদ, ২৪ আগস্ট ২০০৩

(১৮০৯)
৬৫ জন নারী নির্যাতনের শিকার
জুলাই মাসে ৪২টি সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে

দেশের সকল জাতিসত্ত্বার সমান অধিকারের কথা সংবিধানে উল্লেখ থাকলেও প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও সংখ্যালঘুরা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। কেবলমাত্র গত জুলাই মাসেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর ৪২টি নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। এ সময়ে ধর্ষণসহ নানাভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন আরো ৬৫ জন নারী। হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ কর্তৃক গতকাল প্রকাশিত এক প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য জানা গেছে। এসব ঘটনার জন্য সরকার দলীয় কর্মী ক্যাডারদের দায়ী করেছে ঐক্য পরিষদ। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন ও নিপীড়নের যে সব তথ্য পাওয়া গেছে তার মধ্যে রয়েছে খুন, ধর্ষণ, হামলা, নির্যাতন, বাড়ি দখল ও আদিবাসী পরিবার উচ্ছেদ ইত্যাদি।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, গত ১ জুলাই ব্রাহ্মণবাড়িয়া ছাত্রদলের এক নেতা ও তার সহযোগিরা সংখ্যালঘু মিনু রাণী দাসকে গণধর্ষণ করে। খোদ ঢাকা মহানগরীতে সন্ত্রাসীরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে কলেজ ছাত্র পার্থ সরকারকে খুন করেছে। রাজশাহী মহানগরে সন্ত্রাসীরা কয়েকদাড়া খ্রিস্টান পাড়ায় আদিবাসী স্কুলছাত্র জোনাশ হেমব্রমকে (১৮) হত্যা করে। রাজশাহীর নবাইবটতলা গ্রামে সন্ত্রাসীরা পার্থে নিউজ ঢুডে (৩০) নামে এক আদিবাসীকে হত্যা করে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ছাত্রদলের এক নেতা ও তার সহযোগিরা ধর্মীয় সংখ্যালঘু মিনু রাণী দাসকে গণধর্ষণ করে।

নীলফামারী জেলার জলঢাকা উপজেলায় হরলাল রায়ের স্কুলপড়ুয়া নাবালিকা কন্যাকে ছাত্রশিবির কর্মীরা অপহরণ করে। টাঙ্গাইলের মধুপুর বনভূমি থেকে ৯টি আদিবাসী পরিবারকে উচ্ছেদ করা হয়। বরগুনা জেলার দক্ষিণ বেতাগী গ্রামের পবিত্র কুমার দের ঘর দখল করেছে থানা বিএনপির সভাপতি শাহজাহান কবিরের নেতৃত্বাধীন একদল সন্ত্রাসী। এছাড়া মন্দির, বাড়ি দখল অপহরণসহ অবর্ণনীয় নির্যাতন চলছেই।

ভোরের কাগজ, ২৪ আগস্ট ২০০৩

(১৮১০)
বকশীগঞ্জে গারো স্কুলছাত্রী ধর্ষিত ॥ গ্রেপ্তার- ২

জেলার বকশীগঞ্জ থানা পুলিশ ১৩ আগস্ট রাতে আদিবাসী এক গারো কিশোরী ধর্ষণ মামলার আসামি নাসির ও খোকন নামে দুই ধর্ষককে গ্রেপ্তার করেছে। ৭ই আগস্ট রাতে উপজেলার সীমান্তবর্তী শুকনাথ পাড়ায় ৫ লম্পট যুবক ১২ বছর বয়সী ওই গারো কিশোরীকে পালাক্রমে ধর্ষণ করেছে। পুলিশ জানায়, গত বৃহস্পতিবার জামালপুরের প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ১৬৪ ধারায় ধর্ষিতার জবানবন্দি রেকর্ড করা হয়েছে। একইদিন জামালপুর জেনারেল হাসপাতালে ধর্ষিত কিশোরীর ডাক্তারি পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে। জানা গেছে, সীমান্তবর্তী ধানুয়া জামালপুর ইউনিয়নের গারো পাহাড়িয়া এলাকা জগন্নাথপাড়ার গেজন্দ্র সাহমোর কন্যা ধর্ষিত কিশোরীটি (লেনিতা মারাক) ধানুয়া কামালপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী। ৭ই আগস্ট রাত দেড়টায় পার্শ্ববর্তী সাতানিপাড়া গ্রামের নাসির ও খোকনসহ ৫ লম্পট যুবক সিঁধ কেটে ঘরে ঢুকে ঘুমন্ত কিশোরীটিকে বাইরে বের করে পালাক্রমে ধর্ষণ করে ফেলে রেখে যায়। পরদিন সকাল থেকে ধর্ষণকারী যুবকদের লোকজন নির্যাতিত পরিবারটিকে জিম্মি করে ঘটনা ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করে। পরে ঘটনার ৬ দিন পর ধর্ষিত কিশোরীর মা রমলা মারাক ধানুয়া-কামালপুর ইউপি চেয়ারম্যান মোস্তফা কামালের সহায়তায় গত বুধবার বিকেলে বকশীগঞ্জ থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে একটি মামলা দায়ের করেন।

সংবাদ, ২৫ আগস্ট ২০০৩

(১৮১১)
মোড়েলগঞ্জে বানিকান্তের খুনিরা মামলা তুলে নিতে বাদীকে হুমকি দিচ্ছে

বিগত সংসদ নির্বাচনের পর বাগেরহাটের অন্যতম অপরাধপ্রবণ উপজেলা মোড়েলগঞ্জের চিংড়াখালীতে আওয়ামী লীগ সমর্থক চিহ্নিত করে পিটিয়ে কুপিয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যা করা হয় নিঃসন্তান দিনহীন বানিকান্ত মিস্ত্রিকে। আজ পর্যন্ত পুলিশ ওই হত্যাকাণ্ডে জড়িত মূল অপরাধীদের কাউকেই আটক করেনি। প্রভাবশালীদের আশ্রয়ে থাকা খুনিরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মামলায় হাজির না দেবার দাবিতে আসামীরা বাদী ও সাক্ষীদের ওপর চালাচ্ছে

বেপরোয়া অত্যাচার নির্যাতন। ঘর-বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েও তারা রেহাই পাচ্ছে না। এখানে উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাসহ প্রশাসনে নালিশ জানিয়েও ফল হচ্ছে না। বরং হুমকি-ধমকিসহ নির্যাতনের মাত্রা বেড়েই চলেছে। বানিকান্ত মিস্ত্রি হত্যা মামলার বাদী শেখ আবুবকর শনিবার বাগেরহাট প্রেসক্লাবে আহুত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব অভিযোগ করেন।

মোরেলগঞ্জের চিংড়াখালীর কাছিকাটা ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ আবুবকর আহুত সংবাদ সম্মেলনে জানান, নিঃসন্তান বানিকান্তের পক্ষে আবুবকর বাদি হয়ে ১৬ জনের নামে মামলা দায়ের করেন।

এরপর এই মামলার আসামীরা আটক না হওয়ায় বাদী ও সাক্ষীদের ওপর নানা অত্যাচারে মেতে ওঠে। তারা ঘরবাড়ি ভাংচুর, গাছপালা-মালামাল লুট এবং হুমকি-ধমকি দিয়ে এলাকায় ত্রাশের সৃষ্টি করে। এ অবস্থায় বাদী ও সাক্ষীরা প্রাণ বাঁচাতে বাড়ি ঘর ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নেয়। বাদী আবুবকর মোড়েলগঞ্জ সদরে বসবাস শুরু করেন। সেখানেও তার বাসায় গত ১৯ আগস্ট খুনী আসামীসহ ২০/২৫ জনের একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী প্রকাশ্যে চড়াও হয়ে তাণ্ডব চালায়। বাসায় না থাকায় আবুবকর প্রাণে রক্ষা পেলেও তার তরুণী কন্যা সুমাইয়াকে হুমকি দিয়ে তারা বলেছে, মামলা চালালে বা সাক্ষীরা সাক্ষ্য দিলে তাদের যেখানে পাবে সেখানেই খুন করা হবে।

সংবাদ সম্মেলনে সাবেক প্রতিমন্ত্রী ডা. মোজাম্মেল হোসেন, এ্যাড. ফকির মুনসুর আলী, এ্যাড. আমিরুল আলম মিলন, এ্যাড. সিদ্দিকুর রহমান, এ্যাড.ভুঁইয়া হেমায়েত উদ্দিন, গাজী খলিলুর রহমান, ফকরুল আলমসহ আঃ লীগ নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৫ আগস্ট ২০০৩

(১৮১২)
পীরগাছায় সংখ্যালঘুদের বাড়িতে হামলা, লুটপাট অগ্নিসংযোগ, আহত ২৫

রংপুর, ২৪ আগস্ট, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জেলার পীরগাছায় একটি গ্রামের সংখ্যালঘু বেশ কয়েকটি পরিবারে সরকারদলীয় একদল সন্ত্রাসী হামলা মারপিট নগদ অর্থ স্বর্ণালংকার ধানচাল লুটপাটসহ তাদের ২৭ ঘর আগুনে পুড়িয়ে ভস্মীভূত করেছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছে কমপক্ষে ২৫ ব্যক্তি। এদের মধ্যে গুরুতর আহত ১২ জনকে স্থানীয় রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সন্ত্রাসীরা ৪০ গরু লুট করে নিয়ে যাবার সময় বিক্ষুব্ধ জনতা ৭ গরুসহ ৩ সন্ত্রাসীকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেছে। ঘটনার সময় আশপাশের মানুষজন আগুন নেভাতে এবং নির্যাতিত পরিবারগুলোর সহায়তায় এগিয়ে এলে সন্ত্রাসীরা তাদেরকেও পিটিয়ে গুরুতর জখম করে। সোমবার সন্ধ্যা থেকে রাত প্রায় ১২টা পর্যন্ত নির্মম এ ধ্বংসযজ্ঞের পর এলাকাটি এখন পরিণত হয়েছে বিরাণভূমিতে। ঘরবাড়ি মালামাল হারিয়ে ওসব পরিবারের প্রায় ৭০/৮০ মানুষ এখন খোলা আকাশের নিচে মানবেতর জীবন যাপন করছে। জেলার পুলিশ সুপার স্থানীয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। ইতোপূর্বে এক সংখ্যালঘু তরুণীকে ধর্ষণ চেষ্টা এবং জমি দখল করে নেয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এক ইউপি চেয়ারম্যান এবং পাকিস্তান থেকে আসা এখানে বসতি স্থাপন করে থাকা এক ব্যক্তির ইন্ধনে এ ঘটনা ঘটেছে বলে এলাকাবাসী অভিযোগ করেছেন। বর্তমানে সেখানে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৫ আগস্ট ২০০৪

(১৮১৩)
সন্ত্রাসীদের ভয়ে দু'সপ্তাহ ধরে শ্রীরামকাঠি ইউনিয়নের ৫ গ্রাম পুরুষশূন্য

নাজিরপুর উপজেলার শ্রীরামকাঠী ইউনিয়নের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত ৫টি গ্রামের পুরুষরা গত ১২ দিন ধরে গ্রামছাড়া হয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। বাড়ির মহিলাদের প্রতিরাতেই সন্ত্রাসীরা গিয়ে হুমকি ও ভয়ভীতি দেখিয়ে আসছে। পুরুষশূন্য ৫টি গ্রাম এখন আতঙ্কের জনপদে পরিণত হয়েছে।

গত ১৩ই আগস্ট শ্রীরামকাঠীর নৈলতলা গ্রামের সন্ত্রাসী ও ১৭টি মামলার আসামি লোকমান ফকির গণপিটুনিতে নিহত হয়। মারাত্মক আহত হয় তার পিতা জালাল ফকির, ভাই হিরণ, মিলন ও সাদ্দাম। এই সন্ত্রাসীচক্রকে পিরোজপুর থেকে ভাড়া করে এনেছিল ওই ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান এম এ মালেক ব্যাপারি। তিনি গত ইউপি নির্বাচনে তার পক্ষে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য এই চক্রকে নৈলতলায় স্থায়ীভাবে থাকার সুযোগ করে দেন। সুবিধা-অসুবিধা হলেই তারা চৌঠাইমহলে মালেক ব্যাপারির বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিত; কিন্তু নির্বাচনে তারা কোন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করতে না পারায় মালেক ব্যাপারি পরাজিত হন। আর হিন্দুঅধ্যুষিত গ্রামগুলোতে তিনি ভোট কম পাওয়ায় তখন থেকেই তিনি ক্ষুব্ধ সংখ্যালঘুদের ওপর।

১৩ আগস্ট সকালে লোকমান জেল থেকে বেরিয়ে নৈলতলা গ্রামে গিয়ে স্বপন বেপারির স্ত্রীর কাছে ২০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। গত নির্বাচনে মালেক বেপারিকে ভোট না দেয়ায় জরিমানা হিসাবে এই চাঁদা চাওয়া হয়; কিন্তু স্বপন বেপারির স্ত্রী এ টাকা দিতে অস্বীকার করলে তার সামনেই দু'শিশুকন্যাকে আছাড় মারে এবং মহিলাকে দিগম্বর করে তাকে ধর্ষণের চেষ্টা চালায়। এ সময় তার ডাক-চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে এসে লোকমানকে হাতেনাতে ধরে ফেলে এবং গণপিটুনি দেয়। এতে সে ঘটনাস্থলেই মারা যায় এবং তার পিতা ও ভাইয়েরা মারাত্মক আহত হয়। এ ঘটনার পর ওই এলাকার চৌকিদার বাদী হয়ে দেড় হাজার লোককে আসামী করে একটি মামলা করে। পাশাপাশি পরাজিত চেয়ারম্যানপ্রার্থী মালেক ব্যাপারির নিয়ন্ত্রনে নিহতের পক্ষে পিরোজপুর থেকে সন্ত্রাসীরা এলাকায় গিয়ে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। এ কারণে হিন্দুঅধ্যুষিত নৈলতলা, পাজড়াপাড়া, খেজুরতলা, চৌগাছা ও চরখোলা গ্রাম পুরুষশূন্য হয়ে যায়। ফলে সন্ত্রাসীরা ওই গ্রামগুলোয় মহিলাদের গিয়ে প্রতিরাতেই হুমকি দিয়ে আসছে।

এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ওই এলাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধারও আশঙ্কা রয়েছে। কারণ নিহতের পক্ষের লোকেরা গিয়ে হুমকি দিয়ে বলেছে, হিন্দুর হাতে মুসলমান হত্যার পরিণতি হবে ভয়াবহ। এ কারণে ওই এলাকার অনেক পরিবার ইতিমধ্যে এলাকা ছেড়ে অন্যত্র গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে।

সরেজমিন গিয়ে দেখা গেছে, কোন বাড়িতেই পুরুষ নেই। তবে দু' একজন দিনের বেলায় এলেও আবার সন্ধ্যার আগেই এলাকা ছেড়ে যায়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক নৈলতলার বেশ কয়েকজন মহিলা 'সংবাদ'কে জানান, তারা ইতিমধ্যে সন্ত্রাসীচক্রের ভয়ে তাদের মেয়েদের শহরে আত্মীয় বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে। গত. ইউপি নির্বাচনে মালেক বেপারিকে ভোট না দেয়ার কারণেই তাদের ওপর এ নির্যাতন নেমে এসেছে বলেও তারা জানান।

এদিকে শ্রীরামকাঠী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোতাহার হোসেন মোল্লা 'সংবাদ'কে জানান, এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলা এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় তিনি সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি বলেন, নির্বাচনের পরাজয়ের গ্লানি সইতে না পেরে মালেক বেপারি এ অপকর্ম চালাচ্ছে।

পিরোজপুরের জেলা প্রশাসক মো. আজমাল হোসেন এবং পুলিশ সুপার আলহাজ আবদুল্লাহ আল আজাদ চৌধুরী অকুস্থলে গিয়ে প্রায় ২ সহস্রাধিক লোকের এক সমাবেশ করেন এবং পালিয়ে থাকা পুরুষদের বাড়ি ফিরে আসার আহ্বান জানান। প্রশাসন তাদের নিরাপত্তার আশ্বাস দেয়; কিন্তু এরপরও মানুষ বাড়িঘরে ফিরতে সাহস পাচ্ছে না। কারণ তারা এখন গুপ্ত হত্যার আশঙ্কায় আতঙ্কিত।

সংবাদ, ২৬ আগস্ট ২০০৩

(১৮১৪)
বোরহানউদ্দিনে স্কুল শিক্ষক সুধাংশুর বাড়ি লুটের নেপথ্য কাহিনী

ভোলা-২ আসনের সংসদ সদস্য হাফিজ ইব্রাহীমের সদ্য প্রতিষ্ঠিত হাফিজ ইব্রাহীম কলেজের ৫ই অগস্টের মিলাদ মাহফিলে যোগ না দেয়ার কারণ দেখিয়ে রাতে স্কুল শিক্ষক সুধাংশুদের বাড়িতে লুটপাটের ঘটনায় এখনও কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। অন্যদিকে এ ঘটনার পর থেকে সুধাংশু নিরাপত্তার অভাবে আজও নিজ এলাকায় ঢুকতে পারছেন না।

উল্লেখ্য, ৫ই আগস্ট ছিল ওই কলেজে একাদশ শ্রেণীতে ছাত্রছাত্রী ভর্তি উপলক্ষে মিলাদ মাহফিল। এ অনুষ্ঠানে মনিরাম হাইস্কুলের আমন্ত্রিত ৩ জন মুসলিম শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন। বাকি ১০ শিক্ষক হিন্দু ধর্মাবলম্বী হওয়ায় নিমন্ত্রণ পাননি এবং অনুষ্ঠানে যোগদানও করেননি। সুধাংশু ওই ১০ শিক্ষকের একজন।

এ প্রতিবেদক সরেজমিনে গিয়ে জানতে পারেন, সুধাংশুর বাড়ি লুটের পেছনে মিলাদ মুখ্য বিষয় নয়। তাকে ভিটেছাড়া করাই মুখ্য। কারণ সুধাংশু ও তার আশপাশের লোকজনের সব জায়গা দখলে নেয়ার জন্য দীর্ঘদিন ধরে ফাঁদ পেতে আছেন এলাকার বিএনপি নেতা বাহার মিয়া। সুধাংশুর ভিটা বাড়ির সন্নিকটে রয়েছে বাহার মিয়ার জায়গা। সেই জায়গাও বাহার মিয়া নিয়েছেন হিন্দুদের কাছ থেকেই। হিন্দুদের বাধ্য করা হয়েছে জমি বিক্রি করতে। কারণ ভারতের বাবরি মসজিদকে কেন্দ্র করে '৯২ সালে ওই এলাকার হিন্দুদের বাড়িঘর লুটপাটশেষে পুড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। ফলে ওই এলাকার কমপক্ষে ৫০টি হিন্দু পরিবার তাদের জায়গা-জমি বিক্রি করে ভারতে চলে যায়। তাদের মধ্যে মৃত ডা. চন্দ্র মোহনের ছেলে হারাধন ও মৃত হরকুমারের ছেলে হরিদাস নামমাত্র মূল্যে বাহার মিয়ার কাছে জমি বিক্রি করে ভারতে চলে যায়। সেই জমি সংলগ্নই সুধাংশুর ঘর জমি। সুধাংশুর ওই জায়গাটুকুও এখন বাহার মিয়ার প্রয়োজন। তাই সুধাংশুকেও তার জমি বিক্রি করতে বাধ্য করার জন্য এ লুটপাট ও হুমকি। সুধাংশু মাত্র কয়েক মাস আগে বিয়ে করেছেন। শ্বশুরবাড়ি থেকে দেয়া টিভি, স্বর্ণালংকার, লেপ-তোশকসহ ঘরের যাবতীয় মালামাল লুট করেছে বাহার মিয়া তথা বিএনপির সন্ত্রাসীরা। বাহার মিয়া নিজে ওই এলাকার বিএনপি নেতা এবং তার ভাই গজনবী হচ্ছে নবপ্রতিষ্ঠিত হাফিজ ইব্রাহীম কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ও বোরহান উদ্দিন উপজেলা বিএনপির সেক্রেটারি। ভোলা-২ আসনের সাংসদ এবং কলেজের প্রতিষ্ঠাতা হাফিজ ইব্রাহীমের (তার নামেই কলেজ) অতি ঘনিষ্ট ব্যক্তি গজনবী।

'হাফিজ ইব্রাহীম কলেজের মিলাদশেষে কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ গজনবী দলবলসহ মনিরাম হাইস্কুলে এসে শিক্ষকদের ধমকিয়ে যান। অবশ্য ওই স্কুলের ৩ মুসলিম শিক্ষক মিলাদে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ওই শিক্ষকদের বক্তব্য, তারা মিলাদে যাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণই পাননি।

ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ গজনবী শিক্ষকদের ধমকিয়ে যাওয়ার পর ওইদিন বিকেলেই এলাকার চিহ্নিত বিএনপিদলীয় তথা বাহার ও গজনবীর পোষ্য সন্ত্রাসীরা সুধাংশুর ছোট ভাই উত্তম কুমার দে'কে ঘরে আটকিয়ে তালা মেরে আসে এবং উপযুক্ত শিক্ষা দেয়ার হুমকি দেয়া হয়। তখন

শুধাংশু ও তার স্ত্রী ঘরে ছিলেন না। সুধাংশু ছিলেন স্কুলে আর স্ত্রী ছিলেন তার (স্ত্রীর) বাবার বাড়ি। পরে গভীর রাতে সন্ত্রাসীরা সুধাংশুর ঘরে লুটপাট চালিয়ে সবকিছু নিয়ে যায়। কিন্তু শুধাংশুর ওই ঘরেরই একটি কক্ষে ভাড়াটিয়া ছিলেন সুধাংশুর সহকর্মী একই স্কুলের শিক্ষক হারান মণ্ডল। সন্ত্রাসীরা অনুগ্রহ করে হারান মলের কোন মালামালই স্পর্শ করেনি।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম জানান, সুধাংশুর নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে সুধাংশুর অনুরোধে তাকে এক মাসের ছুটি দেয়া হয়েছে। অন্যসব শিক্ষক নিয়মিত স্কুলে আসছেন বলে প্রধান শিক্ষক জানান। এ প্রতিবেদক সরজমিন গিয়ে হিন্দু-মুসলিম যার কাছেই সুধাংশুর ঘটনা সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করেছেন তারা সকলেই বলেছেন, আমরা তো লুটপাট করতে কাউকে দেখিনি। রাতের আঁধারে কারা লুট করেছে কে জানে।

নাম প্রকাশ করা হবে না- এ নিশ্চয়তা দিয়ে অতি গোপনে বেশ কয়েকজনের সঙ্গে কথা হয়। তারা লুটপাটের কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। লুটপাটকারী কিছু সন্ত্রাসীর নামও উল্লেখ করেছেন। সেসব লুটপাটকারী কিছু সন্ত্রাসীরা হচ্ছে— রহমান (রমা), রুজরুল, আজগর, লাছির আহমেদ, ইউসুফ আলীসহ আরও অনেক।' এখনও কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

সংবাদ, ২৬ আগস্ট ২০০৩

(১৮১৫)
সাতক্ষীরায় ভারতে যাবার সময় সংখ্যালঘু পরিবারের ২৭ সদস্য আটক

ওরা দেশ ছেড়ে ভারতে চলে যাচ্ছে। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, পুত্রবধূসহ পরিবারের অন্য সদস্যদের নিয়ে ভারতে চলে যাওয়ার সময় ওরা ধরা পড়েছে সাতক্ষীরার বিডিআর সদস্যদের হাতে। দেড় বছরের শিশুকন্যা, কিশোরী মেয়ে, নবপুত্রবধূসহ বৃদ্ধ-বৃদ্ধারাও রয়েছে এই চলে যাওয়ার দলে। থালা, বাসন, হাড়ি, কলস, দা-বঁটিসহ ওরা এসেছে খুলনার নিম্নাঞ্চল পাইকগাছা, দাকোপ ও বটিয়াঘাটা উপজেলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে। এদের বেশিরভাগ সদস্যদের চোখেমুখে অজানা আতঙ্ক। ধরাপড়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এই সদস্যদের সংখ্যা ২৭। সোমবার ওরা দালালদের ধরে সাতক্ষীরার ভোমরা সীমান্তে যাওয়ার পথে গাড়িতে বাকাল চেকপোষ্টে ধরা পড়ে। মঙ্গলবার তাদের আদালতে চালান দেয়া হয়।

পাইকগাছার তেলেখালী গ্রামের নিত্যানন্দ বৈরাগীর স্ত্রী সবিতা (৪০) তার দুই পুত্র রবীন্দ্র ও সমীর বৈরাগী এবং রবীন্দ্রের স্ত্রী নববধূ জোতির্ময়কে (১৬) নিয়ে চলে যাচ্ছে ভারতে। এদের সকলের মুখে হতাশা ও আতঙ্কের ছাপ। কেন যাচ্ছে ভারতে— এ প্রশ্নের উত্তর নাই। কেউ বলে, কাজের সন্ধানে আবার কেউ বলে চিকিৎসার জন্য। একই পরিবারের সদস্য হলেও কারও কথার মিল নেই। একই উপজেলার পুটিমারী গ্রামের চিত্ত ঢালীর স্ত্রী শান্তি ঢালী (৪৫) তার কিশোরী কন্যা সুমিতা (১৫) ও দুই পুত্রকে নিয়ে চলে যাচ্ছে ভারতে। মধুখালী গ্রামের সুজন ঢালী স্ত্রী সুমীতাকে (২৫) নিয়ে চলে যাচ্ছে। পুটিমারি গ্রামের পঙ্কজ মণ্ডল তার স্ত্রী শ্যামলী (২০) ও দেড় বছরের শিশুকন্যা শিউলিকে নিয়ে চলে যাচ্ছে। দেশ ছেড়ে কেন যাচ্ছে— এ প্রশ্নের উত্তরে তারা জানায়, এলাকায় সমস্যা আছে। এ ছাড়া কাজের সন্ধানে তাদের যাওয়া। বটিয়াঘাটার বিশ্বজিত মণ্ডল স্ত্রী শংকরীকে নিয়ে চলে যাচ্ছে। দাকোপের কৃষ্ণপদের স্ত্রী শিলা রাণী (৩৫) চলে যাচ্ছে। চলে যাচ্ছে দীপু বিশ্বাস ৬ বছরের ছেলেকে নিয়ে। আটক এসব সদস্যের বেশিরভাগই দেশ ছেড়ে একেবারে চলে যাওয়ার কথা অস্বীকার করলেও হাঁড়ি-পাতিলসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে যাওয়ার কারণ তারা বলেনি। এলাকায় সমস্যা আছে, কিশোরী মেয়েকে কার জিম্মায় রেখে যাব— এ ধরনের সমস্যার কথা স্বীকার করলেও অনেকে ভয়ে মুখ খুলছে না। সবার চোখেমুখে আতঙ্কের ছাপ। পুরুষদের

মধ্যে যুবকদের সংখ্যা বেশি। ২৭ জনের মধ্যে ২০ জন পুরুষ। ২টি শিশু বাদে বাকিরা মহিলা।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৭ আগস্ট ২০০৩

(১৮১৬)
পূর্ণিমা ধর্ষণ মামলায় বিবাদী পক্ষের শুনানি বারবার বিলম্বিত হচ্ছে

জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর দেশব্যাপী আলোচিত পূর্ণিমা ধর্ষণ মামলার বিবাদী পক্ষের শুনানি গত সোমবার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের স্থায়ী বিচারক না থাকায় হয়নি। আদালত শুনানির জন্য ৪ অক্টোবর পরবর্তী দিন ধার্য করেছে।

মামলায় জোট সমর্থিত ১৭ জনের নামে পুলিশের দেওয়া চার্জশিট দাখিলের পর উল্লাপাড়া এলাকার সরকার দলীয় সাংসদ আকবর আলী মামলার মামলাটি পুনঃতদন্তের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আবেদন করেন। এই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সিআইডিকে দিয়ে মামলাটি পুনঃতদন্ত করায়। উত্তরাঞ্চলে কথিত আলোচিত সিআইডি ইন্সপেক্টর শেখ শহিদুল্লাহ খান (বর্তমানে নাটোরের মমতাজ হত্যার তদন্তকারী অফিসার) বর্ধিত চার্জশিটে উল্লাপাড়ার সাবেক সাংসদ আব্দুল লতিফ মির্জা, সাবেক পিপি আওয়ামী লীগ নেতা এড. আঃ রহমানসহ ছয়জন আওয়ামী লীগ নেতার নামে চার্জশিট দাখিল করেন। বর্ধিত চার্জশিটভুক্ত অন্যরা হলেন সাবেক উপজেলার চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম পূর্ণ ও খোরশেদ আলম। সিআইডির দাখিলকৃত চার্জশিট পূর্ণিমার বাবা প্রত্যাখান করে নারাজি দিয়েছেন। পূর্ণিমা নিরাপত্তাহীনতার কারণে দেশের অভ্যন্তরেই পলাতক রয়েছে।

পূর্ণিমা ধর্ষণ মামলা বাদী পক্ষের শুনানী শেষ হলেও বিবাদী পক্ষের শুনানীতে বিলম্বিত হচ্ছে। বিভিন্ন কারণে ১৩ কার্যদিবসে শুনানি হয়নি। পূর্ণিমার পক্ষে ঢাকা থেকে দেশবরেণ্য অনেক প্রখ্যাত আইনজীবী সিরাজগঞ্জের আদালতে উপস্থিত থেকে সোমবারও মামলার শুনানিতে অংশগ্রহনের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে বাদী পক্ষের একজন আইনজীবী ভোরের কাগজকে সোমবার বলেন, বিচার বিলম্বিত করার জন্য সরকারদলীয় এমপি আবেদন করে পুনঃতদন্তের নামে প্রকৃত অপরাধীদের বিচারের দায় থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য এ কৌশল গ্রহণ করেছেন।

মামলা সংশ্লিষ্ট অপর একজন আইনজীবী বলেন, পুলিশের দাখিলকৃত চার্জশিট আদালত গ্রহণ করার পর বেআইনিভাবে সিআইডি বর্ধিত চার্জশিটের নামে ছয়জন আওয়ামী লীগ নেতার নাম অন্তর্ভুক্ত করেছে।

উল্লেখ্য, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের স্থায়ী বিচারকের পদটি তিন মাস ধরে শুন্য রয়েছে। পূর্বের বিচারক বদলি হওয়ার পর এই শুন্যতা দেখা দিয়েছে।

ভোরের কাগজ, ২৮ আগস্ট ২০০৩

(১৮১৭)
অপহরণের দায় চাপিয়ে সাতক্ষীরার ৪৫ হিন্দু পরিবারকে উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র
সাবেক পৌর কমিশনার চালাচ্ছেন নির্যাতন

সেনাবাহিনীর একজন অবসরপ্রাপ্ত সার্জেন্টের কন্যা অপহরণ ও তাকে ভারতে নিয়ে হত্যার অভিযোগ এনে সাতক্ষীরার এক সাবেক পৌর কমিশনার এলাকার হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনের ওপর নানাভাবে নির্যাতন করছেন।

এই কমিশনার হিন্দু পরিবারগুলোর কাছে ৩ লাখ টাকা দাবি করেছেন। অন্যথায় তাদের বড়িঘর পুড়িয়ে ছারখার করে ভারতে পাঠানোর হুমকি দেওয়া হয়েছে।

২৪ আগস্ট সাতক্ষীরা রিপোর্টার্স ক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে নির্যাতিত হিন্দুরা এই অভিযোগ করেন। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন পুরাতন সাতক্ষীরা দাসপাড়ার অসীম কুমার দাস।

সংবাদ সম্মেলনে গত ১৯ আগস্টের আরেক সংবাদ সম্মেলন এবং এ ব্যাপারে পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টের বরাত দিয়ে বলা হয়, ঐ গ্রামের অবসরপ্রাপ্ত সেনা সার্জেন্ট মুস্তাফিজুরের কলেজ পড়ুয়া কন্যা ফাতেমা-তুজ-জোহরা মেরিনা অপহরণ কিংবা তাকে ভারতে নিয়ে হত্যার যে অভিযোগ দেবকুমার, অসিম কুমার, অজিত, প্রদীপ ও রামকুমারের বিরুদ্ধে সাবেক পৌর কমিশনার অজিহার রহমান এনেছেন তা মিথ্যা ও বানোয়াট। এরা সবাই মাঠে ঘাটে খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ। অথচ তাদের দোষী সাব্যস্ত করে তাদেরই বিরুদ্ধে এই মামলা দায়ের করিয়েছেন অজিহার রহমান।

অজিহার একজন চাঁদাবাজ ও সন্ত্রাসী এই অভিযোগ করে বলা হয়, সে ছাগল চুরির দায়ে ৬ মাস জেল খাটে। এলাকা থেকে ৫-৭ বছর পালিয়ে থাকার পর ঐ ব্যক্তি গ্রামে এসে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যেকার সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক বিনষ্ট করার লক্ষ্যে সেনা সার্জেন্টের ওপর প্রভাব খাটিয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করায়।

ভোরের কাগজ, ২৯ আগস্ট ২০০৩

(১৮১৮)
কালীগঞ্জে স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টা

কালীগঞ্জের গোড়ল ইউনিয়নের শিবরাম গ্রামের মাধবচন্দ্র রায়ের স্কুল পড়ুয়া কন্যাকে (১১) প্রতিবেশী দু'যুবক ধর্ষণের চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়। এ ব্যাপারে ওই দু'যুবককে আসামী করে গত ১৪ই আগস্ট কালীগঞ্জ থানায় মামলা হয়।

পুলিশ জানায়, ঘটনার দিন সকালে মাধবচন্দ্র রায়ের বাড়ির সকলের অনুপস্থিতিতে একই গ্রামের আলতাফ হোসেনের ছেলে চান্দু মিয়া (২২) এবং আবদুস কুদ্দুসের পুত্র মোনায়েম হোসেন (২১) তার বাড়িতে প্রবেশ করে জোরপূর্বক ওই স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টা চালালে মেয়েটির চিৎকারে পার্শ্ববর্তী লোকজন ছুটে এলে তারা পালিয়ে যায়। পরবর্তীতে মেয়েটির মা সারথী রাণী বাদি হয়ে কালীগঞ্জ থানায় মামলা দায়ের করেন।

সংবাদ, ৩০ আগস্ট ২০০৩

(১৮১৯)
রূপগঞ্জে সংখ্যালঘু মহিলাকে ধর্ষণ ও টাকা লুট

রূপগঞ্জের পল্লীতে এক সংখ্যালঘু বৃদ্ধাকে ধর্ষণশেষে তার গুপ্তস্থানে লাঠি দিয়ে উপর্যুপরি আঘাত করেছে দুই সন্ত্রাসী। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টায় উপজেলার বরুনা গ্রামে।

ধর্ষিতার পারিবারিক সূত্র ও স্থানীয় লোকজন জানায়, ঘটনার সময় নিমেরটেক গ্রামের চিনিবাসি বাউলের স্ত্রী অমরী রাণী (৫০) মাদারটেক গিয়ে তার ছেলের কাছ থেকে ১০ হাজার টাকা নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে কামশাইর এলাকার দুই সন্ত্রাসী শামীম (২৮) ও আলীম মোল্লা পার্শ্ববর্তী কালমিরটেকের নির্জন স্থানে নিয়ে তাকে ধর্ষণ করে। সন্ত্রাসীরা নৌকার বৈঠা দিয়ে

তার গোপনাঙ্গে উপর্যুপরি আঘাত করে ফেলে রেখে চলে যায়। পরে পথচরীরা তাকে উদ্ধার করে রক্তাক্ত অবস্থায় স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করে। এ ব্যাপারে থানায় মামলা হয়েছে।

সংবাদ, ৩০ আগস্ট ২০০৩

(১৮২০)
ধামরাইয়ে ধর্ষণ মামলার আসামী ঘুরে বেড়ালেও গ্রেপ্তার হচ্ছে না

ধামরাইয়ে ধর্ষণ মামলার আসামিরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ালেও পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার না করে উল্টো ধর্ষিতার পরিবারকে আপস-মিমাংসা করার পরামর্শ দিচ্ছে। অন্যদিকে ধর্ষক ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা ধর্ষিতাকে মামলা তুলে না নিলে ফের ধর্ষণ ও ভিটাছাড়া করার হুমকি দিয়ে বলেছে, পুলিশকে টাকা দিয়ে সব কিছু তারা ম্যনেজ করে ফেলবে। ফলে ধর্ষিতা ও তার পরিবার নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।

গত ২ জুলাই রাত ১২ টায় ধামরাই উপজেলা সদরে বড়ো চন্দাইল গ্রামে স্বামীর অনুপস্থিতিতে ঘরে ঢুকে হিন্দু গৃহবধূকে মুখে কাপড় গুজে এবং হত্যার ভয় দেখিয়ে ধর্ষণ করে এলাকার রমিজউদ্দিন। থানা এ ব্যাপারে মামলা গ্রহণ না করায় ধর্ষিতা শরণাপন্ন হয় আদালতের। আদালত মামলাটি গ্রহণ করে তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে ধামরাই থানাকে নির্দেশ দেয়। কিন্তু থানা পুলিশ তদন্ত করতে গিয়ে উল্টো ধর্ষিতাকেই ধর্ষকের সঙ্গে আপস-মীমাংসা করার পরামর্শ দেয়।

ধর্ষিতা অভিযোগ করে, গত ২৪ আগস্ট ধর্ষক রমিজউদ্দিন, তার সহযোগি সাবেক পুলিশ কনস্টেবলের বখাটে পুত্র মোস্তফাসহ অন্যরা তাকে এই বলে ভয় দেখায়—আর মাত্র ৭ দিন, তারপর আমাদের চিন্তা নাই, তখন তোকে দেখাবো মজা।

উল্লেখ্য, গত ২ আগস্ট ভোরের কাগজে এ সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশের পর ৭ আগস্ট প্রখ্যাত লেখক ও সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির এবং '৭১-এর ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সাধারণ সম্পাদক কাজী মুকুলসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ধামরাই এসে ধর্ষিতা গৃহবধূর সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলে সাহায্য সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

ভোরের কাগজ, ৩১ আগস্ট ২০০৩

(১৮২১)
বেড়ায় সংখ্যালঘু গরিব পরিবারে ডাকাতি ॥ সর্বস্ব লুটে নিয়েছে দুর্বৃত্তরা

বেড়া (পাবনা) থেকে পরিবারের এক গৃহবধূর গলায় ছুরি ঠেকিয়ে তার স্বর্বস্ব লুট করে নিয়েছে ৪ দৃস্কৃতকারী। শনিবার রাতে এ ঘটনাটি ঘটেছে বেড়া পৌরসভার মৈত্রবাঁধা গ্রামে। জানা যায়, ওই গ্রামের চায়না রাণী অন্য দিনের মতো স্বামী-ছেলে নিয়ে তার ঝুপড়ি ঘরে ঘুমিয়ে ছিল। রাত ১১টার দিকে জরুরী কথা আছে বলে ওই চার দুস্কৃতকারী বাইরে থেকে তাদের ঘরের দরজা খুলতে বলে। সরল বিশ্বাসে দরজা খুলে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুস্কৃতকারীরা তাদের অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে ঘরে রাখা মেয়ের বিয়ের জন্যে তিল তিল করে জমানো নগদ প্রায় ২০ হাজার টাকা, ৪/৫ ভরি স্বর্ণালংকার ও কাপড়-চোপড় লুট করে নেয়। ওই রাতেই এ সম্পর্কে অবহিত করলে থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। কিন্তু এ ব্যাপারে কাউকে গ্রেপ্তার বা লুণ্ঠিত দ্রব্যসামগ্রী উদ্ধার করতে পারেনি।

সংবাদ, ৩১ আগস্ট ২০০৩

(১৮২২)
সবিতা রাণী গণধর্ষণ ও হত্যা মামলার আসামী হলেন মোরেলগঞ্জের ওসি

অবশেষে জেলার মোরেলগঞ্জ থানার ওসি ইউসুফ আলী খানকে চাঞ্চল্যকর সবিতা রানী গণধর্ষণ ও হত্যা মামলায় আসামি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা আবুল খায়ের জানান, এ মামলায় এজাহারভূক্ত ১৩ আসামির নাম উল্লেখ ছিল। আদালতের নির্দেশে ওসি ইউসুফ আলী খানের সম্পৃক্ততার বিষয়ে তদন্তের পর তাকে ১৪ নং আসামি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ওই মামলায় তার শ্যালক টিপু সুলতানেরও জড়িত থাকার বিষয়ে তদন্ত চলছে বলে তিনি জানান। আদালত এ ব্যাপারে তদন্তের নির্দেশ দেন। ওসি ইউসুফ আলী খান এখন সাসপেন্ড হয়ে আছেন। তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলাও দায়ের করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

মোরেলগঞ্জের বহরবুনিয়া গ্রামের তরুণী বধূ সবিতা রাণীকে গত ৪ জুন গভীর রাতে সশস্ত্র নরপশুরা ঘরে ঢুকে তার স্বামীকে বেঁধে ৬ মাসের শিশুপুত্রকে ছুড়ে ফেলে মুখের মধ্যে কাপড় পুরে দিয়ে উপর্যুপরি গণধর্ষণ শেষে শ্বাসরোধ করে হত্যার পর উল্লাস করতে করতে চলে যায়। পুলিশ গণধর্ষণের বিষয়টি প্রথমে বেমালুম চেপে যায়। ঘটনার তিনদিন পর খুলনা রেঞ্জের ডিআইজি এম এম আজিজ সরকার (পিপিএম) ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং কর্তব্যে অবহেলাসহ অনিয়মের অভিযোগে মোরেলগঞ্জ থানার ওসি ইউসুফ আলী খানকে ক্লোজ করার নির্দেশ দেন। পরে তাকে সাসপেন্ড করা হয়। এরপর রাষ্ট্রপক্ষের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বাগেরহাট জেলা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের জজ এম কাদের নেওয়াজ মোরেলগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ইউসুফ আলী খানকে এ মামলায় জড়িত থাকার অভিযোগে আসামি হিসেবে গণ্য করে তার বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ দেন। এজাহারভুক্ত আসামীদের মধ্যে নূর মোহাম্মদ বদু টুকু গাফফারকে আটক করলেও এ মামলার প্রধান আসামি বহরবুনিয়া ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি সায়েদুল মল্লিক ও তার ভাই নূরুজ্জামান মল্লিককে পুলিশ রহস্যজনক কারণে আজ পর্যন্ত গ্রেফতার করতে পারেনি।

যুগান্তর, ৩১ আগস্ট ২০০৩

সেপ্টেম্বর ২০০৩

(১৮২৩)
নাটোরে এক রাতে ১২ সংখ্যালঘুর বাড়িতে ডাকাতি

নাটোর প্রতিনিধি ঃ গত শনিবার গভীর রাতে নাটোরের লালপুর উপজেলার নান্দরায়পুর গ্রামের সংখ্যালঘুদের ১২টি বাড়িতে গণডাকাতি সংঘটিত হয়েছে। ডাকাতরা স্বর্ণালঙ্কার, নগদ টাকাসহ প্রায় ১০ লাখ টাকার মালামাল নিয়ে চম্পট দেয়।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, শনিবার রাত ১২টার দিকে লালপুরের নান্দরায়পুর গ্রামের সংখ্যালঘুপাড়ায় ২০/২৫ জনের সশস্ত্র ডাকাত দল চড়াও হয়। তারা অস্ত্রের মুখে রঞ্জিত কুমার তরফদার, রজত কুমার তরফদার, ভবেশ চৌধুরী, পরেশ চৌধুরী, কল্যাণ চৌধুরী, অনীল কুমার সরকার, নিরঞ্জন চৌধুরী, ধীরেন্দ্র নাথ সরকার, নীরেন্দ্র নাথ সরকার, তাপস মজুমদার, কালীপদ সরকার ও মনোজকুমার সরকারের বাড়ি থেকে স্বর্ণালঙ্কার, নগদ টাকাসহ ১০ লাখ টাকার মালামাল নিয়ে নির্বিঘ্নে চম্পট দেয়।

ভোরের কাগজ, ১ সেপ্টেম্বর ২০০৩

(১৮২৪)
নগরীতে দুর্ধর্ষ ডাকাতি ঃ ৩ লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুট

কাগজ প্রতিবেদক ঃ নগরীতে এক ব্যবসায়ীর বাসায় দুর্ধর্ষ ডাকাতি হয়েছে। সংঘবদ্ধ অস্ত্রধারী ডাকাতদল অস্ত্রের মুখে নগদ টাকা, স্বর্ণালঙ্কারসহ ৩ লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুট করেছে। শনিবার রাত সাড়ে বারটায় মহাখালী খ্রিস্টানপাড়া ক ১১৫/১১৬ ব্যবসায়ী রাজু দিনেশ রোজারিওর বাসায় এ ঘটনা ঘটে। সশস্ত্র ডাকাতদল বাসার গ্রিল কেটে ভেতরে প্রবেশ করে গৃহকর্তাসহ বাসার সবাইকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে। এ সময় ডাকাতরা নগদ ৬০ হাজার টাকা, ৩০ ভরি স্বর্ণালঙ্কারসহ ৩ লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুট করে নেয়। এ ব্যাপারে থানায় মামলা দায়ের হলেও গতরাতে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত পুলিশ কোনো ডাকাতকে গ্রেফতার এবং লুণ্ঠিত মালামাল উদ্ধার করতে পারেনি।

ভোরের কাগজ, ১ সেপ্টেম্বর ২০০৩

(১৮২৫)
নবাবগঞ্জে সংখ্যালঘু ঋষি সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন, ১শ' পরিবার উচ্ছেদের হুমকি

নবাবগঞ্জ (ঢাকা) থেকে আলম হোসেন ঃ ঢাকার নবাবগঞ্জ উপজেলার কৈলাইল ইউনিয়নের মাশাইল ডিগনারা গ্রামের ঋষি সম্প্রদায়ের প্রায় ১শ' পরিবারকে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদের হুমকি দেওয়া হয়েছে। উচ্ছেদের হুমকি দানকারী সন্ত্রাসীদের বিচারের দাবিতে এসব পরিবার মিছিল সহকারে থানা ঘেরাও করলে পুলিশ তাদের ব্যানার ছিনিয়ে নেয়। বিচার না পাওয়ায়, ১শ' পরিবার তাদের ঘর-বাড়ি ছেড়ে ভারতে চলে যাবে বলে জানিয়েছে।

গতকাল ১ সেপ্টেম্বর সকাল ১১টায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শ' শ' নারী-পুরুষ কৈলাইল ইউনিয়নের সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজ গ্রুপের নেতা রফিক মৃধা, শৈইজউদ্দিন, আয়নাল, দীন ইসলাম ও কাশেম বাহিনীর বিচার ও গ্রেফতারের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে স্মারকলিপি দেওয়ার পর নবাবগঞ্জ থানা ঘেরাও করে। ইতিপূর্বে তারা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বরাবর একটি স্মারকলিপি পেশ করেছে।

পুলিশের বাধায় মিছিলটি থানা চত্বরে জড়ো হলে থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সামসুল হক বিক্ষোভকারীদের হুমকি দিয়ে মিছিল নিয়ে থানায় আসার কারণ জানতে চান। এ সময় বিক্ষোভকারীরা তাদের ওপর অত্যাচার ও নির্যাতনের ঘটনা বর্ণনা করতে গেলে, ওসি বলেন, 'আপনারা যদি আমার কথা না শোনেন তাহলে আপনাদের বিরুদ্ধে মামলা করে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করা হবে।'

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের গোপাল দাস, পার্শ্বনাথ, ভক্তবাবু, মাখুনদাস ও কালিপদ মিস্ত্রি স্থানীয় সাংবাদিকদের জানান, গত সংসদ নির্বাচনের পর থেকেই এ সব সন্ত্রাসীরা বেপরোয়াভাবে ঋষি সম্প্রদায়ের মহল্লাগুলোতে চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন অত্যাচার, নির্যাতন, হামলা, ভাঙচুরের ঘটনা ঘটিয়ে যাচ্ছে। নবাবগঞ্জ থানায় একাধিকবার অভিযোগ করা হলেও থানা পুলিশ কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। স্থানীয়ভাবে মীমাংসার কথা বলে বারবার সান্ত্বনা দিলেও সন্ত্রাসীদের সঙ্গে পুলিশের সখ্যর কারণে স্থানীয় সালিসীরা তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিতে পারেনি।

এ ব্যাপারে নবাবগঞ্জ থানার ওসিকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, মঙ্গলবার ঘটনাস্থলে গিয়ে বিষয়টি তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আজকের কাগজ, ২ সেপ্টেম্বর ২০০৩

(১৮২৬)
ঝিকরগাছায় মন্দিরের জমি দখল ॥ সেবায়েতকে হত্যার হুমকি

স্টাফ রিপোর্টার, যশোর অফিস ঃ যশোরের ঝিকরগাছার গঙ্গানন্দপুর গ্রামের একটি মন্দিরের জমি দখল করে নিয়েছে প্রভাবশালীরা। এখন তারা মন্দিরের সেবায়েতকে হত্যার হুমকি দিচ্ছে। এ নিয়ে সেখানে সংখ্যালঘুদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ চলছে। বিষয়টি জেলা প্রশাসনকে জানানোর পর একজন ম্যাজিস্ট্রেট তা তদন্ত করছেন।

জানা গেছে, রাজা কংস নারায়ণের বংশধর মহীতোষ রায় চৌধুরী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন ঝিকরগাছার গঙ্গানন্দপুরে। মন্দির সংলগ্ন এলাকায় ১ একর ২ শতক জমি রয়েছে। বহু আগে থেকেই এই জমি মন্দির পরিচালনা কমিটি ভোগদখল করে আসছে। কিন্তু কয়েক বছর আগে ঐ গ্রামের দুদু মিয়ার পুত্র সিরাজ ঐ জমি নিজের দাবি করে তা দখলের চেষ্টা চালায়। ফলে মন্দিরের সেবায়েত কালীপদ চক্রবর্তী আদালতে মামলা করেন। আদালত ঐ জমিতে সিরাজের যাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। সিরাজ এবার ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে। সে আদালত ও থানায় মন্দিরের সেবায়েত কালীপদ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে ১০টি মিথ্যা মামলা দায়ের করে। প্রতিটি মামলা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। স্থানীয় বিএনপির চেয়ারম্যান এ ব্যাপারে সিরাজকে সবরকম সহযোগিতা করছেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২ সেপ্টেম্বর ২০০৩

(১৮২৭)
সাতক্ষীরায় প্রতিমা ভাঙচুর

সাতক্ষীরা ২ সেপ্টেম্বর, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সোমবার গভীর রাতে সন্ত্রাসীরা একটি পূজামণ্ডপে দুর্গাপূজার জন্য নির্মিত প্রতিমাগুলো ভেঙ্গে দিয়েছে। জেলার তালা উপজেলার

শাকদহা উত্তরাপাড়া পূজামণ্ডপের প্রতিমাগুলোর মাথা ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। কে বা কারা এই প্রতিমা ভাংচুর করেছে তা জানা যায়নি। তবে পূজা উদ্‌যাপন কমিটির অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবেই নির্মিত প্রতিমাগুলো ভেঙ্গে নষ্ট করে দেয়া হয়েছে। নির্মিত দুর্গা, কার্তিক, গণেশসহ সব কয়টি প্রতিমার মাথা ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে। এই ঘটনায় তালা বানা পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ ও হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ এক বিবৃতিতে ঘটনার নিন্দা জানিয়ে পূজামণ্ডপে নিরাপত্তা ব্যবস্থার দাবি জানিয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৩ সেপ্টেম্বর ২০০৩

(১৮২৮)
হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ঃ মুকসুদপুরে নববিবাহিত তরুণী অপহরণ

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি ঃ গোপালগঞ্জের মুকসুদপুরে গত ২৮ আগস্ট এক নববিবাহিত বধূকে অপহরণ করা হয়েছে। এ নিয়ে ঐ এলাকায় হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে।

ঘটনাটি ঘটেছে মুকসুদপুর উপজেলার উজানীবাজার নামক স্থানে। এ ঘটনায় ৩১ আগস্ট মুকসুদপুর থানায় ৭ জনকে আসামি করে এক অপহরণ মামলা দায়ের করা হয়েছে।

মামলার বিবরণে জানা গেছে উপজেলার বাসুদেবপুর গ্রামের ভবানী বিশ্বাসের মেয়ে শিপ্রারানী বিশ্বাস (১৬)কে গত ১৫ দিন আগে পার্শ্ববর্তী গ্রামে বিয়ে দেওয়া হয়। বিয়ের পর ২৮ আগস্ট স্বামীর বাড়ি থেকে বাবার বাড়িতে আসার সময় উজানীবাজারের কাছে পৌঁছলে রবিউল লস্কর (২৮)-এর নেতৃত্বে ইউপি মেম্বার ইদ্রিস আলী লস্করসহ (৩০) ৭/৮ জনের একদল বখাটে জোরপূর্বক তাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়।

শিপ্রারানী অপহরণের পর বাসুদেবপুরের মানুষের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে।

ভোরের কাগজ, ৩ সেপ্টেম্বর ২০০৩

(১৮২৯)
মহালছড়ির পাহাড়ী গ্রামগুলোতে ২৬ আগস্ট চলেছে নির্মম বর্বরোচিত অত্যাচার

ফজলুল বারী, খাগড়াছড়ি থেকে ঃ নির্মম! অকথ্য! বর্বরোচিত! খাগড়াছড়ির মহালছড়ির উপদ্রুত পাহাড়ী গ্রামগুলোতে ঘুরে বেড়াবার সময় বার বার এ শব্দগুলোই মনে এসেছে। আট দিন আগে গত ২৬ আগস্ট ওই এলাকায় কমপক্ষে ৩শ' পাহাড়ী পরিবারের ঘরবাড়ি আগুনে পুড়িয়ে দেয়া হয়। ঘটনায় দু'জন পাহাড়ী নিহত, ধর্ষিত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। পরিবারগুলো সব হারিয়ে এখন ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় জঙ্গলে বসবাস করছে। প্রশাসন এখন পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর মাথাগোঁজার ঠাঁইর ব্যবস্থা পর্যন্ত করেনি। কেন ঘটনাটি ঘটানো হলো— সে নিয়েও এলাকাজুড়ে আছে নানা প্রশ্ন, সন্দেহ। পাহাড়ীদের উচ্ছেদ করে তাদের জমি দখলের উদ্দেশ্যে ঘটনা ঘটানো হয়েছে কিনা অনেকেরই সন্দেহ সেদিকে। অনেকে আবার সন্দেহের তীর ছুড়েছেন সেনাবাহিনীর উদ্দেশে। কারণ প্রায় সব গ্রামেই আগুন দেয়া হয়েছে সেনা সদস্যদের উপস্থিতিতে। দুর্গম গ্রামগুলোতে বেশ সময় নিয়ে কেরোসিন-পেট্রোলে পাহাড়ী পরিবারগুলোর বাড়িঘরে আগুন দেয়া হয়। অকুস্থলে এ ব্যাপারে তিন সেনা কর্মকর্তা তিন রকম বক্তব্য দিয়েছেন। কাছেই পুলিশ ক্যাম্প থাকা সত্ত্বেও তারা সাহায্যের হাত বাড়ায়নি। সবচেয়ে অবাক করা তথ্যটি হচ্ছে বাবুপাড়াসহ কয়েক গ্রামের ঘটনার পর লেমুছড়ি এলাকায় বিকালে যখন ঘটনা ঘটছে তখন খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, সেনাবাহিনীর জোন কমান্ডার, এমপি আব্দুল ওয়াদুদ ভুঁইয়া অবস্থান করছিলেন মহালছড়ি সদরে। এ ব্যাপারে জেলা প্রশাসক হুমায়ুন কবীর খান জনকণ্ঠকে বলেছেন, লেমুছড়ির ঘটনায় তিনি বাক্‌হারা হয়ে যান। ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন নিয়েও জেলা প্রশাসক সুনির্দিষ্ট কোন তথ্য জানাতে পারেননি। ঢাকা থেকে কখন সাহায্য আসে, তার অপেক্ষায় বসে আছে প্রশাসন। ঘরহারা পাহাড়ীরা বৃষ্টিতে ভিজে, রোদে পুড়ে অসহায় সময় কাটাচ্ছে পাহাড়ে। অথচ এ ধরনের ঘটনাকে কেন্দ্র করেই এর আগে পার্বত্য চট্টগ্রামে শরণার্থী সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল।

শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের পর পাহাড়ীদের ওপর এত বড় বর্বর আক্রমণ আর হয়নি। খাগড়াছড়ির অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক গোলাম হোসেন প্রথমে ঘটনাটিকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বলার চেষ্টা করেন। কিন্তু দাঙ্গাতো হয় দু'পক্ষে। এখানে শুধু একপক্ষের বাড়িঘর কেন পুড়ল জানতে চাইলে তিনি নিরুত্তর হয়ে যান। এলাকার বৌদ্ধ ভান্তে সুমনালঙ্কার মহাথের এ ব্যাপারে জনকণ্ঠকে বলেছেন, এর জবাব বিএনপির এমপি আব্দুল ওয়াদুদ ভুঁইয়াকে দিতে হবে। নির্বাচনের আগে ওয়াদুদ ভুঁইয়া আশীর্বাদ নিতে তাঁর কাছে গিয়েছিলেন। বিএনপি ক্ষমতায় গেলেই পাহাড়ীদের ওপর হামলা হয়, এ কথা বললে ওয়াদুদ ভুঁইয়া আশ্বাস দিয়েছিলেন, তিনি এমপি হলে তা আর ঘটবে না। সে কথা উল্লেখ করে ভান্তে বললেন, এখন এর দায় নিতে হবে এমপিকেও। শুধু ডিসি-এসপিকে দায়ী করলেই চলবে না। ২৬ আগস্ট সকাল থেকে শুরু হয় ওই হামলা-ধ্বংস পর্ব। এর আগে এলাকায় রূপন মহাজন নামের এক ব্যবসায়ী অপহরণের শিকার হয়। জেলা প্রশাসক, পুলিশ এবং সেনা—সব সূত্র বলেছে, অপহরণ করেছে ইউপিডিএফের ক্যাডাররা। ইউএনডিপির রিপোর্টে বলা হয়েছিল মহালছড়ি পার্বত্য চট্টগ্রামের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা। তাহলে ওই অপহরণের পর প্রশাসন কী করল? জেলা প্রশাসক বলেছেন, এলাকায় অপহরণের পর খোঁজখবর নিতে সময় লাগে।

সেনাবাহিনীর একটি সূত্র বলেছে, অপহরণকারীরা ৫ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করেছিল। আমরা একটি বার্গেনিংয়ের চেষ্টা করছিলাম, যাতে আরও কম টাকায় রূপনকে ছেড়ে দেয়া হয়। কিন্তু এর মাঝে ঘটনাটি কেন ঘটল তা আমরা বলতে পারব না। ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামবাসীরা বলেছে, তাদের গ্রামে আগুন ধরিয়ে দেবার সময় সেনা জোয়ানরা হামলাকারীদের সঙ্গে ছিল। হামলাকারীদের তারাই সাহস যুগিয়েছে। সেনাবাহিনীর জোয়ানদের তাদের সঙ্গে দেখে তারা ভয়ে জঙ্গলের দিকে পালিয়ে যায়। কিন্তু লেমুছড়িতে ইউপিডিএফের সদস্যরা সেনাবাহিনীর পোশাক পরে এসএমজি হাতে পাহাড়ী গ্রামে ঢুকেছিল। তারা আগে বাঙালীদের গুলি চালিয়ে উত্তেজিত করে। কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামবাসী জনকণ্ঠকে বলেছে, সেনা পোশাক পরা যারা গ্রামে ঢুকেছিল তারা পাহাড়ী নয়, বাঙালী। আরেক জায়গায় আরেক সেনা কর্মকর্তা বলেন, ইউপিডিএফের সশস্ত্র সদস্যদের তাড়া করতে তারা গ্রামে ঢুকেছিলেন। ওই সময়ে তাদের পিছু পিছু গুচ্ছগ্রামের কয়েক হাজার বাঙালী ঢুকে তাণ্ডব চালিয়েছে। তখন আর তাদের করার কিছু ছিল না। আরেক কর্মকর্তা আক্ষেপ করে বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে এবং বিদেশে সেনাবাহিনী সাম্প্রতিক যত সুনাম কুড়িয়েছে মহালছড়ির ঘটনায় তার সর্বনাশ হয়ে গেছে। এই ঘটনা তাদের অনেকদিন ভোগাবে।

ঘটনার শিকার হয়ে খুন, হত্যার শিকার হয়েছেন সাবেক চেয়ারম্যান বিনোদ বিহারী খীসা (৫৯), কেরেঙ্গানালের সমীরণ চাকমার ৮ মাস বয়সী ছেলে চিবিক্কুয়া চাকমা। আহত হয়েছেন বাবু পাড়ার এডিশন ওরফে নিদর্শন খীসা (১৮), উগ্যজাই মারমা (২৭), রোনাল্ড চাকমা (১৭), সুমন মারমা (২২), সুদত্ত চাকমা (৪০), অংশাপ্রু মারমা (১৮), কান্দি মারমা (৩৫), সত্যরঞ্জন চাকমা (৬৫) এবং বিধান চাকমা (২০)।

জনসংহতি সমিতির অভিযোগ অনুসারে ধর্ষণের শিকাররা হলো—শান্তিবালা চাকমা ওরফে মিতা চাকমা (৩৮) (স্বামী মৃত শশধর চাকমা), বনিতা চাকমা (১৫) (পিতা শশধর চাকমা) খুকি চাকমা (১২), (পিতা-শশধর চাকমা), অমিতি চাকমা (১৬) (পিতা সুদত্ত চাকমা), গীতাঞ্জলি চাকমা (১৪), (পিতা-সুদত্ত চাকমা), মায়ালক্ষ্মী চাকমা, কালোসোনা চাকমা (৩৫) (স্বামী-বাত্য চাকমা), বাদী মিলা চাকমা (৩০) (স্বামী-বিমল চাকমা), চিক্কালা চাকমা (২০), (স্বামী-কালাউদা চাকমা) এবং মীনা রানী চাকমা (২০) (পিতা-কালোবরণ চাকমা)। এঁদের মধ্যে কালোসোনা চাকমার সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে। তিনি তাঁর ওপর নির্যাতনের লোমহর্ষক ভীতিকর বর্ণনা দিয়েছেন। কালোসোনা বলেছেন চারজন বাঙালী এবং পোশাক পরিহিত অবস্থায় মোট সাতজনের গণধর্ষণের শিকার তিনি হয়েছেন। কিন্তু খাগড়াছড়ির সেনা এবং সিভিল প্রশাসনের কেউ ধর্ষণের অভিযোগ স্বীকার করেননি।

মহালছড়ি বাজার সংলগ্ন রামেশু কার্বারিপাড়ার এগারোটি চাকমা ও এগারোটি মারমা পরিবার, বাবুপাড়ার ৩৮ চাকমা ও ৩৯ মারমা পরিবার, দু'টি দোকান, একটি ব্যক্তিগত বৌদ্ধবিহার, থলিপাড়ার একটি মারমা পরিবার, স'মিল পাড়ার ৩৮ পরিবার, পাহাড়তলীর ৭ পরিবার, কেরেঙ্গানালপাড়ার ৯৬ পরিবার, পুরপয্যানালপাড়ার ৪ পরিবার, লেমুছড়ি বিনোদলাল কার্বারিপাড়ার ৬৩ পরিবার, বৌদ্ধবিহার, ইউনিসেফ স্কুল, দু'টি দোকান, একটি ক্লাবঘর, দু'টি ধানের মেশিন ও নোয়াপাড়ার ১২ পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

লুটপাটের শিকার হয়েছে লেমুছড়ি ত্রিরত্ন বৌদ্ধবিহারের ৪ পিতলের বুদ্ধ মূর্তি। বিহারটি আগুনে পুড়িয়ে দেবার আগে এর ১০ ফুট উঁচু বৌদ্ধ মূর্তি ধ্বংস করা হয়। বিহারের অধ্যক্ষ কোনক্রমে পালিয়ে প্রাণে বেঁচেছেন। বাবুপাড়া আম্রকানন বৌদ্ধবিহারের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ শাসনপ্রিয় ভিক্ষু ও দায়ক আদি রতন খীসাকে জনৈক সেনা সদস্য বন্দুক উঁচিয়ে দরজা খুলতে বাধ্য করে। শাসনাপ্রিয় ভিক্ষু জনকণ্ঠকে বলেছেন, পাহাড়ীদের ওপর হামলা-অশান্তি দেখে আমি বনভান্তের ধ্যানে মগ্ন হয়েছিলাম। কিন্তু সেনারা শাসিয়ে আমার ধ্যান ভঙ্গ করে বলেছে, বিহারে নাকি অস্ত্র আছে। আমি তাঁদের পাল্টা প্রশ্ন করে বলেছি, আপনাদের মসজিদে অস্ত্র থাকে নাকি? পাহাড়তলী শান্তিনিকেতন বৌদ্ধবিহারেও জোর করে ঢুকে সেখানকার নানা সামগ্রী লুট করা হয়েছে। পাহাড়তলী পাড়ার ১৮ পরিবার, একটি বৌদ্ধবিহার, ভূয়াতেঘের ৩৬, হেমন্ত পাড়ার ৭ এবং পুরপয্যানালের ৪০ পরিবার। এ ছাড়া নোয়াপাড়ার শানিক বিকাশ চাকমা, লেমুছড়ির সুখময় চাকমা, সুনীতি চাকমার গরু লুট করে নিয়ে গেছে লুটেরার দল—এমন নানা অভিযোগ, অসহায়ত্বের কান্না এখন পাহাড়ে পাহাড়ে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৪ সেপ্টেম্বর ২০০৩

(১৮৩০)
মহালছড়ির ঘটনাটি কেন ঘটানো হলো?

ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি, খাগড়াছড়ি থেকে ঃ কেন মহালছড়ির ঘটনাটি ঘটেছে? এ নিয়ে নানা প্রশ্ন গোটা এলাকায়। সাবেক শরণার্থী নেতা, এমপি উপেন্দ্র লাল চাকমা প্রশ্ন রেখে বলেছেন, আগে না হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় ইনসার্জেন্সি ছিল বলে নানা ঘটনা ঘটত। এখন এসব কেন ঘটবে? তাঁর সন্দেহ ঘটনাটি পরিকল্পিত। পাহাড়ীদের ভূমিছাড়া করে সেটেলার বাঙালীদের সেখানে বসানোর জন্যই এটা ঘটানো হয়েছে। এবারে যাদের বাড়িঘর পোড়ানো হয়েছে তাদের বেশিরভাগ এত গরিব যে আর সে ঘর তুলতে পারবে না। তখন বাধ্য হয়ে বাড়ি জমি কম দামে বিক্রি করে দেবে। সেখানে বসানো হবে সেটেলারদের। উপেন্দ্র আক্ষেপ করে বলেন, পার্বত্য শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও এখানে নানা ঘটনা-ষড়যন্ত্র এখনও থেমে নেই। বিদেশী প্রকৌশলী অপহরণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ইউপিডিএফ সেটি করেনি। তাদের দিয়ে সেটি করানো হয়েছে।

মহালছড়ির চংড়াছড়ি গুচ্ছগ্রাম থেকে সেখানকার লেবুছড়ি পাহাড়ী গ্রামে হামলা চালানো হয়। ওই গুচ্ছগ্রামে ৮ শ'র মতো সেটেলার বাঙালী পরিবার থাকে। মহালছড়ির একটি দিক পার্বত্য চট্টগ্রামের অনেক এলাকার চেয়ে আলাদা। তাহলো সেখানে বাঙালী হিন্দু ব্যবসায়ীরা বিশেষ প্রভাবশালী। তারাই সেখানে চাঁদাবাজি অপহরণের শিকার হয় বেশি। স্থানীয় সূত্রগুলোর মতে, সর্বশেষ অপহরণের শিকার রূপন মহাজনের কাছে প্রথমে চাঁদা চাওয়া হয়েছিল ৫ হাজার টাকা। রূপন ৫শ' টাকা দিলে চাঁদাবাজরা ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে অপহরণ করে ৫ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে। কিন্তু এক রূপন অপহরণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে কেন এভাবে পাহাড়ীদের কয়েক গ্রাম পুড়িয়ে দিতে হবে তা অনেকের হিসাবে মেলে না। স্থানীয় সূত্রগুলো বলেছে, তাপস নামের জনৈক কেরোসিন-পেট্রোলের ডিলার ওই ঘটনায় বিশেষ সার্ভিস দিয়েছে। ঘরবাড়ি পোড়াতে যা তেল লাগে তার সবই দেয়া হয়েছে তাপসের দোকান থেকে। স্থানীয় একটি সেনাসূত্রও ঘটনা স্বীকার করেছে। সেই গুচ্ছগ্রামসহ আরও কিছু এলাকা থেকে শত শত সেটেলার বাঙালী পাহাড়ী গ্রাম পোড়ানোর ধ্বংসযজ্ঞে নেতৃত্ব দেয়।

এ ব্যাপারে লেবুছড়ি এলাকার শিক্ষক প্রজ্ঞা জ্যোতি চাকমা জনকণ্ঠকে বলেছেন, ২০০১ সালে একবার তাদের বাড়িঘর-জমি সেটেলাররা দখলের চেষ্টা করেছিল। তখন তাঁরা তাদের হটিয়ে দিতে পেরেছিলেন। এবারে পারেননি। লেমুছড়ির প্রপেদ্যা ক্লাবের সভাপতি রুশলয় তালুকদার চাকমা জনকণ্ঠকে বলেছেন, হামলা শুরুর পর তিনি স্থানীয় আর্মড পুলিশ ক্যাম্পে সাহায্যের জন্য ছুটে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাদের সেখান থেকে হটিয়ে দেয়া হয়। স্থানীয় একটি সেনাসূত্র বলেছে, গত নির্বাচনের আগে এলাকার সেটেলারদের বিশেষ কিছু জমির বন্দোবস্তি পাইয়ে দেবার আশ্বাস দেয়া হয়েছিল। ঘটনার সঙ্গে সেই আশ্বাসের যোগসূত্র থাকতে পারে। কিন্তু সেনাবাহিনী কেন জড়ালো ঘটনায়? এ নিয়ে নানাজন নানা পরস্পরবিরোধী তথ্য দিয়েছে।

উপেন্দ্রলাল ত্রিপুরা, রক্তোৎপল ত্রিপুরাসহ বেশ কিছু পাহাড়ী নেতা জনকণ্ঠকে বলেছেন, পার্বত্য অঞ্চলে এখনও এমন পরিস্থিতি বিরাজ করছে, সেনাবাহিনীর সমর্থন বা আশীর্বাদ ছাড়া এখানে কোন ঘটনা ঘটানো সম্ভব নয়। খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক হুমায়ুন কবির খান ঘটনার নেপথ্যে পাহাড়ী এক মেয়ের সঙ্গে অপহৃত রূপনের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের সম্পর্কের কথা বলতে চেয়েছেন। জেলা প্রশাসকসহ সেনাসূত্রগুলোও এখন জোর গলায় বলছে, ঘটনার নেপথ্যে ইউপিডিএফের চাঁদাবাজি বিশেষ দায়ী। এ সব নানা দাবির মুখে আড়াল হয়ে যাচ্ছে দুর্বৃত্ত একটি গোষ্ঠীর পাহাড়ী গ্রামগুলোয় ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের ফিরিস্তিবৃত্তান্ত। রূপন মহাজনের উদ্ধারের বিষয়টিও চাপা পড়ে গেছে। মহালছড়ির ওসি আমাদের কাছে বড়াই করে বলার চেষ্টা করেন, এক থেকে পাঁচ হাজার সেটেলার বাঙালীর বিরুদ্ধে তিনি নিজে বাদী হয়ে মামলা করেছেন। মার্ডার কেস করেছেন বিনোদ বিহারী হত্যার দায়ে। কিন্তু হত্যাকাণ্ডটি কারা ঘটিয়েছে তা তিনি বলতে রাজি হননি। কারণ এলাকার সূত্রগুলো বলেছে, বিনোদ বিহারী নিহত হয়েছেন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নির্যাতনে। আরেক শিশু যেটি নিহত হয়েছে তার নানি কালোসোনা জনকণ্ঠকে বলেছেন, তাকে গলাটিপে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু সেনাসূত্র বলেছে, পালানোর সময় মায়ের কোল থেকে পড়ে গিয়ে শিশুটির মৃত্যু হয়েছে। এমন ঘটনা নিয়ে পরস্পর বিরোধী নানা দাবি এখন ওই এলাকায়। অকুস্থল ঘুরে দেখার সময় বার বার মনে হয়েছে গ্রামবাসীদের মধ্যে বিরাজ করছে চরম নিরাপত্তাহীন এক পরিস্থিতি। সেনা পুলিশ মোতায়েন কোন কিছুই তাদের আশ্বস্ত করতে পারছে না। কারণ তাঁরা নিজের চোখে দেখেছেন, এ সব বাহিনীর উপস্থিতিতে তাণ্ডব চালিয়েছে সন্ত্রাসীরা। এখন পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের কোন উদ্যোগও নেয়া হয়নি।

পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক সংসদীয় কমিটির বৈঠকে উপমন্ত্রী মণি স্বপন দেওয়ান অভিযোগ করে বলেছেন, মহালছড়ির ঘটনা তিনি জেনেছেন পত্রিকা পড়ার পর। সেখানকার প্রশাসন থেকে তাঁকে ঘটনা জানানো হয়নি। এর পর জেলা প্রশাসক-পুলিশ সুপারকে শোকজ করা হয়। কিন্তু জেলা প্রশাসক জনকণ্ঠকে বলেছেন, অভিযোগ সত্য নয়। তিনি নিজে উপমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন। জেলা প্রশাসকের সঙ্গে আলোচনায় মনে হয়নি শান্তি চুক্তির প্রতি কোন শ্রদ্ধাবোধ তাঁর আছে। স্থানীয় একাধিক সূত্রও বলেছে, এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত নানা ব্যক্তি শান্তি চুক্তি সম্পর্কে সরকারের মনের খবর জানেন। তাদের কাজকর্মও পাহাড়ীদের মনে নিরাপত্তার আশ্বাস সৃষ্টির অনুকূল নয়। সে জন্য পাহাড়ে নানা অশান্তির আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৪ সেপ্টেম্বর ২০০৩

(১৮৩১)
'সাংবাদিকদের ক্যামেরা সব সিজ করো!'

ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি, খাগড়াছড়ি থেকে ঃ সেনাবাহিনীর এক মেজর তর্জনী উঁচিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক মেজবাহ কামালকে শাসিয়ে বললেন, চোখ রাঙ্গিয়ে কথা বলবেন না। তার পরই তিনি তাঁর জোয়ানদের আদেশ দিলেন সাংবাদিকদের ক্যামেরা সব সিজ করো। এখানে কেউ ভিডিও করতে পারবে না। সেনা কর্মকর্তাটি রাগে থরথর কাঁপছিলেন। ঢাকা থেকে যাওয়া জাতীয় বিভিন্ন পত্রিকার সাংবাদিকরা অনাকাঙ্ক্ষিত ওই পরিস্থিতিতে বিস্ময়ে হতবাক। বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটে খাগড়াছড়ির লেমুছড়ায়। আট দিন আগে ২৬ আগস্ট সেখানে পাহাড়ীদের বাড়িঘরে আগুন দিয়ে সব কিছু জ্বালিয়ে তছনছ করে দেয়া হয়েছে। গোটা এলাকার পরিস্থিতি এখন পর্যন্ত থমথমে। সেনাবাহিনীর সদস্যরা এখন গোটা এলাকাটি পাহারা দিচ্ছে। কিন্তু তাদের পাহারার বড় টার্গেট, যেন কেউ ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িঘরের ছবি ভিডিও ক্যামেরায় তুলতে না পারে।

এর আগে মঙ্গলবার রাতে এলাকার বৌদ্ধ ভান্তে সুমনালংকার মহাথের জনকণ্ঠকে বলেছেন, তিনি বিধ্বস্ত মন্দিরের কাছে যেতেই এক সেনা জোয়ান তাঁকে তেড়ে এসেছিল। সে তাঁকে শাসিয়ে বলে, খবরদার, ছবি তোলার চেষ্টা করবেন না। ভিডিও করবেন না। সুমনালংকার অবাক হয়েছিলেন এই শাসানিতে। তিনি দেখতে গিয়েছিলেন বিধ্বস্ত এলাকা। ভান্তে সুমনালংকার পার্বত্য বৌদ্ধ মিশন আর পার্বত্য ভিক্ষু সংঘ বাংলাদেশের সভাপতি। তাঁর কাছে ভিডিও ক্যামেরা ছিল, না ছিল স্টিল ক্যামেরা। তিনি সুযোগমতো বিধ্বস্ত মন্দির, পুড়ে যাওয়া, লণ্ডভণ্ড বসতবাড়ির ছবি তুলছিলেন। বুধবারের ওই পরিস্থিতির সময়ও ভান্তে সুমনালংকার ছিলেন সাংবাদিক দলের সঙ্গে। অধ্যাপক মেজবাহ কামাল, আইন ও সালিশ কেন্দ্র, ব্লাস্টের দু'জন প্রতিনিধিও সঙ্গে ছিলেন সাংবাদিকদের। একটি ঘটনা ঘটে গেছে, এখন ছবি কেন তোলা যাবে না, বারণ কে করেছেন এ প্রশ্নের জবাবে আলোচ্য মেজর এটা সেটা নানা কথা বলেন। তাঁর সঙ্গে সেখানে কেউ রাগ দেখিয়ে কথাও বলেনি। শুধু বলা হয়েছিল কে বারণ করেছে, কোন্ আইনে বারণ করেছে তা বলতে হবে। এতেই তিনি রেগেমেগে অগ্নিশর্মা হয়ে যান। ক্ষতিগ্রস্ত পাহাড়ীরা ওই পরিস্থিতিতে আরও অসহায় বোধ করেন। তাঁদের কয়েকজন বলেন, এরা আপনাদের সঙ্গেই এমন করছে, আপনারা চলে গেলে আমাদের সঙ্গে কী করবে না করবে তা ভেবেই আমরা এখন আতঙ্কিত। অকুস্থল ঘুরে খাগড়াছড়ি ফিরতেই খবর চলে আসে। সেনা জোয়ানরা সেখানে পাহাড়ীদের বলে এসেছে এসব ঢাকার সাংবাদিক বা মানবাধিকার কর্মী তোমাদের খাবারও দেবে না, নিরাপত্তাও দেবে না। খাবার, নিরাপত্তার জন্য তোমাদের আমাদের কাছেই আসতে হবে। এ ঘটনা উল্লেখ করে আমাদের বলা হয়, শান্তি চুক্তি-পরবর্তী পার্বত্য চট্টগ্রামেও বিরাজ করছে এমন অস্বস্তিকর একটি পরিস্থিতি।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৪ সেপ্টেম্বর ২০০৩

(১৮৩২)
মহালছড়ির অসহায় মানুষ এখনও দুর্গম জঙ্গলে খোলা আকাশের নিচে, মাথা গোঁজার ঠাঁই হয়নি

ফজলুল বারী, খাগড়াছড়ি থেকে ঃ মহালছড়ির শত শত পরিবার এখনও অসহায় রাতদিন পার করছে খোলা আকাশের নিচে, দুর্গম জঙ্গলে। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত তাদের মাথা গোঁজার কোন ঠাঁইর ব্যবস্থা করেনি প্রশাসন। সেনাবাহিনী কয়েকটি তাঁবু দিয়েছে। কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই নগণ্য। দুর্গত মানুষগুলোর মাথার ওপর একটি আচ্ছাদনের ব্যবস্থা কবে হবে তাও কেউ জানে না। প্রশাসনের লোকজন চাল দিয়েছি, খিচুড়ি খাওয়াতে চেয়েছি, পাহাড়ীরা খিচুড়ি খায় না— এসব শুধু বলে বলেই তৃপ্তির ঢেকুর তুলতে ব্যস্ত। এই বর্ষায় মাথার ওপর যে ঘরহারা, সর্বহারা লোকগুলোর চাল নেই, তা দেখারও যেন কেউ নেই সেখানে।

গত ২৬ আগস্ট সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত বর্বর হামলা চালিয়ে ওই এলাকার পাহাড়ীদের ৯টি গ্রাম পুরোপুরি ভস্মীভূত করে দেয়া হয়েছে। বৌদ্ধ মন্দিরগুলোও সেখানে এখন এককেটি ধ্বংসস্তূপ। ভাঙ্গা বুদ্ধ মূর্তিগুলো মাটিতে পড়ে আছে। লুট হয়ে গেছে অনেক মন্দির। এলাকার লোকজন, সেনা, পুলিশসহ নানা বাহিনীর সদস্যরা জানে ঘটনা ঘটিয়েছে সেটেলার বাঙালী সন্ত্রাসীরা। থানায়ও এ ব্যাপারে একটি মামলা হয়েছে। কিন্তু খাগড়াছড়ির এমপি আব্দুল ওয়াদুদ ভূঁইয়া বৃহস্পতিবার ঘটনা নিয়ে নয়া সাফাই গাইলেন"। ওয়াদুদ ভূঁইয়া বৃহস্পতিবার তাঁর খাগড়াছড়ি শহরের বাসা 'বৈঠক-এ ঢাকার একদল সাংবাদিককে বলেছেন, পাহাড়ীরাই গ্রামগুলোতে আগুন দিয়েছে। ঘটনা ঘটেছে ৯টি গ্রামে। কিন্তু এমপি স্বীকার করলেন, ৩টি গ্রামের কথা। অন্য ঘটনা নিয়ে বিতর্ক আছে। এভাবেই তাঁরা সাহায্য চেয়ে রিপোর্ট পাঠিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর দফতরে। ক্ষতিগ্রস্তদের বাড়িঘর নির্মাণ করে দেয়ার জন্য তিন কোটি টাকা সাহায্য চাওয়া হয়েছে। কিন্তু কবে এসব সাহায্য আসবে তা কেউ জানে না।

এমপি অবশ্য স্বীকার করেছেন, তিনি মাত্র ক্ষতিগ্রস্ত তিনটি গ্রামে গেছেন। বাকি গ্রামগুলো বিপদজ্জনক, দুর্গম বলে সেগুলোয় যাওয়া যায় না। সেনা সদস্যরাও নাকি সেখানে ভয়ে যায় না! খাগড়াছড়িতে এমন বিপদজ্জনক, দুর্গম ২০টির মতো গ্রাম থাকার কথাও স্বীকার করেছেন এমপি। তিনি সেগুলোকে বলেছেন 'অনিরাপদ'। তবে কি ওই 'অনিরাপদ' গ্রামগুলোতেও যখনতখন এ ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে? ওই সব এলাকার বাসিন্দা পাহাড়ী পরিবারগুলোর নিরাপত্তা কোথায়? এমপি এবারে অবশ্য তা স্বীকার না করে বলেছেন, পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে। নতুন আর কোথাও ঘটনা ছড়ায়নি।

বৃহস্পতিবারের আলোচনায় এমপি মহালছড়ির ঘটনার নিজস্ব একটি বর্ণনা দিয়েছেন। যা এর আগে দেয়া খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসন, পুলিশ আর সেনা কর্তৃপক্ষ কারও সঙ্গেই মেলে না। এমপি ঘটনাটিকে বলেছেন, দাঙ্গা। বলেছেন, পাহাড়ী সন্ত্রাসী গ্রুপগুলোর কাছে এলাকাটি অনেক দিন থেকেই জিম্মি। তারা একের পর এক অপহরণের ঘটনা ঘটিয়ে চলেছে। চাঁদা আর অপহরণের ঘটনা অবিরাম ঘটতে থাকায় এলাকার বাঙালী লোকজন এমনিতেই ক্ষিপ্ত হয়েছিল। পাহাড়ীরাও এসব থেকে রেহাই পাচ্ছে না। আমরাও সে সব ঠেকাতে পারছি না। আবার বলেন, বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর অপহরণের ঘটনা কমেছে। ঘটনার উৎস, মহালছড়ির রূপন মহাজনকে অপহরণ করেছে কে? এমপি এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কারও নাম বলতে চাননি।

বলেছেন জনসংহতি সমিতি, ইউপিডিএফ দু'গ্রুপের চাঁদাবাজিতেই এলাকায় দীর্ঘদিন থেকে বিশেষ একটি পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। রূপন মহাজনের ঘটনার পর ঘটনা বিস্ফোরিত হয়েছে (রূপন মহাজন অপহরণ প্রসঙ্গে এর আগে সেনা-পুলিশ উভয়পক্ষই বলেছে ইউপিডিএফ-এর কথা)। এমপি বলেন, নিহত বিনোদ বিহারীর মেয়েকে ভাগিয়ে নিয়ে বিয়ের ঘটনায় এলাকার পাহাড়ীরা রূপন মহাজনের ওপর ক্ষিপ্ত ছিল। কারণ টিটো নামের যে ছেলেটি বিয়ে করেছে সে রূপনের আত্মীয়। রূপন নিজেও ভাল লোক ছিল না। আওয়ামী লীগ করত। চাঁদাবাজির সঙ্গে জড়িত ছিল। এমপি বলেন, ঘটনার সকালে পাহাড়ী সন্ত্রাসীরা প্রথম বাঙালীদের ওপর উস্কানিমূলক গুলি ছুড়েছে। ওরা সেনাবাহিনীর পোশাক পরে এসেছিল। পাহাড়ীদের সঙ্গে বাঙালীদের সেখানে মুখোমুখি মল্লযুদ্ধও হয়েছে। তার পর সেনাবাহিনীর সদস্যরা এগিয়ে গেলে পাহাড়ী সন্ত্রাসীরা পিছু হটে যাবার সময় গ্রামে আগুন ধরিয়ে দিয়ে যায়। ওই আগুনে চার বাঙালীর ঘরও পুড়েছে।

এমপি এভাবে যে কথাটি বলার চেষ্টা করেছেন তা হলো, সেটি ছিল একটি দাঙ্গার ঘটনা। পাহাড়ী-বাঙালী দু'পক্ষই সেই দাঙ্গায় জড়িয়েছে। কিন্তু অকুস্থলের সেনা সূত্র আর পুলিশের তথ্যের সঙ্গে এমপির বর্ণনায় বিস্তর ফারাক। ওই সূত্রগুলো বলেছে, ঘটনা ছিল একপক্ষীয় হামলা। জনৈক তাপসের কেরোসিন-পেট্রোলের দোকান থেকে সন্ত্রাসীরা তেল নিয়ে গিয়ে পাহাড়ী গ্রামগুলোয় আগুন দিয়েছে। সেনা আর পুলিশ সূত্রের বক্তব্যের সঙ্গে তাঁর বক্তব্য মিলছে না বললে জবাব দেন— তারা হয়ত সব কথা বলেনি। আমি যা বলছি নিশ্চিত হয়েই বলছি। আপনি মাত্র ৩টি গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হবার কথা বললেন, কিন্তু আমরা ঘুরে এসেছি ক্ষতিগ্রস্ত ৯টি গ্রাম। তবে কি সেগুলো আগুনে পুড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি? এমপি আবার বলেন, তিনি নিশ্চিত হয়েই বলছেন তাঁর কথা।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৫ সেপ্টেম্বর ২০০৩

(১৮৩৩)
বেড়ায় গৃহবধূর গলায় ছুরি ধরে মেয়ের বিয়ের জমানো টাকা-স্বর্ণ লুট

বেড়া (পাবনা) থেকে সংবাদদাতা ঃ দরিদ্র এক গৃহবধূর গলায় ছুরি ঠেকিয়ে জিম্মি করে মেয়ের বিয়ের জন্য জমানো ২০ হাজার টাকা, ৪ ভরি সোনা ও বেশ কিছু কাপড়-চোপড় লুট করে নিয়েছে চার দুষ্কৃতকারী। গত ১৬ আগস্ট রাতে পৌর এলাকার মৈত্রবাধা মহল্লায় এ ঘটনা ঘটে। ওই গ্রামের দিনমজুর চেতন হালদারের বাড়িতে ঘটনার রাতে দুষ্কৃতকারী দল "কথা আছে" বলে ডেকে তাকে বের হতে বলে। এ সময় তার স্ত্রী চায়না রাণী ঘরের দরজা খোলা মাত্রই দুষ্কৃতকারীরা তার গলায় ছুরি ধরে। এ ব্যাপারে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশী তৎপরতা নেই।

দৈনিক ইত্তেফাক, ৫ সেপ্টেম্বর ২০০৩

(১৮৩৪)
রেশন পাহাড়ীরা পাচ্ছে না, সেটেলাররা পাচ্ছে!

ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি খাগড়াছড়ি থেকে ঃ রেশন নিয়ে সরকারের দু'ধনের নীতিকে কেন্দ্র করে নতুন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে পাহাড়ে। গত জুন থেকে পাহাড়ী শরণার্থীদের রেশন বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। তবে একই সঙ্গে অব্যাহত আছে গুচ্ছগ্রামের সেটেলার বাঙালীদের রেশন। খাগড়াছড়ির এমপি, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান আব্দুল ওয়াদুদ ভূঁইয়া এ

ব্যাপারে সাফ বলে দিয়েছেন, গুচ্ছগ্রামের সেটেলার বাঙালীদের রেশন চলবে। কারণ তারা নিরাপত্তাহীন। পাহাড়ী শরণার্থীদের অনির্দিষ্টকাল রেশন দেয়া হবে না। সে প্রতিশ্রুতিও ছিল না। তাদের নিরাপত্তা নিয়ে কোন সমস্যাও নেই। ওয়াদুদ ভূঁইয়া এমন সময় কথাটি বললেন, যখন তাঁর নির্বাচনী এলাকার ৯ গ্রামের পাহাড়ীরা ঘরবাড়ি হারিয়ে খোলা আকাশের নিচে বসবাস করছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ওয়েলফেয়ার এ্যাসোসিয়েশন ক্ষোভ প্রকাশ করেছে এমপির বক্তব্যে।

রেশন কালচার অবশ্য দেশের অন্যসব জায়গায় এখন না থাকলেও তা পার্বত্য অঞ্চলেই ধরে রাখা হয়েছে। সেখানে জিয়া আমলে মানবঢাল হিসাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্য নিয়ে আসা গরিব সেটেলার বাঙালীদের এখনও রেশন দেয়া হচ্ছে। পরিবারপিছু মাসে দেয়া হচ্ছে ৮৫ কেজি চাল বা গম। গুচ্ছগ্রামের সেটেলার বাঙালী বাসিন্দাদের পাশাপাশি সেখানে রেশন দেয়া হচ্ছিল ভারত প্রত্যাগত শরণার্থী পরিবারগুলোকেও। ১৯৭৯ সালে পাবর্ত্য চট্টগ্রামের কানুনগোপাড়ায়, ১৯৮১ সালে গোমতিতে, ১৯৮৪ সালে ভুষণপাড়ায়, ১৯৮৬ সালে রামবাবুডেবায়, পানছড়িতে, ছংড়াপাড়ায়, ১৯৮৮ সালে বাঘাইছড়িতে, ১৯৮৯ সালে লংগদুতে, ১৯৯২ সালে লোগাংয়ে, ১৯৯৩ সালে নানিয়ারচরে পাহাড়ীদের ওপর হামলা, আক্রমণের নানা ঘটনা ঘটে। তবে মূলত ১৯৮৬ সালের ১৩ জুনের দীঘিনালার ব্যাপক এলাকাজুড়ে পাহাড়ী গ্রামগুলোতে অগ্নিসংযোগ-ধ্বংসযজ্ঞের ঘটনাকে কেন্দ্র করেই ভীতসন্ত্রস্ত পাহাড়ীরা ব্যাপক সংখ্যায় দেশ ছেড়ে চলে যায়। ১৯৯৪ সালে ১৬ দফা, ১৯৯৭ সালে ২০ দফা চুক্তির মাধ্যমে এই দেশান্তরী পাহাড়ী শরণার্থীদেরই দেশে ফিরিয়ে এনে রেশনসহ নানা পুনর্বাসন কর্মসূচীর আওতায় আনা হয়েছিল। কিন্তু গত জুন থেকে হঠাৎ করেই তাদের রেশন বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। রেশন বন্ধের পর প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে এসব পরিবারের পুনর্বাসনে কী হয়েছে না হয়েছে সে ব্যাপারে তথ্য জানতে চাওয়া হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কাছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৫ সেপ্টেম্বর ২০০৩

(১৮৩৫)
জন্মভূমিতে কি থাকতে পারব না, প্রশ্ন পাহাড়ীদের

ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি, খাগড়াছড়ি থেকে ঃ চাকমা ভাষায় পটপট্যা শব্দের অর্থ আলো। লেমুছড়ির চাকমা গ্রামের মানুষের জীবনে এখন আর কোন আলো নেই। জীবন মানে এখন তাদের শুধু অন্ধকার! লেমুছড়ি পটপট্যা ক্লাবের কাছে যখন আমাদের গাড়ি থামে তখন ঘরহারা পাহাড়ীরা ছুটে আসে। প্রাণের ভয়ে এদের কেউ সেই স্কুলে, অনেকে আশ্রয় নিয়েছে পাশের পাহাড় জঙ্গলে। সেটেলারদের হানায় পুড়ে ধ্বংস হয়ে গেছে তাদের বাড়িঘর। বৃষ্টিতে ভিজে রোদে পুড়ে কাটছে তাদের অসহায় জীবন। আমাদের দেখে এলাকার কারবারীসহ পাহাড়ী নেতৃবৃন্দ ছুটে আসেন। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের এরা মাটিতে কপাল ঠুকে সেজদা করে। আমাদের সঙ্গের ভান্তেদের দেখেও তারা সেজদায় নতজানু হয়। কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বলে, ভান্তে আমাদের কী উপায় হবে? আমরা কি আর এ জন্মভূমিতে থাকতে পারব না?

ঢাকার সাংবাদিকরা ঘটনা উপলক্ষে খাগড়াছড়ি এসেছেন অকুস্থলে যাচ্ছেন— এ খবর প্রশাসনে আগেই চাউর হয়ে গিয়েছিল। নানা গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন হোটেলে ছুটে এসে কুশল জানতে চায়। জানতে চায় শরীর স্বাস্থ্য ভাল আছে কি না, কোন সাহায্য লাগবে কি না ইত্যাদি। খাগড়াছড়ি থেকে বেরিয়ে মহালছড়ির পথে পথেও দেখা গেছে নানা তৎপরতা। লেমুছড়ির সেই ক্লাবঘরের কাছে সাংবাদিকদের গাড়ি দেখেই ছুটে আসেন একজন সেনা কর্মকর্তা। মেজর মোয়াজ্জেম নিজের পরিচয় দিয়ে বলেন, আপনারা এলাকা ঘুরে দেখুন।

আমরা সঙ্গে থাকলে হয়ত পাহাড়ীরা ভয়ে কথা বলবে না। পাহাড়ীরা আপনাদের ভয় পায় নাকি? প্রশ্ন করলে মেজর অন্য কথায় চলে যান। বলার চেষ্টা করেন, তিনি বেশ পড়াশোনা জানা মানুষ। সাংবাদিকদের মধ্যেও তাঁর অনেক বন্ধুবান্ধব আছে। স্ত্রীও চাকরি করেন এনজিওতে। মেজর বলার চেষ্টা করেন, তিনি কিন্তু সিভিল কলেজে পড়াশোনা শেষ করে সেনাবাহিনীর চাকরিতে এসেছেন। তারপরই মিলিটারি মেজাজ দেখিয়ে বলেন, আপনারা কিন্তু কেউ ভিডিও করার চেষ্টা করবেন না। স্টিল ছবি যা খুশি তুলতে পারেন। ভিডিও করার চেষ্টা করলেই ক্যামেরা কেড়ে নেয়া হবে।

ভিডিও কেন করতে দেবেন না? প্রশ্নের জবাবে মেজর বলেন, ওপরের নির্দেশ। ওপরের নির্দেশদাতা কে? আমার বস, জোন কমান্ডার। মেজর জবাব দেন। তাঁকে বলা হয়, আপনি স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশের সেনা অফিসার, আমরাও স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশের সাংবাদিক। এখানে একটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটেছে। ঘটনাটি সেনাবাহিনীর সাজানো নয় সেটিই আমরা জানি বা জানতে চাই। কিন্তু এখন ছবি কেন তুলতে দেবেন না, কেন দেবেন না, বা কোন্ আইনে তা স্পষ্ট করে বলতে হবে। সেনাবাহিনীর ওই মেজর সম্ভবত শুধু আদেশ দিয়ে তার তামিল শুনে-দেখেই অভ্যস্ত। আমাদের কথায় তিনি বেআদবি মনে করে ক্ষিপ্ত হলেন। রাগে থরথর কাঁপতে শুরু করলেন। তাঁর আদেশ-রাগ দেখে ভয়ে আমাদেরই কাঁপার কথা। কারণ তাঁর হাতে বন্দুক আছে। কিন্তু কাঁপছিলেন মেজর নিজে। স্কুলের বিতর্কসভায় মঞ্চে নতুন উঠে যেমন কোন বক্তার পা কাঁপে তেমনি মেজরের পা দু'টি কাঁপছিল। আর হুঙ্কার ছুড়ে বলছিলেন, ডোন্ট শো ইওর রেড আই'জ!

তাঁর এ অবস্থা দেখে সেখানে ভিড় করে দাঁড়ানো পাহাড়ীরা বেশ মজা পাচ্ছিল। কারণ তাঁরাও এ ধরনের দৃশ্য দেখে অভ্যস্ত নয়। মেজরকে বলা হয় আপনি এমন উত্তেজিত কেন হয়ে যাচ্ছেন! আর রাগ দেখিয়ে অন্তত আমাদের তো আপনি ভীতসন্ত্রস্ত করতে পারবেন না। আইন এবং যুক্তি দেখিয়ে কনভিন্স করতে হবে। আমরা একটি স্পট কভারেজে এখানে এসেছি। এখানে কোন কিছু ভিডিও করা যাবে না, এমন আইন বা নির্দেশের কথা আমাদের জানা নেই। আমরা আমাদের কাজ করবই। মেজর তাঁর এক জোয়ানকে নির্দেশ দিলেন, এদের ক্যামেরা সব সিজ করো। ক্যামেরায় এভাবে হাত দেবেন না বলতেই জোয়ান নিরস্ত হয়। সে যেন নিজেও বুঝতে পারছে তার উর্ধতন কর্মকর্তা অনাবশ্যক একটি ঝামেলার পরিস্থিতি সৃষ্টি করে ফেলেছে। মেজরকে বলা হয়, আপনি এসব কী করছেন!

লেমুছড়ির জ্যোতি বিকাশ চাকমা উল্টোছড়ি হাইস্কুলের শিক্ষক। মা, স্ত্রীসহ তাঁর ৫ সদস্যের পরিবারটি এখন বসবাস করছে জঙ্গলে। জ্যোতি বিকাশ বললেন, তিনি মাত্র তখন স্কুল থেকে ফিরে কাপড় পাল্টেছেন। মা বললেন, বাঙালীরা অস্ত্রশস্ত্রসহ তেড়ে আসছে। তারপর আর কিছু ভাবার সময় পাননি। প্রাণ বাঁচাতে পরিবার পরিজন নিয়ে জঙ্গলের দিকে ছুটতে শুরু করলেন। তাঁর এখন পরনের কাপড় ছাড়া কিছুই নেই। ঘরের সবকিছুই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। কাপড়ের অভাবে স্কুলেও যেতে পারছেন না। এমন ঘটনা লেমুছড়ি ছাড়াও বাবুপাড়া, স'মিলপাড়া, পাহাড়তলীসহ বিধ্বস্ত নানা গ্রামে। অনুভব চাকমা ঢাকা স্টেট কলেজে ইন্টারমিডিয়েটে পড়েন। ঘটনার দিন তাঁর পরীক্ষা থাকায় ছুটে আসতে পারেননি। পরীক্ষা শেষে রাঙ্গামাটি হয়ে গ্রামে ছুটে এসেছেন। তাঁদের পারিবারিক অবস্থা বেশ ভাল। রাঙ্গামাটিতে বাবা ব্যবসা করেন। নিজেদের বিধ্বস্ত ঘর দেখিয়ে অনুভব বলেন, আমার কলেজের বন্ধুরা কেউ এ ঘটনা কি বিশ্বাস করবে? আমরা সবাইতো বাংলাদেশেরই নাগরিক। তরুণ অনুভবের চোখ দু'টি টলমল ভরে যায় জলে। অকুস্থল এলাকায় মেজর হুমায়ুন, মেজর নাজমুল আমাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছেন। তাঁদের সামনেই ক্ষতিগ্রস্তরা নানা ঘটনা তুলে ধরছিল। বিশেষত বাবুপাড়ায় মেজর নাজমুলের সামনেই কেরেঙ্গানালার ধর্ষিত কালোসোনা চাকমা তাঁর ভীতিকর অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেন। ৭ জন মিলে তাঁকে গণধর্ষণ করেছে। দুষ্কৃতকারীরা চোখের সামনে

শিশু নাতিকে গলা টিপে হত্যার বর্ণনা দেবার সময় তাঁর গলা ধরে আসে। মেজর হুমায়ুন, মেজর নাজমুল অবশ্য নিজে থেকে সেখানে রাগ দেখিয়ে মেজর মোয়াজ্জেমের মতো কোন দৃশ্যের অবতারণা করেননি।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৫ সেপ্টেম্বর ২০০৩

(১৮৩৬)
চিংড়াখালীর সংখ্যালঘু ও নিরীহ মানুষ এখনও শঙ্কিত

বাবুল সরদার, চিংড়াখালী থেকে ফিরে ঃ বাগেরহাটের অন্যতম অপরাধপ্রবণ উপজেলা মোরেলগঞ্জের চিংড়াখালীতে সংখ্যালঘুসহ নিরীহ মানুষের মধ্যে আবারও উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা দেখা দিয়েছে। এখানে সংসদ সদস্য ও পুলিশ সুপারের নির্দেশ সত্ত্বেও গত দেড় মাসের 'অধিককাল অতিবাহিত হলেও সংশ্লিষ্ট থানা পুলিশ ক্ষতিগ্রস্তদের আর কোন মামলা গ্রহণ করেনি। ডাকাতি, ধর্ষণ ও জোর করে জায়গাজমি লিখে নেবার ঘটনায় উত্তম মণ্ডল ও পরীক্ষিত রায়ের দায়ের করা পৃথক ৩টি মামলার আসামীরা এখন এলাকায় প্রকাশ্যে নির্বিঘ্নে ঘুরে বেড়াচ্ছে। রহস্যজনক কারণে স্থানীয় পুলিশ তাদের আটকের ব্যাপারে উদাসীন। এ অবস্থায় ওই চিহ্নিত আসামীরা স্থানীয় এক প্রভাবশালী বিএনপি নেতার প্রশ্রয়ে উল্টা ক্ষতিগ্রস্তদের ওপর নানা প্রকার হুমকি-ধমকি দিচ্ছে। সরেজমিনে ওই এলাকা পরিদর্শনকালে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসহ এলাকার মানুষের সঙ্গে কথা বলে এসব অভিযোগ পাওয়া গেছে।

চিংড়াখালী ইউপির গোপালপুর, চরগোপালপুর, সিংজোড়, মহিষচরণীসহ সংলগ্ন এলাকার নানা শ্রেণী ও পেশার গণ্যমান্য প্রায় ২৫/৩০ ব্যক্তি গত ৯ জুলাই বাগেরহাট প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলন করে তাদের ওপর লিন্টু-মান্নান বাহিনীর অবর্ণনীয় অত্যাচার-নির্যাতনের বর্ণনা তুলে ধরেছিলেন। এ খবর পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হলে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। জেলা বিএনপি নেতা এমএএইচ সেলিম এমপি তদন্তপূর্বক তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা হিসাবে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান। শত শত গ্রামবাসী উপস্থিত হয়ে লিন্টু-মান্নান বাহিনীর অত্যাচার-নির্যাতনের বর্ণনা তুলে ধরেন। সে সময় সাংবাদিক, মানবাধিকার কর্মী ও নারীবাদী সংগঠনের নেত্রীদের উপস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্তদের মামলা দায়ের করতে বলা হয়। তিনি দোষীদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে আশ্বাস দেন।

এরপর ক্ষতিগ্রস্তরা লিখিত অভিযোগ নিয়ে থানায় যান। কিন্তু সংশ্লিষ্ট থানা পুলিশ শুধু উত্তম মণ্ডলের বাড়িতে ডাকাতি ও নারী নির্যাতনের ঘটনায় পৃথক দু'টি এবং পরীক্ষিত রায়ের জায়গাজমি জোর করে লিখে নেবার ঘটনায় একটি মামলা গ্রহণ করে। এ সময় পুলিশ কিছুটা তৎপরতা দেখালেও প্রকৃত আসামীদের ধরতে ব্যর্থ হয় এবং নলিনী রায়, বনমালী মণ্ডল ও রতিকান্ত মৃধাসহ বেশ কয়েকজন লিখিত অভিযোগ দিলেও আজ পর্যন্ত তা রেকর্ড করেনি। গত ১৬ জুলাই তাঁরা লিখিত অভিযোগ জমা দিয়ে দিনের পর দিন থানায় ধর্ণা দিয়েছেন। কিন্তু কোন লাভ হয়নি। এ অবস্থায় অভিযুক্ত চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা ফের এলাকায় ফিরে আসে। বাড়াবাড়ি না করার জন্য ক্ষতিগ্রস্তদের হুমকি দেয়। হোতা এবং প্রধান অভিযুক্ত মান্নান দিদারসহ হারুন, কালাম, রাসেল এখন নির্বিঘ্নে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শুধু তাই নয়, মান্নানের জবরদখল করা জমিতে প্রকৃত মালিক ধানের বীজ বপন করতে গেলে মান্নান তার ওপর চড়াও হয়ে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করে। স্থানীয় জনপ্রিয় মেম্বার আক্কাস আলী হাওলাদার ডাকাতি মামলার এক আসামী হাছেন হাওলাদারকে পুলিশে দিয়ে এখন নিজেই পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। সন্ত্রাসীরা তাঁকে হত্যার হুমকি দিয়েছে।

এলাকাবাসী জানান, স্থানীয় প্রভাবশালী বিএনপি নেতা সোবহান হাওলাদারের বাড়িতে এসব আসামী প্রায়শই উঠবস করে। ৪/৫ দিন আগে এসব আসামী সোবহানের ঘরে এক

রুদ্ধদ্বার বৈঠকে মিলিত হয়। এ খবর জানতে পেরে ক্ষতিগ্রস্তসহ নিরীহরা আরও বড় ধরনের ক্ষতির আশঙ্কায় ভীত হয়ে পড়েছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক ব্যক্তি জানান, এই সোবহান হাওলাদারের নেতৃত্বে কাছিকাটা থেকে যাত্রাঘাট হয়ে প্রায় প্রতিদিন প্রকাশ্যে ট্রলার ও নৌকায় চোরাই সুন্দরী গাছ পাচার করা হয়। নৌকাপ্রতি এক হাজার এবং ট্রলারপ্রতি দুই হাজার টাকা সোবহান ও তার দল আদায় করে। চিহ্নিত আসামী ও সন্ত্রাসীদের প্রশ্রয় দেবার ব্যাপারে প্রশ্ন করলে সোবহান এলাকাবাসীকে বলে, 'ওপরের নেতাদের কথা বলে সব ব্যবস্থা হবে'। এলাকাবাসী আরও জানান, আওয়ামী লীগ আমলেও এ সন্ত্রাসীরা উত্যক্ত করত। ক্ষমতার পট পরিবর্তনের পর রাতারাতি আওয়ামী লীগ থেকে বিএনপি বনে যাওয়া প্রাক্তন চেয়ারম্যান সেলিম গাজী নাকি তখন তাদের প্রশ্রয়দাতা ছিল। জানা গেছে, কৃষক লীগ নেতা লিন্টু বক্স গত সংসদ নির্বাচনের পর গ্রাম ছাড়ে। পরে এলাকায় ফিরলে তার সঙ্গে সন্ত্রাসী মান্নানের সখ্য গড়ে ওঠে। গত ইউপি নির্বাচনে সে স্থানীয় জামায়াত নেতা কাশেম মাওলানার পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নেয়। ষাটোর্ধ কাশেম মাওলানা এখন চিংড়াখালী ইউপির চেয়ারম্যান। এলাকাবাসীর মতে, নিজের স্বার্থ হাসিলের জন্য লিন্টু কাশেমের পক্ষে ছিল। তবে ওই মামলা হবার পর থেকে লিন্টু পলাতক রয়েছে বলে গ্রামবাসী জানান। এদিকে একটি মহল লিন্টু বক্সের ওপর সব দোষ চাপিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের চেষ্টা করছে বলেও তাঁরা উল্লেখ করেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৫ সেপ্টেম্বর ২০০৩

(১৮৩৭)
খাগড়াছড়ির দিঘীনালা শরণার্থী ক্যাম্প
প্রত্যাগত শরণার্থীদের পুনর্বাসন এবং এক অরুণা চাকমার কাহিনী

সাইফুল ইসলাম রিপন, দিঘীনালা (খাগড়াছড়ি) থেকে ঃ শান্তিচুক্তিতে প্রত্যাগত শরণার্থীদের যে সব সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে বলে অঙ্গীকার করা হয়েছিল, তার অনেকগুলোই পূরণ করা হয়নি। এরপরও প্রত্যাগত শরণার্থীদের বেশিরভাগই প্রত্যাবসন ক্যাম্প ছেড়ে পাহাড়ে ফিরে গিয়েছেন। কেবল অরুণা চাকমাসহ ৩৭টি পরিবার এখনও শরণার্থী ক্যাম্পে রয়ে গেছেন। প্রত্যাবসনের সুযোগ তো তাদের মিলছেই না উল্টো গত মাস থেকে সব পাহাড়ি শরণার্থী রেশন বন্ধ হয়ে গেছে।

অরুণা চাকমার ঘটনাটা এরকম। ১৯৮৬ সালের ১৩ জুন খাগড়াছড়ির দিঘীনালা এলাকায় পাহাড়ি জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত গ্রামগুলোতে ব্যাপক হামলা, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। এরপর ওই এলাকার অন্তত ৫ হাজার আদিবাসী ভারতে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নেয়। এ সময় ১৩ বছর বয়সী তরুণী অরুণা চাকমাও বাবা-মার সঙ্গে ভারতে শরণার্থী হিসাবে আশ্রয় নেন। তারা ভারতে চলে যাওয়ার পর বাঙালি সেটেলাররা তাদের জমি দখল করে নেয়, সে জমি দখল বজায় রাখার জন্য অরুণাদের বসতভিটাতেই চালু করে বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

১৯৯৭ সালে সরকারের সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির (শান্তিবাহিনী) চুক্তি হওয়ার পর ওই পাহাড়ি শরণার্থীরা দেশে ফিরে আসে, ওই পাহাড়ি শরণার্থীদের সঙ্গেই বাবা-মাকে নিয়ে দেশে ফিরে আসে অরুণা চাকমা। এর মধ্যে সে এক পুত্র সন্তানের জননী হয়েছে। কিন্তু দেশে ফিরে আসার পর যে ক্যাম্পে তার থাকার ব্যবস্থা হয়, সেটি দেখে সে কান্নায় ভেঙে পড়ে। নিজেদের বসতভিটায় স্থাপিত বেসরকারি প্রাথমিক স্কুলকেই ক্যাম্প বানিয়ে থাকতে দেওয়া হয়েছে ওদের। সেই থেকে বসতভিটা ফিরে পাওয়ার জন্য অরুণার

অপেক্ষা শুরু। সেই অপেক্ষা এখনও চলছে। পাহাড়ি নেতা, সরকারি অফিসার, এনজিও নেতা কাউকে ধরেই বসতভিটা ফেরত পায়নি সে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক সন্তোষিত চাকমা বলেন, শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন নিয়ে যে কী পরিমাণ টালবাহানা চলছে, তা অরুণার ঘটনাটি থেকেই বোঝা যায়। তার আগের বসতভিটায় সরকারি নিয়ন্ত্রণ রয়েছে পুরোপুরি। কিন্তু এরপরও ভিটে ফিরে পাচ্ছে না সে।

সরেজমিনে গতকাল খাগড়াছড়ির দিঘীনালায় দু'টি প্রত্যাগত শরণার্থী ক্যাম্পে গিয়ে জানা গেছে, দেশে ফিরে এসে প্রায় সব শরণার্থীই আগের ধানের জমি কিংবা পাহাড় ফেরত পায়নি। শরণার্থী হিসাবে ভারতে অবস্থান করার সময় বাংলাদেশের অন্য জেলার বাসিন্দারা এসে অনেকের জায়গা জমির দখল নিয়েছেন। এরপর ওই জমি ফিরে পাওয়া তাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়েছে। বসতভিটা পেয়েছেন তো ধানের জমি পাননি কিংবা ধানের জমির দখল পেলে বসতভিটা পাননি— এরকম ঘটনা ঘটেছে বহুজনের ক্ষেত্রে। এ নিয়ে এখন দেন-দরবার করাও ছেড়ে দিয়েছেন প্রত্যাগত অনেক পাহাড়ি। যারা ধানের জমি পাননি, তাদের অনেকেই অন্য পাহাড়িদের জমিতে ভাগা খেটে দিনযাপন করছেন।

উপজাতীয় শরণার্থী আশ্রয় ক্যাম্প দিঘীনালায় গতকাল দুপুরে গিয়ে জানা যায়, পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যাগত শরণার্থীদের রেশন বন্ধ রয়েছে গত দু'মাস ধরে। কিন্তু বাঙালি সেটেলারদের রেশন বন্ধ হয়নি। এ নিয়েও প্রত্যাগতদের মধ্যে অসন্তোষ ধুমিয়ে উঠছে। ১৭টি কক্ষবিশিষ্ট একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্থাপিত হয়েছে ওই ক্যাম্প। ১৭টি কক্ষে অবস্থান নিয়েছে ১৭টি পরিবার। রেশন বন্ধ থাকায় পরিবারের যুবকরা অন্যের ক্ষেতে কাজ করছেন। সেই কাজ থেকে যে চাল-ডাল পাচ্ছেন, তা থেকে চলছে সংসার।

প্রত্যাগত পাহাড়ি শরণার্থীরা বলছেন, সেটেলারদের রেশন চালু এবং প্রত্যাগত শরণার্থীদের রেশন বন্ধ করে সরকার দ্বিমুখী নীতি অবলম্বন করছে। তারা বলছেন, প্রত্যাগত শরণার্থীদের আর্থিক অবস্থা অনেক ক্ষেত্রেই সেটেলারদের চেয়ে খারাপ। এছাড়া আদিবাসী পাহাড়িদের বছরের বেশিরভাগ সময়ই কর্মহীন থাকতে হচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে রেশন বন্ধ করা হলে তাদের দুর্ভোগের সীমা থাকবে না।

সেটেলারদের রেশন চালু রেখে প্রত্যাগত শরণার্থীদের রেশন বন্ধ করার যুক্তি কী? জানতে চাইলে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান ওয়াদুদ ভূঁইয়া এমপি বলেন, পাহাড়িরা নিজ নিজ এলাকায় নিরাপদ রয়েছে। তারা কাজ করতে পারছে। অন্যদিকে পাহাড়িদের হামলায় বাঙালিরা কাজ করতে পারছে না। এ কারণেই সেটেলারদের রেশন চালু রাখা হয়েছে।

জানা গেছে, সরকার ইতিমধ্যেই পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের কাছে দেওয়া এক চিঠিতে প্রত্যাগত শরণার্থীদের রেশন চালু রাখতে অনীহা প্রকাশ করেছে। ওই চিঠিতে প্রত্যাগত শরণার্থীদের পুনর্বাসনের জন্য কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় তা জানতে চাওয়া হয়েছে আঞ্চলিক পরিষদের কাছে। কিন্তু পুনর্বাসনের প্রকৃত ব্যবস্থা গ্রহণের আগেই রেশন বন্ধ করাকে সমর্থন করেননি আঞ্চলিক পরিষদের নেতারা।

জানা গেছে, সরকারের প্রত্যাবাসনের অপেক্ষায় না থেকে প্রত্যাগত শরণার্থীদের অনেকেই ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে স্বকর্মসংস্থানের চেষ্টা করছে। কিন্তু ঋণ না পাওয়ায় এ চেষ্টায়ও উল্লেখযোগ্য সাফল্য পায়নি কেউ। প্রত্যাগতরা আঞ্চলিক পরিষদের কাছে এ পর্যন্ত ৩শ' ৪১টি স্বকর্মসংস্থানমূলক উদ্যোগের জন্য ঋণের আবেদন করেছে। কিন্তু কেউ ঋণ পায়নি। প্রত্যাগত আদিবাসীরা পাহাড়ের প্রত্যন্ত এলাকায় অবস্থান করছে বলে ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী এনজিওগুলোও তাদের কাছে যাচ্ছে না।

এছাড়াও পাহাড়িদের মধ্যে অতীতে যারা সরকারের অধীনে চাকরিরত ছিলেন তাদের চাকরি ফিরিয়ে দেওয়ার কথা ছিল শান্তি চুক্তিতে। জানা গেছে, চুক্তির ওই শর্তঅনুসারে ২শ' ৫৪ জন চাকরি ফিরে পেয়েছেন। কিন্তু চাকরিতে তাদের জেষ্ঠতা এবং টাইম স্কেল পাননি।

পাবর্ত্য চট্টগ্রাম শরণার্থী জুম্ম কল্যাণ সমিতি দিঘীনালার অনাথ আশ্রমটিকেও পুনরুদ্ধারের দাবি জানিয়ে আসছে অনেকদিন ধরে। ১৯৮৬ সালের ১৫ জুন হামলার দিন পর্যন্ত ওই আশ্রমে প্রায় ১শ' এতিম শিশু পড়াশোনা করছিল। বৌদ্ধ ধর্মীয় চেতনায় প্রতিষ্ঠিত ওই আশ্রমটিকে ঘিরে ছিল কুটিরশিল্প এবং ছাত্র-শিক্ষকদের আবাসন ব্যবস্থাও। কিন্তু ১৫ জুনের হামলার পর আশ্রমের ভবনটিকে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় বানিয়ে বাকি জমিটুকু অন্যারা দখল করে নিয়েছে।

আজকের কাগজ, ৫ সেপ্টেম্বর ২০০৩

(১৮৩৮)
কাশিয়ানীতে প্রতিমা ভাঙচুর থানায় মামলা দায়ের

গোপালগঞ্জ ও কাশিয়ানী প্রতিনিধি ঃ গোপালগঞ্জের কাশিয়ানী উপজেলা সদরের সার্বজনীন শ্মশানঘাট দুর্গা মন্দিরে প্রতিমা ভাঙচুর হয়েছে। বুধবার ৩ সেপ্টেম্বর গভীর রাতে এ ঘটনা ঘটে। এ ব্যাপারে কাশিয়ানী থানায় একটি মামলা দায়ের হয়েছে মামলা নং-১, তাং-৪/৯/০৩।

আজকের কাগজ, ৫ সেপ্টেম্বর ২০০৩

(১৮৩৯)
সাতক্ষীরায় মেয়ে অপহরণকারীরা সংখ্যালঘু পরিবারকে হুমকি দিচ্ছে পুলিশ বলছে মীমাংসা করে ফেলতে

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি ঃ একমাত্র কন্যা মামনি কর্মকারকে (১৩+) হারিয়ে সীমান্তবর্তী সংখ্যালঘু পরিবারটি দিশেহারা হয়ে উঠেছে। মেয়েটির বাবা ও মা সাংবাদিকদের সামনে কেঁদে বললেন, মেয়েটি চোখের সামনে থাকলে তবুও স্বস্তি পেতাম। তাদের অভিযোগ, মামনি অপহরণের আসামিরা দিব্যি আস্ফালন করে বেড়াচ্ছে। পুলিশ তাদের ধরছে না। উল্টো মামলার মীমাংসার প্রস্তাব দিচ্ছে মামলা তুলে নেওয়ার জন্য। অন্যদিকে স্থানীয় জামাতি চেয়ারম্যান বলছেন, সে এখন আমাদের দলে। তোমাদের জন্য কিছুই করতে পারবো না।

গত শনিবার সাতক্ষীরা রিপোর্টার্স ক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে মামনির দরিদ্র বাবা মনোরঞ্জন কর্মকার ও মা সুমিত্রা রানী এই অভিযোগ করেন। সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, কুশখালি গ্রামের জব্বারের পুত্র শিমুল তার অষ্টম শ্রেণীতে পড়ুয়া কন্যা মামনিকে প্রায়ই কুপ্রস্তাব দিতো। এতে সাড়া না পেয়ে গত ১৭ জুলাই গভীর রাতে মেয়েটি তার মাকে নিয়ে বাইরে আসার সঙ্গে সঙ্গে শিমুল ও তার দলবল মামনিকে জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেয়। তার মা সুমিত্রা এতে বাধা দিলে তার মুখ শাড়ির আঁচল দিয়ে বেঁধে ফেলে মারপিট করে। দুটি নম্বরবিহীন মোটর সাইকেলে করে মামনিকে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়।

মনোরঞ্জন এ ব্যাপারে বাদী হয়ে ১৮ জুলাই শিমুল ও তার সহযোগী মনিরুল, জহিরুল, জাহাঙ্গীর ও নজরুলের বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করেন। পুলিশ আসামিদের ধরেনি বরং মীমাংসার প্রস্তাব দিচ্ছে।

অন্যদিকে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ানো শিমুলসহ তার দলবল মামলা তুলে না নিয়ে খুন করার হুমকি দিচ্ছে। অত্যন্ত গরিব-অসহায় এই পরিবারটিকে স্থানীয় চেয়ারম্যানও বলে দিয়েছেন, তিনি কিছুই করতে পারবেন না। সংখ্যালঘু এই পরিবারটি এখন চরম হতাশায় পড়েছে।

ভোরের কাগজ, ৫ সেপ্টেম্বর ২০০৩

(১৮৪০)
মহালছড়িতে সর্বত্র আতঙ্ক
শূন্যভিটায় আগুন লুটপাটের ছাপ ॥ ধর্ষিতাদের কান্না থামছে না

রফিকুল ইসলাম মন্টু, খাগড়াছড়ি থেকে ঃ মহালছড়ির গ্রামে গ্রামে আতঙ্ক বিরাজ করছে। প্রায় ৪০০ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের ২ সহস্রাধিক পাহাড়ি প্রাণভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। ধর্ষিতাদের কান্না থামছে না। অনাহার-অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে নারী-পুরুষ ও শিশুরা। মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই তাদের। লণ্ডভণ্ড পাহাড়ি পরিবারগুলোর শূন্য ভিটায় তাণ্ডবের ছাপ বিদ্যমান। পুড়ে ছাই হয়ে গেছে ঘরের সবকিছু। কিছুই বাদ রাখেনি সন্ত্রাসীরা। অগ্নিসংযোগ, লুটপাট, ধর্ষণের ঘটনা ঘটিয়েছে একের পর এক।

সরজমিন খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ২৬ আগস্ট খাগড়াছড়ি জেলার মহালছড়ির বিভিন্ন এলাকায় পেট্রল আর কেরোসিন লাগিয়ে অগ্নিসংযোগ ঘটানো হয়। ঘটনার পর স্থানীয় প্রশাসনও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। জেলা প্রশাসন তার সীমাবদ্ধতার কথা প্রকাশ করে। স্থানীয়রা বলেন, সন্ত্রাসীদের কাছে প্রশাসন জিম্মি। ওদিকে ঘটনার সপ্তাহকাল অতিক্রান্ত হলেও সাহায্য মেলেনি। ক্ষতিগ্রস্তদের কেউ কেউ ২/৩ কেজি চাল পেয়েছেন। অনেকের ভাগ্যে তাও জোটেনি। জেলা প্রশাসন গতকাল পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্তদের সুনির্দিষ্ট তালিকা তৈরি করতে পারেনি। প্রশাসন রয়েছে বরাদ্দের অপেক্ষায়। খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক মোঃ হুমায়ুন কবির খান ভোরের কাগজকে বলেন, আমরা ইতিমধ্যে ১ লাখ টাকা ত্রাণ বিতরণ করেছি। আরো ২২ লাখ ৫০ হাজার টাকার বরাদ্দ চেয়ে বার্তা পাঠানো হয়েছে। বরাদ্দ পাওয়া গেলে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জেলা প্রশাসক জানান।

লণ্ডভণ্ড গ্রামের পর গ্রাম

খাগড়াছড়ির মহালছড়িতে বিভীষিকার চিহ্ন। আগুনে পুড়ে লণ্ডভণ্ড হয়েছে গ্রামের পর গ্রাম। ঘরের সকল আসবাবপত্র পুড়ে মিশে গেছে মাটির সঙ্গে। পাহাড়ি-বাঙালি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তাণ্ডবের চিহ্ন রেখে গেছে। সরজমিন ঘটনাস্থল পরিদর্শনে চোখে পড়ে অমানবিক দৃশ্যপট। ঘরের মানুষগুলোই এখন বাইরে, খোলা আকাশের নিচে। মহালছড়ি উপজেলা সদর থেকে খানিক দূরে লেমুছড়ি গ্রাম। এ গ্রামের প্রায় সবগুলো পাহাড়ি বাড়িঘর পুড়িয়ে ফেলেছে সন্ত্রাসীরা। পিচঢালা সড়কের একদিকে সেনা ক্যাম্প। ঠিক উল্টো দিকেই রাস্তার পাশে দুটো পোড়া বাড়ি। বাড়ির লোকজন নেই। পালিয়ে গেছে অন্যত্র। এখানেই জড়ো হয়েছিল বেশ কিছু ক্ষতিগ্রস্ত নারী-পুরুষ। ভেতরের অবস্থা আরো ভয়াবহ। লেমুছড়ি গ্রামের ভেতরে পাহাড়ি পথ ধরে যাওয়ার সময় চোখে পড়ে আরো কটি পোড়া বাড়ি। পোড়া খুঁটিগুলো নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আছে। মাটিতে পড়ে আছে ছাইয়ের স্তূপ। পোড়া টিন আঁকাবাঁকা হয়ে পড়ে আছে বনের ভেতরে। পুড়েছে আশপাশের গাছপালাও। লেমুছড়ি থেকে বাবুপাড়া, বাবুপাড়া থেকে স'মিল পাড়া আবার সেখান থেকে পাহাড়তলি— সবখানেই একই দৃশ্যপট। মহালছড়ি সদরের খুব কাছের গ্রাম বাবুপাড়া। মারমা আর চাকমাদের বেশ কিছু বাড়িঘর পুড়েছে এখানে। দূর থেকেই চোখে পড়ে পোড়া গাছের চিত্র। গাছগুলো মৃতপ্রায়। আর পুড়ে যাওয়া ঘরের মানুষগুলোর প্রাণ বেঁচেছে কোনোমতে।

ক্ষতিগ্রস্তদের দুর্ভোগ বাড়ছেই

মানুষগুলোর মুখে ভাষা নেই। অসংখ্য পাহাড়ি নারী-পুরুষ সব হারিয়ে এখন খোলা আকাশের নিচে। অনেকে প্রাণভয়ে পালিয়ে অন্যত্র চলে গেছেন। কেউ কেউ আবার উঠেছে আত্মীয়স্বজনদের বাড়িতে। যাদের সে সুযোগ নেই, তারা পাহাড়েই খোলা আকাশের নিচে বসবাস করছে। বর্ষায় সবকিছু এলোমেলো তছনছ। সংকট খাদ্যসামগ্রীর। ত্রাণ মেলেনি। খুব সামান্য পরিমাণে পেয়েছে কেউ কেউ। কিন্তু তাতে অভাব মিটছে না। লেমুছড়ি গ্রামের বিমল চন্দ্র (৪০) তার পোড়া ঘরের উপরে বসেই আহাজারি করছিলেন। তার দুটো ঘরই পুড়ে ছাই। পরিবারের সব সদস্যকে নিয়ে এখন থাকেন খোলা আকাশের নিচে। পাহাড়ের জঙ্গলেই বসবাস করেন। আর জংলি খাবার খেয়েই জীবিকা নির্বাহ করছেন। আরেকজন লেমুছড়ির জ্যোতি বিকাশ চাকমা। বয়স ত্রিশের কোঠায়। তারাও কোনো রকমে জঙ্গলে ঠাঁই নিয়েছেন। সাহায্য পাননি। ওই গ্রামের নয়না দেবী চাকমা (৩৫) বলেন, আমরা এখন কী খেয়ে বাঁচবো। আমাদের খাবার নেই। থাকার ঘর নেই। যেকোনো সময় আমাদের উপর হামলা আসতে পারে। লেমুছড়ির আরেক ক্ষতিগ্রস্ত সোনা রতন তালুকদার (৩৮) বলেন, তিন কেজি চাল ছাড়া অন্য কোনো সাহায্য পাইনি। এখন বড়ো কষ্টে আছি। সব হারিয়ে গাছের নিচে বসে আহাজারি করছিলেন বাবুপাড়ার মেরাচেইঙ্গ মারমা। বয়স ৫০ অতিক্রম করেছে। ঘরে পুরুষ নেই। স্বামী মারা গেছে বেশ আগে। এখন সামনের দিনগুলোতে কীভাবে বসবাস করবেন, তাই ভাবছেন তিনি। বাবুপাড়ার পায়েত ক্রানিও মারমা বাঁশের মাচা পেতে কোনোমতে থাকার ঘর বানিয়েছেন। ঘরের সবই পুড়ে গেছে। মোটামুটি ভালোভাবে বসবাস করছিল, এমন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো এখন হাত পাতছে ত্রাণের জন্য। বাবুপাড়া গ্রামের গা ঘেঁষে অবস্থিত আম্রকানন বৌদ্ধ বিহারের সামনে তেমনি কজন নারী-পুরুষ ত্রাণের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এরা বলেন, কোথাও থেকে সাহায্য আসলে তা বৌদ্ধ বিহার থেকেই বিতরণ হওয়ার কথা।

ধর্মঘর পুড়ে ছাই

বাদ নেই পাহাড়িদের ধর্মঘরও। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার বেশ কটি ধর্মঘর পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। পাহাড়িদের ভাষায় এগুলোকে কিয়াং বলে। সন্ত্রাসীরা সামনে যা পেয়েছে, তার উপরই হামলা চালিয়েছে। লেমুছড়ি গ্রামের খানিক ভেতরে গ্রামের একমাত্র ধর্মঘরটি অবস্থিত। এটির উপর হামলা চালিয়ে লুটপাট করা হয়েছে। ত্রিরত্ন বৌদ্ধ বিহার নামে পরিচিত এ ধর্মঘরটির কাছেই ছিল ক্যাম্প। বাবুপাড়ায় একটি পারিবারিক বৌদ্ধ বিহারে অবশিষ্ট রয়েছে দুটো ছোট মূর্তি। বাকি সবই পুড়ে গেছে। আম্রকানন বৌদ্ধ বিহারে গিয়ে জানা যায়, সেখানকার অধ্যক্ষ সাসনা প্রিয় ভিক্ষুকে সন্ত্রাসীরা অস্ত্রের মুখে প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছে। তবে এ বিহারটি অগ্নিকাণ্ডের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।

ধর্ষিতাদের বুকফাটা কান্না

পাহাড়ি এলাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ধর্ষিত হয়েছে নারীরা। ১২ বছরের কিশোরী থেকে ৩৮ বছরের নারী পর্যন্ত। তাদের বুকফাটা কান্না কেউ শুনছে না। প্রশাসনের লোকজন ধর্ষণের সত্যতা অস্বীকার করেন। তবে ঘটনাস্থল পরিদর্শনকালে-এর প্রমাণ মেলে। ইউপি মেম্বার এবং স্থানীয় জনসাধারণ বলেন, বিচ্ছিন্ন এলাকা হওয়ার কারণে ধর্ষণের ঘটনাগুলো ঘটে কেরেঙ্গানাল গ্রামে। ঐ গ্রামের ১০ জন ধর্ষিতার বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যায়। ওই গ্রাম থেকে ছুটে এসে একজন মহিলা এ তথ্য জানালেন। পরে জানা গেলো, ওই মহিলা নিজেও ধর্ষণের শিকার হয়েছে। ইউপি সদস্য বিপুল বিকাশ খীসা বলেন, ধর্ষিতাদের মধ্যে অনেকেই অবিবাহিত। ফলে এ তথ্যগুলো কেউ প্রকাশ করতে রাজি নয়। তবে ধর্ষণের ঘটনা পুরোপুরি সত্য।

ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ

অগ্নিকাণ্ডে ও লুটপাটে পাহাড়ি গ্রামগুলোর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। মহালছড়ি উপজেলার বাবুপাড়া, পাহাড়তলি, ছংড়াছড়ি মুখ, লেমুছড়ি, রামেশু, দুরপয্যানাল, কেরেঙ্গানাল,

কালাচানপাড়া এবং বিহারটিলা গ্রামের উপর তাণ্ডব চালানো হয়। স্থানীয় উদ্যোগে ক্ষয়ক্ষতির একটি তালিকা তৈরি করা হয়েছে। রামেশু কারবারি পাড়ার মোট ২২টি পরিবারে অগ্নিসংযোগ করা হয়। এর মধ্যে **১১**টি চাকমা, অপর **১১**টি মারমা উপজাতির। বাবুপাড়ায় ৩৮টি চাকমা পরিবার ও ৩৯টি মারমা পরিবার অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। এ গ্রামে দুটি দোকানে ও একটি ব্যক্তিগত বৌদ্ধ বিহার পোড়ানো হয়। থলি পাড়ায় একটি, স'মিল পাড়ায় ৩৮টি, পাহাড়তলিতে ২৭টি কেরেঙ্গানালায় ৯৬টি, দুরপয্যানালায় চারটি এবং লেমুছড়ি গ্রামে ৬৩টি ঘরে আগুন লাগানো হয়। লেমুছড়িতে একটি বৌদ্ধ বিহার, একটি ইউনিসেফ স্কুল ও দুটি দোকানে অগ্নিসংযোগ করা হয়। ঘটনার সময় বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক লুটপাটও হয়েছে। এরমধ্যে পাহাড়তলি পাড়ায় ১৮টি পরিবার, একটি বৌদ্ধ বিহার, গ্রামে ৩৬টি পরিবার, হেমন্ত পাড়ায় সাতটি পরিবার, দুরপয্যানালে ৪০টি পরিবার লুটপাটের শিকার। পুরো ঘটনায় প্রাণহানি ঘটেছে দুজনের। এরা হচ্ছে বাবুপাড়ার দোকানদার বিনোদ বিহারি খীসা (৫৯) এবং কেরেঙ্গানালের ৮ মাসের শিশু চিজিক্কুয়া চাকমা। হামলাকালে বহু মানুষ আহত হয়েছেন। এর মধ্যে গুরুতর বাবুপাড়ার নিদর্শন খীসা (১৮), উগ্যজাই মারমা (২৭), রোন্যাল্ড চাকমা (১৭), সুমন মারমা (২২), পাহাড়তলির সুদত্ত চাকমা (৪০), রামেশু পাড়ার অংশাপ্রু মারমা (১৮), কান্দি মারমা ৩৫), লেমুছড়ির সত্যরঞ্জন চাকমা (৬৫) এবং নোয়াপাড়ার বিধান চাকমা (২০)।

সেনাবাহিনী আর পুলিশের ভূমিকা

পাহাড়ি এলাকায় বর্তব্যরত সেনাবাহিনী আর পুলিশ সদস্যদের বিতর্কিত ভূমিকা সম্পর্কে অভিযোগ তুললেন এলাকার অনেকেই। সাধারণ পাহাড়িদের সহজ উক্তি — 'সেনাবাহিনী আর পুলিশের ছত্রছায়ায় থেকে পাহাড়ের সেটেলার বাঙালিরা আমাদের উপর হামলা চালাচ্ছে। সরজমিন পরিদর্শনকালে সব এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ একই অভিযোগ তোলেন। এরা বলেন, বাঙালিরা যখন আমাদের উপর হামলা চালাতে আসে, তখন সঙ্গে পুলিশ ও সেনা সদস্যরা ছিল। ধর্ষণের ব্যাপারে অভিযোগ তোলা হয়, ওই দুই বাহিনীর সদস্যরা একত্রিত হয়েই কেরেঙ্গানালের নারীদের গণধর্ষণ করেছে। লেমুছড়িতে মেজর মোয়াজ্জেম হোসেনের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি বিষয়টি খণ্ডানোর চেষ্টা করে বলেন, ইউপিডিএফ সদস্যদের পোশাক হুবহু আমাদের মতোই। তিনি বলেন, ইউপিডিএফই ঘটনার নায়ক। সরজমিন ঘটনাস্থলে গিয়ে সেনা সদস্যদের বাধা পেয়ে তাদের রহস্যজনক ভূমিকা আরো সন্দেহের জন্ম দেয়। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা এখন পুলিশ ও সেনাসদস্যরা ঘিরে রেখেছে। তারা ছবি তুলতে বাধা দেয়। লেমুছড়িতে কর্তব্যরত মেজর মোয়াজ্জেম হোসেন সাংবাদিকদের ক্যামেরা সিজ করার নির্দেশ দিলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পরে উচ্চপদস্থ সেনা কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টির ফয়সালা করা হয়। সাংবাদিকদের ছবি তোলার অনুমতি দেওয়া হয়। মোয়াজ্জেম হোসেনসহ আরো কজন দায়িত্বরত মেজর তাদের দায় এড়ানোর চেষ্টা করেন। বলেন, আমরা এসেছি ঘটনার পর।

সমঝোতা হচ্ছে না ঃ প্রশাসন জিম্মি

সমঝোতা হচ্ছে না। প্রশাসন জিম্মি হয়ে পড়েছে সন্ত্রাসীদের কাছে। মহালছড়ির ঘটনার পর থেকে খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসন বেশ কয়েকটি সমঝোতা বৈঠক করেছে। ডেকেছে আইন শৃঙ্খলা সভা। কিন্তু ফলাফল শূণ্য। পরপর দুটো সভায়ই শান্তি কমিটি গঠনের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ওদিকে জনসংহতি সমিতি অভিযোগ তুলেছে জেলা প্রশাসন সন্ত্রাসীদের নিয়ে মিটিং করছে। এতে সমস্যা সমাধানের কোনো সম্ভাবনা নেই। তাদের অভিযোগ, ইউপিডিএফ এ ঘটনার মূল নায়ক জেনেও জেলা প্রশাসন তাদেরকে সভায় আহ্বান করছে। তবে জেলা প্রশাসক হুমায়ুন কবির খান বলেন, যাদের দ্বারা ঘটনা ঘটছে তাদেরকে না ডেকে সমস্যার সমাধান কীভাবে হবে আমরা সমাধান চাই বলেই ইউপিডিএফকে ডাকছি। এদিকে অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, জেলা

প্রশাসন পুরোপুরি সন্ত্রাসী বাহিনীর হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছে। পাহাড়ি অঞ্চলগুলোতে তারা প্রাণভয়ে বের হতে পারছে না। এক সপ্তাহ পরেও খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক ক্ষতিগ্রস্ত বেশিরভাগ এলাকায়ই যেতে পারেননি। যাননি তার লোকজনও। মহালছড়ির উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাত্র একটি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেছেন এক সপ্তাহ পরে। সাম্প্রতিক ঘটনার পর পাহাড়ি-বাঙালি সমঝোতায় নতুন কোনো পদক্ষেপ প্রশাসনের নেই।

শান্তিচুক্তি নিয়ে পাহাড়িরা দ্বিধাবিভক্ত

জেএসএস আর ইউপিডিএফ। দুটো পাহাড়ি সংগঠন। এদের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। স্থানীয়রা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে বিগত সরকার একটি পদক্ষেপ নেয়। পাহাড়িদেরকে আহ্বান জানায় শান্তিচুক্তি করার জন্য। পাহাড়িদের একটি বড়ো অংশ এ চুক্তির ব্যাপারে সম্মতি জানালেও একটি গ্রুপ এর বিরোধিতা করে। এখান থেকেই পাহাড়িদের মধ্যে দ্বিধাবিভক্তির সূত্রপাত ঘটে। শান্তিচুক্তির পর থেকে এ দ্বিধাবিভক্তি আজ পর্যন্ত চলে আসছে। আর এরই ফলে একের পর এক ঘটছে নানা ধরনের ঘটনা। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ইউপিডিএফ-এর সদস্যরা ওয়ারেন্টের কারণে বেশিরভাগই পলাতক। তবে পাহাড়ে তারা সন্ত্রাসের ভূমিকায়। এমন অভিযোগ এলাকাবাসীর।

চিন্তিত বৌদ্ধ ভিক্ষুরা

সাম্প্রতিক পাহাড়ি দাঙ্গায় চিন্তিত হয়ে পড়েছেন বৌদ্ধ ভিক্ষুরা। ধর্মীয় উপাসনালয়-গুলোতে ক্রমাগত হামলা-ভাঙচুর-অগ্নিসংযোগ তাদের এ টেনশনের কারণ। সহিংসতায় পাহাড়ি এলাকায় বৌদ্ধ বিহার, বুদ্ধমূর্তি ও বৌদ্ধ ভিক্ষুসহ নিরীহ সাধারণ মানুষের উপর হামলার বিচার দাবি করেছে পার্বত্য বৌদ্ধ ভিক্ষু সংঘ। জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে তারা এ বিষয়ে একটি স্মারকলিপি পাঠিয়েছে প্রধানমন্ত্রী বরাবরে। সংঘের সভাপতি সুমনালংকার মহাথের ও সাধারণ সম্পাদক সত্যনন্দ মহাথের স্বাক্ষরিত স্বারকলিপিতে তাদের ছয় দফা দাবি উল্লেখ করা হয়। দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে ঘটনার সুষ্ঠু বিচার, ক্ষতিগ্রস্ত বৌদ্ধ বিহার পুনঃনির্মাণ, ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন, দোষী ব্যক্তিদের বিচার দাবি ইত্যাদি। স্মারকলিপি প্রদানের আগে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা শহরে একটি মৌন মিছিলও বের করে।

বিভিন্ন মহলের দাবি

পার্বত্য এলাকার সব শ্রেণীর মানুষই সমস্যার সমাধান চান। তারা চান শান্তিতে বসবাস করতে। এমনকি প্রশাসনও। কিন্তু দাঙ্গা লেগেই থাকে। ইতিপূর্বে এতোবড়ো ঘটনা না ঘটলেও ছোটখাটো অসংখ্য ঘটনা ঘটেছে। শান্তিচুক্তির পরও শান্তি আসেনি এলাকায়। নিরীহরা বলেন, যারা নেতৃত্বে ছিলেন তাদের অবস্থা বেশ ভালো। কিন্তু কষ্টে আছি আমরা। কষ্টের কথাগুলো অনেকে বলতে চান না। অনেকে আবার নির্দ্বিধায় বলে ফেলেন। যেমনটা লেমুছড়ির প্রজ্ঞা জ্যোতি চাকমা। তিনি একজন স্কুল শিক্ষক। প্রজ্ঞা বলেন, সবার আগে অনুপ্রবেশকারী বাঙালিদের প্রত্যাহার করতে হবে। চুক্তি মোতাবেক প্রত্যাহার করে নিতে হবে সেনাবাহিনীও। এখানে আমরা নিরাপত্তার সঙ্গেই বসবাস করতে চাই। ইউপিডিএফ-এর নেতা আর্কিমিডিস চেয়ারম্যানের বাবা সুনীল মিত্র চাকমা বলেন, আমাদের উপর হামলা কেন, আমরা তো কোনো অপরাধ করিনি। দোষীদের বিচার হোক। সাবেক এমপি উপেন্দ্রলাল চাকমা বলেন, প্রশাসন দেখেও না দেখার ভান করছে। প্রশাসন ইচ্ছা করলেই সন্ত্রাসী তৎপরতা দমন করতে পারে। তাদের কঠোরহস্তে দমনের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

ভোরের কাগজ, ৫ সেপ্টেম্বর ২০০৩

(১৮৪১)
মহালছড়িতে ভীতির মধ্যে বসবাস!

ফজলুল বারী, খাগড়াছড়ি থেকে ফিরে ঃ মহালছড়ির ঘটনার কোন জবাবই এখনও কারও কাছে নেই। আছে শুধু দোষ কার ঘাড়ে চাপানো যায় তার পাঁয়তারা। এখনও ঘর নেই, খাবার, নিরাপত্তা, মন্দির কিছুই নেই বিধ্বস্ত, বিরান ৯ গ্রামের মানুষের। ভীতিকর ঘটনাটি নিয়ে পাহাড়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে সেখানে ব্যাপক ভীতি, শঙ্কা, হতাশার সৃষ্টি হয়েছে। মধ্যযুগীয় এত বড় বর্বরোচিত একটি ঘটনা ঘটল কিন্তু এখন পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলের নেত্রী এমনকি জনসংহতি সমিতির সভাপতিও ক্ষতিগ্রস্তদের দেখতে যাননি। সরকারী দলের একমাত্র পাহাড়ী এমপি, পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী মণি স্বপন দেওয়ানের নেতৃত্বে সংসদীয় একটি প্রতিনিধি দলকে ঘটনাস্থলে পাঠানোর উদ্যোগও সরকারী একটি মহলের অজ্ঞাত বিরোধিতায় থেমে গেছে। সংসদীয় একটি দলের ৮ তারিখ ঘটনাস্থলে যাবার কথা ছিল। দলটি সম্ভবত এখনই যাচ্ছে না। উল্টা খাগড়াছড়ির সরকারী দলের এমপি আব্দুল ওয়াদুদ ভুঁইয়া এখন পাহাড়ী গ্রামে ধ্বংসের সঙ্গে জড়িত সন্ত্রাসীদের আড়াল বা রক্ষার চেষ্টা করছেন। তিনি বলা শুরু করেছেন, ঘটনা ঘটিয়েছে পাহাড়ীরাই। ধর্ষণের ঘটনাও স্বীকার করছে না সরকারী কর্তৃপক্ষ। বলছে ধর্ষিতার ডাক্তারী পরীক্ষার রিপোর্ট কোথায়? ধর্ষিতা নিজে তাদের সর্বনাশের কথা বলছে। কিন্তু কোন সরকারী তরফেই তাদের ডাক্তারী পরীক্ষার উদ্যোগ নেয়া হয়নি। এসব দেখেশুনে সেখানকার ক্ষতিগ্রস্তরা মুষড়ে পড়েছেন।

দশ দিন আগের ঘটনার পর থেকে ঘরহারা ক্ষতিগ্রস্তরা খোলা আকাশের নিচে বসবাস করলেও কোন তরফেই এখন পর্যন্ত তাদের আশ্রয়ের জরুরী ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। তাঁরা এখন অনিশ্চিত একটি পরিস্থিতির ভিতর জঙ্গলেই থাকছে। ২৬ আগস্ট দিনের বেলা ঘটনাটি ঘটে। একটি অপহরণের ঘটনার সূত্র ধরে খাগড়াছড়ির মহালছড়ির ওই ৯টি পাহাড়ী গ্রাম পরিকল্পিতভাবে কেরোসিন-পেট্রোল ঢেলে পুড়িয়ে দেয়া হয়। অথচ কোন পক্ষই বলতে পারেনি, ওই অপহরণের সঙ্গে পাহাড়ী গ্রামগুলোর নিরপরাধ লোকগুলো কোনভাবে জড়িত ছিল। সন্দেহ করা হচ্ছে পাহাড়ীদের তাড়িয়ে সেখানে নতুন সেটেলার বসতি স্থাপনের উদ্দেশ্যেই ঘটনাটি সাজানো, পরিকল্পিত। এক নেতার দিকেও সন্দেহ অনেকের। এক বৌদ্ধ ভিক্ষু ভীতিকর এ খেলার ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, পার্বত্য অঞ্চলে অতীতে এ ধরনের ঘটনার প্রতিক্রিয়া থেকেই শরণার্থী সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। অতীত ইতিহাস জানা সত্ত্বেও সর্বশেষ ঘটনার পর বিষয়টি নিয়ে সরকারী তরফের নির্লিপ্ত, ধীরে চলো নীতি দেখে তাঁরা বিস্মিত।

ঘটনার দশ দিন চলে গেলেও প্রধানমন্ত্রী বা সরকারী দলের কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্তদের সান্ত্বনা দিতে তো যানইনি, উল্টা সরকারী লোকজন বলার চেষ্টা করেছে তারা এখনও ক্ষতিগ্রস্ত ৬ গ্রামের হদিশই জানে না! তারা জানে তিনটি গ্রাম ভস্মীভূত, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এমপি আব্দুল ওয়াদুদ ভূঁইয়া স্বয়ং এ ব্যাপারে জনকণ্ঠকে বলেছেন, বাকি ৬টি গ্রামে ঘটনা ঘটেছে কিনা তা নিয়ে বিতর্ক আছে। অথচ ঢাকার একদল সাংবাদিক, মানবাধিকার কর্মী ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামগুলো সরেজমিন ঘুরে দেখে এসেছেন। উল্লেখ্য, ওয়াদুদ ভূঁইয়া শুধু এমপিই নন, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের উপমন্ত্রী মর্যাদার চেয়ারম্যান। জেলা প্রশাসক হুমায়ুন কবির খানও বলেছেন একই কথা। এর মাধ্যমে প্রশাসন আরও যেটি স্বীকার করে নিলো তারা এখন পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত ওই ৬টি গ্রাম তথা কেরেঙ্গানাল, বসন্তপাড়া, দুরপুর্যানাল, স'মিলপাড়া, রামেস্যুপাড়া, কার্বারীপাড়ায় যায়নি বা যেতে পারেনি। তারা গেছে শুধু লেমুছড়ি, বাবুপাড়া, পাহাড়তলী—এই তিন গ্রাম। এমপি বলেছেন, এলাকাগুলো নিরাপদ নয়। সেখানে যাওয়া যায়

না। সেখানে সেনাবাহিনীও যেতে ভয় পায়। সরেজমিন এলাকাটি ঘুরে দেখার সময় দুর্গম স'মিল পাড়াতেও দেখা গেছে সেনা উপস্থিতি। আর সাংবাদিকরা যেতে পারেন, এত নিরাপত্তার লাটবহর থাকা সত্ত্বেও এমপি, জেলা প্রশাসকগণ কেন যেতে পারেন না সে প্রশ্নের জবাব মেলেনি।

খাগড়াছড়ির একটি দায়িত্বশীল সূত্রের মতে, ক্ষতিগ্রস্তদের শুধু ঘরবাড়ি তৈরি করে দেয়ার জন্যই জরুরীভাবে দরকার কমপক্ষে তিন কোটি টাকা। কিন্তু সরকার এখন পর্যন্ত এ ব্যাপারে মাত্র ৩০ লাখ টাকা দিতে রাজি হয়েছে। এবং এখন পর্যন্ত আতঙ্কগ্রস্ত ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে আস্থা ফিরিয়ে আনতে পাহাড়ী নেতৃত্ব, বিশেষ করে আঞ্চলিক পরিষদ, জেলা পরিষদকে সংশ্লিষ্ট করতেও অজ্ঞাত কারণে সরকারী কর্তৃপক্ষ রাজি হচ্ছে না। সরকারী একটি তরফে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যা করার সেনাবাহিনীই করবে। অন্য কাউকে এসব বিষয়ে জড়ানোর দরকার নেই। জনসংহতি সমিতির একটি সূত্র বলেছে, বর্বর ঘটনাটির পরও সরকারী মহলের ইচ্ছাকৃত নানা পরিস্থিতি সৃষ্টির মহড়ায় তারা বিব্রত। পরিস্থিতিকে সেখানে উদ্দেশ্যমূলকভাবে তাতিয়ে রাখা হয়েছে। তবে যে যাই করুক জনসংহতি সমিতি নেতৃত্ব খুব শীঘ্রই অকুস্থলে যাবে। পুরো পরিস্থিতি নিয়ে জনসংহতি সমিতি গত দু'দিন রাঙ্গামাটিতে তাদের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পর্যালোচনা বৈঠক করেছে। এত বড় বর্বর ঘটনা সত্ত্বেও জাতীয় নেতৃবৃন্দ এখন পর্যন্ত সেখানে না যাওয়াতে হতাশা ব্যক্ত করেছে সূত্রটি। আরেক সূত্র বলেছে, এলাকাটি জনসংহতি নেতাদের জন্য নিরাপদ নয়।

সূত্রগুলোর মতে, আরেকটি মহালছড়ির ঘটনা সেখানে সেনাবাহিনীকেও প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে। দেশে-বিদেশে নানা ইস্যুতে প্রশংসিত সেনাবাহিনীকে সেখানে কি বিশেষ কেউ ব্যবহার করেছে উদ্দেশ্য হাসিলে? ক্ষতিগ্রস্তরা বলেছেন, তাঁদের ঘরবাড়িতে আগুন দেয়ার সময় সেনা সদস্যরাও অকুস্থলে উপস্থিত ছিল। খাগড়াছড়ির সরকার দলীয় এমপি আব্দুল ওয়াদুদ ভূঁইয়া এবং একজন সেনা মেজর জনকণ্ঠকে বলার চেষ্টা করেছেন, পাহাড়ী সন্ত্রাসীরা সেনাবাহিনীর পোশাক পরে আগুন দেয়ার সময় উপস্থিত ছিল অকুস্থলে। কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত পাহাড়ীরা জোর গলায় বলেছেন এ দাবি ভুয়া। সেনাবাহিনীর পোশাক পরিহিতদের পাহাড়ী কেউ ছিল না। তারা ছিল বাঙালী। একজন সেনা কর্মকর্তা বলার চেষ্টা করেছেন, তাঁদের সঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেট না থাকায় তারা আগুন দিতে আসা সেটেলার বাঙালী সন্ত্রাসীদের নিরস্ত করতে এ্যাকশনে যেতে পারেননি। বিধ্বস্ত একটি পাহাড়ী গ্রামে দাঁড়িয়ে ওই কর্মকর্তা বলেন, তারা কোন কোন সন্ত্রাসীদের বাধা দিতে চেয়েছেন। কিন্তু সেখানেই মুখের ওপর তাঁর ওই দাবির প্রতিবাদ করেন ক্ষতিগ্রস্ত পাহাড়ী এক নারী। মুখের ওপর তিনি সেনা কর্মকর্তাটিকে বলেন, আপনারা তাদের কোন বাধাই দেননি। উল্টা আপনাদের উপস্থিতি দেখে সন্ত্রাসী সেটেলাররা সাহসী আর পাহাড়ীরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়েছে বেশি। সরেজমিন গ্রামগুলো ঘুরে দেখার সময় অকুস্থলে তৎপর দেখা গেছে সেনা সদস্যদেরই। তারাই ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে খয়রাতি সাহায্যসহ নানা কিছু এখনও হাতে তুলে দিচ্ছে। কিন্তু পাশাপাশি যেটি স্পষ্ট হয় সেটি হলো সেনা সদস্যদের প্রতিও ক্ষতিগ্রস্ত পাহাড়ীদের আস্থা ও বিশ্বাসের সঙ্কট। পাহাড়ী নেতারা মনে করিয়ে দিয়ে বলেছেন, সেনাবাহিনীর ইচ্ছা অথবা পরোক্ষ সহায়তা ছাড়া পার্বত্য অঞ্চলে কোন ঘটনা ঘটানোই সম্ভব বা সহজ নয়। এক সেনা কর্মকর্তা বলেছেন, যেভাবেই ঘটনা ঘটুক তা সারাজীবন আমাদের পীড়া দেবে। কারণ বর্বর ঘটনাটি আমরা ঠেকাতে পারিনি— সেটিই সত্য।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৬ সেপ্টেম্বর ২০০৩

(১৮৪২)
সিরাজগঞ্জে ধর্ষিতা আদিবাসী গৃহবধূকে মামলা করতে দেয়নি মাতব্বররা
৪ ধর্ষকের ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি ঃ আদিবাসী সম্প্রদায়ের এক গৃহবধূকে অপহরণ করে ৪ দিন ধরে ধর্ষণ করার ঘটনায় গ্রাম্য সালিসে ৪ ধর্ষককে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করে ছেড়ে দিয়েছে গ্রামের মাতব্বররা। তবে জরিমানার টাকা এ পর্যন্ত আদায় করা হয়নি। বিষয়টি নিয়ে কোনো মামলাও করতে দেওয়া হয়নি ধর্ষিতাকে।

গত ২ সেপ্টেম্বর এলাকা ঘুরে জানা গেছে, রায়গঞ্জ উপজেলার ধামাইনগর গ্রামের আদিবাসী গৃহবধূকে গত ৬ আগস্ট অপহরণ করে একই গ্রামের নুরুল ইসলাম, খাজুবর, সরোয়ার ও সরোয়ার্দি ৪ দিন ধরে বিভিন্ন স্থানে লুকিয়ে রেখে ধর্ষণ করে। এলাকাবাসীর চাপের মুখে গত ১ সেপ্টেম্বর ধামাইনগর হাটে এক সালিসি বৈঠকের ব্যবস্থা করা হয়। বৈঠকে উভয় পক্ষের জবানবন্দি গ্রহণ করে ৪ ধর্ষকের ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। বৈঠকে নামমাত্র ২ হাজার টাকা জমা দেওয়া হয়। ঐ টাকাও অপহৃতাকে দেওয়া হয়নি।

ধামাইনগর গ্রামে গিয়ে অপহৃতার সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলতে চাইলে সে কোনো কিছুই বলবে না বলে জানায়। এলাকার ইউপি মেম্বার রমজান জানায়, গৃহবধূকে অপহরণ করে ৪ দিন আটকে রাখার জণ্য ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। তবে ধর্ষণ করা হয়েছে কিনা তা সে বলতে অস্বীকার করে। এ ব্যাপারে কোনো মামলা হয়নি। আদিবাসী পরিবারের একাধিক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করা হলে তারা সালিসের কথা স্বীকার করে, তবে অন্য কিছু বলতে রাজি হয়নি।

এদিকে অপহৃতা ও ধর্ষিত গৃহবধূর স্বামী বাড়ি ছেড়েছে। এলাকার একাধিক ব্যক্তি জানান, ধর্ষিতাকে তার স্বামী আর গ্রহণ করবে না। বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার জন্য এলাকার প্রভাবশালী চক্র জোর তদবির চালাচ্ছে বলে জানা গেছে।

ভোরের কাগজ, ৬ সেপ্টেম্বর ২০০৩

(১৮৪৩)
লজ্জায় মেয়ে ও বাবা নিখোঁজ
বানারীপাড়া কলেজে সংখ্যালঘু ছাত্রীর সম্ভ্রমহানি করেছে ছাত্রদল ক্যাডার

স্টাফ রিপোর্টার, বরিশাল ঃ বানারীপাড়া ডিগ্রী কলেজে এক সংখ্যালঘু ছাত্রীর সম্ভ্রমহানি করেছে উপজেলার ছাত্রদলের এক ক্যাডার। তার নাম শিপলু। কলেজ কর্তৃপক্ষ এ তরুণীকে উদ্ধার করে তাকে চড় মেরে ক্লাসে পাঠিয়ে দেয়। তরুণী এর পর বাড়ি চলে যায়। এ ঘটনার পর থেকে ঐ তরুণী ও তার বাবা এখন নিখোঁজ। ঘটনাটি ধামাচাপা দেয়ার জন্য স্থানীয় প্রভাবশালী মহল তৎপর। শিপলুর কারণে ইতোপূর্বে উপজেলা প্রশাসনে কর্মরত এক তরুণীর বাবা শেষ পর্যন্ত স্বেচ্ছায় বদলি হয়ে মেয়েকে রক্ষা করেন। এ তথ্য স্থানীয় বিভিন্ন সূত্রের।

সূত্র জানিয়েছে, বানারীপাড়া উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মীর শহিদুল ইসলাম ওরফে সাইনবোর্ড শহীদের ছোট ভাই তাজুল ইসলাম ওরফে শিপলু। সে ছাত্রদলের ক্যাডার হিসাবেই উপজেলা সদরে পরিচিত। স্কুল-কলেজের ছাত্রীদের উত্যক্ত করা তার অন্যতম নেশা। আর এ বিষয়টি বানারীপাড়ার সবাই জানে। সে ডিগ্রী পরীক্ষা দিয়ে ফেল করেছে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, শিপলু বানারীপাড়া ডিগ্রী কলেজের একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী ঐ সংখ্যালঘু তরুণীর পিছনেও ঘুরঘুর করত। সে ও তার সঙ্গী কয়েক ক্যাডার গত বুধবার সকাল ১১টার দিকে যখন কলেজের মূল ভবনের পাশের পরিত্যক্ত পুরনো টিনশেড ঘরের কাছে যায় তখন ঐ তরুণী তার বান্ধবীদের সঙ্গে কথা বলছিল। এ সময় শিপলু একটি কক্ষে ঢুকে তার এক ক্যাডারকে দিয়ে ঐ তরুণীকে ডেকে আনে। ঐ তরুণী কক্ষে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে শিপলু দরজা আটকে ফেলে। এ সময় শিপলুর ক্যাডাররা বাইরে প্রহরায় ছিল। শিপলু ঐ তরুণীকে ধর্ষণের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে তার সম্ভ্রমহানি ঘটায়। খবর পেয়ে কলেজের অধ্যক্ষ নাসিরউদ্দিন ও শিক্ষক মন্টুলাল কুণ্ড সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলে ক্যাডাররা সরে পড়ে। মন্টুলাল কুণ্ডর ডাকাডাকিতে দরজা খোলে শিপলু। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে, মন্টুলাল কুণ্ড ঐ তরুণীকে চড় মেরে ক্লাসে পাঠিয়ে দেন। তবে অধ্যক্ষ বা ঐ শিক্ষক শিপলুকে কিছুই বলেননি। ঘটনাটি পুলিশকেও জানাননি। এ ঘটনার পর ঐ তরুণী বাড়ি ফিরে যায়। শোনা যায়, ঐ তরুণীকে শিপলু জীবনাশের হুমকি দিয়ে বলেছে ঘটনা জানাজানি হলে সমস্যা হবে। তরুণীর ব্যাংক কর্মকর্তা বাবা চাকরি করেন পাশের একটি উপজেলায়। তিনি ও তাঁর মেয়ের বৃহস্পতিবার থেকে কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। ঘটনাটি পরিবারের পক্ষ থেকেও কাউকে বলা হয়নি লোকলজ্জার ভয়ে। সেই সঙ্গে প্রভাবশালী মহলও বিষয়টি ধামাচাপা দেয়ার আয়োজন প্রায় সম্পন্ন করে। কিন্তু কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মুখে মুখে বিষয়টি ছড়িয়ে পড়ে। ঐ তরুণীর বাড়িতে গেলে তার মা চোখের জল ফেলেছেন। কোন কিছু বলতে চাননি।

শনিবার এ বিষয়ে কলেজের অধ্যক্ষের সঙ্গে কথা বললে তিনি সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, শিপলুর সঙ্গে ঐ ছাত্রী একটি কক্ষে কথা বলছিল। তাকে ডেকে সতর্ক করে দেয়া হয়। তাঁরা কলেজের বিষয় বলে পুলিশকে জানাননি বলে সাংবাদিকদের কাছে মন্তব্য করেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৭ সেপ্টেম্বর ২০০৩

(১৮৪৪)
দিনাজপুরে অপহরণের ১৭ ঘণ্টা পর শিশু উদ্ধার

নীলফামারী, ৬ সেপ্টেম্বর, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ দিনাজপুর শহরের অপহৃত ৭ বছরের শিশু তাপসকে অপহরণের ১৭ ঘণ্টা পর শনিবার সকালে নীলফামারীর পল্লী থেকে পুলিশ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত এমন ৫ ব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। পুলিশ জানায়, দিনাজপুর শহরের বড় বন্দর এলাকায় ব্যবসায়ী ননী গোপাল রায়ের ৭ বছরের শিশুপুত্র তাপস রায় ওরফে নীলয়কে অপহরণ করে ৫ যুবক। এরা হলো জাহাঙ্গীর, সাইদ ও কুদ্দুসসহ আরও ২ জন। এরা শিশুটিকে অপহরণ করে নীলফামারীর পঞ্চপুকুর ইউনিয়নের গাবেরতল নামক গ্রামে নিয়ে আসে এবং শিশুটির পিতার কাছে ৫০ হাজার টাকা মুক্তিপণ দাবি করে। এ ব্যাপারে দিনাজপুর কোতোয়ালি থানা পুলিশ অপহৃত শিশুটির পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ পেয়ে নীলফামারী থানা পুলিশের সহায়তায় শিশুটিকে উদ্ধার এবং অপহৃত ৫ যুবককে গ্রেফতারে সক্ষম হয়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৭ সেপ্টেম্বর ২০০৩

(১৮৪৫)
শর্শদীতে মন্দিরের প্রতিমা ভাংচুর

ছাগলনাইয়া, ৬ সেপ্টেম্বর, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ফেনী সদর থানার শর্শদীতে অজ্ঞাতনামা দুর্বৃত্তরা সর্বজনীন কালিবাড়ি ও দুর্গা মন্দিরের ৫টি প্রতিমা ভাংচুর করেছে। শুক্রবার রাতে মন্দির কমিটি ফেনী থানায় মামলা দায়ের করেছে। জানা গেছে, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে সদর উপজেলার শর্শদী ইউনিয়নের হিন্দু অধ্যুষিত কুমিরা গ্রামে অজ্ঞাতনামা একদল সন্ত্রাসী সর্বজনীন কালিমন্দির ও দুর্গাপূজা মন্দিরের কালিমূর্তি, গণেশ মূর্তি, মহাদেবের মূর্তি ও নবনির্মিত দুর্গামূর্তির মাথা ভেঙ্গে নিয়ে যায়। এ ঘটনার পর মন্দির কমিটির সম্পাদক বাবুল চন্দ্র দাস বাদী হয়ে ফেনী থানায় মামলা দায়ের করেছে। বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ ফেনী জেলা শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এক প্রতিবাদলিপিতে কুমিরা পূজামণ্ডপের প্রতিমার মাথা ভাঙ্গার ঘটনার প্রতিবাদ করেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৭ সেপ্টেম্বর ২০০৩

(১৮৪৬)
খুলনার ফুলতলার পল্লীতে সশস্ত্র চাঁদাবাজদের দৌরাত্ম্য ॥ সংখ্যালঘুরাই প্রধান টার্গেট

স্টাফ রিপোর্টার, খুলনা অফিস ঃ জেলার ফুলতলার পল্লীতে চাঁদাবাজ সন্ত্রাসী গিয়াস বাহিনীর দাপটে জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। এই চাঁদাবাজদের প্রধান টার্গেট সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ। ভয়ে আতঙ্কে গ্রামবাসীরা মুখ খুলছে না। পুলিশ প্রশাসন আগে টহলের ব্যবস্থা করেছিল, অজ্ঞাত কারণে সম্প্রতি তা প্রত্যাহার করে নেয়া হয়েছে।

ভুক্তভোগী গ্রামবাসীরা তাদের নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানায়, এলাকার চিহ্নিত চাঁদাবাজ-অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী গিয়াস বাহিনীপ্রধান গিয়াস সাম্প্রতিক আক্রমণ নির্যাতনের হোতা। দীর্ঘদিন এলাকা থেকে দূরে কোথাও আত্মগোপনকারী গিয়াস তার দলবল নিয়ে আবারও এলাকায় এসেছে। এরা প্রকাশ্যে অস্ত্র উঁচিয়ে ঘুরে বেড়ায়। সন্ধ্যার পর থেকেই এলাকা পুরোপুরি এই অস্ত্রবাজদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। তারা অস্ত্রশস্ত্রসহ যখন তখন যে কোন বাড়িতে হাজির হয়, টাকা দাবি করে। চাহিদা না মিটাতে পারলেই শুরু হয় শারীরিক নির্যাতন। দক্ষিণডিহি গ্রামের কুণ্ডুপাড়া এবং বারইপাড়ার অর্ধশতাধিক বাড়িতে মঙ্গলবার রাতে এই গিয়াস বাহিনীর সদস্যরা হামলে পড়ে। আক্রমণকারীরা প্রত্যেক বাড়ি থেকে টাকা নিয়েছে। যে বাড়িতে যা ছিল-পাঁচ শ' টাকা থেকে ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত তাই নিয়েছে। যারা দিতে চায়নি তারা শারীরিকভাবে নির্যাতিত হয়েছে। অবশ্য এই টাকা নিয়েই তারা সন্তুষ্ট হয়নি। শাসিয়ে গেছে তারা আবারও আসবে, টাকা যেন জোগাড় থাকে। প্রসঙ্গত ২০০২-এর শুরুতে গিয়াস বাহিনীর অত্যাচার চরমে ওঠে। ওই বছর সেপ্টেম্বরের অপারেশন ক্লিনহার্ট শুরু হলে তারা এলাকা ছেড়েছিল। আবারও এরা এলাকায় ফিরেছে। সাম্প্রতিককালের যৌথ অভিযানের সময় এরা লুকিয়ে থেকেছে। পুলিশের পক্ষ থেকেও গ্রামগুলোয় পুলিশী টহলের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সম্প্রতি পুলিশের টহলদারি প্রত্যাহার করে নেয়া হয়েছে। আর এই সুযোগে এলাকায় সন্ত্রাসী-সশস্ত্র চাঁদাবাজরা তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৭ সেপ্টেম্বর ২০০৩

(১৮৪৭)
শ্রীপুরে আদিবাসীদের ওপর সন্ত্রাসী হামলা গৃহবধূ আহত

গাজীপুর প্রতিনিধি ঃ জেলার শ্রীপুরে একদল সন্ত্রাসী গ্রাম থেকে উচ্ছেদের জন্য আদিবাসীদের ওপর হামলা চালিয়েছে। হামলায় শ্রীমতি মিলন (৩৫) নামের এক অন্তঃসত্ত্বা আদিবাসী মহিলা আহত হয়েছেন। এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, শনিবার দুপুর ১২টার দিকে শ্রীপুর উপজেলার কাওরাইদ ইউনিয়নের পশ্চিম সোনাব গ্রামের আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোকজনের ওপর ২০/২৫ জনের একদল সন্ত্রাসী হামলা চালায়। হামলাকারীরা রামদা, চাইনিজ কুড়াল, বল্লম, চাপাতি ও লাঠিসোটা ব্যবহার করে। হামলাকারীদের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে আদিবাসী নারায়ণ চন্দ্রের স্ত্রী শ্রীমতি মিলন গুরুতর আহত হন। তাকে শ্রীপুর থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

যুগান্তর, ৭ সেপ্টেম্বর ২০০৩

(১৮৪৮)
ফেনীতে তিন মূর্তির মাথা গুঁড়িয়ে দিয়েছে সন্ত্রাসীরা

ফেনী প্রতিনিধি ঃ একদল সন্ত্রাসী রাতের অন্ধকারে ফেনী সদর থানার কুমিরা গ্রামের মন্দিরের তিন দেবদেবীর মাথা গুঁড়িয়ে দিয়েছে। শুক্রবার রাতে এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও মন্দির কর্তৃপক্ষ জানান, গভীর রাতে সন্ত্রাসীরা সরস্বতী, কালী প্রতিমা ও মহাদেবের মাথা ভেঙে নিয়ে যায়। এ ব্যাপারে ওই গ্রামের বাবুল চন্দ্র দাস বাদী হয়ে ফেনী থানায় মামলা রুজু করেছেন। পুলিশি তদন্ত চলছে।

দৈনিক যুগান্তর, ৭ সেপ্টেম্বর ২০০৩

(১৮৪৯)
লামার বিলছড়ি মাহামুনী বৌদ্ধ বিহার থেকে চুরি হওয়া ১৫০টি মূর্তি ১ সপ্তাহেও উদ্ধার হয়নি

লামা প্রতিনিধি ঃ পার্বত্য বান্দরবানের লামা উপজেলার ঐতিহ্যবাহী সাবেক বিলছড়ি মাহামুনী বৌদ্ধ বিহার থেকে চুরি হয়ে যাওয়া ১৫০টি মূল্যবান রূপার মূর্তি ১ সপ্তাহেও উদ্ধার হয়নি। এদিকে ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে গ্রেফতারকৃত অংক্যাহ্রা মার্মাকে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদের পরও পুলিশ উদঘাটন করতে পারেনি ঘটনার তথ্য। ফলে প্রতিরাতেই বিহার সংলগ্ন উপজাতি পাড়ায় পুলিশ অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

জানা গেছে, গত ২৭ আগস্ট গভীর রাতে ওই বিহারের দরজার তালা ভেঙে কে বা কারা ভেতরে প্রবেশ করে ১৫০টি মূল্যবান রূপার মূর্তি চুরি করে নিয়ে যায়। এ ব্যাপারে বিহারাধ্যক্ষ উপাইন্দা ওয়াইনচা মহাথেরো বাদী হয়ে লামা থানায় মামলা দায়ের করেছেন। চুরি যাওয়া মূর্তিগুলোর আনুমানিক মূল্য ১৫ লাখ টাকা। ওই মূর্তিগুলো বড় আকারের মূর্তিটির নিচেই ৩০ বছর যাবৎ সংরক্ষিত ছিল।

আজকের কাগজ, ৭ সেপ্টেম্বর ২০০৩

(১৮৫০)
বেতাগীতে বিএনপি নেতাদের চাঁদা না দেয়ায় সংখ্যালঘু পরিবারে হামলা ॥ আহত ৫

পটুয়াখালী থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ইউনিয়ন বিএনপি নেতাদের দাবিকৃত চাঁদার টাকা দিতে না পারায় এক সংখ্যালঘু পরিবারের সদস্যদের ওপর কয়েক দফা হামলা হয়েছে। ভেঙে ফেলা হয়েছে ঘরের আসবাবপত্র। হামলায় আহত হয়েছে ৫ ব্যক্তি। ফের হামলার ভয়ে ওই পরিবারের সদস্যরা এখন পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। থানায় মামলা করতে সাহস পাচ্ছে না।

ঘটনাটি ঘটেছে গত ২ ও ৩রা সেপ্টেম্বর বেতাগী উপজেলার মোকামিয়া গ্রামে। জানা গেছে, ওই উপজেলার মোকামিয়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মো. শাহ আলম ও যুবদলের মো. দেলোয়ার হোসেন ছোট মোকামিয়া গ্রামের সার্জেন্ট (অব.) সুভাষ চন্দ্র বেপারির কাছে দীর্ঘদিন ধরে মোটা অঙ্কের টাকা চাঁদা দাবি করে আসছিল। উপায় না পেয়ে তিনি ঘটনাটি উপজেলা বিএনপির সভাপতিকে অবহিত করেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে মোকামিয়া ইউনিয়ন বিএনপি'র ওই দু'নেতা গত ২রা সেপ্টেম্বর সন্ধ্যার দিকে সুভাষ চন্দ্র বেপারিকে বেধড়ক মারধর করে। এ সময় সে মোকামিয়া মাদ্রাসা বাজার থেকে বাড়ি ফিরছিল। একই ঘটনার জের ধরে ওই দু'নেতার দলবল পরের দিন (৩রা সেপ্টেম্বর) সকালে সুভাষ চন্দ্র বেপারির বাবা ভুবন চন্দ্র বেপারিকে (৭০) চিকিৎসার উদ্দেশ্যে বাজারে আসার পথে তাদের রিকশা থামিয়ে চালকসহ তাকে প্রকাশ্যে বেদম মারধর করে এবং তাদের বাড়ি গিয়ে হামলা চালিয়ে ঘরের আসবাবপত্র ভাঙচুর করে। এ সময় হামলাকারীরা সুভাষ চন্দ্রের স্ত্রী লক্ষ্মী রানী (৩৫) ও তার ছোট ভাই সুখরঞ্জন বেপারিকে গুরুতর আহত করে। এলাকাবাসী তাদেরকে বেতাগী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করলেও বিএনপি নেতাদের চাপের মুখে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

সংবাদ, ৭ সেপ্টেম্বর ২০০৩

(১৮৫১)
সৈয়দপুরে সংখ্যালঘু এলাকায় হামলা ঃ প্রতিমা ভাংচুর

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ সৈয়দপুর শহরের একটি সংখ্যালঘু মহল্লায় তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়ে কালীমন্দিরের প্রতিমা ভাংচুর করে। এ সময় লুটপাট করা হয় তিনটি পরিবারের বাড়ি-ঘরে। এ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

শনিবার সন্ধ্যায় শহরের হাতিখানা মাছুয়াপাড়ায় ক্যারাম খেলাকে কেন্দ্র করে বিরোধ বাধে পার্শ্ববর্তী আটকেপড়া পাকিস্তানি ক্যাম্পের কিছু যুবকের। সন্ধ্যায় এ ঘটনা ঘটার পর মাছুয়াপাড়া থেকে ফিরে আসে আটকেপড়া পাকিস্তানি ক্যাম্পের যুবকরা। পরে তারা সংগঠিত হয়ে বিভিন্ন ধারালো অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে রাত ৯টায় এ হামলা চালায়। এ সময় তারা ওই এলাকার বিজয় রায়সহ আরও তিনটি বাড়িতে হামলা চালিয়ে পরিবারের সদস্যদের মারধর করে নগদ টাকা, স্বর্ণালংকার ও বাড়ির আসবাবপত্র লুটপাট করে।

ঘটনার পরপরই নীলফামারী জেলা পুলিশ সুপার চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুন ও সৈয়দপুর উপজেলার নির্বাহী অফিসার সামসুল আলম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। স্থানীয় হিন্দু কল্যাণ সমিতি এ ঘটনার নিন্দা ও অবিলম্বে দোষীদের গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছে।

যুগান্তর, ৮ সেপ্টেম্বর ২০০৩

(১৮৫২)
শ্রীপুরে আদিবাসীদের ওপর সন্ত্রাসী বাহিনীর হামলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, গাজীপুর ঃ শনিবার গাজীপুরে এক ভূমি আগ্রাসীর সশস্ত্র সন্ত্রাসী বাহিনী গ্রাম থেকে উচ্ছেদের জন্য শ্রীপুরের সংখ্যালঘু আদিবাসীদের ওপর হামলা চালিয়েছে। হামলায় শ্রীমতি মিলন (৩৫) নামের এক অন্তঃসত্ত্বা আদিবাসী মহিলা আহত হয়েছে।

এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, শনিবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে শ্রীপুর উপজেলার ফাওরাইদ ইউনিয়নের পশ্চিম সোনার গ্রামের আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোকজনের ওপর কুদ্দুস, রমিজ, এমদাদ, আশরাফুল ও সেকান্দরের নেতৃত্বে ২০/২৫ জনের এক সন্ত্রাসী বাহিনী হামলা চালায়। হামলাকারীরা রামদা, চাইনিজ কুড়াল, বল্লম, চাপাতি ও লাঠিসোটা ব্যবহার করে। হামলাকারীদের ধারাল অস্ত্রের আঘাতে আদিবাসী নারায়ণচন্দ্রের স্ত্রী শ্রীমতি মিলন গুরুতর আহত হয়। তাকে শ্রীপুর থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

আদিবাসীরা জানায়, দীর্ঘদিন থেকে আদিবাসীদের ওই গ্রাম থেকে উচ্ছেদের জন্য একই গ্রামের ঢালী পরিবারের লোকজন নানা অত্যচার ও হয়রানি করে আসছে। সন্ত্রাসীরা ইতোপূর্বে একাধিক আদিবাসী মহিলাকে ধর্ষণও করেছে। শ্রীপুর থানায় ইতোপূর্বে বিভিন্ন ঘটনায় সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা দায়ের করা হলেও একটি মহলের প্রভাবে পুলিশ কোন পদক্ষেপ নিচ্ছে না।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৮ সেপ্টেম্বর ২০০৩

(১৮৫৩)
মহালছড়ির হামলায় ক্ষতি ৩ কোটি টাকা
১৪ গ্রামের ৫০০ বাড়ি ভস্মীভূত, ধর্ষিত ১০ জন

কাগজ প্রতিবেদক ঃ মহালছড়ির বর্বরোচিত হামলায় ৩ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। ১৪ গ্রামের প্রায় ৫০০ বাড়িঘর অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত ও লুটপাট হয়। ধর্ষিত হয় ১০ পাহাড়ি নারী। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিবেদনে এ তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে।

সমিতি হামলার মূল সূত্র হিসেবে রূপন মহাজন অপহরণ ঘটনাকেই চিহ্নিত করেছে। প্রতিবেদনে অপহরণের জন্য ইউপিডিএফকে দায়ী করা হয়েছে। গতকাল সোমবার জাতীয় প্রেসক্লাবে মহালছড়ির ঘটনার ওপর ভিডিও প্রদর্শনীতে জনসংহতি সমিতির এ প্রতিবেদন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়।

জনসংহতি সমিতির প্রতিবেদনে বলা হয় ২৪ আগস্ট মহালছড়ি বাজারের রূপন মহাজন (৩০) নামের এক বাঙালিকে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা অপহরণ করে। এ ঘটনা থেকেই বাঙালি সেটেলারদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ওইদিন সেটেলার বাঙালিরা মহালছড়ি-খাগড়াছড়ি সড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেয়। পর্যায়ক্রমে উত্তেজনা আরো বাড়তে থাকে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ২৬ আগস্ট ছিল মহালছড়ি সদরে হাটবার। সকালেই বিভিন্ন গ্রাম থেকে পাহাড়িরা কাঁচা তরকারি ও সবজি নিয়ে বাজারে আসতে থাকে। এরকম কয়েকজন পাহাড়িকে কতিপয় সেটেলার বাঙালি যুবক বাবুপাড়া এলাকায় বাধা দেয়। এতে দুপক্ষের মধ্যে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। এক পর্যায়ে বাঙালি যুবকরা একত্র হয়ে মিছিল বের করে। মিছিলটি বাবুপাড়া গ্রামের দিকে ঢোকার চেষ্টা করলে ওই পাড়ায় লুকিয়ে থাকা ইউপিডিএফ সদস্যরা এলোপাতাড়ি গুলি ছোড়ে। এতে গুলিবিদ্ধ হয় মিছিলের চার বাঙালি। এ ঘটনার পর পরই বাঙালিরা উত্তেজিত হয়ে বাবুপাড়া গ্রামের পাহাড়িদের বাড়িঘর লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করে।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, ওই এলাকায় ঘটনার সময় উপস্থিত ছিল কর্তব্যরত সেনা সদস্যরা। কিন্তু তাদের উপস্থিতিতেই একের পর এক হত্যা অগ্নিসংযোগ, লুটপাট আর ধর্ষণের ঘটনাগুলো ঘটে। এমনো অভিযোগ করা হচ্ছে, পেট্রল আর কেরোসিন সরবরাহ করেছে সেনা সদস্যরাই।

জনসংহতি সমিতির ক্ষয়ক্ষতির প্রতিবেদনে ৩৭৫টি বাড়ি অগ্নিকাণ্ডে সম্পূর্ণ ভস্মীভুত হয়েছে বলে দাবি করা হয়। সমিতির হিসাব অনুযায়ী বাবুপাড়া ৭৯টি, সমিল পাড়ায় ৩৮টি, পাহাড়তলী পাড়ায় ২৭টি, কেরেঙ্গানাল পাড়ায় ৯৬টি। দূরপয্যানালে চারটি, রামেশু কারবারী পাড়ায় ২২টি, লেমুছড়িতে ৭০টি, নোয়াপাড়ায় ১২টি, হলিপাড়ায় একটি এবং হেমন্ত পাড়ায় ২৬টি বাড়ি সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, ঘটনায় দুজন মারা গেছেন এবং আহত হয়েছেন ৯ পাহাড়ি। পাহাড়তলী ও কেরেঙ্গানাল গ্রামের ১০ নারী ধর্ষণের শিকার হয়। ক্ষয়ক্ষতির হিসাব উল্লেখ করতে গিয়ে সমিতির প্রতিবেদনে বলা হয়, ঘটনায় ৩ কোটি টাকারও বেশি ক্ষতি হয়েছে।

ঘটনার পর সমিতির স্মারকলিপিতে পাঁচ দফা দাবি উত্থাপিত হয়েছে। নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করে। সেই সঙ্গে তারা হামলাকারীদের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান। সমিতির হিসাব অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের জন্য প্রত্যেক পরিবারকে ১ লাখ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি করা হয়। দাবি জানানো হয় প্রত্যেক পরিবারকে ৬ মাস পর্যন্ত রেশন প্রদানের। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক প্রদানেরও দাবি জানায় সমিতি।

আদিবাসী সংগঠন আদিবাসী ফোরাম, গবেষণা প্রতিষ্ঠান আরডিসি এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান আইন ও সালিশ কেন্দ্র ও ব্লাস্ট-এর যৌথ উদ্যোগে গতকাল জাতীয় প্রেসক্লাবে মহালছড়ির ঘটনার ওপর ধারণকৃত ভিডিও দেখানো হয়। এতে আদিবাসী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, দাতাগোষ্ঠীর প্রতিনিধিবর্গ, উন্নয়নকর্মী, মানবাধিকার কর্মীসহ বিভিন্ন স্তরের সুধী মহল অংশ নেন।

ভোরের কাগজ, ৯ সেপ্টেম্বর ২০০৩

(১৮৫৪)
জমি দখলে ব্যর্থ হয়ে বিধবার বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে সন্ত্রাসীরা

চট্টগ্রাম অফিস ঃ দক্ষিণ চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে এক সংখ্যালঘু বিধবার জায়গা সম্পত্তি দখল করতে ব্যর্থ হয়ে আগুন দিয়ে সন্ত্রাসীরা তার বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে। এ ঘটনায় ১১ জনকে অভিযুক্ত করে মামলা হলেও পুলিশ এখন পর্যন্ত কোনো আসামিকে গ্রেফতার করতে পারেনি। মামলা প্রত্যাহারের জন্য সন্ত্রাসীরা অব্যাহতভাবে হুমকি দেয়ায় ঐ মহিলা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছেন।

বিলম্বে প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে, বাঁশখালী জঙ্গল চাম্বল এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা স্থানীয় অসহায় বিধবা বিজলী দাশের বসতঘর দখল করার জন্য কিছুদিন ধরে হুমকি দিয়ে আসছিল। তিনি তার শেষ সম্বল সন্ত্রাসীদের কাছে ছেড়ে দিতে অস্বীকৃতি জানালে সন্ত্রাসীরা গত ২১ আগস্ট মধ্যরাতে আগুন দিয়ে তার পুরো বাড়ি পুড়িয়ে দেয়। এ অগ্নিকাণ্ডে প্রায় দুলাখ টাকার মালামাল পুড়ে যায়।

এ ব্যাপারে সন্ত্রাসী আসমত আলী, নাছির আহম্মদ, জাহেদুল হক, মোস্তাক আহম্মদ, আবদুল হাকিমসহ মোট ১১ জনকে আসামি করে একটি মামলা দায়ের করা হয়। কিন্তু পুলিশ এখন পর্যন্ত কোনো আসামিকে গ্রেফতার করতে পারেনি। উপরন্তু সন্ত্রাসীরা মহিলার ওপর চাপ সৃষ্টি করে আসছে।

এদিকে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা সভাপতি রণজিত চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক তাপস হোড় এক বিবৃতিতে এই ন্যাক্কারজনক ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার ও শাস্তির দাবি জানান।

ভোরের কাগজ, ৯ সেপ্টেম্বর ২০০৩

(১৮৫৫)
চৌগাছায় হাতুড়িপেটা করে আ'লীগ নেতার হাত-পা ভেঙে দিয়েছে সন্ত্রাসীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, যশোর অফিস ঃ চৌগাছা উপজেলার পাশাপোল ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের নেতা ডা. হরিপদ বিশ্বাসকে সন্ত্রাসীরা হাতুড়িপেটা করে হাত পা ভেঙে দিয়েছে। তাকে যশোর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আহত হরিপদ জানান, শনিবার রাতে রানিয়ালি বাজার থেকে বাড়িতে যাওয়ার পথে কালিয়াকুণ্ডি শ্মশানে দুর্বৃত্তদের কবলে পড়েন। সন্ত্রাসীরা তাকে ধরে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে হাত-পা ভেঙে রেখে যায়। যাওয়ার সময় তার কাছে ১ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করা হয়। না দিলে মেরে ফেলার হুমকি দেয় তারা। স্থানীয় বিএনপির ছত্রছায়ায় থাকা চিহ্নিত ওইসব দুর্বৃত্তরা গত সংসদ নির্বাচনের পর ডা. হরিপদের কাছ থেকে ৪০ হাজার টাকা চাঁদা আদায় করে।

সংবাদ, ৯ সেপ্টেম্বর ২০০৩

(১৮৫৬)
খুলনায় সংখ্যালঘুদের নির্যাতন ও হয়রানির অভিযোগ

খুলনা থেকে নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ অপারেশন স্পাইডার ওয়েব ও পরবর্তীতে পুলিশ এবং বিডিআর দ্বারা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলাসহ বৃহত্তর খুলনার হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর অমানবিক নির্যাতন, মহিলাদের সঙ্গে অশোভন আচরণ, শ্লীলতাহানি, শারীরিক নির্যাতন ও নিরপরাধ লোকজনকে দুর্গাপূজার প্রাক্কালে হত্যা মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে কারাগারে পাঠানোর অভিযোগ করা হয়েছে।

সোমবার স্থানীয় প্রেসক্লাবে খুলনা জেলা ও মহানগর পূজা উদযাপন পরিষদ এবং জেলা ও মহানগর হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্যপরিষদের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে ওই অভিযোগ করা হয়। সাংবাদিক সম্মেলনের পাঠকৃত লিখিত বক্তব্যে বলা হয়েছে, ১৯শে জুলাই অপারেশন স্পাইডার ওয়েব শুরুর ২-৪ দিন যেতে না যেতেই হিন্দু সম্প্রদায়ের হাজার হাজার নির্দোষ পুরুষ মহিলা, ছাত্রছাত্রী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের ওপর অমানবিক পুলিশি নির্যাতন, অত্যাচার, ভয়ভীতি প্রদর্শনসহ মহিলাদের সঙ্গে অশোভন আচরণ করা হয়।

অশ্লীল ভাষায় গালাগাল করে কোথাও কোথাও মহিলাদের শ্লীলতাহানি, নির্মম শারীরিক নির্যাতনের পর হত্যাসহ একাধিক মিথ্যা অভিযোগে নিরপরাধ হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদের বৃহৎ ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজার প্রাক্কালে কারাগারে পাঠানো হয়েছে বলে সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ করা হয়েছে। সন্ত্রাসী ধরার নামে জেলার বিভিন্ন এলাকা পুরুষশূন্য করে ফেলা হয়েছে। যার ফলে চরম প্রতিকূল পরিবেশে দুর্গোৎসব প্রস্তুতি মহাসঙ্কটাপন্ন অবস্থায় উপনীত হয়ে পড়েছে বলে উল্লেখ করে সাংবাদিক সম্মেলনে সরকারের কাছে নেতৃবৃন্দ প্রশ্ন রেখেছেন— কিভাবে এ পরিস্থিতিতে পূজা উদযাপন করা সম্ভব?

সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত করে নিরপরাধ, নির্দোষ ব্যক্তিদের অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তিদাবি করে সাংবাদিক সম্মেলনে পূজা উদযাপন পরিষদের নেতৃবৃন্দ বলেছেন, মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী দোষী পুলিশ, বিডিআর ও তাদের নির্দেশদাতা কর্মকর্তাদের দৃষ্টান্তমূলক বিচার দাবি করা হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন খুলনা জেলা ও মহানগর পূজা উদযাপন পরিষদের দুর্গাপদ সাহা, জগন্নাথ দত্ত, কুমারেশ চক্রবর্তী, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্যপরিষদের কমল সেন প্রমুখ।

সংবাদ, ৯ সেপ্টেম্বর ২০০৩

(১৮৫৭)
প্রতিমা ভাঙচুরের নিন্দা

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক আসাদুজ্জামান নূর এমপি ও উপ-প্রচার সম্পাদক অসীম কুমার উকিল এক যুক্ত বিবৃতিতে নীলফামারী জেলার সৈয়দপুরে মন্দিরে হামলা ও প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে তারা বলেন, সারাদেশে ক্রম অবনতিশীল আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ধারাবাহিক অবনতির অংশ হিসেবে ৬ই সেপ্টেম্বর এ হামলার ঘটনা ঘটে। সংখ্যালঘুদের শারীরিক নির্যাতন ও আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি সাধনের মতো ন্যক্কারজনক ঘটনাও ঘটে। তারা মন্দিরে হামলাকারী ও সাম্প্রদায়িক শান্তি বিনষ্টকারীদের গ্রেফতার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের আহ্বান জানান। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।

সংবাদ, ৯ সেপ্টেম্বর ২০০৩

(১৮৫৮)
স্বর্ণালঙ্কার ফেরত চাওয়ায় বালাগঞ্জের গোপালকে হত্যা!

সিলেট অফিস ঃ কোনো রাজনৈতিক কারণ নয়, ধার দেওয়া স্বর্ণালঙ্কার ফেরত চাওয়ার কারণেই বালাগঞ্জের সোয়ারগাঁও গ্রামে শনিবার রাতে খুন হয়েছেন আওয়ামী লীগ কর্মী গোপাল মোহন দত্ত। পুলিশ ও নিহত গোপালের পরিবার সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

এ হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে প্রতিবেশী সাহেদসহ গ্রেফতারকৃত পাঁচ যুবককে গত রোববার আদালতে হাজির করা হয়। আদালত এদের পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। গ্রেফতারকৃত সাহেদ ও তার সহযোগীরা গতকাল সোমবার পর্যন্ত পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছে বলে ওসমানীনগর থানা পুলিশ জানিয়েছে।

পুলিশ ও গোপাল মোহনের পরিবার জানায়, গত প্রায় পাঁচ মাস আগে গ্রামের প্রতিবেশী সাহেদ আলীর বিয়ে হয়। এ সময় সাহেদ গোপাল মোহন দত্তের কাছ থেকে তিন মাস পর ফেরত দেওয়ার শর্তে একটি সোনার নেকলেস, একটি আঙটি ও দুটো কানের দুল ধার নেয়।

কিন্তু সময়সীমা পার হয়ে যাওয়ার পরও সাহেদ ধার নেওয়া স্বর্ণালঙ্কার ফেরত দেয়নি। এক পর্যায়ে গোপাল মোহন গত প্রায় দেড় মাস আগে সাহেদের কাছে স্বর্ণালঙ্কার ফেরত চান। এ সময় সাহেদ এসব স্বর্ণালঙ্কার গোপাল মোহন দত্তকে ফেরত দিতে গড়িমসি ও একপর্যায়ে তা দিতে অস্বীকারও করে। গোপাল মোহন এরপর বারবার স্বর্ণালঙ্কার চাইলে সাহেদ ক্ষিপ্ত হয়ে এ হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনা করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

পুলিশ জানায়, সাহেদ স্থানীয় নয়জন ভাড়াটে লোক দিয়ে মাত্র ১০ হাজার টাকায় এ খুনের ঘটনা ঘটায়। সূত্র জানায়, সাহেদ এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসী। কয়েক বছর আগে সে তার পিতা ইদ্রিস আলীকেও হত্যা করতে চেয়েছিল। সাহেদের পিতা ইদ্রিস আলী গতকাল প্রথম

আলোর সঙ্গে আলাপকালে এ কথা স্বীকার করে বলেন, আমার ছেলে পাপিষ্ঠ, সন্ত্রাসী। আমি তার অপরাধের বিচার চাই।

এ হত্যাকাণ্ডে সাহেদসহ ১০ ব্যক্তির বিরুদ্ধে থানায় হত্যা ও অস্ত্র মামলা দায়ের করা হয়েছে। তবে পুলিশ গতকাল সোমবার বিকেল পর্যন্ত আর কোনো আসামি গ্রেফতার করতে পারেনি। তবে ঘটনাস্থল থেকে একটি রিভলবার ও ডেগার উদ্ধার করেছে।

সিলেটের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (দক্ষিণ) সরদার রকিবুল ইসলাম বলেন, এ হত্যাকাণ্ডের কারণ রাজনৈতিক নয়। তবে কী কারণে এ হত্যাকাণ্ড ঘটেছে তা আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই নিশ্চিত হতে পারব। কারণ গ্রেফতারকৃত আসামিরা বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিতে পারে।

নিহত গোপাল মোহন দত্তের শেষ কৃত্যানুষ্ঠান গত রোববার তার নিজ গ্রামে সম্পন্ন হয়েছে। তার স্ত্রী স্কুল শিক্ষিকা তপতী রানী দত্ত জানান, রাজনৈতিক কারণে এ হত্যাকাণ্ড হয়েছে বলে মনে করছি না। এ হত্যাকাণ্ড পূর্বপরিকল্পিত উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমি এ হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু বিচার চাই।

প্রথম আলো, ৯ সেপ্টেম্বর ২০০৩

(১৮৫৯)
মহালছড়ির ঘটনা দুঃখজনক ও হৃদয়বিদারক সংসদীয় কমিটির অভিমত

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির নেতৃবৃন্দ মহালছড়িতে সংঘটিত ঘটনাস্থল পরিদর্শনে এসে বলেছেন, মহালছড়ির ঘটনা দুঃখজনক হৃদয়বিদারক। আমরা এই বর্বরোচিত ঘটনার নিন্দা প্রকাশ করছি। সংঘটিত ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের আশ্বাস দিয়ে কমিটির নেতৃবৃন্দ বলেছেন, যারা মানুষের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে বাড়িঘর পুড়িয়ে ক্ষতিসাধন করেছে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। নেতৃবৃন্দ ক্ষতিগ্রস্ত গ্রাম লেমুছড়ি ও বাবুপাড়া পরিদর্শন করে ক্ষতিগ্রস্ত পাহাড়ি পরিবারগুলোকে ধৈর্য্য ধরার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, ক্ষতিগ্রস্তদের যথাযথ পুনর্বাসন করা হবে।

মহালছড়ি ঘটনার ১৪ দিন পর সোমবার দুপুরে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি মোশারফ হোসেন এমপির নেতৃত্বে কমিটির সদস্যরা মহালছড়ি সফর করেন। কমিটির অন্য সদস্যরা হচ্ছেন— পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী মনি স্বপন দেওয়ান এমপি (রাঙ্গামাটি), শাহজাহান চৌধুরী এমপি (কক্সবাজার-৪), মুফতি মাওলানা আবদুস সাত্তার আখন্দ এমপি (বাগেহাট-৪), গাজী মোহঃ শাহাজাহান জুয়েল এমপি (চট্টগ্রাম-১১), সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল এমপি (বরিশাল-২), মোস্তফা কামাল পাশা এমপি (চট্টগ্রাম-৩) ও ওয়াদুদ ভূঁইয়া এমপি (খাগড়াছড়ি)। এ সময় খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক, রিজিয়ন কমান্ডার, পুলিশ সুপার, জেলা বিএনপি নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এর আগে সংসদীয় কমিটির নেতৃবৃন্দের সামনে খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজে এ নিয়ে জেলা প্রশাসক হুমায়ুন কবির খান গত ২৬ আগস্ট মহালছড়িতে সংঘটিত প্রকৃত ঘটনার ব্যাখ্যা ও ক্ষয়ক্ষতির বর্ণনা দেন। পরে সংসদীয় টিমের সদস্যরা প্রথমে লেমুছড়ির ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় স্থানীয় পটপট্যা ক্লাব প্রাঙ্গণে ক্ষতিগ্রস্তদের উদ্দেশে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। পরে নেতৃবৃন্দ লেমুছড়ি সড়কের পাশে ক্ষতিগ্রস্ত মাল্লা চাকমা, স্বামী শান্তি রূপম চাকমার পোড়া ভিটা পরিদর্শন ও তার খোঁজখবর নেন। লেমুছড়িতে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্তদের কেউ বক্তব্য রাখতে পারেননি। লেমুছড়ি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে ক্ষতিগ্রস্ত প্রবদা জ্যোতি চাকমা সংসদীয় কমিটির কাছে ঘটনার

বর্ণনা দিতে চেয়েছিলেন। লেমুছড়িতে সভায় মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল এমপি বক্তব্য রাখেন। সংসদীয় কমিটির সভাপতি মোশারফ হোসেন এমপি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে মহালছড়ির ক্ষতিগ্রস্তদের অবস্থা দেখতে ও সংহতি প্রকাশ করতে তারা এসেছেন। ক্ষতিগ্রস্ত দের পুনর্বাসনে তারা সুপারিশ করবেন। তিনি ভেদাভেদ ভুলে পাহাড়ি-বাঙালি মিলেমিশে বসবাসের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, অতীতের ঘটনা দুঃস্বপ্ন। তা ভুলে গিয়ে আগামীর জন্য যত্নবান হতে হবে।

যুগান্তর, ৯ সেপ্টেম্বর ২০০৩

(১৮৬০)
দিনাজপুরে আদিবাসী যুবককে পিটিয়ে হত্যা

দিনাজপুর প্রতিনিধি ঃ বিরামপুর উপজেলায় টুইলা মারাণ্ডীর ছেলে লুকাস মারাণ্ডীকে (৩৫) মদপান করিয়ে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এ নিয়ে আদিবাসী পল্লীতে তোলপাড় শুরু হয়েছে। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মর্তুজা জানান, খানপুর ইউনিয়নের ধানজুরী গ্রামের লুকাস মারাণ্ডীকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে পার্শ্ববর্তী নবাবগঞ্জ উপজেলার কাঠ ব্যবসায়ী ডায়মন্ড, নজরুল, বাবলু দর্জিসহ ৫/৬ জন রাতের আঁধারে পিটিয়ে রাস্তার পাশে ফেলে রাখে।

পরে প্রতিবেশীরা লুকাস মারাণ্ডীকে উদ্ধার করে বিরামপুর হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে তার মৃত্যু ঘটে। এ ব্যাপারে বিরামপুর থানায় একটি হত্যা মামলা হয়েছে। গতকাল পুলিশ লুকাস মারাণ্ডীর লাশ ময়নাতদন্ত শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করে।

যুগান্তর, ৯ সেপ্টেম্বর ২০০৩

(১৮৬১)
এ কোন্ অসভ্য বর্বরতা
মহালছড়ির কান্না-কাকে বলব, কে করবে প্রতিকার!

স্টাফ রিপোর্টার ঃ মহালছড়ির কান্না! ক্রাই অব মহালছড়ি! সোমবার এই ভিডিও, চিত্রটি দেখে জাতীয় প্রেসক্লাবের অনুষ্ঠানের দর্শকরাও চোখের পানি ধরে রাখতে পারেননি। খাগড়াছড়ির মহালছড়ির ৯ গ্রামে গত ২৬ আগস্ট দিনব্যাপী যে বর্বর ধ্বংসযজ্ঞ চলেছে ভিডিও চিত্রটিতে তারই অংশবিশেষ ধারণ করা হয়েছে। পরিকল্পিত সন্ত্রাসের মাধ্যমে বাঙালী সেটেলার সন্ত্রাসীদের ব্যবহার করে নয় পাহাড়ী গ্রামকে সেখানে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে মাটির সঙ্গে। ভিডিও চিত্রটিতে দেখানো হয়, ক্ষতিগ্রস্ত লেবুছড়ির সব হারানো লোকজন সাংবাদিকদের কাছে বর্ণনা দিচ্ছেন কিভাবে দলে দলে সন্ত্রাসীরা তাদের গ্রামে ঢুকে মুহূর্তের মধ্যে সব লণ্ডভণ্ড করে দিল। নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের কাছে তারা সাহায্যের জন্য ছুটে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের দূর দূর বলে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

কেরেঙ্গানালের কালাসোনা চাকমা বলছিলেন কিভাবে তিন সেটেলার সন্ত্রাসীসহ চারজন মিলে তাঁকে লাঞ্ছনা, গণধর্ষণ করেছে তার বৃত্তান্ত। তাঁর দেড় বছরের নাতিকে সন্ত্রাসীরা চোখের সামনে গুলি করে মেরেছে। এসব ভীতিকর ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে হাউমাউ করে কেঁদে ওঠেন কালাসোনা। এত বড় ঘটনার পরও প্রশাসনের কেউ কেরেঙ্গানালের ক্ষতিগ্রস্তদের দেখতে যায়নি। সাহায্যের আশায় সর্বহারা কালাসোনা বাবুপাড়া গ্রামে ছুটে এসেছিলেন। ক্রাই অব মহালছড়ি ভিডিওতে আছে এমন নির্যাতিত, সর্বস্ব হারানো নানা মানুষের কান্না,

আহাজারির খণ্ড খণ্ড চিত্র। আদিবাসী ফোরাম, আরডিসি, আইন ও সালিশ কেন্দ্র, ব্লাস্ট যৌথভাবে সোমবার ভিডিও চিত্রের প্রদর্শনী উপলক্ষে অনুষ্ঠানটির আয়োজন করে।

প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম বৌদ্ধ ভিক্ষু সংঘের সভাপতি সুমনালংকার মহাথেরো, আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য ও জনসংহতি সমিতির নেতা সুধা সিন্ধু খীসা, আইন ও সালিশ কেন্দ্রের পরিচালক সুলতানা কামাল, আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং, আরডিসির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মেসবাহ কামাল প্রমুখ। ইউএনডিপি বাংলাদেশ-এর কর্মকর্তা মাইকেল হাইন, পার্বত্য চট্টগ্রাম হেডম্যান এ্যাসোসিয়েশনের প্রধান শক্তিপদ ত্রিপুরা, ব্লাস্টের নাসির উদ্দিন মাহমুদসহ ঢাকার বিভিন্ন মানবাধিকার এনজিও, সুশীল সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে আরও এসেছিলেন ঢাকায় অবস্থানরত পাহাড়ী ছাত্রছাত্রীরা। ভিডিও চিত্রটি দেখে তাঁদের অনেকে বারবার মুছছিলেন চোখের জল।

ভিডিও প্রদর্শনীর পর আদিবাসী সংগঠনের পক্ষে বলা হয়, সেখানকার ৯ গ্রামে বর্বরোচিত যে ঘটনাগুলো ঘটেছে তার পুরোপুরি চিত্র ধারণ বা লিখে বর্ণনা করা কঠিন। একমাত্র সরেজমিন পরিদর্শনের মাধ্যমেই তার ভয়াবহরূপ আঁচ করা সম্ভব। এ নির্মমতা, কান্নার কথা আমরা কাকে বলব, সরকারকে-সেনাবাহিনীকে-সুশীল সমাজকে-সংসদকে? কাকে বললে প্রতিকার হবে তা আমরা জানি না। যে এলাকায় ঘটনা ঘটেছে তার নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সেনাবাহিনী, পুলিশসহ নানা বাহিনীর উপস্থিতিতে ন্যক্কারজনক ঘটনাটি ঘটেছে। সেখানকার উপদ্রুত ৯টি গ্রামে এখন ছাইভস্ম ছাড়া কিছু নেই। গ্রামের সব গাছপালা পর্যন্ত পুড়ে গেছে। মেসবাহ কামাল তাঁর সরেজমিন অভিজ্ঞতা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, বিধ্বস্ত গ্রামগুলো ঘুরে দেখার সময় আমার শৈশবের একাত্তরের ঘটনাই মনে পড়ছিল বার বার। খুলনার দৌলতপুরের গ্রামগুলোতে পাকিস্তানী বাহিনীর বর্বরতায় এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তখন। একটি স্বাধীন দেশেও এ ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে তা নিজে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। ঘটনার এত দিন পরেও সেনাবাহিনী আমাদের স্বাধীন কাজকর্মে বাধা দিয়েছে।

মেসবাহ কামাল বলেন, যথাযথ প্রতিকারের ব্যবস্থা না করলে পার্বত্য অঞ্চলে এ ধরনের বর্বরোচিত ঘটনা শুধু ঘটতেই থাকবে। ভান্তে সুমনালংকার মহাথেরো ঘটনার পর সেখানে পৌঁছে তার দেখা বীভৎস সব দৃশ্যের বৃত্তান্ত তুলে ধরে বলেন, সেনাবাহিনীর সদস্যরা সে সব কিছুর ছবি তুলতে বাধা দিয়েছে। সুমনালংকার বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে যত দিন এভাবে সেনাবাহিনী, সেটেলার বাঙালী থাকবে তত দিন মহালছড়ির মতো ঘটনা ঘটতেই থাকবে। সুধা সিন্ধু খীসা বলেন, পাহাড়ীদের ভূমি সম্পত্তি দখল, জুম্ম এলাকাকে মুসলিম এলাকায় রূপান্তরের দীর্ঘ পরিকল্পনার অংশ হিসাবেই মহালছড়ির মতো বর্বর ঘটনাগুলো ঘটানো হচ্ছে। ওয়াদুদ ভূঁইয়া বিএনপির এমপি হবার পর থেকে পার্বত্য এলাকায় পাহাড়ীদের নিরাপত্তা সমস্যা আরও বেড়েছে। সুলতানা কামাল বলেন, নানাভাবে দেশে এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছে, আমাদের যেন আগামীতে এ ধরনের ভগ্নস্তূপের মাঝেই বসবাস করতে হবে। কিন্তু দেশবাসী তা চায় না।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৯ সেপ্টেম্বর ২০০৩

(১৮৬২)
নির্বাচনোত্তর সংখ্যালঘু নির্যাতনের স্বীকৃতি
নাবালিকা ধর্ষণের দায়ে দু'জনের যাবজ্জীবন

বরিশাল থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক ঃ গত সাধারণ নির্বাচনোত্তর সময়ে ভোলাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর বিজয়ী দলের ক্যাডারদের হামলা ও নারী নির্যাতন সম্পর্কিত খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার, বিজয়ী দল বিএনপিসহ চার দলীয় জোটের নেতৃবৃন্দ এসব খবরকে অসত্য ও অতিরঞ্জিত বলে প্রচার করলেও বুধবার বরিশাল দ্রুত বিচার ট্রাইবুনালের রায়ে স্বীকৃত হয়েছে যে, নির্বাচনোত্তর সময়ে ভোলায় ধর্মীয় সংখ্যালঘু নারী ধর্ষিত হয়েছে।

২ অক্টোবর রাতে সন্ত্রাসীরা ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলার মধ্য অন্নদা- প্রসাদ গ্রামে হতদরিদ্র গৌরাঙ্গ চন্দ্র দাসের বাড়িতে হামলা চালায়। হামলাকারীরা বাড়িতে লুটপাট শুরু করলে গৌরাঙ্গ চন্দ্র দাস, তার কন্যা রীতা রানী দাস (১০), স্ত্রী রিংকু রানী দাস এবং একই বাড়ির প্রমোদ, বিনোদ, নিত্য, হরিদাস ও অন্যরা বাড়ি সংলগ্ন বিল জমিতে যেয়ে আশ্রয় নেয়; কিন্তু তাতেও তারা রেহাই পায়নি। বাড়ির মালামাল লুট করে নেয়ার পর স্থানীয় ইয়াসিন মাস্টারের পুত্র মোঃ ইব্রাহিম খলিল ওরফে সেলিম (২২) দলবল নিয়ে বিলে যেয়ে ভিকটিম শিশু রীতাকে পেয়ে তাকে ধরে নিয়ে ধর্ষণ করে। এসময় আসামি সেলিমের সহযোগী অন্য আসামি মোঃ দুলাল (২৫) দূরে দাঁড়িয়ে পাহারা দেয়। আসামি সেলিমের জোরপূর্বক ধর্ষণের ফলে শিশু রীতার যৌনাঙ্গ ফেটে যায়। ৩ অক্টোবর গৌরাঙ্গ দাস ধর্ষিতা রীতাকে নিয়ে নিকটবর্তী লর্ডহার্ডিঞ্জ বাজারে ডাঃ নাসিরের শরণাপন্ন হয়। কিন্তু তার অবস্থা গুরুতর হওয়ায় ৪ অক্টোবর ভিকটিমকে লালমোহন হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। ৫ অক্টোবর গৌরাঙ্গ চন্দ্র দাস লালমোহন থানায় মামলা দায়ের করেন। ধর্ষিতা রীতাকে চিকিৎসক দ্বারা পরীক্ষা করানো হলে ধর্ষণের আলামত পাওয়া যায়। ভিকটিম রীতা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে সকল ঘটনার বিবরণ দিয়ে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেয়। তদন্তকারী দারোগা এস. আই সাদেকুল ইসলাম মামলার তদন্ত শেষে ২০০১ সালের ৩০ ডিসেম্বর আসামি সেলিম ও দুলালের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করেন।

বরিশাল দ্রুত বিচার ট্রাইবুনালে মামলাটি বিচারের জন্য প্রেরিত হলে আদালত সাক্ষ্যপ্রমাণ গ্রহণশেষে ধর্ষণের দায়ে প্রধান আসামি মোঃ ইব্রাহিম খলিল ওরফে সেলিমকে এবং ধর্ষণে সহযোগিতা করার জন্য মোঃ দুলালকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড এবং উভয় আসামিকে পাঁচ হাজার টাকা করে জরিমানা ও অনাদায়ে আরও এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেছেন।

সংবাদ, ১১ সেপ্টেম্বর ২০০৩

(১৮৬৩)
শ্রীপুরে আদিবাসী পরিবারে হামলা
সন্ত্রাসীদের নির্যাতনে শ্রবণ শক্তি হারিয়েছে অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূ মিলন

শ্রীপুর (গাজীপুর) থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ শ্রীপুরে এক আদিবাসী পরিবারকে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করার জন্য স্থানীয় সন্ত্রাসীদের হামলা অব্যাহত রয়েছে। সম্প্রতি ৬ সেপ্টেম্বর দেশীয় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত স্থানীয় ঢালী গোষ্ঠীর সন্ত্রাসী হামলায় আদিবাসী নারায়ণ চন্দ্রের স্ত্রী মিলন (৩৫) গুরুতর আহত হয়ে এখন শ্রীপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন।

শ্রীপুর রিপোর্টার্স ইউনিটির সাংবাদিকদের নির্যাতিত পরিবারের লোকজন জানান, গত প্রায় দেড় বছর যাবৎ কাওরাইদ ইউনিয়নের সোনার গ্রামের ওই ঢালী পরিবারের সন্ত্রাসীরা তাদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদের জন্য নানাভাবে নির্যাতন অব্যাহত রেখেছে। একের পর এক সন্ত্রাসীদের হাতে নির্যাতিত হলেও তারা কোন আশ্রয়-প্রশ্রয় পাচ্ছেন না। ৬ সেপ্টেম্বর দুপুরে পুনরায় সন্ত্রাসী হামলায় অন্তঃসত্ত্বা শ্রীমতি মিলন (৩৪) তার শ্রবণশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন।

সংবাদ, ১১ সেপ্টেম্বর ২০০৩

(১৮৬৪)
বাঁশখালীর গ্রামে বিধবার বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে সন্ত্রাসীরা

চট্টগ্রাম ব্যুরো ঃ জেলার বাঁশখালী থানাধীন জঙ্গল চাম্বল গ্রামের এক বিধবার বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে সন্ত্রাসীরা। সম্পত্তি দখলের লক্ষ্যে ভিটেবাড়ি থেকে জোরপূর্বক উচ্ছেদের পর এই বিধবার ঘরটি জ্বালিয়ে দেয়া হয়। এতে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় দু'লক্ষাধিক টাকা বলে জানা গেছে। বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা শাখার নেতৃবৃন্দ এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে দুষ্কৃতকারীদের গ্রেফতারপূর্বক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

জানা গেছে, গত ২১ আগস্ট রাত আনুমানিক ১টায় চাম্বল গ্রামের মৃত জীবনহরি দাশের স্ত্রী বিজলী দাশের বসতঘরে অস্ত্রধারী চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা প্রবেশ করে। এরপর বিজুলী দাশকে টানাহেঁচড়া করে ঘর হতে বের করে দেয়া হয়। এক পর্যায়ে বিজুলী দাশকে সন্ত্রাসীরা অস্ত্রের মুখে রাতের অন্ধকারে এলাকা ত্যাগ করতে বাধ্য করে। সন্ত্রাসীদের অমানুষিক আচরণে বিজুলী দাশ হাউমাউ করে কেঁদে উঠলে চোখের সামনে সন্ত্রাসীরা তার বসতঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। আগুনের লেলিহান শিখায় বৃদ্ধার জীবিকার অন্যতম উৎস ২০টি মুরগি মরে যায়।

এই ঘটনায় বিজুলী বালা বাদি হয়ে বাঁশখালী থানায় হাসমত আলী, নাসির আহম্মদ, জাহেদুল হক, মোস্তাক আহম্মদ, আবদুল হাকিম, আলতাফ মিয়াসহ ১১ জনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছে। ঐক্য পরিষদ নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করে বলেছে, আসামিরা থানার সামনে ঘোরাফেরা করলেও পুলিশ রহস্যজনক কারণে তাদের গ্রেফতার করছে না।

সংবাদ, ১১ সেপ্টেম্বর ২০০৩

(১৮৬৫)
পূর্বধলায় কালীমন্দির প্রাঙ্গণ দখল ও মিথ্যা মামলা ॥ সংখ্যালঘুরা আতঙ্কিত এ বছর দুর্গাপূজা না করার সিদ্ধান্ত

পূর্বধলা (নেত্রকোনা) থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ মিথ্যা মামলা ও প্রভাবশালীরা কালীমন্দির প্রাঙ্গণ দখল করে নেয়ায় পূর্বধলার সংখ্যালঘু অধ্যুষিত শিমুলকান্দি গ্রামের সংখ্যালঘুদের মাঝে চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে। সংখ্যালঘু পরিবারের ৫ জন সদস্যের ওপর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে প্রথমে মামলা দায়েরের পর কালীবাড়ি প্রাঙ্গণে স্থানীয় প্রভাবশালীরা মিল স্থাপনের কাজ করছে। দুর্গাপূজার সময় ঘনিয়ে এলেও শিমুলকান্দি কালীমন্দিরের প্রতিমা তৈরির কোন প্রস্তুতি নেই। স্থানীয় সংখ্যালঘুরা জানিয়েছে, নিরাপত্তার অভাবে এ বছর তারা দুর্গাপূজা না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

জানা গেছে শিমুলকান্দি গ্রামের সংখ্যালঘুদের উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে একটি প্রভাবশালী মহল সংখ্যালঘুদের ৫ জন মাতবর শ্রেণীর ব্যক্তির ওপর প্রথমে বাক প্রতিবন্ধী এক কুমারী মাতা দিয়ে একটি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা দায়ের করে। পুলিশের ভয়ে সংখ্যালঘুরা গা-ঢাকা দিলে প্রভাবশালীরা শিমুলকান্দি কালীমন্দির প্রাঙ্গণে একটি কাঠমিল স্থাপনের কাজ শুরু করে দেয়।

৮ সেপ্টেম্বর পূর্বধলা থেকে শিমুলকান্দি গ্রামে একদল সাংবাদিক বিষয়টি সরজমিন পর্যবেক্ষণকালে কালীমন্দির প্রাঙ্গণে কাঠ মিল স্থাপনের কাজ চলতে দেখতে পান। দুর্গাপূজার সময় কাছাকাছি আসলেও মন্দিরে দুর্গা প্রতিমা তৈরির কোন প্রস্তুতি নেই। এ ব্যাপারে স্থানীয় কয়েকজন সংখ্যালঘু পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, মিথ্যা মামলায় গ্রামের মাতবররা পালিয়ে বেড়াচ্ছে। এ সুযোগে প্রভাবশালীরা কালী মন্দির প্রাঙ্গণ দখল করে কাঠমিল স্থাপনের কাজ শুরু করে দেয়। এ সকল কারণে নিরাপত্তার অভাবে এ বছর তারা দুর্গাপূজা করতে পারবে না।

এ ব্যাপারে শিমুলকান্দি মন্দির কমিটি দুর্গাপূজা করতে না পারার কারণ জানিয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের কাছে একটি লিখিত দরখাস্ত দিয়েছে। এদিকে শিমুলকান্দি গ্রাম থেকে সাংবাদিকরা ফিরে আসার পর সাংবাদিকরা কিভাবে সংবাদ পেল এর কারণ জানতে চেয়ে প্রভাবশালীরা সংখ্যালঘুদের হুমকি-ধমকি দিচ্ছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

সংবাদ, ১১ সেপ্টেম্বর ২০০৩

(১৮৬৬)
সরজমিন পরিদর্শন শেষে ১১ দলের প্রেস ব্রিফিং মহালছড়িতে হামলায় ইন্ধন জুগিয়েছে বিএনপি-জামাত

কাগজ প্রতিবেদক ঃ মহালছড়িতে বর্বরোচিত হামলার ঘটনায় সেটেলার বাঙালিদের ইন্ধন জুগিয়েছে বিএনপি-জামাত। বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় ফায়দা লুটতে চায় শাসক দল। গতকাল বুধবার ওয়ার্কার্স পার্টি কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত প্রেসব্রিফিঙে ১১ দল এ অভিযোগ তুলেছে। তারা ঘটনার জন্য সরকার ও প্রশাসনকে দায়ী করে। কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে ১১ দলের ৫ সদস্যের প্রতিনিধিদল ঘটনাস্থল ঘুরে এসে সাংবাদিকদের বিভিন্ন তথ্য জানান। ১১ দল নেতা পঙ্কজ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে পরিদর্শন টিমের সদস্য ছিলেন কমরেড আনিসুর রহমান মল্লিক, কমরেড আহসান হাবিব লাবলু ও কমরেড জাহেদ আহম্মদ টুটুল।

প্রেসব্রিফিঙে বলা হয়, খাগড়াছড়ি জেলার সবচেয়ে প্রাচীন উপজেলা মহালছড়ি এখন অশান্ত। সেখানে বেপরোয়া চাঁদাবাজি, জিম্মি করে টাকা আদায়, ছিনতাই, রাহাজানি নিয়মিত ঘটনায় পরিণত হয়েছে। ২৬ আগস্টের ঘটনা সম্পর্কে জানানো হয়, ২৪ আগস্ট মহালছড়ি বাজারের ব্যবসায়ী বিজয়কৃষ্ণ মহাজনের ছেলে রূপনকে সিঙ্গিনালা হাইস্কুলের মাঠে খেলা দেখার সময় একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী অপহরণ করে নিয়ে যায়। অপহরণকারীরা ৫ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে। কিন্তু এলাকার মানুষ রূপনের নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানিয়ে আসছিল। সরজমিন পাওয়া তথ্যের আলোকে ১১ দল নেতৃবৃন্দ জানান, রূপন অপহরণের ঘটনা থেকেই বিএনপি-জামাতের ইন্ধনে তাণ্ডবলীলার সূত্রপাত হয়। প্রেসব্রিফিঙে লিখিত প্রতিবেদনে বলা হয়, ঘটনার দিন শত শত সেটেলার বাঙালি মহালছড়ির বিভিন্ন গ্রামে বর্বর আক্রমণ করে। ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামগুলোতে চাকমা ও মারমাদের ৩ শতাধিক বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িগুলো থেকে পরিবারের সদস্যদের পরনের কাপড় ছাড়া অন্যকিছুই বাঁচানো যায়নি। অগ্নিসংযোগের পাশাপাশি গ্রামগুলোতে চলেছে বেপরোয়া লুটপাট। পাহাড়ি কৃষকদের পোড়া ধানের গন্ধে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার বাতাস এখনো ভারী হয়ে আছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, এ অমানবিক বর্বরোচিত ঘটনার পর ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য তেমন কোনো ত্রাণ সাহায্যও পৌঁছানো হয়নি। বলা হয়, যে ত্রাণ সাহায্য দেওয়া হয়েছে, তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সামান্য। খুব কম লোকজনই ত্রাণ সাহায্য পেয়েছে। সেনাবাহিনী কিছু তাঁবু দিয়েছে, তার সংখ্যাও খুব সামান্য। ক্ষতিগ্রস্তদের খাবার সংকট প্রকট আকার ধারণ করেছে বলে প্রতিবেদনে বলা হয়।

মাঠ পর্যায়ে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ১১ দল নেতৃবৃন্দ জানান, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সতর্ক থাকলে এ ঘটনা ঘটতো না। ক্ষতিগ্রস্তদের বরাত দিয়ে নেতৃবৃন্দ জানান, সেনাবাহিনী ও পুলিশের সহায়তায় সেটেলার বাঙালিরা এ ঘটনা ঘটিয়েছে। আর এ সহিংসতার

ইন্ধন জুগিয়েছে শাসক দলের নেতৃবৃন্দ। বিএনপি ও জামাত সেটেলার বাঙালিদের এ কাজে উৎসাহিত করেছে বলে ব্রিফিঙে অভিযোগ করা হয়।

১১ দল নেতৃবৃন্দ মহালছড়ির ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করে দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ার দাবি জানান। তারা বলেন, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহকে পুনর্বাসনের বিষয়টিও অত্যন্ত জরুরি। সেই সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত বৌদ্ধ বিহারগুলোও পুনর্নির্মাণ করতে হবে। পাহাড়ে শান্তি ফিরিয়ে আনতে ১১ দল নেতৃবৃন্দ পার্বত্য চুক্তি কার্যকর করার আহ্বান জানান। তারা বলেন, সবার কাছে গ্রহণযোগ্য ভূমি কমিশন গঠন করে ভূমি সমস্যার সমাধান করতে হবে। নেতৃবৃন্দ পার্বত্য এলাকায় সেনা শাসনের অবসান ঘটিয়ে রাজনৈতিক ও সিভিল প্রশাসনের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানান।

পরিদর্শন টিমের সদস্য ছাড়াও প্রেসব্রিফিঙে বক্তব্য রাখেন রাশেদ খান মেনন, মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, শহীদুল্লাহ চৌধুরী, হাজী আবদুস সামাদ, আবদুল্লাহ সরকার, বিমল বিশ্বাস, দিলীপ বড়ুয়া প্রমুখ।

ভোরের কাগজ, ১১ সেপ্টেম্বর ২০০৩

(১৮৬৭)
পূর্বধলায় স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টার দায়ে আসামিদের বিরুদ্ধে চার্জশিট

শ্যামগঞ্জ (নেত্রকোনা) থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ নেত্রকোনা জেলাধীন পূর্বধলা উপজেলার কলংকা গ্রামের স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টার ঘটনায় দায়ের করা মামলায় পুলিশ সকল আসামির বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল হয়েছে। আসামিরা সকেলই পলাতক থেকে ভিকটিম ও তার পরিবারের লোকজনকে বিভিন্নভাবে ভীতি প্রদর্শন করছে। হুমকির মুখে ভিকটিম বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছে।

প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায় কলংকা গ্রামের মৃত নিখিল পণ্ডিতের স্কুল পড়ুয়া কিশোরী কন্যা দিপ্তী রানী বিদ্যালয়ে যাওয়া-আসার পথে একই উপজেলার হলুদহাটী গ্রামের হোসেন আলীর পুত্র দুলাল মিয়া, মৃত কালা মিয়ার পুত্র কামাল মিয়া ও যাত্রাবাড়ী গ্রামের হাছেন আলীর পুত্র হেলাল মিয়া রাস্তায় দাঁড়িয়ে উত্যক্ত করত। কিশোরীটি এর প্রতিবাদ করায় এবং বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অবহিত করায় উল্লেখিত তিন বখাটে যুবক ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে অপহরণের হুমকি দেয়। গত ৬ জুলাই রাত আড়াইটার দিকে ওই কিশোরী নিজ ঘরে ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় উল্লেখিত ৩ নরপশু ঘরের বেড়া কেটে ঘরে প্রবেশ করে তাকে ধর্ষণের চেষ্টা করে। এ সময় কিশোরীর চিৎকার শুনে তার মাসহ বাড়ির অন্য লোকজন জেগে ওঠে। অবস্থা বেগতিক দেখে এ ঘটনা প্রকাশ বা মামলা দায়ের করলে মেরে ফেলার হুমকি দিয়ে দ্রুত পালিয়ে যায়। এ ব্যাপারে দিপ্তী রানী নিজে বাদি হয়ে দুলাল মিয়া, কামাল মিয়া ও হেলাল মিয়ার নামে পূর্বধলা থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে একটি মামলা দায়ের করে। পূর্বধলা থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা শেখ আঃ হাকিম নিজে মামলার বিষয়বস্তু তদন্ত করে সকল আসামির বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট দাখিল করেছেন।

এদিকে ভিকটিম একটি সংখ্যালঘু পরিবারের পিতৃহীন অসহায় মেয়ে। আসামিরা পলাতক থেকে বিভিন্ন ধরনের হুমকি দিচ্ছে। ফলে সে বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছে। স্থানীয় লোকজন জানান, আসামিরা বিভিন্ন ধরনের অপকর্মের সঙ্গে জড়িত।

সংবাদ, ১২ সেপ্টেম্বর ২০০৩

(১৮৬৮)
পাহাড়ের পরিস্থিতি এখন বিস্ফোরণোন্মুখ
মহালছড়ির ঘটনার জন্য ৯ নম্বর আর্মড ব্যাটালিয়ন ও জেলা প্রশাসকের নির্লিপ্ততা দায়ী ঃ সরকারি রিপোর্ট

মিজানুর রহমান খান ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি আপাতত নিয়ন্ত্রণে থাকলেও এ অঞ্চলটি এখন বিস্ফোরণোন্মুখ। এক সরকারি রিপোর্টে মহালছড়ির হিংস্রাত্মক ঘটনার জন্য ৯ নম্বর আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের ব্যর্থতা ও খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসকের নির্লিপ্ততাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এতে একই সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রামের সেনা সদস্যদের 'সার্বক্ষণিক নিয়ন্ত্রণে'র ওপর জোর দেয়া হয়েছে। মহালছড়ির ঘটনার প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটন ও পরিস্থিতি শান্ত করার জন্য পার্বত্য এলাকার স্থানীয় প্রতিনিধি সমন্বয়ে অবিলম্বে একটি সর্বদলীয় সংসদীয় তদন্ত কমিটি গঠনেরও সুপারিশ করা হয়েছে। পার্বত্য বিষয়ক উপমন্ত্রী মনি স্বপন দেওয়ান গত রাতে যুগান্তরকে বলেন, পাঁচ সদস্যের সংসদীয় স্থায়ী কমিটি শিগগিরই একটি রিপোর্ট দেবে বলে আশা করছি। তিনি সর্বদলীয় সংসদীয় কমিটি গঠনের ব্যাপারে কোন মন্তব্য করতে রাজি হননি। খাগড়াছড়ির ডিসিকে ইতিমধ্যে ওএসডি করা হয়েছে। গতকাল পর্যন্ত তিনি অবশ্য দায়িত্ব হস্তান্তর করেননি। উপমন্ত্রী বলেন, ব্যর্থতার দায় কেন একজনের হবে। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়ানোর দায় সবারই ছিল।

সাত পৃষ্ঠার ওই সরকারি রিপোর্টে লক্ষণীয় মন্তব্য করা হয়েছে, শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতা পাহাড়ি রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ এবং শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি করছে। বিভিন্ন সংগঠন এখন সন্ত্রাসী কার্যক্রমের মাধ্যমে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির অপপ্রায়াস চালাচ্ছে। গত ১৯ মাসে পাহাড়ি ও বাঙালিদের মধ্যে ৩০টি এবং ইউপিডিএফ ও জনসংহতির মধ্যে ৪৫টি সংঘর্ষ অথবা গুলিবিনিময়ের ঘটনা ঘটেছে। এই সময়ে চাঁদাবাজি ও অপহরণসহ মোট অপ্রীতিকর ঘটনার সংখ্যা চারশ'র বেশি। ওই রিপোর্টে সার্বিকভাবে জনসংহতির তুলনায় ইউপিডিএফের ক্রমবর্ধমান শক্তি সঞ্চয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। সন্তু লারমা অভিযোগ করে আসছেন, সরকারের মহলবিশেষের আশীর্বাদপুষ্ট ইউপিডিএফ সন্ত্রাস করছে। চলতি মাসেই পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যান পদে তার মেয়াদ উত্তীর্ণ হচ্ছে। নির্ভরযোগ্য সূত্রগুলো নিশ্চিত করেছে, হিংস্রাত্মক তৎপরতা অন্যান্য স্থানের চেয়ে খাগড়াছড়িতে বেশি এবং এখানে জনসংহির চেয়ে ইউপিডিএফ শক্তিশালী। ওই রিপোর্টে বলা হয়, বিভিন্ন সংগঠন সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে খোলাখুলি উস্কানিমুলক বক্তব্য দিচ্ছে। এর মাধ্যমে তাদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলার অপপ্রয়াস চলছে। এর ফলে সম্ভাব্য কোন অবাঞ্ছিত সূত্রপাত এড়াতে ব্যাপকভিত্তিতে সেনা সদস্যদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি ও তাদেরকে সার্বক্ষণিক নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন রয়েছে। নির্ভরযোগ্য সূত্র মতে, চট্টগ্রামের রাউজান, রাঙ্গুনিয়া ও ফটিকছড়িকে 'অপারেশন উত্তরণে'র আওতায় আনার চিন্তাভাবনা চলছে। কারণ এসব এলাকায় পার্বত্য চট্টগ্রামের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা নিরাপদে আত্মগোপন করতে পারছে। জনসংহতি অবশ্য 'অপারেশন উত্তরণ' বন্ধের দাবি জানাচ্ছে। ওয়াকিবহাল বিশেষজ্ঞদের আশংকা জনসংহতি ও ইউপিডিএফের মধ্যে ঐক্যের সম্ভাবনা এখন ক্ষীণ হলেও ভবিষ্যতে তাদের সমঝোতা হলে নিরাপত্তা বাহিনীর জন্য হুমকি আরও বাড়বে। দুটি সংগঠনই ইদানীং সেনাবাহিনীর ভূমিকার বিরুদ্ধে অভিন্ন বক্তব্য রাখছে। শান্তিচুক্তির পর থেকে পার্বত্য অঞ্চলে এ পর্যন্ত ১১৪টি সশস্ত্র সংঘর্ষ ঘটে। এতে ২৯০ নিহত ও ৪৮৮ জন আহত হয়। এর মধ্যে দু'দলের নিহত কর্মীর সংখ্যা ৭৬ ও আহত ১০৩ জন। এ দুটি দল কর্তৃক এ সময়ে ৪৬৭

জনকে অপহরণ ও ১৭৩টি চাঁদাবাজির ঘটনা ঘটে বলে সরকারি পরিসংখ্যানে উল্লেখ করা হয়েছে।

ওই সরকারি রিপোর্টে ২৬ আগস্ট খাগড়াছড়ির মহালছড়ির বাঙালিদের সন্ত্রাসের জন্য ৯ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের ব্যর্থতা ও খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসকের নির্লিপ্ততার বিষয়টি তদন্ত সাপেক্ষে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণেরও সুপারিশ করা হয়। এতে সতর্ক করে দেয়া হয় যে, 'আর কোন অপ্রীতিকর ঘটনার মাধ্যমে পার্বত্য অঞ্চলে যেন কোন অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি হতে না পারে। সেজন্য রাজনৈতিক প্রচেষ্টা জরুরি।' রিপোর্টে আরও বলা হয়, নতুন করে এমন শরণার্থী সমস্যা সৃষ্টি না হয় তা যে কোন মূল্যে নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসন কর্তৃক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে নির্দেশনা দেয়া হয়। আওয়ামী লীগ ও বিএনপির তৎপরতা শুধুই শহরকেন্দ্রিক একথা উল্লেখ করে রিপোর্টে বলা হয়, 'পার্বত্য এলাকার কোন ব্যক্তি, গ্রুপ বা রাজনৈতিক দল কোন ক্রমেই যেন কোন ধরনের অবৈধ অস্ত্র সংগ্রহ করতে না পারে।' এছাড়া বেসামরিক প্রশাসন ও সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন ও ত্বরিত সমন্বয়ের মাধ্যমে সম্ভাব্য অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার প্রতিকারে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে।

শাস্তিমূলক বদলিতে 'কোন উচ্ছৃঙ্খল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে পার্বত্য এলাকার গুরুত্বপূর্ণ পদে বদলি করা উচিত নয়' বলে মত দেয়া হয়েছে। আরও বলা হয়েছে, পার্বত্য এলাকার প্রশাসনের সদস্যদের নিয়মিতভাবে বদলি করা যেতে পারে, যাতে তারা সন্ত্রাসী নেটওয়ার্কের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ না পায়। দায়িত্বশীল মহল মনে করছে, স্থানীয় অপ্রীতিকর ঘটনার ওপর বেসামরিক প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণে শিথিলতা এবং অনীহার কারণে পার্বত্য এলাকায় অশান্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে। পাহাড়ি রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ এবং শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি করছে। ফলে বিভিন্ন সংগঠনের সন্ত্রাসী কার্যক্রমের মাধ্যমে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির প্রয়াস চলছে। বাঙালি অস্ত্রধারী সংগঠনও গড়ে উঠেছে। এসব জঙ্গিদের একাংশ বিচ্ছিন্নভাবে বাঙালি সন্ত্রাসীদের মদদ দিচ্ছে। ইউপিডিএফ বাঙালি অস্ত্রধারীদের কাছ থেকে অনেক সময় অস্ত্র সহায়তা পেয়ে থাকে। তবে অস্ত্রধারী পাহাড়ি গ্রুপগুলো দেশীয় এলজি, পাইপগান, পিস্তল ও রাইফেল ছাড়াও অত্যাধুনিক এম-১৬ ও একে-৪৭ এর মতো অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করছে। রিপোর্টে চাঞ্চল্যকর তথ্য দেয়া হয় যে, সম্প্রতি তারা এলএমজি, এসএমজি, মর্টার ও আরএল ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের শক্তিশালী কমিউনিকেশন সেট সংগ্রহের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

নির্ভরযোগ্য সূত্রগুলো বলেছে, ইউপিডিএফ সশস্ত্র তৎপরতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধির মাধ্যমে জেএসএস'কে হটিয়ে পাহাড়ি জনগণের মুখপাত্র হতে চাইছে। তারা কালাপাহাড়ের গহিন অরণ্যে গুপ্ত আশ্রয় তৈরির মাধ্যমে পুরনো ও নতুন সদস্যদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে।

গত ২৬ আগস্ট পাহাড়ি ও বাঙালিদের মধ্যে যে স্থানে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে সে স্থানটি ৯ এপি ব্যাটালিয়ন সদরের খুবই কাছে। এখানে প্রায় দেড়শ' আর্মড পুলিশ ছিল। সরকারি রিপোর্টে বলা হয়, 'ব্যাটালিয়ন সংলগ্ন ওই এলাকায় ঘটনার সময় এপি কর্তৃপক্ষ কোন প্রকার কার্যকর পদক্ষেপ নেননি। ঘটনার সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া হলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা সহজতর হতো।'

এদিকে একটি দায়িত্বশীল সংস্থা পৃথক প্রতিবেদনে মহালছড়ির ঘটনার বিবরণ দিয়েছে এভাবে— হিন্দু প্রধান মহালছড়ি বাজারের ব্যবসায়ী ও ইউপিডিএফের মধ্যকার বিরোধের জের ধরে ২৪ আগস্ট ছাত্রলীগ নেতা রূপন মহাজন নামে এক বাঙালি অপহৃত হয়। পরদিন ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাঙালিরা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাকে ছেড়ে দিতে আল্টিমেটাম দেয়। এদিন প্রতিবাদ সভা চলাকালে সিন্দুকছড়ির চেয়ারম্যান শৈল প্রু চৌধুরী মারমা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলে তাকে উপজাতীয়দের চর সন্দেহে মারধর করা হয়। ২৬ আগস্ট এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ ইউপিডিএফ

বাবুপাড়ায় বাঙালিদের ঘরে হামলা চালায়। এ ঘটনায় চার বাঙালি গুলিবিদ্ধ হয়। তিনটি সেনা টহল দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে ইউপিডিএফের সন্ত্রাসীদের ধাওয়া করে। প্রায় দেড় হাজার বিক্ষুব্ধ বাঙালি উপজাতীয় গ্রাম বাবুপাড়ায় ও পরে রামসুপারিপাড়ায় আগুন দেয় এবং লুটতরাজ করে। পাহাড়ি জনপদের দুর্গমতার কারণে দৃষ্টিসীমা আড়াল করা সম্ভব হয় না। সমতলের মতো শুধু রাস্তা বন্ধ করে চলাচলও বন্ধ করা যায় না। তাই উপস্থিত পুলিশ সদস্যরা দ্রুত ছড়িয়ে পড়া বাঙালিদের সন্ত্রাস রোধ করতে পারেনি বলে সংস্থাটি দাবি করেছে। তারা বলেছে, 'দীর্ঘদিন ধরে নিরীহ বাঙালি ও উপজাতীয়রা এ ধরনের সন্ত্রাসী কার্যক্রমের শিকার হওয়ার কারণে সেই ক্রোধ বাঙালিদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে এবং তারা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার অবতারণা ঘটায়।' এদিন বিকালে মহালছড়ি থানা থেকে ৭ কিলোমিটার দূরে লেমুছড়িতে বাঙালিরা উপজাতীয়দের ঘরে আগুন দেয়। এতে তিনটি পাড়ার ১৩৬টি ঘর ও ৩টি দোকান পুড়ে যায়। আগুনে পুড়ে একজন নিহত ও তিনজন আহত হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়, নিহত বিনোদ বিহারি খীসা বাবুপাড়া গ্রামের শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি। তার মেয়ে বিতর্কিতা খীসাকে রুপনের ফুফাতো ভাই টিটু সেন গোপনে বিয়ে করলে পাহাড়ি সমাজে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এ ঘটনার জন্য রূপন আগে থেকেই টার্গেট ছিল। পার্বত্য প্রশাসন ২৬ আগস্টের ঘটনার জন্য মূলত তিন ব্যক্তিকে দায়ী করেছে। মহালছড়ি বণিক সমিতির সভাপতি ডা. প্রদীপ চন্দ্র চৌধুরী। তিনি আওয়ামী লীগ পন্থী। অন্যরা হলেন বিএনপি সমর্থক মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম এবং এলাকার 'দলাদলি ও ছোটখাটো অপরাধের সঙ্গে জড়িত' মোঃ মঈন মাস্টার। ২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার দায়ে মোট ৪১ জন বঙালিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সূত্রগুলো বলেছে, সরকার অতীতের মতো সমতল ভূমি থেকে বাঙালিদের আনার পরিকল্পনা করছে— এই মর্মে উপজাতীয় কিছু সংগঠন প্রচারণা চালাচ্ছে। পার্বত্য উন্নয়ন বোর্ডে বাঙালি নেতার নিয়োগ উপজাতীয়রা গ্রহণ করতে পারছে না বলেই একটি মহল পাহাড়ি-বাঙালিদের মধ্যে দূরত্ব তৈরিতে সফল হচ্ছে।

যুগান্তর, ১২ সেপ্টেম্বর ২০০৩

(১৮৬৯)
জামালগঞ্জে সন্ত্রাসীরা পারিবারিক শ্মশান দখলের পাঁয়তারা করছে

সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি ঃ জেলার জামালগঞ্জ উপজেলার সাচনা গ্রামের একটি পারিবারিক শ্মশান দখল করার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে স্থানীয় একটি সন্ত্রাসী চক্র। সম্প্রতি এরা শ্মশানের জায়গায় গাছের চারা ও কলাগাছ রোপণ করে দখলের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। সন্ত্রাসীরা আশপাশের লোকজনদের বলেও বেড়াচ্ছে জায়গাটি তাদের। জায়গার মালিক দেবব্রত চৌধুরী জামালগঞ্জ থানায় এ ব্যাপারে একটি সাধারণ ডায়েরি করেছেন।

জানা যায়, সাচনা গ্রামের মাদক ব্যবসায়ী ও চোরাকারবারি তারা মিয়া, নারী নির্যাতন ও চুরির মামলার অভিযুক্ত আসামি আবুলইছ ও তার সহোদর আমীর হোসেন দীর্ঘদিন যাবৎ এলাকায় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়ে আসছে। এরা কয়েকদিন ধরে এলাকার ঐতিহ্যবাহী একটি সংখ্যালঘু পরিবারের পারিবারিক শ্মশানের মূল্যবান জমির, যার মৌজা পলক, দাগ-৩৭, খতিয়ান-২, জে.এল নং ৫৭, ওপর লোলুপ দৃষ্টি দিয়েছে। সন্ত্রাসীরা শ্মশানে থাকা পুরোনো গাছের অনেক ডাল কেটে নিয়ে গেছে।

এলাকার গ্রাম সরকার প্রধান ও জামালগঞ্জ সদর ইউনিয়ন পরিষদের ৬নং ওয়ার্ডের সদস্য রবীন্দ্র দাস বলেছেন, এরা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। জোর করে তারা যা খুশি তা করতে চায়। কারো কথা কিংবা বাধা নিষেধ মানে না।

ভোরের কাগজ, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০০৩

(১৮৭০)
শিবচরে পূজামণ্ডপে হামলা, প্রতিমা ভাঙচুর

মাদারীপুর প্রতিনিধি ঃ আসন্ন শারদীয় দুর্গোৎসবের জন্য নির্মাণাধীন ৬টি প্রতিমা গত বৃহস্পতিবার রাতের আঁধারে একদল দুর্বৃত্ত ভেঙে ফেলেছে। এ ঘটনা ঘটেছে জেলার শিবচর উপজেলার পাচ্চর ইউনিয়নের বাহাদুরপুর পুকুর পাড়ে সার্বজনীন পূজামণ্ডপে। ঘটনার পর বিক্ষোভের মুখে গতকাল শুক্রবার পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন ও শান্তি সভা করে পাহারা বসিয়েছে। পূজা কমিটির সদস্য অনুকূল পোদ্দার জানান, দুর্বৃত্তরা সম্পূর্ণ নির্মাণ করা দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ, মহাদেব অসুরের প্রতিমার মাথা ও হাত ভেঙে রেখে যায়।

গতকাল শুক্রবার সকালে ঘটনাটি ছড়িয়ে পড়লে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ১২টার দিকে শিবচর থানার ওসি খন্দকার আবুল কাশেম, এসআই জাকির হোসেন ফোর্স নিয়ে ঘটনাস্থলে পাহারা বসিয়েছে। এসআই জাকির আরো জানান, পূজা উৎযাপন কমিটিকে মামলা দায়েরের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, ২ মাস পূর্বে পাচ্চর বাজারে হরি মন্দিরের ১৩টি প্রতিমা দুর্বৃত্তরা ভেঙে ফেলেছিল।

ভোরের কাগজ, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০০৩

(১৮৭১)
ঠাকুরগাঁওয়ে গৃহবধূকে ধর্ষণের পর চক্ষু উৎপাটন

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি ঃ ঠাকুরগাঁওয়ে সংখ্যালঘু পরিবারের এক গৃহবধূকে ধর্ষণের পর চোখ উপড়ে নেওয়া হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার দুপুরে এই নৃশংস ঘটনার পর এলাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মাঝে চরম উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে।

এলাকাবাসী সূত্র জানায়, ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার ৮ নং রহিমানপুর ইউপির চিলারং গ্রামের মলিন চন্দ্রের স্ত্রী (২৮) গত বৃহস্পতিবার দুপুরে বাড়ির পার্শ্বে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করে বাড়ি ফেরার পথে এক ব্যক্তি আচমকা তার মুখ চেপে ধরে আখ ক্ষেত্রের ভিতরে নিয়ে গিয়ে তাকে ধর্ষণ করে। এরপর ধর্ষিতার চোখ উপড়ে নেওয়া হয়। বিকাল ৬টার দিকে আখ ক্ষেতের ভিতর লোকজন তার গোঙানি শুনে তাৎক্ষণিকভাবে তাকে উদ্ধার করে রাত ৮টায় ঠাকুরগাঁও আধুনিক সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। এ ঘটনায় এলাকায় সংখ্যালঘু পরিবারের মাঝে আতঙ্ক ও উত্তেজনা বিরাজ করছে।

ভোরের কাগজ, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০০৩

(১৮৭২)
নবীগঞ্জে শ্মশানঘাট দখলের পাঁয়তারা

নবীগঞ্জ (হবিগঞ্জ) প্রতিনিধি ঃ কিছুসংখ্যক দুষ্কৃতিকারী জোরপূর্বক হিন্দুদের শ্মশানঘাটের জায়গা দখল করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। জানা যায়, নবীগঞ্জ উপজেলার সদর ইউনিয়নের আদিত্যপুর গ্রামের হিন্দু জনসাধারণ মৌজা কানাইপুর, জেএল নং-৮৫, খতিয়ান-২৫৬, দাগ নং-১০৫৫ তে ৩২ শতক এবং দাগ নং-১০৫৮ তে ২০ শতক সর্ব মোট ৫২ শতক জায়গা দীর্ঘদিন ধরে শ্মশানঘাট হিসেবে ব্যবহার করে আসছেন। তাদের বৈধ কাগজপত্র থাকা সত্ত্বেও ইদানীং আদিত্যপুর গ্রামের কতিপয় ব্যক্তি জোরপূর্বক দখল করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা বিভিন্নভাবে হিন্দু জনসাধারণকে হুমকি দিচ্ছে তারা জায়গা দখল করার উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে উক্ত শ্মশানঘাটে একটি টং ঘরও বসিয়ে দিয়েছে।

হিন্দু জনসাধারণ সদর ৮নং ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ ফজলুল হক চৌধুরী সেলিমসহ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নিখিল রঞ্জন রায় ও থানা প্রশাসনকে এ ব্যাপারে লিখিত অভিযোগ করেছেন।

ভোরের কাগজ, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০০৩

(১৮৭৩)
ফুলবাড়ীতে নিখোঁজ গৃহবধূর লাশ উদ্ধার, আটক ৫

ফুলবাড়ি প্রতিনিধি ঃ দিনাজপুরের ফুলবাড়ি উপজেলার নবগ্রামের শিব বর্মণের ছেলে মিন্টু বর্মনের রহস্যজনক নিখোঁজ হওয়া স্ত্রী ও এক সন্তানের জননী সুমিত্র বালার লাশ ১৪ ঘণ্টা পর গত বৃহস্পতিবার গ্রামের বাঁশঝাড় থেকে গলায় ওড়না পেঁচানো অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে।

জানা যায়, গত বুধবার রাত আনুমানিক ৯টায় গৃহবধূ সুমিত্র বালা তার তিন মাসের কন্যা সন্তানকে রেখে স্বামীর বাড়ি থেকে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়। বাড়ির লোকজন অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তার সন্ধান করতে পারেনি সেই রাতে। পরদিন বৃহস্পতিবার বেলা ১১টায় একই গ্রামের মৃত, শাহাবুদ্দিনের ছেলে বেলাল হোসেনের বাড়ির খোলানের বাঁশঝাড় থেকে বাঁশ কাটার সময় নিখোঁজ সুমিত্রার চাচা তারিনী কান্ত বর্মণ গলায় ওড়না পেঁচানো অবস্থায় সুমিত্রার লাশ দেখতে পেয়ে গ্রামবাসীকে খবর দেয়। ঘটনা জেনে সুমিত্রার স্বামীর বাড়ির লোকজনও ঘটনাস্থলে গেলে বেলাল হোসেন তাদের সুমিত্র হত্যাকারী হিসাবে আখ্যায়িত করে তাদের বেঁধে রাখার জন্য গ্রামের তথাকথিত যুব উন্নয়ন সংস্থার লোকজনকে হুমকি দেয়। এ সময় সংস্থার সদস্যরা সুমিত্রার স্বামী মিন্টু, শাশুড়ি কালীদাসী, দিদি লিপি, মামাশ্বশুর ক্ষিতিশ ও হরিশ চন্দ্রকে ধরে বেলালের বাড়ির খোলানের বেড়ার সঙ্গে বেঁধে রাখে। এ ঘটনার দীর্ঘ সাড়ে ৫ ঘণ্টা পর পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ ও আটক ৫ জনকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। এ ব্যাপারে নিহত সুমিত্রার পিতা দ্বিজেন চন্দ্র বর্মণ বাদী হয়ে ৯ জনকে আসামী করে ফুলবাড়ি থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন।

আজকের কাগজ, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০০৩

(১৮৭৪)
বেড়ায় গলায় ছুরি ঠেকিয়ে গৃহবধূর সর্বস্ব লুট

বেড়া (পাবনা) থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বেড়া পৌরসভার মৈত্রটাটা গ্রামে গলায় ছুরি ঠেকিয়ে এক গৃহবধূর সর্বস্ব লুট করেছে কয়েক দুর্বৃত্ত।

১৬ই আগস্ট রাতে দুষ্কৃতকারীরা জরুরি কথা আছে বলে গৃহবধূ চায়না রানী ও তার স্বামী চেতন হালদারের ঘরে ঢোকে। এ সময় চায়না রানী ভয়ে চিৎকার দিতে উদ্যত হলে অস্ত্রের মুখে তার মেয়ের বিয়ের জন্য জমিয়ে রাখা নগদ প্রায় ২০ হাজার টাকা, স্বর্ণালংকার ও কাপড়চোপড় লুট করে দুর্বৃত্তরা চলে যায়। এ ব্যাপারে বেড়া থানায় একটি মামলা হলেও পুলিশ নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

সংবাদ, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০০৩

(১৮৭৫)

অপহরণের ১১ দিন পরও শ্রীমঙ্গলের সম্পাকে উদ্ধার করা যায়নি

শ্রীমঙ্গল প্রতিনিধি ঃ অপহরণের ১১ দিন অতিবাহিত হলেও অহরণকারীদের কবল থেকে উদ্ধার হয়নি দশম শ্রেণীর স্কুলছাত্রী সম্পা রানী দাস। পুলিশ গ্রেফতার করতে পারেনি অহরণের নায়ক মাসুককে। এলাকাবাসী ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, শ্রীমঙ্গল উপজেলার রনবীর দশরত উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্রী সম্পা রানী দাশ গত ১ সেপ্টেম্বর দুপুরে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছিল। পথিমধ্যে নিজ গ্রাম বৌলাশীর শ্রীকৃষ্ণ দেবালয়ের বাড়ির সামনে আসার সঙ্গে সঙ্গে আগে থেকে ওঁৎ পেতে থাকা এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসী ও একাধিক মামলার আসামি মাসুক মিয়া ও তার সশস্ত্র চার-পাঁচজন সঙ্গী সম্পাকে টেনেহিঁচড়ে একটি প্রাইভেট কারে তোলে। অপহরণের পর সম্পার ভাই শক্তি দাশ বাদী হয়ে মাসুককে প্রধান আসামি করে থানায় মামলা দায়ের করেন। এরপর ১০ দিন পার হলেও পুলিশ সম্পার সন্ধান পায়নি। তাকে হত্যা করা হয়েছে নাকি সে বেঁচে আছে এই চিন্তায় উদ্বিগ্ন সম্পার পরিবার। এদিকে অপহরণের পর বিভিন্নভাবে মাসুক লোকজন দিয়ে শক্তি দাশ ও তার পরিবারকে হুমকি দিচ্ছে বলে পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে। অপরদিকে দিনেদুপুরে স্কুলছাত্রীকে অপহরণের ঘটনায় এলাকার স্কুল-কলেজগামী ছাত্রী ও অভিভাবকদের মধ্যে অপহরণ আতংক বিরাজ করছে। ঘটনার পর থেকে অপহৃতাকে উদ্ধারে পুলিশের শিথিল তৎপরতা ও অপহরণকারী চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করতে না পারায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে এলাকাবাসীর মধ্যে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।

যুগান্তর, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০০৩

(১৮৭৬)
গাইবান্ধায় প্রতিমা ভাংচুর "যুবক আটক"

গাইবান্ধা, ১২ সেপ্টেম্বর, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জেলা শহরের প্রধান কালীমন্দিরে বৃহস্পতিবার রাতে এক দল বখাটে যুবক মন্দিরে ঢুকে নির্মাণাধীন দুর্গা ও অন্যান্য প্রতিমার ১৯টি মূর্তি ভাংচুর করে। এ ঘটনায় পুলিশ জাহেদুল (১৬) নামের এক যুবককে আটক করেছে।

জানা গেছে, রাত ২টায় ৫ যুবক কালীমন্দিরের দেয়াল টপকে মন্দিরে প্রবেশ করে এবং নির্মাণাধীন ১৬টি লক্ষ্মীর প্রতিমা, ২টি সরস্বতীসহ অন্যান্য প্রতিমা ভাংচুর করে। পরে তারা মূর্তিগুলোকে মন্দির সংলগ্ন লোহার শিকে গেঁথে রাখে। মন্দির চত্বরে অবস্থানকারী ২ জন আবাসিক ছাত্র রাতে ঘর থেকে বের হয়ে ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করলে উক্ত যুবকরা পালিয়ে যায়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০০৩

(১৮৭৭)
আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী বঙ্গবন্ধুকে আশ্রয়দাতা উখিয়ার সেই উপজাতি পরিবারটি এখন ভিটাছাড়া

স্টাফ রিপোর্টার, কক্সবাজার ঃ তদানীন্তন পাকিস্তানি জান্তা সরকারের চোখরাঙানীকে উপেক্ষা করে যে উপজাতি পরিবারটি অসীম সাহসের সঙ্গে বাঙালির অদম্য পুরুষ, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আশ্রয় দিয়েছিল সেই উপজাতি পরিবারের সদস্যরা এককালে পাকিদের ভয়ে কাতর হয়নি, তারাও আজ স্থানীয় এক প্রভাবশালী ব্যক্তির ধমকেই

বাপদাদার ভিটাবাড়ি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। আর এই প্রভাবশালী ব্যক্তির খুঁটির জোর এমনই যে, তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে চলেছেন খোদ উপজেলা নির্বাহী অফিসারের আদেশ নির্দেশেও। এমনকি স্থানীয় সাংসদের হুকুমও প্রভাবশালী ব্যক্তিটি শুনছেন না। সাংসদ এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারের শত চেস্টার পরও জোরপূর্বক দখল করে নেয়া উপজাতি পরিবারের ঘরবাড়ি ছেড়ে দিচ্ছেন না প্রভাবশালী ব্যক্তিটি।

কক্সবাজারের উখিয়া উপজেলার জালিয়া পালং ইউনিয়নের বাইন্যাখালী নামক পাহাড়ী এলাকাটি বঙ্গোপসাগরের পাড়ে অবস্থিত। সাগরপাড়ের এই পাহাড়ী জনপদেই বসবাস করে আসছে চাকমা উপজাতি। যুগের পর যুগ ধরে তারা বেশ কিছু পরিবার মিলে বসবাস করছে সেখানে। এককালে গহীন অরণ্য ছিল এখানে। ছিল বাঘ-ভালুক থেকে শুরু করে নানা প্রজাতির হিংস্র বন্য জন্তু। কিন্তু আজ এসবের কিছুই নেই। তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার পূর্ববাংলার আন্দোলন দমাবার জন্য বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে যে তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করেছিল সেই মামলায় বঙ্গবন্ধু ছিলেন পলাতক। এ সময় বঙ্গবন্ধুকে হন্য হয়ে পূর্ববাংলার মাঠেঘাটেই খুঁজছিল পাকিরা। কড়া নির্দেশ ছিল— তাকে যেখানে পাবে সেখানেই গ্রেফতারের জন্য। পাকিস্তানের এমন অগ্নিঝরা দিনগুলোতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তখন লুকিয়ে ছিলেন কক্সবাজারের উখিয়ার সাগরপাড়ের বাইন্যাখালীর এই উপজাতি চাকমাপাড়ায়। সে সময় তাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন বাইন্যাখালী চাকমাপাড়ার হেডম্যান পেলারাং চাকমা ওরফে পইল্যা চাকমা। তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার পলাতক আসামী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে আশ্রয়দাতা পইল্যা চাকমা এখন আর বেঁচে নেই। তবে বেঁচে আছেন তাঁর নাতি সাইলং চাকমা (৫০)। দাদা ও পৈত্রিক সূত্রে পেয়েছেন তিনি এক একর পাহাড়ী ভিটাবাড়ী। তিনি জানালেন, বঙ্গবন্ধু তাদের ঘরেই ছিলেন। তার দাদা হেডম্যানের সঙ্গে ছিল বঙ্গবন্ধুর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা। আজ ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, তাঁর ৬ ছেলে ও স্ত্রীকে নিয়ে তিনি ঘরবাড়ি ছাড়া অবস্থায় বসবাস করছেন।

সাইলং চাকমার পিতা ও দাদার মৃত্যুর পর এলাকার এক প্রতাপশালী ব্যক্তি সেই ঐতিহাসিক ভিটাবাড়ি বেদখলে নেয়ার উদ্দেশ্যে ফন্দিফিকির আটতে শুরু করেন। ওই এলাকার মনখালী গ্রামের বাসিন্দা মৃত আশরাফ জামানের পুত্র মোস্তাফিজুর রহমান উপজাতিদের জন্য রিলিফ দেয়ার কথা বলে সাইলং চাকমার নিকট থেকে আদায় করেন একটি স্ট্যাম্প। এভাবে দু'টি স্ট্যাম্প নেয়ার পর মোস্তাফিজুর রহমান একদিন তাঁর লোকজন নিয়ে গিয়ে জোর করে সাইলং চাকমাকে ভিটাবাড়ি থেকে উচ্ছেদ করেন। এরপর দখলদার মোস্তাফিজ সাইলং চাকমার ঘরে ঢুকিয়ে দেন তার আত্মীয় নুরুল হককে। এই ঘটনা ঘটে গত বছরের মার্চ মাসে। দখলদার মোস্তাফিজ ছিলেন স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা এবং জোট সরকার আসার পর চলে যান তাদের ছত্রছায়ায়। নানা প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছে সমৃদ্ধ একটি বহুকালের পুরনো ভিটেবাড়ি জোরপূর্বক দখল করে ফেলায় সাইলং চাকমা একদম ভেঙ্গে পড়েন। হাতে নেই তাঁর টাকাপয়সাও। প্রতাপশালীর বিরুদ্ধে তিনি কিছু করে কুলিয়েও উঠতে পারছেন না। পকেটে মাত্র ৩০টি টাকা নিয়ে প্রায় ৫০ কিলোমিটার পাহাড়ী বন্ধুর পথ অতিক্রম করে হতভাগা উপজাতি সাইলং চাকমা গত বছরের ৩১ মে এসেছিলেন উখিয়া থানায়। তার উদ্দেশ্য ছিল তিনি থানায় মামলা করবেন। বাপ-দাদার শত বছরের পুরনো ভিটাবাড়ির স্মৃতি আঁকড়ে থাকবেন তিনি। এই জন্য মামলা করেই প্রতাপশালীকে উচ্ছেদ করবেন।

কিন্তু বিধি বাম। মাত্র ৩০ টাকায় থানায় মামলা করবেন— এটা কোন আমলের কথা! শেষ পর্যন্ত থানায় ফরমায়েশ খাটা এক মোহরার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট ফরিয়াদ চেয়ে তাঁকে লিখে দেন একটি আবেদন। সেটি নিয়ে তিনি যান স্থানীয় সাংসদ শাহজাহান চৌধুরীর নিকট। সাংসদ নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট উপজাতি যাতে ন্যায় বিচারপান সেই জন্য জোর সুপারিশ করেন তাতে। উখিয়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার শংকরপ্রসাদ দেব এ ব্যাপারে শুনানি শেষে ৭ দিনের মধ্যে দখল ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। কিন্তু প্রতাপশালী ব্যক্তি

সেই থেকে কিছুতেই দখল ছাড়ছেন না। গত বছরের ৬ নবেম্বর স্থানীয় সাংসদের উপস্থিতিতে নির্বাহী অফিসারের অফিসে আরও একবার অনুষ্ঠিত বৈঠকে দখলদারকে উপজাতির ভিটাবাড়ি ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু না কিছুতেই দখল ছাড়ছেন না প্রতাপশালী ব্যক্তি। সর্বশেষ গত ৯ সেপ্টেম্বর উখিয়া উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অফিসে স্থানীয় সাংসদের উপস্থিতিতে আরও একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেই বৈঠকে দখলদার মোস্তাফিজুর রহমানকে বার বার সংবাদ দেয়ার পরও তিনি উপস্থিত হননি। সাইলং চাকমা গত মঙ্গলবার উখিয়া বাস স্টেশনে এসব বিবরণ জানিয়ে এক পর্যায়ে কেঁদে ফেলেন। তিনি বলেন, দেশে আইনের প্রয়োগ থাকলে এ রকম ভোগান্তির শিকার তিনি হচ্ছেন কেন? সাইলং চাকমার ফরিয়াদ— দেশের কোন সহৃদয় ব্যক্তি কি আছেন, আমার বাপ-দাদার স্মৃতিটুকু রক্ষা এবং ভোগ করার অধিকার আমাকে ফিরিয়ে পেতে আইনী সাহায্যে এগিয়ে আসতে?

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০০৩

(১৮৭৮)
আগৈলঝাড়ায় খ্রীস্টান মহিলা ধর্ষণ ॥ "ধর্ষককে আটক করেও ছেড়ে দেয়া হয়েছে"

স্টাফ রিপোর্টার, বরিশাল ॥ নাইয়রে এসে পাশের বাড়িতে টিভি দেখতে যাবার পথে সংখ্যালঘু এক গৃহবধূ ধর্ষণের শিকার হয়েছে। ধর্ষককে স্থানীয়রা আটক করলেও এক প্রভাবশালী ব্যক্তির কারণে রাতে আগৈলঝাড়া উপজেলার পশ্চিম বাকাল গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। শনিবার নির্যাতনের শিকার গৃহবধূকে ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য বরিশাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এ তথ্য স্থানীয় সূত্রের।

সূত্র জানিয়েছে, ঐ গৃহবধূ সংখ্যালঘু খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের। মাত্র দিনকয়েক আগে সে বাবার বাড়িতে বেড়াতে আসে। শুক্রবার রাতে সে পাশের বাড়িতে টিভি দেখতে যাচ্ছিল। যাওয়ার পথে স্থানীয় খলিল ফকির নামের এক যুবক তাকে জোরপূর্বক ধরে পথের পাশের খড়ের গাদায় নিয়ে ধর্ষণ করে। ধর্ষিতার চিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে এসে খলিলকে আটক করলেও পরে স্থানীয় প্রভাবশালী এক ব্যক্তির হস্তক্ষেপে তাকে ছেড়ে দেয়া হয়। তবে গতকাল শনিবার এ ঘটনায় আগৈলঝাড়া থানায় একটি মামলা হলে পুলিশ ধর্ষিতাকে ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য বরিশাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছে। থানার ওসি জানান, অভিযুক্তকে গ্রেফতার চেষ্টা চলছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০০৩

(১৮৭৯)
ধর্মোন্মাদের মাইকিং

'আসন্ন দূর্গাপূজা পালন করলে হিন্দুদের হত্যা করা হবে মর্মে হুমকি এবং হিন্দু ধর্মাবলম্বী সবাইকে মুসলমান হওয়ার নির্দেশ জারি করে পাবনা শহরে গতকাল শনিবার মাইকিং করার সময় পুলিশ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, সাদা পাঞ্জাবি ও সাদা লুঙ্গি পরা ইউনুস আলী বিশ্বাস সকাল ১০টায় শহরের ব্যস্ততম হামিদ রোডে মাইকিং করার সময় কিছু লোক থানায় বিষয়টি জানালে পুলিশ টেলিফোন ভবনের সামনে থেকে তাকে গ্রেফতার করে। তার বাড়ি পাবনার বেড়া উপজেলার রাজনারায়ণপুর গ্রামে। মানসিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ ইউনুস আলীকে আদালতে পাঠালে জামিন নামঞ্জুর করে তাকে জেলে পাঠানো হয়। পুলিশের ধারণা, সে কোন জঙ্গি সংগঠনের সদস্য।

প্রথম আলো, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০০৩

(১৮৮০)
৪৫টি সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে আগস্টে

কাগজ প্রতিবেদকঃ গত মাসে সারা দেশে ব্যাপক সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নারী-পুরুষ ও শিশুদের ওপর অত্যাচার চলে। আগস্ট ২০০৩-এ সর্বমোট সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা ছিল ৪৫টি। ওদিকে সংখ্যালঘু ছাড়াও সারা দেশে নারী ও শিশুদের ওপর নির্যাতনের ঘটনা ঘটে ৬২টি। বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের প্রতিবেদনে এ তথ্য জানা যায়। ঐক্য পরিষদ নিজস্ব সূত্র ছাড়াও নেতৃস্থানীয় ৯টি দৈনিক পত্রিকা মনিটরিং-এর মাধ্যমে এ প্রতিবেদন প্রস্তুত করে।

প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের ঘটনার মধ্যে ৪টি অপহরণ, ৬টি হত্যা, ১৮টি হামলা, ৭টি গণধর্ষণ, একটি অগ্নিসংযোগ এবং ৯টি সম্পত্তি দখলের ঘটনা ঘটে। হামলা ঘটনার মধ্যে ৬টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে, ১২টি বসতবাড়িতে। হামলায় আহত হয়েছে বেশকিছু নারী-পুরুষ। সংখ্যালঘু ছাড়া নারী ও শিশু নির্যাতনের অপর ৬২টি ঘটনার মধ্যে ৪টি অপহরণ, ১৬টি হত্যা ২৫টি গণধর্ষণ, ৮টি এসিড নিক্ষেপ, ৭টি আত্মহত্যা এবং ৩টি লাশ উদ্ধারের ঘটনা ঘটে।

ভোরের কাগজ, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৩

(১৮৮১)
কলাপাড়ায় বৌদ্ধ বিহারের জমি দখল, নির্মাণ করা হচ্ছে বিএনপি অফিস

বরিশাল থেকে মানবেন্দ্র বটব্যাল ঃ পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলায় রাখাইনদের বৌদ্ধ বিহারের জমি দখল করে স্থানীয় বিএনপি ক্যাডাররা দলীয় কার্যালয় নির্মাণ করার উদ্যোগ নিয়েছে। রাখাইন নেতারা বিএনপি নেতাদের শরণাপন্ন হলেও কোন প্রতিকার পাননি। এ ব্যাপারে রাখাইন সম্প্রদায়ের নাগরিকরা রোববার উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে স্মারক লিপি দিয়েছেন। রাখাইনদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।

কলাপাড়া থেকে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায়, গত সরকারের আমলে উপজেলা বিএনপি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। এ সময় রাজাকার হিসেবে পরিচিত তালেব আলীকে উপজেলা বিএনপি'র আহ্বায়ক করা হলে মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের নেতৃত্বে পৃথক কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি এতদিন স্থানীয় কুমারপট্টিতে ঘর ভাড়া করে দলীয় কার্যালয় স্থাপন করে। গত ৭ই সেপ্টেম্বর উপজেলা বিএনপি'র সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জেলা বিএনপি'র সহ-সভাপতি চুন্নু মিয়া ও সম্পাদক হোংশু সরকার (কুট্টি) উপস্থিত ছিলেন। নেতৃবৃন্দ কলাপাড়া রাখাইন সম্প্রদায়ের বৌদ্ধবিহার সংলগ্ন জমিতে নিজেদের কার্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। শুক্রবার দুপুরে বিএনপি'র ক্যাডার টিপু বিশ্বাস , বাচ্চু গাজী, জসিম মৃধাসহ ৯/১০ জন জোর করে বৌদ্ধ বিহারের জমি হিসেবে কাঁটাতারের বেড়া দেয়া জমির মধ্যে ঢুকে গাছপালা কাটতে শুরু করে। এ সময় বৌদ্ধ বিহার কমিটির প্রধান উপদেষ্টা উ সুয়ে হাওলাদার বাধা দিতে গেলে তারা তাকে অপমান করে বিদায় করে দেয়। পরে উ সুয়ে স্থানীয় বিএনপির সম্পাদক নূর বাহাদুরের কাছে যান। কিন্তু তিনি গাছ কাটা বন্ধের কোন ব্যবস্থা না করে বরং বলে দেন যে, ওখানে বিএনপি'র অফিস হবে। আর সেজন্য গাছ কাটতেই হবে। উ সুয়ে ঘটনাটি উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পুলিশ বিভাগ এবং পটুয়াখালীর জেলা প্রশাসককে জানান। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নির্দেশে পুলিশ দু'ব্যক্তিকে গ্রেফতার করলেও 'ওপরের' নির্দেশে তাদেরকে ছেড়ে দেয়।

সংবাদ, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৩

(১৮৮২)
সোনাতলার হাটকরমজা গ্রামে মন্দিরে হামলা, প্রতিমা ভাঙচুর ॥ গেফতার-২

বগুড়া অফিস ঃ সোনাতলা উপজেলার হাটকরমজা গ্রামে রবিবার গভীর রাতে মন্দিরে হামলা চালিয়ে দূর্গা প্রতিমা ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। পূজার আয়োজন করলে বোমা মেরে মন্দির ও প্রতিমা উড়িয়ে দেয়ার হুমকি দেয়া হয়েছে। মন্দিরে বোমা মারার হুমকির একটি চিরকুট ফেলে রাখা হয়। সোনাতলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মন্দির পরিদর্শন করে পূজা করার জন্য নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়েছেন।

এছাড়া শনিবার রাতে পাবনার আটঘরিয়া উপজেলার দেবোত্তর গ্রামে মুখোষধারী সন্ত্রাসীরা নিখিল চন্দ্র সাহার বাড়িতে হামলা, ভাংচুর ও লুটপাট করেছে। সন্ত্রাসীদের প্রতিরোধে গ্রামবাসী এগিয়ে আসলে সংঘর্ষ শুরু হয়। এ সময় নিখিল চন্দ্রের বাড়ির মহিলাসহ গ্রামের ১০/১২ জন আহত হয়। নিখিল চন্দ্র দেবোত্তর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের নির্বাচনে সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পরেই এ হামলা হয়েছে। এ ব্যাপারে আটঘরিয়া থানায় ৬ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের পর পুলিশ তমিজ উদ্দিন ও খায়রুলকে গ্রেফতার করেছে।

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৩

(১৮৮৩)
বগুড়ায় প্রতিমা ভাংচুর, পুনরায় আয়োজন না করার জন্য হুমকি ওসির ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে অভিযোগ অস্বীকার

বগুড়া প্রতিনিধি ঃ বগুড়া সোনাতলা উপজেলার হাট করমজা গ্রামের এক মন্দিরে গত শনিবার রাতে দুর্বৃত্তরা দুর্গাপূজার প্রতিমা ভাংচুর করেছে। এ সময় তারা দুর্গাপূজার পুনঃআয়োজন না করার জন্য হুমকি দিয়ে একটি চিঠিও দিয়ে গেছে।এ নিয়ে এলাকার হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে। আতঙ্কিত জনতা পুনরায় পূজার আয়োজন করার সাহস পাচ্ছে না।

এলাকাবাসী ও পূজা কমিটির নেতৃবৃন্দ জানান, আসন্ন দুর্গাপূজা উপলক্ষে হাটকরমজা মন্দিরে প্রতিমা তৈরির শেষ পর্যায়ের কাজ চলছিল। গত শনিবার রাতে দুর্বৃত্তরা রাতে মন্দিরের দরজা ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকে প্রতিমা ও মন্দিরের বেড়ার একাংশ ভাংচুর করে চলে যায়। সকালে এলাকাবাসী প্রতিমা ভাংচুরের খবর পেয়ে মন্দিরে গিয়ে সেখানে একটি চিঠি পায়। মন্দির কমিটির সাধারণ সম্পাদক স্বপন কুমার দেবনাথ জানান, ওই চিঠিতে লেখা রয়েছে— পুনরায় পূজা উদযাপনের প্রস্তুতি নিলে ২৪ ঘন্টার মধ্যে মন্দিরে বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়া হবে। চিঠির খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এই হুমকির কারণে তারা পুনরায় পূজা উদযাপনের প্রস্তুতি নিতে সাহস পাচ্ছে না। খবর পেয়ে সোনাতলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

এ বিষয়ে সোনাতলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাফিজার রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি প্রতিমা ভাঙচুরের কথা অস্বীকার করে বলেন, দুটি কুকুর ওই স্থানে মারামারি করার সময় প্রতিমা পড়ে যায়। সেগুলো তেমন ভাঙ্গেনি। চিঠির বিষয়টিও তিনি অস্বীকার করেন।

ভোরের কাগজ, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০০৩

(১৮৮৪)
আড়াইহাজারে দুর্গা প্রতিমা ভাংচুর

নারায়নগঞ্জ প্রতিনিধি ঃ মঙ্গলবার শেষ রাতে আড়াইহাজার থানার মনোহরদী গ্রামে দুর্বৃত্তরা নির্মাণাধীন দুর্গা প্রতিমা ভাংচুর করেছে। এ ঘটনায় থানায় মামলা হলেও পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি।

আড়াইহাজার থানার ওসি এ কে বড়ুয়া জানিয়েছেন, রাত ৩টা পর্যন্ত পূজা মণ্ডপে লোকজন পাহারায় ছিল।

যুগান্তর, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০০৩

(১৮৮৫)
৩ সংখ্যালঘুর বাড়িতে ডাকাতি

রাজবাড়ী থেকে নিজস্ব সংবাদদাতাঃ মঙ্গলবার গভীর রাতে রাজবাড়ী সদর উপজেলার ডাউকী গ্রামে ৩টি সংখ্যালঘু বাড়িতে সশস্ত্র ডাকাতদল হানা দিয়ে টিভি, ক্যাসেট এবং স্বর্ণালংকারসহ প্রায় ৪০ হাজার টাকার মালামাল লুট করে নিয়ে গেছে।

জানা গেছে, মঙ্গলবার রাত দেড় ঘটিকায় ১০/১২ মুখোশধারী সশস্ত্র ডাকাতদল ডাউকী গ্রামের জিতেন্দ্র নাথ দাস, কালু বিশ্বাস এবং অনিল কুমার মণ্ডলের বাড়িতে হানা দেয় এবং অস্ত্রের মুখে টিভি, ক্যাসেট ও স্বর্ণালংকারসহ প্রায় ৪০ হাজার টাকার মালামাল ডাকাতি করে নিয়ে যায়।

যুগান্তর, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০০৩

(১৮৮৬)
ঝিনাইদহে আ'লীগ নেতা অশীতিপর ডাঃ মুখার্জীকে কুপিয়ে হত্যা

মিজানুর রহমান, ঝিনাইদহ থেকে ঃ প্রকাশ্য দিবালোকে জেলা আওয়ামী লীগ নেতা খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় প্রেসিডিয়াম সদস্য প্রবীণ চিকিৎসক ডা. এসকে মুখার্জীকে (৮০) সন্ত্রাসীরা কুপিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। বৃহস্পতিবার বেলা দেড়টার দিকে ৩/৪ জন সশস্ত্র সন্ত্রাসী রোগী সেজে ডা. মুখার্জীর বাড়িতে ঢুকে এ হত্যাকাণ্ড ঘটায়। দাবিকৃত মোটা অংকের চাঁদা না দেয়ায় এ হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। বিএমএ ঝিনাইদহ জেলা শাখা জরুরী বৈঠকে হত্যাকারীদের বিচারের দাবিতে আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের পক্ষ থেকে আজ শুক্রবার কাল পতাকা মিছিলের কর্মসূচি দেয়া হয়েছে। বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা ডা. মুখার্জীর লাশ দেখতে গতকাল ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে যান। প্রশাসন শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোড় ও হাসপাতাল এলাকায় বিপুলসংখ্যক দাঙ্গা পুলিশ মোতায়েন করেছে। পুলিশ ঘাতক দলকে আটক করার জন্য ব্যাপক অভিযান শুরু করেছে। তবে কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি। প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ জানায়, বৃহস্পতিবার বেলা দেড়টার দিকে মোটরসাইকেলযোগে সন্ত্রাসীরা বাড়িতে গিয়ে কলিংবেল টিপে ডাক্তারকে ডেকে দিতে বলে। কাজের মেয়ে আন্না ডাক্তারকে

ডেকে দেয়। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে সন্ত্রাসীরা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপাতে থাকে। তার মৃত্যু নিশ্চিত হওয়ার পর সন্ত্রাসীরা মোটরসাইকেলযোগে পালিয়ে যায়।

কিছুক্ষণের মধ্যে ডাক্তার মুখার্জীকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নেয়া হলে কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এলাকাবাসী জানায়, একটি সন্ত্রাসী গ্রুপ নিহত ডাক্তারের কাছে মোটা অংকের চাঁদা দাবি করে। চাঁদা না পেয়ে এ ঘটনা ঘটিয়েছে তারা। জেলা শহরের শহীদ মশিউর রহমান সড়কের ফায়ার সার্ভিস অফিসের দক্ষিণ পাশে নিজ বাসভবনে প্রবীণ এই ডাক্তার দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করছেন। সম্প্রতি তিনি বেপারিপাড়া থেকে চেম্বার সরিয়ে নিজ বাসভবনে নিয়ে আসেন। জেলা বিএমএ'র সভাপতি ডা. আজিজুর রহমান জানান, নিহত ডাক্তার মুখার্জী দীর্ঘদিন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও দীর্ঘ একযুগ জেলা বিএমএ'র সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি গোটা এলাকায় একজন ভাল মানুষ ও ভাল চিকিৎসক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। হত্যার প্রতিবাদে বিএমএ সন্ধ্যায় ক্রিসেন্ট ডায়াগনস্টিক সেন্টারে জেলার সব ডাক্তারকে নিয়ে এক জরুরি সভায় মিলিত হয়। হত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে বিএমএ ব্যাপক কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। শেখ হাসিনা স্থানীয় ওয়াজির আলী হাই স্কুল মাঠে আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় ভাষণ দান শেষে ডাক্তার এসকে মুখার্জীর নিহত হওয়ার খবর পান এবং সঙ্গে সঙ্গে তার সফর সঙ্গীদের নিয়ে সদর হাসপাতালে ছুটে যান। বিরোধীদলীয় নেত্রী নিহত ডাক্তারের স্মৃতির প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানান, এবং ঘটনার নিন্দা জানান। হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ নেতৃবৃন্দ এবং সদর হাসপাতালের ডাক্তাররা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ডা. এসকে মুখার্জী জেলা শহরের বেপারিপাড়ায় চেম্বার থাকাকালীন কয়েক দফা সন্ত্রাসীদের মুখোমুখি হন। সত্য এবং নিষ্ঠাবান ব্যক্তি হিসেবে তিনি অন্যায়ের সঙ্গে কখনও আপস করেননি। একটি সূত্র জানায়, সম্প্রতি তিনি চাঁদাবাজদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য পুরনো চেম্বার ছেড়ে নিজ বাসায় রোগী দেখা শুরু করেন। সন্ত্রাসী একটি গ্রুপ তার পিছু নেয় এবং তাকে নানাভাবে ভয়ভীতি দেখায়। বয়সের কারণে ডাক্তার ইদানীং চলাচল কমিয়ে দেন। কাজের মেয়ে আন্না কর্মকার জানায়, সন্ত্রাসীরা কলিংবেল টিপে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে বাইরের বারান্দায় কুপিয়ে তাকে হত্যা করে। তার দেহে ৬টি ছুরিকাঘাতের চিহ্ন রয়েছে। এ সময় নিহত ডাক্তারের স্ত্রী বাড়ি ছিলেন না। স্ত্রী উমা মুখার্জী জানিয়েছেন, ডাক্তারের কোন শত্রু ছিল না। তিনি এক সময় আওয়ামী লীগের রাজনীতি করতেন। পরে দীর্ঘদিন তিনি পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি ছিলেন। এলাকাবাসীর ধারণা নিষিদ্ধ ঘোষিত চরমপন্থী দল তার কাছে মোটা অংকের চাঁদা দাবি করেছিল। চাঁদা না পেয়ে ডাক্তারকে হত্যা করা হয়েছে। ঝিনাইদহ পুলিশ এ হত্যা সম্পর্কে কোন ধারণা দিতে পারেনি।

ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির প্রধান এবং সংসদ সদস্য এমপি মশিউর রহমান এই নির্মম হত্যাকাণ্ডে নিন্দা জানিয়ে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন। জেলা আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে এই হত্যাকাণ্ডের নিন্দা জানিয়ে ঘাতকদের অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবি জানানো হয়েছে। সাংসদ আব্দুল হাই সংগঠনের পক্ষে এই নিন্দা জানান। জেলা সেচ্ছাসেবক লীগের কেন্দ্রীয় নেতা সাইদুল করিম মিন্টু এ হত্যাকাণ্ডের নিন্দা ও বিচার দাবি করেছেন। হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, ঝিনাইদহ প্রেস ক্লাব, জেলা জাতীয় মৎসজীবী সমিতির সভাপতি ও জেলা সমবায় ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান এই হত্যাকাণ্ডে নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। পল্লী চিকিৎসকদের পক্ষ থেকে হত্যাকাণ্ডের নিন্দা জানানো হয়েছে। ঝিনাইদহ পৌরসভার চেয়ারম্যান আকম মশিউর রহমান ও জেলা বিএনপির নেতৃবৃন্দ, জেলা ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের পক্ষ থেকেও নিন্দা জানানো হয়েছে।

যুগান্তর, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০০৩

(১৮৮৭)
বরিশালে দুই সংখ্যালঘুকে পুড়িয়ে হত্যার মামলাও রাজনৈতিক হয়রানী

শওকত মিলটন ঃ গায়ে কেরোসিন ঢেলে সংখ্যালঘু এক পরিবারের দু'জনকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যার অভিযোগে মামলা করা হয়েছিল। সে মামলাকেও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় রাজনৈতিক হয়রানি মামলা বলে বাদ দেয়ার নির্দেশ দিয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার তিনদিন পর বাকেরগঞ্জ উপজেলার বালিগ্রামে এই পৈশাচিক ঘটনা ঘটে। মধ্যযুগীয় কায়দায় জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা মামলাটি রাজনৈতিক মামলা হিসাবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের আখ্যা দেয়ার ঘটনায় বিচারক থেকে শুরু করে বিএনপি সমর্থিত আইনজীবীরা পর্যন্ত হতবাক হয়েছেন। এ তথ্য আদালত ও অন্যান্য সূত্রের। সূত্র জানিয়েছে, জেলার বাকেরগঞ্জ উপজেলার বালিগ্রামে নিরঞ্জন মণ্ডলের বাড়িতে ১৮ জুলাই' ০১ গভীর রাতে ১৪/১৫ জন সশস্ত্র ব্যক্তি হামলা করে। তারা দরজা ভেঙ্গে ভিতরে ঢোকে। কয়েকদিন আগে নিরঞ্জন মণ্ডলের এক ছেলের বিয়ে হয়েছিল। তাই ডাকাতরা বাড়িতে ডাকাতি করে টিভি, পিতলের সামগ্রী, দামি জামাকাপড়, স্টীল আলমিরা ভেঙ্গে নগদ টাকা, সোনার অলংকার লুট করে। কিন্তু লুটকৃত মালামালে সন্তুষ্ট না হয়ে আরও সোনা ও টাকাপয়সা পাবার আশায় ডাকাতরা নিরঞ্জন মণ্ডলের ছেলে দুলাল, ঝন্টু, মিন্টু, শান্তনা রাণী, তাঁর স্ত্রীর বড় বোন দ্রৌপদীসহ অন্যান্যদের মারধর করে। কিন্তু তাতে কোন লাভ না হওয়ায় ঘরের তোশক,লেপ, কাঁথা, বালিশ সংগ্রহ করে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। পরে দুলাল, ঝন্টু, মিন্টু বাড়ির বউ মলিনা ও শান্তনা রাণী এবং তাদের মাসি দ্রৌপদীর শরীরে কেরোসিন ঢেলে আগুনের মধ্যে ঠেলে দেয়। কেউ আগুন থেকে যেন বের হয়ে আসতে না পারে সেজন্য চারদিকে পাহারা দিতে থাকে। অগ্নিদগ্ধরা মারা গেছে ভেবে ডাকাতরা বাড়ি থেকে বের হয়ে যায়।

ডাকাতরা চলে যাবার পর বাড়ির লোকজনদের আর্তচিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে আসে। অগ্নিদগ্ধ ও আহত দুলাল, ঝন্টু, মিন্টু, মলিনা রাণী ও দ্রৌপদীকে প্রথমে বাকেরগঞ্জ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেয়া হয়। কিন্তু অবস্থা গুরুতর হওয়ায় একই রাতে তাদের বরিশাল শেরেবাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। হাসপাতালে বসে ঘটনার বীভৎসতায় বিহ্বল হওয়া ৭০ বছরের বৃদ্ধ নিরঞ্জন মণ্ডল ১৯ জুলাই বাকেরগঞ্জ থানায় মামলা দায়ের করেন। এ সময় ভয়ে বা অবস্থার প্রেক্ষিতে তিনি কোন আসামীর নাম উল্লেখ করেননি। তবে এজাহারে উল্লেখ করা হয়, আসামীদের দেখলে তিনি চিনতে পারবেন। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় অগ্নিদগ্ধ ঝন্টু ও দ্রৌপদী মারা যায়। অপর অগ্নিদগ্ধ মিন্টুকে চিকিৎসার জন্য ঢাকায় নেয়া হয়। এদিকে মামলার তদন্তকালে অগ্নিদগ্ধ দুলাল মণ্ডল, মলীনা রাণী ও শান্তনা রাণী একটু সুস্থ হয়ে বরিশালের প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট কে এম জাফরুল আমিনের কাছে ৬ আগস্ট' ০১ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী দেয়। জবানবন্দীতে তারা ঘটনার সঙ্গে কামরুল, স্বপন তালুকদার, বারেক মোল্লা, রফিক খলিফা জড়িত থাকার বিষয় উল্লেখ করে। ঢাকায় চিকিৎসা শেষে মিন্টু মণ্ডল একই বছরের ২১ অক্টোবর ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী দেয়। সে উল্লিখিত ব্যক্তিরা ছাড়াও হেমায়েত খান, সুলতান খান, লিটু ও নুরুল ইসলাম ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিল বলে উল্লেখ করে। জবানবন্দী দেয়ার সময়ে তার শরীরে জ্বলন্ত হারিকেন চেপে ধরা ও তাতে শরীরের বিভিন্ন অংশ পুড়ে যাওয়ার চিহ্নও ম্যাজিস্ট্রেটকে দেখায়। সে জবানবন্দীতে উল্লেখ করে যে, আসামীরা ছিদ্র ছিদ্র বন্দুক (এসএমজি) নিয়ে এসেছিল।

বাকেরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সোহরাব হোসেন নিজে দীর্ঘ তদন্ত শেষে ১০ ফেব্রুয়ারি' ০২ মোঃ নুরুল ইসলাম, বারেক মোল্লা, কামরুল ইসলাম, স্বপন তালুকদার রফিক খলিফা, কামাল খলিফা, সুলতান আলী খান, হেমায়েত খান ও লিটুকে আসামী করে দীর্ঘ চার্জশীট দাখিল করেন। চার্জশীটে মোট ২৩ জনকে সাক্ষী হিসাবে উল্লেখ করা হয়। আসামীদের মধ্যে স্বপন, রফিক, কামাল, হেমায়েত ও লিটু এখনও পলাতক। মামলাটি বিচারের জন্য বর্তমানে বরিশালের প্রথম অতিরিক্ত জেলা দায়রা জজ আদালতে প্রেরিত হলে একই আদালতে গত ৫ নবেম্বর আসামীদের বিরুদ্ধে হত্যাসহ ডাকাতির অভিযোগে চার্জ গঠন করা হয়। এদিকে অধিকাংশ আসামী গ্রেফতার না হওয়ায় তারা এখন বাদী পক্ষ ও সাক্ষীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করাও হচ্ছে। গত ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মামলাটিতে ২৩ জন সাক্ষীর মধ্যে মাত্র ১২ জন সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ করা হয়েছে। এদিকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয় এই মামলাটিকে একটি রাজনৈতিক হয়রানিমূলক মামলা বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মন্ত্রনালয়ের স্বীকৃত মতেই কয়েকজন আসামী বিএনপির ক্যাডার বলে উল্লেখ করা হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয় মামলার হাজতে থাকা আসামী বারেক মোল্লা, পলাতক আসামী হেমায়েত খান ও মোঃ লিটুর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রত্যাহারের জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের সিনিয়র সহকারি সচিব এসবিআইএম শফিক-উদ-দৌলা বরিশালের পাবলিক প্রসিকিউটরের কাছে লিখিত চিঠিতে মামলাটিকে মূলত রাজনৈতিক কারণে দায়েরকৃত হয়রানিমূলক মামলা বলে আখ্যায়িত করেন। সেই সঙ্গে উল্লিখিত তিন আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রত্যাহারের লক্ষ্যে ফৌজদারী কার্যবিধির ৪৯৪ ধারায় আদালতে দরখাস্ত দেবার জন্য নির্দেশ দেন। সরকারের সিদ্ধান্তের কপি দিয়ে গত ৩০ মার্চ আদালতে দরখাস্ত দাখিল করা হয়েছে। উল্লেখ্য, যে তিন জনের নাম প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে তাদের মধ্যে দু'জনকে পুলিশ এখন পর্যন্ত গ্রেফতার করেনি বা তারা আদালতেও আত্মসমর্পণ করেনি। শুধুমাত্র সরকারি দলের ক্যাডার হওয়ার বদৌলতে তারা গ্রেফতার এড়িয়ে মামলা থেকে নিজেদের নাম প্রত্যাহারের জন্য সব রকমের ব্যবস্থা করেছে। আর এদের কারণেই মামলার সাক্ষীরা যাতে আদালতে উপস্থিত হয়ে জবানবন্দী না দেয় সেজন্য বিভিন্নভাবে হুমকি দিচ্ছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের এই নির্দেশ বরিশালের বিচারক থেকে শুরু করে বিএনপি সমর্থিত আইনজীবীদের মধ্যে পর্যন্ত বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। সেইসঙ্গে আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে এই কুখ্যাত ডাকাতদের মুক্তিপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২১ সেপ্টেম্বর ২০০৩

(১৮৮৮)
রাজশাহীর আদিবাসী পল্লীতে হামলা ও ভাংচুর

রাজশাহী অফিস ঃ রাজশাহীর মোহনপুর উপজেলার জাহানাবাদ ইউনিয়নের হঠাৎপাড়া গ্রামে গতকাল শনিবার এক আদিবাসীপল্লীতে হামলা ও ভাংচুরের ঘটনা ঘটেছে।এ ঘটনার পর ১৫টি আদিবাসী পরিবার গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গেছে। আদিবাসীরা থানায় গিয়ে অভিযোগ না দিলেও তাদের সর্দার দুলাল উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর মৌখিক অভিযোগ দিয়েছেন। ইউএনও সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের চেয়ারম্যানকে বিষয়টি দেখার দায়িত্ব দিয়েছেন।

অভিযোগে জানা যায়, গতকাল সকাল ১০টায় হঠাৎপাড়ার আদিবাসী যুবক পরিমল রাস্তার ওপর ছাগলকে ঘাস খাওয়াচ্ছিল। এ সময় একই এলাকার মৃত জয়নালের পুত্র আনোয়ার পরিমলকে তাদের ফসল খাওয়ার অভিযোগে মারধর করে। এ সময় কয়েকজন আদিবাসী যুবক ঘটনাস্থলে গিয়ে আনোয়ারকে জিজ্ঞাসা করে, কেন তারা পরিমলকে মারধর করেছে। এরপর আনোয়ার বাড়িতে গিয়ে তার ভাই বেলালকে খবর দেয়। বেলাল খবর পেয়ে দলবলসহ লাঠিসোটা নিয়ে হঠাৎপাড়ার আদিবাসীপল্লীতে হামলা চালায়। তারা ষষ্ঠী নামের এক আদিবাসীর বাড়িঘর গুঁড়িয়ে দেয়। এ ঘটনায় আতঙ্কিত আদিবাসীরা পরিবারসহ গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায়। এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত আদিবাসীরা তাদের বাড়িঘরে ফেরেনি।

এদিকে হামলার ঘটনার পর আদিবাসী সর্দার দুলাল মুরমু মোহনপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে মৌখিক অভিযোগ করেন। অভিযোগ পেয়ে ইউএনও জাহানাবাদ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান লতিফুর রহমানকে বিষয়টি দেখার এবং ঘরছাড়া আদিবাসীদের ঘরে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেন। ইউএনও পুলিশকে অভিযোগটি তদন্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানা গেছে। তবে মোহনপুর থানার এস আই সানাউল্লাহ জানান, এ ধরণের কোনো অভিযোগ কেউ থানায় দিতে আসেনি বা অন্য কোনোভাবেও তারা এই খবর পায়নি।

প্রথম আলো, ২১ সেপ্টেম্বর ২০০৩

(১৮৮৯)
দেড় বছরে ৭০টি বুদ্ধমূর্তি চুরির ঘটনা ॥ রাখাইনদের ধর্মীয় আচার পালন বিঘ্নিত
পুলিশি টহল এবং মন্দির মেরামতের দাবি

কাজল বরণ দাস, পটুয়াখালী থেকে ঃ একের পর এক বৌদ্ধমূর্তি চুরি হওয়ার ঘটনায় দক্ষিণাঞ্চলের আদিবাসী রাখাইনরা তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করা নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। গত দেড় দুই বছরে বিভিন্ন রাখাইন পল্লীর মন্দির থেকে অন্তত ৭০টি বুদ্ধমূর্তি চুরি হয়েছে। সর্বশেষ গত জুলাই মাসে ছাতনপাড়া থেকে কষ্টিপাথরের মূর্তি চুরি হয়। বাম থেকে ভেঙ্গে নিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। এমনকি মন্দিরের পুরোহিতকে পর্যন্ত মারধর করা হয়। এসব ঘটনায় একাধিক জিডি অথবা মামলা হলেও কাজ হয়নি।

জানা যায়, বরগুনার তালতলী এবং পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় ৪৭২টি রাখাইন পরিবার রয়েছে। এসব পরিবারের সদস্য সংখ্যা ২ হাজার ৬৪২। আর রাখাইন পল্লী রয়েছে ৪৫টি। এর মধ্যে কলাপাড়ায় ২৯, বরগুনায় ১, আমতলীতে ১২ ও গলাচিপায় ৩টি। একসময় প্রত্যেকটি রাখাইন পাড়ায় একটি করে মন্দির ছিল। প্রতিটি মন্দিরে শ্বেতপাথর, কষ্টিপাথর, পিতল ও কাঠের ২০ থেকে ৫০টি ছোটবড় নানা ধরনের বৌদ্ধমূর্তি ছিল। অধিকাংশ মূর্তি গৌতম বুদ্ধের ধ্যানমগ্ন দৃশ্যের আদলে গড়া।

লতাচাপলী ইউনিয়নের নাইয়রী পাড়ার রাখাইন খয়মাতাং মাস্টার পরলোক গমন করলে ধর্মীয় রীতি ও প্রথা অনুসারে দাহ শেষে তার সমাধিস্থলে ছবিসংবলিত ফলক স্থাপন করা হয়। গত ১০ এপ্রিল রাতে একদল দুর্বৃত্ত সেটি ভেঙ্গে ফেলে। ২০০২ সালের জুন মাসে বাবু অংথান রাখাইনদের বাড়ি থেকে দেড় কেজি ওজনের একটি বুদ্ধমূর্তি চুরি হয়। একই বছরের মে মাসে ছাতনাপাড়া রাখাইন মন্দির থেকে আড়াই কেজি ওজনের একটি পিতলের মূর্তি চুরি হয়। কয়েকদিন পরে বাইজোড়া গ্রাম থেকে হাতভাঙা অবস্থায় মূর্তিটি পাওয়া যায়।

একই বছরের ৪ আগস্ট তালতলীর আগাঠাকুর পাড়া থেকে ৩ মন ২৫ কেজি ওজনের ৩ফুট ৭ ইঞ্চি উঁচু একটি মূর্তি চুরি হয়। মন্দিরের দরজা ও লোহার গ্রিল ভেঙে চুরির একরাত একদিন পরে দেড় কিলোমিটার দূরে একটি পরিত্যাক্ত পুকুর থেকে রাখাইনরা মূর্তিটি উদ্ধার করে। আগাঠাকুর পাড়ার তিনটি মন্দিরের ৩০টির বেশি ছোটবড় মূর্তি ছিল। কিন্তু ২/৩ বছরে এগুলো সব চুরি হয়েছে বলে রাখাইনরা জানায়। চুরি ঠেকানোর জন্য আগাঠাকুর পাড়ার

রাখাইনরা কাঠ, কষ্টিপাথর, পিতল, ব্রোঞ্জ, শ্বেতপাথরসহ বিভিন্ন ধরণের ১১টি মূর্তি মন্দির থেকে নিয়ে ঠাকুরবাড়িতে রেখেছে।

কুয়াকাটার কেরানীপাড়ার মন্দির থেকে পিতলের দুটি ঘন্টা চুরি হয়। মিশ্রিপাড়ায় চুরি হয় পাথরের মূর্তি। তুলাতলীতে রাখাইন ভিক্ষুকে একদল সন্ত্রাসী মারধর করে। বেতকাটা রাখাইন পল্লী থেকে ১টি শ্বেতপাথরের মূর্তি চুরি হয়। কলাপাড়া শহরের কেন্দ্রীয় বৌদ্ধবিহার থেকে অষ্টধাতুর তৈরি ২০ কেজি ওজনের একটি এবং ১৫ কেজি ওজনের একটি ঘন্টা চুরি হয়। ২০০২ সালে এসব চুরির ঘটনায় কলাপাড়া থানায় জিডি করা হলেও কোনো ফল হয়নি।

প্রায় ছয় মাস আগে ১৪ জানুয়ারি লতাচাপালী ইউনিয়নের লক্ষ্মীপাড়া থেকে আটটি মুদ্ধমূর্তি চুরি হয়। বালিয়াতলীর হাড়িপাড়া থেকে চুরি হয় দুটি মূর্তি। রাখাইন বুদ্ধিস্ট ওয়েল ফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন পটুয়াখালী শাখার সম্পাদক নওসংসে বাবু জানান, এ ঘটনায় জড়িত এক ব্যক্তিকে ধরে পুলিশে সোপর্দ করলেও আজ পর্যন্ত গোটা চক্রের সন্ধান পুলিশ পায়নি। উদ্ধার হয়নি চুরি হওয়া মূর্তিগুলো।

কলাপাড়া উপজেলার কলাপাড়া, কুয়াকাটা, বৌতলী, মিশ্রিপাড়া, সোনাপাড়া, মধুপাড়া, হাতিপাড়া, কালাচান পাড়া, আমখোলাপাড়া, কেরানীপাড়া, খাজুরা নাইয়রী পাড়াসহ সব পাড়ার রাখাইনরা বিশেষ নিরাপত্তার জন্য পুলিশ টহলসহ মন্দিরগুলোর মেরামত করার দাবি জানিয়েছেন।

ভোরের কাগজ, ২২ সেপ্টেম্বর ২০০৩

(১৮৯০)
জামালপুরে সংখ্যালঘু ঋষি পরিবারের ওপর সন্ত্রাসীদের নির্যাতন

জামালপুর প্রতিনিধি ঃ জামালপুর সদর উপজেলার গোপালপুর বাজারে সংখ্যালঘু এক ঋষি পরিবারের ওপর নির্যাতন, গৃহবধূ ধর্ষণ ও সাদা স্ট্যাম্পে কৌশলে স্বাক্ষর নিয়ে দোকান ও সম্পত্তি জবরদখল এবং দুর্গা পূজার মণ্ডপ (গড) ভাংচুরের ঘটনা ঘটেছে। এ ব্যাপারে প্রতিকার এবং নিরাপত্তা চেয়ে গতকাল সোমবার ওই সংখ্যালঘু পরিবার জামালপুর জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারের কাছে আবেদন করেছেন। এ সন্ত্রাসী ঘটনায় স্থানীয় সংখ্যালঘু পরিবারগুলোর মাঝে আতংক বিরাজ করছে।

জেলা ও পুলিশ প্রশাসন বরাবরে দাখিলকৃত আবেদনে তারা উল্লেখ করেছেন, জামালপুর সদর উপজেলার ঘোড়াধাপ ইউনিয়নের বৈঠামারী গ্রামের আব্দুল মজিদের ছেলে সন্ত্রাসী মোতালেব মিয়া ও তার ভাই সাজেদুল স্থানীয় একটি সন্ত্রাসীচক্রের সহযোগিতায় গোপালপুর বাজারের সংখ্যালঘু ঋষি রবিচরণ ও জয়চরণসহ ২৫টি পরিবারের লোকজনদের কাছে মাঝে মধ্যেই মোটা অংকের চাঁদা দাবি ও আদায় করে আসছিল। সম্প্রতি সন্ত্রাসী মোতালেব প্রতারণার মাধ্যমে জয়চরণের কাছ থেকে জোরপূর্বক ১২টি সাদা স্টাম্পে স্বাক্ষর নিয়েছে। এই ঘটনার প্রতিকার চেয়ে জয়চরণ গোপালপুর বাজারের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের কাছে বিচার দাবি করলে এক সালিশ বৈঠক বসে। সালিশ বৈঠকে সন্ত্রাসী মোতালেব জয়চরণের স্বাক্ষরকৃত অলিখিত স্ট্যাম্পগুলো ফেরত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু সন্ত্রাসী মোতালেব পরবর্তী সময়ে সংঘবদ্ধ হয়ে স্ট্যাম্পগুলো ফেরত দেওয়ার পরিবর্তে রবিচরণ ও জয়চরণের ওপর নির্যাতন ও প্রাণনাশের হুমকি দেয়। অসহায় জয়চরণ বিষয়টি স্থানীয় একজন ইউপি সদস্যসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিদের অবহিত করলে সন্ত্রাসী মোতালেব আরও ক্ষিপ্ত হয়ে গত ১৮ সেপ্টেম্বর বিকেলে একদল সন্ত্রাসী নিয়ে জয়চরণের বাড়িতে হামলা চালিয়ে জয়চরণ ও তার পরিবারের লোকজনদের বেধড়ক মারপিট করে এবং ওই রাতেই সন্ত্রাসী মোতালেবসহ তিন/চার জন সন্ত্রাসী জয়চরণের স্ত্রী রাজুরাণীকে মুখ বেঁধে পালাক্রমে ধর্ষণ করে জয়চরণের জুতার দোকান ঘরে অজ্ঞান অবস্থায় তালা বন্ধ করে রাখে। এ ঘটনা জানাজানি হলে স্থানীয় লোকজন মুখ ও হাত বাধা অবস্থায় ধর্ষিতা রাজুরাণীকে উদ্ধার করে। স্থানীয় সংখ্যালঘুরা এ বর্বরোচিত ঘটনার প্রতিবাদ করলে ক্ষিপ্ত হয়ে পরদিন ১৯ সেপ্টেম্বর সন্ত্রাসী মোতালেব তার দলবল নিয়ে পুনরায় জয়চরণের বাড়িতে হামলা চালিয়ে জয়চরণের পরিবারের লোকজনদের মারধর, লুটপাট ও ঘরের আসবাবপত্রসহ দুর্গা পূজার (গড) মণ্ডপ ভাংচুর করে এবং যাওয়ার সময় আসন্ন দুর্গা পূজা না করার জন্যও প্রকাশ্য হুমকি দিয়েছে।

আজকের কাগজ, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০০৩

(১৮৯১)
চাঁপাইনবাবগঞ্জে দুর্গা প্রতিমা ভাংচুর

স্টাফ রিপোর্টার, রাজশাহী ঃ চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জে দুর্গা প্রতিমা ভাংচুর করা হয়েছে। সোমবার দিবাগত গভীর রাতে কে বা কারা উপজেলার কানসাট ইউনিয়নের বিশ্বনাথপুর গ্রামের মন্দিরে প্রবেশ করে সেখানকার সব প্রতিমা ভাংচুর করে। এ ঘটনায় গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। সৃষ্টি হয়েছে ক্ষোভের। এ বিষয়ে গ্রামবাসীর পক্ষে যতন কুমার সাহা শিবগঞ্জ থানায় মঙ্গলবার একটি লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। সন্ধ্যায় এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত সেটি মামলা অথবা জিডি হিসাবে রেকর্ড হয়নি বলে খবর পাওয়া গেছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০০৩

(১৮৯২)
বোনকে উত্যক্ত করতে বাঁধা দেওয়ায় সন্ত্রাসীরা ভাইয়ের চোখ উপড়ে ফেলেছে

ভৈরব প্রতিনিধি ঃ ভৈরব বাজার কাপড় পট্টির সোমা লন্ড্রির ভেতর ভুলু চন্দ্রদাস নামে এক যুবককে প্রকাশ্য দিবালোকে সমস্ত শরীর কুপিয়ে মারাত্মকভাবে আহত করেছে আল আমিনের নেতৃত্বে স্থানীয় সন্ত্রাসীরা। এ সময় সন্ত্রাসীরা তার চোখ উপড়ে নেয় এবং নাক কেটে ফেলে। গুরুতর আহত অবস্থায় প্রথমে তাকে স্থানীয় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে, পরে দ্রুত ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। মামাতো বোনকে উত্যক্ত করতে বাধা দেওয়ায় সন্ত্রাসীরা এ ঘটনা ঘটিয়েছে বলে ভুলু চন্দ্র দাসের পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে।

জানা যায়, মুরাদনগর থানার শ্রীকাইল গ্রামের টুকন চন্দ্র দাসের পুত্র ভুলু চন্দ্র দাস মামা রায়হান দাসের লন্ড্রীতে কাজ করতো। শহরের ভৈরবপুর এলাকার আল আমিন নামে এক সন্ত্রাসী যুবক প্রায়ই তার মামাতোবোনকে উত্যক্ত করতো।

ভুলু এর প্রতিবাদ জানাতো। মামাতো বোন ঝুমা রাণী দাস জানায়, আল-আমিন তাকে বিগত এক বছর ধরে ঘরে বাইরে উত্যক্ত করে আসছে। সন্ত্রাসীরা তার বাবাকে এই বলে হুমকি দেয় যে, তাকে ওই যুবকের কাছে বিয়ে না দিলে এসিড দিয়ে তার সারা শরীর ঝলসে দেবে। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছিল। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।

ভোরের কাগজ, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০০৩

(১৮৯৩)
ছয় মাস পর লাশ উত্তোলন
হত্যার ঘটনা চাপা দিতে হিন্দু যুবককে দাফন মুসলমান হিসেবে

স্টাফ রিপোর্টার ঃ হত্যার ঘটনা চাপা দেয়ার জন্য ছয় মাস আগে হিন্দু যুবকের লাশ মুসলমান বলে দাফন করা হয়েছে। ছয় মাস পরে তেজগাঁও রহিম মেটাল জামে মসজিদ কবরস্থান থেকে বৃহস্পতিবার লাশটি উঠানো হয়। নিহত যুবকের নাম গগন পাল (২৭)। একটি সন্ত্রাসী গ্রুপ বিষ খাইয়ে হত্যার পর মুসলমান বলে গগনকে দাফন করেছিল। পুলিশ এ ঘটনায় খলিল নামে এক সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, নারী সংক্রান্ত ঘটনার জের ধরে গগন পালকে হত্যা করা হয়েছে।

জানা গেছে, কোতোয়ালির আকলিমা গোল্ড কমপ্লেক্স মার্কেটের ছয় তলায় শঙ্কর ঘোষের দোকানে সে কাজ করত। ১৭ বি এল ঘাট লেন কুমারটুলী এলাকায় বড়ভাই চণ্ডীপালের সঙ্গে সে থাকত। গত ১লা মে বেড়ানোর কথা বলে বাসা থেকে বের হয়। কিন্তু দীর্ঘ ৫ মাস অতিবাহিত হলেও তার পরিবার কোন সন্ধান পাননি।

নিহতের পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, ৯ সেপ্টেম্বর চণ্ডীপালের মোবাইলে একটি ফোন আসে। আকাশ নামে এক যুবক গগনকে হত্যা করা হয়েছে বলে তার ভাইকে জানায়। এই খবর শুনে চণ্ডীপাল ওই দিন কোতোয়ালি থানায় একটি সাধারণ ডায়রি করেন। মোবাইল নম্বরের সূত্র ধরে কোতোয়ালি থানা পুলিশ গুলশানের এক বাড়ি থেকে আকাশকে আটক করে। আকাশের দেয়া তথ্য অনুযায়ী পুরোনো ঢাকার সুমনা ক্লিনিক থেকে আটক করে খলিল নামে এক সন্ত্রাসীকে। ১৮ সেপ্টেম্বর নিহতের বড় ভাই থানায় আট জনকে আসামী করে মামলা দায়ের করেন। ওই মামলার এজাহারভুক্ত আসামী খলিলকে পুলিশ রিমান্ডে এনে গগন হত্যার চাঞ্চল্যকর তথ্য বের করে। তার স্বীকারোক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে পুলিশ জানায়, বাড্ডায় একটি বাড়িতে সুন্দরী রীতার প্রেমে পড়ে গগন। স্থানীয় এক সন্ত্রাসী রীতাকে দিয়ে দেহব্যবসা করত। রীতা ও গগনের প্রেমের বিষয় ওই সন্ত্রাসী জেনে যায়। গগনের সঙ্গে রীতার প্রেম হলে দেহব্যবসা করতে অস্বীকার করে রীতা। এতে ওই সন্ত্রাসীর ব্যবসা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। এরপর গগনকে হত্যার পরিকল্পনা আঁটে ওই সন্ত্রাসী। তার সঙ্গে নেয় আরও কয়েক সহযোগিকে। ১ এপ্রিল রাতে গগন রীতার কাছে যায়। কিন্তু সকালে রীতাকে সরিয়ে ফেলে নাস্তার সঙ্গে বিষ মিলিয়ে দেয় গগনকে। বিষ মিশানো নাস্তা খাওয়ার পর গগন মৃত্যুর যন্ত্রনায় ছটফট করতে থাকে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০০৩

(১৮৯৪)
হবিগঞ্জে সংখ্যালঘু পরিবারে হামলা— আহত ৪, পূজামণ্ডপ ভাঙচুর

হবিগঞ্জ, ২৫ সেপ্টেম্বর, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ শারদীয় দুর্গাৎসব সামনে রেখে জেলা ও পুলিশ প্রশাসন যখন কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার সকল প্রস্তুতি নিচ্ছে, ঠিক তখনই হবিগঞ্জের গ্রামে এক সংখ্যালঘুর পরিবারের ওপর দুষ্কৃতকারীরা চালিয়েছে হামলা আর নির্মম নির্যাতন। পরিবারের সদস্যদের হারাতে হয়েছে নতুন জামা-কাপড় আনুষঙ্গিক খরচের জন্য বাড়িতে রাখা নগদ ২০ হাজার টাকা ও ৫ভরি স্বর্ণালংকারসহ প্রায় ১ লাখ টাকার জিনিষপত্র। এ সময় দৃষ্কৃতকারীদের ছুরিকাঘাত ও লাঠির আঘাতে মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন উক্ত পরিবারের গৃহকর্তা সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার সহকারী ভূমি কর্মকর্তা প্রশঞ্জিত মজুমদারের বৃদ্ধা স্ত্রী এবং তাঁদের দুই ছেলে ও ১ মেয়ে। একই সময় দুষ্কৃতকারীরা ওই পরিবারের নিজস্ব পূজা মণ্ডপেও চালায় ব্যাপক ভাংচুর। ঘটনাটি সংশ্লিষ্ট এলাকায় সৃষ্টি করেছে ব্যাপক তোলপাড় আর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মাঝে ভয়, উৎকণ্ঠা, আতঙ্ক। এদিকে এই ঘটনার পর পরই ঐ পরিবারের নিরাপত্তার জন্য পুলিশ নিয়েছে কঠোর ব্যবস্থা।

পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট পরিবারের সদস্যরা জানায়, বুধবার রাত প্রায় পৌনে ৩টায় হবিগঞ্জ সদর উপজেলাধীন লস্করপুর ইউনিয়নের বৈদ্দ্যার বাজার এলাকার সংখ্যালঘু অধ্যুষিত গ্রাম সুখরের সাবেক জমিদার সুরেন্দ্র মজুমদারের ভাতিজা (মেজ) ও সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার সহকারী ভূমি কর্মকর্তা প্রশঞ্জিত মজুমদারের বাড়িতে ১০/১৫ জনের একদল দুষ্কৃতকারী উপস্থিত হয়। এ সময় ঐ গৃহকর্তা বাড়িতে ছিলেন না। এক পর্যায়ে দুষ্কৃতকারীরা বাড়ির সম্মুখস্থ কাঠের দরজায় লাথি মারতে থাকলে ঘুমন্ত গৃহকর্তী নন্দিতা মজুমদার জেগে ওঠেন। এ সময় তিনি ডাকাত আতঙ্কে ভীত হলে ও শোর চিৎকার শুরু করলে ঘুমন্ত অবস্থায় থাকা পরিবারের অপর সদস্যরাও জেগে ওঠে। এই ফাঁকে দুষ্কৃতকারী ৪/৫ জন দরজা ভেঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করে সকলকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে। কিন্তু সুমী মজুমদার নামে ওই পরিবারের বড় মেয়ে সুকৌশলে অন্য একটি দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়। এরই মধ্যে দুষ্কৃতকারীরা পরিবারের সদস্যদের ওপর শুরু করে বর্বর নির্যাতন। এক পর্যায়ে যুবতীদেরকে লাঞ্ছিত করার চেষ্টা চালালে তাদের যুবক ভাইরা বাধা দেয়। ফলে দুষ্কৃতকারীরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। এ সময় সশস্ত্র দুষ্কৃতকারীদের সঙ্গে ধস্ত াধস্তি ও হাতাহাতি শুরু হলে ছুরিকাঘাতে গুরুতর আহত হন গৃহকর্তা প্রশঞ্জিতের ছেলে পরিজিৎ ওরফে স্বপন (২০) ও প্রিয়জিৎ ওরফে সুমন (২৪)। এছাড়া লাঠির আঘাতে গৃহকর্তী নন্দিতা ও পায়ের চাপায় ছোট মেয়ে উর্মি আহত হন। এর পরপরই ওই দুষ্কৃতকারীরা গৃহকর্তীকে অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে জোরপূর্বক চাবি নিয়ে শোকেসের ড্রয়ারে রক্ষিত নগদ ২০ হাজার টাকা, টেবিল ফ্যান, দেয়াল ঘড়ি, গৃহকর্তী ও তাদের মেয়েদের গলায় ও কানে থাকা চেন ও দুলসহ প্রায় ৫ ভরি স্বর্ণালংকার লুট করে। এ অবস্থা চলতে থাকলে অন্য একটি দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়া সুমী আশপাশের লোকজন নিয়ে আসে বাড়িতে। এমতাবস্থায় দুষ্কৃতকারীরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে পাশের পূজা মণ্ডপে গিয়ে চালায় ব্যাপক ভাংচুর। পরে গুলি করার হুমকি দিয়ে দুষ্কৃতকারীরা নির্বিঘ্নে ঘটনাস্থল ত্যাগ করে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০০৩

(১৮৯৫)
রাণীশংকৈলে আদিবাসী গৃহবধূকে ধর্ষণের পর হত্যা

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি ঃ ঠাকুরগাঁও রাণীশংকৈলে ট্রিপল মার্ডারের রেশ কাটতে না কাটতেই এবার ধর্ষণের পর খুন হল আদিবাসী সম্প্রদায়ের এক নববধূ বিউটি হাঁসদা ওরফে তালামাই(১৮)। এ উপজেলায় গত নয় মাসে দৃষ্কৃতকারীদের হাতে পাশবিক নির্যাতনে ১২ জন নারী-পুরুষকে জীবন দিতে হয়েছে। প্রতিটি হত্যাকাণ্ডে থানায় মামলা হয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক প্রভাব এবং পুলিশের গড়িমসির কারণে দায়েরকৃত মামলাগুলোর গতি এগুচ্ছে না। এর সঙ্গে মূল ঘটনা আড়াল করা হচ্ছে বলে ব্যাপক অভিযোগ উঠেছে। অন্যদিকে তদবিরবাজদের কারণে ঘটনার মূল নায়করা রেহাই পেয়ে যাচ্ছে। পত্র-পত্রিকায় এ ধরণের সংবাদ প্রকাশ না করার জন্য স্থানীয় সাংবাদিকদের হুমকি-ধমকিও দেয়া হচ্ছে। রাণীশংকৈল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ও থানা থেকে দক্ষিণ খুনিয়া দীঘির অদূরে জামতলী ভাণ্ডারা মোড় থেকে আধ কিলোমিটার পশ্চিমে হোসেনগাঁও ইউনিয়নের নিভৃত পল্লী সিন্দুরপুর। এই গ্রামে বিচ্ছিন্নভাবে সাতটি আদিবাসী সাঁওতাল পরিবারের বাস এবং এখানে অন্য সম্প্রদায়ের লোকজনও বসবাস করে।

গত ১৯ সেপ্টম্বর ফিলিমন মরমু দুপুরে স্ত্রী তালামাই হাঁসদাকে রেখে মাছ ধরতে যায়। এই সুযোগে নরপশুরা ফিলিমনের স্ত্রীকে ধর্ষণে ব্যর্থ হয়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে তার গলা কেটে পালিয়ে যায়। রাণীশংকৈল হাসপাতালে আনার পথে তালামাই মারা যায়। এক বছর আগে তার সঙ্গে ফিলিমন মরমুর বিয়ে হয় এবং সে তিন মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিল বলে চিকিৎসকরা জানান। এ ব্যাপারে তালামাইর শশুর কামালাং মরমু বাদী হয়ে থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেছেন। ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে আবু তালেব (৪৬) ও গোলাম রব্বানী ওরফে জুলুম (১৫) নামে দু'জনকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান মাহবুব আলম বলেন, আদিবাসী পরিবারটির সঙ্গে কারও বিবাদ নেই। তিনি ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি দাবি করেছেন। অন্যদিকে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ ফোরকান আলী শিকদার যুগান্তরকে বলেন, এ হত্যাকাণ্ড এক ব্যক্তির দ্বারা সংঘটিত হয়েছে এবং পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছে। প্রসঙ্গত কামালাং মরমু তার পরিবারসহ রাণীশংকৈল উপজেলার নেকমরদ ইউনিয়নের কর্ণাইট গ্রামে এক সময় থাকতেন। ওই গ্রামে থাকার সময় তার একমাত্র মেয়ে তারা মরমুকে (১১) এলাকার বখাটে যুবকরা ধর্ষণের পর গলাটিপে হত্যা করে।

যুগান্তর, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০০৩

(১৮৯৬)
সংখ্যালঘু পরিবারে হামলা
হবিগঞ্জ প্রশাসনে তোলপাড়, গ্রেফতার-২

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ঃ হবিগঞ্জের গ্রামে সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর হামলা, নির্যাতন ও লুটপাটের ঘটনায় পুলিশ শুক্রবার আসামী ইদ্রিস আলী (৪০) ও শাহজাহানকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশ ইদ্রিসের কাছ থেকে একটি ছোরা ও লুট হওয়া কিছু কাপড়চোপড় উদ্ধার করেছে। এদিকে শুক্রবার দৈনিক জনকণ্ঠে হবিগঞ্জের ঐ নির্মম ঘটনার সংবাদ প্রকাশ হওয়ার পর সরকারের উর্ধ্বতন মহল এবং প্রশাসনে তোলপাড় শুরু হয়েছে। ঢাকা থেকে মন্ত্রীসহ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের টেলিফোন পেয়ে জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা শুক্রবার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। প্রশাসনের কর্মকর্তারা প্রশঞ্জিতের কাছ থেকে এ মর্মে একটি লিখিত পত্র নিয়ে এসেছেন যে, ওই দিন পূজামণ্ডপে কোন ভাংচুর হয়নি।

জানা গেছে, হবিগঞ্জ গ্রামে বুধবার রাতের ওই ঘটনার খবর পত্রিকায় প্রকাশের পর সরকার ও প্রশাসনে ব্যাপক তোলপাড় শুরু হয়। ঢাকা থেকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, সচিব, পুলিশের উর্ধ্বতন কর্তা ও সিলেট বিভাগের কমিশনার এবং ডিআইজির টেলিফোন আসে হবিগঞ্জে। এর পর পরই হবিগঞ্জের নবাগত জেলা প্রশাসক মোঃ এমদাদুল হক, পুলিশ সুপার মোস্তফা কামাল, ইউএনও তাজুল ইসলাম প্রধান ও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নাজমুল ইসলামসহ অন্যান্য কর্মকর্তা প্রশঞ্জিৎ মজুমদার এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদেরকে সান্ত্বনা দেন এবং সার্বিক নিরাপত্তা প্রদান এবং সংশ্লিষ্ট ঘটনার সঙ্গে জড়িত দোষী ব্যক্তিদের গ্রেফতারের আশ্বাস দেন। তবে প্রশাসনের কর্তারা ফিরে আসার সময় উক্ত পরিবারের গৃহকর্তা প্রশঞ্জিৎ মজুমদারের কাছ থেকে একটি লিখিত পত্র নিয়ে আসেন। এ পত্রটি নিয়ে এখন কথা উঠেছে কিভাবে এবং কেন এ পত্র লিখে নেয়া হয়েছে। জানা গেছে, এ পত্রে লেখা রয়েছে, পূজামণ্ডপে কোন ভাংচুর হয়নি। এমনকি ওইদিন যা ঘটেছে তা কোন সাম্প্রদায়িক ঘটনা নয়। পত্রে লেখা প্রশঞ্জিতের এ বক্তব্য এখন প্রশাসনের রক্ষাকবচ। অপরদিকে উক্ত ঘটনা নিয়ে জেলা ও পুলিশ প্রশাসনের দু'জন কর্তা জনকণ্ঠের হবিগঞ্জ প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলার সময় সুঘরে হামলাকে নির্যাতন ও লুটপাটের ঘটনা স্বীকার করলেও পূজামণ্ডপে ভাংচুরের কথা অস্বীকার করেন। তাঁরা বলেন, এ ধরনের কোন ঘটনা ঘটেনি।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০৩

(১৮৯৭)
শেরপুরে আবার তিনবাড়িতে ডাকাতি, লাখ টাকার মাল লুট

বগুড়া প্রতিনিধিঃ বগুড়ার শেরপুরে একদিনের ব্যবধানে গত শুক্রবার দিবাগত রাতে আরো তিনটি বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে। ডাকাতদল বাড়িগুলোর লোকজনদের অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে নগদ টাকা, সোনার গহনাসহ লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুট করে নিয়ে গেছে।

জানা গেছে, শেরপুর উপজেলার বিশালপুর ইউনিয়নের হাসাগাড়ি গ্রামে শুক্রবার রাত ১১টার দিকে ২০-২৫ জন সশস্ত্র ডাকাত হানা দেয়। তারা পর্যায়ক্রমে ওই গ্রামের সুশীল, সুশান্ত ও অমূল্যের বাড়িতে দরজা ভেঙ্গে ভেতরে ঢোকে এবং সেখানে বাড়ির লোকজনদের জিম্মি ও মারপিট করে ৯ ভরি সোনার গহনা ও নগদ ২০ হাজার টাকাসহ লক্ষাধিক টাকা লুট করে নিয়ে যায়। যাওয়ার সময় তারা আগ্নেয়াস্ত্র উঁচিয়ে শাসিয়ে দেয়, এ ব্যাপারে থানায় মামলা করলে বাড়ির সবাইকে হত্যা করা হবে।

এ ব্যাপারে শেরপুর থানায় যোগাযোগ করলে বলা হয় যে এ ব্যাপারে থানায় কেউ মামলা বা অভিযোগ করেনি। তবে বিশালপুর ইউপি চেয়ারম্যান এস, এফ রাফিউল ইসলাম লাবু ডাকাতির কথা স্বীকার করেছেন। উল্লেখ্য পার্শ্ববর্তী ভবানীপুর ইউনিয়নের জামালপুর গ্রামে গত বুধবার রাতে ৯টি বাড়ীতে গণ ডাকাতি হয়েছে। এর আগে গত ২৬শে আগস্ট রাতে বিশালপুর ইউনিয়নেরই দুবলাই গ্রামে ১৮টি বাড়ীতে গণ ডাকাতির ঘটনা ঘটে। সর্ববৃহত ধর্মীয় উৎসব দুর্গা পূজার চারদিন আগে এই তিনটি হিন্দু বাড়ীতে ডাকাতি ঘটনায় ঐ সব পরিবারের যেমন উৎসবের আনন্দ ম্লান হয়ে গেল ঠিক তেমনিভাবে একের পর এক ঘটনা ঘটতে থাকায় ওই অঞ্চলের সাধারণ মানুষের মধ্যে চরম আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।

ভোরের কাগজ, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০০৩

(১৮৯৮)
নরসিংদী ও নড়াইলে প্রতিমা ভাংচুর

সংবাদ ডেস্কঃ নরসিংদী ও নড়াইলে আসন্ন দুর্গাপূজার প্রতিমা ভাংচুর করা হয়েছে। এ ঘটনায় সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।

নরসিংদী থেকে নিজস্ব সংবাদদাতাঃ শুক্রবার গভীর রাতে নরসিংদী জেলার পলাশ উপজেলার গজারিয়া ইউনিয়নের বোকান্দরদী গ্রামের সার্বজনীন দুর্গাপূজার মণ্ডপে দুর্গাপ্রতিমাসহ ৪টি মূর্তি ভেঙে ফেলে স্থানীয় সন্ত্রাসীরা।

জানা যায়, শুক্রবার গভীর রাতে স্থানীয় কতিপয় সন্ত্রাসীরা যতীন্দ্র চন্দ্র সিংহ ওরফে শান্তিবাবুর বাড়ির পূজা মণ্ডপে প্রবেশ করে দুর্গাপ্রতিমাসহ ৪টি মূর্তি ভেঙে ফেলে স্থানীয় সন্ত্রাসীরা।

জানা যায়, শুক্রবার গভীর রাতে স্থানীয় কতিপয় সন্ত্রাসীরা যতীন্দ্র সিংহ ওরফে শান্তিবাবুর বাড়ির পূজা মণ্ডপে প্রবেশ করে দূর্গাপ্রতিমা, লক্ষীপ্রতিমা, সরস্বতীপ্রতিমা ও কার্তিক ভেঙে চলে যায়।

এ ব্যাপারে পলাশ থানায় একটি মামলা হয়েছে। তবে এ পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার হয়নি। জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

সংবাদ, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০০৩

(১৮৯৯)
পলাশের পূজা মণ্ডপে ৪টি মূর্তি ভাংচুর

নরসিংদী সংবাদদাতা ঃ শুক্রবার রাতে পলাশ উপজেলার সেকেন্দরদী গ্রামে দুর্গাপূজা মণ্ডপ ঘরে হামলা চালিয়ে দুর্গা প্রতিমাসহ ৪টি মূর্তি চুরমার করা হয়েছে। সংঘবদ্ধ

দুষ্কৃতকারীদল দা, কুড়াল, লাঠি ও বিভিন্ন ধরণের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে স্বর্গীয় শান্তিরঞ্জন সিংহের বাড়ীতে স্থাপিত পূজামণ্ডপ ঘরে হামলা চালিয়ে দুর্গা প্রতিমা, লক্ষীপ্রতিমা, স্বরস্বতী প্রতিমা ও কার্তিক-গণেশের মূর্তি ভেঙ্গে দ্রুত পালিয়ে যায়। যাবার সময় দুষ্কৃতকারীরা হুমকি দেয় মূর্তি পূজার পরিণাম হবে ভয়াবহ। ভয়ে কেউ কোন দুষ্কৃতকারীর নাম প্রকাশ করছে না। পলাশ থানায় বিশ্বনাথ সিংহ বাদী হয়ে একটি নামবিহীন মামলা দায়ের করেছেন। উর্দ্ধতন পুলিশ কর্মকর্তাদের নির্দেশে ঘটনাস্থলে বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। তারা পূজা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অবস্থান করবে।

দৈনিক ইত্তেফাক, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০০৩

(১৯০০)
বিভিন্নভাবে বেদখল হচ্ছে উত্তরাঞ্চলের আদিবাসী সম্প্রদায়ের জায়গা-জমি

খালেকুজ্জামান মুকুল ও চিত্তঘোষ দিনাজপুর থেকে ঃ দিনাজপুরসহ উত্তরাঞ্চলে বসবাসরত অনগ্রসর ও অবহেলিত আদিবাসীদের ভূমি সমস্যা প্রকট হয়ে উঠেছে। প্রভাবশালী মহলের চক্রান্তসহ নানামুখী সংকটের কারণে নিজস্ব জমিজমা হাতছাড়া হয়ে অন্যের দখলে চলে গেছে। বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে দখলদারদের কাছ থেকে উদ্ধার করতে পারছে না নিজস্ব জমি। বিভিন্ন ফোরামে আদিবাসীরা প্রায়ই এ ধরণের অভিযোগ করে থাকেন। এমনকি গত **১১** আগস্ট আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবসে জিবিকে ও কারিতাসসহ ৭টি এনজিও আয়োজিত দিনাজপুরে পাঁচ সহস্রাধিক আদিবাসীর বিশাল সমাবেশে প্রায় বক্তাই ভূমি সমস্যার কথা তুলে ধরে প্রতিকারের উপায় খুঁজে বের করার তাগিদ দেন।

ভূমি সমস্যা সংক্রান্ত ব্যাপারে আদিবাসীদের অভিযোগের সূত্র ধরে দিনাজপুরের বিরাজপুর ও নবাবগঞ্জ উপজেলায় আদিবাসী অধ্যুষিত প্রতিটি অঞ্চলে সরজমিনে গিয়ে দেখা যায় জমি বেহাত হয়ে যাওয়া কিছু বাস্তব ঘটনা। অনুসন্ধানে জানা যায়, মূলত কয়েকটি কারণে আদিবাসীরা তাদের নিজস্ব জমি জায়গা ধরে রাখতে পারছে না। অভাবের তাড়নায় অধিকাংশ আদিবাসী পরিবারের জমি বন্ধক আছে। চরম আর্থিক দৈন্যতার কারণে বন্দকী জমি উদ্ধার করা সম্ভব না হওয়ায় এক সময় হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। জাল দলিলের মাধ্যমে এলাকার টাউট বাটপার জবর দখল করে নিচ্ছে আদিবাসীদের জমিজমা এমন ঘটনা নেহায়েত কম নয়। মিথ্যা মামলা ঠুকে দিয়ে আদিবাসীদের নাজেহাল করা হচ্ছে। এক সময় দেখা যায়, মামলার খরচ জোটাতে না পারায় আদালতে গরহাজিরার কারণে রায় তাদের বিপক্ষে চলে যাচ্ছে। এভাবে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় এদের জায়গা জমি দখল করে নিচ্ছে বিরামপুর ও নবাবগঞ্জ উপজেলায়।

বিরামপুরের পলি প্রয়োগপুর ইউনিয়নের চণ্ডিপুর গ্রামের সহজ সরল আদিবাসী দিনমজুর টিপকা হাজদার প্রায় সাড়ে ৩ একর আবাদী জমির উপর লোলুপ দৃষ্টি পড়ে জনৈক নেজাম বিহারীর। ভয়ভীতি, মিথ্যে মামলা ও জাল দলিল তৈরি করে টিপকা হাজদার পুরো জমি গ্রাস করে নেজাম বিহারী। অথচ আজ অবধি খাজনা দিয়ে যাচ্ছে টিপকা-হাজদা ভবিষ্যতে জমি ফিরে পাবে এ আশায়। উত্তর লোটাশন গ্রামের বিধবা আদিবাসী মহিলা প্রিচিলা বাস্কের ৩ বিঘা জমি জোর করে দখলে নিয়েছে একই গ্রামের আনার আলী। প্রিচিলার স্বামী জীবীত অবস্থায় জমি বন্ধক রেখেছিল আনার আলীর কাছে। তার স্বামীর মৃতুর পর বেকে বসে আনার আলী। ভয়ভীতি দেখিয়ে আজও দখল করে আছে প্রিচিলার জমি। লেটাসন গ্রামের আরেক দিনমজুর অপ্রোচিউন মুর্মুর দশমিক ৩৩ একর জমি দখল করে আছে একই গ্রামের মকবুল হোসেন। মাত্র তিন হাজার টাকায় বন্দক নেয়া এই জমি আর ফেরত পাইনি অপ্রোচিউন মুর্মু। বিষয়টি শালিস পর্যন্ত গড়িয়েছে। এরপরও সুরাহা হয়নি। জমির আশা অনেকটা ছেড়ে দিয়েছে এই আদিবাসী দিনমজুর। কারণ ভূয়া দলিল তৈরি করে দিব্যি আবাদ চালিয়ে যাচ্ছে প্রভাবশালী মকবুল হোসেন।

নবাবগঞ্জ উপজেলার কুশদঙ্গ গ্রামের ৪ ভাই মন্টু সরেন, সারা সরেন, জুনি সরেন ও কোহন সরেনের ২ দশমিক ৩৯ একর জমি জালিয়াতি করে নিজের কব্জায় রেখেছে পার্শ্ববর্তী আসরার পাড়া গ্রামের আনিছুর, ওয়াহেদ ও ইউনুস গং-এদের কাছ থেকে আদৌ জমি উদ্ধার করা সম্ভব হবে এমন আশা নেই বললেই চলে।

বাঙালিদের পাশাপাশি সরকারি সংস্থা বনবিভাগও দখলদারের ভূমিকায় নেমেছে। শুধু তাই নয় মিথ্যে মামলায় বহু আদিবাসী পরিবারকে হয়রানি করা হচ্ছে বন বিভাগের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ ভুরি ভুরি। বন বিভাগের মামলায় অনেক পরিবার হয়েছে সর্বস্বান্ত। নিজের জমি অথচ বন বিভাগ মালিকানা দাবি করে মিথ্যে মামলা ঠুকে দিয়েছে বিরামপুর উপজেলার শ্যামপুর গ্রামের ছাকারাম মুর্মু, বড় বুকচি গ্রামের ফিলিপ মুর্মু ও দীঘল চাঁদ গ্রামের থমাস মুর্মু। আদিবাসী পল্লীতে গিয়ে দেখা যায় এদের জীবন ও জীবিকা খুবই কঠিন। এক সময় এদের সংসারে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ ছিল। অধিকাংশ পরিবারের ছিল জমিজমা। কিন্তু কালের বিবর্তনে জমিজমা হারিয়ে এরা এখন ভূমিহীন। দিনে অন্তত এক বেলা উপোষ থাকেন।

এমন পরিবার খুবই কম। এমনই এক অবস্থায় আদিবাসীদের জমি ব্যবহার নিশ্চিত এবং অবৈধ দখলদারদের হাত থেকে এদের জমি উদ্ধারের জন্য উত্তরাঞ্চলের আদিবাসীদের জন্য আলাদা ভূমি কমিশন গঠনের দাবি জোরালো হয়ে উঠছে। সরকারি কর্মকর্তারা এ ব্যাপারে মন্ত ব্য না করলেও আদিবাসী কমিউনিটিতে কাজ করছে এমন এনজিওগুলো ভূমি কমিশন গঠনের দাবির প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করেছে— বললেন বেসরকারি সংগঠন জিবিকের পরিচালক মোয়াজ্জেম হোসেন।

দৈনিক সংবাদ, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০০৩

(১৯০১)
সন্দ্বীপে ছাত্রদলের সন্ত্রাসীদের হাতে সংখ্যালঘু কিশোরী গণধর্ষিত

চট্টগ্রাম অফিস ঃ পুলিশের ঘুষের টাকা জোগাড়ের জন্য ডাকাতি করতে গিয়ে ছাত্রদলের ক্যাডাররা সন্দ্বীপে এক সংখ্যালঘু কিশোরীকে গণধর্ষণ করেছে। সন্ত্রাসীদের হুমকির মুখে এই পরিবারটি চরম নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে রয়েছে। শনিবার রাতে হরিশপুর এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত দু'মাস আগে সন্দীপ থানা পুলিশ স্থানীয় বিএনপি সন্ত্রাসী হাসান ডাকাতের একটি ট্রলার আটক করে। যেটি সে বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরার পাশাপাশি ডাকাতির কাজে ব্যবহার করতো। আটককৃত ট্রলার ছেড়ে দিতে সন্দীপ থানা পুলিশ তার কাছে ঘুষ দাবি করে। ঘুষ দেওয়ার ব্যাপারে বিএনপি সন্ত্রাসী হাসান ডাকাত এবং সন্দীপ থানা পুলিশ উভয় ছাত্রদল ক্যাডার আলমগীরকে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে মেনে নেয়।

সূত্র জানায়, হাসান ডাকাতের কাছে ঘুষ দেওয়ার জন্য নগদ টাকা না থাকায় মধ্যস্থতাকারী আলমগীর ঠাকুর তাদের ডাকাতি করে টাকা যোগাড়ের পরামর্শ দেয়। সেই পরামর্শ মোতাবেক হাসান ডাকাত শনিবার রাতে ৬ জন সহযোগি নিয়ে সন্দীপ পৌর এলাকার এক সংখ্যালঘু বাড়িতে হানা দেয়। কিন্তু ওই বাড়িতে তারা নগদ টাকা না পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে এক কিশোরীকে গণধর্ষণ করে। সরকারি দলের সন্ত্রাসীদের কাছে অসহায় সংখ্যালঘু পরিবারটি থানায় অভিযোগ পর্যন্ত জানাতে পারেনি বলে জানা গেছে। এ নিয়ে স্থানীয় সংখ্যালঘুরা চরমভাবে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন।

ভোরের কাগজ, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০৩

অক্টোবর ২০০৩

(১৯০২)
গাইবান্ধা পটুয়াখালী নওগাঁ খাগড়াছড়িতে প্রতিমা ভাংচুর, ক্ষোভ

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ঃ গাইবান্ধা, পটুয়াখালী, খাগড়াছড়ি ও নওগাঁয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে নির্মিত প্রতিমা ভাংচুরের খবর পাওয়া গেছে। এসব ঘটনায় সংশ্লিষ্ট এলাকার হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। খাগড়াছড়িতে দুর্গা প্রতিমা ভাংচুরের ঘটনা এবারই প্রথম ঘটল। নওগাঁর মান্দা উপজেলায় প্রতিমা ভাংচুরের পর স্থানীয় পূজা কমিটির সভাপতির বক্তব্যে এলাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। এলাকায় বিতর্কিত হিসাবে পরিচিতি পূজা কমিটির সভাপতি সুনীল মণ্ডল নিজেকে বিএনপির নেতা উল্লেখ করে বলেন, তার বাড়ির সামনে প্রতিমা ভাংচুরের খবর পত্রিকায় ছাপা হলে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হবে। কারও কারও মতে, বিরুদ্ধ মতের লোকজনকে শায়েস্তা করার অজুহাত সৃষ্টি এবং সরকারের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা আদায়ের লক্ষ্যে এ ঘটনা ঘটানো হয়ে থাকতে পারে। আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতারা এসব খবর জানান।

গাইবান্ধার সদর উপজেলার বোয়ালী ইউনিয়নের খামার বোয়ালী গ্রামের ভেলু সাধুর বাড়ির পূজা মণ্ডপের দুর্গা প্রতিমা সোমবার রাতে দুর্বৃত্তরা ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিয়েছে। পূজা শুরুর একদিন আগে প্রতিমা ভেঙ্গ ফেলায় সংশ্লিষ্ট এলাকার হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন এবার দুর্গাপূজা করতে পারবে কিনা সে নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার বরজিপাড়া নন্দী বাড়িতে রবিবার গভীর রাতে প্রতিমা ভাংচুর হয়েছে। তবে মন্দিরের পুরোহিত বা মন্দির পরিচালনা কমিটির কেউই বলতে পারছে না কারা এ ঘটনায় জড়িত। অনেকের ধারণা— এর আগে মহালছড়িতে বুদ্ধমূর্তি ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ ও দুর্গাপূজা বয়কটের ডাকের সঙ্গে এ ঘটনার যোগসূত্র থাকতে পারে।

নওগাঁ মান্দা উপজেলার রায়পুর মধ্যপাড়া পূজামণ্ডপে অজ্ঞাত পরিচয় দুর্বৃত্তরা সোমবার গভীর রাতে দুর্গা প্রতিমার মাথা কেটে নিয়েছে। সেই সঙ্গে প্রতিমার ডান পা এবং গনেশের ডানহাত ভেঙ্গে ফেলেছে। ওই পূজাকমিটির সভাপতি সুনিল চন্দ্র মণ্ডল এলাকায় বিতর্কিত তার অসংলগ্ন কথাবার্তা ও আচরণে স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। নিজে তিনি বিএনপির নেতা দাবি করে গ্রামবাসীকে জ্বালিয়ে মেরেছেন বলেও বিস্তর অভিযোগ রয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১ অক্টোবর ২০০৩

(১৯০৩)
হবিগঞ্জে সংখ্যালঘু পরিবারে হামলার খবর ধামাচাপা দিতে ডিসির ব্যর্থ চেষ্টা!

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ঃ এক সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর দুস্কৃতকারীদের নির্মম নির্যাতন ও তাণ্ডবের ঘটনা ধামাচাপা দিতে হবিগঞ্জ জেলা প্রশাসনের উচ্চপদস্থ অতি উৎসাহী দুই কর্মকর্তা, সদর থানার বিতর্কিত এক পুলিশ কর্তাসহ সরকার সমর্থক এক স্থানীয় জনপ্রতিনিধি মরিয়া হয়ে উঠেছেন। ওরা এখন একের পর এক মিথ্যা বানোয়াট, মনগড়া ও হাসির গল্প তৈরি করে স্থানীয় দু'টি বিতর্কিত দৈনিকে প্রকাশ করার মাধ্যমে শান্তিপ্রিয় মানুষকে অশান্ত এবং অসাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন সম্মানিত পাঠককে বিভ্রান্ত করার লক্ষ্যে হীন চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

শুধু তাই নয়, দৈনিক জনকণ্ঠ ও সংশ্লিষ্ট এলাকার এক সৎ ও সাহসী রিপোর্টারকে জনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করতে সাম্প্রদায়িক ঘটনা সৃষ্টি করার মতো এক কুরুচিপূর্ণ এবং উস্কানিমূলক কথাবার্তা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে বলতেও ওরা দ্বিধা করছে না। যা নিয়ে জেলার সর্বত্র সর্বমহলে এক বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। এমতাবস্থায় সচেতন মহলসহ বিভিন্ন পেশার মানুষের অভিমত, হবিগঞ্জের সুঘরে সংঘটিত একটি সত্য ও বাস্তব ঘটনাকে ধামাচাপা দিতে প্রশাসন এ ধরণের অনৈতিক পদক্ষেপ নিয়ে বরং বর্তমান সরকারের ভাবমুর্তিকেই ক্ষুন্ন করছে। তারা হয়তো জানে না শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না। এদিকে অতি উৎসাহী এসব কর্মকর্তাদের অপতৎপরতার খবর গোপনে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ও অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কানে পৌঁছলে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবিগঞ্জের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী ও নৌপরিবহন মন্ত্রী কর্নেল (অবঃ) আকবর হোসেনের নির্দেশে ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের একটি প্রতিনিধি দল ঢাকা থেকে হবিগঞ্জ যায় রবিবার। ওই দিনই উক্ত ট্রাস্টের সদস্য অজিত কুমার রায়ের নেত্রত্বে প্রতিনিধি দলটি হবিগঞ্জের সুঘরা গ্রামে যায়। এ দলের সদস্যরা সেখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নির্যাতিত প্রশঞ্জিৎ মজুমদারের পরিবারের পক্ষ হতে দুস্কৃতকারী কর্তৃক হামলা, নির্যাতন, লুটপাট ও পূজামণ্ডপে মূর্তি ভাংচুরের কথা তুলে ধরে জনকণ্ঠে প্রকাশিত রিপোর্ট সত্য ও তথ্যভিত্তিক ছিল বলে জানায়। তবে তারা ভয়ে অনেক কিছুই সাহস করে যেমন বলতে পারছে না তেমনি অনেককিছুই উল্টা করতে হচ্ছেও বলে জানায়। এছাড়া স্থানীয় পর্যায়ে এক জনপ্রতিনিধি ও তার ভাড়াটে সন্ত্রাসী প্রকৃতির লোকজন হুমকিধুমকি দেয়ায় আসন্ন পূজা বর্জনের সিদ্ধান্ত নেয়ার কথাও প্রতিনিধি দলটিকে অবহিত করে। ফলশ্রুতিতে উক্ত প্রতিনিধি দলের নেতা অজিত কুমার রায়ের নেতৃত্বে একটি টিম সোমবার বিকালে আবারও সেই সুঘরে যায়। এ সময় উক্ত টিমে অন্যান্যের মধ্যে ছিলেন, বিএনপি নেতা ও সাবেক এমপি আবু লেইছ মোঃ মুবিন চৌধুরী, পুলক কৃষ্ণ মজুমদার ও প্রদীপ দাস সাগর। এ ছাড়াও এক মন্ত্রী ও প্রতিনিধি দলের অনুরোধে একই সময় তাঁদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন জনকণ্ঠের হবিগঞ্জ সংবাদদাতা রফিকুল হাসান তুহিন। এ সময় উক্ত প্রতিনিধি দলের সদস্যরা নির্যাতিত প্রশঞ্জিত রায়ের পরিবারের সকল সদস্যের সঙ্গে কথা বলে তাদের খোঁজ খবর নেয়াসহ সকল প্রকার সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে পূজা পালনের অনুরোধ জানান। এতে প্রশঞ্জিৎ পরিবার রাজি হয়। এ সময় পরিবারটিকে বর্তমানে সাদা পোশাকধারী পুলিশকে সার্বক্ষণিক পাহারা দিতে দেখা গেছে।

এদিকে মঙ্গলবার ঢাকা থেকে এক মন্ত্রী জনকণ্ঠের হবিগঞ্জ সংবাদদাতা তুহিনের সঙ্গে কথা বলে সত্য ও সাহসী রিপোর্ট করার জন্য ধন্যবাদ জানানোর পাশাপাশি সার্বিক পরিস্থিতি জানতে চান। সেই সঙ্গে সরকারের ভাবমূর্তি টিকিয়ে রাখতে জনকণ্ঠের পক্ষে সাংবাদিক তুহিনের সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন। তিনি সুঘরে সংঘটিত ঘটনার সঙ্গে জড়িত দুস্কৃতকারী ও প্রশাসনের কয়েকজন চিহ্নিত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সরকারের সংশ্লিষ্ট দফতরকে বলবেন বলে জানান।

গত শুক্রবার দৈনিক জনকণ্ঠের প্রথম পাতায় 'হবিগঞ্জে সংখ্যালঘু পরিবারে হামলা, আহত ৪॥ পূজামণ্ডপে ভাংচুর' শিরোনামে একটি সত্য ও তথ্যভিত্তিক সংবাদ প্রকাশ হলে সরকারের উর্ধ্বতন মহলসহ স্থানীয়ভাবে জেলা ও পুলিশ প্রশাসনে শুরু হয় হৈচৈ। মন্ত্রীসহ অন্যান্য কর্মকর্তার চাপ সইতে না পেরে হবিগঞ্জের নবাগত ডিসি এমদাদুল হক, এডিসি (জেনারেল) মজিবুর রহমান ও সদর থানার বিতর্কিত ওসি নাজমূল ইসলাম নিজেদের দায় দায়িত্ব ও শাস্তি মূলক ব্যবস্থা এড়াতে পুরো ঘটনাটিকে ধামাচাপা দিতে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হন। ডিসি ও এডিসিসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে প্রকাশিত সংবাদের সত্যতা খুঁজে পেয়েও নিজেদের রক্ষার্থে নির্যাতিত পরিবারের গৃহকর্তা প্রশঞ্জিত মজুমদারের কাছ থেকে একটি লিখিত পত্র নিয়ে আসেন। তাতে লিখে আনা হয় যে, সুঘরে নিছক ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। এমনকি যতটুকু ঘটেছে তা কোন সাম্প্রদায়িক ঘটনা নয় বা

পূজামণ্ডপে কোন ভাংচুর হয়নি। একটি সূত্র মতে, সংশ্লিষ্ট পরিবারের গৃহকর্তা একজন সরকারি কর্মকর্তা হওয়ায় চাকরি হারানোর ভয়েই ওই পত্রটি নিরুপায় হয়ে লিখে দেয়া হয়েছে। অথচ ওই দিন ভোর রাতে সংঘটিত ঘটনার পর পরই জনকণ্ঠের হবিগঞ্জ প্রতিনিধি সেখানে সরেজমিন উপস্থিত হয়ে নির্যাতিত প্রশঞ্জিত মজুমদারের পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন এবং পুলিশের উপস্থিতিতেই পূজামণ্ডপে ৩টি মূর্তি ভাংচুরের দৃশ্য ক্যামেরাবন্দী করেন।

সংশ্লিষ্ট পরিবারের পক্ষ থেকে বড় ছেলে ও ঘটনার পর সদর থানায় দায়েরকৃত মামলার বাদী প্রিয়জিৎ ও তার বোন এই মর্মে জনকণ্ঠ বরাবর অভিযোগপত্র লিখে দেয় যে, দুর্গামূর্তি ভাংচুরসহ তাদের ওপর হামলা ও নির্যাতন, লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে। তার পরও তারা ভয়ে মুখ খুলতে পারছে না। তবুও প্রশাসন তা ধামাচাপা দিতে উঠেপড়ে লাগে। জনকণ্ঠে উক্ত খবর প্রকাশিত হওয়ায় ওইদিন প্রথমেই সদর থানার সংবাদদাতার সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন। এর পরপরই হবিগঞ্জের জেলা প্রশাসক এমদাদুল হক জনকণ্ঠ ও স্থানীয় সংবাদদাতাকে কটুক্তি করে অনৈতিক কথাবার্তা এবং স্থানীয় একটি দৈনিকের মাধ্যমে ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

এরপর স্থানীয় সাংবাদিকদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতের নামে এক মতবিনিময় সভায় ডিসি ও এডিসি (জেনারেল) জনকণ্ঠ ও সংশ্লিষ্ট রিপোর্টারের বিরুদ্ধে বিষোদগার করলেও তা বিতর্কিত দু'টি দৈনিকে প্রকাশিত হয়। অথচ এ ধরনের বক্তব্য দুঃখজনক হওয়ায় অন্য আরও ৫/৬টি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। তারপরও জনকণ্ঠের সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদটিকে মিথ্যা প্রমাণ এবং নিজেদের রক্ষায় আরও কয়েকটি বানোয়াট রিপোর্ট উক্ত দু'টি পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়। যা বাস্তবে আদৌ সত্য নয়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১ অক্টোবর ২০০৩

(১৯০৪)
প্রতিমা ভাংচুর, মন্দিরে হামলা উত্তরাঞ্চলে সংখ্যালঘুরা আতঙ্কে

জাহাঙ্গীর আলম আকাশ ঃ হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজার পূর্ব মুহূর্তে একের পর এক প্রতিমা ভাংচুর, মন্দিরে হামলা ও একজন ধর্মীয় সংখ্যালঘু হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় গোটা উত্তরাঞ্চলের ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মাঝে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। গত ২০০১ সালের ১লা অক্টোবরের নির্বাচনের পর বিরামহীনভাবে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন চলার পর জোট সরকার এবার ঢাক ঢোল পিটিয়ে দুর্গাপূজায় ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণের ঘোষণা দিয়েছে। কিন্তু তারপরেও উৎসব শুরুর আগেই উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে বহু প্রতিমা ভাংচুর, একটি দুর্গা মন্দিরে হামলা ও একজন ধর্মীয় সংখ্যালঘু হত্যার ঘটনা ঘটেছে।

জানা যায়, গত ১৩ই সেপ্টেম্বর ইউনুস আলী নামে এক ব্যক্তি পাবনা সদরে দুর্গাপূজা করলে হিন্দুদের হত্যা করা হবে এবং সকল হিন্দু ধর্মাবলম্বীকে মুসলমান হওয়ার নির্দেশ জারি করেন প্রকাশ্যে মাইকিং করে। গত ২০শে সেপ্টেম্বর দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ি উপজেলাধীন পশ্চিম আলাদিতপুর গ্রামের খগেন্দ্রনাথ সিং (৫৮) কে জবাই করে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। তিনি একটি অ্যাসিড সন্ত্রাস মামলার বাদি। ধারণা করা হচ্ছে ওই মামলার জের ধরেই তাকে হত্যা করা হয়েছে। গত ২২শে সেপ্টেম্বর দিবাগত রাতে চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলার কানসাটের বিশ্বনাথপুর গ্রামে দুর্গা মন্দিরে হামলা চালিয়ে বেশ কিছু প্রতিমা ভাংচুর করা হয়। এ ঘটনায় পুলিশ একজনকে গ্রেপ্তার করেছে।

পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে জানা যায়, গত ২৩শে সেপ্টেম্বর রাতে সিরাজগঞ্জ শহরের বাহিরগোলা ঘোষপাড়াতে প্রতিমা ভাংচুর করে দুর্বৃত্তরা। ২৪শে সেপ্টেম্বর লালমনিরহাট জেলার আদিতমারী উপজেলার বড় কমলাবাড়ি গ্রামে দুর্গা মন্দিরের প্রতিমা ভাংচুর করা হয়। এ ঘটনায় এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ২৮শে সেপ্টেম্বর রাতে সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দ উপজেলার রায়দৌলতপুর ইউনিয়নের গোপালপুর গ্রামে দুর্বৃত্তরা ৫টি প্রতিমা ভাংচুর করে। এ ঘটনায় সেখানে সংখ্যালঘুদের মাঝে চরম ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি।

সংবাদ, ১ অক্টোবর ২০০৩

(১৯০৫)
রাণীশংকৈলে ধর্ষণে ব্যর্থ হয়ে দুর্বৃত্তরা হত্যা করেছে নববধূ বিউটি সরেনকে

আখতার হোসেন রাজা, ঠাকুরগাঁও থেকে ঃ রাণীশংকৈলের ট্রিপল মার্ডারের রেশ কাটতে না কাটতেই এবার ধর্ষণের পর খুন হলো আদিবাসী সম্প্রদায়ের নববধূ বিউটি সরেন ওরফে তালামাই (১৮)। এই উপজেলায় গত নয় মাসে দুস্কৃতকারীদের পাষবিক নির্যাতনে ১১ নারী-পুরুষকে জীবন দিতে হয়েছে। প্রতিটি হত্যাকাণ্ডে থানায় মামলা হয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক প্রভাব এবং পুলিশের গড়িমসির কারণে দায়েরকৃত মামলাগুলো এগুচ্ছে না। অন্যদিকে তদবিরবাজদের কারণে ঘটনার মূল নায়করা রেহাই পেয়ে যাচ্ছে। পত্র-পত্রিকায় এ ধরনের সংবাদ প্রকাশ না করার জন্য স্থানীয় সাংবাদিকদের হুমকি-ধমকিও দেয়া হচ্ছে।

রাণীশংকৈল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও থানা থেকে দক্ষিণ খুনিয়া দীঘির অদূরে জামতলি ভাণ্ডারা মোড় থেকে অর্ধ কিলোমিটার পশ্চিমে হোসেনগাঁও ইউনিয়নের নির্ভৃত পল্লী সিন্দুরপুর। এই গ্রামে বিচ্ছিন্নভাবে সাতটি আদিবাসী সাঁওতাল পরিবারের বাস। আছে অন্য সম্প্রদায়ের লোকজনও। গত ১৯শে সেপ্টেম্বর ফিলিমন মুরমু দুপুরে স্ত্রী তালমাই সরেনকে বাড়িতে রেখে বাড়ির অদুরে মাছ ধরতে যায় এবং বাড়ির অন্য সদস্যরাও কৃষি কাজের জন্য মাঠে যায়। লাগোয়া এক মুসলিম দিনমজুর পরিবার থাকলেও পুরুষ বাড়িতে ছিল না। মহিলারা দুপুরের দিকে পার্শ্ববর্তী ইদ্রিস আলীর বাড়িতে টেলিভিশনে প্রচারিত সিনেমা দেখতে যায়। ওই সুযোগে দুশ্চরিত্র নরপশুরা বাড়িতে ঢুকে ফিলিমনের স্ত্রীকে ধর্ষণে ব্যর্থ হয়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে গলা কেটে পালিয়ে যায়। ফিলিমনের স্ত্রী প্রাণ বাঁচাতে রক্তাক্ত জখম অবস্থায় বাড়ির পশ্চিমে শনি মুরমুর বাড়িতে ছুটে যায় এবং সেখানে সজ্ঞা হারিয়ে ফেলে। ওই অবস্থায় তাকে পাওয়ার ট্রলিতে তুলে রাণীশংকৈল হাসপাতালে আনার পথে সে মারা যায়। এক বছর আগে তালামাই সরেনের সঙ্গে ফিলিমন মুরমুর বিয়ে হয় এবং সে তিন মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিল বলে চিকিৎসক জানান। এ ব্যাপারে তালামাইর শ্বশুর কামালাং মুরমু বাদি হয়ে থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেছেন। ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে আবু তালেব (৪৬) ও গোলাম রব্বানী ওরফে জুলুম (১৫) নামে এই দুইজনকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে এবং পরে গোলাম রব্বানী ওরফে জুলুমকে পুলিশ ছেড়ে দিয়েছে।

ঘটনার দিন আবু তালেব আদিবাসী পরিবারটির এলাকায় দুপুর পর্যন্ত ধান কাটছিল এবং আগের রাতে ওই এলাকায় ঘোরাফেরা করছিল। স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান মাহবুব আলম বলেন, আদিবাসী পরিবারটির সঙ্গে কারও বিবাদ নেই। কামালাং মুরমু তার পরিবারসহ রাণীশংকৈল উপজেলার নেকমরদ ইউনিয়নের কর্ণাইট গ্রামে এক সময় থাকতেন। ওই গ্রামে থাকাকালে তার একমাত্র মেয়ে তারা মুরমুকে (১১) এলাকার বখাটে যুবকরা ধর্ষণের পর গলা টিপে হত্যা করে। ওই ঘটনার পর পরিবারটি সিন্দুরপুর গ্রামে এসে আশ্রয় নেয়। এখানে এসে এবার একমাত্র ছেলের স্ত্রী তালামাই সরেন একই ঘটনার শিকার হলো। আদিবাসী নববধূ বিউটি সরেন হত্যার বিচারের দাবিতে জাতীয় আদিবাসী পরিষদ, সর্বদলীয় ঐক্যপরিষদ,

বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও স্থানীয় এনজিও মিটিং-মিছিল, সভা-সমাবেশ অব্যাহত রেখেছে।

সংবাদ, ১ অক্টোবর ২০০৩

(১৯০৬)
পাবনায় উড়োচিঠি ॥ দুর্গাপূজা না করার নির্দেশ, জয়কালী মন্দির বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়ার হুমকি

পাবনা, ১ অক্টোবর, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিদের উড়োচিঠিতে পাবনা শহরের কেন্দ্রীয় মন্দির 'জয়কালী মন্দির' বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়ার হুমকি দেয়া হয়েছে। গত ২৭ সেপ্টেম্বর প্রেরিত ঐ চিঠিতে এই হুমকি দেয়ার পর থেকে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। এ ব্যাপারে পাবনা থানায় একটি জিডি করা হয়েছে। এ ঘটনার পর সকল মন্দিরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। জয়কালী মন্দির কমিটির সাধারণ সম্পাদক প্রদ্যুৎ কুমার দত্তসহ নেতৃবৃন্দ জানান, গত ২৭ সেপ্টেম্বর ডাকযোগে তাদের কাছে নাম ঠিকানাবিহীন ঐ উড়োচিঠি আসে। কম্পিউটার কম্পোজ করা ঐ চিঠিতে বলা হয়, এবার থেকে পাবনায় কোন প্রকার দুর্গাপূজা চলবে না। পূজা উপলক্ষে বোমা ফাটানো হবে। এই জন্য আগে থেকে সতর্ক করে দেয়া হলো যাতে মানুষের ক্ষতি না হয়। কিন্তু মানুষ মন্দিরে উপস্থিত থাকলেও বোমা মারা হবে। এ চিঠির আরেক প্যারায় বলা হয়, 'মানুষ মাটি দিয়ে মূর্তি বানায় তাকে আমরা পূজা করব কেন? মূর্তিরাই তাদের (যারা সৃষ্টি করে) পূজা করবে। যদি পূজা করতে না পারে তাহলে মূর্তিদের আমরা ভেঙ্গে ফেলব। যারা তবুও পূজা করতে আসবে তাদের আমরা বোমা ফাটিয়ে চিরতরে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিব।'

চিঠি পাবার পর তারা তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়টি পুলিশ সুপারকে জানান। মঙ্গলবার রাতে পুলিশ সুপার আমির উদ্দিন তার কার্যালয়ে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে জেলা পূজা উদযাপন পরিষদ সভাপতি রণেশ মৈত্র, সহ-সভাপতি প্রশান্ত দত্ত, সাধারণ সম্পাদক গনেশ ঘোষ, জয়কালী মন্দির কমিটির সাধারণ সম্পাদক প্রদ্যুৎ কুমার দত্ত প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে এই চিঠি পাবার পর থেকে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। তারা সরকারি নিরাপত্তার পাশাপাশি নিজেদের স্বেচ্ছাসেবক দিয়ে মন্দির পাহারার ব্যবস্থা নিয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ১৫ সেপ্টেম্বর পুতুল পূজা, দুর্গাপূজা করলে হিন্দুদের হত্যা করা হবে এবং সকল হিন্দু ধর্মাবলম্বীকে মুসলমান হওয়ার নির্দেশ জারি করে মাইকিং করার সময় পাবনা পুলিশ ইউনুস আলী নামক এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে কারাগারে পাঠানো হয়। তার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা তদন্তাধীন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২ অক্টোবর ২০০৩

(১৯০৭)
নাসিরনগরে দুর্গা প্রতিমা ভাংচুর

ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ১ অক্টোবর, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল নাসিরনগর জেঠাগ্রাম চটিপাড়ায় দুর্গা প্রতিমা ভাংচুর হয়েছে। মঙ্গলবার গভীর রাতে গোকর্ণ ইউনিয়নের জেঠাগ্রাম চটিপাড়া ডা. সুবোধ চন্দ্র দেবের বাড়ির দুর্বৃত্তরা ভেঙ্গে নিয়ে যায়। পরে ইউপি চেয়ারম্যান আবদুল হান্নানের উদ্যোগে প্রতিমা মেরামত করা হয়। থানার ওসি আমির হোসেন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। তবে থানায় কোন মামলা হয়নি।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২ অক্টোবর ২০০৩

(১৯০৮)
গাইবান্ধায় দুর্গা প্রতিমা গুঁড়িয়ে দিয়েছে সন্ত্রাসীরা ॥ পূজা বন্ধ

গাইবান্ধা থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক ঃ গাইবান্ধার সদর উপজেলার বোয়ালী ইউনিয়নের খামারবোয়ালী গ্রামের ভেলু সাধুর বাড়ির পুজা মন্ডপের দুর্গা প্রতিমা সোমবার রাতে দুর্বৃত্তরা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। পুজা শুরুর একদিন আগে প্রতিমা ভেঙ্গে ফেলায় সংশ্লিষ্ট এলাকার হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন এবার দুর্গা পূজা করতে পারছে না। উল্লেখ্য, এই পূজামণ্ডপে দীর্ঘদিন ধরে নিয়মিত পুজা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এ ব্যাপারে পূজা উদযাপন পরিষদ গাইবান্ধা জেলা শাখার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি গণেশ প্রসাদ, সাধারণ সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় সদস্য রনজিৎ বকসি, সূর্য, থানা পুজা উদ্‌যাপন পরিষদের সভাপতি অ্যাডভোকেট অনিল কৃষ্ণ রায় ও সাধারণ সম্পাদক সগেন্দ্রনাথ সিংহ, গাইবান্দা শহর পূজা উদ্‌যাপন কমিটির সভাপতি অ্যাডভোকেট সমীরণ সরকার, সাধারণ সম্পাদক উত্তম কুমার সাহা, জেলা হিন্দু যুব ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক রাকেশ কুমার দে বাপ্পী, সদস্য সচিব মিন্টু কুমার সাহা এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করে দায়ী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন।

এদিকে ঘটনার পর জেলা প্রশাসক তপন চন্দ্র মজুমদার ও পুলিশ সুপার মাহাম্মদ লোকমান হাকিম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং প্রতিমা পুনঃনির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন এবং পুজামণ্ডপের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

সংবাদ, ৩ অক্টোবর ২০০৩

(১৯০৯)
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরে পূজামণ্ডপে অগ্নিসংযোগ, হিন্দুদের মধ্যে আতঙ্ক

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর উপজেলার শ্যামগ্রাম ইউনিয়নের একটি গ্রামের হিন্দুপাড়ায় গত বুধবার রাতে দুস্কৃতকারীরা একটি পূজামণ্ডপে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। এতে পূজামণ্ডপের সাজসজ্জা সম্পূর্ণ পুড়ে যায়। এ ঘটনার পর স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সরেজমিন গিয়ে জানা যায়, উপজেলা সদর থেকে ১৪ কিলোমিটার পশ্চিমের শাহবাদপুর গ্রামের হিন্দুপাড়ায় ডা. অশ্বিনী কুমার দত্তের বাড়ির পূজামণ্ডপে গত বুধবার রাত আড়াইটার দিকে দুস্কৃতকারীরা অগ্নিসংযোগ করে। টের পেয়ে বাড়ির রোকজন চিৎকার এবং ডাকাডাকি শুরু করলে আশপাশের লোকজনের সহায়তায় আগুন নেভানো হয়। কিন্তু ততক্ষণে পূজামণ্ডপের সাজসজ্জায় ব্যবহৃত শাড়ি-ধুতি সব কিছু পুড়ে যায়। প্রত্যক্ষদর্শী বাড়ির আভারাণী দত্ত জানান, প্রথমে ভেবেছিলাম বাড়িতে ডাকাত পড়েছে। পরে দেখলাম পূজামণ্ডপে লাগানো আগুনে প্রতিমার সামনে রক্ষিত ঘটের কাপড় পর্যন্ত পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

এ ঘটনার পর ওই পাড়ার অন্য দুটি পূজামণ্ডপেও এখন আতঙ্ক বিরাজ করছে। সেখানকার সর্ব দক্ষিণের মণ্ডপে গিয়ে দেখা যায় লোকজনের মধ্যে আতঙ্কের ছাপ। ওই মণ্ডপের পূজারী খগেন্দ্র চন্দ্র দত্ত দুঃখ করে বললেন, শাহবাজপুর গ্রামে এমন ঘটনা আগে কখনো ঘটেছে বলে শুনিনি।

নবীনগরের ভারপ্রাপ্ত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এস এম জাকারিয়া হক, ওসি এস এম নূরুল হুদা এবং উপজেলা পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের সভাপতি প্রদীপ রঞ্জন ভট্টাচার্য ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

প্রথম আলো, ৩ অক্টোবর ২০০৩

(১৯১০)
চাটমোহরে খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের নেতাকে নানাভাবে হুমকি

নিজস্ব সংবাদদাতা, পাবনা ঃ পাবনার চাটমোহরে আবারও সন্ত্রাসীদের হুমকির মুখে ফৈলজানার খ্রিস্টান সম্প্রদায়। সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহারের জন্য তারা খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের নেতা সুবল মণ্ডল ও তার পরিবারকে নানাভাবে হুমকি দিচ্ছে। এ ব্যপারে চাটমোহর থানায় জিডি করতে গেলে থানার ওসি জিডি গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

গত ২৯ সেপ্টেম্বর সাবেক চেয়ারম্যান শাজাহান, জিন্নাহ ও রুকনের নেতৃত্বে সন্ত্রাসীরা গোরুলী বাজারে প্রকাশ্যে জনসভায় আবারও খ্রিস্টান সম্প্রদায়কে উচ্ছেদ ও প্রাণনাশের হুমকি দেয়। তারা খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মহিলাদের সম্পর্কে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করে এবং সুবল মণ্ডলকে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা তুলে নেয়ার হুমকি দেয়।

উল্লেখ্য, ২০০২ সালে ঐ সব সন্ত্রাসী ফৈলজানার খ্রিস্টান পল্লীতে হামলা ও ভাংচুর করে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৪ অক্টোবর ২০০৩

(১৯১১)
সাতকানিয়ায় অপহৃত চিকিৎসকের হদিস পায়নি পুলিশ

স্টাফ রিপোর্টার, চট্টগ্রাম অফিস ঃ চট্টগ্রামের সাতকানিয়া অপহৃত চিকিৎসক অনিল চন্দ্র সুনীলকে শনিবার পর্যন্ত উদ্ধার করা যায়নি। পুলিশ সাতকানিয়া, চন্দনাইশসহ বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান চালালেও তাঁর কোন হদিস পায়নি। তা ছাড়া তাঁকে কেন অপহরণ করা হয়েছে তাও এখন পর্যন্ত স্পষ্ট নয়।

জেলা পুলিশের এক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেছেন, ডা. অনিলকে যারা অপহরণ করেছে, তাদের শনাক্ত করা গেছে। এখন তাদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। ইতিমধ্যে সন্দেহভাজন অপহরণকারীদের স্ত্রীয় দুই মহিলাসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এখন এই দুর্বৃত্তদের পেলে অপহৃতের সন্ধান মিলবে।

এদিকে ডা. অনিল অপহরণের পর থেকে তাঁর পরিবারে চলছে শোকের মাতম। দুর্গাপূজার আনন্দকে ম্লান করে দিয়েছে এই দুঃখজনক ঘটনাটি। তাঁর পিতা হরিশ চন্দ্র সুনীল স্থানীয় সাংবাদিকদের বলেছেন, আমাদের তেমন কোন শত্রু নেই। এ অবস্থায় কেন অনিলকে অপহরণ করা হয়েছে তা বুঝতে পারছি না।

উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার রাতে সাতকানিয়ার নয়াখালের মুখ এলাকা থেকে তিনি অপহৃত হন। তাঁকে উদ্ধারে সাতকানিয়া ও চন্দনাইশ থানা পুলিশ যৌথভাবে অভিযান চালাচ্ছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৫ অক্টোবর ২০০৩

(১৯১২)
হবিগঞ্জে পূজার আরতিতে নাচতে না দেয়ায় সংখ্যালঘুর বাড়িতে হামলা ॥ আহত ৫

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ঃ চলতি দুর্গাপূজায় যে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা রোধে হবিগঞ্জের পুলিশ প্রশাসন অত্যন্ত কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেয়া সত্ত্বেও একটি আখড়ায় আরতি চলাকালে ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী বখাটেদের নাচতে না দেয়ার ঘটনার জের ধরে রবিবার অপরাহ্নে শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত নিরীহ এক সংখ্যালঘু পরিবারের সদস্যদের ওপর একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসীর হামলা ও নির্যাতনে গৃহকর্তাসহ অন্তত ৫ জন আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় সংশ্লিষ্ট এলাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজনের মধ্যে যেমন ভয় ও উৎকণ্ঠার জন্ম নিয়েছে। ঠিক তেমনি পুলিশ নিয়েছে তাৎক্ষণিক কার্যকরি পদক্ষেপ আর মোতায়েন করা হয়েছে অতিরিক্ত পুলিশ। এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ক্ষুব্ধ জনতার হাতে আটক নয়ন (১৮) নামে এক যুবককে পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়েছে। সে শহরের কালীবাড়ি এলাকার জনৈক মকসুদ মিয়ার পুত্র ও কলেজছাত্র। তবে নয়ন এ ঘটনায় জড়িত ছিল না বলে নিকটাত্মীয়রা দাবি করেছে।

পুলিশ প্রত্যক্ষদর্শী ও পারিবারিক সূত্রমতে, হবিগঞ্জ শহরে অত্যন্ত শান্ত ও সুন্দর পরিবেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন যখন তাদের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা পালনের শেষ পর্যায়ে, ঠিক সেই মুহূর্তে শনিবার রাতে শহরের গোপীনাথ জিওর আখড়ায় একদল বখাটে উপস্থিত হয়ে আরতি চলাকালে জোরপূর্বক নাচতে চায়। এ সময় পুজা উদ্‌যাপন কমিটির নেতাকর্মীরা ধর্মীয় রীতি মোতাবেক তা সম্ভব নয় বলে বাধা দেয়। এ নিয়ে কথা কাটাকাটি ও মৃদু উত্তেজনা দেখা দিলেও মধ্যস্ততাকারীদের হস্তক্ষেপের পর ঐ বখাটেরা চলে যায়। আর এর জের ধরেই রবিবার বিকালে উক্ত বখাটেরা একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী নিয়ে শহরের বেবিস্ট্যান্ড এলাকার বেক রোড সংলগ্ন নিশিদেব ও প্রবীর দাসের বাসায় হামলা চালায়। এখানেই পূজামণ্ডপ তৈরি করে চৌরঙ্গী সংসদ কর্তৃক দুর্গাপূজা পালন করা হচ্ছিল।

এ সময় স্থানীয় লোকজন এগিয়ে এসে ঘটনাস্থলে থাকা নয়ন নামে এক যুবককে আটক করে। অপর সন্ত্রাসীরা দৌড়ে পালিয়ে যায়। এর পরপরই খবর শুনে ঘটনাস্থলে পুলিশ উপস্থিত হয়। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট এলাকা হতে শত শত প্রতিবাদী ক্ষুব্ধ জনতা লাঠিসোটা হাতে উপস্থিত হয়ে নিশিদেবের বাড়ির কাছে রাস্তায় অবস্থান নেয় এবং সন্ত্রাসীদের খোঁজা শুরু করে। পরবর্তীতে পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার আশ্বাস দিলে ক্ষুব্ধ জনতা রাস্তার ওপর হতে তাদের অবস্থান তুলে নেয়। এ ঘটনায় মামলা দায়ের প্রস্তুতি চলছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৬ অক্টোবর ২০০৩

(১৯১৩)
ঢাকেশ্বরী মন্দির এলাকায় বহনের সময় বোমা বিস্ফোরণ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ গত রাতে ঢাকেশ্বরী মন্দির এলাকায় বোমা বহনের সময় বিস্ফোরণে ১ যুবক আহত হয়েছে। তার নাম শহিদুর রহমান (৩০)। পুলিশ বিস্ফোরণের পরপরই তাকে গ্রেপ্তার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। এ ঘটনার পর পরই ওই এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

পুলিশ জানায়, এ ঘটনায় অন্য কেউ আহত হয়নি। তবে একটি অসমর্থিত সূত্র জানায়, বিস্ফোরণে ১ জন পুলিশ সদস্য আহত হয়েছে। ঘটনাস্থলে উত্তেজিত জনতা ইট-পাথর নিক্ষেপ করে।

সংবাদ, ৬ অক্টোবর ২০০৩

(১৯১৪)
কাপাসিয়া পূজা মণ্ডপে হামলা ভাঙচুর, প্রসাদ ছিনতাই

কাপাসিয়া প্রতিনিধি ঃ গতকাল নবমী পূজার দিনে উপজেলার রাণীগঞ্জ বাজারস্থ শ্রী শ্রী দুর্গাপূজা মণ্ডপে একদল সন্ত্রাসী হামলা চালিয়ে প্রসাদ ছিনতাই ও ব্যাপক ভাংচুর করে। রাত সাড়ে ১০টার দিকে এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসী আরিফের নেতৃত্বে ৫/৬ জনের একটি দল পূজা

মণ্ডপে আসে। তারা মণ্ডপে এসে মেয়েদেরকে উত্ত্যক্ত করে এবং জোর করে মেয়েদেরকে দিয়ে প্রসাদ বিতরণ করায়। পরে সন্ত্রাসীরা মাতাল হয়ে কণিকা নামের একজন মেয়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার চেষ্টা করলে কণিকা মণ্ডপের ভেতরে চলে যায়। সন্ত্রাসীরা মণ্ডপের ভেতরে যাওয়ার চেষ্টা করে এবং তাদের ওপর হামলা চালায়। এতে পুরোহিত ও কণিকা গুরুতর আহত হয়। ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

আজকের কাগজ, ৬ অক্টোবর ২০০৩

(১৯১৫)
পূজামণ্ডপে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা, খুলনায় অস্ত্রসহ ৪ জন গ্রেপ্তার

খুলনা প্রতিনিধি ঃ জেলার পাইকগাছার শামুকপোতা গ্রামের একটি পূজামণ্ডপে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টাকালে টহল পুলিশ ২টি আগ্নেয়াস্ত্র, গুলিসহ চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে। তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, গত শনিবার রাত ২টায় পূজামণ্ডপে বসাকে কেন্দ্র করে সশস্ত্র ব্যক্তিরা অস্ত্র প্রদর্শন করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করলে পুলিশ জনতার সহযোগিতায় একটি শাটারগান, একটি পাইপগান ও ৪ রাউন্ড রাইফেলের গুলিসহ চারজনকে গ্রেপ্তার করে। এরা হলো— আজিজ খাঁ (২৪), শেখ আলী রেজা মিন্টু (২২), খায়রুল ইসলাম (২৪) ও আবুল হোসেন (২৫)। পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে।

ভোরের কাগজ, ৬ অক্টোবর ২০০৩

(১৯১৬)
কলাপাড়ায় রাখাইনদের আতঙ্ক এখনও কাটেনি

শওকত মিলটন, কলাপাড়া থেকে ফিরে ঃ কলাপাড়ায় রাখাইন সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনও আতঙ্ক কাটেনি। মন্দিরের জমি দখল করে ক্ষমতাসীন দল বিএনপি অফিস নির্মাণের কাজ আপাতত স্থগিত থাকলেও যে কোন সময় তা আবার শুরু হতে পারে বলে তারা আশঙ্কা করছে। কেননা বিএনপি অফিসের ভিত্তিপ্রস্তরটি এখনও রয়েই গেছে। রাখাইনদের চিহ্নিত করা হচ্ছে 'আন্তর্জাতিক চোরাচালান চক্রের সদস্য' ও 'দেশের ভাবমূর্তি বিনষ্টকারী' হিসাবে। রাখাইন সম্প্রদায়ের মধ্যে অসন্তোষ এ কারণে ধুমাইত হচ্ছে। সাগর পারের উপজেলা কলাপাড়া ঘুরে এসব তথ্য পাওয়া যায়।

দক্ষিণের সমৃদ্ধ উপজেলাগুলোর মধ্যে কলাপাড়া অন্যতম। বর্মী রাজা বোদোফায়া কয়েক শ' বছর আগে রাখাইনদের মাতৃভূমি আরাকান দখল করে নিলে এ সম্প্রদায় কলাপাড়া, গলাচিপা ও কক্সবাজার এলাকায় বসতি স্থাপন করে। কলাপাড়া নামটিও তাদেরই দেয়া। তাদের হাতেই প্রতিষ্ঠিত কলাপাড়া সমবায় রাইস মিল, ম্যাচ ফ্যাক্টরিসহ নানা প্রতিষ্ঠান। কিন্তু অসাধু বাঙালির প্রতারণা ও জমি দখলের কারণে এখন তারা এ এলাকায় সংখ্যালঘু। সেই সঙ্গে বিলীন হয়ে গেছে তাদের প্রতিষ্ঠিত এসব প্রতিষ্ঠান। কলাপাড়া পুরনো স্টিমার ঘাট সংলগ্ন রাখাইনপাড়ার মন্দিরের জমি দখল করে সম্প্রতি উপজেলা বিএনপি অফিস নির্মাণের কাজ শুরু করে। রাখাইনদের প্রতিবাদ ও পত্রপত্রিকায় এ সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশের পর এই নির্মাণ কাজ এখন বন্ধ রয়েছে। কলাপাড়ার রাখাইন সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি বয়োবৃদ্ধ উসুয়ে অভিযোগ করেন, তাঁকে জড়িয়ে বিএনপি সমর্থিত কয়েকটি পত্রিকায় তাঁকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হয়েছে। তাঁকে অভিহিত করা হচ্ছে 'আন্তর্যাতিক চেরাচালান চক্রের সদস্য' ও 'অস্ট্রেলীয় নাগরিক অংসাংচিকে নিয়ে দেশের ভাবমূর্তি বিনষ্টের অপপ্রচারকারী হিসাবে। সারা জীবন বাম রাজনীতি করা এ মানুষটি আরও অভিযোগ করেন, মন্দিরের জমি দখলের বিরোধিতা করার কারণে তাঁর ব্যক্তিগত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানও টার্গেট হয়ে গেছে।

এমনই অপপ্রচারের আরেক টার্গেট অংসাচিং। সারা জীবন থেকেছেন অস্ট্রেলিয়ায়। তিনি সেখানকার নাগরিকও। কিন্তু শেষ বয়সে চলে এসেছেন মাতৃভূমিতে। স্ত্রী-সন্তানরা এখনও অস্ট্রেলিয়ায়। মন্দিরের জমি দখলের প্রতিবাদ করায় তাঁর বিরুদ্ধেও অপপ্রচার ও চরিত্র হননের চাকু চালানো হচ্ছে।এমনকি এ সম্প্রদায়ের যাঁরা বিএনপি করেন, বিএনপির বিভিন্ন কমিটিতে রয়েছেন তাঁরাও বিএনপি নেতাদের এ কাজে বিরক্ত। এমনই একজন নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, 'মন্দিরের জমি দখলের প্রতিবাদ করায় বিএনপি নেতারা আমাকে এখন সহ্য করতে পারছে না। আমার সম্প্রদায়ের ওপর এমন একটা অন্যায় হবে, আমরা তা মেনে নেই কি করে? রাখাইন নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন, এ পাড়ার রাখাইন মন্দিরের এক একর ১৯ শতাংশ জমি বৌদ্ধ ভিক্ষু উজওয়ানার নামে রেকর্ডকৃত। এ জমি থেকে পানি উন্নয়ন বোর্ড বেড়িবাঁধ নির্মাণের জন্য ৪৮ শতাংশ জমি হুকুমদখল করে। জনস্বার্থে হুকুমদখল করার কারণে রাখাইন সম্প্রদায় এই জমির কোন ক্ষতিপূরণও নেয়নি। পরবর্তীতে পানি উন্নয়ন বোর্ড হুকুমদখল করা জমি মন্দিরের ব্যবহারের জন্য অনুমতি প্রদান করে। সেই সঙ্গে ব্যক্তিস্বার্থে এ জমি দখল বা ব্যবহার করা যাবে না বলেও নির্দেশনা জারি করে।

জানা যায়, জাতীয় পার্টি সরকারের সময় থেকে মন্দিরের জমি দখল প্রক্রিয়া শুরু হয়। সে সময় রিক্সাচালক সমিতির অফিস করা হয় মন্দিরের জমি দখল করে। বিষয়টি তৎকালীন মন্ত্রী সুনীল গুপ্তকে জানানো হয়। তিনি মন্দিরের অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করার জন্য জেলা প্রশাসককে নির্দেশ দিলেও পরে তা মানা হয়নি। রাখাইন সম্প্রদায়ের সদস্যরা দাবি করেছে, বিএনপি অফিসের ভিত্তিপ্রস্তরটি অপসারণ করা হোক। তা নাহলে আবার যে বিএনপি অফিসের নির্মাণ কাজ শুরু হবে না তার নিশ্চয়তা নেই। আর তাই কাটছে না আতঙ্ক।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৭ অক্টোবর ২০০৩

(১৯১৭)
মাগুরায় প্রতিমা বিসর্জন
তরুণী লাঞ্ছিত করার চেষ্টা ভাঙচুর মারধর আহত ১০

মাগুরা, ৬ অক্টোবর, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রবিবার সন্ধ্যায় মাগুরার শালিখা ও সদর উপজেলা সীমান্তের ফটকী নদীতে দুর্গা প্রতিমা বিসর্জনের জন্য প্রতিমা এনে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মহিলা ও মেয়েরা প্রতিমা বরণ করার সময় কিছু উশৃঙ্খল যুবক এক তরুণীকে লাঞ্ছিত করার চেষ্টা করলে সংখ্যলঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের বাঁধা দিলে দুর্গা প্রতিমা ভাংচুর ও সংখ্যালঘুদের মারপিট করেছে। এই ঘটনায় ১০ জন আহত হয়েছে।

অভিযোগে প্রকাশ, মাগুরা সদর ও শালিখা উপজেলার সীমান্তে প্রবাহিত ফটকী নদীতে রবিবার বিজয়া দশমীর দিনে হাটবাড়িয়া গ্রামের প্রতিমা বিসর্জনের জন্য ফটকী নদীতে আনা হয়। এই সময় প্রতিমা বরণের পাশাপাশি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের তরুণীরা আনন্দ করার সময় কিছু যুবক এক তরুণীকে লাঞ্ছিত করার চেষ্টা করলে সংখ্যালঘু ব্যক্তিরা তাদের বাধা দিলে ক্ষিপ্ত হয়ে যুবকরা জোটবদ্ধ হয়ে এসে হামলা চালায় ও প্রতিমা ভাংচুর করে। এই সময় একটি বাড়িতে হামলার ঘটনা ঘটে।

এ ব্যাপারে শালিখা থানায় যোগাযোগ করা হলে ডিউটি অফিসার জানান, এক তরুণীকে উত্ত্যক্ত করার ঘটনা ঘটেছে, তবে প্রতিমা ভাংচুর করার ঘটনা ঘটেনি।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৭ অক্টোবর ২০০৩

(১৯১৮)
দশমিনায় গৃহবধূকে পাশবিক নির্যাতন

দশমিনা প্রতিনিধি ঃ সোমবার গভীর রাতে দশমিনার বেতাগী শান্তিপুর গ্রামে ডাকাতির সময় এক সংখ্যালঘু গৃহবধূ দুর্বৃত্তদের পাশবিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। এই গৃহবধূ পরের দিন মঙ্গলবার দশমিনা থানায় মামলা করলে পুলিশ মোশারেফ, অলি ও নিমাই নামক তিন দুর্বৃত্তকে গ্রেপ্তার করে। মামলার এজাহারে অভিযোগ করা হয়েছে, ওই রাতে ৮/১০ জনের একটি দুর্বৃত্ত দল ওই গ্রামের এক সংখ্যালঘুর গৃহে ঢুকে ডাকাতির সময় গৃহকর্তার স্ত্রীকে ধর্ষণ করে। এ সময় দুর্বৃত্তরা পাশের ঘরেও ডাকাতি করে।

যুগান্তর, ৯ অক্টোবর ২০০৩

(১৯১৯)
মুক্তি পায়নি খাগড়ার অপহৃত দুই ব্যবসায়ী
এলাকায় উত্তেজনা শঙ্কা দুটোই রয়েছে

পার্বত্য অঞ্চল প্রতিনিধি ঃ অপহরণের ৩ দিন পরও খাগড়া বাজারের অপহৃত দু' ব্যবসায়ীকে উদ্ধার করতে না পারা এবং নানিয়ারচরে একজন হত্যা ও অন্য একজনকে মারাত্তক জখম করাকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলোয় উত্তেজনার পাশাপাশি শঙ্কা বিরাজ করছে। অন্যদিকে ঘটনাগুলোর সাথে সম্পৃক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তার করার জোর দাবি জানিয়েছে জনসংহতি সমিতি ও পার্বত্য গণপরিষদ নেতৃবৃন্দ।

রাঙ্গামাটি জেলার কাউখালী উপজেলার খাগড়া বাজার থেকে ৬ই অক্টোবর সন্ধ্যা ৭টায় অপহৃত ব্যবসায়ী পরিমল (৪৫) ও তপন মিত্রকে (৩৫) অপহরণের ৩ দিন পরও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। এদের উদ্ধারে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা তৎপরতা চালালেও কোন লাভ হয়নি। অপহৃতদের মুক্তির জন্য অপহরণকারীরা কোন মুক্তিপণ দাবি করেছে কিনা তা জানা না গেলেও নির্ভরযোগ্য সূত্র জানিয়েছে, অপহৃতদের পরিবারবর্গ এ পথে পা বাড়িয়েছেন। এ অপহরণের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি (জেএসএস) কাউখালী উপজেলা শাখা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিবিরোধী সংগঠন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) দায়ী করে অপহৃতদের উদ্ধার ও অপহরণকারীদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছে। সংগঠনের সভাপতি সুভাস চাকমা ও সাধারণ সম্পাদক অনিত চাকমা এক বিবৃতিতে এ দাবি জানান। তাদের মতে, ৬ই অক্টোবর সন্ধ্যায় ইউপিডিএফ-এর চিহ্নিত সন্ত্রাসী দিপেন্দু চাকমা, মিলন চাকমা অমলেন্দু চাকমার (প্রাক্তন মেম্বার) নেতৃত্বে ৪০ থেকে ৫০ জনের একটি সশস্ত্র দল এ অপহরণের ঘটনা ঘটিয়েছে। বিবৃতিতে দাবি করা হয়, ঘটনাস্থল থেকে মাত্র ৪০ থেকে ৫০ গজ দুরে আর্মড পুলিশ ব্যাটেলিয়নের অবস্থান থাকলেও পুলিশ অপহৃদতদের উদ্ধার ও অপহরণকারী সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তারে কোন তৎপরতা দেখায়নি। এতে আরো অভিযোগ করা হয়, চুক্তিবিরোধীরা এ যাবৎ খাগড়া এলাকায় নানা সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ও চাঁদাবাজি চালালেও তাদের গ্রেপ্তারের ব্যাপারে প্রশাসনের তরফ থেকে এ পর্যন্ত কোন কার্যকর পদক্ষেপ দেখা যায়নি। যে কারণে চুক্তিবিরোধীরা তাদের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ দিন দিন বৃদ্ধি করে চলেছে।

সংবাদ, ১০ অক্টোবর ২০০৩

(১৯২০)
মোরেলগঞ্জে ওসি ইউসুফকে বাদ দিয়ে সবিতা ধর্ষণ মামলার গোপন চার্জশিট

বাগেরহাট প্রতিনিধি ঃ অবশেষে জেলার মোরেলগঞ্জের চাঞ্চল্যকর সবিতা রাণী ধর্ষণ ও হত্যা মামলায় আলোচিত ওসি ইউসুফ আলী খানকে বাদ দিয়ে গোপনে আদালতে চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা আঃ সালাম বহরবুনিয়া ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি সাইদুল মল্লিককে প্রধান আসামি করে ১৩ জনের নামে চার্জশিট দাখিল করেন বলে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বাদি পক্ষের কৌসুলী জানান। ওসি ইউসুফ আলীকে বাদ দিলেও তার শ্যালক টিপু সুলতানকে চার্জশিটে ১৩ নম্বর আসামি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। সরকারি কৌসুলির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সবিতা গণধর্ষণ ও হত্যা মামলার ঘটনায় ওসি ইউসুফ আলী ও তার শ্যালক টিপু সুলতানকে শনাক্ত করে আসামি হিসেবে আদালতে তাদের বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ দেন।

গত ৪ জুন গভীর রাতে তরুণী সবিতা রাণী পিতার বাড়িতে গণধর্ষণ ও হত্যার শিকার হয়। এর আগে তার পিতা রতিকান্ত সাদিয়াল ও ভাই মিন্টু সাদিয়ালকে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে জেলে পাঠানো হয়। পুলিশ সবিতাকে গণধর্ষণের বিষয়টি সম্পূর্ণ চেপে যায় এবং এক পর্যায়ে প্রভাবশালীদের পক্ষ নিয়ে প্রতিপক্ষদের ফাঁসানোর চেষ্টা চালায়। এ ব্যাপারে যুগান্তরসহ বিভিন্ন পত্রিকায় লেখালেখি হলেও খুলনা রেঞ্জের ডিআইজি এমএ আজিজ সরকার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। সবিতা ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনায় ব্যাপক অনিয়ম ও দায়িত্বহীনতার অভিযোগ এনে ওসি ইউনুস আলীকে সাসপেন্ড করা হয়। বর্তমানে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলার শুনানী চলছে।

এদিকে দীর্ঘ ৫ মাস পর দাখিলকৃত চার্জশিটের আসামিদের মধ্যে নূর মোহাম্মদ মল্লিক, টুকু খাঁ নামে তিনজনকে গ্রেফতার করা হলেও অন্য কোন আসামীকে ধরা হয়নি। সন্দেহভাজন হিসেবে আটককৃত আঃ গফফারকে চার্জশিট থেকে বাদ দেয়া হয়। মোরেলগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যুগান্তরকে জানান, তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় ওসি ইউসুফকে চার্জশিট থেকে বাদ দেয়া হয়েছে।

যুগান্তর, ১০ অক্টোবর ২০০৩

(১৯২১)
দৌলতপুরে গুলি ও বোমা ফাটিয়ে দেড় লাখ টাকা ছিনতাই

খুলনা ব্যুরো ঃ নগরীর দৌলতপুরে গতকাল প্রকাশ্য দিবালোকে সন্ত্রাসীরা গুলিবর্ষণ ও বোমা ফাটিয়ে পাট রফতানিকারক প্রতিষ্ঠান আকুনজি ব্রাদার্সের দেড় লাখ টাকা ছিনতাই করে নিয়ে গেছে। এ সময় ওই প্রতিষ্ঠানের ক্যাশিয়ার বিদ্যুৎ কুমার ঠাকুর (৪৫) গুলিবিদ্ধ ও কর্মচারী টিপু হাওলাদার (৩৫) হাতুড়ির আঘাতে আহত হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার দুপুর সোয়া ১২ টার দিকে মেসার্স আকুনজি ব্রাদার্সের ক্যাশিয়ার বিদ্যুৎ কুমার ঠাকুর সোনালী ব্যাংক দৌলতপুর শাখা থেকে দেড় লাখ টাকা উত্তোলন করেন। তিনি ঐ টাকা ব্যাগে করে রিকশাযোগে আকুনজি ব্রাদার্সের অফিসে যাচ্ছিলেন। খান এ সবুর রোডের পলি ক্লিনিকের পার্শ্ববর্তী আকুনজি ব্রাদার্সের অফিসের সামনে পৌঁছলে ৫/৬ জনের একদল সন্ত্রাসী বেবিট্যাক্সিযোগে তার গতিরোধ করে। সন্ত্রাসীরা তার কাছ থেকে টাকা ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করলে তিনি বাধা দেন। এ সময়ে সন্ত্রাসীরা ২/৩ রাউন্ড গুলি ও ২টি বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। এতে বিদ্যুৎ কুমার ঠাকুর গুলিবিদ্ধ হন। ওই প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী টিপু হাওলাদার

এগিয়ে গেলে সন্ত্রাসীরা তাকে হাতুড়ি দিয়ে পেটায়। এক পর্যায়ে সন্ত্রাসীরা টাকা ছিনতাই করে বেবিট্যাক্সিযোগে আড়ংঘাটার দিকে চলে যায়। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।

গুলিবিদ্ধ বিদ্যুৎ কুমার ঠাকুরকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহত টিপু হাওলাদার প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছে। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে একটি অস্ত্রের ট্রিগার গার্ড ও বিস্ফোরিত বোমার আলামত উদ্ধার করেছে। শ্রমিকদের মজুরি দেয়ার জন্য ব্যাংক থেকে দেড় লাখ টাকা উত্তোলন করা হয়েছিল। ছিনতাইয়ের খবর শুনে ওই প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী এম হারুন অর রশীদ ঢাকা থেকে খুলনার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন। এ ব্যাপারে দৌলতপুর থানায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।

যুগান্তর, ১০ অক্টোবর ২০০৩

(১৯২২)
চট্টগ্রামে স্বর্ণের দোকানে লুট

চট্টগ্রাম ব্যুরো ঃ চট্টগ্রাম মহানগরীর পতেঙ্গা থানাধীন স্টিলমিল বাজার এলাকায় অস্ত্রধারী একদল সন্ত্রাসী অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে স্বর্ণের দোকানে লুটপাট চালিয়েছে। গত বুধবার রাতে মেরী গিনি হাউজ নামের স্বর্ণের দোকানে লুটপাট চলে। অস্ত্রধারীরা এ সময় ৫০ ভরি স্বর্ণালংকার, ৪০ ভরি রূপার অলংকার, নগদ ২০ হাজার টাকাসহ কয়েক লাখ টাকার মালামাল লুট করে নেয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে শাহ আলম (২৫) নামে এক সন্ত্রাসীকে লুণ্ঠিত ৮ ভরি স্বর্ণালংকার ও ৩০ ভরি রূপার অলংকারসহ গ্রেপ্তার করে । বন্দর জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার মাহমুদুর রহমান জানান, চার সদস্যের অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী দলটি আকস্মিকভাবে ওই দোকানে প্রবেশ করে দোকানে প্রবেশ করে দোকানের মালিক হারাধর ধর ও তার কর্মচারীকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে লুটপাট চালায়। ঘটনার পর তারা আগ্রাবাদ সিডিএ আবাসিক এলাকার বুড়ির মাজারের কাছ থেকে ওই দুর্বৃত্তকে গ্রেপ্তার করেন। এ ব্যাপারে পতেঙ্গা থানায় একটি মামলা হয়েছে।

যুগান্তর, ১০ অক্টোবর ২০০৩

(১৯২৩)
রাজধানীতেই সংখ্যালঘু পরিবারের ২ কিশোরী অপহরণ

স্টাফ রিপোর্টার ঃ এবার খোদ রাজধানীতে সংখ্যালঘু পরিবারের দুই কিশোরীকে অপহরণ করেছে তিন যুবক। সুমনা (১৪) এবং রাখি (১৩) নামের দুই সুন্দরী কিশোরীকে সোমবার অপহরণ করে নিয়ে গেছে গ্রীন রোড থেকে। গত চার দিন ধরে অপহরণকারীদের কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। তিন যুবক মুরাদ, জনি ও মামুন ঘটিয়েছে এই ঘটনা। সুমনা ও রাখির বাবা শোকে মুর্ছা যাচ্ছেন বার বার। সুমনার বড় ভাই সুমন ধানমন্ডি থানায় জিডি করেছেন। জিডির ভিত্তিতে পুলিশ জনির বাবাকে মঙ্গলবার গ্রেপ্তার করেছিল। কিন্তু ২৪ ঘন্টার মধ্যে অপহৃতদের ফেরত দেয়ার মুচলেকা দিয়ে তিনি বেরিয়ে আসেন। ২৪ ঘন্টার স্থলে ৪৮ ঘন্টা পার হলেও এখনও ফেরত দেয়া হয়নি অপহৃতদের। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সুমনার বাবা বাদী হয়ে ধানমণ্ডি থানায় মামলা করেছেন। পুলিশ মুরাদ ও জনির দু'বন্ধু লিটন ও রোমেলকে গ্রেপ্তার করে দু'দিনের রিমান্ডে নিয়েছে। তারা গোটা অপহরণ ঘটনা সম্পর্কে পুলিশকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছে।

গ্রীন রোডের তিন নম্বর গ্রীন কর্ণারের বাসিন্দা স্বপন কুমার কুণ্ডু। তিনি বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার আইনজীবী এ্যাডভোকেট মরহুম সিরাজুল ইসলামের চেম্বারের সহকারী হিসেবে কর্মরত। তাঁর মেয়ে সুমনা কুণ্ডু ধানমণ্ডির কামরুন্নেসা স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্রী। পূজা উপলক্ষে সুমনাদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছে শর্মিষ্ঠা সাহা রাখি। সে খুলনা কলেজিয়েট গার্লস স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্রী সঞ্জীব সাহার কন্যা। শারদীয় দুর্গা উৎসবে সুমনার বাবা ভারতে গিয়েছিলেন। পূজার মধ্যেই মুরাদ এবং জনির সঙ্গে পরিচয় হয় সুমনা এবং রাখির। তিন দিনের পরিচয়েই তারা এই দু'টি অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েকে নিয়ে উধাও হয়ে গেছে। এদের সঙ্গে আছে জনির খালাত ভাই আল মামুন। শামস্‌নূর সিদ্দিক জনি তেজগাঁ কলেজে পড়াশোনা করে। ওয়াসা ভবনে চাকরিও করে। তার বাবা আবু বকর সিদ্দিক সরকারের পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের শ্যামলীস্থ অফিসে হিসাব রক্ষকের চাকরি করেন। ঢাকায় থাকেন ফ্রি স্কুল স্ট্রিট রোডে। গ্রামের বাড়ি বগুড়া জেলার গাবতলী থানার নারী ওমলা ইউনিয়নে। জনির খালাত ভাই আল মামুনের গ্রামের বাড়ি বগুড়া জেলার দুপচাচিয়া থানার শাপলা গ্রামে। পিতা আবদুল গফুর মৎস ব্যবসায়ী। আর ইয়াকুব আলী মুরাদের গ্রামের বাড়ি শরীয়তপুর জেলার ভেদরগঞ্জ থানার নারায়ণপুর ভাওয়াইখালী। সেও ফ্রী স্কুল স্ট্রিট এলাকায় থাকে। ঘটনার দিন থেকেই এ তিনজন নিরুদ্দেশ রয়েছে। পারিবারিকভাবেও তাদের অভিভাবকরা কোন খোঁজ খবর দিতে পারছেন না। রিমান্ডে নেয়া জনি ও মুরাদের দু'বন্ধু বলেছে, তারা শত অনুরোধ করেও তাদের অপহরণ থেকে নিবৃত্ত করতে পারেনি।

সোমবার সন্ধ্যায় গ্রীন রোডের নিজ বাসভবনের পাশের ভোজন বিলাস হোটেলে যায় সুমনা এবং রাখি। তারপর আর তারা ফিরে আসেনি। ভোজন বিলাস হোটেলের সামনে সুমনা ও রাখির আশপাশে জনি ও মুরাদকে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছে অনেকেই। সন্ধ্যার পরও দু'মেয়ে বাড়িতে ফিরে না আসায় পরিবারের সকলের টনক নড়ে। তারা সবাই খোঁজ করতে নেমে যান। এদিন রাত ন'টায় ঋতু নামে সুমনার এক বান্ধবী বাসায় ফোন করে জানায়, সুমনা এবং রাখি নারায়ণগঞ্জে এক ভাবির বাসায় আছে। বাসার কেউ যেন কোন দুশ্চিন্তা না করে। এই ফোনের পর নারায়ণগঞ্জে সুমনাদের কোন আত্মীয় না থাকায় তারা আরো টেনশনে পড়ে যায়। সুমনার বাবা কলকাতায় থাকায় তার চাচাকে ফোন করে কর্মস্থল থেকে ঢাকায় আনা হয়। পরদিন মঙ্গলবার সুমনার বড় ভাই সুমন ধানমণ্ডি থানায় জিডি করে (নম্বর ৬৮১-৭/১০/২০০৩)। জিডির সূত্র ধরে পুলিশ জনি ও মুরাদের বন্ধু সাজ্জাদ হোসেন লিটন এবং সাইফুল হক রোমেলকে গ্রেপ্তার করে। তাদের আদালতে হাজির করে পুলিশ দু'দিনের রিমান্ডে নেয়। তারা পুলিশকে গোটা অপহরণ চিত্র এবং সংশ্লিষ্টদের ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দিয়ে নিজেদের নির্দোশ দাবি করেছে। বন্ধু হিসাবে তারা এরকম অঘটন ঘটাতে বারণও করেছিল। পুলিশ মঙ্গলবার রাতে জনির বাবাকে গ্রেফতার করে ধানমণ্ডি থানায় নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে । জিজ্ঞাসাবাদের পরে তিনি ২৪ ঘন্টার মধ্যে অপহৃত মেয়েদের ফেরত দেয়ার মুচলেকা দিয়ে বের হন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোন কূলকিনারা হয়নি। জরুরী বার্তা পেয়ে সুমনার বাবা স্বপন কুমার কুণ্ডু বুধবার সন্ধ্যায় ঢাকায় ফিরেছেন। তিনি এসে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন। কন্যাশোকে প্রলাপ বকছেন। সোমবার গভীর রাতে জনির সিলেটের শ্রীমঙ্গলে অবস্থানরত বোনের বাড়িতে খোঁজ নেয়ার জন্য রাখির বাবাসহ কয়েকজন গেছে। কিন্তু ফোনে জানানো হয়েছে, সেখানেও কোন হদিস পাওয়া যায়নি। গত তিন দিন পর্যন্ত চেষ্টা চলেছে আপোস রফা করে অপহরণকারীদের অভিভাবকদের মাধ্যমে অপহৃত দু'কিশোরীকে উদ্ধারের। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। শেষ পর্যন্ত কুমার কুণ্ডু বাধ্য হয়ে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সংশ্লিষ্ট সাতজনকে আসামী করে ধানমণ্ডি থানায় মামলা দায়ের করেছেন। পুলিশ অপহৃতদের উদ্ধারে তৎপর থাকলেও এখনও কোন ইতিবাচক ফল পাওয়া যায়নি। তবে পুলিশের একটি সূত্র ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়ে নিশ্চিত হয়েছে অপহৃতরা ঢাকার বাইরে যায়নি।

এ তথ্য অপহৃতদের পরিবার সূত্রে জানান হয়েছে। অপহৃত সুমনার বাবা স্বপন কুমার সাহা জনকণ্ঠকে বলেছেন, কারও সঙ্গেই তার ব্যক্তিগত কোন শত্রুতা নেই যে কারণে তার জীবনে এরকম ঘটনা ঘটতে পারে। তবে অতি মাত্রায় সুন্দরী হওয়াই কাল হয়ে দাঁড়াতে পারে সুমনা ও রাখির জীবনে— এ ধারণা সংশ্লিষ্ট প্রায় সকল মহলের।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১০ অক্টোবর ২০০৩

(১৯২৪)
নওগাঁয় নিরপরাধ স্বামীকে মুক্ত করতে না পেরে স্ত্রীর মর্মান্তিক মৃত্যু

নওগাঁ, ৯ অক্টোবর, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ অসুস্থ শরীরে যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়েও নিরপরাধ স্বামীকে হাজত থেকে মুক্ত করতে পারেনি দরিদ্র গৃহবধূ শ্রী লতারাণী (৩৫)। সংসারের একমাত্র কাণ্ডারি স্বামী কারাবদ্ধ থাকায় শ্রী লতার সংসারে অভাব যেন জেঁকে বসেছে। বৃদ্ধ শ্বশুর মঞ্জেশ্বর বিশ্বাস (৮২) ঠিকমতো চলতে পারেন না। শাশুড়িও একজন প্যারালাইসিস রোগী। অসুস্থ শ্রী লতা হয়ে পড়ে অচল। ৪ মেয়ের মধ্যে একটিমাত্র মেয়ের বিয়ে হয়েছে। অন্য ৩ জনও চেপে আছে কাঁধে। এসব কারণে শ্রী লতা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার স্বামী যতন কুমার কারাবদ্ধ থাকায় গ্রামবাসী তাকে বগুড়া হাসপাতালে ভর্তি করে দেয়। সেখান থেকে ফেরার পর বুধবার দুপুরে তার মৃত্যু ঘটে।

গ্রামবাসী জানায়, রাণীনগরে আওয়ামী লীগ নেতা আমজাদ মাস্টার হত্যার পর পুলিশ দেউলা গ্রাম থেকে উক্ত যতনসহ ১১ নিরপরাধ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে স্কুলছাত্রসহ অথর্ব বৃদ্ধও রয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১০ অক্টোবর ২০০৩

(১৯২৫)
বদরগঞ্জের সংখ্যালঘু ব্যবসায়ীকে উড়ো চিঠি দিয়ে চাঁদা দাবি

বদরগঞ্জ (রংপুর) থেকে সংবাদদাতা ঃ রংপুরের বদরগঞ্জ উপজেলার সাহাপাড়ার এক সংখ্যালঘু ব্যবসায়ীকে উড়ো চিঠি দিয়ে ৩০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করেছে সন্ত্রাসীরা। চিঠিতে হুমকি দেয়া হয়েছে চাঁদার টাকা না দিলে অথবা পুলিশের আশ্রয় নিলে তার ১ মেয়ে এবং ২ ছেলেকে অপহরণ করে মেরে ফেলা হবে। এ ঘটনায় পরিবারটি ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় দিন যাপন করছে।

জানা গেছে, ২৫ সেপ্টেম্বর রাতে কে বা কারা সাদা খামে হাতে লেখা একটা চিঠি সাহাপাড়ার ব্যবসায়ী সংখ্যালঘু প্রফুল্ল ঘোষের শয়নকক্ষের জানালা দিয়ে ছুড়ে দেয়। চিঠিতে ৩০ হাজার টাকা দাবি করা হয় এবং ওই টাকা কালো কাপড়ে বেঁধে বাড়ির পাশে একটি লেট্রিনের ওপর রাখতে বলা হয়। বদরগঞ্জ ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সাজ্জাদ হোসেন হেনা ২৯শে সেপ্টেম্বর আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভায় বিষয়টি উত্থাপন করলে ঘটনাটি ফাঁস হয়ে পড়ে।

ব্যবসায়ী প্রফুল্ল ঘোষ বলেছেন, ঘটনা প্রকাশ হয়ে গেলে পুলিশের আশ্রয় নিলে অথবা চাঁদার টাকা না দিলে চাঁদাবাজরা আমার ছেলেমেয়েদের অপহরণ করে মেরে ফেলা হবে বলে হুমকি দিয়েছে এবং আমি পুলিশের স্মরণাপন্ন হয়েছিলাম। পুলিশ মামলা গ্রহণ করেনি কিংবা আমার পরিবারের নিরাপত্তা বিধানে কোন ব্যবস্থা নেয়নি।

এদিকে চাঁদাবাজদের বেঁধে দেয়া সময়সীমা ১লা অক্টোবর শেষ হয়ে যাওয়ায় প্রফুল্ল ঘোষের পরিবারটি ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে।

এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাহবুবউল আলম বলেছেন, বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য থানার ওসিকে নির্দেশ দিয়েছে।

সংবাদ, ১১ অক্টোবর ২০০৩

(১৯২৬)
আমতলীতে সংখ্যালঘু কিশোরী অপহরণ

কলাপাড়া থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ আমতলী উপজেলার উত্তর রাওঘা গ্রামে একটি সংখ্যালঘু পরিবারের নবম শ্রেণীর ছাত্রীকে সন্ত্রাসীরা ১৮ই সেপ্টেম্বর অপহরণ করেছে।

উপজেলার হলদিয়া ইউনিয়নের উত্তর রাওঘা গ্রামের সুখরঞ্জন শীলের কিশোরী মেয়েকে (১৪) স্কুলে যাওয়ার পথে গাজীপুর গ্রামের কাছেম মৃধার ছেলে মিলনের নেতৃত্বে ৭/৮ জন সন্ত্রাসী ওঁৎপেতে ১৮ই সেপ্টেম্বর সকালে অপহরণ করে নিয়ে যায়। জানা যায়, মিলন মেয়েটিকে প্রেম নিবেদন করে ব্যর্থ হয়ে প্রকাশ্যে অপহরণ করে। এ ব্যাপারে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

সংবাদ, ১৩ অক্টোবর ২০০৩

(১৯২৭)
জবরদখলকৃত সম্পত্তি ফেরত পেতে সংবাদ সম্মেলন
নিজ ভূমিতেই পরবাসী ধামরাইয়ের বিমল

দীপক চন্দ্র পাল, ধামরাই থেকে ঃ জোরপূর্বক জমি দখলের ঘটনায় এখন নিজ ভূমিতেই পরবাসী ধামরাইয়ের বিমল চন্দ্র দে। ২৭ বছর আগে ধামরাইয়ের বাসিন্দা তৎকালীন ভূমি মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব আবদুস সামাদ তাকে ভয়ভীতি দেখিয়ে এলাকাই শুধু নয়, দেশ থেকেও বিতাড়িত করে সম্পত্তি দখল করে নেন। এরপর তেকে বারবার দেশে এসে সম্পত্তি ফেরত চাইলে তাকে হত্যা করাসহ নানা হুমকি দেওয়া হচ্ছে, মিথ্যা মামলা দিয়ে করা হচ্ছে হয়রানি।

গত রোববার বিমল দে তার বেদখল হওয়া ৪ কোটি টাকা মূল্যের সম্পত্তি ফেরত দেওয়ার দাবিতে এক সংবাদ সম্মেলন করেন। সংবাদ সম্মেলনে নিজের জীবনের করুণ কাহিনী জানিয়ে তিনি বলেন, এখন তাকেই থাকতে হচ্ছে অন্যের গলগ্রহ হয়ে। বিমল চন্দ্র দে ধামরাই পৌর এলাকার দক্ষিণপাড়ায় ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক ও থানা রোড সংলগ্ন ২২৬ শতাংশ ভূমির মালিক ছিলেন উপেন্দ্র ও হারান চন্দ্র দে সরকার। এর মধ্যে উপেন্দ্র তার দু'স্ত্রী হরিদাসী ও নন্দরাণী দে এবং একমাত্র দত্তক পুত্র তাকে (বিমল চন্দ্র দেকে) ওয়ারিশ রেখে মৃত্যুবরণ করেন। পরবর্তী সময়ে হরিদাসী ও নন্দরাণী মারা গেলে তিনি (বিমল দে) ওয়ারিশ সূত্রে উপেন্দ্র দের ষোল আনা সম্পত্তির মালিক হন। তার কাকা হারান চন্দ্র দে নিঃসন্তান অবস্থায় স্ত্রী প্রিয়বালাকে ওয়ারিশ রেখে মারা যান। প্রিয়বালাও পরবর্তী সময়ে মারা যাওয়ায় তিনি হারান দের রেখে যাওয়া সম্পত্তিরও মালিক হন। এদের সকলের আদ্য-শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সবকিছু তিনিই (বিমল দে) সম্পন্ন করেন।

পঞ্চাশোর্ধ বিমল দে আরো বলেন, তার কাকীমা প্রিয়বালা জীবিত থাকাকালীন তার আত্মীয় গাজীপুরের টঙ্গী থানার কামারগুড়ি গ্রামের শ্যামসুন্দর দের পুত্র অজিত দেকে নিজের কাছে ত্রাণ রাখলেও কখনই দত্তক নেননি। প্রিয়বালা মারা যাওয়ার পর অজিতের অভিভাবকরা তাকে

জোরপূর্বক বিয়ে করায়। কিন্তু বিয়ের মাত্র ২১ দিনের মাথায় অজিত মারা গেছে শোনা গেলেও পরবর্তী সময়ে তার লাশের কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। এ ঘটনা আজ থেকে ২৬ বছর আগের ১৯৭৬ সালের। সে সময় আবব্দুস সামাদ নামের এক যুগ্ম সচিব (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত) অজিতের স্ত্রী ইলা রাণীর কাছ থেকে আইন বহির্ভূতভাবে ১১৩ শতাংশ জমি গোপনে লিখে নেন। এরপর একদিন ভোরে আঃ সামাদ দলবল নিয়ে এসে তার ঘর বাদে জোরপূর্বক বাকি ছয়টি টিনের ঘরই ভেঙ্গে ফেলেন। পরবর্তী সময়ে তাকে হত্যার হুমকি দিয়ে তার কাছ থেকে ১১৩ শতাংশ জমি জোরপূর্বক লিখে নেন। জমির দাম ৫০ হাজার টাকা ধরা হলেও দেওয়া হয় মাত্র দশ হাজার টাকা। বাকি টাকা চাইতে গেলে তাকে পানিতে চুবিয়ে ও গুলি করে হত্যার চেষ্টা করা হয়। পরে বিভিন্ন স্থানে ধরনা দিয়েও বিমল দে কোনো সুবিচার পাননি। উল্টো হুমকির কারণে জীবন রক্ষার তাগিদে সবকিছু ফেলে স্ত্রী সন্তানসহ দেশ থেকে পালিয়ে চলে যেতে বাধ্য হন।

এরপর অনেকবার দেশে ফিরে এসে তিনি জমি উদ্ধারের চেষ্টা চালালে তাকে হত্যার হুমকি দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। বিমল দে অভিযোগ করেন, আঃ সামাদ তাকে ও সহায়তাকারীদের দেশ থেকে আবারো বিতাড়িত করার জন্য হুমকিসহ মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানির চেষ্টা চালাচ্ছে।

বিমল চন্দ্র দে আইনগতভাবে জমি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের কাছে জোর দাবি জানিয়েছেন।

ভোরের কাগজ, ১৪ অক্টোবর ২০০৩

(১৯২৮)
বরিশালে হিন্দু বাড়িতে বিএনপি ক্যাডারদের হামলা, আহত ৪

বরিশাল প্রতিনিধি ঃ গত ১ আগস্ট রাতে মাদারীপুর জেলার কালকিনি উপজেলার ডাসা ইউনিয়নের দর্শনা গ্রামের কুখ্যাত সন্ত্রাসী লিটন বাহিনীর প্রধান লিটনের নেতৃত্বে ১০/১২ জনের একদল সন্ত্রাসী একই গ্রামের ডা. সুনীল কুমার ব্যানার্জী ও হেমন্ত ব্যানার্জীর বাড়িতে চাঁদার দাবিতে হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভাংচুর,লুটপাট করে। এ সময় সন্ত্রাসীরা ডা. সুনীল ব্যানার্জী, হেমন্ত ব্যানার্জী, বিপুল ব্যানার্জীসহ বাড়ির মহিলা সদস্যদের ধারালো অস্ত্র ও লোহার রড দিয়ে কুপিয়ে ও পিটিয়ে মারাত্মক জখম করে। এদের মধ্যে হেমন্ত ব্যানার্জী ও বিপুল ব্যানার্জীকে ঐ রাতেই সংকটাপন্ন অবস্থায় বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

হামলাকারীরা সবাই স্থানীয় বিএনপি ক্যাডার লিটন বাহিনীর সদস্য বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

ভোরের কাগজ, ১৫ অক্টোবর ২০০৩

(১৯২৯)
বরিশালে এক বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে জমি দখলের অভিযোগ

বরিশাল থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক ঃ সাবেক সাংসদ ও বিটিএমসি'র চেয়ারম্যান ব্রিগেডিয়ার (অবঃ) আনোয়ার হোসেন চৌধুরীর পরিবারের বিরুদ্ধে বাকেরগঞ্জের প্রসিদ্ধ কলসকাঠি গ্রামের নিজেদের বাড়ির সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য প্রতিবেশীদের জমি জোরপূর্বক দখল করে রাস্তা নির্মাণের অভিযোগ করা হয়েছে।

বাকেরগঞ্জ উপজেলার কলসকাঠি গ্রামের নকুলেশ্বর চ্যাটার্জীর বাড়িটি কিনেছেন ১৯৯৬ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারির ভোটারবিহীন নির্বাচনে বাকেরগঞ্জ উপজেলা আসনে বিজয়ী বিএনপির প্রার্থী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) আনোয়ার হোসেন চৌধুরী। পূর্বে এই বাড়িতে যাওয়ার জন্য ৫/৬ হাত প্রশস্ত রাস্তা ছিল; কিন্তু তা দিয়ে আনোয়ার চৌধুরীর বাড়িটি দুর থেকে দেখা যায় না। আবার গাড়ি নিয়েও ঢোকা যায় না। এ অবস্থায় বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পরে আনোয়ার চৌধুরীকে বিটিএমসি'র চেয়ারম্যান করা হয়। তিনি তার বাড়ির সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য প্রতিবেশী দুটি সংখ্যালঘু ৭টি পরিবারের ও একটি মন্দিরের প্রায় ১০ শতক জমি গায়ের জোরে দখল করে ১২ ফিট চওড়া রাস্তা করার পরিকল্পনা নেন এবং পর্যায়ক্রমে রাস্তাটির প্রশস্ত তা বাড়াতে থাকেন। আনোয়ার চৌধুরীর ভাই নান্নু চৌধুরীও বিএনপি'র রাজনীতির সাথে জড়িত। গত ৫ই অক্টোবর হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের দশমী পূজার দিনে রাস্তার পার্শ্ববর্তী ৭টি বাড়ির সামনে দিয়ে দেয়াল দেয়া শুরু করে। দেয়াল নির্মাণ করতে গিয়ে তারা প্রতিবেশীদের গাছপালা কেটে ফেলে। এমনকি প্রতিবেশী ও মামাতো ভাই কামালের পিতার কবরের ওপর দিয়ে দেয়াল দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়। দেয়াল নির্মাণ করতে গিয়ে স্থানীয় সর্বজনীন পূজা মন্দিরের জমি দখল নেয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়। কিন্তু মন্দির কমিটির লোকজন বাধা দেয়ায় আপাতত দেয়াল নির্মাণের কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে। অন্যের জমি দখলের অভিযোগ সম্পর্কে কথা বলার জন্য মোবাইলে আনোয়ার চৌধুরীর সাথে ঢাকায় যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তাকে পাওয়া যায়নি। তার বাসা থেকে বলা হয় তিনি এখন মন্ত্রীর সাথে বৈঠক করেছেন।

সংবাদ, ১৫ অক্টোবর ২০০৩

(১৯৩০)
শ্রীপুরে কিশোরীকে উত্ত্যক্ত ঃ প্রতিবাদ করায় হামলা ১২ প্রতিমা ভাংচুর

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি ঃ শ্রীপুরের বাঁশকোপা গ্রামে লক্ষ্মীপূজা উৎসবে দর্শনার্থী এক কিশোরীকে উত্ত্যক্ত করার প্রতিবাদ করায় একদল যুবক হামলা চালিয়ে একজনকে আহত ও ১২টি প্রতিমা ভাংচুর করেছে। আহত যুবক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ বিল্লাল হোসেন ও পুলিশ গত সোমবার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

সরেজমিনে জানা যায়, গত শনিবার রাতে পূজা দেখতে পার্শ্ববর্তী রাজেন্দ্রপুর গ্রাম থেকে সজীব, সফিকুল, জুয়েল, হামিদ, সোহেল, ফেরদৌস, আলামীন, সেলিম, রেজেক, আমীর, কাশেম, ফয়েজ, জাহাঙ্গীর এবং শহীদুল্লার নেতৃত্বে ১৫-২০ জনের একদল যুবক বাঁশকোপা গ্রামে প্রবেশ করে। তারা বাঁশকোপা গ্রামের পূজা দর্শনার্থী এক কিশোরীকে উত্ত্যক্ত করে। স্থানীয় গ্রামবাসী এর প্রতিবাদ করলে তাদের সঙ্গে আগত যুবকদের কথা কাটাকাটি ও মৃদু হাতাহাতি হয়। এ ঘটনার পরদিন রোববার সন্ধ্যায় দুটি টেম্পোযোগে ওই যুবক দল দেশীয় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বাঁশকোপা গ্রামের ছফুর উদ্দিনের বাড়িতে হানা দিয়ে টিনের চাল, ঘরের দরজা, জানালা কোপাতে থাকে। এ সময় হামলাকারীরা দেলোয়ার হোসেন (২৮) নামে এক যুবককে কুপিয়ে আহত করে। সে এখন গাজিপুর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। হামলাকারীরা পালিয়ে যাওয়ার সময় ফয়েজ নামে এক যুবককে গ্রামবাসী আটক করে।

এ ঘটনার পর রোববার রাত আনুমানিক সাড়ে ১১টায় ১৫-১৬ জনের মুখোশধারী একদল যুবক বাঁশকোপা উত্তরপাড়া ও দক্ষিণপাড়ার দুটি মন্দিরে হামলা চালিয়ে ১২টি প্রতিমা ভাংচুর করে।

শ্রীপুর থানা পুলিশ রোববার রাত ৩টায় ঘটনাস্থলে গিয়ে গ্রামবাসীর হাতে আটক যুবক ফয়েজকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসে। এ ব্যাপারে একটি মামলা হয়েছে।

প্রথম আলো, ১৫ অক্টোবর ২০০৩

(১৯৩১)
মহালছড়িতে গ্রেপ্তারের ভয়ে পালাচ্ছে পাহাড়িরা

আজিম উল হক, মহালছড়ি থেকে ফিরে ঃ খাগড়াছড়ির মহালছড়িতে সহিংস ঘটনার প্রায় দেড় মাস পর বাঙালিরা পাহাড়িদের বিরুদ্ধে নতুন করে দুটি পিটিশন মামলা করায় গ্রেপ্তারের ভয়ে ধীরে ধীরে এলাকায় ফিরে আসা ক্ষতিগ্রস্ত পাহাড়িরা আবারও পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে ক্ষতিগ্রস্ত পাহাড়ি গ্রামগুলোতে সেনাবাহিনীর বানিয়ে দেওয়া ঘরের আয়তন নিয়ে এবং সর্বোপরি পাহাড়িদের হাতে নগদ টাকা না দিয়ে সেনাবাহিনী ঘর বানিয়ে দেওয়ায় পাহাড়িদের মধ্যে অসন্তোষ রয়েছে।

সেনাবাহিনী গত ১১ অক্টোবর থেকে নির্মাণকাজ শুরু করেছে। তারা মহালছড়িতে ৯টি পাড়ার ১৯২টি পরিবারের ৩০০ বাড়ি নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে। চট্টগ্রাম অঞ্চলের জিওসি মেজর জেনারেল মইন ইউ আহমেদ গৃহনির্মাণ কাজ প্রত্যক্ষ করতে গতকাল মঙ্গলবার মহালছড়ির বাবুপাড়া সফর করেন। তিনি ধৈর্যের সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য পাহাড়িদের প্রতি আহ্বান জানান। পাল্টাপাল্টি মামলা পরিস্থিতিকে আরো জটিল করবে মন্তব্য করে তিনি জেলা প্রশাসনের সহায়তায় বাদীবিবাদীকে নিয়ে সমঝোতার মাধ্যমে স্থানীয় সেনা কর্মকর্তাদের মামলা সমাধানের নির্দেশ দেন।

গতকাল দুপুরে মহালছড়ির ক্ষতিগ্রস্ত লেমুছড়ি ও বাবুপাড়া ঘুরে দেখা যায়, সেনাবাহিনীর জোয়ানরা বাড়ি নির্মাণকাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ১৬-২০ ফুট দৈর্ঘের বাড়ি বানানো হচ্ছে। বাড়ির আয়তনের ব্যাপারে লেমুছড়ির প্রীতিভূষণ তালুকদার জানান, সেনাবাহিনী ১৮ ফুট দৈর্ঘের একটি টিনের চালা বানিয়ে দিয়েছে। এত ছোট একটি ঘরে পরিবারের সবাই মিলে থাকা অসম্ভব। নগদ টাকা দিলে আমাদের মতো আমরা বানিয়ে নিতাম। লেমুছড়ির পটপট্যা ক্লাবের সভাপতি কিশলয় চাকমা ঘরের আয়তন নিয়ে অভিযোগের পাশাপাশি বাঙালিদের নতুন মামলা নিয়েও অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, বাঙালিরা নতুন নতুন মামলা করছে। পুলিশি আতঙ্কে পুরুষ পাহাড়িরা পালিয়ে বেড়াচ্ছে। তারা আবার যে নতুন আগুন লাগিয়ে দেবে না তার নিশ্চয়তা কোথায়?

দুপুরে মহালছড়ি জোন সদর দপ্তরে সেনা কমান্ডার মোহাম্মদ আওয়াল জানান, ৩০ লাখ টাকা বরাদ্দ পেয়েছি। এটা দিয়ে ৩০০ ঘর বানাতে হবে। একেকটি ঘরের ভাগে পড়ে ১০ হাজার টাকা।

প্রথম আলো, ১৫ অক্টোবর ২০০৩

(১৯৩২)
গৌরীপুরে গ্রাম সরকার প্রধানের ছেলের কাণ্ড
৮ মাসের অন্তঃসত্ত্বা সংখ্যালঘু তরুণী পালিয়ে বেড়াচ্ছে

গৌরীপুর (ময়মনসিংহ) থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গৌরীপুর উপজেলার রামগোপালপুর ইউনিয়নে গ্রাম সরকার প্রধানের ছেলে কর্তৃক ধর্ষিত হয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এক তরুণী ৮ মাসের অন্তঃসত্ত্বা হয়ে এখন পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

জানা গেছে, উল্লিখিত ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের দামগাঁও গ্রামের মৃত মঙ্গল চন্দ্র নমদাসের মেয়ে বাবার বাড়িতে মাসহ ৫ ভাইবোন নিয়ে বসবাস করে আসছিল। গরিব এই পরিবারের কোন অভিভাবক না থাকায় তাদের নিকটতম প্রতিবেশী ৪নং ওয়ার্ডের গ্রাম সরকার প্রধান মোঃ হোসেন আলী ফকিরের ছেলে মোঃ শামসুল হক ফকিরের এই বাড়িতে যাতায়াত ছিল। প্রভাবশালী শামসুল হক ফকির অসহায় তরুণীকে আইনানুগভাবে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তার সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক গড়ে তোলে। এক পর্যায়ে তরুণী অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। গ্রামবাসী সালিশ-দরবার ডাকে। দরবারে গ্রাম সরকার প্রধানের ছেলে মোঃ শামসুল হক ফকির কিছু সন্ত্রাসী নিয়ে উপস্থিত হয়ে সমস্ত অপরাধ অস্বীকার করে সালিশ-দরবার ডাকলে কিংবা মামলা-মোকদ্দমা দায়ের করা হলে তরুণীকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেয়। সন্ত্রাসীরা অতিসত্বর তাদের গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে বলে। সন্ত্রাসীদের অব্যাহত হুমকির মুখে ৮ মাসের অন্তঃসত্ত্বা অসহায় তরুণী তার মা ও ছোট ৫ ভাইবোনকে নিয়ে নিজ বাড়ি ছেড়ে প্রাণভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। এ ব্যাপারে এলাকাবাসী ময়মনসিংহের পুলিশ সুপারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

সংবাদ, ১৬ অক্টোবর ২০০৩

(১৯৩৩)
নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে পাকা ভবন নির্মাণ অব্যাহত
মাদারীপুরে কালীমন্দিরের সম্পত্তি বেদখল ॥ সংখ্যালঘুরা বিক্ষুব্ধ

মাদারীপুর থেকে সংবাদদাতা ঃ জেলা শহরের পুরানা জাবারের প্রায় দেড়শ' বছরের পুরোনো কালী মন্দিরের সম্পত্তি বেদখল হয়ে গেছে। এতে মাদারীপুরের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, মাদারীপুর শহরের পুরান বাজার হিন্দু সম্প্রদায়ের কালী মন্দিরের সমস্ত দেবোত্তর সম্পত্তি একটি প্রভাবশালী মহল জাল দলিলের মাধ্যমে দখল করে নিয়েছে। সেখানে তারা বাড়িঘর ও পাকা ভবন নির্মাণ করে নির্বিঘ্নে ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে। মাদারীপুর শহরের হিন্দু সম্প্রদায় তাদের কালী মন্দিরের দেবোত্তর সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য প্রধানমন্ত্রী ও ধর্মবিষয়কমন্ত্রীর কাছে আবেদন-নিবেদন ও আইনি লড়াই অব্যাহত রেখেছে।

জানা গেছে, মাদারীপুর মৌজার জেএল-১১৪, এসএ খতিয়ান ৯২১ এবং আরএস খতিয়ান ১০৯৭-এ প্রায় ৪৬ শতাংশ দেবোত্তর সম্পত্তি। ১৯৭৬ সালে দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগ তৎকালীন জনৈক প্রভাবশালী পৌর কমিশনার কর্তৃক জাল দলিলের মাধ্যমে রেজিস্ট্রি করে নেয়। বর্তমানে দেবোত্তর সম্পত্তির ওপর পাকা ভবন নির্মাণ অব্যাহত রয়েছে। বিষয়টি জেলা প্রশাসককে অবহিত করানো হলে সম্পত্তিতে পাকা ভবন নির্মাণের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। কিন্তু জেলা প্রশাসকের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে ভবন নির্মাণ অব্যাহত রাখে। এদিকে মাদারীপুর সদর থানার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ৭৫৬ নং স্মারক ও গত ৮-৮-৯৯ ইং তারিখের এক আবেদনে দেখা যায় ১। রজব আলী খান, ২। হাবিবুর রহমান মন্সি, পিতা আঃ কাদের মুন্সি, ৩। হাজী আঃ রহিম, পিতা মৃত আমজেদ আলী, ৪। আঃ জব্বার সিকদার (মাধু), পিতা- মৃত মিন্টু সিকদার, ৫। এরফান ঢালী, পিতা- অজ্ঞাত (৬) নিতাই দে, (৭) আ সালাম, পিতা- অজ্ঞাত (৮) আবুল কালাম বেপারী, পিতা- রহিম বেপারী, ঠিকানা পুরান বাজার, মাদারীপুর প্রত্যেকেই সাফ কাবলা মূল্যে দেবোত্তর সম্পত্তির উপর অধিপত্য বিস্তার করেছে। দলিলগুলো সবই এসএ রেকর্ড করা হয়েছে। সদর থানা সহকারী কমিশনার (ভূমি) বেগম সেলিনা পারভেজের এক তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, হিন্দু আইনে দেবোত্তর সম্পত্তিতে সেবাইতের আইনসম্মত কোন মালিকানা নেই এবং আইনগত প্রয়োজন ছাড়া সেবাইত দেবোত্তর সম্পত্তি স্থায়ী ইজারা দিতে পারেন না। প্রতিবেদনটি মাদারীপুরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)-এর অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের

জন্য পাঠানো হয়েছে। দেবোত্তর সম্পত্তি ইজারা বা হস্তান্তর করার বৈধতা সংশ্লিষ্ট সেবাইত বা অন্য কোন ব্যক্তির নেই। এতেই প্রমাণিত হয়েছে, উপযুক্ত প্রভাবশালী মহল অত্যন্ত সুকৌশলে ভূয়া কাগজপত্র ও জালিয়াতির মাধ্যমে দেবোত্তর সম্পত্তি দখল করে নেয়। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ হিন্দু সমাজ সংস্কার সমিতি মাদারীপুর পুরান বাজারস্থ ঐতিহ্যবাহী শ্রী শ্রী কালী মন্দিরের দেবোত্তর সম্পত্তি 'জবর-দখলের নিরোধ কল্পে' অভিযোগনামা হস্তান্তর করে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পিটিশন সেনা ঢাকা থেকে গত ৫-৩-২০০০ইং তারিখের ৬২.১৩.০৩.০০.০২.৯৯ (খণ্ড-০৪) ৩৭২ সংখ্যক এবং ২৫-৫-২০০০ইং তারিখের ৬২.১৩.০৩.০০.০০.০২.২০০০ (খণ্ড-০৫) ৮০৪ সংখ্যক চিঠির মাধ্যমে জানা দলিলের মাধ্যমে দেবোত্তর সম্পত্তি দখল সংক্রান্ত বিষয় তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মাদারীপুর জেলা প্রশাসককে নির্দেশ দেয়া হয়। জেলা প্রশাসক এ ব্যাপারে মাদারীপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে অবহিত করেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সদর সহকারী কমিশনারকে (ভূমি) তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

অন্যদিকে বাংলাদেশ হিন্দু সমাজ সংস্কার সমিতি মাদারীপুর জেলা শাখার পক্ষ থেকে পুনরায় প্রধানমন্ত্রীর কাছে মাদারীপুর কালী মন্দিরের দেবোত্তর সম্পত্তিতে অবৈধ দখলকারীদের উচ্ছেদ ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানানো প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে গত ১২-১২-২০০২ইং তারিখের ৬০.৪৯.০৩.০০.০০.০১.২০০২-১১১৮নং স্মারকে চিঠির মাধ্যমে তদন্ত ও পরীক্ষাপূর্বক বিধিমোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে এর ফলাফল কার্যালয়কে অবহিত করার জন্য মাদারীপুর জেলা প্রশাসককে নির্দেশ দেয়া হয়। জেলা প্রশাসক এ ব্যাপারে স্মারক নং- জেপ্রমা/ ওয়াকফ-দেবোত্তর-৩/৯৬ তাং ২১-০১-২০০৩ইং মোতাবেক চিঠিতে উল্লেক করেছেন, বিরোধীতায় জমিতে আইনগত জটিলতা থাকায় দেওয়ানি আদালতে আশ্রয় নেয়ার জন্য পুনরায় অনুরোধ করেছেন।

এদিকে দেবোত্তর সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য সভা, সমাবেশ, সংবাদ সম্মেলন ও স্মারকলিপি প্রদান অব্যাহত রয়েছে। গত ২০০০ সালের ৫ই জুন স্থানীয় স্বাধীনতা অঙ্গনে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, পূজা উদযাপন পরিষদ ও জাতীয় হিন্দু সমাজ সংস্কার সমিতির উদ্যোগে সকাল-সন্ধ্যা অনশন কর্মসূচি পালন করা হয়।

অনশন কর্মসূচি চলাকালে মাদারীপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান, আওয়ামী লীগ, বিএনপি, ওয়ার্কার্স পার্টি, জাসদসহ বিভিন্ন ছাত্র-যুব ও শ্রমিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সংহতি প্রকাশ করে বক্তৃতা করেন। সর্বশেষ ৩রা অক্টোবর অনশন কর্মসূচিশেষে বাংলাদেশ হিন্দু সমাজ সংস্কার সমিতি জেলা শাখার পক্ষ থেকে জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীর কাছে একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। মন্ত্রী ২৪শে অক্টোবরের মিটিংয়ে বিষয়টি সুরাহা করার আশ্বাস দেন।

সংবাদ, ১৬ অক্টোবর ২০০৩

(১৯৩৪)
নিজের ঘরেই সম্ভ্রমহানি

নরসিংদী জেলা সংবাদদাতা ঃ নিজের ঘরে থেকেও সম্ভ্রম বাঁচাতে পারল না এক হতভাগী ষোড়শী। প্রকাশ্য দিন-দুপুরে নিজ ঘরে নিজ বিছানায় শায়িত অবস্থায়ই 'গ্যাংরেপ'-এর শিকার হয়েছে সে। গত সোমবার দুপুরে নরসিংদী সদর উপজেলার কান্দাইল গ্রামে এই নারকীয় ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। জানা গেছে, কান্দাইল গ্রামের দিলীপ ভৌমিকের কন্যা বুনাইদ উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্রী, এই ষোড়শীকে স্কুলে যাবার পথে কতিপয় গুণ্ডা প্রায়ই তাকে উত্যক্ত করতো। সোমবার বিকেলে ষোড়শীর মা ষোড়শীকে নিজ ঘরে রেখে ব্র্যাক স্কুলে পড়াতে গেলে সেই সুযোগে একই গ্রামের সফিকুল ইসলামের পুত্র শহীদুল্লা, আমজাদ হোসেনের পুত্র জাকির হোসেন এবং ইব্রাহিম নামে ৩ জনের একটি কুখ্যাত গ্যাং ঘরে ঢুকে ষোড়শীকে পালাক্রমে ধর্ষণ করে। এক পর্যায়ে ষোড়শী জ্ঞান হারিয়ে ফেললে ধর্ষকরা তাকে ফেলে রেখে চলে যায়। বিকেলে ষোড়শীর মা স্কুল থেকে বাড়ী ফিরে মেয়েকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে নরসিংদী সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। এ ব্যাপারে গত মঙ্গলবার নরসিংদী সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি।

দৈনিক ইনকিলাব, ১৬ অক্টোবর ২০০৩

(১৯৩৫)
সাতক্ষীরার গ্রামে শিশুর গলিত লাশ উদ্ধার

খুলনা বুরো ঃ সাতক্ষীরা জেলার গোপালপুর থানা এলাকায় গত বুধবার একটি পরিত্যক্ত মন্দিরের ভেতর থেকে পুলিশ এক শিশুর ক্ষত-বিক্ষত গলিত লাশ উদ্ধার করে। পুলিশ জানায়, উদ্ধারকৃত লাশটি স্থানীয় নিমাই ঘোষের পুত্র দেবব্রত (৮) এর বলে তার আত্মীয়স্বজনরা শনাক্ত করে। গত ৫ অক্টোবর থেকে শিশু দেবব্রত নিখোজ রয়েছে। বিজয়া দশমীতে সে বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফেরেনি। গত বুধবার পার্শবর্তী গোবিন্দ মন্দির থেকে তার গলিত লাশ উদ্ধার হয়। পকেটে ৪ টাকা ও ৪টি মার্বেল পাওয়া যায়। পুলিশ লাশ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। ময়না তদন্তের জন্য মর্গে প্রেরণ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে নিহতের কাকা নবীন্দ্রনাথ থানায় অপমৃত্যু মামলা করেছে।

দৈনিক ইনকিলাব, ১৬ অক্টোবর ২০০৩

(১৯৩৬)
ঠাকুরগাঁওয়ে সন্ত্রাসীরা গুঁড়িয়ে দিয়েছে মন্দির ও প্রতিমা

ঠাকুরগাঁও, ১৬ অক্টোবর, নিজস্ব নংবাদদাতা ঃ বৃহস্পতিবার দুপুরে ঠাকুরগাঁওয়ের লাউথুতী গ্রামে একদল সন্ত্রাসী একটি পুরাতন ঐতিহ্যবাহী মন্দিরে হামলা চালিয়ে প্রতিমাসহ মন্দির ভাংচুর করে গুড়িয়ে দিয়েছে। আর তাদের জবরদখল কর্মকাণ্ডে বাধা দেয়ায় সন্ত্রাসীরা মন্দিরের সেবায়েত পত্নীকে মারপিট ও টানা-হেচড়া করে শ্লীলতাহানী ঘটিয়েছে।

সদর উপজেলার সুকানপুকুরী ইউনিয়নের লাউথুতি গ্রামে অবস্থিত তুরুক পাতার ধাম সংলগ্ন মন্দির ও তার জমি স্থানীয় একটি সন্ত্রাসী চক্র দীর্ঘদিন ধরে জবরদখলের চেষ্টা চালিয়ে আসছিল। বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১২টায় সন্ত্রাসীরা তুরুক পাতা ধাম মন্দিরে হামলা চালিয়ে তা ভাংচুর করে মন্দিরের জায়গা দখলের চেষ্টা চালায়। এ সময় একটি কালী মূর্তিসহ ৩টি প্রতিমা সন্ত্রাসীরা পা দিয়ে গুড়িয়ে দেয়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৭ অক্টোবর ২০০৩

(১৯৩৭)
রাজশাহীতে ধর্ষিত সংখ্যালঘু যুবতীকে উদ্ধারের পর দুই পুলিশ ও কয়েক যুবকের ফের ধর্ষণ

স্টাফ রিপোর্টার, রাজশাহী ঃ রাজশাহীর বাগমারা উপজেলার হাটগাঙ্গোপাড়ার এক সংখ্যালঘু যুবতী (১৮) পুলিশসহ ৪/৫ জন কর্তৃক গণধর্ষণের শিকার হয়েছে।

গণধর্ষণের শিকার ঐ যুবতীকে নিকটবর্তী মোহনপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। চাঞ্চল্যকর এ ঘটনায় থানায় মামলা না হলেও স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে শত শত লোক হাটগাঙ্গোপাড়ায় বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার রাতে। এ ব্যাপারে বাগমারা থানায় ফোন করেও ওসিকে পাওয়া যায়নি। জেলার এসপি আনোয়ার কামাল জানান, এ রকম কোন ঘটনার খবর তিনি জানেন না। এ প্রতিবেদকের কাছে তিনি ঘটনাটি প্রথম শুনলেন বলে মতামত দেন।

এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, বুধবার সন্ধ্যায় হাটগাঙ্গোপাড়া পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের পাশের রেডিও মেকার জালাল (২৫) ঐ যুবতীকে তার দোকানে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। যুবতীর চিৎকারে পার্শ্ববর্তী হাটগাঙ্গোপাড়া পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ধর্ষক জালাল ও ধর্ষিতাকে হাতেনাতে আটক করে। পরে তাদের বাগমারা থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। পরদিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার দুপুর ২টার দিকে বাগমারা থানার কনস্টেবল আবু বাক্কার ও আখেরকে দিয়ে ধর্ষককে আদালতে এবং ধর্ষিতাকে ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়। পথিমধ্যে মোহনপুর উপজেলার মৌগাছীতে এসে তারা ১৫ হাজার টাকার বিনিময়ে ধর্ষক জালালকে ছেড়ে দেয় এবং যুবতীকে সুস্থ করার কথা বলে অচেতন করার ঔষধ খাওয়ায়। পরে যুবতীকে নিয়ে ২ পুলিশ কনস্টেবল ও অন্যরা আবার হাটগাঙ্গোপাড়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয়। সন্ধ্যার দিকে বাগমারা উপজেলার কানাইশহর বিলের কাছের একটি নির্জন স্থানে নিয়ে গিয়ে ২ পুলিশ কনস্টেবলসহ ৪/৫ জনে মিলে ঐ যুবতীকে উপর্যুপরি ধর্ষণ করে। পরে রাত ১১টার দিকে যুবতীকে তার হাটগাঙ্গোপাড়াস্থ বাড়ির পাশে ফেলে রেখে চলে যায়। এলাকাবাসী রাতেই তাকে উদ্ধার করে মোহনপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে। এ খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে এলাকার লোকজন বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং হাটগাঙ্গোপাড়া বাজারে জড়ো হতে থাকে। সেখানে বিকেল ৪টার দিকে হাটগাঙ্গোপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে শত শত মানুষ ২ পুলিশসহ তাদের সহযোগি এবং ধর্ষক জালালের শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে। সমাবেশে স্থানীয় বিএনপি নেতা শহিদুল ইসলাম, আবদুল আজিজ, ছাত্রদল নেতা মোজাফফর হোসেন, ইউপি মেম্বার আবুল হোসেন, আবদুর রহমান ও মোহাম্মদ আলী প্রমুখ বক্তৃতা করেন। বক্তারা ২ পুলিশ কনস্টেবলসহ ধর্ষকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন। অন্যথায় কঠোর আন্দোলন সংগ্রাম গড়ে তোলার ঘোষণা দেন। বাগমারা থানার এসআই মোজাম্মেল হক শুক্রবার রাত ৮টার দিকে ফোন রিসিভ করেন এবং ওসি থানায় নেই বলে জানান। তিনি ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, তিনি ঘটনার কথা শুনেছেন। এর বেশি কিছু বলতে অস্বীকৃতি জানিয়ে তিনি ফোন রেখে দেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৮ অক্টোবর ২০০৩

(১৯৩৮)
গৃহবধূর শ্লীলতাহানি মামলার আসামীদের হুমকিতে নওগাঁয় সংখ্যালঘু গ্রামে আতঙ্ক

নওগাঁ, ১৭ অক্টোবর, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ নওগাঁর মান্দা উপজেলার রাঙ্গামাটিয়া গ্রামের এক সংখ্যালঘু গৃহবধূ এবং মহাদেবপুর উপজেলার ভালাইন গ্রামের আরেক গৃহবধূর শ্লীলতাহানীর পৃথক মামলায় পুলিশ আসামীদের গ্রেপ্তারে কোন আগ্রহ না দেখানোয় সংশ্লিষ্ট গ্রামগুলোতে আতঙ্ক বিরাজ করছে। বিশেষ করে রাঙ্গামাটিয়া গ্রামের সংখ্যালঘুরা ভুগছে চরম নিরাপত্তাহীনতায়।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, সন্ত্রাসীরা মাঝেমধ্যেই রাঙ্গামাটিয়া গ্রামে গিয়ে মহড়া দিচ্ছে। তাদের বিরুদ্ধে কেউ কোন কথা বললে তাকে হত্যা করা হবে বলে হুমকিও দিচ্ছে সন্ত্রাসীরা।

ওই গ্রামের নরেন্দ্র নাথ সাহা (৬০), কার্তিক চন্দ্র সাহা (৫০) ডা. ব্রজেন্দ্রনাথ, নিমাই চন্দ্র সরকার, ইউপি সদস্য দীলবর আলী ও ইউপি সদস্য সিদ্দিকুর রহমানসহ শতাধিক লোকের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, প্রতিবছরের মতো এবারেও গ্রামের গোবিন্দ মন্দির প্রাঙ্গণে লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষে হরিবাসর (কীর্তন) হচ্ছিল। গত ১০ অক্টোবর গভীর রাতে কীর্তন শুনে ওই গ্রামের নরেন্দ্র নাথ সরকারের পুত্রবধূ ভারতী রাণী (২৫) তার দেবর নিমাই চন্দ্রের সঙ্গে বাড়ি ফেরার সময় বাড়ির মাত্র ৫শ' গজ দুরে একই গ্রামের মকবুল হোসেন মুহুরীর পুত্র কাজলের নেতৃত্বে ৬/৭ জন দুর্বৃত্ত নিমাইকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে ভারতীকে পার্শ্ববর্তী ধনিচা ক্ষেতে নিয়ে গিয়ে মুখে কাপড় গুঁজে দিয়ে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র করে ধর্ষণের চেষ্টা চালায়। এ সময় ভারতী চিৎকার শুরু করলে তাকে বেদম মারপিট করে রক্তাক্ত জখম করে রেখে দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যায়। ১২ অক্টোবর এ ব্যাপারে মান্দা থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়। এই মামলার কারণে সন্ত্রাসী কাজলের লোকজন ভারতী ও তার পরিবারের সদস্যদের নানা হুমকি দিয়ে চলেছে। বুধবার মান্দা হাসপাতালে কর্তৃপক্ষ ভারতীকে রিলিজ করে দিলেও তারা আর গ্রামে ফিরে যেতে সাহস পায়নি। স্বামীসহ ভারতী তার পিত্রালয়ে আশ্রয় নিয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৮ অক্টোবর ২০০৩

(১৯৩৯)
যশোরে বুনো সম্প্রদায়ের উপর সন্ত্রাসীদের হামলা ॥ পুলিশ মোতায়েন

যশোর অফিস ঃ শহরতলীর বেলপাড়া এলাকায় সন্ত্রাসীদের হামলার প্রতিবাদে শুক্রবার সন্ধ্যায় কয়েকশ' বুনো সম্প্রদায়ের নারী-পুরুষ কোতয়ালী থানা ঘেরাও করে। বুধবার বুনো সম্প্রদায়ের সুভাসের পরিবারের উপর হামলার অভিযোগে থানায় মামলা করা হয়। পুলিশ ঐ বাহিনীর সদস্য সাহেলকে আটক করলে ক্ষুব্ধ হয়ে ওই বাহিনী পুনরায় বিকালে তাদের উপর হামলা চালালে বুনো সম্প্রদায়ের লোকজন থানা ঘেরাও করে তাদের নিরাপত্তার দাবি জানায়। ওসি তাদের এলাকায় পাঠিয়ে দিয়ে পুলিশ নিয়ে ঘটনাস্থলে যান। তৎপর সেখানে পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৯ অক্টোবর ২০০৩

(১৯৪০)
রাজশাহীর সেই ধর্ষিত মেয়েটিকে পুলিশ পতিতা হিসাবে চালানোর চেষ্টা করেছে!

স্টাফ রিপোর্টার, রাজশাহী ঃ রাজশাহীর বাগমারা উপজেলার হাটগাঙ্গোপাড়ার স্বামী পরিত্যক্তা সংখ্যালঘু হরিজন সম্প্রদায়ের ধর্ষিত মেয়েটিকে উদ্ধারের পর পুলিশ পতিতা হিসাবে অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত থাকার দায়ে কোর্টে চালান করেছিল। খোদ জেলা পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা মেয়েটিকে পতিতা হিসেবে চালান করার সত্যতা স্বীকার করলেও পরবর্তীতে সে কিভাবে দুই পুলিশ কনস্টেবলসহ ৫ জনের দ্বারা ধর্ষণের শিকার হলো সে বিষয়ে সুস্পষ্ট কোন জবাব দিতে পারেনি। ঘটনার প্রতিবাদে শনিবারও ওই এলাকায় বিক্ষোভ সমাবেশ হয়।

অন্যদিকে গণধর্ষণের ঘটনায় শনিবার বাগমারা থানায় ১৯৯৫ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। তবে মামলার বাদি গণধর্ষণের শিকার মেয়েটির ভাই সুনীল মুইমারি সাংবাদিকদের নিকট অভিযোগে বলেছে, 'দুই কনস্টেবলকে বাদ দিয়ে পুলিশ জালাল, তার নামে মামলা দায়ের করতে তাকে বাধ্য করেছে।' এদিকে শনিবার সকালে ধর্ষিত যুবতীকে মোহনপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওসিসি ইউনিটে ভর্তি করা হয়েছে। যুবতীটির ডাক্তারী পরীক্ষাও শনিবার রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে সম্পন্ন হয়। হাটগাঙ্গোপাড়ায় দ্বিতীয় দিনের মতো সাধারণ মানুষের বিক্ষোভ অব্যাহত ছিল। এ বিষয়ে জেলার এসপি আনোয়ার কামাল সাংবাদিকদের বলেছেন, 'ঘটনাটি জেলার পুঠিয়া জোনের এএসপি মোঃ ইয়াকুব আলী তদন্ত করছেন। তদন্তে কনস্টেবল আবু বক্কর ও আখের আলীর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হলে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

পুলিশের এসপি ও অন্য কর্মকর্তারা জানান, ধর্ষিতা যুবতীটির সঙ্গে অভিযুক্ত জালালের কয়েক বছর ধরে অবৈধ সম্পর্ক ছিল। বৃহস্পতিবার সকালে হাটগাঙ্গোপাড়া পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের এসআই শওকত আলী জালালসহ যুবতীকে আপত্তিকর অবস্থায় তদন্ত কেন্দ্রের পাশের জালালের রেডিও মেরামতের দোকান কাম বাড়ি থেকে আটক করে। সেখান থেকে তাদেরকে হাটগাঙ্গোপাড়া তদন্ত কেন্দ্রে আটক রাখা হয় এবং বিকালে পতিতা হিসাবে অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত থাকার দায়ে কোর্টে চালান করে। বিকাল সোয়া ৫টায় ওই মেয়েসহ জালাল ২শ টাকা করে জরিমানা দিয়ে ছাড়া পায়। এর পর যে যার মতো বাড়িতে চলে যায়। অভিযুক্ত দুই কনস্টেবল আবু বক্কর ও আখের আলী তদন্ত কেন্দ্রে গিয়ে রাত সোয়া ৮টায় রিপোর্ট করে।

অন্যদিকে ধর্ষিতা ও এলাকাবাসী জানিয়েছে, পুলিশ অভিযুক্ত দুই কনস্টেবলকে রক্ষার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। এ জন্য আদালতে পাঠানোর গল্প সাজানো হয়েছে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মেয়েটি সাংবাদিকদের বলেছে, আটক করার পর সে হাটগাঙ্গোপাড়া তদন্ত কেন্দ্রের পুলিশকে জালালের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের ইচ্ছা প্রকাশ করে। কিন্তু পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রে গিয়ে মামলা করা হবে মর্মে আশ্বাস দিলেও সেখানে পৌঁছে তাদের উভয়কে বেদম মারপিট করে। সে তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে জখমের চিহ্নও দেখায়। বিকাল ৪টার দিকে ভাড়া করা মিশুকে করে দুই কনস্টেবল, জালাল ও তাকে নিয়ে রাজশাহীর উদ্দেশ্যে রওনা হয়। তাদের পিছনে পিছনে মোটর সাইকেল নিয়ে আসে জালালের ভগ্নিপতি রাজা ও চাচাত ভাই রইচ। তাদের বহনকারী মিশুকটি সাড়ে ৫টার দিকে মোহনপুরের মৌগাছীতে এসে থামে। সেখানে দুই কনস্টেবলের সঙ্গে রাজা ও রইচ কিছুক্ষণ আলাপ করে। সেখানে তাকে মুড়ি কিনে খাওয়ানোর পরে ৫টি বড়ি খাওয়ায় সুস্থ করার কথা বলে। এরপর তার যখন জ্ঞান ফিরে আসে তখন সে কানাই শহর বিলে। সেখানে জালাল, রাজা, রইচসহ দুই কনস্টেবল এই ৫জন মিলে তাকে ধর্ষণ করে। ধর্ষণের ফলে আবারও সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। পরে রাত ১২টার দিকে হাটগাঙ্গোপাড়ার নিজ বাড়ির পাশে থেকে তাকে (ধর্ষিত যুবতী) উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

এদিকে শনিবার বাগমারার হাটগাঙ্গোপাড়া বাজারের পুলিশের পুঠিয়া জোনের এএসপি ইয়াকুব আলীসহ উপস্থিত লোকজনের সামনে আলী হোসেন নামের স্থানীয় এক এলাকাবাসী সাংবাদিকদের জানান, পুলিশ বিকাল ৪টার সময় তাদেরকে নিয়ে তদন্ত কেন্দ্র থেকে রাজশাহীর উদ্দেশ্যে রওনা হয়। বিকাল সোয়া ৫টার সময় তাদের কোন মতেই কোর্টে পৌঁছানো সম্ভব নয় বলে আলী হোসেন দাবি করেন। তাঁর এই বক্তব্যের সময় এএসপি ইয়াকুব আলী চুপচাপ থাকেন। গণধর্ষণের শিকার মেয়েটি বলেছে, 'সে কোন কোর্টে যায়নি। জরিমানাও দেয়নি। জরিমানা দেয়ার মতো কোন টাকাও তার সঙ্গে ছিল না।'

এদিকে শনিবার রাতে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত গ্রেপ্তার কেউ হয়নি। অভিযুক্ত দুই কনস্টেবলও বহাল তবিয়তে দায়িত্ব পালন করেছেন। এ নিয়ে এলাকাবাসীর মধ্যে তীব্র ক্ষোভ লক্ষ্য করা গেছে। শনিবারও হাটগাঙ্গোপাড়ায় বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এলাকার ৪ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান-মেম্বারগণ ধর্ষিত যুবতীর খোঁজখবর নিচ্ছেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৯ অক্টোবর ২০০৩

(১৯৪১)
মাগুরছড়া খাসিয়াপুঞ্জিতে সশস্ত্র দুর্বৃত্তদের হামলা, ভাঙচুর, লুট

নিজস্ব সংবাদদাতা, মৌলভীবাজার ঃ একদল সশস্ত্র দুর্বৃত্ত শুক্রবার রাতে জেলার কমলগঞ্জ উপজেলার মাগুরছড়া খাসিয়াপুঞ্জিতে হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভাংচুর করেছে। হামলার পর খাসিয়াপুঞ্জিতে বসবাসকারী ৩৫টি পরিবার বর্তমানে প্রাণভয়ে পুঞ্জীছাড়া।

জানা গেছে, শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টার সময় পুঞ্জীর পার্শ্ববর্তী বাঘমারা ও বালিগাঁও গ্রামে ৫০/৬০ জনের একদল লোক দেশীয় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে পুঞ্জীতে হামলা চালায়। হামলাকারীরা পুঞ্জীর মন্ত্রী ডিভিশন প্রধান সুচিয়াংয়ের ব্যক্তিগত কার (মৌলভীবাজার-গ-১১-০০১৭) ভাংচুর করে ও স্বর্ণালংকার, নগদ টাকাসহ প্রায় ২ লক্ষাধিক টাকার মালামাল নিয়ে যায়। পুঞ্জীর ৩৫টি পরিবার বর্তমানে পুঞ্জীছাড়া। হামলার কারণ জানা যায়নি। বর্তমানে পুঞ্জীতে পুলিশ ও বিডিআর মোতায়েন করা হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৯ অক্টোবর ২০০৩

(১৯৪২)
রাউজানে সংখ্যালঘু পরিবারের সম্পত্তি দখলের অভিযোগ

চট্টগ্রাম অফিস ঃ সন্ত্রাস কবলিত রাউজানে শ্রীধাম চন্দ্র দাস নামে এক সংখ্যালঘু পরিবারের সম্পত্তি স্থানীয় এক প্রভাবশালী ব্যক্তি জাল দলিল করে জোরদখল ও ভবন নির্মাণ করেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ব্যাপারে শ্রীধাম দাস আদালতের শরণাপন্ন হলে নিশেধাজ্ঞা জারি হওয়া সত্ত্বেও নূরুল ইসলাম মন্টু নামে ঐ প্রভাবশালী ব্যক্তি তা মানছেন না বলে অভিযোগে জানা গেছে।

বিভিন্ন মহলে পেশ করা শ্রীধামের আবেদন থেকে জানা যায়, তিনি সুলতানপুর এলাকায় তার পিতা হরগোবিন্দ দাশের সম্পত্তি ওয়ারিশসূত্রে মালিক। কিন্তু দীর্ঘদিন তার শহরে বসবাসের সুযোগ নিয়ে ঐ ব্যক্তি জাল দলিলের মাধ্যমে সম্পত্তি দখলের পর ভবন নির্মাণের কাজও শুরু করেন। ও ব্যাপারে স্থানীয় থানাকে অবহিত করা হলে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাও নির্মাণকাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন। কিন্তু অদৃশ্য শক্তিবলে ঐ ব্যক্তি ভবন নির্মাণকাজ অব্যাহত রেখে শ্রীধাম দাশকে নানারকম হুমকি দিচ্ছেন।

সবশেষে শ্রীধাম দাশ জেলা পুলিশ সুপার, অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার (উত্তর) হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরে তার সম্পত্তি ফিরিয়ে দিয়ে নিরাপত্তার আবেদন জানিয়েছেন।

ভোরের কাগজ, ২০ অক্টোবর ২০০৩

(১৯৪৩)
চিকিৎসা নিতেও দেয়নি সন্ত্রাসীরা
টুঙ্গিপাড়ায় জমি দখল করতে এসে ১৫ জনকে পিটিয়ে জখম

গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জমি দখল করতে নিয়ে একদল সন্ত্রাসী হাতুড়ি ও লাঠি দিয়ে পিটিয়ে ১৫ জনকে মারাত্মক আহত করেছে। সন্ত্রাসীরা তাদের আহত করেই ক্ষান্ত হয়নি

হাসপাতালে চিকিৎসা পর্যন্ত নিতে দেয়নি। আহতরা টুঙ্গিপাড়া স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য গেলে সেখানে গিয়ে আহতদের জোর করে বের করে দিয়েছে সন্ত্রাসী বাহিনী। এই হামলার ঘটনাটি ঘটেছে গত ১৬ অক্টোবর টুঙ্গিপাড়া থানার বড়ো ডুমুরিয়া গ্রামের জামাই বাজার নামক স্থানে।

জানা গেছে, ঐ বাজার এলাকার জনৈক প্রফুল্ল বিশ্বাসের একখণ্ড জমি দখল করার জন্য ডুমুরিয়া গ্রামের জগদীশ সন্ত্রাসী বাহিনীকে ভাড়া করে।

ঐ দিন সকাল ১১টার দিকে টুঙ্গিপাড়া সদর থেকে চারটি মোটরসাইকেলযোগে ১২ জন সন্ত্রাসী দিয়ে মহিলাসহ ১৫ জনকে পিটিয়ে মারাত্মক আহত করে। আহতদের মধ্যে রয়েছে অঞ্জলী রাণী বিশ্বাস (৩৫), কবিতা রাণী বিশ্বাস (৩৬), কাশিনাথ বিশ্বাস (৭০), অজিত বিশ্বাস (৩৫), কৃষ্ণপদ বিশ্বাস (৪০), প্রফুল্ল বিশ্বাস (৪২), ধীরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস (৫০), সতিশ চন্দ্র বিশ্বাস (৫৫) ও জয়মালা বিশ্বাস (৩২)।

ভোরের কাগজ, ২০ অক্টোবর ২০০৩

(১৯৪৪)
বরিশালে দেবোত্তর সম্পত্তি দখল করল সরকারি দলের ক্যাডাররা

বরিশাল থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক ঃ বরিশাল শহরের কাউনিয়া ব্রাঞ্চ রোডে অবস্থিত হিন্দু পরিবারের একটি দেবোত্তর সম্পত্তির একাংশ সরকারিদলের জুনিয়র ক্যাডাররা দখল করে নিয়েছে।

কাউনিয়া ব্রাঞ্চ রোডে প্রয়াত অক্ষয় কুমার মুখার্জীর একটি ভবন সহ ১ একর ৩ শতাংশ সম্পত্তির একটি বাড়ি রয়েছে। বর্তমানে বাড়িটির মালিক অক্সফোর্ড হাইস্কুলের সাবেক শিক্ষক ও বর্তমানে সিলেটে রামকৃষ্ণ মিশনে অবস্থানরত মানিক মহারাজ ও তার ভাই। বাড়িটিতে ১০/১২টি হিন্দু পরিবার বসবাস করছে। ভবনটিতে তিনটি পরিবার সপরিবারে বসবাস করছে। এর একটি পরিবার হলো আওয়ামী লীগ শাসনামলের ছাত্রলীগের ক্যাডার জসীম বাহিনীর মানিক সরকার। আওয়ামী লীগ শাসনামলে মানিক সরকার এখানে সন্ত্রাসীদের নিয়ে থাকত। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর মানিক সরকার বরিশাল থেকে পালিয়ে যায়। তার পরিবারও বরিশাল শহর ত্যাগ করে মেহেন্দিগঞ্জে বসবাস করছে। তার ঘরটি এতদিন তালাবদ্ধ ছিল। গত শুক্রবার সরকারিদলের জুনিয়র ক্যাডার সোহেল, সুমন, মামুনের নেতৃত্বে সন্ত্রাসীরা মানিক সরকারের ঘরের তালা ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকে অবস্থান নিয়েছে। এরা বাড়িতে বসবাসকারী অন্য পরিবারগুলোকে কোনরূপ কথাবার্তা না বলার জন্য নির্দেশ দিয়েছে। যদি কেউ কোন কথা বলে তবে তাদেরকেও বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবার হুমকি দেয়া হয়েছে। এখন বাড়িতে অবস্থানকারীরা সব সময়ে সন্ত্রাসীদের দ্বারা উচ্ছেদের ভয়ে ভীত হয়ে আছে।

সংবাদ, ২০ অক্টোবর ২০০৩

(১৯৪৫)
রংপুরের গ্রামে গৃহবধূ ধর্ষণের চেষ্টা করেছে সাবেক বিডিআর সুবেদার

রংপুর, ১৯ অক্টোবর, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রংপুরে বিডিআরের অবসরপ্রাপ্ত এক নায়েক সুবেদার হাজী জয়নাল (৫৫) সংখ্যালঘু দরিদ্র এক গৃহবধূকে ধর্ষণ করতে গিয়ে গ্রামবাসী মহিলাদের হাতে ধরা পড়েছে। সেখানে একটি ঘরে প্রায় দুঘন্টা আটকের পর ধর্ষক ওই গ্রামের মহিলাদের হাতে-পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়েও না পেরে অবশেষে হার্টের অসুস্থতার কথা বলে পালিয়ে গেছে। জানা গেছে, ধর্ষিতের স্বামী মানসিক ভারসাম্যহীন হওয়ায় তার স্ত্রীর প্রতি

হাজীর এ পৈশাচিক ঘটনায় গ্রামের মানুষজন ক্ষেপে উঠেছে। জেলার পীরগাছা থানার কল্যাণী ইউনিয়নের তালুক উপাসু গ্রামে শনিবার দুপুরে এ ঘটনার প্রতিবাদে এবং ধর্ষকের গ্রেপ্তার দাবিতে রবিবার সন্ধ্যায় এলাকাবাসী সেখানে এক বিক্ষোভ মিছিল বের করে। অপরদিকে হাজীর প্রভাবশালী পক্ষ ধর্ষিত এবং সংখ্যালঘু অধ্যুষিত ওই গ্রামের মানুষজনকে বিষয়টি চেপে যাবার জন্য নানাভানে চাপ প্রয়োগ ও ভয়ভীতি দেখাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২০ অক্টোবর ২০০৩

(১৯৪৬)
গৃহবধূকে ধর্ষণের অপচেষ্টা ॥ জনতার হাতে ২ দুর্বৃত্ত আটক

মৌলভীবাজার জেলা সংবাদদাতা ঃ স্বামীর বাড়ি যাওয়ার পথে ব্র্যাককর্মী তৃষ্ণারাণী দাস (২৫)-কে গত মঙ্গলবার রাতে কুলাউড়া সড়কের ইসলামপুরের কাছে মিশুক চালকের সহায়তায় অপহরণ ও ধর্ষণের চেষ্টাকালে জনতার হাতে ধরা পড়েছে ২ দুর্বৃত্ত। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় কর্মরত ব্র্যাককর্মী তৃষ্ণারাণী দাস মঙ্গলবার রাত ৮টার দিকে মৌলভীবাজার শহরের চাঁদনীঘাট বাসস্ট্যাণ্ড থেকে একটি মিশুক ভাড়া করে স্বামীর বাড়ি কুলাউড়া যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে মিশুকটি মৌলভীবাজার-কুলাউড়া সড়কের ইসলামপুর ট্রেডার্সের কাছে আসলে মিশুক চালক অপর একজন যাত্রীকে মিশুকে উঠায়। মিশুকে উঠে ঐ যাত্রী তৃষ্ণারাণী দাসকে ধর্ষণের চেষ্টা করলে সে চিৎকার করে এবং লাফ দিয়ে মিশুক থেকে পড়ে যায়। তার চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে আসলে উপস্থিত জনতা মিশুকসহ মিশুকের চালক মোঃ নূর মিয়া, পিতা মধু মিয়া, গ্রাম তালাচাতক, নাসিরনগর, বি-বাড়িয়া ও অপর সহযোগী মোঃ নূর মিয়া, পিতা সাফাত আলী, গ্রাম চারচক্র, রাজনগরকে আটক করে পুলিশের কাছে সোপর্দ করে।

দৈনিক ইনকিলাব, ২২ অক্টোবর ২০০৩

(১৯৪৭)
মতিহারের জয়পুরে গৃহবধূ ধর্ষিত

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, রাজশাহী ঃ রাজশাহী মহানগরীর মতিহার থানাধীন জয়পুর গ্রামে এবার ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এক গৃহবধূ গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিলম্বে প্রাপ্ত খবরে জানা যায়, ঘটনাটি ঘটেছে গত ১৬ই অক্টোবর দিবাগত রাত আনুমানিক সাড়ে ১১টার সময়। এর আগে ভিকটিমকে তার বাড়ি থেকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হয় অজ্ঞাত স্থানে।

ঘটনার ব্যাপারে ভিকটিমের স্বামী রাজশাহী জুট মিলের কর্মচারী ধীরেন্দ্র চন্দ্র দাস বাদি হয়ে তিনজনের নামে মতিহার থানায় ১৯শে অক্টোবর ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ৭/৩০ ধারায় একটি মামলা দায়ের করেছেন (মতিহার থানায় মামলা নম্বর- ১২, তারিখ- ১৯/১০/২০০৩)। এই মামলার এজাহার নামীয় আসামীরা হল- মতিহার থানাধীন জয়পুর গ্রামের মৃত রহিমুদ্দিনের ছেলে কামরুজ্জামান, তছলিম মণ্ডলের পুত্র মাসুদ ও খোরশেদ মন্ডলের ছেলে আবু বাক্কার। পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। আসামিরা এলাকায় প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। মামলার তদন্ত করার দায়িত্ব পেয়েছেন মতিহার থানার এসআই আবু হানিফ।

সংবাদ, ২৩ অক্টোবর ২০০৩

(১৯৪৮)
মোংলায় পূজারিকে মারধর ও প্রতিমা ভাঙচুর, এলাকায় উত্তেজনা

খুলনা থেকে নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ বাগেরহাট জেলার মোংলা উপজেলার সানবান্দা গ্রামে একটি মন্দিরের পূজারীকে তুলে নিয়ে মারপিট ও প্রতিমা ভাংচুর করার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

অভিযোগে জানা গেছে, ১৭ই অক্টোবর দুপুরে মোংলার বুড়িরডাঙ্গা সানবান্দা গ্রামের একদল চিহ্নিত সন্ত্রাসী সানবান্দা সার্বজনীন পূজা মন্দিরের পূজারি সুব্রত মণ্ডলকে মন্দির থেকে তুলে নিয়ে যায়। তাকে বেদম মারপিট করার পর অন্যদের হুমকি প্রদান করে এবং প্রতিমা ভাংচুর করে পাশের খালে ফেলে দেয়।

এ ঘটনার পর বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী বিভিন্ন দপ্তরে লিখিত অভিযোগ করেছেন। এলাকায় উত্তেজনা দেখা দিয়েছে বলে স্থানীয় জনগণ জানিয়েছে।

সংবাদ, ২৩ অক্টোবর ২০০৩

(১৯৪৯)
বরিশালে দেবোত্তর সম্পত্তির ভবন দখল করে মাদক ব্যবসা, জুয়া হিন্দু বাসিন্দারা আতঙ্কে, কালীপূজা অনিশ্চিত

বরিশাল প্রতিনিধি ঃ নগরীর কাউনিয়া ব্রাঞ্চ রোডে দেবোত্তর সম্পত্তিতে থাকা একটি ভবনের একাংশ প্রকাশ্যে দখল করে নিয়েছে বিএনপি ক্যাডাররা। দখল নিয়েই এ বাহিনী ভবনটিতে মাদক ব্যবসা ও জুয়ার আড্ডা জমিয়ে বসেছে। ঐ সম্পত্তিতে বসবাসকারী অন্যান্য বাসিন্দারা এ অভিযোগ করেছেন। এ ঘটনায় তারা আতঙ্কিত এবং ২৪ অক্টোবর কালীপূজা নিয়ে শঙ্কিত। এ বাহিনীর ভয়ে কেউ মুখ খুলতেও সাহস পাচ্ছে না। দেবোত্তর সম্পত্তির হিন্দু বাসিন্দারা এ বিষয়ে বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের মেয়র বরিশালের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী ও সংসদ সদস্য আলহাজ এড. মজিবর রহমান সরোয়ারের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

অভিযোগে জানা যায়, শুক্রবার দুপুরে ১৫/২০ জন বিএনপি ক্যাডার সোহেল ওরফে চৌধুরী সোহেলের নেতৃত্বে ধারালো অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দেবোত্তর সম্পত্তির ভবনের এক অংশে থাকা মানিক সরকারের দালানের তালা ভেঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করে এবং ঐ অংশটিকে তারা জুয়া ও মাদক ব্যবসার আখড়ায় পরিণত করে। এ সম্পত্তিতে বসবাসকারী প্রায় ৩০টি হিন্দু পরিবার এ ঘটনায় একই সঙ্গে ক্ষুব্ধ ও আতঙ্কিত। তাদের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতার বোধ তৈরি হয়েছে।

১ একর ৩০ শতাংশ জমিতে দুটি দালান, একটি রাধা গোবিন্দ মন্দির, একটি কালী মন্দির, একটি মনসা মন্দির এবং প্রায় ২০০ হিন্দু পরিবার দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করে আসছে। মানিক সরকার তার পরিবার নিয়ে একটি দালানের ৩টি কক্ষে থাকতো। কিছুদিন পূর্বে সে ভারতে যায়। মানিকের স্ত্রী এখানেই থাকতো। মাঝে মাঝে তার পিত্রালয় মেহেন্দিগঞ্জে যাতায়াত করতো। মালামালসহ তালাবদ্ধ ঘরে লোকজন না থাকার সুযোগে এ অবৈধ দখলের ঘটনা ঘটানো হয়।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে ঐ এলাকার একাধিক বাসিন্দা অভিযোগ করেছেন, সন্ত্রাসী বাহিনী ভবনটি দখলে নেওয়ার পরপরই ফেনসিডিল বিক্রি ও জুয়ার আসর বসিয়েছে। এলাকায় বিভিন্ন স্থানের দাগী সন্ত্রাসীদের আনাগোনা বেড়ে গেছে বাড়িটিতে। উচ্চ শব্দে ক্যাসেট বাজানো হচ্ছে। এতে মন্দির ও আবাসিক পরিবেশ সম্পূর্ণ বিঘ্নিত হচ্ছে।

এলাকার একাধিক সূত্র জানায়, দখলকারী সন্ত্রাসীদের সকলের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে। এদের মধ্যে জননিরাপত্তা আইনে সাজাপ্রাপ্ত আসামিসহ জেলখাটা আসামিও রয়েছে। ক্ষমতাসীন দলের কিছু লোকজনের ছত্রছায়ায় রয়েছে। নেতাদের নাম ভাঙ্গিয়ে এরা লুটে পুটে খাওয়া ও সমাজবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত রয়েছে। দেবোত্তর সম্পত্তির বাসিন্দারা তাদের শতাধিক বছরের কালীপূজা নিয়েও সংশয়ে রয়েছেন। আগামী ২৪ অক্টোবর এই কালীমন্দিরে পূজা অনুষ্ঠানের কথা রয়েছে। সন্ত্রাসীদের ভয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা বিভিন্ন লোকজনকে মৌখিকভাবে বিষয়টি জানালেও থানায় কোনো কিছু জানাতে সাহস পাচ্ছে না। পুলিশও বলছে কেউ অভিযোগ না করলে কি করা যায়?

দেবোত্তর সম্পত্তির সেবাইত রতন চ্যাটার্জীর (কালা) সঙ্গে এ ব্যাপারে যোগাযোগ করলে তিনি দখলের কথা স্বীকার করেন এবং জানান, বিভিন্ন মহলে বিষয়টি তিনি জানিয়েছেন। ক্ষোভ, ভয়, আতঙ্ক ও নিরাপত্তাহীনতায় প্রতি মুহূর্ত কাটছে দেবোত্তর সম্পত্তিতে বসবাসকারী বাসিন্দাদের। উল্লেখ্য, ইতিমধ্যেই পুলিশের বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। তবে গত দুই দিনেও কোনো পদক্ষেপ তারা নেননি, উর্ধ্বতন মহলের নির্দেশের অপেক্ষায় রয়েছেন।

এদিকে দখলকারী পক্ষের বক্তব্য, মানিক ভারতে চলে যাওয়ার আগে ঐ কক্ষটি স্থানীয় একটি ব্যক্তির কাছে হস্তান্তর করে যায়। ঐ ব্যক্তির কাছ থেকেই তারা ঘরটি ভাড়া নিয়েছেন। ভারতে অবস্থানরত মানিক সরকারও এ বিষয়টি জানে। চাবি না থাকায় তারা বাধ্য হয়ে তালা ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকেছে। এখানে তারা কোনো প্রকার অবৈধ কর্মকাণ্ড করছে না। স্থানীয়ভাবে সামাজিক সাংস্কৃতিক এবং উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনার দপ্তর হিসেবে তারা এই কক্ষটি নিয়েছে। দখলকারী পক্ষ বলছে, বরঞ্চ আওয়ামী লীগ আমলে এই কক্ষটিতে অবাধে মদ, গাঁজা, বিয়ার ও ফেনসিডিলের ব্যবসা চলতো। মানিক সরকার দেবোত্তর সম্পত্তিতে বসে অবাধে এসব অবৈধ কর্মকাণ্ড চালাতো। বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর এসব অন্যায়ের কারণেই মানিক দেশ ত্যাগ করে।

ভোরের কাগজ, ২৩ অক্টোবর ২০০৩

(১৯৫০)
মানিকগঞ্জ ও নান্দাইলে মন্দিরে অগ্নিসংযোগ ভাঙচুর

মানিকগঞ্জ সংবাদদাতা ঃ মানিকগঞ্জ পৌর সভার দাশড়া কালী খোলার এক কালী মন্দিরে বুধবার ভোর রাতে দুর্বৃত্তরা আগুন লাগিয়ে দেয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন গতকাল বৃহস্পতিবার শহরে মিছিল ও সমাবেশ করেছে। তারা দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে দুই দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। কর্মসূচিতে রয়েছে শুক্রবার কালী পূজায় প্রতিটি মন্দিরে কালো পতাকা উত্তোলন, মানববন্ধন, কালো ব্যাজ ধারণ এবং শনিবার শহরের কালী বাড়ীতে সমাবেশ।

ময়মনসিংহ (উত্তর) ও নান্দাইল থেকে সংবাদদাতা জানান, গত বুধবার গভীর রাতে নান্দাইল উপজেলার গাঙ্গাইল গ্রামে সার্বজনীন কালী পূজা মণ্ডপের কালী মূর্তি একদল দুস্কৃতকারী ভাংচুর করে। এ ব্যাপারে স্থানীয় পূজা কমিটির সভাপতি শক্তি প্রসন্ন রায় নান্দাইল থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন। হিন্দু সম্প্রদায়ের মাঝে উক্ত ঘটনায় উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক, ২৪ অক্টোবর ২০০৩

(১৯৫১)
খুলনায় ৭ সংখ্যালঘু বাড়িতে ডাকাতি

খুলনা থেকে নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ খুলনার তেরখাদা উপজেলার রামমাঝি গ্রামে ৭টি বাড়িতে বৃহস্পতিবার রাতে সশস্ত্র গণডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। ডাকাতির ঘটনা প্রকাশ না করার জন্য ডাকাতেরা হুমকি দিয়েছে ওই ৭টি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাড়ির সদস্যদের। গণডাকাতির ঘটনায় এলাকায় চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে। পুলিশ কোন ব্যবস্থা নেয়নি বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

স্থানীয় সূত্র জানায়, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ২৫/৩০ জনের সশস্ত্র ডাকাত দলটি রামমাঝি গ্রামের ননীগোপাল, সুভাস চন্দ্র,শ্মশানকুমার, মনীন্দ্রনাথ, সন্তোষ কুমার, প্রেমকুমার ও স্বপন কুমারের বাড়ি ঘিরে ফেলে অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে ডাকাতদলটি প্রতিটি বাড়ি হতে নগদ টাকা, স্বর্ণালঙ্কারসহ মূল্যবান মালামাল লুট করে নিয়ে যায়।

খুলনা মহানগরী ও জেলায় বিডিআর-পুলিশ-আনসার সমন্বয়ে গঠিত যৌথ বাহিনীর সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানের ৭ম দিনে গণডাকাতির ঘটনা ঘটে।

সংবাদ, ২৬ অক্টোবর ২০০৩

(১৯৫২)
সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা ও দেশ ত্যাগের হুমকি শ্যামা পূজা চলাকালে সোনারগাঁওয়ের পানামে মন্দিরের জমি দখলের ফের চেষ্টা ॥ ১ সন্ত্রাসী গ্রেপ্তার

সোনারগাঁও প্রতিনিধি ঃ শুক্রবার রাতে সোনারগাঁওয়ের পানাম দুর্গা মন্দিরের হিন্দু সম্প্রদায়ের শ্যামা পূজা অনুষ্ঠানে স্থানীয় দুই প্রভাবশালীর সন্ত্রাসী বাহিনী মন্দিরের সম্পত্তি পুনরায় দখল করে ঘর নির্মাণ করতে গেলে পুলিশ আসাদ উল্লাহ নামে এক সন্ত্রাসীকে গ্রেপ্তার করে। এদিকে প্রভাবশালী ব্যক্তি সুরুজ মেম্বার ও আসাদ উল্লাহ পানাম নগরের সংখ্যালঘুদের নামে মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করছে বলে অভিযোগ হয়েছে।

উল্লেখ্য, ২৯শে সেপ্টেম্বর দৈনিক 'সংবাদে' 'পানামে হিন্দু সম্প্রদায়ের দুর্গাপূজার প্রতিমা বিসর্জনের জায়গা দখল' শীর্ষক একটি প্রতিবেদন প্রকাশ হলে প্রশাসনে তোলপাড় সৃষ্টি হয়। প্রশাসন পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশের দুইদিন পর মন্দিরের দেবোত্তর সম্পত্তি থেকে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করে প্রতিমা বিসর্জনের জায়গা করে দেয়। পরে প্রভাবশালীরা তাদের অবৈধ জায়গা উচ্ছেদের আক্রোশে সংখ্যালঘুদের ১৫/২০ জনের নামে নারায়ণগঞ্জ কোর্টে একটি লুটপাটের মামলা দায়ের করেন।

সূত্রে জানা যায়, ১ বছর আগে হিন্দু সম্প্রদায়ের পানাম দুর্গামন্দিরের ৪১ শতাংশ দেবোত্তর সম্পত্তি প্রভাবশালী সরুজ মেম্বার ও আসাদ উল্লাহ সন্ত্রাসী নিয়ে দখল করে নেয়।

পানাম দুর্গা মন্দিরের সাধারণ সম্পাদকসহ অন্য সংখ্যালঘুরা অভিযোগ করে বলেন, প্রশাসন কর্তৃক অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করার পর বর্তমানে প্রভাবশালী সুরুজ মেম্বার ও আসাদ উল্লাহর সন্ত্রাসী বাহিনী রাতের আঁধারে পানামে বসবাসরত সংখ্যালঘুদের বিভিন্নভাবে ভয়ভীতি প্রদর্শন করছে এবং অবিলম্বে উচ্ছেদকৃত সম্পত্তি ফেরত দেয়া না হলে সংখ্যালঘুদের জীবন নাশের হুমকি দিচ্ছে। রাতের বেলায় মুখে কালো কাপড় বেঁধে দুর্গা মন্দিরের সাধারণ সম্পাদক শিবনাথকে গত কয়েকদিন ধরে ভারত চলে যাওয়ার হুমকি দিচ্ছে। অন্যথায় তাকে মেরে ফেলার হুমকি দেয়া হচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।

এদিকে গত শুক্রবার রাতে হিন্দু সম্প্রদায়ের শ্যামাপূজা অনুষ্ঠানের সময় আসাদ বাহিনী পুনরায় দেবোত্তর সম্পত্তিতে অবৈধভাবে ঘর নির্মাণ করতে গেলে সংখ্যালঘুরা পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ এসে আসাদ উল্লাহকে গ্রেপ্তার করে এবং ঘর নির্মাণের মালামাল আটক করে থানায় নিয়ে যায়।

সংবাদ, ২৭ অক্টোবর ২০০৩

(১৯৫৩)
কালীগঞ্জে দত্ত পরিবারের কাছে আবারও চাঁদা দাবি ॥ অন্যথায় প্রাণনাশ

কালীগঞ্জ (ঝিনাইদহ) থেকে সংবাদদাতা ঃ কালীগঞ্জ শহরের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী দত্ত পরিবারের ওপর আবারও সন্ত্রাসীরা মোটা অঙ্কের চাঁদা দাবি করেছে। চাঁদা পরিশোধে ব্যর্থ হলে প্রাণনাশ করা হবে বলে হুমকি দেয়া হয়েছে। এ ঘটনার পর ওই রাতেই পুলিশ সুপার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে তার ব্যবসা কেন্দ্রস্থলে পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা নিয়েছেন। সন্ত্রাসীদের ভয়ে দত্ত পরিবারটি চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।

অভিযোগে জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার উপজেলা শহরের মধুগঞ্জ বাজারের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বাবু অধীর দত্তের কাছে জনৈক চাঁদাবাজ এনামূল হক নাম পরিচয় দিয়ে টেলিফোনে ১ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে। ধার্যকৃত চাঁদা না দিলে তার লাশ ফেলে দেওয়া হবে বলে হুমকি দেয়। বিষয়টি থানা পুলিশে জানালে ওই রাতেই জেলা পুলিশ সুপার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে তার ব্যবসাকেন্দ্র এলাকায় সন্ধ্যার পর থেকে পুলিশি প্রহরার ব্যবস্থা নিয়েছেন।

এ ব্যাপারে ব্যবসায়ী অধীর দত্ত জানান, টেলিফোনে চাঁদা দাবি ছাড়াও ১ সপ্তাহ আগে অনুরূপভাবে চাঁদার কথা জানিয়ে ডাক মারফত তিনি ১টি চিঠি পান। উল্লেখ্য, প্রায় দেড় বছর আগে তার ছোট ভাই পরি দত্তকে একদল চাঁদাবাজ রাতের আঁধারে অপহরণ করে নিয়ে ৩দিন আটকে রেখে শারীরিক নির্যাতন করে এবং মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে মুক্তি দেয়। পুনরায় দত্ত পরিবারের ওপর সন্ত্রাসীদের চাঁদা দাবি ও অব্যাহত প্রাণনাশের হুমকিতে অধীর দত্তসহ তার পরিবারের লোকজন ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।

সংবাদ, ২৭ অক্টোবর ২০০৩

(১৯৫৪)
পীরগাছায় সংখ্যালঘু পরিবারের জমি দখল ॥ মালিক পালিয়ে বেড়াচ্ছেন

পীরগাছা (রংপুর) থেকে সংবাদদাতা ঃ পীরগাছায় অন্নদানগরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এবং অপর এক ব্যক্তির জমি দখল করার ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। সন্ত্রাসীদের হুমকির মুখে বর্তমানে ঐ ব্যক্তি পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। গত শনিবার তিনি পার্বতীপুরে নিকটাত্মীয়ের বাড়িতে পালিয়ে যাওয়ার সময় স্থানীয় সাংবাদিকদের লিখিতভাবে এ তথ্য জানান।

লিখিত অভিযোগ ও সরেজমিন গিয়ে জানা যায়, উপজেলার অন্নদানগর ইউনিয়নের অন্নদানগর গ্রামের মৃত জলেশ্বর চন্দ্রের ছেলে হরিলাল চন্দ্র পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত ১৫ শতাংশ জমিতে বাড়ি নির্মাণ করে বসবাস করছিলেন। সম্প্রতি হরিলালের প্রতিবেশী কতিপয় সন্ত্রাসীর

অত্যাচারে ঘর বাড়ি ভেঙ্গে অন্যত্র বসবাসের সিদ্ধান্ত নিলে একই গ্রামের করমত আলীর ছেলে ফজলু জোরপূর্বক ওই জমি দখল করে ঘর নির্মাণ করে। হরিলাল এর প্রতিবাদ করলে ফজলু গং তাকে প্রকাশ্যে ২৪ ঘন্টার মধ্যে এলাকা ছেড়ে যেতে হুমকি প্রদান করে। ফলে সন্ত্রাসীদের ভয়ে হরিলাল পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। এ ঘটনায় ওই এলাকার সংখ্যালঘুদের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা দেখা দিয়েছে।

সরেজমিন ঘটনাস্থল পরিদর্শনকালে এলাকার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী রুবেল মিয়া ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন। এ সময় উপস্থিত লোকজন এর বিচার দাবি করেন।

সংবাদ, ২৯ অক্টোবর ২০০৩

(১৯৫৫)
গণপিটুনির শিকার চোরের পুলিশ হেফাজতে মৃত্যু
রংপুরে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত গ্রামে সশস্ত্র হামলা ॥ লুটপাট, প্রতিমা ভাঙচুর

রংপুর থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক ঃ গণপিটুনির শিকার হয়ে পুলিশি হেপাজতে কুখ্যাত এক চোরের মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে চোরের এলাকার প্রায় দুই আড়াইশ' সশস্ত্র মানুষ সোমবার ফতেপুর গ্রামে তাণ্ডবলীলা চালায়। তারা সেখানকার ৪টি বড়িতে হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভাংচুর নগদ টাকাসহ মালামাল লুটপাট ছাড়াও লক্ষ্মীকান্তের বাড়ির প্রতিমা ভাংচুর করে। ওই সময় তারা শাহজাহান নামের এক ব্যক্তিকে তুলে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। তবে তাকে বেদম মারপিট করে। এমনিতেই চোরের সহযোগী সন্ত্রাসী এবং পুলিশী গ্রেপ্তার আতঙ্কে এলাকার পুরুষ মানুষ ঘটনার পর থেকে গ্রামছাড়া হয়ে গেছে। তার ওপর এ তাণ্ডবলীলায় গ্রামটির অনেক নারী-শিশুরাও এখন ভয়ে গ্রাম ছেড়েছে। তাণ্ডবতার সময় কেউ পুকুরে ডুবেও আত্মরক্ষা করেছে। সোমবার দুপুরে এসব ঘটনা সেখানে উপস্থিত এক ভ্যান পুলিশের সামনে ঘটেছে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান।

এলাকাবাসী জানান, বুধবার রাতে ফতেপুর গ্রামের সুদাসের করলা ক্ষেত থেকে করলা চোর ধরা পড়লেও সে গণপিটুনির শিকার হয় পরদিন ভুরারঘাট এলাকায়। অভিযোগ উঠেছে, পুলিশ কৌশলে তাদের নির্যাতন এবং হেফাজতে মারা যাওয়ার বিষয়টি আড়াল করতে ভুরাঘাট এলাকার প্রকৃত মারপিটকারীদের বাদ দিয়ে হিন্দু অধ্যুষিত ফতেপুর গ্রামের মানুষের নামে মামলা এবং তাদের নির্যাতন করছে। কারণ ফতেপুরেই সে ধরা পড়ে। ইতিমধ্যেই তার করলা ক্ষেতের মালিক বর্গাচাষী সাদাস ও তার ছেলে শচীনকে গ্রেপ্তার করে জেলহাজতে পাঠিয়েছে। এতে ওই গ্রামের সংখ্যালঘুদের মাঝে বর্তমানে চরম আতঙ্ক-উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে। তার এখন চোরের সম্ভাব্য হামলা এবং পুলিশি গ্রেপ্তার আতঙ্কে তাদের বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

জানা গেছে, বৃহস্পতিবার রাতে পুলিশি হেফাজতে মৃত্যুর পর সোমবার দুপুরে একদল পুলিশ চোরের গ্রামে যায় এবং সেখানে কয়েকজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলে জমির মালিক সুদাসের ফতেপুর গ্রামে আসে। এ সময় পুলিশের পেছনে চোরের কেরানীপাড়া গ্রামের দুই/আড়াইশ' সশস্ত্র মানুষও ফতেপুর আসে। তারা সেখানে পুলিশের উপস্থিতিতেই সুদাস, লক্ষ্মীকান্ত, খগেন ও হেমন্তের বাড়িতে ব্যাপক হামলা ভাংচুর ও লুটতরাজ চালায়। তারা সুদাসের বাড়ির লক্ষ্মী প্রতিমা ও মালামাল ভাংচুর ছাড়াও ১০ হাজার টাকা, খগেনের বাড়িতে গ্রামীণ ব্যাংক থেকে তুলে রাখা ১০ হাজার টাকাসহ মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। সোমবারের এ হামলার পর থেকে গোটা ফতেপুর গ্রামটি পরিণত হয়েছে মৃতপুরিতে। গোটা গ্রাম ঘুরেও কোন পুরুষ মানুষ সেখানে খুঁজে পাওয়া যায়নি। এলাকাবাসী জানায়, গ্রেপ্তারের আতঙ্কে সোমবারের ঘটনায় তারা থানায় গিয়ে মামলা করতে সাহস পাচ্ছে না। তারা আরও জানায়, এলাকায় কুখ্যাত চোর ডাকাত বলে পরিচিত বাউরা, শফিয়ার, শাহিনুর, খতিবসহ আরও বেশ কয়েকজন চিহ্নিত সন্ত্রাসী এসব কর্মকাণ্ডের নেতৃত্ব দিচ্ছে। পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না বলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বেশ কয়েকজন সংবাদকে জানিয়েছেন। এ ঘটনার পর থেকে ফতেপুর গ্রামে একদিকে পুলিশের গ্রেপ্তার আতঙ্ক অন্যদিকে সন্ত্রাসীদের হামলার আশঙ্কায় পুরো গ্রাম পুরুষশূন্য হয়ে পড়েছে। ঘটনার পর থেকে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত ঘটনাস্থলে পুলিশ যায়নি।

এ ব্যাপারে কোতয়ালী থানায় টেলিফোনে যোগাযোগ করা হলে ডিউটি অফিসার জানান, তারা ঘটনার খবর শুনেছেন।

সংবাদ, ২৯ অক্টোবর ২০০৩

(১৯৫৬)
বান্দরবানে সেনা গ্যারিসনের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ
৯ শতাধিক আদিবাসী পরিবার উচ্ছেদ আতঙ্কে

বান্দরবান প্রতিনিধি ঃ বান্দরবানে অবস্থিত রুমা সেনা গ্যারিসনের জন্য ৯ হাজার ৫৬০ একর জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ায় স্থানীয় আদিবাসীদের মধ্যে উচ্ছেদ আতঙ্ক বিরাজ করছে। এ বিশাল জমি অধিগ্রহণ করা হলে তিনটি মৌজার ৯ শতাধিক আদিবাসী পরিবার উচ্ছেদ হবে বলে স্থানীয় হেডম্যানরা গত শনিবার রুমা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে দাখিলকৃত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন।

মিলিটারি এস্টেট অফিস সূত্রে জানা যায়, ১৯৭৩ সালে স্থাপিত রুমা সেনা গ্যারিসনের জন্য গত ৩০ বছর ধরে ভূমি হুকুম দখল সংক্রান্ত কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। স্থানীয় জনগণের আপত্তির মুখে ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়ায় সরকারি খাসজমি ও ব্যক্তিমালিকানার জমির ওপর গ্যারিসনের সকল সেনা স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে। সম্প্রতি আবারও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে জমি হুকুম দখলের তাগিদ দেওয়া হলে সেংগুম, পান্তলা ও গালাংগ্যা মৌজার আদিবাসীদের মধ্যে উচ্ছেদ আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।

সেনা কর্মকর্তারা বলেছেন, ১৯৭৩ সালে পলি মৌজায় ১৮৭ একর জমির ওপর গ্যারিসন স্থাপন করা হয়েছিল। ১৯৭৭ সালে গ্যারিসন সেংগুম মৌজায় স্থানান্তর করে নেনানিবাসে উন্নীত করার জন্য ৯ হাজার ৫৬০ একর জমি হুকুম দখলের প্রস্তাব করা হয়। গত ৩ ফেব্রুয়ারি প্রস্তাবিত ভূমি হুকুম দখলের পুনঃতাগিদ দেওয়া হয়েছে।

সেগুম মৌজার প্রায় — একর ভূমির ওপর গ্যারিসনের সামরিক স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে। এর বাইরে সেনানিবাস বা গ্যারিসনের জন্য অতিরিক্ত কোনো জমির প্রয়োজন নেই এবং স্থানীয় জনগণকে উচ্ছেদ করে অতিরিক্ত জমি দেওয়াও সম্ভব নয়।

ইউএনওর কাছে গত শনিবার উহ্লা চিং নুমালাই মুরং, মেনরত মুরং হেডম্যান দাখিলকৃত পৃথক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ৯ হাজার ৫৬০ একর জমি অধিগ্রহণ করা হলে ৯১১টি আদিবাসী পরিবার বাস্তভিটা হারাবে। তারা বলেছেন, প্রস্তাবিত জমি সরকারি খাস বলে দাবি করা হলেও সেখানে ২ হাজার ২২৮.২০ একর রেকর্ডভুক্ত জমি, ৪ হাজার একর বন বিভাগের সংরক্ষিত বনভূমি ও আদিবাসীদের ঐতিহ্যগত সামাজিক মালিকানায় জুমের জমি রয়েছে। প্রস্ত াবিত জমি হুকুম দখল করা হলে আদিবাসীদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ঐতিহ্যগত ও অর্থনৈতিক যে ক্ষতি হবে তা অর্থ দিয়ে পুরণ করা সম্ভব হবে না।

এদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক উপমন্ত্রি মণি স্বপন দেওয়ান, বান্দরবান জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মাম্যাচিং এবং পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদের সংশ্লিষ্টরা বলেছেন, তারা বিভিন্নভাবে অধিগ্রহণের ব্যাপারে জেনেছেন। কিন্তু দাপ্তরিকভাবে কি হচ্ছে তাদের জানানো হয়নি।

অবশ্য বান্দরবানের জেলা প্রশাসক হাফিজুর রহমান ভূঁইয়া বলেছেন, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে পার্বত্য মন্ত্রণালয়কে এবং পার্বত্য মন্ত্রণালয় থেকে জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও জেলা প্রশাসক ভূমি অধিগ্রহণের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বলা হয়েছে।

প্রথম আলো, ৩০ অক্টোবর ২০০৩

(১৯৫৭)
বাগেরহাটে ছবি রাণী মণ্ডলকে ফের হুমকি দিচ্ছে বিএনপি সন্ত্রাসীরা

খুলনা থেকে নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ চিংড়ি ঘেরের দখল নিতে বাগেরহাটের রামপাল উপজেলায় ছবি রাণী মণ্ডলের ওপর পাশবিক নির্যাতনকারী বিএনপি'র সন্ত্রাসীরা পুনরায় তাকে ও তার পরিবারের সদস্যদের জীবননাশের হুমকি দিচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

খুলনা রেঞ্জের উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক (ডিআইজি) বারবার লিখিত আবেদনে ছবি রানী মণ্ডল অভিযোগ করেছেন ২০০২ সালের ২১শে আগস্ট বিএনপি'র স্থানীয় পর্যায়ের কিছু নেতা-কর্মী রামপাল উপজেলা দলীয় কার্যালয়ে ধরে নিয়ে তার ওপর চরম পাশবিক ও অমানবিক নির্যাতন চালায়।

এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ছবি রাণী মণ্ডল বাদী হয়ে রামপাল থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে বিএনপি'র রামপাল থানা আহ্বায়ক মজনু রহমান মজনে, সম্পাদক আবুল বাসার কাজী, তায়েবনূর, কামাল ইজারদার, জামাল শিকারী, জাতীয়তাবাদী যুবদল সভাপতি বজলুর রহমান পলাশ, বিএনপি সহ-সভাপতি কাজী হুমায়ুন কবির হিমু, এমদাদুল হক, এম.এ মান্নান, আলতাফ, মোস্তাফিজুর রহমান ও কামাল শিকারী, আ. ওহাব, মেঝে শিকদার, ইলি ফারাজি ও জিন্নাতকে আসামি করে একটি মামলা দায়ের করেন (মামলা নম্বর ২০.৫.২০০২)। ১৫ জনকে অভিযুক্ত করে চার্জশিট দাখিল করেছে।

সংবাদ, ৩১ অক্টোবর ২০০৩

নবেম্বর ২০০৩

(১৯৫৮)
কানাইঘাটে মন্দিরের সম্পত্তি দখলের চেষ্টা ঃ হুমকি

কানাইঘাট (সিলেট) প্রতিনিধি ঃ কানাইঘাটে রাধা মোহন জিউ মন্দিরের সম্পত্তি জোরপূর্বক দখলের চেষ্টা চালাচ্ছে একটি প্রভাবশালী মহল। ওই চক্র নানাভাবে সম্পত্তির বংশানুক্রমিক সেবাইত নির্মলেন্দু চক্রবর্তী ও নিখিল চক্রবর্তীকে হুমকি দিচ্ছে এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য। এ ব্যাপারে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে স্মারকলিপি পেশ করেছেন সেবাইত নির্মলেন্দু ও নিখিল চক্রবর্তী। অভিযোগ পাওয়া গেছে, জাল দলিলের মাধ্যমে উপজেলা কুওরঘড়ি গ্রামের তজম্মুল আলীর পুত্র ফয়েজ আহমদ রাধা মোহন জিউ দেবতার সম্পত্তির কিছু জায়গা জোরপূর্বক দখল করার চেষ্টা চালায়। এতে বংশানুক্রমিক সেবাইত নির্মলেন্দু ফয়েজ আহমদের বিরুদ্ধে স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দাবিতে আদালতে স্বত্ব মোকদ্দমা দায়ের করলে আদালত বিবাদী ফয়েজ আহমদকে মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত জমির দখলে না যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। কিন্তু আদালতে নিশেধাজ্ঞা অমান্য করে ফয়েজ আহমেদ ও তার সহযোগিরা জমি দখলের তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। নির্মলেন্দু ও নিখিল চক্রবর্তীকে নানাভাবে ভয়-ভীতি দেখাচ্ছে।

যুগান্তর, ১ নবেম্বর ২০০৩

(১৯৫৯)
রাজবাড়িতে এক রাতে ২ সংখ্যালঘুর বাড়ীতে ডাকাতি প্রতিবাদে গভীর রাতে বিক্ষোভ মিছিল

রাজবাড়ী সংবাদদাতা ঃ সদর উপজেলার চন্দনী ইউনিয়নের ডাউকি গ্রামে গত ১৬ই অক্টোবর রাতে ২ সংখ্যালঘুর বাড়ীতে সশস্ত্র ডাকাতি সংঘটিত হয়েছে। অস্ত্রের মুখে ডাকাতরা নগদ টাকাসহ ৫০ হাজার টাকার মালামাল নিয়ে গেছে।

ঘটনার দিন রাত ১০টার দিকে ৭/৮ জন সশস্ত্র ডাকাত ডাউকি গ্রামের কানু কুমার বিশ্বাসের বাড়িতে ঢুকে গৃহকর্তার নাম ধরে কাকা কাকা বলে ডাকাডাকি করে। এ সময় গৃহকর্তা দরজা না খোলায় ডাকাত দল ঘরের জানালা কুপিয়ে ভাংচুর করার পর লাথি মেরে দরজা ভেঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করে অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে নগদ ৫হাজার, মাটির ব্যাংক ভেঙ্গে আরও ৫শত টাকাসহ প্রায় ২০ হাজার টাকার মালামাল লুণ্ঠন শেষে পার্শ্ববর্তী অধিক কুমার দাসের বাড়িতে হামলা চালায়। ডাকাতরা গৃহকর্তাকে মারপিটের পর তার স্ত্রী ও কন্যার ব্যবহৃত স্বর্ণালংকার, ২০ হাজার টাকার মালামাল ও নগদ ৫ হাজার টাকা লুণ্ঠন করে।

উক্ত বাড়িতে ডাকাতিকালে প্রতিবেশী কানুকুমার বিশ্বাসের বাড়ীর লোকজনের চিৎকারে প্রতিবেশীরা সংঘবদ্ধ হয়ে ধাওয়া করলে ডাকাতরা ২ রাউন্ড গুলি করে পালিয়ে যায়। উক্ত ২ বাড়ীতে ডাকাতিকালে গৃহকর্তাদ্বয়ের কাছে ডাকাতরা মোটা অংকের চাঁদা দাবী করে এবং দাবীকৃত টাকা ৭ দিনের মধ্যে পরিশোধের নির্দেশ প্রদান করে।

গৃহকর্তারা সশস্ত্র ডাকাতদের চিনতে পারলে ডাকাতরা তাদের হুমকি দিয়ে বলে, তাদের পরিচয় পুলিশকে জানালে তাদের যুবতী মেয়েদের অপহরণ করা হবে। ডাকাতির প্রতিবাদে সংঘবদ্ধ গ্রামবাসী ইউপি চেয়ারম্যান একেএম সিরাজুল আলমের নেতৃত্বে গভীর রাতে লাঠিসোটা নিয়ে আকড়া ও ডাউকিতে বিক্ষোভ মিছিল বের করে।

রাজবাড়ী থানার ওসি আবুল খায়ের ফকির ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। এ ব্যাপারে কানু কুমার বিশ্বাস বাদী হয়ে ৪ জনসহ অজ্ঞাত কয়েকজনকে আসামী করে রাজবাড়ী থানায় অভিযোগ দায়ের করলে থানা কর্তৃপক্ষ ডাকাতির মামলা গ্রহণ না করে চাঁদাবাজির মামলা রেকর্ড করেছে। আসামীরা হচ্ছে ডাউকি গ্রামের জুয়েল, চঞ্চল, সাচ্চু ও ইব্রাহীমসহ অজ্ঞাত কয়েকজন। গত ২১শে অক্টোবর পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি।

দৈনিক ইত্তেফাক, ২ নবেম্বর ২০০৩

(১৯৬০)
বালিয়াকান্দিতে আদিবাসীর জমি দখলের চেষ্টা ॥ থানা মামলা নেয়নি

বালিয়াকান্দি (রাজবাড়ী) থেকে সংবাদদাতা ঃ উপজেলা পল্লীতে একটি আদিবাসী পরিবারের জমি জোরপূর্বক দখলের চেষ্টা চালাচ্ছে একটি প্রভাবশালী মহল। ঘটনা ঘটেছে গত ৩২শে অক্টোবর দুপুরে।

জানা গেছে, বালিয়াকান্দি উপজেলার দক্ষীণবাড়ি গ্রামের শুকুর আলী, আলম, লুৎফর, টুটুল, রমজানসহ অজ্ঞাতপরিচয় কয়েকজন যুবক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে একই গ্রামের আদিবাসী হরিদাস সিংহের নিজ তফসিলভুক্ত সম্পত্তিতে জোরপূর্বক ঘর তুলতে যায়। এতে হরিদাসের পরিবারের লোকজন বাধা দিলে তাদের লাঞ্ছিত করা হয়। এ ব্যাপারে থানায় মামলা করতে গেলে এক প্রভাবশালীর ইশারায় থানা পুলিশ মামলা নেয়নি।

সংবাদ, ২ নবেম্বর ২০০৩

(১৯৬১)
পূর্বধলায় কালীমূর্তি ভাংচুর

পূর্বধলা (নেত্রকোনা) থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ পূর্বধলার আগয়া গ্রামের খাসকিল বাড়ির কালীমন্দিরের কালীমূর্তিসহ অন্য মূর্তিগুলো দুস্কৃতকারীরা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। এতে স্থানীয় সংখ্যালঘুদের মাঝে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সকালে স্থানীয় পূজারীরা প্রতিদিনের মতো পূজা দিতে খাসখালী বাড়ির কালীমন্দিরে প্রবেশ করে দেখতে পায় কালী প্রতিমার মাথাসহ অন্যান্য প্রতিমা ভেঙ্গে পড়ে রয়েছে। বিষয়টি এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে স্থানীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের মাঝে চরম হতাশা ও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়।

সংবাদ, ২ নবেম্বর ২০০৩

(১৯৬২)
নারায়ণগঞ্জে ব্যবসায়ীর বাড়ীতে দুর্ধর্ষ ডাকাতি ১ সন্দেহভাজন গ্রেপ্তার

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি ঃ শহরের প্রাণকেন্দ্র ডিআইটি এলাকায় গত শুক্রবার রাতে এক বাড়ীতে দুর্ধর্ষ ডাকাতি হয়েছে। ডাকাতরা অস্ত্রের মুখে নগদ দেড়লাখ ও ১২ ভরি স্বর্ণালংকারসহ আড়াই লাখ টাকার মালামাল লুটে নিয়েছে। পুলিশ সন্দেহভাজন একজনকে গ্রেপ্তার করেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, শহরের অন্যতম প্রধান বিপণি কেন্দ্র ডিআইটি এলাকায় তিনতলার বাসিন্দা ব্যবসায়ী ধীরেন্দ্র চন্দ্র দাসের বাড়ীতে সশস্ত্র ঐ ডাকাত দল হানা দেয় রাত ৮টায়। ডাকাতরা ঘরে ঢুকেই অস্ত্রের মুখে গৃহকর্তী মিনা দাস, মেয়ে দীপা দাস, ছেলে সুমন দাস ও

আত্মীয় আলো সরকারকে মুখে স্কচটেপ এঁটে একসঙ্গে জিম্মি করে রাখে। এরপর আলমারি ভেঙ্গে সঞ্চয়পত্র ভাঙানো দেড় লাখ টাকা ও ১২ ভরি স্বর্ণালংকার লুটে নিয়ে সটকে পড়ে।

পুলিশ ডাকাতির ঘটনায় জড়িত সন্দেহে শহরের দেওভোগ নাগবাড়ি এলাকা থেকে সংগ্রামকে (২৫) গ্রেপ্তার করেছে। শহরের ব্যস্ততম এলাকায় সন্ধ্যারাতে এ ধরনের দুর্ধর্ষ ডাকাতির ঘটনায় সাধারণ মানুষের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে।

এ ঘটনায় নারায়ণগঞ্জ থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

ভোরের কাগজ, ২ নবেম্বর ২০০৩

(১৯৬৩)
ডাকাতি ॥ মালামাল লুট

শনিবার মধ্যরাতে উত্তর ফটিকছড়ির নারায়ণহাট ইউনিয়নের জুসখোলা গ্রামে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। ১৪/১৫ সশস্ত্র ডাকাত প্রথমে দত্ত নন্দীর বাড়িতে হানা দিয়ে পরিবারের সবাইকে বেধড়ক মারধর করে ঘরের মূল্যবান জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে যায়। ডাকাতরা পরে শক্তি মোহনদের বাড়িতে হানা দিয়ে একই কায়দায় ঘরে ঢুকে স্বর্ণালংকারসহ সব মালামাল লুট করে। এ দুটি ডাকাতির ঘটনায় ডাকাতরা আনুমানিক ৫ লক্ষাধিক টাকার সম্পদ লুট করে। থানায় মামলা হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৩ নবেম্বর ২০০৩

(১৯৬৪)
ফটিকছড়িতে স্কুলছাত্রী অপহৃত

ফটিকছড়ি প্রতিনিধি ঃ রাববার সকালে স্কুলে যাওয়ার পথে রূপালী নাথ (১৫) নামে এক স্কুলছাত্রীকে একদল সন্ত্রাসী অপহরণ করেছে। উপজেলা সদরের কাছে ধুরং-রাঙ্গামাটিয়া সড়কে এ ঘটনা ঘটে। অপহৃতার পিতার নাম বিমল নাথ।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, সবুজ রঙের ফোর স্ট্রোক ইঞ্জিনচালিত বেবিটেক্সীযোগে আসা তিন সদস্যের একটি সন্ত্রাসী দল অস্ত্রের মুখে ওই ছাত্রীকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। সে এ সময় তার স্কুল ফটিকছড়ি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে যাচ্ছিল। তার পিতা অভিযোগ করেছেন, রাউজানের পোদ্দারপাড়া এলাকার সন্ত্রাসীরা তার কন্যাকে অপহরণ করেছে।

যুগান্তর, ৩ নবেম্বর ২০০৩

(১৯৬৫)
নওগাঁয় সংখ্যালঘু বিধবার মাটির ঘর ঘেঁসে জোর করে প্রভাবশালীর ভবন নির্মাণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নওগাঁ ঃ নওগাঁর মহাদেবপুর উপজেলার ঘোষপাড়া মহল্লার সংখ্যালঘু অসহায় বিধবা মীনা মজুমদারের দীর্ঘদিনের পুরোনো মাটির ঘর ঘেঁষে জোর করে ইটের ঘর তৈরি করেছে মজিবর মাস্টার নামে এক প্রভাবশালী ব্যক্তি। প্রথমে ইটের প্রাচীর এবং পরে তার ওপর বাড়তি করে ছাদ ঢালাই দেয়ায় কার্নিসের পানি বিধবার মাটির দেয়ালের গা ঘেঁষে পড়বে। এই কথা জানিয়ে প্রভাবশালী ওই ব্যক্তিকে দেয়াল সরিয়ে নিতে বললে তার পক্ষের একদল সন্ত্রাসী অসহায় ওই মহিলাকে এবং তার সংসারের একমাত্র উপার্জনক্ষম কন্যা রীনা মজুমদারকে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করাসহ প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছে।

রীনা মজুমদার এবং তার মা মীনা মজুমদার জানান, তাঁদের সঙ্গে উক্ত প্রভাবশালী ব্যক্তির জমি নিয়ে বেশকিছু দিন থেকে বিরোধ চলে আসছে। ইতিমধ্যেই তারা মুজিবর মাস্টার গংকে বিবাদী করে আদারতে বাটোয়ারা মামলা করেছে। মামলাটি এখনও বিচারাধীন। তা সত্ত্বেও তারা জোর করে তাদের বসতবাড়ি ক্ষতি করে নিজেদের পাকাঘর তৈরি করেছে।

এ ব্যাপারে রীনা মজুমদারের ছোট ভাই বরুণ মজুমদার জানান, মজিবর মাস্টার যে স্থানে বিল্ডিং করেছে এতে ছাদের পানি পড়ে তাদের মাটির ঘরের ব্যাপক ক্ষতি হবে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে ওই মহল্লার আরেক ব্যক্তি জানালেন, পুরো সন্ত্রাসী কায়দায় এবং চরদখলের মতো করে সেখানে বিল্ডিং তোলা হচ্ছে। সে সঙ্গে সংখ্যালঘু মীনা মজুমদারের পরিবার প্রতিপক্ষের হুমকি ধমকিতে আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৪ নবেম্বর ২০০৩

(১৯৬৬)
মানিকগঞ্জে হিন্দুদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের নির্দেশ দিয়ে হরকতের চিঠি

নিজস্ব সংবাদদাতা, মানিকগঞ্জ ঃ হরকত-ই-ইসলাম আল জিহাদ নামের একটি সংগঠনের পক্ষ হতে মানিকগঞ্জের হিন্দু সম্প্রদায়ের কয়েকজনকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। চিঠির মাধ্যমে ঐ নির্দেশ দিয়ে হুঁশিয়ারি করে বলা হয়েছে, চিঠি পাওয়ার সাত দিনের মধ্যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করলে তাদের ওপর এবং পরিবারের ওপর হামলা করা হবে।

চিঠিতে আরবি ভাষায় স্বাক্ষর করেছেন সেমান বিন আবদুল্লাহ আল জিহাদী। হরকত-ই-ইসলাম আল জিহাদের সে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া উপ-কমিটির কর্তাব্যক্তি।

এ ধরনের চিঠি পেয়েছেন আওলাদ হোসেন কলেজের প্রভাষক রজত শুভ্র ঘোষ, এ্যাড. দীপক ঘোষ, তুষার কান্তি তপুসহ বেশ কয়েকজন।

রজত শুভ্র ঘোষের চিঠিটি পাঠানো হয়েছে রজতশুভ্রের বাবা রবীন্দ্র ঘোষের প্রচলিত নাম ঘোষ বাবুর নামে। এ থেকে ধারণা করা হচ্ছে ঢাকা থেকে পোস্ট করা হলেও এই সংগঠনের সঙ্গে মানিকগঞ্জের কেউ জড়িত রয়েছে।

চিঠিতে বলা হয়েছে, তোমরা মুসলিম রাষ্ট্রে বাস করেও দেশের সম্পদ অর্থ, পার্শ্ববর্তী কাফের রাষ্ট্রে পাচার করে দিচ্ছ। তোমাদের মতো কাফেরদের নির্মূল করার জন্যই এই সংগঠনের সৃষ্টি করা হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৪ নবেম্বর ২০০৩

(১৯৬৭)
বিচারপতি দেবেশ ভট্টাচার্যের বাড়ির ওপর শকুনের দৃষ্টি

কালীহাতি (টাঙ্গাইল) থেকে সংবাদদাতা ঃ যমুনার পূর্ব প্রান্ত এলেঙ্গা বাস স্টেশন থেকে অর্ধ কিলোমিটার পশ্চিমে বিচারপতি দেবেশ ভট্টাচার্যের বাড়ির ওপর লোভের দৃষ্টি পড়েছে। একটি কুচক্রী মহল বাড়িটি গ্রাস করার পাঁয়তারা করছে।

স্বদেশী আন্দোলনের সূতিকাগার ছিল এই বাড়িটি। একশ বছর আগে ভারতের কংগ্রেস নেতাদের আনাগোনা ছিল এই বাড়িতে। ছাত্রাবস্থায় দেবেশ ভট্টাচার্য স্বদেশী আন্দোলনে জেল খেটেছেন, নির্যাতন ভোগ করেছেন। বাড়িটি নির্মাণ করিয়েছিলেন বিচারপতি দেবেশ ভট্টাচার্যের দাদা ঈশান চন্দ্র ভট্টাচার্য। তার পুত্র ও দেবেশ বাবুর পিতা নরেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য স্বদেশী আন্দোলনে অনেক অবদান রেখেছেন। দেবেশ বাবুর মাতা জিতেন্দ্র বালা দেবী ছিলেন শিক্ষানুরাগী। এলেঙ্গা জিতেন্দ্র বালা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় তার স্মৃতি বহন করে চলেছে।

'৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে পাক সেনা আর রাজাকারেরা লুটপাট চালায় এবং আগুন লাগিয়ে দোতলা ভবনের ক্ষতি সাধন করে। সম্পদ লুণ্ঠন করা ছাড়াও অনেক মূল্যবান দলিল ধ্বংস করে তারা।

দৈনিক ইত্তেফাক, ৫ নবেম্বর ২০০৩

(১৯৬৮)
মনসামঙ্গলের কবি বিজয় দাশগুপ্তর প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের জমি দখলের চেষ্টা

মোঃ আসামুজ্জামান রিপন, গৌরনদী থেকে ঃ আগৈলঝাড়ার গৈলা ইউনিয়নের কালুপাড়া মৌজায় বিজয় দাশগুপ্তের ঐতিহ্যবাহী গৈলা মনসা মন্দিরের প্রায় ৯ একর দেবোত্তর সম্পত্তি দখলের পাঁয়তারা চলছে। এলাকার প্রভাবশালী একটি মহল জরিপে মন্দিরের পুরোহিতদের নামে ঐ সম্পত্তি রেকর্ড করে পরবর্তী সময়ে স্বল্প মূল্যে ক্রয়ের ষড়যন্ত্র করছে। এ দেবোত্তর সম্পত্তি রক্ষার জন্য স্থানীয়রা হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ সহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের হস্ত ক্ষেপ কামনা করেছেন। কবি বিজয় দাশগুপ্ত গৈলার কালুপাড়া মৌজায় এ মনসা মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। বিভিন্ন সময়ে স্থানীয় হিন্দু জমিদার বা অবস্থা সম্পন্ন লোকজন বিনা দলিলে দৈনন্দিন পূজার জন্য মন্দির ও দেবীর নামে প্রায় নয় একর জমি উৎসর্গ করেন। দেবোত্তর সম্পত্তি মন্দিরের পুরোহিতরা ভোগদখল করে আসছেন। এ সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে ২টি বিশাল পুকুর, ৪টি উঁচু ভিটা ও আবাদি জমি।

সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বহু বছর মন্দিরের পুরোহিতের দ্বায়িত্ব পালন করে মারা গেলে তার তিন পুত্র ওয়ারিশ হন। ছেলে রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, মেঝ ছেলে বিজয় কৃষ্ণ চক্রবর্তী ও ছোট ছেলে মনসাদাস চক্রবর্তী বর্তমানে মনসা মন্দিরের পুরোহিতের দায়িত্ব পালন করছেন। মন্দিরের নামে উৎসর্গকৃত জমির কোনো দলিলপত্র না থাকার অভিযোগে স্থানীয় কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তি এ দেবোত্তর সম্পত্তি দখলের পাঁয়তারা করছে। কৌশল হিসেবে তারা সেটেলম্যান্ট জরিপে মন্দিরের জমিজমা পুরোহিত পরিবারের সদস্যদের নামে রেকর্ড করানোর উদ্যোগ নিয়েছে। পুরোহিতদের নামে মনসা মন্দিরের সম্পত্তি রেকর্ড করানোর পর তারা তাদের কাছ থেকে স্বল্প মূল্য বা বিনা মুল্যে রেজিস্ট্রি করে নেবে। এ জন্য প্রভাবশালী মহল জরিপ কর্মচারীদের বিপুল অংকের টাকা দিয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ দেবোত্তর সম্পত্তি রক্ষার জন্য স্থানীয়রা সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও হিন্দু, বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের হস্তক্ষেপ কামনা করছেন। মন্দিরটি বাংলা ১৩২৩ ও ১৩৯২ সালে সংস্কার করা হয়েছিল।

ভোরের কাগজ, ৫ নবেম্বর ২০০৩

(১৯৬৯)
নাটোরে আখক্ষেত থেকে জুয়েলারি কারিগরের লাশ উদ্ধার

নাটোর প্রতিনিধি ঃ বুধবার নাটোর সদর থানার রামনগর গ্রামের এক আখক্ষেত থেকে পুলিশ স্বর্ণের কারিগর বিমান (১৬)-এর লাশ উদ্ধার করেছে।

পুলিশ জানায়, নওগাঁ জেলার আত্রাই উপজেলার পোনখইর গ্রামের প্রভাত চন্দ্র প্রামাণিক নাটোর সদর উপজেলার রামনগর গ্রামে তার আত্মীয় বৈদ্যনাথের বাড়িতে থেকে সোনার কাজ শিখতো। বুধবার সকালে প্রতিদিনের মতো বিমান কাজ শিখতে জুয়েলারি মালিক বৈদ্যনাথের দোকানে গিয়ে বিমানকে না পেয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করে। এ সময় এলাকার লোকজন পার্শ্ববর্তী আখক্ষেতের মধ্যে বিমানের লাশ দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে

বিমানের লাশ উদ্ধার করে নাটোরে মর্গে প্রেরণ করে। এ ঘটনায় জুয়েলারি মালিক বৈদ্যনাথ বাদী হয়ে নাটোর থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছে।

ভোরের কাগজ, ৫ নবেম্বর ২০০৩

(১৯৭০)
নওগাঁয় আদিবাসী পল্লীতে সন্ত্রাসী হামলা ঘরে অগ্নিসংযোগ

নওগাঁ প্রতিনিধি ঃ নওগাঁর মহাদেবপুরের জোয়ানপুরে আদিবাসী পল্লীতে সন্ত্রাসীরা গত মঙ্গলবার সকালে হামলা চালিয়ে কয়েকটি ঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। তারা জেলা আদিবাসী পরিষদের সভাপতি আমিন কুজুরের স্ত্রী টপ্প রাণীর প্রাণনাশের চেষ্টা চালায়।

টপ্প রাণীর বড় ভাই বাদল ওরাওয়ের স্ত্রী দুলু রাণী জানান, সকাল ১০টার দিকে পার্শ্ববর্তী ফাজিলপুর ও খোলাশপুর গ্রামের ভদাই, ফিরোজ, সুরেশ ও শুক্কুরের নেতৃত্বে ১৮-২০ জন সন্ত্রাসী তাদের বাঁশঝাড়ের বাঁশ কাটা শুরু করে। এ সময় আদিবাসী পল্লীর মেয়েরা বাধা দিলে সন্ত্রাসীরা চাকু, ছুরি ও বল্লম নিয়ে তাদের ধাওয়া করে। খবর পেয়ে টপ্প রাণী ঘটনাস্থলে গেলে সন্ত্রাসীরা তাকে লক্ষ্য করে বল্লম ছুড়ে মারে। কিন্তু তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় টপ্প রাণী বেঁচে যান। টপ্প রাণী অভিযোগ করেন, সন্ত্রাসীরা তাকে পাশের একটি পুকুরে ডুবিয়ে হত্যারও চেষ্টা করে।

পল্লীর বাসিন্দারা জানান, সন্ত্রাসীরা যাওয়ার আগে বাদল ওরাওয়ের ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। এতে বাদলের একটি ঘর সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয় এবং অপর কয়েকটি ঘরের আংশিক ক্ষতি হয়। পূর্বশত্রুতার জের ধরে ওই গ্রামের শুক্কুরের নেতৃত্বে ভাড়াটিয়া সন্ত্রাসীরা এ ঘটনা ঘটায়।

মহাদেবপুর থানা পুলিশ দুপুরে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।

প্রথম আলো, ৬ নবেম্বর ২০০৩

(১৯৭১)
লালমনিরহাটে সংখ্যালঘুর জমি দখল করে বিএনপি নেতার দোকান নির্মাণ

লালমনিরহাট থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক ঃ লালমনিরহাট সদর উপজেলার মহেন্দ্রনগর ইউনিয়নের বুড়ির বাজারে ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদকের নেতৃত্বে একটি সংখ্যালঘু পরিবারের বাসাবাড়ির সামনের সীমানা প্রাচীর ভেঙ্গে জায়গা দখল করে রাতারাতি ৮/১০টি দোকানঘর স্থাপন করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে এলাকার হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে আতঙ্ক এবং চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

বিলম্বে পাওয়া খবরে জানা যায়, রোববার রাত আনুমানিক ১২টায় মহেন্দ্রনগর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো. সিরাজুল ইসলাম ওরফে সবজানের নেতৃত্বে ৫০/৬০ ব্যক্তি সন্ত্রাসী স্টাইলে বুড়ির বাজারস্থ পাকা সড়ক সংলগ্ন শ্রীকান্ত বণিকের এক একর জমির উপর বাড়ির সামনের দেয়াল ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়ে সেখানে রাতারাতি ৮/১০টি দোকানঘর স্থাপন করে। ভেঙ্গে ফেলা ওয়ালের ইটগুলো ওই নেতার এক কিলোমিটার দুরে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় বলে জানা গেছে।

এ ব্যাপারে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত কোন মামলা দায়ের হয়নি।

দৈনিক সংবাদ, ৬ নবেম্বর ২০০৩

(১৯৭২)
নাগপুরে হত্যার হুমকি দিয়ে বিনামূল্যে রেজিস্ট্রি করে নিলো সংখ্যালঘুর জমি

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি ঃ শেষ পর্যন্ত প্রাণভয়ে বিনামূল্যে একখণ্ড জমি এলাকার দুর্বৃত্তকে রেজিস্ট্রি করে দিতে বাধ্য হয়েছেন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী রাজেন্দ্রনাথ সাহা। এ ব্যাপারে মামলা করা দুরের কথা, বিষয়টি প্রকাশ করতেই সাহস পাচ্ছে না তার পরিবারের সদস্যরা। ঘটনাটি ঘটেছে টাঙ্গাইলের নাগরপুর উপজেলার সারাংপুর গ্রামে।

জানা গেছে, স্থানীয় দুর্বৃত্ত ডিটল রহমান গত ১৬ অক্টোবর বাটরা বাজারে হাটের দিন বিকালে প্রকাশ্যে গৌড় সাহার দোকান ঘরে রাজেন্দ্রনাথ সাহা রাজুকে রড ও চেয়ার দিয়ে পেটায়। হুমকি দেয় বাজার সংক্রান্ত জমি তাকে লিখে না দিলে হত্যা করা হবে।

রাজেন্দ্রনাথ সাহার স্ত্রী ভারতী রাণী সাহা বলেন, তার স্বামীকে হাটের দিন প্রকাশ্যে বহু মানুষের সামনে ডিটল রহমান পিটিয়ে আহত করে। কেউ এর প্রতিবাদ করেনি। তার স্বামীর কোনো আত্মীয়স্বজন প্রতিবাদ করেনি। তার স্বামীর কোনো আত্মীয়স্বজন গ্রামে থাকে না। প্রাণনাশের হুমকির কারণে রাজেন্দ্র গত ২৯ অক্টোবর বাটরা বাজার সংলগ্ন জমি ডিটল রহমানকে লিখে দিতে বাধ্য হয়। রাজুর ভাতিজা গৌড় সাহা ডিটল রহমানকে ঠেকাতে গিয়ে আহত হয়। ভারতী রাণী আকুতি জানায়, এসব নিয়ে যেন আর কিছু না হয়, তার স্বামীর জীবনের ওপর কোনো হুমকি যেন না আসে। রাজুর চাচা অশীতিপরবৃদ্ধ কুলেন্দ নাথ সাহা বলাই এবং তার স্ত্রীর কণ্ঠে একই উদ্বেগ প্রকাশ পায়। গ্রামবাসীরা নাম প্রকাশনা করার শর্তে বলেন, ঘটনা সত্য। এই দুর্বৃত্ত দীর্ঘদিন ধরে এলাকার মানুষের ওপর নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে।

এদিকে ডিটল রহমান সারাংপুরের আদিবাসী বাটারবাজার সংলগ্ন নিখিল সাহার একখণ্ড জমি পুনরায় দখল করে সেখানে ঘর উঠিয়েছে। নিখিল চন্দ্র সাহার এ জমি আত্মসাৎ করার চেষ্টা চালানো হয় '৯৪ সালে। বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন ও প্রশাসনের তৎপরতায় '৯৫ সালে ডিটল রহমান কর্তৃক এ জমিতে বেআইনিভাবে নির্মিত ঘর ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল। নিখিল সাহা বলেন, উপজেলা আওয়ামী লীগের এক নেতার শ্যালক ডিটল রহমান এ বছরের শুরুতে আবারো তার জায়গায় সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে জবর দখল করে টিনের ঘর তুলে ভাড়া দিয়েছে। তিনি বলেন, এ ব্যাপারে ১৩ জানুয়ারি নাগপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে অভিযোগ করেও কোনো লাভ হয়নি।

বাটরা বাজার কমিটির সাবেক সম্পাদক তফিজ সারোয়ার বলেন, রাজুকে জায়গা লিখে দেওয়ার জন্য মারধর করেছে বলে তিনি শুনেছেন। তিনি ঘটনাটি চেয়ারম্যানকেও জানিয়েছেন। তবে কোনো মামলা হয়নি। এ ব্যাপারে রাজু কোনো অভিযোগ বাজার কমিটিকেও দেয়নি। নিখিল সাহার জায়গা দখল করার বিষয়টিও তিনি জানেন বলে জানান।

ভোরের কাগজ, ৬ নবেম্বর ২০০৩

(১৯৭৩)
বাউফলে মনসা প্রতিমা ভাঙচুর

বাউফল প্রতিনিধি ঃ গত শুক্রবার গভীর রাতে বাউফল সাহাপাড়াস্থ আদু সাহার মনসা মন্দিরের কপাট খুলে কে বা কারা মনসা বিগ্রহসহ অন্যান্য মূর্তি ভাংচুর করে।

সকালে সাহাপাড়ায় সকল সংখ্যালঘুরা ভাঙ্গা মূর্তি দেখে মহেন্দ্র পাগলের আশ্রমে সভার মাধ্যমে এ বিষয়ে তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করে।

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত শ্যামা পূজার সময় থানা সংলগ্ন কুণ্ডপট্টিস্থ মন্দির ও দাসপাড়া ঠাকুর বাড়ির কালী প্রতিমাও ভাংচুরের ঘটনা ঘটেছিল।

ভোরের কাগজ, ৬ নবেম্বর ২০০৩

(১৯৭৪)
ফরিদপুরে রামকৃষ্ণ মিশনে হামলা ভাঙচুর মারধর

ফরিদপুর প্রতিনিধি ঃ ফরিদপুর শহরের চরকমলাপুরের রামকৃষ্ণ মিশনে সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়ে ভাংচুর ও প্রার্থনারত ভক্তদের মারধর করেছে। গত সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে।

জানা গেছে, ওই দিন রাত সোয়া ৭টার দিকে রামকৃষ্ণ মিশনে জগদ্ধাত্রী পূজা চলাকালে ছাত্রদল নেতা ও ফরিদপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের জিএস পূর্ব খাবাসপুর এলাকার নাহিদ মিশনের ভেতরে ঢুকে ঢোল-করতাল বাজাতে নিষেধ করে। এ সময় নাহিদের সঙ্গে মিশনের মহারাজের কথাকাটাকাটি হয়। নাহিদ মহারাজকে দেখিয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়ে চলে যায়।

প্রথম আলো, ৬ নবেম্বর ২০০৩

(১৯৭৫)
ইটনার উন্মুক্ত নদীতে 'জল জমিদারের' ছত্রছায়ায় চলছে বেপরোয়া চাঁদাবাজি
২শ' সংখ্যালঘু জেলে পরিবারের দুঃসহ জীবনযাপন

ইটনা (কিশোরগঞ্জ) থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ইটনা উপজেলা সদর ইউনিয়নসহ আশপাশের বিশাল এলাকা জুড়ে কথিত জল জমিদারদের লালিত সাঙ্গপাঙ্গদের বেপরোয়া চাঁদাবাজিতে সংখ্যালঘু জেলেরা দিশেহারা হয়ে পড়েছে।

ভীতসন্ত্রস্ত জেলেদের বিস্তর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সম্প্রতি ধনু নদীর চাঁদাবাজ কবলিত এলাকা সরেজমিন পরিদর্শনসহ ব্যাপক তথ্যানুসন্ধানে সংখ্যালঘু জেলে সম্প্রদায়ের দুঃসহ চিত্র ফুটে ওঠে। উপজেলা সদরের গুটিকয়েক গ্রামের আনাচে-কানাচে কোনরকম মাথা গুঁজে থাকা দেড় থেকে ১শ' সংখ্যালঘু জেলে পরিবারের বড়ই দুর্দিন চলছে। উন্মুক্ত চাঁদাবাজিতে দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে তাদের জীবন। উন্মুক্ত নদীতে কথিত জল জমিদারদের ভয়াবহ শোষণে প্রকৃত মৎসজীবীদের ঘরে ঘরে বিরাজ করছে হাহাকার। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, চাঁদাবাজদের নির্দয় নিষ্পেষণে বহু জেলে প্রকৃত পেশা হারিয়ে পাড়ি জমিয়েছে অজানার উদ্দেশ্যে। অর্থাহারে-অনাহারে এবং বিনা চিকিৎসায় অকাল মৃত্যুর শিকার হয়েছেন বেশ কিছু জেলে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ভীতসন্ত্রস্ত জেলেরা এ প্রতিনিধির কাছে অভিযোগ করে জানান, তারা সরকারের নিয়ম-নীতির আওতায় উন্মুক্ত নদীতে অধিকার বলে মৎস আহরণ তো দুরের কথা, ধার্যকৃত চাঁদা এককালীন পরিশোধ না করে নদীতে জাল ভেজানো দায়। মোটা অংকের চাঁদার অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ জেলেদের মারপিট করে জাল, নৌকা ছিনিয়ে নিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয় তাদের একমাত্র অন্নের সংস্থান। এই নিষ্ঠুরতার মৃদু প্রতিবাদের সাজাও ভয়ঙ্কর। জল জমিদারদের লোকজন প্রতিবাদীদের ওপর হায়েনার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের পিঠমোড়া করে বেঁধে ঘন্টার পর ঘন্টা ফেলে রাখে নদীর তীরে। এ ধরনের বর্বরোচিত নির্যাতন ও ক্ষুধার জালায় মুখ বুজে সহ্য করছেন ইটনা সদর এলাকার জেলেরা।

সম্প্রতি জেলেদের ওপর চাঁদার হার আরও বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। ফলে হতদরিদ্র সংখ্যালঘু জেলেরা জীবন রক্ষায় গৃহস্থালী সামগ্রী পর্যন্ত বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছেন। কেউ বা জড়িয়ে পড়েছেন মহাজনী ঋণের জালে। জালের প্রকৃতি ভেদে ১ থেকে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত চাঁদার অর্থ পরিশোধ করে মৎসজীবীরা হচ্ছেন সর্বস্বান্ত। পরিদর্শনে দেখা যায়, উত্তরে ধনুপুর ইউনিয়নের কামালপুর থেকে পশ্চিমে কাতিয়ারকোনা পর্যন্ত ধনু নদীর ১০ কিলোমিটার এলাকার উন্মুক্ত জলাশয়ের মাঝে-মধ্যেই বাঁশ-কাঠা দিয়ে অবৈধ খেউ তৈরি করা হয়েছে। সরকারের 'জাল যার জলা তার' উন্মুক্ত জলাশয় নীতিমালা সারাদেশে প্রযোজ্য হলেও কেবল ইটনা নদীর বেলায় এ আইন কার্যকর না হওয়ায় প্রশ্নবিদ্ধ করছে স্থানীয় সচেতন মহলকে। মাত্মক দুঃখ-দৈন্যের শিকার ইটনার ভুক্তভোগী জেলেরা এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট নিষ্ঠাবান উর্ধ্বতন মহলের জরুরী হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

সংবাদ, ৭ নবেম্বর ২০০৩

(১৯৭৬)
রাউজানে সন্ত্রাসীদের নির্যাতনে এক সংখ্যালঘু পরিবার এলাকাছাড়া

চট্টগ্রাম অফিস ঃ রাউজানে সন্ত্রাসীরা এক সংখ্যালঘু পরিবারকে নির্যাতন চালিয়ে এলাকাছাড়া করেছে। এ ব্যাপারে থানায় মামলা করা হয়েও পুলিশ রহস্যজনক কারণে সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার করছে না। ওই সংখ্যালঘু পরিবার বর্তমানে নিরাপত্তার অভাবে নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

আমাদের রাউজান প্রতিনিধি জানান, ডাবুয়া ইউনিয়নের কলমপতি গ্রামে গত ৩১ অক্টোবর শীর্ষ সন্ত্রাসী জানে আলমের সহযোগী সন্ত্রাসী রত্না মহাজন ও মন্টু বিকাশ দাশের বাড়িতে হানা দেয়। সন্ত্রাসীরা তাদের নিকট ১ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে। তারা চাঁদা দিতে অপারগতা প্রকাশ করলে সন্ত্রাসীরা রত্না মহাজনের শ্লীলতাহানী করে এবং মন্টুকেও মারধর করে। এতে উল্লেখিত দু'জন মাত্মক আহত হয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি হয়। এরপর তারা রাউজান থানায় গিয়ে ওই সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। সন্ত্রাসীরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ালেও পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করছে না। বর্তমানে ওই সংখ্যালঘু পরিবারটি নিরাপত্তার অভাবে এলাকা ছেড়ে চট্টগ্রাম নগরীতে বসবাস শুরু করেছে।

আজকের কাগজ, ৭ নবেম্বর ২০০৩

(১৯৭৭)
এবার মানিকগঞ্জে হরকত-ই-ইসলাম আল জিহাদের টিলিফোনে হিন্দুদের হুমকি

মানিকগঞ্জ, ৬ নবেম্বর, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ হরকত-ই-ইসলাম আল জিহাদ নামের সেই সংগঠনটির এবার টেলিফোনে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনকে হুমকি শুরু করেছে। এর আগে চিঠির মাধ্যমে হিন্দু সম্প্রদায়ের কয়েকজনকে বাংলাদেশ ত্যাগের নির্দেশ দেয়।

সাত দিনের মধ্যে হুকুম পালন না করলে পরিবার-পরিজনসহ তাদের ওপর হামলার হুমকি দিয়েছিল। এ ব্যাপারে প্রভাষক রজত শুভ্র ঘোষ, এ্যাডভোকেট দীপক ঘোষ, তুষার কান্তি সরকার এবং রবীন্দ্র সরকার পৃথকভাবে চারটি জিডি করেছেন।

চিঠিতে হুমকি পাওয়ার একদিন পরেই দীপক ঘোষকে টেলিফোনে অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তি আবারও হুমকি দিয়ে ভারতে চলে যেতে বলে। তা না হলে দীপক ঘোষের কলেজ পড়ুয়া মেয়েকে তুলে নেয়া হবে বলে হুমকি দেয়। একইভাবে রজত শুভ্র ঘোষকে হুমকি দিয়ে বলে

ভারতে না গেলে লাশ ফেলা হবে। তুষার সরকারকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে বিভিন্নভাবে হুমকি দেয়া হয়। মানিকগঞ্জের একমাত্র বৈধ মদ ব্যবসায়ী রবীন্দ্র সরকারকেও অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যে পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগ তদন্ত শুরু করেছে। তবে জেলা পুলিশ বিভাগের এক পদস্থ কর্মকর্তা এ সমস্ত হুমকিধমকিকে ছেলেপেলের কাণ্ড বলে অবিহিত করেছে। তার ভাষায় ভয়টয় দেখিয়ে যদি কিছু চাঁদাপাতি তোলা যায় যে পরিকল্পনাই করেছে ঐ ছেলেপেলের দল।

তবে সবাই বিষয়টিকে এত সহজভাবে নিতে পারেনি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক রাজনৈতিক নেতৃস্থানীয় এক ব্যক্তি জানিয়েছেন, এ হুমকিধমকি দেয়া হচ্ছে পরিকল্পিতভাবে।

শহরের যুবক ও নেতৃস্থানীয় হিন্দুদেরই এই হুমকি দেয়া হচ্ছে। এর পিছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে বলে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৭ নবেম্বর ২০০৩

(১৯৭৮)
কুতুবদিয়ায় দ্বীপে সন্ত্রাসীদের শ্মশান দখল

স্টাফ রিপোর্টার, কক্সবাজার ঃ সাগরদ্বীপ কুতুবদিয়ায় একদল সন্ত্রাসী শনিবার জলদাশদের একটি শ্মশান জোরপূর্বক দখল করে তাতে লবণ মাঠ তৈরির কাজ শুরু করেছে। সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের হুমকির মুখে অসহায় জলদাশ সংখ্যালঘুরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। কুতুবদিয়া দ্বীপের বড়ঘোপ ইউনিয়নের স্টীমার ঘাট শ্মশান ঘাটে ঘটেছে এ ঘটনা। দ্বীপের বড়ঘোপ জলদাশ পাড়ায় রয়েছে ২/৩শ' জলদাশ পরিবার। তাদের মরদেহ সত্যকারের জন্য রয়েছে এক একর বিশিষ্ট শ্মশানটি। শনিবার সকালে খলিল নামের এক প্রভাবশালীর নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী শ্মশানটি দখল করে নেয়। সংখ্যালঘু জলদাশ সম্প্রদায় তাতে বাঁধা দিলে সন্ত্রাসীরা তাদের ধাওয়া দেয়। এরপর সন্ত্রাসীরা মাটি কেটে শ্মশানটি লবণ মাঠ তৈরির কাজ করছে। বিগত ৫/৬ যুগ ধরে সংখ্যালঘুরা শ্মশানটিতে মরদেহ সৎকার করে আসছে। কুতুবদিয়া থানায় এ ব্যাপারে লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৯ নবেম্বর ২০০৩

(১৯৭৯)
ফেনিতে সংখ্যালঘু হোটেলে শিবির সন্ত্রাসীদের তাণ্ডব

ফেনী প্রতিনিধি ঃ ফেনিতে শিবির ক্যাডাররা রমজানের পবিত্রতা রক্ষার নামে এক সংখ্যালঘুর হোটেলে ঢুকে হামলা, ভাংচুর, লুটপাট চালিয়ে লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি ও দোকানের মালিককে পিটিয়ে মাথা ফাটিয়ে দেওয়াসহ মারাত্মক জখম করেছে। এ সময় সন্ত্রাসীদের হামলায় দোকানের কর্মচারী, ক্রেতাসহ ১৫ জন আহত হয়েছে। গতকাল শনিবার সকালে ফেনী শহরের স্টেশন রোডে এ ঘটনা ঘটে।

আহত ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, স্টেশন রোডের ঘড়ির দোকান ছাদেক ওয়াচ-এর স্বত্তাধিকারী শিবির ক্যাডার ছায়দুল হক ছাদেক, ফেনী সরকারি কলেজ ছাত্র শিবির সভাপতি ফজলু, শিবির ক্যাডার দিদার, তৌহিদ, হুমায়ুন কবির বাদলের নেতৃত্বে ১০/১৫ জন সন্ত্রাসী গতকাল সকাল ১০ টার দিকে শহরের স্টেশন রোডে এসে ঢাকা অনিল হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্টটি বন্ধ করতে বলে। এ সময় দোকানের সামনে পবিত্র রমজান উপলক্ষে মুসলিম ভাইদের প্রবেশ নিষেধ লেখাসংবলিত ব্যানারটি শিবির ক্যাডাররা ছিড়ে ফেলে। এ ঘটনার

প্রতিবাদ করলে তারা লাঠিসোঁটা নিয়ে দোকানে হামলা চালিয়ে কয়েকটি কাচের শোকেস ও তৈজসপত্র ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে ফেলে। এ সময় পার্শ্ববর্তী ফেনী সরকারি কলেজ থেকে আরো ১৫/২০ জন শিবির ক্যাডার ঘটনাস্থলে এসে জড়ো হয় এবং লাঠি ও বাঁশ দিয়ে দোকানের মালিক অনিল চন্দ্র ঘোষ (৫৫)-এর মাথা ফাটিয়ে মারাত্মক আহত করে। তাকে বাঁচাতে এসে তার ছেলে, দোকানের কর্মচারী শ্যামল ঘোষ (৩০), দেলোয়ার হোসেন শিপন (২৪), মানিক (২৮), ঝন্টু (১৭), সোহাগ (১৬), ও দোকানে খাদ্যরত ৮/১০ জন ক্রেতাও সন্ত্রাসী হামলায় আহত হয়। এ সময় এলাকার দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। লোকজন দিগ্বিদিক পালাতে থাকে। বিচ্ছিন্ন হাঙ্গামায় মোট ১৫ জন আহত হয়। মারাত্মক আহত অবস্থায় অনিলকে একটি স্থানীয় ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে এবং অন্যদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

আহত অনিলের ছেলে অঞ্জন সাংবাদিকদের অভিযোগ করে বলেন, স্থানীয় দোকানদার ছাদেক গত কদিন ধরে তাদের দোকান বন্ধ করতে হুমকি দিচ্ছিল। তার নেতৃত্বেই শিবির সন্ত্রাসীরা এ হামলা চালায়। হামলা, ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনায় লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলেও তিনি জানান।

ভোরের কাগজ, ৯ নবেম্বর ২০০৩

(১৯৮০)
আক্কেলপুরে ৫০ হাজার টাকা চাঁদার দাবিতে সংখ্যালঘু পরিবারে হামলা

আক্কেলপুর প্রতিনিধি ঃ জয়পুরহাটের আক্কেলপুরে এক সংখ্যালঘু পরিবারের কাছ থেকে গত ৫ নবেম্বর সন্ত্রাসীরা ওই পরিবারের এক যুবককে আটক করে মারপিট ও বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগের হুমকি দিয়েছে।

থানা সূত্রে জানা গেছে, গত কয়েকদিন আগে আক্কেলপুর উপজেলার আওয়ালগাড়ী গ্রামের শ্রী সন্তোষ চন্দ্র দাসের ছেলে শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাসের কাছে ওই এলাকার ২ জন সন্ত্রাসী ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে আসছিল। ঘটনার দিনে সুবোধ স্থানীয় বাজারে গেলে সন্ত্রাসীরা তার কাছে দাবিকৃত টাকা চাইলে সে দিতে অপারগতা প্রকাশ করলে তাকে আটকে মারপিট করে। সন্ত্রাসীরা যাওয়ার সময় টাকা না দিলে বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করার হুমকি দিয়ে যায়। এ ব্যাপারে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

আজকের কাগজ, ৯ নবেম্বর ২০০৩

(১৯৮১)
তাড়াশে আদিবাসী পল্লীতে সন্ত্রাসীদের হামলা ॥ দশ পরিবার উচ্ছেদ

সিরাজগঞ্জ, ৯ নবেম্বর, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ তাড়াশের গুল্টায় আদিবাসী পল্লীতে ক্ষমতাসীন দলের নাম ভাঙ্গিয়ে কিছু সন্ত্রাসী শনিবার দুপুরে ও রাতে দু'দফা হামলা করে ব্যাপক ভাংচুর করেছে বাড়িঘর। সন্ত্রাসীরা আদিবাসী পল্লীর ১০ আদিবাসী পরিবারকে উচ্ছেদ করে জায়গাজমি দখল করে নিয়েছে। উচ্ছেদকৃত ১০ পরিবার খোলা আকাশের নিচে স্ত্রী-সন্তান নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছে। রবিবার সকালে তাড়াশে থানায় এ ঘটনায় মামলা হলেও এখনও পুলিশ কোন সন্ত্রাসীকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি।

সিরাজগঞ্জ থেকে ৫৫ কিলোমিটার দুরে তাড়াশে উপজেলার গুল্টা গ্রামের খাস পুকুরপাড়ে সরকারি খাস জমির ওপর প্রায় ২০টি আদিবাসী পরিবার বাড়িঘর তৈরি করে

বসবাস করছে দীর্ঘদিন যাবত। এদের উচ্ছেদ করে খাস জমি দখল প্রক্রিয়ায় সরকারি দলের কিছু ব্যক্তি নানা ফন্দি আঁটে। শনিবার দুপুরে আকস্মিকভাবে কিছু সন্ত্রাসী লাঠিসোঁটা নিয়ে হামলা করে আদিবাসী পল্লীতে। তারা ব্যাপক ভাংচুর করে। হামলায় আদিবাসী পরিবারের নারী-পুরুষ-শিশু মিলিয়ে কমপক্ষে ২০ জন আহত হয়। রাতেও আরেক দফা হামলা করা হয়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১০ নবেম্বর ২০০৩

(১৯৮২)
জামাত নেতার কারিশমা

নীলফামারী প্রতিনিধি ঃ জলঢাকার সিদ্ধেশ্বরী গ্রামের এক সংখ্যালঘু পরিবারের এক কিশোরী কন্যা, স্থানীয় প্রাইমারী স্কুলের ৫ম শ্রেণীর ছাত্রীকে অপহরণের দীর্ঘ চার মাসেও পুলিশ অপহরণকারীদের গ্রেপ্তার ও অপহৃতকে উদ্ধার করতে না পারলেও অপহৃতা স্বশরীরে হাজির হয়ে বৃহস্পতিবার নীলফামারী ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে জবানবন্দী দিয়েছে। জবানবন্দীতে সে বলেছে তার বর্তমান নাম ফাতেমা, সে এক ছেলেকে বিয়ে করেছে, তার বাবা মা মেনে নেয় না বলে একটি মামলা দিয়েছে। কয়েক বাক্যের এই জবানবন্দী কোর্টে দেয়ার পর থেকে ওই কিশোরী স্থানীয় জামাতদলীয় সাংসদ মিজানুর রহমান চৌধুরীর কাছে চলে যায়। এখন পর্যন্ত তার তত্ত্বাবধানেই আছে বলে জানা গেছে।

এদিকে পুলিশ অপহরণকারীকে গ্রেপ্তার বা কিশোরীকে উদ্ধার করতে না পারলেও জামাত নেতার তত্ত্বাবধানে কিশোরীটি কোর্টে এসে জবানবন্দীদান নিয়ে এলাকায় নানা প্রশ্নের সৃষ্টি হয়।

ঘটনার পর থেকে মামলা প্রত্যাহারের জন্য স্থানীয় জামাত নেতার মদদে অপহৃতার বাবা হরলাল রায় ও তার পরিবারের প্রতি মারাত্মক চাপ সৃষ্টি করা হয়।

আজকের কাগজ, ১০ নবেম্বর ২০০৩

(১৯৮৩)
মনিরামপুরে সংখ্যালঘু মেয়েকে অপহরণ করে ধর্মান্তরের চেষ্টা ॥ পরে উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার, যশোর অফিস ঃ মনিরামপুরের পাঁচাকড়ি গ্রামের এক সংখ্যালঘু পরিবারের কন্যাকে অপহরণ করার ঘটনায় গ্রামে উত্তেজনা বিরাজ করছে। মেয়েটিকে উদ্ধার করা হলেও এখন ওই পরিবারের ওপর প্রভাবশালীরা চাপ প্রয়োগ করছে। জানা গেছে, পাঁচাকড়ি গ্রামের সুনিল কর্মকারের কন্যা সাধনা কর্মকারকে (১৬) একই গ্রামের খোরশেদ আলির পুত্র মোহাম্মদ আলি অপহরণ করে গত ২৬ অক্টোবর। এ সময় সাধনা কর্মকার পার্শ্ববর্তী বাজিতপুর গ্রামে কালীপূজা দেখে ফিরছিল। এ ব্যাপারে সাধনার চাচা মুক্তি কর্মকার থানায় একটি জিডি করেন। পরে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানের সহযোগিতায় সাধনাকে উদ্ধার করা হয় ৩১ অক্টোবর। সাধনা জানায়, তাকে মোহাম্মদ আলীসহ ৫ জন যুবক অপহরণ করে সাতক্ষীরায় নিয়ে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা চালায়। কয়েকটি কাগজে জোর করে তার স্বাক্ষরও নেয়া হয়। সাধনাকে উদ্ধার করার পর মোহাম্মদ আলী যশোর আমলী আদালত 'খ' অঞ্চলে একটি মিথ্যা মামলা করে সাধনার পরিবারের সদস্যদের নামে। এখন এলাকায় একটি প্রভাবশালী মহল সাধনাকে তার পিতা-মাতার কাছ থেকে জোরপূর্বক এনে মোহাম্মদ আলীর কাছে তুলে দেয়ার পাঁয়তারা করছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। তারা সাধনার পরিবারের ওপর নানাভাবে চাপ প্রয়োগ করা ছাড়াও ভয়ভীতি দেখাচ্ছে। এতে সংখ্যালঘু পরিবারটি চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১১ নবেম্বর ২০০৩

(১৯৮৪)
বগুড়ায় যুবলীগ নেতাকে কুপিয়ে হত্যা ঃ প্রতিবাদে ধর্মঘট, সড়ক অবরোধ

বগুড়া অফিস ও মাঝিড়া সংবাদদাতা ঃ বগুড়ার মাঝিড়া উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক রামানন্দ দাসকে (৩০) গত রোববার রাতে একদল সন্ত্রাসী কুপিয়ে হত্যা করেছে। তার পরিবারের সদস্যরা এটিকে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড বলে অভিহিত করেছে। রামানন্দ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে গতকাল সোমবার উপজেলার ডেমাজানি বাজার ও আড়িয়া বাজারে স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘট পালিত হয় এবং তার লাশ নিয়ে আড়িয়া বাজারে বগুড়া-ঢাকা মহাসড়কে আধাঘন্টা অবরোধ করে রাখা হয়।

এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, মাঝিড়া উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক রামানন্দ দাস গত রোববার রাত ৯টার দিকে দলীয় একটি সভা শেষে বাড়ি ফিরছিলেন। তিনি ডেমাজানি বাজারে পৌঁছালে ৮-১০ জন সশস্ত্র সন্ত্রাসী তার ওপর হামলা চালায়। সন্ত্রাসীরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাকে কুপিয়ে মারাত্তক আহত করে পালিয়ে যায়। রামানন্দকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে ভর্তি করা হলে রাত সাড়ে ১০টার দিকে তিনি মারা যান। হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে আড়িয়া বাজার ও ডেমাজানি বাজারের ব্যবসায়ীরা গতকাল সকাল থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের দোকানপাট বন্ধ রেখে ধর্মঘট পালন করেন।

গতকাল বেলা আড়াইটায় বগুড়া মোহাম্মদ আলী হাসপাতাল মর্গ থেকে রামানন্দের লাশ আড়িয়া বাজারে নেওয়া হয়। সেখানে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীসহ স্থানীয় জনতা আধাঘন্টা মহাসড়ক অবরোধ করে রাখে। এ সময় এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মজিবর রহমান মজনু, জেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক সাগর কুমার রায়, জেলা ছাত্রলীগের আহ্বায়ক রুহুল মমিন তারিখ, যুগ্ম আহ্বায়ক শুভাশীষ পোদ্দার লিটন প্রমুখ। সমাবেশে বক্তারা হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে আজ মঙ্গলবার বিকেলে আড়িয়া রহিমাবাদ হাইস্কুলমাঠে প্রতিবাদ সমাবেশের কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

নিহত রামানন্দ দাস ডেমাজানি পালপাড়ার গোবিন্দ চন্দ্র দাসের পুত্র। রামানন্দের মা অঞ্জলী রাণী দাস ও বড় ভাই গৌরাঙ্গ চন্দ্র দাস এটিকে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড অভিহিত করে বলেন, তার সঙ্গে এলাকার মানুষের কোনো শত্রুতা ছিল না। শুধু সরকারবিরোধী রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার কারণেই তাকে হত্যা করা হয়েছে। সন্ত্রাসীরা পূর্ব পরিকল্পিতভাবে ওত পেতে ছিল। রোববার সে ডেমাজানি বাজারের আবদুলের চায়ের দোকানে পৌঁছালে সন্ত্রাসীরা তার ওপর হামলা চালায় এবং ধারালো অস্ত্র দিয়ে উপর্যুপরি আঘাত করে তাকে হত্যা করে।

এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, এক সপ্তাহ আগে ডেমাজানি ইসলামী টেকনিক্যাল কলেজের এক ছাত্রীকে সরকারি দল সমর্থক কয়েকজন যুবক উত্যক্ত করায় এলাকার লোকজন উত্যক্তকারীদের ভয়ভীতি দেখায়। উত্যক্তকারীরা এ জন্য রামানন্দকে দায়ী করে। এলাকাবাসীর ধারণা, এর জের ধরে এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। এলাকায় চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে ডেমাজানি বাজার, আড়িয়া বাজারসহ আমরুল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান রাজিবুল ইসলামের বাসভবনে পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে মাঝিয়া থানা পুলিশ চেয়ারম্যানের বাসভবনে পুলিশ প্রহরার কথা অস্বীকার করেছে।

মাঝিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোয়াজ্জেম হোসেন এ ব্যাপারে জানান, তিনি গতকাল বেলা ১১ টায় দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। এ বিষয়ে তিনি কিছু জানেন না। তিনি জানান, বিকেল ৫ টা পর্যন্ত এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় কোনো মামলা দায়ের হয়নি।

প্রথম আলো, ১১ নবেম্বর ২০০৩

(১৯৮৫)
জয়পুরহাটে আদিবাসী পল্লীতে হামলা
মহিলাসহ ৭ আহত ॥ ঘরবাড়ি ভাংচুর, গবাদিপশু লুট

জয়পুরহাট থেকে আমিনুল হক বাবুল ঃ পাঁচবিবি আদিবাসী গ্রামে সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়ে মহিলাসহ ৫/৭ জন আদিবাসী জখম, ঘরবাড়ি দোকান ভাঙচুর ও গবাদিপশু লুট করে। আহত আদিবাসী নরনারীরা জয়পুরহাট জেলা আধুনিক হাসপাতাল ও পাঁচবিবি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে (মহীপুর হাসপাতাল) চিকিৎসাধীন রয়েছে। এদের মধ্যে বল্লকনাথ পাহানের অবস্থা গুরুতর। তার দেহে কুড়ালসহ অন্যান্য ধারাল অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়। আদিবাসী মহিলা দসলি ও মোহনলাল পাহানকে মহীপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

জানা গেয়ে, আটাপুর ইউনিয়নের কলন্দপুর গ্রামে প্রায় ১শ' বিঘা সরকারি খাস জমি রয়েছে। শনিবার বোরে গ্রামের আদিবাসী বল্লকনাথ পাহান সরকারিভাবে প্রাপ্ত (তার নামে বরাদ্দকৃত জমির পরিমান ৬১ শতক) এবং ভোগ দখলকৃত জমিতে ধান কাটার সময় দুর্বৃত্তরা আদিবাসী পাড়ায় হামলা চালায় সজ্ঞবদ্ধভাবে। ঘটনার সময় বল্লকনাথ তার ৪৬৮ দাগের (খাস খতিয়ান নম্বর -১) মাত্র দু'শতক জমিতে ধান কাটার কাজ করতে পেরেছিল।

গ্রামে হইচই শুনে বল্লকনাথ ধানকাটা রেখে পাশের বাড়িতে উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাশের গ্রাম দাউদপুরের কফিলউদ্দিন ও তার চার ছেলে, ভাতিজাসহ ১০/১৫ দুর্বৃত্ত তার এবং অন্যন্য আদিবাসী নারী-পুরুষের ওপর অস্ত্র বল্লম কুড়াল এবং লাঠিসোঁটা দিয়ে হামলা চালায়। হামলাকারীরা বল্লকনাথের ঘর, লক্ষণ পাহানের মুদি দোকান, ধুমা পাহান, নগেন পাহান ও জহরলালের ৮টি ছাগল লুট করে। উল্লেখ্য, কয়েক বছর আগে অভিযুক্ত কফিলউদ্দিন দিনে বল্লকনাথের এক জোড়া হালের বলদ লুট করে 'খেয়ে ফেলেছিল'। পরে থানায় অভিযোগের পর, কফিল আকন্দ একটি গরু ফেরত এবং 'খেয়ে ফেলা গরুর' দাম ক্ষতিপুরণ হিসেবে দিয়েছিল। এসব খাস জমির দলিল জাল করার দায়ে কফিলউদ্দিনের ১৫ বছর কারাদণ্ডও হয়েছিল বলে জানা গেছে।

এ বিষয়ে পাঁচবিবি থানায় মামলা হয়েছে। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। আদিবাসী পল্লীতে হুমকির মুখে আদিবাসীরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।

সংবাদ, ১২ নবেম্বর ২০০৩

(১৯৮৬)
দেবহাটায় সংখ্যালঘুর ঘের দখল করেছে যুবদল ক্যাডাররা

সাতক্ষীরা থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ এবার যুবদল ক্যাডাররা এক সংখ্যালঘুর ১শ' ২০ বিঘার চিংড়ি ঘের দখল করে নিয়েছে। দেবহাটা উপজেলার খলসিবুনিয়া এলাকার ওই বিরোধপূর্ণ ঘের দখলের পর এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে।

অভিযোগে জানা গেছে, দেবহাটার সখীপুর এলাকার বিজন কুমার মণ্ডল খালসিবুনিয়া এলাকায় ১শ' ২০ বিঘা জমি লিজ নিয়ে মাছের ঘের করে আসছে বিগত কয়েক বছর ধরে। ওই ঘেরের জমির মালিকানা নিয়ে একটি পক্ষের সঙ্গে বিরোধ বাধে। এরই জের হিসেবে

রোববার সন্ধ্যায় জেলা যুবদল ক্যাডার আবদুল কাদেরের নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী অস্ত্রের মুখে ওই ঘেরের কর্মচারীদের বের করে দিয়ে তা দখল করে। সন্ত্রাসীরা রাতেই ঘেরের প্রায়ই লক্ষাধিক টাকার মাছ লুট করে। এ ব্যাপারে দেবহাটা থানায় ঘের মালিক অভিযোগ করলে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ঘেরের নিয়ন্ত্রণ নেয়। এ ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে।

সংবাদ, ১২ নবেম্বর ২০০৩

(১৯৮৭)
মুন্সীগঞ্জে সংখ্যালঘু একটি পরিবারকে নজরবন্দী করে রেখেছে প্রভাবশালীরা

স্টাফ রিপোর্টার, মুন্সীগঞ্জ ঃ প্রেমের ছলনায় ভাগিয়ে নিয়ে সংখ্যালঘু এক ষোড়শীকে ৭ মাস পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করা হয়েছে। কৌশলে পালিয়ে এসেও বিচার পাচ্ছে না মেয়েটি। উল্টা গোটা পরিবারটিকে নজরবন্দী করে রেখেছে সমাজপতিরা। এই ঘটনা মুন্সীগঞ্জ বিক্রমপুরের সিরাজদিখান উপজেলার বড় পাউলদিয়া গ্রামের। দরিদ্র মঙ্গলদত্তের কন্যা শোভা দত্তের এই সর্বনাশ করেছে ফারুক মোল্লা নামের এক যুবক। হঠাৎ মেয়েটি নিখোঁজ হওয়ার কারণে মঙ্গল দত্ত স্থানীয় থানায় জিডিও করেছিলেন। কিন্তু মেয়েটি ফিরে আসার পর থানায় অবগত পর্যন্ত করতে দেয়া হচ্ছে না। স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান মেয়েটির বক্তব্য নেয় প্রকাশ্য সালিশে। পরে ১৫ দিন তাকে নিজের কাস্টডিতে রাখে। এরপর দেড় লাখ টাকায় আসামী পক্ষের সঙ্গে সমঝোতা করে। মেয়েটি এখন তার বাবার কাছে আছে। কিন্তু কড়া নির্দেশ দেয়া হয় যেন পরিবারে কেউ বাড়ি থেকে বের না হয়। স্থানীয় কয়েকব্যক্তি পালাক্রমে নজরদারি করছে পরিবারটির ওপর। থানা পুলিশ বা অন্য কোন কিছু না করার জন্য। দুই মেয়ে ও ১ ছেলেসহ ৫ সদস্যের এই দরিদ্র পরিবারটি এখন জিম্মি হয়ে আছে। তাদের এই দেড় লাখের মধ্যে সামান্য কিছু টাকা দিয়ে ভারতে পাঠিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে বলে স্থানীয় সূত্র জানিয়েছে। ইতিমধ্যেই মীমাংসার ১ লাখ টাকা সমাজপতিদের হাতে চলে এসেছে বলে সূত্র জানায়। এর কানাকড়িও পায়নি নির্যাতিত মেয়েটি বা তার পরিবার। স্থানীয় প্রভাবশালী কয়েক ব্যক্তি ঐ টাকা ভাগ করে নিয়েছে গত ৮ নবেম্বর রাতে। এসব ঘটনা নিয়ে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য কয়েক দফা চেষ্টা করেও কথা বলা সম্ভব হয়নি। তবে সিরাজদিখান থানার ওসি জানান, উপজেলা উন্নয়ন সমন্বয় সভায় চেয়ারম্যান একটি মেয়ে সম্পর্কে আলোচনা করেছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৩ নবেম্বর ২০০৩

(১৯৮৮)
ফলোআপ ঃ জয়পুরহাটে আদিবাসী পল্লীতে হামলা
রাত কেটেছে নতুন হামলার আশঙ্কায় ॥ গ্রেপ্তার নেই

আমিনুল হক বাবুল কলন্দরপুর থেকে ফিরে ঃ বাড়ির দরজা ভাঙ্গে (ভেঙ্গ) জোর করে মানুষগুলো ভিতর ঢুকেই হাসার (আমার) বইটাক্ (বউকে) লাঠি দিয়ে ম্যারবা (মারতে) লাগল। গায়ের কাপড়-চোপড় ছিঁড়ে ফেলদিল (ফেললো)। উন্দার (উলঙ্গ) মতন অবস্থা। বউটাক মাটিত ফেলে বুকের উপর লাতথি-গুঁড়ি ম্যারবা লাগল। মুই বুড়া মানুষ, মোক্ (আমাকে) অ্যাগাবাও দিল না!.... পরে গাঁয়ের মানুষ ওক্ (ওকে) মহীদুর হাসপাতালোত নিয়ে গেল।' - ক্ষোভের সঙ্গে গতকাল বুধবার দুপুরে আদিবাসী বৃদ্ধা সুরমনি পাহান (৭০) একথা জানান সাংবাদিকদের। তার ছেলে ধুমা পাহানের স্ত্রী দশমি পাহানের ওপর শনিবার দুর্বৃত্তদের হামলার প্রসঙ্গে তিনি একথা জানান। পুরুষ ছাড়াও নয়জন আদিবাসী নারী প্রহৃত হয়েছে।

জেলা সদর থেকে প্রায় ত্রিশ কিলোমিটার দুরে কলন্দপুর গ্রামে আদিবাসী পল্লীতে গত শনিবার ভোরে একদল লোক হঠাৎ হামলা চালায়। হামলাকালে তারা পশুকুড়াল, ছুরি, লাঠিসোটা, কিরিচ ইত্যাদি ব্যবহার করা হয় বলে আদিবাসীরা সাংবাদিকদের জানান। বৃদ্ধা সরমনি, লক্ষণ পাহানসহ নারী-পুরুষ সবাই বলেছেন, পাশের গ্রাম দাউদপুরের কফিল উদ্দিন আকন্দ, তার চার ছেলে ও ভাতিজার নেতৃত্বে আরও বহিরাগত ১০/১৫ জন হামলা চালায়।

আদিবাসী গৃহবধূ রব্‌নি (স্বামী জহরলাল পাহান) তার বাড়ির ভাঙা উনুন (চুলা) দেখিয়ে বলেন, দুর্বৃত্তরা চুলা তো ভেঙেছেই, সেই সঙ্গে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে এলো পাথাড়ি মারধর করেছে। তবে বহুকষ্টে সঞ্চিত ৫শ' টাকা, ছাগল, কাঁসার থালাবাটি লুটে নিয়ে গেছে। আদিবাসী পল্লীর লক্ষণ পাহানের একমাত্র দোকানটি কুড়াল ও লাঠির আঘাতে ভেঙ্গে ক্যাসেট, ঘড়িসহ মুদি খামার হাজার দশেক মালামাল লুট করেছে।

হামলাকারীদের হাতে প্রহৃত হয়েছে ৭৫ বছরের বৃদ্ধা থেকে পৌঢ়-তরুণী সব বয়সের নারী। এদের নাম ১. বিধবা ফুলমতি (৭৫), স্বামী মৃত রবি পাহান, ২. নালো (৪৩) স্বামী ছবি পাহান, ৩. দশমি-স্বামী ধমা পাহান, ৪. বিধবা মুনু (৫০) স্বামী মৃত সমুত পাহান, ৫. আলোমতি-স্বামী লক্ষণ পাহান, ৬. রসমনি-স্বামী রহিন পাহান, ৭. রুনজা-স্বামী বিমল পাহান, ৮. রব্‌নি (২৪) স্বামী জহরলাল পাহান ৯. সুজন (৪২) স্বামী শুকটা পাহান।

জয়পুরহাট আধুনিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বল্লকনাথ পাহানের ডান পায়ের হাঁটু, ডান হাতের কবজি ও মাথায় একাধিক স্থানে পশু কুড়ালের কোপ বসেছে। হাসপাতালে দেখা গেল নিজে যেতে পারছেন না। শ্রীমতি তার মুখে ভাত তুলে দিচ্ছেন। পাঁচবিবি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স (মহাপুর হাসপাতাল) কাহিল অবস্থায় মুমূর্ষু দশমিকে (স্বামী ধুমা পাহান) দেখা গেল অন্য রোগিনীরা জানান, নিজে দশমি নড়াচড়া করতে পারেনি প্রথমে। বিবস্ত্রাবস্থায় তার বুকে পিঠে অসংখ্য লাথির আঘাতের কথা, হাতে লাঠি দিয়ে প্রহারের কথা জানালেন।

পাঁচবিবি উপজেলার উত্তর-পূর্ব কোণে কলন্দরপুর গ্রামে রয়েছে প্রায় অর্ধশত ঘর (পরিবার) আদিবাসী। এ গ্রামে শ'খানেক বিঘা সরকারি খাসজমি রয়েছে। বল্লকনাথসহ অনেক আদিবাসী এবং মুসলিম ভূমিহীন গরিব ক্ষেতমজুর ও কৃষক সরকারি নিয়মনীতি অনুযায়ী ওইসব খাসজমি পত্তন ১৯৮৮ সালে নিয়েছেন। সরকারিভাবে তাদের জমির পরিমাণ নির্দিষ্ট করে বিভিন্ন জনকে বরাদ্দকৃত খাসজমির দখল বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে ম্যাজিস্ট্রেটসহ সরকারি সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে। গরিব ভূমিহীন আদিবাসীরা সেই অধিকার বলে জমিতে আবাদ করে ফসল ঘরে তোলার মুহূর্তে কফিলের নেতৃত্বে দুর্বৃত্তরা হামলা চালিয়ে সারা পল্লীতে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। কফিল ভূয়া-জাল দলিল তৈরি করে ওসব জমি আত্মসাৎ করতে চায় বলে অভিযোগ। জাল দলিলের জন্য ইতিপূর্বে কফিলের দশ বছর জেলও হয়েছিল। আদিবাসী পল্লী এখন হামলায় আতঙ্কগ্রস্ত। রাতে নতুন হামলার ভয়ে আদিবাসীরা নিজেরা পাহারা দিচ্ছে। গতকালও কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

সংবাদ, ১৩ নবেম্বর ২০০৩

(১৯৮৯)
বাগেরহাটে গুলি করে ঘের মালিকসহ দু'জনকে হত্যা

বাগেরহাট প্রতিনিধি ঃ জেলার মোল্লাহাটে চাঁদা দিতে অপারগতা প্রকাশ করায় অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা আবারও এক ঘের মালিকসহ দু'জনকে গুলি করে হত্যা করেছে। মঙ্গলবার গভীর রাতে মোল্লাহাট উপজেলার গাওলা ইউনিয়নের মাটিয়ারগাতি বিলের একটি ঘেরে এ ঘটনা ঘটে। ঘের মালিক উপেন্দ্রনাথ (৩০) ও তার কর্মচারী কমলেশ (২২) এ সময় মৎস ঘের পাহারা দিচ্ছিলেন। পুলিশ, এলাকাবাসী ও নিহতের পরিবার জানায়, ফকিরহাট উপজেলার

মূলঘর ইউনিয়নের ফলতিতা গ্রামের মৃত কালীপদ গোলদারের পুত্র উপেন্দ্রনাথ গোলদারের মাটিয়ারগাতি বিলে তিনটি ঘের রয়েছে। অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা তার কাছে মোটা অংকের চাঁদা দাবি করে আসছিল। এ চাঁদার টাকা দিতে উপেন্দ্রনাথ অপারগতা প্রকাশ করেন। পুলিশের ধারণা, এ কারণেই চরমপন্থীরা তাঁকে ও তার কর্মচারীকে গুলি করে হত্যা করেছে। বুধবার বিকালে ময়না তদন্ত শেষে উপেন্দ্রনাথের লাশ তার নিজবাড়ি মহেশ্বরপুরে দাহ করা হয়েছে।

যুগান্তর, ১৩ নবেম্বর ২০০৩

(১৯৯০)
গৌরনদীতে প্রাচীন মন্দিরের শীতলা প্রতিমা ভেঙ্গেছে অজ্ঞাত দুর্বৃত্তরা

গৌরনদী প্রতিনিধি ঃ গৌরনদী উপজেলার চাঁদশীতে অর্ধসহস্রাধিক বছরের পুরোনো মন্দিরের শীতলা প্রতিমা ভেঙ্গে ফেলেছে দুর্বৃত্তরা। মঙ্গলবার ১১ নবেম্বর রাতের কোনো এক সময় এ ঘটনা ঘটে।

মন্দিরের পুরোহিত হরিপদ চক্রবর্তী জানান, মঙ্গলবার ৮টা নাগাদ পূজা অর্চনা শেষে তিনি বাড়ি যান। তখন পর্যন্ত প্রতিমা অখণ্ড ছিল। কিন্তু গত ১২ নবেম্বর বুধবার সকালে মন্দিরে এসে তিনি প্রতিমার হাত-পা-মাথাসহ বিভিন্ন অংশ ভাঙ্গা দেখতে পান। রাতের অন্ধকারে কে বা কারা এ ঘটনা ঘটিয়েছে তা জানা যায়নি। পুরোহিত হরিপদ চক্রবর্তী ঘটনাটি স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের জানিয়েছেন।

ভোরের কাগজ, ১৪ নবেম্বর ২০০৩

(১৯৯১)
বানারীপাড়ায় সংখ্যালঘু পরিবারের ৭ সদস্যকে অপহরণ করেছে এক ভূমিগ্রাসী

শওকত মিলটন, বরিশাল ঃ প্রায় দু'একর সম্পত্তি দখলের জন্য এক প্রভাবশালী ভূমিগ্রাসী বিএনপির 'মিনি আদালত' নামের ভাড়াটে বাহিনী দিয়ে এক সংখ্যালঘু পরিবারের সাত সদস্যকে দিনেদুপুরে অপহরণ করেছে। অপহরণের সময়ে ঐ এলাকায় রীতিমতো অঘোষিত কার্ফ্যু জারি করা হয়। সাত সদস্যর ঐ সংখ্যালঘু পরিবারের গত ১০ দিনেও কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। অনেকেই আশঙ্কা করছেন, তাদের খুন করে সম্ভবত বিলের পানিতে নিদারাবাদ হত্যাকাণ্ডের মতো ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে। বানারীপাড়া উপজেলার সংখ্যালঘু অধ্যুষিত ইলুহার ইউনিয়নের মালুহার গ্রামের এ ঘটনার পর এখন পর্যন্ত পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করেনি। অপরদিকে ভূমিগ্রাসী আবেদ আলী দখলকৃত জমিতে বাড়িঘর ভেঙ্গে নতুন করে বাড়ি নির্মাণের কাজ করছে। এলাকাবাসী অবাক বিস্ময়ে তা দেখলেও তাকে বাধা দিতে কেউ সাহস করছে না। ঐ এলাকায় সরেজমিন অনুসন্ধানে গেলে এসব তথ্য পাওয়া যায়।

বরিশাল থেকে ২৮ কিলোমিটার দুরের এ উপজেলার প্রায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ইউনিয়নের নাম ইলুহার। যাবার পথ বানারীপাড়ার চেয়ে পাশের উপজেলা পিরোজপুরের স্বরূপকাঠীর শর্ষিণা থেকে সহজ। শর্ষিণা থেকে নদী পেড়িয়েই মলুহারে পা রাখা যায়। আমরা মলুহারে পৌছে স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলি। ভয়ে সহজে কেউ মুখ খুলতে চায় না। একই পরিবারের ৭ জনকে অপহরণের ঘটনায় পুরো এলাকায় সৃষ্টি হয়েছে আতঙ্কের। মুখ খুলে আবার কোন বিপদে পড়েন— এমন শঙ্কার কথা অনেকেই আমাদের কাছে বলেছেন। তারপরও যারা কথা বলেছেন, অনুরোধ করেছেন নাম প্রকাশ না করার জন্য।

বিভিন্নজনের সঙ্গে কথা বলে আমরা জানতে পারি, এই মলুহারেই আঃ মালেক মিয়ার জমিতে প্রায় ৩৫ বছর ধরে বসবাস করত সুশীল কুমার শীল। সে ছিল আঃ মালেক মিয়ার এক একর ৯৬ শতাংশ জমির উপর ভিটেবাড়ি ও জমির পাহারাদার। স্থানীয়ভাবে যাকে বলা হয় 'ওকরায়েত'। জমির মালিক আঃ মালেক মিয়ার বাড়ি স্বরূপকাঠি উপজেলার কামারকাঠি গ্রামে। সুশীল, তার স্ত্রী বকুল রাণী শীল, ছেলে সুভাষ শীল, ছেলে বৌ সুধা রানী শীল ও তিন নাতি— নাতনি মুক্তা, মঙ্গলা, সুদানকে নিয়ে মোটামুটি নিম্নবিত্ত জীবনযাপন করত। এ জমির উপর দীর্ঘদিন ধরে চোখ ছিল ভূমিগ্রাসী আবেদ আলীর। সে গত কয়েক বছর ধরে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে এ জমি দখলের পাঁয়তারা করছিল। কিন্তু কিছুতেই সুশীলকে হাত করতে পারছিল না আবেদ আলী। গত অক্টোবর মাস থেকে তাকে বিভিন্নভাবে ভয়ভীতি দেখাতে শুরু করে। আবেদ আলীর তাণ্ডবের কারণে এ পরিবারটি কালীপূজা পর্যন্ত করতে পারেনি। এই ভয়ভীতি দেখিয়েই অক্টোবরের শেষের দিকে একটি সাদা স্টাম্পে আবেদ আলী সুশীলের স্বাক্ষর নেয়। চাপের মুখে সুশীল স্বাক্ষর করলেও পরে ৩১ অক্টোবর সে বানারীপাড়া থানায় একটি জিডি করে। সেই জিডিতে ভূমিগ্রাসী আবেদ আলী কিভাবে তার কাছ থেকে স্বাক্ষর গ্রহণ করেছে তা উল্লেখ করে। এরপর থেকে আবেদ আলী সুশীল শীলকে উৎখাতের জন্য বিভিন্নভাবে হুমকি দিয়ে আসছিল। অব্যাহত হুমকির কারণে সুশীল স্থানীয় গ্রামসরকার সদস্য সুলতান আকনের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। সুশীলের পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা বাড়িতেই থাকত, সুশীল থাকত সুলতান আকনের বাড়িতে।

অভিযোগ করা হয়েছে, ভূমিগ্রাসী আবেদ আলী সুশীল কুমার শীলের কাছ থেকে রাখা সাদা স্টাম্পে একটি এফিডেফিট করায়। যেখানে বলা হয়েছে, সে (সুশীল) ৬০ হাজার টাকায় ১ একর ৯৬ শতাংশ জমি বিক্রি করে দিয়েছে আবেদ আলীর কাছে। এরপরেও আবেদ আলী কোনভাবে সুশীলকে উৎখাত করতে না পেরে যোগাযোগ করে বাইশালী ইউপি'র 'মিনি আদালত' হিসাবে কুখ্যাত বিএনপির ক্যাডার গ্রুপের সাথে। বানারীপাড়া বিএনপির প্রভাবশালী এক নেতার ছেলে নিক্সনের নেতৃত্বে এই মিনি আদালত গঠিত। গত ৫ নবেম্বর বিএনপির এই ভাড়াটে বাহিনী নিক্সনের নেতৃত্বে দুটি ট্রলারযোগে মলুহার গ্রামে হামলা চালায়। তারা মলুহারে নেমে অঘোষিত কার্ফ্যু জারি করে। চলাফেরার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে।

সেদিনের কথা উল্লেখ করে নারায়ণ চ্যাটার্জী জানান, সন্ত্রাসীরা গৌরাঙ্গহাট-মলুহার সড়কে কার্ফ্যু জারি করে। কাউকে রাস্তায় চলাফেরা করতে দেয়নি। তার দু'মেয়ে বাদুর বাড়ির পুলের কাছে পানি আনতে গেলে তাদের সেখানে আটকে রাখে অপারেশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত। সকাল ১১টা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত এ অপাররেশন চালানো হয়। বিএনপি ক্যাডাররা সুলতান আকনের বাড়ি থেকে সুশীল শীলকে জোর করে ধরে নিয়ে যায়। সুশিলের বাড়িতে যখন হামলা করা হয় তখন ঐ পরিবারের সদস্যরা দুপুরে ভাত খাচ্ছিল। লাথি মেরে ভাতের প্লেট ফেলে দিয়ে বাড়িঘর তছনছ করে সুশীলের স্ত্রী, ছেলে, ছেলে বৌ ও নাতি নাতনিদের ধরে নিয়ে যায়। ঘটনার আকস্মিকতায় এলাকাবাসীও হতভম্ব হয়ে পড়ে। এদের দুটি ট্রলারে করে বিএনপি ক্যাডাররা অজ্ঞাতস্থানে নিয়ে যায়। এরপর থেকে সুশীলের পরিবারের ৭ সদস্যের কোন সন্ধান নেই। আবেদ আলী দখল করে নেয় ১ একর ৯৬ শতাংশ জমি ও বাড়ি। স্থানীয়রা অভিযোগ করেছেন, বানারীপাড়া উপজেলায় ভূমিগ্রাসী হিসেবে আবেদ আলীর কুখ্যাতি রয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৫ নবেম্বর ২০০৩

(১৯৯২)
সংখ্যালঘু পরিবারের গৃহবধূকে ধর্ষণে ব্যর্থ হয়ে জখম পুলিশ আসামীদের গ্রেপ্তার করছে না

নওগাঁ থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ মান্দা উপজেলার পল্লীতে হিন্দু সম্প্রদায়ের এক গৃহবধূকে স্থানীয় চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা ধর্ষণের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে গুরুতর জখম করেছে। অন্যদিকে আসামীরা এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসী হলেও পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার না করায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে বলে জানা গেছে।

মান্দা উপজেলার রাঙ্গামাটি গ্রামের গৃহবধূ গত ১৩ই অক্টোবর রাতে কীর্তন শোনার পর দেবরের সঙ্গে বাড়ি ফেরার পথে এই ঘটনা ঘটে। বাড়ি থেকে মাত্র ৫শ' গজ দূরে স্থানীয় সন্ত্রাসী কাজল ও তার সহযোগিরা জোরপূর্বক গৃহবধূকে রাস্তার পাশের ঝোঁপে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করে। এ সময় আক্রান্ত গৃহবধূর আর্তচিৎকারে গ্রামবাসী ছুটে এলে সন্ত্রাসীরা ধর্ষণে ব্যর্থ হয়ে গৃহবধূকে গুরুতর জখম করে পালিয়ে যায়। পরে গ্রামবাসীরা রক্তাক্ত অবস্থায় গৃহবধূকে উদ্ধার করে মান্দা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে দেয়।

এ ব্যাপারে মান্দা থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

সংবাদ, ১৫ নবেম্বর ২০০৩

(১৯৯৩)
প্রাণনাশের উপর্যুপরি হুমকি ঃ মায়ের শ্রাদ্ধ করতে পারছেন না আইনজীবী

চট্টগ্রাম ব্যুরো ঃ জেলার বাঁশখালী উপজেলায় বিএনপি সমর্থক এক ইউপি চেয়ারম্যানের ইপর্যুপরি প্রাণনাশের হুমকির মুখে মায়ের শ্রাদ্ধ করতে পারছেন না সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এক আইনজীবী। চট্টগ্রাম জেলা আদালতে আইন পেশায় নিয়োজিত বাদলেন্দু দত্ত নামে ওই আইনজীবী পুরো পরিবার নিয়ে বর্তমানে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। শুক্রবার বিকেলে চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে অ্যাডভোকেট বাদলেন্দু দত্ত সরকারের কাছে তার ও তার নিজের পরিবারের জীবনের নিরাপত্তা, হুমকি প্রদানকারীদের গ্রেপ্তার এবং মায়ের শ্রাদ্ধ বিনা বাধায় সম্পন্নের জন্য যাবতীয় আইনি সহায়তা প্রত্যাশা করেছেন।

প্রবীণ আইনজীবী বাদলেন্দু দত্ত সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, গত ১৮ অক্টোবর তার মা মৃত্যুবরণ করেন। আগামী ১৭ নবেম্বর এ উপলক্ষে তার গ্রামের বাড়ি বাঁশখালীর পালে গ্রামে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের দিনক্ষণ নির্ধারিত আছে। মায়ের অনুষ্ঠানকে সামনে রেখে তাকে ও তার পরিবারের সদস্যদের চট্টগ্রাম শহর থেকে প্রতিনিয়ত গ্রামে যেতে হয়। ১০ নবেম্বর দুপুরে গ্রামে নিমন্ত্রণপত্র বিলি করতে গেলে স্থানীয় রামদাস মুন্সী হাটে ৫নং কালীপুর ইউপি চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আমিন সদলবলে এ্যাডভোকেট বাদলেন্দু দত্তের পথ রোধ করে। কারণ জানতে চাইলে চেয়ারম্যান আমিন কোন ধরনের কথাবার্তা শুনতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করে এবং তাকে একসময় শারীরিকভাবে নাজেহাল করা হয়। এক পর্যায়ে চেয়ারম্যান আমিন এ বলে শাসিয়ে দেয় যে, নগদ দু'লাখ টাকা প্রদান করা হলে তাকে মায়ের শ্রাদ্ধ করতে দেয়া হবে। না হয় প্রাণ নাশ করা হবে বলে হুমকি দেয়া হয়। এসব শুনে এ্যাডভোকেট বাদলেন্দু হতবাক হয়ে যান এবং এসবের কারণ কি জানতে চান। একথায় ক্ষিপ্ত হয়ে চেয়ারম্যান আমিন বেশি বাড়াবাড়ি না করার জন্য উপদেশ দেন এবং এক পর্যায়ে তার সাঙ্গপাঙ্গরা বাদলেন্দুকে জোরপূর্বক শহরে চলে যেতে বাধ্য করে। বিষয়টি থানা ও জেলা পুলিশকে জানানো হয়েছে বলে অ্যাডভোকেট বাদলেন্দু সাংবাদিকদের জানান। তবে চেয়ারম্যান আমিন চাঁদার দাবিতে অটল থাকায় এবং পুলিশ প্রশাসন এ ব্যাপারে ব্যবস্থা না নেয়ায় তিনি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন বলে জানিয়েছেন।

সংবাদ, ১৫ নবেম্বর ২০০৩

(১৯৯৪)
লালপুরে সংখ্যালঘু নির্যাতন ৩ জন গ্রেপ্তার

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ও নাটোর সংবাদদাতা, নাটোর ঃ নাটোরের লালপুরে ধর্মীয় সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনায় গতকাল শুক্রবার দুপুরে পুলিশ ৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। এরা হলো— বাবুল, মান্নান ও আলমগীর। নির্যাতনের ঘটনার মূল হোতা হানিফ মোল্লাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারেনি। অভিযোগ পাওয়া গেছে, হানিফ মোল্লা নির্যাতিত পরিবারটিকে আবারও হুমকি ও ভয়-ভীতি প্রদর্শন করছে। ফলে ওই পরিবারটি নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়েছে।

জানা যায়, বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজনৈতিক ও পূর্বশত্রুতার জের ধরে নাটোরের লালপুর উপজেলার দুরদুর ইউনিয়নের রাধাকৃষ্ণপুর গ্রামের ধর্মীয় সংখ্যালঘু কাজল কুমার মণ্ডল (৩০) কে বিএনপি সমর্থকরা কুপিয়ে গুরুতরভাবে জখম করে। এ ব্যাপারে লালপুর থানায় নির্যাতিতদের বড় দাদা কলেজ শিক্ষক অরবিন্দু কুমার মণ্ডল বাদী হয়ে বিএনপি সমর্থক হানিফ মোল্লা, মান্নান মোল্লা, বাকবুল মোল্লা ও হানিফের ছেলে আলমগীরকে আসামী করে একটি মামলা দায়ের করেন।

সংবাদ, ১৫ নবেম্বর ২০০৩

(১৯৯৫)
সুজানগরে সংখ্যালঘু ব্যবসায়ীর দোকানে ডাকাতি

পাবনা থেকে নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ সুজানগরের সাতবাড়িয়া বাজারে ফিল্মি কায়দায় দুর্ধর্ষ ডাকাতি হয়েছে।

একদল সশস্ত্র ডাকাত বৃহস্পতিবার ইফতারির সময় একটি সাদা মাইক্রোবাসযোগে ওই বাজারে প্রবেশ করে। সন্ত্রাসীরা অস্ত্রের মুখে ধনাঢ্য ব্যবসায়ী সন্তোষ সাহার দোকানে প্রবেশ করে নগদ প্রায় ২ লাখ টাকা নিয়ে দ্রুত মাইক্রোবাসযোগে সটকে পড়ে।

এ ব্যাপারে সুজানগর থানা পুলিশকে জিজ্ঞাসা করা হলে জানায়, এ পর্যন্ত পুলিশের কাছে কেউ অভিযোগ করেননি। যদিও পুলিশ ঘটনার পরপরই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে বলে জানা গেছে।

সংবাদ, ১৫ নবেম্বর ২০০৩

(১৯৯৬)
বরগুনায় একটি সংখ্যালঘু পরিবার বসতভিটা হারিয়ে পথে ঘুরছে ॥ সংবাদ সম্মেলন

বরগুনা প্রতিনিধি ঃ বরগুনা শহর সংলগ্ন দক্ষিণ মনসাতলী গ্রামের দিনমজুর সংখ্যালঘু রামচরণ দত্ত তার চাচাতো ভাইদের জুলুম অত্যাচার আর প্রতারণার ফাঁদে পড়ে পৈত্রিক বসত ভিটা হারিয়ে স্ত্রী-সন্তান ও মাকে নিয়ে ১ বছর যাবৎ পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সম্প্রতি বরগুনা প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে রামচরণ দত্ত এ অভিযোগ করেন।

সম্মেলনে রামচরণ অভিযোগ করেন, তিনি জেলার গৌরিচন্দ্রা মৌজা থেকে ৭ একর ৯ শতাংশ জমি থেকে তার চাচাতো ভাইদের কাছে মাত্র ৫ শতাংশ জমি বিক্রি করেন। কিন্তু তারা দলিল লেখকের সঙ্গে এবং তৎকালীন ইউপি চেয়ারম্যান ও একজন মেম্বারের সহযোগিতা নিয়ে ৯ শতাংশ জমি প্রতারণামূলকভাবে দলিল করে নেয়। এ ব্যাপারে রামচরণ পুলিশ সুপারের কাছে ২০০২ সালের ২৭ নবেম্বর এ ব্যাপারে আবেদন করলে তিনি তাকে থানায় পাঠান। থানা উভয় পক্ষকে নোটিশ দিলে তিনি কাগজপত্রসহ উপস্থিত হন। কিন্তু তারা উপস্থিত না হয়ে পরবর্তীতে পুলিশের সঙ্গে যোগসাজস করে তাকে বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করে দখল করে নেয়। রামচরণ এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বরাবরে বিচার চেয়েছেন।

আজকের কাগজ, ১৫ নবেম্বর ২০০৩

(১৯৯৭)
পাঁচবিবির গ্রামে আদিবাসীদের উচ্ছেদের পাঁয়তারা

সমুদ্র হক, বগুড়া অফিস ঃ পাঁচবিবির কলন্দপুর গ্রামের আদিবাসীদের উচ্ছেদের পাঁয়তারা শুরু করেছে একটি প্রভাবশালী মহল। আদিবাসীদের বরাদ্দ দেয়া সরকারি খাস জমি দখল করতে প্রভাবশালী মহল ইতোমধ্যে সন্ত্রাসী লেলিয়ে দিয়ে একদফা হামলা চালিয়েছে। এতে আহত হয়েছে অন্তত ১৫ জন নারীপুরুষ। ফের হামলার শঙ্কায় গ্রামের সেই আদিবাসী পল্লীতে রাত জেগে পাহারা দিচ্ছে লোকজন। এদিকে আমন ধান ঘরে ওঠার মুহূর্তে প্রভাবশালীদের এই হামলায় আদিবাসীরা ধান ঘরে তুলতে পারবে কিনা সেই আতঙ্কও বিরাজ করছে সেখানে।

জয়পুরহাট জেলা সদর থেকে প্রায় ১৪ কিলোমিটার উত্তরে পাঁচবিবি উপজেলা সদর। সেখান থেকে আরও প্রায় ১৬ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে কলন্দপুর গ্রাম এবং পাশের উঁচাই গ্রামে বহুদিন থেকে বাস করছে আদিবাসী সম্প্রদায়। সামাজিকভাবে অবহেলিত এই গোষ্ঠীকে পুনর্বাসনের কর্মসূচি চলছে পাঁচবিবির আশপাশের গ্রামে। উঁচাই ও কলন্দপুর গ্রামে ভূমিহীন ও আদিবাসীদের পুনর্বাসিত করতে ৮০'এর দশকের শেষভাগে ভূমি সংস্কার কর্মসূচির আওতায় সরকারি খাস জমি বরাদ্দের কার্যক্রম শুরু হয়। প্রসঙ্গত ভূমিহীন ও আদিবাসীদের মধ্যে খাস জমি বন্টন কার্যক্রম শুরু হয় ওই সময়ে। আদিবাসীরা জানায়, ৮৮ সালে ওই গ্রামে প্রায় একশ' বিঘা খাস জমি উদ্ধার করার পর তা বন্টন প্রক্রিয়া শুরু হয়। গ্রামের ভূমিহীন ক্ষেতমজুর ও আদিবাসীদের মধ্যে সরকারী নিয়ম অনুয়ায়ী খাস জমি পত্তন দেয়া হয়। এর পর কলন্দপুর গ্রামে ভূমিহীনদের পাশাপাশি প্রায় ৫০টি আদিবাসী পরিবারকে নির্দিষ্ট পরিমাণ খাস জমি বুঝিয়ে দেয়া হয় প্রশাসনের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে।

এর পর পার্শ্ববর্তী দাউদপুর গ্রামের প্রভাবশালী একটি শ্রেণী সরকারি ভূমি বেদখল প্রক্রিয়ায় মাঠে নামে। জাল দলিল ও কাগজপত্রের মাধ্যমে তারা বেশ কিছু খাস জমি ইতিমধ্যে হাতিয়ে নিয়েছে। খাস জমি দখলকারী ওই চক্রের হোতার একবার সাজাও হয়েছিল। ওই শ্রেণীটিই আদিবাসীদের জন্য বরাদ্দ করা খাস জমি দখলে মাঠে নেমেছে। গেল ৯ নবেম্বর শনিবার রাতে কলন্দপুর আদিবাসী পল্লীতে সন্ত্রাসীরা হামলা চালায়। কুড়াল, ছুরি, লাঠিসোটা, কিরিচসহ দেশীয় অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়িভাবে মারপিট ও ভাংচুর করা হয়। এতে শিশু, বৃদ্ধও রেহাই পায়নি। আদিবাসী গৃহবধূসহ এ ঘটনায় আহতদের পাঁচবিবি মহিপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও জয়পুরহাট হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আদিবাসী ধুম পাহান, লক্ষন পাহান, বিমল জানান, তারা রাত জেগে নিজেদের বাড়িঘর ও উঠতি আমন ক্ষেত পাহারা দিচ্ছে। ক্ষেতের ধান কেটে নেওয়ারও হুমকি দেয়া হচ্ছে বলে তারা জানায়। অথচ বরাদ্দের খাস জমিতে তারা আবাদ করেছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৫ নবেম্বর ২০০৩

(১৯৯৮)
রাজবাড়ীতে মন্দিরে ঢুকে দু'টি মূর্তির মাথা কেটে নিয়ে গেছে

রাজবাড়ী, ১৪ নবেম্বর, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বৃহস্পতিবার রাতে রাজবাড়ী পৌরসভার লক্ষ্মীকোলা এলাকায় শতাধিক বছরের ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন মন্দির "জয় মা মন্দিরে" কে বা কারা ঢুকে ২টি মূর্তির মাথা কেটে নিয়ে গেছে। এর একটি শীতলা অপরটি কালীর। এ ঘটনায় শহরের হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। জেলা প্রশাসনকে বিষয়টি অবহিত করা হয়েছে। রাজবাড়ী অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রেজাউল করিম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে এলাকাবাসীর সঙ্গে কথা বলেছেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৫ নবেম্বর ২০০৩

(১৯৯৯)
ফলোআপ ঃ জয়পুরহাটে ৮ দিনেও গ্রেপ্তার নেই
হামলাকারীরা আদিবাসীদের ধান কেটে নিয়ে গেছে ॥ পুলিশ নির্বিকার

জয়পুরহাট থেকে আমিনূল হক বাবুল ঃ পাঁচবিবির আদিবাসী গ্রাম কমন্দপুরে শনিবার সকালে আদিবাসীদের সরকারি খাস জমির ধান কেটে নিয়ে গেছে বলে জানা গেছে। এই নিভৃত আদিবাসী পল্লীতে দাঙ্গাবাজ কফিল বাহিনী গত ৮ই নবেম্বর সশস্ত্র হামলা চালায়। সব বয়সের নরনারী প্রহৃত এবং পশুকুড়ালের আঘাতে কয়েকজন গুরুতর আহত হন। বর্তমানে ৩ জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। এ সম্পর্কে পাঁচবিবি থানায় মামলা হলেও গত ৮ দিনে কোন আসামীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেনি। বরং পুলিশের উপস্থিতিতে সরকারি জমির (আদিবাসীদের নামে বরাদ্দ ও দখলকৃত) ধান কেটে হামলাকারী কফিল উদ্দিনকে দেওয়া হয়েছে— এমন অভিযোগ করেছেন দরিদ্র আদিবাসীরা।

জানা গেছে, শনিবার সকালে ৯৩ শতক জমির (খতিয়ান-খাস, ১, দাগ নম্বর ৫২০) ধান সন্ত্রাসী কফিল বাহিনী কেটে নিয়ে যায়। জয়পুরহাট জেলা আধুনিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বল্লকনাথ পাহান, আহত দশমী পাহানের স্বামী ধুনা পাহান, বিমল পাহান, জহরলাল পাহান ও ধীরেন পাহানের জমির ধান কেটেছে ওরা।

ঘটনা সম্পর্কে পুলিশের মন্তব্য জানার জন্য একাধিকবার পাঁচবিবি থানায় টেলিফোনে যোগাযোগ করে ওসিকে পাওয়া যায়নি 'ছুটি' নেয়ায়। মামলার আইও দারোগা আনছার আলী কোন এক মামলার স্বাক্ষ্য দিতে জেলা সদর আদালতে গেছেন বলে ডিউটি অফিসার জানান। ডিউটি অফিসার এসআই আ. করিম জানান, মামলার পরই পাঁচবিবির ইউএনও এবং থানার ওসি ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন; কিন্তু আসামী পাওয়া যায়নি। আদিবাসীরা বলেন, প্রথম দিন ইউএনও এবং ওসির পর পুলিশ অফিসার আর কেউ আসামীদের ধরতে যাননি। আসামিরা বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এমনকি গত শুক্রবার আসামী কফিল উদ্দিনের দু'ছেলে মোনাজ্জল ও আলীম আদিবাসী পাড়াতেও গিয়েছিল।

গত আট দিনেও কোন আসামীকে না ধরা, আসামীদের ধান পুলিশের উপস্থিতিতে কেটে নেয়া, গতকালের ধান কেটে নিয়ে যাওয়া বিষয়ে পুলিশের উদ্দেশ্যমূলক গড়িমিসি অবহেলা এবং পক্ষপাতমূলক আচরণ সচেতন মহলকে উদ্বিগ্ন ও বিস্মিত করেছে। এভাবে পরিস্থিতি চলতে থাকলে যে কোন সময় কলন্দপুর আদিবাসী পল্লীতে বড় ধরনের হামলা-রক্তপাতের ঘটনা ঘটার আশঙ্কা রয়েছে।

কলন্দপুর আদিবাসী গ্রামে হামলা নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মহল সরব হয়ে ওঠছে। ঘটনার প্রতিবাদ ও হামলাকারী আসামীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন জয়পুরহাট জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম আহ্বায়ক মোল্লা সামসুল আলম ও সোলায়মান আলী, পৌর আ'লীগের সভাপতি শামসুল আলম দুদু, সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান হাবিব, জয়পুরহাট

লাইব্রেরী ও ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক জিপি অ্যাডভোকেট মোমিন আহমদ চৌধুরী, নাট্যব্যক্তিত্ব উৎপল মণ্ডল, ঐক্যপরিষদ নেতা শ্যামল সাহা, কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) পাঁচবিবি উপজেলার সভাপতি অভিকান্ত সরকার ও সম্পাদক অ্যাডভোকেট নন্দকিশোর আগরওয়ালা, জাতীয় পার্টির (এরশাদ) নেতা মুজিবর রহমান ও জাতীয় রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মিলন পরিষদের জেলা সম্পাদক আমিনুল হক বাবুল।

সংবাদ, ১৬ নবেম্বর ২০০৩

(২০০০)
রাজারহাটে ঘুমন্ত বাবা ও ছেলেকে অ্যাসিড নিক্ষেপ

কুড়িগ্রাম থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ কুড়িগ্রাম জেলার রাজারহাট উপজেলায় দুর্বৃত্তরা এক কাপড় ব্যবসায়ী ও তার ছেলেকে ঘুমন্ত অবস্থায় অ্যাসিড নিক্ষেপ করে ঝলসে দিয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে ১০ই নবেম্বর সোমবার রাজারহাট সদরে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, রাজারহাট বাজারের কাপড় ব্যবসায়ী নিরঞ্জন চন্দ্র রায় রোববার রাতে যথারীতি দোকান বন্ধ করে পাশের পুটিকাটা হাইস্কুল মাঠে কৃষ্ণ লীলা কীর্তন শুনে গভীর রাতে বাড়ি ফিরে ঘুমিয়ে পড়েন। ভোররাতের দিকে ওঁৎ পেতে বসে থাকা চিহ্নিত একদল দুর্বৃত্ত তার ঘরের বেড়া ফাঁক করে নিরঞ্জন চন্দ্র রায় ও তার ছেলেকে লক্ষ্য করে অ্যাসিড নিক্ষেপ করে। এতে তাদের দু'জনের শরীর ঝলসে যায়। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাদের দু'জনকে লালমনিরহাট সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক। উল্লেখ্য, ১৭ই অক্টোবর রাতে নিরঞ্জন রায় রাজারহাট বাজার থেকে বাড়ি ফেরার পথে শীতলারহাটে চিহ্নিত একদল সন্ত্রাসী তার পথরোধ করে ৭ হাজার টাকা ছিনতাই করে নিয়ে যায়।

সংবাদ, ১৬ নবেম্বর ২০০৩

(২০০১)
কাপাসিয়ায় প্রতিমা ভাংচুর মামলায় জিসাস সম্পাদক গ্রেপ্তার

কাপাসিয়া (গাজীপুর) থেকে সংবাদদাতা ঃ উপজেলার কাপাসিয়া বাজারের আলোচিত দুর্গাপূজার প্রতিমা ভাংচুর মামলায় পুলিশ গত বৃহস্পতিবার কাপাসিয়া জিয়া স্মৃতি সংসদ আঞ্চলিক শাখার সাধারণ সম্পাদক সুলতান মাহমুদ ফয়সালকে (২৩) গ্রেপ্তার করে কোর্টে চালান দিয়েছে। ফয়সাল কাপাসিয়া ২নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর মাহমুদের পুত্র। গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে উপজেলা যুবদল ও ছাত্রদল গত শুক্রবার শহরে বিক্ষোভ ও সমাবেশ করে।

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৭ নবেম্বর ২০০৩

(২০০২)
আক্কেলপুর সন্ত্রাসী-চাঁদাবাজদের দৌরাত্ম্য
কয়েকটি সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর হামলা, ভারতে পাঠিয়ে দেয়ার হুমকি

আক্কেলপুর (জয়পুরহাট) প্রতিনিধি ঃ চাঁদা না দেয়া কয়েকটি সংখ্যালঘু পরিবারকে প্রহার করে ভারতে পাঠিয়ে দেয়ার হুমকি দিয়েছে সন্ত্রাসীরা। ঘটনাটি ঘটেছে আক্কেলপুর উপজেলার আওয়ালগাড়ী গ্রামে। এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে স্মারকলিপি প্রদান ও থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

উপজেলার আওয়ালগাড়ী গ্রামের সন্তোষ মণ্ডলের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে কতিপয় চিহ্নিত সন্ত্রাসী চাঁদাবাজরা চাঁদা দাবি করে আসছিল। গত ৫ই নবেম্বর সকাল ১০টার সময় কুড়ানো বাজারে সন্ত্রাসী চাঁদাবাজ মনু ও লতিফ সন্তোষের কাছে ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। চাঁদা দিতে অস্বীকার করায়, সন্তোষকে ও তার বাড়িতে গিয়ে পুরুষ ও মহিলাদেরকে বেদম প্রহার করে। ঘরবাড়ি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়ে ভারতে পাঠিয়ে দেয়ার হুমকি দেয়। সন্ত্রাসীরা তাদেরকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়।

ঘটনার পরেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায় উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করে। এব্যাপারে আক্কেলপুর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলার পর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও ভারপ্রাপ্ত পুলিশ এ পর্যন্ত সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজদের গ্রেপ্তার করতে পারেনি। সন্ত্রাসীরা পালিয়ে গেছে।

সংবাদ, ১৮ নবেম্বর ২০০৩

(২০০৩)
গাইবান্ধায় হরিজনদের বাড়িঘরে সন্ত্রাসী হামলা

গাইবান্ধা প্রতিনিধি ঃ গাইবান্ধার ভরতখালীর উল্লাবাজারের হরিজনরা বাড়ি-ঘর ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। গত ৮ নবেম্বর ভরতখালী ইউপি চেয়ারম্যানের পালিত সন্ত্রাসী বাহিনী উল্লাবাজারের বুলু রাণী নামীয় হরিজনের বাড়িতে হামলা চালিয়ে বাড়িঘর ভাংচুর, ফলমূলের বৃক্ষ কর্তন করে নিয়েছে। গত ১৫ নবেম্বর বুলু রাণী গাইবান্ধার জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার বরাবরে লিখিত অভিযোগ করেছে। অভিযোগে জানা যায়, সাঘাটা উপজেলার ভরতখালী ইউপির উল্লাভরতখালী বাজারে দীর্ঘদিন ধরে বসবাসরত শ্রীমতি বুলু রাণী হরিজন, স্বামী-মৃত রাজেশ বাবু হরিজনের জে,এল নং-৭, খতিয়ান নং- ২৩৬, দাগ নং-৩৫৬ এর ৯ শতক স্থাবর জমি দখল জবর দখল করার জন্য ইউপি চেয়ারম্যান এর সন্ত্রাসী বাহিনী গত ৮ নবেম্বর সকাল ১১টায় বুলু রাণীর বাড়িতে অতর্কিতভাবে হামলা করে। হামলাকারীরা একটি টিনসেড হাফ ওয়াল থাকার ঘর ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেয়। ২টি আম গাছ, ১টি কাঁঠাল গাছ, ২টি নিম গাছ, ২টি পেয়ারা গাছ ও ১টি কদম গাছ কেটে নিয়ে যায়। এতে প্রায় ১ লাখ ১০ হাজার টাকার ক্ষয় ক্ষতি হয়। বুলু রানী অভিযোগে জানায়, ঐ স্থলে তার স্বধর্মীয় লোকজন না থাকায় বা কোনো আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশী না থাকায় ঐ ইউপি চেয়ারম্যান তার বসত বাড়ি বে-আইনিভাবে ভেঙ্গে দিয়ে ঐ স্থানে ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন তৈরি করার জন্য এই সন্ত্রাসী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বুলু রাণী জানিয়েছে তার বাড়ি-ঘর ভেঙ্গে দেয়ার পরে ইউপি চেয়ারম্যান তাকে ঐ বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যাবার হুমকি দিলে সে তার স্বামীর ভিটা মাটি পরিত্যাগ না করায় প্রতিদিন একের পর এক সন্ত্রাসী লোকজন পাঠিয়ে তার পুত্র কন্যাকে জীবণনাশের হুমকি দিচ্ছে। এদিকে এ ঘটনায় বাংলাদেশ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নেতৃবৃন্দ নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। অপর এক বিবৃতিতে বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আইয়ুব মিয়া, গাইবান্ধা জেলা হরিজন সমাজ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে এই ঘটনার তদন্ত করে দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন। গতকাল বুলু রাণী ও পুত্র কন্যারা জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারের নিকট অভিযোগ করাকালে তাদের কান্নাকাটিতে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের সূচনা হয়।

দৈনিক দিনকাল, ১৯ নবেম্বর ২০০৩

(২০০৪)
জোরপূর্বক দেড় শতাধিক গাছ কেটে নিয়েছে বন বিভাগ
মধুপুরে বনায়নের নামে আদিবাসী উচ্ছেদ অভিযান ॥ ২৯টি পরিবার আতঙ্কগ্রস্ত

টাঙ্গাইল থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক ঃ তথাকথিত বনায়নের নামে বন বিভাগ মধুপুর পাহাড়ি এলাকা থেকে আদিবাসী উচ্ছেদ অভিযান শুরু করেছে। মধুপুর বনাঞ্চলের অরণখোলা রেঞ্জের কাসারচালায় আদিবাসী কোচদের বসতবাড়ি থেকে ফলবান কাঁঠাল গাছসহ দেড় শতাধিক মূল্যবান গাছ জোরপূর্বক কেটে নেয়ার মধ্য দিয়ে বন বিভাগ আদিবাসী উচ্ছেদ অভিযানের সূচনা করেছে। এ সময় বন বিভাগ এবং তাদের লালিত গাছচোর মস্তানরা কোচ আদিবাসীদের ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। অবিলম্বে কোচরা ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে না গেলে ভয়াবহ পরিণতি ভোগ করতে হবে বলেও বন বিভাগীয় কর্মকর্তা এবং মস্তানরা কোচদের হুমকি দেয়। এ ঘটনার পর থেকে কামারচালার ২৯টি কোচ আদিবাসী পরিবারের দুই শতাধিক নর-নারী, শিশু-বৃদ্ধ পিতৃপুরুষের ভিটে থেকে উচ্ছেদ আতঙ্কে শঙ্কিত দিন যাপন করছে। অসহায় দরিদ্র কোচরা পুরুষানুক্রমে বসবাসরত তাদের ভিটে থেকে অবৈধ উচ্ছেদ প্রক্রিয়া বন্ধ করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছে। সরজমিন পরিদর্শনে এ তথ্য জানা গেছে।

গত রোববার 'সংবাদ' প্রতিনিধি কামারচালায় সরজমিন পরিদর্শনে গেলে আদিবাসী কোচরা জানান, প্রায় হাজার বছর ধরে পুরুষানুক্রমে কোচরা কামারচালায় বসবাস করছে। মোঘল, পাঠান, ইংরেজ ও পাকিস্তান আমলে কোন সরকারই তাদের উচ্ছেদ করেনি। ব্রিটিশ শাসনামলে মধুপুর বনভূমির মালিক নাটোর রাজ এস্টেটের মহারাজ কামারচালার কোচদের নামে জমির দলিল দেয়। দলিল মূলে তারা সরকারকে খাজনাও দিচ্ছে; কিন্তু এরপরও বন বিভাগের অরণখোলা রেঞ্জের কর্মকর্তারা কোচদের বসতবাড়িকে সংরক্ষিত বনভূমি আখ্যা দিয়ে তথাকথিত বনায়নের নামে আদিবাসী উচ্ছেদ কার্যক্রম শুরু করেছে। তারা জানান, অরণখোলা এলাকায় আদিবাসী নয়, এমন মস্তান ও ভূমি সদস্যরা প্রায় দুই হাজার একর মূল্যবান বনভূমি জবর-দখল করে রাখলেও বন বিভাগ সেখানে বনায়নের উদ্যোগ নেয়নি। বন এলাকা থেকে দরিদ্র ও নিরীহ আদিবাসীদের উদ্দেশ্যমূলকভাবে উচ্ছেদ করে মধুপুর বনভূমি আদিবাসী শূন্য করার অসৎ অভিপ্রায়ে তারা কোচদের উচ্ছেদ প্রক্রিয়া করেছে। তারা জানান, বন বিভাগের অরনখোলা রেঞ্জের বিট অফিসার হাবিবুর রহমান চৌধুরী গত এপ্রিলে কামারচালার কোচদের বসতভিটাকে সংরক্ষিত বনভূমি দাবি করে উচ্ছেদ নোটিশ দেয়। এ ব্যাপারে 'সংবাদ'সহ বিবিন্ন পত্র-পত্রিকায় খবর ছাপা হলে বন বিভাগ কিছুদিন নীরবতা অবলম্বন করে; কিন্তু গত ২১শে অক্টোবর রেঞ্জ অফিসার আমির হোসেন ও বিট অফিসার হাবিবুর রহমান চৌধুরীর নেতৃত্বে একদল অস্ত্রধারী বন প্রহরী এবং বিপুল সংখ্যক সশস্ত্র মস্তান যুদ্ধাংদেহী সাজে সজ্জিত হয়ে কোচদের বসতবাড়ির ফলবান কাঁঠাল, আম, জাম, সেগুন ও জলপাইসহ দেড় শতাধিক মূল্যবান গাছ জোর করে কেটে নিয়ে যায়। এ সময় তারা প্রকাশ্যেই ঘোষণা করে মধুপুর বন থেকে আদিবাসী উচ্ছেদ অভিযান শুরু হলো। তারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে কোচদের অবিলম্বে ঘরবাড়ি ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। তারা হুমকি দেয়, ঘরবাড়ি না ছাড়লে কোচদের চরম পরিণতি ভোগ করতে হবে। এরপর থেকে অসহায় কোচরা আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে। কোচরা জানান, এ অবস্থায় বন বিভাগীয় কর্মকর্তাদের অবৈধ উচ্ছেদ প্রক্রিয়া বন্ধের জন্য তারা প্রধানমন্ত্রীর আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

এ ব্যাপারে অরণখোলা রেঞ্জের ও বিট অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা কাসারচালার কোচদের বসতবাড়ির গাছকাটার সত্যতা স্বীকার করে বলেন— কোচ হোক, গারো হোক আর আদিবাসীই হোক, তাদের সরকারি বনভূমিতে থাকার অধিকার নেই। তারা বনভূমি ছেড়ে চলে না গেলে আমরা তাদের উচ্ছেদ করেই বনায়ন করবো।

সংবাদ, ১৯ নবেম্বর ২০০৩

(২০০৫)
একই পরিবারের ১১ জনকে পুড়িয়ে হত্যা
চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে নারকীয় বর্বরতা ॥ সংখ্যালঘু পরিবারের নারী শিশুসহ সদস্যরা পুড়ে কয়লা ॥ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও আইজির ঘটনাস্থল পরিদর্শন

কামাল পারভেজ, বাঁশখালী থেকে ফিরে ঃ মঙ্গলবার গভীর রাতে চট্টগ্রামের ডাকাত উপদ্রুত এলাকা বলে চিহ্নিত বাঁশখালীতে ঘটেছে এক নারকীয় ঘটনা। সরেজমিনে অনুসন্ধানে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী একদল ডাকাত একটি ঘরে আগুন লাগিয়ে দিলে অসহায় এক পরিবারের ১১ জন পুড়ে কয়লা ও ছাই হয়ে গেছে। এ ঘটনা এ যাবতকালের সবচেয়ে নৃশংস, পৈশাচিক বলে চিহ্নিত হয়েছে। লোমহর্ষক এ ঘটনাটি ঘটেছে চট্টগ্রাম থেকে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার দূরে বাঁশখালী উপজেলার সাধনপুর ইউনিয়নের দক্ষিণ সাধনপুর শীলপাড়ায়।

নিহতদের মধ্যে ৭ মহিলা, ৩ পুরুষ ছাড়াও রয়েছে ৪ দিনের এক নবজাতক। এরা সবাই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। প্রাথমিকভাবে ঘটনাটি ডাকাতির জের ধরে সন্দেহ করা হলেও এর পিছনে অন্য কোনো কারণ রয়েছে কিনা এখনও পর্যন্ত স্থনীয় জনসাধারণ, পুলিশসহ কোন সূত্র জানতে পারেনি। ডাকাত কবলিত এলাকা বলে পরিচিত বাঁশখালীতে তো বটেই গোটা চট্টগ্রাম অঞ্চলে একসঙ্গে এগারজনকে হত্যাকাণ্ডের এমন ঘটনা আর ঘটেনি। পুরো ঘটনাটি সর্বত্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। ঘটনার পর বুধবার সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী, এলাকার বিএনপিদলীয় এমপি বন ও পরিবেশ প্রতিমন্ত্রী জাফরুল ইসলাম চৌধুরী, পুলিশের আইজি শহুদুল হক, চট্টগ্রাম রেঞ্জ ডিআইজি আবদুস ছাত্তার, জেলা প্রশাসক শফিকুল ইসলাম, জেলা পুলিশ সুপার মাহবুবুর রহমানসহ প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ।

ভয়াবহ এই হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন পরিবারের কর্তা তেজেন্দ্র লাল শীল (৭০), তাঁর স্ত্রী বকুল বালা শীল (৬০), তাঁর মেঝ ছেলে অনিল কান্তি শীল (৪২), অনিলের স্ত্রী স্মৃতি শীল (৩০), তাঁদের বড় মেয়ে রুমি শীল (১২), মেঝ মেয়ে সোনিয়া শীল (৭), অনিল দম্পতির ৪ দিনের নবজাতক, অনিলের তিন চাচাত বোন যথাক্রমে বাবুটি শীল (২৫), প্রসাদী শীল (১৭), এ্যানি শীল (১৫) এবং অনিলের খালু দেবেন্দ্র লাল শীল (৭২)। এ ঘটনায় বেঁচে গেছে তেজেন্দ্র লালের ছেলে, গ্রাম্য চিকিৎসক ডা. বিমল কান্তি শীল তপন (৪০)।

যেভাবে ঘটেছে এই হত্যাকাণ্ড ঃ বর্বর এই হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী হচ্ছে ৪ জন। তেজেন্দ্রলাল শীলের ছেলে ডা. বিমল কান্তি শীল তপন আর তাদের বাড়ির অদূরে দোকানে বসে থাকা তিন পাহারাদার। এরা হচ্ছে বিজয় ধর, যাদব ধর ও মানু ধর। ডাকাতরা যখন ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয় তখন দোতলায় জানালা দিয়ে লাফ দিয়ে নিচে পড়ে বেঁচে যান তপন। তিনি ঘটনার বর্ণনা দিয়ে জনকণ্ঠসহ বিভিন্ন পত্রিকার সাংবাদিকদের জানান, 'রাত তখন সাড়ে ১২টা। ঘরে আমি সহ সকলেই ঘুমিয়ে ছিলাম। এ সময় আকস্মিকভাবে বাইরে ডাকাডাকি শুরু হয় দরজা খোলার জন্য। এতে আমরা বুঝে যাই ডাকাত এসেছে। কিন্তু তাদের ডাকে আমরা

দরজা খুলিনি। তখন তারা আমাদের বলে, কেউ আওয়াজ করবে না, চিল্লাচিল্লি করলে গুলি করে দেব। তাড়াতাড়ি দরজা খোল। আমরা তোমাদের চারদিকে ঘিরে ফেলেছি। কেউ বাঁচাতে আসবে না। এ অবস্থায় ঘরের সবাইকে আমি দোতলায় তুলে দিই। আমিও দোতলায় উঠে গিয়ে অস্থায়ী সিড়িটা উপরে তুলে নিই। এ অবস্থায় ডাকাতরা দরজা ভেঙ্গে নিচতলার ঘরে ঢুকে আমাদের কাউকে না পেয়ে বেশ কিছুক্ষণ গালিগালাজ করতে থাকে। তারা বলতে থাকে— যদি আমরা নিচে নেমে না আসি তাহলে পুড়িয়ে মেরে ফেলা হবে। তখন বাইরে একটি গুলির শব্দ হয়। এর ৫/৬ মিনিট পর দেখি নিচ তলা থেকে উপর তলায় ধোঁয়া উঠছে। সেই ধোঁয়ায় দেখি ক্রমশ পুরো ঘর আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে। এতে আমাদের চোখ মুখ বন্ধ হয়ে যায়। রীতিমতো দম বন্ধ অবস্থা। এ অবস্থায় আমি বসা থেকে উঠে জানালা খোলার জন্য পা বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বেড়ার নির্মিত ছাদটির একটি অংশ পুড়ে ছিদ্র হয়ে গেছে। সেই ছিদ্র দিয়ে আগুনের লেলিহান শিখা উপরে উঠে যায়। এ সময় আগুনের কারণে আমরা কেউ কারো আওয়াজ শুনতে পাইনি। এক পর্যায়ে আমি খোলা জানালা দিয়ে বাইরে লাফ দিয়ে পড়ে যাই এবং আমাদের বাড়ির আঙ্গিনার ধানের বস্তার স্তূপে আত্মগোপন করি। তখনও ডাকাতদল আমাদের বাড়িটি ঘিরে রেখেছিল। এর পর দেখি আমাদের ঘরটি দাউ দাউ করে জ্বলছে। আমি লাফ দিয়ে পড়ার আগে ঘর থেকে চিল্লাচিল্লি হতে থাকলেও পড়ার পর আমার মা, বাবা, স্ত্রী-পুত্রসহ আর কারও আওয়াজ ছিল না।

তপন আরও জানান, প্রায় ৭০ মিনিটের মতো ডাকাতরা সেখানে অবস্থান করেছে। ডাকাতদের মধ্যে যারা ঘরে ছিল তারা তাঁর পরিবারের সদস্যদের মৃত্যু নিশ্চিত হওয়ার পরই ঘটনাস্থল ত্যাগ করেছে। পরবর্তীতে পার্শ্ববর্তী কয়েকটি ঘরের কিছু লোকজন রাত আনুমানিক ২ টার দিকে এসে কয়েকটি ধানের বস্তার ভিড়ে পড়ে থাকা তপনকে উদ্ধার করে বলে তিনি জানান।

অন্যদিকে গ্রামের পাহারাদার বিজয় জানান, ডাকাতরা তেজেন্দ্র লাল শীলের বাড়িতে প্রবেশের আগে পাশের একটি দোকানে বসে থাকা অবস্থায় তাদের তিনজনকে ধরে হাত-পা মুখ বেঁধে ফেলে। বাঁধার পর তাদের তিন রাস্তার পাশে ফেলে রেখে ২ ডাকাত পাহারায় থাকে। এর পর ঘটনা শেষে তারা চলে যায় নির্বিঘ্নে। লোমহর্ষক এই হত্যাকাণ্ড থেকে বেঁচে যাওয়া বিমল শীল আরও জানান, তাঁর ধারণা নিচে পেট্রোল বা গান পাউডার দিয়ে আগুন দেয়া হয়েছে। কেননা আগুন দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা দ্রুত পুরো ঘর গ্রাস করে। একই বাড়ির মিঠুন নামে এক যুবক জানায়, ডাকাতরা বাড়ির প্রতিটি ঘরের সামনে পাহারা বসিয়েছিল।

বুধবার সকালে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা গেছে, বাড়ির ৭/৮টি ঘরের মধ্যে তেজেন্দ্র লালের ঘরটি ছিল পৃথক সারিতে। মাটির দেয়ালের ঘরটির মাঝে বেড়ার ছাদ সৃষ্টি করে দোতলা বানানো হয়েছে। এর উপরে রয়েছে টিন। এতে করে নিচ ও দোতলায় থাকার ব্যবস্থা আছে। ডাকাত আসার পর সবাই নিচ থেকে এই দোতলায় উঠে গিয়েছিলেন। তাছাড়া মাঝের ছাদটি বেড়ার হওয়ায় আগুন ছড়িয়েছে দ্রুত। আগুনে ঘরটির মাটির দেয়াল এবং কয়েকটি টিন ছাড়া আর কিছুই নেই। ১১ জনের সবার দেহ পুড়ে স্বাভাবিক অস্তিত্ব হারিয়ে একেবারে মুঠো সমান পিণ্ড হয়ে গেছে। এর মধ্যে ৪ দিনের নবজাতকের লাশের অস্তিত্বই মেলেনি। অর্থাৎ ছাই হয়ে মাটির সাথে মিশে গেছে।

কেন ঘটল এ ঘটনা ঃ পৈশাচিক এই ঘটনা কেন ঘটল সেটি ছিল এলাকায় বুধবার সারা দিন আলোচনার বিষয়। প্রাথমিকভাবে এটাকে ডাকাতির ঘটনা বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। কেননা গত ১০ বছরের মধ্যে তেজেন্দ্র লাল শীলের ঘরে আরও দু'বার ডাকাতি হয়েছে। এবারও তারা ডাকাতি করতে এসে পরিবারের লোকজন এবং মালামালের নাগাল না পেয়ে প্রতিহিংসাবশত আগুন দিয়ে সবাইকে পুড়িয়ে হত্যা করেছে বলে ধারণা প্রশাসন সহ

সংশ্লিষ্টদের। এএসপি (সাতকানিয়া সার্কেল) ক্রালেন্স গোমেজ, বাঁশখালীর ইউএনও নূর মোহাম্মদ, থানার ওসি এম হোসাইন ঘটনাস্থলে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, ডাকাতরা উপরে উঠতে না পেরে আক্রোশবশত এ ঘটনা ঘটিয়ে থাকতে পারে। তবে নিহত তেজেন্দ্র লাল শীলের কনিষ্ঠ পুত্র, পটিয়ার স্কুল শিক্ষক নির্মল শীল বলেন, প্রাথমিকভাবে এ ঘটনাটি ডাকাতি বলে সন্দেহ করা হলেও এটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডও হতে পারে। এর পিছনে পূর্বশত্রুতার কোন কারণ থাকতেও পারে বলে নির্মল জানান। তিনি জানান, তাঁদের এমন কোন উল্লেখযোগ্য সম্পদ ঘরে নেই যে এভাবে ডাকাতরা ঘেরাও দিয়ে হানা দেবে বা ঘরের সবাইকে একসঙ্গে হত্যা করবে। তবে তাঁদের সঙ্গে কারও সুনির্দিষ্ট শত্রুতা রয়েছে কিনা তাও স্পষ্ট করে জানাতে পারেননি বিমল শীল ও নির্মল শীল। সাধনপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আহসানউল্লাহ চৌধুরী জানান, গত ৭/৮ মাসে সাধনপুর এলাকায় প্রায় ১৫টি ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে ডাকাত প্রতিরোধে এলাকায় এলাকায় পাহারাও বসানো হয়েছে। এতে ৪/৫টি ডাকাতির চেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে লোকজনের মাঝে আতঙ্ক সৃষ্টির জন্য এ ঘটনা ঘটানো হতে পারে বলে তাঁর ধারণা। তবে এ ঘটনার নেপথ্যে অন্য কোন কারণও যে থাকতে পারে তাও কেউ উড়িয়ে দিচ্ছেন না।

এ রকম ঘটনা আর ঘটেনি : চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলাটি এমনিতেই ডাকাতকবলিত জনপদ হিসেবে পরিচিত। সেখানে প্রতিদিনই ঘটছে ডাকাতির ঘটনা, ঘটছে প্রাণহানির ঘটনা। প্রতিমাসে সেখানে ডাকাতের হাতে অনেকে প্রাণ হারায়। কিন্তু মঙ্গলবার রাতের মতো নৃশংস এবং বর্বর হত্যাকাণ্ডের ঘটনা আর ঘটেনি। এমনকি গোটা চট্টগ্রামের কোথাও শুধু ডাকাতির ঘটনা নয়, এ যাবতকালে একসঙ্গে এত লোক খুন হয়নি কখনও। ফলে বুধবার ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়ার পর চট্টগ্রামে এটি বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। ঘটনাস্থলে বাঁশখালীর বিভিন্ন এলাকা ছাড়াও চট্টগ্রামের নানা এলাকা থেকে ছুটে যায় লোকজন। সেখানে ভিড় জমায় তারা। ঘটনাটি সর্বত্র ধিক্কার ও ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। সবাই এই লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের গ্রেপ্তার এবং কঠোর শাস্তি দাবি করেছে।

ঘটনাস্থলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও আইজি : বুধবার বিকেলে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অব) আলতাফ হোসেন চৌধুরী, পরিবেশ প্রতিমন্ত্রী জাফরুল ইসলাম চৌধুরী ও পুলিশের আইজি শহুদুল হক, চট্টগ্রাম রেঞ্জের ডিআইজি আবদুস ছাত্তার, জেলা প্রশাসক শফিকুল ইসলাম ও এসপি মাহবুবুর রহমান। তাঁরা সেখানে বেঁচে যাওয়া ডাক্তার বিমল শীল, তাঁর ভাই নির্মল শীল এবং এলাকার লোকজনের সঙ্গে কথা বলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সেখানে সাংবাদিকদের বলেন, এটা ডাকাতদের কাজ। এ ঘটনায় জড়িতদের অবশ্যই খুঁজে বের করা হবে। তিনি স্থানীয় পুলিশকে এ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেন। একই সঙ্গে তিনি এলাকায় একটি পুলিশ ক্যাম্প স্থাপনের ঘোষণা দেন। তিনি বলেন, বাঁশখালীতে ডাকাতদের গ্রেপ্তারের অতিরিক্ত পুলিশ এবং প্রয়োজনে তাদের বাড়তি অস্ত্র দেয়া হবে। তিনি নিহতদের স্বজনদের নগদ ৫০ হাজার টাকা এবং পরিবেশ প্রতিমন্ত্রী ৩৫ হাজার টাকা প্রদান করেন। ১৫ মিনিটের মধ্যেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং আইজিপি ঢাকা ফিরে যান।

এলাকার সর্বত্র বেদনাবিধুর পরিবেশ : বুধবার সকাল থেকেই ঘটনাস্থলে ছুটে আসে অসংখ্য নরনারী। সেখানে ঘরের বারান্দায় ফেলে রাখা ১১ নারীপুরুষ ও শিশুর পুড়ে যাওয়া গোলাকৃতির ১১টি খণ্ড প্রত্যক্ষ করে কেউ চোখের পানি ধরে রাখতে পারেনি। অনেককেই হাউমাউ করে কাঁদতে দেখা যায়। ফলে সেখানে সৃষ্টি হয় এক হৃদয়বিদারক পরিবেশের। আবার অনেকের চোখে মুখে ছিল ক্ষোভের আগুন। কেননা বছর জুড়ে বাঁশখালীতে ডাকাত দলের তাণ্ডবে এলাকার মানুষ ক্ষতবিক্ষত। নিরাপত্তা বলতে কিছুই নেই। প্রতিদিন লোকজন বিনিদ্র রজনী যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। এলাকায় এলাকায় পাহারা বসিয়েও নিস্তার পাচ্ছেন না

কেউ। অথচ প্রশাসন আছে, পুলিশ আছে। কিন্তু ডাকাত দল বেপরোয়া। মাঝে মধ্যে যাদের ধরা হচ্ছে তারাও আবার সহজেই জেলমুক্ত হয়ে আসছে। ফলে সাধারণ মানুষ অসহায়ত্ব বরণ করছে দীর্ঘ সময় আগে থেকেই।

মামলা হয়েছে : নৃশংস এ ঘটনায় বাঁশখালী পুলিশ হতভম্ব। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের বেঁচে যাওয়া দুই সদস্য প্রায় বাকরুদ্ধ। অপরদিকে বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘটনার কোন ক্লু পাওয়া যায়নি। রাতে পুলিশ জানিয়েছে, এ ঘটনার জন্য অজ্ঞাতনামা ২৫/৩০ জনের বিরুদ্ধে থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের বিজ্ঞপ্তি : গভীর রাতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারকে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার পক্ষ থেকে এক লাখ টাকা অনুদান প্রদান করেন। নিরাপত্তা বিধানকল্পে ঘটনাস্থলে পুলিশী প্রহরার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত পরিবারের সদস্য অগ্নিদগ্ধ অনিলকে উন্নত চিকিৎসার জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হেলিকপ্টারযোগে চট্টগ্রাম নিয়ে আসেন এবং তাঁকে একটি ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে।

বাণিজ্যমন্ত্রী শোক : বাণিজ্যমন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে আগুনে পুড়ে ১১ জনের মর্মান্তিক মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

এক শোকবাণীতে মন্ত্রী মৃতদের রুহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। — তথ্য বিবরণী

শেখ হাসিনার নিন্দা : বাঁশখালীতে একই পরিবারের ১১ জনকে অগ্নিদগ্ধ করে হত্যার তীব্র প্রতিবাদ করেছেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা। বুধবার এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, এ ঘটনা আদিম অমানবিকতার বীভৎস প্রকাশ। এটা জোট সরকারের সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের হাতে বাংলাদেশের জনগণের অসহায়ত্বের জ্বলন্ত প্রমাণ। ১২ সদস্যের ওই পরিবারের বেঁচে থাকা একমাত্র সদস্য প্রাণের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। শেখ হাসিনা বলেন, জোট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকেই আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী ও সংখ্যালঘু নিধনের যে নীলনক্সা প্রণয়ন করেছিল তারই অনিবার্য পরিণামে সারা দেশে প্রতিদিন নির্মম হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় বাঁশখালীতে এ বর্বর ও পাশবিক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। তিনি এ ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও নিহতদের আত্মার শান্তি কামনা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সমবেদনা জানান।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২০ নবেম্বর ২০০৩

(২০০৬)
'আঁর যাদুরে তোঁয়ারা আনি দে'

স্টাফ রিপোর্টার, বাঁশখালি থেকে ফিরে : তেজেন্দ্রলাল শীলের চার পুত্র নিয়ে সংসার। এক সময় তাঁর একটি সেলুন থাকলেও এখন বাঁশখালীর সাধনপুরে পুরোপুরি অবসর জীবন কাটাচ্ছিলেন। বড় ছেলে সুনিল শীল সপরিবারে ওমান থাকেন। মেজো ছেলে নিহত অনীলের ছিল একটি সেলুন। বিমল শীল তপনের একটি চেম্বার রয়েছে স্থানীয় বাজারে আর নির্মল শীল পটিয়ায় একটি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। নির্মল ছাড়া সবাই বিবাহিত। এর মধ্যে বিমলের স্ত্রী ও দুই পুত্র মাসখানেক আগে বেড়াতে গেছেন তাঁর শ্বশুরবাড়িতে। দু'-এক দিনের মধ্যে তাঁদেরও বাড়ি ফিরে আসার কথা ছিল। কিন্তু এখন বিমল শীলের সঙ্গে তাঁরাও বেঁচে গেছেন। মা-বাবাসহ পরিবারের ১১ সদস্যকে হারিয়ে এখন প্রায় বাকরুদ্ধ বিমল শীল আর নির্মল শীল। তাঁরা যেন কাঁদতেও ভুলে গেছেন। লোকজন দেখে শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছেন। যেন আবেদন, আকুতি জানাবার ভাষাও তাঁদের নেই। তাঁরা ভেবেই পাচ্ছেন না কোন কারণে কারা

তাঁদের এই সর্বনাশ করল। তাঁদের মতো সাধনপুরের লোকজনও ভেবে পাচ্ছেন না কারা বা কি কারণে এ ঘটনা ঘটল। সেখানকার সব সম্প্রদায়ের লোকজনও এই বর্বর ঘটনায় হতবাক, শোকাভিভূত।

অন্যদিকে নিহত ১১ জনের মধ্যে বাবুটি শীল, প্রসাদী শীল ও এ্যানি শীল ছিল তেজেন্দ্রলাল শীলের ছোট ভাইয়ের মেয়ে। তেজেন্দ্রলাল ও তাঁর ভাইয়ের পৃথক ঘর হলেও মূলত তাঁরা যৌথ পরিবার। প্রসাদী শীলের বিয়ে হয়েছে বছর দুয়েক আগে। তাঁর স্বামীর নাম নারায়ণ শীল। স্বামীর সঙ্গে আগামী ৫ডিসেম্বর ওমান চলে যাওয়ার কথা ছিল বাবুটি শীলের। এ জন্য ভিসা ও বিমান টিকিটও করা হয়ে গেছে। পটিয়ার শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়ি এসেছেন বেড়াতে। কিন্তু তাঁদের ঘরের নির্মাণকাজ শেষ না হওয়ায় তাঁরা তিন বোন থাকতে গিয়েছিলেন জেঠার ঘরে। তাছাড়া বেশ কিছুদিন ধরে ডাকাতের উপদ্রব বেড়ে যাওয়ায় নিরাপদ থাকার জন্য সেখানে ঘুমিয়ে ছিলেন তিন বোন। কিন্তু কেউ বাঁচতে পারেনি ডাকাতদের লাগিয়ে দেয়া আগুন থেকে। চিরতরে একসঙ্গে হারিয়ে গেছেন তাঁরা। এর মধ্যে রুমি ছিল স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের ৭ম শ্রেণীর ছাত্রী। এই শোকেই পাগল করে দিয়েছে মা পুস্পরাণী শীলকে। তিন মেয়ের লাশের পিণ্ড নিয়ে চিৎকার করে কাঁদছিলেন তিনি। যাকেই পাচ্ছেন, আকুতি জানিয়ে বলছেন, 'আঁর যাদুরে তোঁয়ারা আনি দে, আঁই আর কিছু ন চাই' (আমার যাদুদের তোমরা এনে দাও, আমি আর কিছু চাই না)। পুস্পরাণীর বুকফাটা কান্নায় ভারি হয়ে উঠছে সাধনপুরের শোকাতুর পরিবেশ। সামনে যাকেই পাচ্ছেন তাঁকেই আকড়ে ধরে আবেদন জানাচ্ছেন তাঁর মেয়েদের ফিরিয়ে দেয়ার জন্য। মেয়েরা যাতে জেঠার কাছে নিরাপদে থাকে সে জন্য থাকতে দিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে নিরাপদ থাকতে পারল না তারা।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২০ নবেম্বর ২০০৩

(২০০৭)
জয়পুরহাটে আদিবাসী সংগঠনের কার্যালয়ে হামলা ॥ টাকা লুট ॥ ভাংচুর

জয়পুরহাট সংবাদদাতা ঃ চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় প্রকাশ্য দিবালোকে সন্ত্রাসীরা আদিবাসী সংগঠনের কার্যালয় হামলা চালিয়ে কর্মকর্তাদের মারধর অফিসের আসবাবপত্র ভাংচুর নগদ ৫৯ হাজার টাকা লুট করে নিয়ে গেছে। রবিবার বিকালে জয়পুরহাট সরকারি কলেজের পিছনে অবস্থিত আদিবাসী সমাজ উন্নয়ন সংস্থা কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রীর স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগ থেকে প্রায় ৫৯ হাজার টাকা ক্ষুদ্র ঋণ হিসাবে স্থানীয় আদিবাসীদের মধ্যে বিতরণের কথা ছিল। ঘটনার দিন একদল সন্ত্রাসী কর্মকর্তাদের নিকট বিশাল অংকের চাঁদা দাবি করলে তারা তা দিতে অস্বীকার করেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে দুর্বৃত্তরা কর্মকর্তাদের মারধর ও আসবাবপত্র ভাংচুর করে এবং ঋণ বিতরণের ৫৯ হাজার টাকা ছিনিয়ে নিয়ে যায়। এ সময় সংস্থার সভাপতি জগদীশ মালো ও সম্পাদক সুনীল উরাওসহ ৫ জন আহত হয়। এ ব্যাপারে মামলা হলে পুলিশ সোমবার সবুজ (৩০) নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করে।

দৈনিক ইত্তেফাক, ২০ নবেম্বর ২০০৩

(২০০৮)
বাউফলে একটি পরিবারে দুর্বৃত্তদের হানা মা-ছেলেকে জিম্মি করে লুটপাট প্রতিমা ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ

বাউফল (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি ঃ বাউফলের দাসপাড়া ইউনিয়নের খাজুরবাড়িয়া গ্রামে দুর্বৃত্তরা এক সংখ্যালঘু প্রতিবন্ধী মহিলা ও তার চার বছরের ছেলেকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে লুটপাট প্রতিমা ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করেছে। অল্পের জন্য বড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেয়েছে পরিবারটি। গত সোমবারের এ ঘটনায় থানায় মামলা হলেও পুলিশ গতকাল বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ঘটনাস্থল পরিদর্শনও করেনি। ওই সংখ্যালঘু পরিবারটি নিরাপত্তাহীনতায় আছে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ জানায়, গত সোমবার রাতে চার-পাঁচজন মুখোষপরা দুর্বৃত্ত খেজুরবাড়িয়া গ্রামের মন্টু সাহার বাড়িতে হানা দেয়। তারা ঘরে ঢুকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে প্রতিবন্ধী স্ত্রী শিলা রাণী সাহা (২২) ও তার চার বছরের ছেলে আকাশকে মুখে কাপড় ও তুলা গুঁজে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে মারধর করে। দুর্বৃত্তরা স্বর্ণালংকার ও ৪ হাজার টাকাসহ ২০ হাজার টাকার মালামাল লুট করে।

এ সময় দুর্বৃত্তরা ঘরের দোতলায় উপাশনালয়ে রক্ষিত রাধাকৃষ্ণ ও গোপাল প্রতিমা ভাংচুর করে। চলে যাওয়ার সময় কেরোসিনে তুলা ভিজিয়ে দোতলায় পাটাতনে ছড়িয়ে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। স্থানীয় জনতা আগুন দেখে মা ও ছেলেকে উদ্ধার করে আগুন নিভিয়ে ফেলে। এ সময় মন্টু সাহা বাড়িতে ছিলেন না।

এ ব্যাপারে গত সোমবার রাত ১১ টায় পাঁচজনকে আসামী করে বাউফল থানায় মামলা করলেও পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেনি। আসামীও গ্রেপ্তার করেনি।

বাউফল থানায় যোগাযোগ করা হলে ডিউটি অফিসার শেখ আবু বুকর জানান, মামলার তদন্তকারী দারোগা প্রশিক্ষণে পটুয়াখালী রয়েছেন।

প্রথম আলো, ২১ নবেম্বর ২০০৩

(২০০৯)
বাঁশখালী ট্রাজেডি ঃ ঘটনাস্থলে বিক্ষুব্ধ মানুষের ঢল সন্ত্রাসীরা স্টিল আলমারি ভাঙেনি, লুটও করেনি, তাহলে কেন এই বর্বরতা?

একরামুল হক বুলবুল, বাঁশখালী ঘুরে এসে ঃ গৃহকর্তা তেজেন্দ্র লাল শীলের তিন ভাতিজিকে ধর্ষণ করতে ব্যর্থ হয়ে কি সন্ত্রাসীরা নারী-শিশুসহ ১১ জনকে পুড়িয়ে মেরেছে? যদি ডাকাতির উদ্দেশ্য থাকত তাহলে ঘরের নিচতলার স্টিল আলমারি ভাঙা হয়নি কেন? সন্ত্রাসীরা লুট করেনি কেন ঘরের অন্যান্য সামগ্রী? এসব সন্দেহ থেকে সৃষ্টি হয়েছে নানা প্রশ্ন ও গুঞ্জন। গতকাল বৃহস্পতিবারও সাধনপুর ইউনিয়নের শীলপাড়ায় 'বাঁশখালী ট্রাজেডি' দেখতে মন্ত্রী, সাংসদ, রাজনৈতিক নেতাসহ শত শত বিক্ষুব্ধ মানুষের ঢল নেমেছিল।

জানা গেছে, বর্বর এ ঘটনার ২৪ ঘন্টা পর গত বুধবার রাতে অভিযান চালিয়ে পুলিশ একই উপজেলার সন্দেহভাজন দুই যুবককে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারকৃত যুবক সাহেব মিয়া (পিতা শামসু মিয়া, গ্রাম ইলশা) এবং শাহাবুদ্দিনকে (পিতা আবদুল হামিদ, গ্রাম চাপছিড়ি) রিমান্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। গতকাল সকালে বাঁশখালী থানা হাজতে বসে তারা দুজনই নিজেদের ইঞ্জিন নৌকাচালক এবং ডাকাতির ঘটনায় জড়িত নয় বলে প্রথম আলোর কাছে দাবি করে।

প্রসঙ্গত, গত মঙ্গলবার রাতে চট্টগ্রাম শহর থেকে ৩৫ কি.মি. দুরে বাঁশখালী উপজেলার দক্ষিণ সাধনপুর ইউনিয়নের শীলপাড়ায় সন্ত্রাসীরা একটি সংখ্যালঘু পরিবারের ১১ জনকে পুড়িয়ে হত্যা করে। এদের মধ্যে চার দিন বয়সী একটি শিশু এবং সাত মহিলা রয়েছে। নৃশংস এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় স্থানীয় এলাকাবাসী হতবাক ও ক্ষুব্ধ।

গতকালও বীভৎস লাশগুলো পোড়া ভিটেয় পড়ে ছিল। নিহত গৃহকর্তা তেজেন্দ্র লাল শীলের এক ছেলে ওমান থেকে চট্টগ্রামে এলেই আজ শুক্রবার সকালে পোড়া লাশগুলোর দাহ সম্পন্ন করা হবে বলে পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে।

গতকাল শীলপাড়ায় বন ও পরিবেশ প্রতিমন্ত্রী জাফরুল ইসলাম ও পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী গৌতম চক্রবর্তী ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে যান। একই সময় ঘটনাস্থলে পৌছেন আওয়ামী লীগের একটি প্রতিনিধি দল। আওয়ামী লীগের একটি প্রেসিডিয়াম সদস্য আতাউর রহমান কায়সারের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলে ছিলেন সাবেক মন্ত্রী এম এ মান্নান, ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, আখতারুজ্জামান চৌধুরী বাবু, মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী প্রমুখ।

ধর্ষণে ব্যর্থ হয়ে হত্যাকাণ্ড? এলাকাবাসীর মধ্যে আলোচনা থেকে জানা যায়, গৃহকর্তা তেজেন্দ্র লাল শীলের তিন ভাতিজি বাবুটি শীল, প্রসাদী শীল ও এ্যানি শীলকে ধর্ষণ করতে ওই বাড়িতে হানা দিয়েছিল সন্ত্রাসীরা। দরজা ভেঙ্গে সন্ত্রাসীরা ভেতরে ঢুকেই ওপর তলায় উঠতে ব্যর্থ হয়। এক পর্যায়ে আগুন ধরিয়ে দিলে তিন বোনসহ ১১ জন মারা যায়। দালান নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করতে পারেনি বলে তিন বোন নিরাপদ স্থান হিসেবে বেছে নিয়েছিল পার্শ্ববর্তী বড় চাচার ঘর।

এলাকাবাসীর আলোচনার সঙ্গে একমত পোষণ করেছেন বাঁশখালীর এস আই শের আলী। তিনি বলেন, ডাকাতরাই তেজেন্দ্রের ঘরে হানা দেয় এবং তাদের উদ্দেশ্য ছিল তিন বোনকে ধর্ষণ করা।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে স্থানীয় সাংসদ এবং বন ও পরিবেশ প্রতিমন্ত্রী জাফরুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, 'এলাকাবাসীর এই ধারণা সঠিক নয়। আপনি নিহত তেজেন্দ্রের বড় ছেলে ডা. বিমলকে জিজ্ঞেস করুন সে-ও এটিকে ডাকাতির ঘটনা বলবে।' তিনি এও বলেন, এসপি ঘটনাটি তদন্ত করে দায়ী ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চালাচ্ছেন।

উল্লেখ্য নিহত তেজেন্দ্রর মেজ মেয়ে বাবুটির আগামী ৫ ডিসেম্বর ওমানের রাজধানী মাসকটে স্বামী নারায়ণ শীলের কাছে চলে যাওয়ার কথা ছিল। আর হত্যাকাণ্ডের শিকার তার অপর দুই বোনের বিয়ে হয়নি।

পুলিশ সুপার মাহবুব রহমান প্রথম আলোসহ আরো কয়েকটি প্রত্রিকার সাংবাদিকদের জানান, মঙ্গলবারের রাতের হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় সন্দেহভাজন দুই যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ও নির্মূল কমিটি ঃ গতকাল সকালে প্রবীণ বিপ্লবী বিনোদ বিহারী চৌধুরীর নেতৃত্বে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ এবং অ্যাডভোকেট শফিউল আলমের নেতৃত্বে স্থানীয় ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির নেতারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। তারা সেখানে শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের সান্তনা দেন। নেতৃবৃন্দ এটিকে পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড অভিহিত করে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠনের দাবি জানান। এদিকে দক্ষিণ জেলা ছাত্রলীগ গতকাল সন্ধ্যায় এ ঘটনার প্রতিবাদে নগরীতে বিক্ষোভ মিছিল বের করেছে।

প্রথম আলো, ২১ নবেম্বর ২০০৩

(২০১০)
সতীত্ব বাঁচাতে গিয়ে পুড়ে মরল তিন বোন ঃ আমরা নিরীহ, কোথায় যাব?

আলমগীর সবুজ, বাঁশখালী ঘুরে এসে ঃ নিজেদের সতীত্ব রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ চলে যাবে কে জানত? যদি জানত তবে মরতে হত না তিন বৌনকে। তিন বোন কেবল ইজ্জত

বাঁচানোর জন্য জেঠার ঘরে রাত্রিযাপন করত। এই ইজ্জত বাঁচাতে গিয়েই বিদায় নিতে হল তিন বোনকে একত্রে। বাবুটি শীল, প্রসাদী শীল ও এ্যানি শীল। তারা তিন বোন যখন নাম্বী এসেছে তখন থেকেই কেবল রাত্রি যাপন করত জেঠার মজবুত ঘরে। উদ্দেশ্য অন্ধকারে কোন হায়না যেন কেড়ে নিতে না পারে তাদের মহামূল্যবান সম্পদ- সতীত্ব। বাবুটির বিয়ে হয়েছে। বাপের বাড়ি বেড়াতে এসেও নির্ভরতা না পেয়ে যথারীতি জেঠার ঘরে রাত্রিযাপন করত। প্রাণ কেড়ে নিল তারও।

বাঁশখালীর সাধনপুরে গত মঙ্গলবার দিবাগত রাতে সংঘটিত স্মরণকালের নৃশংসতম হত্যাকাণ্ডে রক্ষার জন্য আশ্রয় নেওয়া এই তিন বোন প্রাণ হারায়। কেবল চট্টগ্রামে নয় পুরো দেশজুড়ে গতকাল আলোচনার বিষয় ছিল বাঁশখালীর হত্যাকাণ্ড। স্মরণকালের নৃশংসতম হত্যাকাণ্ডে হতবাক হয়ে পড়েছে দেশবাসী। বাঁশখালী, চট্টগ্রামের লোকজন গতকাল একটিই জিজ্ঞাসা ছিল কি অপরাধ ছিল তাদের। কেন তাঁদের পুড়িয়ে মারা হলো?

গতকাল সরজমিনে বাঁশখালীর সাধনপুরের কাশির বাপের বাড়ির সেই ঘটনাস্থল পরিদর্শনকালে দেখা গেছে, পুরো বাঁশখালীবাসী ঘটনায় হতবাক। বিস্ময়ে বিমূঢ়। ডাকাতি করতে এসে এভাবে একসাথে ঘরের সবাইকে পুড়িয়ে মার! বাঁশখালীতে শোকের ছায়া এখন। হাজার হাজার মানুষ ঘটনাস্থল দেখতে গেছেন।

গতকাল সকালে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা গেছে, পোড়া ঘরে বারান্দায় পড়ে আছে সাতটি লাশ। লাশ যেন নয়, সাতটি কয়লার টুকরো। কি বিভৎস! কোন লাশ চিৎ হয়ে, কোনটা উপুড় হয়ে পড়ে আছে। চেনার কোন উপায় নেই কোনটি কার লাশ। কোন লাশের হাড় দেখা যাচ্ছে, কোন লাশের হৃদপিণ্ড দেখা যাচ্ছে। তবে পোড়া হৃদপিণ্ড! তেজেন্দ্রলাল শীলের পোড়া বাড়ি থেকে এখনো বেরুচ্ছে আগুন। বাড়ীর মজবুত চৌকাঠে তুসের মত আগুন জ্বলছিল। বেলা গড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে কান্নার রোল প্রকম্পিত করছিল সাধনপুরের বাতাসকে। এক স্বজন আসে তো শুরু হয় কান্না। জ্ঞান হারায় কেউ। আবার কেউ এল। আবারো একই অবস্থা।

তেজেন্দ্র লালের এখন কেবল তিন ছেলে বেঁচে আছে। একজন দেশের বাইরে। আর ঘটনাস্থল থেকে ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেছেন একজন। তিনি এখন চিকিৎসাধীন। অন্য ছেলে শিক্ষক নির্মল শীল ওই রাতে স্ত্রী-পুত্রসহ শ্বশুর বাড়িতে থাকায় বেঁচে যান। কথা হয় নির্মল শীলের সঙ্গে। পটিয়ায় সারদা চরণ উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক নির্মল শীল জানালেন, শ্বশুর বাড়িতে ফোনে রাত ৩টায় খবর পেয়ে তিনি সকালে ছুটে আসেন বাড়িতে। এসে কেবল পোড়া বাড়ি পেলেন আত্মীয় স্বজনহীন। তিনি জানান, তার চারদিন আগে জন্ম নেওয়া ভাইপোর আজ ষষ্ঠীর দিন ছিল। কার্তিক মাসে জন্ম নেয়ায় সকলে তাকে কার্তিক নামে ডাকবে বলে ঠিক করেছিল। কিন্তু তার আগেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল কার্তিক। তিনি অপেক্ষা করে বললেন, আমরা নিরীহ মানুষ। এখন কি খাব। কোথায় যাব? কে আমাদের নিরাপত্তা দেবে? পোড়া বাড়িটির সামনের বেড়ার বাড়িতে মহিলাদের জটলা সেখানে বিলাপ করেন কাঁদছিল। পুষ্পশীল ও দিপালী শীলকে ঘিরে এই কান্নার জটলা।

ইজ্জত রক্ষা করতে আশ্রয়ে পাঠিয়ে তিন মেয়ে হারিয়ে পুষ্পশীল পাগলপ্রায়। এই জ্ঞান হারায়, এই বিলাপে আকাশ পাতাল ভাসিয়ে তোলে। একই অবস্থা মা, বাবা, ভাই-বোন হারা দিপালী শীলেরও। কথা হয় অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যাওয়া তিনবোনের কাকাতো ভাই মিটনের সঙ্গে। মিটন জানাল, তার আপন বোনও ইজ্জত বাঁচানো জন্য জেঠার ঘরে থাকত। তুলনামূলকভাবে মজবুত ও নিরাপদ ঘর এই চিন্তায় প্রাপ্তবয়স্ক মহিলারা ওই ঘরে থাকত। ঘটনার দিন মিটনের বোন পান্নার মেয়েলি সমস্যার কারণে সে ও ঘরে থাকেনি। আশ্চর্যজনক হলেও সত্য সাধনপুরের যে ব্যক্তির সঙ্গেই কথা বলা হয়েছে তাদের সবাই ঘটনাটি ডাকাতির বলে মন্তব্য করেছেন।

তবে তারা বলেছেন, এভাবে আমরা কিভাবে বাঁচব? কি নিরাপত্তা আছে আমাদের? কাল যে আমার ঘরে আগুন দিবেনা তার কি নিরাপত্তা আছে? ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের নেতা শ্রী বিনোদ বিহারী চৌধুরী। তাকে দেখে গ্রামের এক যুবক মন্তব্য ছুঁড়ে দেয় ব্রিটিশদের তো তাড়িয়েছেন, এখন আমরা কি পেলাম, বুঝুন ঠেলা...!

বীর চট্টগ্রাম মঞ্চ, ২১ নবেম্বর ২০০৩

(২০১১)
পলাশবাড়ীতে ৮ সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর সন্ত্রাসী হামলা ৫ লাখ টাকার মালামাল লুট

পলাশবাড়ী প্রতিনিধি ঃ গাইবান্ধার পলাশবাড়ী উপজেলার বড় শিমুলতলা গ্রামের ৮টি সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়ে তাদের ধান, চাল, কাপড়-চোপড় ও ৪টি পুকুরের মাছসহ ৫ লাখ টাকার মালামাল লুট ও ক্ষতিসাধন করেছে।

গত ১৮ ও ১৯ নবেম্বর রাতে সন্ত্রাসীরা দু'দফায় এই হামলা চালায়। সন্ত্রাসীরা শুধু লুটপাট করেই ক্ষান্ত হয়নি সংখ্যালঘু পরিবারের সদস্যদের শারীরিকভাবে নির্যাতন করে প্রায় ২শ' ইউক্লিপটাস গাছের চারা কেটে সাবাড় করেছে। বর্তমানে সংখ্যালঘু ওই পরিবারগুলো সন্ত্রাসীদের হুমকির মুখে থানায় মামলা করতে সাহস পাচ্ছেন না।

সরেজমিনে পরিদর্শনে গিয়ে জানা গেছে, গত ১৮ নবেম্বর রাতে ২০/২৫ জনের একদল সন্ত্রাসী উপজেলার বড় শিমুলতলা গ্রামের হিন্দু পাড়ায় সুরেন্দ্রনাথের ছেলে ব্রজেন্দ্রনাথের বাড়িতে হামলা চালায়। এ সময় তারা ধান, চাল, কাপড়-চোপড়, কাঠ ও ১টি পুকুরের মাছসহ প্রায় লক্ষাধিক টাকার সম্পদ লুট করে নিয়ে যায়। লুটপাটের সময় সন্ত্রাসীরা ব্রজেন্দ্রর বাড়ি ও মানিক ডাক্তারের বাড়ির ঘরের চালা, জানালা, দরজা ও বেড়া ভাংচুর করে। এরপর গত ১৯ নবেম্বর রাতে ওই সন্ত্রাসীরা আবার হামলা চালিয়ে ফনি ভূষণ ও মতিলালের প্রায় ২শ' গাছের চারা কেটে ফেলে এবং এসময় তারা জতিন্দ্রনাথের ধানের ক্ষেত হতে ধান কেটে ও ৩টি পুকুরের মাছ লুট করে। সন্ত্রাসীরা এ সময় ব্যাপক ভাংচুরও করেছে। সব মিলিয়ে সন্ত্রাসীরা প্রায় ৫ লক্ষাধিক টাকার সম্পদ লুট করেছে বলে ক্ষতিগ্রস্ত সংখ্যলঘু পরিবারগুলো অভিযোগ করে। বর্তমানে ওই পরিবারগুলো চরম নিরাপত্তাহীনতা ও আতঙ্কে ভূগছে।

আজকের কাগজ, ২২ নবেম্বর ২০০৩

(২০১২)
'আঁরা এদেশত ন' থাইককুম'

চট্টগ্রাম অফিস ঃ বাণিজ্যমন্ত্রী ও চট্টগ্রাম জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী গতকাল শুক্রবার দুপুরে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গিয়ে শোকার্তদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। মন্ত্রী নিহত বাবুটি শীল, প্রসাদী শীল ও এ্যানি শীলের মা-বাবাকে সান্তনা জানানোর জন্য গেলে তাদের মা পুস্প রাণী শীল মন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'আঁরার আর কিছুই নাই। আঁরা এদেশত ন' থাইককুম। কি আর লই থাইককুম। এডে পত্তি রাইতুত ডাকাতি অয়, মানুষ মারে'। (আমাদের আর কিছু নেই। আমরা এদেশে থাকব কি? কি নিয়ে থাকব! এখানে প্রতি রাতে ডাকাতি হয় আর ডাকাতরা মানুষ মারে)। বানিজ্য মন্ত্রী ঘটনাস্থল থেকে ফেরার পথে এক গ্রামবাসীও প্রায় একই ধরনের সুরে বলেন, 'মন্ত্রী সাব আঁরার নিরাপত্তা ন' দিলে-আঁরা যাইয়ুম গই। এডে ন' থাইককুম'। (মন্ত্রী সাহেব আমাদের নিরাপত্তা দিতে না পারলে আমরা দেশ ছেড়ে চলে যাব। এখানে আর থাকব না)।

ঘটনাস্থল পরিদর্শনকালে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বানিজ্যমন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, এ ঘটনায় মুখ দেখানোর উপায় নেই। চারদিকে আমাদের মাথা নিচু হয়ে গেছে। তিনি উপস্থিত জেলা প্রশাসক এবং পুলিশ সুপারকে যেভাবে হোক ডাকাতদের উচ্ছেদ করে বাঁশখালীর জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার নির্দেশ দেন। গত বৃহস্পতিবার রাতে পররাষ্ট্র মন্ত্রী এম মোরশেদ খানও ঘটনাস্থলে ছুটে যান। তিনিও নিহতদের পরিবারের খোঁজ খবর নেন এবং সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

এছাড়াও গতকাল ঘটনাস্থলে যান ১১ দলের হায়দার আকবর খান রনো, সাম্যবাদী দলের দিলীপ বড়ুয়া, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নিমচন্দ্র ভৌমিক, জামাতের কেন্দ্রীয় নেতা মোমিনুল হক চৌধুরী প্রমুখ নেতারা। হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ আগামী ২৯ নবেম্বর এ ঘটনার প্রতিবাদে বাঁশখালীতে মহাসমাবেশের ডাক দিয়েছে।

আজকের কাগজ, ২২ নবেম্বর ২০০৩

(২০১৩)
অক্টোবরে দেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে ৪৯টি

স্টাফ রিপোর্টার ঃ অক্টোবর মাসে দেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন নিপীড়নের ঘটনা ঘটেছে কমপক্ষে ৪৯টি। এ সময় দু'জন খ্রিস্টান মহিলাসহ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অন্তত ৩০ জন মহিলার ওপর নির্যাতন নিপীড়ন চালানো ও ধর্ষণ করা হয়। সন্ত্রাসীরা প্রায় ২০টি প্রতিমা ভাংচুর করে। তাদের হামলায় মন্দিরও রেহাই পায়নি। বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের পরিসংখ্যানে এই তথ্য পাওয়া গেছে।

পরিষদের সাংগঠনিক সূত্র ও বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম থেকে এসব তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। এতে সংশ্লিষ্ট ঘটনাগুলো উল্লেখ করে বলা হয়েছে, এটা সামগ্রিক পরিস্থিতির একটি আংশিক চিত্র মাত্র। সন্ত্রাসীরা হবিগঞ্জের মুঘর গ্রামে প্রসেনজিৎ মজুমদারের পরিবারে হামলা চালিয়ে নির্যাতন, লুটপাট ও পূজা মণ্ডপের মূর্তি ভাংচুর করেছে। তারা রাণী শংকৈল উপজেলার সিন্দুরপুর গ্রামে ফিলিমন মুরমুর স্ত্রী বিউটিকে নৃসংসভাবে হত্যা করেছে। পঞ্চগড়ের আটোয়ারির লাউবাড়ী গ্রামে বখাটেরা এক হিন্দু তরুণীকে ধর্ষণ করেছে। সন্ত্রাসীরা রাঙ্গামাটির কাউখালী উপজেলার খাগড়াবাজার গ্রামের পরিমল ও তপনসহ তিনজনকে অপহরণ করেছে। বাগেরহাটের মংলা উপজেলার মানবান্ধা গ্রামে মন্দিরের পূজারী সুব্রতকে বেদম মারপিট ও প্রতিমা ভাংচুর করেছে। সন্ত্রাসীরা খুলনার তেরখাদা থানার রামমাঝি গ্রামের ননীগোপালসহ সাত সংখ্যালঘুর বাড়িতে হামলা চালিয়ে মালামাল লুট করেছে। চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে ১১ জন সংখ্যালঘুকে পুড়িয়ে মারার ঘটনা সরকার যখন ডাকাতি বলে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করছে সে সময় সংখ্যালঘুদের ওপর অব্যাহত এই অত্যাচারের ঘটনা সম্পর্কে সরকার কি বলবে তা অনেকের জিজ্ঞাসা।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২২ নবেম্বর ২০০৩

(২০১৪)
বাঁশখালীতে সংখ্যালঘুরাই কেন টার্গেট-২৮ মাসে ১৮ জনকে পুড়িয়ে হত্যা

কামাল পারভেজ, বাঁশখালী থেকে ফিরে ঃ সরকার, প্রশাসন বলছে, দেশে সংখ্যালঘুরা ভাল আছে, কোন অশান্তিতে নেই। তাদের ওপর কোন নির্যাতনও হচ্ছে না। কিন্তু চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে শুধু সংখ্যালঘুরাই কেন বার বার টার্গেট হচ্ছে ডাকাত সন্ত্রাসীদের? গত

মঙ্গলবারের লোমহর্ষক এগারো খুন এবং সাম্প্রতিক সময়ের ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে এই প্রশ্নটি এখন আলোচিত হচ্ছে। অভিযোগ পাওয়া গেছে, সেখানে বেছে বেছে সংখ্যালঘুদের বাড়িতে ডাকাতিসহ নানা সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটছে। তা ছাড়া সেখানে গত ২৮ মাসে চারটি ঘটনায় আগুন দিয়ে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে ১৮ জনকে।

এলাকার লোকজন বলছে, বাঁশখালীতে যেসব ডাকাতির ঘটনা ঘটছে এর মধ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজনের বাড়িঘরেই ঘটছে বেশী। উপজেলার যেসব এলাকায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাড়িঘর আছে সে এলাকায় বেছে বেছে ডাকাতি হচ্ছে— এমন অভিযোগ করেছেন হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীস্টান ঐক্য পরিষদ নেতৃবৃন্দ। এর সত্যতাও মিলেছে। যেমন সাধনপুর ইউনিয়নে লোকসংখ্যা আছে প্রায় ২০ হাজার। এর ৪০ শতাংশ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। গত কয়েক মাসে যে ক'টি ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে, তন্মধ্যে বেশির ভাগই হয়েছে সংখ্যালঘুদের ঘরে। যেমন গত ১৫ দিনের মধ্যে শীলপাড়ায় বিভুতি ধর ও সুধাংশু ধরের ঘরে ডাকাতি হয়েছে— এ তথ্যটি সাংবাদিকদের কাছে স্বীকার করেছেন স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান আহসান উল্লাহ চৌধুরী। সর্বশেষ মঙ্গলবার রাতে শীলপাড়ায় ঘটেছে বর্বরতম হত্যাকাণ্ডের ঘটনা। এতে চারদিনের এক নবজাতকসহ ১১ জনকে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে। বাঁশখালীতে অবশ্য এমন ভয়াবহ না হলেও আগুনে পুড়িয়ে মারার ঘটনা আরও ঘটেছে। গত ৯ মে সেখানকার চাম্বলে তালাবদ্ধ ঘরে পেট্রোল ঢেলে দিয়ে পুড়িয়ে মারা হয়েছে আরতি বালা নামে এক বিধবা, তার বৃদ্ধ মা এবং আরতির মেয়েকে। সে ঘটনা অবশ্য ডাকাতির ছিল না। পূর্বশত্রুতার জের ধরে তাদের পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়। সে ঘটনায় মামলা হলেও গত ৭ মাসেও মামলার চার্জশিট দেয়া হয়নি। ধরা পড়েনি ঘটনার মূল হোতারা। এ ক্ষেত্রে পুলিশের গাফিলতির অভিযোগ উঠেছে। অবশ্য বাঁশখালী থানা পুলিশ বলেছে, শ্রীঘ্রই এ মামলার চার্জশীট দেয়া হবে। এর আগে ২০০১ সালের ২১ জুলাই পালে গ্রামে ঘরে আগুন লাগিয়ে হত্যা করা হয় খোকন দাসের স্ত্রী আলোরাণী দাস, মেয়ে গোলাপ চাপা দাস, ছেলে দিপক দাস ও প্রদীপ দাসকে। সে ঘটনাটি অনেকটা ধামাচাপা পড়ে গেছে। চলতি বছরের জুন মাসে চাম্বুলে আগুন দেয়া হয় বিজলী রাণী দাস নামে এক মহিলার ঘরে। যদিও তিনি কৌশলে পালিয়ে প্রাণে রক্ষা পান। হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ নেতা প্রবীণ বিপ্লবী বিনোদ বিহারী চৌধুরী এ বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, চাম্বুলের ঘটনার কোন প্রতিকার না হওয়ায় সাধনপুরের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটেছে। এ ঘটনাটি এখন পর্যন্ত স্রেফ ডাকাতি বলে প্রশাসনের তরফে বলা হলেও এর নেপথ্যে অন্য কোন কারণ রয়েছে কিনা তা এখনও স্পষ্ট নয়। শুধু বাঁশখালীর নয়, কয়েক মাস আগে পটিয়ায় আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে একই পরিবারের ৫ জনকে। সে ঘটনারও এখনও কোন রহস্য উদঘাটিত হয়নি। এছাড়া আনোয়ারা ও বোয়ালখালীতেও এমন কিছু সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটেছে, যার সুনির্দিষ্ট কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তাতে প্রশ্ন উঠেছে, কেন এভাবে সংখ্যালঘুদের ওপর এরকম ঘটনা ঘটছে। তারাই বা টার্গেট হচ্ছে কেন? তবে প্রশাসনের কর্মকর্তারা বার বারই বলে আসছেন, এসব কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা। এর পেছনে কোন সাম্প্রদায়িক বিষয় জড়িত নেই। বাঁশখালী থেকে নির্বাচিত বিএনপি দলীয় সংসদ সদস্য, বন ও পরিবেশ প্রতিমন্ত্রী জাফরুল ইসলাম চৌধুরীও সাংবাদিকদের বলেছেন, এখানে সম্প্রদায়গত কোন সংঘাত নেই। যা ঘটেছে তা স্রেফ বিচ্ছিন্ন কিছু সন্ত্রাসী ঘটনা। এতে রাজনৈতিক কোন সংশ্লিষ্টতাও নেই। কিন্তু আওয়ামী লীগ নেতারা বলেছেন, এসব ঘটনার পেছনে অবশ্যই রাজনৈতিক কারণ রয়েছে। তাঁরা জোট সরকারের সন্ত্রাসীদের দায়ী করেছেন এজন্য। তবে এটাও সত্য, ডাকাতকবলিত জনপদ বাঁশখালীতে সব সম্প্রদায়, শ্রেণীর লোকজনের বাড়িতেই ডাকাতি হচ্ছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে যে হারে সংখ্যালঘুদের বাড়িতে ডাকাতি হচ্ছে তা বিশেষভাবে আলোচিত হচ্ছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২২ নবেম্বর ২০০৩

(২০১৫)
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সংখ্যালঘুদের শ্মশানঘাট দখল ॥ পুকুর দখলেরও অপচেষ্টা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ঃ শহরের মধ্যপাড়ায় সংখ্যালঘুদের একটি পুকুর দখলের চেষ্টা চালাচ্ছেন পৌরতরার এক প্রভাবশালী। অন্যদিকে সদর শ্মশানঘটও দখল হয়ে গেছে।

জানা গেছে, সদর উপজেলার মজলিশপুরের চরইসলামপুর বাইশ মৌজায় হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি প্রাচীন শ্মশানঘাট রয়েছে। অভিযোগ পাওয়া গেছে, ইউপি চেয়ারম্যান ও বিএনপি নেতা শ্মশানঘাটটি দখল করে এর মাটি স্থানীয় একটি ব্রিকফিল্ডের কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন। এর পর ব্রিকফিল্ডের লোকজন মাটি কাটা শুরু করে। শ্মশানঘাটের প্রাচীন একটি বটগাছও বিক্রি করে দেয়া হয়েছে। শ্মশানঘাটটি এ অঞ্চলের একমাত্র ঘাট। মাটি কেটে এর অস্তিত্ব বিলীন করায় এ সম্প্রদায়ের শব দাহ করার আর কোন জায়গা রইল না। ইতিমধ্যে মাটি কাটার সময় বেশকিছু হাড়গোড় ও মানুষের মাথার খুলি পাওয়া গেছে। এ ব্যাপারে জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে। এদিকে শহরের পৌরতলার এক প্রভাবশালী ১৪ শতক পুকুরের ভুয়া দলিল ও কাগজপত্র তৈরি করার চক্রান্ত করেছে বলে সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ করা হয়। বলা হয়, পৌরতলার ঐ ব্যক্তি জনৈক মনোয়ারা বেগমের কাছ থেকে আধা শতক জমি কেনেন। তখন থেকেই এই জমির লাগোয়া ১৪ শতক জমির ভুয়া দলিল ও কাগজপত্র তৈরি করে পুকুরের অংশ দখল করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছেন। তিনি পুকুরটি দখল করার চেষ্টাও চালাচ্ছেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৩ নবেম্বর ২০০৩

(২০১৬)
সুনামগঞ্জে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে মামলা ॥ সংখ্যালঘুদের মধ্যে আতঙ্ক

সুনামগঞ্জ, ২৩ নবেম্বর, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জেলার ধরমপাশা মধ্যনগরের সাজদাপুর গ্রামে সংখ্যালঘু পরিবারের মধ্যে সন্ত্রাসী আতঙ্ক বিরাজ করছে। রাতের বেলা ঘরে ঢুকে সংখ্যালঘু গৃহবধূর ওপর সন্ত্রাসী হামলার ১০ দিন পরও পুলিশ চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার করতে না পারায় এ আতঙ্ক দেখা দেয়।

জানা গেছে, গত ১২ নবেম্বর মধুবালার স্বামী বিমল তালুকদার কাজের সন্ধানে কুমিল্লা গেলে আজিজুল ঐ রাতেই ২/৩ সঙ্গী নিয়ে মধুবালার ঘরে ঢুকে তাকে ধর্ষণের চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়। এতে বিক্ষুব্ধ হয়ে আজিজুল এলোপাতাড়িভাবে তাকে কোপায়। আহত মধুবালাকে প্রথমে কলমাকান্তা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এবং পরে ময়মনসিংহ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সে এখন ময়মনসিংহ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। এ ঘটনায় মধুবালার স্বামী ২০ নবেম্বর মধ্যনগর থানায় মামলা দায়ের করেন। এর পর থেকেই আজিজুল ও তার সঙ্গীরা সাজদাপুর গ্রামের সংখ্যালঘুর ঘরে ঘরে হামলার হুমকি দিচ্ছে। পুলিশ দশ দিন পরও কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৪ নবেম্বর ২০০৩

(২০১৭)
বাঁশখালীর ১১ জনকে পুড়িয়ে মারা হয় গান পাউডার দিয়ে?

চট্টগ্রাম অফিস ঃ গান পাউডার দিয়েই বাঁশখালীর সংখ্যালঘু পরিবারের ১১ জনকে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে। ঘটনার পর পোড়া ভিটের আশপাশ থেকে সাদাজাতীয় পদার্থ সংগ্রহ করেছে পুলিশ। আওয়ামী লীগের সংসদীয় কমিটির সদস্যরাও গতকাল সকালে ঘটনাস্থলে গিয়ে এ রকম নমুনা সংগ্রহ করেছেন।

চট্টগ্রাম অঞ্চলের সিআইডি পুলিশের এএসপি একেএম কবিরউদ্দিন গতকাল রোববার বিকেলে প্রথম আলোকে জানান, তারা এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে তদন্তের দায়িত্ব না পেলেও কাজ শুরু করেছেন। এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ঘটনার পর বাঁশখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এম হোসাইন পোড়া ভিটের আশপাশ থেকে কিছু পদার্থ সংগ্রহ করেছেন। সেটা গান পাউডার কি না পরীক্ষা করা হবে।

সিআইডির এএসপি আরো বলেন, সাধনপুরের শীলপাড়া এলাকার সংখ্যালঘু এই বাড়ির নয়টি পরিবারের মধ্যে পাঁচ সদস্য বিদেশে থাকেন। আর নিহত তেজেন্দ্রলাল শীলের ঘরে সঞ্চিত অর্থ বা সম্পদ ছিল মনে করে ডাকাতরা এ ঘরে হানা দেয়। ডাকাতি করতে ব্যর্থ হওয়ায় ১১ জনকে পুড়িয়ে মারা হয় বলে তার ধারণা।

প্রসঙ্গত, গত ১৮ নবেম্বর রাতে সন্ত্রাসীরা সাধনপুর ইউনিয়নের শীলপাড়ায় হানা দিয়ে ১১ জনকে পুড়িয়ে হত্যা করে। এ বর্বর ঘটনায় নিহতদের তালিকায় চার দিন বয়সী একটি শিশু ও সাত মহিলা রয়েছে। বাঁশখালী ট্রাজেডির পরদেশজুড়ে নিন্দার ঝড় ওঠে।

জানা গেছে, সরকারের মন্ত্রী ও সাংসদের মতো স্থানীয় প্রশাসন এ ঘটনাকে ডাকাতি হিসেবে দেখছে। কিন্তু ডাকাতির উদ্দেশ্য থাকলে সন্ত্রাসীরা গান পাউডার সঙ্গে করে কেন আনবে সে প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যাচ্ছে পুলিশ।

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী নিহত তেজেন্দ্রর বেঁচে যাওয়া ছেলে ডা. বিমল প্রথম আলোকে বলেন, 'আমি ঘটনাটি আগাগোড়া দেখেছি। এ কারণে আমাকে মেরে ফেলতে পারে সন্ত্রাসীরা। প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমার আবেদন, ভাই এবং পরিবার-পরিজন নিয়ে চট্টগ্রাম শহরে নিরাপদে থাকার ব্যবস্থা করতে একখণ্ড জমি চাই।

আওয়ামী লীগের পাঁচ সদস্যের একটি সংসদীয় কমিটি ও নেতৃবৃন্দ গতকাল সকালে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে নমুনা হিসেবে ব্যবহৃত গান পাউডারের কিছু আলামত সংগ্রহ করেছেন। কমিটিতে আ.লীগের বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক ড. হাসান মাহমুদও ছিলেন। ড. হাসান বলেন, পরিকল্পিতভাবে হত্যাকাণ্ড ঘটাতে সরকারি দলের সন্ত্রাসীরা গান পাউডার ব্যবহার করেছে।

গত বুধ ও বৃহস্পতিবার গ্রেপ্তার ছয় কথিত সন্ত্রাসী নৃশংস ঘটনায় জড়িত থাকতে পারে এমন পাঁচ সন্ত্রাসীর নাম পুলিশের কাছে বলেছে। পুলিশ তাদের বাড়িতে হানা দিয়ে একজনকেও পায়নি।

আওয়ামী লীগের ব্রিফিং ঃ আওয়ামী লীগের সংসদীয় কমিটি গতকাল শীলপাড়ায় ঘুরে এসে নগরীর একটি ক্লিনিকে চিকিৎসাধীন ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ডা. বিমলের খোঁজখবর নেওয়ার পর প্রেস ব্রিফিং করেছে। সেখানে সাংসদ ড. আবদুর রাজ্জাক এ ঘটনার জন্য প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার পদত্যাগ দাবি করেছেন। তারা বিষয়টিকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তুলে ধরবেন বলে জানান।

ড. রাজ্জাক আরো বলেন, ২০০১ সালের ১ অক্টোবর নির্বাচনের পর বিএনপি ও জামায়াত পরিকল্পিতভাবে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা চালিয়ে তাদের দেশত্যাগে বাধ্য করেছে। বাঁশখালীর ঘটনাটিও বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। দেশে খুন, সন্ত্রাস ও অরাজকতা বেড়ে যাওয়ায় সাধারণ মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।

আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও সাংসদ বীর বাহাদুরের নেতৃত্বে সংসদীয় দলে অন্যান্যের মধ্যে ছিলেন ড. আবদুর রাজ্জাক, মির্জা আজম, অজলে করিম ও রফিকুল আনোয়ার, দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোসলেম উদ্দিন আহমেদ ও সাবেক সাংসদ সুলতানুল কবির চৌধুরী।

ফজলুল হক আমিনী ঃ ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান ফজলুল হক আমিনী গতকাল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে সেনা ও বিডিআর দিয়ে বাঁশখালীর চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার দাবি জানিয়েছেন। পাঁচ দিন পেরিয়ে যাওয়ার পরও নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ক্লু বের না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করে আমিনী বলেন, এ দেশে সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার মেনে নেওয়া যায় না। দেশে সন্ত্রাস নেই বলে দাবি করলেও সন্ত্রাস ও খুনের রাজনীতি চলছে। এগুলো বন্ধ করতে হবে।

ওসি কথা বলেননি ঃ সংসদীয় দলের সদস্যদের সঙ্গে বাঁশখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) দেখা না করায় ক্ষুব্ধ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ। প্রেস ব্রিফিং চলাকালে সাংসদ ড. আবদুর রাজ্জাক ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ৪৩ শতাংশ ভোট পেয়ে আওয়ামী লীগ বিরোধী দলে। আর সরকার ও বিরোধী দল নিয়ে হচ্ছে সংসদীয় গণতন্ত্র। ঘটনাস্থলে ঢোকার সময় ওসিকে বক্তব্য দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি কথা না বলে চলে গেলেন।

হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ঃ গতকাল সকালে স্থানীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে ঐক্য পরিষদ নেতৃবৃন্দ বলেন, দেশত্যাগে বাধ্য করতে সংখ্যালঘুদের ওপর পরিকল্পিত হামলা চলছে। সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা না নেওয়ায় সংখ্যালঘুরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। সংখ্যালঘুদের দেশত্যাগের কারণ নির্ণয়ের জন্য নেতৃবৃন্দ জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশনসহ বিভিন্ন সংস্থার কাছে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন।

১১ দল আগামী ৫ ডিসেম্বর চট্টগ্রামের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে ঘটনাস্থল শীলপাড়া পদযাত্রার কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। স্থানীয় ১১ দলের সমন্বয়ক সাইফুদ্দিন খান গতকাল এ কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

প্রথম আলো, ২৪ নবেম্বর ২০০৩

(২০১৮)
বাঁশখালীর বিমল শীল নিরাপত্তা চান

সমরেশ বৈদ্য ঃ সেদিন সৌভাগ্যক্রমে আমি বেঁচে গেছি, কিন্তু এখন আমি বাড়িতে ফিরে গেলে আমাকেও যে সন্ত্রাসীরা মেরে ফেলবে না তার নিশ্চয়তা কে দেবে? আমি বাড়িতে (বাঁশখালীতে) ফিরে যাবো কিভাবে? চরম নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে বাড়িতে গিয়ে তো বেঁচে থাকতে পারবো না। বাঁশখালীর শীলপাড়ায় গত মঙ্গলবার আগুনে পুড়িয়ে মারার ঘটনায় সেই পরিবারের মেজো ছেলে পল্লী চিকিৎসক বিমল শীল গতকাল রোববার ভয়ার্ত কণ্ঠে ভোরের কাগজের কাছে এ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন।

বিমল শীল সেদিন তাদের অগ্নিদগ্ধ ঘরের দোতলায় একটি দরজা দিয়ে লাফ দিয়ে পড়ে কোনরকমে প্রাণে রক্ষা পেয়েছিলেন। বর্তমানে পাঁচলাইশ এলাকার একটি বেসরকারি ক্লিনিকে চিকিৎসাধীন তিনি। তিনি বলেন, বন ও পরিবেশ প্রতিমন্ত্রী এবং পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী গৌতম চক্রবর্তী যখন ক্লিনিকে আমাকে দেখতে এসেছেন তখন তাদের কাছে আমি আমার ও আমার পরিবারের বেঁচে যাওয়া সদস্যদের নিরাপত্তা চেয়েছিলাম। আমি এও বলেছি, আমার বাবা, মা, ভাইবোন সবাইকে পুড়িয়ে মারার পর আপনারা আমাকে সান্তনা দিতে এসেছেন, আমি বাড়িতে গেলে আমাকেও খুন করবে। এরপর আপনারা আবার আমার ভাইকে সান্তনা দেবেন, এর

চেয়ে বেশি আর কি করতে পারবেন? আপনারা কি আমার ও আমার পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তা দিতে পারবেন?

সেদিন ওই দুই প্রতিমন্ত্রী স্বজন হারানো এই বিমল শীলের তেমন কোনো উত্তর দিতে পারেননি। গত মঙ্গলবার গভীর রাতে ঘরের মধ্যে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে নির্মমভাবে খুন করার পর বেঁচে যাওয়া বিমলকে ঐ দুই প্রতিমন্ত্রী গত বৃহস্পতিবার মা-মাণ হাসপাতালে দেখতে গিয়েছিলেন। মাটির দোতলা ঘর থেকে লাফ দিয়ে প্রাণে বাঁচলেও তার ডান পা ভেঙ্গে গেছে। বিমল সেদিনের ভয়াবহ নির্মম ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, সন্ত্রাসীরা নিচের দরজা ভাঙ্গার জন্য ১/২ বার চেষ্টা করেছে মাত্র। এর পরে দরজা ভাঙ্গার আর কোনো চেষ্টা করেনি। কিন্তু ঐ দরজা এমন শক্ত ছিল না। ডাকাতরা চেষ্টা করলেই তা ভাঙ্গতে পারতো। তাই কেন তারা দরজা না ভেঙ্গে আমাদের পুড়িয়ে মারার জন্য আগুন লাগিয়ে দিলো তা আমিও বুঝতে পারছি না— বলেন তিনি।

মামলার ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি বলেন, পুলিশ কর্মকর্তারা কাগজে লিখে আমার কাছ থেকে সই নিয়েছে মাত্র, তখন আমার মানসিক ও শারীরিক অবস্থা এমন ছিল না যে, মামলার বিবরণ পড়ে আমি স্বাক্ষর করবো। পুলিশ কর্মকর্তারা স্বাক্ষর করতে বলেছেন, আমি তা করেছি মাত্র। আজ বিমল শীল সাংবাদিকদের মাধ্যমে সরকার ও প্রশাসনের কাছে তাদের পরিবারের বেঁচে যাওয়া সদস্যদের নিরাপত্তা বিধানের দাবি জানিয়েছেন।

এদিকে নিহতদের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানটি বেশ জাঁকজমকপূর্ণভাবে করার জন্য স্থানীয় বিএনপির কিছু লোকজন প্রভাব খাটাচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ব্যাপারে বিমল শীলকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, আমি শুনেছি শ্রাদ্ধানুষ্ঠান যাতে বড়ো করে করা হয় সে জন্য এক ধরণের প্রচেষ্টা চলছে। যেখানে আমাদের মা-বাবা, ভাইবোনসহ মোট ১১ জনকে নির্মমভাবে পুড়িয়ে মারা হলো— এর পরে কি আর জাঁকজমকভাবে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করার পরিবেশ আর মানসিকতা আছে?

বিমল শীলের স্ত্রীও গতকাল আতঙ্ক, শোক ও ক্ষোভে বলেন, আমাদের সবাইকে তো মেরে ফেলতো যদি আমরা সেদিন ঐ ঘরে থাকতাম। আমি আমার দুই শিশু সন্তানসহ শহরে বাবার বাড়িতে থাকায় বেঁচে গেছি। কিন্তু এটা কি বেঁচে থাকা? আর এখন আমরা বাড়িতে গিয়ে থাকবো কিভাবে? আমাদেরতো কোনো নিরাপত্তা নেই। আমাদের ভবিষ্যত তো নেই।

বিমল শীল গতকাল জানালেন তার সঙ্গে বা তাদের পরিবারের কারো সঙ্গেই কারো কোনো বিরোধ নেই, জায়গা-জমিও তেমন নেই। যদি কারো সঙ্গে বিরোধ থাকতো তাহলে বুঝতাম যে সেই জের ধরে করেছে। কিন্তু তাতো নেই। কি কারণে এ ধরনের নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটালো জানি না আমি।

ভোরের কাগজ, ২৪ নবেম্বর ২০০৩

(২০১৯)
বাঁশখালী ট্রাজেডি ঃ চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে ৮ জনের গ্রুপ ১১ জনকে পুড়িয়ে মেরেছে ঃ গ্রেপ্তারকৃত চারজনের চাঞ্চল্যকর তথ্য

চট্টগ্রাম ব্যুরোঃ সাধনপুর ইউনিয়ন এবং আশপাশ এলাকার ৮ জনের চিহ্নিত একটি গ্রুপের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় বাঁশখালীর শীলপাড়ায় একই পরিবারের ১১ জনকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। ঘটনার দিন ঐ গ্রুপের সঙ্গে যোগ দেয় বাঁশখালীর প্রত্যন্ত অঞ্চলের আরও ২০/২২ জন চিহ্নিত ডাকাত। পুরো গ্রুপটির নেপথ্যে মদদদাতা এবং গডফাদার হিসেবে কাজ করেছে স্থানীয় এক চেয়ারম্যান। বাঁশখালীর ট্রাজেডির ঘটনায় গ্রেপ্তারকৃত ৪ জনও রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদকালে চাঞ্চল্যকর এই তথ্য প্রকাশ করেছে। জেলা পুলিশের দায়িত্বশীল সূত্র বলছে, তদন্তের স্বার্থে চিহ্নিত এই ৮ সদস্যের নাম বলা যাবে না।

স্থানীয় সূত্রগুলো বলেছে, সাধনপুর ইউনিয়ন এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, ডাকাতিসহ বিভিন্ন অপকর্মে লিপ্ত এই ৮ সদস্য সরকারি দল সমর্থিত। স্থানীয় এক ইউপি চেয়ারম্যানের শেল্টারে এই গ্রুপটি খুন-রাহাজানিসহ সব ধরনের অপকর্ম করে যাচ্ছে। এই গ্রুপটি যে রাতে সশস্ত্র অবস্থায় শীলপাড়ার দিকে যাচ্ছিল, তখন চট্টগ্রাম বাঁশখালী সড়কের তিন রাস্তার মাথায় অবস্থানরত এলাকাবাসী এবং কিছু ছাত্রদল নেতা তাদের দেখেছিলেন। কিন্তু অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হওয়ার কারণে এবং কি উদ্দেশ্যে ওই বাড়িতে যাচ্ছিল তা না জানার কারণেই কেউ সাহস করে এগিয়ে যায়নি। সূত্রগুলো বলছে, গডফাদার ওই ইউপি চেয়ারম্যান এবং চিহ্নিত ৮ সদস্যের যে কোন একজন গ্রেপ্তার হলেই পুরো রহস্য উন্মোচিত হবে। এদিকে স্মরণকালের নারকীয় এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সরকারি দল সমর্থিত সন্ত্রাসী-গডফাদারদের নাম আসায় উপজেলা বিএনপি এবং ছাত্রদলের অভ্যন্তরেও তোলপাড় চলছে। অনেকের কাছে এ বিষয়টি পরিস্কার হলেও দলের স্বার্থে কেউ এ ব্যাপারে মুখ খুলছে না বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানিয়েছে। অন্যদিকে পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি অনুয়ায়ী চট্টগ্রাম উত্তর, দক্ষিণ ও মহানগর আওয়ামী লীগ আয়োজিত এক সমাবেশ থেকে বাঁশখালী ট্রাজেডির ঘটনায় প্রতিমন্ত্রীর আত্মীয় এক চেয়ারম্যান এবং সরকারদলীয় সন্ত্রাসীরা জড়িত বলে দাবি করা হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আলহাজ্ব এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী বলেন, শুধু ডাকাতির জন্য এতগুলো মানুষকে পুড়িয়ে মারার কোন মানে হয় না। জায়গা-জমি গ্রাস এবং সংখ্যালঘুদের এলাকা থেকে বিতাড়িত করার জন্যই জোট সমর্থকরা বর্বর এ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছে। তিনি বলেন, এ ঘটনায় প্রকৃত খুনিদের গ্রেপ্তার ও শাস্তি দিতে ব্যর্থ হলে জনগণই আগামী দিনে জোট সরকার ও বিএনপিকে আগুনে নিক্ষেপ করবে।

গতকাল বিকালে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আওয়ামী লীগ বাঁশখালী ট্রাজেডির ঘটনার প্রতিবাদে এবং বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবিতে এ সমাবেশের আয়োজন করে। দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আখতারুজ্জামান চৌধুরী বাবুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে অন্যানের মধ্যে উত্তর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সাবেক মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক এম এ সালাম, দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোছলেম উদ্দিন আহমেদ, ইব্রাহীম হোসেন বাবুল, খোরশেদ আলম সুজন প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন বলেন, দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতার কারণে ডা. বি চৌধুরীকে রাষ্ট্রপতি পদ থেকে বিদায় নিতে হয়েছে। এখন তিনি বলছেন, বর্তমান সরকার দুর্নীতিতে নিমজ্জিত। বাঁশখালীর ঘটনাকে ডাকাতি বলে উড়িয়ে দেয়ার প্রতিবাদ করে তিনি বলেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এটা বলে পার পাবেননা। আগামীতে চট্টগ্রামে এলে তাকে কালো পতাকা প্রদর্শন করা হবে।

গ্রেপ্তার-২

বাঁশখালী ট্রাজেডির ঘটনায় পুলিশ রোববার রাতে আরও দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে। এর মধ্যে একজন হচ্ছে দক্ষিণ সাধনপুর ইউনিয়নের আহমদ কবিরের পুত্র দিদারুল আলম (৩০) এবং ওমর আলীর পুত্র হাসান (৩০)। এ নিয়ে এ ঘটনায় ৮ জন গ্রেপ্তার হল।

আইনজীবী সমিতির সাংবাদিক সম্মেলন ঃ এদিকে গত রোববার এক সাংবাদিক সম্মেলনে চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতি বলেছে, বাঁশখালীর ঘটনা নিছক কোন ডাকাতির ঘটনা নয়, এটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। সংখ্যালঘুদের দেশ ছাড়া করার জোট সরকারের নীলসকশার অংশ। সমিতির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মুজিবুল হক সমিতির মিলনায়তনে আয়োজিত ওই সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন।

সংস্কৃতি কর্মীদের র‍্যালি ও সমাবেশ ঃ বাঁশখালী ট্রাজেডির প্রতিবাদে চট্টগ্রামের সর্বস্তরের সংস্কৃতি কর্মীদের ব্যানারে গতকাল নগরীর একটি র‍্যালি বের হয়। র‍্যালি শেষে একটি সমাবেশ প্রেসক্লাব চত্তরে অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তারা বলেন, নৃসংস এ ঘটনাকে যারা ডাকাতি বলে

উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে জনগণ তাদের ক্ষমা করবে না। ডা. চন্দন দাশের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে প্রদীপ দেওয়ানজী, শিক্ষক নেতা মোঃ জাহাঙ্গীর, হোসাইন কবীর, জাহাঙ্গীর কবীর, শওকত বাঙালি, রাশেদ হাসান, সঞ্জিত বণিক প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

সিউজে'র নিন্দা ও প্রতিবাদ ঃ চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালীর সাধনপুরে সম্প্রতি **১১** জন নিরীহ গ্রামবাসীকে পুড়িয়ে মারার নির্মম ঘটনায় চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়ন গভীর উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। সিইউজে সভাপতি মোস্তফা আহমদ ও সাধারণ সম্পাদক শহীদ উল আলম এক যুক্ত বিবৃতিতে ঘটনার সঙ্গে জড়িত প্রকৃত অপরাধীদের গ্রেপ্তার করে আদালতে সোপর্দ করার দাবি জানিয়েছেন।

যুগান্তর, ২৫ নবেম্বর ২০০৩

(২০২০)
মির্জাপুরে গ্রামে মন্দিরে ঢুকে মূর্তি ভাংচুর, নদীতে নিক্ষেপ সংখ্যালঘুদের মধ্যে আতঙ্ক

মির্জাপুর, ২৮ নবেম্বর, সংবাদদাতা ঃ টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর উপজেলার আনাইতারা ইউনিয়নের ৩টি গ্রামে **১২**টি মন্দিরে দুস্কৃতকারীরা ভাংচুর করেছে। দুস্কৃতকারীরা রাতের আধারে মন্দিরে ঢুকে মূর্তি ভাংচুর করে তা নদীতে নিক্ষেপ করেছে। এ ঘটনায় ওই তিনটি গ্রামের সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের সহস্রাধিক পরিবারের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। বিলম্বে খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার সকালে ঐ তিনটি গ্রামের সরেজমিন গিয়ে জানা গেছে গত ২২ নবেম্বর রাতে একদল দুস্কৃতকারী মির্জাপুর উপজেলা ও মানিকগঞ্জ জেলার সীমান্তবর্তী প্রত্যন্ত অঞ্চল ছিটমামুদপুর, আগৈদ ও আনাইতারা গ্রামের সার্বজনীন ২টি কালীমন্দির ও ১টি দুর্গামন্দিরসহ **১২**টি পূজামন্দির ও মূর্তি ভাংচুর করে। কয়েকটি মন্দিরের মূর্তি দুস্কৃতকারীরা দা দিয়ে কুপিয়ে নদী ও পাশের খাদে নিক্ষেপ করে। এ ঘটনায় ওই এলাকার হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। ঘটনার পরদিন হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন মন্দির ও মূর্তি ভাঙ্গার প্রতিবাদে শোক পালন করেন। ঐ দিন আটিয়া মামুদপুর বাজার বন্ধ ছিল।

তিন গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক ঘটনার বিচার দাবি করে আনাইতারা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ইউনিয়ন বিএনপির নেতা বাবুল হোসেনের কাছে গেলে তিনি প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস প্রদান করেন। কিন্তু ঘটনার ৫/৬ দিন অতিবাহিত হওয়ার পরও চেয়ারম্যান বাবুল হোসেন রহস্যজনক কারণে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। এমনকি থানায় পর্যন্ত অবহিত করেননি। আঃ লীগের স্থানীয় এমপি আলহাজ্ব একাবর হোসেনের মাধ্যমে খবর পেয়ে মির্জাপুর থানা পুলিশ বৃহস্পতিবার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এ ব্যাপারে টেলিফোনে বার বার চেষ্টা করেও চেয়ারম্যান বাবুল হোসেনকে পাওয়া যায়নি। আঃ লীগের এমপি বৃহস্পতিবার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। একাবর হোসেন ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ-নিন্দা জানিয়ে বলেছেন, সংখ্যালঘুদের মাঝে আতঙ্ক সৃষ্টি করে জোট সরকারের সন্ত্রাসীরা তাদের দেশ থেকে বিতাড়িত করার নীলনক্সা তৈরি করেছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৯ নবেম্বর ২০০৩

(২০২১)
মাদারীপুরে প্রভাবশালী একটি মহল হাতিয়ে নিয়েছে পুরানবাজার কালী মন্দিরের দেবোত্তর সম্পত্তি

নিজস্ব সংবাদদাতা, মাদারীপুর ঃ ৩০ বছর যাবত মাদারীপুর শহরের প্রায় ৫০ লাখ টাকার দেবোত্তর সম্পত্তি বেদখল হয়ে আছে। এই সম্পত্তি আজও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

জাতীয় হিন্দু সমাজ সংস্কার সমিতি মাদারীপুর জেলা শাখার এক অভিযোগে জানা গেছে, শহরের পুরানবাজারস্থ প্রায় শত বছরের পুরনো কালী মন্দিরের ৪৬ শতাংশ দেবোত্তর সম্পত্তি

প্রভাবশালী কিছু লোক দখল করে নিয়েছে। সেখানে তারা বাড়িঘর ও পাকা ভবন নির্মাণ করে নির্বিঘ্নে ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে। শহরের মাদারীপুর মৌজার জে.এল. ১১৪, এস এ খতিয়ান ৯২১ এবং আরএস খতিয়ান ১০৯৭-এ ৪৭ শতাংশ দেবোত্তর সম্পত্তি রয়েছে।

জানা গেছে, এই সম্পত্তির মালিক ছিলেন ভাগ্যকুলের পাল ও মিত্র সম্প্রদায়। তাঁরাই কালীমাতার নামে ওই সম্পত্তি দান করে যান। রেকর্ডে দেখা যায়, মাদারীপুর থানার জামালপুর পরগনার নিস্কর মধ্যস্বত্বাধীকারী চিরস্থায়ী দেবোত্তর। অথচ ১৯৭৬ সালে দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগে একটি প্রভাবশালী চক্র জাল দলিলের মাধ্যমে উল্লিখিত দেবোত্তর সম্মত্তি রেজিস্ট্রি করে নেয়। বিষয়টি স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায় তৎকালীন জেলা প্রশাসককে জানালে জেলা প্রশাসক উক্ত সম্পত্তির ওপর পাকা ভবন নির্মাণের নিশেধাজ্ঞা আরোপ করেন। কিন্তু জেলা প্রশাসকের সেই নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষিত হয়েছে। এদিকে সদর থানার সাবেক সহকারী কমিশনার (ভূমি) বেগম সেলিনা পারভেজ এক তদন্ত প্রতিবেদনে লিখেছেন যে, হিন্দু আইনে দেবোত্তর সম্পত্তিতে সেবাইতের আইনসম্মত কোন প্রয়োজন ছাড়া সেবাইত দেবোত্তর সম্পত্তি স্থায়ীভাবে ইজারা দিতে পারেন না। এই সম্পত্তি হস্তান্তরের অযোগ্য। কমিশনার তাঁর প্রতিবেদনে চূড়ান্ত ভাবে উল্লেখ করেছেন, দলিল পর্যালোচনায় হিন্দু আইনের আলোকে হস্তান্তর বিষয়ক কোন বৈধতা পাওয়া গেল না। ওই তদন্ত প্রতিবেদনটি মাদারীপুরের তৎকালীন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)-এর অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিস থেকে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে এর কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে মাদারীপুর হিন্দু সমাজ সংস্কার সমিতির পক্ষ থেকে মামলা পর্যন্ত করা হয়েছিল। কিন্তু এর পরেও কোন সুফল পাওয়া যায়নি। বিষয়টি নিয়ে মন্ত্রণালয় পর্যন্ত বহু লেখালেখি হয়েছে। মন্ত্রণালয় থেকে তদন্তের নির্দেশও এসেছে। কিন্তু কোন সরকারের আমলেই দেবোত্তর সম্পত্তি উদ্ধারের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৯ নবেম্বর ২০০৩

(২০২২)
ভোলায় সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর বিএনপির ক্যাডারদের হামলা মহিলারা লাঞ্ছিত

ভোলা, ২৯ নবেম্বর, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ভোলা শহরের উপকণ্ঠে শুক্রবার সন্ধ্যায় সুদ ব্যবসার জের ধরে বিএনপির ক্যাডাররা সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর তাণ্ডব চালায়। তাদের হাত থেকে এক বছরের শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত কেউই রেহাই পায়নি। বাসাবাড়িতে হামলা চালিয়ে মহিলাদের লাঞ্ছিত করে টাকা ও স্বর্ণালংকার ছিনতাই করা হয়েছে। এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত বিজেপির নেতাকে মারধর করা হয়েছে। থানায় অভিযোগ করা হলেও পুলিশ কোন ব্যবস্থা নেয়নি বলে অভিযোগ করা হয়েছে। বিষয়টি স্থানীয় ক্ষমতাসীন দলের নেতাদের কাছে জানালেও কোন প্রতিকার পাওয়া যায়নি। বরং ওই সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর হুমকি অব্যাহত রয়েছে। এ ঘটনায় লাঞ্ছিত মনিমালা (২৫) জনকণ্ঠকে বলেন, শুক্রবার সন্ধ্যায় বিএনপির দুই ক্যাডারের (যাদের নামের আদ্যাক্ষর 'শ' ও 'ম') নির্দেশে ক্যাডার বাহিনী লাঠিসোটা ও অস্ত্র হাতে বাসা ঘেরাও করে রাখে। এ সময় বাসায় হামলা চালিয়ে তারা যাকে পেয়েছে তাকেই মারধর করেছে। এক বছরের শিশু অংকু, মমপি রাণী দাস (৫), এফপিএ কর্মী শিখা, মনি মালা (২২), সুনিল দে (৭১), সমির চন্দ্রকে (২৮) এলোপাতাড়ি মারধর করে। মহিলাদের কাপড়চোপড় টেনে হিচড়ে লাঞ্ছিত করে। তারা যাওয়ার সময় টাকাসহ একটি সোনার চেন ছিনতাই করে নিয়ে যায়। এ ঘটনার পর সুনিল দে থানা পুলিশকে জানান। এ ছাড়া বিষয়টি ক্ষমতাসীন দলের কাছে জানানো হলেও কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। তাদের ওপর হুমকি অব্যাহত রয়েছে। এ ব্যাপারে তারা মামলা করারও সাহস পাচ্ছে না।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৩০ নবেম্বর ২০০৩

(২০২৩)
বাজিতপুরে সংখ্যালঘু পরিবারে ডাকাতবেশী দুর্বৃত্তদের তাণ্ডব

কুলিয়ারচর (কিশোরগঞ্জ) থেকে সংবাদদাতা ঃ ডাকাতবেশী একদল দুর্বৃত্ত ২২ নবেম্বর সন্ধ্যারাতে বাজিতপুর উপজেলার কামালপুর গ্রামের ডা. অমল চক্রবর্তীর বাড়িতে হামলা চালিয়ে ৪ জনকে মারাত্তকভাবে আহত করেছে। আহতরা হলো তাপস চক্রবর্তী (৪০), ডাক্তার অনিল চক্রবর্তী (৭০), অর্চনা চক্রবর্তী (৩৫) ও অর্চনা চক্রবর্তীর এক মেয়ে। আহতরা ভাগলপুর জহুরুল ইসলাম হাসপাতাল থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও পঙ্গু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। এই বাড়ির লোকজন জানায়, ১৫/২০ জনের একদল দুর্বৃত্ত ওই হামলা চালালেও তারা এ বাড়ি থেকে কোন মালামাল লুণ্ঠন করেনি। এ ঘটনায় গ্রামের সংখ্যালঘুদের মধ্যে দারুণ আতঙ্ক বিরাজ করছে।

সংবাদ, ৩০ নবেম্বর ২০০৩

(২০২৪)
মির্জাপুরে ১০টি কালীমন্দিরের প্রতিমা গুঁড়িয়ে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা
স্থানীয় সংসদ সদস্য ও ওসির ঘটনাস্থল পরিদর্শন

মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) থেকে সংবাদদাতা ঃ একটি সংঘবদ্ধ শক্তিশালী সন্ত্রাসীচক্র নিভৃত পল্লীর তিন গ্রামের ১০টি কালীমন্দিরের প্রতিমা রাতের আঁধারে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। এই সন্ত্রাসী ঘটনার পর এলাকার হিন্দু সম্প্রদায় এ ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে ওই এলাকার বাজারগুলোতে সমস্ত দোকানপাট একদিন বন্ধ রেখেছে।

বর্বরোচিত এ ঘটনাটি ঘটেছে মির্জাপুর উপজেলার আটিয়ামামুদপুর, আগৈদ ও আনাইতারা গ্রামে ২২শে নবেম্বর রাতে। ঘটনার ৫দিন পরও এলাকাবাসী ভয়ে থানা পুলিশকে খবর দিতে পারেনি। এ ঘটনা এলাকায় জানাজানি হয়ে গেলে স্থানীয় সংসদ সদস্য ও উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি আলহাজ্ব একাব্বর হোসেন গত বৃহস্পতিবার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

এলাকার লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, প্রায় দুইশ' বছর ধরে ওই এলাকার হিন্দু সম্প্রদায় সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে বসবাস করে আসছে। এ ধরনের সন্ত্রাসী ঘটনা এই প্রথম। ওইসব গ্রামের কৈবর্ত্য, সূত্রধর, কায়স্তম মালি, নমোসুদ্র ও কর্মকার সম্প্রদায়ের প্রায় আড়াইশ' পরিবার রয়েছে। এক রাতের মধ্যে কে বা কারা এই সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটিয়েছে তা সঠিক করে কেউ বলতে পারেনি। আওয়ামী লীগ ও বিএনপি একে অন্যের দোষারোপ করে চলেছে। আগৈদ গ্রামের চিত্ত সুত্রধর, গৌর সুত্রধর (২৮), সীতানাথ (৩৫), অনিল (৪৫) জানায়, তাদের গ্রামের বারোয়ারি এবং কালীবাড়ি পূজামণ্ডপের প্রতিমা ভাঙচুর হয়েছে। আটিয়ামামুদপুর বাজার সংলগ্ন বারোয়ারি পূজামণ্ডপের এবং আনাইতারা গ্রামের ২টিসহ ১০টি প্রতিমা সন্ত্রাসীরা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। মন্টু সূত্রধর (৫০) এবং চিত্তরঞ্জন কর্মকার জানিয়েছেন, তারা এ ঘটনার জন্য গত ৫ দিন ধরে মন্দিরে পূজা বন্ধ রেখেছেন।

স্থানীয় সংসদ সদস্য আলহাজ একাব্বর হোসেন এলাকা পরিদর্শনশেষে সাংবাদিকদের কাছে অভিযোগ করেন, বর্তমান সরকারের সন্ত্রাসী বাহিনী পরিকল্পিতভাবে এ ঘটনা ঘটিয়েছে, যাতে হিন্দুরা এদেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। তিনি অবিলম্বে দোষীদের গ্রেপ্তারের জন্য প্রশাসনের কাছে জোর দাবি জানান। অন্যদিকে সাবেক সংসদ সদস্য আবুল কালাম আজাদ সিদ্দিকী জানান, এটা একটি সাজানো ঘটনা। বিএনপি ও চারদলীয় জোট সরকারকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলার জন্য একটি চক্র প্রতিমা ভাংচুরের ঘটনা ঘটিয়েছে।

থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আওরঙ্গজেব খান জানান, এলাকা পরিদর্শনের পর নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। এলাকার কেউ মামলা করতে সাহস পায়নি। পুলিশ বাদি হয়ে মামলা রুজু করেছে। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

সংবাদ, ৩০ নবেম্বর ২০০৩

ডিসেম্বর ২০০৩

(২০২৫)
ঝালকাঠির কীর্তিপাশায় দশরা'র মাঠ দখল সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হুমকির মুখে

পুলক চ্যাটার্জি, কীর্তিপাশা (ঝালকাঠি) থেকে ফিরে ঃ ঝালকাঠির কীর্তিপাশা এলাকার ঐতিহ্যবাহী দশরা'র মাঠ দখলকে কেন্দ্র করে সেখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় প্রভাবশালী এক দখলদারের হুমকির মুখে পড়েছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের হরিসভার কয়েকজন নেতা হুমকি-ধমকি ও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। হরিসভার সভাপতি নিরাপত্তার অভাবে এলাকা ছেড়ে চলে গেছেন। বৃহস্পতিবার কীর্তিপাশা এলাকা ঘুরে সংশ্লিষ্ট লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, জমিদারি আমল থেকে কীর্তিপাশা বাজার সংলগ্ন এক খণ্ড জমিতে স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের দূর্গা পূজা ও কালি পূজার সময় বিশেষ মেলা বসে এবং ওই স্থানটি থেকেই পাশের খালে প্রতিমা বিসর্জন দেয়া হয়। ষাটের দশকে ওই জমিটি অর্পিত সম্পত্তিভুক্ত হলে পরবর্তীতে স্থানীয় এক ব্যক্তি ওই মাঠের কিছু অংশ বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় ডিক্রি করে নিয়ে সেখানে একটি স'মিল স্থাপন করেন। পরবর্তীতে স'মিলটি স্থানীয় প্রভাবশালী রাজা নাসির ক্রয় করেন। অভিযোগ রয়েছে রাজা নাসির ওই সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণ নিয়ে পর্যায়ক্রমে সম্পত্তির পুরো অংশটি তার দখলে নেয়ার চেষ্টা শুরু করেন।

রাজা নাসির চলতি মাসের শুরুর দিকে তার পুরনো মিলের সীমানা বৃদ্ধি করে দশরা'র মাঠের অবশিষ্ট সম্পত্তির ভেতর মিলের বর্ধিত স্থাপনা নির্মাণ করে। এ সময় কীর্তিপাশার হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় সংগঠন হরিসভার নেতৃবৃন্দ এতে আপত্তি তোলেন। এক পর্যায়ে একটি সমঝোতা বৈঠকের মাধ্যমে হরিসভা নেতৃবৃন্দ রাজা নাসিরের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে ২ ফুট জমি ব্যবহার করতে দিতে সম্মত হন। কিন্তু রাজা নাসির পরবর্তীতে প্রায় ১২ ফুট জায়াগা দখল করে স'মিলের আরেকটি ইউনিট স্থাপন করে একই সঙ্গে পুরো দশমির মাঠটিই তার নিজের বলে দাবি করতে শুরু করেন। এ বিষয়টি হরিসভা নেতৃবৃন্দ লিখিতভাবে ঝালকাঠি জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে অবহিত করলে গত সপ্তাহে উপজেলা ভূমি কর্মকর্তা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে রাজা নাসিরের দেয়া বেড়া ভেঙে ফেলেন। পরবর্তীতে হরিসভার পক্ষ থেকে দশরা'র মাঠে একটি সীমানা দেয়াল নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হলে রাজা নাসির তার লোকজন দিয়ে ওই কাজ বন্ধ রাখেন। এরপর থেকেই হরিসভার নেতৃবৃন্দসহ স্থানীয় বিভিন্ন পর্যায়ের হিন্দু পরিবারের ওপর নানা ধরনের নির্যাতন ও হুমকি প্রদান শুরু হয়। গত মঙ্গলবার হরিসভার এক সদস্য ধীরেন আচার্য নিজের কাজে ঝালকাঠি শহরে গেলে রাজা নাসিরের ছোট ভাই পলাশ তার লোকজনসহ তাকে সেখানে মারধর করে। একই সঙ্গে রাজা নাসিরের লোক বলে পরিচিত কীর্তিপাশার একদল সন্ত্রাসী যুবক হরিসভার আরেক নেতা ও স্থানীয় ব্যবসায়ী দুলাল কুণ্ড'র কাছে পাঁচ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে নানাভাবে ভয়ভীতি প্রদর্শন করে। টাকা না দিলে তার ব্যবসার কাজে নিয়োজিত নৌকা ও দোকান ভেঙে তাকে এলাকাছাড়া করার হুমকি দেয়া হয় বলে দুলাল কুণ্ড অভিযোগ করেন।

যুগান্তর, ১ ডিসেম্বর ২০০৩

(২০২৬)
অধ্যক্ষ মুহুরী হত্যা মামলায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি জামিনে মুক্ত হাইকোর্টে শুনানিতে রাষ্ট্রপক্ষ বিরোধিতা করেনি

রফিকুল বাহার, চট্টগ্রাম ঃ নাজিরহাট কলেজের অধ্যক্ষ গোপাল কৃষ্ণ মুহুরী হত্যা মামলার রায় ঘোষণার সাড়ে ৯ মাস পর যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি ও শিবির ক্যাডার সাইফুল

ইসলাম জামিন পেয়ে ঈদের আগের দিন গত মঙ্গলবার জেল থেকে বের হয়ে গেছে। গত ১৭ জুন বিচারপতি আবদুল আজিজ ও বিচারপতি এ কে এম ফজলুর রহমানের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ সাইফুলের জামিন মঞ্জুর করেন। রাষ্ট্রপক্ষ জামিনের বিরোধিতা করেনি।

জুনে এই জামিন হলেও আসামির বিরুদ্ধে আরো দুটি হত্যা মামলা থাকায় সেগুলোর জামিন হওয়ার পরই সে বেরুলো।

মুহুরী মামলার আসামিকে দেওয়া জামিন আদেশে হাইকোর্ট বলেন, 'আসামির আবেদন, আদালতের রায়, সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনা এবং উভয় পক্ষের আইনজীবীদের বক্তব্য শ্রবণক্রমে জেলা প্রশাসক চট্টগ্রামের সন্তুষ্টিসাপেক্ষে আবেদনকারীর ছয় মাসের জামিন প্রদান করা গেল।'

জামিন আবেদন শুনানিকালে রাষ্ট্রপক্ষের সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল ইব্রাহিম খলিল আবেদনকারী আসামি পক্ষের যুক্তি খণ্ডন করে জামিনের বিরোধিতা করা কষ্টকর বলে আদালতে জানান। সাক্ষীদের সাক্ষ্য এবং শুধু সহ-আসামির স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দির ওপর ভিত্তি করে সাজা দেওয়ার ক্ষেত্রে আইনের মূলনীতির কথা বিবেচনায় রেখেই তিনি ওই বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন বলে হাইকোর্টের আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে।

আসামির জামিনের জন্য নিযুক্ত কৌসুলি অ্যাডভোকেট শামসুল হুদা ও এম ফারুক শুনানিকালে বলেছেন, মামলার সাক্ষী এবং নিহত মুহুরীর স্ত্রী ও পুত্র আদালতে সাক্ষ্য দেওয়ার সময় আসামির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেননি। অথবা অন্য কোনো সাক্ষীও তার নাম প্রকাশ করেনি। শুধু সহ-আসামি মন্টু স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে সাইফুলের নামটি উল্লেখ করে। সহ-আসামির স্বীকারোক্তি কোনো আসামিকে শাস্তিদানের ভিত্তি হতে পারে না।

নগরীর বায়েজিদ বোস্তামী থানার বালুছড়ার কুলগাঁও গ্রামের মৃত ছৈয়দুর রহমানের ছেলে মোহাম্মদ সাইফুল ইসলামের বয়স ৩০ বছর। মুহুরী হত্যা মামলার রায় ঘোষণার পর তার বিরুদ্ধে সাজার ব্যাপারে উচ্চ আদালতে আপিল (নম্বর ৫১২/২০০৩) করা হয়। ফৌজদারি আপিল মামলা বিচারাধীন থাকা অবস্থায় জামিনের আবেদন করা হয়।

পুলিশের তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসী ও শিবির ক্যাডার সাইফুলের নামে চট্টগ্রামের হাটহাজারী (নম্বর ১৮ (১২) ০২) এবং নগরীর পাঁচলাইশ থানায় (নম্বর ১৬(১২)৯৮) পৃক দুটি হত্যা মামলা রয়েছে। কারাগারে বন্দি থাকা অবস্থায় গত ২৩ জুলাই ও ২৪ নবেম্বর সে এই দুটি মামলা থেকেও জামিন পেয়ে যায়। হাটহাজারীর হত্যা মামলায় চট্টগ্রামের জেলা ও দায়রা জজ এবং পাঁচলাইশ থানার মামলায় হাইকোর্ট তার জামিন মঞ্জুর করেন বলে কারা সূত্র জানায়। ২০০২ সালের নবেম্বর মাসে সে গ্রেফতার হওয়ার পর থেকে জেলে ছিল।

হত্যা মামলার সাজাপ্রাপ্ত আসামির দ্রুত জামিন পাওয়ার ব্যাপারে চট্টগ্রামের সিনিয়র আইনজীবী অ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্তের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'এরকম জঘন্য হত্যাকাণ্ডের বিচারের রায় যাতে কার্যকর হতে পারে এবং আসামিরা যাতে মুক্তি না পায়, সে অনুযায়ী ভূমিকা জামিন শুনানিকালে রাষ্ট্রপক্ষের নিযুক্ত আইনজীবী পালন করেছেন বলে মনে হয় না। এ মামলার সহ-আসামি যারা আছে তাদেরও এ ধরনের জামিনে বের হওয়ার দ্বার উন্মুক্ত হলো।'

মামলার বাদী ও নিহত মুহুরীর স্ত্রী উমা মুহুরী সাজাপ্রাপ্ত আসামির দ্রুত জামিন পাওয়ার খবর শুনে এ প্রতিবেদকের কাছে হতাশা প্রকাশ করে বলেন, 'আর কী প্রতিক্রিয়া জানাব? হাসব না কাঁদব ভেবে পাচ্ছি না।'

এ ব্যাপারে গতকাল একাধিকবার চেষ্টা করা হলেও অন্যত্র ব্যস্ত থাকায় সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল ইব্রাহিম খলিলের সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হয়নি। অ্যাটর্নি জেনারেল অফিস সূত্রে জানা

গেছে, বিষয়টি তাদের নজরে এসেছে এবং এ ব্যাপারে অ্যাটর্নি জেনারেল অফিস থেকে ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। গোপাল কৃষ্ণ মুহুরী হত্যার মতো গুরুতর হত্যা মামলার আসামির জামিনের বিষয়ে সরকারপক্ষে বিরোধিতা না করার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে নেওয়া হয়েছে। সূত্র আরো জানায় এ বিষয়ে অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয়ের শীর্ষ কর্মকর্তারা অবহিত ছিলেন না। আসামি সাইফুলের মুক্তির আগে বিষয়টি তারা জানতে পারলে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করা যেত। আসামি সাইফুলের অন্তর্বর্তীকালীন জামিন আগামী ১৬ ডিসেম্বর শেষ হচ্ছে। এই সময়ের মধ্যেই এ ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দু বছর আগে, ২০০১ সালের ১৬ নবেম্বর বন্দরনগরীর কোতোয়ালি থানাধীন জামালখানের বাসভবনে ঢুকে সন্ত্রাসীরা নাজিরহাট কলেজের প্রবীণ অধ্যক্ষ ও মুক্তিযোদ্ধা গোপাল কৃষ্ণ মুহুরীকে মাথায় গুলি করে হত্যা করে। গত ৬ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম বিভাগের দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের বিচারক এম হাসান ইমাম চাঞ্চল্যকর এ মামলার রায় ঘোষণা করেন। চারজনের মৃত্যুদণ্ড এবং চারজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও প্রত্যেকের ৫০ হাজার টাকা জরিমানার আদেশ হয়।

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা হলো গিট্টু নাছির, আজম, বাইট্টা আলমগীর ও তসলিম উদ্দিন মন্টু। এদের মধ্যে শেষোক্ত দুজন চট্টগ্রাম কারাগারে আছে। যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্তরা হলো শিবির ক্যাডার সাইফুল, নাজিরহাট কলেজের ক্যাশিয়ার মোহাম্মদ শাহজাহান, শীর্ষ সন্ত্রাসী নাছিরের ছোট ভাই মহিউদ্দিন ও হাবিব খান। কারাগারে আটক প্রথম দুজনের মধ্যে সাইফুল জামিনে বের হলো এবং শেষোক্ত দুজন পলাতক।

সাইফুলের জামিননামায় স্বাক্ষর করেন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের ২ নম্বর জালালাবাদ ওয়ার্ডের কমিশনার, আওয়ামী লীগের নাসিরাবাদের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফরিদ আহমদ চৌধুরী ও জামায়াত সমর্থক অ্যাডভোকেট মঞ্জুর আহমদ আনসারী। গত দিন এরা জামিননামায় স্বাক্ষর করেছেন।

এই জামিননামা সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। মুহুরী হত্যা মামলার সাজাপ্রাপ্ত আসামি ও শিবির ক্যাডার সাইফুল ইসলামের জামিনদার হওয়া প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ নেতা ও জালালাবাদ ওয়ার্ডের কমিশনার ফরিদ আহমদ চৌধুরী বলেন, 'ঈদের পরে সাইফুল নামে একজনের জামিনদার হওয়ার প্রস্তাব দিলে আমি যাচাই করার শর্ত দিই। তবে ঈদের আগে কোনো জামিননামায় স্বাক্ষর করিনি।

অপর জামিনদার ও জামায়াত সমর্থক অ্যাডভোকেট মঞ্জুর আহমদ আনসারী প্রথম আলোকে বলেন, 'আমি সাইফুলের জামিনদার হয়েছি। স্থানীয় ওয়ার্ড কমিশনারের জামিনদার হওয়ার বিষয় সাইফুলের অভিভাবকরা আমাকে এনে দিয়েছে। এর বেশি কিছু আমি জানি না।'

হত্যা মামলার সাজাপ্রাপ্ত আসামির দ্রুত জামিন পাওয়ার ব্যাপারে চট্টগ্রাম মহানগর পুলিশের (সিএমপি) কর্মকর্তারা কিছু জানেন না। নগরীর শীর্ষ সন্ত্রাসী কিংবা দাগী অপরাধী কারাগার থেকে বের হওয়ার পরে কারাগারের সামনে থেকে পুনরায় গ্রেফতার করার একাধিক উদাহরণ থাকলেও শিবির ক্যাডার সাইফুলের ক্ষেত্রে সেরকম কিছু করা হয়নি। এ প্রসঙ্গে সিএমপি কমিশনার এস এম সাব্বির আলীর কাছে জানতে চাইলে গতকাল বিকেলে তিনি প্রথম আলোকে বলেন, 'আমাদের করার কিছু নেই। আদালত থেকে আমাদের কিছু জানানো হয়নি।'

যোগাযোগ করা হলে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারের সিনিয়র তত্ত্বাবধায়ক বজলুর রশীদ বলেন, 'আদালতের নির্দেশে গত মঙ্গলবার সাইফুল ইসলামকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

প্রথম আলো, ২ ডিসেম্বর ২০০৩

(২০২৭)
রাজধানীতে সংখ্যালঘু পরিবারের নববধূ অপহরণ

স্টাফ রিপোর্টার ঃ রাজধানীতে সংখ্যালঘু পরিবারের এক নববধূকে অপহরণ করা হয়েছে। রবিবার দক্ষিণ মুগদাপাড়া এলাকা থেকে প্রকাশ্য দিবালোকে তাকে অপহরণ করা হয়। অপহৃত মহিলার স্বামী থানায় দায়ের করা মামলায় উল্লেখ করেছেন অসামাজিক কাজে ব্যবহারের জন্য তার নববধূকে অপহরণ করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রের বরাত দিয়ে আমাদের সবুজবাগ সংবাদদাতা জানান, অপহৃত গৃহবধূর নাম সেবিকা রানী দাস। তার বয়স ২১ বছর। তার সঙ্গে মানিক চন্দ্র দাসের বিয়ে হয় গত জুলাই মাসে। বিয়ের পর তারা শান্তিপূর্ণভাবে ৬২ নম্বর দক্ষিণ মুগদাপাড়ায় বসবাস করে আসছিল। কিন্তু এদিন সকাল সাড়ে ১১টার দিকে একদল সশস্ত্র যুবক তার স্ত্রীকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। অপহরণের পর তিনি বিভিন্নস্থানে খোঁজাখুঁজি করেন। কিন্তু কোন সন্ধান না পেয়ে তিনি থানায় মামলা দায়ের করেন। মামলায় তিনি উল্লেখ করেছেন যে, অসামাজিক কাজে ব্যবহারের জন্য তাকে অপহরণ করা হয়েছে।

অপহৃত গৃহবধূর বাবার নাম স্বদেশ চন্দ্র দাস। তার বাড়ি চট্টগ্রামের মীরেরসরাই থানার ইছাখালি গ্রামে। পক্ষান্তরে মানিক চন্দ্র দাসের বাবার নাম মনিন্দ্র চন্দ্র দাস। তার বাড়ি ফেনী জেলার সোনাগাতি থানার চরশাহা বিকারী গ্রামে। ঘটনা সম্পর্কে সবুজবাগ থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে মামলা হয়েছে। পুলিশ এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার বা অপহৃত গৃহবধূকে উদ্ধার করেনি।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২ ডিসেম্বর ২০০৩

(২০২৮)
নেত্রকোনার আটপাড়ায় স্বামীর হাত-পা বেঁধে স্ত্রীকে ধর্ষণ

নেত্রকোনা সংবাদদাতা ঃ আটপাড়া উপজেলার খলাপাড়া গ্রামে কতিপয় দুর্বৃত্ত এক গৃহবধূকে পালাক্রমে ধর্ষণ করেছে। ২১শে নবেম্বর রাতে ফুলমিয়া, এমরান মতি মিয়াসহ কতিপয় দুর্বৃত্ত দীনেশের বাসায় তার হাত-পা বেঁধে তার সামনেই স্ত্রী অনামিকাকে ধর্ষণ করে। ৩০শে নবেম্বর অনামিকাকে ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য নেত্রকোনা হাসপাতালে আনা হয়। মামলা হয়েছে। পরিবারটি অসহায় অবস্থার মধ্যে রয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক, ৩ ডিসেম্বর ২০০৩

(২০২৯)
চিতলমারীতে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে সংখ্যালঘুর জমি দখলের অভিযোগ

চিতলমারী প্রতিনিধি ঃ বাগেরহাটের চিতলমারী উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি দীননাথ পাণ্ডের বসতভিটা সংলগ্ন জমি এক প্রভাবশালী বিএনপি নেতা দখল করে নিয়ে এখন উল্টো তাকে দেশত্যাগসহ নানা প্রকার হুমকি-ধামকি দিচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। প্রভাবশালী ও ধণাঢ্য ওই বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানা পুলিশ থেকে শুরু করে শাসকদলের স্থানীয় একাধিক ব্যক্তিকে জানিয়েও তিনি কোনও ফল পাননি। উল্টো অত্যাচার-নির্যাতনের মাত্রা আরও বেড়েছে। অবশেষে প্রাণ ভয়ে আতংকিত হয়ে তিনি সাংবাদিকদের কাছে রোববার সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে অভিযোগ করে প্রতিকার প্রার্থনা করেছেন।

স্থানীয় প্রেসক্লাবে আহূত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি লিখিত বক্তব্যে অভিযোগ করেন, চিতলমারী উপজেলার সদরের বাজারস্থ কুরমুনি মৌজার ২০৯নং দাগের ৩ শতক জায়গা দীননাথ পাণ্ডের নিজ নামে রেকর্ড পূর্বক এবং তৎসংলগ্ন ২ শতক জায়গা প্রায় ৫০/৬০ বছর ভোগ দখল করছেন। জাপা হয়ে সদ্য বিএনপিতে আসা শেখ হাফিজুর রহমান ওই জমি সম্প্রতি দখল করার পর নানামুখী ষড়যন্ত্র ও অত্যাচার শুরু করে। ওই প্রভাবশালী নেতার ইন্ধনে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদফতর দীননাথ পাণ্ডের বসত ভিটার সীমানার ওপর একটি গণশৌচাগার নির্মাণ করেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। এমনকি ১৫/২০ হাজার টাকা মূল্যের একটি শিরীষ গাছ পর্যন্ত দখলদাররা ঘিরে নিয়েছে। এসব দখল ও নানা অনিয়মের প্রতিকার প্রার্থনা করে দীননাথ স্থানীয় বিএনপি নেতাসহ জনপ্রতিনিধিদের কাছে ছোটা-ছুটি করেছেন। কিন্তু ফল হয়নি কিছুই উল্টো ক'দিন আগে দখলদার হাফিজ ও তার ভাই স্থানীয় থানা যুবদলের সভাপতি শেখ মহব্বত আলী সজল সদলবলে তার ওপর চড়াও হয়ে নানা প্রকার ভয়ভীতি ও জীবননাশের হুমকি দেয়। তারা বলে, 'তোরা (হিন্দুরা) এদেশে চাস কী? এখনও এদেশ ছেড়ে চলে যাস না কেন?' দীননাথ পাণ্ডে আরও জানান, ভিন্ন একটি কেস নম্বর দেখিয়ে তার সীমানা সংলগ্ন ওই ২ শতক জমি ভুয়া রেকর্ড ও দলিল করে নিয়েছে ওই হাফিজ, যার কোনও হদিস খুঁজে পাওয়া যায়নি। এ অবস্থায় আতংকিত দীননাথ পাণ্ডে সংশ্লিষ্ট থানায় জিডি করলেও এ পর্যন্ত কোনও প্রতিকার পাননি বলে জানান। তবে বিএনপি নেতা শেখ হাফিজুর রহমান তার বিরুদ্ধে আনীত সব অভিযোগ অস্বীকার করে পাল্টা সংবাদ সম্মেলন করেছেন।

আজকের কাগজ, ৩ ডিসেম্বর ২০০৩

(২০৩০)
শূকর জবাই করে চাঁদা না দেওয়ায় ঋষি সম্প্রদায়ের ওপর হামলা মারপিটে আহত ১০, নিরাপত্তা চায় ঋষিরা

মামুন রহমান, যশোর থেকে : ঝিকরগাছা উপজেলার নির্বাস খোলা ইউনিয়নের দিগড়ি গ্রামের ঋষি সম্প্রদায়ের লোকজন তীব্র আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। একটি পশু জবাই করে খাওয়ার পর থেকে ঐ গ্রামের জামাত ও বিএনপি সমর্থিত লোকজন তাদের বিভিন্নভাবে ভয়ভীতি প্রদর্শন করছে। ইতিমধ্যে তারা ফুলি নামে ষাটোর্ধ্ব এক মহিলার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে এবং লাঠিপেটা করেছে প্রায় ১০ জনকে। এ ঘটনার পর থেকে ঐ গ্রামের প্রায় ২৫০ জন ঋষি চরম উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্যে রয়েছেন

ঝিকরগাছায় গিয়ে জানা যায়, গত শনিবার দিগড়ির ঋষিপাড়ার লোকজন চাঁদা তুলে ৩ হাজার টাকা দিয়ে একটি শূকর কিনে খগেনের বাড়িতে জবাই করে। এ খবর জানতে পেরে পার্শ্ববর্তী কুল্লা গ্রামের মেম্বার ও বিএনপি নেতা হবি, জামাত সমর্থক মুকুল, আজাদ ও রিপনসহ ১৫/১৬ জন লাঠিসোটা নিয়ে খগেনের গোয়ালঘর থেকে ২টি গরু নিয়ে যেতে উদ্যত হয়। এ সময় আশপাশের ঋষি সম্প্রদায়ের লোকজন ও খগেনের মা ফুলি (৬০) তাদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে তাদেরকে লাঠিপেটা করা হয়। এতে ফুলির মাথা ফেটে যায় এবং কমপক্ষে ১০জন আহত হয়। গুরুতর আহত ফুলিকে ঝিকরগাছা থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছে। পুনরায় হামলার ভয়ে এ ঘটনায় কেউ মামলা করতে সাহস পাননি। তবে তারা ঘটনাটি হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্যপরিষদের নেতৃবৃন্দকে জানান। খবর পেয়ে মঙ্গলবার ঝিকরগাছার ইউএনও নাসির মিয়া ওসি ফজলুর রহমান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

ভোরের কাগজ, ৪ ডিসেম্বর ২০০৩

(২০৩১)
ধর্মপাশায় দিনমজুরের স্ত্রীকে ধর্ষণে ব্যর্থ হয়ে অস্ত্রাঘাতে জখম

নেত্রকোনা সংবাদাতা ঃ এক গর্ভবর্তী মহিলাকে ধর্ষণের অপচেষ্টা এবং ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাতের অভিযোগে ধর্মপাশা উপজেলার মধ্যনগর থানার মাজদাপুর গ্রামের আজিজুল হকের বিরুদ্ধে গত ১৯শে নবেম্বর থানায় মামলা করা হয়।

মধ্যনগর থানার মাজদাপুর গ্রামের দিনমজুর বিমলচন্দ্র তালুকদার শ্রমিকের কাজ করার জন্য চট্টগ্রামে অবস্থানকালে গত ১২ই নবেম্বর একই গ্রামের আজিজুল গভীর রাত্রে ঘরের বেড়া কেটে ঘরে প্রবেশ করে ৬ মাসের অন্তসত্ত্বা বিমলের স্ত্রী অপু রানী তালুকদারকে জাবড়িয়ে ধরে ধর্ষণের চেষ্টা করে। অপু বাধা দিলে তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়। এই সময় বিমলের মা বাধা দিলে তাকেও আঘাত করা হয়। উভয়ের চিৎকারে আশেপাশের লোকজন এসে পড়লে আজিজুল পালিয়ে যায়। গুরুতর আহত অপুকে চিকিৎসার জন্য প্রথমে নিটকবর্তী কলমাকান্দা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে তার অবস্থা আশংকাজনক হওয়ায় ১৭ই নবেম্বর তাকে ময়মনসিংহ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

আজিজুল হকের বিরুদ্ধে থানায় মামলা হলে গত ২১শে নবেম্বর পর্যন্ত পুলিশ আসামীকে গ্রেফতার করতে পারেনি। আসামী পক্ষের লোকজন অজ্ঞাতস্থান থেকে এখন বাদীকে নানান হুমকি প্রদান করছে। দরিদ্র দিনমজুর বিমল তালুকদার এখন অসহায় অবস্থার মধ্যে রয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক, ৫ ডিসেম্বর ২০০৩

(২০৩২)
দি ইকোনমিস্টের মন্তব্য
‘বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের একমাত্র নিরাপদ স্থান এয়ারপোর্টের ডিপারচার লাউঞ্জ’

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ঃ দেশের বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা, নির্যাতন ও হত্যার ঘটনা শুধু দেশেই নয়, আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও তোলপাড়ের সৃষ্টি করেছে। সম্প্রতি চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে পৈশাচিক কায়দায় একই হিন্দু পরিবারের ১১ জনজনকে পুড়িয়ে হত্যা, বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়া, আহমদিয়া সম্প্রদায়ের মসজিদে হামলাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নিপীড়ন-নির্যাতনের ঘটনা দেশে ও বিদেশের বিভিন্ন প্রভাবশালী পত্রিকায় ফলাও করে প্রচার হচ্ছে। সারা বিশ্বে বহুল প্রচারিত প্রভাবশালী সাপ্তাহিক ‘দি ইকোনমিস্ট’ এর চলতি সংখ্যায় বাংরাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নিপীড়ন নির্যাতন নিয়ে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ‘বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একমাত্র নিরাপদ জায়গা হচ্ছে বিমানবন্দরের বহির্গমন কক্ষ!’ এই প্রতিবেদনে বাঁশখালীর ট্রাজেডি ছাড়াও আহমদিয়া সম্প্রদায়ের ওপর হামলা, আদিবাসী সম্প্রদায়ের সম্পত্তি দখল, বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিষয় স্থান পায়।

গত ২৯ নবেম্বর সাপ্তাহিক ‘দি ইকোনমিস্ট’ পত্রিকার চলতি সংখ্যায় ‘সংখ্যালঘুদের একমাত্র নিরাপদ স্থান বিমানবন্দরের বহির্গমন কক্ষ’ শিরোনামে এই প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এই প্রতিবেদনে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়, ১৩ কোটি মানুষের দেশ বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা মৌলবাদীদের উত্থানের কারণে সম্প্রতি আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। নবেম্বরের মাঝামাঝি চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চলে ১১ জন হিন্দুকে পুড়িয়ে হত্যা ও তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ দাবি করেছে, এই লোমহর্ষক হত্যাযজ্ঞ সংখ্যালঘুদের দেশ ছাড়ার জন্য সংঘটিত করা হয়েছে। আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুর রাজ্জাক বলেন, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর গত দু‘বছর ধরেই দেশে এ ধরনের ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। তিনি আরও বলেন, নির্যাতনের কারণে ইতোমধ্যে শত শত হিন্দু দেশ ছেড়ে চলে গেছে। প্রতিবেদনে আহমদিয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের ওপর হামলার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলা হয়, শুধু হিন্দু বা খ্রীস্টান সম্প্রদায়ই নয়, বাংলাদেশে মুসলিম সংখ্যালঘুরাও নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে না। চট্টগ্রামের হত্যাযজ্ঞের পর পরই ঢাকার আহমদিয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের এক মসজিদে কট্টরপন্থী সুন্নিরা আক্রমণ চালায় এবং হুমকি দেয় এই সম্প্রদায়কে অমুসলিম ঘোষণা ও তাদের উপাসনা বন্ধ করতে হবে। এই ঘটনায় কমপক্ষে ৫০ জন আহত হয়। একই সময়ে বাংলাদেশের উত্তর এবং দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের খ্রীস্টান অধ্যুষিত এলাকার ৪৫টি আদিবাসী গোত্র তাদের নিজস্ব জমি বাঙালী দখলদারদের কাছ থেকে ফিরে পাওয়ার জন্য আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। আদিবাসীরা বলছে, মাধবপুরে গারোদের জমি দখল করে সেখানে জাতীয় পার্ক নির্মাণ করা হচ্ছে, যার কোন যৌক্তিকতা নেই। তাঁদের বিশ্বাস, এই পার্ক নির্মাণের প্রক্রিয়া তাঁদের জীবনযাত্রার ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলবে।

বাংলাদেশে অহরহ সাম্প্রদায়িক ঘটনা ঘটলেও সরকারের মন্ত্রীরা বলছে, এ দেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। ভারতের সঙ্গে তুলনা করে এ কথা বলেন মন্ত্রীরা। উদাহরণ হিসাবে মন্ত্রীরা বলেন, আহমদিয়া সম্প্রদায়ের ওপর হামলার সময় তাদের রক্ষার জন্য পর্যাপ্ত পুলিশ উপস্থিত ছিল। পরিবেশমন্ত্রী বলেন, মাধবপুর পার্ক আদিবাসীদের কোন ক্ষতিসাধন করবে না। বরং বনবৈচিত্র্য রক্ষায় সহায়ক হবে।

চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে সংঘটিত বর্বরোচিত ঘটনার পর সেখানকার সংখ্যালঘু পরিবারের এক সদস্য নাম প্রকাশ না করার শর্তে ইকোনমিস্ট পত্রিকার প্রতিবেদককে বলেন, ‘আমাদের (সংখ্যালঘু সম্প্রদায়) জন্য সত্যিকারের নিরাপদ জায়গা হলো জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের বহির্গমন কক্ষ।’

যুগান্তর, ৫ ডিসেম্বর ২০০৩

(২০৩৩)
চট্টগ্রামে আদিবাসী কিশোরী নির্যাতনের শিকার

চট্টগ্রাম অফিস ঃ পাওনা বেতন চাইতে গিয়ে এক সপ্তাহের বেশি সময় বন্দি থাকার পর আবার থানা পুলিশের হাতে নির্যাতনের শিকার হয়েছে সেজিলা সাংমা (১৭) নামের এক আদিবাসী কিশোরী। চট্টগ্রামের পুলিশ এ আদিবাসী কিশোরীকে আদালতে হাজির না করে একদিন একরাত থানায় আটকে রাখে এবং তাকে তার পরিবারের সদস্যদের হাতে তুলে না দিয়ে পাঠিয়ে দেয় নিরাপত্তা হেফাজতে। এমনকি আদালতে হাজির করার সময় তদন্তকারী কর্মকর্তা যে রিপোর্ট দিয়েছেন তা বানোয়াট বলে দাবি করেছে ওই কিশোরী। বর্তমানে সে একটি বেসরকারি সংস্থার হেফাজতে আছে।

তবে সেজিলার বক্তব্যকে পুরোপুরি মিথ্যা দাবি করে পুলিশ এবং বিউটি পার্লারের মালিক জানিয়েছেন, বোনজামাইয়ের অত্যাচারে সে নিজেই পালিয়ে গিয়েছিল। থানায় তাকে নির্যাতন করা হয়নি বলে দাবি করা হয়।

জানা গেছে, শেরপুর জেলার শ্রীবরদীর খারামোরা গ্রামের আদিবাসী মেয়ে সেজিলা সাংমা ও তার বোন নওমুসলিম আয়েশা বেগম (মেরিনা সাংমা) নাসিরাবাদ আবাসিক এলাকার ম্যাডোনা বিউটি পার্লারে কাজ করত। সেজিলা জানায় দীর্ঘদিন পার্লারের মালিক তাদের বেতন পরিশোধ না করায় দু বোনের মোট ৩০ হাজার টাকা বেতন বাকি পড়ে। গত ১৭ নবেম্বর ওই টাকা চাইতে পার্লারে গেলে মালিক ইউসুফ হারুন জীবন ও তার স্ত্রী সীমা তাকে বাসায় আটকে রাখে।

সেজিলার কোনো খোঁজ না পেয়ে তার বড় বোন আয়েশা গত ২২ নবেম্বর পাঁচলাইশ থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরি করেন। পরে ২৯ নবেম্বর সকালে পার্লার মালিক জীবন সেজিলাকে থানায় হাজির করেন। সেখানে জীবনের কাছ থেকে ১৬ হাজার টাকা ঘুষ নিয়ে পুলিশ সেজিলাকে ২৪ ঘণ্টা আটকে রাখে এবং ইলেকট্রিক শকসহ নানাভাবে নির্যাতন ছাড়াও আজেবাজে কথা বলে। সেজিলার বোনকে খবর না দিয়ে পুলিশ পরদিন সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি গল্প তৈরি করে সেজিলাকে নিরাপত্তা হেফাজতে পাঠিয়ে দেয়। সেখান থেকে বোন আয়েশা তাকে ছাড়িয়ে আনেন।

পার্লার মালিক জীবন জানিয়েছেন, মেয়েটি তার বোনজামাইয়ের অত্যাচারে নিজেই পালিয়ে গিয়েছিল। পরে ২৯ নবেম্বর সে জীবনের বাসায় ফোন করে নিজের অবস্থানের কথা জানায়। সেখান থেকে তিনি তাকে নিয়ে এসে সকাল ১১টায় থানায় সোপর্দ করেন। টাকার জন্য সেজিলা ও তার বোন মিথ্যা গল্প তৈরি করে তাদের হয়রানি করছে বলে তিনি দাবি করেন।

প্রথম আলো, ৫ ডিসেম্বর ২০০৩

(২০৩৪)
ভিটাবাড়ি বিক্রি না করায় টাঙ্গাইলে সংখ্যালঘুকে বেদম প্রহার করেছে সন্ত্রাসীরা

টাঙ্গাইল, ৫ ডিসেম্বর, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ টাঙ্গাইলের বিশ্বাস বেতকায় বৃহস্পতিবার রাতে সমাজসেবা অধিদফতরে চাকরিরত দিলীপ কুমার চক্রবর্তীকে (৪৫) সন্ত্রাসীরা বেদম মারপিট করেছে। বাড়ির ভিটা বিক্রি না করায় তাকে মারপিট করা হয়। মারপিটে তার চারটি দাঁত ভেঙ্গে গেছে। তাকে মারাত্মক আহত অবস্থায় টাঙ্গাইল জেনারেল হাসাপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এর পরও সন্ত্রাসীরা তার পরিবারের সদস্যদের পুড়িয়ে মারার হুমকি দিয়েছে। এ ঘটনায় সংখ্যালঘু পরিবারটি থানায় যাওয়ার সাহসও পায়নি।

জানা গেছে, সংখ্যালঘু এই পরিবারের সামান্য বসতভিটা কিনে নেয়ার জন্য ওই সন্ত্রাসী দিলীপ কুমারকে চাপ দিয়ে আসছিল। কিন্তু তিনি বসতভিটা বিক্রি করবেন না বলে জানিয়ে দেন। এতে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওই সন্ত্রাসী তাঁকে হত্যা করার হুমকি দিতে থাকে। এর পর বৃহস্পতিবার রাতে দিলীপ কুমারকে বেদম মারপিট করে। শুক্রবার সকালে দিলীপ কুমারের বাড়িতে গেলে তাঁর স্ত্রী লক্ষ্মী রানী চক্রবর্তী ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে জনকণ্ঠের সঙ্গে কথা বলেন। পুরো ঘটনা জানতে চাইলে তিনি সাহস পান না কথা বলতে। এ সময় দিলীপ কুমারের কলেজ পড়ুয়া মেয়ে দোলা এবং স্কুল পড়ুয়া ছেলে দীপেনের চোখে-মুখে ভয়ের ছাপ ফুটে ওঠে। জানা যায়, সন্ত্রাসীরা হুমকি দিয়েছে বাড়িঘর ছেড়ে চলে যেতে। যদি তা না করে তবে তাদের পুড়িয়ে মারা হবে। এ ব্যাপারে একই এলাকার হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতা বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীস্টান কল্যাণ ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় সদস্য এ্যাডভোকেট ভট্টাচার্য রেবুতী কান্ত গোপালের সঙ্গে কথা হয়। তিনি জানান বিষয়টি নিয়ে আমরা গ্রাম্য সালিশের কথা চিন্তা করছি।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৬ ডিসেম্বর ২০০৩

(২০৩৫)
ধামরাইয়ে হিন্দু ধর্মীয় স্থান ও জমি জবর দখলের অভিযোগ

সাভার সংবাদদাতা ঃ ধামরাইয়ের নান্নার ইউনিয়নের গোপালপুর গ্রামে একটি চক্র এলাকার হিন্দু ধর্মীয় স্থান ও ভূমি জবর দখল করেছে। এতে বাধা দেয়ায় ওই চক্রটি স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদের দেশ থেকে বিতাড়িত করা সহ বিভিন্ন ধরনের হুমকি প্রদান করেছে। এ ব্যাপারে শনিবার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়ে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে। টিএনও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দিয়েছেন।

গত শুক্রবার সন্ত্রাসীচক্র গোপালপুরে এক মন্দিরের পুকুর থেকে অর্ধলক্ষাধিক টাকা মূল্যের মাছ লুট করে নেয় এবং বিগ্রহ কালী মাতা মন্দিরের নামে আইন অনুযায়ী গৃহীত লিজ ভূমি জবর দখল করে। এলাকার হিন্দু সম্প্রদায় এতে বাধা দিলে চক্রটি তাদের বিভিন্ন ধরনের হুমকি অব্যাহত রেখেছে।

দৈনিক ইত্তেফাক, ৮ ডিসেম্বর ২০০৩

(২০৩৬)
বাউফলে এক সংখ্যালঘু পরিবারকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা ॥ আসামীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, পুলিশ নীরব

সংবাদদাতা, বাউফল ঃ বাউফলের খেজুরবাড়িয়া গ্রামে এক সংখ্যালঘু পরিবারকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টার সঙ্গে জড়িত দুর্বৃত্তরা প্রকাশ্যে এলাকায় বীরদর্পে ঘুরে বেড়ালেও পুলিশ রহস্যজনক কারণে তাদের গ্রেফতার করছে না। বরং দুর্বৃত্তরা মামলা তুলে নেয়ার জন্য সংখ্যালঘু পরিবারটিকে একের পর এক প্রাণনাশের হুমকি দেয়ায় তারা এখন ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। জানা গেছে, উপজেলার দাসপাড়া ইউপির খেজুরবাড়িয়া গ্রামের মন্টু সাহার সঙ্গে জমিজমাসংক্রান্ত পূর্ববিরোধের জের ধরে প্রতিপক্ষরা গত ১৭ নবেম্বর রাতে মন্টু সাহার বাড়িতে হানা দিয়ে তার প্রতিবন্ধী স্ত্রী শিলা রানী সাহা (২২) ও তার ৪ বছরের ছেলে আকাশকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে ঘরের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রেখে কেরোসিন ছিটিয়ে ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে চলে যায়। এলাকার লোকজন আগুন জ্বলতে দেখে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে মা ও ছেলেকে উদ্ধার করে ও আগুন নিভিয়ে ফেলে। এ ঘটনায় বাউফল থানায় ৫ জনকে আসামী করে মামলা দায়ের করলেও পুলিশ রহস্যজনক কারণে তাদের গ্রেফতার করছে না। এই সব দুর্বৃত্ত একটি রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় লালিত-পালিত বলে পুলিশ তাদের গ্রেফতার করছে না বলে অভিযোগ উঠেছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৮ ডিসেম্বর ২০০৩

(২০৩৭)
সাতক্ষীরায় পূজামণ্ডপের জমি দখল করেছে দুই জামায়াত কর্মী

নিজস্ব সংবাদদাতা, সাতক্ষীরা ঃ জেলার শ্যামনগর উপজেলার নবীপুর মধ্যপাড়ার একটি পূজা মণ্ডপের ৫ শতক জমি জোরপূর্বক দখল করে নেয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। স্থানীয় জামায়াত কর্মী শহীদুল্লা ও তার শ্যালক লিটন এই জমি দখল করেছে বলে পূজা কমিটির সভাপতি সুশান্ত চ্যাটার্জি থানায় অভিযোগ করেছেন। থানা থেকে দু'পক্ষকে নোটিস দেয়া হয়েছে।

পূজা কমিটির নেতৃবৃন্দ সাংবাদিকদের জানান, পূজা মণ্ডপের ৫ শতক জমি প্রতিবেশী জামায়াত কর্মী শহীদুল্লা ও লিটন জোরপূর্বক ঘিরে দখল করলে তাঁরা পুলিশকে লিখিত অভিযোগ করেন। পুলিশের পক্ষ থেকেও ঘেরা না দেয়ার জন্য শহীদুল্লা ও তার শ্যালককে নির্দেশ দেয়া হলেও শনিবার তারা জোরপূর্বক এই জমি ঘিরে তাদের দখলে নেয়। থানার ডিউটি অফিসার এসআই আকিবুর রহমান সন্ধ্যা ৭টায় টেলিফোনে জনকণ্ঠকে জানান

অভিযোগ পাওয়ার পর দু'পক্ষকে নোটিস দেয়া হয়েছে। তবে তারা জামায়াত কর্মী কিনা বিষয়টি তাঁর জানা নেই।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৮ ডিসেম্বর ২০০৩

(২০৩৮)
হবিগঞ্জে টিপরা পল্লীর ৫টি বসতঘর পুড়িয়ে দিয়েছে সন্ত্রাসীরা

হবিগঞ্জ, ৭ ডিসেম্বর, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ হবিগঞ্জের সীমান্ত উপজেলা চুনারুঘাটের সাতছড়ি টিপরা পল্লীর ৫টি বসতগৃহ সন্ত্রাসীরা আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছে। এ সময় সান্ত্রাসীরা অসংখ্য ফাঁকা গুলি ছুড়লে আশপাশের এলাকায় চরম আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, শনিবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টায় অজ্ঞাতনামা একদল সন্ত্রাসী এলাকায় হামলা চালিয়ে বাড়িঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। এতে সূর্য দেব বর্মা ও প্রবীর দেব বর্মার ৫টি বসতগৃহ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। সেই সঙ্গে সন্ত্রাসীরা অসংখ্য ফাঁকা গুলি ছুড়ে এক ভীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব ঘুমন্ত টিপরা অধিবাসীরা জেগে উঠে এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করতে থাকে। এ সময় রবি চন্দ্র বর্মা ও যুগেশ দেব বর্মা নামে দু'জন আহত হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা আরও জানান, হামলাকারীরা হিন্দী ভাষায় গালি-গালাজ করে। বিডিআর ও পুলিশ কর্মকর্তাগণ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

উল্লেখ্য, বগুড়ার কাহালুতে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় দায়েরকৃত মামলার অন্যতম আসামী আশিষ দেব বর্মন সাতছড়ি টিপরা পল্লীর বাসিন্দা।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৮ ডিসেম্বর ২০০৩

(২০৩৯)
টাঙ্গাইলে সংখ্যালঘু পরিবারটি এখন নিরাপত্তাহীন, পুলিশ ব্যবস্থা নেয়নি

নিজস্ব সংবাদদাতা, টাঙ্গাইল ঃ টাঙ্গাইলের বিশ্বাস বেতকার সংখ্যালঘু পরিবারটি এখন মারাত্মক নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। আহত দিলীপ কুমার চক্রবর্তী (৪৫) হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। তাঁর পরিবারের লোকজন ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন। পুলিশ এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা নেয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে। তবে টাঙ্গাইলের এসপি এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দেবেন বলে জানিয়েছেন। শনিবার 'দৈনিক জনকণ্ঠে' সংখ্যালঘু পরিবারটি সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রকাশের পর টাঙ্গাইলে তোলপাড় শুরু হয়। ওই এলাকার কয়েক সন্ত্রাসী জনকণ্ঠের প্রতিবেদনের মৌখিক প্রতিবাদ করেছে। পুলিশও বিষয়টি নিয়ে খোঁজখবর নিতে শুরু করে দিয়েছে। জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার রাতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দিলীপ কুমার চক্রবর্তীকে তার বাড়ির সামনে মারপিট করেছে। উদ্দেশ্য— দিলীপ কুমারের বসতভিটা দখল করা। এর আগে সন্ত্রাসীরা দিলীপের কাছ থেকে ১০ হাজার টাকা চাঁদাও নিয়েছে। এখন তাঁর বসতভিটা দখল করার পাঁয়তারা করছে। তারা দিলীপ কুমারের বসতিভিটা কিনে নেয়ার জন্য তাঁর ওপর চাপ সৃষ্টি করে চলেছে। কিন্তু দিলীপ কুমার তাঁর বসতভিটা বিক্রি করবে না বলে জানিয়ে দেন। এর পরই তাঁকে মারপিট করা হয়। এতে তাঁর চারটি দাঁত ভেঙ্গে গেছে। এর পর থেকে ওই পরিবারটি মারাত্মক নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। সন্ত্রাসীরা তাঁকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারার হুমকি দিয়েছে। গ্রামবাসী সন্ত্রাসীদের ভয়ে কিছুই বলতে পারছে না। বিশ্বাস বেতকার একজন জানান, যে সন্ত্রাসীরা আজকে দিলীপ কুমারকে মারপিট করেছে এই সন্ত্রাসীরাই শিবনাথ উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রাধান শিক্ষক পুষ্পেন্দ বিশ্বাসকে দেশছাড়া করেছে। এই সন্ত্রাসী গ্রুপ একের পর এক বিশ্বাস বেতকায় সংখ্যালগুদের ওপর অত্যাচার-নির্যাচন চালিয়ে তাদের জমিজমা দখল করে নিচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এই এলাকার অনেকেই বলেছেন, বিশ্বাস বেতকায় চলছে চরম অরাজকতা। এদিকে টাঙ্গাইলের এসপি আব্দুর রহমান খানের সঙ্গে টেলিফোনে এ ব্যাপারে কথা হলে তিনি জানান, আমি পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছি ব্যবস্থা নেয়ার জন্য। দিলীপ কুমারের পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ এখন পর্যন্ত এই অভিযোগের পক্ষে কোন ব্যবস্থা নেয়নি। সংখ্যালঘু দিলীপ কুমার চক্রবর্তী টাঙ্গাইল জেলা সমাজসেবা অধিদফতরে ছোট একটি চাকরি করেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৮ ডিসেম্বর ২০০৩

(২০৪০)
সেনবাগে সংখ্যালঘুর বাড়িঘর জবরদখল

সেনবাগ প্রতিনিধি ঃ নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলার সেনবারহাট বাজারের এক প্রভাবশালী চক্র স্থানীয় ধর্মপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রবীন্দ্র কুমার মালদাসের (৫২) পরিবারকে জিম্মি করে তাদের বসতঘর ও বাড়ির মূল্যবান সম্পত্তি দখল করে নিয়েছে। এ সময় তারা ভাড়াটে সন্ত্রাসী ও শ্রমিক দিয়ে এই সম্পত্তি থেকে লাখ লাখ টাকার গাছপালা এবং মূল্যবান সম্পদ লুটে নিয়েছে।

মাস্টার রবীন্দ্র কুমার মালদাস জানান, এ বছর অক্টোবর মাসের শেষ দিকে তিনি বাড়ি থেকে তার কর্মস্থল ধর্মপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে একদল সন্ত্রাসী অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে তাকে জোরপূর্বক তুলে সেনবাগ সাবরেজিস্ট্রি অফিসে নিয়ে যায়। পরে তিনি জানতে পারেন, এরা সেবারহাট বাজারের স্বর্ণ ও চাল ব্যবসায়ী জামায়াত নেতা ছায়েদুল ইসলাম কালাম, রড সিমেন্ট ব্যবসায়ী শাহ আলম, হুন্ডি ও স্ট্যাম্প ব্যবসায়ী ওবায়েদুল হক ভেন্ডারসহ প্রভাবশালীদের লোকজন। তারা তার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি রেজিস্ট্রি করার জন্য এখানে নিয়ে এসেছে। এক পর্যায়ে ভয়ে রবীন্দ্র মাস্টার তার প্রায় ২ কোটি টাকার ৫৩ ডিসিমেল সম্পত্তি মাত্র ২ লাখ টাকায় নামমাত্র মূল্যে রেজিস্ট্রি করতে বাধ্য হন। ঘটনাটি কাউকে না জানাতে মাস্টার ও তার পরিবারকে বিভিন্নভাবে চাপ ও হুমকি দিতে থাকে এই প্রভাবশালী চক্র। কিন্তু ঘটনাটি জানাজানির পরও দীর্ঘদিন প্রশাসন নীরব ভূমিকা পালন করায় গতকাল প্রভাবশালীরা ভাড়াটিয়া গুণ্ডা দিয়ে ওই দলিল অনুসারে মাস্টারের ২টি বতসঘরসহ পুরো সম্পত্তি জবরদখলে নেয়। তারা এ সময় প্রায় ৩/৪ লাখ টাকারও বেশি গাছপালা ও অন্যান্য মূল্যবান সম্পদ লুটে নিয়ে যায়। রবীন্দ্র মাস্টার জানান, এর আগে এই প্রভাবশালীরা তার কাছে মোটা অংকের চাঁদার দাবি জানিয়ে তার একই সম্পত্তি জবরদখল করেছিল।

যুগান্তর, ৮ ডিসেম্বর ২০০৩

(২০৪১)
শ্যামনগরে জামাত নেতার বিরুদ্ধে পূজা মণ্ডপের জমি দখলের অভিযোগ

সাতক্ষীরা থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ এবার এক জামাত নেতা দখল করে নিয়েছে পূজামণ্ডপের ৫ শতক জমি। শ্যামনগর উপজেলার নকিপুর মধ্যপাড়া পূজামণ্ডপের এ জমি দখলের ঘটনায় এলাকায় চরম উত্তেজনা বিরাজ করেছে।

পূজামণ্ডপ কমিটির সভাপতি ডা. সুশান্ত চ্যাটার্জি সাংবাদিকদের কাছে অভিযোগ করে জানান, গত ৫০ বছর যাবৎ ওই ৫ শতক জমি পূজামণ্ডপের দখলে রয়েছে। হঠাৎ করে ৫ই ডিসেম্বর শ্যামনগর ইউপি মেম্বার ও জামাত নেতা হাফেজ শহীদুল্লাহ এবং তার শ্যালক জামাত কর্মী লিটন ওই ৫ শতক জমি দখল করে ঘেরাও দিতে শুরু করে। তাৎক্ষণিকভাবে পূজামণ্ডপ কমিটির পক্ষ থেকে শ্যামনগর থানা ও স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানের কাছে লিখিত অভিযোগ দেয়া হয়। শ্যামনগর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় ও স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান অবৈধ দখলদারদের তাদের কাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন। এরপরও ওই নির্দেশ উপেক্ষা করে তারা জমি দখল করে তা ঘেরাও দেয়।

এ ব্যাপারে শ্যামগর থানার এসআই আকিবুর ওই জমি দখলের কথা স্বীকার করে বলেন, জামাত নেতা হাফেজ শহিদুল্লাহ এ ঘটনায় মামলা না নেয়ার জন্য চাপ দিচ্ছে। শ্যামনগর ইউপি চেয়ারম্যান জগলুল হায়দার ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, পূজামণ্ডপের ওই জমির দখল ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দেয়া সত্ত্বেও দখলদাররা তা মানেনি। এ ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে।

সংবাদ, ৮ ডিসেম্বর ২০০৩

(২০৪২)
রাজশাহী ও নওগাঁর আদিবাসীদের জীবনচিত্র
প্রভাবশালী ভূমিদস্যুরা গ্রাস করছে জমি, প্রতারণা করছেন নেতারা

রাশেদ মেহেদী ঃ ওরা ঘুমালে মৃত মানুষ ভেবে ওদের মুখে মাছি বসে। বছরের একটা দিনও ৩ বেলার আহার জোটে না ওদের পরিবারের। তার ওপর কারণে অকারণে ভিটেমাটি ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয় প্রভাবশালী ভূমিদস্যুরা। কথা না শুনলে হুটহাট করে মামলা ঠুকে দেয়। নিজের হাতে লাগানো গাছের আম পাড়ার অপরাধে ওরা জেলে যায়। এক পাড়া থেকে উচ্ছেদ হয়ে আরেক পাড়ায় গিয়ে আশ্রয় নেয়। আবার উচ্ছেদ হয়। তবু এই সর্বস্বান্ত, ভূমিহীন আদিবাসীরা এক টুকরো জমির জন্য লড়াই করে। ২০ মাইল দূরে কোর্টে গিয়ে মামলা চালায়, গায়ের মোড়ল, গোষ্ঠী নেতাদের কাছে ধরনা দেয়, কখনো কখনো ক্ষোভে-তাপে অতিষ্ঠ হয়ে তীরধনুক নিয়ে তাড়া করে শত্রুদের।

ওপরের এই চিত্র রাজশাহী ও নওগাঁ অঞ্চলের হাজার হাজার আদিবাসী সাঁওতাল, ওঁরাও, পাহান, পাহাড়িয়া, রাজোয়ার প্রভৃতি সম্প্রদায়ের আদিবাসীরা ১৫-২০ বছর আগেও সচ্ছল ছিল। নিজেদের জোতজমি, ভিটেমাটি সবই ছিল। কিন্তু এখন সব দখল করে নিয়েছে স্থানীয় প্রভাবশালী ভূমিদস্যুরা। নিজেদের দখল হয়ে যাওয়া জমিতে দিনমজুর খেটেই ওরা এখন ওদের জীবিকা নির্বাহ করে। সম্প্রতি নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর, নিয়ামতপুর, রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী প্রভৃতি উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় সরজমিন পরিদর্শনকালে আদিবাসী সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার দুঃসহ চিত্র পাওয়া যায়।

পরিদর্শনে দেখা যায়, আদিবাসী সম্প্রদায়ের হাজার হাজার মানুষ মূলত যাযাবরের জীবনযাপন করছে। প্রতিনিয়ত তাদের সময় কাটছে উচ্ছেদ আতঙ্কে। স্থানীয় প্রভাবশালীরা একের পর এক জাল দলিল, প্রতারণার মাধ্যমে আদিবাসীদের সমস্ত সম্পত্তি দখল করছে। এমনকি একটি আদিবাসী সংগঠনও এই প্রভাবশালী মহলের ক্রীড়নক হয়ে কাজ করছে। শুধু জোতজমি, বসতভিটা নয়, আদিবাসীদের কবরস্থানও দখল করা হচ্ছে। সরকারি ২ হাজার একর খাস জমিও ভোগ করছে এই ভূমিদস্যুরা।

যতীন পাহান নূরপুরের কিংবদন্তি

মহাদেবপুর উপজেলার এনায়েতপুর ইউনিয়নের নূরপুর গ্রামের যতীন পাহানের মোট ৪৭ বিঘা সম্পত্তি ছিল। এর মধ্যে দেড় বিঘা ছিল ভিটেমাটি বাকিটা ফসলের জমি। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশ ছেড়ে ভারতে গিয়ে আশ্রয় নেন সপরিবারে। ১৯৭২ সালে দেশে ফিরে নতুন করে ঘর বাঁধেন জমিতে হালচাষ করতে চান, শুয়োরের পাল ছেড়ে দেন পতিত জমিতে। কিন্তু তখনই বাদ সাধে প্রভাবশালী রহমান, আবদুস সালাম। তারা জানায়, এ জমি এখন তাদের। প্রতিবাদ জানান, যতীন পাহান এবং তার পরিবারের সদস্যরা। গ্রামে বিচার বসে। বিচারে যতীন পাহান ভারত যাওয়ার আগে তার পুরো জমিই রহমান ও সালামের কাছে বিক্রি করেছে বলে তাকে জানানো হয়। যতীন পাহান আকাশ থেকে পড়েন। কবে, কখন তিনি জমি বিক্রি করলেন? শেষ পর্যন্ত বিচারে সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়, যতীন পাহান ৭ বিঘা জমি বিক্রি করে দিয়েছেন। অতএব এই ৭ বিঘার অধিকার ছাড়তে হবে। নিরুপায় যতীন পাহান এই অন্যায় বিচারের রায় মেনে নেন।

এরপর শুরু হয় নতুন চক্রান্ত। আদিবাসী সম্প্রদায়ের বড়ো দুর্বলতা নেশার প্রতি। প্রতি রাতেই মদ খেয়ে বেহুঁশ না হলে ওদের ঘুম আসে না। এই সুযোগ কাজে লাগায় প্রভাবশালী মহল। আদিবাসীদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে নেশার আসর বসায় গ্রামে। যতীন পাহান এই আসরের নিয়মিত সদস্য হয়। নেশার ঘোরে পড়ে জমিতে ঠিকমতো চাষাবাদ হয় না। আর্থিক সংকট দেখা দেয়। এবার ভালো মানুষ সেজে যতীন পাহানের পাশে দাঁড়ায় রহমান, সালামরা। তাকে সামান্য কিছু জমি বিক্রি করার পরামর্শ দেয়। যতীন পাহান রাজি হন ১ বিঘা জমি বিক্রি করতে। রহমান ১ বিঘা জমি কিনতে সম্মত হয়। দলিল রেজিস্ট্রি হয়ে যায়। কিন্তু রেজিস্ট্রি করার পর যতীনকে জানানো হয়, তিনি ১১ বিঘা জমি বিক্রি করেছেন। কৌশলে ১ এর পাশে আর একটি ১ বসিয়ে দেওয়া হয়। এক ধাক্কায় সম্পূর্ণ অশিক্ষিত যতীন ১১ বিঘা জমি হারান।

এরপরের বছর আবারো ১ বিঘা জমি বিক্রির জন্য যান যতীন পাহান। এবারের ক্রেতা সালাম। গত বছরের তিক্ত অভিজ্ঞতার কারনে তিনি এবার সবাইকে খেয়াল রাখতে বলেন। কিন্তু শেষ রক্ষা হয় না। এবার ১ বিঘার বদলে ১ একর লেখা হয়। আবারো সাড়ে ৩ বিঘা সম্পত্তি হারান তিনি।

১৯৭৯-৮০ সালে রহমান-সালামরা দোর্দণ্ড প্রতাপশালী হয়ে ওঠে। এ সময় তারা আর কোনো বিচার সালিসের বাধা মানে না। এক রাতেই দখল করে নেয় প্রায় ২২ বিঘা সম্পত্তি। যতীন পাহান নিঃস্ব হয়ে যান। সে সময় তার পাশে দাঁড়াবারও কেউ ছিল না। তবু তিনি কোর্টে মামলা করেন। মামলা চলে প্রায় ১২ বছর। ১২ বছর পর কোর্টের রায় যতীন পাহানের পক্ষে যায়। জমি ফিরে পান যতীন পাহান। ধান চাষ করেন। কিন্তু এবারো নির্মম রসিকতায় মেতে ওঠে ভূমিদস্যুরা। পুরো ধানি জমি দখল করে নেয়।

আবার মামলা করেন যতীন পাহান। গত বছর সে মামলার রায় হয়। যতীন পাহান কাগজে-কলমে জমি ফিরে পান। মামলার রায় নিয়ে জমিতে ফিরে আসেন। দেখেন নতুন এক রক্তচক্ষু দখলদার যুক্ত হয়েছে সেখানে। তার নাম আবদুল মান্নান। বিএনপির স্থানীয় প্রভাবশালী নেতা সে। জমির দিকে আসলে সোজা যমের বাড়ি পাঠানোর হুমকি দেয় সে। অতএব যতীন পাহান আর আগানোর সাহস পান না। ধরনা দেন আদিবাসী নেতা আদিবাসী পরিষদের সোচিন চন্দ্র মুণ্ডার কাছে। সোচিন উল্টো মান্নানের সঙ্গে ঝামেলা না করার পরামর্শ দেয়।

এদিকে দীর্ঘ প্রায় ২০ বছর একটানা মামলা চালিয়ে পাহান এখন সম্পূর্ণ নিঃস্ব। দুটো মাটির চালাঘর ছাড়া আর কিছুই নেই তার। পরের জমিতে দিনমজুর খেটে কোনোরকমে জীবিকা নির্বাহ করছেন তিনি। আলাপকালে হাউমাউ করে কেঁদে ওঠেন যতীন পাহান। বুক

চাপড়ে জানান 'ওই যে, ইগলান সবি হামারি জমি গো।' আঙুল তুলে তুলে দেখান। শুধু তাই নয়, তার আহাজারি 'একন ইগলান জমিতে দিনমজুরি করিচ্চি। ইগলা সবই হামারি জমি আছল।' নূরপুর, নূনপুরের পাশের আরো ৩-৪ গ্রামের সবাই জানে যতীন পাহানের সব হারানোর ইতিহাস। কিন্তু কিছুই করার নেই কারও!

যতীন পাহান শুধু একা নন। তার মত শত শত আদিবাসী একই প্রক্রিয়ায় নিঃস্ব হয়েছেন। রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলায় পাকড়ি ইউনিয়নের সুন্দরপুর বাঘমারা গ্রামের সত্তরোর্ধ মণ্ডল সরেনও একই প্রক্রিয়ায় নিঃস্ব হয়েছেন। তার চিত্র আরো মর্মান্তিক। ১৯৭১ সালে যুদ্ধের সময় তার ৩৩ বিঘা সম্পত্তি দেখাশোনার দায়িত্ব দেন তারই সম্প্রদায়ের হুর্দু টুডুকে। ১৯৭২ সালে ফিরে আসার পর হুর্দু টুডু জানান, সব জমি তার নিজের। মণ্ডল সরেন নামে কারও জমি এখানে নেই। হুর্দু টুডু ভুয়া কাগজপত্রও দেখায়।

মণ্ডল সরেন মামলা করেন হুর্দু টুডুর বিরুদ্ধে। মামলা চলাকালেই হুর্দু টুডুর কাছ থেকে সম্পত্তি দখল করে নেয় ভূমিদস্যু ইব্রাহিম, আসাদ, চান্দু নামে কয়েজন। দীর্ঘদিন মামলা চলার পরে ১৯৯৪ সালে মামলায় জেতেন মণ্ডল সরেন। রায় নিয়ে জমিতে লাঙল চালান। তখন পর্যন্ত তার হাতে রায়ের কপি ছিল না। এই সুযোগ নিয়ে প্রভাবশালীরা তাকে জমিতে ঢুকতে বাধা দেয়। মণ্ডল সরেন ছুটে যান আদিবাসী পরিষদের নেতাদের কাছে। আদিবাসী পরিষদ নেতা অনিল মারান্ডি লালন, আল-মামুন তাকে কথা দেয় সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে।

সময় গড়িয়ে যায়, রায়ের কপি তোলাও হয় না, জমির দখলও পান না মণ্ডল সরেন। এ ফাঁকে প্রভাবশালী ইব্রাহিম মামলা ঠুকে দেয়। নতুন করে মামলা নিয়ে ছুটতে হয় মণ্ডল সরেনকে। এবার আদিবাসী পরিষদ নেতা আলমামুন নিজেও সুযোগ নেয়। মামলা চালানোর কথা বলে দুদফায় ২৫ হাজার টাকা নেয় মণ্ডল সরেনের কাছ থেকে। কিন্তু মামলার কোন সুরাহা হয়নি, টাকাও ফেরত পাননি। মামলা এখনো চলছে। আগের মামলার রায়ের কপিও তোলা হয়নি। আদিবাসী পরিষদ নেতা আল-মামুন আদিবাসী পরিষদ ছেড়ে অপর একটি রাজনৈতিক দলে যোগ দিয়েছে। এখন মণ্ডল সরেন দেখা করতে গেলে তাকে আর চেনে না মামুন। বয়সের ভারে নুয়ে পড়া সর্বস্বান্ত মণ্ডল সরেন আলাপকালে বুক চাপড়ে বলেন, 'অইন্য কার কথা কই। হামার জাতের অনিলই হামারে দেখল না।' গ্রামের অন্য কয়েকজন জানালেন, মণ্ডল সরেনের সাড়ে ৩০০ শুয়োর ছিল, সচ্ছল পরিবার ছিল তার। এখন একটা চালাঘর ছাড়া আর কিছুই নেই। জীবন সায়াহ্নে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। এখনো জমি উদ্ধারের লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন একা নিঃসঙ্গভাবে। কিন্তু মণ্ডল সরেন শেষ পর্যন্ত নিজের জমি ফেরত পাবেন গ্রামের কেউই এ কথা বিশ্বাস করেন না কারণ মণ্ডল সরেনের মতো অনেকেই এর আগে কিছুই ফিরে পাননি।

বাগমারা গ্রামের পাশেই বারোঘাটি গ্রামে আদিবাসীদের কয়েকশ বছরের কবরস্তান দখল করে নিয়েছে প্রভাবশালী সিরাজুল, ইলিয়াস, কোরবান আলীরা। সরজমিন পরিদর্শনে দেখা গেলো কবরস্থানে দিব্যি ঘর তুলে বসে আছে সিরাজুলরা। এ ব্যাপারে আলাপ করলে প্রভাবশালী কোরবান আলী বলে, তারা এলাকার খাস জমি দখল করেছে এবং তারা ভূমিহীন।

কতোদিন আগে দখল করেছেন জানতে চাইলে সে বলে, ৩ মাস আগে। আগে কোথায় ছিলেন জানতে চাইলে বলে, 'বারহাটিতে, ঐ যে ঐ পাড়ায়। কিছু দূরে একটা পাড়া দেখালো। সেখানে জোতজমি নেই? কোরবান জানায় আছে। কতটুকু 'এই ধরেন বিঘা সাতেক।' সাত বিঘা জমির মালিক কোরবান আলী কিছুক্ষণ আগেই জানিয়েছিল সে ভূমিহীন হিসেবে খাস জমি দখল করেছে। কবর দখলের কারণে আদিবাসীদের লাশ দাফন করার জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না। খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী সাঁওতাল সম্প্রদায়ের আদিবাসীরা বলেন, প্রায় ৩০০ বছরের পুরোনো ছিল এই কবরস্থান।

নিয়ামতপুর উপজেলার পাড়ইল ইউনিয়নের ফুলহারা গ্রামের আদিবাসীদের ৩টি পাড়া জাল দলিলের মাধ্যমে দখলের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে প্রভাবশালী রইস উদ্দিন। এ নিয়ে রাজোয়ার সম্প্রদায়ের আদিবাসীদের সঙ্গে রইচ উদ্দিনের লাঠিয়াল বাহিনীর কয়েকদফা সংঘর্ষ হয়েছে। বর্তমানে ৩টি পাড়ার জমি নিয়েই মামলা চলছে। স্থানীয় বরেন্দ্র ভূমি উন্নয়ন সংস্থার সহায়তায় আদিবাসীরা মামলা চারিয়ে যাচ্ছে।

ওরা ফুঁসে উঠছে

ক্রমাগত জমি ও ভূমি দখলের প্রতিবাদে আদিবাসীরা ফুঁসে উঠছে। পাড়ইল ইউনিয়নের সাঁওতাল সম্প্রদায়ের 'আগর গ্রাম' পুরোটাই জাল দলিলের মাধ্যমে দখল করে নেয় সুদূর চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে আসা ইদু মণ্ডল। দিয়াড়া হিসেবে পরিচিত ইদু মণ্ডলের বাহিনী ২০০১ সালের ২৫ জুন দখল করতে আসে। এ সময় প্রচণ্ড লড়াই হয় আদিবাসীদের সঙ্গে ইদু মণ্ডলের বাহিনীর। শেষ পর্যন্ত ইদু মণ্ডল বাহিনী পালিয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আবদুল কাইয়ুম নিজে পুলিশসহ আদিবাসীদের উচ্ছেদ করতে আসেন। কিন্তু আদিবাসীদের তীব্র প্রতিরোধের মুখে তারা উচ্ছেদ কার্যক্রম চালাতে ব্যর্থ হন। স্থানীয় আদিবাসীরা জানান, তারা কয়েক যুগ এখানে বসবাস করছেন, তারা এ মাটি ছাড়বেন না। তারা শঙ্কায় আছেন, যে কোনো দিন তাদের ওপর হামলা হতে পারে। ইতিমধ্যে তাদের একমাত্র ব্যবহারের পুকুরটি বরেন্দ্র উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ জোরপূর্বক লিজ দিয়েছে প্রভাবশালী কিছু ব্যক্তির কাছে। আদিবাসীদের ঘরের উঠানের সঙ্গে লাগোয়া পুকুরটি তারা ব্যবহার করতে পারছেন না। জামাত নেতা ও স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান শফিউদ্দিন মাস্টার এখনো চেষ্টা করছেন ছলেবলে আদিবাসীদের উচ্ছেদ করার জন্য।

মহাদেবপুর উপজেলার হাতুড় ইউনিয়নে ৩৭ একর খাস জমি গত ১ অক্টোবর নির্বাচনের পর দখল করে নেয় স্থানীয় বিএনপি নেতা ও ক্যাডাররা। এ জমি দীর্ঘদিন যাবৎ স্থানীয় ওঁরাও সম্প্রদায়ের লোকজন চাষ করে আসছিল। দখলের পর ওরাও সম্প্রদায়ভুক্তরা ধীরে ধীরে সংগঠিত হয়ে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। শেষ পর্যন্ত ৬ মাসের মাথায় সম্পত্তি আবার আদিবাসীদের নিয়ন্ত্রণে আসে। স্থানীয় আদিবাসীরা জানান বরেন্দ্র ভূমি সমাজ উন্নয়ন সংস্থার লোকজন তাদের বিভিন্ন সহায়তা দিয়েছে। এই ওরাও সম্প্রদায়ের কবরস্থানও স্থানীয় প্রভাবশালীরা দখল করেছিল নির্বাচনের পরে। আদিবাসীরা সম্প্রতি কবরস্থানটিও উদ্ধার করেছে।

রাজশাহীর গোদাগাড়ীর পাকড়ি ইউনিয়নের বাংধারা গ্রামে গত ১ অক্টোবরের নির্বাচনের পর সাঁওতাল সম্প্রদায়ের আদিবাসীদের একটি পাড়া দখল করে নেয় স্থানীয় জামাত নেতা ও কলেজ শিক্ষক নজরুল ইসলাম। আদিবাসী উন্নয়ন সংস্থার সহায়তায় পাড়াটি পুনর্দখল করেন আদিবাসীরা। এখন পর্যন্ত তারা এখানেই অবস্থান করছেন।

গত বছর আদিবাসী সুবীর হাঁসদাকে জেলে যেতে হয় নিজের হাতে লাগানো আমবাগানের আম পেড়ে খাওয়ার অপরাধে। আম চুরির অপরাধে উক্ত নজরুল একটি মিথ্য মামলা দায়ের করলে আদালত ৮ জন আদিবাসীকে জামিন না দিয়ে জেলে পাঠায়। এখন আদিবাসীরা সংগঠিত হচ্ছেন, তাদের বক্তব্য— জান দেবো, তবু মাটি দেবো না।

নিয়ামতপুরের ডাকাতিয়ায় নতুন বসতি গড়েছেন আদিবাসীরা। বরেন্দ্র উন্নয়ন সংস্থার সহায়তায় খাস জমিতে আদিবাসীদের এ পাড়া গড়ে উঠেছে। পুরো এলাকার একমাত্র এখানেই আদিবাসীদের পুনর্বাসন চোখে পড়েছে।

আদিবাসী নেতা ও সংস্থা প্রধানের বক্তব্য

আদিবাসী পরিষদের নেতাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগের ব্যাপারে আলাপ হয় আদিবাসী নেতা সোচিন চন্দ্র মুণ্ডার সঙ্গে। তিনি বলেন, আদিবাসীরা অশিক্ষিত হওয়ায় বিভিন্ন

সমস্যার কথা তারা জানাতে পারে না। এ কারণেই তাদের সমস্যা সমাধান করা যাচ্ছে না। আদিবাসী পরিষদ নেতাদের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ তিনি অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, সামান্য কিছু সমস্যার কারণেই এ ধরনের প্রচার চলছে। সমস্যা কী জানতে চাইলে তিনি বলেন আদিবাসী পরিষদ নিয়েই এক ধরনের নেতিবাচক ধারণা তৈরির চেষ্টা চলছে। কেন এবং কারা এ চেষ্টা করছে জানতে চাইলে তার উত্তর না দিয়ে তিনি বলেন, 'একমাত্র আদিবাসী পরিষদই এ অঞ্চলে আদিবাসীদের সমস্যা নিরসন ও স্বার্থ রক্ষায় কাজ করছে।'

এ ব্যাপারে স্থানীয় বরেন্দ্র ভূমি সমাজ উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক আবদুর রউফ বলেন, ভূমিই হচ্ছে এই এলাকার প্রধান সমস্যা। প্রভাবশালীদের ভূমি দখলের কারণে আদিবাসীরা ক্রমাগত ভূমি হারিয়ে নিঃস্ব হচ্ছে এবং যাযাবর জীবনযাপনে বাধ্য হচ্ছে। ফলে পুরো সমাজ ব্যবস্থার ওপরই একটি নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে এবং বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি করছে। তিনি সংকট আরো গভীর হওয়ার আগেই জরুরি ভিত্তিতে বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে আদিবাসীদের ভূমি সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারের প্রতি অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, আদিবাসীরা মূলত সবকিছু থেকেই বঞ্চিত। বিশেষত শিক্ষা থেকে অনেক দূরে। এ কারণে আমাদের সংস্থার পক্ষ থেকে পিপিএস (প্রি প্রাইমারি স্কুল) খোলা হয়েছে। এসব স্কুলে আদিবাসী শিশুদের বাংলা ভাষা শেখানো হচ্ছে যাতে তারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে সমস্যার মুখোমুখি না হয়। ভাষা সমস্যার কারণেই আদিবাসীরা শিক্ষার প্রতি উৎসাহী হচ্ছে না। প্রসঙ্গত, নওগাঁয় ও রাজশাহী জেলার বিভিন্ন স্থানে এ ধরনের পিপিএস স্কুল চোখে পড়েছে।

ভোরের কাগজ, ৯ ডিসেম্বর ২০০৩

(২০৪৩)
বাগেরহাটে পাঁচ সংখ্যালঘুর বাড়িতে অগ্নিসংযোগ, আহত ৫, উত্তেজনা

বাগেরহাট, ৮ ডিসেম্বর, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বাগেরহাট-পিরোজপুরের সীমান্তবর্তী চিতলমারীর বলেশ্বরের চর অশোকনগর দীর্ঘ বিবদমান জমির দখলকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। সোমবার এখানে ৫টি সংখ্যালঘু হিন্দু পরিবারের ঘর জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তদের অভিযোগ, দখলবাজদের পক্ষে অজ্ঞাতনামা সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা এ ঘটনা ঘটিয়েছে। এর নেপথ্যে স্থানীয় শাসক দলের কতিপয় নেতাকর্মীর ইন্ধন রয়েছে বলে তারা দাবি করে। এ সময়ে আরও ৫ ব্যক্তি সন্ত্রাসীদের হামলায় আহত হয়। এদের মধ্যে ভানুমতি (৩০) নামে এক গৃহবধূকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সেখানে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়ন করা হয়েছে। সহকারী পুলিশ সুপার আব্দুল বাতেন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৯ ডিসেম্বর ২০০৩

(২০৪৪)
বাঁশখালীতে সংখ্যালঘু পরিবারের জমি দখল

বাঁশখালী প্রতিনিধি ঃ বাঁশখালীতে এবার এক সংখ্যালঘু পরিবারের ২৫ লাখ টাকা মূল্যের জমি দখলের ঘটনা ঘটেছে। রোববার রাতে সরকারি দল সমর্থক স্থানীয় প্রভাবশালী এক ব্যক্তি সাধনপুর শীলপাড়ার কাছে কালীপুরের গুণাগুরি ইউনিয়নে হৃদয় রঞ্জন নাথের জায়গা দখল করে ঘর তোলে। অবৈধভাবে জমি দখলের খবর পেয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নূর মোহাম্মদ মজুমদারসহ স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গিয়ে অবৈধ দখলদারকে উচ্ছেদ করেন। ইউএনও জানান, দখলকৃত জমির ব্যাপারে আদালতের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

নিষেধাজ্ঞা অমান্য করায় উচ্ছেদ করা হয়। হৃদয় রঞ্জন নাথ অভিযোগ করে বলেন, ১৯৯৫ সালের ১৫ জানুয়ারি একই এলাকার আবদুল গণির পুত্র নুরুল আলমের কাছ থেকে তিনি ৩ হাজার টাকা ঋণ নেন। সে সময় তার কাছ থেকে ৫০ টাকার একটি খালি স্ট্যাম্পে টিপসই নেয়া হয়। ২০০০ সালের ২০ অক্টোবর হৃদয় রঞ্জন নাথ সুদে-মূলে ৯ হাজার টাকা পরিশোধ করেন। পরে তার স্ট্যাম্প দাবি করলেও তা ফেরত দেয়া হয়নি।

যুগান্তর, ৯ ডিসেম্বর ২০০৩

(২০৪৫)
দিনাজপুরে রায় সাহেব বাড়ি দখল চেষ্টার অভিযোগে ১ জন গ্রেপ্তার ৪টি পুকুরে বিষ প্রয়োগ

দিনাজপুর প্রতিনিধি ঃ দিনাজপুরে রায় সাহেব বাড়ির রাজ দেবোত্তর স্টেটের সম্পত্তি দখলের চেষ্টা এবং হুমকি দেয়ার অভিযোগে পুলিশ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে।

ওই স্টেটের ট্রাস্টি মেঘনাথ বসাক গতকাল মঙ্গলবার জানান, গত রোববার গ্রেফতারকৃত দ্বীন মোহাম্মদ একদল সন্ত্রাসী নিয়ে রাজবাড়ি দখল করতে আসে। সে জমিটির মালিক হিসেবে নিজের নামে সাইনবোর্ড লাগানোর চেষ্টা করে। এলাকাবাসীর বাধার মুখে সে চলে গেলেও কিছুক্ষণ পর ২৫/৩০ জন সন্ত্রাসী নিয়ে আবার আসে। তারা ওই বাড়িতে বসবাসকারী হিন্দু পরিবারগুলোকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জায়গা ছেড়ে দেওয়ার হুমকি দেয় এবং মহিলাদের মারধর করে। এ ঘটনায় মেঘনাথ বসাক থানায় মামলা করলে পুলিশ সোমবার দ্বীন ইসলামকে গ্রেফতার করে।

প্রথম আলো, ১০ ডিসেম্বর ২০০৩

(২০৪৬)
সাভারে খ্রিস্টান ধর্মশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডাকাতি, ৮০ হাজার টাকা লুট

সাভার প্রতিনিধি ঃ সাভারে কলেজ অফ ক্রিশ্চিয়ান থিওলজি বাংলাদেশ নামের একটি প্রতিষ্ঠানে রোববার গভীর রাতে দুর্ধর্ষ ডাকাতি সংঘটিত হয়েছে। সশস্ত্র ডাকাতদল ১১টি রুমের তালা ভেঙ্গে কাগজপত্র তছনছ করে এবং নগদ ৮০ হাজার টাকা নিয়ে যায়। পরে পুলিশ ঢাকার শ্যামলীর একটি রেস্তোরাঁ থেকে চার ডাকাতকে গ্রেফতার করে এবং তাদের কাছ থেকে লুণ্ঠিত ৪০ হাজার টাকা পাওয়া যায়।

জানা যায়, রোববার দিনগত রাত সোয়া ৩টায় ১৫-১৬ জনের সশস্ত্র একদল ডাকাত পৌর এলাকার জালেশ্বর মহল্লায় অবস্থিত কলেজ অফ ক্রিশ্চিয়ান থিওলজি বাংরাদেশ নামের প্রতিষ্ঠানটিতে হানা দেয়।

আটক ডাকাতের নাম ইউসুফ (২৫) বাবলু (২৫), জামাল (৪০) ও তাজউদ্দিন (২৮) তারা ডাকাতির কথা স্বীকার করেছে।

ভোরের কাগজ, ১০ ডিসেম্বর ২০০২

(২০৪৭)
নওগাঁয় সন্ত্রাসীদের আগুনে আদিবাসী বাড়িঘর পুড়ে ছাই, ব্যাপক লুটপাট থানায় ব্যর্থ হয়ে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা

আনোয়ার হোসেন দিলু, নিয়ামতপুরের ভাদরগু গ্রাম থেকে ফিরেঃ সরকারি খাস জমিতে বসবাসকারী নওগাঁর নিয়ামতপুর উপজেলার ভাদরগু গ্রামের ১৮-১৯টি ক্ষেতমজুর আদিবাসী পরিবারের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে জালিয়াত চক্রের ভাড়াটিয়া সন্ত্রাসীরা। সন্ত্রাসীরা আদিবাসীদের ঘরের টিন থালা-বাসন, কাপড়-চোপড়, লেপ-কাঁথা লুট করে নিয়ে গেছে এবং শিশুদের স্কুলের বইপত্র পর্যন্ত আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছে। সন্ত্রাসীরা আদিবাসী নারী ও শিশুদের মারধরও করেছে।

সন্ত্রাসী এ ঘটনাটি ঘটেছে প্রকাশ্যে দিনের আলোতে গত ২ ডিসেম্বর দুপুরে। ঘটনাটি সম্পর্কে নিয়ামতপুর ইউএনওকে লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে এবং থানায় মামলা করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে আদিবাসীরা নওগাঁ প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা দায়ের করেছে।

গতকাল বুধবার ভাদরগু গ্রামে সরেজমিন গেলে চোখে পড়ে সন্ত্রাসীদের তাণ্ডবলীলার স্বাক্ষর। পুড়ে যাওয়া ঘরের সামনে বৃদ্ধ ব্রজেন বর্মণকে দেখা যায় কলাপাতায় ভাত খেতে। তিনি জানান, সন্ত্রাসীরা তার ঘরের চালে আগুন দিয়ে সবকিছুই লুটে নিয়ে গেছে। গ্রামে শুধু তিনিই নন, ঘটনার পর থেকে প্রায় সবাই কলাপাতায় করে খাচ্ছে। কারো মাথার ওপর চাল না থাকায় পাশের আমগাছ তলায় গ্রামের সবাই এক সঙ্গে গাদাগাদি করে রাতের বেলা শুয়ে থাকে।

কিশোরী সর্দারের স্ত্রী গীতা রানী সর্দার কান্নায় ভেঙে পড়ে বলেন, চান করে (ান করে) ভেজা কাপড় বদলাবার তার জো নেই। জল খাব তার গ্লাসটুকু নেই। সন্ত্রাসীরা পুড়িয়ে দিয়েছে লেপ-কাঁথা পর্যন্ত। গাছতলায় মাটির ওপর ছেঁড়া পাটি পেতে প্রতিবেশীর কাছ থেকে চেয়ে নেওয়া ছেঁড়া কাঁথা গায়ে দিয়ে রাত কাটাতে হয়। প্রচণ্ড শীতে ঘুম হয় না। ছেলে-মেয়ে নিয়ে রাত জেগে বসে থাকতে হয়।'

বাসন্তি ও পূর্ণিমা রানী দেখান তাদের পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া ঘরবাড়ি। তারা অভিযোগ করেন, ঘটনার আগে গ্রামবাসী ও জালিয়াত চক্রের ভাড়াটিয়া সন্ত্রাসীরা মুখোমুখি হলে পুলিশ এসে গ্রামবাসীকে হটিয়ে দেয়। এতে তারা কিছু দুর গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। এর কিছুক্ষণ পর সন্ত্রাসীরা পুলিশের চোখের সামনেই তাণ্ডবলীলা চালায়। পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সন্ত্রাসীরা তীরধনুক, হাসুয়া-বল্লম ও লাঠিসোঁটা নিয়ে আদিবাসী গ্রামে হামলা চালায় বলে তারা অভিযোগ করেন।

গ্রামের চিরাধন সর্দার, রমেশ সর্দার কিশোরী সর্দার পার্শ্ববর্তী বদরুদ্দীন (৬০) ও ধীরেন্দ্রনাথ বর্মণের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, আদিবাসীরা এখন যেখানে বাস করছে, ওই জমিতে একসময় চাষাবাদ করে ভোগদখল করত পার্শ্ববর্তী সাধু, বাণিজ্য নাথ, বাদ্যনাথ ও নিতাই। এ জমি ছাড়াও সংলগ্ন বেশ কয়েকটি পুকুরসহ ভাদরগু মৌজার ১৬ একর জমি ছিল নওগাঁর বলিহারের রাজার (বড় জমিদার)।

জমিটি খাস খতিয়ানভুক্ত হওয়ায় উল্লিখিতরা এর ভোগদখল ছেড়ে দিলে ভূমিহীন ১৮-১৯টি পরিবার ছয় মাস আগে এখানে এসে বসবাস শুরু করে। কিন্তু ভাদরগু গ্রামের মিলন বর্মণের ছেলে ব্রজেন বর্মণ নিজে ও তার শ্বশুর হরকাণ্ড বর্মণের নামে জাল দলিল তৈরি করে জমিটি দখলের পাঁয়তারা চালাতে থাকে এবং সরকারকে বিবাদী করে আদালতে মামলা করে। মামলাটি এখন বিচারাধীন। গ্রামের লোকজন অভিযোগ করেন, স্থানীয় ক্ষমতাসীন দলের কয়েকজন নেতার ছত্রছায়ায় ব্রজেন বর্মণ, জয়দেব, সহদেব, হরিপদ, গণেশ ও পাচুর নেতৃত্বে সন্ত্রাসীরা আদিবাসীদের উচ্ছেদের জন্য হামলা চালায়।

এদিকে আদিবাসীদের ওপর এ সন্ত্রাস ও উচ্ছেদ প্রক্রিয়ার প্রতিবাদে জাতীয় আদিবাসী পরিষদ, নওগাঁ জেলা শাখা গতকাল ভাদরগু কালীমন্দির প্রাঙ্গণে এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে। আদিবাসী গ্রামের মণিরাজ সর্দারের সভাপতিত্বে প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন আদিবাসী পরিষদ নওগাঁ জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক সুবিন মুণ্ডা, 'আদিবাসী নেত্রী বিশত মনি, নিহত আদিবাসী নেতা আলফ্রেড সরেনের বোন রেবেকা সরেন, জেলা সিপিবি সভাপতি মইনুল হক মুকুল, সাধারণ সম্পাদক মহসিন রেজা, জেলা বাসদের সমন্বয়ক জয়নাল আবেদিন মুকুল প্রমুখ।

সভায় বক্তারা আগামী ২৩ ডিসেম্বর নিয়ামতপুর ইউএনও অফিস ঘেরাওয়ের কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

প্রথম আলো, ১১ *ডিসেম্বর* ২০০৩

(২০৪৮)
মেয়ের বিয়ের ২০ হাজার টাকা বাঁচাতে প্রাণ দিলেন নীরদ

চট্টগ্রাম অফিস ঃ মেয়ের বিয়ের জন্য ব্যাংক থেকে তোলা ২০ হাজার টাকা বাঁচাতে গিয়ে ছিনতাইকারীদের উপর্যুপরি ছুরিকাঘাতে নীরদ ব্রক্ষণ নাথ (৪৫) নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। নগরীর পাহাড়তলী এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, সীতাকুণ্ড শীতলপুর এলাকার মৃত নিতাই চন্দ্র নাথের ছেলে পূবালী ব্যাংক পাহাড়তলী শাখার কর্মচারী নীরদ ব্রক্ষণ নাথ বৃহস্পতিবার ব্যাংক থেকে ২০ হাজার টাকা উত্তোলন করেন। ব্যাংকের কাজ শেষ করে সন্ধ্যায় মেয়ের বিয়ের জন্য তোলা টাকা তিনি বাড়ির উদ্দেশ্যে যাওয়ার সময় নগরীর পাহাড়তলী থানাধীন অলঙ্কার মোড়সংলগ্ন এলাকায় ছিনতাইকারীদের কবলে পড়েন।

ছিনতাইকারীরা তার কাছ থেকে টাকাগুলো ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলে তিনি ছিনতাইকারীদের বাঁধা দেন। ছিনতাইকারীরা টাকা নিতে না পেরে তাকে উপর্যুপরি ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায়।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, ছুরিকাহত অবস্থায় ঝোলারহাট এলাকায় এসে রাস্তার ওপর পড়ে গেলে স্থানীয় জনগণ তাকে উদ্ধার করে মুমূর্ষু অবস্থায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে তিনি মারা যান। এই ব্যাপারে নিহতের ছেলে রতন কুমার নাথ বাদী হয়ে একটি মামলা দায়ের করেছেন। তবে পুলিশ কোনো সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করতে পারেনি। আগামীকাল নিহত নীরদ ব্রক্ষণ নাথের মেয়ের বিয়ের তারিখ নির্ধারিত ছিল।

ভোরের কাগজ, ১২ *ডিসেম্বর* ২০০৩

(২০৪৯)
পীরগঞ্জে সংখ্যালঘু দম্পতিকে কুপিয়ে আহত

পীরগঞ্জ (রংপুর) প্রতিনিধি ঃ জমির মাটি কাটতে বাধা দেয়ায় এক সংখ্যালঘু পরিবারকে দা দিয়ে কুপিয়ে আহত করেছে প্রতিবেশী প্রভাবশালী ব্যক্তি। মঙ্গলবার সকালে এ ঘটনা ঘটেছে। মুমূর্ষু অবস্থায় ওই সংখ্যালঘু পরিবারের কর্তা গনেশ (৪০) ও তার স্ত্রী মায়া রানীকে (৩০) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ জানায়, প্রতিবেশী নুরুজ্জামান শেখের ছেলে সেলিম শেখ মঙ্গলবার গণেশকে আহত করে। এ ব্যাপারে থানায় মামলা হয়েছে।

সংবাদ, ১৩ *ডিসেম্বর* ২০০৩

(২০৫০)
শহীদ বুদ্ধিজীবী জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার স্মৃতিজড়িত সম্পত্তি জবর দখল

বরিশাল প্রতিনিধি ঃ শহীদ বুদ্ধিজীবী জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার স্মৃতি সংরক্ষণ এবং ভূমিগ্রাসী চক্রের হাত থেকে তার সম্পত্তি রক্ষা করে জনকল্যাণকর কাজে ব্যবহারের আহ্বান জানিয়েছেন শহীদ বুদ্ধিজীবীর কন্যা ড. মেঘনা গুহঠাকুরতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র অনুপ গুহঠাকুরতা।

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে তাঁরা বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সরাসরি জড়িত স্বাধীনতা বিরোধী আলবদর আলসামস ও রাজাকারচক্রকে সরকার প্রশাসন ও রাষ্ট্র ক্ষমতার সর্বস্তর থেকে অবিলম্বে অপসারণের দাবি জানিয়েছেন। তারা অপরাধীদের বিচার ও শাস্তি দাবি করে বলেন অন্যথায় শহীদদের রক্তের ঋণ শোধ হবে না।

উল্লেখ্য, বরিশালের বানারীপাড়া উপজেলা সদরে শহীদ বুদ্ধিজীবী জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার পৈতৃক নিবাস ছিল। তাঁর শৈশব, বাল্য, কৈশোর ও শিক্ষা জীবনের একটি অংশ এখানেই কেটেছে। বর্তমানে তার পৈতৃক সম্পত্তিতে বানারীপাড়া বালিকা বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হলেও সেই স্কুলের সঙ্গে শহীদ জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা কিংবা তার স্ত্রী আজীবন শিক্ষাব্রতী বাসন্তী গুহঠাকুরতার নাম নিশানা পর্যন্ত রাখা হয়নি।

ভূমিগ্রাসী কাদের ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা স্কুলের সীমানা বাদ দিয়ে শহীদ জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার বিশাল সম্পত্তির অবশিষ্ট অংশ জবরদখল করে নিয়েছে। জ্যোতির্ময়বাবুর পৈতৃক বাড়িটি পর্যন্ত এই ভূমিগ্রাসী চক্র ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। এনিয়ে বিভিন্ন পত্রিকায় লেখালেখি হলেও প্রশাসন শহীদের স্মৃতিবিজড়িত সম্পত্তি পুনরুদ্ধারে কোনো পদক্ষেপই নেয়নি। স্থানীয় সাংসদ হুইপ শহীদুল হকের প্রত্যক্ষ মদদে এই সম্পত্তির জবরদখল সম্পন্ন হয়েছে বলে এলাকার সবাই এক বাক্যে স্বীকার করেছেন।

ভোরের কাগজ, ১৪ ডিসেম্বর ২০০৩

(২০৫১)
নাজিরপুর সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা

নাজিরপুর পতিনিধি ঃ পিরোজপুরের নাজিরপুর উপজেলার চরবাড়িয়া গ্রামের নেটারচরে গতকাল সকালে স্থানীয় শওকত মোল্লা ও মজিবর মোল্লা তাদের বাহিনী নিয়ে হিন্দু অধ্যুষিত থেটারচরের অধিবাসীদের ওপর সন্ত্রাসী হামলা চালায়। এতে ১৪ জন আহত হয়। আহতরা হলেন, জনন্তী বিশ্বাস, প্রভা বিশ্বাস, ঝরণা বিশ্বাস, সমর বিশ্বাস, কানাইলাল প্রমুখ। তাদেরকে নাজিরপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আজকের কাগজ, ১৫ ডিসেম্বর ২০০৩

(২০৫২)
বাঁশখালীতে ১১ খুনের নারকীয় ঘটনা কি শেষ পর্যন্ত ধামাচাপা পড়ে যাচ্ছে?

কামাল পারভেজ, চট্টগ্রাম অফিস ঃ বাঁশখালীতে নারকীয় এগারো খুনের ঘটনাটি কি শেষ পর্যন্ত ধামাপাচাই পড়ে যাচ্ছে? ঘটনার প্রায় এক মাস পরও মামলার তদন্তে কোন অগ্রগতি নেই। সে সঙ্গে এখন পর্যন্ত ধরা পড়েনি বর্বর এ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত কোন সন্ত্রাসী। পুলিশী তৎপরতায়ও ভাটা পড়েছে। স্থানীয় সূত্রগুলোর অভিযোগ, পুলিশ ইচ্ছা করে ঘটনাটি চাপা দিতে চাইছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, মানবাধিকার সংগঠনের তরফে এ ঘটনাকে পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সংঘটিত বলে দাবি করলেও পুলিশ এখনও দাবি করে যাচ্ছে, এটি ডাকাতির ঘটনা। অথচ ইতোমধ্যেই সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে স্পষ্ট হয়েছে এটা পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। এ ছাড়া স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে শুরু করে সরকারের দায়িত্বশীল মন্ত্রীরা আগেভাগেই ঘটনাটিকে ডাকাতির জের বলে প্রচার করায় পুলিশ সেই বৃত্ত থেকে বেরুচ্ছে না। ইতোমধ্যে এ ঘটনায় জড়িত হিসেবে সরকারী দলের কিছু নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে। এ কারণে সরকারী দলের চাপে পুলিশ মামলা তদন্তে ঢিলেমি দিয়েছে বা সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারে তৎপর নয়— এমন অভিযোগ উঠেছে। প্রসঙ্গত, গত ১৮ নবেম্বর রাতে বাঁশখালীর সাধনপুরের শীলপাড়া গ্রামে তেজেন্দ্র লাল শীলের ঘরে আগুন দিয়ে এগারো জনকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত সন্দেহভাজন হিসেবে ১২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

সর্বশেষ এ ঘটনায় গ্রেফতারকৃত ডাকাত আবদুল করিমকে পুলিশ ৫ দিনের রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। পুলিশের সূত্রে বলা হয়েছে, করিম ঘটনায় জড়িত থাকতে পারে এমন কিছু ডাকাতের নাম প্রকাশ করলেও উল্লেখযোগ্য কোন তথ্য দেয়নি। ইতোমধ্যে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের কর্মকর্তারাও তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তেমন কিছু পায়নি। মামলাটির তদন্ত কারী কর্মকর্তা হিসেবে আছেন এএসপি (সাতকানিয়া সার্কেল) ক্লারেন্স গোমেজ। গত সপ্তাহে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মনিটরিং সেল তাকে ঢাকায় ডেকে নিয়ে মামলার তদন্ত বিষয়ে জেনেছে। জেলা পুলিশের একজন উর্ধতন কর্মকর্তা জনকণ্ঠকে বলেছেন, ঘটনায় জড়িতরা এলাকা ছেড়ে যাওয়া ধরা যাচ্ছে না। তবে ইতোমধ্যে এ ঘটনায় জড়িত কয়েকজনের নাম তারা নিশ্চিত করেছে। তবে সবকিছুই চলছে শ্লথগতিতে। এ নিয়ে এলাকায়ও ক্ষোভ বাড়ছে। হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীস্টান ঐক্য পরিষদের বাঁচাতে পুলিশ এখন বেশি তৎপর।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৫ ডিসেম্বর ২০০৩

(২০৫৩)
সিরাজদিখানে একটি সংখ্যালঘু পরিবারের জীবন বিপন্ন ॥ প্রভাবশালীদের হুমকি

স্টাফ রিপোর্টার মুন্সীগঞ্জ ঃ সমাজপতিদের হুমকি-ধমকি ও রক্তচক্ষুর ভয়ে সংখ্যালঘু একটি পরিবারের জীবন যাপন বিপন্ন হতে চলেছে। মুন্সীগঞ্জ-বিক্রমপুরের সিরাজদিখান উপজেলার বড় পাউলদিয়া গ্রামের ঘটনা এটি। গৃহকর্তা দিনমজুর মঙ্গল মণ্ডল এখন কাজ করতে যেতেও সাহস পাচ্ছে না। তাই একরকম অনাহার-অর্ধাহারে দিন কাটছে দরিদ্র পরিবারটির। মঙ্গল মণ্ডলের যুবতী দুই কন্যাই এখন আইন সালিশ কেন্দ্রের হেফাজতে। বড় মেয়ে শোভা রানী মণ্ডলকে নিরাপত্তা হেফাজত থেকে ৩০ নবেম্বর আইন সালিশ কেন্দ্রের এ্যাডভোকেট কণিকা বিশ্বাস ও মমতাজ বেগম কেন্দ্রের হেফাজতে নিয়ে যায়। কিন্তু স্থানীয় দেলোয়ার চাকলাদার ও মোজাম্মেল হাওলাদারের উৎপাতে ইজ্জত রক্ষায় ছোট মেয়ে সন্ধ্যারানী মণ্ডলকেও পরে আইন সালিশ কেন্দ্রের হেফাজতে নেয়া হয়।

এদিকে এই পরিবারটি নিরাপত্তা চেয়ে ৪ ডিসেম্বর সিরাজদিখান থানায় জিডি করেছে। কিন্তু এর পরও হুমকি ধমকি থামেনি বরং বেড়েছে। হুমকিদাতারা পরিবারটিকে ভারতে চলে যাওয়ার জন্য নানা প্রলোভনও দেখাচ্ছে। শোভারানী মণ্ডলকে প্রেমের ছলনায় স্থানীয় ফারুক মোল্লা ঢাকায় নিয়ে গিয়ে ৭ মাস আটকে রেখে দেহব্যবসা করতে বাধ্য করে। কৌশলে শোভা পালিয়ে এসে বিষয়টি ফাঁস করে দেয়। এই সুযোগে বিষয়টি মীমাংসার কথা বলে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান ও সমাজপতিরা ফারুক মোল্লার পরিবারের কাছ থেকে লাখ টাকা নেয়। কিন্তু এই টাকার কানাকড়ি শোভার পরিবারকে না দিয়ে কৌশলে পরিবারটিকে এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য প্রবল চাপ দেয়। ঘটনাটি জনকণ্ঠে প্রকাশ হলে সেইদিনই পুলিশ শোভাকে উদ্ধার করে থানায় মামলা নেয়। পরে শোভার ডাক্তারী পরীক্ষা করা হয়। সেফ কাস্টডিতে রেখে। ঘটনাটি এখন অন্যদিকে প্রবাহিত করতে আসামী পক্ষ নানা ফন্দিফিকির করছে বলে

অভিযোগ উঠেছে। এলাকাবাসী গ্রাম্য মোড়ল ও হুমকিদানকারীদের গ্রেফতার না করায় অসন্তোষ প্রকাশ করেছে।

পিরোজপুর জেলার নাজিরপুরের বানিয়াযারী গ্রামে রবিবার ভোর রাতে সংখ্যালঘু বিশ্বাস বাড়ির মাছের ঘের থেকে ২ লাখ টাকার মাছ লুটের পর আবারও লুটের আয়োজনে বাধা দেয়ায় সন্ত্রাসীরা ১ হিন্দু মহিলাসহ ১৫ জনকে আহত করেছে। আহতদের মধ্যে দু'জন পুরুষ ও ৬ মহিলাকে নাজিরপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

জানা গেছে, নাজিরপুরের সীমান্তে বানিয়ারী গ্রামের বলেশ্বর নদীর চরে আনুমানিক দেড় একর জমিতে ৩ সংখ্যালঘু পরিবার কমলেশ, কানাই বিশ্বাস ও রসময় বিশ্বাস যৌথভাবে মাছ চাষ করে আসছিল। নদীর অপর পারে চিতলমারী থানার উমাঝুড়ি গ্রামের ফারুক মল্লিক ও মতলেব মল্লিক বাগেরহাট জেলার চর দাবি করে মাছের ঘের দাবি করে আসছে। ঘটনার দিন রবিবার ভোররাতে ফারুক ও মতলেবের নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী কমলেশ বিশ্বাস, কানাই বিশ্বাস ও রসময় বিশ্বাসের মাছের ঘের থেকে ২ লাখ টাকার মাছ লুট করে। এরপর সকাল ১০টায় আবারও ফারুক ও মতলেবের নেতৃত্বে ৫০/৬০ সন্ত্রাসী মাছের ঘের লুট করার চেষ্টাকালে কানাই বিশ্বাস বাধা দেয়। এতে সন্ত্রাসীরা ধাওয়া করে তাকে বাড়িতে উঠিয়ে দেয়। এ সময় বিশ্বাস বাড়ির ১০ মহিলাসহ ৫ পুরুষ মাছের ঘেরে এসে সন্ত্রাসীদের মাছ লুটে বাধা দেয়। তৎক্ষণাৎ সন্ত্রাসীরা ক্ষিপ্ত হয়ে তাদের বাঁশের লাঠি ও দেশীয় অস্ত্র দিয়ে মারধর করে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৬ ডিসেম্বর ২০০৩

(২০৫৪)
পিরোজপুরে সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি বিএনপি নেতার জবরদখল চেষ্টা, ঘের লুট

শফিউল হক মিঠু, চর বানিয়ারী থেকে ফিরে ঃ পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর উপজেলার সংখ্যালঘু অধ্যুষিত চর বানিয়ারী গ্রামের সংখ্যালঘুরা তাদের ওপর নির্যাতন আতঙ্ক আর দেশত্যাগের হুমকিতে আতঙ্কিত হয়ে আছে। ঐ এলাকার সংখ্যালঘুদের ৮৫ একর সম্পত্তি বিএনপি সমর্থিত মজিবর মোল্লার নেতৃত্বে গঠিত ৬০ সদস্যের বাহিনী জবর দখল করে নেয়ার পাঁতারা চালাচ্ছে। তারই অংশ হিসাবে গত রবিবার সকালে শতাধিক লোকের একটি সন্ত্রাসী দল ঐ গ্রামে হামলা চালিয়ে ঘেরের মাছ লুট করে নিয়ে যায় এবং ২০ একর জমিতে জোরপুর্ব ধান লাগায়। এ সময় জমির এবং ঘেরের প্রকৃত মালিকরা প্রতিবাদ জানাতে এগিয়ে এলে বিশ্বাসবাড়ি বলে চিহ্নিত বাড়ির বৌ-ঝিদের হামলা চালিয়ে বেধড়ক মারপিট ও নির্যাতন করে। মারাত্মক আহত ৬ মহিলাসহ ৮ জন নাজিরপুর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এ ব্যাপারে ২৬ জনকে আসামী করে নাজিরপুর থানায় মামলা হয়েছে। বর্তমানে ঐ গ্রামের বাসিন্দারা বাড়ি-ঘর থেকে বের হতে পারছে না। একটি বড় ধরনের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আশঙ্কায় তারা আতঙ্কিত।

সোমবার সরেজমিনে গিয়ে জানা গেছে, বলেশ্বর নদী সংলগ্ন ঐ এলাকায় জনৈক নগেন বিশ্বাসসহ অন্যান্য ৩০ শরিকী পরিবারের প্রায় ২শ' একর সম্পতিতিতে ১৯৪২ সাল থেকে ধান ও মাছের চাষ করে আসছে। ১৯৯৪ সালে বিএনপি সরকার ক্ষমতায় থাকাকালীন ঐ সম্পত্তির ওপর লোলুপ দৃষ্টি পড়ে স্থানীয় বিএনপি নেতা শওকত মোল্লা, সেরাজ মোল্লা ও মজিবর মোল্লার। এ নিয়ে সে সময় জনৈক বীরেন (২৭) নামে এক ব্যক্তি খুন ও ১৪/১৫টি সংখ্যালঘু বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে। এর পরে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পরে এদের অত্যাচার কমলেও বিগত ২০০১ সালের নির্বাচনের পর পুনরায় বিএনপি ক্ষমতায় এলে এই চক্র ঐ সম্পত্তি আত্মসাতের জন্য রবিবার সকালে এ নারকীয় তাণ্ডব চালায়।

এলাকায় গেলে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব জগদীশ বিশ্বাসের পিতা নগেন বিশ্বাস (৭৫) ও মাতা চপলা বিশ্বাস (৬৫) জানান, এই চক্র দীর্ঘদিন যাবত তাদের পৈতৃক এই সম্পত্তি দখলের জন্য নানা রকমের চেষ্টা চালিয়ে আসছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৬ ডিসেম্বর ২০০৩

(২০৫৫)
চিতলমারী-নাজিরপুর সীমান্তে সংখ্যালঘু পল্লীতে লাঠিয়ালদের হামলা ঃ আহত ১৫

কপিল ঘোষ, বানিয়ারী-কালীগঞ্জ থেকে ফিরে ঃ ক্ষমতাসীন দলের ছত্রছায়ায় থাকা সশস্ত্র লাঠিয়াল বাহিনী বাগেরহাটের চিতলমারী ও পিরোজপুরের নাজিরপুর উপজেলার সীমানা মধ্যবর্তী বলেশ্বর নদীর চরবানিয়ারীর সংখ্যালঘু পল্লীতে হামলা চালিয়ে গৃহবধূ-কিশোরী মেয়ের সম্ভ্রমহানিসহ ১৫ জনকে আহত করেছে। এ সময় হামলাকারীরা ওখানের তিনটি চিংড়ি ঘের থেকে ২ লাখ টাকার মাছ লুটে নিয়েছে। চিতলমারীর সন্তোষপুর পুলিশ ক্যাম্পের ফোর্স ঘটনাস্থল থেকে ৪০ পিস বাঁশের সড়কি, ১৪টি কাঠের ঢালসহ ৬ হামলাকারীকে গ্রেফতার করেছে। সোমবার পিরোজপুরের জেলা প্রশাসক মোঃ আজমল হোসেন, নাজিরপুর ইউএনও এবং থানার ওসি প্রত্যন্ত সীমানার ওই গ্রাম পরিদর্শন করেছেন। পুলিশ ও এলাকাবাসী জানায়, ক্ষমতাসীন দল বিএনপির ছত্রছায়ায় থাকা স্থানীয় ৫০/৬০ জনের একদল সশস্ত্র লাঠিয়াল সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায় অধ্যুষিত বলেশ্বর নদীর চরপশ্চিম বানিয়ারী গ্রামে হামলা চালায়। তারা সেখানকার তিনটি ঘের থেকে চিংড়ি মাছ ধরতে থাকে। এতে বাধা দিলে লাঠিয়ালদের হামলায় কিশোরী জয়া বিশ্বাস (১৬), ময়না বিশ্বাস (১৪), বিনা রানী (২৪), গৃহবধূ বকুল রানী (৪৩), সঙ্গীতা বিশ্বাস (১৪), ঝর্ণা রানী (২৬), কমলেশ বিশ্বাস (৩০), রসময় (৪৩), কানাইলাল বিশ্বাস (৫৫), বিনয় বিশ্বাস (১৮), বিদ্যুৎ বিশ্বাস (১৬), উত্থান বিশ্বাস (২৬), সঞ্জয়সহ ১৫ জন আহত হন। আহতদের নাজিরপুর হাসপাতালে ভর্তি এবং স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা দেয়া হয়েছে। নাজিরপুরের বানিয়ারী গ্রামে রোববার ওই সশস্ত্র হামলার খবর পেয়ে চিতলমারীর সন্তোষপুর ক্যাম্পের পুলিশ বিকালে সীমান্তবর্তী ঘটনাস্থলে পৌঁছে। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ঢাল-সড়কি উদ্ধারসহ চিতলমারীর উমাজুড়ী গ্রামের আনোয়ার শেখ (৬৫), সুলতান মল্লিক (৪৫), বাবলু মল্লিক (২৮), তোবারক শেখ (২৫), এনায়েত সর্দার (৩০) ও লাভলু মল্লিককে (৩২), গ্রেফতার করেছে। তাদের ৫৪ ধারায় গ্রেফতার দেখিয়ে চিতলমারী থানা পুলিশ সোমবার আদালতে প্রেরণ করেছে। এ হামলার পর ওই এলাকার ২০টি হিন্দু পরিবারের মধ্যে চরম আতংক ছড়িয়ে পড়েছে।

এদিকে পিরোপজপুর প্রতিনিধি জানান, পিরোজপুরের জেলা প্রশাসক মোঃ আজমল হোসেন ও পুলিশ সুপার আবদুল্লাহ আল আজাদ চৌধুরী সোমবার বিরোধপূর্ণ দক্ষিণচর বানিয়ারী এলাকা পরিদর্শন করেছেন। তারা বলেন, বিরোধপূর্ণ খাসজমির সুষ্ঠু বন্দোবস্ত এবং দুই উপজেলার মধ্যে সীমানা নির্ধারণ না থাকাসহ ওপারের চিতলমারী উপজেলার দুর্বৃত্ত ও ভূমিগ্রাসী লোকজন অন্যায়ভাবে জোরজবরদস্তি করে নাজিরপুরের অংশে প্রবেশ করে সংখ্যালঘু নারী-পুরুষের ওপর হামলা চালায় এবং জমি দখল করার পাঁয়তারা করে।

যুগান্তর, ১৭ ডিসেম্বর ২০০৩

(২০৫৬)
টাঙ্গাইলে বাড়ির জমি ও ভূয়াপুরে চাঁদা না দেয়ায় সংখ্যালঘুদের ওপর সন্ত্রাসী হামলা, মারপিট

টাঙ্গাইল থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক ঃ বসতবাড়ির জমি লিখে দিতে রাজি না হওয়ায় এবং চাঁদা না দেয়ায় টাঙ্গাইল শহরের বিশ্বাস বেতকা এবং ভূয়াপুরে সন্ত্রাসীদের হামলায় ৪ জন আহত হয়েছে। এদের মধ্যে তিনজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সন্ত্রাসীদের হামলায় আহত ৪ জনই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্য।

জানা গেছে, শহরের বিশ্বাস বেতকা এলাকার কতিপয় চিহ্নিত সন্ত্রাসী কিছুদিন যাবৎ জেলা সমাজসেবা দপ্তরের কর্মচারী দিলীপ চক্রবর্তীকে তার বিশ্বাস বেতকা এলাকার বাসা লিখে দেয়ার জন্য চাপ দিচ্ছিল। কিন্তু তিনি তার একমাত্র মাথা গোঁজার ঠাঁই বাসা বিক্রি বা সন্ত্রাসীদের লিখে দিতে অস্বীকার করেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে সন্ত্রাসীরা তাকে দেখে নেয়ার হুমকি দেয়। গত ৪ঠা ডিসেম্বর রাত সাড়ে ৯টায় শহর থেকে বাড়ি ফেরার পথে বিশ্বাস বেতকা ধোপাবাড়ির কাছে সন্ত্রাসীরা দিলীপ চক্রবর্তীর ওপর হামলা চালায়। তারা লোহার রডসহ অন্যান্য অস্ত্র দিয়ে তাকে আঘাত করে। এতে তার ৩টি দাঁত ভেঙে যায় এবং তিনি গুরুতর আহত হন। আশপাশের লোকজন ছুটে এসে তাকে দ্রুত টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে। এই ঘটনার পর থেকে সন্ত্রাসীদের হামলায় আহত দিলীপ চক্রবর্তীর পরিবারসহ এলাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যদের মধ্যে ভয়ভীতি ও আতঙ্ক বিরাজ করছে। হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টি শ্যামল হোড়, জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি সুরঞ্জন দাস দাসু এবং জেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক সাধন চক্রবর্তী ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্ত্রাসীদের অবিলম্বে গ্রেফতার এবং সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন।

ভূয়াপুর থেকে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গেছে ৫ই ডিসেম্বর ভূয়াপুর উপজেলা সদরের বাজার রোডে অবস্থিত আনন্দ ফার্নিচারের মালিকের কাছে ৭/৮ জন চাঁদাবাজ ৫ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। চাঁদা দিতে অস্বীকার করলে চাঁদাবাজরা ক্ষিপ্ত হয়ে মালিক আনন্দ সূত্রধর ও তার ভাই নিতাই সূত্রধরকে বেধড়ক প্রহার করে। দোকান কর্মচারী সুজন এগিয়ে এলে চাঁদাবাজরা তাকেও প্রহার করে। আশপাশের লোকজন ছুটে এলে চাঁদাবাজরা চলে যায়। গুরুতর আহত অবস্থায় আনন্দ সূত্রধর ও নিতাই সূত্রধরকে ভূয়াপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অল্প আহত সুজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। ঘটনার ব্যাপারে ভূয়াপুর থানায় মামলা হয়েছে। তবে কেউ গ্রেফতার হয়নি।

সংবাদ, ১৭ ডিসেম্বর ২০০৩

(২০৫৭)
মহেশখালীতে পৌর চেয়ারম্যান কর্তৃক বৌদ্ধ বিহারের জমি দখলের চেষ্টা

হাসানুর রশীদ ঃ মহেশখালীতে পৌর চেয়ারম্যান কর্তৃক রাখাইন সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ বিহারের স্বত্ব দখলীয় জমি দখল চেষ্টাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা বিরাজ করছে। এ ব্যাপারে রাখাইন সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার ও মহেশখালী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং কেন্দ্রীয় রাখাইন ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দকে স্মারক লিপি দেয়া হয়েছে।

জানা গেছে, সম্প্রতি মহেশখালী পৌরসভার চেয়ারম্যান সরওয়ার আজম নির্মাণ সামগ্রীসহ শতাধিক লোক নিয়ে উপজেলা সদরের গোরকঘাটাস্থ বড় রাখাইন পাড়ায় গিয়ে ৬০ শতক জমি দখল করে দোকান পাট নির্মাণের চেষ্টা করেন। অধিকাংশ পুরুষ সদস্যের অনুপস্থিতিতে দু'শতাধিক রাখাইন মহিলা ও স্বল্প সংখ্যক পুরুষ জমি জমা দখলের প্রচেষ্টায় বাধা দেয়। এ সময় স্থানীয় সাংসদ আলমগীর ফরিদ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার আহ্বান জানান এবং আইনের মাধ্যমে সবকিছু সমাধান হবে বলে জানান।

রাখাইন সম্প্রদায়ের লিখিত অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে যে, তফশিলভুক্ত এমআরআর খতিয়ান নং ৬৯৮, বিএস খতিয়ান নং ৭৪১, এমআরআর দাগ নং ৩৮৯, বিএস দাগ নং ৫৭৭ মোট জমি ৬০ শতক। উক্ত তপশীলের জায়গা বংশানুক্রমে যুগ যুগ ধরে ভোগ দখল করে ও বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি যথাযথভাবে শান্তিপূর্ণভাবে পালন করে আসছে রাখাইন সম্প্রদায়। কেউ কোনও দিন উক্ত তফশিলভুক্ত জায়গার বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেনি। মহেশখালী পৌরসভা স্থাপিত হয়েছে মাত্র ৩/৪ বছর আগে। এর মধ্যেই মহেশখালী পৌর চেয়ারম্যান বৌদ্ধ বিহারের জায়গা দখল করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে বলে রাখাইন সম্প্রদায় লিখিতভাবে অভিযোগ করেছে। অভিযোগে ধর্মীয় স্বার্থ রক্ষার্থে জরুরি ভিত্তিতে প্রশাসনকে হস্ত ক্ষেপ গ্রহণ করা না হলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট হওয়ার আশংকা ব্যক্ত করা হয়েছে। এদিকে ছোট মহেশখালীর ঠাকুর তলার জনৈক কুদ্দুস মিয়া মহেশখালী থানায় একটি সাধারণ ডায়েরীতে তার স্বত্বদখলীয় জায়গা রাখাইনরা দখলের চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেছে।

পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করে এবং পৌর চেয়ারম্যান কর্তৃক উক্ত জায়গায় দোকান পাট নির্মাণের জন্য নিয়ে আসা সরঞ্জামাদী সীজ করে। ৭ পৌর কমিশনার জমি দখলের বিরুদ্ধে রয়েছেন বলে জানা গেছে। পরিস্থিতি শান্ত হলেও রাখাইন মহিলারা এই ঘটনার প্রতিবাদে মৌন মিছিল বের করে। পরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে স্মারকলিপি প্রদান করে। পরবর্তীকালে রাখাইনদের ৮ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল জেলা প্রশাসক সাইফুদ্দিন আহমদ ও পুলিশ সুপার সৈয়দ তৌফিক উদ্দিন আহমদকে পৃথক পৃথক স্মারকলিপি প্রদান করে মন্দিরের জমি রক্ষার্থে সহযোগিতা কামনা করেন।

রাখাইন ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মংছেন লা আজকের কাগজকে জানান, দীর্ঘদিন ধরে জায়গাটি রাখাইনরা ব্যবহার করে আসছে। এটা রাখাইনদের ধর্মীয় সম্পত্তি। গত ১৬ ডিসেম্বর এসোসিয়েশনের এক জরুরি বৈঠকে জমি দখলের ঘটনার নিন্দা জানানো হয়েছে এবং এ ব্যাপারে প্রশাসনের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়েছে।

সর্বশেষ খবরে জানা গেছে, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার উপস্থিতিতে উভয়পক্ষের মধ্যে একটি সমঝোতা বৈঠক হয়েছে। তবে কি হয়েছে তা এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত জানা যায়নি। মহেশখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আঞ্জুম ফেরদৌস আজকের কাগজকে জানান, পরিস্থিতি বর্তমানে শান্ত রয়েছে। যে কোনও ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলায় পুলিশ প্রস্তুত রয়েছে।

আজকের কাগজ, ১৮ ডিসেম্বর ২০০৩

(২০৫৮)
মঠবাড়িয়ায় শিক্ষকের দাঁত ভেঙ্গে দিয়েছে সন্ত্রাসীরা

মঠবাড়িয়া, ১৭ ডিসেম্বর, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ মঠবাড়িয়ায় পৈতৃক সম্পত্তিতে মাটি কাটতে গেলে বিএনপি সমর্থক সন্ত্রাসীরা সংখ্যালঘু প্রবীন শিক্ষক রাখাল চন্দ্র বড়াল (৫৫) এর দাঁত উপড়ে ফেলেছে। পিতাকে বাঁচাতে এলে শাবল দিয়ে সন্ত্রাসীরা পুত্র রাজীবকেও (২২) পিটিয়ে থেতলে দেয়। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার সকালে উপজেলার গুলিশাখালী গ্রামে। পত্যক্ষদর্শীরা জানায় ঘটনার দিন নিজেদের জমিতে মাটি কাটতে গেলে বিএনপি সমর্থক শামীম ও শাহজাহান বাধা দেয়। এক পর্যায়ে ক্ষিপ্ত হয়ে সন্ত্রাসীরা জিকে ইউনিয়ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রবীণ শিক্ষক রাখাল চন্দ্রকে শাবল দিয়ে এলোপাতাড়ি আঘাত করলে ঘটনাস্থলেই দাঁত উপড়ে যায়। আহত পিতা-পুত্র মঠবাড়িয়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসার পর

নিরাপত্তার অভাবে হাসপাতাল ত্যাগ করে বলে আহতরা জানায়। সন্ত্রাসীদের হুমকির মুখে তারা মামলা করতে সাহস পাচ্ছে না। বর্তমানে সংখ্যালঘু পরিবারটি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৮ ডিসেম্বর ২০০৩

(২০৫৯)
সাতক্ষীরায় সংখ্যালঘু পরিবারের সম্পত্তি দখলের অভিযোগ

সাতক্ষীরা, ১৭ ডিসেম্বর, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ প্রায় আড়াই কোটি টাকা মূল্যের সম্পত্তি দখল করার জন্য অপহরণ করে গুম করা হয়েছে সংখ্যালঘু সুদাম চন্দ্র বিশ্বাসের ভাই নিতাই চরণ বিশ্বাসকে। সুদাম চন্দ্রকে একটি হোটেলে আটকে রেখে নির্যাতন করে, সাব রেজিস্ট্রি অফিসে নিয়ে সই করে নেয়া হয়েছে সাদা কাগজে ও স্ট্যাম্পে। সুদামের দুই পুত্রকে ডেকে নিয়ে তাদের কাছ থেকেও সই ও টিপসই নেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ইতোমধ্যে সুদামের ভাইয়ের সম্পত্তি (৫ একর) দখল করে প্রায় দু' লাখ টাকা মূল্যের গাছ বিক্রি করে দেয়া হয়েছে। জোরপূর্বক কাগজে সই দেয়ার পর এখন সুদামের সম্পত্তি বিক্রি করার ঘোষণা দিয়েছে সন্ত্রাসী মহলটি। সুদামকেও বাড়ি ছেড়ে যেতে বলা হয়েছে। না গেলে পরিবারসহ খুন করার হুমকি দেয়া হয়েছে। সন্ত্রাসীদের হুমকির মুখে সুদামের স্ত্রী সুলেখা দাস এখন পাগলপ্রায়।

সাতক্ষীরা পৌরসভা সংলগ্ন লাবসা ইউনিয়নের মাগুরা গ্রামের যুগলচন্দ্র বিশ্বাসের পুত্র সুদাম চন্দ্র বিশ্বাস বুধবার সাতক্ষীরা রিপোর্টার্স ক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে ইউপি চেয়ারম্যান ও সদর বিএনপি সভাপতি আবদুল আলিম ও তার সহযোগীদের হাত থেকে বাঁচতে এবং পৈতৃক সম্পত্তি রক্ষার জন্য প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। ইতোমধ্যে এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ দেয়া হয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীসহ প্রশাসনের বিভিন্ন দফতরে। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সাইফুল্লা লস্কর, আমীর হোসেন খান চৌধুরী, আশরাফ আলী, আবদুস সামাদ, দিদারুল আলম প্রমুখ।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৮ ডিসেম্বর ২০০৩

(২০৬০)
ফলোআপ ঃ পিরোজপুর বানিয়ারি গ্রাম
হাসপাতালে চিকিৎসাধীন নির্যাতিত সংখ্যালঘুদের এখন প্রাণনাশের হুমকি দেয়া হচ্ছে

রঞ্জন বকসী নুপু, চরবানিয়ারী থেকে ফিরে ঃ পিরোজপুরের নাজিরপুর উপজেলার চরবানিয়ারী গ্রামে সন্ত্রাসীদের হামলায় আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সংখ্যালঘু পরিবারের সদস্যদের প্রাণনাশের হুমকি দেয়া হচ্ছে। এ ঘটনায় মামলা করা হলে বাড়ি-ঘরে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়ার হুমকি দিচ্ছে সন্ত্রাসীরা।

সংখ্যালঘু অধ্যুষিত চরবানিয়ারী গ্রামের সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন আতঙ্ক আর দেশত্যাগের হুমকিতে তারা আতঙ্কিত হয়ে আছেন। ওই এলাকার সংখ্যালঘুদের ৮৫ একর সম্পত্তি বিএনপি সমর্থিত মজিবর মোল্লার নেতৃত্বে গঠিত ৬০ সদস্যের বাহিনী জবরদখল করে নেয়ার পাঁয়তারা চালাচ্ছে। তারই অংশ হিসেবে রোববার সকালে শতাধিক লোকের একটি সন্ত্রাসী দল ওই গ্রামে হামলা চালিয়ে ঘেরের মাছ লুট করে নিয়ে যায় এবং ২০ একর জমিতে জোরপূর্বক ধান লাগিয়ে যায়। এ সময় জমির এবং ঘেরের প্রকৃত মালিকরা প্রতিবাদ জানালে বিশ্বাস বাড়ি বলে চিহ্নিত বাড়ির বৌ-ঝিদের বেধড়ক মারপিট করা হয়। মারাত্মক আহতরা বর্তমানে নাজিরপুর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এ ব্যাপারে থানায় মামলা হয়েছে। বর্তমানে ওই গ্রামের বাসিন্দারা বাড়ি-ঘর থেকে বেরহতে পারছে না।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, বলেশ্বর নদী সংলগ্ন ওই এলাকায় নগেন বিশ্বাসসহ অন্য ৩০ শরিকি পরিবারের প্রায় ২শ' একর সম্পত্তিতে ১৯৪২ সাল থেকে ধান ও মাছের চাষ করে আসছে। ১৯৯৪ সালে বিএনপি সরকার ক্ষমতায় থাকাকালে ওই সম্পত্তির ওপর লোলুপ দৃষ্টি পড়ে স্থানীয় বিএনপি নেতা শওকত মোল্লা, সেরাজ মোল্লা ও মজিবর মোল্লার। এ নিয়ে সে সময় জনৈক বিরেণ (২৭) নামে এক ব্যক্তি খুনও হয়। এতে একটি মামলা এখনও বিচারাধীন। এরপর আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পরে তাদের অত্যাচার কমলেও গত ২০০১ সালের নির্বাচনের পর আবার বিএনপি ক্ষমতায় এলে এই চক্র ওই সম্পত্তিটি আত্মসাতের জন্য রোববার সকালে এ নারকীয় তাণ্ডব চালায়।

সোমবার সরজমিনে এলাকায় গেলে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব জগদীশ বিশ্বাসের পিতা নগেন বিশ্বাস (৭৫) ও মাতা চপলা বিশ্বাস (৬৫) জানান, এই চক্র দীর্ঘদিন যাবৎ তাদের পৈত্রিক এই সম্পত্তি দখলের জন্য নানা রকমের চেষ্টা চালায়।

সংবাদ, ১৯ ডিসেম্বর ২০০৩

(২০৬১)
গলাপিচায় বৌদ্ধ মন্দিরের দেড় একর জমির ধান কেটে নিল প্রভাবশালীরা

গলাচিপা (পটুয়াখালী) থেকে সংবাদদাতা ঃ গলাচিপা উপজেলার ছাতিয়ানপাড়া বৌদ্ধ মন্দিরের দেড় একর জমির ধান জোরপূর্বক কেটে নিয়ে গেছে স্থানীয় প্রভাবশালীরা। এসময় রাখাইনদের মারধর করা হয়। ছাতিয়ানপাড়া বৌদ্ধ মন্দিরের তত্ত্বাবধায়ক চৌথিন হাওলাদার (৭০) লিখিত অভিযোগে জানান, ১২ ডিসেম্বর সকালে স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি হানিফ, বাহাউদ্দিন, আনিরুলের নেতৃত্বে ২০/২২ জন লাঠিয়াল বৌদ্ধ মন্দিরের দেড় একর সম্পত্তির পাকা কাজল শাইল ধান কেটে নিয়ে যায়। এ সময় চৌথিন ও তার স্ত্রী মেহেন (৫০) বাধা দিলে লাঠিয়ালরা তাদের মারধর করে এবং মেহেনের কাপড় খুলে শ্লীলতাহানি করে। এ ঘটনায় ১৪ ডিসেম্বর চৌথিন হাওলাদার জেলা প্রশাসক বরাবর লিখিত অভিযোগ করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক, ২০ ডিসেম্বর ২০০৩

(২০৬২)
প্রেমের অপবাদ
মেহেরপুরে সংখ্যালঘু তরুণকে উচ্ছেদ ও তরুণীর সম্পত্তি দখলের অপচেষ্টা

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেহেরপুর ঃ মেহেরপুর গ্রামে হিন্দু যুবক ও মুসলিম যুবতীর প্রেমের অপবাদ দিয়ে বিএনপি নেতারা সালিশীর নামে সংখ্যালঘু প্রেমিকের স্বর্ণের দোকান বন্ধ করেছে। এদিকে বিতাড়িত মুসলিম কন্যা চুমকি চুয়াডাঙ্গায় নোটারী পাবলিকের এফিডেভিটে দাবি করেছে কুপ্রস্তাবকারীর অভিভাবকগণ এখন বিচারক হয়ে শায়েস্তা করার পাঁয়তারা করছে। জানা গেছে, মেহেরপুর সদর উপজেলার জোয়ার্দ্দার পাড়ার মৃত সালাম মোল্লার কন্যা মোছাঃ সালামা আখতার চুমকি (২২) চাকরির স্থলে যাবার জন্য আমঝুপি বাজারের মাতৃ জুয়েলার্সের কাছে বাসের জন্য অপেক্ষা করে। তখন গ্রামের বিএনপি নেতার পুত্র ও আত্মীয় যুবকরা কুপ্রস্তাব দেয়। তাদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণে মাতৃ জুয়েলার্সের মালিক উত্তম কুমার বাধা দেয়। এতে যুবকরা ক্ষিপ্ত হয়ে তার সঙ্গে বাকবিতণ্ডা করে। পরে এই ঘটনা নিয়ে বাদ-প্রতিবাদ করায় নেতারা নাখোশ হয়। গত ২৯ নবেম্বর একদল যুবক উত্তম-চুমকি প্রেমিকজুটি অপবাদ দিয়ে একটি মিছিল করে। তারা প্রেম করে বিয়ে করেছে বলে এলাকায় এসব ছড়িয়ে দেয়। আমঝুপি বাজার কমিটি সভাপতি মোঃ জামালউদ্দীন ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ

আজাহারুল ইসলাম হিরো মাতৃ জুয়েলার্স বন্ধ করে দেয়। তারা উত্তমকে সালিশীর মাধ্যমে মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত দোকানে যেতে নিষেধ করে। এদিকে আমঝুমি গ্রামের সালাম মোল্লার এতিম কন্যা চুমকি চুয়াডাঙ্গা বসবাস করছে। গত ১১ ডিসেম্বর চুয়াডাঙ্গা জর্জকোর্ট নোটারী পাবলিক আদালতে মোছাঃ সালমা আখতার চুমকি এফিডেভিটে বলেছে যে, উত্তম কুমার ও তাকে জড়িয়ে যে রটনা করেছে তা মিথ্যা ও বানোয়াট। বরং কুপ্রস্তাবকারীরা নিজেরা বাঁচার জন্য এবং উত্তমের অর্থ আত্মসাতের জন্য এই অপবাদ দিচ্ছে । এ ব্যাপারে এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২০ ডিসেম্বর ২০০৩

(২০৬৩)
সাতক্ষীরায় সাংবাদিক সম্মেলনে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ সংখ্যালঘু পরিবারের এক ভাইকে গুম করে আরেক ভাইয়ের ২৭ বিঘা জমি দখল

সাতক্ষীরা থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাতক্ষীরা জেলা বিএনপি নেতা ও ইউপি চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু ভাইকে গুম করে ও আরেক ভাইকে অস্ত্রের মুখে হুমকি দিয়ে কাগজপত্র সই করিয়ে ২৭ বিঘা জমি দখল করার অভিযোগ উঠেছে। এ ব্যাপারে সংখ্যালঘু পরিবারটি সরকারের বিভিন্ন বিভাগে লিখিতভাবে অভিযোগ দিয়েও কোন প্রতিকার পায়নি ।

সাতক্ষীরা সদর উপজেলার লাবসা ইউনিয়নের মাগুরা গ্রামের মৃত গুগল চন্দ্র বিশ্বাসের ছেলে সুদাম চন্দ্র বিশ্বাস বুধবার সাতক্ষীরা রিপোর্টার্স ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে ওই অভিযোগ করেন। তিনি লিখিত অভিযোগে জানান, ২৭শে আগস্ট লাবসা ইউপি, চেয়ারম্যান, জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি ও সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আবদুল আলিম তার ভাই নিতাই চরণ বিশ্বাসকে (নিতাই মুহুরী) চিকিৎসার নাম করে খুলনায় নিয়ে যায়। এরপর থেকে নিতাই মুহুরী আর বাড়ি ফেরেনি। সুদাম তার ভাই নিতাই মুহুরীকে খুলনার বিভিন্ন ক্লিনিকে খোঁজ করে না পেয়ে বিভিন্ন আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে খোঁজ নেন। কিন্তু কোথাও তার খোঁজ পাওয়া যায়নি।

সুদামের ধারণা, নিতাই মুহুরীকে বিএনপি নেতা আদিম চেয়ারম্যান হত্যা অথবা গুম করে তার সম্পত্তি দখল করে নিয়েছে। ওই সম্পত্তি থেকে এরই মধ্যে ২ লাখ টাকার গাছ লুট ও জাল দলিলের মাধ্যমে সম্পত্তি বিক্রি করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আলিম চেয়ারম্যান ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দাখিল করলে পুলিশ তা রেকর্ড করেনি ।

এদিকে ৮ই অক্টোবর সুদাম চন্দ্র বিশ্বাসকে আলিম চেয়ারম্যানের সন্ত্রাসীরা সাতক্ষীরা কোর্ট থেকে (ঢাকা মেট্রো চ-১১-১৪৪৬) প্রাইভেট কারে উঠিয়ে শহরের বৈশাখী হোটেলের একটি রুমে আটকে রাখে। ওই হোটেলের রুমে আলিম চেয়ারম্যান ও তার সন্ত্রাসী গ্রুপের সদস্য আবুল কাসেম, স্বরূপ সরদার, বিশ্বনাথ দাশ, নীলকমল বিশ্বাসসহ ১০/১২ জন সুদামকে মারপিট করে। সন্ত্রাসীরা অস্ত্রের মুখে জীবন নাশের হুমকি দিয়ে তার ছেলে অনাথ বন্ধু বিশ্বাসকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে আসে। হুমকির মুখে বাবা ছেলেকে সাব-রেজিস্টারের অফিসে নিয়ে জোর করে নিয়ে কোথাও বা কারোর কাছে অভিযোগ ও কেস করলে পরিবার-পরিজনসহ তাদের অবস্থাও নিতাই মুহুরীর মতো হবে বলে আলিম চেয়ারম্যান ও তার সন্ত্রাসীরা হুমকি দেয় ।

এ ব্যাপারে ভূমিমন্ত্রী, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপারসহ বিভিন্ন দপ্তরে দরখাস্ত দিয়ে আজও পর্যন্ত নিতাই মুহুরীকে উদ্ধার ও তাদের সম্পত্তি উদ্ধার এবং তাদের হুমকির ব্যাপারে কোন প্রতিকার পাননি সুদাম চন্দ্র বিশ্বাস। এ ঘটনায় সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে সুদাম বিশ্বাস প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। এ ঘটনায় বিএনপি নেতা আলিম

চেয়ারম্যান 'সংবাদ'কে জানান, তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। তাকে রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য এ অভিযোগ আনা হয়েছে। তিনি বলেন, নিতাই মুহুরী তার জমি বিক্রি করে ভারতে চলে গেছে। তার ভাই সুদাম জাল দলিল করে নিতাই মুহুরীর জমি দখলের চেষ্টা করছে। এ ব্যাপারে তিনি একটি সালিশ মীমাংসা করেছেন ।

সংবাদ, ২০ ডিসেম্বর ২০০৩

(২০৬৪)
নাজিরপুরে ক্যাডারদের ভয়ে সংখ্যালঘুরা এলাকা ছাড়া ৮৫ একর ঘেরের মাছ লুটকারীরা সদর্পে ঘুরে বেড়াচ্ছে

রঞ্জন বকসী নুপু, পিরোজপুর থেকে ঃ নাজিরপুরের বিএনপি সমর্থক মজিবর মোল্লা, শওকত মোল্লা ও সেরাজ মোল্লার ক্যাডারদের হুমকিতে সংখ্যালঘুরা এলাকায় থাকতে সাহস পাচ্ছে না। এদিকে চরবানীয়ারীর শরিকি ৮৫ একর সম্পত্তির ঘেরের মাছ লুট ও ধান বোনার সময় সন্ত্রাসীদের আক্রমণে আহত জমির মূল মালিকদের কোন অজ্ঞাত কারণে হাসপাতাল থেকে নাম কেটে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি এ ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত সন্ত্রাসীরা এখনও বীর দর্পে এলাকায় ঘুরে বেড়ালেও পুলিশ তাদের গ্রেফতার করছে না। তবে ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে চিতলমারী থানার পুলিশ ৫ জনকে আটক করে নাজিরপুর থানায় সোপর্দ করেছে।

এদিকে চরবানীয়ারীতে সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি আত্মসাতের চেষ্টার ঘটনাটিকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার জন্য শাসকদলীয় একটি মহল ওঠে পড়ে লেগেছে। তারা এ ঘটনাটিকে জমি বিরোধ বলে চালানোর চেষ্টা করলেও এলাকাবাসী বলেছে, এটি হিন্দুদের সম্পত্তি আত্মসাতের একটি পরিকল্পনা।

এ ঘটনার পরে পিরোজপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ও জামাত নেতা মাওলানা দেলোয়ার হোসেন সাঈদী গত ১৭ই ডিসেম্বর জেলা আইন-শৃঙ্খলা উন্নয়ন কমিটির সভায় এ ঘটনাটি একটি সাজানো ঘটনা বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি বলেন, এখানে কোন সাম্প্রদায়িকতা নেই। অথচ নির্যাতিত বিশ্বাস বাড়ির বৌ- ঝিরা এবং এলাকার পুরুষ ছেলেরা এখনও পালিয়ে বেড়াচ্ছে। সরেজমিনে গেলে, এলাকার মুক্তিযোদ্ধা মোতাহার হোসেন 'সংবাদ'কে বলেন, সরকারদলীয় কিছু লোকের সহায়তায় পার্শ্ববর্তী চিতলমারী থেকে একদল সন্ত্রাসী এসে এ ঘটনা ঘটিয়েছে।

সংবাদ, ২০ ডিসেম্বর ২০০৩

(২০৬৫)
ডোমারে প্রতিমা ভাঙচুর

ডোমার প্রতিনিধি ঃ নীলফামারীর ডোমার উপজেলায় প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। উপজেলার বোড়ানাড়ী ইউনিয়নের মাহিনজ বাজারের প্রায় শত বছরের পুরনো কালি মন্দিরের কালি প্রতিমা গত ১৭ ডিসেম্বর গভীর রাতে ও গত ১৪ ডিসেম্বর রাতে হলহলীয়া গ্রামের প্রতিমা দুর্বৃত্ত ভাঙচুর করেছে। এলাকাবাসী জানায়, বেতগারা গ্রামের অছির উদ্দিনের ছেলে আইজুল ইসলাম লাঠি দিয়ে এই দু'টি মন্দিরের প্রতিমা ভাঙচুর করেছে। প্রতিমা ভাঙচুরের কারণ জানা যায়নি। ডোমার থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সৈয়দ হোসেন সোরওয়ার্দী ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

আজকের কাগজ, ২০ ডিসেম্বর ২০০৩

(২০৬৬)
নাটোরে এক রাতে দুই গ্রামে ২৪ সংখ্যালঘুর বাড়িতে ডাকাতি গুলিতে ডাকাত নিহত

নাটোর, ২০ ডিসেম্বর, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ নাটোরের সিংড়ায় ফের গণডাকাতির শিকার হয়েছে ২৪ সংখ্যালঘু পরিবার। শুক্রবার রাতে সিংড়া সদর থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে সুকাশ ইউনিয়নের দু'টি গ্রাম লুটেরাদের হামলার শিকার হয়। সশস্ত্র ডাকাতরা বৃষ্টির মতো গুলিবর্ষণ করতে করতে গ্রাম দু'টিতে হানা দেয়। ডাকাতি প্রতিরোধের চেষ্টা করা হলে গুলিতে এক ডাকাত নিহত হয়েছে। এলাকার আতঙ্কগ্রস্ত নারীপুরুষ জানায় লুটপাটের নির্মম কাহিনী। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, ডাকাত দলে ছিল ৬৪ সশস্ত্র লুটেরা। রাত সাড়ে ১০টার দিকে তারা ঢোকে মাশিন্দা গ্রামে। এ গ্রামে তাদের হামলার শিকার হয় ১২টি বাড়ি। গ্রামে ঢুকেই লুটেরারা ১০ রাউন্ড গুলি চালিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। এসময় গুলিবিদ্ধ হয় নিরঞ্জন ও মনোরঞ্জন। পরে তাদের লুটপাটের শিকার হয় নিরঞ্জন, অতুল চন্দ্র জয়ৎ, কাঁচু, মোহন্ত সরকার, সুধীর চন্দ্র, বিভূতি সরকার, খোকন সরকার, অন্তিম, সুরেশ, নরেশ ও শন্তুনাথ সরকারের বাড়ি। লুটপাটে বাধা দেয়ায় মারপিটের শিকার হয়েছে পূর্ণিমা, বিনয়কুমার, করুণা, চন্দনা, সুধীর, অচিন্ত্য, অতুল ও বিপুল।

দুই ঘন্টা ধরে লুটপাট শেষে নরেশের হাত-পা বেঁধে লুটেরারা তাকে সঙ্গে নিয়ে যায় জিম্মি হিসাবে। হুমকি দেয়া হয়, কেউ তাদের পিছু নিলে নরেশকে হত্যা করা হবে। পরে নরেশকে গ্রাম থেকে অর্ধ কিলোমিটার দূরে ফসলের মাঠ থেকে উদ্ধার করা হয়। এরপর ডাকাতরা হানা দেয় বোয়ালিয়া গ্রামে। এ গ্রামেও ১২টি বাড়ি লুটেরাদের হামলার টার্গেট হয়। ডাকাতির শিকার মোহন্ত, নিখিল, প্রশান্ত, উপেন, নকুল, নিবেন, অনাদী, বাঞ্ছারাম, পলান, বিপদ, অতুল, বিপুলসহ এলাকার আতঙ্কগ্রস্ত নারীপুরুষ জানায়, গ্রামে ঢুকে লুটেরারা গুলিবর্ষণ করে। গুলিতে মাটির দেয়াল ঝাঁঝরা হয়ে যায়। এ গ্রামের প্রতিটি পরিবারের নারীপুরুষ মারপিটের শিকার হয়েছে। এ গ্রামে বৈধ অস্ত্র রয়েছে গোবিন্দ চন্দ্রের। ওই বাড়িতে হানা দিয়ে ডাকাতরা প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। জানালা ভেঙ্গে ডাকাতরা বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করলে বাড়ির ভিতর থেকে পাল্টা গুলিবর্ষণ করা হয়। এতে এক ডাকাত (৪০) নিহত হয়েছে। লুটেরার দল এ গ্রামে ঘণ্টাব্যাপী লুটপাট শেষে নিহত ডাকাতের লাশ ফেলেই এলাকা ত্যাগ করে। পুলিশ জানায়, নিহত ডাকাতের পরিচয় পাওয়া যায়নি।

এদিকে সিংড়ায় ধারাবাহিক গণডাকাতি হলেও পুলিশের আচরণে এলাকায় সৃষ্টি হয়েছে ক্ষোভ। গ্রামের গোবিন্দ চন্দ্রের বাড়ি থেকে ডাকাতি প্রতিরোধ করা হলেও গোবিন্দ চন্দ্র এখন রয়েছে জেলহাজতে। তাঁর বিরুদ্ধে তিনটি ডাকাতি মামলা রুজু করেছে পুলিশ। ডাকাত দলের সদস্য আখ্যা দিয়ে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে জেলহাজতে পাঠানোর ১৫ দিনের মাথায় ওই গ্রামটি গণলুটপাটের শিকার হলো।

পাবনা থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, পাবনার সুজানগর উপজেলার চর গোবিন্দপুর গ্রামে পুলিশের বেশ ধরে ডাকাতরা একটি বাড়িতে ডাকাতি করেছে। ডাকাতরা অর্ধলক্ষাধিক টাকার মাল লুট করে নেয়। শুক্রবার রাতে এ ঘটনা ঘটে। এ সময় ডাকাতদের প্রতিরোধ করতে গেলে দুজন আহত হয়।

নারায়ণগঞ্জ থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান শনিবার ভোরে সোনারগাঁও থানার কাঁচপুরে সোনালী মার্কেটে ৩টি জুয়েলারিসহ ৫টি দোকানে ডাকাতি হয়েছে। ২টি মাইক্রোবাসে আসা ২০/২২ ডাকাত দারোয়ানদের বেঁধে রেখে কলাপসিবল গেট ভেঙ্গে ৪২ ভরি স্বর্ণালঙ্কার, ৭১

হাজার টাকাসহ ৫ লাখ টাকার মাল লুট করে নিয়ে যায়। ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে নিজস্বসংবাদদাতা জানান, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পল্লীতে সশস্ত্র ডাকাতরা ৩টি বাড়ি ও দোকানে ডাকাতি করেছে। এ সময় একজন গুলিবিদ্ধসহ ৫ জন আহত হয়। শুক্রবার গভীর রাতে সদর উপজেলার সাতবর্গ গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। ডাকাতরা ১০ হাজার টাকা ও অন্যান্য মাল লুটতরাজ করে। গ্রামবাসী ডাকাতদের প্রতিরোধের চেষ্টা করলে ডাকাত দল এলোপাতাড়ি গুলি চালালে নৃপেন্দ্র চন্দ্র পাল (৩০) গুলিবিদ্ধ হয়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২১ ডিসেম্বর ২০০৩

(২০৬৭)
চট্টগ্রামে রাতের আঁধারে মন্দিরের জায়গা দখল নিয়ে সংঘর্ষ : আহত ১০

চট্টগ্রাম ব্যুরো ঃ চট্টগ্রাম মহানগরীর হাজারিগলি এলাকায় ২০০ বছরের পুরনো একটি মন্দিরের খালি জায়গা দখলের ঘটনাকে কেন্দ্র করে জনতার সঙ্গে সন্ত্রাসীদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে।

শুক্রবার রাত আড়াইটা থেকে ভোর সাড়ে ৫টা পর্যন্ত এ ঘটনা চলাকালে মহিলাসহ অন্তত ১০জন আহত হয়েছেন। স্থানীয় লোকজন ও ব্যবসায়ীরা অভিযোগ করেছেন, সন্ত্রাসীরা পুলিশের উপস্থিতিতেই বিতর্কিত জায়গাটি দখল করে নিয়ে তার চারপাশে ঘেরা দিয়ে দেয় এবং গেটে স্টিলের গ্রিল লাগিয়ে দেয়। গভীর রাতে স্থানীয় জনসাধারণ বিষয়টি জানতে পেরে ঘুম থেকে উঠে সন্ত্রাসীদের প্রতিরোধে এগিয়ে আসেন। প্রত্যক্ষদর্শী এবং স্থানীয় লোকজন জানান, নগরীর কোতোয়ালি থানাধীন হাজারিগলি এলাকায় প্রায় ২০০ বছর আগে 'জয়কালী মন্দির'টি প্রতিষ্ঠিত হয়। মন্দিরের পাশে 'বিনোদা ভবন নামে একটি ভবন ছিল। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এটি এমএ হান্নানসহ রাজনৈতিক নেতারা আড্ডাস্থল হিসেবে ব্যবহার করতেন। ভবনটি নির্মিত হয়েছিল ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে। ৮/৯ বছর আগে ব্যাংক ভবনটি নিলামে তুললে ফটিকছড়ির তৌহিদুল আলম চৌধুরী ভবনটি কিনে নিয়ে এর নামকরণ করেন 'চৌধুরী ভবন'। তিনি সেখানে কিছুদিন পুলিশি পাহারা বসানোর পর আনসার নিয়োগ দেন।

স্থানীয় লোকজন অভিযোগ করেন, তৌহিদুল আলম চৌধুরী ওই ভবনটি কিনে নেয়ার পর মন্দিরের আশপাশের জায়গা দখলে নেয়ার চেষ্টা করেন। মন্দির কমিটি (জয়মাতা বিগ্রহ) যুগ্ম জেলা জজ ফখরুদ্দিনের আদালতে (মামলা নং অপর ১৩০/৯৯) জায়গা দখলের বিরুদ্ধে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আবেদন জানিয়ে মামলা করেন। আদালত ওই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ২০০১ সালের ১৮ অক্টোবর এক আদেশে ন্যায়বিচারের স্বার্থে এবং মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বিরোধপূর্ণ ওই জায়গার ওপর 'স্থিতাবস্থা' জারি করেন (আদেশ নং-২৫)।

মন্দির কমিটি অভিযোগ করে, আদালতের ওই স্থিতাবস্থার আদেশ লংঘন করে শুক্রবার রাত আড়াইটার দিকে বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ২০/২৫ জনের একটি সন্ত্রাসী দল মন্দিরের জায়গা দখলের চেষ্টা করে। চৌধুরী ভবনের কেয়ারটেকার শাহাবউদ্দিনের নেতৃত্বে অস্ত্রধারীরা মন্দিরের পুরোহিত গৌরাঙ্গ প্রসাদ ভট্টাচার্যকে অস্ত্রের মুখে মন্দির থেকে বের করে এনে আটকিয়ে রাখে। এরপর ওয়েল্ডিং মেশিন দিয়ে ঝালাই করে মন্দিরের আশপাশ এলাকা গ্রিল লাগিয়ে দখল করে নেয়। সন্ত্রাসীদের এ তাণ্ডব দেখে আশপাশের লোকজন চিৎকার শুরু করলে হাজারিগলি এলাকার বাসিন্দা ও দোকানিরা দলে দলে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। অবস্থা বেগতিক দেখে সন্ত্রাসীরা বৈদ্যুতিক তার কেটে দেয়। ফলে পুরো এলাকা অন্ধকারে ডুবে যায়। এ সময় জনতার সঙ্গে সন্ত্রাসীদের ব্যাপক ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া হয়। সন্ত্রাসীদের এ তাণ্ডব চলাকালে কোতোয়ালি থানা পুলিশের ৪ সদস্যের একটি টহল দলও তাদের সঙ্গে যোগ দেয় বলে অভিযোগ ওঠে। এক পর্যায়ে উভয় পক্ষের মধ্যে ব্যাপক ইটপাটকেল নিক্ষেপ শুরু হলে সন্ত্রাসীরা পিছু হটে যায়। এ সময় বিক্ষুব্ধ জনতা মন্দির এলাকায় দেয়া স্টিলের ঘেরা তুলে ফেলে দেয়। খবর পেয়ে রাতে দাঙ্গা পুলিশ ঘটনাস্থল পৌছে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিচার্জ করে। এতে মহিলাসহ অন্তত ৮/১০ জন আহত হন। আহতদের মধ্যে রানা চৌধুরী

(১৬), সুমনের (১২) অবস্থা আশংকাজনক। তাদের চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ চট্টগ্রাম শাখা গতকাল এক বিবৃতিতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে পুলিশের ছত্রছায়ায় মন্দিরের জায়গা দখলের নিন্দা জানিয়েছে। বিবৃতিতে তারা বলেছেন প্রশাসনের দায়িত্ব যেখানে আদালতের আদেশ মান্য করা সেখানে তাদের উপস্থিতিতে আদালতের আদেশ অমান্য করার ফলে সাধারণ নাগরিকরা আজ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। তারা ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শাস্তির দাবি জানান।

যুগান্তর, ২১ ডিসেম্বর ২০০৩

(২০৬৮)
ডোমারে আবারও প্রতিমা ভাঙচুর ॥ সংখ্যালঘুদের মধ্যে ভীতি সৃষ্টি

নীলফামারী প্রতিনিধি ঃ নীলফামারীর ডোমার উপজেলায় আবারও প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। বুধবার রাতের আধারে অজ্ঞাতপরিচয় দুর্বৃত্তরা ডোমার উপজেলার বোড়াগাড়ি ইউনিয়নের বাকডোকরা গ্রামের মাহিগঞ্জ কালীমন্দিরে এ তাণ্ডব চালায়।

ডোমার থানা পুলিশের একটি সূত্র জানায়, তারা ওই গ্রামের দু'জন চৌকিদারের মাধ্যমে খবরটি পেয়েছেন। তারা এ ব্যাপারে অনুসন্ধান করে জানতে পারেন, গ্রামের আছির উদ্দিন নামে এক ব্যক্তির ছেলে এজাদুল মন্দিরে ঢুকে প্রতিমা ভেঙেছে। এজাদুলের মস্তিষ্ক বিকৃত বলে পুলিশের সূত্র জানায়। তবে ঘটনার পর থেকে গ্রামের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মাঝে ভীতির সৃষ্টি হয়েছে। তবে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত থানায় কোন মামলা রেকর্ড হয়নি।

উল্লেখ্য, এর আগে এই গ্রামের পাশের ডোমার সদর ইউনিয়নের ভূজারীপাড়া, জেলেপাড়া ও সন্নাশীপাড়ায় একের পর এক প্রতিমা ভাঙচুর হলে এ ব্যাপারে সংবাদসহ বিভিন্ন কাগজে খবর বের হওয়ার পর পুলিশ দায়সারাগোছের মামলা রেকর্ড করলেও ওই ঘটনাগুলোর হোতা বা প্রতিমা ভাঙচুরকারীদের দীর্ঘ ৬ মাসেও খুঁজে বের করতে পারেনি। মামলার অগ্রগতি না হওয়ায় ঘটনাগুলো ধামাচাপা পড়েছে। ফলে আবারো সেখানে প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনা ঘটল। এতে সংখ্যালঘুদের মাঝে ভীতি ছড়িয়ে পড়েছে।

সংবাদ, ২১ ডিসেম্বর ২০০৩

(২০৬৯)
পিরোজপুরে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের পর তিন ইউনিয়ন পুরুষশূন্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, পিরোজপুর ঃ সর্বহারা সদস্য ও ব্যবসায়ী সামশুল ইসলাম খোন্দকারের সীমাহীন অত্যাচারে তিনটি ইউনিয়ন বর্তমানে পুরুষশূন্য হয়ে পড়েছে। পাশাপাশি সর্বহারাদের প্রতিদ্বন্দ্বী দু'টি গ্রুপ এবং পুলিশী অভিযানে এলাকায় এখন ভীতি বিরাজ করছে। সমগ্র এলাকাই এখন থমথমে। অপরদিকে অপহৃত ব্যবসায়ী এবং তার সঙ্গী সুবোধ অপহরণের ৮ দিন পরেও পুলিশ তাদের উদ্ধার করতে না পারলেও শেখর (৩২) নামে এক সন্দেহভাজন সর্বহারা সদস্যকে আটক করে জেলহাজতে প্রেরণ করেছে।

স্বরূপকাঠি উপজেলার আটঘর-কুড়িয়ানা ইউনিয়নের আটঘর বাজার সংলগ্ন অন্য এক বাজার থেকে সর্বহারা পার্টি পরিমল সিকদার ওরফে খোকন মাস্টার গ্রুপের ক্যাডাররা ব্যবসায়ী ও সর্বহারা জিয়াউদ্দিন গ্রুপের সামশুল আলম ও তার সঙ্গী সুবোধকে প্রকাশ্যে অস্ত্রের মুখে অপহরণ করে নিয়ে যায়। অপহরণের সময় অপহরণকারীদের কাছে অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র থাকায় তাদের প্রতিহত করার জন্য কেউ এগিয়ে আসার সাহস পায়নি। এদিকে সামশুল আলম অপহরণ হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার ভগ্নিপতি সর্বহারা নেতা জাহাঙ্গীর খোন্দকার দলবল নিয়ে এলাকায় ত্রাসের রাজস্ব কায়েম করে। জাহাঙ্গীর সারেংকাঠি এবং সমুদয়কাঠি ইউনিয়নে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। তারা সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এ এলাকায় ঘরে ঘরে গিয়ে যুবকদের খোঁজ নেয় এবং মারধর করে। স্কুলের আশপাশে কোন এক দালানওয়ালা বাড়িতে অপহৃত সামশুল আলমকে আটক রাখা হয়েছে বলে একটি উড়ো টেলিফোনের ভিত্তিতে জাহাঙ্গীর খোন্দকারের ক্যাডাররা এ্যাডভোকেট চুনীলাল মণ্ডলের বাড়িতে হামলা চালায় এবং ব্যাপক ভাংচুর করে। শুক্রবার রাতব্যাপী তারা এলাকায় নারকীয় তাণ্ডব চালায়। এক পর্যায়ে অপহৃতকে নদীর পশ্চিম তীরে আনা হয়েছে অভিযোগে শুক্রবার সারা রাত নদীর পশ্চিম তীরের গুয়ারেখা ও সারেংকাঠি ইউনিয়নে ব্যাপক তল্লাশি চালিয়েও কোন ক্লু বের করতে পারেনি। এদিকে গতকাল শনিবার দুপুরে জাহাঙ্গীর খোন্দকার সমর্থিত একটি গ্রুপ সমুদয়কাঠিতে ঢুকে বিভিন্ন বাড়িতে তাণ্ডব চালায়।

এদিকে সর্বহারাদের আটক এবং অপহৃত ব্যবসায়ী সামশুল আলম উদ্ধার ও আইনশৃঙ্খলার উন্নতিকল্পে বৃহস্পতিবার রাতে বরিশাল, পিরোজপুর এবং ঝালকাঠির পুলিশ সুপার ও স্বরূপকাঠি, বানারীপাড়া এবং ঝালকাঠি সদরের ওসিদের সমন্বয়ে এক সভা স্বরূপকাঠি থানায় অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সিদ্ধান্তের পরেই সর্বহারা অধ্যুষিত এলাকায় ব্যাপক পুলিশী অভিযান চালানো হয়। কিন্তু এর পরেও পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি বলে এলাকাবাসীর অভিযোগ। ইতোমধ্যে জলাবাড়ি ইউনিয়নের বেশ কিছু পুরুষ লোক যুবকশ্রেণী পিরোজপুরে এসে তাদের আত্মীয় বাড়ি আশ্রয় নিয়েছে। ভুক্তভোগীরা জানিয়েছে, সর্বহারা নেতা খোকন মাস্টারের আস্থাভাজন ক্যাডার আশীষ বড়াল এলাকায় ত্রাস সৃষ্টি করছে। তার অত্যাচারে এলাকাবাসী পালিয়েও আত্মরক্ষা করতে পারছে না।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২২ ডিসেম্বর ২০০৩

(২০৭০)
ধর্মীয় স্বাধীনতা বিষয়ে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার সময় পুলিশ যথাসময়ে এগিয়ে আসে না

ইউএনবি ঃ মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের এক রিপোর্টে সব ধর্মের মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য বালাদেশের প্রশংসা করা হয়েছে। তবে রিপোর্টে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর অপরাধী চক্রের হামলার সময় পুলিশ যথাসময়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেয় না বলে এই বাহিনীর সমালোচনা করা হয়। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী দফতরের পঞ্চম বার্ষিক আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা বিষয়ক এই রিপোর্ট সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। এটি প্রকাশ করেছে পররাষ্ট্র দফতরের গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও শ্রম ব্যুরো। রিপোর্টের বাংলাদেশ চ্যাপ্টারে বলা হয়, বাংলাদেশের পুলিশ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় অকার্যকর। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর অপরাধী চক্রের হামলার সময় তারা যথাসময়ে সহায়তা নিয়ে এগিয়ে আসে না। বাংলাদেশ সরকার দাবি করছে, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর সহিংসতা রাজনৈতিক কারণে সংঘটিত হয়, ধর্মীয় কারণে নয়। কিন্তু মানবাধিকার কর্মীরা বলছেন, দেশটিতে ধর্মীয় সহিংসতা বেড়েই চলেছে।

রিপোর্টে আরও বলা হয় বাংলাদেশের সরকার ধর্মনিরপেক্ষ হলেও এখানে রাজনীতির ওপর ধর্মের রয়েছে বিরাট প্রভাব। আর সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের ব্যাপারে অত্যন্ত সংবেদনশীল। সমাজে বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের শান্তিপূর্ণ অবস্থান থাকায় বাংলাদেশে ধর্মীয় স্বাধীনতা রয়েছে। তবে মুসলমানদের হাতে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানদের বৈষম্যের শিকার হওয়ার ঘটনাও বেড়েই চলেছে।

রিপোর্টে আরও বলা হয়, রাজনৈতিক দলগুলোর বিদ্বেষপূর্ণ সম্পর্কের কারণে বাংলাদেশে মাঝে মধ্যে রাজনৈতিক সহিংসতা দেখা দেয়। যা কোন কোন ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান উত্তেজনার সৃষ্টি করে। রিপোর্টে আরও বলা হয়, মার্কিন সরকার ধর্মীয় স্বাধীনতার বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে আলোচনা করেছে। মানবাধিকার পরিস্থিতি উন্নয়নের সংলাপের অংশ হিসেবে এই আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। রিপোর্টে আরও বলা হয়, হিন্দু সম্প্রদায় সব সময়ই আওয়ামী লীগকে ভোট দেয়। ২০০১ সালের নির্বাচনের পর বিএনপি সমর্থকরা এই অপরাধে হিন্দুদের ওপর বিভিন্ন স্থানে হামলা চালিয়েছে বলে খবর বেরিয়েছে। এ ধরনের ঘটনায় হিন্দুরা হত্যা, ধর্ষণ ও নির্যাতনের শিকার হয়েছে। অবশ্য বিএনপি এসব খবরকে অতিরঞ্জিত বলে অভিহিত করেছে।

যুগান্তর, ২২ ডিসেম্বর ২০০৩

(২০৭১)
নাজিরপুরে সংখ্যালঘু নির্যাতন সাঈদী বলছেন সাজানো ঘটনা নির্যাতিতরা দেশত্যাগের কথা ভাবছেন

পিরোজপুর প্রতিনিধি ঃ জেলার নাজিরপুর উপজেলার চরবানিয়ারী গ্রামের সংখ্যালঘুদের ৮৫ একর জমির ঘেরের মাছ লুট এবং ধান বোনার সময় সরকার দলীয় সন্ত্রাসীদের হামলায় আহত জমির মালিকদের হাসপাতাল থেকে বাধ্যতামূলক নাম কেটে ভাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে চিতলমারী থানা পুলিশ পাঁচজনকে আটক করলেও মূল আসামিদের না ধরায় তারা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং জমির হিন্দু মালিকদের জীবননাশের হুমকি দিচ্ছে।

সদর আসনের সাংসদ দেলোয়ার হোসেন সাঈদী গত ১৭ ডিসেম্বরের আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভায় ঘটনাটিকে সাজানো নাটক বলেছেন। জেলা প্রশাসক এবং পুলিশ সুপার সরজমিনে পরিদর্শন করে বলেছেন, বাগেরহাট জেলাধীন চিতলমারী এলাকা থেকে একদল লোক এ হামলা করেছে। সরকারি দলের নেতারা বলছেন, সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করতে শেখ হেলালের লোকজন এ হামলা চালিয়েছে। অথচ, সরকারি দলে নব্য মজিবর রহমান মোল্লা শতাধিক সন্ত্রাসী নিয়ে গত রোববার সকালে বানিয়ারী গ্রামের বিশ্বাসদের ঘেরে এবং বাড়িতে হামলা চালায়। মজিবর মোল্লার সহযোগী চিতলমারী উপজেলার সন্তোষপুর ইউ. চিহ্নিত সন্ত্রাসী ও বিএনপি সমর্থক টিকু মল্লিক, মতলেব মল্লিক, ফারুক মল্লিক, সেকেন্দার মল্লিক, হাসেম মল্লিক সহ সকলেই সরকারি দলের সমর্থক।

তথ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব জগদিশ বিশ্বাসের বাবা নগেণ বিশ্বাস ও মা চপলা বিশ্বাস জানান, উক্ত সন্ত্রাসীরা দীর্ঘদিন ধরে তাদের শরিকি সম্পত্তি দখল করার জন্য গণ্ডগোল করে যাচ্ছে।

সন্ত্রাসী হামলায় আহত হয় রসময় বিশ্বাস (৬০), কৃষ্ণ বিশ্বাস (১৮) বকুল রানী (২৬), সঙ্গীতা বিশ্বাস (২২), ঝর্ণা রানী (২০), কমলেশ বিশ্বাস (৩০), রিনা বিশ্বাস (৩০) ও জয়ন্ত বিশ্বাসকে (২৫) হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও সুস্থ হওয়ার আগেই তাদের নাম কেটে দিয়ে হাসপাতাল থেকে বিদায় করে দেওয়া হয়েছে।

সাংসদ প্রশাসন সরকারি দলের ভাষ্য যাই হোক না কেন নাজিরপুরের সংখ্যালঘুরা চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। কেউ কেউ দেশত্যাগের কথাও ভাবছেন বলে জানা যায়।

সংখ্যালঘুদের ওপর একের পর এক এমন হামলা-অত্যাচার চলতে থাকলে এসব অঞ্চলে ভবিষ্যতে কোনো সংখ্যালঘু বসবাস করতে পারবেন না বলে হিন্দু সম্প্রদায় মত প্রকাশ করে।

ভোরের কাগজ, ২২ ডিসেম্বর ২০০৩

(২০৭২)
গাজীপুরে সংখ্যালঘুর ৪টি দোকানে সন্ত্রাসীদের অগ্নিসংযোগ

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) সংবাদদাতা ঃ গাজীপুরের কালিয়কৈর উপজেলার বোয়ালী ইউনিয়নের সোনাতলা বাজারে দাবিকৃত চাঁদা না পেয়ে সন্ত্রাসীরা এক সংখ্যালঘুর চারটি দোকান আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, এলাকার চিহ্নিত একদল সন্ত্রাসী সোনাতলা গ্রামের ঈশ্বরচন্দ্র বর্মণের কাছে ১০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। কিন্তু তিনি চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় সন্ত্রাসীরা সোনাতলার টিনশেড মার্কেটে ঈশ্বরচন্দ্রের চারটি দোকানে আগুন ধরিয়ে দেয়। এতে নগদ টাকাসহ ২ লক্ষাধিক টাকার মালামাল ভস্মীভূত হয়েছে। অগ্নিকাণ্ডে মোঃ রুবেল মিয়া (২০) নামে একজন গুরুতর আহত হয়।

এ ব্যাপারে কালিয়াকৈর থানায় যোগাযোগ করা হলে কর্তব্যরত অফিসার জানান, এ ধরনের কোনো ঘটনা সম্পর্কে তিনি অবহিত নন।

প্রথম আলো, ২৩ ডিসেম্বর ২০০৩

(২০৭৩)
নিরাপত্তা হেফাজতের জন্য আদালতে প্রেরণ সোনারগাঁওয়ে ১০ দিন আটকে রেখে স্কুলছাত্রীকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করেছে জামাত নেতা

আমির হুসাইন স্মিথ, সোনারগাঁও থেকে ঃ সংখ্যালঘু স্কুলছাত্রীকে জোরপূর্বক ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করে ১০ দিন ধরে আটক রেখেছে এক জামাত নেতা। পুলিশ স্কুলছাত্রীকে উদ্ধার করে নিরাপত্তা হেফাজতে দেয়ার জন্য আদালতে প্রেরণ করেছে। এ ঘটনায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। ঘটনাটি ঘটেছে সোনারগাঁও উপজেলার সাদিপুর ইউনিয়নের নানাখী গ্রামে।

জানা গেছে, উপজেলার সাদিপুর ইউনিয়নের নানাখী গ্রামের সাদিপুর উচ্চবিদ্যালয়ের এসএসসি পরীক্ষার্থীনি সুমিতা রায়কে (১৫) ১২ই ডিসেম্বর সাদিপুর মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল ও জামাতে ইসলামী বাংলাদেশ সোনারগাঁও উপজেলা (উত্তর) শাখার আমির মওলানা আবু জাফর মো. আতাউল্লাহ বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে ফুঁসলিয়ে কলেমা পড়িয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করায়।

এ ঘটনা স্কুলছাত্রী সুমিতা রায়ের মা-বাবা শুনে ওইদিনই পুলিশকে জানালে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছার আগেই মওলানা আতাউল্লাহ রাতের আঁধারে তার মেয়ের সঙ্গে অন্যত্র পাঠিয়ে দেয়। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও সুমিতাকে না পেয়ে তার বাবা-মা প্রশাসন ও রাজনীতিক নেতাদের কাছে গিয়ে মওলানা আতউল্লাহর দৃষ্টান্ত-মূলক শাস্তি দাবি এবং মেয়েকে ফিরে পাওয়ার জন্য আবেদন জানান।

পরে রোববার সিদ্ধিরগঞ্জ থানা পুলিশ মওলানা আতাউল্লাহ সুমিতা রায়কে সিদ্ধিরগঞ্জের মওলানা আতাউল্লাহর এক আত্মীয়ের বাসা থেকে উদ্ধার করে সোনারগাঁও থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে।

স্কুলছাত্রী সুমিতা রায়ের মা শিখা রায় (৪০) জানান সুমিতার বাবা সাদিপুর মাদ্রাসার ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক। মওলানা আতাউল্লাহ ওই মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল হওয়ার কারণে তাদের বাসায় প্রায়ই আসা-যাওয়া করত। গত একমাস ধরে মওলানা আতাউল্লাহ তার

মেয়েকে ডেকে নিয়ে প্রায় কথা বলত এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে আল্লাহ পরীক্ষায় পাস করিয়ে দেবে বলে পরামর্শ দিত।

শিখা রায় আরও জানান, ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার জন্য মওলানা আতাউল্লাহ ১০ দিন আটক রেখে আমার মেয়েকে হত্যার হুমকি দিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করেছে। আমরা এর বিচার চাই। এ ব্যাপারে মওলানা আবু জাফর আতাউল্লাহ জানান, তিনি সুমিতাকে জোরপূর্বক ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করেননি। মেয়েটি নিজে ইচ্ছা পোষণ করায় তিনি তাকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করান।

এদিকে সোমবার সকালে সোনারগাঁও থানায় গিয়ে দেখা যায়, জামাত ইসলামী সোনারগাঁও (উত্তর) শাখার আমীর মওলনা আতাউল্লাহ, দক্ষিণ শাখার আমির আজগর আলী, মওলানা আতাউল্লাহর মেয়ে আফরোজা ও অর্ধশতাধিক জামাত নেতা কর্মীদের। তারা সুমিতা রায়ের মা-বাবাকে মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে দেয়নি। পুলিশ হেফাজতে থাকা সুমিতা রায় জানায়, সবই তার ভাগ্য। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করায় সে এখন তাওহিদা আক্তার সোমাইয়া নাম নিয়েছে। এ ব্যাপারে সোনারগাঁও থানার ওসি নাসিরউদ্দিন আহাম্মেদ চৌধুরী জানান, মেয়েটিকে নিরাপত্তা হেফাজতে প্রেরণের জন্য আদালতে আবেদন জানানো হয়েছে।

সংবাদ, ২৩ ডিসেম্বর ২০০৩

(২০৭৪)
গোপালগঞ্জের ৪টি মন্দিরে চুরি

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি ঃ গোপালগঞ্জ শহরে গত ১৯ ডিসেম্বর ৪টি মন্দিরে চুরি সংঘটিত হয়েছে। চোরেরা এসব মন্দিরের গ্রীল ভেঙে টাকা, স্বর্ণালংকারসহ সমস্ত মালামাল নিয়ে গেছে।

জানা গেছে, ঘটনার রাতে চোরেরা শহরের মিয়া পাড়ার গণেশ দাসের বাড়ির গোবিন্দ মন্দিরের গ্রীল কেটে ২০ টি সোনার টিপ, ১টি কপালের টিপ, ২টি কানের দুল, ১ খানা কাশি ও নগদ ২ হাজার টাকা নিয়ে যায়। অপরদিকে সাহাপাড়ার কৃষ্ণপদ কুড়ির বাড়ির গোবিন্দ মন্দির থেকে ঠাকুরের গায়ে প্রায় ১ভরি ওজনের বিভিন্ন স্বর্ণালংকার, ১টি কষ্টিপাথরের শিবলিঙ্গ, ১টি বাইসাইকেলসহ সমস্ত মালামাল নিয়ে যায়। এছাড়া ওই রাতে সাহাপাড়ার বৈদ্যনাথ সাহার বাড়ির মনসা মন্দিরেও চোরেরা হামলা চালায় এতে এলাকার লোকজন টের পেয়ে যাওয়ায় চোরেরা কিছু নিতে পারেনি।

এর আগে ১৫ ডিসেম্বর শহরের মিয়া পাড়ার নিমাইভক্তর বাড়ির মনসা মন্দিরের গ্রীল কেটে চোরেরা ১ কেজি ওজনের রুপার ১টি চুড়ি, টিপ, টিকলীসহ দেড় ভরি সোনা চোরেরা নিয়ে যায়। এবং ওই পাড়ার প্রফুল্ল্য আঢ্যর বাড়ির মনসা মন্দিরের মূর্তির টিকলী, নথ, টিপসহ ১টি চাঁদর নিয়ে যায়। এসব মন্দিরের চুরির ঘটনা ঘটায় ধর্মপ্রাণ হিন্দুদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া ও আতংক সৃষ্টি হয়েছে।

আজকের কাগজ, ২৪ ডিসেম্বর ২০০৩

(২০৭৫)
পাটিয়ায় মন্দিরের ৩টি মূর্তি ভেঙে ফেলেছে দুর্বৃত্তরা

চট্টগ্রাম ব্যুরো ঃ পটিয়া উপজেলার গোবিন্দরখিল রক্ষাকারী মন্দিরের ৩টি মূর্তি ভেঙে ফেলেছে দুর্বৃত্তরা। সোমবার রাতের আঁধারে অজ্ঞাতনামা দুর্বৃত্তদল হানা দিয়ে জানালার গ্রিল ভেঙে প্রবেশ করে মন্দিরে রক্ষিত কালী, মনসা এবং জলকুমারীর মূর্তি ভেঙে চুরমার করে দেয়। সকালে এলাকার হিন্দু সম্প্রদায় মন্দিরে মূর্তি ভাংচুর ও তাণ্ডব দেখে বিস্মিত হয়।

যুগান্তর, ২৪ ডিসেম্বর ২০০৩

(২০৭৬)
পটিয়ার রক্ষা কালীমন্দিরে দুর্বৃত্তদের তাণ্ডব, ৩টি প্রাচীন মূর্তি ভাঙচুর

চট্টগ্রাম অফিস ঃ পটিয়ার ঐতিহ্যবাহী রক্ষা কালী বাড়িতে সোমবার রাতে একদল সন্ত্রাসী তাণ্ডবলীলা চালিয়ে মন্দিরের তিনটি প্রাচীন মূর্তি ভেঙে ফেলেছে। এনিয়ে স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। মূর্তি ভাঙচুরকারীদের অবিলম্বে গ্রেফতার এবং শাস্তির দাবিতে প্রশাসনের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে।

জানা গেছে, সোমবার মধ্যরাতে পটিয়া গোবিন্দের খীল গ্রামের রক্ষা কালীবাড়ির জানালা ভেঙে সন্ত্রাসীরা মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করে ব্যাপক তাণ্ডবলীলা চালায়। সন্ত্রাসীরা এসময় বহু প্রাচীন মনসা দেবী, কালী এবং জ্বালা কুমারী দেবীর তিনটি মূর্তি ভেঙে ফেলে। এছাড়া মন্দিরের অন্যান্য জিনিসপত্রও ভাঙচুর করা হয়। তবে মূর্তিগুলোর সঙ্গে থাকা বিপুল পরিমাণ স্বর্ণালঙ্কার সন্ত্রাসীরা নেয়নি বলে সূত্র জানায়।

সকালে গ্রামবাসী মন্দিরের ভিতরে ভাঙাচোরা অবস্থায় মূর্তিগুলোকে দেখে তাৎক্ষণিকভাবে পটিয়া থানাকে অবহিত করে। এরপর বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী এই মূর্তি ভাঙার ঘটনার বিচার এবং সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের দাবিতে মিছিল করে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে স্মারকলিপি পেশ করে। ঐতিহ্যবাহী মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করে প্রাচীন মূর্তি ভেঙে ফেলার ঘটনায় উত্তেজনা ও আতঙ্ক বিরাজ করছে। এই ব্যাপারে মন্দির কমিটির সভাপতি হরিপদ ধর বাদী হয়ে পটিয়া থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন।

ভোরের কাগজ, ২৪ ডিসেম্বর ২০০৩

(২০৭৭)
বাঁশখালীতে আরো ২টি দুর্ধর্ষ ডাকাতি

বাঁশখালী (চট্টগ্রাম) থেকে সংবাদদাতা ঃ গত মঙ্গলবার শেষরাতে বাঁশখালী থানার অদূরবর্তী দু'টি গ্রামে পর পর দু'টি ডাকাতির ঘটনায় ডাকাত দল স্বর্ণালঙ্কারসহ একলক্ষাধিক টাকার মালামাল নিয়ে যায়। ২০/২৫ জনের অস্ত্রধারী ডাকাতদল প্রথমে রাত ২টায় থানা থেকে ৫০ গজ দূরে প্রধান সড়ক সংলগ্ন ডা. নারায়ণ দাশের ভাড়া বাড়ীতে হানা দেয়। সেখানে আমেরিকা প্রবাসী দীনু সেনগুপ্ত এবং এম আর রতনের বাসা থেকে ৯ ভরি স্বর্ণালঙ্কারসহ প্রায় এক লক্ষ টাকার মালামাল নিয়ে যায়। এ দু'টি বাসায় ডাকাতিকালে ডাকাত থানা পুলিশ ম্যানেজ করে এসেছে বলে গৃহবাসীদের নিকট দাবী করে। সেখান থেকে ডাকাত দল রাত আড়াইটায় অদূরবর্তী আশরাডিয়া পাড়ায় ছৈয়দ আহমেদের বাড়ীতে হানা দিয়ে একটি ঘর থেকে ১০ হাজার টাকা মূল্যের স্বর্ণালঙ্কার হাতিয়ে নেয়। এ সময় পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে লোকজন এগিয়ে আসলে ডাকাত দল পালিয়ে যায়।

দৈনিক ইত্তেফাক, ২৫ ডিসেম্বর ২০০৩

(২০৭৮)
তালায় সংখ্যালঘু পরিবারে হামলা অগ্নিসংযোগ, লুট

সাতক্ষীরা থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ তালায় সন্ত্রাসীরা এক বাড়িতে হামলা চালিয়ে বাড়িঘর ভাঙচুর ও লুটপাট করে বসতঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। এতে কমপক্ষে ৬ জন আহত হয়েছে।

এলাকাবাসী জানায়, তালার জিয়ালা পলতা গ্রামের নিমাই কৃষ্ণ ঘোষের বাড়িতে সোমবার একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী হামলা চালায়। সন্ত্রাসীরা মুহুর্মুহু বোমা ও গুলি ছুড়ে এলাকায় ত্রাস সৃষ্টি করে নিমাইয়ের বাড়িঘর ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে। এ সময় সন্ত্রাসীরা নগদ টাকা ও স্বর্ণালঙ্কারসহ ২ লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুট করে।

সংবাদ, ২৫ ডিসেম্বর ২০০৩

(২০৭৯)
সুবল দাস জীবনের নিরাপত্তা চান

চাঁদপুর প্রতিনিধি ঃ পাক হানাদারদের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করতে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন সুবল দাস। যে দেশের জন্য জীবনবাজি রেখে যুদ্ধ করেছিলেন এখন সে দেশেই নেই তার নিরাপত্তা। সন্ত্রাসীদের ভয়ে তাকে এখন সবপরিবারে আতঙ্কে দিন কাটাতে হচ্ছে।

চাঁদপুরের পুরানবাজার হাজি শরীয়তউল্লাহ রোডের বাসিন্দা সুবল দাস ১৯৭১ সালে নবেম্বর মাসে যুদ্ধে যোগ দেন। যুদ্ধের সময় পাকিস্তানি মর্টার শেলের আঘাতে তিনি গুরুতর আহত হন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর নিরক্ষর সুবল দাস পুরানবাজারে একটি রিকশা ও সাইকেলের গ্যারেজে কাজ শুরু করেন। এর মধ্যে সংসার পাতেন তিনি। ১৯৮০ সালে হাজি শরীয়ত উল্লাহ রোডে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তাকে সরকারের পক্ষ থেকে ৭ শতাংশ জমি দেওয়া হয়। সেখানে ঘর তুলে তিনি স্ত্রী ও তিন সন্তান নিয়ে এতদিন শান্তিতে বসবাস করে আসছিলেন।

কয়েকদিন আগে এলাকার বখাটে মাস্তানরা জোরপূর্বক তার ঘরে নেশা ও জুয়ার আসর বসায়। এতে বাধা দিলে গত ১৩ ডিসেম্বর ৮-১০ জন উচ্ছৃঙ্খল যুবক সুবল দাস ও তার স্ত্রী ঝুলন রানী দাসকে মারধর করে এবং ঘরের আসবাবপত্র ভাঙচুর করে। এ ব্যাপারে ওই রাতেই চাঁদপুর থানায় লিখিত অভিযোগ করা হয়।

সন্ত্রাসীরা এ খবর পেয়ে এখন সুবল দাস ও তার পরিবারকে বিভিন্নভাবে প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছে। সুবল দাস এ প্রতিনিধিকে জানান, তিনি নিরাপত্তা চান, চান শান্তিতে বসবাস করতে।

প্রথম আলো, ২৬ ডিসেম্বর ২০০৩

(২০৮০)
নাটোরে হিন্দুবৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের অভিযোগ
গণডাকাতি, চাঁদাবাজি ও পুলিশের হয়রানিতে সংখ্যালঘুরা আতঙ্কিত

নাটোর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গণডাকাতি, চঁদাবাজি আর পুলিশি হয়রানি, নির্যাতনের কারণে নাটোরের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মধ্যে চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে। দায়ী ব্যক্তিদের গ্রেফতার না করা এবং স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে অপরাধীদের সখ্যের কারণে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। সন্ত্রাসীরা অধিকতর উৎসাহিত হয়ে পরিকল্পিতভাবে একের পর এক সংখ্যালঘু বাড়িতে হানা দিচ্ছে। চিহ্নিত সন্ত্রাসী-চাঁদাবাজ আর ডাকাতদের গ্রেফতার না করে পুলিশ উলটো সংখ্যালঘু পরিবারের নিরীহ লোকদের গ্রেফতার করে একাধিক ডাকাতি মামলায় জড়িত করে চালান দিচ্ছে, চাঁদা ধরা হচ্ছে গ্রাম-গঞ্জের সংখ্যালঘু লোকদের। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ চায় নাটোরের সংখ্যালঘুরা। বুধবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে এসব অভিযোগ করেন হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নেতৃবৃন্দ। নাটোর বারে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন পরিষদের রাজশাহী বিভাগীয় সম্পাদক অ্যাডভোকেট সুশান্ত ঘোষ, পূজা উদযাপন পরিষদের জেলা শাখার সেক্রেটারি অ্যাডভোকেট সুখময় প্রমুখ।

সম্মেলনে বলা হয়, সিংড়ার বসন্তপুর, উদীশা, মাসিন্দা, বেলগাড়ি, বোয়ালিয়া হাতিয়ানদহ, লালপুরের নন্দরায়পুর, বাগাতিপাড়ার কৃষ্ণপুর গ্রামসহ এক বছরে ৯৫টি সংখ্যালঘু পরিবারের বাড়িতে গণডাকাতি হয়েছে এর মধ্যে শুধুমাত্র সিংড়াতে ৭৭টি সংখ্যালঘু পরিবারে গণডাকাতি হয়েছে। সিংড়ার ইটালি ইউনিয়নের সোনাপাতিল গ্রামে ডাকাতির ঘটনায় ডাকাত টিপটিপসহ অনাদের শনাক্ত করে এজাহার করা সত্ত্বেও গ্রেফতার করা হয়নি, সম্প্রতি বোয়ালিয়া মাসিন্দা গ্রামের গোবিন্দ, ধীরেন ও শুশিনকে পুলিশ গ্রেফতার করে ৩টি ডাকাতি মামলা দিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে। পুলিশ প্রকৃত ঘটনাকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। সম্মেলনে আরও অভিযোগ করা হয়, সন্ত্রাসী কর্তৃক সিংড়ার গ্রামাঞ্চলে তালিকা তৈরি করে চাঁদা দাবি করা হচ্ছে। একদিকে চাঁদাবাজি, অন্যদিকে পুলিশি হয়রানি আর গ্রেফতারের ভয়ে লোকজন রাতে বাড়িতে থাকছে না। বিএনপির এক নেতা ও ইউপি চেয়ারম্যান বজলুর রহমান বাচ্চুর দায়েরকৃত চাঁদাবাজির মিথ্যা মামলায় পুলিশ পাকুরিয়া গ্রামের নিমাইকে গ্রেফতার করেছে। অথচ চাঁদাবাজির যে তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে মামলায় এর আগে থেকেই নিমাই হাজতে আছে। পুলিশ তাকে ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করে। সম্মেলনে আরও বলা হয়, ডাকাতদের সঙ্গে পুলিশের সখ্য আর তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেয়ায় সিংড়ায় ডাকাত মুকুলের হাতে খুন হয় পুলিশের এসআই আমজাদ। সম্মেলনে সংখ্যালঘুদের জান-মারের নিরাপত্তা দাবি করা হয়।

সংবাদ, ২৬ ডিসেম্বর ২০০৩

(২০৮১)
বোয়ালমারীতে নির্বাচনোত্তর সহিংসতায় সহযোগিতার অভিযোগ
বিভাগীয় মামলায় ওসির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়ায় সংখ্যালঘু পরিবারকে দেশ ত্যাগের হুমকি

মধুখালী (ফরিদপুর) থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বোয়ালমারী উপজেলায় ১লা অক্টোবরের (২০০১) নির্বাচনের পর ক্ষমতার অপব্যবহার, সংখ্যালঘু পরিবার, বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের নির্যাতন, হয়রানির সহযোগিতাসহ নির্যাতনকারীদের অভিযোগ গ্রহণ না করার অভিযোগে বোয়ালমারী থানার সাবেক ওসি এবং বর্তমানে ভোলা জেলায় কর্মরত আমজাদ হোসেনের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু হয়েছে। বিভাগীয় মোকদ্দমায় ওই ওসির কথামত তার পক্ষে সাক্ষ্য না দেয়ায় এক সংখ্যালঘু পরিবারকে জীবননাশের হুমকিসহ দেশত্যাগের হুমকি প্রদানের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ব্যাপারে সংখ্যালঘু ওই পরিবারটির পক্ষে থেকে তদন্তকারী কর্মকর্তা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শরীয়তপুরকে জানানো হয়েছে।

জানা গেছে, বোয়ালমারী উপজেলার ঘোষপুর ইউনিয়নের লঙ্কারচর গ্রামের বিধান রায়ের কাছে পাট বিক্রির সময় আতিয়ার মেম্বার চাঁদা দাবি করে। চাঁদা না দিলে দেশছাড়া করা হবে মর্মে হুমকি দিয়ে যায়। এ ব্যাপারে বিধান রায় তার ও তার পরিবারের নিরাপত্তা চেয়ে বোয়ালমারী থানায় ২৬শে মে ০২ তারিখে ৭৯৬ নম্বর একটি জিডি এন্ট্রি করে; কিন্তু জিডি অনুযায়ী তাকে নিরাপত্তা দূরে থাক, জিডি প্রত্যাহার না করায় আতিয়ার মেম্বারগং বিধান রায়কে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে এবং রড দিয়ে পিটিয়ে হাত-পা, ২টি দাঁত ভেঙে দেয়। সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে বিধান রায় বাদি হয়ে মামলা দিলেও বোয়ালমারী থানার ওসি আমজাদ হোসেন মামলা গ্রহণ না করে বরং সন্ত্রাসীদের সঙ্গে আপোস করে ফেলতে বলেন। এ বিষয়ে দৈনিক 'সংবাদ'-এ ১১ই জুলাই ০২ তারিখে ছবিসহ একটি প্রতিবেদন ছাপা হয়। এছাড়া প্রবীণ স্কুল শিক্ষক আব্দুর রউফ মাস্টার ভিটেমাটি ছেড়ে সন্ত্রাসীদের ভয়ে পালিয়ে গেছে, থানা মামলা গ্রহণ করেনি মর্মেও আরেকটি প্রতিবেদন 'সংবাদ' এ ছাপা হলে ওসি আমজাদ হোসেনের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু হয়। মামলা নং-৫৯/০৩। ওই মোকদ্দমায় বিধান রায় গং তদন্তকারী কর্মকর্তা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শরীয়তপুর ৪ঠা ডিসেম্বর সাক্ষ্য দিতে গেলে ওসি আমজাদ হোসেন বিধান রায়কে তারপক্ষে সাক্ষ্য দিতে বলেন। বিধান রায় রাজি না হওয়ায় ওসি আমজাদ হোসেন ও তার সঙ্গে থাকা সন্ত্রাসীরা বিধান রায়কে জীবননাশের হুমকিসহ দেশত্যাগের হুমকি দিলে বিধান রায় এ ব্যাপারে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শরীয়তপুর (বিভাগীয় মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা) বরাবর ওই দিনই লিখিত অভিযোগ দাখিল করেন। এদিকে একদল অপরিচিত ব্যক্তি বিধান রায়ের গ্রামের বাড়ি লঙ্কারচর গ্রামে এসে ওসির বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রত্যাহার করার জন্য হুমকি দিচ্ছে বলে জানা গেছে।

সংবাদ, ২৬ ডিসেম্বর ২০০৩

(২০৮২)
গোপালগঞ্জে ৪টি মন্দিরে চুরি ॥ কষ্টিপাথরের মূর্তি স্বর্ণালঙ্কার লুট

গোপালগঞ্জ থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গোপালগঞ্জ শহরের ৪টি মন্দিরে চুরি হয়েছে। চোররা এসব মন্দিরের গ্রিল ভেঙে প্রণামীর টাকা, স্বর্ণালঙ্কারসহ মালামাল নিয়ে গেছে। এ ঘটনা ঘটেছে ১৯শে ডিসেম্বর রাতে।

জানা গেছে, গভীর রাতে চোররা শহরের মিয়াপাড়ার গণেশ দাসের বাড়ির গোবিন্দ মন্দিরের গ্রিল কেটে ২০টি সোনার টিপ ১টি কপালের টিপ, ২টি কানের দুল, ১ খানা কাশি, নগদ ২ হাজার প্রণামীর টাকা এবং সাহাপাড়ার কৃষ্ণপদ কুড়ির বাড়ির গোবিন্দ মন্দির থেকে ঠাকুরের গায়ের প্রায় ১ ভরি ওজনের বিভিন্ন স্বর্ণলঙ্কার, ১ট কষ্টি পাথরের শিবলিঙ্গ, ১টি বাইসাইকেলসহ মালামাল নিয়ে যায়। এছাড়া ওই রাতে সাহাপাড়ার নাথ সাহার বাড়ির মনসা মন্দিরেও চোররা হামলা চালায়। তবে লোকজন টের পেয়ে যাওয়ায় কিছু নিতে পারেনি তারা।

অন্যদিকে ১৫ই ডিসেম্বর শহরের মিয়াপাড়ার নিমাই ভক্তর বাড়ির মনসা মন্দিরের গ্রিল কেটে চোররা ১ কেজি ওজনের রূপার ১টি চুঁড়া, টিপ, টিকলি, চুরি, দুলসহ দেড় ভরি ওজনের সোনা, ১টি শাল-চাদর এবং ওই একই পাড়ার প্রফুল্ল আচার্যের বাড়ির মনসা মন্দিরের মূর্তির টিকলি, নথ, টিপসহ বিভিন্ন স্বর্ণালঙ্কার ও ১টি চাদর নিয়ে যায়। এসব মন্দিরের এই চুরির ঘটনায় ধর্মপ্রাণ হিন্দুদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া ও আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

সংবাদ, ২৭ ডিসেম্বর ২০০৩

(২০৮৩)
পূজা উদযাপন পরিষদের সম্মেলনে বিপ্লবী বিনোদবিহারী
দেশ ছেড়ে যাবেন না, খুন্তি কুড়াল নিয়েই রুখে দাঁড়ান

কাগজ প্রতিবেদক ঃ দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পর জোট সরকারের সীমাহীন নির্যাতন ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন চট্টলার বীর বিপ্লবী বিনোদ বিহারী চৌধুরী। তিনি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করে বলেন, শত নির্যাতন সত্ত্বেও এদেশ ছেড়ে যাবেন না। মনে রাখবেন, এই দেশ আমার। আমার জন্মভূমিকে রক্ষার দায়িত্ব আমার। আমাদের অস্ত্র নেই। কিন্তু ঘরে ঘরে দা, খুন্তি, কুড়াল রয়েছে। ঐক্যবদ্ধভাবে তা নিয়েই রুখে দাঁড়াতে হবে এই নির্যাতনের বিরুদ্ধে।

রাজধানীর ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের দ্বি-বার্ষিক জাতীয় সম্মেলন থেকে গতকাল শুক্রবার বিপ্লবী বিনোদ বিহারী চৌধুরী এই আন্দোলনের ডাক দেন। পরিষদের সভাপতি অনিল চন্দ্র নাথের সভাপতিত্বে উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন প্রধান অতিথি মেজর জেনারেল (অব.) সি আর দত্ত বীরউত্তম, পরিষদের প্রবীণ নেতা বিমল রায় চৌধুরী, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নিমচন্দ্র ভৌমিক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরিষদের নেতা ডা. দীলিপ কুমার সরকার, মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটির সভাপতি স্বপন কুমার সাহা প্রমুখ।

এর আগে কবুতর ও ফেস্টুন সংবলিত বেলুন উড়িয়ে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন বিপ্লবী বিনোদ বিহারী চৌধুরী, জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন যথাক্রমে মেজর জেনারেল (অব.) সি আর দত্ত ও অনিল চন্দ্র নাথ। এ সময় পরিষদের কণ্ঠশিল্পীরা জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

সম্মেলনের উদ্বোধক বিপ্লবী বিনোদ বিহারী চৌধুরী বলেন, এই রাষ্ট্র আমাদের জন্মভূমি। তাই সমস্ত স্বাধীনতা নিয়ে এখানে বাস করতে চাই আমরা। সরকারের কাছে এ আমাদের ভিক্ষা নয়, ন্যায্য দাবি। তিনি আরো বলেন, সনাতনী হিন্দু ধর্মই পারবে রাষ্ট্র শাসন করতে। বর্তমান সরকার ব্যর্থ। আমরা জানি কী করে মরতে হয়। মরে মরে দেশকে জাগাবো আমরা।

মেজর জেনারেল (অব.) সি আর দত্ত বীরউত্তম দেশত্যাগে বাধ্য করার জন্য হিন্দু নিধন করা হচ্ছে বলে দাবি করেন। তিনি বলেন, শুধু শারীরিকভাবে নির্যাতনই নয়— মঠ, মন্দির ভেঙে ফেলা হচ্ছে। জোর করে দখল করা হচ্ছে হিন্দুদের জায়গা-জমি। তার পরও এদেশ ছেড়ে যাবো না আমরা। কারণ এই দেশের স্বাধীনতায় আমাদেরও অবদান রয়েছে।

তিনি দেশত্যাগী হিন্দু সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করে বলেন, এই যে তুমি ভারতে যাচ্ছো, সেখানে কী পাচ্ছো— থাকতে হচ্ছে রেলের পাশের নোংরা বস্তিতে, অনাহারে। তার চেয়ে বরং এসো, এই নির্যাতনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়াই।

বিমল রায় চৌধুরী নৌপরিবহনমন্ত্রী কর্ণেল (অব.) আকবর হোসেনের সাম্প্রতিক এক বক্তব্যের সমালোচনা করে বলেন, মন্ত্রী বলেছেন, আমাদের রাস্তায় নামতে দেবেন না। আমরাও বলতে চাই, এদেশের প্রতি ইঞ্চি মাটির অধিকার হিন্দু সম্প্রদায়ের রয়েছে। তাই আমাদের কেউই রুখতে পারবে না। জোট সরকার সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। সম্মেলনে দেশের ৬৪টি জেলা কমিটির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত হন। সম্মেলনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বে সাংগঠনিক কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।

ভোরের কাগজ, ২৭ ডিসেম্বর ২০০৩

(২০৮৪)
রামুতে শ্মশানের জমি দখলের চেষ্টা, প্রতিবাদীদের বিরুদ্ধে মামলা

কক্সবাজার প্রতিনিধি ঃ কক্সবাজার জেলার প্রত্যন্ত গ্রামীণ জনপদ রামু উপজেলার ঈদগড় ইউনিয়নের চরপাড়া উঠনিমুখ মহল্লায় অবস্থিত হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রায় তিন যুগের পুরোনো শ্মশানটি একটি প্রভাবশালী দখলদারচক্র গ্রাস করার চেষ্ট চালাচ্ছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন

সাংবাদিকদের অভিযোগ করেছে, ভূমিগ্রাসী ওই দখলদার চক্রটির নেপথ্যে ইন্ধন দিচ্ছে বিএনপি সমর্থিত একজন মহিলা মেম্বার।

ঈদগড়ে বসবাসরত হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন অদ্বৈতানন্দ সংঘের পক্ষে অভিযোগ করা হয়েছে, স্থানীয় প্রভাবশালী নুরুল ইসলাম ও তার দাঙ্গাবাজ সাঙ্গপাঙ্গরা হিন্দু সম্প্রদায়ের উক্ত শ্মশানটির প্রায় এক একর ৫০ শতক জমি দখল করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে।

দখলদারচক্র পুলিশ ও স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানের সালিস বৈঠকের সিদ্ধান্ত না মেনে শ্মশানের বাঁশের তৈরি বেড়া ইতিমধ্যে ভেঙে ফেলেছে। সেখানে বিশাল গর্ত খুঁড়ে মরা কুকুর এনে ফেলে রেখেছে।

শুধু তাই নয়, শ্মশানটি রক্ষার জন্য যেসব হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা থানা, চেয়ারম্যান কিংবা প্রশাসনের কাছে আবেদন-নিবেদন করেছে, সেসব ব্যক্তিদের আসামি করে প্রথমশ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে দায়ের করেছে কথিত সাজানো ও মিথ্যা মামলা। এছাড়াও তাদের বিরুদ্ধে নানারকম হুমকি-ধামকি এবং হয়রানি নির্যাতন চলছে।

এদিকে অদ্বৈতানন্দ সংঘের সভাপতি অধীরকান্তি ধর এবং সাধারণ সম্পাদক নির্মল কান্তি শর্মা ভোরের কাগজকে জানান, দখলদারিত্বের অবৈধ তৎপরতার নেপথ্যে কলকাঠি নাড়ছে স্থানীয় ইউপি মহিলা মেম্বার নুর আয়েশা, সে বিএনপির নেত্রী বলে জানা গেছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের নিরীহ লোকজন এ ব্যাপারে জরুরি প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ কামনা করেছে।

ভোরের কাগজ, ২৭ ডিসেম্বর ২০০৩

(২০৮৫)
৩টি সংখ্যালঘু গ্রামে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম পুরুষরা গ্রামছাড়া ॥ ধর্ষণের অভিযোগ

স্বরূপকাঠি থেকে সংবাদদাতা ঃ স্বরূপকাঠির আটঘর জিন্দাকাঠি থেকে সর্বহারা পার্টির পরিমল বাহিনীর হাতে অপহৃত ব্যবসায়ী শামসুল আলম ও তার সহকর্মী রিপন বেপারির খোঁজ গত ১২ দিনেও পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে পরিমল বাহিনীর প্রতিপক্ষের লোজন জলাবাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া শেখর হাজরাকে ১৮ই ডিসেম্বর পুলিশের কাছে হস্তান্তরের পর শামসুল আলম অপহরণ মামলার আসামি হিসেবে তাকে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে। শামসুল আলম অপহরণের পর তার নিজ এলাকা ঝালকাঠি সদর থানার রামচন্দ্রপুর ইউনিয়নের সহস্রাধিক মানুষ অপহৃতদের খোঁজে স্বরূপকাঠি থানার সংখ্যালঘু অধ্যুষিত আটঘর কুড়িয়ানা ও জলাবাড়ি ইউনিয়নে তল্লাশির নামে ত্রাস সৃষ্টি করেছে। এ ঘটনায় আতঙ্কে ৪/৫টি গ্রাম পুরুষ ও তরুণী শূন্য হয়ে পড়ে। মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ফিরিয়ে আনতে স্বরূপকাঠি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ২১শে ডিসেম্বর এক শান্তি বৈঠকের আয়োজন করেন আটঘর বাজারে। তারপরও মানুষের মনের আতঙ্ক কাটেনি। এ ব্যাপারে ব্যাপক খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, গত ১৩ই ডিসেম্বর ব্যবসায়ী শামসুল আলম তার সহকর্মী রিপন বেপারিকে নিয়ে তার বাড়ি মানপাশার পার্শ্ববর্তী আটঘর বাজারে এক গ্রাম্য ডাক্তারের চিকিৎসা নিতে আসার পথে জিন্দাকাঠি গ্রাম থেকে সর্বহারা পরিমল গ্রুপ তাদের অপহরণ করে। এলাকার আধিপত্য বিস্তার ও আটঘর বাজারের ইজারা বিরোধের জের ধরে ক্ষমতাসীন দলের ছত্রছায়ায় থাকা পরিমল সিকদার তার বাহিনী নিয়ে তাদের অপহরণ করে বলে এলাকাবাসী দাবি করেন। অপহরণের খবর ছড়িয়ে পড়ার পর অপহৃত শামসুল আলমের শ্যালক রামচন্দ্রপুর ইউপি চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর খন্দকারের লোকজন আটঘর এলাকা ছাড়াও পরিমলের ঘাঁটি জলাবাড়ি গ্রামেও তল্লাশির নামে ত্রাসের সৃষ্টি করে। এক পর্যায়ে গত ১৭ই ডিসেম্বর খন্দকার সমর্থকরা পরিমলের সহকর্মী মনে করে জলাবাড়ির শেখর হাজরাকে ধরে নিয়ে যায়। পরে চাপে পড়ে শেখরকে ১৮ই ডিসেম্বর পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে। তবে শামসুল আলম অপহরণ মামলায় শেখর আসামি থাকায় পুলিশ তাকে জেল হাজাতে প্রেরণ করে। একদিকে পুলিশি অভিযান, অন্যদিকে অপহৃতদের লোকজনের মহড়া দেয়ার কারণে আটঘর এলাকায় আতঙ্ক বিরাজ করছে। পুরুষরা বাড়িছাড়া থাকার সুযোগে নারী নির্যাতনের খবরও পাওয়া গেছে। ঘটনাস্থল পার্শ্ববর্তী মণ্ডল বাড়ির বিধু মণ্ডলের স্ত্রীকে তল্লাশির নাম করে একদল পাষণ্ড ধর্ষণ করে বলে জানা গেছে। হামলা-মামলার ভয়ে অনেকে দেশ ত্যাগের চিন্তা করছেন। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর সর্বহারা নেতা পরিমল অবস্থাপন্ন সংখ্যালঘুদের কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা চাঁদা আদায় করে। প্রকাশ্যে তার বিচরণ থাকলেও পুলিশ তাকে কিছু বলেনি। সম্প্রতি এই অপহরণ ঘটনার পরে সমস্ত ঝামেলা এসে পড়েছে সংখ্যালঘুদের ওপর। প্রচুর ভূসম্পত্তির মালিক সংখ্যালঘু পরিবারগুলোর ওপর নজর পড়েছে অনেকের। সে কারণে তাদের মধ্যে গুজব ছড়ানো হচ্ছে তারাও মামলায় জড়িয়ে যাবেন বলে। বহিরাগতদের পদচারণায় আটঘর এলাকা এখন আতঙ্কিত জনপদে পরিণত হয়েছে।

সংবাদ, ২৯ ডিসেম্বর ২০০৩

(২০৮৬)
ভোলায় নিখোঁজ এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার ॥ গ্রেফতার ২

ভোলা থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ১৬ই ডিসেম্বর নিখোঁজ হওয়া ভোলা কালীখোলাস্থ শম্ভুনাথ কর্মকারের ছেলে কমল কর্মকারের মৃতদেহ শনিবার সন্ধ্যায় পুলিশ উদ্ধার করেছে। পুলিশ এ ব্যাপারে কমলের বন্ধু বাবুল ও তার স্ত্রী নূরজাহানকে রোববার গ্রেফতার করেছে।

নিহত কমলের বস্তাবন্দি লাশ উদ্ধার করা হয় শহর থেকে ২ কি. মি. দূরের বাপ্তা ইউনিয়নের চরপোটকা গ্রামের একটি ব্রিজের নিচ থেকে। কমল কর্মকার (৩০) স্বর্ণালংকার নির্মাণ কারিগর ছিল। তার মৃত্যুতে ভোলা শহরের স্বর্ণ ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে রোববার শহরে হত্যাকাণ্ডের বিচার দাবি করে বিক্ষোভ মিছিল এবং সমিতির সদস্যরা কালোব্যাজ ধারণ করে।

সংবাদ, ৩০ ডিসেম্বর ২০০৩

(২০৮৭)
চট্টগ্রামে ধর্ষণের শিকার সংখ্যালঘু গৃহবধূর পরিবারকে হুমকি দিচ্ছে আসামিরা

চট্টগ্রাম ব্যুরো ঃ জেলার আনোয়ারায় চিহ্নিত সন্ত্রাসী কর্তৃক ধর্ষণ ও শারীরিক নির্যাতনের শিকার এক সংখ্যালঘু গৃহবধূ পালিয়ে রেহায় পাচ্ছে না। সন্ত্রাসীরা তাকে এবং মামলার সাক্ষীদের প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছে। পুলিশ ঘটনার ২ মাসেও মামলার কোন আসামিকে গ্রেফতার করতে পারেনি। পুলিশের নাকের ডগায় আসামিরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। শাসক দল সমর্থিত স্থানীয় এক ইউপি মেম্বার ধর্ষকদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দিচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। চট্টগ্রামে তোলপাড় করা এই নিষ্ঠুর ঘটনায় জড়িত কোন অপরাধী গ্রেফতার না হওয়ায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। ওদিকে পুলিশ বলছে স্থানীয় মেম্বার, চৌকিদার এবং এলাকাবাসীর অসহযোগিতায় মামলার আসামিদের গ্রেফতার করা সম্ভব হচ্ছে না। আসামিদের এলাকায় উপস্থিতি কিংবা গোপন আস্তানার ব্যাপারে নিশ্চিত তথ্য পাওয়া গেলে তাদের গ্রেফতার করা সহজ হতো বলে পুলিশের অভিমত।

২রা নবেম্বর ১টার সময় আনোয়ারা থানাধীন পরৈকোড়া ইউনিয়নের জেলে পাড়ার বাসিন্দা স্বপন দাশের স্ত্রীকে (২৭) স্থানীয় সন্ত্রাসীরা পালাক্রমে ধর্ষণ করে।

ঘটনার পরদিন ৩রা নবেম্বর আনোয়ারা থানায় ভিকটিম নিজে বাদি হয়ে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০-এর ৯ (৩) ধারায় ৫ ধর্ষকের বিরুদ্ধে একটি মামলা (নং ০২, তারিখ ০৩/১১/২০০৩) রুজু করে। ৫ ধর্ষক হলো ঃ মোহাম্মদ কালু, কবি সাণ্ডা মোহাম্মদ সেলিম, মোহাম্মদ মোবিন ও মোহাম্মদ শাহাজাহান। ওদিকে থানায় উল্লিখিত ৫ সন্ত্রাসীর বিরুদ্ধে মামলা হলে ওই গৃহবধূ ও তার পরিবারের সদস্যদের কাছে সন্ত্রাসীদের পক্ষ থেকে নানামুখী হুমকি-ধামকি আসতে থাকে। এক পর্যায়ে জীবনের নিরাপত্তার খোঁজে গৃহবধূ তার স্বামী ও দুই ছেলেকে নিয়ে চট্টগ্রাম শহরে চলে আসে। দিন কয়েক আগে নগরীর পাহাড়তলীস্থ তাদের বাসায় মামলার আসামি মোবিনের ভাই হারুন হাজির হয়ে মামলা প্রত্যাহারের জন্য চাপ দিয়ে যায়। না হয় পরিবারের সকল সদস্যের প্রাণনাশ করা হবে বলে হুমকি দেয়া হয়।

এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, পরৈকোড়া ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার বিএনপি সমর্থক আবদুর শুক্কুরের আশ্রয়-প্রশ্রয় পাচ্ছে মামলার আসামিরা। আনোয়ারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নূর আলী রোববার মামলার আসামিরা শুক্কর মেম্বারের সমর্থক উল্লেখ করে সংবাদকে জানান মামলার ৫ আসামির বিরুদ্ধে চার্জশীট তৈরি প্রায় শেষ পর্যায়ে। আসামিদের গ্রেফতার করা হলে তা আদালতে দাখিল করা হবে। তিনি মামলার একাধিক আসামিকে ডাকাত বলে মন্তব্য করে বলেন, স্থানীয় মেম্বার, চৌকিদার ও এলাকাবাসীদের অসহযোগিতার কারনে তাদের গ্রেফতার করা যাচ্ছে না।

চট্টগ্রাম জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (দক্ষিণ) মাহাবুব আলম গতকাল সংবাদকে জানান, মামলাটি গুরুত্বের সাথে দেখা হচ্ছে। জড়িত অপরাধীদের গ্রেফতারে পুলিশি তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে বলে তিনি জানান।

সংবাদ, ৩০ ডিসেম্বর ২০০৩

(২০৮৮)
আদিবাসী এক বৃদ্ধার দাবি

স্টাফ রিপোর্টার, রাজশাহী ঃ ষাট বছরের এক বৃদ্ধা আদিবাসী সন্ত্রাসীদের দখলকৃত বাড়ি ফিরিয়ে দেয়ার দাবি করেছেন। সোমবার রাজশাহী মেট্রোপলিটন প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনে নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলার বালাতৈড় গ্রামের সাঁওতাল আদিবাসী বৃদ্ধা ভগবতী সরেন তার বাড়ি ফিরিয়ে দেয়ার দাবি করে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ভগবতী সরেন। লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, গত ১৬ নবেম্বর বালাতৈড় গ্রামে স্থানীয় গ্রামসরকার ও বিএনপি নেতা আব্দুল কুদ্দুস বিশ্বাসের নেতৃত্বে ইউনুস বাহিনী ৬ শতক জমির ওপর ভগবতী সরেনের বাড়ি দখল করে নেয়। বিএনপি ক্যাডার বাহিনী বাড়ি দখল করার কারণে বৃদ্ধা ভগবতী সরেন বাড়ির পাশে তালপাতা দিয়ে কুঁড়েঘর নির্মাণ করে এ তীব্র শীতে দিনাতিপাত করছেন। এখন বিএনপির ক্যাডার বাহিনী তাঁকে সেখান থেকে চলে যাবার জন্য হুমকি দিচ্ছে। এ ব্যাপারে স্থানীয় থানা পুলিশের কাছে মামলা করতে গেলে পুলিশ মামলা নিতে অস্বীকৃতি জানায়। গত ১০ ডিসেম্বর জাতীয় আদিবাসী পরিষদের পক্ষ থেকে রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনারের কাছে স্মারকলিপি দেয়া হয়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৩১ ডিসেম্বর ২০০৩

(২০৮৯)
সাতক্ষীরায় সংখ্যালঘু কিশোরীকে ধর্ষণ ঃ মামলা প্রত্যাহারের জন্য হুমকি

সাতক্ষীরা থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাতক্ষীরায় এক কিশোরী ধর্ষণের শিকার হয়েছে। ধর্ষণের ঘটনায় থানায় মামলা করলে আসামিরা ধর্ষিতা ও তার পরিবারকে হুমকি দিচ্ছে।

সাতক্ষীরা শহরের লঙ্করপাড়ার বাসিন্দা গোলাম রব্বানী মাস্টারের ছেলে রফিকুল ইসলাম (২৪) ২১শে ডিসেম্বর রাতে চেতনা কোচিং সেন্টারের সামনে থেকে একই গ্রামের এক সংখ্যালঘু কিশোরীকে (১৬) তার বাড়িতে নিয়ে রাতভর ধর্ষণ করে। এ ঘটনা ফাঁস করলে তাকে ও তার পরিবারের সকলকে হত্যা করা হবে বলে হুমকি দেয় ধর্ষক রফিকুল ইসলাম। এব্যাপারে ধর্ষিতা বাদি হয়ে সাতক্ষীরা থানায় একটি মামলা করেছে। ধর্ষিতার মেডিক্যাল টেস্ট সম্পন্ন হয়েছে। তবে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত পুলিশ আসামিকে আটক করতে পারেনি। এদিকে ধর্ষকের বাবা রফিকুল মাস্টার মামলা তুলে নেয়ার জন্য হুমকি দিচ্ছে।

সংবাদ, ৩১ ডিসেম্বর ২০০৩

সংখ্যালঘু নির্যাতনের নির্বাচিত সংবাদ

১ জানুয়ারি - ৩১ ডিসেম্বর
২০০৪

জানুয়ারি-২০০৪

(২০৯০)
সকাল সাড়ে ৭টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত চলে সশস্ত্র তাণ্ডব
লালপুরে ৩২টি সংখ্যালঘু বাড়িতে হামলা গণলুট, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ॥ আহত ৩৫

নাটোর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বৃহস্পতিবার সকালে লালপুর থানার এবি ইউনিয়নের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত দেলোয়া গ্রামের ৩২টি বাড়িতে গণলুট, ভাঙচুর, মারপিট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে।

শিব মন্দিরের নামে লিজকৃত একটি খাস জলাশয়ের দখল, ডহর (রাস্তা) ও একটি মামলা প্রত্যাহার প্রভৃতি বিষয় নিয়ে স্থানীয় বিএনপি নেতা মসলেমের নেতৃত্বে হিন্দুপল্লীতে সকাল সাড়ে সাতটা থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত চলে এ সশস্ত্র তাণ্ডব। এ হামলায় কমপক্ষে ৩৫ জন আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে প্রদীপ, মুকন্দ, নারায়ণ, গৌরপ্রাং, গৌর সরকার, সুনীল ও খগেনকে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। প্রদীপ কুজিপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। তাকে পুড়িয়ে হত্যার উদ্দেশ্যে মারধর করে অচেতন অবস্থায় আগুনে নিক্ষেপ করা হয়। একটি বাড়ির সামনে খেজুরের রস জাল দেয়ার জ্বলন্ত চুলায় প্রদীপের মুখ ঝলসে দেয়া হয়েছে। গোপালপুর-রাজাপুর পাকা সড়কের ১২ কিলোমিটার অদুরে দেলোয়া গ্রাম। এই গ্রামের মসলেমের নেতৃত্বে আব্বাস, সেন্টু, সাবু, শফিকুল, মনছুর, মান্নান, আনিসুরসহ ৫০ জনের বেশী সন্ত্রাসী দেশীয় অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে প্রথমে খগেনের বাড়ি গিয়ে তাদের জমিতে নামতে নিশেধ করে। এ নিয়ে প্রতিবাদ করায় শুরু হয় লুটপাট, ভাঙচুর অগ্নিসংযোগ। এভাবে একের পর এক তাণ্ডব চলে অজিত, কালাচান, তারাপদ, শুধাংশু, সুনীল, জিতেন, শচীন, গৌর, খগেন, স্বপন, নিরেন, শনৎ, শৈলেন, নারায়ণ প্রমুখের বাড়ি। লুট করা হয়েছে নগদ টাকা, ধান, চাল, কাপড়-চোপড়, থালা-বাসন ইত্যাদি। গাছপালা কেটে নেয়া হয়েছে। ভাঙচুর করা হয়েছে সেচযন্ত্র, ঘরবাড়ি। আগুনে পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে খড়ের পালা, চালাঘর, ছড়িঘর, ছনের স্তুপ। দুপুর ৩টায় ওই গ্রামে পৌছালে প্রথমে অজিতের স্ত্রী মলোকির বিলাপ শুনে বাড়ির ভেতরে ঢুকেই চোখে পড়ে সন্ত্রাসী ঘটনা। এ বাড়ির ভাত খাওয়ার থালা-বাসন পর্যন্ত নিয়ে গেছে লুটেরারা। অজিতের ছেলে সুনীলকে মেরে হাত-পা ভেঙ্গে ফেলে সন্ত্রাসীরা তারই বাড়ির উঠানে মায়ের সামনে।

এর আগে এই সন্ত্রাসীরা গোপাল পূজার দিন (১লা অগ্রহায়ণ) বাড়ি বাড়ি মল নিক্ষেপ করে। এক সপ্তাহ আগে খাদেমের ছেলে আব্বাস, ওসমান, বাক্কার প্রমুখ রণজিৎ ও অচিন্তকে বেদম প্রহার করে। এ নিয়ে লালপুর থানায় মামলা হয়। সন্ত্রাসীরা এ মামলা প্রত্যাহার করতে বলে। একটি ডহর (রাস্তা) তাদের ছেড়ে দিতে বলে। শিব মন্দিরের নামে লিজকৃত একটি বৃহৎ জলাশয় তাদের নামে চায়। এসব নিয়েই বিরোধের সূত্রপাত। ঘটনার পর পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা করা হয়েছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে। চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে। সন্ধ্যার আগে নাটোর আসার পথে দেখা যায়, একদল মহিলাসহ কয়েকজন শিশু ও পুরুষ গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র চলে যাচ্ছে।

সংবাদ, ২ জানুয়ারি ২০০৪

(২০৯১)
দর্শনায় ৩ বাড়িতে ডাকাতি ঃ গুলিবিদ্ধ এক মহিলার অবস্থা আশঙ্কাজনক

চুয়াডাঙ্গা থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ দর্শনায় ডাকাতের গুলিতে এক মহিলা গুরুতর আহত হয়েছে। অন্য একজনের হাত ভেঙ্গে গেছে। গুলিবিদ্ধ সরস্বতী রাণী ঘোষকে (৪০) আশঙ্কাজনক অবস্থায় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। স্থানীয় পারিবারিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কর্মী আবদুল মান্নানের স্ত্রীকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এছাড়া ডাকাতদের এলোপাতাড়ি মারপিটে গৃহকর্তা মন্টু ঘোষ (৫৫), সানোয়ার (৩৫) আহত হয়েছে। সোমবার রাত দেড়টায় ১৮/২০ জনের মুখোষ পরিহিত সশস্ত্র ডাকাত দল দর্শনা পৌরসভার শান্তিপাড়ার মন্টু ঘোষ, গৌরচন্দ্র ঘোষ ও সানোয়ারের বাড়িতে হামলা চালায়। ডাকাতিতে বাধা দেয়ায় গৃহকর্তা মন্টু ঘোষকে বেদম মারধর এবং ১ রাউন্ড গুলিবিদ্ধ হন। ডাকাতরা নগদ ৫ হাজার টাকা, স্বর্ণালংকারসহ ৩০ হাজার টাকার মালামাল নিয়ে যায়। এরপর ডাকাতরা শান্তি পাড়ার মাঠপাড়ায় আবদুল মান্নানের স্ত্রীর ১টি হাত ভেঙ্গে যায়। তাকে কেরুজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ডাকাতরা মান্নানসহ অন্য এক রিক্সাচালকের বাড়িতে হানা দিয়ে নগদ টাকা,স্বর্ণালংকার ও মূল্যবান মালামাল লুট করে নির্বিঘ্নে পালিয়ে যায়। ডাকাতরা যাওয়ার সময় ১টি শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে এলাকায় ত্রাস সৃষ্টি করে।

সংবাদ, ২ জানুয়ারি ২০০৪

(২০৯২)
নাটোরে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা
বিএনপি নেতাসহ গ্রেফতার ২ ॥ ৩২ জনের বিরুদ্ধে মামলা

নাটোর ও লালপুর প্রতিনিধি ঃ নাটোরের লালপুর উপজেলার ওয়ালিয়া ইউনিয়নের দেলুয়া গ্রামে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার ঘটনায় দায়ের মামলায় পুলিশ গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় এজাহারভুক্ত দুই আসামীকে গ্রেফতার করেছে। এরা হচ্ছে একই গ্রামের মফিজের (মৃত) পুত্র ও ওই ইউনিয়নে বিএনপির ৯ নম্বর ওয়ার্ড সভাপতি মসলেম উদ্দিন এবং কান্দিপাড়া গ্রামের মফিজ উদ্দিনের পুত্র মোসলেম উদ্দিন। এর আগে গতকাল বিকেলে ওই হামলার ঘটনায় বিএনপির নেতা-কর্মীসহ ৩২ জনকে আসামী করে লালপুর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়।

লালপুর থানা সুত্রে জানা যায়, দেলুয়া গ্রামে সন্ত্রাসী হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে সুবল চন্দ্র বাদী হয়ে গতকাল বিকেলে ৩২ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। এই মামলায় ওয়ালিয়া ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সেক্রেটারি মোসলেম উদ্দিন, তার পুত্র সেন্টু, ভাতিজা কালামসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীরা রয়েছেন। মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে কামাল ও মোসলেমের নেতৃত্বেই ওই হামলা চালানো হয়।

গতকাল সন্ধ্যায় এজাহারভুক্ত দুই আসামীকে গ্রেফতারের খবর জানিয়ে লালপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন, বাকি আসামীদের গ্রেফতারের লক্ষ্যে জোর তৎপরতা চলছে। এলাকায় পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

এদিকে গতকাল সকালে এই মামলার আসামীরা পার্শ্ববর্তী রুইগাড়ি গ্রামের নীরেনের বাড়িতে আত্মগোপনকারী উত্তম (৩০) নামের এক যুবককে অপহরণ করে পাশের একটি আখ ক্ষেতের মধ্যে আটকে রেখে ১০ (দশ) হাজার টাকা মুক্তিপণ দাবি করে। ওই যুবক গত বৃহস্পতিবার হামলার সময় দেলুয়া গ্রামের নিজ বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছিল। অপহরণের খবর পেয়ে রুইগাড়ি গ্রামের প্রধানরা ছুটে গিয়ে ওই আখ ক্ষেত থেকে উত্তমকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে।

পুলিশ সুপার নজরুল ইসলাম, লালপুরের ইউএনও সরোয়ার মাহমুদ, গোপালপুর পৌর চেয়ারম্যান মুনজুরুল ইসলাম বিমল গতকাল দেলুয়া গ্রাম পরিদর্শন করেছেন। গতকাল ওই গ্রামে গিয়ে দেখা যায়, সংখ্যালঘুদের মধ্যে আতঙ্ক কমেনি। তারা অভিযোগ করেন, সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে দ্রুত বিচার আইনে মামলা রেকর্ড করা হয়েছে।

আওয়ামী লীগের নিন্দা

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ আবদুল জলিল এমপি গতকাল এক বিবৃতিতে লালপুরে সংখ্যালঘুদের গ্রামে ভাঙচুর, লুটপাট ও একটি বাড়িতে অগ্নিসংযোগের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তিনি হামলাকারীদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন।

হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের প্রতিবাদ

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতিত্রয় মেজর জেনারেল (অবঃ) সি আর দত্ত বীরোত্তম, ভদন্ত বোধিপাল মহাথের ও অ্যাডভোকেট শিরিল সিকদার এবং সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ডঃ নিম চন্দ্র ভৌমিক গতকাল এক যুক্ত বিবৃতিতে এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। বাংলাদেশ ছাত্র যুব পরিষদও নিন্দা জানিয়েছেন।

প্রথম আলো, ৩ জানুয়ারি ২০০৪

(২০৯৩)
লালপুরে এবার সংখ্যালঘু যুবক অপহরণ
মুক্তিপণ দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে রক্ষা

নাটোর, ২ জানুয়ারি, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বৃহস্পতিবার লালপুরে দেলুয়া গ্রামের সংখ্যালঘু পাড়ায় ভাঙচুর ও লুটপাট ঘটনার রেশ না কাটতেই শুক্রবার সকালে একই পাড়ার সংখ্যালঘু যুবক উত্তম (৩০) অপহরণের শিকার হয়েছে। তাকে অপহরণ করা হয় রুইগাড়ী গ্রাম থেকে। বৃহস্পতিবার সকালে উত্তমের বাড়ি ভাংচুরের সময় সে আতঙ্কে পালিয়ে আশ্রয় নেয় পার্শ্ববর্তী রুইগাড়ী গ্রামের নরেন্দ্রনাথের বাড়িতে। শুক্রবার সকালে সন্ত্রাসীরা ওই বাড়ি থেকেই তাকে অপহরণ করে। অপহরণের পর নির্জন এক আখ ক্ষেতের মধ্যে হাত-পা বেঁধে তাকে ফেলে রাখা হয়। রুইগাড়ীর প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, সকাল ৮টার দিকে রফিকুল বাবু, আনোয়ার, তরিকুল, আব্বাস, ছাত্তার সইদ, সেন্টু, মইদুল ও মনসুর চড়াও হয় নরেন্দ্রনাথের বাড়িতে। দেলুয়া গ্রামের মধ্যপাড়ায় সংখ্যালঘুদের বাড়ি-ঘর ভাঙচুর ও লুটপাটে এরাই অংশ নেয়। অস্ত্রের মুখে সন্ত্রাসীরা উঠিয়ে নিয়ে আসে উত্তমকে। পরে ১০ হাজার টাকা মুক্তিপণ দাবি করে গ্রামে খবর পাঠালে তার স্বজনরা উত্তমের খোঁজ পায়। আট দিনের মধ্যে টাকা দেয়ার অঙ্গীকারে উত্তমকে সন্ত্রাসীদের কাছ থেকে ছাড়িয়ে আনা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে দেলুয়া গ্রামের মধ্যপাড়ায় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার ঘটনায় এলাকার অনেকেই দায়ী করেছে পুলিশের গাফিলতিকে। ১৬ ডিসেম্বর মাতৃমন্দিরে গোপাল পূজা চলাকালে মানুষের 'মল' নিক্ষেপ ও মারপিটের ঘটনায় পুলিশ প্রথমে মামলা নিতেই চায়নি। পরে চাপের মুখে এজাহার নেয়া হয় ১৯ ডিসেম্বর। থানায় এজাহার দায়ের করার পরও পুলিশ আসামী গ্রেফতারে তৎপর না হওয়ায় খোঁজ নিয়ে জানা যায়, মামলাটি রেকর্ড করা হয়নি। সংখ্যালঘুদের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে অভিযোগ করা হয় উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে। অবশেষে ২৩ ডিসেম্বর মামলা রেকর্ড হলেও আজ পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার হয়নি। উল্টো আসামীদের দাপটে বাদীকে থাকতে হয় আতঙ্কে। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তাকে আসামীদের বাড়িতে যাতায়াত ও তাদের সঙ্গে গল্প করতে এলাকার অনেকেই দেখেছে। এ জন্য পুলিশের মদদেই এ হামলার ঘটনা ঘটেছে বলে অনেকে দাবি করে। এ সব কারণে বৃহস্পতিবার সংখ্যালঘুপাড়ায় তাণ্ডবের পরও কেউ মামলা করতে রাজি হয়নি। পরে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট সুশান্ত কুমার ঘোষের অনুরোধে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পক্ষ থেকে ৩২ জনকে আসামী করে মামলা রজু করেছেন সুবল চন্দ্র মণ্ডল। তবে সুশান্ত কুমার ঘোষ দ্রুত বিচার আইনে মামলা রজু করার অনুরোধ করেছিলেন। পুলিশ তাঁর সে অনুরোধ রাখেনি।

দেলুয়া গ্রামের মধ্যপাড়ার সংখ্যালঘু পরিবারের সদস্যদের বৃহস্পতিবার সকালে তেমন কিছু করার ছিল না। বেশির ভাগ বাড়িতেই ছিল না পুরুষ। এ ঘটনার তিন দিন আগে গত সোমবার বিএনপি নেতা মসলেম উদ্দিনের ক্যাডারবাহিনী সংখ্যালঘু পরিবারগুলোর একমাত্র আয়ের পথ গুড় উৎপাদন বন্ধের হুকুম দিয়ে যায়। সেদিন থেকে তাদের গুড়ের চুলা জ্বলেনি। তারা আগে থেকেই হামলার আশঙ্কা করছিল। যে কারণে আতঙ্কিত পরিবারের মেয়েদের চাপের মুখে পাড়ার অনেক পুরুষই পালিয়ে ছিল। গত সোমবার সন্ত্রাসীরা কেবল গুড় উৎপাদনের ওপরই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেনি। যে সব পরিবারের আবাদী জমি রয়েছে মাঠে তাদের জমিতে চাষাবাদের ওপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। এমনকি থানা পুলিশ করতেও বারণ করা হয়। হামলার আশঙ্কায় আতিঙ্কত পরিবারের পুরুষদের এলাকা ত্যাগ করতে হয় রাতের আঁধারে।

পুলিশের টহল সত্ত্বেও এলাকায় এখনও আতঙ্ক কমেনি। ফের হামলার আশঙ্কায় উৎকণ্ঠায় রয়েছে সংখ্যালঘু পরিবারের নারী-পুরুষ-শিশু। ঘটনার পর থেকে নিখোঁজ চার ব্যক্তির খোঁজ পাওয়া গেছে। তবে তারা গ্রামে ফেরেনি। পুলিশ সুপার নজরুল ইসলাম শুক্রবার সকালে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে আসামীদের গ্রেফতারের আশ্বাস দেয়ার পরও হতাশা কাটেনি। সংখ্যালঘু পরিবারের সদস্যরা বিশ্বাস করতে শুরু করেছে, এখানে আর তাদের বসবাস করা হবে না। এদিকে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত পুলিশ সংখ্যালঘু পাড়ায় হামলার ঘটনার নায়ক প্রভাশালী বিএনপি নেতা মসলেম উদ্দিনকে গ্রেফতার করেছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৩ জানুয়ারি ২০০৪

(২০৯৪)
বি.বাড়িয়ায় শিবিরের বাধার মুখে অদ্বৈত মল্লবর্মণের জন্মবার্ষিকীর অনুষ্ঠান পণ্ড

নিজস্ব সংবাদদাতা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ॥ ছাত্রশিবিরের প্রবল বাধার মুখে কসবা টি আলী ডিগ্রী কলেজে সাংস্কৃতিক সংগঠন উদীচী কালজয়ী উপন্যাসিক অদ্বৈত মল্লবর্মণের জন্মবার্ষিকীর আলোচনা সভা করতে পারেনি। অদ্বৈত মল্লবর্মণের ৯০ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে কসবা উদীচী স্থানীয় টি আলী ডিগ্রী কলেজে বৃহস্পতিবার 'অদ্বৈত মল্লবর্মণ ও তিতাস একটি নদীর নাম' শীর্ষক আলোচনা সভার আয়োজন করে। এ ব্যাপারে কলেজ কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমতি নিয়ে উদীচী ব্যপক প্রস্তুতিও চালায়। কিন্তু বৃহস্পতিবার সকালে ছাত্রশিবিরের কলেজ শাখার সভাপতি মনির হোসেন ও শিবির নেতা আমির হোসেন কয়েক বহিরাগতকে নিয়ে কলেজের অধ্যক্ষের কক্ষে প্রবেশ করে তাঁকে উদীচীর অনুষ্ঠান বন্ধের জন্য চাপ দেয়। উপাধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ অনুষ্ঠান করার স্বপক্ষে যুক্তিতর্ক দিয়ে তাদের বোঝানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু শিবির কর্মীরা জেলা সদর থেকে আগত অতিথি, আলোচক ও অন্য শিক্ষকদের উপস্থিতিতেই অনুষ্ঠান বন্ধের জন্য উপাধ্যক্ষের সঙ্গে অশোভন আচরণ শুরু করে। এ সময় থানা ছাত্রদলের যুগ্ম সম্পাদক ইজাজ আহমেদ ইকবাল তাদের সঙ্গে ছিলেন। শিবির কর্মীদের প্রবল চাপের কাছে নতিস্বীকার করে উপাধ্যক্ষ অবশেষে উদীচীর অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেন। এতে কলেজের ছাত্রছাত্রী ও স্থানীয় সুধী মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৩ জানুয়ারি ২০০৪

(২০৯৫)
এলাকায় টান টান উত্তেজনা
মধুপুরে পুলিশ ও বনরক্ষীদের গুলিতে ১ আদিবাসী নিহত, আহত ১৫

টাঙ্গাইল থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক ঃ মধুপুর বনাঞ্চলের বেদুরিয়া পুলিশ ও বনরক্ষীদের গুলিতে শনিবার দুপুরে এক গারো আদিবাসী নিহত এবং শিশু ও মহিলাসহ অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছেন। বন বিভাগের বেষ্টনী দেয়াল নির্মাণে বাধা দেয়ায় পুলিশ ও বনরক্ষীরা গারো নর-নারীদের ওপর গুলিবর্ষণ করলে এ ঘটনা ঘটে। গুলিতে নিহত ব্যক্তির নাম পীরেন (২০), পিতা- তোজেন, গ্রাম- জয়নাগাছা। গুরুতর আহত উৎপল নকরেক, পিতা-প্রবীণ সাংমা, চিকিৎসার জন্য তাকে ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।

গুলিবর্ষণের এই ঘটনার পর মধুপুর বনাঞ্চলের আদিবাসী পল্লীসহ তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে। আদিবাসী নেতারা অভিযোগ করেছেন, মধুপুর বনাঞ্চল থেকে আদিবাসীদের নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্যে এ ঘটনা বন বিভাগের একটি জঘন্য অপপ্রয়াস। তারা অবিলম্বে আদিবাসী হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন।

মধুপুর থেকে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গেছে, বন বিভাগ প্রায় ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে মধুপুর জাতীয় উদ্যান এলাকায় ইকো পার্ক ধরনের একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এই প্রকল্পে ৩ হাজার একর বনভূমির চারদিকে বেষ্টনি দেয়াল নির্মাণের কর্মসূচি নেয়া হয়েছে। বনাঞ্চলের আদিবাসী গারোরা এই প্রকল্পের বিরোধিতা করছে। তারা বলছে, দেয়াল নির্মিত হলে এবং প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে গারোদের জীবন, সম্পত্তি এবং সংস্কৃতি বিপন্ন হবে। এজন্য ইতোপূর্বে কয়েকবার গারো আদিবাসীরা দেয়াল নির্মাণে বাধা দেয়। বন বিভাগ ক্ষিপ্ত হয়ে শিশুসহ গারো নেতাদের নামে মামলা দায়ের করেন। গারোরা সংঘবদ্ধ হয়ে দেয়াল নির্মাণের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। কিন্তু বন বিভাগের কতিপয় অতি উৎসাহী কর্মকর্তা যেকোন মূল্যে দেয়াল নির্মাণে নানা কার্যক্রম শুরু করেন। তারা গারোদের ঐক্যে ফাটল ধরানোর জন্যও অপচেষ্টা চালান। গতকাল সকাল থেকে বনাঞ্চলের বেদুরিয়া-সাধুপাড়া এলাকায় দেয়াল নির্মাণকাজ শুরু করার জন্য বন বিভাগের উদ্যোগে কর্মসূচি নেয়া হয়। আন্দোলনরত গারো আদিবাসীদের যেকোন বাধা অগ্রাহ্য করে যেকোন মূল্যে দেয়াল নির্মাণ কাজ চালানোর প্রস্তুতি নেয় বনবিভাগ। এ উদ্দেশ্যে মধুপুর থানার ওসি আবু জাফর আলমের নেতৃত্বে ২০ জনেরও বেশি পুলিশ এবং বহু সশস্ত্র বনরক্ষীকে মোতায়েন করা হয়। দুপুর ১২টায় শতাধিক গারো নর-নারী দেয়াল নির্মাণে বাধা দেয়। আদিবাসী নর-নারীরা সাফ জানিয়ে দেয়, দেয়াল নির্মাণ প্রকল্প তাদের ভূমির অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে।

সংবাদ, ৪ জানুয়ারি ২০০৪

(২০৯৬)
বালিয়াকান্দীতে বাড়িঘর ভাঙচুর করে আদিবাসী পরিবার উচ্ছেদ

রাজবাড়ী সংবাদদাতা ঃ বালিয়াকান্দি উপজেলা শহরের প্রাণকেন্দ্রে বাগদীপাড়ার একটি আদিবাসী পরিবারকে মারপিটের পর ঘরবাড়ী ভাঙচুর করে পেশীশক্তির জোরে ভিটে থেকে উচ্ছেদ করে দিয়েছে এক প্রভাবশালী ব্যক্তির লোকজন। জানা যায়, বালিয়াকান্দি উপজেলা শহরের বাগদীপাড়ায় উক্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি কিছু জমি কিনে। গত ২৭ ডিসেম্বর উক্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি তার জমি ছাড়িয়ে আদিবাসী পরিমল বাগদীর জমি জোরপূর্বক দখল করে প্রাচীর নির্মাণ করতে গেলে পরিমল বাধা দেয়। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তির লোকজন অতর্কিতে পরিমল বাগদীর বাড়িতে ঢুকে তার পরিবারের সদস্যদের মারপিট করে ঘরবাড়ী ভেঙ্গে বসতভিটে থেকে তাড়িয়ে দেয়।

দৈনিক ইত্তেফাক, ৪ জানুয়ারি ২০০৪

(২০৯৭)
সিরাজগঞ্জের আদিবাসী পল্লীতে সংঘর্ষ

সিরাজগঞ্জ, ৪ জানুয়ারি, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ শনিবার সন্ধ্যায় রায়গঞ্জ উপজেলার ক্ষিরপোতা আদিবাসী পল্লীতে তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে সংঘর্ষ হয়েছে। এতে ৪ জন আহত এবং ২টি বাড়ি ভাংচুরের ঘটনা ঘটেছে। আহতদের রায়গঞ্জ থানা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আহতরা হচ্ছে তুলসি রাণী (৫০), কানাইলাল (২৫), সুভাস (২৭) এবং সুশীল (৩০)। এ ব্যাপারে রায়গঞ্জ থানায় মামলা হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৫ জানুয়ারি ২০০৪

(২০৯৮)
গারো যুবক পীরেন হত্যার প্রতিবাদে মধুপুর গড়ে মিছিল সমাবেশ
ডিএফও'র পদত্যাগ ও ডিসি এসপির অপসারণ দাবি
বনমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ

ফিরোজ মান্না, মধুপুর থেকে ফিরে ঃ রবিবার মধুপুরের গড়ে ছিল চরম উত্তেজনা। ইকো পার্ক নির্মাণবিরোধী মিছিলে বনরক্ষী এবং পুলিশের গুলিতে নিহত আদিবাসী গারো যুবক পীরেন হত্যার প্রতিবাদে মিছিল সমাবেশ হয়েছে। আদিবাসীরা বনমন্ত্রীকে 'খুনী মন্ত্রী' আখ্যা দিয়ে তার পদত্যাগ এবং ইকোপার্ক নির্মাণে অত্যুৎসাহী ডিএফওর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছে। তারা ডিসি, এসপিরও অপসারণ চেয়ে বক্তব্য দিয়েছে। আওয়ামী লীগ দলীয় এমপি ড. আব্দুর রাজ্জাক আদিবাসীদের সমাবেশে যোগ দিয়ে ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করেছেন। রবিবার সন্ধ্যা নাগাদ পীরেনের লাশ স্বজনদের হাতে তুলে দেয়নি পুলিশ। মধুপুর বনের ভিতর ২৫ হাজার গারো এবং কোচ আদিবাসীর বাস।

মধুপুর গড়ে সাড়ে তিন হাজার একর বনভূমি ঘিরে বনরক্ষার নামে বন বিভাগ দেয়াল নির্মাণ করছে। এই দেয়াল নির্মাণের বিরুদ্ধে আদিবাসীরা দীর্ঘ দিন ধরে আন্দোলন চালিয়ে আসছিল। শনিবার সেই আন্দোলনের অংশ হিসাবে কয়েক হাজার আদিবাসী নারী পুরুষ মিছিল নিয়ে দেয়াল নির্মাণের কাছাকাছি এলে পুলিশ এবং বনরক্ষীরা যৌথভাবে মিছিলের ওপর শতাধিক রাউন্ড গুলি চালায়। মিছিলে থাকা বিনীতা সানকিন, জোসতিনা নকরেক এবং শান্তি নকরেক বলেন আমরা দেয়ালের অনেক দূরে থাকতেই আমাদের ওপর বৃষ্টির মতো গুলি করা হয়েছে। ঘটনাস্থলেই পীরেন স্নান প্রাণ হারায়। আহত হয় কম করে হলেও ৩০/৩৫ জন।

মধুপুর আদিবাসী ভূমি অধিকার ও পরিবেশ সংরক্ষণ কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক এবং ইকো পার্ক নির্মাণবিরোধী আন্দোলন কমিটির নেতা আলবার্ট মানখিন বলেন, বনমন্ত্রী শাজাহান সিরাজ খুনী মন্ত্রী— আমরা তার পদত্যাগ চাই। ডিএফও আবু হানিফ পাটোয়ারী কোটি কোটি টাকা আত্মসাত করার জন্য অত্যুৎসাহী হয়ে দেয়াল নির্মাণ করছে। তার হুকুমে পীরেনকে গুলি করে মারা হয়েছে। আমরা তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই। ডিসি, এসপিরও অপসারণ চাই।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, গত কয়েক বছর মধুপুর বনে বনরক্ষীরা ৮ আদিবাসীকে হত্যা করেছে। এর মধ্যে ময়নাগাছার বিহান নকরেক, সেন্টু নকরেকে উল্লেখযোগ্য।

আবেল মানখিন, থমাস চাম্বুগং, নবীন চাম্বুগং বলেন, আদিবাসীদের ওপর বন বিভাগ দীর্ঘকাল ধরে অত্যাচার নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। প্রতিবাদ করলেই মামলা এবং গুলিতে মৃত্যুর শিকার হতে হয়।

আওয়ামী লীগ দলীয় এমপি ড. আব্দুর রাজ্জাক পীরেন হত্যার বিচার বিভাগীয় বিচার দাবি করেছেন। তিনি আরও অভিযোগ করেন, মধুপুর বনের গজারী গাছ বন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীরাই উজাড় করেছে। গরিব মানুষের ট্যাক্সের টাকায় বন বিভাগের লোকদের বেতন হয়। তারপরও তারা বন উজাড় করে লাখ লাখ টাকার মালিক হচ্ছে। বনে আদিবাসীদের স্থানে অ-আদিবাসীদের আনা হচ্ছে কাদের স্বার্থে। এমন প্রশ্নও তিনি করেছেন— এদিকে ঢাকা থেকে পুলিশের এবং বন বিভাগের দুইজন বড় কর্মকর্তা এসেছিলেন মধুপুরে। তাঁরা আদিবাসীদের সঙ্গে সাক্ষাত করেননি। থানায় বসে ছিলেন। পীরেন হত্যার ব্যাপারে পুলিশ বাদী হয়ে মধুপুর থানায় একটি মামলা দায়ের করেছে। মামলা হয়েছে আদিবাসীদের বিরুদ্ধে। পীরেন হত্যা মামলায় কাউকে আসামী হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি। অথচ আদিবাসীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা অপর মামলায় অনেক আদিবাসীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

অন্যদিকে উৎপল নকরেক নামের গুলিবিদ্ধ আদিবাসী যুবক ঢাকার বক্ষব্যধি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। তার অবস্থা আশঙ্কামুক্ত বলে খবর পাওয়া গেছে। রবিবার মধুপুরের আদিবাসী নেতারা পীরেনের লাশ দাফন করে কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করবে বলে জানিয়েছেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৫ জানুয়ারি ২০০৪

(২০৯৯)
পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড ॥ শেখ হাসিনা
ইকো পার্ক নির্মাণবিরোধী মিছিলে গুলির নিন্দা

স্টাফ রিপোর্টার ঃ মধুপুর গড়ে শনিবার ইকো পার্ক নির্মাণবিরোধী মিছিলে পুলিশ-বনরক্ষীদের গুলি চালিয়ে হত্যাকাণ্ডের নিন্দায় বিভিন্ন মহল প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠেছে। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী সেখ হাসিনা ঘটনার নিন্দা করে বলেছেন, দেশকে সংঘাতের পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডটি ঘটানো হয়েছে। শেখ হাসিনা ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করেন। ওয়ার্কার্স পার্টির নেতৃবৃন্দ বলেছেন, পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছে মধুপুর গড়কে আদিবাসীশুন্য করার জন্য। এ ষড়যন্ত্র রুখতে হবে। আজ এক সংবাদ সম্মেলনে তাঁরা তাঁদের অভিজ্ঞতা বলবেন।

আওয়ামী লীগের সভানেত্রী, বিরোধী দলের নেতা শেখ হাসিনা রবিবার এক বিবৃতিতে মধুপুরে গুলি করে আদিবাসীকে হত্যার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন, কথায় কথায় পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে পাখির মতো গুলি করে মানুষ হত্যা, দলীয় ও জোট সন্ত্রাসীদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে দেশের যত্রতত্র, যখন তখন হত্যা, ধর্ষণ, লুটপাট চালানো সর্বোপরি আওয়ামী লীগকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য অব্যাহত পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড চালিয়ে দেশকে এক অনিবার্য রক্তাক্ত সংঘাতের দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। কেড়ে নেয়া হচ্ছে জনগণের জীবনের শান্তি, নিরাপত্তা। শেখ হাসিনা বলেন, গারো ও অন্যান্য আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও তাদের জীবনধারা অক্ষুন্ন রাখার ব্যবস্থা রেখেই আওয়ামী লীগ আমলে 'ইকো পার্ক' প্রতিষ্ঠার

প্রকল্প নেয়া হয়। পরিকল্পনা অনুসারে আদিবাসীদের বাসস্থান ও চাষাবাদের জমি তাদের মালিকানায় রেখে বাকি জমিতে ইকো পার্ক স্থাপনের পাশাপাশি আদিবাসীদের জীবন-জীবিকার ব্যবস্থা নিশ্চিত করে প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে। কিন্তু বর্তমান বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার এ শর্তসমূহ পুরণ না করেই যে জবরদস্তি ও পুলিশী নির্যাতন চালাচ্ছে তা কখনই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। শেখ হাসিনা বিবৃতিতে গারো উপজাতীয় যুবক হত্যাকাণ্ডের জন্য বিএনপি-জামাত জোট সরকারকে দায়ী করে বলেন, অবশ্য জাতিগত সংখ্যালঘুদের এ জঘন্য হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য সরকারকে জবাবদিহি করতে হবে। তিনি ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত, দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি এবং নিহত-আহতদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেবার দাবি জানান।

সিপিবির সভাপতি মঞ্জুরুল আহসান খান, ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক বিমল বিশ্বাস, গণফোরামের কেন্দ্রীয় নেতা পংকজ ভট্টাচার্য, গণআজাদী লীগের সভাপতি হাজী আব্দুস সামাদ সমন্বয়ে গঠিত ১১ দলের বিশেষ একটি টিম রবিবার অকুস্থল সরেজমিন ঘুরে এসে বলেছে, মধুপুর গড়কে আদিবাসীশূন্য করার জন্য পরিকল্পিতভাবে হত্যাকাণ্ড চালানো হয়েছে। পৃথক বিবৃতিতে বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন ও সাধারণ সম্পাদক বিমল বিশ্বাস মধুপুরের ঘটনার নিন্দা করে বলেছেন, এটি ঠাণ্ডা মাথায় আদিবাসী হত্যাকাণ্ড। আদিবাসী হত্যাকাণ্ডের আরও প্রতিবাদ জানিয়েছেন বাংলাদেশ খ্রিস্টান এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এ্যাডভোকেট প্রমোদ মানকিন এমপি, মহাসচিব নির্মল রোজারিও, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের সভাপতি মিঠুন চাকমা, সাংগঠনিক সম্পাদক দীপংকর ত্রিপুরা প্রমুখ।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৫ জানুয়ারি ২০০৪

(২১০০)
জনমনে আতঙ্ক ॥ সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা
গোপালগঞ্জে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত বিভিন্ন গ্রামে সন্ত্রাস চাঁদাবাজের তৎপরতা

গোপালগঞ্জ থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার সংখ্যালঘু অধ্যুষিত বিভিন্ন গ্রামে সশস্ত্র চাঁদাবাজদের অপতৎপরতায় জনমনে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। চাঁদাবাজরা বিভিন্ন লোকের কাছে চিঠি দিয়ে চাঁদা দাবি করছে এবং বেশ কিছুদিন ধরে ওইসব গ্রামে রাতের বেলায় অস্ত্র নিয়ে মহড়া দিচ্ছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, ২২শে ডিসেম্বর ১০/১৫ জনের একটি সশস্ত্র চাঁদাবাজদের দল কাটরবাড়ি গ্রামের অপূর্ব বিশ্বাস মরুর বাড়িতে হানা দিয়ে ৫০ হাজার টাকার চাঁদা দাবি করে এবং ৩/৪ দিনের মধ্যে তাদের নির্ধারিত স্থানে চাঁদা পৌঁছে দেয়ার হুমকি দিয়ে চলে যায়। এ ঘটনার পর থেকে কাটরবাড়ি, হাতিকাটা রঘুনাথপুর মালিহাতা, ডোমরাপুর, পদ্মবিলা প্রভৃতি গ্রামের নিরীহ জনগণের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দেয়। তারা এখন ভীতির মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। অনেকেই ভয়ে নিজ নিজ গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

সশস্ত্র চাঁদাবাজরা যেসব লোকের কাছে চিঠি দিয়ে চাঁদা দাবি করেছে তারা হচ্ছেন ঃ কাটরবাড়ি গ্রামের অপূর্ব বিশ্বাস মরু, সন্তোষ হীরা, চন্দন হীরা, ভবানী বিশ্বাস, গোবিন্দ বিশ্বাস, শিশির বাইন, তেজেন মণ্ডল, অমিত বাইন, বিজন রায়, জিতেন রায় প্রমুখ। চিঠিতে প্রত্যেকের কাছে ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করা হয় এবং চাঁদা না দিলে তাদেরকে হত্যার হুমকি দেয়া হয় বলে এলাকাবাসীর খবরে উল্লেখ করা হয়। এলাকাবাসীর ধারণা, পাশের বাগেরহাট জেলাসহ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে যৌথ বাহিনীর অভিযান অব্যাহত থাকায় সশস্ত্র চাঁদাবাজরা গোপালগঞ্জ এলাকায় এসে নিরাপদ আশ্রয়ে তাদের তৎপরতা শুরু করেছে। এসব

গ্রামে এ জাতীয় ঘটনা এই প্রথম। এলাকাবাসী এ ঘটনায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন বলে এ প্রতিবেদককে অনেকে জানিয়েছেন।

সংবাদ, ৬ জানুয়ারি ২০০৪

(২১০১)
পীরগঞ্জে আদিবাসী মন্দিরে সন্ত্রাসীদের অগ্নিসংযোগ
১.৩৮ একর দেবোত্তর সম্পত্তি জবর দখল, পালিয়ে বেড়াচ্ছেন বাদী

পীরগঞ্জ (রংপুর) থেকে সংবাদদাতা ঃ আদিবাসীদের মন্দির পুড়িয়ে দিয়ে ১.৩৮ একর দেবোত্তর সম্পত্তি জাল দলিল ও ভুয়া পত্তনির নামে জবরদখল করেছে পাশের গ্রাম মহেশপুরের সন্ত্রাসীরা। এ নিয়ে মামলা করায় প্রাণনাশের হুমকিতে পালিয়ে বেড়াচ্ছে যতীন্দ্র হেমরম। ঘটনাটি ঘটে উপজেলার চককৃষ্টপুর গ্রামে।

জানা যায়, উল্লিখিত ১.৩৮ একর জমি দেবোত্তর সম্পত্তি হিসেবে ৪০ ও ৬২ খ্রিস্টাব্দে রেকর্ডভূক্ত হয়। এ জমিতে স্থানীয় ২৫টি পরিবার (আদিবাসী) দীর্ঘদিন থেকে কালীমন্দির স্থাপন করে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করে আসছিল। পাশের মহেশপুর গ্রামের সহিম উদ্দিন ৫/৬ বছর আগে ভুয়া কাগজপত্র তৈরি করে ভোগদখল শুরু করে। আদিবাসী পরিবারগুলো পূজা-অর্চনা করতে গেলে সহিম উদ্দিন ও তার লোকজন তাদের বাধা দেয়। উপায়অন্তর না দেখে আদিবাসীরা ১১ই জানুয়ারি উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি)-এর কাছে ওই জমি উদ্ধারের আবেদন করে। এদিকে ২০শে অক্টোবর সহিম উদ্দিনের ছেলে শহিদুল ও জাহিরুল ওই জমি পাওয়ার টিলার দিয়ে চাষ করতে থাকে। এতে যতীন্দ্রনাথ হেমরম বাধা দিলে শহিদুল ও জাহিরুল তাকে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে। তারা জমি চাষ করতে যাওয়ার সময় ওই জমির কোলে থাকা কালীমন্দিরটিতে আগুন লাগিয়ে দেয়। আগুন লাগিয়ে দেয়ার আগে মূর্তিগুলো ভেঙ্গে ফেলার অভিযোগ করেছে আদিবাসীরা। ঘরটি খড়ের হওয়ায় মুহূর্তেই পুড়ে যায়। পরদিন এ বিষয়ে পীরগঞ্জ থানায় একটি মামলা হয়; কিন্তু চোখে পড়ার মতো কোন পদক্ষেপ আজ পর্যন্ত নেয়নি প্রশাসন। অন্যদিকে ২৩ অক্টোবর সহকারি কমিশনার (ভূমি) মামলার রায় ৭১/০২-০৩ মিসকেস অনুযায়ী প্রদান করেন। বাদীপক্ষ এ বিষয়ে কোন নোটিশ আজ অবধি পায়নি। রায়ে তিনি ইল্লেখ করেন, উভয়পক্ষের কাগজপত্র দেখলাম। বিবাদী সহিম উদ্দিনের নাম খারিজ মোকদ্দমা ১৪৮৩/৮১-৮২ মূলে নাম খারিজ করেন। খারিজ খতিয়ান ৮৭ সহিম উদ্দিনের নামে প্রস্তুত হয়। সহিম উদ্দিন সনতক খাজনাদি পরিশোধ করেন এবং কাগজপত্র পর্যালোচনা করে দেখা গেল তার দাবি সঠিক বলে বিবেচ্য নয় এবং নালিশী সম্পত্তিতে তার কোন স্বত্ব নেই।

এ বিষয়ে উপজেলা ভূমি কর্মকর্তার অফিসে যোগাযোগ করা হলে জানা যায়, রায় প্রদানকারী সহকারী কমিশনার (ভূমি) আমিনুর রহমান রায় প্রদানের দিন বদলি হয়ে গেছেন জয়পুরহাট ডিসি অফিসে।

উল্লেখ্য, ওই তারিখে মামলার দিন ধার্য ছিল না। বাদিকে কোন নোটিশও প্রদান করা হয়নি।

পরে আদিবাসীরা উপজেলা নির্বাহী অফিসার মিনু শীলের দারস্থ হলে তিনি বিষয়টি আমলে নিয়ে পুনরায় বিচারের ব্যবস্থা করেন বলে জানান আদিবাসীরা। তারা আরও জানান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার খুবই ভাল মানুষ। তিনি বিষয়টি জানার পর ত্বরিত ব্যবস্থা নিয়েছেন। শত ব্যস্ততার মাঝে মনযোগ সহকারে বক্তব্য শুনেছেন। অফিস সহকারী মনোরঞ্জন তাদের নানাভাবে নির্যাতন করেছে। তিনি ঘুস চেয়েছিলেন তাদের কাছে।

এ সংবাদদাতা অফিস সহকারী মনোরঞ্জনের সঙ্গে কথা বলতে চাইলে তিনি রেগে বলেন, তার বিরুদ্ধে লিখে কিছুই করা যাবে না।

সংবাদ, ৬ জানুয়ারি ২০০৪

(২১০২)
সরজমিন মধুপুর ঃ যে কারণে নিহত হলেন পীরেন্‌ স্নাল

সরকারি প্রকল্প প্রতিরোধ করতে গিয়ে মধুপুর বনে গারো আদিবাসী নিহত হয়েছেন বনপ্রহরীর গুলিতে। আদিবাসীরা প্রচণ্ড বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন এ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে। মধুপুর থেকে ফিরে ফিলিপ গাইনের প্রতিবেদনঃ

মধুপুর গড়ে আবার হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। বনের জালাবাধায় কয়েক হাজার আদিবাসীর বিক্ষোভ মিছিলে বনরক্ষী এবং পুলিশ গুলি চালালে ঘটনাস্থলেই জয়নাগাছা গ্রামের পীরেন্‌ স্নাল নিহত হন। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় গুরুতর আহত উৎপল নকরেক ঢাকায় অস্ত্রোপাচারের পর প্রানে বেঁচে গেছেন। ৩রা জানুয়ারির ওই ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ২৫ জনের মতো আদিবাসী।

মধুপুরে এ হত্যাকাণ্ড ঘটার পর থেকে সেখানে চলছে প্রচণ্ড ক্ষোভ। হাজার হাজার আদিবাসী নরনারী রাস্তায় নেমে আসেন। তাদের ক্ষোভ, বেদনা, মিছিল, সমাবেশ এবং শ্লোগানে মধুপুর প্রকম্পিত। টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ সড়ক অবরোধ করা হয়।

টাঙ্গাইল জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীকে দেয়া এক স্মারকলিপিতে আদিবাসীরা বনমন্ত্রী,ডিসি, এসপি এবং ডিএফওকে দ্বায়িত্ব থেকে অপসারণের দাবি জানিয়েছেন। তাদের অন্যান্য দাবির মধ্যে হত্যাকাণ্ডের বিচার বিভাগীয় তদন্ত, 'ইকোপার্ক' বাতিল, আদিবাসীদের ভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দান, এবং নিহত ও আহতদের ক্ষতিপূরণ দান। ৫ই জানুয়ারি টেলকিতে আদিবাসী সমাবেশে জেলা প্রশাসক জানিয়েছেন ইতোমধ্যে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে নিয়ে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে।

মধুপুরের গারো গ্রাম জয়নাগাছা, সাধুপাড়া, কাকড়াগুনি, বেদুরিয়া, টিলা, গাইরা, টেলকি,জলুই, বেরিবাইদ, গেচ্চুয়াসহ অনেক আদিবাসী গ্রামের কয়েক হাজার আদিবাসী বন এলাকায় ৩রা জানুয়ারি বিক্ষোভ করার সময় তাদের ওপর হামলা চলে। পুলিশ ও বনপ্রহরীরা টিয়ার গ্যাস, রাবার বুলেট, ছররাগুলি, রাইফেলের গুলি বর্ষণ করে।

'আমরা হাজার পাঁচেক আদিবাসী মিছিল করছিলাম। আমরা সবাই খালি হাতে বনের মধ্যে পাকা দেয়াল নির্মাণ এবং স্থাপনা তৈরির কাজ বন্ধ করার অনুরোধ নিয়ে যাচ্ছিলাম জালাবাধার একটি স্পটের দিকে, যেখানে নির্মাণ কাজ চলছে। স্পটে পৌঁছানোর আগেই আমাদের পথরোধ করে বনপ্রহরী ও পুলিশ আমাদের ওপর খুব কাছে থেকে গুলি চালায় ও টিয়ার গ্যাস ছোড়ে'— বললেন মিছিলে অংশগ্রহণকারী গারো যুবক জর্জ নকরেক।

আদিবাসীদের দাবি, তাদের মিছিল ছিল শান্তিপূর্ণ এবং তারা ছিলেন খালি হাতে। তাদের ওপর সশস্ত্র আক্রমণের কোন দরকারই ছিল না।

যে রাস্তার ওপর এ সংঘর্ষ ঘটেছে সেখানে ঘটনার পরদিনও রক্তের দাগ ছিল। রাস্তার একপাশে পাকা দেয়াল, কোথাও কোথাও ভাঙা। দেয়ালের ভেতরের অংশে ঝোপঝাড়। ঐতিহ্যবাহী শালবনের সেই বিশাল গাছ আর নেই। রাস্তার আরেক পাশে বিদেশী প্রজাতি দিয়ে তৈরি করা 'বন'। ফাঁকা ফাঁকা করে লাগানো কৃত্রিম বনের মাঝে আনারস ক্ষেত। একটু এগুলেই রাস্তার একপাশে নির্মিয়মাণ পাকা দেয়াল এবং স্থাপনা। হত্যাকাণ্ডের পরদিন থেকে নির্মাণকাজ বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন জেলা প্রশাসক।

মধুপুর গড়ের উত্তর-পূর্ব এলাকার বিভিন্ন জায়গায় উঠছে পাকা দেয়াল এবং স্থাপনা। এইসব হচ্ছে মধুপুর জাতীয় উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায়। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ষাট হাজার ফুটের মতো পাকা দেয়াল তুলে ৩,৫০০ একরের শালবন রক্ষা এবং পাকা স্থাপনা নির্মাণ।

আদিবাসী এবং বনবিভাগ তথা সরকারের মধ্যে যে বিরোধ তার মূলে এই পাকা দেয়াল এবং পর্যটন শিল্প বিকাশের জন্য পরিকল্পিত স্থাপনা। আদিবাসীদের অভিযোগ, পাকা দেয়াল দিয়ে বন রক্ষা হবে না; বরং তা আদিবাসীদের জন্য নানা সমস্যা সৃষ্টি করবে। জঙ্গলের বিভিন্ন জায়গায় পাকা দেয়াল হলে তাদের চলাচলের পথ নিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়বে। তাদের গ্রামের আশপাশ দিয়ে পর্যটকদের থাকার ব্যবস্থা হলে এবং তাদের বিনোদনের জন্য ছোট ছোট লেক করা হলে তারা হারাবেন তাদের ফসল উৎপাদনের জমি। তাছাড়া ইকোটুরিজমের নামে চারদিকে পর্যটকদের সমাগম হলে বাড়বে সামাজিক অশান্তি। আরও বেশি নিরাপত্তাহীনতায় পড়বে তাদের নারীরা, যারা বনে-জঙ্গলে অবাধে চলাফেরা করেন।

মধুপুরে ৩ জানুয়ারি যে হত্যাকাণ্ড ঘটেছে তার আগে বনপ্রহরীদের গুলিতে আরও বেশ কয়েকজন আদিবাসী নারী-পুরুষ নিহত হয়েছেন। লাঞ্ছিত হয়েছেন অনেক নারী। আর বন মামলার ভয়ে এলাকাবাসী থাকেন সর্বদা সন্ত্রস্ত।

মধুপুরের আদিবাসী মানুষের জীবনযাপন এবং কৃষ্টি-সংস্কৃতি একসময় ছিল পুরোপুরি বননির্ভর। কিন্তু মধুপুরের শালবন আজ এক নষ্ট বনভূমি। সেখানে আদিবাসীর প্রাণ ওষ্ঠাগত।

টাঙ্গাইলের ডিএফও আবু হানিফ পাটোয়ারীর দেয়া পরিসংখ্যান অনুসারে মধুপুর গড়ের টাঙ্গাইল অংশের ৪৬,০০০ একরের মধ্যে রাবার বাগান রয়েছে ৭,৮০০ একরে, বিমান বাহিনী ফায়ারিং রেঞ্জ করার জন্য নিয়েছে ১,০০০ একর, জবরদখল হয়েছে ২৫,০০০ একর এবং বনবিভাগের নিয়ন্ত্রণে আছে মাত্র ৯,০০০ একর।

মধুপুরে জবরদখল হয়ে যাওয়া বনভূমি আজ কলা ও আনারস বাগান। মধুপুরে আনারস চাষ দীর্ঘদিনের। গারোরাই প্রথম আনারস চাষ শুরু করে। পরবর্তীতে তাদের তৈরি আনারস বাগানের একটি বিরাট অংশ চলে যায় বাঙ্গালীদের হাতে। মধুপুরে কলাচাষের সম্প্রসারণ ঘটেছে দ্রুত। বর্তমানে আনারস ও কলা চাষ এবং ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করে প্রভাবশালী বাঙ্গালীরাই।

আনারস, কলা, বিদেশী প্রজাতির আগ্রাসন— এসবে মধুপুর যখন এক নষ্ট বনভূমি তখন আদিবাসীরা ক্রমাগত অবরুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে তাদের গ্রামে। এরপর যখন তারা দেখেছে তাদের গ্রামের আশপাশ দিয়ে উঠছে পাকা প্রাচীর এবং দালানকোঠা তখন আর তাদের নড়াচড়ার জায়গা থাকছে না।

আদিবাসীদের ক্ষোভ-প্রতিবাদ-বিরোধ প্রশমনের জন্য সরকার চেষ্টা করেছে। গত বছর জুলাই মাসের ৪ তারিখে স্বয়ং বনমন্ত্রী শাজাহান সিরাজ বসেছিলেন গারো নেতৃবৃন্দের সাথে (দোখলা রেস্ট হাইজে)। মন্ত্রী ওই মিটিংয়ে বনবিভাগের কর্মকর্তাদের তিরস্কার করেছেন এবং আশ্বস্ত করেছেন গারোদের। যারা বনের মধ্যে বসবাস করে তাদের অধিকার বেশী, এমন কথাও বলেছেন বন ও পরিবেশমন্ত্রী। একই মিটিংয়ে উপস্থিত প্রতিমন্ত্রী এ.কে.এম মোশারফ হোসেন বলেন, বন বিনাশের জন্য বনবিভাগই দায়ী।

আদিবাসী গারোদের প্রতিবাদ-প্রতিরোধ দমন করতে যেসব 'মিথ্যা মামলা' হয়েছিল তাও তোলার কথা দিয়েছিলেন মন্ত্রী। ওই মিটিং শেষে মন্ত্রীর সিদ্ধান্ত ছিল প্রাচীর হবে কিন্তু গারোদের অসুবিধা করে নয়। আর গারো নেতারা সপ্তাহ দু'য়েকের মধ্যে একটি কমিটি করে বনবিভাগের সাথে কাজ করবে।

কিন্তু মাসখানেক পর কমিটি যখন হলো তখন গারোরা দ্বিধাবিভক্ত। জুলাইয়ের ৪ তারিখে মন্ত্রীর সাথে মিটিংয়ে যে সকল গারো নেতা (যেমন- অজয়, মৃ, বাবুল ডি. নকরেক) নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তারা সবাই বাদ। অভিযোগ, যে কমিটি শেষ পর্যন্ত হয়েছে তা সরকারের পছন্দ করা লোকজন নিয়ে। কমিটির ১২ই সেপ্টেম্বর চুনিয়া কলেজে যে সভার আয়োজন করে তাতে

মূল আলোচ্য বিষয় ছিল দেয়াল নির্মাণসহ মধুপুর জাতীয় উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন। এরপর থেকে প্রাচীরবিরোধীদের সাথে সরকার ও সরকার সমর্থক কমিটির বিরোধ চলছে।

বিরোধপূর্ণ এ সময় প্রাচীরের বিরুদ্ধে চলেছে মিছিল, মিটিং, কালো পতাকা প্রদর্শন ইত্যাদি। কিন্তু কেউ ভাবতে পারেনি বনপ্রহরীরা এবং পুলিশ গুলি চালাবে নিরস্ত্র আদিবাসীদের ওপর এবং আবারও প্রাণ হারাবে নিরীহ গারো।

নিহত পীরেনের বাবা কাঁদছেন। স্ত্রী সীতা নকরেক বাকরুদ্ধ। তার চোখ দিয়ে সবসময় অশ্রু ঝরছে। কোলে দু' মাসের মেয়ে রাত্রি নকরেক। নিহত পীরেনের লাশ পুলিশ তুলে নিয়ে গিয়েছিল। ময়নাতদন্তশেষে ৪ জানুয়ারি লাশ ফিরিয়ে দিয়েছে সন্ধ্যায়।

ঘটনার পরপর দুটো মামলা হয়েছে। একটি করেছেন মধুপুর থানার ওসি 'উচ্ছৃঙ্খল' আখ্যা দিয়ে। আরেকটি করেছেন থানার এক হাবিলদার বনপ্রহরীদের বিরুদ্ধে। থানার ওসির দাবি পুলিশ মিছিলকারীদের ওপর কোন গুলি চালায়নি। শুধু বনপ্রহরীরাই গুলি চালিয়েছে। গারোদের মধ্য থেকেও মামলা করার প্রস্তুতি চলছে।

গারো আদিবাসীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রাচীরের বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে, তা নানা কর্মসূচির মাধ্যমে অব্যাহত রাখায় বদ্ধপরিকর তারা। তাদের এ প্রতিবাদ-প্রতিরোধের গুরুত্ব অনেক। কারণ যারাই মধুপুরে পাকা প্রাচীর দেখছেন তারাই বিস্মিত হচ্ছেন।

বন রক্ষার কথা বলে পাকা প্রাচীর তোলার পরিকল্পনাকে উদ্ভট বলেছেন, কারণ যে বনবিভাগ পাকা প্রাচীর তুলছে সে বনবিভাগের চোখের সামনেই বনের বিস্তির্ণ এলাকা জবরদখল হয়ে গেছে। মধুপুরের সর্বত্র অভিযোগ বনবিভাগই এজন্য দায়ী। কাজেই বনবিভাগের জবরদখল হওয়া জমি রক্ষার চেষ্টা না করে এমন জায়গায় প্রাচীর তুলছে যেখানে এখনও অনেক আদিবাসীর ঐতিহ্যগত কিছু অধিকার আছে। তারা তাদের সর্বশেষ অবলম্বনের অধিকারটুকু হাতছাড়া করতে চায় না।

মধুপুরের আদিবাসীরা যেমন ক্ষুব্ধ তেমনি শঙ্কিত। অতীতে বনবিভাগের যেসব হত্যাকাণ্ড ঘটেছে তার অধিকাংশের ক্ষেত্রে তারা কোন বিচারই পায়নি। তারা মধুপুরকে আর তাদের নিরাপদ আবাসভূমি মনে করে না। মধুপুর যেভাবে বিরান হয়েছে তাতে ঐতিহ্যবাহী এ শালবনকে আর অরণ্য বলে চেনা যায় না। আদিবাসীরা চারদিকে অরণ্যের ক্রন্দন শোনে। ক্রন্দন করে নিজেরাও।

সংবাদ, ৭ জানুয়ারি ২০০৪

(২১০৩)
প্রভাবশালীদের ভয়ে কেউ মুখ খুলছে না
উচ্চ আদালতের নির্দেশ উপেক্ষা করে হিন্দু ব্যবসায়ীর জায়গায় মার্কেট নির্মাণ

আসাদুজ্জামান দারা, পরশুরাম থেকে ফিরে ঃ ফেনি জেলার পরশুরামে উচ্চ আদালতের স্থগিতাদেশ এবং থানা প্রদত্ত সতর্কীকরণ নোটিশ উপেক্ষা করে হিন্দু ব্যবসায়ীর জায়গা দখল করে মার্কেট নির্মাণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। পরশুরাম পৌর এলাকার গুরুত্বপূর্ণ বানিজ্যিক স্থানে নির্মাণ করা হয়েছে ১৯ দোকান বিশিষ্ট এ মার্কেটটি। উপজেলার বিএনপির সাধারণ সম্পাদক, পৌর চেয়ারম্যান ও তাদের আত্মীয়স্বজনদের জন্য আগেই বরাদ্দ করা হয়েছে ১১টি দোকান। অবৈধভাবে এ বিশাল মার্কেটটি নির্মিত হলেও প্রভাবশালীদের ভয়ে কেউ মুখ খুলছে না।

সরজমিন অনুসন্ধান ও নথিপত্র পর্যালোচনা করে জানা যায়, পরশুরাম উপজেলার অনন্ত পুর গ্রামের ধান-চাল ব্যবসায়ী রবীন্দ্র কুমার বৈদ্য ও সাধন চন্দ্র বৈদ্যের পূর্ব পুরুষরা ১৯৪৭

সালে তাদের মালিকীয় ১ একর ৯০ শতাংশ জমি থেকে পরশুরাম পাইলট হাইস্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য ৪৭ শতাংশ জমি দান করেন। স্কুল কর্তৃপক্ষ সে সময় আরো বেশি জায়গা জুড়ে স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর ১৯৬২ সালে রবীন্দ্র সাধনের আরেক পূর্ব পুরুষ স্কুলকে আরো ৪৮ শতাংশ জমি দান করেন। এর পরও স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় প্রভাবশালীরা স্কুলের উন্নয়ন ও মসজিদ নির্মাণসহ নানা অজুহাতে বিভিন্ন সময়ে আরো জমি দখল করে নেয়। সর্বশেষ স্কুলের পাশে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক এলাকায় রবীন্দ্র বৈদ্য ও সাধন বৈদ্যের প্রায় ২১ শতাংশ জমি দখল করে প্রভাবশালীরা ১৯ দোকানবিশিষ্ট বিশাল মার্কেট নির্মাণ করেছে। স্কুলের উন্নয়নের নামে নির্মিত মার্কেটে উপজেলা বিএনপি সাধারণ সম্পাদক ও স্কুল পরিচালনা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান জাফর উল্যাহ, তার বড়ো ভাই উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রসুল লিলামিয়া, আব্দুল হাসেম লোকমান, খালেক, পরশুরাম পৌর চেয়ারম্যান আবু তালেবসহ ১১ জনের নামে ১১টি দোকান আগে থেকেই বরাদ্দ করা হয়েছে। দোকান প্রতি ১ লাখ টাকা করে জামানত গ্রহণ করে ৪০ হাজার টাকা করে রশিদ দেওয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে।

সূত্র জানায়, স্কুল পরিচালনা কমিটির কতিপয় প্রভাবশালী সদস্য মার্কেট নির্মাণ শুরু করলে জমির মালিকরা প্রথমে নি আদালতে মামলা দায়ের করেন। মামলার রায় তাদের পক্ষে গেলে দখলকারীরা উচ্চ আদালতে আপিল করে। উচ্চ আদালত যাবতীয় নথিপত্র পরীক্ষা করে উক্ত ভূমিতে কোনো প্রকার স্থাপনা নির্মাণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে স্থগিতাদেশ জারি করে। কিন্তু দখলকারীরা উচ্চ আদালতের স্থগিতাদেশ উপেক্ষা করে মার্কেট নির্মাণ অব্যাহত রাখলে জমির মালিকরা পুলিশের স্মরণাপন্ন হন। ফেনি পুলিশ সুপার অফিসের নির্দেশে পরশুরাম থানা পুলিশ গত ২৪ ডিসেম্বর বিবাদী পক্ষকে উচ্চ আদালতের স্থিতাবস্থা লঙ্ঘন না করার জন্য নোটিশ দেয়। কিন্তু এ নোটিশের পরও বিবাদী পক্ষ মার্কেট নির্মাণ অব্যাহত রাখে।

এ প্রসঙ্গে উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও পরশুরাম পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের ভাইস চেয়ারম্যান জাফর উল্যাহ ভোরের কাগজকে বলেন, স্কুল কর্তৃপক্ষ জেলা পরিষদের কাছ থেকে জমি লিজ নিয়ে মার্কেট নির্মাণ করছে। তবে তিনি স্বীকার করেন যে, বাদীদ্বয় এখানে ২/১ শতাংশ জমি পেলেও পেতে পারে। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা, পরশুরাম থানার দারোগা সুভাস চন্দ্র বলেন, তদন্তে প্রতীয়মান হয় যে, বাদীদ্বয়ের জায়গাও নির্মিত মার্কেটের মধ্যে পড়েছে। এমতাবস্থায় বাদীরা যাতে ক্ষতিগ্রস্থ না হয়, সে ব্যাপারে খেয়াল রাখা উচিৎ বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

পরশুরাম উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আলীম উদ্দিন আদালতে বিচারাধীন কোনো বিষয় নিয়ে মন্তব্য করতে রাজি হননি। তবে তিনি বলেন, প্রকৃত ঘটনাতো আপনারা দেখছেন এবং বুঝতে পারছেন। অপরদিকে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অনেকেই বলেছেন, সম্পূর্ণ অবৈধভাবে মার্কেটটি নির্মিত হচ্ছে।

ভোরের কাগজ, ৯ জানুয়ারি ২০০৪

(২১০৪)
মধুপুর ইকোপার্ক বাতিলের দাবিতে আদিবাসী সমাবেশ
এ দেশে এখন পাকিস্তানিরা নেই কিন্তু তাদের প্রেতাত্মারা আছে

কাগজ প্রতিবেদক ঃ আদিবাসী সমাবেশে বক্তারা বলেছেন, বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ। কিন্তু এই স্বাধীন দেশে আদিবাসীদের কোনো স্বাধীনতা নেই। নেই ভূমির অধিকার। যে কোনো মূল্যে এই স্বাধীনতা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

বক্তারা আরো বলেন, এ দেশে এখন আর পাকিস্তানীরা নেই। কিন্তু পাকিস্তানীদের প্রেতাত্মারা রয়েছে। এদের ইশারা-ঈঙ্গিতেই বাঁশখালীতে সংখ্যালঘুদের পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। বনদস্যু নিধনের নামে হত্যা করা হয় নিরপরাধ মানুষকে। পাখির মতো গুলি করে মারা হয় অসহায় আদিবাসীদের। এর হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে প্রেতাত্মাদের নির্মূল করতে হবে। রাষ্ট্র ক্ষমতা থেকে পাকিস্তানী ভূতদের তাড়াতে হবে।

মধুপুরে ইকোপার্ক নির্মাণ প্রকল্প বাতিল, আদিবাসী পিরেন স্নালের হত্যার বিচারসহ দেশব্যাপী আদিবাসী নির্যাতনের প্রতিবাদে আয়োজিত এক প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তারা এ কথা বলেন।

'বাংলাদেশের গারো আদিবাসী' নামে আদিবাসীদের একটি সংগঠন গতকাল বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এই সমাবেশের আয়োজন করে।

ঢাকা মহানগর ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের সভাপতি তপন মারাকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সমাবেশে বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগের কৃষি বিষয়ক সম্পাদক সাংসদ আব্দুর রাজ্জাক, প্রমোদ মানকিন এমপি, ড. হায়াৎ মাহমুদ, এডভোকেট সুলতানা কামাল, ড. সাদেকা হালিম, ব্যারিস্টার রাজা দেবাশীষ রায়, রোজালিন ডি কস্তা, নির্মল রোজারিও, সঞ্জীব দ্রং, অধ্যাপক মেজবাহ কামাল, রেবেকা সরেন, নির্মল চক্রবর্তী, শৈবাল শাংমা, বিনতাময় ধামাই এবং পুলিশের গুলিতে নিহত পিরেন স্নালের বিধবা স্ত্রী সীতা নকরেক।

আব্দুর রাজ্জাক তার বক্তব্যে পিরেন স্নালের হত্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের খুঁজে বের করা এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে অবিলম্বে একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠনের দাবি জানান। এছাড়াও তিনি একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিশন গঠন করে আদিবাসীদের সমস্যা এবং এসব সমস্যা নিরসনের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানান।

সাংসদ প্রমোদ মানকিন বলেন, আমাদের সমাজে নারী দুর্বল, আদিবাসীরা দুর্বল, সংখ্যালঘুরা দুর্বল, তাই তাদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন চলছে। তাই সময় এসেছে দুর্বলদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। শাসকদের ক্ষমতার দম্ভ ভেঙে চুরমার করে দিতে হবে।

এডভোকেট সুলতানা কামাল বলেন, বলা হয় বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ। অথচ এই স্বাধীন দেশে আদিবাসীদের কোনো স্বাধীনতা নেই। নাগরিক অধিকার রক্ষায় সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

অজয় রায় বলেন, জোট সরকার রক্তের হোলিখেলায় মেতে উঠেছে। উন্নয়নের নামে আদিবাসীদের উচ্ছেদ করার ষড়যন্ত্র চলছে।

তিন মাসের শিশুসন্তানকে বুকে জড়িয়ে শহীদ মিনারে স্বামী হত্যার বিচার চাইতে এসেছিলেন পুলিশের গুলিতে নিহত পিরেন স্নালের বিধবা স্ত্রী সীতা নকরেক। গত ৩ জানুয়ারি মধুপুরের জালাবাদ গ্রামে মিছিলে নেতৃত্ব দেওয়ার সময় পুলিশের গুলিতে নিহত হন পিরেন। শহীদ মিনারে দাঁড়িয়ে দেওয়া বক্তৃতায় সীতা নকরেক বলেন, আমি আমার স্বামী হত্যার বিচার চাই। আর কাউকে যাতে আমার মতো ভাগ্যবরণ করতে না হয়।

এদিকে মধুপুরে ইকোপার্ক নির্মাণের নামে আদিবাসীদের উচ্ছেদের প্রতিবাদ জানিয়েছেন কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের নেতৃবৃন্দ। একইসঙ্গে তারা গত বুধবার আদিবাসীদের সমাবেশ থেকে টাঙ্গাইলে ফেরার পথে এ দলের একমাত্র সাংসদ কাদের সিদ্দিকীর ওপর বিএনপি দলীয় সন্ত্রাসীদের হামলা ও তার গাড়ি ভাংচুরের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন কৃষকশ্রমিক জনতা লীগের নেতারা।

গতকাল বৃহস্পতিবার দলীয় কার্যালয়ের সামনে অনুষ্ঠিত এক সমাবেশে নেতৃবৃন্দ এই প্রতিবাদ জানান। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন আনোয়ার হোসেন পাহাড়ি, কামাল উদ্দিন কামাল, হুমায়ুন কবীর, মোহাম্মদ হান্নান বাদল প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

ভোরের কাগজ, ৯ জানুয়ারি ২০০৪

(২১০৫)
মধুপুরে আদিবাসীদের আন্দোলন দমনে সক্রিয় বিএনপি ক্যাডাররা কাদের সিদ্দীকির গাড়ি ভাঙচুর

কামনাশীষ শেখর, টাঙ্গাইল ঃ মধুপুর গড় এলাকায় আদিবাসীদের ইকোপার্কবিরোধী আন্দোলন দমনের জন্য মাঠে নেমেছে বিএনপি ক্যাডাররা। গত বুধবার রাতে তারা গারো পল্লীগুলোতে সশস্ত্র মহড়া দিয়েছে। এ সময় তারা কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ সভাপতি বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীর গাড়ি ভাঙচুর করেছে। এ ঘটনায় গড় এলাকার গারোদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে।

জানা যায়, বাংলাদেশ গারো ছাত্র সংগঠন (বাগছাস) গড় অঞ্চলের জলছত্র বাসস্ট্যান্ডে পীরেন স্নান হত্যার প্রতিবাদে বুধবার ছাত্র গণজমায়েতের আয়োজন করে। এতে সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ডেভিড রানা চিসিমের সভাপতিত্বে আদিবাসী নেতা অজয় এ মৃ, প্রবীণ চিরান, গাসিন্তা নকরেক, মারিয়া চিরান, নিউরেক ডালাত প্রমুখ বক্তৃতা করেন। সমাবেশে বিভিন্ন গারোপল্লী থেকে মিছিলসহকারে আদিবাসীরা যোগ দেয়। সমাবেশে আসা ভুটিয়া এলাকার গারোরা মিছিল সহকারে ফেরার পথে ঘুঘুরবাজার এলাকায় একটি টেম্পো মিছিলের ওপর উঠে যায়। এতে বিক্ষুব্ধ গারোরা টেম্পোটি ভাঙচুর করে। এতে ইকোপার্ক বাস্তবায়নের পক্ষের স্থানীয় কিছু বাঙালি বিএনপি নেতা এলাকায় গুজব ছড়িয়ে দেয় যে, 'খ্রিস্টান গারোরা টেম্পোর আরোহী মুসলমান মহিলা যাত্রীদের লাঞ্ছিত করেছে।' পরে স্থানীয় বিএনপিদলীয় ক্যাডাররা রামদা-কিরিচ নিয়ে জলছত্র-পঁচিশমাইল আদিবাসী পল্লী ও আদিবাসীদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সামনে মহড়া শুরু করে। এতে আতঙ্কিত গারোরা দোকানপাট বন্ধ করে চলে যায়। অনেকে বাড়িঘর ছেড়ে নিরাপদ এলাকায় আশ্রয় নেন।

রাত ৯টার দিকে ময়মনসিংহ থেকে টাঙ্গাইল ফেরার পথে কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ সভাপতি বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী ঘটনাস্থলে পৌঁছেন। এ সময় সশস্ত্র বিএনপি কর্মীরা তার গাড়িবহরের তিনটি গাড়ি ভাঙচুর করে। কাদের সিদ্দিকী টাঙ্গাইল পৌঁছে সাংবাদিকদের জানান, গারোদের ইকোপার্কবিরোধী আন্দোলনে তাদের সমর্থন ছিল বলেই বিএনপি ক্যাডাররা তার গাড়িবহরের ওপর হামলা চালিয়েছে। তিনি বলেন, হামলার সময় মধুপুরের ওসি ফোর্স নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। তার সামনেই সব ঘটনা ঘটেছে। কাদের সিদ্দিকী বলেন, দেশে আজ আইনশৃঙ্খলা বলে কিছু নেই। হাসিনার সমর্থকরা আমার গাড়ি একাধিকবার ভেঙ্গেছে। তারা ক্ষমতায় থাকতে পারেনি। বিএনপি সরকার যদি এই হামলাকারীদের রক্ষা করতে চায়, তবে তাদের পরিণতিও আওয়ামী লীগের মতো হবে। তিনি ইকোপার্ক প্রকল্প বাতিল ও আদিবাসী যুবক পীরেন স্নান হত্যাকারীদের বিচারবিভাগীয় তদন্তের মাধ্যমে চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

হামলাকারী বিএনপি নেতা-কর্মীদের ব্যাপারে কেউ ভয়ে মুখ খুলছেন না। একাধিক সূত্র জানায়, মধুপুর উপজেলা বিএনপির এক শীর্ষ নেতা আদিবাসী নেতাদের এই বলে শাসিয়েছেন যে, ইকোপার্ক নিয়ে আন্দোলন করলে পরিণতি ভালো হবে না। তারা সাংবাদিক বা মানবাধিকার সংস্থাগুলোর লোকজনের সামনেও মুখ খুলতে বারণ করেছেন।

প্রথম আলো, ১০ জানুয়ারি ২০০৪

(২১০৬)
মাদারগঞ্জে সংখ্যালঘুর জমিতে ঘর তুলতে গিয়ে বাধা ॥ হামলায় আহত ৭

মাদারগঞ্জ (জামালপুর) থেকে সংবাদদাতা ঃ গতকাল শুক্রবার সকালে উপজেলার কয়ড়া বাজারে এক প্রভাবশালী কর্তৃক সংখ্যালঘু মৃৎশিল্পীর বাড়ির জমি দখল করে ঘর উত্তোলনে বাধা দিতে গিয়ে সন্ত্রাসীদের হামলায় মহিলাসহ ৭ জন আহত হয়েছে। তাদের মধ্যে মারাত্মক আহত অবস্থা শ্যামচরণ পাল (৫০), তার স্ত্রী সরস্বতী পাল (৪০), তার ছেলে রতন পাল, ছেলের বৌ মায়ারাণী পাল (২৮) ও ভাই নবান্ন পালকে (৪৫) মাদারগঞ্জ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এলাকাবাসী জানায়, জনৈক রাজ্জাক খান কয়েক মাস থেকে শ্যামচরণ পালের জমি দখল করার পাঁয়তারা করছিলো। মাদারগঞ্জ থানায় মামলা হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক, ১০ জানুয়ারি ২০০৪

(২১০৭)
কালকিনিতে সংখ্যালঘু অধ্যাপকের কাছে চাঁদা দাবি ও প্রাণনাশের হুমকি

কালকিনি (মাদারীপুর) থেকে সংবাদদাতা ঃ উপজেলার ডাসার ইউনিয়নের সাবেক ছাত্রদল সভাপতি ইমরান হোসেন (ইরান) তালুকদারের ভাই আজাদ তালুকদারের বিরুদ্ধে শশীকর শহীদ স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক মনীন্দ্রনাথ বাইনের (৫২) কাছে ৭০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। চাঁদা না দেয়ায় তাকে প্রাণনাশের হুমকি দেয়া হয়েছে।

জানা গেছে, গত ৩০শে ডিসেম্বর কলেজে গিয়ে আজাদসহ ৩/৪ জন সন্ত্রাসী জীব বিজ্ঞানের অধ্যাপক মনীন্দ্রনাথ বাইনের কাছে ৭০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে ৩ দিন সময় দেয়। গত ৩রা জানুয়ারি অধ্যাপকের বাসায় গিয়ে টাকা চাইলে দিতে অস্বীকার করায় তার স্ত্রীকে বিধবা হতে হবে বলে হুমকি দেয়। এ ঘটনায় অধ্যাপক ও তার স্ত্রী ডালিয়া ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছেন। শহীদ স্মৃতি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক অমল কৃষ্ণ বাড়ৈ বুধবার এই প্রতিনিধিকে জানান, অধ্যক্ষ গনেশ চন্দ্র হালদার ঢাকায় অবস্থান করছেন। তাকে বিষয়টি অবহিত করা হয়েছে। শিগগিরই এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেয়া হবে। এ ব্যাপারে অন্যান্য শিক্ষকদের মধ্যে আতঙ্ক এবং ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

সংবাদ, ১০ জানুয়ারি ২০০৪

(২১০৮)
পীরেন্‌্‌ালের পরিবার নির্বাক ঃ মিছিলের ভাষা পড়বে কে?

রফিকুল ইসলাম মন্টু, মধুপুর (টাঙ্গাইল) থেকে ফিরে ঃ তিন বছরের ছেলে উৎসব খেলছে। আর আড়াই মাসের শিশু রাত্রি কাপড়ের দোলনায় শুয়ে আছে। মা সিকতা নকরেকের বুকফাটা আহাজারি। অকালে স্বামী পীরেন্‌্‌ালকে হারিয়ে সিকতা এখন নিথর হয়ে আছে। ৩ জানুয়ারি বিকেল থেকে চুলোয় হাড়ি ওঠেনি। থালাবাটি পড়ে আছে এলোমেলো। পাঁচদিন ধরে সিকতা উপোস। কান্নাজড়িত কণ্ঠে গারো ভাষায় সিকতা তার স্বামী হত্যার বিচার চাইলেন। বললেন, 'আংশিই আপপা শিয়ানিকো বিচার হামুংয়া'।

পিরেন্‌ াল হত্যাকাণ্ডে মধুপুর বনাঞ্চলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। গ্রামগুলোতে উড়ছে কালো পতাকা। তার মৃত্যুতে গোটা গারো সম্প্রদায় শোকে নুয়ে পড়েছে। গারো সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব রক্ষার আন্দোলনে প্রাণ হারিয়েছেন আদিবাসী যুবক পিরেন্‌ াল (৩০)। জয়নাগাছা গ্রামের মিশনারী স্কুলের পাশে পিরেন এখন চিরনিদ্রায়। পরিবারের সদস্যরা জানান, পাহাড়ের কলাবাগানে মজুরের কাজ করতে বেরিয়ে অবশেষে লাশ হয়ে ঘরে ফিরেছেন পিরেন।

স্থানীয় লোকজন জানান, পিরেন দিনমজুরি করে সংসার চালাতেন। জয়নাগাছা গ্রামে বাড়ির জমিটুকু ছাড়া তার অন্য কোন সম্পদ নেই। এবাড়ি-ওবাড়ি কাজ করে কোনমতে জীবিকা নির্বাহ করে আসছিলেন তিনি। তার স্ত্রী সিকতা নকরেক জানান, ৩ জানুয়ারি সকালে পিরেন কলাবাগানে কাজের জন্য গিয়েছিলেন। সেখান থেকে মিছিলের ডাক পেয়ে তিনি ছুটে যান জলাবাধা অভিমুখে। পরিবারের কেউই এ ঘটনা জানতেন না। অবশেষে ওইদিন বিকেলে সিকতার কাছে পিরেন হত্যার সংবাদ আসে। দু'টো অবুঝ সন্তান নিয়ে সিকতা এখন মহাবিপাকে। কিভাবে চলবে তার সংসার, কি খেয়েইবা বাঁচবেন তিনি। তিন বছরের ছেলে উৎসব নকরেক আর আড়াই মাসের শিশু রাত্রি নকরেক অকালেই এতিম হয়ে গেলো।

গারো সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণে পিরেনকে শহীদ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। আদিবাসীরা ঘরে ঘরে কালো পতাকা উত্তোলন করে এবং কালো ব্যাজ ধারণ করেছে। শহীদের মর্জাদায় পিরেনের লাশ দাফন করা হয়েছে জয়নাগাছা গ্রামের মিশনারী স্কুলের পাশে। গ্রামে ঢুকে খানিক এগুলেই এ মিশনারী স্কুলটি। স্কুলের পাশে রাস্তার ধারে পিরেন্‌ ালের সমাধির সামনে পত পত করে উঠছে কালো পতাকা আর জাতীয় পতাকা। ফুলে ফুলে ভরে উঠেছে সমাধিস্থল।

পিরেন উত্তরাধিকার সূত্রে তার বাবার কাছ থেকে একখণ্ড জমি পেয়েছিলেন। এখানেই তার বসতি। সিকতা নকরেক তার দু'সন্তান নিয়ে এখন এ বাড়িতেই একটি ছোট্ট ঘরে থাকছেন। পিরেন একাই চারটি মুখের খাবার যোগাতেন। এই রোজগারের হাত যখন অধিকার আদায়ের সংগ্রামে পরিণত হয়, তখনই নেমে আসে অমানিশার কালো ছায়া। ঘাতকরা আর পিরেনকে প্রাণে বাঁচতে দেয়নি। গুলির আঘাতে তার বুক ঝাঝরা হয়ে যায়। পিরেনের বাবা নাজেন নকরেক বলেন, আমার নিরীহ ছেলে তো কোনো অপরাধ করেনি। কেন তাকে হত্যা করা হলো। আমি এর বিচার চাই। জয়নাগাছা গ্রামে পিরেনের প্রতিবেশীরাও বিক্ষুব্ধ। মিশনারীর সাবেক শিক্ষক সিলভেস্টার স্কু (৭০) বলেন, ছেলেটা আমাদের জাতির জন্য প্রাণ দিলো। আমরা এর বিচার চাই।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, দিনমজুর পিরেন কিছুই রেখে যেতে পারেননি। নেই সঞ্চিত টাকা পয়সা, নেই অন্য কোনো সম্পদ। বরং বিভিন্ন জনের কাছে বেশ পরিমাণ দেনা রয়েছে। পিরেনের স্ত্রী সিকতা জানান, দু'বছর আগে শোলাকড়ি গ্রামের ফরহানের কাছে থেকে ৪০০ টাকা এনেছিলেন সুদে। ওই টাকা শোধ করতে পারেনি বলে এখন সুদে-আসলে ৩ হাজার টাকায় দাঁড়িয়েছে। এ টাকার জন্যে বার বার তাগাদা দেওয়া হচ্ছে। অন্যদিকে চালের দোকানে বাকি পড়েছে আরও ৩০০ টাকা। এসব দেনা কিভাবে শোধ করবেন, তা সিকতা জানেননা।

গত ৬ জানুয়ারি পিরেনের বাড়ি ঘুরে জানা যায়, ওইদিন তার ঘরে মাত্র ৩ কেজি চাল ছিলো। ওইদিন পর্যন্ত পিরেনের বাড়িতে জাতীয় পর্যায়ের কোন নেতৃবৃন্দের পা পড়েনি। মেলেনি তেমন কোন সাহায্য। ময়মনসিংহ থেকে বিশপ ও ফাদার, ওয়ার্ল্ড ভিশনের কর্মকর্তা, কয়েকটি রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, আদিবাসী নেতৃবৃন্দসহ আরো কিছু লোকজন পিরেনের বাড়ি পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। এ পর্যন্ত বিশপের নিকট থেকে ২শ' টাকা সাহায্য পেয়েছে পিরেনের পরিবার।

এলাকা পরিদর্শনে আগত বিভিন্ন মহল থেকেও আদিবাসীদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও পিরেন হত্যাকাণ্ডের বিচারের জোরালো দাবি উঠেছে। জয়নাগাছা গ্রামে দেখা হয় বেশ কয়েকজনের সঙ্গে। নওগাঁয় নিহত আদিবাসী নেতা আলফ্রেড সরেনের বোন রেবেকা সরেন, কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় নেতা খগেশ চন্দ্র তালুকদার, রুহুল আমিন, চন্দন সাহা সহ অনেকেই আদিবাসীদের অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার কথা বলেন। তারা হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবী তোলেন।

৬ জানুয়ারি সন্ধ্যায় মধুপুরের জলছত্র বাজারে এসে চোখে পড়ে বিক্ষুব্ধ জনতার মিছিল। তারা পিরেন হত্যার বিচার চেয়ে শ্লোগান দেয়। কিন্তু এইসব শ্লোগান আর দাবি পিরেন্‌ ালের পরিবারকে বাঁচাতে পারবে কিনা তা গ্রামবাসীর কেউই বলতে পারেন না।

ভোরের কাগজ, ১০ জানুয়ারি ২০০৪

(২১০৯)
দেবোত্তর সম্পত্তি দখলের ষড়যন্ত্র
সোনারগাঁওয়ে সংখ্যালঘুদের মিথ্যা মামলায় হয়রানীর অভিযোগ

সোনারগাঁও প্রতিনিধি ঃ সোনারগাঁও পৌরসভার পানাম নগরী এলাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজনকে বিভিন্ন মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করছে স্থানীয় দুই প্রভাবশালী ব্যক্তি। ফলে সংখ্যালঘুদের মাঝে বিরাজ করছে গ্রেফতার আতঙ্ক। অনেকেই বাড়ি ছেড়ে ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

জানা গেছে, সোনারগাঁও পৌরসভার পানাম দুলালপুর মৌজার ৩৩ শতাংশ মন্দিরের দেবোত্তর সম্পত্তি গত আওয়ামী লীগ সরকারের শেষের দিকে স্থানীয় প্রভাবশালী সরুজ মেম্বার ও আসাদ উল্লাহ একদল সন্ত্রাসী নিয়ে রাতের আধারে মন্দির ভেঙে ও ১টি পুরাতন আম গাছ কেটে দু'টি টিনসেড ঘর নির্মাণ করে। এ ব্যাপারে দৈনিক 'সংবাদে'র শেষ পৃষ্ঠায় গত দুর্গা পূজার আগে ছবিসহ একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হলে প্রশাসনের টনক নড়ে। দুর্গা পূজার একদিন আগে প্রশাসনের পক্ষ থেকে দুর্গা মন্দিরের জায়গা থেকে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করে প্রতিমা বিসর্জনের জন্য জায়গা করে দেয়।

অভিযোগ রয়েছে, প্রভাবশালী সরুজ মেম্বার ও আসাদ উল্লাহর সন্ত্রাসী বাহিনী সংখ্যালঘুদের বিভিন্ন দেবোত্তর সম্পত্তির দখল ছেড়ে দেয়ার জন্য হুমকি দিচ্ছে।

পানাম দুর্গামন্দিরের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বনাথ সেন জানান, দীর্ঘদিন ধরে সন্ত্রাসীরা তাকে ভয়-ভীতি দেখাচ্ছে সম্পত্তির দখল ছেড়ে দেয়ার জন্য।

অন্যথায় তাকে মেরে ফেলা হবে বলে হুমকি দিচ্ছে। এ ব্যাপারে বিশ্বনাথ সেন নিরাপত্তা চেয়ে সোনারগাঁও থানায় একটি জিডি করেছেন।

গ্রামবাসীর সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ব্রিটিশ আমল থেকেই এই ৩৩ শতাংশ সম্পত্তি মন্দির হিসাবে ভোগ করে আসছে। কিন্তু গত আওয়ামী লীগ সরকারের শেষের দিকে প্রভাবশালী দু'ব্যক্তি হঠাৎ করেই রাতের আঁধারে দখল করে নিয়ে সেখানে টিনসেড ঘর নির্মাণ করে এবং একটি শত বছরের পুরাতন ঘাটলা ভেঙ্গে ফেলে। বর্তমানে এলাকার নিরীহ সংখ্যালঘুদের মধ্যে বিরাজ করছে গ্রেফতার আতঙ্ক। অনেকে গ্রেফতারের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

এ ব্যাপারে হিউম্যান রাইটস কংগ্রেস ফর বাংলাদেশ মাইনোরিটিস-এর সভাপতি অ্যাডভোকেট রবীন্দ্র ঘোষ সংবাদ'কে জানান, সোনারগাঁওয়ে সংখ্যালঘু লোকজনকে বিভিন্ন

মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করা হচ্ছে। তিনি এসব হয়রানি বন্ধের জন্য সরকারের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

সংবাদ, ১২ জানুয়ারি ২০০৪

(২১১০)
পাথরঘাটার ৩০টি সংখ্যালঘু পরিবার সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি

বরগুনা প্রতিনিধি ঃ বরগুনা পাথরঘাটা উপজেলার কাঁঠালতলী ইউনিয়নের প্রায় ৩০টি সংখ্যালঘু পরিবার দির্ঘদিন যাবৎ সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি হয়ে আছে। চাঁদাবাজ আর শারীরিক নির্যাতনের শিকার অনেক সংখ্যালঘু পরিবার তাদের ভারত পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য সাংবাদিকদের কাছে দাবি জানিয়েছে।

সম্প্রতি সরেজমিনে কাঁঠালতলী ইউনিয়নের কালিপুর গ্রামে গেলে এই অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায়। জানা গেছে, ৮নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি সগির সিকদার ইউপি নির্বাচনে সদস্য পদে দেলোয়ার তানভির আঁখির কাছে হেরে গিয়ে প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠেন। তার বিরুদ্ধে নারী নির্যাতন মামলায় গ্রেফতারী পরোয়ানা থাকা সত্ত্বেও পুলিশ তাকে গ্রেফতার করছে না বলে এলাকাবাসী জানায়। ইউপি নির্বাচনে সাধারণ সদস্য পদে সগির সিকদারকে সমর্থন না করাই কালিপুর গ্রামের রমেশ মিত্র, গনেশ মিত্র, ধীরু কির্তনীয়া, ধীরেন বালা, রাধেশ্যাম বালা, শ্যামল কর্মকার, গনেশ গং স্থানীয় থানায় অভিযোগ করে কোনও প্রতিকার পায়নি।

নির্যাতিত রমেশ মিত্রসহ কয়েকজন দু'হাত জোড় করে বলেন, তাদের যেনো ভারতে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। উপস্থিত আরও কয়েকটি পরিবারের সদস্য তাদের কাছ থেকে কে কিভাবে চাঁদা আদায় করছে বর্ণনা দিলেও তাদের নাম না লেখার জন্য অনুরোধ জানান। ইউপি সদস্য দেলোয়ার তানভীর আঁখি ২ মাস আগে চাঁদাবাজদের নাম উল্লেখ করে পাথরঘাটা থানায় অভিযোগ করলেও পুলিশ আজ পর্যন্ত সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। সর্বশেষ গত ২৬ ডিসেম্বর গনেশকে কামারহাট বাজারে মারধর করার পর উল্টো তার বিরুদ্ধে থানায় মামলা দিয়ে হয়রানি করা হচ্ছে।

এ ব্যাপারে কাঁঠালতলী ইউপি চেয়ারম্যানের সঙ্গে আলাপকালে তাকেও বেশ অসহায় মনে হয়েছে। ইউপি সদস্য তানভীর আঁখি জানান, তিনিও এই সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি। তিনি শান্তিপূর্ণভাবে কাজ করতে পারছেন না। ওই সন্ত্রাসী চাঁদাবাজরা সংখ্যালঘুদের বেশকিছু জমিও দখল করে নিয়ে গেছে বলে অভিযোগে জানা গেছে। বর্তমানে কালিপুরা গ্রামের ওই সংখ্যালঘু পরিবারগুলো চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।

আজকের কাগজ, ১৫ জানুয়ারি ২০০৪

(২১১১)
সংখ্যালঘুর চিংড়িঘেরে বিএনপি নেতার হামলা, লুট
৬ দিনেও শ্যামনগর পুলিশ মামলা নেয়নি, আসামী ওসির সাক্ষ্য

সাতক্ষীরা থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ক্ষমতাসীন বিএনপি ক্যাডাররা এক সংখ্যালঘুর চিংড়ি ঘেরে হামলা, ভাঙচুর ও লুটের ৬ দিনের মধ্যে মামলা না নেয়ায় সংশ্লিষ্ট থানার ওসির ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এমনকি ঘেরে হামলাকারী বিএনপি ক্যাডার আশিকুর হাসানকে মঙ্গলবার শ্যামনগর থানার ওসির রুমে শলা-পরামর্শ করতে দেখা গেছে।

গত মঙ্গলবার দুর্গম রমজান নগর ও ভৈরব নগর চিংড়ি ঘেরাঞ্চল ঘুরে জানা যায়, রমজাননগর গ্রামের কানাইলাল বর্মণের মালিকানাধীন ৪০ বিঘা জমি লিজ নিয়ে একই গ্রামের বিএনপি কর্মী সেচ্ছাসেবক দলের শ্যামনগর শাখার সাবেক সাধারণ সম্পাদক আশিকুর হাসান বাচা গত বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত চিংড়ি চাষ করে আসছিল। লিজের মেয়াদ শেষ হলে, জমির মালিক কানাই লাল বর্মণ চলতি বছর নিজেই চিংড়ি চাষের উদ্যোগ নিয়ে পাহারা ঘর ও শ্যালো মেশিন বসায় ওই জমিতে। জমির মালিকের অভিযোগ, বিএনপি কর্মী বাচা শ্যামনগর থানা পুলিশকে ম্যানেজ করে দলীয় ক্যাডার বাহিনী নিয়ে ৭ই জানুয়ারি রাতে তার চিংড়ি ঘেরে হামলা করে। দখলদাররা কানাই লাল বর্মণের মালিকানাধিন চিংড়ি ঘেরের পাহারা ঘর ভাঙচুর ও শ্যালো মেশিন লুট করে। এ সময় তারা ঘের কর্মচারী কেশব ও মনছুরকে পিটিয়ে আহত করে। চিংড়ি ঘেরে সন্ত্রাসী হামলা ও দখলের ঘটনায় কানাইলাল বর্মণ ৮ জানুয়ারি বাদি হয়ে বিএনপি কর্মী বাচাসহ কয়েকজনকে আসামী করে শ্যামনগর থানার এসআই আতিকুর রহমান ঘটনাস্থল পরিদর্শন ও হামলাকারী আশিকুর হাসান বাচার হেফাজত থেকে লুট করা শ্যালো মেশিনটি উদ্ধার করে থানায় ফিরে আসেন। মঙ্গলবার এ প্রতিনিধিসহ একদল সাংবাদিক সরজমিনে ঘুরে শ্যামনগর থানায় এসে দেখতে পায় ওসি কামরুজ্জামানের সঙ্গে হামলাকারী বাচা শলা পরামর্শ করছেন। ওসি চিংড়ি ঘের দখলের সত্যতা স্বীকার করে জানান, এজাহার লেখায় ত্রুটি থাকায় মামলা রেকর্ড করা হয়নি। তিনি সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনাদের চিন্তা করার দরকার নেই, মীমাংসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইউপি চেয়ারম্যান আলমগীর হায়দার জানান, আশিকুর হাসান বাচা সন্ত্রাসী। মাদকাসক্তদের নিয়ে এসে কানাই লাল বর্মণের পৈত্রিক সম্পত্তি দখল করে নিয়েছে।

সংবাদ, ১৫ জানুয়ারি ২০০৪

(২১১২)
শৈবাল কান্তি দে ১১ দিন ধরে নিখোঁজ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ রাজধানীর সূত্রাপুর থানার নরেন্দ্র নাথ বসাক লেন এলাকার পিযুষ কান্তি দে'র ছেলে শৈবাল কান্তি দে (২৩) ১১ দিন ধরে নিখোঁজ রয়েছে। পিযুষ কান্তি দে এ মর্মে সূত্রাপুর থানায় একটি সাধারণ ডায়রি করেছেন। ডায়েরির এজাহারে বলা হয়েছে, শৈবাল কান্তি দে ৩রা জানুয়ারি সকাল ১০টায় ৩৬/১, নরেন্দ্রনাথ বসাক লেনের বাসা থেকে ব্যবসার কাজে বের হয়। সকল আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের বাসায় তার খোঁজ করা হয়েছে; কিন্তু গতকাল পর্যন্ত তার কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

সংবাদ, ১৫ জানুয়ারি ২০০৪

(২১১৩)
মাধবপুরে হিন্দু পল্লীতে সন্ত্রাসী হামলায় আহত-৩

মাধবপুর প্রতিনিধি ঃ হবিগঞ্জের মাধবপুরের হিন্দু পল্লীতে সংখ্যালঘু পরিবার দুর্বৃত্তদের হামলায় গৃহকর্ত্রীসহ তিনজনকে কুপিয়ে আহত করেছে। হামলায় মুখোসধারী দুর্বৃত্তদল নগদ টাকা, স্বর্ণালংকার, টিভিসহ প্রায় লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুট করে নিয়ে গেছে। দুর্বৃত্তদের অস্ত্রের কোপে আহতরা হলো দোলন রাণী দেবী (৫০), কাজল দেব (২৫), দিলীপ ঘোষ। এরা

গুরুতর আহত হয়ে মাধবপুর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে উপজেলার মনোহরপুর গ্রামে গত ১৭ জানুয়ারি গভীর রাতে।

জানা যায়, গত শনিবার রাতে মনোহরপুর হিন্দু পল্লীতে সংখ্যালঘু জিতেন্দ্র দেবের বাড়িতে ১৪/১৫ জনের চিহ্নিত অস্ত্রধারী হামলা করে বাড়ির নৈশ প্রহরী লাল মোহন দেব ও নিতাই দেবকে হাত বেঁধে ঘরের দরজা ভেঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করে। এ সময় এ পরিবারের সদস্যরা চিৎকার করলে দুষ্কৃতকারীরা পিছু হটে। কিন্তু পুনরায় রাত ২টায় দুর্বৃত্ত দলটি সশস্ত্র হামলা করে গৃহকর্ত্রী দোলন দেবীর পাঁচটি আংগুল কেটে ফেলে। এক পর্যায়ে কাজল ও দীলিপ ঘোষকে দা দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর আহত করে। যাওয়ার সময় দুর্বৃত্ত দলটি নগদ অর্থসহ টিভি, স্বর্ণালংকার ও অন্যান্য জিনিসসহ লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুট করে নিয়ে গেছে। দুর্বৃত্তদের হামলায় সংখ্যালঘু পরিবারটি ভয়ে মুখ খুলছে না। পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করলে ওসি মাধবপুর জানান, তিনি বিষয়টি তদন্ত করে দেখবেন বলে জানিয়েছেন।

আজকের কাগজ, ১৫ জানুয়ারি ২০০৪

(২১১৪)
মংলায় বোমা হামলায় ইউপি চেয়ারম্যান নিহত

মংলা প্রতিনিধি জানান, গতকাল রাতে মংলা-খুলনা মহাসড়কের দিগরাজ বাজারে সন্ত্রাসীদের বোমা হামলায় মংলা উপজেলার বুড়িরডাঙ্গা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় পিন্টু (৩৫) নিহত হয়েছেন। বোমা হামলায় আহত হয়েছেন আরও দু'জন। তাদের নাম জানা যায়নি। প্রত্যক্ষদর্শী ও বিভিন্নসূত্রে জানা গেছে, গত রাত সাড়ে আটটার পর চেয়ারম্যান পিন্টু দিগরাজ বাজারে একটি চায়ের দোকানে বসে তার কয়েকজন সঙ্গীসহ গল্প করছিলেন। এ সময় অজ্ঞাতনামা একদল সন্ত্রাসী তাকে লক্ষ্য করে কয়েকটি শক্তিশালী বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। বোমার আঘাতে পিন্টুসহ তার দুই সঙ্গী আহত হন। গুরুতর আহত অবস্থায় পিন্টুকে খুলনা হাসপাতালে নেয়া হলে তার মৃত্যু ঘটে। বোমা বিস্ফোরণে পুরো এলাকায় আতংক ছড়িয়ে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যে বাজারের দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। খবর পেয়ে মংলা থানার ওসি সাহাবুদ্দিন খলিফাসহ যৌথ বাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে ছুটে যান। পুলিশ এ ঘটনায় জড়িত থাকা সন্দেহে রাতেই সন্দেহভাজন দু'জনকে গ্রেফতার করেছে।

যুগান্তর, ১৫ জানুয়ারি ২০০৪

(২১১৫)
সাভারে গ্রেফতারকৃত ধর্ষককে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা

সাভার প্রতিনিধি ঃ সাভারের ভাকুর্তা ইউনিয়নে গত শনিবার সকালে সন্ত্রাসীরা এক ধর্ষককে পুলিশের কাছ থেকে ছিনতাইয়ের চেষ্টা চালায়।

জানা গেছে, গত ১৯ নবেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে ভাকুর্তার মোগরাকান্দা নামক স্থানে সংখ্যালঘু এক গৃহবধূকে তার ভাইয়ের কাছ থেকে এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসী খালেকের নেতৃত্বে আরো তিন সন্ত্রাসী অস্ত্রের মুখে অপহরণ করে স্থানীয় একটি কবরস্থানে নিয়ে যায়। সেখানে দু'জন তাকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। এ সময় ধর্ষিতার ভাই এলাকার লোকদের নিয়ে সেখানে এলে সন্ত্রাসীরা দৌড়ে পালিয়ে যায়। এ ব্যাপারে ধর্ষিতা নিজে বাদী হয়ে থানায় একটি মামলা দায়ের করে।

মামলা দায়েরের পর থেকে আসামীরা বাদিনীর ভাইকে মামলা তুলে নেওয়ার জন্য ভয়ভীতি প্রদর্শন ও হুমকি দিয়ে আসছিল। গত শনিবার রাত ৮টার দিকে স্থানীয় ফাঁড়ির পুলিশ ধর্ষক খালেককে তার বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে। খালেককে এখান থেকে একটি বেবিট্যাক্সিযোগে সাভার থানায় নিয়ে আসার পথে সন্ত্রাসীরা তাকে পুলিশের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা চালায়। অবস্থা বেগতিক দেখে পুলিশ তাকে ফাঁড়িতে নিয়ে আটকে রাখে। পরে সংবাদ পায় থানার দারোগা কাওসার ফাঁড়িতে এসে গ্রেফতারকৃত ধর্ষক খালেককে সেখান থেকে সাভার থানায় নিয়ে যান।

ভোরের কাগজ, ১৬ জানুয়ারি ২০০৪

(২১১৬)
নারায়ণগঞ্জ-নাটোরে বাজারে ও মংমনসিংহে মন্দিরে ডাকাতি

নিজস্ব সংবাদদাতা, নারায়ণগঞ্জ থেকে ঃ বুধবার মধ্যরাতে আড়াইহাজার থানার কালিবাড়ি বাজারে দুর্ধর্ষ ডাকাতি হয়েছে। ডাকাতরা বাজার ঘেরাও করে ৪ নৈশপ্রহরীকে বেঁধে ১৮টি দোকানের তালা ভেঙ্গে ২টি ট্রাকে করে নগদ সোয়ালাখ টাকাসহ সাড়ে ৬ লাখ টাকার মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। এ ঘটনায় ব্যবসায়ীদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। ব্যবসায়ীরা পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। কারণ প্রতিরাতে বাজারে টহল পুলিশ থাকলেও রহস্যজনক কারণে ডাকাতির ঘটনার সময় পুলিশ ছিল না।

জানা গেছে, ২টি ট্রাকে চড়ে ২০/২৫ জন সশস্ত্র ডাকাত রাত আড়াইটায় পুরো বাজার ঘিরে ফেলে। তারা চার নৈশ প্রহরীকে বেঁধে রেখে বাজারে সালাউদ্দিন মার্কেট, ইউপি সুপার মার্কেট, সফর ভূঁইয়া মার্কেটের ভেতরে ঢোকে। একে একে ১৮টি দোকানের তালা ভাঙ্গে। ডাকাতরা মেডিসিন পয়েন্ট থেকে ৩১ হাজার টাকাসহ অন্যান্য দোকান থেকে নগদ ১ লাখ ২০ হাজার টাকা, ফারুক ট্রান্সপোর্ট থেকে ২২শ' পিস গ্রে কাপড় ও শাহীন স্টোর থেকে ১৩শ' পিস গ্রে কাপড় লুট করে ট্রাকে তুলে নিয়ে যায় তারা। প্রায় ১ ঘন্টাব্যাপী লুটপাট চালায় ডাকাতরা। এ ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ।

নাটোর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, নাটোর শহর থেকে মাত্র আট কিলোমিটার ব্যবধানে শঙ্করভাগ বাজারে বুধবার রাতে ডাকাতি হয়েছে। আট মুখোশধারী বাজারের নাইটগার্ড ইউনুস ও শান্তাকে আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে আটক করে শৌচাগারের ভিতর বেঁধে রাখে। পরে সত্যনারায়ণ তেলীর মুদিখানা ও নিখিলচন্দ্র সরকারের জুয়েলারী লুটপাট শেষে মুখোশধারীরা এলাকা ত্যাগ করে। আটক দুই নাইটগার্ডকে সকালে উদ্ধার করা হয়। দু'টি দোকান থেকে নগদ অর্থ, রৌপ্য ও স্বর্ণালংকারসহ দেড় লাখ টাকার মালামাল লুট হয়েছে। এদিকে একই রাতে সিংড়া উপজেলার বড়বাড়ী গ্রামে পৃথক এক ডাকাতির ঘটনায় সর্বস্ব খুইয়েছেন ডা. আফজাল হোসেন। পুলিশ আসার কথা শুনে ডাকাতদল চম্পট দেয়ায় গ্রামের অন্য বাড়িগুলো রক্ষা পায়।

ময়মনসিংহ থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, শহরের সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দিরে বুধবার রাতে আবারও ডাকাতি হয়েছে। ছয়/সাত জন মুখোশপরা ডাকাত মন্দিরের পুরোহিতকে বোমার ভয় দেখিয়ে ও সেবায়েতকে বাইরে থেকে ঘরে সিকল দিয়ে আটকে লুটতরাজ চালায়। ডাকাতরা নগদ অর্থ ও স্বর্ণালংকারসহ অর্ধলক্ষাধিক টাকার মালামাল লুট করে ও রাধাকৃষ্ণের একটি মূর্তি মন্দিরের বাইরে ফেলে দেয়।

জানা গেছে, বুধবার রাতে দেয়াল টপকে দুর্বৃত্তরা ভেতরে ঢোকে। পরে পুরহিত দিলীপ চৌধুরীকে বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়ার হুমকি দিয়ে তাকে ঘরের ভেতর জিম্মি করে দুর্বৃত্তরা মন্দিরে লুটপাট চালায়। ২০০১ সালে এ মন্দিরে ডাকাতির ঘটনা ঘটে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৬ জানুয়ারি ২০০৪

(২১১৭)
দেলদুয়ারে সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর সন্ত্রাসী হামলা
ঘটনার ১২ দিনেও আসামীদের গ্রেফতার করা হয়নি ॥ মামলা প্রত্যাহারের হুমকি

টাঙ্গাইল থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক ঃ দেলদুয়ার উপজেলার এলামিন গ্রামে ত্রাসসৃষ্টিকারী একদল চিহ্নিত দুর্বৃত্ত একটি নিরীহ সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর মধ্যযুগীয় কায়দায় বর্বর নির্যাতন চালানোর ১২ দিন পরও পুলিশ কোন ব্যবস্থা নেয়নি। সন্ত্রাসী দুর্বৃত্তরা প্রকাশ্যে এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং ঘটনার শিকার সংখ্যালঘু পরিবারটির সদস্যদের প্রাণনাশের হুমকিসহ ভয়ভীতি দেখাচ্ছে। এর ফলে এলামিন এলাকার সংখ্যালঘু পরিবারগুলোর মধ্যে ভীতি ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ছে।

জানা গেছে, দেলদুয়ার উপজেলার আগ এলামিন গ্রামের অধিবাসী স্বর্ণ ব্যবসায়ী সন্তোষ কুমার পালকে একই এলাকার অধিবাসী সন্ত্রাসী বুলবুল-আনুতারু গং হুমকি দিয়ে আসছিল তাদের কাছে বসতবাড়ি বিক্রি করে ভারতে চলে যাওয়ার জন্য। কিন্তু সন্তোষ এতে রাজি না হওয়ায় ৫ই জানুয়ারি সকাল ৭টায় সন্ত্রাসী বুলবুল পিতা মৃত তোয়াজ উদ্দিন, আনু মিয়া পিতা মৃত আবদুল মিয়া, নজরুল পিতা লাল চান, তারু মিয়া পিতা সমেজ মিয়া (কানা) সহ অন্যান্য চিহ্নিত দুর্বৃত্ত সন্তোষ কুমার পালের বাড়িতে হামলা চালায়। ধারালো অস্ত্রে সজ্জিত এই দুর্বৃত্তরা এই বাড়িতে একটি টিনের ছাপড়া ঘর নির্মাণ শুরু করে। এ সময় গৃহস্বামী সন্তোষ কুমার পাল প্রতিবাদ জানায়। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে দুর্বৃত্তরা একযোগে সন্তোষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাকে নির্মমভাবে প্রহার করতে থাকে। ভাইকে রক্ষার জন্য সন্তোষের বোন মিনতি রাণী পাল এগিয়ে এলে সন্ত্রাসীরা তার গলা থেকে স্বর্ণের মালা ছিনিয়ে নিয়ে তাকে প্রহার ও শ্লীলতাহানী করে। সন্তোষের স্ত্রী জোৎস্না রাণী পাল এগিয়ে এলে সন্ত্রাসীরা তার গলা থেকে স্বর্ণের চেইন ছিনিয়ে নেয় এবং তাকেও বেদম প্রহার করে। আক্রান্ত সংখ্যালঘু পরিবারের সদস্যদের চিৎকারে আশপাশের লোকজন এগিয়ে এলে দুর্বৃত্তরা চলে যায়। ঘটনার পর গুরুতর আহত অবস্থায় মিনতি রাণী পাল, সন্তোষ কুমার পাল ও জোৎস্না রাণী পালকে দেলদুয়ার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। তারা বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

এই ঘটনার পর টাঙ্গাইলের প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে আহত সন্তোষ কুমারের ভাই মন্তোষ কুমার পাল বাদি হয়ে ১১ জনকে অভিযুক্ত করে একটি মামলা দায়ের করেন। প্রাথমিক শুনানির পর বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট ঘটনার ব্যাপারে দেলদুয়ার থানাকে তদন্তক্রমে এফআইআর হিসাবে গণ্য করার নির্দেশ দেন। বাদি পক্ষ অভিযোগ করেছেন, সন্ত্রাসী দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে পুলিশ এখনও কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। তারা এলাকায় প্রকাশ্যে ঘোরাফেরা করছে এবং উল্টো বাদী পক্ষকে মামলা তুলে নেয়ার জন্য হুমকি দিয়ে জীবননাশের ভয়ভীতি দেখাচ্ছে। এর ফলে এলাকার সংখ্যালঘু পরিবারগুলোর মধ্যে ভীতি ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

সংবাদ, ১৮ জানুয়ারি ২০০৪

(২১১৮)
বালিয়াকান্দিতে সংখ্যালঘু পরিবারের শিশুকে চুরি করে হত্যা

বালিয়াকান্দি (রাজবাড়ী) থেকে সংবাদদাতা ঃ বালিয়াকান্দি উপজেলার বেতাঙ্গা গ্রামের এক সংখ্যালঘু পরিবারের ১৮ মাসের ঘুমন্ত শিশুকে চুরি করে হত্যা করা হয়েছে।

বিলম্বে প্রাপ্ত খবরে জানা যায়, ১৫ই ডিসেম্বর রাতে দরিদ্র গৌরপাল, স্ত্রী যমুনা পাল ও ১৮ মাসের একমাত্র মেয়ে কেয়াকে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। মধ্যরাতে কৌশলে ওই ঘরের দরজা

কেটে দুর্বৃত্তরা ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে প্রায় ৩ ভরি স্বর্ণালংকারসহ ঘুমন্ত কেয়া পালকে নিয়ে যায়। গভীর রাতে গৌর পাল ও যমুনা পালের ঘুম ভাঙলে কেয়াকে না দেখে চিৎকার শুরু করে। এ সময় এলাকাবাসী ছুটে এসে কেয়াকে খুঁজতে থাকে। বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজির পর না পেয়ে বালিয়াকান্দি থানায় মামলা দায়ের করা হয়। ঘটনার ৪২ ঘন্টা পর বাড়ি থেকে ৩/৪শ' গজ দুরে একটি বাগানে কেয়াকে মৃত হাত বাঁধা অবস্থায় পাওয়া যায়। এলাকাবাসী থানায় জানালে পুলিশ লাশ হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করে। হত্যার মূলরহস্য এখন পর্যন্ত জানা যায়নি।

সংবাদ, ১৮ জানুয়ারি ২০০৪

(২১১৯)
নরসিংদীতে চাঁদা না পেয়ে পূজামণ্ডপ ও মূর্তি ভাঙচুর

নরসিংদী প্রতিনিধি ঃ চাঁদা না পেয়ে সন্ত্রাসীরা পূজামণ্ডপ তছনছ, কালীমূর্তি ভাঙচুর ও পূজারীকে মারধর করেছে। সদর উপজেলার মহিষাশুড়া ইউনিয়নের খিলগাঁও গ্রামে শনিবার রাতে এ ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, উল্লিখিত গ্রামের সতীশ বর্মণের বাড়িতে বার্ষিক রক্ষাকালী পূজা চলাকালীন সময় রাত আনুমানিক ১১টায় একই গ্রামের নূরুল ইসলামের সন্ত্রাসী পুত্র কাইয়ুম (২৫) ঐ বাড়িতে ঢুকে ৫ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। এতে অপারগতা প্রকাশ করায় ক্ষিপ্ত হয়ে কাইয়ুম সতীশ বর্মণের পুত্র স্বপন বর্মণকে (২৮) মারধর করে এবং প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে চলে যায়। পরে রাত ৩ টার দিকে কাইয়ুম (২৫), ওসমান (৩৫) ও আনোয়ার আলী (২৭) নামে তিন সন্ত্রাসী পুনরায় উল্লিখিত বাড়িতে হানা দিয়ে পূজামণ্ডপ তছনছ ও মণ্ডপে থাকা ৩টি মূর্তি ভাঙচুর করে।

এ সময় বাড়ির মালিক সতীশ বর্মণ (৬০) ও তার স্ত্রী শেফালী বর্মণ (৫০) সন্ত্রাসীদের বাধা দিলে তাদেরকে অকথ্য ভাষায় গালমন্দ করে এবং এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করলে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়।

ভোরের কাগজ, ১৯ জানুয়ারি ২০০৪

(২১২০)
ফেনীর পরশুরামে উচ্চ আদালতের নির্দেশ উপেক্ষা
সংখ্যালঘু পরিবারের সম্পত্তিতে মার্কেট নির্মাণ করে বিএনপি নেতাকে বরাদ্দ

ফেনী থেকে রবিউল হক রবি ঃ ফেনীর পরশুরামে উচ্চ আদালতের স্থিতাবস্থা ও পুলিশের সতর্কীকরণ নোটিশ উপেক্ষা করে সংখ্যালঘুর সম্পত্তি দখল করে মার্কেট নির্মাণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক পৌর চেয়ারম্যান ও তাদের আত্মীয়-স্বজনদের নামে আগে থেকেই মার্কেটের দোকান বরাদ্দ করা হয়েছে। এ বিশাল মার্কেটটি অবৈধভাবে নির্মিত হলেও প্রভাবশালীদের ভয়ে কেউ মুখ খুলছে না।

সরজমিনে অনুসন্ধান ও জমির মালিকদের কাছে থেকে প্রাপ্ত দলিলপত্র পর্যালোচনা করে জানা যায়, পরশুরাম উপজেলার অনন্তপুর গ্রামের ব্যবসায়ী রবীন্দ্র কুমার বৈদ্য ও সাধন চন্দ্র বৈদ্যের পূর্বপুরুষরা ১৯৪৭ সালে তাদের মালিকীয় ১ একর ৯০ শতাংশ জমি থেকে পরশুরাম পাইলট হাইস্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য ৪৭ শতাংশ জমি দান করেন। স্কুল কর্তৃপক্ষ আরও জায়গা দখল করে স্কুল প্রতিষ্ঠা করে ১৯৬২ সালে রবীন্দ্র ও সাধনের আরেক পূর্বপুরুষ স্কুলকে আরও ৪৮ শতাংশ জমি দান করেন। এরপরও স্কুল কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় প্রভাবশালীরা স্কুলের উন্নয়ন ও

মসজিদ নির্মাণসহ নানা অজুহাতে আরও কিছু জমি বিভিন্ন সময় দখল করে নেয়। সর্বশেষ স্কুলের এবং উপজেলা সড়কের পাশে মূল্যবান বাণিজ্যিক এলাকায় রবীন্দ্র ও সাধনের মালিকীয় প্রায় ২১ শতাংশ জমি দখল করে স্কুলের উন্নয়নের নামে ১৯টি দোকানবিশিষ্ট মার্কেট নির্মাণ করে। উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও স্কুল কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান জাফর উল্যাহ তার ভাই সাবেক বিএনপি নেতা আবদুর রসুল লীলা মিয়া, আবুল হাসেম, লোকমান, খালেক, পৌর চেয়ারম্যান আবু তালেবসহ ১১ জনের নামে ১১টি দোকান আগে থেকে বরাদ্দ করা হয়েছে।

সূত্র জানায়, স্কুল কমিটির প্রভাবশালী সদস্যরা মার্কেট নির্মাণ শুরু করলে মালিকরা প্রথমে নি¤œ আদালতে মামলা দায়ের করে। মামলার রায় জমির মালিকদের পক্ষে গেলে দখলকারীরা হাইকোর্টে আপিল করে। হাইকোর্ট যাবতীয় নথিপত্র বিশ্লেষণ করে বিরোধপূর্ণ ভূমিতে কোন প্রকার স্থাপনা নির্মাণ নিষিদ্ধ করে ৩ মাসের স্থিতাবস্থার আদেশ জারি করেন। কিন্তু দখলকারীরা স্থগিতাদেশ উপেক্ষা করে মার্কেট নির্মাণ অব্যাহত রাখলে জমির মালিকরা থানা পুলিশের স্মরণাপন্ন হয়। ফেনী পুলিশ সুপার অফিসের নির্দেশে পরশুরাম থানা পুলিশ গত ২৪শে ডিসেম্বর উচ্চ আদালতের স্থিতাবস্থা লঙ্ঘন না করার জন্য সতর্কীকরণ নোটিশ দেয়। কিন্তু এ নোটিশের পরও প্রভাবশালী বিবাদি পক্ষ মার্কেট নির্মাণ অব্যাহত রাখে।

এ প্রসঙ্গে উপজেলা বিএনপি সাধারণ সম্পাদক ও স্কুল কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান জাফর উল্যা বলেন, স্কুল কর্তৃপক্ষ জেলা পরিষদের কাছে থেকে সড়কের পাশে ডোবা লিজ নিয়ে মার্কেট নির্মাণ করছে। তবে তিনি স্বীকার করেন যে, বাদিদ্বয় ওই স্থানে ২/১ শতাংশ জমি পেতেও পারেন। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা পরশুরাম থানার দারোগা সুভাষ চন্দ্র বলেন, তদন্তে প্রতীয়মান হয় যে বাদিদের জমিও নির্মিত মার্কেটের মধ্যে পড়েছে। এমতাবস্থায় বাদিরা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সে ব্যাপারেও খেয়াল রাখা উচিত বলে তিনি মন্তব্য করেন। পরশুরাম উপজেলা নির্বাহী অফিসার আলীম উদ্দিন আদালতে বিচারাধীন কোন বিষয়ে মন্তব্য করতে রাজি হয়নি। তবে তিনি বলেন, প্রকৃত অবস্থা তো আপনারা দেখছেন এবং বুঝতে পারছেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় লোকজন জানায়, স্কুলের সাইন বোর্ডটি শুধু নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে।

সংবাদ, ১৯ জানুয়ারি ২০০৪

(২১২১)
যশোরের গ্রামে সংখ্যালঘুর বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর, লুট, আহত তিন

স্টাফ রিপোর্টার, যশোর অফিস ঃ চৌগাছার কদবিলা গ্রামে এক সংখ্যালঘুর বাড়িতে সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়ে ভাংচুরের পাশাপাশি মালামাল লুট করেছে। এ সময় আহত হয় শিশুসহ ৩ জন। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার সন্ধ্যায়।

জানা গেছে, কদবিলা গ্রামের এ্যাডভোকেট জোতির্ময় মৈত্রর বাড়িতে শনিবার সন্ধ্যায় সন্ত্রাসী আবুল কাশেম, আবুল হোসেন, মোসলেম উদ্দিন, আলমগীর, জাকির, আলালসহ ২০/২৫ জন হামলা চালায়। এ সময় তারা বাড়ি ভাঙচুর করে কয়েক লাখ টাকার মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। লুটপাটে বাধা দেয়ায় সন্ত্রাসীরা শুভজিৎ (৪) নামের এক শিশু, কাজের লোক ধনু মিয়া ও গৃহকর্ত্রী শ্রীমতি তৃপ্তি রাণীকে জখম করে। জানা গেছে, সন্ত্রাসীরা সংখ্যালঘু পরিবারের কাছে জমি দাবি করে না পেয়ে এ হামলা চালায়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৯ জানুয়ারি ২০০৪

(২১২২)
চাঁদা না দেয়ায় নরসিংদীতে সন্ত্রাসীদের পূজামণ্ডপ তছনছ ও মূর্তি ভাঙচুর

নরসিংদী, ১৮ জানুয়ারি, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ চাঁদা না পেয়ে সন্ত্রাসীরা পূজামণ্ডপ তছনছ, কালীমূর্তি ভাঙচুর ও পূজারীকে মারধর করেছে। সদর উপজেলার মহিষাশুড়া ইউনিয়নের খিলগাঁও গ্রামে শনিবার রাতে এ ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, উল্লিখিত গ্রামের সতীশ বর্মণের বাড়িতে বার্ষিক রক্ষা কালীপূজা চলাকালীন রাত অনুমান ১১টায় একই গ্রামের নূরুল ইসলামের পুত্র সন্ত্রাসী কাইয়ুম (২৫) ঐ বাড়িতে উপস্থিত হয়ে ৫ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। এতে অপারগতা প্রকাশ করায় ক্ষিপ্ত হয়ে কাইয়ুম সতীশ বর্মণের পুত্র স্বপন বর্মণকে (২৮) মারধর করে এবং প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে চলে যায়। পরে রাত অনুমান ৩টায় কাইয়ুম, ওসমান ও আনোয়ার আলী নামে তিন সন্ত্রাসী পুনরায় উল্লিখিত বাড়িতে হানা দিয়ে পূজামণ্ডপ তছনছ ও মণ্ডপে থাকা মূর্তি ভাঙচুর করে। এ সময় বাড়ির মালিক সতিশ বর্মণ (৬০) ও তার স্ত্রী শেফালী বর্মণ (৫০) বাধা দিলে তাদেরকে অকথ্য ভাষায় গালমন্দ করে। এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করলে জীবন নাশের হুমকি দিয়ে সন্ত্রাসীরা চলে যায়।

এ নিয়ে এলাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। খবর পেয়ে জেলা প্রশাসক ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৯ জানুয়ারি ২০০৪

(২১২৩)
সরিষাবাড়ীতে ২টি কালী মন্দিরে হামলা ভাঙচুর লুটপাট

সরিষাবাড়ী (জামালপুর) প্রতিনিধি ঃ সরিষাবাড়ী উপজেলার মহাদান ইউনিয়নের খাকুরিয়া প্রাচীন কালী মন্দিরে ও পৌর এলাকার র‌্যালিঘাটে কালী প্রতিমা ভাঙচুর, লুটপাট ও হামলার ঘটনা ঘটেছে। ঘটনাটি ঘটে গত সোমবার রাতে। সরিষাবাড়ী থানায় একটি মামলা হয়েছে। খাকুরিয়া কালী মন্দির কমিটির সাধারণ সম্পাদক নরেন্দ্র কুমার সরকার যুগান্তরকে জানান, ওই দিন রাতে একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী পরিকল্পিতভাবে হামলা চালিয়ে মন্দিরের গ্রিল ভাঙচুর করে এবং মন্দিরে গচ্ছিত ২০ হাজার টাকা মূল্যের স্বর্ণ ও রৌপ্যসহ আসবাবপত্র লুট করে নিয়ে যায়। গতকাল নরেন্দ্র কুমার সরকার বাদী হয়ে সরিষাবাড়ী থানায় মামলা করেছেন।

যুগান্তর, ২১ জানুয়ারি ২০০৪

(২১২৪)
বাজিতপুরে সন্ত্রাসীদের তাণ্ডব সংখ্যালঘু পরিবার বাড়িছাড়া

হাওরাঞ্চল (কিশোরগঞ্জ) প্রতিনিধি ঃ সন্ত্রাসী তাণ্ডব ও লুণ্ঠনের শিকার হয়ে কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর উপজেলার শোভারামপুর ঘোষপাড়ার একটি হিন্দু পরিবার আত্মরক্ষার্থে পাশের গ্রামে আশ্রয় নিলেও শেষ রক্ষা হয়নি। পুনরায় হামলা এবং পুত্রবধূ ও কন্যার সম্ভ্রম হারানোর ভয়ে গত সোমবার রাতের আঁধারে পরিবারটি অজ্ঞাত স্থানে পালিয়ে গেছে। এ ঘটনার প্রতিবাদে

বাজিতপুর উপজেলা আওয়ামী লীগ গত রোববার সন্ধ্যায় বিক্ষোভ মিছিল ও পথসভা করে সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবি জানিয়েছে।

নির্যাতনের শিকার পরিবারটির প্রধান ঢাকার একটি রিয়েল এস্টেট কোম্পানির (মেট্রো মেকার্স এ্যান্ড ডেভেলপারস লিঃ) দলিল লেখক ও সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরের সাবেক সেবায়েত কৃষ্ণ চন্দ্র ঘোষ (৫৫) প্রথম আলোকে জানান, গত শনিবার রাত আড়াইটায় চিহ্নিত একদল সন্ত্রাসী মোটরসাইকেলযোগে তার বাড়িতে গিয়ে পাঁচ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। তিনি অপারগতা জানিয়ে হাতের একটি সোনার আংটি ও নগদ সাড়ে ৪০০ টাকা সন্ত্রাসীদের হাতে তুলে দিলেও তারা জোর করে ঘরে ঢুকে প্রায় পাঁচ ভরি ওজনের স্বর্ণালঙ্কারসহ মূল্যবান মালামাল লুট করে। এ সময় দুর্বৃত্তরা কৃষ্ণ ঘোষের পুত্রবধূ ও কন্যাকে অপহরণের চেষ্টা চালায়। সন্ত্রাসীদের প্রহারে কৃষ্ণ ঘোষ ও তার শ্যালক অসিত ঘোষ আহত হন। এক পর্যায়ে গ্রামবাসী এগিয়ে এলে মোটরসাইকেল ফেলেই সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়।

সন্ত্রাসীরা রোববার ভোরে পুনরায় এসে ওই বাড়িতে হানা দেয়। তখন ভয়ে তিন মহিলাসহ পুরো পরিবারটি দিগ্বিদিক ছোটাছুটি করে পৌরশহরের দিকে পালাতে থাকলে ফেলে যাওয়া মোটরসাইকেলে চড়ে তিন চিহ্নিত সন্ত্রাসী তাদের ধাওয়া করে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রোববার সকালে প্রকাশ্যে ওই সন্ত্রাসীরা মথুরাপুর গ্রামজুড়ে কৃষ্ণ চন্দ্র ঘোষ, তার স্ত্রী দুই ছেলে, এক মেয়ে ও ছেলের নববিবাহিত স্ত্রীকে ধাওয়া করে। এসময় গ্রামের লোকজন এগিয়ে এলে সন্ত্রাসীরা পিছু হটে।

স্থানীয় সাংসদ মজিবুর রহমান মঞ্জুর পরামর্শে রোববার রাত সাড়ে ১০টায় দিঘীরপাড় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান আমিন মোহাম্মদ ফারুক, সাংসদের চাচাতো ভাই আঙ্গুর মিয়াসহ এলাকার লোকজন ঘটনার সুষ্ঠু বিচার ও নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়ে কৃষ্ণ ঘোষ ও তার স্ত্রীকে শোভারামপুরে ফিরিয়ে নেন। কিন্তু গত সোমবার সকালে আবারও ওই সন্ত্রাসীরা শোভারামপুরে মহড়া দিলে প্রাণভয়ে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই মথুরাপুর চলে আসেন।

কৃষ্ণ ঘোষ জানান, বাজিতপুর থানা পুলিশ রোববার দুপুরে তার বাড়িতে গিয়ে সাক্ষ্য প্রমাণ নিয়েছে। তবে নিরাপত্তার অভাবে থানায় যেতে না পারায় মামলা দায়েরের সুযোগ পাননি। তিনি বলেন, তার পরিবারের মেয়েদের যেখানেই পাঠানো হোক সন্ত্রাসীরা তাদের ধরে আনবে বলে হুমকি দিয়েছে।

জানা গেছে, গত সোমবার রাতে কৃষ্ণ ঘোষ তার বাড়িঘর, আসবাবপত্র সম্পূর্ণ অরক্ষিত ফেলে রেখে পরিবার-পরিজন নিয়ে একটি মাইক্রোবাসযোগে অজ্ঞাত স্থানে পালিয়ে গেছেন।

এ ব্যাপারে গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে বাজিতপুর সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার আলহাজ মোঃ সিরাজুল হক প্রথম আলোর কাছে ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, মামলা নেওয়ার জন্য কয়েকজন দারোগা দুই দিন ধরে আক্রান্ত পরিবারটিকে খুঁজে ফিরছে।

প্রথম আলো, ২১ জানুয়ারি ২০০৪

(২১২৫)
নাটোরে আ'লীগ নেতার বাড়িতে অগ্নিসংযোগ
স্থানীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আতঙ্কে আজ আইনজীবীদের বিক্ষোভ

জাহাঙ্গীর আলম আকাশ ও স্বপন দাস, নাটোর থেকে ঃ চট্টগ্রামের বাঁশখালী ট্রাজেডির পর এবার নাটোরে আ'লীগ নেতার বাড়িতে পেট্রোল ঢেলে অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে বর্বর গণহত্যা চালানোর চেষ্টা করা হয়েছে। হতাহতের ঘটনা না ঘটলেও ধান-চাল, আসবাবপত্র, সারসহ প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক টাকার মালামাল পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তবে আওয়ামী লীগ নেতা ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান রঞ্জন মৈত্র সৌভাগ্যক্রম বেঁচে যান। ক্ষমতাসীন বিএনপির ক্যাডাররা চাঁদার দাবিতে সোমবার দিবাগত রাতে নাটোরের সিংড়া উপজেলাধীন ইটালী গ্রামে এ অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটায়। এ ঘটনার পর এ অঞ্চলের ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মাঝে চরম আতংক ছড়িয়ে পড়েছে।

স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়, বর্তমান জোট সরকারের সমর্থক সন্ত্রাসীরা সংখ্যালঘুদের মাঝে আতংক ছড়িয়ে দেশ ছাড়া করতে পরিকল্পিতভাবে এমন ঘটনা ঘটিয়েছে। বর্বর এ ঘটনার প্রতিবাদে সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে নাটোর আইনজীবী ঐক্য পরিষদ আজ নাটোরের আদালত চত্বরে বিক্ষোভ সমাবেশ এবং জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করার কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। ঘটনার ব্যাপারে রঞ্জন মৈত্র'র ছোট ভাই অরুণ মৈত্র বাদি হয়ে বিএনপি ক্যাডার রহিমউদ্দিন, জুয়েল ও ইউসুফ ওরফে ইসাকে আসামি করে সিংড়া থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন। পুলিশ ইউসুফকে গ্রেপ্তার করলেও অন্য দুই আসামিকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি।

জানা যায়, ২০০১ সালের ১লা অক্টোবরের নির্বাচনের পর থেকে ক্ষমতাসীন দলের সন্ত্রাসীদের অত্যাচার-নির্যাতনের মুখে নাটোরের সিংড়া উপজেলাধীন ইটালি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান রঞ্জন কুমার মৈত্র'র পরিবারের লোকজন গ্রাম ছেড়ে শহরে এসে আশ্রয় নেন। রঞ্জন মৈত্র'র ছোট ভাই অরুণ কুমার মৈত্রকে বিএনপি সমর্থক সন্ত্রাসীরা তার এক'শ বিঘা জমির ধানের চারা বিনষ্ট করে দেয়। লুট করে পুকুরের মাছ। দু'টি শ্যালোর পাইপও ছিনতাই করা হয়। এসব ঘটনায় সিংড়া থানায় একাধিক মামলা ও জিডি করা হলেও পুলিশ সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। এমনই পরিস্থিতিতে বাড়ির সদস্যদের শহরে রেখে রঞ্জন মৈত্র ইটালি গ্রামে তাদের মাটির তৈরি দোতালা বাড়িতে একাই বসবাস করছিলেন।

সূত্র মতে, গত ১৯শে জানুয়ারি রাত আনুমানিক ১১ টায় আওয়ামী লীগ নেতা রঞ্জন মৈত্র প্রকৃতির ডাকে ঘর থেকে বের হলে ৮/১০ জন সন্ত্রাসী তার দিকে তেড়ে আসতে থাকে। এসময় তিনি দৌড়ে গিয়ে পাশের বাড়ির একটি ঘরে ঢুকে পড়েন। এরপর সন্ত্রাসীরা রঞ্জন মৈত্র'র বাড়ি-ঘর ও মালখানায় পেট্রোল ঢেলে অগ্নিসংযোগ করে। আগুনের শিখা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলে গ্রামবাসী টের পায়। গ্রামবাসী সন্ত্রাসীদের তাড়া করলে তারা পালিয়ে যায়। রঞ্জন মৈত্র জানান, জোট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকেই বিএনপি সমর্থক সন্ত্রাসীরা ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে আসছিল। চাঁদা দিতে অস্বীকার করার জন্যই ওরা অগ্নিসংযোগ করে পরিবারের লোকদের হত্যার চেষ্টা চালায়।

সংবাদ, ২২ জানুয়ারি, ২০০৪

(২১২৬)
কাউখালীতে সন্ত্রাসীদের আগুনে সংখ্যালঘু পরিবারের বাড়ি মন্দির গোয়াল ভস্মীভূত

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ঃ পিরোজপুর জেলার কাউখালীর বেকুটিয়া গ্রামে সন্ত্রাসীদের আগুনে হিন্দু সম্প্রদায়ের তিনটি বাড়ি মন্দির ও গোয়াল ভস্মিভূত হয়ে গেছে। সরেজমিনে গিয়ে জানা গেছে, সন্ত্রাসীরা বুধবার রাত আনুমানিক ৮ টায় সুমল চন্দ্র দাসের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। পিরোজপুর থেকে ফায়ার সার্ভিসের লোক গিয়ে ঘটনাস্থলে পৌছলেও আগুন আয়ত্তে আনার আগেই সবকিছু ছাই হয়ে যায়। ধারণা করা হচ্ছে, সন্ত্রাসীরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে উচ্ছেদের জন্য ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। অগ্নিকাণ্ডে প্রায় ১০ লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৩ জানুয়ারি ২০০৫

(২১২৭)
রাউজানে ছাত্রলীগ নেতাকে জবাই করে হত্যা

চট্টগ্রাম অফিস ঃ রাউজানে সরকার দলীয় সন্ত্রাসীরা নৃশংসভাবে জবাই করে এক ছাত্রলীগ নেতাকে হত্যা করেছে। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় অপহরণের পর হত্যা করে হালদার চরে ফেলে দেওয়া ছাত্রলীগ নেতার লাশ গতকাল শুক্রবার বিকেলে উদ্ধার করা হয়। নিহতের নাম আশীষ বড়ুয়া (২৭)। সে রাউজান থানা ছাত্রলীগের সাংস্কৃতিক সম্পাদক। বিনাজুরী ইউনিয়নের পশ্চিম বিনাজুরী গ্রামে হত্যাকাণ্ডটি সংঘটিত হয়। ফটিকছড়িতে একই কায়দায় ছাত্রলীগ নেতা কামালকে হত্যার পাঁচ দিনের মাথায় এ হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়।

আমাদের রাউজান প্রতিনিধি শফিউল আলম ঘটনাস্থল ঘুরে এসে জানায়, গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় আশীষ বড়ুয়া পশ্চিম বিনাজুরী নব রব ক্লাবে একটি ফুটবল টুর্নামেন্টের সভা নিয়ে ব্যস্ত ছিল। এমন সময় এক কিশোর এসে জানায় যে, কয়েকজন লোক তাকে ডাকছে। খবর পেয়ে আশীষ ক্লাব ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। এরপর সে সারা রাত বাড়িতে ফিরে যায়নি। গতকাল সকাল পর্যন্ত ফিরে না যাওয়ায় পরিবারের সদস্যরা আত্মীয় স্বজনের কাছে তার খোঁজ খবর নিতে শুরু করে। গতকাল বিকেল সাড়ে তিনটায় তার বাড়ি থেকে অর্ধ কিলোমিটার দূরে হালদা নদীর সোনাই চরে একটি লাশ পড়ে থাকার খবর ছড়িয়ে পড়ে। লাশ পাওয়ার খবর পেয়ে আশীষের পরিবারের সদস্যরা সেখানে ছুটে গিয়ে লাশটি আশীষের বলে সনাক্ত করে। থানা পুলিশ বিকেল পাঁচটায় লাশ উদ্ধার করেছে।

জানা গেছে, সন্ত্রাসীরা ছাত্রলীগ নেতা আশীষকে গলায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে জবাই করেছে। তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। সরকার দলীয় বিধান বড়ুয়া গ্রুপ এ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে।

নিহত আশীষ বড়ুয়া ওই এলাকার সাক্য মাস্টার বাড়ির মৃদুল বড়ুয়ার পুত্র। তারা ৩ ভাই ও ১ বোন আশীষ ভাইবোনের মধ্যে সবার বড়। সে গহিরা ডিগ্রি কলেজ থেকে বিএ পাস করেছে।

আশীষের বাবা মৃদুল বড়ুয়া আমাদের প্রতিনিধিকে জানান, তার ছেলের এমন কোনও শত্রু ছিল না যারা তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করবে। সে ছাত্রলীগ করলেও সন্ত্রাসের সঙ্গে জড়িত ছিল না। নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি করত। তার মা স্মৃতি বড়ুয়া জানান, বিভিন্ন সময় সন্ত্রাসীরা আশীষকে হুমকি দিত। তিনি মনে করছেন ওই হুমকিদাতা সন্ত্রাসীরাই তার ছেলেকে হত্যা করেছে।

অভিযোগ পাওয়া গেছে, বৃহস্পতিবার রাতে ছাত্রলীগ নেতা আশীষ নিখোঁজ হওয়ার খবর রাউজান থানা পুলিশকে জানানো হলেও তারা কোনও তৎপরতা দেখায়নি।

আজকের কাগজ, ২৪ জানুয়ারি ২০০৪

(২১২৮)
বাজিতপুরে সরকারদলীয় সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের ভয়ে সংখ্যালঘু এক পরিবার গ্রামছাড়া

নিজস্ব সংবাদদাতা, ভৈরব ঃ বাজিতপুরে সন্ত্রাসীদের ভয়ে একটি সংখ্যালঘু পরিবার আত্মরক্ষার জন্য গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে। পুলিশ পরিবারটির নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। সরকারদলীয় সাংসদও পরিবারটির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারেনি। ঘটনাটি ঘটে বাজিতপুর উপজেলার শুভারামপুর পল্লীর ঘোষপাড়ায়।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ১৭ জানুয়ারি রাতে উক্ত ঘোষপাড়ার কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষের বাড়িতে একদল সন্ত্রাসী মাতাল অবস্থায় হামলা করে। তারা কৃষ্ণচন্দ্রের বাড়ির মেয়েদের শ্লীলতাহানির চেষ্টা চালায়। এতে গ্রামবাসী এগিয়ে এলে সন্ত্রাসীরা তাদের মোটরসাইকেল ফেলে পালিয়ে যায়। সন্ত্রাসীরা ১৮ জানুয়ারি সকালে পুনরায় উক্ত ঘোষপাড়ায় হামলা চালিয়ে কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষের কন্যা ও পুত্রবধুকে অপহরণসহ মারধোরের চেষ্টা করে। এ সময় সন্ত্রাসীদের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষের শ্যালক অসিত ঘোষ আহত হয়।

গ্রামবাসী জানায়, সন্ত্রাসীরা কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষের ছেলে, পুত্রবধূ ও এক মেয়েকে ধাওয়া করে পৌর এলাকার মথুরা গ্রামে নিয়ে আসে। এ সময় গ্রামবাসী এগিয়ে এলে সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়। এলাকার সরকারদলীয় সাংসদ মজিবুর রহমান মঞ্জুর পরামর্শে দিঘীর পাড় ইউপির চেয়ারম্যান আমিন মোহাম্মদ ফারুক, সাংসদের চাচাতো ভাই আঙ্গুর মিয়াসহ এলাকার কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তি ঘটনার সুষ্ঠু বিচার ও পরিবারটিকে নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়ে গত ১৮ জানুয়ারি রাতে গোষপাড়ায় ফিরিয়ে আনে। কিন্তু ১৯ জানুয়ারি সকালে আবারও সন্ত্রাসীরা শুভারামপুরে সশস্ত্র মহড়া দিলে পরিবারটি প্রাণভয়ে গোষপাড়া ছেড়ে অজ্ঞাত স্থানে চলে যায়। সন্ত্রাসীদের ভয়ে এ পরিবারটি পালিয়ে গেলেও পুলিশ এ ঘটনায় কোন মামলা নেয়নি। অভিযোগ রয়েছে, সন্ত্রাসীরা ক্ষমতাসীন দলের, তাই একটি মহল বিষয়টি ধামাচাপার চেষ্টা চালাচ্ছে।

এ ব্যাপারে গত ২১ জানুয়ারি দুপুরে কথা হয় বাজিতপুর থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এসআই দেলোয়ার হোসেনের সাথে। তিনি জানান, ঘটনার দিন শুভারাম পল্লীর কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষের শ্যালক বাস হেলপার দিলীপ ও একই এলাকার মাসুম, মঞ্জিলসহ ৩/৪ জন মিলে মদ খেয়ে মাতাল হয়ে ঐ বাড়িতে হামলা চালায়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৪ জানুয়ারি ২০০৪

(২১২৯)
পাথরঘাটায় পুলিশের সামনেই দুই মন্দির পুড়ে ছাই করেছে সন্ত্রাসীরা এলাকাবাসীকে মারধর, ফাঁকা গুলি, টিয়ার গ্যাস, মালামাল লুট

চট্টগ্রাম অফিস ঃ নগরীর পাথরঘাটা এলাকাধীন গঙ্গাবাড়ি এলাকায় গত শুক্রবার দিবাগত গভীর রাতে একদল সন্ত্রাসী পুলিশের সহায়তায় বাঁশের বেড়া ও টিনের তৈরি দুটি মন্দির পুড়িয়ে দিয়েছে। এ সময় স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন তাতে বাধা দিতে এগিয়ে এলে পুলিশ তাদের বেধড়ক মারধর করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। পুলিশ এ সময় বেশ কয়েক রাউন্ড ফাঁকা গুলি ও টিয়ার গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করেছে উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে। কোতোয়ালি থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এ ব্যাপারে একটি জিডি করেছেন থানায় এবং পুলিশের কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে দুইজনকে আটক করেছেন। এ অবস্থায় পুরো গঙ্গাবাড়ি এলাকায় হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে এক ধরণের আতঙ্ক বিরাজ করছে।

স্থানীয় অধিবাসী নিরঞ্জন জলদাশ প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে গতকাল শনিবার ভোরের কাগজের কাছে অভিযোগ করেছেন, রাত আনুমানিক সাড়ে ১২টার দিকে বিপুলসংখ্যক পুলিশের সহায়তায় কিছু সন্ত্রাসী ঐ দুটি মন্দিরে আগুন লাগিয়ে দেয়। মন্দির এলাকা ঘিরে লোহার এঙ্গেল দিয়ে তারকাঁটার যে ঘের দেওয়া হয়েছিল তাও পুলিশ কেটে নিয়ে গেছে। তবে রাতে আগুন নিভাতে ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি গেলে জনতা তাতে বাধা দিয়েছে বলে পুলিশ কর্মকর্তারা অভিযোগ করেছেন। কিন্তু অধিররঞ্জন দাশসহ আরো কয়েকজন পূজার্থী এ অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছেন, পুলিশ আগে থেকেই পরিকল্পিতভাবে ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি নিয়ে এসেছিল লোক দেখানো তৎপরতার জন্য।

স্থানীয় কয়েকজনের সঙ্গে এবং পুলিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বেশ কিছুদিন ধরে গঙ্গাবাড়ি এলাকার ঐ জায়গা নিয়ে পাশ্ববর্তী জলিল এস্টেট কর্তৃপক্ষের বিরোধ

চলে আসছিল। এর বিরোধ ধরেই শুক্রবার রাতে এই আগুন লাগানো ও হামলার ঘটনা ঘটেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। কিন্তু গতকাল শনিবার দুপুরে সিএমপির উপপুলিশ কমিশনার (উত্তর) মিয়া লুৎফর রহমান ভোরের কাগজকে বলেছেন, পুলিশ আগুন লাগায়নি, মন্দিরের সেবায়েত শ্যামল সাধুর লোকজনই ঘটনাকে অন্যদিকে প্রবাহিত করার জন্য নিজেরা আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। তিনি আরো অভিযোগ করেছেন, ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা যখন আগুন নেভাতে গেছে তখন তাদের ওপর বরং উল্টো হামলা চালিয়েছে উচ্ছৃঙ্খল জনতা। পুলিশের প্রতি তারা ইটপাটকেল ও ককটেলও নিক্ষেপ করেছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। এ ব্যাপারে পুলিশ লিটন দাস গুপ্ত (২৬) এবং দীপক নন্দী (৪৫) নামে দুজনকে আটক করেছে। ঘটনাস্থলে ব্যাপক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। তবে তাঁরকাটার ঘের দেওয়া ও পুড়ে যাওয়া মন্দির দুটির পোড়া টিন পুলিশ তাদের জিম্মায় নিয়ে গেছে বলেও স্বীকার করেছেন ডিসি (নর্থ) মিয়া লুৎফর রহমান।

গভীর রাতে মন্দিরে অগ্নিসংযোগ ও এলাকাবাসীর ওপর হামলার প্রতিবাদে গতকাল দুপুরে বিক্ষুব্ধ পাথরঘাটার গঙ্গাবাড়ি এলাকার হিন্দু নারীরা বিক্ষোভ মিছিলও করেছেন। তারা এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি দাবি করেছেন। গতকাল ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা গেছে, গত ২০০২ সালের ১৫ অক্টোবর খাদ্যমন্ত্রী আবদুল্লাহ আল নোমান শ্রী শ্রী গঙ্গাবাড়ি গঙ্গাদেবী মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন সেটিও সেখানে রয়েছে। সেই ভিত্তিপ্রস্তর অনুষ্ঠানে তিনি মন্দিরের উন্নয়ন কাজের জন্য ৫০ হাজার টাকা অনুদান দেবেন বলেও ঘোষণা দিয়েছিলেন বলে স্থানীয় অধিবাসীরা জানিয়েছেন।

গঙ্গাবাড়ি এলাকার অধিবাসী স্বপন দাশ, রতন দাশ, অধিররঞ্জন দাশ ও নিরঞ্জন জলদাশ অভিযোগ করেছেন, পুলিশ সারারাত ধরে বাড়ি বাড়ি গিয়ে হামলা করেছে। রতন দাশ তার উরুতে পুলিশের লাঠিচার্যের আঘাত দেখিয়ে অভিযোগ করেছেন এভাবে আরো অনেককে মারধর করেছে পুলিশ। প্রায় বছর দুয়েক আগে গঙ্গাবাড়ি এলাকায় জগধাত্রী মায়ের নামে এবং রামকৃষ্ণ দেবের নামে দুটি আলাদা মন্দির নির্মাণ করা হয়। কাছাকাছি অবস্থিত এই মন্দির দুটিতে প্রতিদিনই পূজার্থীদের সমাবেশ হতো বলে জানা গেছে। এছাড়া মন্ত্রীর স্থাপিত ভিত্তিপ্রস্তরের কাছে বাঁশের বেড়ায় ঘেরাও দিয়ে অন্য একটি মন্দির (গঙ্গাদেবী মন্দির)-এর জন্য জায়গা নির্ধারণ করা রয়েছে। গতকাল দুপুরে পূজার্থীরা সেই মন্দিরে প্রবেশ করতে চাইলে এসআই মিজানসহ অন্য এক পুলিশ কর্মকর্তার নির্দেশে পুলিশ তাদেরকে মন্দিরে ঢুকতে দেয়নি। অনেককেই তাড়িয়ে দিতে দেখা গেছে।

গত শুক্রবার গভীর রাতে এই ঘটনার পর থেকে গঙ্গাবাড়ি মন্দিরের সেবায়েত শ্যামল সাধুকে পাওয়া যায়নি। তিনি পুলিশের ভয়ে পাথরঘাটার হরচন্দ্র মুন্সেফ রেইনে শ্যামল সাধু যেখানে থাকতেন বলে জানা গিয়েছিল সেখানে গিয়েও তাকে পাওয়া যায়নি।

তপন দাশ নামে একজন অভিযোগ করেছেন, জনৈক দেলোয়ার এবং আনোয়ার নামে দুই ব্যক্তি গঙ্গাবাড়ি এলাকায় মদ ও গাঁজার ব্যবসা করতো। তাদেরকে বাধা দেওয়ায় তারা উল্টো যারা বাধা দিয়েছিলেন তাদের বিরুদ্ধে মামলা করেছে।

এদিকে গত ২০ জানুয়ারি গঙ্গাবাড়ি মন্দিরের সেবায়েত শ্যামল সাধু শ্রী শ্রী গঙ্গামাতা বিগ্রহ ও মাতৃমন্দিরের পক্ষে চট্টগ্রামের যুগ্ম জেলা জজ (প্রথম) আদালতে একটি মামলা দায়ের (অপর মামলা নং ১৭/২০০৪) করেছেন। এ মামলায় তিনি গঙ্গাবাড়ি এলাকায় সাধন জলদাশ, সুধির জলদাশ, প্রিয়তোষ জলদাশ এবং বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে ডেপুটি কমিশনার (ডিসি) চট্টগ্রামকে বিবাদী করেছেন। এতে তিনি দাবি করেন যে, আরএস ৭৪৯ ও ৭৫০ নং খতিয়ানের আরএস ১৩৩১ দাগের ও আর এস ১৩২৮/১৩৮৮ দাগের ভূমি মন্দির ও দেবালয় হিসেবে চিহ্নিতরূপে রেকর্ড চূড়ান্ত আছে এবং এই দেবালয় 'গঙ্গাবাড়ি' হিসেবে চট্টগ্রামের পাথরঘাটাসহ সর্বত্রই পরিচিত।

কিন্তু উপপুলিশ কমিশনার মিয়া লুৎফর রহমান গতকাল অভিযোগ করেন যে, গত বৃহস্পতিবার পাথরঘাটায় সর্বদলীয় এক বৈঠকে ঐ জমির মালিকানা দাবিদার জলিল এস্টেট এবং গঙ্গাবাড়ির লোকজনকে ডাকা হয়েছিল। সবাই বৈঠকে এলেও গঙ্গাবাড়ির মালিকানা দাবিদাররা কেউ আসেননি সে বৈঠকে। তিনি জলিল এস্টেটের অন্যতম স্বত্বাধিকারী ফয়সল জলিল চৌধুরীর উত্থাপিত দলিল ও কাগজপত্র দেখে জানিয়েছেন যে, জলিল চৌধুরী ১৯৪৮ সালে ঐ সম্পত্তি ১ লাখ টাকা দিয়ে ক্রয় করেছিলেন। সেখানে গঙ্গাবাড়ির জন্য মাত্র .০০৩ শতক জমি বরাদ্দ আছে বলেও তিনি জানান।

এ ব্যাপারে জানার জন্য গতকাল ফয়সল জলিল চৌধুরীর বাসা ও অফিসে কয়েকবার ফোন করেও তাকে পাওয়া যায়নি। তবে ঐ জায়গা নিয়ে জলিল এস্টেটের ১৩ জন অংশীদারের মধ্যে আদালতে মামলা আছে বলে জানান ডিসি নর্থ এবং তা এখনো মীমাংসা হয়নি। গত বৃহস্পতিবার পাথরঘাটা ওয়ার্ড কমিশনারের কার্যালয়ে এই জমি সংক্রান্ত বিরোধের বিষয়টির একটি মীমাংসা করার জন্য সর্বদলীয় একটি বৈঠকও অনুষ্ঠিত হয়। এতে জমির মালিকানার দলিলপত্র নিয়ে ফয়সল জলিল চৌধুরী উপস্থিত থাকলেও গঙ্গাবাড়ি মন্দিরের পক্ষের কেউ ছিলেন না বলে জানা গেছে।

এদিকে গতকাল সন্ধ্যায় পাথরঘাটা ওয়ার্ডের কমিশনার জালালউদ্দিন ইকবাল ভোরের কাগজকে জানিয়েছেন, মন্দিরের বর্তমান যে সেবায়েত শ্যামল সাধু রয়েছে তার পক্ষের লোকজনই গত শুক্রবার রাতে মন্দিরের জায়গা যাতে কেউ বেদখল করতে না পারে সেজন্য আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করে যাচ্ছি। কিন্তু একটি স্বার্থান্বেষী মহল (মন্দিরের সেবায়েতসহ অন্যরা) ঘটনাকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করতে চাইছে। চট্টগ্রামের প্রবীণ এ্যাডভোকেট সুভাষ লালও গতকাল জানিয়েছেন, মন্দিরের যদি জায়গা থাকে কাগজপত্রে তাহলে সে জমি কেউই গ্রাস করতে পারবে না। তিনিও গত শুক্রবারে রাতে আগুন লাগানোর ঘটনাটিকে রহস্যজনক ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে আখ্যায়িত করেছেন।

তবে গঙ্গাবাড়ি এলাকার লোকজন অভিযোগ করেছেন, গভীর রাতে পুলিশ কেন ঘরে ঘরে ঢুকে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে হামলা করেছে? জায়গার বিরোধ থাকলে তা আদালতে মিমাংসা হবে। এভাবে পুলিশ কেন হামলা করবে?

ভোরের কাগজ, ২৫ জানুয়ারি ২০০৪

(২১৩০)
সিংড়ায় মন্দিরে হামলা, ৪টি প্রতিমা ভাঙচুর

নাটোর প্রতিনিধি ঃ মারপিট ও চাঁদাবাজির অভিযোগে দায়েরকৃত মামলার আসামিরা জামিনে মুক্তি পেয়ে আক্রোশ মেটাতে ওই রাতেই একটি মন্দিরে রক্ষিত ৪টি প্রতিমা ভাঙচুর করেছে। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার রাত ১টার দিকে সিংড়া থানার হালদারপাড়া গ্রামে।

পুলিশ ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, গত ৪ ডিসেম্বর সিংড়ার কলম ইউনিয়নে হালদারপাড়া গ্রামের সুখেন হালদারের কাছে একই গ্রামের ইউপি মেম্বার আসমত ও তার সঙ্গীরা ২০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। গরিব সুখেন হালদার চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানালে ওই দিন রাতে সুখেন হালদারের ভাই শান্ত হালদারকে তুলে নিয়ে গিয়ে এক বাগানের মধ্যে মারপিট করে চাঁদা প্রদানে স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা করা হয়। এ সময় শান্ত চিৎকার করলে সন্ত্রাসীরা তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাত করে। লোকজন এসে পড়ায় আক্রমণকারীরা সটকে পড়ে। মারাত্মক আহত শান্ত হালদারকে সিংড়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এ ঘটনায় সুখেন হালদার বাদি হয়ে ইউপি মেম্বার আসমত, শফিকুল, হাশেম আলী, মাসুদ, এনামুল, জহুরুল ও আঃ গনিকে আসামী করে মামলা রুজু করেন।

শনিবার আসামীরা জামিনে মুক্তি পেয়ে গ্রামে ফিরে ওই রাতেই হালদারপাড়া মন্দিরে হামলা চালিয়ে ৪টি মূর্তি ভাঙচুর করে। তারা যাওয়ার সময় সুখেন হালদার ও তার পরিবারকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে দেশ ত্যাগ করার হুমকি দিয়ে যায়। এ ঘটনায় হালদারপাড়ার সংখ্যালঘুদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে।

ভোরের কাগজ, ২৬ জানুয়ারি ২০০৪

(২১৩১)
অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের মামলার ফাইনাল রিপোর্টে বাদীর বিস্ময় বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি

রূপগঞ্জ থেকে সংবাদদাতা ঃ উপজেলার চাপড়ি গ্রামের শ্রী রণয় চন্দ্র দাসের বাড়িতে হামলা, লুটপাট ও বসতঘরে অগ্নিসংযোগের মামলার চূড়ান্ত প্রতিবেদন (ফাইনাল রিপোর্ট) কোর্টে দাখিল করায় স্থানীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে অসন্তোষ বিরাজ করছে। মামলার বাদী তদন্তকারী কর্মকর্তার দাখিলকৃত সাজানো চূড়ান্ত প্রতিবেদন গ্রহণ না করে বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। পূর্ব শত্রুতার জের ধরে গত ১৮ আগস্ট রাতে চাপড়ি গ্রামের শ্রী রণয় চন্দ্র দাসের বাড়ীতে স্থানীয় চিহ্নিত সন্ত্রাসী বেলায়েত হোসেন তার দলবল নিয়ে সশস্ত্র হামলা চালায়। স্বর্ণালংকারসহ মূল্যবান জিনিসপত্র লুটপাট করে কেরোসিন ছিটিয়ে বসতঘরে আগুন দেয়। আগুনে বসতঘর, বারান্দা, ধানচাল ও আসবাবপত্রসহ দুই লক্ষাধিক টাকার মালামাল ভস্মীভূত হয়। শেষে তারা গোয়ালঘর থেকে দুইটি হালের বলদও নিয়ে যায়। অভিযোগ করা হয় যে, রূপগঞ্জ থানায় পুলিশের চাহিদা পূরণ করতে না পারায় মামলা গ্রহণ করা হয়নি। পরে ২৩ আগস্ট নারায়ণগঞ্জ কোর্টে মামলা দায়ের করা হয়। কোর্টের নির্দেশে রূপগঞ্জ থানা পুলিশ ঘটনা তদন্তের সময় হালের বলদ দু'টি উদ্ধার করে বাদীর হেফাজতে দেয়। পুলিশ অগ্নিসংযোগকৃত বসতঘরের ছাই আলামত হিসেবে জব্দ করে। এরপর এলাকাবাসীর সাক্ষ্য নিয়ে অভিযোগটি থানা পুলিশ ৩১ আগস্ট মামলা হিসেবে গ্রহণ করে। কিন্তু পরে চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিলের ঘটনা বাদীকে হতবাক করে দেয়। সন্ত্রাসীদের ভয়ে তারা এখন অন্যত্র বাস করছে।

দৈনিক ইত্তেফাক, ২৬ জানুয়ারি ২০০৪

(২১৩২)
দুই মন্দির পোড়ানোর প্রতিবাদে চট্টগ্রামে মিছিল, গঙ্গাবাড়ির পুরুষরা পলাতক

চট্টগ্রাম অফিস ঃ নগরীর পাথরঘাটা গঙ্গাবাড়ি এলাকায় ২টি মন্দির পুড়িয়ে দেওয়া, পুলিশি হামলা— পাল্টা হামলার ঘটনায় এলাকায় এখনো থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

গতকাল রোববার বিকালে গঙ্গাবাড়ি এলাকার নির্যাতিত নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রায় দুই শতাধিক মানুষ মন্দির পোড়ানো ও পুলিশ নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল করেছে নগরীতে। এদিকে গতকাল সন্ধ্যায় গঙ্গাবাড়ি এলাকাতে পাথরঘাটা ওয়ার্ড কমিশনারের সভাপতিত্বে এলাকার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য সর্বদলীয় এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

গতকাল সকালে গঙ্গাবাড়ি এলাকায় পোড়া মন্দির এলাকায় গিয়ে দেখা গেছে, পুলিশ পাহারা রয়েছে মহিলাদের ছাড়া কোনো পুরুষ সদস্যদের পুলিশ কর্ণফুলী নদীর তীরে অবস্থিত অপর মন্দিরে প্রবেশ করতে দিচ্ছে না। অধিকাংশ পুরুষ পালিয়ে রয়েছে বলে জানিয়েছেন মহিলারা। গঙ্গাবাড়ি এলাকার বৃদ্ধা লক্ষী রাণী দাস (৭০) অভিযোগ করেছেন, পুলিশ বাড়ি বাড়ি ঢুকে মহিলা ও শিশুসহ সবাইকে নির্যাতন করেছে। শুক্লা দাসের অভিযোগ, তিনি রাতে ঘরে শুয়ে ছিলেন। পুলিশ জোরপূর্বক ঢুকে তার শরীর থেকে কাঁথা টেনে ফেলে দিয়েছে। পুলিশ নাকি এও হুমকি দিয়েছে, যদি মানইজ্জত নিয়ে থাকতে চাও তাহলে এলাকা ছেড়ে চলে যাও।

গঙ্গাবাড়ি এলাকার অপর এক মহিলা অংকুর অভিযোগ করেছেন, তার স্বামী শ্রীধাম ও মেয়ে শান্তাকেও পুলিশ মারধর করেছে। পুলিশের সঙ্গে বেশকিছু সন্ত্রাসীও ছিল বলে মহিলারা অভিযোগ করেন। গতকাল বিকালে গঙ্গাবাড়ি এলাকা থেকে একটি মিছিল নগরীর বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে প্রেসক্লাবের সামনে এসে শেষ হয়। সমাবেশে বক্তারা গঙ্গাবাড়িতে ন্যক্কারজনক ঘটনার সুষ্ঠু বিচার ও এর সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান। তারা মন্দিরে পূজা-অর্চনায় বাধা না দেওয়ার জন্য পুলিশ প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানান। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ভোলানাথ বিশ্বাস, আশীষ ভট্টাচার্য, রতন ভট্টাচার্য, অধীর জলদাস, বিমল দাশ প্রমুখ।

এদিকে পাথরঘাটা- গঙ্গাবাড়ি এলাকাতে গত শুক্রবার রাতে মন্দিরে অগ্নিসংযোগ ও হামলার ঘটনাকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করে কেউ যাতে কোন ধরণের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করতে না পারে সেজন্য গঙ্গাবাড়ি সর্বদলীয় এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ওয়ার্ড কমিশনার জালালউদ্দিন ইকবালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে এ্যাডভোকেট সুভাষ লালা, বুলবুল গুহ, পুলক খাস্তগীরসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যা ৭টায় এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত সমাবেশ চলছিল বলে জানা গেছে।

ভোরের কাগজ, ২৬ জানুয়ারি ২০০৪

(২১৩৩)
চাঁদা না দেওয়ায় বাগেরহাটে পূজামণ্ডপ ভাঙচুর, আহত ৭ প্রতিবাদে পূজা বন্ধ রেখে বিক্ষোভ মিছিল

বাগেরহাট প্রতিনিধি ঃ বাগেরহাট শহরের নাগেরবাজার এলাকায় চাঁদার দাবিতে একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী গত রোববার গভীর রাতে একটি বারোয়ারি সরস্বতী পূজামণ্ডপে প্রতিমা ভাঙচুর করেছে। এ সময় সন্ত্রাসীদের হাতে সাতজন নারী-পুরুষ আহত হয়েছে। এ ঘটনার প্রতিবাদে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন গতকাল সোমবার সকালে শহরের শতাধিক বারোয়ারি মণ্ডপে পূজা বন্ধ রেখে শহরে বিক্ষোভ মিছিল করে। পরে প্রশাসন ও বিএনপি নেতৃবৃন্দের হস্তক্ষেপে মণ্ডপগুলোতে পূজার আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হলেও উৎসবে প্রাণ ছিল না। মণ্ডপে হামলা ও ভাংচুরের ঘটনায় বাগেরহাট থানায় দ্রুত বিচার আইনে ছয় ব্যক্তির নামে মামলা করা হয়। এ ঘটনায় পুলিশ এজাহার নামায় দুজন মহিলা আসামীকে আটক করেছে।

পুলিশ, প্রত্যক্ষদর্শী ও ক্ষতিগ্রস্ত মণ্ডপের আয়োজক মিতালী সংঘের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে ও মামলা সূত্রে জানা গেছে, স্থানীয় যুবক আক্কাস শেখের নেতৃত্বে তিন যুবক বাবু, মনি, তুহিন এবং দুলি ও আকলিমা নামের দুই তরুণী রাত ২টার দিকে মণ্ডপে গিয়ে ৫ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। পূজার আয়োজকরা চাঁদা দিতে অপারগতা প্রকাশ করলে তারা উপস্থিত ব্যক্তিদের ওপর হামলা চালায় এবং প্রতিমাসহ মণ্ডপ ভাঙচুর করে। এ সময় অধীর সাহা (৬০), অজিত সাহা (৪৮), সন্দিপন সাহা (২৫), কার্তিক ,বিশ্বাস (১৫), বিশ্বনাথ সাহা (৩০), দূর্গা রাণী সাহা (২৮) আহত হয়। এ ঘটনায় মিতালী সঙ্ঘের সদস্য বাবলা হালদার বিপ্লব বাদী হয়ে বাগেরহাট থানায় মামলা করেন।

বাগেরহাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানান, হামলাকারীদের সঙ্গে থাকা দুলি ও আকলিমাকে আটক করা হয়েছে। তারা এ ঘটনায় তাদের ও অপর আসামীদের সম্পৃক্ততার কথা স্বীকার করেছে। তারা পুলিশকে জানায়, ভাঙচুরকারীরা এ সময় মদ্যপ অবস্থায় ছিল।

জেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান কল্যাণ ফ্রন্ট ও জেলা হিন্দু কল্যাণ ট্রাস্ট পৃথক বিবৃতিতে এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করে অবিলম্বে সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার দাবি জানিয়েছে। জেলা প্রশাসক পিউস কস্তা ও পুলিশ সুপার মেজবাহ উদ্দিন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

প্রথম আলো, ২৭ জানুয়ারি ২০০৪

(২১৩৪)
বাগেরহাটে সরস্বতী পূজা মণ্ডপে সন্ত্রাসী হামলা

বাগেরহাট, ২৬ জানুয়ারি, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সরস্বতী পূজার ভোর রাতে সন্ত্রাসীরা দু'দফা তাণ্ডব চালিয়ে জেলা শহর বাগেরহাটের একটি সার্বজনীন অস্থায়ী পূজামণ্ডপসহ প্রতিমা ভাঙচুর করেছে। এ সময় সন্ত্রাসীদের হামলায় মহিলা ও পূজারী-আয়োজকসহ ৮ ব্যক্তি আহত হয়েছে। চাঁদা না পেয়ে চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা এই হামলা চালায়। এ ঘটনায় সংখ্যালঘুদের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। প্রতিবাদে অনাড়ম্বর ঘরোয়াভাবে পূজা পালনসহ সর্বস্তরের পূজারী আয়োজককে কালো ব্যাজ ধারণ, বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে। জেলা হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান কল্যাণ ফ্রন্ট ও পূজা উদযাপন পরিষদ এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও অবিলম্বে দোষীদের আটকসহ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেছে। এখানে অধিকাংশ পূজামণ্ডপে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। তাণ্ডবের সময় সন্ত্রাসীদের সঙ্গে থাকার অভিযোগে পুলিশ দু'ভাসমান পতিতাকে আটক করেছে। এ ঘটনায় সংশ্লিষ্ট সদর থানায় দ্রুত বিচার আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

এলাকাবাসী ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বাগেরহাট শহরের ষ্টেডিয়াম ও নাগের বাজার এলাকার আগ্রহী বাসিন্দারা প্রতিবারের মতো এবারও রেল স্টেশনসংলগ্ন লেকের পাড়ে একটি সার্বজনীন সরস্বতী পূজামণ্ডপ স্থাপন করে। এবারে ব্যাপক আয়োজন ও উদ্দীপনা ছিল। প্রতিমা নির্মাণসহ সাজসজ্জা প্রায় সম্পন্ন হবার পর পূজার দিন সোমবার ভোর রাতে ৫/৬ জনের একদল চিহ্নিত সন্ত্রাসী এই মণ্ডপে চড়াও হয়। তারা পাঁচ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। সেখানে উপস্থিত আয়োজকরা তখন তা দিতে অপারগতা প্রকাশ করে। এক পর্যায়ে সন্ত্রাসীরা তাদের ওপর হামলে পড়ে এবং পূজামণ্ডপে ভাঙচুর করতে উদ্যত হয়। এ সময়ে আয়োজকদের ডাক চিৎকারে পার্শ্ববর্তী লোকজন ছুটে এলে সন্ত্রাসী দল চলে যায়। পরে আবার তারা লাঠিসোটাসহ দলবল নিয়ে এসে হামলা চালায়। মণ্ডপ তছনছ ও প্রতিমা ভাঙচুর করে। তখন তাদের হামলায় সঞ্চিত (১৫), কার্তিক (১৭), অধীর সাহা (৫০), বিশ্ব (২৫), অজিত সাহা (৪৫), তপতী রাণী (৩০), দূর্গা রাণী (২০) ও গনেশ (২০), আহত হয়। এর পরেও সোমবার সকালে সন্ত্রাসীদের কতিপয় আত্মীয়স্বজন পূজামণ্ডপে হাজির হয়ে কোন প্রকার মামলা না করার জন্য নানা প্রকার হুমকি-ধমকি দেয়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৭ জানুয়ারি ২০০৪

(২১৩৫)
চাঁদাবাজিতে বাধা দেয়ায় ফরিদপুরে সন্ন্যাসীদের ওপর বোমা হামলা

স্টাফ রিপোর্টার, ফরিদপুর ঃ সন্ত্রাস চাঁদাবাজিতে বাধা দেয়ায় ফরিদপুর শহরের গোয়ালচাট এলাকার জগদ্বন্ধু সুন্দরের আশ্রম শ্রীধাম শ্রী অঙ্গনের সন্ন্যাসীদের ওপর রবিবার দু'দফা বোমা হামলার ঘটনা ঘটেছে। একটি বোমা বিস্ফোরিত হয়েছে। বোমা হামলার ঘটনায় অল্পের জন্য জগদ্বন্ধু সুন্দরের আশ্রমের সন্ন্যাসীরা রক্ষা পেলেও সন্ত্রাসীদের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে গুরুতর জখম হয় শ্রী অঙ্গন মার্কেটের এক দোকান কর্মচারী মিজান। মিজানকে ভর্তি করা হয়েছে ফরিদপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। এ ঘটনায় শ্রীধাম শ্রী অঙ্গনে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে এবং শহরের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।

জানা গেছে, ৩/৪ চিহ্নিত সন্ত্রাসী শ্রী অঙ্গন মার্কেটের সমীর চৌধুরীর মালিকানাধীন আসবাবপত্রের দোকানে ১০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় সন্ত্রাসীরা সমীর চৌধুরীর ভাই স্বপন চৌধুরীকে (৩৫) মারপিট করে এবং দোকান কর্মচারী মিজানকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপায়। স্বপন ও মিজানের আর্তচিৎকারে আশ্রমের সন্ন্যাসীরা এগিয়ে এলে সন্ত্রাসীরা দু'দফা বোমা হামলা চালিয়ে পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় রবিবার রাতেই কোতোয়ালি থানায় মামলা হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৭ জানুয়ারি ২০০৪

(২১৩৬)
কুমিল্লায় সরস্বতী মূর্তি ভাঙচুর ॥ গ্রেফতার-২

কুমিল্লা, ২৭ জানুয়ারি, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ কুমিল্লার শহরতলি আড়াইওরায় সন্ত্রাসীরা চাঁদার দাবিতে সরস্বতী পূজা মণ্ডপে হামলা চালিয়ে মূর্তি ভাঙচুর করেছে। সোমবার রাতে এ ঘটনা ঘটে। জানা গেছে, শহরতলী আড়াইওরা উত্তরপাড়ার নমশুদ্র পাড়ার সাধন সরকারের বাড়িতে স্থানীয় সন্ত্রাসী সোহেল ও কামালের নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী গিয়ে চাঁদা দাবি করে। এ সময় সাধন সরকারের ছেলে চাঁদা দিতে অস্বীকার করলে সন্ত্রাসীরা লাথি মেরে সরস্বতী প্রতিমা ফেলে দেয় এবং পূজামণ্ডপে ভাঙচুর করে। কোতোয়ালি পুলিশ খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে সন্ত্রাসী সোহেল ও কামালকে গ্রেফতার করে। এ ব্যাপারে কোতোয়ালি থানায় দ্রুত বিচার আইনে মামলা হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৮ জানুয়ারি ২০০৪

(২১৩৭)
বাগেরহাটে পূজামণ্ডপ ভাংচুরের হোতা বিএনপি নেতার ভাই! কেউ গ্রেফতার হয়নি

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাগেরহাট ঃ বাগেরহাট সরস্বতী পূজামণ্ডপে হামলা, তছনছ ও প্রতিমা ভাংচুরের ঘটনায় জড়িত সন্ত্রাসীদের আর কাউকেই পুলিশ মঙ্গলবার পর্যন্ত আটক করতে পারেনি। তবে ঘটনার সময় হামলাকারীদের সঙ্গে থাকার অভিযোগে সোমবার আটককৃত ভাসমান যৌনকর্মী দুলি ও আকলিমা সন্ত্রাসী দলের কয়েকজনের নাম প্রকাশ করেছে। তাদের স্বীকারোক্তি মতে পুলিশ জানায়, বাসাবাটী এলাকার আক্কাস, তুহিন, বাবু ও মনিরের নেতৃত্বে এই হামলা ও ভাংচুরের ঘটনা ঘটে। দ্বিতীয় দফা হামলার সময় আক্রমণকারীদের অনেকে মদ্যপ অবস্থায় ছিল। হামলাকারী দলের মূল হোতা আক্কাস জনৈক বিএনপি নেতার নিকট আত্মীয় বলে পুলিশ জানতে পেরেছে। বাগেরহাট সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানান, অপরাধীদের আটকের জন্য পুলিশের একাধিক টিম জোর তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে।

এদিকে মঙ্গলবারেও এখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পেশাজীবীসহ নানা সংগঠন ওই হামলা ও ভাংচুরের তীব্র নিন্দা এবং দোষীদের অবিলম্বে আটকসহ দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। জেলার সর্বত্র এটি প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৯ জানুয়ারি ২০০৪

(২১৩৮)
লাকসামে সংখ্যালঘু এক বৃদ্ধার জমি গ্রাসে সন্ত্রাসীরা তৎপর

জোরপূর্বক সম্পত্তি দখলের জন্য সংখ্যালঘু এক বৃদ্ধ মহিলাকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করার হুমকি দিয়েছে সন্ত্রাসীরা। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার বিকেলে উপজেলার আজগরা ইউনিয়নের পূর্ব নোয়াগাঁও গ্রামে। সোমবার ওই গ্রামের মৃত নিবারণ চন্দ্র চক্রবর্তীর স্ত্রী কিরণবালা চক্রবর্তী (৮০) এ ব্যাপারে লাকসাম থানায় ৯ জনকে অভিযুক্ত করে একটি অভিযোগ দাখিল করেছে।

অভিযোগে জানা যায়, এলাকার নোয়াগাঁও ও ঘাটার নোয়াগাঁও গ্রামের সন্ত্রাসী শামসুল হক, রফিক, সিরাজ মিয়া, হাবিবুর রহমান, বেলাল হোসেন, জাকির হোসেন, মোবাশ্বির, আবুল, মফিজুর রহমান শনিবার কিরণবালাকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হুমকি দেয়। অন্যথায় তাকে ঘরে আটক করে পুড়িয়ে মারা হবে বলে হুমকি দিয়ে যায়। এছাড়াও সন্ত্রাসীরা তাদের শিষ্যের ছেলে সুরেশ ও তার পরিবারের সদস্যদের হত্যার হুমকিসহ বিভিন্ন মামলা-মোকদ্দমায় জড়িত করারও হুমকি দিয়ে যায়। বৃদ্ধা কিরণবালা জানায়, সন্ত্রাসীরা কয়েক মাস যাবত তাদের বসতবাড়ি, জায়গা-সম্পত্তি জোরপূর্বক দখল করার জন্য নানাভাবে অপচেষ্টা চালাচ্ছে। এছাড়াও সন্ত্রাসীরা সোমবার তার একটি জমিতে হালচাষ করেছে। কিরণবালা আরও জানায়, তারা ১৯৬৩-৬৪ সালের আনরেজিস্ট্রার্ড ভূয়া ৩টি বায়নাপত্রের দলিল দেখিয়ে সম্পূর্ণ সম্পত্তি দখল করতে চায়। মূলত তার স্বামী এবং দেবররা এই ধরনের কোন বায়নাপত্র করেনি; কিন্তু তার দেবর চিন্তাহর চক্রবর্তী, রাজকুমার চক্রবর্তী, উপেন্দ্র চক্রবর্তী ১৯৬০ সালে ৫ একর সাড়ে ২৮ শতাংশ সম্পত্তি তার স্বামী নিবারণ চন্দ্র চক্রবর্তীকে ছাপকবলা দলিলের মাধ্যমে বিক্রি করে ভারত চলে যায়। পরে তার স্বামী নিবারণ চন্দ্র চক্রবর্তী তার ও তাদের শিষ্য ছেলে সুরেশ চন্দ্রের নামে ৪ একর সাড়ে ২৮ শতাংশ ১৯৯৩ সালে উইল করে দিয়ে যান। উল্লেখ্য তাদের কোন সন্তান ছিল না। এদিকে অভিযুক্ত শামসুল হক গং এই প্রতিনিধিকে জানায়, তারা নিবারণ চন্দ্র চক্রবর্তী ও তার ভাই রাজকুমার, উপেন্দ্র ও চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর কাছে ৩টি বায়নাপত্র দলিলের মাধ্যমে সম্পূর্ণ সম্পত্তি ক্রয় করেছেন; কিন্তু তারা ভারতে চলে যাওয়ার কারণে মূল দলিল করে দেয়নি। মৃত নিবারণের শিষ্য ছেলে সুরেশ জানায়, একটি ননরেজিস্ট্রার্ড দলিলের মেয়াদ থাকে মাত্র ৩ মাস। অথচ ৪০ বছর তারা দাবি করছে এই সম্পত্তিগুলো তাদের। ওই গ্রামের বৃদ্ধ বক্স আলী ও আবুল খায়ের জানায়, বাবুরা যখন ভারত চলে যান, তখন তাদের জন্ম হয়নি (যারা সম্পত্তির দাবি করছে)। বর্তমানে কিরণবালা ওই সন্ত্রাসীদের হাত থেকে বাঁচা এবং সম্পত্তি রক্ষার জন্য প্রধানমন্ত্রীসহ বিভিন্ন দপ্তরে আবেদনও করেছেন।

সংবাদ, ২৯ জানুয়ারি ২০০৪

(২১৩৯)
সংখ্যালঘু ও আহমদিয়া সম্প্রদায়ের জমিজমা দখলের অভিযোগ পাওয়া গেছে, খতিয়ে দেখা হবে ॥ টমাস

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ঃ বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন হচ্ছে না—এমন সার্টিফিকেট দিলেন না বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত হ্যারি কে টমাস জুনিয়র। বরং ধর্ম প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে ঘণ্টাব্যাপী বৈঠক শেষে মার্কিন রাষ্ট্রদূত স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, মানবাধিকার রিপোর্ট এবং বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে পাওয়া চিঠিতে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু ও আহমদিয়া সম্প্রদায়ের জমিজমা দখলের যে সকল অভিযোগ পাওয়া গেছে, যুক্তরাষ্ট্র সেসব অভিযোগ খতিয়ে দেখবে।

ধর্ম প্রতিমন্ত্রী ও হিন্দু ধর্ম কল্যাণ ট্রাস্টের চেয়ারম্যান মোশারফ হোসেন শাহজাহানের সঙ্গে তাঁর সচিবালয় কার্যালয়ে বুধবার অনুষ্ঠিত বৈঠক শেষে মার্কিন রাষ্ট্রদূত উপস্থিত সাংবাদিকদের কাছে এই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। বৈঠকে ট্রাস্টের ভাইস চেয়ারম্যান ও পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রি এ্যাডঃ গৌতম চক্রবর্তী মঙ্গলচন্দ্র চান্দা, স্বপন সরকার, সুরঞ্জন ঘোষ, কার্তিক ঠাকুর, পরিতোষ চক্রবর্তী, কামাক্ষা চন্দ্র দাস, অধ্যাপক পৌষ হাওলাদার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে উপস্থিত জোট সরকার সমর্থক হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতারা বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি থাকা এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর কোন নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে না বলে মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে বোঝানোর চেষ্টা করেন। তাঁদের বক্তব্যের মূল কথাটি ছিল— সংখ্যালঘু হলেও তাঁরা খুব একটা সমস্যার মধ্যে পড়েন না এবং সমস্ত মহলই তাঁদের প্রতি সহানুভূতিশীল।

ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোশারফ হোসেন শাহজাহান আরও একদফা এগিয়ে বলেন, বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক কোন স্থান নেই। দেশে সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের কোন ঘটনা ঘটলে আমরা ছাড়ি না। বর্তমান জোট সরকার ও প্রশাসন এ বিষয়ে খুবই আন্তরিক। তিনি বলেন, কোন মহলের হস্তক্ষেপ ছাড়াই সকল সম্প্রদায় ধর্ম ও উপাসনার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ভোগ করছে। তিনি আরও বলেন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ধর্মীয় সহমর্মিতার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে বাংলাদেশের।

কিন্তু ধর্ম প্রতিমন্ত্রী ও সরকার সমর্থক হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতাদের বক্তব্যের সঙ্গে একমত হতে পারেননি মার্কিন রাষ্ট্রদূত হ্যারি কে টমাস। বৈঠক শেষে উপস্থিত সাংবাদিকদের কাছে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে মার্কিন রাষ্ট্রদূত বললেন, বাংলাদেশের সংবিধানে মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান, আহমদিয়া সম্প্রদায়সহ সকল ধর্মের স্বাধীনতার বিষয়টি নিশ্চিত করা রয়েছে। বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘন ও সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিষয়টি তিনি খতিয়ে দেখতে চান। তিনি বললেন, তাঁর কাছে বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের রিপোর্ট এবং বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে প্রাপ্ত বেশকিছু চিঠি বা খবর আছে। আমরা জেনেছি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ কোথাও কোথাও অসন্তুষ্ট। বাংলাদেশের সংখ্যালঘু ও আহমদিয়া সম্প্রদায়ের জমিজমা দখলের অভিযোগও পাওয়া গেছে। আমরা এই বিষয়গুলো খতিয়ে দেখতে চাই।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৩০ জানুয়ারি ২০০৪

(২১৪০)
আখাউড়া কেন্দ্রীয় মহাশ্মশান ও মন্দিরের জায়গা দখল

আখাউড়া প্রতিনিধি ঃ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া কেন্দ্রীয় মহাশ্মশান ও লোকনাথ সেবাশ্রম মন্দিরের জায়গা দু'বছর পর আবারও জবরদখল করে নিয়েছে এলাকার আরেক প্রভাবশালী ব্যক্তি। দখলদার বাছির মিয়া মহাশ্মশানের টিলাভুমিতে বসবাসরত একটি পরিবারের চলাচলের একমাত্র বাঁশের সাঁকোটিও ভেঙ্গে ফেলায় ওই পরিবারটি গৃহবন্দী হয়ে পড়েছে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকার হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে উত্তেজনা, আতঙ্ক ও ক্ষোভ দেখা দিয়েছে।

জানা গেছে, গত ২৭ জানুয়ারি দুপুরে রাধানগর কলেজপাড়ায় ওই প্রভাবশালী ও তার লোকজন মহাশ্মশান ও সেবাশ্রমের দেবোত্তর সম্পত্তির জায়গা জবরদখল করে কাটাতারের বেড়া দেয়। শ্মশানের টিলাভূমিতে বসবাসরত একটি পরিবারের চলাচলের একমাত্র সাঁকো ভেঙ্গে ফেলে। সেবাশ্রমের পূজারি এতে বাধা দিলে বেশি বাড়াবাড়ি না করার হুমকি দেন বাছির মিয়া। টিলাভুমিতে বসবাসরত পরিবারটিকেও নানা হুমকি দেওয়ায় তাদের দিন কাটছে আতঙ্কে।

মহাশ্মশান কমিটি সূত্রে জানা গেছে, ১৪ ফেব্রুয়ারি '০২ নালে জনৈক মাতাব মিয়া অনুরূপভাবে ঐ জায়গাটি দখল করে নিয়েছিল। এ ব্যাপারে আখাউড়া থানায় জিডি এন্ট্রি করা হলে পরে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ও প্রশাসনের মধ্যস্থতায় মহাশ্মশানের ও লোকনাথ সেবাশ্রমের সাধারণ সম্পাদক কালীপদ সাহা জানান, থানায় অভিযোগ দেওয়া হয়েছে।

আজকের কাগজ, ৩০ জানুয়ারি ২০০৪

(২১৪১)
খাস জমি দখল করতে লাঠিয়ালদের তাণ্ডব
নাটোরের বড়াইগ্রামে ১০ হিন্দু বাড়িতে হামলা লুট অগ্নিসংযোগ

নাটোর প্রতিনিধি ঃ নাটোরের বড়াইগ্রাম উপজেলার বাগডোম গ্রামে গতকাল বৃহস্পতিবার হিন্দুদের ১০টি বাড়ি ভাঙচুর ও লুট করা হয়েছে। এ সময় একটি বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। খাস জমি দখলের জন্য লাঠিয়ালদের দিয়ে হামলা চালানো হয়েছে বলে জানা গেছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

সরেজমিনে বাগডোম গ্রামে গিয়ে দেখা যায়, ১০টি বাড়ির ভিটায় ভাঙ্গা ঘরের চালা-বেড়া, কাপড়চোপড়, হাড়িপাতিল ও চালডাল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। বাড়ির আঙ্গিনার গাছপালা কেটে ফেলে রাখা হয়েছে। একটি বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

থানায় গিয়ে এসব বাড়ির মালিক লালনচন্দ্র, অমূল্য মণ্ডল, ফুলকুমারী, রবি সন্ন্যাসী, নরেন্দ্রনাথ, বিশ্বনাথ মণ্ডল, সবিতা রাণী, সুকুমার, তরুবালা ও রঘুনাথ সরকারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। লালচন্দ্র সেন জানান, গতকাল সকাল ৯টায় সন্ত্রাসী রায়হানের নেতৃত্বে আলাল, রবিউল, আলম, ওয়াহেদ, চিকন, আহাদ, নাজিম, রঘুনাথ মণ্ডল ও সুশান্ত মণ্ডলসহ ২৫-৩০ জন লাঠিয়াল তাদের মহল্লায় হামলা চালায়। এ সময় বাড়িতে কোনো পুরুষ সদস্য ছিল না।

সন্ত্রাসীরা বাড়ি থেকে মেয়েদের বের করে দেয়। এরপর এক এক করে ১০টি বাড়ির সবকিছু লুট করে। তারা ঘরের চালা-বেড়া ভেঙ্গে ফেলে। ফিরে যাওয়ার সময় লাঠিয়ালরা রঘুনাথ মণ্ডলের একটি বসতঘর জ্বালিয়ে দিয়ে যায়। এক ঘন্টা ধরে এই তাণ্ডব চললেও লাঠিয়ালদের হুমকির মুখে কেউ এগিয়ে আসেনি। তবে দুপুর থেকে ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

বড়াইগ্রাম থানার ওসি প্রজিৎকুমার জানান, ক্ষতিগ্রস্তরা ২০ থেকে ২৫ বছর ধরে খাস জমির ওপর বাড়িঘর করে বসবাস করছেন। একই গ্রামের সুশান্ত মণ্ডল ও তার ভাই রঘুনাথ মণ্ডল দীর্ঘদিন ধরে ওই খাস জমি দখলের চেষ্টা করছে। এ সংক্রান্ত একটি মামলা এখনো আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। স্থানীয় লাঠিয়ালদের দিয়ে এই খাস জমি দখলের জন্য এই তাণ্ডব চালানো হয়েছে।

এ ব্যাপারে বড়াইগ্রাম থানায় মামলা হয়েছে। গতকাল সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার হয়নি। তবে লাঠিয়ালরা সকলেই গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে।

প্রথম আলো, ৩০ জানুয়ারি ২০০৪

(২১৪২)
বেড়ায় সংখ্যালঘুদের বাড়িতে আগুন দিয়েছে সন্ত্রাসীরা

বেড়া (পাবনা) প্রতিনিধি ঃ গত বৃহস্পতিবার গভীর রাতে বেড়া উপজেলার কুশিয়ারা নামক গ্রামে এক সংখ্যালঘু হিন্দু পরিবারের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে হামলা চালিয়েছে একদল সন্ত্রাসী।

যুগান্তর, ৩১ জানুয়ারি ২০০৪

(২১৪৩)
সুনামগঞ্জের তিন হিন্দু পরিবারকে বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করার পাঁয়তারা
বাড়ির আঙিনায় জোরপূর্বক ঘর তুলেছে এক প্রভাবশালী ব্যক্তি

পঙ্কজ দে, সুনামগঞ্জ থেকে ঃ আইন আর কাগজের মারপ্যাঁচে পড়ে সুনামগঞ্জের নিরীহ তিন হিন্দু পরিবার এখন ভিটেছাড়া হওয়ার আশঙ্কায় দিনানিপাত করছে। তাদের আঙিনায় সরকারদলীয় এক প্রভাবশালী ব্যক্তির ঘর উঠেছে। পরিবারের পুরুষ সদস্যরা ভয়ে-আতঙ্কে বাড়ি ছেড়েছে। দখলদাররা কাগজপত্রে নিজেদেরকে বাড়ির মালিক দাবি করে মহিলাদের বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার জন্য হুমকি-ধামকি দিচ্ছে। জেলা আওয়ামী লীগ এ ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে সরজমিন পরিদর্শন করে এক সপ্তাহের মধ্যে জোর-দখলকারীদের বাড়ি ছেড়ে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

গত বুধবার সন্ধ্যায় সুনামগঞ্জ শহর থেকে ৫ কি.মি. দুরের বুড়িরস্থল গ্রামে গিয়ে দেখা যায়, পুরো গ্রামে থমথমে ভাব। গ্রামের মাঝামাঝি স্থানে মৃত করুণা পালের বাড়ি। এ বাড়ি ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য মানুষ আর বাড়ির আঙিনায় বসে আছেন আওয়ামী লীগ নেতা এড. আলী আমজাদ, গোলাম রব্বানী, আইয়ুব বখত জগলুল, রেজাউল করিম শামীম এবং মলয়, বিকাশ চৌধুরী, এড. শফিকুল আলম, এড. সামছুল আবেদীন, করুণা সিন্ধু বাবুল, বিজয় তালুকদার বিজু, শঙ্কর দাস, বাবুল দেব ও বিশিষ্ট সমাজসেবী ডা. ধীরেন্দ্র দেব। আর ঘরের ভেতরে জড়ো হয়ে ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদছেন পটই বালা পাল, তার মেয়ে পবিত্র বালা পাল ও তিন ছেলের বউ।

সাংবাদিক পরিচয় দিতেই ৭৫ বছর বয়সী বৃদ্ধা পটই বালা পাল এসে বললেন, আমার শশুরের বাবার জন্ম হয়েছে এ বাড়িতে। তারও আগে থেকে আমাদের বসতি এ বাড়িতে। আমার বিয়ের পরে কখনো খাজনার নোটিশ আসতে শুনিনি। ১০/১২ বছর আগে একবার করুণা পালের বাবা অফিসে খাজনা দিতে গেলে গ্রামের তহশিলদার আসকর আলী তাকে অফিস থেকে ফিরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, 'তোমরা গরীব মানুষ আগে বাঁচো পরে খাজনা দিবানে।' এরপর থাকি খাজনা দিবার কথা কইলে তহশিলদার সাব কইতা, 'খাজনা দিবার লাগি পাগল হইছো কেনো?'

'দুই মাস আগে তহশিলদার সাবের ছেলে আজমল আলী আইয়া কইন-ই বাড়ি আমরা কিনছি তোমরা বাড়ি ছাড়ো।' কয়েকদিন আগে আমার বড়ো ছেলেকে তারা মারধর কইরা কইন, 'বাড়ি ছাড় নইলে আগুন দিয়া বাড়ি জ্বালাই দিমু' পটই বালা জানালেন, গত বৃহস্পতিবার অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আজমল আলীর লোকজন বাড়িতে এসে তাদের আঙিনায় জোরপূর্বক ঘর তুলেছে। তিনি জানান, বাড়ির মহিলারা তাদেরকে বাধা দিলে তারা ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে তাকে ও তার ছেলের বউদের ঘরে ঢুকিয়ে শাসিয়ে বলেছে, ছেলেরা যেন বাড়িতে না আসে, বাড়িতে আসলে মেরে ফেলা হবে। এরপর থেকে তার ছেলে লনি পাল, বাবুল পাল বাড়িছাড়া। বড়ো ছেলে পঙ্গু কলিন্দ পালকে দেখলেই তারা ধমক দেয়। বাড়ি ছাড়ার কথা বলে। পটই বালার মেয়ে পবিত্র বালা পাল জানালেন, গত এক সপ্তাহ ধরে আজমল আলীর লোকজন রাতে এসে ঘরের চালে ইটপাটকেল ছোড়ে ও দরজায় লাথি মারে। তাদের ভয়ে কেউ প্রস্রাব করতেও বেরোয় না।

এ ব্যাপারে জানার জন্য আজমল আলীর বাড়িতে গিয়ে তাকে পাওয়া যায়নি। তার চাচাতো ভাই আব্দুল হেকিম জানান, পাকিস্তান আমলেই বাবুলদের বাড়ি নিলাম হয়েছে। তাদের আত্মীয় বড়ো ঘাটের গোলাপ মাস্টার বাড়িটি নিলামের সময় কিনেছিলেন এবং তিন মাস আগে তার চাচাতো ভাই আজমলের কাছে বিক্রি করেছেন। বাড়িটি কেনার পর কয়েকবার তাদেরকে বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার কথা বললেও তারা পাত্তা দেয়নি। পরে গত বৃহস্পতিবার তারা ওখানে ঘর তুলেছেন। আজমলের স্ত্রী রওশন আরা জানান, ঘর বানানোর সময় কেউ বাধা দেয়নি। কাউকে অত্যাচারও করা হয়নি।

এ ঘটনায় সুনামগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগ গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি গোলাম রব্বানী স্বাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সদর থানার

মোল্লাপাড়া ইউনিয়নের বুড়িস্থল গ্রামের বাবুল পালের পরিবারের প্রায় শতাধিক বছরের পৈত্রিক বাড়ি সন্ত্রাসী আজমল দখল করার পর রাস্তা বন্ধ করে বাড়ির লোকজনদের অবরুদ্ধ থাকা শিশু ও মহিলাদেরকে অস্ত্রশস্ত্র দেখিয়ে ভয়ভীতি দেখানো হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে বাবুল পালের পরিবারের নিরাপত্তা ও সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার দাবি করেছেন।

এ ব্যাপারে সুনামগঞ্জের পুলিশ সুপার মীর শহিদুল ইসলাম পিপিএম ভোরের কাগজকে জানান, বুড়িস্থলের ঘটনা শুনে এএসপি সার্কেল (সদর) সহ একদল পুলিশকে ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে। তারা দুপক্ষকে তাদের কাগজপত্র জমা দেওয়ার জন্য সময় দিয়েছেন। আর যে যে অবস্থায় আছে সেভাবে থাকার নির্দেশ দিয়ে এসেছেন।

ভোরের কাগজ, ৩১ জানুয়ারি ২০০৪

(২১৪৪)
বগুড়ার শিবগঞ্জে মন্দির ভাঙচুর, গ্রেফতার-৬

বগুড়া প্রতিনিধি ঃ বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলার গুপিনাথপুর গ্রামে গতকাল শুক্রবার সকালে একদল লোক হামলা চালিয়ে স্থানীয় কালীমন্দিরে ব্যাপক ভাঙচুর করেছে। তারা মন্দিরের লোকজনদের বেধড়ক মারপিট করেছে।এ ঘটনার প্রতিবাদে বিপুল সংখ্যক নারী পুরুষ উপজেলা সদরে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। পুলিশ এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে ৬ জনকে গ্রেফতার করেছে।

এলাকাবাসী ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ৪৯ শতক জায়গার ওপর কালীমন্দিরটি অবস্থিত। পাশের ২৪ শতক কায়ছার আকন্দ নামের এক ব্যক্তির কাছে বিক্রি করে। বাকি ৫ শতক জমি মন্দিরের নামে লিখে দেয়।

সকালের দিকে কায়সার আকন্দের লোকজন উল্লিখিত ৫ শতক জমির ওপর থাকা বাঁশঝাড় কাটতে গেলে মন্দিরের লোকজন বাধা দেয়। এসময় কায়ছারের লোকজন ক্ষিপ্ত হয়ে মন্দিরের আসবাবপত্র ও কালী প্রতিমায় কাঠামো ভাঙচুর করে। একই সঙ্গে তারা ঐ মন্দিরে পূজা না করার জন্য হুমকি প্রদান করে। এ সময় মন্দিরের লোকজনদের বেধড়ক মারপিটও করা হয়।

জানা গেছে, উক্ত কায়ছার আকন্দ '৯৯ সালে মন্দিরে কালী প্রতিমার গায়ে গরুর চামড়া রেখে অপবিত্র করায় স্থানীয় চেয়ারম্যানের উপস্থিতিতে এক বিচারে সে ২০ হাজার টাকা জরিমানা দিয়েছিল।

এ ঘটনায় গুপিনাথপুর কালীমন্দির সংরক্ষণ ও উন্নয়ন কমিটির সাধারণ সম্পাদক দীনেশ চন্দ্র সরকার বাদী হয়ে ১৬ জনকে আসামী করে একটি মামলা দায়ের করেছেন। পুলিশ এ ঘটনায় শফিকুল ইসলাম (৩০), সুজা মিয়া (২৮), হজরত আলী (৪৫), মঞ্জুর রহমান (৩২), রুবিয়া বেওয়া (৩৫) ও হাফছার আলী (৩৫) নামের ৬ জনকে গ্রেফতার করেছে।

এ ঘটনার প্রতিবাদে বিপুল সংখ্যক নারীপুরুষ দুপুরে উপজেলা সদরে বিক্ষোভ মিছিল করে।

ভোরের কাগজ, ৩১ জানুয়ারি ২০০৪

ফেব্রুয়ারি- ২০০৪

(২১৪৫)
বগুড়ার গ্রামে মন্দিরে হামলা ভাংচুর ॥ গ্রেফতার ৬

স্টাফ রিপোর্টার, বগুড়া অফিস ঃ বগুড়ার প্রত্যন্ত গ্রাম গোপীনাথপুরে কালীমন্দিরের আশবাবপত্র ও প্রতিমার কাঠামো ভাংচুর এবং লোকজনকে মারপিট করা হয়েছে। দৃস্কৃতকারীরা ওই মন্দিরে পূজা করতে না দেয়ার হুমকি দিয়েছে। এ ঘটনার প্রতিবাদে এলাকার হিন্দু সম্প্রদায় শিবগঞ্জ উপজেলা চত্বরে বিক্ষোভ করেছে। মন্দির কর্তৃপক্ষ বাদী হয়ে শিবগঞ্জ থানায় ১৬ ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করে মামলা দায়ের করলে পুলিশ ছয়জনকে গ্রেফতার করে।

গোপীনাথপুর গ্রামে ওই মন্দিরের জায়গার বাগানের বাঁশ কাটতে গেলে এ ঘটনা ঘটে শুক্রবার দুপুরের দিকে। এলাকার কিছু লোক বাঁশবাগানের বাঁশ কাটতে গেলে মন্দির কর্তৃপক্ষ বাধা দেয়। এরপর লোকজনের একাংশ মন্দিরে ঢুকে প্রতিমার কাঠামো ও আসবাবপত্র ভেঙ্গে ফেলে। মন্দিরে অবস্থানরতদের মারপিট করা হয়। খোঁজখবর করে জানা গেছে, মন্দিরের জায়গা নিয়ে স্থানীয় এক প্রভাবশালীর সঙ্গে বিরোধ চলছিল। ওই মন্দিরটি দেড় বিঘারও বেশি জায়গায় স্থাপিত। এই জায়গার ধারে ২৪ শতাংশ ছিল বিনয় চন্দ্রের। বিনয় তার জায়গার ১৯ শতাংশ গ্রামের কায়সার আকন্দের কাছে বিক্রি করে ও ৫ শতাংশ মন্দিরে দান করে। দান করা ওই ৫ শতাংশ জায়গার বাঁশ কায়সারের লোকজন কাটতে গেলে এই ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছে। যার লোকজন মন্দিরে হামলা করেছে সেই কায়সার এখন বাড়িতে নেই। তাকে আটক করা যায়নি। যে ছয়জনকে আটক করা হয়েছে তারা হলো— সুজা মিঞা, হযরত আলী, শফিকুল ইসলাম, মঞ্জুর রহমান, হাফছার আলী, রুবিয়া বেওয়া।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১ ফেব্রুয়ারি ২০০৪

(২১৪৬)
রাজশাহীর মুণ্ডমালা পৌর নির্বাচন
বিএনপি কর্মীরা আদিবাসী ও সাধারণ ভোটারদের ভয়ভীতি প্রদর্শন করছে

রাজশাহী প্রতিনিধি ঃ রাজশাহীর তানোর উপজেলার মুণ্ডমালা পৌরসভার আসন্ন নির্বাচনে ক্ষমতাসীন বিএনপি সমর্থিত প্রার্থী শীশ মোহাম্মদের কর্মীরা সাধারণ ভোটারদের ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে আওয়ামী লীগ সমর্থক প্রার্থীকে ভোট না দেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছে। প্রতিদিনই বহিরাগত লোক মাইক্রো ও মোটর সাইকেল নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় শো-ডাউন করছে। ফলে আদিবাসীসহ সাধারণ ভোটাররা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থী অধ্যাপক লুৎফর রহমান গতকাল শনিবার সকালে রাজশাহী মেট্রোপলিটন প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এই অভিযোগ করেছেন। সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা রাজশাহী চেম্বারের সাবেক সভাপতি ওমর ফারুক চৌধুরী, মুণ্ডমালা পৌর আওয়ামী লীগ সভাপতি গোলাম মোস্তফা, আওয়ামী লীগ নেতা আজিম উদ্দিন সরকার, শরীফ খান, তানোর জাতীয় পার্টির সভাপতি ড. জালাল উদ্দিন ও গোদাগাড়ীর কাঁকন হাট পৌরসভার আসন্ন নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সমর্থিত চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী আবদুর রকিব সরকার।

অধ্যাপক লুৎফর তার লিখিত বক্তব্যে অভিযোগ করে আরও বলেছেন, জাতীয় পার্টির নেতা ডা. জালাল উদ্দিন আসন্ন নির্বাচনে আমার পক্ষে প্রচারণা চালাচ্ছেন। এতে বিএনপি প্রার্থী শীশ মোহাম্মদের সশস্ত্র কর্মীরা গভীর রাতে তার বাড়িতে গিয়ে ভয়ভীতি ও হুমকি প্রদর্শন করছে। আদিবাসীসহ নিরীহ ভোটারদের ভয়ভীতি দেখাচ্ছে। ভোট না দিলে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে হয়রানি করা হবে বলে হুমকি দিচ্ছে। কালো টাকা ছড়িয়ে ভোট কিনে নিচ্ছে। আচরণবিধি লংঘন করে স্থানীয় মন্ত্রী ব্যারিস্টার আমিনুল হক ভোটারদের মধ্যে শাড়ি, লুঙ্গি, কম্বল ও নগদ অর্থ বিতরণ করছে। নির্বাচনী জনসভায় মন্ত্রী ব্যারিস্টার আমিনুল হক আচরণবিধি লংঘন করে ভাষণ দেবেন। অধ্যাপক লুৎফর, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন হলে বিপুল ভোটে বিজয়ী হবেন বলে দাবি করেছেন, বিএনপি কর্মীদের মহড়া ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের কারণে নয়টির মধ্যে পাঁচটিই ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে।

আজকের কাগজ, ১ ফেব্রুয়ারি ২০০৪

(২১৪৭)
পাকুন্দিয়ায় সংখ্যালঘুর ঘরে আগুন ঃ মা-মেয়েকে পুড়িয়ে হত্যার চেষ্টা

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি ঃ কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়া উপজেলার চরফরাদী ইউনিয়নের মির্জাপুর বর্ষাগাতি গ্রামে এক সংখ্যালঘুর ঘরে দুস্কৃতকারীরা অগ্নিসংযোগ করে মা-মেয়েকে পুড়িয়ে হত্যার চেষ্টা করেছে। তবে আগুনের তাপে তাদের ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ায় তারা দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে আসায় ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেছেন। তাদের চিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে এসে আগুন নেভাতে সক্ষম হন। গত শুক্রবার গভীর রাতে এ ঘটনা ঘটে।

পাকুন্দিয়া থানা পুলিশ ও অন্যান্য সূত্রে জানা গেছে, প্রয়াত অশ্বিনী সূত্রধরের স্ত্রী অঞ্জলী রাণী সূত্রধর চরফরাদী ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আবদুস সালামের কাছ থেকে দুই শতাংশ জমি কিনে ঘর তুলে মেয়েকে নিয়ে বসবাস করেন। অঞ্জলী সূত্রধর সাংবাদিকদের জানান, তাকে সেখান থেকে উচ্ছেদের জন্য স্থানীয় প্রভাবশালী একটি মহল দীর্ঘদিন যাবৎ ষড়যন্ত্র এবং হুমকি দিয়ে আসছে। গত শুক্রবার দিবাগত রাতে দুস্কৃতকারীরা তার ঘরে আগুন দিলে ভাগ্যক্রমে তারা মা-মেয়ে রক্ষা পান। তাকে উচ্ছেদ করতে না পেরে দুস্কৃতকারীরা তার ঘরে আগুন দিয়ে তাদেরকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা চালায়।

পাকুন্দিয়া থানা পুলিশ অগ্নিসংযোগের কথা স্বীকার করেছে। গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় পুলিশ জানায়, মামলা করার প্রস্তুতি চলছে।

প্রথম আলো, ১ ফেব্রুয়ারি ২০০৪

(২১৪৮)
উলিপুরে সংকীর্তন অনুষ্ঠানে হামলা, ২৫টি হিন্দু পরিবার আতঙ্কে

তৈয়বুর রহমান, কুড়িগ্রাম থেকে ঃ সন্ত্রাসীদের হুমকির মুখে পণ্ড হয়ে গেছে হিন্দু সম্প্রদায়ের সংকীর্তন অনুষ্ঠান। ঘটনাটি ঘটেছে, গত সোমবার কুড়িগ্রাম জেলার উলিপুর পৌর এলাকায়। মাত্র ২৫টি হিন্দু পরিবার অধ্যুষিত গ্রামটির মানুষজন সন্ত্রাসীদের ভয়ে আসন্ন মাঘীপূর্ণিমার অষ্টপ্রহর উৎসব পালনেও ভয় পাচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও সংখ্যালঘুদের সূত্রে জানা গেছে, গত সোমবার উলিপুর উপজেলার উলিপুর পৌরসভার যুগীপাড়া গ্রামের নগেন্দ্র দেব নাথের বাড়িতে দিনভর সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

এ উপলক্ষে ঐদিন রাত ১০টার দিকে ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী তারা সংকীর্তন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ঢাকঢোল পিটিয়ে চলছিল কীর্তন।

এ সময় বাধ সাধে প্রতিবেশী কতিপয় সন্ত্রাসী যুবক। আনোয়ার ও নাজিমের নেতৃত্বে সন্ত্রাসীরা লাঠিসোটা নিয়ে কীর্তন অনুষ্ঠানকারীদের উপর হামলে পড়ে। তাদের হামলা ও মারপিটে নিরীহ লোকজন ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ছুটাছুটি করে পালিয়ে প্রাণে রক্ষা পায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের একজন জানান, হামলাকারীরা ভবিষ্যতে কোনো প্রকার কীর্তন বা পূজা না করার শর্তে বাংলাদেশে থাকতে হবে বলে হুমকি দেয়। এরপর তারা মারাত্মক ভীতিকর পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে মাঘীপূর্ণিমা উৎসব না করার সিদ্ধান্ত নেয়।

বিষয়টি নিয়ে ঐ সম্প্রদায়ের লোকজনকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাছে যেতে নিষেধ করে স্থানীয় সাবেক ইউপি সদস্য জয়নাল আবেদীন। ফলে তারা থানায় যেতে সাহস পায়নি। গ্রামের হরিদাস এ ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, আর হয়তো কোনোদিন আমাদের গ্রামে পূজাপার্বণ পালন করা সম্ভব হবে না। এ অবস্থায় আমরা কি করবো তা এখনো স্থির করতে পারিনি।

সব মিলিয়ে উলিপুর পৌর এলাকার যুগীপাড়া গ্রামের ২৫টি হিন্দু পরিবারের নিরাপত্তা এখন হুমকির মুখে।

ভোরের কাগজ, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৪

(২১৪৯)
কলাপাড়ায় রাখাইনদের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে, ধ্বংস হচ্ছে বৌদ্ধবিহার ও মঠ
ধর্মকর্ম পালনেও বাধাদানের অভিযোগ

জসীম পারভেজ, কলাপাড়া থেকে ঃ কলাপাড়ার আদিবাসী রাখাইন সম্প্রদায়ের বৌদ্ধবিহার ও প্রাচীন মঠগুলোর এখন বেহাল দশা। জরাজীর্ণ বৌদ্ধবিহারের কাঠ ও টিন চুরি হয়ে যাচ্ছে। মেরামতের অভাবে খুলে পড়ে যাচ্ছে বেড়ার চাল। মঠগুলোর প্লাস্টারও খসে পড়ছে। রাখাইনদের সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাওয়ার পাশাপাশি তাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতীক পুরাকীর্তি বৌদ্ধবিহার ও মঠগুলো ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে সংরক্ষণ এবং সংস্কারের অভাবে।

এক সময় আদিবাসী রাখাইন অধ্যুষিত কলাপাড়ায় শখানেক পল্লী ছিল। বর্তমানে মাত্র ২৯টি রাখাইন পল্লী রয়েছে। ১৯৪৭-৪৮ সালের তথ্যানুসারে কলাপাড়া, আমতলী, গলাচিপা ও বরগুনায় রাখাইন পল্লী ছিল ৫ হাজার ১৯০টি যা বর্তমানে হ্রাস পেয়ে মাত্র ৪৭টিতে এসে দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে কলাপাড়ায় রয়েছে ২৯টি। এসব রাখাইন পল্লীতে ছিল শত শত বৌদ্ধবিহার ও মঠ। প্রাচীন এই কীর্তিগুলো এখানকার সকলের কাছে ছিল দর্শণীয়। কিন্তু প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও সংস্কারের অভাবে এসব বৌদ্ধবিহার ও মঠ ক্রমশ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। ধর্মীয় রীতিনীতি পালনেও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে রাখাইনরা। প্রতিটি বিহারেই বৌদ্ধ ভিক্ষুরা থাকতেন। এখন তারাও সব পল্লীতে নেই।

সরজমিন খোঁজ নিয়ে আরো জানা গেছে, পৌর শহরের টিয়াখালীর নতুনপাড়া, ছন্ব আনিপাড়া মিঠাগঞ্জের হাড়িপাড়া, তুলাতলীপাড়া, নয়াপাড়া,সোনাপাড়া, পক্ষিয়াপাড়া, মধুপাড়া, ধুলাশার ইউনিয়নের বেতকাটাপাড়া, বোলতলী পাড়াসহ উপজেলার ৯টি ইউনিয়নের বৌদ্ধ বিহারগুলোর একই দশা।

এছাড়া আমখোলাপাড়া, কুয়াকাটা, খাপড়াভাঙা, নাইয়রীপাড়াসহ দশটি মঠের অবস্থা ঝুঁকিপূর্ণ। ইতিমধ্যে এসব মঠের বহু অংশ ওপর থেকে ধসে পড়েছে। ২০০২ সালের সেপ্টেম্বর

মাসে এখানকার বিভিন্ন রাখাইন পল্লীর ১৯টি বৌদ্ধ বিহার মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ চেয়ে প্রাক্কলন তৈরি করে প্রস্তাবনা সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছে। কলাপাড়া এলজিইডি বিভাগ এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। এখন পর্যন্ত তা বাস্তবায়িত হয়নি। তবে কুয়াকাটা মিস্ত্রিপাড়া বৌদ্ধ বিহারের আংশিক সংস্কারের কাজ এবং কুয়াকাটা বৌদ্ধ বিহারের বাউন্ডারির দেয়াল নির্মাণের কাজ বিগত সরকারের সময় এলজিইডি বিভাগ সম্পন্ন করেছে।

বর্তমানে রাখাইনদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে বলে স্থানীয় উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে। কিন্তু পুরোনো ঐতিহ্যবাহী মঠগুলোর সংস্কার কিংবা সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়ার খবর পাওয়া যায়নি।

স্থানীয় রাখাইন অধিবাসীসহ এখানকার সকল শ্রেণীর মানুষ আদি সম্প্রদায় রাখাইনদের দেড় শতাধিক বছরের পুরোনো ঐতিহ্যগুলো যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানের দাবি জানিয়েছে।

ভোরের কাগজ, ৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৪

(২১৫০)
চরফ্যাশনে সরকারি দলের চাঁদা না পেয়ে এক সংখ্যালঘুকে সবংশে হত্যার হুমকি

বরিশাল থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক ঃ ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলার আসলামপুর ইউনিয়নের খোদেজাবাগ গ্রামের সরকারিদলের ক্যাডাররা ধর্মীয় সংখ্যালঘু গনেশ চন্দ্র বেপারীর কাছ থেকে দাবিকৃত চাঁদার টাকা না পেয়ে সবংশে তাকে হত্যার হুমকি দিয়েছে।

চরফ্যাশন থেকে প্রাপ্ত খবরে জানা যায়, খোদেজাবাগ গ্রামের সর্বদা সরকারি দলের ক্যাডার হিসেবে পরিচিত হুমায়ুন হাওলাদার, সোহাগ, আখতার ও আলাউদ্দিন স্থানীয় হতদরিদ্র গনেশ চন্দ্রকে এদেশে সপরিবারে শান্তিতে থাকতে হলে তাদেরকে ২০ হাজার টাকা চাঁদা দিতে হবে বলে জানায়। কিন্তু দরিদ্র গনেশ চন্দ্রের পক্ষে তাদের দাবি পূরণ করা সম্ভব না হওয়ায় সম্প্রতি সন্ত্রাসীরা তাকে ভূয়ারহাট বাজার থেকে বাড়ি ফেরার সময়ে রাত ১২টা পর্যন্ত আটকে রেখে ৩৮০০ টাকা ছিনিয়ে নেয় এবং তার কাছ থেকে ৩টি সাদা কাগজে ৬টি সাক্ষর রেখে দেয়। অবশেষে বাধ্য হয়ে গনেশ চন্দ্র থানায় উল্লিখিত ৪ সন্ত্রাসীর বিরুদ্ধে থানায় দ্রুত বিচার আইনে মামলা দায়ের করেন। চরফ্যাশন থানায় দ্রুত বিচার আইনে এটিই প্রথম মামলা। উল্লেখ্য, স্থানীয় বিএনপি নেতাদের কাছে উলুখিত চার সন্ত্রাসীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে কেউ কোন সুফল পায়নি। তাদের বিরুদ্ধে স্থানীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মালামাল লুটপাটসহ ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টির অভিযোগ রয়েছে। জানা যায়, গত সরকারের আমলে এই চার সন্ত্রাসী তখনও সরকারিদলের ক্যাডার হিসেবে পরিচিত ছিল। সে সময়েও তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে কেউ কোন সুফল পায়নি।

সংবাদ, ৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৪

(২১৫১)
মুন্সীগঞ্জে সংখ্যালঘুদের কাছে বিএনপি ক্যাডারদের চাঁদা দাবি

স্টাফ রিপোর্টার, মুন্সীগঞ্জ ঃ জেলার বিভিন্ন স্থানে নিরীহ সংখ্যালঘুদের কাছে চাঁদা দাবিসহ নানা হুমকি দিচ্ছে বিএনপি ক্যাডাররা। অবস্থা বেগতিক দেখে ইতোমধ্যেই একটি পরিবার ভারতে চলে গেছে। কয়েকটি পরিবার জীবনের ভয়ে চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে শোনা যাচ্ছে। আরও কয়েক পরিবার চাঁদা দিয়ে কিছুটা রক্ষা পেয়েছে আপাতত। মুন্সীগঞ্জ-বিক্রমপুরের শ্রীনগর উপজেলার তন্তরের রুশদি গ্রামের আলু চাষী জয় দাস সপরিবারে ভারতে চলে গেছে ১৮/২০ দিন আগে। স্থানীয় বিএনপি ক্যাডার বিপ্লব মৃধা ও সোহাগের গ্রুপ তার কাছে ১ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে। এই চাঁদা না দিলে তাকে সপরিবারে হত্যার হুমকি দেয়। জয় দাস নিরুপায় হয়ে ২০ হাজার টাকা দেয়ার কথা বলে চাঁদাবাজচক্রকে। কিন্তু তাঁতে চাঁদাবাজরা রাজি হয়নি। পরে বাধ্য হয়েই তারা ভারতে চলে যান অতিগোপনে। তাঁর সহায় সম্পত্তি পর্যন্ত বিক্রি করতে পারেনি। আরেক ভাই রামু দাসকে তার সম্পত্তি মৌখিকভাবে দিয়ে গেছেন ভোগ দখল করার জন্য। এখন দরিদ্র রামু দাসের চার ভাই কোরিয়ায় কর্মরত। এছাড়া চাষবাসেও বেশ এগিয়ে ছিলেন তিনি— এটাই হয়েছে তার জন্য কাল। এদিকে এই গ্রামের মাধব দাস, কৃষ্ণ দাসের কাছ থেকেও চাঁদা আদায় করেছে ওই চক্রটি। আর চাঁদা দাবি করেছে একই ইউনিয়নের পুরারবাগ গ্রামের মানিক নন্দীর কাছে। মানিক নন্দী স্থানীয় হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাংগঠনিক সম্পাদক। তিনি এই বিষয়টি স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান আওলাদ হোসেন ও সাবেক চেয়রাম্যান সিদ্দিকুর রহমানকেও অবগত করেছেন।

এই বিষয়ে তারা সংখ্যালঘুদের কোন সহযোগিতা করা সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন ঈদের পরের দিন। এদিকে লৌহজংয়ের দক্ষিণ চারিগাঁও, নওপাড়া, বোলতলীসহ এই এলাকার কয়েক হাজার সংখ্যালঘু এখন আতঙ্কগ্রস্থ। এলাকার বিপ্লব মৃধার বাড়িতে ঈদের আগের দিন সাবেক ও বর্তমান ইউপি চেয়ারম্যানের উপস্থিতিতে ফয়সালা বৈঠকে বিপ্লব একটি খেলনা পিস্তল প্রদর্শন করে। এই পিস্তল দিয়েই সে হুমকি দিয়েছিল বলে জানায়। কিন্তু ভুক্তভোগীরা জানায় তার কাছে আসল পিস্তল রয়েছে। খেলনা পিস্তল দিয়ে হুমকি দেয়নি। এ ব্যাপারে থানায় প্রমাণ উপস্থাপন করে গ্রামের লোকজন। এসব বিষয় শ্রীনগর পুলিশ অবগত হওয়ার পর রুশদি গ্রামে বুধবার পুলিশও গিয়েছিল কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

এ ব্যাপারে শুক্রবার বিকালে মুন্সিগঞ্জের পুলিশ সুপার শহিদুল্যাহ চৌধুরী জানান, এ ব্যাপারে তিনি কিছুই অবগত নন। তবে ভুক্তভোগীরা অভিযোগ দিলে তিনি যথাযথ ব্যবস্থা নেবেন বলে জানিয়েছেন। অপর দিকে শ্রীনগর থানার ওসি মিজানুর রহমান মিজান শুক্রবার জনকণ্ঠকে জানান, তিনি এমন ঘটনা শুনেছেন এবং ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠিয়েছেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৪

(২১৫২)
কটিয়াদীতে সংখ্যালঘু বাড়িতে ডাকাতি ॥ আহত ২ ॥ ধৃত ডাকাতের মৃত্যু

কটিয়াদী (কিশোরগঞ্জ) থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ কটিয়াদী উপজেলার করগাঁও ইউনিয়নের মামুদপুর গ্রামে এক দুঃসাহসিক ডাকাতি হয়। ডাকাতদল গৃহস্বামী ও তার ছেলেকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে মারাত্মকভাবে আহত করে প্রায় লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুট করে নিয়ে যায়।

২৮শে জানুয়ারি রাতে ১০/১২ ডাকাতের সশস্ত্র দল মামুদপুর গ্রামের স্বদেশ বণিকের বাড়িতে দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকে স্বদেশ বণিক ও তার ছেলে রূপন বণিককে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে মারাত্মকভাবে আহত করে নগদ ৫০ হাজার টাকা, ৫ ভরি সোনার গহনাদি ও মূল্যবান কাপড়-চোপড়সহ প্রায় লক্ষাধিক টাকার মালামাল নিয়ে যায়। বাড়ির লোকজনদের চিৎকারে গ্রামবাসী ডাকাতদলের পিছু ধাওয়া করলে তারা দু'রাউন্ড গুলি ছুড়ে। এ সময় এলাকাবাসী ফারুক নামে এক ডাকাতকে আটক করে গণধোলাই দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করে। গুরুতর আহত অবস্থায় গৃহস্বামী স্বদেশ বণিককে চিকিৎসার জন্য প্রথমে ভাগলপুর মেডিক্যাল কলেজ

হাসপাতালে ও পরে ঢাকা সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। পুলিশি হেফাজতে চিকিৎসাধীন ডাকাত ফারুক দু'দিন পর ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মারা যায়।

জেলা পুলিশ সুপার সাইফুল আলম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। এ ঘটনায় এলাকার সংখ্যালঘুদের মাঝে দারুন আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে।

আজকের কাগজ, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০০৪

(২১৫৩)
গঙ্গামন্দিরে অগ্নিসংযোগকারী ও লুটপাটকারীদের বিরুদ্ধে মামলা করায় গভীর রাতে জেলেদের ঘরে পুলিশি নির্যাতন ও নিপীড়ন অব্যাহত

চট্টগ্রামের পাথরঘাটের গঙ্গামাতা বিগ্রহ মার্তৃমন্দিরে ২৩শে জানুয়ারি রাতে পুলিশের সহায়তায় সন্ত্রাসী কর্তৃক দেবালয়ে অগ্নিসংযোগ, ভাংচুর ও লুটপাটের অভিযোগে হামলার নেতা সিএমপিএর ডিসি (নর্থ) মিঞা লুৎফর রহমান, কোতোয়ালি থানার ৩ পুলিশ কর্মকর্তা, পাথরঘাটা ওয়ার্ড কমিশনার জালাল উদ্দিন ইকবাল ও সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে ৩১শে জানুয়ারি অভিযোগে পৃথক ২টি ফৌজদারী মামলা রুজু হওয়ায় পুলিশ বেপরোয়াভাবে সাদা পোশাকে অস্ত্র হাতে নজু মিয়া লেইনের কিছু ভয়ানক সন্ত্রাসী দিয়ে গভীর রাতে পাথরঘাটার মনোহরখালী ও কলা বাগিচার নিরীহ জেলে সম্প্রদায়ের প্রতিটি বাড়িতে হামলা ও নির্যাতন অব্যাহত রেখেছে। উল্লেখ্য, রহস্যজনকভাবে কোতোয়ালি পুলিশ সন্ত্রাসী সুহাস দাস চৌধুরীকে অনেকটা ভিআইপির মর্জাদা দিয়ে এলাকাবাসীকে ধমক ও হুমকি দিয়ে আতঙ্কগ্রস্থ করে তুলেছে। দেবালয়ের ভক্তদের প্রতিবাদী কর্মসূচি প্রত্যাহারের নিমিত্তে তারা এলাকাবাসীর ওপর নির্যাতন ও হয়রানি অব্যাহত রেখেছে এবং দ্রুত বিচার আইনে এলাকাবাসীদের বিরুদ্ধে ৪/৫টি মামলা রুজু করার হুমকি দিচ্ছে। এ ব্যাপারে দেবালয়ের ভক্তবৃন্দ উপযুক্ত আইনি প্রক্রিয়ায় অনতিবিলম্বে দেবালয়ে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটকারীদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্ত-মূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে এবং এ ব্যাপারে পুলিশের রহস্যজনক নীরবতায় জনমনে ক্ষোভ ও আতঙ্ক বিরাজ করছে।

সংবাদ, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০০৪

(২১৫৪)
মানিকছড়িতে একই পরিবারের ৬ জনকে জবাই করে হত্যা

চট্টগ্রাম ব্যুরো/খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি ঃ পার্বত্য জেলা খাগড়াছড়ির মানিকছড়ি উপজেলার দুর্গম ত্রিপুরা উপজাতীয় অধ্যুষিত গ্রাম পাক্কাটিলায় একই পরিবারের ৬ জনকে জবাই করে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। পরিবারের অন্য এক সদস্য ৭ বছরের এক ছেলে সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে গেলেও তার অবস্থা আশংকাজনক। সে অজ্ঞান অবস্থায় চমেক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। স্থানীয় প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনী দাবি করেছে, মাতাল গৃহকর্তা পরিবারের সবাইকে জবাই করে নিজেও আত্মহত্যা করেছেন। কিন্তু গ্রামবাসী এবং উপজাতীয় লোকজন এই দাবিকে মেনে নিতে পারছে না। তারা বলছে, একজন মাতাল লোকের পক্ষে একা এতগুলো লোককে জবাই করে খুন করা সম্ভব নয়। এর পেছনে অন্য রহস্য রয়েছে। এই নৃশংস ঘটনাকে কেন্দ্র করে ওই গ্রাম এবং পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে আতংক ও চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে।

হত্যাকাণ্ডের খবর পেয়ে চট্টগ্রাম থেকে সাংবাদিকরা ঘটনাস্থলে ছুটে গেলেও এলাকাবাসী ভয়ে কেউ এ নিয়ে মুখ খুলতে রাজি হয়নি। তাদের সবার মধ্যে দেখা গেছে অজানা ভয় আর

আতংক। নিহতদের স্বজনরাও মুখ খোলেনি। সকালে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের খবর পেয়েই সেনাবাহিনী, বিডিআর এবং পুলিশ সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে অবস্থান নেন। জেলা প্রশাসক, ভারপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার, সেনা জোন কমাণ্ডারসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। নিহতরা হচ্ছেন— মৃত জয়রাম ত্রিপুরার পুত্র পশম কুমার ত্রিপুরা (৪৫), তার স্ত্রী সূর্যবালা ত্রিপুরা (৩৭), ছেলে লাইকুমার (১২), মেয়ে লালমতি (১০, ছেলে লালমোহন (৮) এবং মেয়ে আয়নাবালা (৬)। জীবিত অবস্থায় পাওয়া গেছে ছেলে সমীরণ ত্রিপুরাকে (৭)। হাত মাথা এবং চোখে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় তাকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সে এখনও অচেতন। ডাক্তার এবং নার্সরা জানান, তাকে যখন হাসপাতালে আনা হয় তখনও সে পুরোপুরি অজ্ঞান ছিল।

প্রত্যক্ষদর্শী এবং গ্রামবাসী জানায়, গৃহকর্তা পশম কুমার ত্রিপুরার ভাগ্নী পদ্মাবতী ত্রিপুরা গতকাল সকাল ৭টায় তার মামার বাড়িতে এসে দেখে কেউ তখনো জাগেনি। ডাকাডাকি করেও সাড়া শব্দ না পেয়ে দরজা খুলে সে ভেতরে ঢুকে দেখে সবার গলাকাটা লাশ ঘরের মেঝেতে পড়ে আছে। তার চিৎকার শুনে আশপাশের লোকজন সেখানে ছুটে যায়। তারা দেখে সমীরণ (৭) অচেতন অবস্থায় মেঝেতে পড়ে থাকলেও তার প্রাণ রয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ, সেনাবাহিনী সদস্যরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌছে। একমাত্র জীবিত সমীরণকে তারা চমেক হাসপাতালে প্রেরণ করেন। বেলা দেড়টার দিকে লাশগুলো উদ্ধার করে মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়।

সেনাবাহিনী ও পুলিশ কর্মকর্তারা জানান, গৃহকর্তা পশম ত্রিপুরা প্রায় সময় মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরতেন। বৃহস্পতিবার রাত ২টার সময় মাতাল অবস্থায় তিনি বাড়ি ফিরে ঘুমন্ত স্ত্রী-পুত্রকন্যাদের জবাই করে নিজেও নিজেকে জবাই করার মাধ্যমে আত্মহত্যা করেন। কিন্তু ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে এবং লাশগুলো দেখে মনে হয়নি একজন মাত্র লোক এতগুলো লোককে জবাই করে হত্যা করেছে। তাছাড়া গৃহকর্তা পশম ত্রিপুরাকেও গলা কেটে হত্যা করা হয় অন্যদের মতো। একজন মাতাল কিভাবে এতগুলো লোককে জবাই করার পর একই কায়দায় নিজেকেও জবাই করলো তা নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের সন্দেহ রয়েছে। নিহত পশম ত্রিপুরার ভাই খাদ্য বিভাগের কর্মী বসন্ত ত্রিপুরাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, ওরা বলছে পশম তাদের হত্যা করে নিজে আত্মহত্যা করেছে। কি করে এতগুলো লোক খুন হল কিভাবে বলি, আমি তো দেখিনি। পুলিশ এবং সেনা সদস্যরা বলছে, একমাত্র জীবিত সমিরণ নাকি বলেছে তার বাবা সবাইকে জবাই করেছে। কিন্তু সমীরণের তো জ্ঞানই ফেরেনি। তাহলে সে কিভাবে হত্যাকাণ্ডের বিবরণ দিল।

যুগান্তর, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৪

(২১৫৫)
মানিকছড়ির হত্যাকাণ্ড এখনও রহস্যাবৃত

চট্টগ্রাম ব্যুরো/খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি ঃ পার্বত্য জেলা খাগড়াছড়ি মানিকছড়ি উপজেলার দুর্গম ত্রিপুরা উপজাতীয় অধ্যুষিত পাক্কাটিলা গ্রামের একই পরিবারের ৬ জনকে জবাই করে নৃশংসভাবে হত্যার রহস্য এখনও উদঘাটিত হয়নি। গোটা এলাকা এখন থমথমে। কিভাবে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হল, কারা এ হত্যাকাণ্ডে জড়িত এ ব্যাপারে এখনও পর্যন্ত স্পষ্ট কোন ধারণা পাওয়া যায়নি। তবে ছয় খুনের ঘটনায় বৃহস্পতিবার রাতে মানিকছড়ি থানায় একটি হত্যা মামলা এবং অপর একটি অপমৃত্যুর মামলা হয়েছে। নিহত গৃহকর্তা কুসুম ত্রিপুরার ভাই বসন্ত ত্রিপুরা বাদি হয়ে হত্যা মামলাটি করেন। অন্যদিকে অপমৃত্যুর মামলা দায়ের করে পুলিশ।

হত্যা মামলা দায়ের করা হলেও এতে কাউকে আসামী করা হয়নি বলে পুলিশ জানিয়েছে। এদিকে চট্টগ্রাম রেঞ্জের এডিশনাল ডিআইজি, জনসংহতি সমিতি (জেএসএ) এবং বাংলাদেশ ত্রিপুরা সংসদের নেতৃবৃন্দ গতকাল নৃশংস ৬ খুনের ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। এলাকায় এখনও সেনা মোতায়েন রয়েছে। জেএসএস এবং ত্রিপুরা সংসদ নেতৃবৃন্দ ৬ খুনের রহস্য উদঘাটন দাবি করেছেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির খাগড়াছড়ি জেলা শাখা মানিকছড়িতে একই পরিবারের ছয় জনকে জবাই করে হত্যার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে। সমিতির তথ্য ও প্রচার সম্পাদক বিভূতি রঞ্জন চাকমা স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, জায়গা-জমি নিয়ে বিরোধের কারণে এ নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু একটি মহল পরিকল্পিতভাবে একে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। জেএসএস হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত রহস্য উদঘাটন করে হত্যাকারীদের গ্রেফতার ও শাস্তি দাবি করেছে।

যুগান্তর, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৪

(২১৫৬)
বাগেরহাটে এক রাতে ৬ সংখ্যালঘুর বাড়িতে ডাকাতি ঃ ৪ গৃহবধূর শ্লীলতাহানী

বাগেরহাট থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ পুলিশ ফাঁড়ি থেকে ২ কিলোমিটার দূরে সদরের ডেমা সাড়ে চার আনি পূর্বপাড়া বৃহস্পতিবার সাড়ে ১০টা থেকে আড়াই ঘন্টাব্যাপী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ৬ বাড়িতে দুর্ধর্ষ ডাকাতি হয়। ডাকাতরা ফিল্মি স্টাইলে যেডমা সাড়ে চার আনি পূর্বপাড়ার ধলু হালদার নিখিল হালদার, নিতাই হালদার, মধু হালদার, নৃপেন হালদার এবং নিশি হালদারের বাড়িতে ডাকাতি করে নগদ লক্ষাধিক টাকা ও স্বর্ণালংকারসহ তিন লক্ষাধিক টাকার মালামাল নিয়ে নির্বিঘ্নে পালিয়ে যায়।

এলাকাবাসীরা জানায়, দশ-বারজন মুখোশধারী সশস্ত্র ডাকাত প্রথমে নিতাই হালদারের বাড়ি হানা দেয়, পরে অন্যদের বাড়িতে পাশাপাশি ঘরে হানা দিয়ে সর্বস্ব লুটে নেয়। এ সময় নিখিলের ছেলে ডাকাতদের হাতে আহত হয়। এ সময় ধলু হালদারের স্ত্রী (৪০), নিখিল হালদার (৪০), নিশি হালদারের স্ত্রী (৩৭) এবং মধু হালদারের স্ত্রীর (২২) শ্লীলতাহানির ঘটনা ঘটে। ডাকাতরা চলে যাওয়ার সময় থানা পুলিশকে জানালে বা মামলা করা হলে সবাইকে গুলি করে মেরে ফেলার হুমকি দিয়েছে। ডাকাতদের ভয়ে আহত নিউটনের চিকিৎসা করতে হাসপাতালে আনা সম্ভব হয়নি।

এ ব্যাপারে এলাকাবাসী 'সংবাদ'কে জানায়, পুলিশ ফাঁড়ি থাকা সত্ত্বেও এ ধরণের দুর্ধর্ষ ডাকাতি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে চরম আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে।

এ ব্যাপারে বাগেরহাট থানায় যোগাযোগ করা হলে বক্তব্যরত পুলিশ অফিসার 'সংবাদ'কে জানান, এ ধরণের কোন অভিযোগ তাদের কাছে আসেনি।

সংবাদ, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৪

(২১৫৭)
সীতাকুণ্ডে দুই উপজাতীয় সহোদরাকে ধর্ষণ, ৫ জন গ্রেফতার

চট্টগ্রাম অফিস ও সীতাকুণ্ড থেকে সংবাদদাতা ঃ দুই উপজাতীয় সহোদর বোনকে সীতাকুণ্ডের বারৈয়ার চালার পাহাড়ী এলাকায় ঘর থেকে তুলে নিয়ে মঙ্গলবার পালাক্রমে ধর্ষণ করেছে ছয় সন্ত্রাসী। পিতৃহীন ত্রিপুরা পরিবারের দুই বোন নিজ নিজ স্বামী নিয়ে মায়ের সাথে বেড়ার ঘরে বাস করে আসছিল। এদের মধ্যে এক মেয়ে দুই মাসের অন্তঃসত্ত্বা। একজনের বিয়ে হয়েছে দুই মাস আগে।

ঘটনার দিন রাত বারটায় এলাকার বখাটে যুবক জোনাইয়া (২৩) প্রমুখ বাঁশের দরজা ভেঙ্গে ভিতরে ঢুকে ছোট বোনের স্বামীকে ধরে ঘরের বাইরে নিয়ে যায় এবং অপর দুই সন্ত্রাসী আরেক বোনের স্বামী ও মাকে বেঁধে ফেলে। কিছুক্ষণ পর চার সন্ত্রাসী ফিরে এসে সবাই মিলে দুই বোনকে পাহাড়ের ভিতর আধকিলোমিটার দুরে নিয়ে যায়। সেখানে তারা দুই বোনকে পালাক্রমে ধর্ষণ করে। এক পর্যায়ে রাত সাড়ে তিনটার সময় এক বোন অসুস্থ হয়ে পড়লে সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়। নুরুদ্দিন নয়ন (২৫), আব্দুর রহিম (২২), ইকরাম হোসেন (২৪), জহুরুল হক ও নুরুচ্ছফা নামের পাঁচ যুবককে এই ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৪

(২১৫৮)
হাতিয়ায় কীর্তন শেষে ফেরার পথে ট্রলারে হামলা, লুটপাট

হাতিয়া (নোয়াখালী) থেকে সংবাদদাতা ঃ মনপুরা উপজেলার ৪০/৫০ জন হিন্দু নরনারী হাতিয়ার চর আমানুল্লা গ্রামে কীর্তন শেষে ট্রলারযোগে ফেরার পথে হাতিয়া নৌঘাটে ডাকাতের কবলে পড়ে। গত মঙ্গলবার সকালে স্থানীয় এনায়েত খলিফার নেতৃত্বে ১০/১২ জনের ডাকাত ট্রলারে হামলা চালিয়েছে বলে রামচরণ বাজারের ব্যবসায়ীরা জানান। স্থানীয় ইউনিয়নের চেয়ারম্যান প্রার্থী আলহাজ আবুল কাশেম জানান, সন্ত্রাসীরা ট্রলারে হামলা চালিয়ে লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুট ও নারীদের শ্লীলতাহানী করেছে।

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৪

(২১৫৯)
পাঁচবিবিতে ইউনিয়ন চেয়ারম্যান কর্তৃক ৯ আদিবাসীকে মারধরের অভিযোগ

পাঁচবিবি প্রতিনিধি ঃ জয়পুরহাটের পাঁচবিবি উপজেলার কুসুম্বা ইউনিয়নে সালেখুর গ্রামের আদিবাসী ৯ জন নারী-পুরুষকে গত ১০ ফেব্রুয়ারি কুসুম্বা ইউপি চেয়ারম্যান আ. গফুর মারধর করে এবং তাদের দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার হুমকি দিয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত ১১ ফেব্রুয়ারি ৩০ জন আদিবাসী পাঁচবিবি প্রেসক্লাবে ইউপি চেয়ারম্যান আ. গফুরের বিরুদ্ধে তাদের ওপর নির্যাতনের অভিযোগ করেন। নির্যাতিত আদিবাসীর মধ্যে উরাও, ধানোউরাও, কমল, সুজন, সঞ্জয়, সুনীল উরাও, নিখিল, পূর্নিয়া উরাও, মিনি, রীনা উরাও ও সিডনী উরাও জানায়, গত ৯ ফেব্রুয়ারি রাতে চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে ১০/১২ জন সন্ত্রাসী ভ্যান নিয়ে রাস্তায় মাটি কাটতে আসে। এ সময় আদিবাসীরা বাড়ির পাশের রাস্তার মাটি কাটতে বাধা দেয়। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে সন্ত্রাসীরা তাদের মারধর করে এবং তাদের দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার হুমকি দেয়। আদিবাসীদের একজন কাঁদতে কাঁদতে বলেন, তারা বিচার পাওয়ার আশায় ১৫ কি.মি. পথ পাড়ি দিয়ে পাঁচবিবি শহরে ২ দিন থেকে সপরিবারে ঘুরছে। এ ব্যাপারে ইউপি চেয়ারম্যান আ. গফুর জানান, ওই রাতে সালেখুর গ্রামে রাস্তার মাটি ভরাট কাজে আদিবাসীরা বাধা দেয়। তিনি সেখানে গেলে তারা তাকে মারার জন্য তৈরি হলে তিনি দুই একজনকে মারধর করেন। তবে তিনি তাদের দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার হুমকি দেওয়ার কথা অস্বীকার করেন।

আজকের কাগজ, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৪

(২১৬০)
বরিশালে এক পরিবারের তিনজনকে কুপিয়ে যখম করেছে দুর্বৃত্তরা

বরিশাল ব্যুরো ঃ মুখোশধারী একদল সশস্ত্র দুর্বৃত্ত এক খ্রিস্টান পরিবারের ওপর হামলা চালিয়ে তিনজনকে কুপিয়ে জখম করেছে। শুক্রবার গভীর রাতে এ ঘটনা ঘটে নগরীর শ্রীনাথ চ্যাটার্জি লেনে। ধারালো অস্ত্রের কোপে গুরুতর আহত পুনর্দ্দান বিশ্বাস (৪৫) ও তার স্ত্রী রেখা বিশ্বাসকে বরিশাল মেডিক্যালে ভর্তি করা হয়েছে। বিভিন্ন সূত্র জানিয়েছে, সম্পত্তি দখলের জন্য এই হামলার ঘটনা ঘটেছে। পুনর্দ্দান বিশ্বাসের মা আহত রিজিনা বিশ্বাস (৭০) জানান, শুক্রবার গভীর রাতে তাদের খাবার ঘরের দরজা ভাঙার শব্দ পেয়ে তার ছেলে পুনর্দ্দান বিশ্বাস মূল ঘরের দরজা খুললে মুখোশধারী সন্ত্রাসীরা রামদা দিয়ে পুনর্দ্দানকে কোপাতে শুরু করে। এ সময় পুনর্দ্দানের স্ত্রী রেখা বিশ্বাস ও মা রেজিনা বিশ্বাস এগিয়ে এলে সন্ত্রাসীরা তাদেরও কোপায়। এক পর্যায়ে রেজিনা বিশ্বাস ঘরের বাহিরে গিয়ে চিৎকার শুরু করলে আশপাশের লোকজন এগিয়ে এলে সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়। পুনর্দ্দানের মাথা ও বাম হাতে এবং রেখার দুই হাতে একাধিক কোপ লেগেছে। স্থানীয় একাধিক সূত্র বলেছে, যে বাড়িতে পুনর্দ্দানরা বসবাস করেন সে জায়গা সরকারি সম্পত্তি। তারা লিজ নিয়ে এই বাড়িতে বসবাস করছেন। একটি পক্ষ সরকারি ওই সম্পত্তি থেকে পুনর্দ্দানদের উৎখাত করে তা দখলের চেষ্টা করছে।

যুগান্তর, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৪

(২১৬১)
রংপুরে আদিবাসী কৃষকদের জমি দখল করতে সন্ত্রাসীদের হামলা. আহত ৬

রংপুর সংবাদদাতা ঃ বদরগঞ্জ উপজেলার একদল সন্ত্রাসী কর্তৃক আদিবাসী এক কৃষকের জমি দখল করে নেয়ার চেষ্টার ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। এ ব্যাপারে থানায় মামলা হলেও পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি। জানা যায়, উপজেলা গোপীনাথপুর ইউনিয়নের খেয়ালপাড়া গ্রামের আদিবাসী কৃষক মাতহিমাজী সরেন তার পৈত্রিক জমিতে বোরো ধান রোপন করতে বৃহস্পতিবার মহিলা শ্রমিক নিয়োগ করলে এলাকার প্রভাবশালী মহল ছোরা, বল্লম, লাঠিসোটা নিয়ে ওই জমি দখলের উদ্দেশ্যে মহিলাদের ওপর হামলা চালায়। এতে আদিবাসী আরতী রাণীসহ ৬ জন আহত হয়। এ ব্যাপারে থানায় মামলা করা হলে সন্ত্রাসীরা মামলা তুলে নেয়ার জন্য হুমকি দিচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বর্তমানে ওই পরিবারটি চরম আতংকের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে।

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৪

(২১৬২)
নওগাঁর রাণীনগরে দাবিকৃত অর্থ না দেয়ায় ২ হিন্দু পরিবার অবরুদ্ধ

নওগাঁ থেকে সংবাদদাতা ঃ নওগাঁর রানীনগর উপজেলার কাশিমপুর গ্রামে 'ছাত্রীর সঙ্গে শিক্ষকের প্রেম' সম্পর্কিত কথিত ঘটনার ফাঁদে ফেলে স্বার্থান্বেষি একটি মহল দাবিকৃত টাকা না পাওয়ায় মিথ্যা ও বানোয়াট তথ্য সরবরাহ করে পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশ করায় ওই গ্রামের ২ হিন্দু পরিবারের সদস্যরা এখন অবরুদ্ধসহ অসহায় হয়ে পড়েছে। তাদের অপতৎপরতা ক্রমশ বৃদ্ধি ও অসহায় পরিবারদের প্রকাশ্য হুমকি ধামকি দেয়ায় ওই এলাকার হিন্দু সম্প্রদায়সহ সাধারণ মানুষের মধ্যে চরম উত্তেজনা ও চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে। অপপ্রচার সহ্য করতে না পেরে ইতোমধ্যে এই শিক্ষকের চাচা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করেছে। এ ধরনের অপপ্রচার ও স্বার্থান্বেষি মহলের তৎপরতা অব্যাহত থাকায় তারা জানমাল বাঁচানোর তাগিদে এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সরজমিনে ওই উপজেলার কাশিমপুর ও কুজাইল এলাকা ঘুরে বিভিন্ন লোকজনের সঙ্গে কথা বলে ছাত্রীর সঙ্গে শিক্ষকের প্রেমঘটিত কোন ঘটনার সত্যতা পাওয়া যায়নি। এলাকার সাধারণ মানুষ জানায়, স্থানীয় পত্রিকাগুলোয় যে সংবাদ প্রকাশ হয়েছে তা মিথ্যা, বানোয়াট ও কাল্পনিক। তারা আরও বলেন, চাকরি পাওয়ার আগে থেকে শিক্ষকের বিরুদ্ধে এলাকার একটি প্রভাবশালী স্বার্থান্বেষি মহল ষড়যন্ত্র করে আসছিল— এটা তারই বহিপ্রকাশ। কাশিমপুর গ্রামের দফাদার পাড়ার মেধাবী ছাত্র মিলন চন্দ্র সরকার গত ২০০২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে আতাইকুলা জনকল্যাণ উচ্চ বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পান। এ সময় এলাকার প্রভাবশালী স্বার্থান্বেষি মহল মিলন চন্দ্রের স্থলে অন্য একজনকে নিয়োগে ব্যর্থ হয়ে এসব তৎপরতা শুরু করে বলে এলাকার সচেতন মহল জানায়। শিক্ষকের পদ থেকে তাকে অপসারণ করতে ওই মহলটি বর্তমানে ব্যাপক তৎপরতা চালাচ্ছে।

প্রকাশিত খবরে নাম পরিচয় বিহীন ছাত্রীর সঙ্গে শিক্ষকের প্রেম সম্পর্কে ভুক্তভোগী শিক্ষক মিলন সরকার জানায়, এ ধরণের ঘটনার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। তাদের দাবিকৃত টাকা না দেয়ায় আমাকে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য পাঁয়তারা করা হচ্ছে। যে ছাত্রীকে ইঙ্গিত করা হয়েছে তার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তার শিক্ষক পিতা ও গৃহিণী মাতা জানায়, এ ধরনের কোন সম্পর্ক ছিল না, তাদের কোন অভিযোগও নেই। প্রকাশিত সংবাদকে কেন্দ্র করে তারাও তাদের মেয়েকে নিয়ে চরম বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে রয়েছে। এলাকার একটি মহল তাদের কাছেও বিশাল অঙ্কের টাকা দাবি করেছে। বর্তমানে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তাতে তারা এলাকা ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সংবাদ, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৪

(২১৬৩)
বরিশালে অর্পিত সম্পত্তি দখলে এক সংখ্যালঘু পরিবারের সদস্যদের হত্যার চেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার, বরিশাল ঃ অর্পিত সম্পত্তি দখলের জন্য সংখ্যালঘু পরিবারকে কুপিয়ে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। মুখোশধারী একদল সন্ত্রাসী শুক্রবার রাত তিনটায় নগরীর শ্রীনাথ চ্যাটার্জী লেনে এ ঘটনা ঘটায়। গুরুতর আহত পুনুরদান বিশ্বাস ও তাঁর স্ত্রী রেখা বিশ্বাস বর্তমানে গুরুতর আহত অবস্থায় বরিশাল শেরে বাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এ তথ্য স্থানীয় সূত্রের।

স্থানীয়রা অভিযোগ করেছে, শ্রীনাথ চ্যাটার্জী লেনের একটি অর্পিত সম্পত্তি লিজ নিয়ে পুনুরদান বিশ্বাস দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করছেন। ঐ অর্পিত সম্পত্তির কিছু অংশ ভূমিগ্রাসী একটি চক্র আদালতকে ভুল বুঝিয়ে একতরফা ডিক্রি করে নিয়েছে। এ নিয়ে সরকারের সঙ্গে ভূমিগ্রাসী চক্রটির মামলাও চলছে। সম্প্রতি জরিপ শুরু হয়েছে। চক্রটি এ সম্পত্তি নিজেদের নামে জরিপভুক্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। তারা পুনুরদান বিশ্বাসের পরিবারকে উচ্ছেদ করার জন্য বিভিন্নভাবে চেষ্টা চালাচ্ছিল। শুক্রবার রাত তিনটার দিকে পুনুরদান বিশ্বাসের বাড়ির রান্নাঘরের দরজা ভাঙ্গার শব্দ পেয়ে গৃহকর্তা পুনুরদান বিশ্বাস দরজা খোলেন। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে মুখোশধারী একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। তারা রামদা দিয়ে পরিবারের

সদস্যদের এলোপাতাড়ি কোপাতে শুরু করে। সন্ত্রাসীদের এলোপাতাড়ি কোপে পুনুরদান বিশ্বাস (৪৫), স্ত্রী রেখা বিশ্বাস (৪০) ও তাঁর মা রেজিনা বিশ্বাস (৭০) গুরুতর আহত হয়। রেজিনা বিশ্বাস আহত অবস্থায় বাড়ির বাইরে নেমে চিৎকার করলে স্থানীয়রা ছুটে আসে। সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়। পুনুরদান বিশ্বাসের মাথা ও বাঁ হাতে এবং স্ত্রীর দু'হাত ও শরীরে জখম হয়েছে। তাঁদের বরিশাল শেরে বাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৪

(২১৬৪)
বরিশালে খ্রিস্টান পরিবারের ওপর হামলা

বরিশাল অফিস ঃ নগরীর শ্রীনাথ চ্যাটার্জী লেনে গত শুক্রবার রাতে একই পরিবারের ৩ জনকে কুপিয়ে মারাত্মক জখম করা হয়েছে। আহতরা হচ্ছেনঃ টমাস পুনম বিশ্বাস, তার স্ত্রী রেখা বিশ্বাস ও মা বিজিনা বিশ্বাস। আহতরা জানান, গভীর রাতে একদল ডাকাত তাদের দরজা ভাঙ্গার চেষ্টা করে। চোর ভেবে তারা দরজা খুললে ডাকাতরা এলোপাতাড়ি কুপিয়ে তাদের আহত করে। এলাকার লোকজন ছুটে এলে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়। টমাস ও তার স্ত্রীকে গুরুতর অবস্থায় শেরেবাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এলাকার লোকজন জানান, টমাসরা খৃস্টান পরিবারের লোক। প্রভাবশালী মহলের সাথে তাদের জমি সংক্রান্ত বিরোধ রয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, ঐ পরিবারটিকে উচ্ছেদ করার জন্য এ হামলা চালানো হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৪

(২১৬৫)
বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন পঞ্চগড়ের সংখ্যালঘু পরিবার ॥ আজান দিয়ে দখল করলেন প্রভাবশালী

এস এ মাহমুদ সেলিম, ফুটকিবাড়ি (মাড়েয়া) ঘুরে এসে ঃ পঞ্চগড়ের পল্লীতে একটি সংখ্যালঘু পরিবারের যাবতীয় বিষয় সম্পত্তি, ভিটেমাটিসহ প্রায় ৮ বিঘা জমি সুকৌশলে হাতিয়ে নিয়ে স্থানীয় প্রভাবশালী মহলের মদদে এক ব্যক্তি তাকে দেশান্তরী করতে বাধ্য করেছে। ঘটনাটি ঘটেছে পঞ্চগড়ের বোদা উপজেলার মাড়েয়া ইউপির ফুটকীবাড়ি নামক স্থানে। বর্তমানে ওই ঘটনা এলাকায় টক অফ দা টাউনে পরিণত হয়েছে, সে সঙ্গে পুরো এলাকায় শুরু হয়েছে তোলপাড়।

দেশ স্বাধীনের আগে থেকেই মনোরঞ্জন নাথ কাব্য নামে এক লোক ওই গ্রামে পরিবার পরিজন নিয়ে বসবাস করে আসছিল। এলাকার আছিরউদ্দীনসহ আরও কয়েক ব্যক্তি পাওনা টাকা আদায়ের জন্য তাকে হুমকি দিয়ে আসছিল। এলাকাবাসীর ধারণা, স্বীয় ইজ্জত, আত্মমর্যাদা ও প্রাণভয়ে ওই ব্যক্তি তার মা স্বর্ণবালা (৬৫), দাদি দলনছড়ি (৮০), স্ত্রী গীতা রাণী (৩০), চাচাতো ভাই সতিশ চন্দ্র (১৮), দুই শিশু পুত্র মনি (৭),ও মলিন (৫) মোট ৭ সদস্যের পুরো পরিবার নিয়ে গত শুক্রবার গভীর রাতে ভারতে পাড়ি জমিয়েছে বলে এলাকাবাসী অভিযোগ করেছে। এদিকে ওই রাতে তাদের চলে যাওয়ার পরপরই একই এলাকার হানিফ আলীর ছেলে কোরবান আলী দলবল নিয়ে ফজরের আজান দিয়ে বসতবাড়িতে প্রবেশ করে। হিন্দু বসতিপূর্ণ এলাকায় ফজরের আজান শুনতে পেয়ে এলাকার লোকজন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়ে। ভোর হতেই লোকজন দেখতে পায় মনোরঞ্জন কাব্যের বাড়িতে কোরবান আলী সপরিবারে আস্তানা গেড়েছে। শুরু হয় এলাকায় ব্যাপক কানাঘুষা! দেখা দেয় তীব্র ক্ষোভ ও বিরূপ প্রতিক্রিয়া।

গতকাল সকালে ঘটনা সম্পর্কে সরজমিন ওই বাড়িতে গিয়ে দেখা যায়, পূজার ঘরের প্রদীপটি জ্বলে যেন এই মাত্র নিঃশেষ হয়ে গেছে। বাড়ির ভেতরে রক্ষিত তুলসি গাছের নিচে পূজার ফুলগুলোও শুকিয়ে মলিন হয়ে গেছে। মনে হয় কিছুক্ষণ পূর্বেই যেন পূজা শেষ করে মনোরঞ্জন কাব্য সপরিবারে ভিটেমাটি ছেড়ে গেছে। ওই সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত মাড়েয়া ইউপির সাবেক সদস্য রমানাথ বর্মণ, শামসুল হক ফকির, আবদুল আজিজ, ময়নুল হক, আবদুল করিম, মঙ্গলু তার সম্পর্কে জানান, মনোরঞ্জন ওরফে কাব্য পৈত্রিক সূত্রে প্রায় ৭০ বিঘা জমি পেয়েছিল। নানা টানাপোড়েনে বেশ কিছু জমি বিক্রি করেছিল। এরপর অভাব-অনটন লাঘব না হলে পরবর্তীতে আরও জমি বিক্রি করে। তিনি স্থানীয় কালী মন্দির, কমিউনিটি ক্লিনিক, স্কুলসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে জমি দান করেছিলেন। স্থানীয় ফুটকীবাড়ি স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতিসহ বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন; কিন্তু স্থানীয় একটি প্রভাবশালী মহলের মদদে কোরবান আলী তার বেশকিছু জমি নামমাত্র মূল্যে ক্রয় করে। এভাবেই তার শেষ সম্বল বসতভিটাটিও নাকি কোরবান আলী কৌশলে লিখিয়ে নেয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

দৈনিক সংবাদ, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৪

(২১৬৬)
চুনারুঘাটে বাড়ি দখলের উদ্দেশ্যে আদিবাসীদের ওপর হামলা

চুনারঘাট (হবিগঞ্জ) সংবাদদাতা ঃ বাড়িঘর থেকে উচ্ছেদ করার জন্য একদল সন্ত্রাসী হামলা চালিয়ে ৪ জন আদিবাসীকে গুরুতর আহত করেছে। এদের একজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হবিগঞ্জ সদর আধুনিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। রোববার সকাল ১১ টায় চুনারুঘাটের সীমান্ত খালেঙ্গা এলাকার পারকুল চা বাগানে এ ঘটনাটি ঘটেছে। জানা গেছে, এলাকার সন্ত্রাসীদের এক গডফাদার দীর্ঘদিন ধরে আদিবাসীদের বাড়িঘর দখলের পাঁয়তারা করছিল। রোববার দলবল নিয়ে চড়াও হয়ে তাদের বেধড়ক মারপিট করে। এতে আহত হয় শ্রীধাম ওরাং (৪০), কাশীরাম রিকটাচং (৬০), ঝমক লাল (৬২), মিলন রিকটাচং (৫০)। তাদের চুনারুঘাট হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

সংবাদ, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৪

(২১৬৭)
সুজানগরে চরমপন্থী পরিচয়ে ৫ সংখ্যালঘু ব্যবসায়ীর কাছে চাঁদার দাবিতে চিঠি

পাবনা থেকে নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ চরমপন্থীদের নামে গ্রামাঞ্চলে চাঁদাবাজি করা হচ্ছে। পাবনার সুজানগর উপজেলার মালিফা গ্রামের ৫ জন অবস্থাসম্পন্ন হিন্দু ব্যবসায়ীকে সম্প্রতি চাঁদা দাবি করে চিঠি দেয়া হয়। চিঠিতে দেয়া সর্বশেষ দিন অতিবাহিত হয়েছে। এখন তারা আতঙ্কগ্রস্ত।

গত মাসের মাঝামাঝি এক মাস সময় বেঁধে দিয়ে চিঠি দেয়া হয় শঙ্কর মজুমদার, অখিল চন্দ্র সাহা, বিমল মজুমদার, শঙ্কর সাহা ও বাসু সাহাকে। ডাকযোগে পাঠানো চিঠিতে লিখা হয় প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা হারে চাঁদা দিতে হবে। পদ্মা নদীর উত্তর পাড় বরাবর গ্রামটির

একটি গাছের নিচে রাতে টাকা নিয়ে উপস্থিত থাকতে বলা হয়। অন্যথায় হত্যার হুমকি দেয়া হয়। এরপর থেকে সংখ্যালঘু পরিবারের সদস্যরা নিরাপত্তাহীন।

পুলিশ জানায়, নামবিহীন চিঠিতে শুধু চরমপন্থী পূর্ব বাংলা সর্বহারা চাঁদাবাজি করা হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে ওই দল চাঁদাবাজি করছে কিনা তার তথ্য তারা জানে না। একটি সূত্র জানায়, একশ্রেণীর চাঁদাবাজ এভাবে সমগ্র জেলায় অবস্থাসম্পন্ন কৃষক, ব্যবসায়ী, চাকরিজীবীদের চিঠি দিয়ে হয়রানি করছে।

সংবাদ, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৪

(২১৬৮)
পাবনায় এক সংখ্যালঘুর বাড়িতে অগ্নিসংযোগ

পাবনা সংবাদদাতা ঃ রবিবার রাতে জেলার আটঘরিয়া উপজেলার মাজপোড়া ইউনিয়নের নাদুরিয়া গ্রামের এক সংখ্যালঘুর বাড়িতে কে বা কারা আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছে। এতে আসবাবপত্র, ঘরসহ প্রায় ৬০ হাজার টাকার মালামাল পুড়ে যায়। এলাকাবাসী জানায়, নাদুরিয়া গ্রামের শেষ প্রান্তে নদীর পাড়ের মালেক মিস্ত্রির বাড়িতে সন্ত্রাসীরা আগুন দেয়। এ সময় বাড়ির লোকজন অন্যঘরে শুয়ে ছিল। তাদের চিৎকারে আশপাশ থেকে প্রতিবেশীরা ছুটে আসলে সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়। এলাকার একজন জানায়, উক্ত গ্রামের সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচারে ইতোমধ্যেই অনেকের পরিবার অন্যত্র চলে গেছে।

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৪

(২১৬৯)
লাকসামে সংখ্যালঘু পরিবারকে আগুনে পুড়িয়ে মারার হুমকি সম্পত্তি দখলের পায়তারার অভিযোগ

রফিকুল ইসলাম হিরা, লাকসাম (কুমিল্লা) থেকে ঃ সম্পত্তি দখলের উদ্দেশ্যে সন্ত্রাসীরা আগুনে পুড়িয়ে মারার হুমকি দিয়েছে নিরীহ এক সংখ্যালঘু পরিবারকে। এ জন্য নিরাপত্তা চেয়ে থানায় ডায়েরি করেছেন বৃদ্ধা কিরণবালা চক্রবর্তী।

জানা গেছে, সম্প্রতি লাকসাম থানার আজগরা ইউনিয়নের নোয়াগাঁও গ্রামের প্রভাবশালী শামছুল হক ও এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসী রফিক, সিরাজ, মোসলেহ উদ্দিন,জাকির, হাবিবুর রহমান, বেলাল, মোবাশ্বের ও মফিজ পূর্ব নোয়াগাঁও গ্রামের মৃত নিবারণ চক্রবর্তীর বাড়িতে গিয়ে তার বিধবা স্ত্রী কিরণ বালা চক্রবর্তী ও পালক ছেলে সুরেশ চন্দ্র দাসকে বসতবাড়ি ও অন্যান্য সম্পত্তি ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়। না হলে গোটা পরিবারকে ঘরে তালা মেরে পুড়িয়ে হত্যা করা হবে বলে হুমকি দেয়। এ ব্যাপারে ২৬ জানুয়ারি ৯ জনকে অভিযুক্ত করে লাকসাম থানায় ডায়েরি করেছে কিরণ বালা চক্রবর্তী।

সরজমিন তদন্তকালে কিরণবালা জানান, ১৯৬০ সালে তার দেবর চিন্তা হরণ চক্রবর্তী, রাজকুমার চক্রবর্তী ও উপেন্দ্র চক্রবর্তী ৫ একর সাড়ে ২৮ শতাংশ ভূমি তার স্বামী নিবারণ চক্রবর্তীর কাছে সাফ কবলা মূল্যে বিক্রি করে ভারতে চলে যায়। এদিকে নিঃসন্তান নিবারণ একই থানার চোকনন্দি গ্রামের মৃত জয় কুমার দাসের পুত্র সুরেশ চন্দ্র দাসকে পালক পুত্র হিসেবে লালন-পালন করে।

নিবারণ চক্রবর্তী ১৯৯৩ সালের ১৯ জানুয়ারি স্ত্রী কিরণ বালা ও পালক পুত্র সুরেশ চন্দ্র দাসের নামে তার সমুদয় সম্পত্তি উইল করে দেন। ১৯৯৪ সালের ১০ই জুন নিবারণ চক্রবর্তী

মৃত্যুবরণ করেন। মূলত তার মৃত্যুর পর থেকে শামছুল হক গং তাদের বিশাল সম্পত্তি জোরপূর্বক ভূয়া বায়না দলিলের মাধ্যমে দখল করার চেষ্টা করে আসছে।

ঘটনা সম্পর্কে শামছুল হক গঙের সঙ্গে আলাপ করলে তারা জানায়, ১৯৬৩-৬৪ সালে নিবারণ চক্রবর্তী ও তার তিন ভাইয়ের কাছ থেকে ৩টি বায়নাপত্র দলিলের মাধ্যমে তাদের সমুদয় সম্পত্তি ক্রয় করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে তারা ভারতে চলে যাওয়ার কারণে আর দলিল করা হয়নি। কিরণ বালা শামছুল হক গঙের বক্তব্য বানোয়াট উল্লেখ করে বলেন, জমি বিক্রির উদ্দেশ্যে কোনো বায়না দলিল হয়েছে বলে বিগত ৪০ বছরে তিনি একবারও শোনেননি। এটা ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়।

এ ব্যাপারে ঐ গ্রামের বৃদ্ধ বক্স আলী ও আবুল খায়েরকে জিজ্ঞাসা করা হলে তারা জানান, আজকে যারা সম্পত্তি ক্রয় করেছে বলে দাবি করছে তাদের অনেকের তখন জন্মই হয়নি, যখন বাবুরা ভারতে চলে যায়।

কিরণ বালা চক্রবর্তী সম্পত্তি রক্ষা এবং পরিবারের নিরাপত্তার জন্য দেশের প্রধানমন্ত্রীসহ বিভিন্ন দপ্তরের সহযোগিতা চেয়েছেন। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নিলে নিদারাবাদ কিংবা বাঁশখালীর ঘটনার পুনরাবৃত্তি আশঙ্কা করেছেন বিভিন্ন মহল।

ভোরের কাগজ, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৪

(২১৭০)
ভালুকায় খ্রিস্টান উপাসনালয়ে আগুন ঃ ম্যানেজারের ঘর ও আসবাবপত্র ছাই

ভালুকা (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি ঃ উপজেলার পল্লীতে দুস্কৃতকারী খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের দ্বারা পরিচালিত উপাসনালয় 'বেথেল ম ম পান্থশালা'র ম্যানেজারের বাসগৃহ আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে উপজেলার দক্ষিণ মামারিশপুর গ্রামে গত রোববার রাতে। ওই রাতে ম্যানেজারের পরিবারের কেউ সেখানে ছিলেন না।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, রোববার রাতে ১২ টার দিকে কে বা কারা উপাসনালয়ের ম্যানেজারের কক্ষে আগুন ধরিয়ে দেয়। কেয়ারটেকার জুবেদ আলীর চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে এলেও পানির অভাবে আগুন নেভানো সম্ভব হয়নি। আগের রাতে ম্যানেজার বিধান সপরিবারে গ্রামের বাড়ি বরিশালে চলে গেলে দুস্কৃতকারীরা এ ঘটনা ঘটায় বলে পুলিশ ও প্রতিবেশীরা মনে করছে।

এ ঘটনায় একটি টিনসেড পাকা ঘর, ঘরের সকল আসবাবপত্র প্রায় ৭০/৮০ হাজার টাকার মালামাল পুড়ে গেছে। ১৯৮০ সাল থেকে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরা এখানে বিভিন্ন সময় জড়ো হয়ে ধর্মীয় কার্যকলাপ পরিচালনা করছে বলে এলাকাবাসী মকবুল আহাম্মদ জানান। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।

প্রথম আলো, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০০৪

(২১৭১)
কিশোরগঞ্জে ১টি সংখ্যালঘু পরিবারের সদস্যদের পুড়িয়ে হত্যার চেষ্টা ধর্মান্তরিত ও নির্যাতিত মেয়েকে নিয়ে মা নিরাপত্তাহীন

কিশোরগঞ্জ থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ কিশোরগঞ্জে সংখ্যালঘু পরিবারের কিশোরী অপহরণ, ধর্মান্তরিত করে বিয়ে, নির্যাতন, গণধর্ষণ এবং পরিবারের সকল সদস্যকে গভীর

রাতে অগ্নিসংযোগ করে পুড়িয়ে হত্যার চেষ্টার খবর পাওয়া গেছে। বর্তমানে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারটির গৃহকর্তী বিধবা অঞ্জলী রাণী সূত্রধর তার ধর্ষিতা মেয়েকে নিয়ে ঢাকায় একটি মানবাধিকার সংগঠনের আশ্রয়ে নিরাপত্তাহীনতায় দিন কাটাচ্ছেন।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, ৫ বছর আগে কিশোরগঞ্জের বর্ষাগাতি গ্রামের বিধবা অঞ্জলী সূত্রধরের ১২ বছরের কিশোরী মেয়েকে একই গ্রামের আব্বাস আলীর বখাটে ছেলে আসাদ অপহরণ করে নিয়ে যায় এবং ধর্মান্তরীত করে বিয়ে করে। ১ বছর পর তাদের ঘরে একটি মেয়ে শিশুর জন্ম হয়। এর কিছুদিন পর আসাদ স্ত্রির অনুমতি না নিয়ে দ্বিতীয় বিয়ে করে।

প্রয়াত অশ্বিনী সূত্রধরের স্ত্রী অঞ্জলী রাণী জানান, আসাদের দ্বিতীয় বিয়ের পর থেকেই তার মেয়ের ওপর যৌতুকের জন্য নির্যাতন ও দেহ ব্যবসার জন্য উপর্যুপরি চাপ সৃষ্টি করা হয়। এক পর্যায়ে তার মেয়েকে পাচারের ষড়যন্ত্র করা হয়। এ অবস্থায় অঞ্জলির মেয়ে তার কাছে ফিরে আসে। ভিকটিম জানান, মায়ের বাড়িতে ফিরে আসার পর স্থানীয় সাবেক চেয়ারম্যান সালাম, তার ছেলে ও নাতি তাকে বিভিন্ন সময়ে ধর্ষণ করে।

গত ৩০ জানুয়ারি রাত আনুমানিক ২টার দিকে তার স্বামী আসাদের সহযোগিতায় সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান সালাম তার দলবল নিয়ে অঞ্জলী রাণীর ঘরে কেরোসিন ঢেলে অগ্নিসংযোগ করে। এসময় ওই ঘরে অঞ্জলীর মেজ মেয়ে অর্চনা, ৩ বছরের নাতনি এবং ধর্ষিত ও স্বামী নির্যাতিত মেয়ে ঘুমাচ্ছিল। অগ্নিসংযোগের বিষয়টি টের পেয়ে অঞ্জলীর ছোট মেয়ে চিৎকার করলে আশপাশের লোকজন এগিয়ে এসে আগুন নেভাতে সাহায্য করে। এতে ঘরের একাংশ পুড়ে যায়। এ ব্যাপারে অসহায় বিধবা অঞ্জলী রানী পরদিন ৩১ জানুয়ারি পাকুন্দিয়া থানায় একটি মামলা দায়ের করলে সন্ত্রাসীরা ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে ও তার ধর্ষিত মেয়েকে হত্যার হুমকি দেয়। এ খবর জানতে পেরে হিউম্যান রাইটস কংগ্রেস ফর বাংলাদেশ মাইনরিটিসের প্রেসিডেন্ট অ্যাডভোকেট রবীন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল ৬ই ফেব্রুয়ারি মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তার সহযোগিতায় প্রায় অবরুদ্ধ ও দু'দিনের অনাহারি অঞ্জলী সূত্রধর ও তার ধর্ষিতা মেয়েকে উদ্ধার করে ঢাকায় নিয়ে আসেন। মানবাধিকারের প্রতিনিধি দলটি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে এসব ঘটনার সত্যতা পান।

মানবাধিকার সংস্থা এইচআরসিবিএম ও জিএইচআরডি সরকার ও যেকোন মানবহিতৈষী সংগঠনকে নিরাপত্তাহীন ও দুস্থ অঞ্জলী রাণী সূত্রধর ও তার ধর্ষিত মেয়ের পূনর্বাসন ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। সংগঠন দু'টি দুস্কৃতকারীদের দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার আহ্বান জানিয়েছেন।

সংবাদ, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০০৪

(২১৭২)
ত্রিশালে সংখ্যালঘু যুবককে হাত-পা বেঁধে পুড়িয়ে হত্যা

ত্রিশাল (ময়মনসিংহ) সংবাদদাতা ঃ ময়মনসিংহের ত্রিশালে দুস্কৃতকারীরা সংখ্যালঘু পরিবারের এক যুবককে নির্মমভাবে পুড়িয়ে হত্যা করেছে।

জানা যায়, ত্রিশাল উপজেলার মোক্ষপুর ক্ষুটি গ্রামের ঘুপিনাথ চন্দ্রের ছেলে দীপক চন্দ্র (২০) ১৬ই ফেব্রুয়ারি রাতে কলাক্ষেত পাহারা দিয়ে পাশেই একটি ছাপড়া ঘরে ঘুমচ্ছিল। এ সময় একদল দুস্কৃতকারী ঘুমন্ত দীপকের হাত-পা বেঁধে ছাপড়া ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। অগ্নিদগ্ধ দীপকের চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে এসে জলন্ত আগুন থেকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে। পরে দ্বীপকের আশঙ্কাজনক অবস্থায় ময়মনসিংহ মেডিক্যাল

কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করার একদিন পর বুধবার সকালে মারা যায়। হত্যাকাণ্ডের কারণ জানা যায়নি। রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত থানায় কোন প্রকার মামলা হয়নি।

সংবাদ, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৪

(২১৭৩)
মিরসরাইয়ে ত্রিপুরাদের ওপর যুবসমাজের হামলা ॥ মারধর, বাড়িতে অগ্নিসংযোগ
নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে ৪০টি পরিবার

মিরসরাই প্রতিনিধি ঃ মিরসরাইয়ের রেলস্টেশন পার্শবর্তী পাহাড়ি ত্রিপুরা অধ্যুষিত এলাকায় ছাত্র শিবিরের ক্যাডার কমিটি যুবকমান্ডের সন্ত্রাসীরা চাঁদা না পেয়ে মধ্যযুগীয় কায়দায় উপজাতি নারী-পুরুষদের পিটিয়ে একটি বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে। বর্তমানে ত্রিপুরা এলাকায় প্রায় ৪০ পরিবার চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার সময় যুবকমান্ডের শীর্ষ সন্ত্রাসী আযম খানের নেতৃত্বে এ ঘটনা ঘটে।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা গেছে, ত্রিপুরা পাড়ার হুনাইরাম ত্রিপুরা এনজিও সংস্থা ইপসা থেকে ছাগল পালন কর্মসূচির আওতায় ১৭ই ফেব্রুয়ারি ৫ হাজার টাকা ঋণ পায়। এ খবরটি সন্ত্রাসীরা জানতে পেরে শুক্রবার সন্ধ্যায় ত্রিপুরা পাড়ায় গিয়ে মদ পান করে এবং হুনাইরামকে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে বলে। এ সময় হুনায়রাম ঘরে না থাকায় তার স্ত্রী শান্ত লক্ষী বেরিয়ে আসে। সন্ত্রাসীরা ঋণের টাকাগুলো তাদের দিয়ে দিতে বলে। এতে শান্ত লক্ষী টাকা দিতে অস্বীকার করলে তাকে সন্ত্রাসীরা এলোপাতাড়ি পেটাতে থাকে। এক পর্যায়ে শান্তলক্ষী জীবন বাঁচাতে বাড়ির পার্শ্ববর্তী ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে যায়। এরপর সন্ত্রাসীরা হুনাইরাম ত্রিপুরার ঘর আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়। বর্তমানে ত্রিপুরা এলাকার ৪০ পরিবার চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। তারা সন্ত্রাসীদের অব্যাহত হুমকিতে থানায় অভিযোগ দিতে সাহস পায়নি।

রোববার ত্রিপুরা এলাকায় স্থানীয় সাংবাদিকরা ঘটনাস্থলে গেলে ওই এলাকার চৌকিদার সুরেন্দ্র কুমার ত্রিপুরা ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন। হুনাইরাম ত্রিপুরা জানান, সন্ত্রাসীরা ত্রিপুরা পাড়ায় এসে নিয়মিত মদ পান করত এবং চাঁদা দাবি করত।

সংবাদ, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৪

(২১৭৪)
পার্বতীপুরে মন্দিরের রাস্তা দখল

নিজস্ব সংবাদদাতা, পার্বতীপুর ঃ পার্বতীপুরের বিলাইচণ্ডি ইউনিয়নের ঐতিহ্যবাহী শিবমন্দিরের রাস্তা কেটে তা গায়ের জোরে দখল করে নিয়েছে এলাকার একটি প্রভাবশালী মহল। ফলে মন্দিরে যাওয়ার কোন রাস্তা নেই। ইউনিয়নের বিলাইচণ্ডি কুটিপাড়া গ্রামের বাসিন্দা অশ্বিনীকুমার দেবনাথ সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদে এ ব্যাপারে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। সূত্রমতে, বিলাইচণ্ডি রেলস্টেশনের অদূরে বীরপাট নামক স্থানে পৌরাণিক যুগের স্মৃতিবিজড়িত শমীতরু হিসাবে পরিচিত প্রাচীন অচিনবৃক্ষ মরে গেলে সেখানে বছর দশের পূর্বে এলাকার হিন্দু সম্প্রদায়ের উদ্যোগে এই মন্দিরটি নির্মিত হয়। তখন থেকে এলাকার মানুষ ছাড়াও দূর দূরান্তের ধর্মপ্রাণ হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন পূজা অর্চনার জন্য এখানে আসে। গত বছরের মে মাসে উত্তর হরিরামপুর গ্রামের মোঃ সোলায়মান ও জমির উদ্দিনসহ কতিপয় জবরদখলকারী তাদের জমির পাশ দিয়ে যাওয়া মন্দিরের রাস্তা নিজের জায়গা দাবি করে দখল

করে নেয়। অভিযোগ পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান নূর মোহাম্মদ রাজা বিষয়টি সরজমিনে তদন্ত করেন। তারপর নোটিসের মাধ্যমে রাস্তা দখলকারীদের ইউনিয়ন পরিষদে হাজির করা হয়। সেখানে ৩০ নবেম্বরের মধ্যে রাস্তাটি পুনরায় নির্মাণ করে দেয়ার শর্তে দখলকারীরা মুচলেকাপত্রে স্বাক্ষর দেয়। পরে তারা তা অমান্য করে। মন্দিরের রাস্তা পুনরায় নির্মাণ ও দখলকারীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে ইউপি চেয়ারম্যান গত ৬ জানুয়ারি চিঠি পাঠান।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৪

(২১৭৫)
নাটোরে ২০ সংখ্যালঘু বাড়িতে অগ্নিসংযোগ মামলার ২০ আসামির জামিন লাভ

নাটোর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ নাটোরে ২০ সংখ্যালঘু বাড়িতে লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, ভাংচুর ও মারপিট মামলার ২০ আসামীকে গতকাল ম্যাজিস্ট্রেট শওগাতুল আলম জামিন দিয়েছেন।

১লা জানুয়ারি লালপুর উপজেলার দেলুয়া গ্রামে সকাল ৮টার দিকে বিএনপি'র একদল সশস্ত্র ক্যাডার হামলা চালিয়ে সুবল মণ্ডলসহ ২০ সংখ্যালঘু বাড়িতে লুটপাট, অগ্নিসংযোগ ও মারপিট করে। আহতদের মধ্যে ৬ জন পঙ্গু হয়ে গেছে।

হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্যপরিষদের সেক্রেটারি এডভোকেট সুশান্ত ঘোষ আসামীদের জামিন প্রদানের উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

সংবাদ, ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৪

(২১৭৬)
মিরসরাইয়ে ত্রিপুরাদের এলাকা ছাড়তে যুবকমান্ডের ৭ দিনের আলটিমেটাম ॥ হামলার ঘটনায় থানায় মামলা

মিরসরাই থেকে সংবাদদাতা ঃ মিরসরাইয়ের উত্তর তালবাড়িয়া গ্রামের পাহাড়ি উপজাতি ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের লোকেরা এখন ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় রয়েছে। পুনরায় সন্ত্রাসী হামলার ভয়ে অনেকেই অন্যত্র সরে গেছে। আগামী ৭ দিনের মধ্যে ছাত্র শিবিরের ক্লাস কমিটির যুব কমান্ডের সন্ত্রাসীরা এলাকা ছাড়ার ফরমায়েশ জারি করেছে। বর্তমানে ত্রিপুরা পাড়ার ৭০টি পরিবারের প্রায় ৫শ' নারী-পুরুষ-শিশু চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।

যুব কমান্ডের শীর্ষ সন্ত্রাসী আজম খানের নেতৃত্বে জয়নাল সিরাজ রহমান, নূর হোসেন চাঁদার দাবিতে ত্রিপুরা পাড়ার হুনাইরাম ত্রিপুরার ১টি ঘর জ্বালিয়ে দেয়। এতে বাধা দিতে গেলে সন্ত্রাসীরা হুনাইরাম ত্রিপুরার স্ত্রী শান্তলক্ষী ত্রিপুরাকে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে মারাত্মক আহত করেছে এবং তার শ্লীলতাহানীর চেষ্টা চালায়। পরে সে বাড়ির পাশের ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে নিজেকে রক্ষা করে। এ ঘটনার পর ত্রিপুরা পাড়ার ৭০টি পরিবারের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। দু'দিন পর পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। সোমবার এ সংক্রান্ত ক্ষতিগ্রস্ত হুনাইরাম ত্রিপুরা ৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন। পুলিশ এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যক্তি জানান, তার একমাত্র ঘরটি জ্বালিয়ে দেয়ার পর গত দু'দিন ধরে স্থানীয় হানিফ সওদাগরের বাড়িতে ছিলেন। বর্তমানে তিনি তার পরিবার নিয়ে একই পাড়ার তোতাইয়া ত্রিপুরার বাড়িতে অবস্থান করছেন।

হুনায়রাম ত্রিপুরার স্ত্রী শান্তলক্ষী ত্রিপুরা বলেন, সন্ত্রাসীরা ঘর জ্বালিয়ে দেয়ার ফলে চাল, ডাল, ধান, তেলসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পুড়ে গেছে।

উত্তর তালবাড়িয়ার শাহজাহান সাংবাদিকদের জানান, ত্রিপুরা পাড়ায় আজম খানের পোষ্য সন্ত্রাসীরা ঘোরাফেরা করে থাকে। পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করছে না বলে তিনি অভিযোগ করেন।

এ ব্যাপারে মিরসরাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা লুৎফর রহমান বলেন, গত রোববার সন্ধ্যায় থানায় মামলা হয়েছে। পুলিশ আসামীদের গ্রেপ্তার করার জোর চেষ্টা চালাচ্ছে।

সংবাদ, ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৪

(২১৭৭)
মিরসরাইয়ের ত্রিপুরাপাড়ার একটি ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে সন্ত্রাসীরা

মিরসরাই (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি ঃ চট্টগ্রামের মিরসরাই উপজেলার মইজ্যার টিলা ত্রিপুরাপাড়ায় সন্ত্রাসীরা একটি ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে। এ সময়ে তারা পরিবারকে ভয়ভীতি দেখিয়ে ৫ হাজার টাকা নিয়ে গেছে।

এলাকাবাসী জানায়, গত ২০ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় সন্ত্রাসী আযম খান সিরাজ, জয়নাল আবেদীন, নূর হোসেন ও আবদুর রহমান ত্রিপুরাপাড়ায় গিয়ে হুনাই ত্রিপুরার স্ত্রী শান্তলক্ষী ত্রিপুরার কাছে চাঁদা দাবি করে। টাকা না পেয়ে তারা তাকে মারধর করে। এক পর্যায়ে সন্ত্রাসীরা এনজিও ইপসার দেওয়া ৫ হাজার টাকা দাবি করে। ওই টাকা বের করে দিলে তারা ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে চলে যায়। এতে ঘরের ধানসহ সবকিছু পুড়ে যায়।

স্থানীয় এনজিও ইপসার এলাকা সমন্বয়কারী এনামুল হক শান্ত জানান, গত ১৭ ফেব্রুয়ারি হুনাই ত্রিপুরাকে ছাগল পালনের জন্য ৫ হাজার টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছিল। সন্ত্রাসীরা টাকা নিয়ে তাদের ঘরে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে বলে তিনি জানান।

মিরসরাই থানার ওসি লুৎফর রহমান জানান, সাংবাদিকদের কাছ থেকে ঘটনা জানার পর তিনি সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।

অভিযুক্ত আযম খান সাংবাদিকদের কাছে ঘটনার সঙ্গে তার সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

প্রথম আলো, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৪

(২১৭৮)
দৌলতপুরে চিঠি দিয়ে সংখ্যালঘু শিক্ষকের কাছে ২ লাখ টাকা চাঁদা দাবি

দৌলতপুর কুষ্টিয়া সংবাদদাতা ঃ কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার আল্লারদর্গা এলাকার এক সংখ্যালঘু স্কুল শিক্ষককে উড়োচিঠি দিয়ে সন্ত্রাসীরা ২ লাখ টাকার চাঁদা দাবি করেছে।

১২ই ফেব্রুয়ারি আল্লারদর্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও বিশিষ্ট জুয়েলারি ব্যবসায়ী অর্জুন কুমারের কাছে উড়োচিঠি দিয়ে সন্ত্রাসীরা ২ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেছে। চাঁদা না দেয়া হলে সন্ত্রাসীরা সংখ্যালঘু শিক্ষক পরিবারের লোকজনকে পুড়িয়ে মারার হুমকি দিয়েছে। এতে স্থানীয় সংখ্যালঘু পরিবারগুলোর মধ্যে চরম আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। ডাকযোগে পাঠানো চিঠিতে বলা হয়েছে, ২ লাখ টাকাসহ একজনকে নির্ধারিত সময়ে স্থানীয় মহিষাডোরা বড় পুকুরের কাছে তাদের কাছে পাঠাতে হবে। অন্যথায় ওই শিক্ষকের ছেলেকে অপহরণ করে হত্যা করা হবে। চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, সময়মতো দাবির টাকা পরিশোধ না হলে এবং পুলিশ বা অন্য কাউকে এ ঘটনার কথা জানালে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে বাড়িতে আগুন

লাগিয়ে সপরিবারে পুড়িয়ে মারা হবে। এ ব্যাপারে দৌলতপুর থানায় একটি জিডি করা হয়েছে।

গত জানুয়ারি মাসে দৌলতপুর উপজেলার দৌলতখালী গ্রামের মজিবর (৩৫), বোয়ালিয়া গ্রামের আরজান (২৮), বেগুনবাড়িয়া গ্রামের স্কুলছাত্র রিন্টুকে (১৫) সন্ত্রাসীরা ৩ লাখ টাকার মুক্তিপণের দাবিতে অপহরণ করে নিয়ে যায়। পুলিশ উদ্ধার করতে ব্যর্থ হলে সন্ত্রাসীদের মুক্তিপণের টাকা পরিশোধ করে অপহৃতদের ছাড়িয়ে আনা হয়েছে বলে জানা যায়।

সংবাদ, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৪

(২১৭৯)
মংলার পল্লীতে ৫০ পরিবার সন্ত্রাসী বাহিনীর হাতে জিম্মি

মংলা প্রতিনিধি ঃ মংলার প্রত্যন্ত এলাকা সুন্দরবন ইউনিয়নের খড়সা কাটাখালী গ্রামের অন্তত ৫০টি পরিবার স্থানীয় এক প্রভাবশালী সন্ত্রাসী বাহিনীর হাতে জিম্মি হয়ে রয়েছে। 'হাজী বাহিনী' হিসেবে পরিচিত ওই সন্ত্রাসী বাহিনী ক্ষমতাসীন দলের নাম ভাঙিয়ে কাটাখালী গ্রামের নিরীহ বিশেষ করে সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর অত্যাচার-জুলুম চালিয়ে আসছে। ভুক্তভোগীদের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সরেজমিন পরিদর্শনে গিয়ে জানা গেছে, সুন্দরবন সংলগ্ন কাটাখালী গ্রামের অবস্থান। এ গ্রামটি সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায় অধ্যুষিত। হাজী বাহিনী নামে পরিচিত স্থানীয় একটি প্রভাবশালী চক্র শাসক দলের নাম ভাঙিয়ে ওই গ্রামের হিন্দু পরিবারগুলোর ওপর অত্যাচারের রামরাজত্ব কায়েম করেছে।

যুগান্তর, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৪

(২১৮০)
ঝালকাঠিতে কিশোরী ধর্ষণের শিকার

নিজস্ব সংবাদদাতা ঝালকাঠি ঃ গোবর কুড়াতে গিয়ে সংখ্যালঘু পরিবারের এক কিশোরী (১৪) ধর্ষণের শিকার হয়। ২ দিনেও তার জ্ঞান ফেরেনি। সে অসুয়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। ২১ ফেব্রুয়ারি কাঁঠালিয়া চিংড়িখালী গ্রামের এ দরিদ্র সংখ্যালঘু পরিবারের ওই কিশোরী সকালে নিত্যদিনের মতো গোবর কুড়াতে গিয়ে আর ফিরে না এলে তার খোঁজ হয়। খোঁজাখুঁজি করে ২৩ ফেব্রুয়ারি তাকে পার্শ্ববর্তী বাগানে অজ্ঞান অবস্থায় তাকে উদ্ধার করা হয়। ওই অবস্থায়ই তাকে হাসপাতালে নেয়া হয়। ভর্তির ২৪ ঘন্টার মধ্যেও তার জ্ঞান ফেরেনি। কাঁঠালিয়া পুলিশ জানায়, ঘটনাটি তারা জেনেছেন তবে এ ব্যাপারে কোন লিখিত অভিযোগ তারা এ যাবৎ পায়নি।

সংবাদ, ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৪

(২১৮১)
চিংড়ি ঘের ব্যবসায়ী খুন

বাগেরহাট জেলা সংবাদদতা ঃ বাগেরহাটে সন্ত্রাসীরা কালাচাঁদ মল্লিক (৪২) নামের এক চিংড়ির ব্যবসায়ীকে অপহরণের পর হত্যা করেছে। চিংড়ি ব্যবসায়ীর বাড়ী বাগেরহাট সদরের খাড়াসম্বল গ্রামে। সে সুধীর মল্লিকের পুত্র। পুলিশ শুক্রবার তার লাশ উদ্ধার করেছে। কালাচাঁদ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় স্থানীয় একটি বাজার থেকে বাড়ী ফেরার পথে নিখোঁজ হয়। শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে খাড়াসম্বল গ্রামের একটি মৎস ঘেরের ভিতর স্থানীয় লোকজন কালাচাঁদের লাশ দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেয়। সন্ত্রাসীদের চাঁদার টাকা দিতে ব্যর্থ হওয়ায় তাকে পিটিয়ে ও শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে বলে পুলিশ ধারণা করছে।

দৈনিক ইনকিলাব, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৪

(২১৮২)
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের (ভূমি) মদদ
শেরপুরে ১৩ সংখ্যালঘু পরিবার বাড়িঘর থেকে উচ্ছেদ

কাগজ প্রতিবেদক ঃ সখ্যালঘু পরিবার উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি ঢাকায় এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছে, শেরপুরের দুর্নীতিপরায়ণ অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক শ্রীবর্দী উপজেলার ভায়াডাঙ্গা বাজারের ১৩টি সংখ্যালঘু পরিবারকে জোরপূর্বক পৈত্রিক ভিটামাটি থেকে উচ্ছেদ করেছে। এ সময় জেলা প্রশাসনের সহায়তায় মাস্তানরা তাদের মালামাল ও টাকা-পয়সা লুট করে নিয়ে গেছে। উচ্ছেদকৃত পরিবারগুলোর সদস্যরা বর্তমানে চরম নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে খোলা আকাশের নিচে বাস করছে।

গত বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে সংখ্যালঘু ১৩ পরিবার উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির নেতারা শেরপুর জেলা প্রশাসনের বিরুদ্ধে এই অমানবিক আচরণের অভিযোগ করেন। এই সম্মেলনে উচ্ছেদকৃতদের পক্ষে বক্তব্য তুলে ধরেন জয়ন্ত দুধনাথ ও বিশ্বনাথ। এতে উপস্থিত ছিলেন সাবেক সংসদ সদস্য এ্যাডভোকেট আব্দুল হালিম, দৈনিক যুগান্তর পত্রিকার সাংবাদিক আবদুল মান্নান, এলাকার সমাজকর্মী আবু সামা, শাহজাহান কবির ঠান্ডু, জলধারী, জগদীশ, রামকৃষ্ণ, সনিয়াসহ উচ্ছেদকৃত ১৩ পরিবারের সদস্যরা।

জয়ন্ত দুধনাথ বলেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসনের (ভূমি) সহায়তায় উচ্ছেদের দিন ১০/১২ জন মাস্তান ১৩টি সংখ্যালঘু পরিবারের বাড়িঘরে হামলা ও ভাঙচুর করে মালামাল ও টাকা পয়সা লুট করে। প্রাণের ভয়ে ১৩ পরিবারের শিশুসহ শতাধিক নারী-পুরুষ সেখান থেকে পালিয়ে খোলা আকাশের নিচে মানবেতর জীবনযাপন করছে। জেলা প্রশাসনের এই দুর্বৃত্তায়নের ব্যাপারে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, ইউপি চেয়ারম্যান ও স্থানীয় সংসদ সদস্যকে জানানো হলেও কেউ এগিয়ে আসেনি।

বিশ্বনাথ বলেন, 'আমরা বাপ-দাদারা ৩ পুরুষ থেকে ভায়াডাঙ্গা বাজারের পশ্চিম দিকে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করছি। আমরা ঝাড়ুদার, দর্জি, চর্মকার ইত্যাদি পেশায় নিয়োজিত। এই উচ্ছেদ অন্যায়, অমানবিক, এবং মানবাধিকারের পরিপন্থী।

বিশ্বনাথ আরো বলেন, মাস্তানরা আমাদের বিভিন্নভাবে হুমকি দিয়ে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে আমরা সরকারের কাছে ১৩ পরিবারের পুনর্বাসন, ক্ষতিপূরণ প্রদান ও জড়িত মাস্তান এবং দুর্নীতিপরায়ণ অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের (ভূমি) বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জোর দাবি জানাচ্ছি। অন্যথায় শেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে অবস্থান ও আমরণ অনশন কর্মসূচি ঘোষণা করতে বাধ্য হবো।

ভোরের কাগজ, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৪

(২১৮৩)
ভূমি দস্যুদের হুমকি, ষড়যন্ত্র অব্যাহত
ভালুকায় কয়েকটি আদিবাসী পরিবার উচ্ছেদ আতঙ্কে দিনযাপন করছে

ভালুকা (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি ঃ ভালুকায় ভূমি দস্যুরা কয়েকটি আদিবাসী পরিবারকে উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে বিভিন্নভাবে হুমকি ও ভয়ভীতি প্রদর্শন অব্যাহত রেখেছে। বর্তমানে পরিবারগুলোর সদস্যরা আতঙ্কের মধ্যে দিনযাপন করছেন।

জানা যায়, উপজেলার ৭নং মল্লিকবাড়ী ইউনিয়নের ধামশুর মৌজার আখালিয়াপাড়ায় ১২১৭ দাগের বন গেজেটভুক্ত চালা জমিতে কিছুসংখ্যক আদিবাসী পরিবার ৪০/৫০ বছর যাবত বাড়িঘর নির্মাণ করে স্থায়ীভাবে বসবাস করে আসছে। এসব আদিবাসীকে উচ্ছেদ করে ভূমি দখলের জন্য ওই এলাকার গোলাম মোস্তফা ও তার দলবল ভুয়া কাগজপত্র ও মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে সহজ-সরল আদিবাসীদের মাথা গোঁজার ঠাঁই কেড়ে নেয়ার জন্য প্রতিনিয়ত হয়রানি করে চলেছে।

এ ব্যাপারে আদিবাসী শিতল চন্দ্র বাদী হয়ে গোলাম মোস্তফা, দেলোয়ার আবুল ডাক্তার ও ইলিয়াসের বিরুদ্ধে ভালুকা থানায় জিডি দায়ের করেছেন। সরজমিনে পরিদর্শনে জানা যায়, উল্লিখিত ভূমি দস্যুরা কিছুদিন আগে রাতের আঁধারে দলবল নিয়ে সাইনবোর্ড লাগিয়ে ভূমি জবরদখলের চেষ্টা চালায়। পরে ভালুকা থানা পুলিশ সাইনবোর্ড উঠিয়ে দেয়। মৃত রমেশ বর্মণের স্ত্রী জামিনী বর্মণী জানান, ৪০/৪৫ বছর যাবত এই জায়গায় তারা বাড়িঘর নির্মাণ, গাছপালা রোপণ ও কিছু ফসল উৎপাদন করে জীবিকা নির্বাহ করে আসছেন। তার স্বামী একসময় ওই ওয়ার্ডের নির্বাচিত ইউপি সদস্যও হয়েছিলেন। তিনি জানান, গাজীপুর জেলার কালিগঞ্জ হতে আগত গোলাম মোস্তফা পাশের গ্রামে বাড়িঘর নির্মাণ করে বসবাস শুরু করে। ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়ক চালু হওয়ার পর শিল্পপতিদের আনাগোনা বেড়ে যাওয়ায় স্থানীয় অর্থলোভী ভূমি দস্যুদের তৎপরতা বেড়ে যায়। বন ও ভূমি অফিসের দুর্নীতির কারণে সরকারি বনের জমি চলে গেছে শিল্পপতিদের দখলে। ভালুকা বনাঞ্চলের ২৬ হাজার একর সরকারি বনভূমি এখন দাঁড়িয়েছে ৬/৭ হাজার একরে। আমালিয়াপাড়ার রতন বর্মণ জানায়, গোলাম মোস্তফার ছেলে দেলুয়ার তার বাড়িতে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারবে বলে হুমকি দেয়। এসময় বজেন্দ্র, গৌরাঙ্গ, সুরেশ, চন্দন, হরিদর, নগেন্দ্র, গীতারাণী বর্মণী জানান, রাতে ওই সব লোক গাড়ি নিয়ে এসে ভয়ভীতি চালিয়ে যাচ্ছে বাড়িঘর ফেলে চলে যাওয়ার জন্য। তারা ছোট শিশু সন্তান ও স্ত্রী-পুত্রের জীবন বাঁচাতে সরকারের সুদৃষ্টির আবেদন জানিয়েছেন।

সংবাদ, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৪

মার্চ-২০০৪

(২১৮৪)
আদিবাসী মহিলা ধর্ষণের শিকার

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, রাজশাহী ঃ বাগমারা উপজেলার মহব্বতপুরে স্বামী পরিত্যাক্তা এক আদিবাসী মহিলা গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন। বিলম্বে প্রাপ্ত খবরে জানা যায়, গত ২২শে ফেব্রুয়ারি রাতে এই ঘটনা ঘটে। অভিযোগ রয়েছে, এলাকার তসলিম, নয়ন ও বাবু নামের তিন যুবক আদিবাসী মহিলাকে পালাক্রমে ধর্ষণ করে। ২৪শে ফেব্রুয়ারি ভিকটিমকে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

সংবাদ, ১ মার্চ ২০০৪

(২১৮৫)
চাঁদা না দেয়ায় ও জমি নিয়ে বিরোধের জের
চট্টগ্রাম নেত্রকোনা ও দিনাজপুরে ৩টি পরিবারের ওপর সন্ত্রাসী হামলা

যুগান্তর ডেস্ক ঃ চাঁদা না দেয়ায় চট্টগ্রাম ও নেত্রকোনায় দুটি সংখ্যালঘু পরিবার এবং দিনাজপুরের হাকিমপুরে জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে সংখ্যালঘু অপর একটি পরিবার সন্ত্রাসী হামলার শিকার হয়েছে। হামলাকালে সন্ত্রাসীরা ওই তিন পরিবারের বাড়িঘর ভাঙচুর ও লুটপাট করেছে। এ সময় নেত্রকোনায় এক দম্পতি ছুরিকাহত এবং দিনাজপুরে চারজন আহত হয়েছেন। যুগান্তর প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

কিশোরগঞ্জ ঃ বিএনপি দলীয় সন্ত্রাসীদের দাবিকৃত পাঁচ হাজার টাকা চাঁদা না দিয়ে নেতৃস্থানীয় লোকজনের কাছে নালিশ করার কারণে ওই সন্ত্রাসীরা ছুরিকাঘাতে ক্ষতবিক্ষত করেছে নেত্রকোনা জেলার আটপাড়া উপজেলার তেলিগাতী ইউনিয়নের নিজটেংরা গ্রামের গোপাল চন্দ্র দাস (৫০) ও তার স্ত্রী মিনতি রানী দাসকে (৪০)। প্রাণ ভয়ে এলাকা ছেড়ে তারা আশংকাজনক অবস্থায় চিকিৎসা নিচ্ছেন অন্যত্র। বুধবার রাত আড়াইটার দিকে একই এলাকার বিএনপি ক্যাডার হিসেবে পরিচিতি সানাউল হকের নেতৃত্বে ৭/৮ জনের সশস্ত্র সন্ত্রাসী দল নিজটেংরা গ্রামের বাড়িতে হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভাঙচুর এবং হত্যার উদ্দেশ্যে উপর্যুপরি ছুরিকাঘাতে গৃহস্বামী গোপাল চন্দ্র দাস ও তার স্ত্রী মিনতি রানী দাসকে গুরুতর আহত করে। এ ব্যাপারে আটপাড়া থানায় মামলা করায় সন্ত্রাসীরা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং মামলা তুলে না নেয়া হলে প্রাণে শেষ করে দেয়ার হুমিক দেয়। কিশোরগঞ্জে ক্লিনিকে চিকিৎসাধীন তেলিগাতী বাজারের কাপড় ব্যবসায়ী গোপাল চন্দ্র দাসের সঙ্গে গতকাল কথা হলে তিনি জানান, ঘটনার ৩/৪ দিন আগে বিএনপি ক্যাডার হিসেবে পরিচিত সানাল তার কাছে পাঁচ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। তিনি চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে এ ব্যাপারে স্থানীয় নেতৃস্থানীয় লোকজনের কাছে নালিশ করার কারণে সানাউলের নেতৃত্বে ৭/৮ জনের ওই সশস্ত্র সন্ত্রাসী দল ক্ষিপ্ত হয়ে গত বুধবার রাতে তাদের হত্যার উদ্দেশে হামলা চালায়। বুধবার গভীর রাতে গোপাল চন্দ্র দাস ও তার স্ত্রী মিনতি রানী দাসকে আশংকাজনক অবস্থায় আটপাড়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি এবং বৃহস্পতিবার এ ব্যাপারে থানায় মামলা করা হলে সন্ত্রাসীরা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং মামলা তুলে নেয়ার জন্য প্রাণনাশের হুমকি দেয়। এ পরিস্থিতিতে তারা এলাকা ছেড়ে শুক্রবার রাতে কিশোরগঞ্জে চলে আসেন।

চট্টগ্রাম ব্যুরো ঃ চট্টগ্রাম মহানগরীর লালখান বাজার হাই লেভেল রোডে একদল সন্ত্রাসী তাদের চাহিদা অনুযায়ী চাঁদা না পেয়ে সংখ্যালঘু পরিবারের বাড়িঘর দখল করে নেয়ার

অভিযোগ পাওয়া গেছে। গতকাল বিকালে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে বেদখল হয়ে যাওয়া ওই বাড়ির মালিক ঝণ্টু দাশ এ অভিযোগ করেন। সাংবাদিক সম্মেলনে সংখ্যালঘু পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়, 'ধুপি বাড়ি' নামে পরিচিত বাড়িটি তাদের পৈত্রিক সম্পত্তি। স্থানীয় প্রভাবশালী মহল দীর্ঘদিন ধরে বাড়িটি দখলের চেষ্টা করে আসছে। ২৫ ফেব্রুয়ারি মাইক্রোবাস আরোহী একদল সন্ত্রাসী অস্ত্রের মুখে তাদের জিম্মি করে বাড়িটি দখল করে নেয়। তারা মহিলাদের মারধর করে এবং ৭০ হাজার টাকা মূল্যের মামামাল লুট করে নিয়ে যায়। এ সময় সন্ত্রাসীরা তাদের প্রতি মাসে ৫ হাজার টাকা করে চাঁদা প্রদানের দাবি জানায়। এ ব্যাপারে থানা পুলিশকে অবহিত করার পরও পুলিশ সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি বলে অভিযোগ করা হয়।

হাকিমপুর (দিনাজপুর) ঃ দিনাজপুরের হাকিমপুর উপজেলার জাংগই গ্রামে জমি সংক্রান্ত জটিলতার জের ধরে সশস্ত্র হামলায় এক সংখ্যালঘু পরিবারের দু'স্কুল ছাত্রী ও পঙ্গু এক কিশোরসহ চার জন আহত হয়েছে। হামলাকারীরা ওই পরিবারের একটি ঘর ভাঙচুর করে লুটপাট চালিয়েছে। আহতদের তিনজনকে হাকিমপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এবং একজনকে গ্রামে রেখে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে।

যুগান্তর, ১ মার্চ ২০০৪

(২১৮৬)
বাগেরহাটে কালাচাঁদ হত্যা ঃ মামলা দায়ের

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাগেরহাট ঃ বাগেরহাট সদরের খাড়াসম্বল গ্রামের চিংড়িঘের ব্যবসায়ী সুশান্ত মল্লিক ওরফে কালাচাঁদকে (৪২) হত্যার ঘটনায় শনিবার বাগেরহাট থানায় অজ্ঞাতনামা আসামী করে তার বোন শোভা রানী মল্লিক বাদী হয়ে একটি মামলা দায়ের করেছেন। বাগেরহাট মর্গে লাশের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয় এবং সন্ধ্যায় তাঁর নিজ গ্রামে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

উল্লেখ্য খাড়াসম্বল গ্রামের সুধীর মল্লিকের ছেলে সুশান্ত মল্লিকের লাশ শুক্রবার ভোরে স্থানীয় চিংড়িঘেরের কাছে একটি খাল থেকে হাতবাঁধা এবং গলায় গামছা পেঁচানো উপুড় অবস্থায় উদ্ধার করা হয়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১ মার্চ ২০০৪

(২১৮৭)
নরসিংদীতে পূজা অনুষ্ঠানে হামলা আহত ২

নরসিংদী প্রতিনিধি ঃ শিবপুরের নোয়াদিয়া গ্রামে পূজার অনুষ্ঠানে সন্ত্রাসীদের হামলায় দুজন আহত হয়েছেন। এ সময় সন্ত্রাসীরা ১৭ হাজার টাকা ছিনিয়ে নিয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। আহত দুজনকে নরসিংদী সদর হাসাপাতালে ভর্তি করা হলেও পরে মুমূর্ষু অবস্থায় মলয় বর্মণকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

আহতরা জানান, গত শনিবার রাত ১টার দিকে ওই গ্রামের সঞ্জিত রায়ের বাড়িতে কালীপূজা চলছিল। এ সময় একই গ্রামের বাবুলের নেতৃত্বে ১০-১২ জন সন্ত্রাসী অনুষ্ঠানে এসে ৫ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। সঞ্জিত রায় চাঁদা দিতে অপারগতা প্রকাশ করলে কথাকাটাকাটির এক পর্যায়ে সন্ত্রাসীরা ছুরি নিয়ে আমন্ত্রিত অতিথিদের ওপর হামলা চালায়।

প্রথম আলো, ২ মার্চ ২০০৪

(২১৮৮)
বাগেরহাট পিসি কলেজের ৩ হিন্দু ছাত্রাবাসে তাণ্ডব, লুট

বাগেরহাট প্রতিনিধি ঃ বাগেরহাট সরকারি পিসি কলেজের হিন্দু ৩টি ছাত্রাবাসে রোববার গভীর রাতে সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা বেপরোয়া তাণ্ডব চালিয়েছে। প্রায় দুঘণ্টাব্যাপী তাণ্ডব চালানোর পর দুর্বৃত্তরা নগদ অর্থসহ কমপক্ষে ২ লাখ টাকার মালামাল লুটে নিরাপদে চলে গেছে। তাদের বেপরোয়া মারপিট ও কোপে ৭/৮ জন আবাসিক ছাত্র আহত হয়েছে। এদের মধ্যে অনার্স তৃতীয় বর্ষের হিসাব বিভাগের আবাসিক ছাত্র যশোরের মনিরামপুরের দেবাশীষ রায়কে রক্তাক্ত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এ ব্যাপারে কলেজের পক্ষ থেকে প্রশাসন ও পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এ ঘটনার প্রতিবাদে কলেজ ক্যাম্পাসে সর্বদলীয় ছাত্রছাত্রীদের সমন্বয়ে বিশাল বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার সরজমিন ক্ষতিগ্রস্ত ছাত্র, কলেজ কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশের সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে কলেজের হিন্দু ছাত্রাবাসগুলোতে চিহ্নিত একদল সন্ত্রাসী প্রায় প্রতি রাতে চড়াও হয়। তারা অস্ত্রের মুখে নিয়মিত চাঁদাবাজি, ছিনতাই, মারপিট ও অসামাজিক কাজসহ নানা প্রকার অত্যাচার-নির্যাতন চালাতো। তাদের বিরুদ্ধে কেউ মুখ খুলতেও সাহস পায় না।

এমন জিম্মিদশার মধ্যে রোববার মধ্যরাতের দিকে ১০/১২ জনের একদল মুখোশধারী সশস্ত্র সন্ত্রাসী প্রথমে ডিবি ছাত্রাবাসে চড়াও হয়। রুমে রুমে ঢুকে অস্ত্রের মুখে নিয়মিত চাঁদাবাজি, ছিনতাই, মারপিট ও অসামাজিক কাজসহ নানা প্রকার অত্যাচার-নির্যাতন চালাতো। তাদের বিরুদ্ধে কেউ মুখ খুলতেও সাহস পায় না।

রুমে রুমে ঢুকে অস্ত্রের মুখে সাধারণ ছাত্রদের বেঁধে বেপরোয়া মারপিট ও হুমকি ধমকি শুরু করে। ঘণ্টাবাপী তাণ্ডব চালানোর পর সকল মালামাল, টাকা, ঘড়ি, আংটি লুটে রুমের বাইরে থেকে তালা আটকে দেয়।

এরপর তারা পার্শ্ববর্তী নিউ হিন্দু হোস্টেলে চড়াও হয়ে অনুরূপ তাণ্ডব চালায় এবং মালামাল লুটে নেয়। এ সময়ে যশোর মনিরামপুরের আবাসিক ছাত্র দেবাশীস রায় তার মাসের শেষ সম্বল খাবারের টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে কাকুতি-মিনতি করলে সন্ত্রাসীরা তাকে বেধড়ক কুপিয়ে অচেতন অবস্থায় ফেলে যায়। সর্বশেষ তারা তালতলা হিন্দু ছাত্রাবাসে অনুরূপ তাণ্ডব ও লুটপাট শেষে সদম্ভে চলে যায়।

পিসি কলেজের অধ্যক্ষ জীববিজ্ঞানী কার্তিক চন্দ্র পাল ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, ছাত্র ও কলেজের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়েছে। ক্ষুব্ধ ছাত্ররা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অপরাধীদের আটক ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়ে কলেজে বিশাল বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে। তারা নিরাপত্তার জন্য কলেজ ক্যাম্পাসে সার্বক্ষণিক পুলিশ মোতায়েনের দাবি জানিয়েছে। অন্যথায় আজ বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে বলে ছাত্র নেতৃবৃন্দ জানিয়েছেন।

ভোরের কাগজ, ২ মার্চ ২০০৪

(২১৮৯)
ফতুল্লায় দেবোত্তর সম্পত্তি দখলের চেষ্টা ঃ সংখ্যালঘুদের বিক্ষোভ

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি ঃ নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার পঞ্চবটীতে দেবোত্তর সম্পত্তি দখলের চেষ্টার প্রতিবাদে গতকাল বুধবার সংখ্যালঘুরা ফতুল্লা থানার সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। পুলিশ দখলদারদের লাগানো বেড়া সরিয়ে ফেলে।

জানা গেছে, ফতুল্লার পঞ্চবটীতে ১৩৩ শতাংশ জমির ওপর গড়ে ওঠা দেবোত্তর সম্পত্তি 'শিশমহলের' ১১৭টি কক্ষে শতাধিক হিন্দু পরিবার বাস করে। দীর্ঘদিন ধরে এলাকার প্রভাবশালী একটি মহল সম্পত্তিটি দখলের পাঁয়তারা চালাচ্ছে। গত মঙ্গলবার রাতে 'ইউনাইটেড ক্লাবের' সাইন বোর্ডের আড়ালে এক দল বহিরাগত শিশমহলের ভেতরে ঢুকে পড়ে। তারা বেড়া দিয়ে শিশমহলের একাংশ দখল করে নেয়। অবৈধ দখলদাররা ক্ষমতাসীন বিএনপির ক্যাডার বলে স্থানীয় সূত্রগুলো জানিয়েছে।

ফতুল্লা থানায় ওসি শফিকুউল্লাহ বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ বেড়া সরিয়ে দিয়েছে।

প্রথম আলো, ৪ মার্চ ২০০৪

(২১৯০)
কালীগঞ্জে সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর ক্ষমতাসীন দলের ক্যাডারদের হামলা
অগ্নিসংযোগ, ৬ জনকে কুপিয়ে জখম

সাতক্ষীরা থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ক্ষমতাসীন দলের ক্যাডাররা ১৪ বিঘা সম্পত্তি দখলের জন্য একটি সংখ্যালঘু পরিবারের সপ্তম শ্রেণীর এক স্কুলছাত্রীকে অপহরণের তিন ঘণ্টা পর ছেড়ে দেয় সন্ত্রাসীরা। তারা জ্বালিয়ে দিয়েছে একটি বাড়ি। সাতক্ষীরা শহর থেকে অন্তত ৫০ কি.মি. দূরে কালীগঞ্জ উপজেলার মাদকাটি গ্রামে বুধবার সকালে এ হামলার ঘটনার পর পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে কোন কার্যকরী ভূমিকা নেয়নি।

অভিযোগে জানা গেছে, বুধবার সকালে কালীগঞ্জের রতনপুর গ্রামের সাবেক চেয়ারম্যান অহেদ আলীর ভাগ্নে ক্ষমতাসীন দলের ক্যাডার মহব্বতের নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী বুধবার ভোরে অধীর মণ্ডলের পুকুরের মাছ লুট শুরু করে। এ খবর জানতে পেরে অধীর মণ্ডল ও তার পরিবারের লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। এ সময় মহব্বতের নেতৃত্বে ২৫/৩০ জন সশস্ত্র সন্ত্রাসী তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সন্ত্রাসীরা হারাধন, অধিবাস, বিশ্বনাথ, সবিতা মণ্ডল, সুকুমার ও দেবু মণ্ডলকে কুপিয়ে জখম করে। এক পর্যায়ে সন্ত্রাসীরা অধীর মণ্ডলের ভাইঝি মনিকা মণ্ডলকে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে লাঞ্ছিত করে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। তাকে ৩ ঘণ্টা পর অজ্ঞাত স্থান থেকে ছেড়ে দেয়া হয়। সন্ত্রাসীরা অধীর মণ্ডলের বাড়ির কাজের লোক মুজিবর রহমানের ঘর জ্বালিয়ে দেয়।

পুলিশ জানায়, অধীর মণ্ডলকে উচ্ছেদের জন্য এর আগে তার পরিবারের ওপর তিনবার হামলার ঘটনায় থানায় মামলা রয়েছে।

সংবাদ, ৪ মার্চ ২০০৪

(২১৯১)
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় কিশোরী অপহরণের ২৪ দিন পরও সন্ধান নেই

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি ঃ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলে সংখ্যালঘু পরিবারের এক কিশোরী অপহরণ নিয়ে তোলপাড় চলছে। অপহরণের দীর্ঘ ২৪ দিন পরও পুলিশ অপহৃতাকে উদ্ধার ও তার সন্ধান দিতে পারছে না। সে জীবিত কি মৃত তাও নিশ্চিত করতে পারছে না। অপহৃতের পরিবারের সদস্যরা এখন দিশেহারা। গত ৫ ফেব্রুয়ারি সরাইলের কালিকচ্ছ বর্ধনপাড়ার বিত্তবর্ধনের নাবালিকা মেয়ে সুপ্রিয়া বর্ধন (১৪) অপহৃত হয়। জানা যায়, স্থানীয় একটি বখাটে চক্র সুপ্রিয়াকে প্রতিনিয়ত উত্যাক্ত করত। ঘটনার দু'দিন পূর্বে তাকে কু-প্রস্তাব দেয়। তার পরিবার এ জন্য গ্রাম্য মাতব্বরদের কাছে বিচার চায়। এতে ক্ষিপ্ত হয় বখাটে চক্র। ঘটনার দিন সুপ্রিয়া ফোন করার জন্য বাড়ি থেকে বের হয়। এরপর ১০/১২ জনের একটি গ্রুপ তাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়।

এ ব্যাপারে ১০ জনকে আসামী করে থানায় মামলা দায়ের করা হয়। পুলিশ দীর্ঘ সময়েও তাকে উদ্ধার করতে পারেনি। এদিকে অপহৃতের পরিবারকে প্রতিনিয়ত হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

আজকের কাগজ, ৪ মার্চ ২০০৪

(২১৯২)
সাতক্ষীরায় সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর সন্ত্রাসী তাণ্ডব

মিজানুর রহমান, সাতক্ষীরা থেকে ঃ সাতক্ষীরার কালীগঞ্জে বুধবার সকালে সন্ত্রাসীদের নারকীয় তাণ্ডবে এক সংখ্যালঘু পরিবারের ৬ সদস্যকে কুপিয়ে জখম করা হয়েছে। সংখ্যালঘুদের পক্ষে কথা বলায় বসতবাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে মুজিবর রহমান নামের এক দিনমজুরের। বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে শ্লীলতাহানী করা হয়েছে পরিবারের সপ্তম শ্রেণীতে পড়ুয়া ছাত্রীর। প্রকাশ্য দিবালোকে প্রায় ৩ ঘন্টাব্যাপী এই নারকীয় তাণ্ডব চললেও সরকারি দলের সমর্থনপুষ্ট এসব নেতাকর্মীর সামনে পুলিশ ছিল নীরব দর্শক। চাপাতি, রামদা ও বল্লমের আঘাতে গুরুতর আহত ৪ জনকে ভর্তি করা হয়েছে কালিগঞ্জ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। জীবনের নিরাপত্তার জন্য এই অসহায় পরিবারের এক বৃদ্ধ সদস্য কালীদাসী (৬৫) সাংবাদিকদের সামনেই থানার ওসির পা জড়িয়ে ধরে ভারতে যাওয়ার জন্য অনুমতি চেয়েছেন। কালীগঞ্জ উপজেলার ধলবাড়ি ইউনিয়নের মাদকাটি গ্রামের হিরেন মণ্ডলের পুত্র অধীর মণ্ডলের বাড়িসংলগ্ন তার পুকুরে জোরপূর্বক মাছ লুট করতে থাকে এলাকার সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান ওয়াহেদের ভাগ্নে মহাব্বতসহ তার ২৫ থেকে ৩০ সঙ্গী। শেষ রাত থেকে পুকুরে শ্যালো মেশিন লাগিয়ে এই মাছ ধরা হলে প্রতিবেশী দিনমজুর মুজিবর বাইরে আসে। তাকে সকাল পর্যন্ত বাড়িতে আটকে রাখা হয়। পরে সে অধীর মণ্ডলের বাড়ি গিয়ে খবর দিলে হরেন মণ্ডলের পুত্র চণ্ডী মণ্ডল ঘটনাস্থলে এলে সন্ত্রাসীরা তাকে বেধড়ক মারপিট করে। এ সময় চণ্ডীর চিৎকারে বিশ্বনাথ মণ্ডল (৪০), অধিবাস মণ্ডল (৩০), হারাধন মণ্ডল (৫৫) ও সবিতা মণ্ডল (৩৫) ঘটনাস্থলে এনে সন্ত্রাসীরা রামদা বল্লম-চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে ও পিটিয়ে জখম করা হয়। এ সময় সুকুমার মণ্ডল (৩৫) ও দেবুমণ্ডল (৪০) কেও মারপিট করা হয়।

সন্ত্রাসীদের নেতৃত্বদানকারী মহাব্বত ও মাহে আলম এ সময়ে চণ্ডী মণ্ডলের কণ্যা সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী কামিনী মণ্ডলকে তুলে নিয়ে যায়। প্রায় ৩ ঘন্টা পর সকাল সাড়ে ৯টায় বর্তমান চেয়ারম্যান ছাত্তারের বাড়িতে কামিনীকে পৌঁছে দেয় সন্ত্রাসীরা। চেয়ারম্যান পরে চৌকিদার আতিয়ারকে দিয়ে নির্যাতিত কামিনীকে বাড়িতে পৌঁছে দেয়। নির্যাতিত কামিনী এখন নির্বাক। শারীরিকভাবে শ্লীলতাহানির শিকার কামিনী সাংবাদিকদের কাছে ভয়ে ভয়ে নির্যাতনের বর্ণনা দেয়। দুপুরে ঘটনাস্থলে যাওয়া কালীগঞ্জ থানার ওসি নূর মোহাম্মদ শেখ ও এসআই সামাদসহ সঙ্গীয় ফোর্সদের সামনে সন্ত্রাসীরা মহড়া দিলেও পুলিশ ছিল নির্বাক। মাছ ধরার ঘটনা অধীর মণ্ডলকে জানানোর অপরাধে সালাম ও রউফের নেতৃত্বে মুজিবরের বাড়িঘর আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হয় বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান। মুজিবরের স্ত্রী-পুত্রদের পরনের কাপড় ছাড়া ঘরের কোন অংশ অবশিষ্ট নেই। আগুনে রান্নাঘর ও গোয়ালঘর পুড়েছে।

কুমিল্লা

কুমিল্লা থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, কুমিল্লার শহরতলি রত্নবতীতে বিএনপি সমর্থক সন্ত্রাসীরা সংখ্যালঘু পরিবারকে নিজ বসতভিটা থেকে উচ্ছেদ ও হত্যার হুমকি দিচ্ছে। সন্ত্রাসীরা সংখ্যালঘু পরিবারের জায়গা থেকে পনেরটি গাছ কেটে নিয়ে গেছে। অপরদিকে কুমিল্লার নাঙ্গলকোটে মঙ্গলবার পূর্বশত্রুতার জের হিসাবে এক দোকান কেরোসিন ঢেলে জ্বালিয়ে দিয়েছে দুস্কৃতকারীরা। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, গত ১ মার্চ দুপুরে স্থানীয় বিএনপি সমর্থক মজিবর, সুমন, মোস্তফা কুমিল্লা সদর উপজেলার রত্নবতীতে মনোরঞ্জন শীলের বাড়ির ১৫টি ফলবান গাছ কেটে নিয়ে যায়। অন্যদিকে কুমিল্লার নাঙ্গলকোট উপজেলার ডালুয়া ইউনিয়নের চৌকুড়ী গ্রামের ঝাপান্দিপাড়ায় মঙ্গলবার গভীর রাতে আলী আজগরের দোকান কেরোসিন ঢেলে পুড়িয়ে দেয়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৪ মার্চ ২০০৪

(২১৯৩)
নওগাঁয় দুই সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর হামলা

নওগাঁ, ৪ মার্চ, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বৃহস্পতিবার নওগাঁর নিয়ামতপুর উপজেলার হাজীনগর ইউনিয়নের গণপুর গ্রামে দুই সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর সন্ত্রাসী হামলা, মারপিট, অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুরসহ মহিলাদের শ্লীলতাহানীর ঘটনা ঘটেছে। এতেও তারা ক্ষান্ত হয়নি। ওই দুই পরিবারের সদস্যদের অন্তত ৫ ঘন্টা অবরুদ্ধ করে রাখা হয়। খবর পেয়ে নিয়ামতপুর থানা পুলিশ অবরুদ্ধদের উদ্ধারসহ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনলেও সেখানে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

জানা গেছে, ওই গ্রামের দেবেন বর্মণ ও বীরেন বর্মণের বাড়ির সম্মুখের ১ শতাংশ রাস্তা পার্শ্ববর্তী আব্দুল মতিন গং অন্য এক শরিকানের কাছ থেকে গোপনে কিনে নেয়। বিষয়টি জানতে পেরে দেবেন ও বীরেন আদালতে প্রি-এমশন করে, যা এখনও বিচারাধীন। কিন্তু বিতর্কিত ওই জমির ক্রেতা আব্দুল মতিন গং বৃহস্পতিবার সকালে দেবেনের এবং বীরেনের বাড়ির সম্মুখের রাস্তা এবং প্রাচীর ভেঙ্গে দখলের চেষ্টা করে। এতে বাধা দিলে সংখ্যালঘু পরিবারের মহিলাদের ধরে মারপিট ও টানাহেঁচড়া শুরু করে। এতে উভয়পক্ষে মারপিট হয়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৫ মার্চ ২০০৪

(২১৯৪)
সাতক্ষীরায় সন্ত্রাসী হামলা ঃ ৩৭ জনের নামে মামলা

সাতক্ষীরা, ৪ মার্চ, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাতক্ষীরার কালীগঞ্জে সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর সন্ত্রাসী হামলা ও তাণ্ডবের ঘটনায় ৩৭ জনের নামে মামলা দায়ের হয়েছে। নির্যাতিত ও শ্লীলতাহানির শিকার স্কুলছাত্রী কবিতার বাবা চণ্ডী মণ্ডল বাদী হয়ে মামলা দায়ের করেন। সন্ত্রাসী হামলায় এ পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার হয়নি।

পুলিশ সূত্র জানায়, বুধবার সকালে উপজেলার মাদবাটি গ্রামের হরেন মণ্ডলের পুকুরে জোরপূর্বক মাছ ধরায় বাধা দিলে সন্ত্রাসীদের হামলায় স্ত্রী, পুত্র-কন্যাসহ কমপক্ষে সংখ্যালঘু পরিবারের ১০ সদস্য আহত হয়। সন্ত্রাসীরা চণ্ডী মণ্ডলের কন্যাকে তুলে নিয়ে এই সন্ত্রাসী হামলা চালানো হয় বলে পুলিশ জানায়। চণ্ডী মণ্ডলের দায়ের করা মামলায় সালাম তালুকদার, আব্দুর রউফ ও মহাব্বাত আলীসহ ৩৭ জনকে আসামী করা হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৫ মার্চ ২০০৪

(২১৯৫)
শ্রীমঙ্গলে সংখ্যালঘু পরিবারের বিয়ের অনুষ্ঠানে আবারও হামলা বরসহ আহত ১০, গ্রেফতার-২

শ্রীমঙ্গল (মৌলভীবাজার) প্রতিনিধি ঃ তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে শ্রীমঙ্গলে আবারও একটি সংখ্যালঘু পরিবারের বিয়ের অনুষ্ঠানে সশস্ত্র হামলা হয়েছে। হামলাকারীদের দায়ের কোপে ও রডের আঘাতে ১০ জন আহত হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে গত বুধবার রাত সাড়ে ৮টায় শহরের সিন্দুরখান রোডে। এ ঘটনায় জড়িত অভিযোগে সুমন ও আনোয়ার নামে দু যুবককে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বুধবার রাত সাড়ে সাতটার দিকে সুমন, হুমায়ুন, খোকন, আহাদ ও আনোয়ারের নেতৃত্বে ৮-১০ জনের একদল যুবক দা ও লোহার রড নিয়ে শহরের সিন্ধুর খান রোডে জহরলাল কানুর বাসায় হামলা চালায়। এ সময় ওই বাসায় তার ছেলে উজ্জল কানুর বিয়ের গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান চলছিল। হামলাকারীদের দায়ের কোপে ও রডের আঘাতে উজ্জল কানু, ভাই শিবনারায়ণ কানু, নিকেল কানু, জগন্নাথ কানুসহ ১০ জন আহত হয়েছেন।

এ ঘটনায় বরের কাকা অনন্তলাল কানু পাঁচজনের নাম উল্লেখ করে শ্রীমঙ্গল থানায় একটি মামলা করেছেন।

জানা যায়, সিন্দুর খান রোডের একটি সেলুনে ওই দিন বিকেলে আগে সেইভ করা নিয়ে সুমন ও উজ্জলের মধ্যে কথা কাটাকাটিকে কেন্দ্র করে এ হামলার ঘটনা ঘটে। পুলিশ জানায়, হামলাকারীরা গত ২৯ ফেব্রুয়ারি শহরের নতুনবাজারে জনতা ব্রিকস অফিসের শাটার বন্ধ করে অফিস ম্যানেজার জীবন দত্তকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে আহত করে।

প্রথম আলো, ৫ মার্চ ২০০৪

(২১৯৬)
বরিশালে চাঁদাবাজদের ভয়ে এক পরিবার ঘরছাড়া

বরিশাল অফিস ঃ কোতোয়ালীর চরমোনাইয়া মক্রুপপ্রতাব গ্রামে এক সংখ্যালঘু পরিবারের কাছে সন্ত্রাসীরা এক লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে। প্রাণের ভয়ে পরিবারের সদস্যরা আশ্রয় নিয়েছে শহরে। ঐ গ্রামের প্রধান স্কুল শিক্ষক সতীশ চন্দ্র ঘোষের পুত্র প্রকৌশলী রতন ঘোষ অতি সম্প্রতি জার্মানীতে পড়াশুনা সেরে দেশে ফিরলে ২৫ ফেব্রুয়ারি সন্ত্রাসীরা উড়ো চিঠি দিয়ে তার কাছে এক লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে। অন্যথায় তাকে জীবনে মেরে ফেলার হুমকি দেয়। পরদিনই ঐ প্রকৌশলী তার পিতামাতাকে নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যান। এ ব্যাপারে থানায় জিডি করা হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক, ৫ মার্চ ২০০৪

(২১৯৭)
বাঁশখালীতে ১১ জনকে পুড়িয়ে হত্যা মামলার আরও ১ আসামী গ্রেফতার

চট্টগ্রাম অফিস ঃ চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে ১১ জনকে পুড়িয়ে হত্যা মামলার আরও এক আসামীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গ্রেফতারকৃত আসামীর নাম মোঃ নজরুল ইসলাম (৩২)।

জানা গেছে, চট্টগ্রামে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভায় বাঁশখালীর এমপি এবং বন ও পরিবেশ প্রতিমন্ত্রী জাফরুল ইসলাম চৌধুরী বাঁশখালীর ওই ১১ জনকে পুড়িয়ে মারার ঘটনার হোতাদের গ্রেফতার করতে না পারায় পুলিশের ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এরপর পুলিশি তৎপরতা বেড়ে যায়। এর ফলে ১১ জনকে পুড়িয়ে হত্যা মামলায় পূর্বে গ্রেফতারকৃত আসামী আহাম্মদ মিয়া ওরফে তোতার দেওয়া ১৬৪ ধারায় জবানবন্দী মোতাবেক গত ২ মার্চ দুপুর দেড়টার দিকে পুলিশ বাঁশখালীর মোশারফ মিয়ারহাট এলাকা থেকে অপর আসামী মোঃ নজরুল ইসলাম (৩২)কে গ্রেফতার করেছে।

আজকের কাগজ, ৬ মার্চ ২০০৪

(২১৯৮)
মোরেলগঞ্জে সংখ্যালঘু নির্যাতন মামলার আসামীদের তাণ্ডব

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাগেরহাট ঃ জেলার মোরেলগঞ্জ চিংড়াখালীতে গণধর্ষণ ও সংখ্যালঘু নির্যাতন মামলার আসামীরা প্রকাশ্য বাজারের মধ্যে বাদী উত্তম মণ্ডলের ওপর চড়াও হয়ে তাঁকে হত্যা ও অপহরণের চেষ্টা করেছে। এ ঘটনায় সম্প্রতি সেখানে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত গ্রামগুলোতে আবারও তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

গত সংসদ নির্বাচনের পর থেকে অপরাধপ্রবণ মোরেলগঞ্জ উপজেলার সংখ্যালঘু অধ্যুষিত গোপালপুর, চিংড়াখালি, চরগোপালপুর ও সিংজোড়াসহ সংলগ্ন কয়েকটি গ্রামে চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা ক্ষমতাসীন জোটের নামে বেপরোয়া হয়ে ওঠে। ধর্ষণ থেকে শুরু করে চাঁদাবাজি, ডাকাতি, জায়গা-জমি দখলসহ নানা অত্যাচার-নির্যাতনের মাধ্যমে তারা সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। অত্যাচারের মুখে অনেকে এলাকা ছাড়তে বাধ্য হয়। কেউ টু-শব্দ করতে সাহস পায় না। এ অবস্থায় সেখানে সন্ত্রাসীরা চাঁদা না পেয়ে শিক্ষক পরীক্ষিত রায়কে প্রকাশ্যে হামলা চালিয়ে রক্তাক্ত জখম করে। নলিন রায়ের জমি-বাড়ি দখল করে নেয়। বনমালি মণ্ডল অত্যাচারের মুখে গ্রাম ছাড়ে। ধরে নিয়ে যাওয়ার পর আজও সন্ধান মেলেনি ললিত মণ্ডলের। তার জায়গা-জমি, বাড়ি-ঘর এখনও সন্ত্রাসীদের দখলে। উত্তম মণ্ডলের বাড়িতে একাধিকবার ডাকাতি ও গণধর্ষণ চালায়। সর্বশেষ গত ৮ মে রাতে সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা বাড়িতে চড়াও হয়ে উত্তমের স্ত্রীকে গণধর্ষণ করে। লুটে নেয় তার কলেজ পড়ুয়া বোনের সম্ভ্রম। এরপর সমুদয় মালামাল নিয়ে উল্লাস করতে করতে চলে যায়। এ ঘটনায় সংশ্লিষ্ট থানা পুলিশ তখন মামলা নেয়নি। অবশেষে ওই এলাকার কয়েকশ' লোক বাগেরহাট প্রেসক্লাবে হাজির হয়ে গত ৯ জুলাই সংবাদ সম্মেলন করে। এ খবর প্রকাশিত হলে প্রশাসন ও পুলিশের টনক নড়ে। ঘটনার দু'মাস পরে ধর্ষণ ও ডাকাতির ঘটনায় পৃথক দু'টি মামলা পুলিশ রেকর্ড করে। এছাড়া পরীক্ষিত রায় ও নলিনী রায় বাদী হয়ে আরও দু'টি মামলা করেন। এ সময়ে প্রশাসন ও পুলিশের চাপে সন্ত্রাসীরা কিছুদিন গা-ঢাকা দেয়। কিন্তু তারা ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যায়।

তারা এলাকায়-ফিরে আবার তাণ্ডব শুরু করেছে এবং উল্লিখিত মামলার বাদীদের ওপর চড়াও হয়। ঘোষণা দেয়, মামলা তুলে না নিলে সবাইকে হত্যা করা হবে। এ অবস্থায় ১ মার্চ রাতে আসামী মান্নান, দিদার, লিন্টু বক্স, কামাল, আসাদ ও পাভেলসহ ১২/১৪ সশস্ত্র সন্ত্রাসী চিংড়াখালি বাজারে প্রকাশ্যে উত্তম মণ্ডলের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ওপর হামলে পড়ে। তারা অস্ত্রের মুখে তাকে অপহরণ করে হত্যার চেষ্টা চালায়। এ সময়ে আক্রান্ত উত্তম প্রাণ বাঁচাতে চীৎকার দেয়। তখন ওই বাজারে উপস্থিত শত শত লোক ছুটে এলে সন্ত্রাসীরা দু'দিনের মধ্যে মামলা তোলা না হলে কেউই তাকে রক্ষা করতে পারবে না বলে হুমকি দিয়ে চলে যায়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৬ মার্চ ২০০৪

(২১৯৯)
কুলাউড়ায় খাসিয়া উচ্ছেদ অভিযান ঃ ৬ পরিবারের বাড়িঘর ভাঙচুর

স্টাফ রিপোর্টার, সিলেট অফিস ঃ জেলার কুলাউড়া উপজেলার গোজাছড়া পাহাড়ের আদিবাসী খাসিয়ারা উচ্ছেদ আতঙ্কে ভুগছে। শুক্রবার বন বিভাগের লোকজন ৬টি খাসিয়া পরিবারের ঘরবাড়ি ভাঙচুর করে মালামাল নিয়ে গেছে। ক্ষতিগ্রস্ত খাসিয়ারা অভিযোগে জানিয়েছে, বন বিভাগের লোকজন বেআইনিভাবে তাদের ঘরবাড়ি থেকে উচ্ছেদ করেছে। গোজাছড়া পানপুঞ্জির ৩৫টি পরিবারের ২ শতাধিক লোক এখন নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। অভিযোগে জানা গেছে, গত ২৬ ফেব্রুয়ারি কুলাউড়া থানার ওসি এক নোটিসে আদিবাসীদের ৮ মার্চ তাদের জমিজমার সপক্ষে কাগজপত্র নিয়ে থানায় হাজির হতে বলেন। কিন্তু ৮ মার্চের পূর্বেই ৫ মার্চ শুক্রবার বন বিভাগের লোকজন জমির মালিকানা দাবি করে উচ্ছেদ অভিযান শুরু করে। ৬টি পরিবারের বসত ঘর উচ্ছেদের ফলে তারা এখন খোলা আকাশের নিচে বাস করছে। খাসিয়ারা জানায়, প্রায় ৭০ বছর পূর্বে ইয়াং খাসিয়া কুলাউড়া পৃত্থিম পাশা স্টেটের জমিদার আলী হায়দার খান এবং আলী আজগর খানের কাছ থেকে ১০ হাজার টাকা খাজনার বিনিময়ে ২শ' ৬৫ হাল ভুমি স্থায়ী বন্দোবস্ত গ্রহণ করেন। সেই থেকে উক্ত জমিতে তারা বসবাস করে আসছে। উল্লিখিত ভূমিতে পান চাষের মাধ্যমে তারা জীবিকা নির্বাহ করে আসছে। জমির বন্দোবস্তীয় কাগজপত্র খাসিয়াদের কাছে রয়েছে। মৌলভীবাজার প্রথম জজ আদালতে এই সংক্রান্ত একটি মামলাও রয়েছে বলে খাসিয়ারা জানায়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৭ মার্চ ২০০৪

(২২০০)
আগৈলঝড়ায় কালীমন্দিরের প্রতিমা ভাঙচুর করেছে সন্ত্রাসীরা

গৌরনদী প্রতিনিধি ঃ বরিশালের আগৈলঝড়া উপজেলার মোল্লাপাড়ায় সার্বজনীন কালী মন্দিরের প্রতিমা ভাঙচুর করেছে স্থানীয় সন্ত্রাসীরা।

জানা গেছে, ২১ ফেব্রুয়ারি মোল্লাপাড়া গ্রামের সার্বজনীন কালী মন্দিরের বারান্দায় পার্শ্ববর্তী মুসলিম পাড়ার বাচ্চু গাজীর নেতৃত্বে ৫/৬ জন যুবক প্রতিদিন তাস খেলতো। এ নিয়ে মন্দিরের সেবায়েত মতিলাল সরকার তাদের নিবৃত করতে বহু চেষ্টা করেন। এতে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে মন্দিরের কালী প্রতিমা ভাঙচুরসহ মন্দিরের ক্ষতিসাধন করে। বর্তমানে তারা বিষয়টি স্থানীয়ভাবে মীমাংসার চেষ্টা চালাচ্ছে।

বিষয়টি স্থানীয়ভাবে মীমাংসার উদ্যোগ নেওয়া হলেও স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। গত ১ মার্চ আগৈলঝড়া থানা পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করলেও এ ঘটনায় থানায় এখনও পর্যন্ত কোনও মামলা দায়ের করা হয়নি।

আজকের কাগজ, ৭ মার্চ ২০০৪

(২২০১)
মান্দায় একটি আদিবাসী পরিবারকে উচ্ছেদ করে সম্পত্তি দখল

নওগাঁ থেকে সংবাদদাতা ঃ নওগাঁর মান্দায় পরিকল্পিতভাবে জনৈক প্রভাবশালী ভূয়া রেজিস্ট্রি করে পত্তনকৃত খাস সম্পত্তি থেকে এক আদিবাসী পরিবারকে উচ্ছেদ করে রাতারাতি বাড়িঘরসহ ১ বিঘারও বেশি সম্পত্তি দখল করে নিয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে মান্দা উপজেলার

ভারসো ইউনিয়নের কালিসভা গ্রামে। ওই গ্রামের বাংগা সিং নামে এক আদিবাসী সরকারি নীতিমালার আওতায় ওই সম্পত্তি পত্তন পায়। তার ৪ ছেলে ভবেন্দ্র নাথ, ভূপেন্দ্রনাথ তার স্ত্রী এবং মা নিজ বাড়িতে ছিল। পর্যায়ক্রমে ষড়যন্ত্রকারীরা ভূপেনের স্ত্রীকে বিতাড়িত করে। তার পিতার মৃত্যুর পর মাও ভারতে চলে যায়। এই সুযোগে ৪ ভাইয়ের নাম দিয়ে ওই গ্রামের প্রভাবশালী আবদুল গফুর, আলাউদ্দিনসহ ৩ জন ভূয়া দলিল করে সম্পত্তি ক্রয় করেছে বলে প্রচার চালায়। এরই এক পর্যায়ে অতি সম্প্রতি আবদুল গফুর রাতের অন্ধকারে পরিবারসহ ভূপেনের বাড়ি দখল নেয় এবং ভূপেনকে রহস্যজনকভাবে ওই বাড়িতে আশ্রিত হিসেবে রেখে দেয়।

সংবাদ, ৭ মার্চ ২০০৪

(২২০২)
জামালপুরে গারো তরুণী ধর্ষণ ঃ পাঁচ যুবকের যাবজ্জীবন

জামালপুর, ৭ মার্চ, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ আদিবাসী এক গারো তরুণীকে গণধর্ষণের দায়ে ৫ লম্পট যুবকের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছে। রবিবার জেলার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল আদালতের বিচারক এসএম হেলাল উদ্দিন এ রায় প্রদান করেন। দণ্ডিত আসামীরা হচ্ছে নাসির, রোকন, লিটন, জাহাঙ্গীর ও কামাল। এদের বাড়ি বকশীগঞ্জের ধানুয়া কামালপুর ইউনিয়নের সাতানীপাড়া গ্রামে। জানা গেছে, এরা গত বছর ৭ আগস্ট একই ইউনিয়নের সোমনাথপাড়ার আদিবাসী পল্লীতে হানা দিয়ে লিনিতা মারাক নামে এক গারো তরুণীকে ধর্ষণ করে। ঘটনার পর নাছির ও রোকন ধরা পড়ে। অন্যরা পলাতক রয়েছে। আদালত এদের প্রত্যেককে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১ লাখ টাকা করে জরিমানা ও অনাদায়ে আরও ২ বছর করে কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৮ মার্চ ২০০৪

(২২০৩)
পীরগাছায় সংখ্যালঘু পরিবারের জমি দখল ঃ উচ্ছেদের হুমকি

পীরগাছা (রংপুর) থেকে সংবাদদাতা ঃ রংপুরের পীরগাছায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এক বিধবাকে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদের হুমকি দিয়েছে প্রভাবশালী সন্ত্রাসী বাহিনী। ইতোমধ্যে সন্ত্রাসী বাহিনীর নেতা বক্কর বিধবার সাড়ে ৯ শতাংশ জমি দখল নিয়েছে এবং সাতদিনের মধ্যে তাকে অন্যত্র চলে যেতে বলেছে। এ ঘটনায় এলাকার সংখ্যালঘুদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে।

গত বুধবার স্থানীয় সাংবাদিকরা ঘটনাস্থল উপজেলার কালিগঞ্জ সংলগ্ন গঙ্গানারায়ণ গ্রামে গেলে এলাকাবাসী জানায়, ওই গ্রামের মৃত ভোলা চন্দ্রের স্ত্রী অনিতা বালা (৫২) ৫ ছেলে ও ২ মেয়ে নিয়ে স্বামীর রেখে যাওয়া বসতবাড়ি ও আবাদি সাড়ে ৯ শতাংশ জমি চাষাবাদ করে অতিকষ্টে দিনাতিপাত করে আসছিল। কিন্তু একই গ্রামের চিহ্নিত সন্ত্রাসী বক্কর মিয়া গত প্রায় ৩ বছর আগে তার সশস্ত্র দলবল নিয়ে প্রকাশ্যে বিধবার আবাদি সাড়ে ৯ শতাংশ জমি দখল করে নেয়। এ ব্যাপারে বিধবা কয়েক দফা সালিশ বৈঠক ডাকলেও কোন সুরাহা হয়নি। বরং উলটো বক্কর মিয়া ওই জমি ক্রয়ের জন্য বায়না করেছে দাবি করে আদালতে বিধবার নামে একটি মামলা দায়ের করে, যা নিু আদালতে বিচারাধীন থাকার পর হাইকোর্টে তা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে।

মামলার রায়ের পর অনিতা বালা পুনরায় গ্রামের লোকজনের কাছে বিচার দাবি করলে সন্ত্রাসী বক্কর ও তার দল ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। সন্ত্রাসীরা প্রকাশ্যে বিধবার বাড়িতে গিয়ে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদের হুমকি দেয় এবং সাতদিনের মধ্যে বাড়িঘর ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বলে। সন্ত্রাসীরা সশস্ত্র অবস্থায় থাকার কারণে গ্রামের অন্য সংখ্যালঘুরা প্রতিবাদ করতে পারেনি। সন্ত্রাসীরা প্রতিদিনই প্রায় সংখ্যালঘু পাড়ায় গিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করে আসছে।

বিধবা অনিতা বালা ও তার পরিবারের অন্যরা জানায়, তারা অসহায়। বেদখল হয়ে যাওয়া ৯ শতাংশ জমি ফিরে পেতে সরকার তথা আইনি সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সাহায্য কামনা করেন। এলাকার ইউপি সদস্য ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন। তারা জানান, বক্কর এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসী। তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপরাধের অভিযোগ রয়েছে।

সংবাদ, ৮ মার্চ ২০০৪

(২২০৪)
রাঙ্গামাটিতে ১০ উপজাতীয়কে অপহরণ করে দু'জনকে হত্যা

রাঙ্গামাটি প্রতিনিধি ঃ পার্বত্য জেলা রাঙ্গামাটিতে সশস্ত্র উপজাতীয় সন্ত্রাসীদের হাতে শান্তি চুক্তি সমর্থিত ১০ উপজাতি অপহৃত হয়েছেন। অপহরণকারীরা এদের মধ্যে দুজনকে গুলি করে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। শনিবার রাত ১১ টায় জেলার বন্দুকভাঙা ইউনিয়নের কড়াইল্যামুড়া গ্রামে এ অপহরণের ঘটনা ঘটে। অপহৃতদের হাতে নিহতরা হচ্ছেন চিত্ত কুমার চাকমা (২৭) এবং যুদ্ধধন চাকমা ওরফে ক্ষেপুয়া (২৮)। এর মধ্যে চিত্ত কুমার চাকমা জেএসএস সদস্য বলে জানা গেছে। জেএসএস এ ঘটনার জন্য চুক্তিবিরোধী ইউপিডিএফকে দায়ী করেছে। তারা গতকাল অপহৃতদের মুক্তি এবং অপহরণকারীদের গ্রেফতার ও শাস্তির দাবিতে রাঙ্গামাটি শহরে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানায়, শনিবার রাত ১১টার দিকে ৩০/৪০ অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী বন্দুকভাঙ্গা ইউনিয়নের কড়াইল্যামুড়া এলাকায় হানা দিয়ে চুক্তি সমর্থক ১০ উপজাতিকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। এরা হচ্ছে— কড়াইল্যামুড়া গ্রামের হামেদ কুমার কারবারী (৫০), বিরাগমনি চাকমা (৩৫), কান্তি চাকমা (২৫), প্রভাত চাকমা (৫২), সাধনমনি চাকমা (৪২), সুমতি রঞ্জন চাকমা (৩৩), প্রলাদ আদাম গ্রামের কংস চাকমা (৫৫), এবং বরকলের কান্তি চাকমা (২৪), বিন চাকমা (২৫) ও যুদ্ধধন চাকমা (৩০)। সূত্র জানায়, সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা অপহরণস্থল থেকে কিছু দূরে সাহজ বান্ধাঘাট এলাকায় গিয়ে তাদের মধ্যে জেএসএস সদস্য চিত্ত কুমার চাকমা এবং যুদ্ধধন চাকমাকে গুলি চালিয়ে হত্যা করে লাশ ফেলে রাখে এবং অপর আটজনকে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যায়।

এদিকে জেএসএস এ ঘটনার জন্য ইউপিডিএফকে দায়ী করে রোববার বিকালে শহরে বিক্ষোভ মিছিল এবং শিল্পকলা একাডেমী চত্বরে প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে। জেএসএস জেলা কমিটির সভাপতি গুনেন্দু চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক পলাশ চাকমা, জেএসএস নেতা জুলি মং মারমা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। ইউপিডিএফ নেতা শান্তি দেব এবং তাপস জ্যোতি চাকমার নেতৃত্বে এই অপহরণ ও হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে বলে নেতৃবৃন্দ দাবি করেন। সমাবেশ থেকে অবিলম্বে অপহৃতদের মুক্তির দাবি জানিয়ে বলা হয়, অন্যথায় বৃহত্তর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

যুগান্তর, ৮ মার্চ ২০০৪

(২২০৫)
বাঁশখালীতে গণহত্যার হোতা প্রতিমন্ত্রীর ভাই আটক দুর্বৃত্তের স্বীকারোক্তি, বিএনপি নেতাকে বাঁচাতে পুলিশ মরিয়া

চট্টগ্রাম অফিস ঃ দক্ষিণ চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে এগারজনকে নৃশংসভাবে আগুনে পুড়িয়ে মারার ঘটনার সঙ্গে বন ও পরিবেশ প্রতিমন্ত্রীর ভাই বিএনপি নেতা এবং ৫নং কালীপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আমিনুল ইসলাম জড়িত ছিল বলে স্বীকার করেছে কিলিং স্কোয়াড সদস্য মাহবুবুর রশীদ (৩০)। গতকাল মঙ্গলবার পুলিশ তাকে গ্রেফতারের পর সাংবাদিকদের কাছে সে এই তথ্য প্রকাশ করে। সে জানায়, ঘটনার আগে এবং পরে অপর কিলিং স্কোয়াড সদস্য মোক্তার আহমদ তাকে বলেছে, আমিন চেয়ারম্যান যে টাকা দিয়েছে তা শহরে গেলে ভাগ হবে। সে যেন শহরে গিয়ে তার টাকা বুঝে নেয়। গ্রেফতারকৃত মাহবুবুর সাংবাদিকদের কাছে এই কথা বলার সময় পুলিশ তাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিয়ে নতুন করে ঘটনা সাজানোর চেষ্টা চালায়।

কিলারের মুখ দিয়ে মূল গডফাদার হিসেবে বিএনপি নেতা আমিনুল ইসলামের নাম বেরিয়ে পড়ায় পুলিশ প্রশাসন বিব্রত অবস্থায় পড়ে। এতোদিন পর্যন্ত পুলিশ এই ঘটনাটিকে নিছক ডাকাতি বলে প্রচার করে মূল অপরাধী ঐ বিএনপি নেতাকে রক্ষার জন্য চেষ্টা করে আসছিল। ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদানের জন্য পুলিশ আজ গ্রেফতারকৃত মাহবুবুর রশীদকে আদালতে হাজির করবে বলে জানা গেছে। পুলিশ জানায়, ইতিপূর্বে গ্রেফতারকৃত আহমদ হোসেন তোতাইয়ার আদালতে দেওয়া স্বীকারোক্তির সূত্র ধরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে নগরীর পাঁচলাইশ থানা পুলিশ গতকাল সকাল দশটার দিকে বহদ্দারহাট মোড় এলাকা থেকে মাহবুবুর রশীদকে গ্রেফতার করে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে সে নিজেকে নিজাম নামে পরিচয় দিয়ে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করে। পরবর্তী সময়ে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তার প্রকৃত নাম মাহবুবুর রশীদ এবং সে বাঁশখালীতে এগারজনকে পুড়িয়ে মারার সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করে।

জেলা গোয়েন্দা পুলিশের কার্যালয়ে বসে মাহবুবুর রশীদ সাংবাদিকদের জানায়, বাঁশখালী ডোংরা গ্রামের নূরুল ইসলাম তার পিতা। এক সময় সে ট্রাকের হেলপারের কাজ করতো। ঘটনার দিন মোক্তার আহমেদ নামে স্থানীয় এক লোক তাকে বলে আমিন চেয়ারম্যান তাকে একটি কাজ দিয়েছে। এবং আরো কয়েকজন মিলে তারা এই কাজটি করবে। এই কাজের জন্য আমিন চেয়ারম্যান টাকা দিয়েছে বলে মোক্তার তাকে জানিয়েছে। এরপর তারা দু'টি এলজি এবং মাত্র একটি লাঠি নিয়ে কাজে বেরিয়ে পড়ে। সে আরো জানায়, তারা প্রথমে সাহেব বাজার এলাকায় রাস্তার ওপর অবস্থান নেয়। পরবর্তী সময়ে সাধনপুর শীল পাড়ায় গিয়ে তেজেন্দ্র শীলের বাড়িতে হানা দেয়। গ্রেফতারকৃত মাহাবুবুর রশীদ এতোটুকু বলার পর পরবর্তী ঘটনা বলতে গেলে পুলিশ তাকে বাধা দিয়ে বলে 'এই ব্যাটা ঐটা বল তোদের ওপর যে এসিড ছুড়ে মেরেছিল। যে কারণে তোরা ক্ষিপ্ত হয়ে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিস'।

মাহবুবুর রশীদ এই প্রতিবেদককে জানায়, তার সঙ্গে আরো যারা ছিল তাদের মধ্যে মোক্তার আহম্মদ, আহম্মদ হোসেন, প্রকাশ তোতাইয়া, মোঃ করিমকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। বাকীদের মধ্যে দুলা মিয়া, আহম্মদ হোসেন, ডোংরার আমিনূল হক, আকবর, বক্কর, ফজলুর রহমান ওরফে মৌলভী ঘটনার পর থেকে পলাতক রয়েছে। এই সন্ত্রাসী দলের গডফাদার কে জানতে চাইলে সে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে বলে তার তার নাম আমি বলতে পারবো না। তবে এটা জানি মোক্তার ঘটনার আগে এবং পরে আমাকে বলেছে আমিন চেয়ারম্যান আমাদের এই কাজের জন্য টাকা দিয়েছে। চট্টগ্রাম শহরে সেই টাকা ভাগ হবে। সে যেন শহরে গিয়ে তার টাকা নিয়ে আসে। শহরে আসলে বিস্তারিত কথা হবে বলে জানিয়ে ঘটনার পরপরই মোক্তার বাঁশখালী থেকে চলে আসে। এর মধ্যে মোক্তার পুলিশের হাতে গ্রেফতার হওয়ায় সে কোনো টাকা পায়নি বলে জানায়।

প্রসঙ্গত, গত বছরের ১৮ নবেম্বর মধ্যরাতে একদল সন্ত্রাসী দক্ষিণ চট্টগ্রামের বাঁশখালীর সাধনপুরের শীল পাড়ার তেজেন্দ্র শীলের বাড়ির দরজা বন্ধ করে আগুন লাগিয়ে দিলে নারী ও শিশুসহ ঐ পরিবারের এগারজন সদস্য নির্মমভাবে নিহত হয়। এই ঘটনা সারা দেশে ব্যাপক তোলপাড় সৃষ্টি করে। ঘটনার সঙ্গে স্থানীয় সাংসদ, বন ও পরিবেশ প্রতিমন্ত্রী জাফরুল ইসলামের ভাই এবং ৫নং কালীপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আমিনুল ইসলাম জড়িত থাকার ব্যাপারে শুরু থেকেই অভিযোগ উঠে আসছে। পুলিশ ও সরকারি মহল মন্ত্রীর ভাইকে রক্ষার জন্য ঐ ঘটনাকে ডাকাতি বলে চেষ্টা চালায়। এর আগে গ্রেফতারকৃত তোতাইয়া তার জবানবন্দিতে এই ঘটনার পেছনে এক গডফাদারের জড়িত থাকার কথা উল্লেখ করলেও ওই সময় সে ঐ গডফাদারের নাম উল্লেখ করতে রাজি হয়নি। ১৮ নবেম্বর এই ঘটনার পর বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে বিএনপি নেতা আমিনূল ইসলাম জড়িত থাকার ব্যাপারে উল্লেখ করা সত্ত্বেও ঐ সময় তিনি স্থানীয় সরকারমন্ত্রীর সঙ্গে চীন সফর করে আসেন। গতকাল মাহবুবুর রশীদের গ্রেপ্তারের খবর সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহলে ছড়িয়ে পড়লে তারা অভিমত ব্যক্ত করেন, গ্রেফতারকৃত মাহবুবুর রশীদকে দিয়েই পুলিশ চাইলে এই ঘটনার প্রকৃত হোতাদের চিহ্নিত করতে পারে। যদি নতুন করে আবার পানি ঘোলা করার চেষ্টা না হয়। বিএনপি নেতা গডফাদারকে বাঁচাতে পুলিশ ইতিমধ্যে নানা কৌশলের আশ্রয় নিয়েছে।

ভোরের কাগজ, ১০ মার্চ ২০০৪

(২২০৬)
শহীদ বুদ্ধিজীবী জোতির্ময় গুহর জমি দখল

বরিশাল অফিস ঃ শহীদ বুদ্ধিজীবী জোতির্ময় গুহ'র পৈত্রিক সম্পত্তি জনৈক ভূমিগ্রাসী ব্যক্তি দখল করে ঘরবাড়ি তৈরি ও বেড়া দিয়ে ঘিরে নেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ জবর দখলের ঘটনায় গভীর ক্ষোভ ও নিন্দা প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. শ্যামল আচার্য। বানারীপাড়া সদরে এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। তিনি অনতিবিলম্বে শহীদ বুদ্ধিজীবীর পৈত্রিক বাড়ি দখলমুক্ত এবং শহীদ পরিবারের সম্পত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ের নাম শহীদ বুদ্ধিজীবী জোতির্ময় গুহ'র নামে নামকরণের জন্য জেলা প্রশাসক ও সরকারের কাছে জোর দাবি জানিয়েছেন।

আজকের কাগজ, ১০ মার্চ ২০০৪

(২২০৭)
গ্রেপ্তারের পর সন্ত্রাসী মাহবুব সাংবাদিকদের বলল বাঁশখালীর ১১ খুনের জন্য আমিনুল চেয়ারম্যান টাকা দিয়েছিল

চট্টগ্রাম অফিস ঃ কালিপুর ইউপি চেয়ারম্যান এবং বাঁশখালী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম চৌধুরীর নির্দেশে বাঁশখালীর সংখ্যালঘু পরিবারের ১১ জনকে পুড়িয়ে হত্যা করা হয় বলে এক সন্ত্রাসী জানিয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে সাংবাদিকদের কাছে ঘটনার বর্ণনা দেওয়ার সময় এই রাজনৈতিক নেতার নাম প্রকাশ করে সন্ত্রাসী মাহবুবুর রশীদ (৩০)। আমিনুল ইসলাম বন ও পরিবেশ প্রতিমন্ত্রী জাফরুল ইসলাম চৌধুরীর চাচাতো ভাই।

জেলা পুলিশের সহায়তায় গতকাল মঙ্গলবার পাঁচলাইশ থানা পুলিশ নগরীর বহদ্দারহাট এলাকা থেকে সন্ত্রাসী মাহবুবুর রশীদকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারের পরই সে প্রথমে নিজেকে নেজাম নামে পরিচয় দেয়। পরে স্থানীয় লোক ডেকে এনে সনাক্ত করা হয় তাকে। সে আসলে নেজাম নয়, মাহবুব। গত বছরের ১৮ নবেম্বর বাঁশখালী সাধনপুর ইউপির শীলপাড়ায় শিশু ও মহিলাসহ ১১ জনকে পুড়িয়ে মারার ঘটনায় সে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল।

স্থানীয় লোকজন তার আসল পরিচয় প্রকাশ করলে সে নিজেকে মাহবুব বলে স্বীকার করে। বাঁশখালীর ডোংরা ইউনিয়নের পূর্ব পলোয়ানপাড়ার নূরুল ইসলামের ছেলে সে। তার বিরুদ্ধে তিন বছর আগে দায়ের করা একটি মামলা আছে বলে জেলা পুলিশ জানায়। মাহবুব নিজেও এই মামলার কথা স্বীকার করেছে।

গতকাল বিকেলে প্রথম আলোসহ একাধিক পত্রিকা ও টিভি চ্যানেলের সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে সে জানায়, ডাকাতি করা তার পেশা নয়। জনৈক মোক্তারের ((১১) খুনের ঘটনায় গ্রেপ্তারের পর ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি নেওয়ার চেষ্টা করা হলে যে দুবার আত্মহত্যার চেষ্টা চালায়) পরামর্শে তারা শীলপাড়ায় হানা দেয়। কী উদ্দেশ্যে হানা দিয়েছে তা সে আগেভাগে জানত না। তবে মোক্তার তাকে বলেছে, শীলপাড়ায় একটি কাজ করতে আমিনুল চেয়ারম্যান টাকা দিয়েছে।

মাহবুব আরো জানায়, ১৮ নবেম্বর রাতে শীলপাড়ার বাড়িতে হানা দেওয়ার পর মাটির তৈরি দোতলা ঘর থেকে এসিড ছুড়ে মারলে দুলা মিয়া, মোক্তার, আকবর, রুবেল ও আমিনুলের শরীরের কিছু অংশ ঝলসে যায়। আক্রান্ত সন্ত্রাসীরা সঙ্গে সঙ্গে পানি ছিটিয়ে দেয় নিজ নিজ শরীরে। আর রুবেলের পরামর্শে ঘরের নিচতলার ক্যালেন্ডারে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হলে মুহূর্তে তা ছড়িয়ে পড়ে। অবশ্য সে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয় বলে দাবি করে। এই অভিযানে তাদের কাছে দুটি এলজি এবং একটি লাঠি ছিল।

সাংবাদিকদের সামনে চেয়ারম্যান আমিনুলের জড়িত থাকার কথা বললে জেলা পুলিশের একজন কর্মকর্তা তাকে চোখ রাঙায়। এরপর সে অসংলগ্ন কথাবার্তা বলতে থাকে। এ পর্যায়ে সাংবাদিকরা মাহবুবকে কথা বলার সময় নির্দেশনা বা বাধা না দিতে পুলিশকে অনুরোধ জানান। বিটিভি এবং অন্যান্য টিভি চ্যানেলের ক্যামেরার সামনে মাহবুবকে দাঁড় করানো হলে এএসপি পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা 'এসিডদগ্ধ হওয়ার কারণে ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়'—এ কথা বলতে নির্দেশ দেন। একই সঙ্গে মাহবুবকে আবার চোখ রাঙিয়ে দেয় অপর একজন কর্মকর্তা যাতে সে আমিনুল চেয়ারম্যানের নাম প্রকাশ না করে। বিটিভি একবার বক্তব্য নিলেও আবার পুলিশের পরামর্শে দ্বিতীয়বার তার বক্তব্য ধারণ করে।

উল্লেখ্য, গত বছরের ১৮ নবেম্বর নৃশংস এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশ মোক্তার ও তোতাইয়াকে যথাক্রমে গত ১০ জানুয়ারি ও ১৮ ফেব্রুয়ারি গ্রেপ্তার করে। এ ঘটনায় মাহবুবসহ কিলিং স্কোয়াডের মোট তিনজন গ্রেপ্তার হলো।

প্রথম আলো, ১০ মার্চ ২০০৪

(২২০৮)
বাঁশখালীর ঘটনায় আরো এক গ্রেফতার, মাহবুব রশীদ ও আর্মি হাসানের তথ্যে মিল ঃ ১১ জনকে পুড়িয়ে মারার ঘটনা নিছক ডাকাতি নয়

চট্টগ্রাম অফিস ঃ বাঁশখালীর শীলপাড়ার ১১ জনকে কি পরিকল্পিতভাবে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়? আর হত্যাকারীদের মদদদাতা কি ইউপি চেয়ারম্যান আমিনূর রহমান চৌধুরী? কিলিং স্কোয়াডের দুই সদস্য মাহবুবুর রশীদ ও আর্মি হাসান গ্রেফতারের পর এ রকম তথ্যই প্রকাশ করেছে পুলিশ ও সাংবাদিকদের কাছে। তাদের দুজনের বক্তব্য প্রায় অভিন্ন এবং শীলপাড়ার ঘটনাটি নিছক ডাকাতি নয়, রহস্যময় বলে মন্তব্য করেছে আর্মি হাসান।

সিএমপির উপ-কমিশনার (উত্তর) মিয়া লুৎফর রহমান গতকাল বুধবার দুপুরে জানান, 'বহদ্দারহাট এলাকায় ঘোরাফেরার সময় গত সোমবার বেলা ১১ টায় মাহবুবুর রশীদের সঙ্গে আর্মি হাসান ধরা পড়ে। হাসান নিজেকে সেলিম নামে পরিচয় দিলে তাকে শনাক্ত করতে সময় নিতে হয় আমাদের। এ কারণে গ্রেফতারের বিষয়টি আমরা মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত প্রকাশ করিনি।'

গ্রেফতারকৃত সন্ত্রাসী মাহবুবুর রশীদকে গতকাল বাঁশখালীর ম্যাজিস্ট্রেট খলিল আহমদের আদালতে হাজির করে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি নেওয়া হয়। গতকাল দুপুরে পৌনে ২টা থেকে সন্ধ্যা পৌনে ৬টা পর্যন্ত একটানা ৪ ঘন্টা জবানবন্দি নেওয়া হলেও ম্যাজিস্ট্রেট খলিল আহমেদ ও মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এএসপি ক্লারেন্স গোমেজ এ বিষয়ে মুখ খুলছেন না। তবে ওই সময় আদালতের আশপাশে শত শত উৎসুক মানুষের ভিড় দেখা গেছে।

উল্লেখ্য, রশীদ ধরা পড়ার পর গত মঙ্গলবার বিকেলে এসপির অফিসে প্রথম আলোসহ বিভিন্ন পত্রিকা ও টিভি চ্যানেলের সাংবাদিকদের কাছে শীলপাড়া ঘটনার জন্য নির্দেশদাতা হিসেবে কালীপুর ইউপি চেয়ারম্যান ও উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আমিনূর রহমান চৌধুরীর নাম বলেছে। আমিন চেয়ারম্যানই তার সহযোগী মোক্তারকে টাকা দিয়ে ঘটনাটি ঘটায় বলে সে জানায়।

আর্মি হাসানের বক্তব্য ঃ আর্মি হাসান গতকাল দুপুরে পাঁচলাইশ থানা ভবনে প্রথম আলোকে শীলপাড়া ট্রাজেডির বর্ণনা দিয়ে জানায়, মোট ১৪ জন এই অভিযানে অংশ নেয়। অংশগ্রহণকারী সন্ত্রাসীদের মধ্যে একমাত্র তার বাড়ি চন্দনাইশ উপজেলার বৈলতলী এলাকায়। বাকি ১৩ জনই বাঁশখালীর বাসিন্দা। আর মোক্তার ও মাহবুবুর রশীদের পরামর্শে সে শীলপাড়ার অভিযানে অংশ নেয়। ঘটনার এক মাস আগে আগ্রাবাদের একটি রেস্টুরেন্টে এই দুজনের সঙ্গে পরিচয় হয় তার। ওই বাড়িতে ৭ লাখ টাকা ছিল বলে লোভ দেখানো হয় তাকে। কিন্তু অভিযানে অংশ নিয়ে বুঝতে পারে ডাকাতির উদ্দেশ্যে শীলপাড়ায় আগুন লাগানো হয়নি। তার কাছে বিষয়টি এখনো 'রহস্যময়' মনে হচ্ছে।

হাসান আরো জানায়, তেজেন্দ্রলাল শীলের ঘরে পাঁচ-ছয়জন সহযোগী ঢুকে হৈচৈ জুড়ে দেয়। ওই সময় নিচতলায় বাড়ির কাউকে দেখা যায়নি। বাইরে অবস্থানরত সন্ত্রাসীরা চিৎকার করে বলতে থাকে, 'আঁরা আরো দুই-তিনবার এই বাড়িত আইস্যিলাম। হেই সমত কোনো জিনিসপত্র ন পাই। এবার আঁরা কোনো কিছু ন নিইয়ুম। শুধু অন দি পুড়ি মারি ফেলাইয়ুম।' বাইরে অবস্থানরত সহযোগীদের হৈচৈয়ের এক পর্যায়ে একজন ঘরে আগুন লাগিয়ে দিলে তা মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে গোটা ঘরে। কে আগুন লাগিয়েছিলো তা সে দেখেনি বলে জানায়।

আগুনে ভস্মীভূত হওয়ার আগে তেজেন্দ্রলালের ঘরের নিচতলায় আলমারি খোলা ছিল। সেখানে টাকা ও মালামাল দেখা গেলেও সহযোগী সন্ত্রাসীদের হুমকির কারণে কেউ কোনো মালামাল লুটে নেওয়ার সাহস পায়নি। তখনই এই অভিযানের উদ্দেশ্য নিয়ে তার মধ্যে সংশয় দেখা দেয়। সে আরো বলেছে, মোক্তার ও মাহবুবই বলতে পারবে কেন ওই বাড়িতে হানা দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য, গত বছরের ১৮ নবেম্বর রাতে সাধনপুর ইউপির শীলপাড়ায় হানা দিয়ে একটি সংখ্যালঘু পরিবারের ১১ জনকে পুড়িয়ে মারে সন্ত্রাসীরা। এ ঘটনায় দেশে-বিদেশে নিন্দার ঝড় ওঠে।

জানা গেছে, আর্মি হাসান ১৯৯১ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করে দু বছর পর সেনাবাহিনীতে সৈনিক হিসেবে যোগ দেয়। ২০০১ সালে দু মাসের ছুটিতে বাড়িতে এসে আর

কর্মস্থলে ফিরে যায়নি সে। সেনানিবাস থেকে কাজে যোগ দেওয়ার জন্য তিন দফা চিঠি পাঠানো হয় তার কাছে।

এ প্রসঙ্গে হাসান জানায়, পারিবারিক সমস্যা এবং কর্মস্থলে একঘেয়েমি চলে আসায় চাকরিতে তার যোগ দেওয়া হয়নি। সে প্যারাকমাণ্ডো হিসেবে সিলেটের জালালাবাদে প্রশিক্ষণ নেয় এবং অন্তত ৩০ বার বিমান থেকে প্যারাসুট নিয়ে নিচে লাফ দেয় বলে দাবি করে। চাকরি ছেড়ে কিছুদিন বাড়িতে হালচাষ করেছে সে। ওই সময় এলাকার কিছু সন্ত্রাসী জিনিস (অস্ত্র) দেখানোর কথা বলে তাকে ডাকাতি পেশায় নিয়ে আসে।

ব্যক্তিগত জীবনে সে দু সন্তানের জনক এবং বাঁশখালীর ট্রাজেডির দু সপ্তাহ পর ডবলমুরিং থানাধীন ঈদগাহ এলাকায় ২ হাজার ৪০০ টাকা ভাড়ায় একটি বাসা নেয়। আর ছোটপুল পুলিশ লাইনের সামনে 'আল্লাহর দান' নামের একটি ফুলের দোকান দিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করে আসছিল। এর আগে ১৮ নবেম্বর ঘটনার পর একদিন নগরীর কাজীর দেউরীতে এবং ১০ দিন কক্সবাজারে আত্মগোপনে ছিল সে।

এসিড-থেরাপি ঃ ১৮ নবেম্বর ঘটনার পরই সরকারি দল ও পুলিশ প্রশাসন থেকে এসিড নিক্ষেপের বিষয়টি প্রচার করা হয়। গত মঙ্গলবার চোখ রাঙিয়ে এবং হুমকি দিয়ে জেলা পুলিশের একাধিক কর্মকর্তা এ কথাটি রশিদের মুখে বলাতে বাধ্য করে। কিন্তু সেদিন এসিড নিক্ষেপের ঘটনাটি সত্য নয় বলে আর্মি হাসান স্বীকার করেছে। সে বলেছে, তেজেন্দ্রলাল পরিবারের পক্ষ থেকে কেউ এসিড মারেনি। এগুলো বানানো কথা। বরং শীলপাড়ার বাড়িতে আগুন লাগার পর সহযোগী ১৩ সন্ত্রাসী (যাদের বাড়ি বাঁশখালী) ঘটনাস্থলে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। এক দল পুড়িয়ে ফেলার পক্ষে ও অপর দল আগুনের বিপক্ষে অবস্থান নিলে দু গ্রুপের মধ্যে মারামারিও হয় বলে হাসান দাবি করে।

এদিকে আমিনুর রহমান চেয়ারম্যানের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে তার বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে অজ্ঞাত স্থান থেকে ইউপি চেয়ারম্যানের প্যাডে একটি প্রতিবাদ পাঠানো হয় কয়েকটি জাতীয় দৈনিকে (প্রথম আলোতে নয়)। তাকে জড়িয়ে প্রকাশিত সংবাদে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। প্রতিবাদপত্রে তিনি বলেছেন, এ ধরণের অভিযোগ হাস্যকর; বরং শীলপাড়ার ঘটনায় জড়িত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারে পুলিশকে সহযোগিতা করে আসছেন তিনি।

প্রথম আলো, ১১ মার্চ ২০০৪

(২২০৯)
পাইকগাছায় সন্ত্রাসের মুখে দেশত্যাগ

পাইকগাছা প্রতিনিধি ঃ পাইকগাছা থানার সোলাদানা ইউনিয়নের কুদুম রঞ্জন ঢালী, ফাল্গুনী রায়, আশুতোষ, সরজিদ সরদার, ধেনু মণ্ডল, রঞ্জন মণ্ডল, বৈদ্যনাথ সরদার, মনোরঞ্জন মণ্ডল ও রাড়ুলী ইউনিয়নের মনীষ কান্তি মিত্র জীবনের পরিবারসহ এ দুটি ইউনিয়নের প্রায় অর্ধশতাধিক পরিবার সহায়-সম্বল বিক্রি করে জন্মভূমির মায়া ত্যাগ করে স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে ভারতে পাড়ি জমিয়েছে। জানা গেছে, নিষিদ্ধ একটি চরমপন্থী দলের অব্যাহত সীমাহীন চাঁদা দাবি পুরণে ব্যর্থ হয়ে তারা প্রাণের ভয়ে দেশ ত্যাগ করে। অনেকে জীবনের নিরাপত্তা চেয়ে থানায় জিডি করেছে। সম্প্রতি চরমপন্থী দলের ধার্যকৃত চাঁদা দাবি পূরণে ব্যর্থ হওয়ার কারণে রাড়ুলী ইউনিয়নের কাঠিপাড়া বাজারে ডাক্তার ফজলুলকে গুলি করে হত্যা করার পর আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

যুগান্তর, ১১ মার্চ ২০০৪

(২২১০)
কুলাউড়ায় গোজাছড়া পানপুঞ্জির ৩৫টি আদিবাসী পরিবার উচ্ছেদ আতঙ্কে খাসিয়াদের ৬টি ঘর ভেঙ্গে ফেলার অভিযোগ বন বিভাগের বিরুদ্ধে

আব্দুল বাছিত বাচ্চু, কুলাউড়া থেকে ঃ কুলাউড়া উপজেলার গহীন অরণ্যে গোজাছড়া পানপুঞ্জিতে ৩৫টি আদিবাসী পরিবারের ২ শতাধিক নারী পুরুষ ও শিশু বর্তমানে চরম আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন। বনবিভাগ যেকোনো সময় আদিবাসী পল্লীতে হামলা চালিয়ে তাদের উচ্ছেদ করতে পারে এই আশঙ্কায় পুঞ্জিতে বসবাসকারী খাসিয়ারা নির্ঘুম রাত যাপন করছে। গত শুক্রবার বনবিভাগ তাদের পুঞ্জিতে হামলা চালিয়ে ৬টি ঘর ভাঙচুর করার পর তাদের আতঙ্ক আরো বেড়ে গেছে।

শুক্রবার গোজাছড়া পুঞ্জীতে গেলে পুঞ্জির মন্ত্রী (হেডম্যান) প্রভাত খাসিয়া জানান, তাদের নানা ইয়াং খাসিয়া আজ থেকে ১৩৪১ বাংলায় পৃথিমপাশা স্টেটের জমিদার আলী হায়দার খান এবং আলী আজগর খানের কাছ থেকে ১০ হাজার টাকার বিনিময়ে কাকড়া মৌজার ২৬৫ হাল ভূমি স্থায়ী বন্দোবস্ত নেন। ঐ জমিতে তারা প্রতিষ্ঠা করে গোজাছড়া পানপুঞ্জি। বিগত দিনে এই ৩৫টি খাসিয়া পরিবার অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে পানচাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে আসছিল।

২০০১ সালে একটি চক্র সর্বপ্রথম ঐ জমি খাসজমি দাবি করে জবরদখলের উদ্দেশ্যে হামলা চালালে পানপুঞ্জির এক বাঙালি চৌকিদার নিহত এবং অনেক লোক আহত হয়। পরে খাসিয়ারা খোঁজ নিয়ে জানতে পারে তাদের এই জমি সরকার খাস খতিয়ানভূক্ত করেছে। এরপর লাই খাসিয়া বাদী হয়ে মৌলভীবাজার প্রথম সাবজজ আদালতে একটি মামলা দায়ের করেন [নং ০৬/২০০১]। বর্তমানে মামলাটি বিচারাধীন।

পুঞ্জির মন্ত্রী প্রভাত খাসিয়া জানান, সম্প্রতি বনবিভাগ এই জমি ছেড়ে দেওয়ার জন্য তাদের অব্যাহত চাপ দিচ্ছে। গত ২৬ ফেব্রুয়ারি বনবিভাগ খাসিয়াদের বিরুদ্ধে পাহাড়ে ১০ লাখ টাকার ক্ষতি সাধনের অভিযোগে একটি জিডি করলে থানার ওসি তাদের ডেকে পাঠান। খাসিয়ারা তাদের কাগজপত্র দেখালে পুলিশ অন্যান্য কাগজ নিয়ে আসার জন্য ৮ মার্চ সময় নির্ধারণ করে দেন। কিন্তু এ সময়ের ৩ দিন আগে ৫ মার্চ বনবিভাগ পুঞ্জিতে হামলা চালিয়ে খাসিয়াদের ৬টি ঘর ভাঙচুর করে সমস্ত মালামাল রেঞ্জ অফিসে নিয়ে আসে। খাসিয়ারা অভিযোগ করে বনবিভাগের লোকজন এ সময় খাসিয়াদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে।

পুঞ্জির অধিবাসী নেবু খাসিয়া, দিল বাহাদুর ও প্রবল খাসিয়াসহ আরো অনেকে জানায়, যে কোনো সময় আমাদের উচ্ছেদ করা হতে পারে। আর তাই যদি হয় তাহলে আমরা কোথায় গিয়ে আশ্রয় নেবো?

এ ব্যাপারে যোগাযোগ করলে কুলাউড়া রেঞ্জের এ সি এফ আব্দুর রহমান জানান, গোজাছড়ার যে ভূমিতে বর্তমানে খাসিয়ারা অবস্থান করছে এটা রিজার্ভ ফরেস্ট। তারা ১৯৯৮ সালে এটা জবরদখল করে। বর্তমানে পুঞ্জি এক্সটেনশনের চেষ্টা চালালে উচ্ছেদ অভিযান চালিয়ে বনবিভাগের জমি উদ্ধার করা হয়েছে।

ভোরের কাগজ, ১২ মার্চ ২০০৪

(২২১১)
সেনবাগে বিয়ে বাড়িতে চাঁদাবাজি ঃ সংখ্যালঘুদের মধ্যে আতংক

সেনবাগ প্রতিনিধি ঃ নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলার বীজবাগ শ্যামেরগাঁও গ্রামের মিস্ত্রি বাড়িতে এক হিন্দুর বিয়েতে পরিবার থেকে ৩ হাজার টাকা আদায় এবং অপর আরেকটি বিয়েতে পরিবার থেকে সন্ত্রাসীরা ৬ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করেছে। এ ঘটনায় এলাকার

সংখ্যালঘু পরিবারে চরম আতংক বিরাজ করছে। বৃহস্পতিবার বিয়ে বাড়িতে সরেজমিনে গিয়ে জানা গেছে কানু মেঘওরীর ছেলে গনেশ চন্দ্রের বিয়ে ছিল বুধবার। এ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে গত ক'দিন থেকে এলাকার প্রতিবেশী হাবিবুল্লাহ মাস্টারের ছেলে সন্ত্রাসী সফি (২০) ও মুসীয়াসহ ৮/১০ জন ভুয়া অজুহাতে মোটা অংকের চাঁদা দাবি করে। অন্যথায় বিয়ে বাড়িতে হামলা চালাবে বলে হুমকি দেয় এবং ভয়ভীতি দেখায়। পরে সন্ত্রাসীদের ভয়ে মঙ্গলবার রাতে কানু সূত্রধর তাদের ৩ হাজার টাকা চাঁদা পরিশোধে বাধ্য হন। এদিকে আজ একই বাড়ির নারায়ণের ছেলের বিয়ের দিন ধার্য করা হলেও ওই সন্ত্রাসীরা তাদের কাছেও একইভাবে ৬ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করেছে বলে জানা যায়।

যুগান্তর, ১২ মার্চ ২০০৪

(২২১২)
প্রতিমন্ত্রীর ভাই এ কারণে বাঁশখালী গণহত্যার হোতাকে ধরছে না পুলিশ

চট্টগ্রাম অফিস ঃ দক্ষিণ চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে এগারজনকে নৃশংসভাবে পুড়িয়ে মারার ঘটনার মূলহোতা হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এবং বিএনপি নেতা আমিনুর রহমান চৌধুরীকে চিহ্নিত করার পরও পুলিশ তাকে গ্রেফতার না করায় সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। বন ও পরিবেশ প্রতিমন্ত্রী জাফরুল ইসলাম চৌধুরীর ভাই হওয়ায় পুলিশ তাকে গ্রেফতার করছে না বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। বরং ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে ঐ চেয়ারম্যান মামলার তদন্তকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বলে জানা গেছে। দুজন কিলিং স্কোয়াড সদস্য এই ঘটনার মূল হোতা হিসেবে চেয়ারম্যান আমিনুর রহমানের নাম প্রকাশ করেছে।

নৃশংস এই গণহত্যার তদন্তে প্রথম থেকেই পুলিশের ভূমিকা ছিল রহস্যজনক। ঘটনার তদন্তে না গিয়ে পুলিশ এটিকে ডাকাতির ঘটনা বলে প্রচার করতে থাকে। সেই সঙ্গে তৈরি করতে থাকে নানা ধরণের গল্প। একসময় বলা হয়, ডাকাতি করতে ব্যর্থ হয়ে ডাকাতরা আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। আবার পরে বলা হল, ডাকাতদের ওপর বাড়ির সদস্যরা এসিড নিক্ষেপ করলে সেখান থেকে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত ঘটে। পরবর্তী সময়ে পুনরায় বলা হয়েছে, ঐ এসিডে ডাকাতদলের চার সদস্য ঝলসে গেলে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। কিন্তু হত্যাকাণ্ডে সরাসরি অংশ নেওয়া কিলিং স্কোয়াড সদস্য মাহবুবুর রশীদ এবং মোঃ হাসান প্রকাশ আর্মি হাসান সাংবাদিক ও পুলিশের কাছে যে তথ্য দিয়েছে তাতে নিশ্চিত হওয়া গেছে ৫ নং কালীপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও বিএনপি নেতা আমিনুর রহমান চৌধুরী এই ঘটনার মূল হোতা। নৃশংস এই ঘটনার জন্য চেয়ারম্যান আমিনুর রহমান স্থানীয় সন্ত্রাসী মোক্তারের মাধ্যমে টাকা দিয়ে সন্ত্রাসী ভাড়া করে। ইতিমধ্যেই চিহ্নিত ১৪ সদস্যের একটি কিলিং স্কোয়াড গত ১৮ নবেম্বর মধ্যরাতে বাঁশখালী সাধনপুর ইউনিয়নের শীলপাড়ার তেজেন্দ্র শীলের বাড়িতে হানা দিয়ে নারী শিশুসহ একই পরিবারের ১১ জনকে পুড়িয়ে হত্যা করে।

স্থানীয় সূত্র জানায়, ঘটনার পর প্রতিমন্ত্রী জাফরুল ইসলাম চৌধুরীর ভাই চেয়ারম্যান আমিনুর রহমান চৌধুরী সরকারি দলের প্রভাব খাটিয়ে তদন্তকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা চালিয়ে সফল হয়। পরবর্তী সময়ে হাটহাজারী থানা পুলিশ নগরীর স্টেশন রোড এলাকা থেকে মোক্তারকে গ্রেফতার করলে থলের বিড়াল বেরিয়ে পড়ে। গ্রেফতারকৃত মোক্তার পুলিশ এবং সাংবাদিকদের কাছে জানায়, এক গডফাদারের নির্দেশে তারা এই কাজ করেছে। তাকে মেরে ফেলতে পারে এই আশংকায় গডফাদারের নাম না বললেও আকার ইঙ্গিতে তার পরিচয় প্রকাশ

করে। ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেওয়ার জন্য আদালতে গিয়ে সে আত্মহত্যার চেষ্টা করায় তার জবানবন্দি গ্রহণ করা যায়নি। এর মধ্যে একবার সে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে গিয়ে গলায় ব্লেড চালিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। আসামী মোক্তারের ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে গিয়ে গলায় ব্লেড চালিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টার ব্যাপারে অনেকে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে নানা প্রশ্ন তোলেন। অনেকের মতে রিমাণ্ডের আসামি কিভাবে ধারালো ব্লেড পেয়েছে আগে তার তদন্ত করা উচিৎ।

পরবর্তী সময়ে কিলিং স্কোয়াড সদস্য আহম্মদ হোসেন প্রকাশ তোতাইয়া আদালতে ১৬৪ ধারায় দেওয়া স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে এই ঘটনায় একজন গডফাদার ইউপি চেয়ারম্যান জড়িত রয়েছে বলে জানিয়েছে। সেও ঐ গডফাদারের নাম বলতে শঙ্কা প্রকাশ করে। কিন্তু নগরীর পাঁচলাইশ থানা পুলিশ মঙ্গলবার সকালে বহদ্দারহাট এলাকা থেকে কিলিং স্কোয়াড সদস্য মাহবুবুর রশীদ এবং মোঃ হাসান প্রকাশ আর্মি হাসানকে গ্রেফতারের পর এই ঘটনার সঙ্গে প্রতিমন্ত্রীর ভাই, বিএনপি নেতা আমিনুর রহমান চৌধুরীর জড়িত থাকার বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে যায়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে মাহবুবুর রশীদ জানিয়েছে, আমিন চেয়ারম্যান এই ঘটনার আগে মোক্তারকে টাকা দিয়েছিল সন্ত্রাসী ভাড়া করার জন্য। ঘটনার আগে ও পরে মোক্তার তাকে বলেছে, আমিন চেয়ারম্যান যে টাকা দিয়েছে শহরে সে টাকার ভাগ হবে। এ ছাড়া মোঃ হাসান প্রকাশ আর্মি হাসান বলেছে, টাকার বিনিময়ে মোক্তার এবং মাহবুবুর তাকে ভাড়া করে নিয়ে গিয়েছিল। সেও এই ঘটনাটি ডাকাতি নয় বলে জানিয়েছে।

সূত্র জানায়, গ্রেফতারকৃত আসামিরা গ্রেফতারের পরে পুলিশ ও সাংবাদিকদের কাছে এই ঘটনার মূল গডফাদার হিসেবে আমিন চেয়ারম্যানের নাম বললেও বাঁশখালীতে গ্রেফতারকৃত আসামিদের নিয়ে যাওয়ার পর অদৃশ্য হাতের কারসাজিতে সব পরিবর্তন হয়ে যায়। সূত্র মতে, আসামিদের বাঁশখালী থানায় নিয়ে যাওয়ার পর পুলিশ বিভিন্নভাবে ভীতি প্রদর্শন করে ঘটনাটিকে তাদের মতো সাজিয়ে নেয়। পুলিশের শেখানো মতে আসামিরা আদালতে গিয়ে ঐ গডফাদারের নাম প্রকাশ না করে নিজেদের মতো করে ঘটনার বর্ণনা দেয়। এদিকে এই ঘটনার মূলহোতা হিসেবে চিহ্নিত ইউপি চেয়ারম্যান আমিনুর রহমান চৌধুরীকে গ্রেফতার কিংবা কোনো রকম জিজ্ঞাসাবাদ না করায় সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। তারা এজন্য মন্ত্রী ও সরকারি দলের প্রভাবকে দায়ী করেছে। তবে চেয়ারম্যান আমিনুর রহমান চৌধুরী ঘটনার পর থেকে তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছেন, স্থানীয় ডাকাতদের প্রতিরোধে ব্যবস্থা নেওয়ায় তারা তার নামে অপপ্রচার করছে।

এদিকে গতকাল শুক্রবার মহানগর, উত্তর ও দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগ প্রেরিত এক যৌথ সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বাঁশখালীতে ১১জনকে নারকীয়ভাবে পুড়িয়ে মারার ঘটনাকে পরিকল্পিত ঠাণ্ডা মাথার হত্যাকাণ্ড উল্লেখ করে প্রকৃত ঘটনাকে ধামাচাপা দিতে পুলিশের ওপর সরকারিমহলের অন্যায় চাপকে ক্ষমার অযোগ্য বলে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন। আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য আতাউর রহমান খান কায়সার, সাবেক মন্ত্রী ও মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি এম এ মান্নান, সাধারণ সম্পাদক এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরী, দক্ষিণ জেলা সভাপতি আখতারুজ্জামান চৌধুরী বাবু, সাধারণ সম্পাদক মোসলেম উদ্দিন আহম্মদ, উত্তর জেলা সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক এম এ সালাম প্রমুখ নেতৃবৃন্দ বিবৃতিতে ইতিপূর্বে আদালতে এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের জবানবন্দি মোতাবেক প্রকৃত অপরাধীদের গ্রেফতার করে দ্রুত বিচার সম্পন্ন করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ার দাবি জানান। নেতৃবৃন্দ বলেন, জোট সরকারের আমলে সারা দেশে যেসব বর্বর হামলা, হত্যাকাণ্ড ঘটছে তারই ধারাবাহিকতা বাঁশখালীর এই নারকীয় হত্যাকাণ্ড।

ভোরের কাগজ, ১৩ মার্চ ২০০৪

(২২১৩)
বগুড়ায় ভবানী মন্দিরের সম্পত্তি বেদখল

স্টাফ রিপোর্টার, বগুড়া অফিস ঃ বগুড়ার বহু পুরনো ভবানীপুরের ভবানী মন্দির ধ্বংসের দিকে যাচ্ছে। মন্দিরের নামে থাকা প্রায় দু'শ একর দেবোত্তর সম্পত্তি হয়ে গেছে বেদখল। সামান্য জায়গার ওপর দাঁড়িয়ে শুধু অস্তিত্বটুকু কোন রকমে ধরে রেখেছে মন্দিরটি। দখলদারদের দৌরাত্ম্যে মন্দিরের পূজা অর্চনা ও অনুষ্ঠানাদিতে বিঘ্ন ঘটছে। দেবোত্তর সম্পত্তি উদ্ধার না হওয়ায় মন্দিরের আয়ের পথ হয়েছে রুদ্ধ। ফলে সংস্কার ও উন্নয়ন কাজ কার্যত বন্ধ রয়েছে। প্রসঙ্গত হিন্দু মাইথোলজিতে যে পীঠস্থান বর্ণিত আছে ভবাণীপুর মন্দির তেমনই এক স্থান। এই উপমহাদেশে এ ধরণের যে ৫১টি মন্দির আছে বগুড়ার ভবানী মন্দির তারই একটি।

বগুড়া শহর থেকে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে ভবানীপুর গ্রামে মন্দিরটির অবস্থান। মন্দির চত্বরের মধ্যে রয়েছে দক্ষিণমূখী মূল মন্দির, গোপাল মন্দির, সেবা অঙ্গন, অতিথিশালা, দু'টি স্নান ঘাট, শাখা পুকুর পঞ্চ মুণ্ডির আসন ও বেষ্টনী প্রাচীর। খোঁজখবর করে জানা যায়, মন্দিরের নামে থাকা ১শ' ৮৬ একর সম্পত্তির মধ্যে মাত্র ৪ একর জমি মন্দিরের দখলে রয়েছে। এক শ্রেণীর সুযোগ সন্ধানী নামে-বেনামে ভুয়া ও জাল কাগজপত্র তৈরি করে মন্দিরের জমি ভোগদখল করে চলেছে। মন্দির কর্তৃপক্ষ জানায়, দখলকারীদের উচ্ছেদে প্রশাসনের পক্ষ থেকে তেমন সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে না। সূত্র জানায়, মন্দিরের সম্পত্তি পুনরুদ্ধারে এবং মন্দির সংস্কার ও উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৮৮ সালে এ অঞ্চলের ভক্তদের নিয়ে ভবানী মন্দির সংস্কার উন্নয়ন ও পরিচালনা কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির দায়িত্ব পালনরত উৎসব কুমার ভৌমিক ও অমৃতলাল সাহা জানান, মন্দির সম্পত্তি তথা দেবোত্তর সম্পত্তি পুনরুদ্ধারে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে তারা আইনের আশ্রয় নিয়েছেন। এখন পর্যন্ত জমিগুলো পুনরুদ্ধার করা যায়নি। দিনে দিনে দখলকারীদের তৎপরতা আরও বেড়ে গেছে। জমিগুলো পুনরুদ্ধার না হওয়ায় মন্দিরের উন্নয়ন কাজ বন্ধ হয়ে রয়েছে। এদিকে মন্দিরের দখলে থাকা যে চার একর সম্পত্তি রয়েছে সরকারি এ্যাকুজিশনে তার অংশবিশেষ রাস্তা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে বলে জানা যায়। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের পীঠস্থান ভবানী মন্দিরে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে সাধকরা আসেন। সংস্কার উন্নয়ন না হওয়ায় সাধনা পূজা অর্চনা সুষ্ঠুভাবে করতে পারছে না। অনেকে ফিরেও যান। এই পীঠস্থানকে রক্ষায় ও মন্দিরের অনুকূলে থাকা বেদখল হওয়া দেবোত্তর সম্পত্তি পুনরুদ্ধারে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৩ মার্চ ২০০৪

(২২১৪)
নারায়ণগঞ্জে বিএনপি ক্যাডারদের ভয়ে ব্যবসায়ী সমিরকে হত্যারপর মামলা করেনি পরিবার

নারায়ণগঞ্জ, ১২ মার্চ, নিজস্ব সংবাদদতা ঃ শহরের দেওভোগ আখড়া এলাকার বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গার্মেন্টসের ঝুট ব্যবসায়ী সমীর সাহাকে (৩০) হত্যার ঘটনায় নিহতের পরিবার বাদী হয়ে মামলা করতে অনীহা প্রকাশ করে বলেছে, তারা কোন মামলা করবে না। এলাকাবাসী জানায়, বিএনপি ক্যাডাররা এ ঘটনা ঘটিয়েছে। তাই ভয়ে কেউ মুখ খুলছে না। নিহতের পরিবার হত্যা মামলা করতে অপারগতা প্রকাশ করায় পুলিশ বাদী হয়ে মামলা করে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৩ মার্চ ২০০৪

(২২১৫)
ডিমলায় যুবককে জবাই করে হত্যার চেষ্টা ঃ ভয়ে মামলা করেনি

নীলফামারী, ১২ মার্চ, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ডিমলার পল্লীতে সংখ্যালঘু পরিবারের এক যুবককে জবাই করে হত্যা চেষ্টার ঘটনার ৭ দিন অতিবাহিত হলেও হুমকি ধমকির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারটি আইনের আশ্রয় নিতে পারছে না। অপর দিকে প্রভাবশালী মহল ঘটনাটি ধামাচাপা দিতে উঠেপড়ে লেগেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ দিকে গুরুতর আহত গলায় ৮ সেলাই নিয়ে যুবকটি ডিমলা হাসপাতালে কাতরাচ্ছে। ডিমলা শহরে দক্ষিণ তিতপাড়া গ্রামের স্বর্ণকার শিবু মহন্তকে দুষ্কৃতকারী জবাই করে হত্যার চেষ্টা চালায়। এতে শিবুর চিৎকারে বাড়ির লোকজন ছুটে এলে দুষ্কৃতকারীরা পালিয়ে যায়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৩ মার্চ ২০০৪

(২২১৬)
বিয়ে বাবদ চাঁদা

নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলার শ্যামেরগাঁও গ্রামের কানু মিস্ত্রির ছেলে গণেশের বিয়ের অনুষ্ঠান ছিল গত বুধবার। সে সময় একদল সন্ত্রাসী চড়াও হয়ে ৩ হাজার টাকা চাঁদা নিয়ে যায়। ওই বাড়িরই নারায়ণের ছেলের বিয়ে আজ শনিবার। সন্ত্রাসী দলটি খবর পাঠিয়েছে, এই বিয়ের জন্য চাঁদা দিতে হবে ৬ হাজার টাকা।

প্রথম আলো, ১৩ মার্চ ২০০৪

(২২১৭)
গোবিন্দগঞ্জে ৬টি সংখ্যালঘু পরিবারে হামলা, মূর্তি ভাঙচুর, মন্দিরে আগুন

গোবিন্দগঞ্জ থেকে সংবাদদাতা ঃ শনিবার ভোররাতে গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়ে মূর্তি ভাঙচুর, মন্দিরে অগ্নিসংযোগ, ১১টি গরু, নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকারসহ ১ লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুটপাট করে। সন্ত্রাসীদের হামলায় ২ মহিলাসহ ১৫ জন আহত হয়েছে। এ ঘটনায় পুলিশ একজনকে গ্রেফতার করেছে।

জানা গেছে, গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার মহিমাগঞ্জ ইউনিয়নের কুমিড়াডাঙ্গা গ্রামের গুলিয়ামাঝিপাড়ায় শ্রীদাম চন্দ্র সরকারের বাড়িতে কয়েকদিন আগে সন্ত্রাসীরা চাঁদা দাবি করে। সংখ্যালঘু পরিবারগুলো চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় সন্ত্রাসীরা ধারালো অস্ত্র ও লাঠিসোঁটা নিয়ে শনিবার ভোররাতে মাঝিপাড়ায় সংখ্যালঘু পল্লীতে হামলা চালিয়ে ব্যাপক লুটপাট করে। ২ ঘন্টাব্যাপী সন্ত্রাসীরা মন্দিরে অগ্নিসংযোগ, লক্ষীমূর্তি ভাঙচুর, ১১টি গরু, নগদ ৫০ হাজার টাকা, ৫ ভরি স্বর্ণালংকার লুটপাট করে নিয়ে যায়। সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের ছুরিকাঘাতে বীণা রাণী সরকারকে (৩৫) গুরুতর আহত অবস্থায় গোবিন্দগঞ্জ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হামলায় আহত নীরেন চন্দ্র (১৫), নির্জন সরকার (২০), ধনু সরকার (৩৫), মালো সরকার (২৫), সুরাথিকে (৫০) মহিমাগঞ্জ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ এ ব্যাপারে জড়িত কুমিড়াডাঙ্গা গ্রামের ফজলে হকের ছেলে মোজাহারকে গ্রেফতার করেছে। এ ব্যাপারে গোবিন্দগঞ্জ থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

সংবাদ, ১৪ মার্চ ২০০৪

(২২১৮)
বাজিতপুরে ৩ সংখ্যালঘু ব্যবসায়ীকে অপহরণ ও মুক্তিপণ আদায়

বাজিতপুর (কিশোরগঞ্জ) থেকে সংবাদদতা ঃ উপজেলার হিলুচিয়া উনিয়নের হিলুচিয়া গ্রামে গত ১৪ দিনে সংখ্যালঘু ৩ ব্যবসায়ীকে অপহরণ করে লক্ষাধিক টাকার বিনিময়ে ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

সূত্রমতে, গত ২৭শে ফেব্রুয়ারি মিষ্টি ব্যবসায়ী সুবল দাসকে (৫২) বাজার সংলগ্ন ব্রিজ থেকে এলাকার চিহ্নিত ৪/৫ সন্ত্রাসী অস্ত্রের মুখে বল্লার ইটখোলার পেছনে নিয়ে যায়। সন্ত্রাসীদের সুবল দাস ১০ হাজার টাকা দিয়ে মুক্তি পায়। এছাড়া হিলুচিয়া বাজারের ঔষধ ব্যবসায়ী ক্ষিতিশ চন্দ্র দাসের ছেলে কংকু দাসকে ৬ই মার্চ রাতে একই কায়দায় অপহরণ করে নিয়ে সন্ত্রাসীরা ৫০ হাজার টাকা মুক্তিপণ আদায় করে ছেড়ে দেয় বলে জানা গেছে।

সংবাদ, ১৪ মার্চ ২০০৪

(২২১৯)
বাজিতপুরে সংখ্যালঘু কিশোরী অপহৃত
দেড়মাসেও উদ্ধার করা যায়নি ঃ মামলা প্রত্যাহারের হুমকি

বাজিতপুর (কিশোরগঞ্জ) থেকে সংবাদদাতা ঃ উপজেলার বড়ইছড়া গ্রামের সংখ্যালঘু পরিবারের অপহৃত কিশোরীকে প্রায় দেড় মাসেও উদ্ধার ও অপহরণকারীদের গ্রেফতার করা হয়নি। অন্যদিকে মামলা প্রত্যাহারের জন্য আসামীপক্ষ ওই পরিবারকে নানাভাবে হুমকি দিয়ে আসছে।

অভিযোগে জানা গেছে, গত ২৭শে জানুয়ারি রাতে বলিয়ারদির বড়ইছড়া গ্রামের জওহরলাল দাসের স্কুল পড়ুয়া মেয়েকে একই এলাকার রফিক মিয়ার (৩২) নেতৃত্বে ৪/৫ জন অস্ত্রের মুখে অপহরণ করে। পরে অপহৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে একটি মামলা করা হয়। অথচ দীর্ঘ দিনেও অপহৃতকে উদ্ধার ও অপহরণকারীদের গ্রেফতার না করে পুলিশ প্রায় নির্বিকার ভূমিকা পালন করে আসছে। এ ঘটনায় এলাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে।

সংবাদ, ১৪ মার্চ ২০০৪

(২২২০)
গোবিন্দগঞ্জে ৬ সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর সন্ত্রাসী হামলা
মূর্তি ভাঙচুর, মন্দিরে অগ্নিসংযোগ, মহিলাসহ আহত ১৫

গোবিন্দগঞ্জ প্রতিনিধি ঃ গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় ছয়টি সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর চাঁদা দাবি করে সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়ে মূর্তি ভাঙচুর, মন্দিরে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। হামলায় দু'মহিলাসহ ১৫ জন আহত হয়।

জানা গেছে, উপজেলার মহিমাগঞ্জ ইউনিয়নের কুমড়াডাঙ্গা গ্রামের মাঝিপাড়ায় দাম চন্দ্র সরকারের বাড়িতে কয়েকদিন পূর্বে সন্ত্রাসীরা চাঁদা দাবি করে। সংখ্যালঘু পরিবারগুলো চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় সন্ত্রাসীরা আগ থেকে প্রস্তুতি নিয়ে ধারালো অস্ত্র ও লাঠিসোটাসহ গত ১৩ মার্চ ভোর রাতে মাঝি পাড়ায় সংখ্যালঘু পল্লীতে সশস্ত্র অবস্থায় ২ ঘন্টাব্যাপী হামলা চালিয়ে ব্যাপক লুটপাট করে। এ সময় সন্ত্রাসীরা লক্ষী মূর্তি ভাঙচুরসহ মন্দিরে অগ্নিসংযোগ করে। সন্ত্রাসীরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাড়ি থেকে ১১টি গরু, ৫০ হাজার টাকা ও ৫ ভরি স্বর্ণালংকার

লুট করে নিয়ে যায়। সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের ছুরিকাঘাতে বিনা রাণী (৩৫)কে গুরুতর আহত অবস্থায় গোবিন্দগঞ্জ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

হামলায় আহতরা হল নিরেন চন্দ্র (১৫), নির্জন চন্দ্র (২০), ধলু সরকার (৩০), নলো সরকার (২৫), সুরাসিনী (৫০)। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে কুমড়াডাঙ্গা গ্রামের ফজল হকের পুত্র মোজাহারকে গ্রেফতার করেছে। গাইবান্ধা-৪ আসনের সাংসদ এমএ মোত্তালিব আকন্দ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং অবিলম্বে সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করার আশ্বাস দেন। এ ঘটনায় সংখ্যালঘু পরিবারগুলোর মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।

আজকের কাগজ, ১৫ মার্চ ২০০৪

(২২২১)
চাটখিলে মন্দির ভাঙচুর

চাটখিল (নোয়াখালী) প্রতিনিধি ঃ রোববার গভীর রাতে চাটখিলের পশ্চিম বদলকোট সাগর ডাক্তারের বাড়ির ৭০ বছরের পুরনো পাকা মন্দিরের দরজা ভেঙে সন্ত্রাসীরা ভেতরে প্রবেশ করে ব্যাপক ভাঙচুর করে। এ সময় সন্ত্রাসীরা মন্দিরের ভেতরের ৩টি বিগ্রহ ভেঙে ফেলে এবং পূজার উপকরণ তছতছ ও লুট করে। এ ব্যাপারে থানায় মামলা হয়েছে।

সংবাদ, ১৫ মার্চ ২০০৪

(২২২২)
গোবিন্দগঞ্জে এক সংখ্যালঘু পরিবার নিরাপত্তার অভাবে পালিয়ে বেড়াচ্ছে

গাইবান্ধা থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক ঃ জমি সংক্রান্ত বিবাদের জের ধরে গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার ধানখনিয়া গ্রামের একটি সংখ্যালঘু পরিবার নিরাপত্তার অভাবে এখন পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, জমি সংক্রান্ত বিবাদের জের ধরে বাঁশবাগান কেটে উজাড় করা নিয়ে মামলা হলে আসামিরা প্রফুল্ল চন্দ্র সাহার পরিবারকে জীবননাশের হুমকি দিচ্ছে। পুলিশের নীরব ভূমিকার কারণে আসামিরা ওই সংখ্যালঘু পরিবারকে দেশ ত্যাগের হুমকিও দিয়েছে। নিরাপত্তার অভাবে পরিবারটি গ্রামছাড়া হয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। শুধু তাই নয়, আসামীদের তাড়া খেয়ে পালানোর সময় প্রফুল্ল চন্দ্র সাহার ছেলে নিবারণ চন্দ্র সাহা সড়ক দুর্ঘটনায় মারাত্মকভাবে আহত হয়ে রংপুর হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে। এ বিষয়ে পুলিশ সুপারের কাছে একটি অভিযোগ জানিয়েও পরিবারটি কোন প্রতিকার পায়নি।

সংবাদ, ১৫ মার্চ ২০০৪

(২২২৩)
খুলনায় চাঁদার দাবিতে কলেজ অধ্যক্ষকে প্রাণনাশের হুমকি

স্টাফ রিপোর্টার, খুলনা অফিস ঃ চাঁদার দাবিতে সন্ত্রাসীরা খুলনার এক অধ্যক্ষকে প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছে। ভয়ে অধ্যক্ষ মনোজ কুমার মণ্ডল চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। এ ব্যাপারে তিনি খুলনা থানায় জিডি করেছেন।

জানা যায়, রূপসা থানাধীন আলাইপুর কলেজের অধ্যক্ষ মনোজ মণ্ডলের কাছে কিছু সন্ত্রাসী এক লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেছে। ১৬ মার্চের মধ্যে দাবিকৃত চাঁদার টাকা দেয়া না

হলে সন্ত্রাসীরা তাঁকে হত্যা করবে বলে হুমকি দিয়েছে। তিনি নিরাপত্তার জন্য পুলিশের সাহায্য চেয়েছেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৬ মার্চ ২০০৪

(২২২৪)
চট্টগ্রামে দিনদুপুরে স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে গুলি ঃ অস্ত্রসহ ১জন আটক

চট্টগ্রাম অফিস ঃ নগরীর ব্যস্ততম এলাকা কদমতলীতে গতকাল সোমবার দুপুরে একদল অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীর গুলিতে তাপস (৩৫) নামে এক স্বর্ণ ব্যবসায়ী গুরুতর আহত হয়েছেন। এ সময় স্থানীয় জনতা সন্ত্রাসীদের ধাওয়া করে এক সন্ত্রাসীকে গণধোলাই দিয়ে পুলিশের কাছে সোপর্দ করে। তার কাছ থেকে দেশীয় একটি একনলা বন্দুকও আটক করা হয়েছে।

জানা গেছে, গতকাল দুপুর আনুমানিক দেড়টার দিকে কদমতলী শুভপুর বাসস্ট্যাণ্ডের কাছে রওশন মসজিদের গলির মুখে অবস্থিত নিউ বরণ জুয়েলার্সের সামনে এ ঘটনা ঘটে। ঐ স্বর্ণের দোকানের মালিক হেঁটে তার দোকানে ঢোকার মুহূর্তেই ৪ জনের একটি সন্ত্রাসীদল তাকে ঘিরে ফেলে। তাকে লক্ষ্য করে গুলি করলে তিনি মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। কি কারণে এই হামলা করা হয়েছে তা জানা যায়নি।

স্থানীয় বিক্ষুব্ধ জনতা এ সময় সন্ত্রাসীদের ধাওয়া করলে ৩ সন্ত্রাসী পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও এক সন্ত্রাসী অস্ত্রসহ ধরা পড়ে জনতার হাতে। জনতার গণপিটুনিতে সেও গুরুতর আহত হয়। পরে পুলিশ এসে তাকে উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেলে নিয়ে যায়। আহত ব্যবসায়ী তাপস চট্টগ্রাম মেডিকেলে চিকিৎসাধীন রয়েছে। ডবলমুরিং থানার কর্তব্যরত কর্মকর্তা এসআই ফিরোজ আলম গতকাল সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় জানান, এখনো কেউ মামলা করেনি আহত ব্যবসায়ীর পক্ষে। প্রকাশ্য দিবালোকে এ ধরনের ঘটনায় এলাকাবাসী ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন পুলিশের বিরুদ্ধে।

ভোরের কাগজ, ১৬ মার্চ ২০০৪

(২২২৫)
ফুলবাড়িতে খগেন্দ্রনাথ সিং হত্যা মামলার তদন্ত ঝিমিয়ে পড়েছে

ফুলবাড়ি (দিনাজপুর) থেকে সংবাদদাতা ঃ ফুলবাড়িতে চাঞ্চল্যকর অ্যাসিড নিক্ষেপ মামলার বাদি খদেন্দ্রনাথ সিং হত্যাকাণ্ডের প্রায় ৬ মাসেও আসামিরা গ্রেফতার হয়নি। ফলে অ্যাসিড নিক্ষেপ মামলা ও পরবর্তী সময়ে বাদি হত্যা মামলার তদন্তকাজ ঝিমিয়ে পড়েছে।

জানা গেছে, ফুলবাড়ি উপজেলার আলাদীপুর ইউনিয়নের ছত্রীপাড়া গ্রামে ২০০৩ সালের ১লা সেপ্টেম্বর খগেন্দ্রনাথ সিং-এর জামাতা প্রমথ সিং শ্বশুর বাড়িতে বেড়াতে এসে অ্যাসিডদগ্ধ হয়। এ ব্যাপারে খগেন্দ্রনাথ সিং বাদি হয়ে ১০ জনকে আসামি করেন। জমি নিয়ে দীর্ঘদিনের বিরোধকে কেন্দ্র করে প্রতিপক্ষকে হয়রানি এবং ঘায়েলের উদ্দেশ্যে অ্যাসিড নিক্ষেপ ঘটনাটি সাজানো অভিযোগে মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে এলাকার রাঙ্গামাটি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে ২০০৩ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর বিকেলে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জনসভায় ইউনিয়নের বর্তমান চেয়ারম্যানসহ সাবেক চেয়ারম্যান ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও বক্তব্য রাখেন। ২০শে সেপ্টেম্বর রাতে অ্যাসিড নিক্ষেপ মামলার বাদি খগেন্দ্রনাথ সিংকে নৃশংসভাবে জবাই করা হয়। এই চাঞ্চল্যকর হত্যা ঘটনার পর পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ঘটনাস্থল পরিদর্শনসহ নিহত খগেন্দ্রনাথ সিংয়ের পরিবারের লোকজনের সঙ্গে কথা বলেন। ঘটনায় নিহত খগেন্দ্রনাথ সিংয়ের ছেলে যতীন্দ্রনাথ সিং বাদি হয়ে ১৭ জনকে আসামি করে ফুলবাড়ি থানায় একটি

মামলা দায়ের করেন। মামলা দায়েরের প্রথম সপ্তাহে এজাহারভুক্ত দুই আসামি রাঙ্গামাটি এলাকার মো. মকবুল হোসেন ওরফে শম্ভু সুবেদারের ছেলে মনোয়ার হোসেন এবং জারজিসকে পুলিশ গ্রেফতার করে আদালতে প্রেরণ করেন। এরপর মামলার আর তেমন কোন অগ্রগতি নেই। ফলে এই মামলার কার্যক্রম ঝিমিয়ে পড়েছে। মামলার অন্যান্য আসামিরা বর্তমানে প্রকাশ্যেই ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সংবাদ, ১৬ মার্চ ২০০৪

(২২২৬)
নারায়ণগঞ্জে রামকৃষ্ণ মিশনের গাড়ী ভাঙচুর

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি ঃ মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ও জেলা বিএনপির সভাপতি অধ্যাপক রেজাউল করিমের উপস্থিতিতে একদল দুর্বৃত্ত নারায়ণগঞ্জ রামকৃষ্ণ মিশনের ভেতরে একটি মাইক্রোবাস ভাঙচুর করেছে। গাড়িটি ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনের। মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৯টায় একটি ধর্মীয় সভা চলাকালীন এই ভাংচুরের ঘটনা ঘটে। পুলিশ এ ঘটনায় ৫ জনকে গ্রেফতার করেছে।

শ্রী শ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণের ১৬৯তম জন্মতিথি পালন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী রেজাউল করিম ছিলেন প্রধান অতিথি। অনুষ্ঠানে ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনের নিজস্ব মাইক্রোবাসে (ঢাকা মেট্রো চ-১৪-০৩৮৬) চড়ে ঢাকা থেকে অন্য অতিথিরা আসেন। গাড়িটি রাখা হয় মিশনের ভেতরে। রাত সাড়ে ৯টায় ৮/১০ জনের একটি দুর্বৃত্ত দল আকস্মিক মিশনের দেয়ালের বাইরে থেকে ঢিল মেরে গাড়ির কাচ ভেঙে ফেলে। এতে অনুষ্ঠানের বিঘ্ন ঘটে। প্রতিমন্ত্রী হন বিব্রত। পুলিশ এ ঘটনায় তাৎক্ষণিকভাবে খালিদ মাহমুদ, রকিব, কামরুল ইসলাম, মঞ্জুরুল ইসলাম বাচ্চু ও সুমনকে গ্রেফতার করেছে। তাদের বাড়ি শহরের মিশনপাড়া, চাষাড়া ও ব্যাংক কলোনিতে। এ ব্যাপারে নারায়ণগঞ্জ থানায় মামলা হয়েছে।

যুগান্তর, ১৮ মার্চ ২০০৪

(২২২৭)
নওগাঁর ভীমপুর পল্লী ঃ সন্ত্রাসীদের হুমকিতে এলাকা ছাড়ছেন আদিবাসীরা

নওগাঁ প্রতিনিধি ঃ সন্ত্রাসীদের উপর্যুপরি হুমকি ও ভীতি প্রদর্শনের কারণে নওগাঁর ভীমপুর আদিবাসী পল্লী ক্রমেই জনমানব শূন্য বসতিতে পরিণত হচ্ছে। নিরাপত্তার অভাবে এরই মধ্যে এ পল্লীর অধিকাংশ পরিবার অন্যত্র চলে গেছে। পুলিশ ক্যাম্পে পুলিশ না থাকার কারণে সন্ত্রাসীরা সেখানে নিয়মিত মদ-গাঁজার আসর বসাচ্ছে।

নওগাঁর বহুল আলোচিত ভীমপুরের আদিবাসী নেতা আলফ্রেড সরেন হত্যাকাণ্ডের পরপরই পল্লীবাসীর নিরাপত্তার জন্য এখানে অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প বসানো হয়। কিন্তু ক্যাম্পটি এখন কাগজে-কলমে থাকলেও বাস্তবে গত বছরের জুন মাস থেকে এখানে কোনো পুলিশ পাহারায় থাকে না। এমনকি রাতের অন্ধকারেও পুলিশের কোনো টহলদল ভীমপুরে যায় না।

রেবেকা সরেন আরো জানান, 'গত বছরের জুন মাসে এক কালবৈশাখির ঝড়ে ভীমপুরের অস্থায়ী ক্যাম্পটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে আবাসন সংকটের কারণ দেখিয়ে সেখানকার পুলিশ সদস্যদের নওহাটা মোড় পুলিশ ফাঁড়িতে নেওয়া হয়। এর মাস তিনেক পরে মহাদেবপুরের ইউএনওর সহায়তায় সেখানে টিনসেডের নতুন ঘর নির্মাণ করা হলেও পুলিশকে আর সেখানে পাহারায় বসানো হয়নি।

নওগাঁর পুলিশ সুপার ওবায়েদুর রহমান জানান, 'ক্ষতিগ্রস্ত ওই ক্যাম্পের ঘর পুনর্নির্মাণের ব্যাপারে উর্ধ্বতন মহলে যোগাযোগ করেও প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান না পাওয়ায় তা মেরামতের কাজ সম্পন্ন হয়নি। এ কারণে নওহাটা মোড় পুলিশ ফাঁড়ি থেকেই ভীমপুরের আদিবাসী পল্লীর নিরাপত্তার বিষয়টি তদারকি করা হচ্ছে। তা ছাড়া সেখানকার পরিস্থিতি বর্তমানে স্বাভাবিক থাকায় বিষয়টি তেমন স্পর্শকাতর নয়।'

আদিবাসীদের এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়া প্রসঙ্গে পুলিশ সুপার জানান, সেখানকার আদিবাসীদের মধ্যে গ্রুপিং থাকার কারণে তারা হাতেম বা গদাই বাবুর আশ্রয়ে চলে যাচ্ছে।

২০০০ সালের ১৮ আগস্ট উল্লিখিত দুই জোতদার, হাতেম ও গদাই বাবুর সন্ত্রাসী বাহিনী ভীমপুরের আদিবাসী পল্লীতে হামলা চালিয়ে ওই পল্লী জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়। এ সময় তারা আদিবাসী নেতা আলফ্রেড সরেনকে পল্লীর ভেতরে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করে। এ ব্যাপারে হাতেম-গদাইসহ ওই গ্রুপের ৯৯ জন সন্ত্রাসীকে আসামী করে সরেনের বোন একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। মামলাটি নওগাঁর দায়রা আদালতে বিচারাধীন।

নিহত সরেনের বোন রেবেকা সরেন অভিযোগ করেছেন, ওই হত্যা মামলার আসামি নিখিল, গোবিন্দ, সাত্তার, লতিফ, আব্বাস, শ্রীকান্ত, মখলেসসহ কয়েকজন সন্ত্রাসী নিয়মিত ভীমপুর আদিবাসী পল্লীতে মদ ও গাঁজার আসর বসায়। তারা তাকেসহ সাক্ষীদের মামলা প্রত্যাহারের জন্য চাপ দিচ্ছে। মামলা তুলে না নিলে তাদেরকে আলফ্রেড সরেনের পরিণতি বরণ করা হবে বলে তারা হুমকি দিচ্ছে। হাতেম-গদাইয়ের সন্ত্রাসীরা তাদের (আদিবাসী) দখলে থাকা জমিতে নামতে বাধা দিচ্ছে। এ কারণে গত বছর থেকে তারা জমিতে হাল চাষ করতে পারছে না। এ ব্যাপারে থানায় অভিযোগ করেও কোনো প্রতিকার পাচ্ছে না।

জেলা আদিবাসী পরিষদের সাধারণ সম্পাদক সচিনচন্দ্র মুণ্ডা জানান, ভীমপুরের পুলিশ ক্যাম্পে পুলিশ সদস্যদের নিয়মিত করার ব্যাপারে একাধিকবার জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। অজ্ঞাত কারণে তা করা হচ্ছে না। এই নেতা আরো জানান, ভীমপুরের আদিবাসী পল্লীসহ সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সরকারের প্রায় শতাধিক একর খাস ভূমিতে আদিবাসীদের নামে বরাদ্দ দেওয়া হয়। সে সময় রাষ্ট্রপক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। কিন্তু ওই প্রতিশ্রুতি এখনো বাস্তবায়ন করা হচ্ছে না।

প্রথম আলো, ১৯ মার্চ ২০০৪

(২২২৮)
শ্রীমঙ্গলে এক ব্যবসায়ীর ওপর মধ্যযুগীয় কায়দায় নির্যাতন

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি ঃ চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা সংখ্যালঘু পরিবারের এক সদস্যকে মধ্যযুগীয় কায়দায় নির্যাতন করেছে। সন্ত্রাসীরা জীবন দত্ত নামের ওই ব্যবসায়ীকে বিবস্ত্র করে ছবি তুলে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে আহত করেছে। আহত জীবন দত্তকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সন্ত্রাসীরা এখন মামলা তুলে নেয়ার জন্য হুমকি দিচ্ছে অন্যথায় বাঁশখালীর মতো পরিণতি ভোগ করতে হবে বলে জানিয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে জেলার শ্রীমঙ্গল পৌর এলাকার ব্যবসায়ী আবদুল কাদিরের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে। সংশ্লিষ্ট থানায় মামলা দায়ের করে বিপাকে পড়েছেন জীবন দত্ত ও তার পরিবার। মামলা তুলে নিয়ে চাঁদার টাকা পরিশোধ না করলে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে পুরো পরিবারকে হত্যার হুমকি দিয়েছে সন্ত্রাসীরা। অব্যাহত হুমকির মুখে জীবন দত্তের পরিবারসহ আরও সংখ্যালঘু ৫টি পরিবার পালিয়ে বেড়াচ্ছে নিরাপত্তাহীন হয়ে।

যুগান্তর, ১৯ মার্চ ২০০৪

(২২২৯)
হামলায় আহত-৬
মীরসরাইয়ে চাঁদা না পেয়ে সন্ত্রাসীদের তাণ্ডব ঃ মন্দিরে অগ্নিসংযোগ

মিরসরাই প্রতিনিধি ঃ চাঁদা না দেওয়ায় মিরসরাইয়ের ৬নং ইছাখালী ইউনিয়নের জেলেপাড়ায় সন্ত্রাসীদের তাণ্ডবে ৬ জন আহত হয়েছে। এ সময় স্থানীয় গঙ্গা মন্দির ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মূল হোতা আলাউদ্দিনকে ধরে পুলিশে সোপর্দ করেছে এলাকাবাসী। ঘটনাটি ঘটেছে গত বুধবার রাতে জেলেপাড়া গ্রামে।

এলাকাবাসী জানায়, গত কয়েকদিন আগে স্থানীয় সন্ত্রাসী আলাউদ্দিন গ্রুপের আলাউদ্দিন মনোরঞ্জনের কাছে ৫ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। চাঁদা না দেওয়ায় গত বুধবার মনোরঞ্জনের ঘরে ঢুকে তাকে না পেয়ে মহিলাদের শ্লীলতাহানির চেষ্টা চালায় সন্ত্রাসীরা। এ সময় মহিলাদের চিৎকারে বাড়ির লোকজন ছুটে এসে সন্ত্রাসীদের বাধা দেয়। এ অবস্থায় সন্ত্রাসীরা এলোপাতাড়ি কুপিয়ে ৬ জনকে আহত করে। এরা হচ্ছে বাঞ্ছারাম (সেবায়েত) শ্যামাচরণ, জগৎচরণ, সৌজবালা, রশমতি, সুদর্শন। এদের মধ্যে বাঞ্ছারামের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

তাণ্ডব চালিয়ে চলে যাওয়ার সময় সন্ত্রাসীরা সুনীল ও মনোরঞ্জনের ঘরের আসবাবপত্র ও হাঁড়িপাতিল ভাঙচুর করে। সন্ত্রাসীরা এসময় জেলে পাড়ার গঙ্গামন্দিরের মূর্তি ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে। এ ঘটনার পর এলাকাবাসী সন্ত্রাসী আলাউদ্দিনকে ধরে পুলিশে সোপর্দ করে। এলাকায় চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে।

ভোরের কাগজ, ১৯ মার্চ ২০০৪

(২২৩০)
চিতলমারিতে তিন সংখ্যালঘুর ঘেরের মাছ লুট

বাগেরহাট, ২০ মার্চ, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ শুক্রবার গভীর রাতে চিতলমারী উপজেলার শ্যামপাড়া ও দুর্গাপুর গ্রামের তিন সংখ্যালঘু ঘের মালিকের চিংড়ি ঘের থেকে সমুদয় মাছ দুর্বৃত্তরা লুটে নিয়েছে। জানা গেছে, শ্যামপাড়ার বাবুল মণ্ডল ও বিধান মণ্ডল এবং দুর্গাপুরের সুভাষ ঘোষের পাশাপাশি অবস্থিত ৩ গলদা চিংড়ির ঘের থেকে বিষ প্রয়োগে এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসী দুর্বৃত্তরা প্রায় আড়াই লাখ টাকার মাছ লুটে নিরাপদে চলে যায়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২১ মার্চ ২০০৪

(২২৩১)
বরিশালের উজিরপুরের নিত্যানন্দপুরে হাহাকার
চাঁদাবাজি প্রতিরোধের উদ্যোগ নিতে গিয়ে খুন হলেন ডাঃ হিরা

বরিশাল অফিস ঃ 'এক ডাক্তার বাবুকে গুল্লি দিয়া আমাগো সবাইরে মাইররা হালাইছে, কেডা আমাগোরে ঔষুধ দিবো?'— অনেকটা কান্নাজড়িত কণ্ঠে কথাগুলো বললেন নিত্যানন্দপুর এলাকার প্রবীণ ব্যবসায়ী শরীফ আলী। এ হাহাকার শুধু তার মধ্যে নয়, আতঙ্ক আর শোকের জনপদে পরিণত হওয়া বরিশালের উজিরপুর উপজেলার গুঠিয়া ইউনিয়নের পুরো নিত্যানন্দপুর গ্রামেই এ হাহাকার। গত শুক্রবার রাতে দুর্গম ওই গ্রামের সবার প্রিয় পল্লী

চিকিৎসক হীরালালকে (৪০) অজ্ঞাতনামা সন্ত্রাসীরা গুলি করে হত্যা করে। সন্ত্রাসীদের দাবি করা চাঁদা না দেওয়ায় তাকে সন্ত্রাসীদের হাতে প্রাণ দিতে হয়েছে বলে এলাকাবাসীর ধারণা।

স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, সর্বহারা পার্টির পরিচয়ধারী একটি সংঘবদ্ধ সন্ত্রাসী গ্রুপের কাছে সন্ধ্যা নদীর পারের নিত্যানন্দপুর এলাকার সাধারণ মানুষ জিম্মি হয়ে পড়েছিল। এই এলাকার সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি নিয়ে পত্রপত্রিকায় বেশ কবার সংবাদও ছাপা হয়েছিল। নিত্যানন্দপুর এলাকায় সন্ত্রাসীদের এরকম নিরাপদ ঘাটি গড়ে উঠেছিল। প্রায় দিনই সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা দলবদ্ধ হয়ে ওই গ্রামে এসে স্থানীয় ছোট বাজারের বিভিন্ন ব্যবসায়ীর কাছে বিভিন্ন হারে চাঁদা নির্ধারণ করে বা আদায় করে পাশের নদী দিয়ে আবার চলে যায়।

এ পরিস্থিতি ঠেকাতে নিহত ডা. হীরালালসহ আরো কিছু লোক সংঘবদ্ধ হয়ে সন্ত্রাস প্রতিরোধ কমিটি গঠনের উদ্যোগ নেন। কয়েক দিন আগে সন্ত্রাসীরা হীরালালের কাছেও ৭০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। এছাড়া কার্তিক নামের একজন স্কুলশিক্ষকের কাছে ১ লাখ, আঃ জলিল নামে অন্য একজনের কাছে ৫০ হাজার টাকাসহ প্রায় ৩০ জনের কাছে বিভিন্ন হারে চাঁদা দাবি করা হয় বলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন এলাকাবাসী জানান। ডাঃ হীরালাল গত শুক্রবার সন্ধ্যার পর নিজ বাড়ি থেকে রোগী দেখতে যান অন্য একটি গ্রামে। রোগী দেখে বাড়ি ফেরার পথে বাড়ির কাছাকাছি একটি পানের বরজে ওত পেতে থাকা একদল সন্ত্রাসী তার ওপর হামলা চালায়। সন্ত্রাসীরা তার মাথা, বুক ও পেটে গুলি করে। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু ঘটে। এ সময় অজ্ঞাত সন্ত্রাসীরা তার সহকারী ধীরেনকেও মারধর করে।

নিত্যানন্দপুর গ্রামের এসব চাঁদাবাজির ঘটনা ২ মাইল দুরের গুঠিয়া ইউনিয়ন পরিষদ সংলগ্ন স্থানীয় পুলিশ ফাঁড়িসহ উজিরপুর থানা ও বরিশাল জেলা পুলিশও জানে বলে অভিযোগ রয়েছে। গুঠিয়া পুলিশ ফাঁড়ির নায়েক বাদশা মিয়া জানান, তারা রাত ৯টা নাগাদ এই হত্যাকাণ্ডের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে রাতেই ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেন বরিশালে।

তিনি জানান, এলাকাটি এতই আতঙ্কের যে, ভয়ে কোনো মানুষ মুখ খুলতে চায় না। চাঁদাবাজির বিষয়ে তারা শুনেছেন বলেও তিনি স্বীকার করেন।

প্রথম আলো, ২১ মার্চ ২০০৪

(২২৩২)
মির্জাপুরের শান্তিরাণী স্বামী হত্যার বিচার চেয়ে দুই সন্তান নিয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরছে

মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) থেকে সংবাদদাতা ঃ শান্তি রাণী কর্মকার (৩০) দুই সন্তান রুম্পা (৯) এবং শিশুপুত্র লোকনাথকে নিয়ে কোথায় দাঁড়াবে তা ভেবে স্থির করতে পারছে না। স্বামী হত্যার বিচার চেয়ে দুই সন্তান নিয়ে বিধবা শান্তি রাণী এখন দ্বারে দ্বারে ঘুরছে। ছেলে হত্যার খবর শুনে পিতাও মারা গেছে। ফলে পুরো পরিবারটিই তছনছ হয়ে গেছে। উপজেলার ভাদ্রগ্রাম ইউনিয়নের বারটি গ্রামের অধিবাসী- শান্তি রাণী জানান, ২০০২ সালে তার স্বামী গোবিন্দ কর্মকারকে (৪০) একদল চিহ্নিত সন্ত্রাসী দোকান থেকে ডেকে নিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে লাশ গফরগাঁও এলাকায় ফেলে দেয়। সন্ত্রাসীরা তার স্বামীকে হত্যা করেই খান্ত হয়নি তারা গোবিন্দের জুয়েলারী দোকানের ক্যাশ বাক্স লুট ও স্বর্ণালংকারও নিয়ে যায়। এ ব্যাপারে ভালুকা থানায় একটি হত্যা মামলাও হয়েছে। কিন্তু পুলিশের গড়ি মসির কারণে চাঞ্চল্যকর হত্যা মামলাটির আজ পর্যন্ত কোন অগ্রগতি হচ্ছে না বলে শান্তি রানীর অভিযোগ। এদিকে ছেলে হত্যার খবর শুনে পিতা গীরেন্দ্র নাথ কর্মকার হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেছে। ফলে পুরো পরিবারই আজ অসহায় হয়ে পড়েছে।

আসামী পক্ষ মামলা করার পর হতেই ওই পরিবারকে নানাভাবে হুমকি দিচ্ছে বলে শান্তি রানী জানান। ফলে তারা চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।

দৈনিক ইত্তেফাক, ২২ মার্চ ২০০৪

(২২৩৩)
রাজৈরে মন্দিরে হামলা ঃ প্রতিমা ভাঙচুর

স্টাফ রিপোর্টার, ফরিদপুর ঃ শনিবার রাতে অজ্ঞাত পরিচয় দুর্বৃত্তরা মাদারীপুর জেলার রাজৈর উপজেলা সদরের সুসেন চন্দ্র রায়ের বাড়ির দুর্গা মন্দিরে হামলা চালিয়ে মন্দির ও প্রতিমা ভাঙচুর করেছে। কুষ্টিয়া জেলা পরিষদের সচিব সুসেন চন্দ্র রায়ের ভাতিজা সুবিনয় রায় রবিবার এ ব্যাপারে রাজৈর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। দূর্গা মন্দিরে হামলা, মন্দির ও প্রতিমা ভাংচুরের ঘটনায় রাজৈর ও সংলগ্ন এলাকার সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে আতঙ্ক ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। এ ব্যাপারে রবিবার বিকালে টেলিফোনে রাজৈর থানা পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলা হয়, প্রশাসন ও পুলিশের উর্ধতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। কেউ আটক হয়নি।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২২ মার্চ ২০০৪

(২২৩৪)
বাগমারায় সংখ্যালঘু দুই পরিবারকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে সন্ত্রাসীরা

স্টাফ রিপোর্টার, রাজশাহী ঃ জেলার বাগমারা উপজেলার সিন্ধুরলং গ্রামে দুই সংখ্যালঘু পরিবারকে চাঁদার দাবিতে অবরুদ্ধ করে রেখেছে সন্ত্রাসীরা। আগামীকাল মঙ্গলবারের মধ্যে চাঁদার দেড় লাখ টাকা দিতে ব্যর্থ হলে বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়া হবে বলে হুমকি দিয়েছে। সন্ত্রাসীদের বেঁধে দেয়া প্রথম সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ায় সন্ত্রাসীরা সংখ্যালঘু ওই পরিবারদের বাড়িতে গিয়ে ১০ রাউণ্ড গুলি ও ব্যাপক বোমাবাজি করে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। এক পর্যায়ে একজনকে হত্যা করতে উদ্যত হলে তার পরিবারের লোকজন ৫০ হাজার টাকা দিতে সম্মত হওয়ায় তিনি সাময়িকভাবে প্রাণে বেঁচে যান। সন্ত্রাসীরা পরিবার দু'টিকে অবরুদ্ধ করে রাখায় তারা থানায় গিয়ে মামলাও করতে পারছে না।

এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, এক মাস আগে সিন্ধুরলং গ্রামের পুণ্যচন্দ্র মণ্ডল (৫২) ও প্রমদাকানত মণ্ডলকে (৪৮) সন্ত্রাসীরা ১৫ মার্চের মধ্যে দেড় লাখ টাকা চাঁদা দেয়ার জন্য সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টাকা দিতে ব্যর্থ হওয়ায় গত মঙ্গলবার রাতে ২৫/৩০ জন অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী ওই দুই বাড়ি ঘিরে ফেলে ১০ রাউণ্ড ফাঁকা গুলি ও ব্যাপক বোমাবাজি করে। এক পর্যায়ে উভয় পরিবারের লোকজন বাড়ির দোতলায় গিয়ে আশ্রয় নিলেও সন্ত্রাসীরা দরজা ভেঙ্গে তাদের বাইরে বের করে নিয়ে আসে। পুণ্যচন্দ্র মণ্ডলকে উঠানে পেয়ে জবাই করতে উদ্যত হলে তার পরিবার ৫০ হাজার টাকা দিতে সম্মত হয়। এক পর্যায়ে উভয় পরিবার সন্ত্রাসীদের কাছে আরও কয়েক দিন সময় চায়। সন্ত্রাসীরা আগামী ২৩ মার্চের মধ্যে দেড় লাখ টাকা দিতে বলে, অন্যথায় পুড়িয়ে মারার হুমকি দিয়ে এলাকা ত্যাগ করে। এদের চিৎকারে এলাকাবাসী এগিয়ে আসার চেষ্টা করলে সন্ত্রাসীরা অস্ত্রের ভয় দেখায়। ফলে এলাকাবাসী ফিরে যায়। তবে নিয়মিত সন্ত্রাসীরা বাড়ি দুটো টহল দিচ্ছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২২ মার্চ ২০০৪

(২২৩৫)
লালপুরের সংখ্যালঘু পাড়ায় সন্ত্রাসীদের হামলা, ভাঙচুর

নাটোর, ২২ মার্চ, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ শনিবার রাতে নাটোরের লালপুরে একটি সংখ্যালঘুপাড়ায় হামলা, ভাঙচুর ও ব্যাপক লুটপাটের ঘটনা ঘটে। পরে প্রতিরোধের মুখে সন্ত্রাসীরা গুলি ছুড়ে ও বোমা ফাটিয়ে পালিয়ে যায়। ঘটনাটি ধামাচাপা দিতে পুলিশের চেষ্টা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে। রবিবার বিকালে ঘটনাটি জানাজানি হয়। এ ঘটনায় দুই সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, শনিবার রাত ১টার দিকে লালপুরের শালেশ্বর গ্রামের হিন্দুপাড়ায় হানা দেয় ৫০/৬০ জনের একটি সংঘবদ্ধ অস্ত্রধারী দল। গ্রামে ঢুকেই বনমালী ও বিনয়কে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে একে একে হানা দেয় বিরেন, বলাই, কমল ও রবি কুণ্ডুর বাড়িতে।

জনতা একজোট হয়ে লাঠিসোটা হাতে ধাওয়া করতে গুলি ও বোমা ফাটিয়ে সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়। তবে পিছু হটার সময় তারা চিৎকার করে আবারও হানা দেয়ার হুমকি দিয়ে গেছে। এ ঘটনায় পুলিশ উজ্জ্বল শাহজাদা (৩০) ও জালালউদ্দিন নামের দুই সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করেছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৩ মার্চ ২০০৪

(২২৩৬)
মিরসরাইয়ে সংখ্যালঘুর জায়গা দখল ঃ ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ায় আহত ৫ ২৬ মার্চ থানায় দু'পক্ষের সমঝোতা বৈঠক

মিরসরাই প্রতিনিধি ঃ চট্টগ্রামের মিরসরাই উপজেলার স্থানীয় প্রভাবশালী মহল একটি সংখ্যালঘু পরিবারের জায়গা দখলের পায়তারা শুরু করেছে। ওই জায়গা দখলকে কেন্দ্র করে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ায় মহিলাসহ ৫ জন আহত হয়েছে। এ ব্যাপারে থানায় পাল্টাপাল্টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এ ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। গতকাল ২২ মার্চ সোমবার এ ঘটনায় দু'পক্ষের লোকজনের উপস্থিতিতে সমঝোতা বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু উভয় পক্ষের উত্তেজনার কারণে বৈঠক হয়নি। আগামী ২৬ মার্চ থানায় এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে বলে জানা গেছে।

অভিযোগ রয়েছে, গোপাল কৃষ্ণ শীলের স্ত্রী মিনা বালাকে প্রতিপক্ষের লোকজন ব্যাপক মারধর করে টেনে হেচড়ে শ্লীলতাহানীর চেষ্টা চালায়। তার চিৎকারে স্থানীয় এলাকাবাসী ছুটে আসলে তারা পালিয়ে যায়। পরবর্তীতে বিষয়টি স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানের ছেলে রাসেলকে অবহিত করলে রাসেল এর প্রতিবাদ করে। এ সময় ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ায় ৫ জন আহত হয়। এ ব্যাপারে মিনা বালা বাদী হয়ে দখলবাজ কেফায়েত উল্লাকে প্রধান আসামী করে ৭ জনের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করেছেন। অপরদিকে এ ঘটনা অস্বীকার করে ঘটনাটি ভিন্নখাতে প্রবাহিত করে প্রতিপক্ষ গ্রুপ থানায় পাল্টা অভিযোগ দিয়েছে। বর্তমানে এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে।

স্থানীয় হিঙ্গুলী ইউপি চেয়ারম্যান নুরুল আবসার নিয়াজী বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা করছেন। এ লক্ষ্যে গতকাল ২২ মার্চ দু'পক্ষের লোকজনের উপস্থিতিতে সমাঝোতা বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু দু'পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেওয়ায় বৈঠক হয়নি। তবে আগামী ২৬ মার্চ থানায় ওসির মধ্যস্ততায় সমঝোতা বৈঠক হবে বলে জানা গেছে।

আজকের কাগজ, ২৩ মার্চ ২০০৪

(২২৩৭)
বাসন্তী পূজার মূর্তি ভাঙচুর ঃ আনোয়ারায় ক্ষোভ উত্তেজনা

চট্টগ্রাম অফিস ঃ গতকাল মঙ্গলবার শেষ রাতে আনোয়ারায় আসন্ন বাসন্তীপূজা উপলক্ষে নির্মীয়মাণ কিছু মূর্তি ভেঙে দেওয়া হয়েছে। আনোয়ারা সদর এলাকার জয়কালীহাটের অদূরবর্তী কচিকাঁচা গোষ্ঠীর ক্লাব প্রাঙ্গণে সংঘটিত এ ঘটনায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে।

জানা যায়, কচিকাঁচা গোষ্ঠীর উদ্যোগে বিগত বছরগুলোর মতো এ বছরও বাসন্তী পূজা উদযাপনের লক্ষ্যে ক্লাব প্রাঙ্গণে মূর্তি নির্মাণ করা হচ্ছিল। মূর্তিগুলোর নির্মাণকাজ প্রায় শেষ হয়ে আসার পর্যায়ে গতকাল ভোররাতে কে বা কারা চারটি মূর্তি ভেঙে ক্লাবের পেছনে ও পাশের একটি খাদে ফেলে যায়। সকালে ক্লাবের কর্মকর্তা ও অন্যরা ভেঙে ফেলা মূর্তিগুলো দেখে আতঙ্কিত ও বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে। এ ঘটনার খবর মুহূর্তে পুরো আনোয়ারাব্যাপী ছড়িয়ে পড়লে বিভিন্ন স্থানের লোকজন ছুটে আসে ঘটনাস্থলে। বিক্ষুব্ধ জনগণ এসময় এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে। ঘটনার পর স্থানীয় থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, এএসপি, থানা নির্বাহী কর্মকর্তা, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং অবিলম্বে এ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও জড়িতদের শাস্তি দেওয়ার বিষয়ে জনগণকে আশ্বস্ত করেন।

এদিকে বিক্ষুব্ধ জনগণ অভিযোগ করে জানান, সারাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে মূর্তি ভাঙার ঘটনা ঘটলেও আনোয়ারা সদরে এর আগে কখনো এ ধরনের ঘটনা ঘটেনি। স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন চাইলে এ ঘটনায় জড়িতদের খুঁজে বের করে দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি দিতে পারেন। এলাকাবাসী এ ব্যাপারে পুলিশের ইতিবাচক সহযোগিতা কামনা করেছেন।

গতকাল ঘটনাস্থল পরিদর্শনকালে থানা নির্বাহী কর্মকর্তা কামরুল আমিন জানান, এলাকায় স্বাভাবিকভাবে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় রয়েছে। কোনো ধরনের উত্তেজনাও নেই। তা সত্ত্বেও যখন এই ঘটনা ঘটেছে তখন এই মুহূর্তে কোনো মন্তব্য না করাই ভালো। তবে আমরা স্থানীয় জনগণকে আশ্বস্ত করতে চাই। তাদের নিরাপত্তা ও আসন্ন পূজা যাতে নির্বিবাদে হতে পারে সে ব্যাপারে আমরা খেয়াল রাখবো। এএসপি হাফিজউদ্দিন জানান, আমরা কিছুটা ধারণা করতে পারছি। তবে তদন্তের স্বার্থে এখন কিছু বলতে চাই না। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নুরুন নবী দায়েরকৃত ডায়েরিকে গুরুত্ব দিয়ে মামলা হিসেবে নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন। ইউপি চেয়ারম্যান আলী আকবর ঘটনার নিন্দা জানিয়ে অবিলম্বে ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শাস্তি দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। থানা প্রাঙ্গণে আনোয়ারা থানা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ আবু তাহের বলেন, ঘটনা শুনে আমি বিস্মিত হয়েছি। আনোয়ারা সদরের মতো একটি সাম্প্রদায়িকতামুক্ত এলাকায় এ ধরনের ঘটনা যারা ঘটিয়েছে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া দরকার।

এদিকে বিকেলে ক্লাব প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সমাবেশে যোগ দিয়েছেন স্থানীয় সংসদ সদস্য সরোয়ার জামাল নিজাম। তিনি সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, এই ঘটনার হোতারা যে দলেরই হোক না কেন তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হবে। তিনি স্থানীয় থানা পুলিশকে এ ব্যাপারে দ্রুত জোরালো পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেন। সভায় কচিকাঁচা গোষ্ঠীর সাবেক সাধারণ সম্পাদক বাদল ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, থানা বিএনপির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা উৎপল সেনসহ অন্যান্য দলের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

ভোরের কাগজ, ২৪ মার্চ ২০০০৪

(২২৩৮)
হাতিয়ায় পূজা মণ্ডপে হামলা ঃ প্রতিমা ভাঙচুর

হাতিয়া (নোয়াখালী) প্রতিনিধি ঃ নোয়াখালীর হাতিয়া উপজেলার চরকিং ইউনিয়নের উত্তর বোয়ালিয়া গ্রামের গৌরহরি দাসের বাড়ির মন্দিরে ঢুকে হামলা চালিয়েছে একদল সন্ত্রাসী। তারা শ্রী শ্রী বাসন্তী পূজার জন্য তৈরি সাতটি প্রতিমা সম্পূর্ণ ভেঙে ফেলে। গত শনিবার গভীর রাতে এ ঘটনা ঘটেছে।

উল্লেখ্য, আগামী ২৮ মার্চ থেকে বাসন্তী পূজা শুরু হওয়ার কথা। মন্দির কমিটির সভাপতি নেপাল চন্দ্র চক্রবর্তী পর দিন ঘটনা লিখিতভাবে জানালে ইউএনও ইমাম উদ্দিন কবির গত সোমবার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

প্রথম আলো, ২৪ মার্চ ২০০৪

(২২৩৯)
হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের প্রতিবেদন ঃ মার্চে সংখ্যালঘুদের ওপর নিপিড়নের ৩২ টি ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত অসংখ্য

কাগজ প্রতিবেদক ঃ মার্চ মাসে দেশের বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন-নিপীড়ন অব্যাহত ছিল। সারা দেশে ৩২টি ঘটনায় এ সম্প্রদায়ের অসংখ্য নারী-পুরুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। অন্যদিকে সারা দেশে নারীদের ওপর বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে ৬০টি। বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের মাসিক প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা যায়। শীর্ষ জাতীয় দৈনিকগুলোতে প্রকাশিত তথ্য এবং সাংগঠনিক অনুসন্ধানের ভিত্তিতে পরিষদ এ প্রতিবেদন তৈরি করে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী মার্চে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ২ জন খুন হয়েছে। ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ৫টি। এছাড়া ২টি অগ্নিসংযোগের ঘটনা, ৯টি হামলা ১টি ছিনতাই, ২টি লুণ্ঠন, ১টি উচ্ছেদ, ৩টি দখল এবং ৭টি অন্যান্য ঘটনা ঘটে। ২টি হত্যা ঘটনার মধ্যে একটি ঘটেছে ময়মনসিংহে, অপরটি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। ময়মনসিংহের ত্রিশাল উপজেলার মোক্কপুর গ্রামের গোপীনাথ চন্দ্রের ছেলে দীপককে (২০) দুষ্কৃতকারীরা হত্যা করে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের গৌতম তলাপাত্রকে (৩৫) নৃশংসভাবে খুন করা হয়। ধর্ষণের ঘটনাগুলো ঘটে কিশোরগঞ্জের সদর ও কুলিয়ারচর, চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড, ঢাকার কেরানীগঞ্জে এবং ঝালকাঠির কাঠালিয়ায়।

এ মাসে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অনেক বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট হয়েছে। লুণ্ঠন হয়েছে বিপুল পরিমাণ অর্থসম্পদ। কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়া উপজেলার মির্জাপুর বর্ষগতি গ্রামে সম্পত্তি দখলের চেষ্টা চলে। এ অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে ওই গ্রামের প্রয়াত অশ্বিনী সূত্রধরের স্ত্রী ও মেয়েকে ঘরে আটকে রেখে দুষ্কৃতকারীরা ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। পঞ্চগড়ের বোদা উপজেলার ফুটকিবাড়ি গ্রামের মনোরঞ্জন নাথ প্রাণভয়ে এলাকা ছেড়েছে। স্থানীয় প্রভাবশালী কোরবান আলী ও তার দলবল মনোরঞ্জনের বসতবাড়ি দখল করে নিয়েছে।

অন্যদিকে মার্চ মাসে সারা দেশে ২০ জন নারী খুন হয়েছে। ধর্ষণের শিকার হয়েছে আরও ২০। ২ জন নারী এসিড আক্রান্ত ৬ জন অপহরণ, ১ জন ছুরিকাঘাতের শিকার হয়েছেন। বিভিন্ন ঘটনায় ৭ জন নারী আত্মহত্যা করেছে এবং নারীদের ৪টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ধর্ষণ ঘটনাগুলোর মধ্যে রাজশাহীতে ৮ বছরের শিশু ধর্ষণের ঘটনা অত্যন্ত মর্মান্তিক। ওই জেলার গোদাগাড়ি উপজেলায় ৮ বছরের শিশুকে ধর্ষণের পর হত্যা করে পাষণ্ড মোসলেম ও জামিল। ধর্ষণের অন্য ঘটনাগুলো ঘটে নওগাঁও, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, দিনাজপুর, শরীয়তপুর, নীলফামারী, পাবনা, গাজীপুর, ঢাকা, ঠাকুরগাঁও, ঝালকাঠি, হবিগঞ্জ ও জয়পুরহাটে।

ভোরের কাগজ, ২৫ মার্চ ২০০৪

(২২৪০)
চাটমোহরের খ্রিস্টানপল্লী নিয়ে এক বিএনপি নেতার নতুন ষড়যন্ত্র

পাবনা, ২৪ মার্চ, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ দু'বছর আগে চাটমোহরের ফৈলজানার খ্রীস্টানদের ওপর হামলার নায়ক বিএনপি নেতা শাহজাহান আলী খ্রীস্টান পরিবারগুলোর বিরুদ্ধে নতুন ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। সন্ত্রাসীরা খ্রীস্টান নেতা সুবল মণ্ডলকে মদের ব্যবসায়ী বানিয়ে নির্যাতনের প্লট তৈরি করছে।

এলাকাবাসী জানায়, সোমবার রাতে নেংরী গ্রামের চার্লি গোমেজের ছেলে মন্টু গোমেজকে শাহজাহান আলী, সোলায়মান, জালু, আরিফসহ চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা ধরে নিয়ে যায় এবং একটি ঘরে আটকে রাখে। পরে তাকে পলিথিন ব্যাগে কিছু মদ হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলে যে, তোকে বলতে হবে এই মদ সুবল মণ্ডলের কাছ থেকে এনেছি। সে মদের ব্যবসা করে। এতে মন্টু গোমেজ রাজি না হলে তাকে বেদম মারধর করা হয় এবং জীবননাশের হুমকি দেয়। নির্যাতনের এক পর্যায়ে প্রাণের ভয়ে মন্টু গোমেজ তাদের প্রস্তাবে রাজি হয়। এরপর শাহজাহান আলী থানায় মোবাইল করে পুলিশ নিয়ে এসে তাকে পুলিশের হাতে সোপর্দ করে। পরের দিন দণ্ডবিধি ৫৫ ধারায় পুলিশ তাকে জেল হাজতে প্রেরণ করে। সূত্র জানায়, সন্ত্রাসীরা মন্টু গোমেজকে অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে স্বীকারোক্তি করানোর সময় একটি ক্যাসেটে তার বক্তব্য ধারণ করা হয় যাতে প্রয়োজনীয় সময়ে এই ক্যাসেট দিয়ে সুবল মণ্ডলকে মদ ব্যবসায়ী হিসাবে চালিয়ে দেয়া যায়। এ অবস্থায় সুবল মণ্ডলসহ ফৈজানার খ্রিস্টান সম্প্রদায়গুলো চরম নিরাপত্তাহীন জীবন যাপন করছে।

২০০২ সালের ২৬ ও ২৭ ফেব্রুয়ারি রাতে শাহজাহানের নেতৃত্বে সন্ত্রাসীরা খ্রিস্টান পল্লীতে হামলা ও লুটপাট চালায়। এতে সুবল মণ্ডলসহ কমপক্ষে ২৫ জন আহত হয়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৫ মার্চ ২০০৪

(২২৪১)
আনোয়ারায় মূর্তি ভাঙচুর ঃ আটক ২

চট্টগ্রাম অফিস ও আনোয়ারা থেকে সংবাদদাতা ঃ গত সোমবার রাতে আনোয়ারা সদর এলাকায় কতিপয় দুর্বৃত্ত কয়েকটি মূর্তি ভেঙ্গে ফেলে। এ ঘটনায় দু'জনকে আটক করা হয়। স্থানীয় জয়কালী হাটে কচিকাচা গোষ্ঠী নামে ক্লাবে শনিবার বাসন্তী পূজার জন্য কয়েকটি মূর্তি তৈরি করা হয়। মূর্তি তৈরীর শেষ পর্যায়ে গভীর রাতে এগুলো ভাঙচুর করা হয়। জানা যায়, রাতে ক্লাব ঘর বন্ধ করে লোকজন চলে গেলে, দুর্বৃত্তরা মূর্তিগুলো ভাঙচুর করে। পুলিশ জানায়, ক্লাব ঘরের জমি নিয়ে স্থানীয় লোকজনের মধ্যে বিরোধ রয়েছে। আটক দুজন হচ্ছে আবু তাহের ও শেখ আহমদ।

দৈনিক ইত্তেফাক, ২৫ মার্চ ২০০৪

(২২৪২)
টুঙ্গীপাড়ায় সংখ্যালঘুদের নগর কীর্তনে হামলার ঘটনায় মামলা

গোপালগঞ্জ থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ টুঙ্গীপাড়া উপজেলার বাশুড়িয়া গ্রামে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের নগরকীর্তনের মিছিলে হামলা তীর্থযাত্রীদের মারধর ও বাদ্যযন্ত্র লুট করার ঘটনায় আসাদ শেখসহ ৬ জনের বিরুদ্ধে আদালতে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। গত ২২শে মার্চ ওই গ্রামের অক্ষয় কুমার হীরা গোপালগঞ্জের ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে এই মামলাটি দায়ের করেন। জানা গেছে ওড়াকান্দির মহাবারুনীর ান থেকে ফিরে হিন্দু পুণ্যার্থীরা গত ২০শে মার্চ বাশুড়িয়ায় নগরকীর্তনের মিছিল বের করলে শ্রীরামকান্দি গ্রামের আসাদ শেখ এতে বাধা দেয় এবং পুণ্যার্থীদের সঙ্গে তার কথা কাটাকাটি হয়। এক পর্যায়ে উত্তেজিত হয়ে আসাদ শেখসহ ৮/৯ জনের একটি সংঘবদ্ধ দল রামদা ছ্যানদা, লোহার রড, লাঠি ইত্যাদি অস্ত্র নিয়ে মিছিলের ওপর হামলা চালায় এবং বাদ্যযন্ত্র লুটে নেয়। হামলায় কীর্তনীয়াদের কমপক্ষে ১০জন আহত হয়। এর মধ্যে গুরুতর আহত প্রশান্ত রায় নিত্যানন্দ হীরা, শৈলেন্দ্রনাথ মণ্ডল গদাই বিশ্বাস ওরফে ধীরেনকে চিকিৎসার জন্য মোল্লাহাট থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ভর্তি করা হয়েছে।

এ ঘটনায় জেলা হরিসভা পরিচালনা কমিটি এবং উদীচী জেলা সংসদের নেতৃবৃন্দ তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এবং হামলাকারীদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

সংবাদ, ২৬ মার্চ ২০০৪

(২২৪৩)
খুলনার গ্রামে তিন মন্দিরের প্রতিমা ভাঙচুর

স্টাফ রিপোর্টার, খুলনা অফিস ঃ বৃহস্পতিবার রাতে খুলনার কয়রা থানার সুন্দরবন সংলগ্ন উত্তর বেদকাশী ইউনিয়নের তিনটি মন্দিরের প্রতিমা ভাঙচুর করা হয়েছে। এ ঘটনায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।

এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে অজ্ঞাতনামা দুর্বৃত্তরা উত্তর বেদকাশী ইউনিয়নের বড়বাড়ি গ্রামে অবস্থিত সার্বজনীন পূজা মন্দিরের বড় দুইটি প্রতিমা সম্পূর্ণ ভেঙ্গে ফেলেছে। আজ শনিবার থেকে শুরু হতে যাওয়া বাসন্তী পূজার জন্য এখানে প্রতিমা তৈরি করা হয়েছিল। এই মন্দিরের কাছাকাছি স্থানে ব্যক্তিগতভাবে স্থাপিত তারকেশ্বর মন্দিরের প্রতিমাও দুর্বৃত্তরা ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিয়েছে। একই গ্রামের পূর্বদিকে অবস্থিত পাথরখালি কালী মন্দিরের সব প্রতিমা ভাঙচুর করা হয়েছে।

সূত্র জানায় উত্তর বেদকাশী ইউনিয়নের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬৫ শতাংশ হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত। কয়রা থানা এলাকার সবচেয়ে বড় বাসন্তী পূজা হয়ে থাকে উক্ত ইউনিয়নের বড়বাড়ি গ্রামের সার্বজনীন পূজা মন্দিরে। বাসন্তী পূজার একদিন আগেই এ মন্দিরের প্রতিমা ভাঙচুর করা হয়। একই রাতে তিনটি মন্দিরের প্রতিমা ভাঙ্গার ঘটনায় ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। পাশাপাশি সেখানকার হিন্দু সম্প্রদায় উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছে।

সূত্র আরও জানায়, শুক্রবার সকালে সার্বজনীন পূজা মন্দির কমিটির সভাপতি মাস্টার যতীশ চন্দ্র মণ্ডল, তারকেশ্বর মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা সৌমেন্দ্রনাথ মণ্ডল, পাথরখালি কালীমন্দির কমিটির সভাপতি যোগেশ চন্দ্র সরকার, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ কয়রা থানা শাখার সভাপতি এ্যাডভোকেট গুরুদাস বিশ্বাস হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ থানা শাখার

সভাপতি এ্যাডভোকেট অধীর কৃষ্ণ মণ্ডল, স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান শেখ লুৎফর রহমান প্রমুখ থানায় গিয়ে ঘটনার বিবরণ দিয়ে প্রতিকার চেয়েছেন। থানা সূত্র জানায় তিনটি মন্দিরের প্রতিমার ভাংচুরের অভিযোগ তারা পেয়েছে। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গেছেন। এ রিপোটর্টি বিকাল ৫টায় লেখা পর্যন্ত ঘটনার সঙ্গে জড়িত কেউ গ্রেফতার হয়নি। কারা এ ঘটনা ঘটিয়েছে তাও উদঘাটন করা যায়নি। তবে মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী এর সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে বলে অনেকেই মনে করছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৭ মার্চ ২০০৪

(২২৪৪)
গৌরচন্দ্র বালাকে উচ্ছেদের চেষ্টা ঃ সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা

স্টাফ রিপোর্টার ঃ যুক্তফ্রন্ট সরকারের সাবেক মন্ত্রী গৌরচন্দ্র বালাকে সপরিবারে তাঁর ফরিদপুর শহরস্থ সরকারি লিজপ্রাপ্ত জমি থেকে উচ্ছেদের চেষ্টা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। শনিবার দুপুরে রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে বয়োবৃদ্ধ এই সাবেক মন্ত্রী এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ অভিযোগ করেন। লিখিত অভিযোগে বলা হয়, ফরিদপুর শহরের জিলটুলী মৌজায় তিনি ১৯৬২ সাল থেকে বসবাস করছেন সপরিবারে। তাঁর বসবাসকৃত জায়গায় ৬ নং হোল্ডিংয়ের ২৫ দশমিক ২৫ সহশ্রাংশ জমি এবং জমিসংলগ্ন একটি একতলা পাকা ভবন রয়েছে। ১৯৬৫ সালে তৎকালীন সরকার তাঁকে সম্পত্তিটি লিজ প্রদান করে। ১৯৯০ সালে ফরিদপুরের তৎকালীন জেলা প্রশাসকের সিএ সিরাজদৌলা অবৈধ পন্থায় প্রশাসনের ছত্রছায়ায় তাঁর ভোগদখলকৃত জমির ১০ শতাংশ লিজ নেয়। এই ব্যক্তি জমির লিজ নেয়ার পর সাবেক মন্ত্রীর বাসার প্রবেশপথ বন্ধ করে দেয়। পরে ওই বছরই ৩১ মে ভূমি সচিব নাসির উদ্দিন লিজ বাতিল করে গৌরচন্দ্র বালার নামে লিজ বহাল রাখেন। এ ঘটনার পর সিরাজদৌলা সরকারি কর্মচারি হওয়া সত্ত্বেও সরকারের বিরুদ্ধে ফরিদপুর সাব জজ কোর্টে মামলা করেন এবং পরাজিত হন। একই ঘটনার জের ধরে একাধিক মামলার পরও এই সাবেক জয়লাভ করেন। বর্তমানে ফরিদপুর জেলা প্রশাসক তাঁর জমির রাস্তার ওপর ১০ শতক ডায়াবেটিক সমিতিকে নতুন করে লিজ দিয়েছে। অথচ ডায়াবেটিক সমিতি আগেই ৮০ শতাংশ জমি ভোগদখল করছে।

এ ঘটনায় যুক্তফ্রন্টের সাবেক মন্ত্রী মনে করেছেন, তাঁকে ভিটেমাটি থেকে উৎখাতের জন্য এ ধরণের ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীর ছেলে-মেয়েরা। তাঁরা হচ্ছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা ও সঙ্গীতের সহকারী অধ্যাপক ড. বিপ্লব বালা, ডাক্তার প্রণব বালা, তন্দ্রা বালা, পান্না বালা (ফরিদপুর উইমেন্স কলেজের প্রভাষক) ও ডাক্তার তৃপ্তী বালা। এ ব্যাপারে তিনি রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৮ মার্চ ২০০৪

এপ্রিল- ২০০৪

(২২৪৫)
নাটোরে একই রাতে ১৪ টি সংখ্যালঘু বাড়িতে ডাকাতি

নাটোর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ নাটোরে বুধবার রাতে ১৪টি সংখ্যালঘু বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে জেলার বাগাতি পাড়া উপজেলার বাটিকামারী হালদারপাড়া গ্রামে।

জানা গেছে, রাত ২টার দিকে ৫০/৬০ জনের সশস্ত্র ডাকাতদল ওই গ্রামে হানা দিয়ে প্রথমেই ডিউটিরত ধীরেন, বিপ্লব, সুজল ও ষষ্ঠীকে পিঠমোড়া করে দুই হাত এবং দুই চোখ বেঁধে ফেলে। এরপর একের পর এক অসিত হালদার, স্বপন হালদার, দুলাল হালদার কৃষ্ণ হালদার, সুশীল হালদার, সুরেশ হালদার, মাধব হালদার, নীরঞ্জন হালদার, সত্য হালদার, গোবিন্দ হালদার, প্রমথ হালদার, সমর হালদার, নীরেন হালদার ও পচন হালদারের বাড়িতে ঢুকে স্বর্ণালংকার ও নগদ টাকাসহ ৩ লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুট করে। দরজা খুলতে দেরি হওয়ায় ডাকাতদল আঘাত করে মদনের স্ত্রী মমতার হাত ভেঙে দেয়। সত্য হালদারের স্ত্রী কল্পনা ও কৃষ্ণের স্ত্রী সাবিত্রীর কান ছিঁড়ে সোনার রিং ছিনিয়ে নেয় তারা। ডাকাতরা গৃহবধূ ইতি, পারুল, সরস্বতী, সীমা, বাসনা, সুজাতা, মঞ্জুরী, শিখা, ফুলকুমারী, মালতী, মাধবী রীনা ও শিলার গায়ের গহনা এমনকি নাকফুল পর্যন্ত খুলে নেয়।

গত ১লা জানুয়ারি দয়ারামপুর ইউপি নির্বাচনে বিএনপি ক্যাডারের হুমকির মুখে এই গ্রামের ২২ ঘর নারী-পুরুষ ভয়ে কেউ ভোট দিতে পারেনি। মাছ ধরাই যাদের পেশা এমন হতদরিদ্র জেলে পরিবারগুলোতে গণডাকাতির ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

সংবাদ, ২ এপ্রিল ২০০৪

(২২৪৬)
মীরসরাইয়ে জেলেদের পুড়িয়ে মারার হুমকি ঃ ৪০ পরিবার আতঙ্কে

সংবাদদাতা, মীরসরাই ঃ চট্টগ্রামের মীরসরাই উপজেলার ইছাখালী ইউনিয়নে সাহেবদীনগর জেলেপাড়ার পূর্বের এক ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছাত্রদলের চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা জেলেপাড়ার সংখ্যালঘুদের আগুনে পুড়িয়ে মারার হুমকি দিয়েছে। বর্তমানে জেলেপাড়ার ৪০টি পরিবার চরম নিরাপত্তাহীনতায় দিন কাটাচ্ছে। জেলেপাড়ার মানুষ সন্ত্রাসীদের ভয়ে-আতঙ্কে জেগে জেগে রাত কাটায়।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ১৭ মার্চ সাহেবদীনগর জেলেপাড়ায় স্থানীয় ছাত্রদলের চিহ্নিত সন্ত্রাসী আলাউদ্দিন তার দলবল নিয়ে সশস্ত্র হামলা চালায়। আলাউদ্দিন দীর্ঘদিন যাবত জেলেপাড়ার পরিবারগুলো থেকে নিয়মিত চাঁদা আদায় করত বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ঘটনার রাতে সে জেলেপাড়ার মনোরঞ্জন দাসের কাছে চাঁদা দাবি করে। কিন্তু দরিদ্র মনোরঞ্জন চাঁদা দিতে ব্যর্থ হলে তার পুত্রবধূর শ্লীলতাহানীর চেষ্টা করে। এতে ব্যর্থ হয়ে আলাউদ্দিন তার দলবল নিয়ে সুনীল দাস ও মনোরঞ্জন দাসের ঘরসহ ৭/৮টি ঘরে হামলা চালায়। সন্ত্রাসীরা মূর্তি ভাঙচুর, মন্দির এবং সেবায়েতের জিনিষপত্রে আগুন ধরিয়ে দেয়। মন্দিরে আগুন নেভাতে জলদাসপাড়ার লোকজন ছুটে এলে সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়ে ৬ জনকে আহত করে। ঘটনার রাতেই এলাকার লোকজন পার্শ্ববর্তী মুহুরী প্রজেক্ট পুলিশ ক্যাম্পে গিয়ে সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা অবহিত করে। ১৮ মার্চ সকালে পুনরায় সন্ত্রাসী আলাউদ্দিন জেলেপাড়ায় গিয়ে সবাইকে হুমকি দেয় এবং আবারও মনোরঞ্জন দাসের পুত্রবধূকে প্রকাশ্যে শ্লীলতাহানীর চেষ্টা করলে লোকজন

ক্ষিপ্ত হয়ে আলাউদ্দিনকে ধরে বেঁধে রাখে। পরে স্থানীয় মেম্বারের সহায়তায় তাকে মীরসরাই থানা পুলিশে সোপর্দ করা হয়। এ ব্যাপারে মীরসরাই থানায় আলাউদ্দিনকে প্রধান আসামী করে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। আলাউদ্দিন বাহিনী এখন জেলেপাড়ার লোকজনকে আগুনে পুড়িয়ে মারার হুমকি দিচ্ছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৩ এপ্রিল ২০০৪

(২২৪৭)
ঘিওরে বিএনপি নেতা দখল করে নিল মন্দিরের জায়গা

মানিকগঞ্জ, ৩ এপ্রিল, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বিএনপির এক নেতা ঘিওর উপজেলার হরি ও বিষ্ণু মন্দিরের জায়গা দখল করে নিল। প্রায় দেড় শ' বছর ধরে ঐ জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে দোল ও বাসন্তি পূজা উদযাপিত হয়ে আসছে। অথচ ঐ নেতা খরিদ সূত্রে মালিকানার দাবিতে রাতের আঁধারে দোল ভিটি ভেঙ্গে রীতিমতো টিনের বেড়া দিয়ে দখল করে নিয়েছে। অভিযোগ রয়েছে ঘিওর থানা পুলিশ ঐ দখল প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা করেছে। এ ব্যাপারে ঘিওর হরি ও বিষ্ণু মন্দিরের সাধারণ সম্পাদক সমীর কুমার চক্রবর্তী ঘিওর নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে লিখিত অভিযোগ করেছেন।

সমীর কুমার চক্রবর্তীর সূত্রে জানা গেছে, প্রায় দেড় শ' বছর আগে নিজ জমিতে যদুনাথ চক্রবর্তী এ মন্দিরটি স্থাপন করেন। যার ফলে জমিটি সরকার ভেসটেট প্রোপারর্টি হিসাবে চিহ্নিত করে। যার পরিমাণ ৩১ শতাংশ। তবে ধারাবাহিকভাবে কমিটি গঠন করে ঐ মন্দিরে পূজা অর্চনা চলে আসছে। এদিকে বিএনপির নেতা আব্দুল খালেক ঐ জমি দখল করতে শুরু করে। পাশাপাশি লিজ আবেদন করে ওপর মহলে দেনদরবার করে কিন্তু প্রায় ৫ ডিসিমেল জমি তার নামে লিজ নেয়। কিন্তু পরবর্তীতে মন্দিরের কমিটি আপত্তি জানালে ঐ লিজ বাতিল হয়ে যায়। থানা ভূমি অফিসের ১০৩(৭) স্মারকে ৩/১২/৯৮ইং তারিখে চিঠি দিয়ে আঃ খালেককে তা অবহিত করা হয়। কিন্তু সে আদেশ অমান্য করে শুক্রবার রাতে মন্দিরের দোল ভিটি ভেঙ্গে ফেলে টিনের বেড়া দিয়ে দখল করে নেয়।

এদিকে আঃ খালেকের ছেলে আল মামুন জানায়, ঐ জমি খরিদ সূত্রে তারা মালিক। বৈধ জমি তারা নিজেদের দখলে এনেছে। জনৈক ভোলানাথ সরকারের কাছ থেকে তারা জমি কিনেছে। অবৈধভাবে জমি দখলের কথা সে অস্বীকার করে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৪ এপ্রিল ২০০৪

(২২৪৮)
পূজা করতে পারেনি আদিতমারির আদর্শপাড়ার হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন

আদিতমারী প্রতিনিধি ঃ লালমনিরহাটের আদিতমারী উপজেলার ভাদাই আদর্শ পাড়ার হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন মাষাণ পূজার সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করেও পূজা করতে পারছেন না। তার আগেই গত ২ এপ্রিল গভীর রাতে মন্দিরের সকল প্রতিমা ভেঙে দিয়েছে কে বা কারা। এ ঘটনায় হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে চরম আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।

জানা গেছে, আদিতমারী উপজেলার ভাদাই আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকার মন্দিরে গত ৪ এপ্রিল মাষাণ পূজা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। প্রতিমা ভাংচুরের কথা হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে জানাজানি হয়ে পড়লে তাদের মধ্যে এক অজানা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। মন্দির

কমিটির লোকজন ঘটনাটি অদিতমারী থানাকে অবহিত করলে থানার এসআই আবুল কাশেম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ভেঙে ফেলা মূর্তির আলমত জব্দ করেন।

গত ৩ এপ্রিল বিকেলে আদিতমারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উত্তম কুমার মণ্ডল ও ইউপি চেয়ারম্যান আইয়ুব আলী ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে এলাকার লোকজনকে শান্ত থাকার পরামর্শ দিয়েছে।

আজকের কাগজ, ৫ এপ্রিল ২০০৪

(২২৪৯)
এখনো স্বপ্ন দেখেন জমিতে গড়ে উঠবে সকল ধর্মের প্রার্থনা গৃহ সর্বত্যাগী এক সাধুর জমি অবৈধ দখলে ঃ প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন ২০ বছর ধরে

রাশেদ আলী, কেরানীগঞ্জ থেকে ঃ প্রায় আট বিঘা ভূসম্পত্তিই কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে কেরানীগঞ্জের সর্বত্যাগী এক সাধু দয়াল চন্দ্র সরকারের। ১১১টি জিডি করেও রেহাই পাননি তিনি। নি¤œ আদালত থেকে শুরু করে উচ্চ আদালতের রায় আর অসংখ্য তদন্ত রিপোর্ট তার অনুকূলে থাকার পরও দীর্ঘ বিশ বছর ধরে নিজ পৈত্রিক ভিটা ছেড়ে প্রাণ ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন তিনি।

ভূমিলোভী সন্ত্রাসীরা দখল করে নিয়েছে তার ভিটা-মাটি, হালের জমি-সব। ব্রহ্মচারী এই সাধকের আশ্রম ভেঙে সেখানে নির্মাণ করা হয়েছে ঘর। কেটে ফেলা হয়েছে তার সাধের বট ও পাকুড় বৃক্ষ। দখলদাররা বংশানুক্রমে চালিয়ে যাচ্ছে তাদের দখল প্রক্রিয়া। অথচ এ জমি ভোগ করার কোনো লোভ নেই তার। তিনি সকল ধর্মের মানুষের জন্য একটি প্রার্থনাগৃহ নির্মাণের জন্য এ জমি দান করেছেন। কিন্তু দখলদাররা এটা মানতে রাজি নয়। তাদের দাবি কোনোক্রমেই এ জমি ছাড়া হবে না।

কেরানীগঞ্জের প্রত্যন্ত অঞ্চল বেওতা গ্রামে সরজমিন গিয়ে ব্যাপক তথ্যানুসন্ধানে জানা গেছে, প্রায় ৩০ বছর আগে কিছু জমি বন্ধক রাখাকে কেন্দ্র করে দয়াল চন্দ্র ও লাল মিয়া গংদের মধ্যে প্রথমে বিরোধ শুরু হয়।

জানা যায়, দয়াল চন্দ্র সরকারের পরিবার কয়েক পুরুষ ধরেই বেওতা গ্রামে বসবাস করে আসছিলেন। পূর্বপুরুষদের সূত্র ধরে তিনি প্রায়ই আড়াই একর অর্থাৎ প্রায় ৮ বিঘা সম্পত্তির মালিক হন। ১৯৬৯ সালে আর্থিক সংকটের কারণে ৭৮ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় সোয়া দুই বিঘা জমি বন্ধক রেখে দয়াল চন্দ্র একই গ্রামের বিত্তশালী হাজী লাল মিয়ার কাছ থেকে আড়াই হাজার টাকা ঋণ নেন। লিখিত চুক্তি মোতাবেক শর্ত হয় যে, তিন বছরের মধ্যে দয়াল চন্দ্র ধারের টাকা শোধ করতে না পারলে বন্ধকী ঐ জমির মালিক হবেন লাল মিয়া। এই তিন বছরে জমির মূল্য কয়েকগুণ বেড়ে যায়। এদিকে মেয়াদ অনুযায়ী দয়াল চন্দ্র ঋণের টাকা পরিশোধ করতে আসলে টাকা গ্রহণ করে জমির দখল ছাড়তে অস্বীকার করেন লাল মিয়া। ফলে নিরুপায় হয়ে দয়াল চন্দ্র কেরানীগঞ্জ সার্কেল অফিসার (রাজস্ব)-এর কাছে একটি এলএম মামলা ১১/৭৩ দায়ের করেন। সার্কেল অফিসার নথিপত্র পর্যালোচনা করে ১৯৭৪ সালের পিও ৮৬/৭২ অনুযায়ী বন্ধকী জমি ও দলিলপত্র ফেরত দেওয়ার জন্য লাল মিয়াকে নির্দেশ দেন। এতে ক্ষিপ্ত হন লাল মিয়া।

আদালতের সেই নির্দেশকে উপেক্ষা করে। এরপর দয়াল চন্দ্র সরকারের অবশিষ্ট প্রায় ২ একর অর্থাৎ ৬ বিঘা ধানী জমি দখল করে নেয় প্রভাবশালী দখলদার চক্র। আঃ কুদ্দুস, আঃ সামাদসহ বিভিন্ন ব্যক্তির নামে একের পর এক জাল দলিল তৈরি করে এ পরিবারটিকে উৎখাত

করার জন্য সক্রিয় হয়ে ওঠেন লাল মিয়া ও তার ছেলে কুদ্দুস গং। তাদের ভয়ে নিজ ভিটায় স্ত্রী ভগবতী রানী ও ছোট ছোট তিন ছেলে নিয়ে অসহায় হয়ে পড়েন সাধু দয়াল চন্দ্র সরকার।

এদিকে প্রতি বাংলা মাসের ১৯ তারিখে তার বাড়ির আশ্রমে লোকনাথ অনুসারীদের নিয়ে ঢাক ও কাঁসর বাজিয়ে প্রার্থনা অনুষ্ঠান করতেন সাধু দয়াল চন্দ্র সরকার। একদিন সন্ত্রাসী দখলদাররা হামলা চালিয়ে সে অনুষ্ঠানও বন্ধ করে দেয়।

সন্ন্যাস গ্রহণ করে ১৯৮৪ সালে সাধু দয়াল হিমালয়, আজমীরসহ নানা ধর্মের বিভিন্ন তীর্থস্থান ভ্রমণে বের হলে সুযোগ বুঝে দখলদাররা তার বসতভিটাও দখল করে নেয়। এক বছর পর সাধু দেশে ফিরে দেখেন তার আশ্রম ঘরের স্থলে উঠছে সন্ত্রাসীদের ঘর। মঙ্গল ও যজ্ঞের ঘট ভেঙে ফেলা হয়েছে। বট-পাকুড়সহ বাড়ির অন্যান্য গাছও কেটে নিয়ে গেছে আঃ কুদ্দুসের সন্ত্রাসী বাহিনী।

এরপর থেকেই প্রাণ ভয়ে তিনি গ্রাম ছাড়েন। নানা জায়গায় নানা জনের কাছে, প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগে ঘুরে ঘুরে আজো তিনি ফিরে পাননি তার পৈত্রিক জমি।

১৯৮৫ সালের অক্টোবর মাসে তিনি পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া এই জমিসহ তার স্থাবর ও অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি নোটারি পাবলিক কর্তৃক সব ধর্মের উপাসনালয় নির্মাণের উদ্দেশে দান করেন।

১৯৮৯ সালে সাধু দয়াল চন্দ্রের অভিযোগের ভিত্তিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহকারী সচিব শাহ আলম চৌধুরী ঢাকার জেলা প্রশাসককে দখলদার আঃ কুদ্দুস গংদের উচ্ছেদের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য লিখিত অনুরোধ করেন। জেলা প্রশাসকের নির্দেশের সূত্র ধরে ১৯৮৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর তৎকালীন কেরানীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার দখলদার আঃ কুদ্দুসকে ১৫ দিনের মধ্যে সম্পত্তির অবৈধ দখল ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। কিন্তু তবুও তারা জমির ভোগদখল অব্যাহত রাখে। উপরন্তু আইনের জটিলতায় সাধু দয়ালকে ব্যস্ত রেখে অবৈধ দখল প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে উল্টো দয়াল চন্দ্রের বিরুদ্ধেই ১৯৯১ সালে সাব জজ অতিরিক্ত আদালতে একটি মামলা দায়ের করে দখলদার চক্র। কিন্তু সেই রায়ও সাধু দয়াল চন্দ্রের পক্ষে যায়। ১২/৯১ নং এই মামলার রায়ে ১৯৯৪ সালে বিচারক আঃ কুদ্দুস গংদের সৃষ্ট দলিল জাল এবং ঐ জমির প্রকৃত স্বত্বাধিকারী দয়াল চন্দ্র সরকার বলে উল্লেখ করেন। এবারও দখল না ছেড়ে সময় ক্ষেপণের জন্য হাইকোর্টে দখলদাররা এই রায়ের বিরুদ্ধে ৬৩/৯৫ নং আপিল করে। ১৯৯৭ সালে হাইকোর্টের আপিল বিভাগ সেই আপিলটিও খারিজ করে দেয়। পরবর্তী সময়ে ২০০২-এর ফেব্রুয়ারি মাসে সুপ্রিম কোর্টও এই মোকদ্দমাটি খারিজ বলে গণ্য করে। কিন্তু আইনের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে এখন পর্যন্ত সন্ত্রাসীরা সেসব জমি নিজ দখলে রেখেছে।

পিতা আঃ কুদ্দুসের মৃত্যুর পর বর্তমানে এই দখল প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়েছেন তার ছেলে রাশেদ আমীন বিদ্যুৎ। বিষয়টিকে দেখছেন তিনি পারিবারিক মর্যাদার লড়াই হিসেবে। ঢাকার ২৫/৪ ঝিকাতলার বাসায় রাশেদ আমীনের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা হলে তিনি জানান, জমিগুলো তারা সাধু দয়াল চন্দ্র ও তার ভাইদের কাছ থেকে কিনে নিয়েছিলেন। ফলে দখল ছাড়ার প্রশ্নই উঠে না। তবে কেন গত ২০০৩-এর শেষ দিকে ঢাকা পুলিশ সুপার কর্তৃক তদন্তকৃত সর্বশেষ রিপোর্টটিও তাদের অনুকূলে যায়নি- এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে সন্তোষজনক জবাব তিনি দিতে পারেননি। তবে সাধুকে তার পরিবারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে প্রাণনাশের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে বলে যে অভিযোগ রয়েছে তিনি তা অস্বীকার করেন। বর্তমানে এ বিষয়টি নিয়ে একটা সালিশ চলছে বলে তিনি জানান।

এদিকে অনেক খোঁজাখুজির পর ঢাকার রায়ের বাজারের সুলতানগঞ্জ মন্দির এলাকায় সাধু দয়াল চন্দ্র সরকারকে পাওয়া গেলে তার কাছ থেকে এই বিরোধের বিস্তারিত জানা যায়। জমানো কাগজপত্রের স্তূপ থেকে তিনি একে একে বিভিন্ন রিপোর্ট, জিডি ও মামলার রায়গুলো

বের করে দেখান। তিনি বলেন, দখলদারদের অর্থ ও প্রভাবের কাছে বর্তমানে সব কাগজই অকার্যকর হয়ে পড়েছে। নতুন করে মামলা মোকদ্দমায় জড়ানোর মতো শক্তি-সামর্থ কিছুই তার অবশিষ্ট নেই। তবুও তিনি বেওতা গ্রামকে সব ধর্মের সব মানুষের মিলনস্থল হিসেবে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেন। যদিও তিনি জানেন না তার সে স্বপ্ন পূরণ হবে কিনা। তবুও সর্বস্বান্ত হয়ে সেই স্বপ্ন নিয়েই তিনি বেঁচে আছেন।

ভোরের কাগজ, ৫ এপ্রিল ২০০৪

(২২৫০)
লালমনিরহাটে ২'শ বছরের পুরনো মন্দিরের প্রতিমা ভাঙচুর ঃ প্রতিবাদে বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, লালমনিরহাট ঃ লালমনিরহাট জেলার আদিতমারী উপজেলার ভাদাই ইউনিয়নে শুক্রবার গভীর রাতে দুষ্কৃতকারী মৌলবাদী একটি চক্র ২শ' বছরের পুরনো বৃদ্ধেশ্বরী মন্দিরের প্রতিমা ভাঙচুর করেছে। মৌলবাদী চক্রটির আরও হামলার ভয়ে রাত জেগে পাড়ায় পাড়ায় মন্দিরগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পাহারা বসিয়েছে স্থানীয় হিন্দুরা। ঘটনার প্রতিবাদে সোমবার সকাল দশটায় বৃদ্ধেশ্বরী মন্দির প্রাঙ্গনে হিন্দু সম্প্রদায়ের কয়েক শ' সদস্য মিছিলের প্রস্তুতি নিলে লালমনিরহাট-২ আসনের (অদিতমারী-কালীগঞ্জ) এমপি মজিবুর রহমান, আদিতমারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উত্তম কুমার, ভাদাই ইউপি চেয়ারম্যান আইয়ুব আলী ও পুলিশ কর্মকর্তারা বিক্ষুব্ধ জনতাকে আশ্বস্ত করলেও তারা তিন ঘন্টা ধরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে।

প্রত্যক্ষদর্শী গ্রামবাসী ও থানা সূত্রে জানা যায়, জেলার আদিতমারী উপজেলার ভাদাই ইউনিয়নের বৃদ্ধেশ্বরী মন্দির প্রাঙ্গণে ২শ' বছর ধরে চৈত্র মাসের ২১ তারিখ থেকে ২৩ তারিখ (৪ এপ্রিল থেকে ৬ এপ্রিল) পর্যন্ত ৩ দিনের মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এ মেলা উপলক্ষে বৃদ্ধেশ্বরী মন্দির প্রাঙ্গণে শত বছরের পুরনো বট-পাইকর তলায় হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন মশাল ও কালীঠাকুরের পূজা দিয়ে আসছে। এ পূজায় ভাদাই ইউনিয়নের হিন্দু অধ্যুষিত ভাদাই নিজপাড়া, ভাদাই ঘুঘুজান, ভাদাই দক্ষিণপাড়া,কিসমত বড়াই বাড়ি, ভাদাই পশ্চিমপাড়া কুটিরপাড়া, আরাজি দেওডোবা, চিড়াটারী বানিয়াপাড়া, শরতপাড়া, বানিয়াটারী পূর্বপাড়া, কামারপাড়ার কয়েক হাজার হিন্দু নারী-পুরুষ অংশগ্রহণ করে আসছে। কিন্তু এ বছর প্রতিমা ভাঙচুর করায় মেলা অনুষ্ঠিত হয়নি।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৭ এপ্রিল ২০০৪

(২২৫১)
ঠাকুরগাঁয়ে ৫ বছরের শিশুকে যৌন নিপীড়নের দায়ে একজন গ্রেফতার

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি ঃ যৌন কামনা চরিতার্থ করতে না পেরে ৫ বছরের এক শিশুর যৌনাঙ্গে আঘাত করায় এলাকাবাসী তহিজুল ইসলাম নামের এক ব্যক্তিকে আটক করে থানায় সোপর্দ করেছে।

গত ৪ এপ্রিল বিকাল সাড়ে ৪টায় দক্ষিণ বঠিনা গ্রামে মাছ ধরার প্রাক্কালে তহিজুল ইসলাম নামের এক ব্যক্তি ঐ এলাকার হরেন্দ্র বর্মণের ৫ বছরের শিশুকন্যাকে একা পেয়ে ধর্ষণের চেষ্টা চালায়। এতে বাধা পেয়ে ঐ নরপশু শিশুটির যৌনাঙ্গে আঘাত করে। এ সময় শিশুটির চিৎকারে লোকজন ছুটে এসে লম্পট তহিজুলকে আটক করে থানায় সোপর্দ করে। শিশুটিকে রক্তাক্ত অবস্থায় ঠাকুরগাঁও সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে যৌন পীড়নের অভিযোগে থানায় মামলা হয়েছে। আটক তহিজুলকে গত সোমবার জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে। গ্রেফতারকৃত তহিজুলের বাড়ি গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলার কেচারচর গ্রামে। তার পিতার নাম আজিজার আলী।

ভোরের কাগজ, ৭ এপ্রিল ২০০৪

(২২৫২)
মোরেলগঞ্জে বিএনপি নেতার নেতৃত্বে সংখ্যালঘু পরিবারের বাড়ি লুট, উচ্ছেদ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, খুলনা ঃ ক্ষমতাসীন দল বিএনপি নেতাদের নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী বাগেরহাট জেলার মোরেলগঞ্জ উপজেলার আমতলা গ্রামে এক সংখ্যালঘু পরিবারের বসতবাড়ি ভাঙচুর, লুটপাট ও উচ্ছেদ করেছে। চাঁদা না পেয়ে এ ঘটনা ঘটানো হয় বলে জানা গেছে। বাড়ির মালিককে ঘটনার ৫দিন পরও উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ। ওই এলাকায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষোভ বিরাজ করছে। এ ব্যাপারে স্থানীয় থানায় মামলা হলেও পুলিশ আসামীদের গ্রেফতার করছে না বলে অভিযোগ উঠেছে।

মামলার এজাহার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত ৩রা এপ্রিল মোরেলগঞ্জ উপজেলার খাউলিয়া ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য নাজির আহমেদ, ইউনিয়ন শাখা বিএনপির যুগ্ম-সম্পাদক হালিম মুহুরীর নেতৃত্বে ২০/২৫ জনের সশস্ত্র ক্যাডার হরিহর সমাদ্দারের বসতবাড়িতে হামলা চালায়। তারা গৃহকর্তাকে পাশের মাখন চৌকিদারের বাড়িতে বেঁধে রেখে নারকীয় তাণ্ডব চালিয়ে নতুন ঘর তৈরির মালামালসহ লাখ টাকার সম্পত্তি লুট করে নিয়ে যায়। সশস্ত্র ক্যাডাররা হরিহর সমাদ্দারের স্ত্রী শিবানি সমাদ্দারকে কিশোরী মেয়ে হাসি (১১)। খুশি (৯) ও শিশুছেলে শিশিরসহ(৭) এলাকা ত্যাগের নির্দেশ দেয়। ক্যাডারদের হুমকির মুখে ৫ই এপ্রিল শিবানি সমাদ্দার সন্তানকে নিয়ে মোরেলগঞ্জ থানায় আশ্রয় নেন। ক্যাডাররা হরিহরের সংসারে মালামাল ও বসতবাড়ি ভেঙ্গে কুমারখালী গ্রামের আনোয়ার হাওলাদারের বাড়িতে নিয়ে গেছে। ঘটনার পর থেকে গৃহকর্তা হরিহর সমাদ্দারকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বলে তার পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে।

ইউপি সদস্য নাজির হোসেন, হালিম মুহুরি, সালেহ আহমেদসহ ৯ জনকে আসামী করে মোরেলগঞ্জ থানায় মামলা দায়ের করলেও পুলিশ আসামীদের গ্রেফতার করছে না বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

সংবাদ, ৮ এপ্রিল ২০০৪

(২২৫৩)
শৈলকুপার কয়েকশ সংখ্যালঘু পরিবারের গ্রাম ছাড়ার উপক্রম

ঝিনাইদহ থেকে সংবাদদাতা ঃ এক ব্যক্তির ষড়যন্ত্রে অতিষ্ঠ হয়ে শৈলকুপার কয়েকশ' সংখ্যালঘু পরিবার তাদের রক্ষার আবেদন জানিয়েছেন জেলা প্রশাসনের কাছে।

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার দুধসর ইউনিয়নে অবস্থিত বোয়ালিয়া গ্রাম। যুগ যুগ ধরে এখানে বসবাস করে আসছে কয়েকশ' হিন্দু পরিবার। এখানে রয়েছে প্রায় সাড়ে চার একর খাসজমির ওপর ৩টি মন্দির। চারদিকে গড়ে উঠেছে ঘরবাড়ি। একটি হাজা-মজা পুকুরও রয়েছে খাসজমির ওপর। এই খাসজমির ওপর লোলুপ দৃষ্টি পড়ে মনোহরপুর গ্রামের

আমিনুল ইসলাম চাঁদ মিয়ার। ছায়ানিবিড় বোয়ালিয়া গ্রাম হয়ে ওঠে অশান্ত। সরেজমিনে জানা গেছে, শৈলকুপা উপজেলার দুধসর ইউনিয়নের ছায়ানিবিড় মনোরম পরিবেশে কবে গ্রামটি গড়ে উঠেছে তা কেউ বলতে পারে না। তবে একে অপরের সাথে মিলেমিশে বসত করে আসছে তারা। সকলেই যেন এক পরিবারের মানুষ। এ ধরণের মন্তব্য গ্রামের অনেকেই করেছেন। দুর্গা মন্দির, কালী মন্দির ও হরি মন্দির নামে ৩টি মন্দির রয়েছে এই গ্রামে। হরি মন্দিরে প্রতি সপ্তাহের বুধবার সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত চলে নাম সংকীর্তন। শতাধিক লোক এই নাম সংকীর্তনে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া বছরে একবার হরিমন্দিরে বড় আকারে নাম সংকীর্তনের আয়োজন করা হয়। এ সময় গ্রামের কারও বাড়িতে আলাদাভাবে কোন রান্নাবান্না হয় না। পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকেও শত শত মানুষ যোগ দেয় এই অনুষ্ঠানে। মন্দির ঘিরে বসে মেলা। এ ক'দিন গ্রামটি পরিণত হয় মানুষের এক মহা মিলনমেলায়। এক চুলোয় রান্না হয় সবার খাবার। সকলের বাড়ির উঠানে চলে খাওয়া-দাওয়া। এছাড়াও এখানে রয়েছে দুর্গা মন্দির ও কালী মন্দির নামে আরও দু'টি মন্দির। যথানিয়মে এই মন্দির দু'টিতেও চলে ধর্মোৎসব। এ সবকিছুই হয় ওই খাসজমির ওপর। এখানে অন্য সম্প্রদায়ের বসবাস না থাকলেও হিন্দু মুসলিমের মধ্যে রয়েছে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন।

সংবাদ, ৯ এপ্রিল ২০০৪

(২২৫৪)
লক্ষ্মীরাণী হত্যাকাণ্ড
ফরিদপুর ও মানিকগঞ্জের ৩ থানার সাহায্য চেয়েছে রাজশাহীর পুলিশ

রাজশাহী অফিস ঃ নার্স লক্ষ্মী রাণী সাহাকে রাজশাহীর মতিহার থানার শ্যামপুরের গমক্ষেতের আশপাশে কোথাও খুন করা হয়েছে। একই সঙ্গে এই খুনের সঙ্গে রাজশাহীর মতিহার এলাকার কোনো পেশাদার অপরাধীচক্র জড়িত বলে পুলিশ ধারণা করছে। মতিহার থানা পুলিশ লক্ষ্মী হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদঘাটনে ফরিদপুর জেলার নগরকান্দা থানা এবং মানিকগঞ্জ সদর থানা ও সিঙ্গাইর থানা পুলিশের সাহায্য কামনা করেছে। গত ২৬ মার্চ শ্যামপুরের এক গমক্ষেত থেকে লক্ষ্মীর লাশ উদ্ধার করা হয়।

মতিহার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আকরাম হোসেন ও এই মামলার তদন্ত কর্মকর্তা দারোগা জাহেদুল হক সরকার গতকাল বৃহস্পতিবার থেকে স্থানীয় খুনিচক্রের সন্ধানে সোর্স নিয়োগ করেছেন। মতিহার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানান, লাশের সুরতহাল ও ময়নাতদন্ত রিপোর্টে বলা হয়েছে, লাশ উদ্ধারের কয়েকঘন্টা আগে লক্ষ্মী রাণীকে খুন করা হয়। এ কারণে পুলিশের ধারণা, যেখানে লক্ষ্মী রাণীর লাশ পাওয়া গেছে সেখানেই তাকে খুন করে লাশ ফেলে পালিয়েছে খুনিচক্র। বাইরে থেকে খুন করে লাশ রাজশাহীতে আনা হয়েছে কি না এ প্রশ্নের জবাবে মতিহার থানার ওসি জানান, সুরতহাল রিপোর্টে এমন প্রমাণ মেলেনি।

নিহত লক্ষ্মী রানী সাহা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য ইতিমধ্যে মতিহার থানা পুলিশ ফরিদপুর জেলার নগরকান্দা থানা পুলিশের কাছে বার্তা পাঠিয়েছে। একইভাবে মতিহার থানা পুলিশ মানিকগঞ্জ সদর থানা ও সিঙ্গাইর থানায় বার্তা পাঠিয়ে লক্ষ্মীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ ব্যবসায়ী মুনিরকে আটক করার জন্য বলেছে। তবে গতকাল এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত মতিহার থানা পুলিশের কাছে কোনো বার্তা আসেনি।

মামলার তদন্ত কর্মকর্তা দারোগা জাহেদ জানান, ব্যবসায়ী মুনিরকে গ্রেফতার করতে পারলেই কেবল লক্ষ্মী রাণীর হত্যারহস্য উদঘাটন সম্ভব হবে। কি কারণে নার্স লক্ষ্মীরাণীকে হত্যা করা হয়েছে তাও জানা যাবে মুনির ধরা পড়লে। তবে তিনি বলেন, লক্ষ্মী খুন হওয়ার

খবর বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রচার হওয়ার পরও তার চাকরিদাতা সংস্থা ওজিএসবি থেকে কোন খোঁজ নেওয়া হয়নি। পুলিশের কাছে এসব বিষয় রহস্যের সৃষ্টি করেছে। এই খুনের সঙ্গে আরো কারা জড়িত থাকতে পারে তাও পুলিশ খতিয়ে দেখছে। জানা গেছে, মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ইতিমধ্যে একাধিকবার ঢাকা ও মানিকগঞ্জ ঘুরে এসেছেন।

মতিহার থানার ওসি আকরাম হোসেন আরো জানান, এই হত্যারহস্যের জট খুব শিগগিরই খুলে যাবে। একই সঙ্গে এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতরাও ধরা পড়বে বলে ওসি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

প্রসঙ্গত, বেসরকারি সংস্থা ওজিএসবির সিনিয়র নার্সিং কর্মকর্তা লক্ষ্মী রাণী গত ২৫ মার্চ বিকেলে মানিকগঞ্জ সদর হাসপাতাল থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে বের হয়ে আর ফেরেননি। পরদিন ২৬ মার্চ রাজশাহীর মতিহার থানার শ্যামপুরের একটি গমক্ষেতে তার ক্ষতবিক্ষত লাশ পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে মতিহার থানায় একটি মামলা রেকর্ড হয়।

প্রথম আলো, ৯ এপ্রিল ২০০৪

(২২৫৫)
বাঙালী গৃহবধূ খুন
বাঘাইছড়িতে পাহাড়ীদের দোকান পাট ভাঙচুর

রাঙামাটি অফিস ও খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি ঃ রাঙামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলায় ফাতেমা নামে এক গৃহবধূ হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় উত্তেজিত বাঙালিরা গত শনিবার পাহাড়িদের বেশ কয়েকটি দোকানপাট ভাঙচুর করে। এতে কয়েকজন পাহাড়ি আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। বাঙালিরা পরে একটি পাহাড়ি গ্রামেও হামলা চালায় বলে জানা গেছে। ঘটনার পর বাঙালি ও পাহাড়িদের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছে।

জানা গেছে, রাঙামাটি সদর থেকে ১০০ কিলোমিটারেরও বেশি দূরের বাঘাইছড়ি উপজেলার মুসলিম ব্লক এলাকার গৃহবধূ ফাতেমা (৩৮) গত শনিবার দুপুর ১২টার দিকে পার্শ্ববর্তী পাহাড়ি গ্রাম তুলাবানের কাছ থেকে গরু আনতে যায়। ওই সময় কে বা কারা তাকে হত্যা করে। পরে দুপুর দেড়টার দিকে আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীরা তার জবাই করা লাশ উদ্ধার করে।

কয়েকজন পাহাড়ি অভিযোগ করেন, মুসলিম অধ্যুষিত মুসলিম ব্লক ও তুলাবান এলাকার মধ্যবর্তী স্থান থেকে ফাতেমার লাশ উদ্ধার করা হলেও কয়েকজন বাঙালি ফাতেমাকে হত্যার জন্য পাহাড়িদের ওপর দোষ চাপায়। তারা প্রচার করে ফাতেমাকে পাহাড়িরা ধর্ষণের পর জবাই করে হত্যা করেছে।

বিকেলের দিকে বাঙালিরা সংঘবদ্ধ হয়ে উপজেলা সদরের চৌমুহনী ও মসজিদ মার্কেটের পাহাড়িদের দোকানগুলোতে হামলা করে ভাঙচুর ও লুটপাট চালায়। এ সময় কয়েকজন পাহাড়ি প্রহৃত হয়। ওই রাতে মুসলিম ব্লকের বাঙালিরা তুলাবান গ্রামেও হামলা করে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। তবে এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানা যায়নি। গতকাল রোববার পাহাড়িরা ভয়ে সারা দিন উপজেলা সদরে আসেনি বলে স্থানীয় একাধিক সূত্রে জানা গেছে।

বাঙালিরা হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে উপজেলার চৌমুহনী বাজারে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে হত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছে। রাজ্জাক মেম্বারের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ইউপি চেয়ারম্যান মুন্সি, মোমিন, আজিজ চেয়ারম্যান প্রমুখ।

ঘটনার খবর পেয়ে গতকাল রোববার সকালে রাঙামাটির জেলা প্রশাসক ড. জাফর আহমদ খান ও পুলিশ সুপার হুমায়ুন কবীর বাঘাইছড়ি যান। সেখানে তারা পাহাড়ি-বাঙালি

নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করে পরিস্থিতির যেন আর অবনতি না ঘটে এবং আজ সোমবার থেকে শুরু হওয়া পাহাড়িদের প্রধান সামাজিক উৎসব 'বৈসুক সাংগ্রাই বিজু' যেন সুন্দরভাবে পালিত হতে পারে সে জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন।

এ ব্যাপারে বাঘাইছড়ি থানায় যোগাযোগ করা হলে ডিউটি অফিসার কামরুল জানান, লাশ উদ্ধারের পর বসতি স্থাপনকারী একদল বাঙালি পাহাড়িদের দোকানে হামলা চালায়। তবে তুলাবান গ্রামে হামলার ঘটনা তার জানা নেই বলে জানান।

গৃহবধূ ফাতেমার স্বামী আবদুস সামাদ থানায় মামলা দায়ের করলেও আসামী হিসেবে কারো নাম উল্লেখ করেননি। পুলিশ ময়নাতদন্তের জন্য লাশ খাগড়াছড়ি জেলা সদরে পাঠিয়েছে।

প্রথম আলো, ১২ এপ্রিল ২০০৪

(২২৫৬)
উল্লাপাড়ায় সংখ্যালঘু পরিবারে হামলা-লুটপাট মামলার চার্জশিট

উল্লাপাড়া (সিরাজগঞ্জ) থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ উল্লাপাড়ায় বহুল আলোচিত জিতেন্দ্র নাথ মণ্ডলের বাড়িতে হামলা, মহিলাসহ বাড়ির লোকজনদের মারপিট এবং লুটপাটের মামলায় পুলিশ ১৭ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে।

উল্লাপাড়া থানার ওসি তোজাম্মেল হক এবং পুলিশ অফিসার আরিফুর রহমান দীর্ঘ তদন্ত শেষে শনিবার সিরাজগঞ্জ কোর্টে এ চার্জশিট দাখিল করেন। চার্জশিটভুক্ত আসামিরা হলো— স্বপন, শহিদুল, সেলিম, শাহিন, জিয়র, কালা জাহাঙ্গীর, লতিফ, রবিউল, হালিম, জিন্না, খাদেমুল, বুদ্দু, রমজান, মোমিন, ঠাণ্ডু, জব্বার, মালেক। এদের মধ্যে ৪ জনকে পুলিশ গ্রেফতার করে আদালতে সোপর্দ করলেও বাকিরা এখনও পলাতক রয়েছে।

উল্লেখ্য, গত বছরের ১লা ডিসেম্বর রাতে উপজেলার কোনাবাড়ি মধু গ্রামের জিতেন্দ্রনাথ মণ্ডলের বাড়িতে একদল সন্ত্রাসী হামলা করে বাড়ির লোকজনদের বেদম মারপিট করে নগদ ৫০ হাজার টাকাসহ প্রায় ২ লাখ টাকার মালামাল লুটে নেয়।

সংবাদ, ১৩ এপ্রিল ২০০৪

(২২৫৭)
বেনাপোলে আদিবাসী পরিবারের বসতবাড়ি দখলের অভিযোগ বিচার না পেয়ে ২০ জনের আত্মহত্যার হুমকি

বেনাপোল প্রতিনিধি ঃ বন্দর নগরী বেনাপোলে বাবুল আখতারের নেতৃত্বে সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা আদিবাসী একটি সাপুড়ে পরিবারের অর্ধ কোটি টাকার বসতবাড়ি জোর করে দখল করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় প্রশাসনের কাছে সুষ্ঠু বিচার না পেয়ে ওই পরিবারের ২০ জন সদস্যই এক সঙ্গে আত্মহত্যার হুমকি দিয়েছে। আত্মহত্যার হুমকির পর পরই এলাকাবাসীর মাঝে উত্তেজনা বিরাজ করছে। যে কোনও মুহূর্তে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। জামাত ও বিএনপির একাংশ সন্ত্রাসীদের কাছ থেকে জমি উদ্ধারের জন্য প্রতিবাদ সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল করে ৭ দিনের আল্টিমেটাম দিয়েছে।

এদিকে বেনাপোল বাস্তুহারা সমিতি বাবুল আখতারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সমাবেশের মাধ্যমে কঠোর আন্দোলনের ঘোষণা দিয়েছে। বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা সাবেক সাংসদ মফিকুল হাসান তৃপ্তি এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ১৯৯৬ সালের ৭ জুন ৮ শতক ও ১৯৭০ সালের ১৯ অক্টোবর ২০ শতক জমি জনৈক মারিজান বিবির কাছ থেকে ওসমান মালে তার পরিবার-পরিজন নিয়ে ক্রয়কৃত জমির ওপর বসবাস করে আসছেন। কিন্তু এসএ রেকর্ডের সময় মারিজান বিবির পৌত্র ইজ্জত আলী কৌশলে তার নিজের নামে জমি রেকর্ড করিয়ে নেয়। পরবর্তীতে বিষয়টি জানাজানি হলে ওসমান মালে আদালতে মামলা দায়ের করেন। আদালত তার পক্ষে রায় দেয় এবং জমি পুনরায় ওসমান মালের নামে রেকর্ড করা হয়। কিন্তু বাবুল আখতারের নজর পড়ে ওই জমির ওপর। শেষ পর্যন্ত গত ৭ এপ্রিল রাতে বাবুল আখতারের নেতৃত্বে সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা ওসমান মালের বাড়িতে হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভাঙচুর ও লুটপাট করে দু'কক্ষ বিশিষ্ট তার পাকা বাড়িটি গুড়িয়ে দেয়। সেই সঙ্গে ওই পরিবারের ২০ জন সদস্যকে দড়ি দিয়ে হাত-পা বেঁধে পার্শ্ববর্তী মধুর ইটের ভাটায় নিয়ে নির্যাতন করে।

আজকের কাগজ, ১৬ এপ্রিল ২০০৪

(২২৫৮)
বরিশালে সংখ্যালঘুদের উচ্ছেদের হুমকি

বরিশাল ব্যুরো ঃ নগরীর শ্রীনাথ চ্যাটার্জি লেনে এক যুবক তাণ্ডব করে স্থানীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজনদের উচ্ছেদের হুমকি দিয়েছে। এক আইনজীবী ও এক সংখ্যালঘু তরুণীকে লাঞ্ছিত এবং কুপিয়ে হত্যার চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত তারা রক্ষা পেয়েছেন। হুমকি দিয়েছে মহিলা পরিষদের ভবন দখলের। মারধর করেছে দু'জনকে। বুধবার রাতে এ ঘটনার পর নগরীর শ্রীনাথ চ্যাটার্জি লেনের সংখ্যালঘু অধিবাসীদের মধ্যে আতংক বিরাজ করছে। সূত্র জানিয়েছে, বিএনপি ক্যাডার টুটলি রাত সাড়ে ১২টায় শ্রীনাথ চ্যাটার্জি লেনে গিয়ে ভাষা সৈনিক ও নারী নেত্রী রানী ভট্টাচার্যের বাড়িতে হামলা করে। এ সময় রানী ভট্টাচার্যের আত্মীয় উবুকে এবং মহিলা পরিষদের কর্মকর্তা অসীতকেও বেধড়ক মারধর করে। চিৎকার-চেচামেচি শুনে বিশিষ্ট আইনজীবী তপন চক্রবর্তী ছুটে এলে তাকে ধারাল অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যার উদ্দেশ্যে তাড়া করে। এ সময় সে মহিলা পরিষদের অফিস দখলের হুমকি দেয়। সংখ্যালঘুদের এলাকা ছাড়া করা হবে বলেও হুমকি দেয়। এ ঘটনার পর ওই এলাকায় আতংকের সৃষ্টি হয়েছে।

যুগান্তর, ১৬ এপ্রিল ২০০৪

(২২৫৯)
বাকেরগঞ্জে সংখ্যালঘু বাড়িতে হামলা, লুটপাট, আহত ২০

বরিশাল ব্যুরো ঃ বাকেরগঞ্জ পৌর এলাকায় একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী সংখ্যালঘুদের বাড়িতে হামলা চালিয়ে ৭ পরিবারের লোকজনকে বেদম মারধর, যিনিষপত্র ভাঙচুর ও মূল্যবান মালামাল লুটপাট করেছে। হামলায় বৃদ্ধ ও মহিলাসহ আহত হয়েছে কমপক্ষে ২০ জন। সূত্র জানায়, বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৭টায় বাবুল বিশ্বাস ও মাসুম মল্লিকের নেতৃত্বে ২৫/৩০ জনের একটি সন্ত্রাসী দল রঙ্গশ্রী এলাকার একটি সংখ্যালঘু বাড়িতে হামলা চালায়। ওই বাড়িতে ৭টি সংখ্যালঘু পরিবারের বসবাস। সন্ত্রাসীরা গোপাল নাথ, মদন দেবনাথ, ক্ষিতিশ দেবনাথ, ননী দেবনাথ, জগদীশ দেবনাথ, সুখ রঞ্জন দেবনাথ ও সুগন্ধা কর্মকারের ঘরে হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভাঙচুর এবং মূল্যবান মালামাল লুটপাট করে। দেড়ঘন্টাব্যাপী সন্ত্রাসীদের তাণ্ডবে গোপাল দেবনাথ (৯০), মনি দেবনাথ (২০), কল্যাণী দেবনাথ (২৫), শিল্পী দেবনাথ

(২৫), সুগন্ধা কর্মকার (২৩), রুহুল হাওলাদার (২৫), জগদীশ দেবনাথ (৭০), জ্যোতিষ দেবনাথ (৫০), রবি দেবনাথ (৪০), নীলকণ্ঠ দেবনাথ (৩৫), দেবাশীষ (২০), কিশোর (১৫), আশীষ (২০), রূপম (২০), নাসির হাওলাদার, ছত্তার খানসহ ২০ জন আহত হয়। এর মধ্যে ৬ জনকে বাকেরগঞ্জ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ঘটনাস্থল থেকে বাকেরগঞ্জ থানা মাত্র ৩/৪শ' গজ দূরে। কিন্তু খবর পেয়েও পুলিশ কোন পদক্ষেপ নেয়নি। জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে এ হামলা হয়েছে বলে জানা গেছে।

যুগান্তর, ১৬ এপ্রিল ২০০৪

(২২৬০)
বানারীপাড়া পৌর নির্বাচন
বিএনপি প্রার্থীর পক্ষে মনোনয়ন প্রত্যাহারে বাধ্য হলেন দুই সংখ্যালঘু

স্টাফ রিপোর্টার, বরিশাল অফিস ঃ বানারীপাড়ার পৌরসভা নির্বাচনে বিএনপির এক কমিশনার প্রার্থীকে বিনা প্রতিদন্দ্বিতায় বিজয়ী করার জন্য ভয়ভীতি দেখিয়ে, অস্ত্রের মুখে জোর করে দুই সংখ্যালঘু কমিশনার প্রার্থীকে মনোনয়ন প্রত্যাহারে বাধ্য করা হয়েছে। বিএনপির কয়েক নেতা বুধবার রাতে ঐ দুই প্রার্থীর বাড়িতে গিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করে এ কাজ করে। তপন বণিক নামে এক প্রার্থী দুপুরে ইউএনওর কাছে ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় মনোনয়ন প্রত্যাহারের আবেদন দাখিল করে। অপরজন গৌতম সমাদ্দারকে বিকাল তিনটা পর্যন্ত বিএনপি ক্যাডাররা খোঁজাখুঁজি করছিল তার হাত দিয়ে মনোনয়ন প্রত্যাহারের আবেদন দাখিলের জন্য। এ খবর নির্ভরযোগ্য সূত্রের।

সূত্র জানিয়েছে, বানারীপাড়া পৌরসভা নির্বাচনে ৪ নং ওয়ার্ড থেকে বিএনপির প্রার্থী হয়েছেন মোস্তফা হাওলাদার। বানারীপাড়ার প্রভাবশালী হাওলাদার পরিবারের সদস্য ও বিএনপি নেতা সরোয়ার হাওলাদারের ভাই তিনি। এ ওয়ার্ডে তাঁকে বিনা প্রতিদন্দ্বিতায় বিজয়ী করার জন্য বিএনপির কয়েক নেতা সক্রিয়। এখানে বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থী সালাম সেচ্ছায় মনোনয়ন প্রত্যাহার করে। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়ায় সংখ্যালঘু প্রার্থী তপন বণিক ও গৌতম সমাদ্দার।

বুধবার রাত সাড়ে আটটায় উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মীর শহিদুল ইসলাম, বিএনপি নেতা এম এরশাদ সালেক ও সরোয়ার হাওলাদার ১৫/২০ জন বিএনপি ক্যাডার নিয়ে গৌতম সমাদ্দারের বাড়িতে হানা দেয়। বিএনপির ৩ নেতা বাড়িতে ঢুকে নানাভাবে ভয়ভীতি দেখিয়ে মনোনয়ন প্রত্যাহারের জন্য লিখে আনা আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করতে চাপ দেয়। এসময় ওই পরিবারের সদস্যরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। চাপের মুখে গৌতম সমাদ্দার প্রত্যাহার পত্রে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়। একইভাবে তপন বণিকের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের কাগজে স্বাক্ষর আনা হয়। দু'জনকেই এ ঘটনা প্রকাশ করলে বসতবাড়ি এবং তাদের সবাইকে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যার হুমকি দেয়া হয়। এ ঘটনার পর দু'টি পরিবারের সদস্যরা চরম নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে রয়েছে।

বৃহস্পতিবার তপন বণিককে ধরে এনে তাদের নির্দেশমতো মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের আবেদন জমা দিয়ে আসে। যখন সে প্রত্যাহারপত্র জমা দেয় তখন ভীতসন্ত্রস্ত। ফ্যাকাসে তপন বণিক স্বেচ্ছায় মনোনয়ন প্রত্যাহার করেছে বলে দাবি করে। বিকাল তিনটা পর্যন্ত গৌতম সমাদ্দারকে বিএনপি ক্যাডাররা খুঁজে পায়নি। তার খোঁজ চলছে তাকে দিয়ে মনোনয়ন প্রত্যাহারপত্র জমা দেবার জন্য।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৬ এপ্রিল ২০০৪

(২২৬১)
রংপুরে অপহৃত ছাত্রীকে পুলিশ ৭ দিনেও উদ্ধার করতে পারেনি

রংপুর, ১৬ এপ্রিল, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রংপুরে অস্ত্রের মুখে অপহরণ করে নিয়ে যাবার সাত দিনেও সংখ্যালঘু এক স্কুল ছাত্রীকে উদ্ধার এবং অপহরণকারীদের গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। এদিকে মোবাইল ফোনে আসামীদের অব্যাহত হুমকিতে এলাকায় বাস করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে ওই পরিবারের সদস্যদের। পুলিশ বলছে তারা চেষ্টা চালাচ্ছে, আসামীদের ট্রেস পাচ্ছে না।

অন্যদিকে বাদীর পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, আসামীদের অনেকেই এলাকায় ঘোরাফেরা করছে এবং তাদের ভয়ভীতি দেখাচ্ছে।

জানা গেছে, মিঠাপুকুর উপজেলার বুজরুক মহদীপুর গ্রামের বেনী চন্দ্র বর্মণের মেয়ে ৮ম শ্রেণীর ছাত্রী দিপ্তী রাণীকে বাড়ি থেকে গত শনিবার সন্ধ্যায় চিহ্নিত একদল সন্ত্রাসী জোরপূর্বক তুলে নিয়ে যায়। সোমবার তার পিতা বেনী চন্দ্র বাদী হয়ে থানায় একটি অপহরণ মামলা করে। মামলার পর আসামীরা তাকে মোবাইলে ফোন করে বিষয়টি নিয়ে বাড়াবাড়ি না করার জন্য হুমকি দেয়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৭ এপ্রিল ২০০৪

(২২৬২)
মানিকগঞ্জে ব্যবসায়ীর বাড়ি ও বাজারে গণডাকাতি

মানিকগঞ্জ, ১৮ এপ্রিল, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ মানিকগঞ্জের জাবরা গ্রামে গণডাকাতি হয়েছে। শনিবার রাত একটা থেকে তিনটা পর্যন্ত ঘেরাও দিয়ে জাবরা বাজারের সাতটি দোকান ও বাজারসংলগ্ন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী নিটোল চন্দ্র সাহার বাড়িতে এই গণডাকাতি হয়। ডাকাতরা ফাঁকা গুলি ফুটিয়ে মারধর করে স্বর্ণালংকার, নগদসহ প্রায় দশ লাখ টাকার মালামাল লুটে নেয়। ডাকাতদের মারপিটে আহত হয়েছে চারজন। দুই ঘন্টাব্যাপী ডাকাতির সময় গ্রামবাসীরা এগিয়ে এলেও ডাকাতদের অস্ত্রের মুখে কিছুই করতে পারেনি। এই দীর্ঘ সময়ে পুলিশেরও খোঁজ পাওয়া যায়নি। ডাকাতি শেষে উল্লাস করতে করতে ডাকাতরা চলে যায়। সশস্ত্র ২৫ থেকে ৩০ জনের ডাকাত দলটি প্রথমে হামলা চালায় ধনাঢ্য ব্যবসায়ী নিটোল চন্দ্র সাহার বাড়িতে। স্টীলের প্রধান গেটের তালা ভেঙ্গে ডাকাতদল বাড়িতে ঢোকে। এরপর একটি দল নিটোল সাহার ঘরের দরজা ভাঙ্গার চেষ্টা করে। এই ঘরে ছিলেন নিটোল সাহার স্ত্রী আশালতা, ছেলে নিরঞ্জন ও ছেলের স্ত্রী লক্ষ্মী। শব্দ পেয়ে ওই তিনজন শক্ত কাঠের সিলিংয়ে আশ্রয় নেয়। এদিকে দরজা ভাঙতে না পেরে ডাকাতরা জানালার গ্রিল ভেঙ্গে ঘরে ঢোকে। এরপর সিলিংয়ে আশ্রয় নেয়া তিনজনকে বেরিয়ে আসতে বলে। না বেরোলে আগুন ধরিয়ে দেয়ার হুমকি দেয়। এ সময় দুই রাউন্ড গুলি ছোড়ে ডাকাতরা। এদিকে মারপিট চলতে থাকে নিটোল সাহার ওপর। এক পর্যায়ে সিলিংয়ের দরজা খুলে তিনজন বেরিয়ে আসে। এদেরকেও মারপিট করা হয়। লাঞ্ছিত করে পুত্রবধূ লক্ষ্মীকে। এখান থেকে ২৫ ভরি স্বর্ণালংকার, নগদ প্রায় দশ হাজার টাকা লুটে নেয়। এরপর নিরঞ্জনকে ধরে হাত-পা বেঁধে নিয়ে যাওয়া হয় বাজারে তাদের হার্ডওয়ারের দোকানে। তাকে দিয়ে ডেকে তোলা হয় কর্মচারীকে। দোকান থেকে নেয় পাঁচ হাজার টাকা। ইতোমধ্যে অন্য ডাকাতরা বাজারের অন্যান্য দোকানে হামলা চালায়। একে একে দোকান ভেঙ্গে লুটপাট চালায়। লুটপাট করে নেয় প্রফুল্ল চন্দ্রের মুদির দোকান, দীলিপ

কর্মকারের স্বর্ণের দোকান,সুনীল কর্মকারের স্বর্ণের দোকান, সন্তোষ কুমারের মুদি দোকান, সুনীল দাসের মুদি দোকান ও খতিব মুন্সির মুদির দোকান।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৯ এপ্রিল ২০০৪

(২২৬৩)
রাজশাহীতে বিএনপি ক্যাডারদের বাধায় রামকৃষ্ণ আশ্রম নির্মাণ প্রস্তুতি ভণ্ডুল

স্টাফ রিপোর্টার, রাজশাহী ঃ রাজশাহী মহানগরীর বোয়ালিয়া পাড়া এলাকায় অবৈধ দখলদার বিএনপির ক্যাডারদের বাঁধার কারণে শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রমের নির্মাণ প্রস্তুতি শেষ পর্যন্ত ভণ্ডুল হয়ে গেছে। শনিবার সকালে আশ্রমের নির্মাণ কাজ প্রধান অতিথি হিসাবে রাজশাহীর মেয়র মিজানুর রহমান মিনু এমপির উদ্বোধন করার কথা ছিল। কিন্তু রহস্যজনক কারণে মেয়র মিনু এমপি ওই অনুষ্ঠানস্থলে যাননি। ফলে ওই অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি দিনাজপুর রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী শ্রী ভক্তি প্রদানন্দজী মহারাজ দীর্ঘ সময় অপেক্ষার পর ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছেন। খোজ নিয়ে জানা গেছে, শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ সাহা ১৮৯০ সালে 'রামকৃষ্ণ ট্রাস্ট' গঠন করেন। ওই ট্রাস্টের অধীনে নগরীর বোয়ালিয়া পাড়া মৌজায় ট্রাস্টির নামে বিপুল পরিমাণ জমি বরাদ্দ করেন। জেলা জজের নেতৃত্বে ওই ট্রাস্টের সদস্য সংখ্যা ৫ জন। একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ অন্য স্থাপনা নির্মাণের পর সর্বশেষ ১০ কাঠা জমি ছিল আশ্রমের নামে। আশ্রমের জায়গার পুকুর সমেত ১০ কাঠার পশ্চিম পাশের ১৫ ফুট জায়গা এবং পূর্ব পাশের ১০ ফুট জায়গা যথাক্রমে বিএনপি সমর্থক জনৈক সাইদুর রহমান ও বিমল কর্মকার দখল করে নেয়। ওই জমিতে গত বছরের ১৭ এপ্রিল আশ্রম নির্মাণ কাজ শুরুর অনুমতি নিয়ে আসা হয়। কিন্তু বিএনপির স্থানীয় দখলদার নির্মাণ কাজ শুরুতে বাধা সৃষ্টি করে। সর্বশেষ স্থানীয় বিএনপির প্রভাবশালী নেতা মিজানুর রহমান মিনু এমপিকে দিয়ে প্রধান অতিথি হিসেবে আশ্রমের নির্মাণ কাজ উদ্বোধনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। মেয়র অনুষ্ঠানে আসতে সম্মত ও উদ্বোধন করতেও সম্মত হন। এদিকে আশ্রম নির্মাণ কাজের উদ্বোধনের খবর পেয়ে অবৈধ দখলদার দুই বিএনপি সমর্থকের আহ্বানে শনিবার সকাল থেকেই আশ্রমের স্থানে বিপুল সংখ্যক বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের ক্যাডার জড়ো হয়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৯ এপ্রিল ২০০৪

(২২৬৪)
পার্বতীপুর বেতাগীতে সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর হামলা ঃ লুটপাট

যুগান্তর ডেস্ক ঃ পূর্বশক্রতার জের ধরে দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুরে এক সংখ্যালঘু পরিবারের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে প্রতিপক্ষ। এ সময় প্রতিপক্ষের হামলায় তিনজন আহত হয়েছেন। এদিকে চাঁদা না পেয়ে বরগুনা জেলার বেতাগী উপজেলায় এক সংখ্যালঘু পরিবারের বাড়িতে হামলা চালিয়েছে সন্ত্রাসীরা। সন্ত্রাসীরা ওই পরিবারের শিশু নারীসহ সবাইকে অবরুদ্ধ করে লুটপাট চালায়।

পার্বতীপুর প্রতিনিধি জানান, গতকাল সকালে পূর্বশক্রতার জের ধরে প্রতিপক্ষ পার্বতীপুর উপজেলার দূর্গাপুর গ্রামের মনমোহনের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয় এবং গাছপালা কেটে সাবাড় করে। এ সময় প্রতিপক্ষের হামলায় আহত তিনজনের মধ্যে একজনকে আশংকাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

থানা সূত্রে জানা যায়, দূর্গাপুর গ্রামের মনমোহন (৫৫) ৪ বছর আগে প্রতিবেশী গাছুয়াপাড়ার ইয়াছিন মাস্টারের কাছ থেকে ১৭ শতক জমি কিনে বসতবাড়ি নির্মাণ করে। ১ বছর আগে একই দাগ ও খতিয়ানভূক্ত ১৭ শতক জমি ডাক্তার এনামূল হক ক্রয় করে। দীর্ঘদিন থেকে সে মনমোহনকে তার বাড়ির সাইড পরিবর্তনের জন্য চাপ দিয়ে আসছিল। গতকাল এনামূল হক, মিজানুর রহমান, ইয়াছিন মাস্টার, মোতাহার হোসেন, রেজাউল হোসেনসহ ১০/১২ জন বিভিন্ন ধারালো অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে মনমোহনের বাড়িতে হামলা করে। তারা বাড়িটি ভাঙচুর করে আগুন লাগিয়ে দিলে বাড়িটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়। এছাড়া বাড়ির চারপাশের গাছপালা, বাঁশঝাড়ও কেটে ফেলা হয়। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৪ লাখ টাকা। তাদের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে অনন্ত রায়, সুধীর রায়সহ তিনজন আহত হয়। তাদের মধ্যে অনন্ত রায়কে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ সময় শত শত গ্রামবাসী ধাওয়া করে মোতাহার হোসেন (৩৫) নামে এক ব্যক্তিকে ধারালো অস্ত্রসহ আটক করে। পরে খবর পেয়ে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসে। এ ব্যাপারে থানায় মামলা হয়েছে।

বরগুনা প্রতিনিধি জানান, বেতাগী উপজেলার করুনা গ্রামে একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী চাঁদা না পেয়ে রোববার সকালে জগদীশ মল্লিকের বাড়িতে হামলা চালায়। তারা ওইদিন সকাল থেকে সোমবার বেলা ১০ টা পর্যন্ত ওই বাড়ির সবাইকে অবরোধ করে প্রায় ২ লাখ টাকা মূল্যের গাছ এবং লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুট করে নিয়ে যায়।

যুগান্তর, ২০ এপ্রিল ২০০৪

(২২৬৫)
নাটোরে ডাক্তারের লালসার শিকার বিধবা রেনুবালার বৈঠকেই আত্মহত্যা

নাটোর, ২২ এপ্রিল, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ এক গ্রাম্য ডাক্তারের লালসার শিকার বিধবা রেণুবালা (৪০) অবশেষে বিষ খেয়ে অপমানের জ্বালা জুড়িয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে গত মঙ্গলবার নাটোরের বড়াইগ্রাম উপজেলার নওদা জোয়াড়ী গ্রামে। এলাকাবাসী জানায়, তিন সন্তানের জনক গ্রাম্য ডাক্তার আবদুর রহমান শাহ (৪৮) বিয়ের প্রলোভনে বিধবা রেণুবালার সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক গড়ে তুলে। এক পর্যায়ে রেণু অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। এ সময় বিয়ের জন্য চাপ দিলে চতুর আব্দুর রহমান গর্ভের সন্তান নষ্ট করার শর্ত আরোপ করে। এক বেসরকারি সংস্থার সেলাই প্রশিক্ষক রেণু মানসম্মান বাঁচাতে শর্ত মেনে গর্ভপাত করে। এরপরই লম্পট প্রেমিক আবদুর রহমানের আসল চেহারা বেরিয়ে পড়ে। বিয়ে করতে সে অস্বীকৃতি জানায়। ইতোমধ্যে ঘটনাটি গ্রামে জানাজানি হওয়ায় স্থানীয় বিএনপি নেতা আকবর আলী ও আবদুল খালেক তাকে চেপে ধরে। লম্পট রহমানকে বাঁচাতে গত মঙ্গলবার গ্রামে সালিশ বসে। ওই সালিশে রহমানকে দোষী সাব্যস্ত করে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। জরিমানার টাকা ভাগ হয় তিন ভাগে। তিন হাজার টাকা জিয়া পরিষদ, পাঁচ হাজার হরি কমিটি ও দুই হাজার টাকা দেয়া হয় রেণু বালাকে। সালিশের এই রায় শুনে ভিকটিম রেণু সঙ্গে করে আনা বিষের শিশি মুখে ঢেলে দেয়। হাসপাতালে নেওয়ার পথে রেণু বালা মারা যায়। ঘটনাটি এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। তবে পুলিশ বিষয়টি ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৩ এপ্রিল ২০০৪

(২২৬৬)
নাটোরে একরাতে ৬ বাড়িতে ডাকাতি

নাটোর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ লালপুরের আরবাব গ্রামে গত বৃহস্পতিবার সংখ্যালঘু পরিবারের ৬টি বাড়িতে গণডাকাতি হয়েছে।

জানা গেছে, ৫০ জন সশস্ত্র ডাকাত ওই গ্রামে হানা দিয়ে নিখিল, প্রভাস, নির্মল, শিশির, বিশ্বনাথ ও অসিতের বাড়ি থেকে নগদ টাকা স্বর্ণালংকারসহ ৩ লক্ষাধিক টাকার সম্পদ লুট করে। পুলিশ জানিয়েছে, এ ব্যাপারে তারা কিছু জানে না।

সংবাদ, ২৪ এপ্রিল ২০০৪

(২২৬৭)
ডোমারে একটি সংখ্যালঘু পরিবারে সন্ত্রাসী হামলা

নীলফামারী প্রতিনিধি ঃ জেলার ডোমারে সংখ্যালঘু হাড়ি সম্প্রদায়ের একটি পরিবারকে বাড়ি থেকে উচ্ছেদের জন্য প্রতিবেশী সন্ত্রাসীরা এক গৃহবধূকে নানাভাবে হয়রানি করছে বলে জানা গেছে। এ ব্যাপারে ইউপি চেয়ারম্যানের কাছে বিচার প্রার্থনা করলে সন্ত্রাসীরা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওই পরিবারের ওপর হামলা চালিয়েছে। অন্যদিকে বাড়িতে পূজা-পার্বণ করতে বাধা দেয়ায় আদালতে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

জেলার ডোমার উপজেলার বোতলগঞ্জ চাঁদখানা গ্রামের হরেন হাজরা বাঁশের ডালা, কুলা ইত্যাদি বানিয়ে বিভিন্ন বাজারে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে। প্রতিবেশী তোফাজ্জল, তারেক, কাশেম, ময়নুল, আজাদুল, আনারুল, কবেদ ও সাহাবুদ্দিন মুন্সি পরিবারটির ভিটেমাটি দখলের উদ্দেশ্যে হরেন হাজরার স্ত্রী মমতা বালাকে দীর্ঘদিন ধরে নানাভাবে উত্ত্যক্ত করে আসছিল। মমতা বালা তা স্বামীর কাছে খুলে বললে হরেন স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানের কাছে ঘটনার বিচার চেয়ে নালিশ দেয়। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওইসব সন্ত্রাসী হরেনের বাড়িতে চড়াও হয়ে প্রকাশ্যে তার স্ত্রীর ইজ্জত হরণের হুমকি দিয়ে তাদের আর্তচিৎকারে আশপাশের মানুষজন ছুটে এলে সন্ত্রাসীরা তাদেরকে ভিটা ছেড়ে না যাওয়া পর্যন্ত পূজা-পার্বণ করতে পারবেনা বলে হুমকি দেয়।

সংবাদ, ২৪ এপ্রিল ২০০৪

(২২৬৮)
বাকেরগঞ্জে ৭ সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর সন্ত্রাসীদের হামলা

বরিশাল থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক ঃ একটি বিরোধপূর্ণ জমির দখল নিতে গিয়ে সন্ত্রাসীরা বাকেরগঞ্জে ৭ সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর হামলা চালিয়েছে। হামলায় মহিলা, শিশুসহ ২০ জন আহত হয়েছে। অভিযোগ করা হয়েছে হামলার সময়ে পুলিশ দাঁড়িয়ে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। হামলায় নেতৃত্ব দেন স্থানীয় বিএনপির কয়েক নেতা।

বাকেরগঞ্জ থেকে প্রাপ্ত খবরে জানা যায়, বাকেরগঞ্জ পৌর এলাকার মধ্যে কিছু জমি নিয়ে গোপাল দেবনাথের সঙ্গে অন্য কয়েক ব্যক্তির বিরোধ চলে আসছিল। এই জমি নিয়ে আদালতে মামলাও চলছে। বৃহস্পতিবার স্থানীয় বিএনপি নেতা খালেক বিশ্বাস ও মানিক মাস্টার বেশ কিছু সংখ্যক ভাড়াটিয়া সন্ত্রাসী নিয়ে জমির দখল গ্রহণ করে। এসময়ে ভাড়াটিয়া সন্ত্রাসীরা প্রতিবেশী অরুণ দাস, নিতাই নাথ, জগদীশ নাথের বাড়িতে হামলা চালায়। সন্ত্রাসীদের

হামলায় এসব বাড়ির মহিলা সহ কমপক্ষে ২০ জন নারী, পুরুষ, শিশু আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে কয়েকজনকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ ব্যাপারে থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

সংবাদ, ২৪ এপ্রিল ২০০৪

(২২৬৯)
স্বরূপকাঠির সংখ্যালঘুদের গাছ কেটে নিয়েছেন ইউপি চেয়ারম্যান এলাকাবাসীর অভিযোগ

স্বরূপকাঠি প্রতিনিধি ঃ স্বরূপকাঠির দৈহারী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মেম্বাররা চিনাবুনিয়া গ্রামের সংখ্যালঘুদের মূল্যবান গাছ কেটে নিয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত ২০ এপ্রিল থেকে তারা বন বিভাগের গাছসহ ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রায় ৩০ হাজার টাকা মূল্যের গাছ কেটে নিয়েছে। চিনাবুনিয়া গ্রামবাসীদের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ওই এলাকা সরেজমিনে ঘুরে জানা যায়, ২০ এপ্রিল ইউপি মেম্বার আবদুর রহিম, মোঃ মোতাহার আলী ও জসিম উদ্দিনের নেতৃত্বে লোকজন রাস্তার পাশে বন বিভাগের রোপিত বেশ কয়েকটি গাছ এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় সাধারণ মানুষেরও গাছ কেটে নেয়। এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে অবহিত করা হয়। ২২ এপ্রিল বেলা ১০ টায় ওই মেম্বারদের নেতৃত্বে পুনরায় রাস্তার গাছ বাদ দিয়ে রাস্তা থেকে বেশ দূরে ব্যক্তিমালিকানাধীন গাছ কাটা শুরু করে। তারা একে একে নিকুঞ্জ বিহারী সুতার, রমেশ নাথ সুতার ও উপেন্দ্রনাথ সুতারের মেহগনি, চাম্বল ও চাপা (গুলাপ) গাছ কাটা শুরু করে। গাছের মালিকরা বাধা দিলে তারা জানায়, চেয়ারম্যান কাটতে বলেছে। এ সময় তারা চেয়ারম্যানের সঙ্গে মোবাইলে কথা বলে। এক পর্যায়ে সাদেক ও ইসমাইল চৌকিদার এসে বলে গাছ চেয়ারম্যান কাটতে বলেছে। এ সময় চেয়ারম্যান মোঃ দুলাল শেখ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ওই গাছ ইউনিয়ন পরিষদের বলে সব গাছ নিয়ে যায়।

এ বিষয়ে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ দুলাল শেখের সঙ্গে মোবাইলে আলাপ করলে প্রথমে তিনি গাছ কাটার কথা অস্বীকার করেন। পরে নিজে থেকে মোবাইল ফোনে জানান, ওই এলাকার মেম্বার আব্দুর রহিম, মোতাহার আলী ও জসিম উদ্দিন তাদের নিজেদের গাছ কেটেছে। এক পর্যায়ে খালে চার দেয়ার জন্য তিনি একটি চাপা (গুলাপ) গাছ কাটিয়েছেন বলে জানান। চেয়ারম্যান আরও বলেন, তিনি ভিন্ন দলের লোক বিধায় তার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে।

যুগান্তর, ২৬ এপ্রিল ২০০৪

(২২৭০)
বরিশালে মিশনারি উদয়ন হাইস্কুল নিয়ে সাম্প্রদায়িক ষড়যন্ত্র বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা

শওকত মিলটন, বরিশাল থেকে ঃ বরিশালের ঐতিহ্যবাহী মিশনারি স্কুল উদয়ন উচ্চ বিদ্যালয় নিয়ে শুরু হয়েছে এক সাম্প্রদায়িক ষড়যন্ত্র। একটি সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে তা রূপ দেয়া হচ্ছে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনায়। ম্যানেজিং কমিটি ও শিক্ষকদের স্বার্থান্বেষী একটি মহলের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এ ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করা হচ্ছে। আর এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে আন্দোলনে নেমেছে মৌলবাদী ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র শিবির। পরিকল্পিতভাবে নগরীতে উত্তেজনা ছড়ানো হচ্ছে। এদিকে স্কুলের সভাপতি কাদার সিলভেস্টার ডি, রোজারীও এ

নোংরামির ঘটনায় আহত হয়ে বলেছেন, এমন গণ্ডগোল হলে আমরা স্কুল বন্ধ করে দেব। এ তথ্য বিভিন্ন সূত্রের। বরিশালে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশে ক্যাথলিক মিশনারিরা বরিশালে প্রায় অর্ধশত বছরেরও আগে নগরীর প্রাণকেন্দ্রে মিশনের নিজের জমিতে এ স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। বরিশালের সবচেয়ে ভাল স্কুল বলতে এ স্কুলকেই বুঝায়। সেক্যুলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে এর সুনাম রয়েছে। বরিশালের শিক্ষা ব্যবস্থা ক্যাথলিক, অক্সফোর্ড মিশন ব্যাপ্টিস্টসহ বিভিন্ন খ্রিস্টান মিশনারিদের হাতেই বিস্তার লাভ করেছে। বরিশালের মতো এত বেশি সংখ্যক মিশনারি স্কুল দেশের অনেক নগরীতেই বিরল। মিশনারিদের স্কুল উদয়ন উচ্চ বিদ্যালয়কে নিয়ে গত কয়েকদিন ধরে এক সাম্প্রদায়িক ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। স্কুলের নির্ভরযোগ্য একাধিক সূত্র ও ম্যানেজিং কমিটির একাধিক নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সদস্য জানিয়েছেনের, ঘটনার সূত্রপাত গত ১৮ এপ্রিল ও স্কুলের শিক্ষক মিঃ পঙ্কজ কুমার মণ্ডল ক্লাস সেভেনে তৃতীয় পিরিয়ডের ক্লাস নেবার জন্য যান। ক্লাসে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরা তাকে আসসালামু আলাইকুম বলে উঠে। স্কুলের নিয়মানুযায়ী শিক্ষকরা ক্লাসে ঢুকলে ছাত্ররা গুডমর্নিং বলে সম্বোধন করবে এবং শিক্ষকরাও গুড মর্নিং বলে তার জবাব দেবেন। এ রীতি স্কুলের অর্ধশত বছরের। মুসলিম রীতিতে 'আসসালামু আলাইকুম' বলে সম্বোধন করায় মিঃ পঙ্কজ অবাক হয়ে প্রশ্ন করে জানতে পারেন ছাত্রদের এ রীতিতে সম্বোধন করার জন্য বলেছেন তাদের ক্লাস টিচার মোঃ আলী। তখন তিনি ছাত্রদের বলেন, মুসলিম শিক্ষকরা এলে তোমরা 'আসসালামু আলাইকুম' বলবে, তবে আমি তো হিন্দু মানুষ। তোমরা আমাকে নমস্কার বা গুড মর্নিং বলে সম্বোধন করো।

এ ঘটনার পর ওই শিক্ষক ক্লাসে দুষ্টুমির জন্য ও পড়া না পারার জন্য ৪/৫ ছাত্রকে স্কেল দিয়ে আঘাত করেন। এতে মিঠু নামে এক ছাত্র বেশি আঘাত পায়। এ ঘটনার পরদিন ওই ছাত্র আর স্কুলে আসেনি। এদিকে স্কুলের স্বার্থান্বেষী একটি গ্রুপ যার নেতৃত্বে রয়েছেন শিক্ষক দেলোয়ার হোসেন ও মোঃ আলী ও ম্যানেজিং কমিটির এক আইনজীবী সদস্য। স্থানীয় একটি দৈনিকে ঘটনাটিকে সাম্প্রদায়িক রং লাগিয়ে তারা সংবাদ প্রকাশের মেকানিজম করেন।

ঐ রিপোর্টে বলা হয়, আসসালামু আলাইকুম সম্বোধন ও টুপি পরার কারণে মিঃ পঙ্কজ কুমার মণ্ডল ছাত্রদের মারধর করেন। তাদের মধ্যে একজন ছাত্র গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অথচ রিপোর্ট প্রকাশের দিনই ওই ছাত্রকে আগরপুর রোডে অন্য ছেলেদের সঙ্গে খেলাধুলা করতে দেখা গেছে। ওই দিনই মিঃ পঙ্কজ কুমার মণ্ডল মিঠুর বাসায় যান। তিনি ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন এবং ছাত্রের চিকিৎসা বাবদ ৩শ টাকা খরচ হয়েছে শুনে এক হাজার টাকা দিয়ে আসেন। ছাত্রের বাবা আঃ লতিফ নগরীর আগরপুর রোডের একটি ফ্ল্যাট বাড়ির কেয়ারটেকার।

ওই রাতেই বিতর্কিত দু'শিক্ষক আঃ লতিফকে প্রভাবিত করে একটি সাম্প্রদায়িক অভিযোগ এনে ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগের খসড়া করে দেন। পরদিন আঃ লতিফ ম্যানেজিং কমিটির কাছে এ অভিযোগ দাখিল করেন। শুরু হয়ে যায় সাম্প্রদায়িক প্রচারণা। গত শুক্রবার নগরীর বেশ কয়েকটি মসজিদে এ নিয়ে আলোচনা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। বিষয়টি ক্রমশ নগরীতে পরিকল্পিত পন্থায় ছড়িয়ে দেয়া হয়। ম্যানেজিং কমিটির কয়েক সদস্য আমাদের কাছে অভিযোগ করেছেন, কমিটির এক সদস্য তাঁর পছন্দের দু'জন প্রার্থীকে স্কুলে চাকরিতে ঢোকানোর জন্য চেষ্টা করে ব্যর্থ হলে তিনি মিঃ পঙ্কজের বিরুদ্ধে লাগেন। কেননা সে সময় মি. পঙ্কজের চাকরি হয়। এমনকি এক্সটেনশনে থাকা প্রবীণ শিক্ষক তেরেজা দিদিকেও অপসারণের চেষ্টা চালাচ্ছেন।

এ ঘটনার পর স্কুলের তরফ থেকে পাঁচ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি করা হয়। তদন্ত কমিটিতে বিতর্কিত এক শিক্ষক ও এক ম্যানেজিং কিমিটির সদস্যকে রাখা হয়েছে। ইতোমধ্যে তদন্ত কমিটি রিপোর্ট পেশ করেছে। তদন্ত কমিটিরই একজন সদস্য তদন্ত রিপোর্ট প্রভাবিত হয়েছে বলে আমাদের কাছে স্বীকার করেছেন। এদিকে এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে আন্দোলনে

নেমেছে মৌলবাদী ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবির। মঙ্গলবার বিকালে ইসলামী ছাত্রশিবির নগরীতে উস্কানি দিয়ে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করেছে। এ ঘটনায় ওই স্কুলের সংখ্যালঘু শিক্ষকরা শঙ্কিত। এ বিষয়ে আমরা কথা বলি কলেজের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ফাদার সিলভেস্টার ডি রোজারিওর সঙ্গে। তিনি বলেন, এমন গণ্ডগোল হলে আমরা স্কুল বন্ধ করে দেব।'

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৮ এপ্রিল ২০০৪

(২২৭১)
সেনবাগে মন্দির ভাংচুরের চেষ্টা

সেনবাগ প্রতিনিধি ঃ নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলার মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের উত্তর রাজারামপুর গ্রামের বশিরিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক নুরুল ইসলাম কারী হুজুরের (৫৫) নেতৃত্বে কিছু উচ্ছৃঙ্খল মাদ্রাসার ছাত্র মিছিলসহ গিয়ে স্থানীয় ঝিরতলী চালতাতলা শ্রী শ্রী রক্ষণ কালীমন্দিরে হামলা চালিয়ে ভাংচুরের চেষ্টা করে। ঘটনার পর ওই এলাকায় কয়েকজন গ্রামবাসীকে দিনভর ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে। এতে এলাকায় উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। সংখ্যালঘুদের মাঝে বিরাজ করছে আতংক। জানা গেছে, মাদ্রাসা শিক্ষক নূরুল ইসলাম কারী হুজুর সম্পত্তি ক্রয়ের ভূয়া অজুহাত দেখিয়ে মন্দিরের কিছু সম্পত্তি গত ১৭ মার্চ ভাড়াটিয়া সন্ত্রাসী দিয়ে জোরপূর্বক দখল করেন। এ সময় সংখ্যালঘু হিন্দুরা বাধা দিলে উত্তেজনা দেখা দেয়। এরই মধ্যে সেনবাগ থানা পুলিশ ও স্থানীয় চেয়ারম্যান আমিনুল ইসলাম দুলাল ঘটনাস্থলে গিয়ে মন্দির দখলের কাজ বন্ধ করে দেন। পরে উভয় পক্ষ মামলা-পাল্টামামলাসহ বিভিন্ন পর্যায়ে তদবির শুরু করে। কয়েকদিনের উত্তেজনা, মামলা-পাল্টামামলা শেষে গতকাল কারী হুজুর মাদ্রাসা ছাত্রদের উস্কে দিয়ে মন্দির ভাংচুরের চেষ্টা চালান।

যুগান্তর, ৩০ এপ্রিল ২০০৪

(২২৭২)
সখীপুরে মন্দিরে আগুন ঃ বদরগঞ্জে প্রতিমা ভাঙচুর

যুগান্তর ডেস্ক ঃ টাঙ্গাইলের সখীপুরে মন্দিরে অগ্নিসংযোগ এবং রংপুরের বদরগঞ্জে প্রতিমা ভাঙচুর হয়েছে। যুগান্তর প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরঃ

সখীপুর ঃ সখীপুর উপজেলার কালীদাস গ্রামের একটি কালীমন্দির জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। বুধবার গভীর রাতে মন্দিরটি দুর্বৃত্তরা প্রথমে ভাঙচুর করে এবং পরে আগুন লাগিয়ে দেয়। এলাকার হিন্দুদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। এ ব্যাপারে সখীপুর থানায় একটি মামলা হয়েছে। জানা যায়, কে বা কারা মন্দিরে আগুন লাগিয়ে দ্রুত চলে যায়। নিরঞ্জনের পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, শাহজাহান খলিফার লোকজন ষড়যন্ত্র করে মন্দিরে আগুন লাগিয়ে দেয়। অন্যদিকে শাহজাহানের ছেলে বলেছে, হয়রানির জন্য প্রতিপক্ষ নিজেরাই মন্দিরে আগুন লাগিয়ে দেয়।

বদরগঞ্জ (রংপুর) ঃ রংপুরের বদরগঞ্জ পৌর শহরে সাহাপুর বারোয়ারী মন্দিরে বুধবার ভোর রাতে প্রতিমা ভাংচুরের ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ তাৎক্ষণিক ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে জরুরীভাবে মন্দির ও মন্দিরের আশপাশে পুলিশের টহল বসিয়েছে। থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

যুগান্তর, ৩০ এপ্রিল ২০০৪

মে- ২০০৪

(২২৭৩)
কন্যার ইজ্জত রক্ষায় এগিয়ে আসায় মাকে কুপিয়ে হত্যা

সংবাদদাতা, চুনারুঘাট (হবিগঞ্জ) ঃ কন্যার ইজ্জত রক্ষায় এগিয়ে আসায় মদ্যপ অবস্থায় একদল দুর্বৃত্ত ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে মাকে হত্যা করেছে। এ ঘটনাটি ঘটেছে গত বৃহস্পতিবার রাতে চুনারুঘাট উপজেলার লালচাঁদ চা বাগানে।

পুলিশ জানায়, চা বাগানের শ্রমিক দুর্গা মনির ঘরের দরজা ভেঙ্গে মুনা মুক্তার নেতৃত্বে একদল সশস্ত্র দুর্বৃত্ত গভীর রাতে প্রবেশ করে। দুর্গা মনির অষ্টাদশী কন্যা হরিপ্রিয়ার ইজ্জতহানী ঘটাতে চাইলে তিনি এতে বাধা দেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে দুর্বৃত্তরা দুর্গা মনিকে কুপিয়ে হত্যা করে পালিয়ে যায়। পুলিশ তার লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠিয়েছে।

সংবাদ, ১ মে ২০০৪

(২২৭৪)
মাটিরাঙ্গায় সন্ত্রাসী চক্রের কবলে তিন আদিবাসী

মাটিরাঙ্গা প্রতিনিধি ঃ বুধবার রাত ৯টায় একদল উপজাতীয় সশস্ত্র সন্ত্রাসী মাটিরাঙ্গা পৌর এলাকার বলিটিলাবজলা গ্রাম থেকে কল্পরঞ্জন চাকমা (৫৫), বৌদ্ধরঞ্জন ত্রিপুরা (২০), ও নুয়ারাম চাকমাসহ (৩০) তিনজনকে অপহরণ করেছে। তাদের মধ্যে অপহরনকারীরা কল্পরঞ্জন চাকমা ও নুয়ারাম চাকমাকে রেখে বৌদ্ধরঞ্জন চাকমাকে ছেড়ে দেয়। অপহরণকালে পালিয়ে যায় পরিমল চাকমা (৫৫)। এ সময় অপহরণকারীরা ৬ রাউণ্ড গুলি ছোড়ে। অপহৃত কল্পরঞ্জন চাকমা পার্বত্য খাগড়াছড়ির রামগড় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক ও নুয়ারাম চাকমা সৌর বিদ্যুৎ শক্তিতে চাকরি করতেন। কারা অপহরণ করেছে এ ব্যাপারে কেউই মুখ খুলছে না। তবে অপহৃত কল্পরঞ্জন চাকমা ইউপিডিএফের অঙ্গসংগঠন ছাত্র পরিষদ সাবেক সভাপতি সন্তোষ চাকমার পিতা।

যুগান্তর, ১ মে ২০০৪

(২২৭৫)
সখিপুরে কালীমন্দিরে ঢুকে মূর্তি ভাঙচুর ঃ অগ্নিসংযোগ

সখীপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি ঃ সখীপুরে অজ্ঞাত দুর্বৃত্তরা একটি কালীমন্দিরে ঢুকে মূর্তি ভাঙচুর করে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে গত বুধবার মধ্যরাতে উপজেলার কালীদাস গ্রামে। এ ব্যাপারে সখীপুর থানায় একটি মামলা হয়েছে।

সরেজমিন ঘুরে জানা যায়, কে বা কারা গভীর রাতে কালীমন্দিরের ভেতরে ঢুকে মূর্তি ভাঙচুর করে খড় বিছিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। এ ঘটনায় হিন্দু অধ্যুষিত কালীদাস গ্রামের লোকজন ক্ষোভে ফেটে পড়ে। গত বৃহস্পতিবার গ্রামবাসী নিরাঞ্জন চন্দ্র বাদী হয়ে এ ব্যাপারে থানায় মামলা করেন।

প্রথম আলো, ৩ মে ২০০৪

(২২৭৬)
বরগুনায় সংখ্যালঘু ভোটাররা কোনঠাসা

বরগুনা প্রতিনিধি ঃ বরগুনা পৌরসভা নির্বাচনের ভোট গ্রহণের দিন ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠান নিয়ে সাধারণ ভোটারদের মধ্যে সংশয় দেখা দিয়েছে। চারদলীয় জোট সমর্থিত প্রার্থী কর্তৃক অব্যাহতভাবে নির্বাচনে আচরণবিধি লজ্মন, সংখ্যালঘু ভোটারদের ওপর ঘড়ি পতীকে ভোট প্রদানে মানসিকভাবে চাপ সৃষ্টি, রিটার্নিং অফিসার এবং মন্ত্রীদের দ্বারা প্রভাব বিস্তার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। জোট সমর্থিত প্রার্থীর প্রকাশ্যে চেয়ারম্যান হওয়ার আগাম ঘোষণা এলাকার সকল নাগরিকের মধ্যে আতংক সৃষ্টি করেছে। গত ২৯ এপ্রিল জোট সমর্থিত ঘড়ি প্রতীকের চেয়ারম্যান প্রার্থী এস.এম নজরুল ইসলাম এক সমাবেশে সংখ্যালঘূদের তার প্রতি প্রকাশ্যে সমর্থন দেবার জন্য চাপ সৃষ্টি করে।

গত ১ মে আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী শাহজাহান ওমর (বীর বিক্রম) জেলা বিএনপি আয়োজিত নির্বাচনী জনসভায় জোট সমর্থিত চেয়ারম্যান প্রার্থীকে নির্বাচন করার আহ্বান জানান এবং মানসিক চাপ সৃষ্টি করে ঘড়ি প্রতীকের পক্ষে প্রচারে নামতে বাধ্য করা হয়। নির্বাচনের দিনে ভোটকেন্দ্র দখল, রিটার্নিং অফিসারের সহযোগিতায় বিজয় ছিনিয়ে নেয়া হবে বলে গুজব ও আতংক ছড়ানো হচ্ছে। চেয়ারম্যান প্রার্থী এস এম নজরুল ইসলাম কর্তৃক অব্যাহতভাবে নির্বাচনী আচরণ বিধি লজ্মনে রিটার্নিং অফিসারের নিরবতা জনমনে সন্দেহ আরো ঘনীভূত হচ্ছে। ইতোমধ্যে পুলিশ সুপার এবং বরগুনার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে রিলিজ করা হয়েছে।

আওয়ামী লীগ সমর্থিত চেয়ারম্যান প্রার্থী পৌরসভার বর্তমান চেয়ারম্যান এ্যাড. মো. শাহজাহান পৌরসভা নির্বাচনে সেনা মোতায়েনের দাবি জানিয়ে সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, নির্বাচন কমিশনের আচরণবিধি এস এম নজরুল ইসলাম মানছেন না। অপরদিকে রিটার্নিং অফিসার নিরব ভূমিকা পালন করছেন। এদিকে সরকারি প্রটোকল নিয়ে মন্ত্রীরা নির্বাচনী প্রচারণা সভায় অংশ নেওয়ায় শান্তিপূর্ণ নির্বাচনে সংসয় আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। আগামী ৬ মে বরগুনা পৌরসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

আজকের কাগজ, ৩ মে ২০০৪

(২২৭৭)
আসামী ছেড়ে দিয়ে বাদীকে গ্রেফতার করায় দিনাজপুরে সংখ্যালঘুদের মিছিল

দিনাজপুর, ২ মে, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর হামলার এজাহারভূক্ত ৮ আসামীকে হাতেনাতে আটকের পর থানায় এনে ছেড়ে দেয়া এবং মামলার বাদীর ছেলেকে মিথ্যা মামলায় জেলহাজতে পাঠানোর প্রতিবাদে রবিবার দুপুরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের তিন শতাধিক নারী ও শিশু শহরে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। মিছিল শেষে তারা জেলা প্রশাসন ও পুলিশ সুপারের কাছে স্মারকলিপি পেশ করে। মিথ্যা মামলা ও পুলিশ হয়রানির ভয়ে এই গ্রামটির সব পুরুষ এখন বসতভিটা ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। দিনাজপুর সদর উপজেলার ১নং চেহেলগাজী ইউনিয়নের বনকালী গ্রামে গত ২৭ এপ্রিল সকালে ক্ষমতাসীন দলের কর্মী লাল মিয়ার নেতৃত্বে শতাধিক সশস্ত্র সন্ত্রাসী হরেন্দ্র নাথ রায়ের ভিটেমাটি দখল করার উদ্দেশ্যে হামলা চালায়। কোতোয়ালি পুলিশ বিকালে ঘটনাস্থল থেকে লাল মিয়াসহ ৮ জনকে থানায় ধরে নিয়ে আসার মাত্র কয়েক ঘন্টা পরই তাদের ছেড়ে দেয়। এরপর পুলিশ আসামীদের দিয়ে হেরেন্দ্র নাথের পরিবারের বিরুদ্ধে থানায় বসে একটি মিথ্যা মামলা দায়ের করায়। পরদিনই পুলিশ

হরেন্দ্র নাথ রায়ের ছেলে বীরনকে থানায় ধরে নিয়ে এসে একটি মিথ্যা মামলায় চালান দেয়। এরপর থেকেই সেই গ্রামের পুরুষ সদস্যরা এখন পুলিশী হয়রানির ভয়ে বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৩ মে ২০০৪

(২২৭৮)
নীলফামারিতে মন্দিরের প্রতিমা ভাঙচুর

নীলফামারী প্রতিনিধি ঃ জেলার ডিমলা উপজেলার বালাপাড়া ইউনিয়নের হিন্দুপাড়া ও শিংপাড়া গ্রামে সোমবার রাতে অজ্ঞাতনামা দুষ্কৃতকারীরা প্রতিমা (মূর্তি) ভাঙচুর করেছে।

এলাকাবাসী জানান, রাতের আঁধারে কে বা কারা মন্দিরে প্রবেশ করে চারটি প্রতিমা ভাঙচুর করেছে। এ ব্যাপারে ডিমলা থানায় মামলা হলে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। এ ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে।

প্রথম আলো, ৫ মে ২০০৪

(২২৭৯)
সিইসির কাছে আওয়ামী লীগের অভিযোগ
২৬টি পৌরসভার লক্ষাধিক সংখ্যালঘু ভোটারকে হুমকি দেয়া হচ্ছে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ আওয়ামী লীগের নির্বাচন বিষয়ক কমিটির চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট রহমত আলী এমপি গতকাল প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কাছে অভিযোগ করেছেন, দেশের ২৬টি পৌরসভার লক্ষাধিক সংখ্যালঘু ভোটারকে ক্ষমতাসীন দলের পক্ষ থেকে হুমকি দেয়া হয়েছে। অভিযোগ পাবার পর সিইসি সেগুলো তদন্ত করে দেখার জন্য তাৎক্ষনিকভাবে টেলিফোনে সংশ্লিষ্ট জেলার রিটার্নিং অফিসারকে নির্দেশ দেন।

সকাল পৌনে ১১টার দিকে অ্যাডভোকেট রহমত আলী এমপি প্রধান নির্বাচন কমিশনার এস এ সাঈদের সঙ্গে দেখা করে বলেন, সরকারিদলের মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রীরা সারাদেশের সংখ্যালঘু ভোটারদের ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থীকে ভোট দেয়ার জন্য হুমকি দিচ্ছে। তারা ভয়ভীতি দেখিয়ে বলছে, ভোট না দিলে হত্যা করা হবে, না হয় দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়া হবে। অ্যাডভোকেট রহমত আলী এমপি সুনির্দিষ্টভাবে ২৬টি পৌরসভার কথা উল্লেখ করে বলেন এসব পৌরসভায় সংখ্যালঘু ভোটাররা সরকারিদলের মস্তান ও সন্ত্রাসী বাহিনীর ভয়ে ঘর হতে বের হতে পারছে না। তিনি অভিযোগ করেন, যশোরে তথ্যমন্ত্রী তরিকুল ইসলাম নিজেই হিন্দুদের এরকম হুমকি দিচ্ছেন।

অ্যাডভোকেট রহমত আলী যে ২৬টি পৌরসভার কথা উল্লেখ করেন তার মধ্যে ৪টি পৌরসভার ভোটগ্রহণ গতকাল (বুধবার) সম্পন্ন হয়েছে। এগুলো হচ্ছে পঞ্চগড়, দিনাজপুর, গাজীপুর এবং সিরাজগঞ্জ। অন্য পৌরসভাগুলো হচ্ছে রংপুর, বগুড়া, গাইবান্ধা, জয়পুরহাট, নওগাঁ, যশোর, বাগেরহাট, বরগুনা, ঝিনাইদহ, ঝালকাঠি, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, হবিগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও, পীরগঞ্জ, চাটখিল, মঠবাড়িয়া, পিরোজপুর, নেত্রকোনা এবং সুনামগঞ্জ।

অভিযোগে তিনি বলেন, এই পৌরসভাগুলোর প্রায় লক্ষাধিক হিন্দু ভোটারকে সরকারিদলের সন্ত্রাসীরা প্রতিনিয়ত হুমকি দিচ্ছে। স্থানীয় প্রশাসনকে জানিয়ে কোন কাজ হচ্ছে না। তিনি অবিলম্বে হিন্দু সম্প্রদায়কে নিরাপত্তা দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান।

সিইসি অ্যাডভোকেট রহমত আলী এমপির অভিযোগ শোনার পর তাৎক্ষনিকভাবে সংশ্লিষ্ট পৌরসভাগুলোর দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাচনী কর্মকর্তাদের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেন এবং নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সংশ্লিষ্ট পৌরসভাগুলোর নির্বাচনী কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেন। কমিশনের কর্মকর্তারা জানান, উল্লিখিত জেলাগুলোতে অতিরিক্ত বিডিআর মোতায়েন করা হচ্ছে।

অভিযোগ দায়ের প্রসঙ্গে অ্যাডভোকেট রহমত আলী সংবাদকে বলেন, আমরা ২৬টি পৌরসভার ব্যাপারে সিইসির কাছে অভিযোগ করেছি। কিন্তু তিনি প্রতিকার করতে পারবেন বলে আমি মনে করি না।

এদিকে আওয়ামী লীগ অ্যাডভোকেট রহমত আলী এমপির অভিযোগ প্রসঙ্গে নির্বাচন কমিশন সচিব স.ম জাকারিয়া গতকাল বিকেলে 'সংবাদ'কে বলেন,প্রতিনিয়ত আমি সব পৌরসভার রিটার্নিং অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি, কোন প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনার খবর তারা আমাকে দেয়নি। যশোরে তথ্যমন্ত্রী তরিকুল ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযোগের সত্যতা জানতে চাইলে তিনি তাৎক্ষনিকভাবে যশোরের জেলা প্রশাসক মাহফুজুর রহমানের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেন। সংবাদ প্রতিনিধি ও ডিসির সঙ্গে কথা বললে এ ধরণের অভিযোগের সত্যতা নেই বলে ডিসি উল্লেখ করেন।

অন্যদিকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এম এ সাইদ সন্ধ্যায় 'সংবাদ'কে বলেন, সংখ্যালঘু পৌরসভাগুলোতে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

সংবাদ, ৬ মে ২০০৪

(২২৮০)
বাউফলে ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে হত্যা

নিজস্ব সংবাদদাতা, পটুয়াখালী ঃ সোমবার দিবাগত রাত সোয়া ৮টার দিকে বাউফলের দাসপাড়া গ্রামে এক ব্যবসায়ীকে সন্ত্রাসীরা এলোপাতাড়ি কুপিয়ে হত্যা করেছে। পুলিশ লিটন (২০) নামে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে। পূর্বশত্রুতার জের ধরে এ ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গেছে। পুলিশ জানায়, বাউফল উপজেলার কালাইয়া বন্দরের বিশিষ্ট কোটিপতি ব্যবসায়ী গোবিন্দ সাহা প্রতিদিনের মতো তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কাজ শেষে দোকান বন্ধ করে রিকশায় কালাইয়া থেকে বাউফল আসার পথে দাসপাড়া গ্রামে এসে পৌঁছলে চিহ্নিত সন্ত্রাসী লিটন তার ওপর ধারাল অস্ত্র দিয়ে হামলা চালিয়ে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে আহত করে। আহত ব্যবসায়ীকে বাউফল স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আনা হলে কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। এ খবর বাউফলে ছড়িয়ে পড়লে সকল মহলে শোকের ছায়া নেমে আসে।

সংবাদ, ৭ মে ২০০৪

(২২৮১)
মধুখালীতে ৫ শতাধিক সংখ্যালঘু নিরাপত্তাহীনতায় দিন কাটাচ্ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, মধুখালী (ফরিদপুর) ঃ মধুখালী উপজেলার বনগ্রাম গ্রামে উড়োচিঠি দিয়ে চাঁদা দাবি, পুলিশি হয়রানি ও জোট সমর্থক এক ইউপি চেয়ারম্যানের সন্ত্রাসী বাহিনীর হামলার ভয়ে প্রায় ৫ শতাধিক সংখ্যালঘু চরম নিরাপত্তাহীনতায় দিন কাটাচ্ছে।

জানা গেছে, পিয়াজের বীজ বিক্রি করাকে কেন্দ্র করে বনগ্রাম গ্রামের মুক্তলাল বিশ্বাসের সঙ্গে বিরোধকে কেন্দ্র করে মেগচাষী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ফণিন্দ্র নাথ বিশ্বাসকে ৯ হাজার টাকা জরিমানা করেন। ফণিন্দ্র নাথ ৯ হাজার টাকা দিতে অসমর্থ হলে ইউপি চেয়ারম্যান তার সন্ত্রাসী বাহিনী দিয়ে ফণিন্দ্র নাথ বিশ্বাসকে ধরে নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ অফিসে বেঁধে রেখে নানা প্রকার শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালায়। অবশেষে যুবদলের এক নেতার হস্তক্ষেপে তিনি আপাতত রক্ষা পেলেও চেয়ারম্যানের সন্ত্রাসী বাহিনীর দ্বারা তিনি চরম হুমকির মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। এদিকে ওই চেয়ারম্যানের সন্ত্রাসী বাহিনী মধুখালী থানা পুলিশের উপস্থিতিতে ২৬ এপ্রিল ওই একই গ্রামের রঞ্জন মিত্রের বাড়িতে হামলা চালিয়েছে। একই দিনে ২ শিস্যসহ বিনা কারণে ৫ জনকে পুলিশ থানায় নিয়ে নানা প্রকার মানসিক নির্যাতন চালিয়ে পরদিন ছেড়ে দেয়। পাঁচজন হলো সুধীর বিশ্বাস (৪৫), কানছিরাম বিশ্বাস (৩০), ফণি মিত্র (৬০), সঞ্চয় মিত্র (১০), সুমন (১১) এদের মধ্যে সুমন মামাবাড়িতে বেড়াতে এসেছিল। এদের ছাড়িয়ে নিতে ৪ হাজার ৫শ' টাকা খরচ হয় বলে জানা গেছে।

এদিকে বনগ্রাম গ্রামের মন্টু মিত্র, রবেন মিত্র, রতন মিত্র, রাজন মিত্র, পরিতোষ মিত্র ও গঞ্জন বিশ্বাসের কাছে বেনামি চিঠি দিয়ে ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করা হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে টাকা না দিলে হত্যার হুমকি দেয়া হয়েছে ওই উড়োচিঠিতে। এদিকে থানা পুলিশের হয়রানি এবং সন্ত্রাসীদের হামলার ভয়ে এলাকার কেউই প্রশাসনের দ্বারস্থ হতে সাহস পাচ্ছে না।

ফলে এলাকার ভুক্তভোগী সংখ্যালঘুরা চাঁদার জন্য হুমকি, হামলা, মামলা ও পুলিশি হয়রানির আশঙ্কায় চরম নিরাপত্তাহীনতায় দিন কাটাচ্ছে। এ ব্যাপারে ভুক্তভোগী মহল নিরাপত্তা চেয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

সংবাদ, ৮ মে ২০০৪

(২২৮২)
সংখ্যালঘু নির্যাতন

বরগুনা প্রতিনিধি ঃ নয়াকাটার হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন সন্ত্রাসীদের কাছে জিম্মি হয়ে আছে। অনেকে সন্ত্রাসী হামলার ভয়ে পৌর নির্বাচনে ভোট দিতে পারেনি। যারা সন্ত্রাসী নেতাদের নির্দেশ অম্যান্য করে ভোট দিয়েছে তাদের উপর অত্যাচার-নির্যাতন শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকালে নয়াকাটার নিখিল চন্দ্র শীলকে বেদম প্রহার করা হয়েছে। নিখিল বরগুনা জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

ভোরের কাগজ, ৯ মে ২০০৪

(২২৮৩)
নির্বাচনী সহিংসতা
কালিয়ায় ২শ হিন্দু পরিবারের বাড়িঘর ভাঙচুর

কাগজ ডেস্ক ঃ নড়াইলের কালিয়ায় পৌর নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতায় হিন্দু অধুষ্যিত দুশ' পরিবারের বাড়িঘর ভাঙচুর ও লুট হয়েছে। অন্যদিকে বরগুনার পাথরঘাটা পৌরসভার আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে আওয়ামী লীগের তিন কর্মীকে কুপিয়েছে প্রতিপক্ষ। এ ছাড়া ময়মনসিংহের ত্রিশালে নির্বাচনোত্তর সহিংসতায় দু' সরকারি কর্মচারীসহ পাঁচ ব্যক্তি আহত হয়েছে। আমাদের অফিস ও প্রতিনিধিদের পাঠানো সংবাদ।

নড়াইল/লোহাগড়া প্রতিনিধি জানান, কালিয়ার পৌর নির্বাচনে পরাজিত প্রার্থীরা একজোট হয়ে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীসহ হিন্দু অধ্যুষিত গ্রামগুলোতে গত বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার রাতে হামলা চালিয়ে প্রায় দু'শ পরিবারের বাড়িঘর ভাঙচুর ও লুটপাট করেছে। এ ঘটনায় চানপুর, মির্জাপুর, ছোট কালিয়া, গোবিন্দনগর, কার্তিকপুর, বেন্দা, সীতারামপুর, বড় কালিয়া, রামনগর, পালবরাভ গ্রামের হিন্দু পরিবারগুলো জীবন ভয়ে বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছে। প্রশাসনের ভূমিকা রহস্যজনক।

জানা যায়, বিএনপির তিনজন চেয়ারম্যান প্রার্থী পরাজিত হয়ে ও তারা একত্র হয়ে চেন্দা গ্রামের তাপস বিশ্বাস, নিতাই বিশ্বাস, জিতেন পাল, অনিল সরকার, গোবিন্দ পাল, অমিত পাল, জহুরুল, আফজাল, চানপুর গ্রামের মাহাতাব উদ্দিন, কালিয়া বাজারের নিশিকান্ত সাহা, গোলক স্বর্ণকার, কেষ্ট ঠাকুর, কৃষ্ণপদ আচার্যসহ প্রায় দু'শ বাড়ি ভাঙচুর ও লুটপাট করে।

বরিশাল অফিস জানায়, বরগুনার পাথরঘাটা পৌর নির্বাচনে প্রচারণা শেষে বাড়ি ফেরার পথে আওয়ামী লীগের তিনজন কর্মীকে কুপিয়ে আহত করা হয়েছে। এদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশংকাজনক।

পাথরঘাটা পৌর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ চেয়ারম্যান প্রার্থীর সমর্থক নির্বাচনী প্রচারণা শেষে বাসায় ফেরার পথে রাত ১২টার দিকে বড়ইতলা নামক স্থানে পৌছলে ইব্রাহিম (১৮), হাসান (২০), ছগির (২০) কে বর্তমান চেয়ারম্যান প্রার্থী আইউব মল্লিকের ২০/২৫ জন সন্ত্রাসী তাদের পথ রোধ করে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর আহত করে। এতে একজনের ভুড়ি বেরিয়ে যায়। তাদের স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়। তাদের শারিরিক অবস্থার অবনতি ঘটলে বরিশাল শেরে বাংলা নগর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ ব্যাপারে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

ত্রিশাল প্রতিনিধি জানান, ময়মনসিংহের ত্রিশাল পৌর সভার দু'টি ওয়ার্ডে নির্বাচনোত্তর সহিংসতায় দু'জন সরকারি কর্মচারীসহ অন্তত পাঁচজন আহত হয়েছে। ক্ষমতাসীন বিএনপি সমর্থিত কমিশনার পদে পরাজিত প্রার্থীরা এসব ঘটনা ঘটাচ্ছে বলে সূত্র জানিয়েছে। পরাজিত একজন প্রার্থী গরিব ও এলাকার ভাড়াটিয়াদের ওপর নির্যাতন ও হুমকি দিচ্ছে বলেও আক্রান্তরা অভিযোগ করেছে।

জানা যায়, ত্রিশাল পৌরসভার ৯নং ওয়ার্ডের কমিশনার প্রার্থীও ৯নং ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন, ৫ মে নির্বাচনে ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি মজিবর রহমানের কাছে পরাজিত হয়। ওই কেন্দ্রে নির্বাচনের দিন পোলিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করেন উপজেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের হিসাব রক্ষক মতিউর রহমান। গতকাল শনিবার সকাল ১১ টা ৩০ মিনিটে নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ এনে দেলোয়ার হোসেন দলবল নিয়ে যুব উন্নয়ন অফিসে গিয়ে মতিউর রহমানের কাছে নির্বাচনের প্রায় পাঁচ লাখ টাকা খরচ চাঁদা হিসাবে দাবি করে। তিনি চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় দেলোয়ার তাকে বেদম প্রহার করে এবং হুমকি দিয়ে আসে। এদিকে একই অভিযোগ তুলে পৌরসভার ৭নং ওয়ার্ডের বিএনপি সমর্থিত কমিশনার প্রার্থী জামাল উদ্দিন নির্বাচনে পরাজিত হয়ে স্থানীয় কৃষি অফিসের ব্লক সুপারভাইজার শাহজাহানকে বেদম প্রহার করে ও তার মোবাইল ছিনিয়ে নেয়। সে ওই ৭নং ওয়ার্ডের পোলিং অফিসার ছিল।

আজকের কাগজ, ৯ মে ২০০৪

(২২৮৪)
ডিমলায় প্রতিমা ভাঙচুর

ডিমলা প্রতিনিধি ঃ নীলফামারীর ডিমলা উপজেলায় বালাপাড়া ইউনিয়নের দক্ষিণ সুন্দরখাতা সিংপাড়া গ্রামে বারোয়ারী মেলার আগে ফের হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিমা ভেঙে গুড়িয়ে

দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে থানায় মামলা হলে পুলিশ ভাঙা প্রতিমার কাটা মস্তক উদ্ধার করলেও এ পর্যন্ত তারা প্রতিমা গুড়িয়ে দেওয়া দুর্বৃত্তদের গ্রেফতার করতে পারেনি। ডিমলা পুলিশ জানায়, হিন্দু সম্প্রদায়ের বারোয়ারী মেলা উপলক্ষে ওই প্রতিমাগুলো বানানো হয়েছিল। পূজার আগের রাত ৩ মে কে বা কারা মন্দিরে ঢুকে সকল প্রতিমার মাথা কেটে প্রতিমা গুড়িয়ে দেয়। মন্দির কমিটির সদস্য সরেবি কুমার সিংহ ৪ এপ্রিল এ ব্যাপারে একটি মামলা দায়ের করেন।

আজকের কাগজ, ৯ মে ২০০৪

(২২৮৫)
ধুনটে নির্বাচিত কমিশনারের বাড়িতে হামলা মন্দির ভাঙচুর ঃ আতঙ্ক

স্টাফ রিপোর্টার, বগুড়া অফিস ঃ বগুড়ার ধুনট পৌরসভার নির্বাচনে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থেকে এক ওয়ার্ড কমিশনার নির্বাচিত হওয়ার পর তাঁর বাড়িসহ আত্মীয়স্বজন, সমর্থকদের বাড়ি ও প্রতিষ্ঠানে হামলা, ভাঙচুর, লুটপাট ও মারপিট করা হয়েছে। ভাঙচুর করা হয় একটি মন্দির। এক সমর্থকের জায়গা জবরদখলের চেষ্টা করা হয়েছে।

ধুনট পৌর নির্বাচন হয় বৃহস্পতিবার। নির্বাচনে ৯ নম্বর ওয়ার্ডে (চরধুনট) প্রত্যেন চন্দ্র সরকার কমিশনার নির্বাচিত হন। ওই রাতেই প্রায় ৪০ জনের হামলাকারী চরধুনটে তাণ্ডব চালায়। তারা নির্বাচিত কমিশনারের বাড়িতে হামলা চালালে তাঁর বাবা পরেশ চন্দ্র, কাকা নরেশ চন্দ্র, স্ত্রী সুনিতা রাণী, প্রতিবেশী অবনি, সুশীল, পলান, জোৎস্না, শুকলাল, মন্টু, ভীম রায়সহ ক'জন আহত হয়। হামলাকারীরা অমূল্য হালদারের দোকানসহ দু'টি দোকান ভাঙচুর ও মালামাল লুট করে। নোকুল হালদারের মুরগি খামার ভাঙচুর ও সব মুরগি লুট করা হয়। চরধুনট দুর্গা মন্দিরে হামলা ও ভাঙচুর করা হয়েছে। এ ছাড়াও কান্দু হালদারের বাড়িসহ ৮ বাড়িতে হামলা করা হয়েছে।

এ ঘটনার পর শুক্রবার সকালে হামলাকারীরা নির্বাচিত কমিশনারের সমর্থক ভেবল হালদারের জায়গায় অবৈধভাবে ঘর তুলে জবরদখলের চেষ্টা চালায়। এ ব্যাপারে ধুনট থানায় অভিযোগ করা হলে পুলিশ গিয়ে অবৈধ স্থাপনা ভেঙ্গে সরিয়ে ফেলে। ধুনট পৌরসভার নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান আলিম উদ্দিন হারুন ও পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। ৯ নম্বর ওয়ার্ডে কমিশনার পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন চার প্রার্থী। তাঁরা হলেন প্রত্যেন চন্দ্র সরকার, দুলাল হোসেন, জেল হোসেন ও চাঁন মিঞা। প্রথম জন (প্রত্যেন চন্দ্র সরকার) নির্বাচিত হন। ওই ওয়ার্ডে ৬শ' ৯৩ ভোটারের মধ্যে ৩শ' ১০ জন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। চরধুনটে হামলার পর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৯ মে ২০০৪

(২২৮৬)
রামপালে ধর্ষণের বিচার চেয়ে পরিবারটি এখন বিপাকে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রামপালের একটি সংখ্যালঘু পরিবার ধর্ষণের বিচার চেয়ে উল্টা ধর্ষকদের হুমকির মুখে এখন চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। ২৯ এপ্রিল রাতে ওই পরিবারের গৃহকর্তাকে আটক রেখে নরপশুরা তার স্ত্রী ও কিশোরী শ্যালিকাকে ধর্ষণ করে। চাঞ্চল্যকর এ ঘটনার পর এখনও পুলিশ ধর্ষকদের কাউকে আটক করতে পারেনি।

পুলিশ ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার রাজনগর ইউনিয়নের প্রত্যন্ত দুর্গাপুর গ্রামে গত ২৯ এপ্রিল রাতে একদল সন্ত্রাসী পিলব মণ্ডলের বাড়িতে চড়াও হয়। তারা অস্ত্রের মুখে গৃহকর্তা পিলবকে ধরে নিয়ে আটকে রাখে। এরপর তার স্ত্রী ও শ্যালিকাকে ধর্ষণ করে চলে যায়। ক্রমশ এ ঘটনাটি জানাজানি হলে ২ দিন পর ঐ গৃহবধূর ভগ্নিপতি নিপন মণ্ডল বাদী হয়ে রামপাল থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। এ মামলায় ধর্ষক মিজান, তুহিনসহ ৪ জনের নাম উল্লেখ করা হয়। কিন্তু পুলিশ অভিযুক্তদের কাউকে এখনও আটক করতে পারেনি।

অভিযোগ, প্রতাপশালী ও বিত্তবান আসামীরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ালেও পুলিশ তাদের এড়িয়ে চলছে। উল্টা ধর্ষকরা এখন মামলা তুলে নেয়ার জন্য অসহায় ঐ পরিবারের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করেছে। হুমকি দিয়ে বলেছে, মামলা না তুললে দেশ ছাড়তে হবে, নতুবা সকলকে হত্যা করা হবে। এ অবস্থায় ঐ পরিবারের সদস্যরা চরম নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে পালিয়ে বেড়াতে বাধ্য হচ্ছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১০ মে ২০০৪

(২২৮৭)
নগরকান্দায় লম্পট যুবকের লালসার শিকার তরুণীর আত্মহত্যা

ফরিদপুর প্রতিনিধি ঃ নগরকান্দা উপজেলার সালথা থানার ভাওয়াল ইউনিয়নের পুরুরা গ্রামে এক লম্পট যুবকের লালসার শিকার হয়ে সংখ্যালঘু পরিবারের এক তরুণী আত্মহত্যা করেছে। ময়না তদন্ত শেষে হতভাগ্য যুবতীর মৃতদেহ দাহ করা হয় গত বৃহস্পতিবার দুপুরে।

ভক্তিরানী মণ্ডল (২০) নামক ঐ তরুণী বুধবার নিজ বাড়িতেই অতিরিক্ত ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে আত্মহত্যা করে। প্রতিবাদীর এ আত্মহত্যার ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

জানা গেছে, গ্রামের সত্য রঞ্জন মণ্ডলের কন্যা ভক্তির সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে একই এলাকার এক প্রভাবশালী বিএনপি নেতার লম্পট পুত্রের (২৮) সঙ্গে। লালসা চরিতার্থের এ তথাকথিত প্রেমের সম্পর্ক এক পর্যায়ে অবৈধ দৈহিক মিলনে গড়ায়। বছর দুয়েক ধরে তাদের এ প্রেমের সম্পর্ক চলছিল।

ঘটনাটি জানাজানি হয়ে গেলে ভক্তি তার প্রেমিককে বিয়ের জন্য চাপ দেয়। বিয়ের ব্যাপারে প্রথমদিকে লম্পট প্রেমিক যুবক টালবাহানা করলেও পরে বিয়ে করতে অস্বীকার করে। এতে করে ভক্তি রাণী মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে। এরপর গত বুধবার সকালে নিজের বাড়িতেই লম্পট প্রেমিকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে অতিরিক্ত ঘুমের বড়ি খেয়ে আত্মহত্যা করে। এ ব্যাপারে বুধবার দুপুরে সালথা থানায় মামলা হলে পুলিশ বিকালে ভক্তি রাণীর লাশ উদ্ধার করে ফরিদপুর মেডিক্যাল কলেজ মর্গে পাঠায়।

এ ব্যাপারে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার হয়নি।

ভোরের কাগজ, ১০ মে ২০০৪

(২২৮৮)
বিবৃতিতে ১১ দল ও ওয়ার্কার্স পার্টি
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা হয়েছে পৌর নির্বাচনে

নিজস্ব প্রতিবেদক ঃ পৌরসভা নির্বাচনে অর্থ ও পেশিশক্তির ব্যাপক ব্যবহার এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ১১ দল ও ওয়ার্কার্স পার্টি। গতকাল সোমবার পৃথক বিবৃতিতে এ উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।

১১ দলের কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদের সমন্বয়ক মোর্শেদ আলীর দেওয়া বিবৃতিতে বলা হয়, চারদলীয় জোট সমর্থিত প্রার্থীরা ভোটারদের ভয়ভীতি প্রদর্শন এবং ব্যাপক অর্থ ব্যয়ের

মাধ্যমে এ নির্বাচনকে একটি প্রহসনে পরিণত করেছে। বিবৃতিতে মৌলভীবাজার এবং নড়াইলের কালিয়ায় মানুষকে ভোটকেন্দ্রে যেতে বাধা প্রদান এবং সংখ্যালঘুদের বাড়িঘরে হামলার নিন্দা জানানো হয়।

বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক বিমল বিশ্বাস অপর এক বিবৃতিতে বলেছেন, ১ অক্টোবর নির্বাচনের পরে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর যে বর্বর নির্যাতন চলে, সম্প্রতি পৌরসভা নির্বাচনেও তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

প্রথম আলো, ১১ মে ২০০৪

(২২৮৯)
ফরিদপুরের গ্রামে সংখ্যালঘুর বাড়িতে আগাম চিঠি দিয়ে ডাকাতি

স্টাফ রিপোর্টার, ফরিদপুর ঃ ফরিদপুরে জেলার ভাঙ্গা থানা পুলিশের বিরুদ্ধে দায়িত্বহীনতার গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। ভাঙ্গা উপজেলার নূরুল্যাগঞ্জ ইউনিয়নের দক্ষিণ আকনবাড়িয়া গ্রামের নিরঞ্জন ভৌমিক ওরফে নিরু ভৌমিকের কাছে আগাম চিঠি দাবি করেছিল এলাকার একটি চিহ্নিত সংঘবদ্ধ ডাকাত দল। চিঠি পেয়েই নিরঞ্জন ছুটে গিয়েছিলেন ভাঙ্গা থানায়। ১ মে ২০০৪ এ সংক্রান্ত একটি লিখিত অভিযোগও দায়ের করা হয়েছিল থানা পুলিশের কাছে। চিঠিতে হুমকি দেয়া হয়েছিল দাবিকৃত টাকা পরিশোধ না করলে ডাকাতির মাধ্যমে লুটে নেয়া হবে সর্বস্ব। লিখিত অভিযোগের মাধ্যমে চাঞ্চল্যকর আগাম ডাকাতির খবর পেয়েও রহস্যজনক কারণে ভাঙ্গা থানা পুলিশ কোন ব্যবস্থাই নেয়নি। দাবিকৃত এক লাখ টাকা নির্ধারিত সময়ে পরিশোধ না করায় ১০/১২ জনের সশস্ত্র ডাকাত দল রবিবার দিনগত মধ্যরাতে আকনবাড়িয়া গ্রামের নিরঞ্জন ভৌমিক ও তাঁর ভাই চিত্ত ভৌমিকের বাড়িতে হামলা চালায়। দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকে অস্ত্রের মুখে বাড়ির লোককে জিম্মি করে এক ঘন্টাব্যাপী তাণ্ডব চালিয়ে লুটে নিয়ে যায় ৩০ ভরি স্বর্ণালঙ্কার, নগদ ৫০ হাজার টাকাসহ ৩ লক্ষাধিক টাকার মালামাল। পরে ভাঙ্গা থানায় আগাম চিঠি দিয়ে সংঘটিত দুর্ধর্ষ এ ডাকাতির ঘটনা নিয়ে একটি মামলা রেকর্ড হয়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১১ মে ২০০৪

(২২৯০)
সিংগাইরে মূর্তি ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় মামলা

সিংগাইর প্রতিনিধি ঃ মানিকগঞ্জের সিংগাইরের শিবপুর গ্রামের কালি মন্দিরের মূর্তি ভাঙচুর ও অগ্নি সংযোগের অভিযোগে সিংগাইর থানায় গত ৩ মে জগদীশ সরকার বাদি হয়ে মামলা দায়ের করেছেন। মামলায় আসামী করা হয়েছে আনিছুর রহমান, মো. আলম হোসেন, মো. দেলোয়ার হোসেন, হায়দার আলী ও রজ্জব আলীকে।

জানা গেছে, সন্ত্রাসীরা মন্দিরের মূর্তি ভাংচুরের পর সংখ্যালঘু পরিবারের স্কুল ও কলেজগামী মেয়েদের উত্যক্ত করে। বর্তমানে এলাকায় হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে আতংক বিরাজ করছে।

আজকের কাগজ, ১১ মে ২০০৪

(২২৯১)
ঘটনাস্থল মানিকগঞ্জের ঘিওর ঃ ধর্ষিতার ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে আসামীরা

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, মানিকগঞ্জ ঃ ধর্ষকের বিরুদ্ধে মামলা করার জের হিসেবে ওরা আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিলো সুনীতি চক্রবর্তীর একমাত্র বসতঘরটি। আগুনে পুড়ে মরেছে সুনীতির একটি ছাগল ও ৩টি মুরগি। অন্য ২টি ছাগল অগ্নিদগ্ধ হয়েছে। সুনীতি ও তার শিশুপুত্র সুজন অন্যত্র থাকায় প্রানে বেঁচে যায়। ঘটনাটি ঘটেছে গত রোববার রাত সাড়ে ১০ টার দিকে ঘিওর উপজেলার বড়টিয়া গ্রামে।

মাসখানেক আগে গভীর রাতে সুনীতি বড়টিয়ার এক ইউপি মেম্বার, এক গ্রামপুলিশসহ ৫ দুর্বৃত্তের দ্বারা ধর্ষিত হয়। ধর্ষক ইউপি মেম্বার রওশন গ্রামপুলিশ দীনেশ সরকার, দেলু, লালন ও দুলালের বিরুদ্ধে ঘিওর থানায় মামলা করে। মামলা করার পর থেকেই রাতের বেলায় অন্যত্র পালিয়ে থাকে সুনীতি, তার মেয়ে প্রভাতী ও ছেলে সুজনকে নিয়ে।

রোববার রাতে দুর্বৃত্তরা সুনীতির টিনের ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। আগুনের লেলিহান শিখা মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে পুরো ঘরে। শত শত গ্রামবাসী ছুটে আসে ঘটনাস্থলে। আশপাশে পানি না থাকায় আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় সবকিছু।

সংবাদ, ১১ মে ২০০৪

(২২৯২)
গলাচিপায় সংখ্যালঘু ৬ পরিবারকে এলাকা ছাড়া করার পাঁয়তারা
মন্দির জবর দখল, মামলা দিয়ে হয়রানী

নিজস্ব সংবাদদাতা, গলাচিপা ঃ গলাচিপার গজালিয়া ইউনিয়নের হরিদেবপুর গ্রামের ছয়টি সংখ্যালঘু পরিবারকে ভিটাবাড়ি থেকে উচ্ছেদ ও এলাকাছাড়া করতে একটি সন্ত্রাসী পরিবার মরিয়া হয়ে উঠেছে। সন্ত্রাসী পরিবারটি ইতোমধ্যে সংখ্যালঘুদের মন্দির, শ্মশান ও পানের বরজসহ গাছপালার বাগান দখল করে নিয়েছে। এখন চলছে মামলা দিয়ে অত্যাচার নির্যাতন। শুরু হয়েছে ক্যাডার বাহিনী দিয়ে ভয়ভীতি দেখানো ও হুমকির পালা। সংখ্যালঘুদের সহায়তা করতে এসে প্রতিবেশী লোকজনও অত্যাচার নির্যাতন ও হয়রানির হাত থেকে নিষ্কৃতি পাচ্ছে না। অভিযোগ রয়েছে ক্ষমতাসীন প্রভাবশালী একটি গোষ্ঠী এই সন্ত্রাসী পরিবারটিকে সব ধরণের সহায়তা দিচ্ছে। এসব অভিযোগ ভুক্তভোগী ও এলাকার নিরীহ লোকজনদের।

জানা গেছে, গজালিয়া ইউনিয়নের হরিদেবপুর গ্রামে রমেশ মিস্ত্রী (৩৫), ধীরেন হাওলাদার (৪০), কার্তিক মিস্ত্রী (৪৫), মনিন্দ্র হাওলাদার (৫০), পুলিন হাওলাদার (৪০) ও সুবল দাস (৩৫)— এই ছয় পরিবার বাপ দাদার আমল থেকে একই বাড়িতে আলাদাভাবে বসবাস করে আসছে। ৭০/৭৫ শতাংশ জমি নিয়ে ওদের বাড়ি। সম্প্রতি এই সংখ্যালঘুদের বাড়িঘর ও সম্পত্তির ওপর পাশের একটি সন্ত্রাসী পরিবারের নজর পড়ে। সন্ত্রাসী পরিবারটি এর আগে প্রতিবেশী অপর দুই সংখ্যালঘু অদন্য হওলাদার ও সুধন্য হাওলাদারের বাড়িঘর জমি জমা জাল জালিয়াতি ও সন্ত্রাসের আশ্রয় নিয়ে দখল করে নিয়েছে। এর মধ্যে তারা অদন্য হাওলাদারের সন্তানদের দেশ ছাড়তেও বাধ্য করেছে।

সন্ত্রাসী পরিবারটি প্রথমে সংখ্যালঘুদের বাড়িঘর আপোষে বিক্রি করার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু সংখ্যালঘুরা তা প্রত্যাখ্যান করলে শুরু হয় জুলুম দখল পর্ব। সন্ত্রাসী পরিবার এরই মধ্যে সংখ্যালঘুদের শত বছরের পুরনো পারিবারিক শ্মশান, শিতলা পূজার মন্দির, পানের বরজ এবং বাগানের গাছপালা দখল করে নিয়েছে। এখন শুরু হয়েছে মূল বাড়িঘর দখল ও সংখ্যালঘুদের

এলাকা ছাড়া করার পর্ব। এ লক্ষ্যে নেয়া হচ্ছে সাজানো মিথ্যা মামলার আশ্রয়। সংখ্যালঘুদের খাটানো হচ্ছে জেল হাজত।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১২ মে ২০০৪

(২২৯৩)
পাংশা ও গোপালগঞ্জে নির্বাচনোত্তর হামলা ঃ সংখ্যালঘুদের বাড়ি ভাঙচুর

রাজবাড়ী, ১১ মে, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ পাংশা পৌরসভা নির্বাচনউত্তর সহিংসতায় সোমবার রাত এবং মঙ্গলবার সকালে সন্ত্রাসীদের হাতে মৈশালা পালপাড়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ১০ বাড়ি ভাঙচুর ও লুটপাট হয়েছে। ধারালো অস্ত্রের আঘাতে জখম হয়েছে ২ জন। এদের মধ্যে ভৈরব শর্মা নামে ১ ব্যক্তিকে গুরুতর আহতাবস্থায় পাংশা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। সোমবার এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

সরেজমিন পরিদর্শনকালে রাজবাড়ী জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও পাংশা-বালিয়াকান্দি-২ আসনের সাবেক জাতীয় সংসদ সদস্য অভিযোগ করে বলেন, বিজয়ী চেয়ারম্যান চারদলীয় ঐক্য জোটের প্রার্থী শেরিনা আজিজের সমর্থক এবং ৮নং ওয়ার্ডের পরাজিত কমিশনার আঃ ওহাব সর্দারের লোকজন ধারালো অস্ত্র ও লাঠিসোটা নিয়ে গত দুদিনে পালপাড়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাড়িঘরে হামলা চালায়। তাদের মারধর করে আসবাবপত্র ভাঙচুর এবং টাকা পয়সা লুটপাট করে নেয়। এ সময় ভয়ে আতঙ্কে বাড়ি ঘর ফেলে অনেকেই অন্যত্র পালিয়ে যায়। যারা এখন বাড়িতে রয়েছে তারা এখন প্রাণভয়ে বের হতে সাহস পাচ্ছে না। জোট প্রার্থীর কর্মীরা শহরের বিভিন্ন এলাকায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সহ আওয়ামী লীগ ও তার সহযোগি সংগঠনের নেতাকর্মীদের হুমকি ধমকি এবং ভয়ভীতি প্রদর্শন করে ত্রাশের রাজত্ব কায়েম করে রেখেছে। সোমবার দুপুরে বিদু এবং জামাল নামে দুই আওয়ামী লীগ কর্মীকে দুটি ভোট কেন্দ্রে মারধর করেছে। পাংশার সাবেক সংসদ সদস্য মোঃ জিল্লুল হাকিম এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেন, এলাকায় যারা শান্তিশৃঙ্খলা ভঙ্গ এবং অন্যায় অত্যাচার নির্যাতন করছে জেলা প্রশাসনের উচিৎ অবিলম্বে তাদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া।

এদিকে পুলিশ হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরাজিত প্রার্থী আঃ ওহাবকে গ্রেফতার করার পাশাপাশি একই ওয়ার্ডের সাবেক এবং বিজয়ী কমিশনার ওয়াদুদ সর্দারকে গ্রেফতার করায় এলাকায় দারুণ ক্ষোভ এবং অসন্তোষ বিরাজ করছে। পরিদর্শনকালে এলাকাবাসীরা বিজয়ী কমিশনার ওয়াদুদ সর্দারকে অবিলম্বে মুক্তি দেয়ার দাবি জানান।

গোপালগঞ্জ থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, গোপালগঞ্জ শহরের পুরনো বাজার রোড এলাকায় পৌরসভা নির্বাচনোত্তর সহিংস ঘটনায় অন্তত ১০ জন আহত হয়েছে। ২নং ওয়ার্ডের বিজয়ী কমিশনার আবদুল জলিল খানের নেতৃত্বে একদল উচ্ছৃঙ্খল লোক সোমবার সন্ধ্যায় ওই পাড়ায় হামলা চালিয়ে বাড়িঘর ভাঙচুর ও লোকজনের ওপর হামলা চালায়। যাদের ওপর হামলা চালানো হয় তাদের অপরাধ তারা পরাজিত কমিশনার প্রার্থী দিলীপ কুমার সাহা দিপুর কর্মী সমর্থক। হামলাকারীদের আক্রমণের শিকার বুলবুল আহম্মেদ ভুলুকে (৩২) আশঙ্কাজনক অবস্থায় খুলনায় এবং গৌরচন্দ্র বিশ্বাসকে (৩৫) গোপালগঞ্জ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ভুলুকে হাতুড়ি দিয়ে এবং গৌর বিশ্বাসকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়। এ ঘটনার পর থেকে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত পুরোনো বাজার রোডের লোকজন পুনরায় হামলার আশঙ্কায় শঙ্কিত রয়েছে। তাদের বিভিন্নভাবে ভয়ভীতিও দেখানো হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

সোমবার হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিজয়ী কমিশনার আবদুল জলিল খান ও তার ভাই মাহাবুব আলী খানকে প্রধান আসামী করে থানায় মামলা হয়েছে।

অন্যদিকে বিজয়ী ওই কমিশনার হামলার শিকার লোকদের হয়রানিমূলক মামলায় জড়ানোর পাঁয়তারা চালাচ্ছে বলে জানা গেছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১২ মে ২০০৪

(২২৯৪)
সরিষাবাড়িতে মন্দিরের মূর্তি ভাঙচুর

সরিষাবাড়ী (জামালপুর) থেকে সংবাদদাতা ঃ গত রবিবার রাতে কেন্দ্রীয় কামারাবাদ শ্মশান ঘাটের মন্দিরের দরজার তালা ভেংগে দুর্বৃত্তরা মূর্তি ভাঙচুর করে। এ ঘটনায় সরিষাবাড়ির হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। কামারাবাদ এলাকার লোকজনের সাথে কথা বলে জানা যায়, শ্মশান ঘাটটি বর্তমানে নেশাখোরদের ও বখাটেদের আড্ডাখানায় পরিণত হয়েছে। প্রতিদিন সন্ধ্যা হলেই সেখানে মদ ও গাঁজার আসর বসে। এ নিয়ে মন্দিরে ৪ দফায় ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে।

দৈনিক ইত্তেফাক, ১২ মে ২০০৪

(২২৯৫)
দেশ-বিদেশে বহুল আলোচিত জ্ঞানজ্যোতি হত্যাকাণ্ড চার্জশিট দেওয়ার ৯ মাস পরও মামলার কার্যক্রম শুরু হয়নি

এম এ কোরেশী শেলু, রাঙ্গুনিয়া থেকে ঃ চার্জশিট দেওয়ার ৯ মাস পরও বিচারকার্য শুরু হয়নি দেশ-বিদেশে বহুল আলোচিত ভিক্ষু জ্ঞানজ্যোতি হত্যা মামলার। মামলাটি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রনালয়ের মনিটরিং সেলে তদারকির মাধ্যমে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে প্রেরণের জন্য বলা হলেও আজ পর্যন্ত তা সেখানে পৌঁছেনি। এদিকে মামলার চার আসামী পুলিশের খাতায় পলাতক লেখা থাকলেও তারা প্রকাশ্যে এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে বলে স্থানীয়রা অভিযোগ করেছে। তবে আসামীদের মধ্যে এলাইচ মাহমুদ ও নুরুল ইসলাম কারাগারে আটক রয়েছে। অপর এক আসামী গিয়াস সন্ত্রাসীদের হাতে নিহত হয়েছে। মূল আসামী অধুনালুপ্ত এনডিপির দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী আজিজুল হককে পুলিশ এখনো গ্রেফতার করতে পারেনি।

২০০১ সালের ২১ এপ্রিল গভীর রাতে রাউজানের ২নং ডাবুয়া ইউনিয়নের হিংগলা ওয়ারা পুঞ্জা বৌদ্ধ অনাথ আশ্রমের পরিচালক জ্ঞানজ্যোতি ভিক্ষুকে সন্ত্রাসীরা তার শয়নকক্ষে নির্মমভাবে জবাই করে হত্যা করে। ৭/৮ জন শর্ট-প্যান্ট পরিহিত মুখোশধারী সন্ত্রাসী নির্মমভাবে জবাই করে হত্যা করে। ভিক্ষুকে সেবাযত্নকারী অনাথালয়ের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র মহানাম শ্রমনকে বারান্দার একটি পিলারের সঙ্গে বেঁধে রেখে ভিক্ষুর কক্ষে প্রবেশ করে।

এ ঘটনা রাউজান থানায় জানানোর পর ২২ এপ্রিল পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ভিক্ষুর লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে প্রেরণ করে। একই দিন ময়নাতদন্ত সম্পন্নের পর ভিক্ষুর লাশ নিয়ে মিছিল হয় নগরীতে। নন্দনকানস্থ বৌদ্ধ বিহারের ভিক্ষু হত্যার প্রতিবাদে সভা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ২৩ এপ্রিল ভিক্ষুর লাশ সিটি কর্পোরেশনের লাশবাহী গাড়িতে করে রাউজানের হিংগলা ওয়ারা পুঞ্জা বৌদ্ধ অনাথ আশ্রমে নিয়ে দাহ সম্পন্ন করা হয়। এ ঘটনায় জ্ঞানজ্যোতি ভিক্ষুর ভ্রাতা সুলাল বড়ুয়া বাদী হয়ে রাউজান থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন।

জ্ঞানজ্যোতি ভিক্ষু হত্যার সঙ্গে জড়িত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার ও বিচারের দাবিতে দুই মাসব্যাপী দেশে-বিদেশে আন্দোলন চলে।

১ মে বিরোধীদলীয় হুইপ উপাধ্যক্ষ আবদুস শহীদের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের সংসদীয় দল হিংগলা ওয়ারা পুঞ্জ্রা বৌদ্ধ অনাথ আশ্রমে যান। হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সভা করে ৪ মে সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী মঞ্জুর মোর্শেদ খান ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গেলে বিক্ষুব্ধ জনতা কালো পতাকা নিয়ে মিছিল করে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জ্ঞানজ্যোতি হত্যা মামলাকে সিআইডির কাছে হস্তান্তরের ঘোষণা দেন এবং হত্যাকারীদের গ্রেফতার করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করেন। ৫ মে সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুস সামাদ আজাদের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিদল ঘটনাস্থলে যান।

মামলার তদন্তভার সিআইডির হাতে ন্যস্ত হওয়ার পর সিআইডি ঘটনাস্থলে গিয়ে কয়েকদফা অনাথ আশ্রমের শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী, স্থানীয় মেম্বার থেকে সর্বস্তরের লোকজনকে হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। গত ২২ ডিসেম্বর জ্ঞানজ্যোতি ভিক্ষুর সন্দেহভাজন হত্যাকারী এলাইচ মাহমুদকে গোয়েন্দাপুলিশ নগরীর কর্নেলহাট সিটি গেটের সামনে থেকে ১৩ রাউণ্ড ২২ বোরের গুলিভর্তি একটি অত্যাধুনিক চাইনিজ একে-৪৭ রাইফেলসহ হাতেনাতে গ্রেফতার করে। গোয়েন্দা পুলিশের কাছে ধৃত এলাইচ মাহমুদ জ্ঞানজ্যোতি ভিক্ষু হত্যার কথা স্বীকার করে এবং আদালতে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি প্রদান করে।

জবানবন্দিতে এলাইচ মাহমুদ বলেন, রাউজানের শীর্ষ সন্ত্রাসী আজিজুল হকের নেতৃত্বে ৭ সন্ত্রাসী স্বর্ণের মূর্তি, নগদ টাকা, ডলার, জায়গা দখল ও প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র লুট করে নিয়ে যাওয়ার সময় বাধা দিলে ভিক্ষুকে কিরিচ দিয়ে গলা কেটে হত্যা করা হয়। হত্যাকাণ্ডে শীর্ষ সন্ত্রাসী আজিজুল হক, ডাকাত নুরুল ইসলাম, মানিক, অনাথ আশ্রমের শিক্ষক পুতুল বড়ুয়া, জহির, গিয়াস অংশ নেয় বলে এলাইচ মাহমুদ স্বীকারোক্তি প্রদান করে। গ্রেফতারকৃত এলাইচ মাহমুদের বাড়ি হিংগলা ওয়ারা পুঞ্জ্রা বৌদ্ধ অনাথ আশ্রমের সন্নিকটে।

এলাইচ মাহমুদ নিজে স্বীকার করে, শীর্ষ সন্ত্রাসী আজিজুল হক জ্ঞানজ্যোতি ভিক্ষুকে হত্যার পর তাকে ৪০০ টাকা প্রদান করে। পরদিন চট্টগ্রাম শহর থেকে আরো টাকা নেওয়ার কথা বলে আজিজুল হক শহরে চলে আসেন। পরদিন এলাইচ মাহমুদ চট্টগ্রাম শহরে এসে আজিজুল হককে খোঁজ করে আর পায়নি বলে জানায়।

এলাইচ মাহমুদ ধরা পড়ার পর সিআইডি পুলিশ রাউজানে গিয়ে অনাথ আশ্রমের শিক্ষক পুতুল বড়ুয়াকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসে। পরে সিআইডি পুতুল বড়ুয়াকে থানা থেকে ছেড়ে দেয়। পরবর্তী সময়ে জনতা অপর আসামী ডাকাত নুরুল ইসলামকে ধরে পুলিশের কাছে সোপর্দ করে।

গত ২০০৩ সালের ৬ আগস্ট দীর্ঘ সাড়ে ১৫ মাস পর মামলার চার্জশিট প্রদান করে সিআইডি। এতে সরকারদলীয় ক্যাডার দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী আজিজুল হক, পুতুল বড়ুয়াসহ ৭ জনকে অভিযুক্ত করা হয় এবং ৩৭ জনকে সাক্ষী করা হয়। তারপরও মামলাটির কার্যক্রম আজ পর্যন্ত শুরু হয়নি।

ভোরের কাগজ, ১৪ মে ২০০৪

(২২৯৬)
সাতক্ষীরায় সংখ্যালঘুর ঘের লুট ঃ বসতবাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে সন্ত্রাসীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, সাতক্ষীরা ঃ জেলার শ্যামনগর উপজেলার কালিঞ্চি গ্রামে সন্ত্রাসীরা এক সংখ্যালঘু পরিবারের চিংড়িঘের দখল, লুটপাটসহ বসতঘর আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। এ ঘটনায় মামলা দায়ের হলেও কোন আসামী গ্রেফতার হয়নি। নিরাপত্তাহীনতায় পরিবারের সদস্যরা এখন অন্যের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। এই বর্বর ঘটনাটি ঘটে বুধবার দুপুরে জেলা শহর থেকে প্রায় ৮০ কিলোমিটার দূরের কালিঞ্চি গ্রামে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্র জানায়, শ্যামনগর উপজেলার কালিঞ্চি গ্রামের অনন্তকুমার বৈদ্যের বসতবাড়ির একাংশ দখল করে নেয় ফরমান গাজীর পুত্র মনিরুদ্দিন গাজী ও তার সহযোগীরা। বুধবার দুপুরে তারা অনন্ত বৈদ্যের চিংড়িঘেরের পানি কেটে দিয়ে ঘের থেকে মাছ লুট করে। এ সময় অনন্তর পুত্রসহ পরিবারের সদস্যরা বাধা দিলে সন্ত্রাসীরা অস্ত্রের মুখে সবাইকে জিম্মি করে পুত্র কৃষ্ণপদ ও নন্দীরাণীকে বেঁধে রেখে বাড়ি লুট করার পর বসতঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। এ সময় জনতা ও কৈখালী বিডিআর ক্যাম্পের সদস্যরা এগিয়ে এলে সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় অনন্ত বৈদ্যের পুত্র প্রশান্ত বৈদ্য বাদী হয়ে মনিরুদ্দিন গাজীসহ ৬ জনকে আসামী করে শ্যামনগর থানায় মামলা দায়ের করেছে। পুলিশ কোন আসামীকে গ্রেফতার করতে পারেনি। সূত্র জানায়, অনন্ত ও মনিরুদ্দিনের সঙ্গে জমি নিয়ে আদালতে মামলা বিচারাধীন থাকা অবস্থায় অনন্তর ঘের, বাড়ি লুট ও পুড়িয়ে দেয়ার ঘটনা ঘটে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৫ মে ২০০৪

(২২৯৭)
পুলিশ পরিচয়ে

মনিরামপুর (যশোর) প্রতিনিধি ঃ যশোরের মণিরামপুরের শ্যামনগর ও হরিণা গ্রামে গত বৃহস্পতিবার গভীর রাতে পুলিশের পরিচয়ে গণডাকাতি হয়েছে। পুলিশ ও এলাকাবাসী জানান, গ্রাম দুটির মনোরঞ্জন, নিরঞ্জন, মঙ্গল বিশ্বাস, নারায়ণ, সুকুমার, অবনী বিশ্বাস, অরবিন্দু, রবিন ও তপন বিশ্বাসের বাড়িতে ৩৫-৪০ জন ডাকাত পুলিশ পরিচয়ে ঘরে ঢুকে অস্ত্রের মুখে নগদ টাকা, স্বর্ণালংকার ও দামি কাপড়চোপড়সহ প্রায় ৩ লাখ টাকার মালামাল নিয়ে যায়।

প্রথম আলো, ১৫ মে ২০০৪

(২২৯৮)
প্রভাবশালীদের হুমকি, জমি দখল
দিনাজপুরে ৫টি আদিবাসী পরিবারের এলাকা ত্যাগ

দিনাজপুর প্রতিনিধি ঃ দিনাজপুর সদর উপজেলার কমলপুর ইউনিয়নের দাইনুর গ্রামের শলাকুড়ী মালপাড়ার পাঁচটি আদিবাসী পরিবার স্থানীয় প্রভাবশালীদের হুমকির মুখে ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছে। গতকাল শনিবার সকালে সরেজমিন ওই গ্রাম ঘুরে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বার, আদিবাসীদের প্রতিবেশী, বিডিআর ও ইউএনওর সঙ্গে কথা বলে এর সত্যতা পাওয়া গেছে।

মালপাড়াটি দিনাজপুর শহর থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দক্ষিণ সীমান্তের নোম্যান্সল্যাণ্ডের ১৫০ গজ সীমানার ভেতরে। পাড়াটি তিন দিক থেকে ভারতীয় সীমানা পরিবেষ্ঠিত। এপার বাংলাদেশের বিডিআরের দাইনুর ক্যাম্প, ওপারে ভারতে ১১ বিএসএফএর ভাদড়া ক্যাম্প। পাড়াটিতে যাওয়ার কোন রাস্তা নেই।

জানা গেছে, পাড়াটিতে বসবাসকারী পাঁচটি আদিবাসী পরিবার বাবুল হেম্রম (২৭), ও রাজেন্দ্র হেম্রম (৩৫) দুজনের পিতা গুদুয়া হেম্রম (৬৫), নরেশচন্দ্র মুর্মু (৩৭) পিতা মৃত

আকালী মুর্মু, গনেশ হেম্ব্রম (৪০), বিহার হেম্ব্রম (৩২), পিতা মৃত সমারু হেম্ব্রমদের বাস। দীর্ঘদিন ধরে এই আদিবাসীরা এ পাড়ায় বসবাস করছে।

মৌজার ১৫১৮ দাগে ২৬ শতক, ১৫১৯ দাগে ৩ শতক এবং ১৫২০ দাগে ১৯ শতকসহ মোট .৪৮ শতক জমির ওপর এই পাঁচটি পরিবারের বসবাস। ব্রিটিশ রেকর্ডে আদিবাসীদের পূর্বপুরুষ ভজলা মাল পাহাড়ির নামে জমিগুলোর রেকর্ড রয়েছে।

কিন্তু এই ৪৮ শতক জমি একই গ্রামের প্রভাবশালী ব্যক্তি মফিজ উদ্দীন সরকার ও ফসিউর রহমান, নজরুল ইসলাম, নুরুল ইসলাম, তাদের বোন জরিনা বেগম গত ২০০৩ সালে নতুন ভূমি জরিপের সময় নিজেদের নামে রেকর্ডভূক্ত করে এবং অবিলম্বে পাঁচটি আদিবাসী পরিবারকে তাদের জমি ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার জন্য বলে।

ইউপি সদস্য শহিদুল ইসলাম জানান, গত ৬২ বছরের মধ্যে তারা দলিলটি বের করেনি বা জমিটি দাবিও করেনি। পাকিস্তান আমলে জরিপকালেও জমিটিতে তাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করেনি। ফলে দলিলটির সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। আদিবাসী পরিবারগুলোকে অন্যত্র চলে না গেলে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দিয়েছে নূরুল ইসলাম ও নজরুল ইসলাম। আদিবাসী বাবুল হেম্ব্রম, নরেশ মুর্মু, গনেশ হেম্ব্রম এ কথা তাকে জানিয়েছিলেন। কিন্তু ব্যস্ততার কারণে তিনি সেখানে যেতে পারেননি।

প্রতিবেশী মনসুর জানান, মশিউর, নজরুল প্রায় রাতে আদিবাসী পাড়াটিতে এসে তাদের শারীরিক, মানসিক নির্যাতন, অকথ্য গালাগালি এবং প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দিত। বিষয়টি গ্রামের অনেকেই জেনে থাকলেও ভয়ে স্থানীয় বিডিআর ক্যাম্পে কেউ জানায়নি। অবশেষে গত ৩০ এপ্রিল রাতে পাঁচটি আদিবাসী পরিবার তাদের বাড়িঘর ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। তারা বর্তমানে সীমান্তের ওপারে অবস্থান করছেন বলে জানা গেছে।

জমির মালিক বলে দাবিদার নজরুল ইসলাম ও নুরুল ইসলাম জানান, ১৯৪২ সালে তাদের দাদা ওই জমি কিনেছেন এবং বর্তমান রেকর্ডে তাদের মালিকানা স্বত্ব অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তাই আদিবাসীদের সেই জমি ছেড়ে দিতে বলা হয়েছিল। এ কারণে তারা চলে গেছে। নুরুল ইসলাম নিজেদের ক্ষমতাসীন বিএনপির কর্মী বলে দাবি করেন।

এ ব্যাপারে দাইনুর বিওপি ক্যাম্পের বিডিআর সদস্যরা বলেছেন, সীমান্তের নোম্যান্স-ল্যাণ্ডের সিটমহলে বসবাসকারী ওই পাড়াটির আদিবাসীরা চলে যাওয়ার খবর পরদিন ১ মে পাওয়ার পর তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। পরে একাধিক গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন বলে জানা গেছে।

কমলপুর ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ মোকারম হোসেন জানান, ঘটনার সময় তিনি অসুস্থ অবস্থায় ঢাকায় চিকিৎসাধীন ছিলেন। ফিরে এসে বিষয়টি তিনি সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আবুল হাসনাত মোঃ লতিফুল কবীরকে অবহিত করেন।

ইউএনও লতিফুল কবীর গতকাল দুপুরে প্রথম আলোর কাছে ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন।

প্রথম আলো, ১৬ মে ২০০৪

(২২৯৯)
জয়পুরহাটে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা চেয়ে জেলা প্রশাসককে স্মারকলিপি

নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়পুরহাট ঃ আক্কেলপুর উপজেলার দেওড়া গ্রামের সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনের নিরাপত্তার জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ ও মিথ্যা অভিযোগে আটককৃত ব্যক্তিদের মামলা থেকে অব্যাহতি প্রদান ও সংশ্লিষ্ট সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ নেওয়ার আবেদন জানিয়ে জয়পুরহাট জেলা প্রশাসকের কাছে দেওড়া গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে স্মারকলিপি দেয়া হয়। জেলা প্রশাসক এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন।

স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়, হিন্দু প্রধান গ্রাম দেওয়ার পূর্ব পাশে জনৈক ব্রজেন্দ্রনাথ সাহা সিং-এর স্বত্ব দখলীয় তিন একরের জলাশয় মৎস চাষের জন্য একই থানার সুজালদিঘী গ্রামের মোঃ বেলাল সনপত্তন নেয়। পুকুর পাড়ে অস্থায়ী ঘর তৈরি করে পুকুরের পাহারাদার হিসেবে বিভিন্ন অসৎ শ্রেণীর লোকজনদের আশ্রয় দেয়। তারা পুকুর পাড়ের পাশে বসবাসরত হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনদের কাছে বিভিন্ন প্রকার অসামাজিক কার্যকলাপের কুপ্রস্তাব দিয়ে ব্যর্থ হয় এবং ক্ষিপ্ত হয়ে নানারকম ষড়যন্ত্র করতে থাকে। আক্কেলপুর থানা পুলিশকেও মিথ্যা তথ্য দিয়ে প্রভাবিত করে।

গত ১১ মে শান্তিপ্রিয় চারজন গ্রামবাসী বীরেশ্বর, বীরেন, বাদল ও ধীরেনকে মিথ্যা প্রলোভন দিয়ে পুকুরপাড়ে ডেকে তাদের মারধর করা হয়। পরে গ্রামবাসীদের বাধার মুখে থানায় নিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। পুলিশ পুকুর পত্তন গ্রহীতাদের দ্বারা 'প্রভাবিত' হয়ে ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ধারায় তাদের কোর্টে চালান দেয় এবং চুরি-ডাকাতির সঙ্গে জড়িত থাকার মিথ্যা অভিযোগ করে।

সংবাদ, ১৭ মে ২০০৪

(২৩০০)
রাউজানে সংখ্যালঘুর পুকুরে বিষ ঃ লক্ষাধিক টাকার মাছের মৃত্যু

চট্টগ্রাম অফিস ঃ মসজিদ মাজারের পুকুরে বিষ প্রয়োগের পর এখন সংখ্যালঘু অথবা জায়গাজমি সংক্রান্ত বিরোধে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে বিষ। এবার সন্ত্রাসীরা গত ১১ মে গভীর রাতে রাউজান পৌরসভার সুলতানপুর এলাকার ছিটিয়াপাড়ায় এক সংখ্যালঘু পরিবারের মালিকানাধীন পুকুরে বিষ প্রয়োগ করে প্রায় লক্ষাধিক টাকার বিভিন্ন প্রজাতির মাছ মেরে ফেলেছে।

জানা গেছে, এলাকার সাবেক ইউপি সদস্য নির্মল দাসের পুকুরে জায়গা সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে প্রতিপক্ষের লেলিয়ে দেওয়া সন্ত্রাসীরা রাতের আঁধারে এই কাজ করেছে। এ ব্যাপারে রাউজান থানায় বেশ কয়েকজনকে আশামি করে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। উপজেলা মৎস ও পশু পালন বিভাগকেও এ ব্যাপারে জানানো হয়েছে। রাউজান থানা পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। তবে এই প্রতিবেদন তৈরি করার সময় পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি বলে জানা গেছে।

এদিকে আসামীপক্ষ এ ঘটনাকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা চালাচ্ছে এবং বাদীপক্ষকে নারী নির্যাতনের মামলায় ফাঁসানোর হুমকি দিচ্ছে। আসামীদের পক্ষে সরকারি এক স্কুলের জনৈক শিক্ষকও রয়েছেন এবং অন্য আসামীরা পলাতক রয়েছে।

ভোরের কাগজ, ১৯ মে ২০০৪

(২৩০১)
কলাপাড়ায় রাখাইন সম্প্রদায়ের জমি দখল ঃ পালিয়ে বেড়াচ্ছে মালিক

নিজস্ব সংবাদদাতা, পটুয়াখালী ঃ কলাপাড়ার এক প্রভাবশালী ব্যক্তি সংখ্যালঘু রাখাইন সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তির জমি দখল করে নিয়েছে। প্রশাসনের সিদ্ধান্তও মানছে না ওই

প্রভাবশালী। প্রাণের ভয়ে রাখাইন সম্প্রদায়ের সদস্য সংতেন তালুকদার পালিয়ে পার্শ্ববর্তী বরগুনা জেলার তালতলী থানার আসাঠাকুরপাড়ায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন।

জানা গেছে, কলাপাড়া পৌর এলাকা সংলগ্ন বাদুরতলী মৌজার ৯৩৪ নং দাগে রাখাইন সংতেন তালুকদারের ৮৮ শতাংশ জমি এই প্রভাবশালী তার কাছে বিক্রির জন্য চাপ সৃষ্টি করে। সংতেন তালুকদার এতে রাজি না হওয়ায় জমি দখল করে নেয়। গত ২০০৩ সালের ২৪ আগস্ট সংতেন তালুকদার পটুয়াখালী জেলা প্রশাসকের কাছে এ ব্যাপারে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। জেলা প্রশাসনের নির্দেশে কলাপাড়া উপজেলা প্রশাসন ভূমি অফিসের সার্ভেয়ার দিয়ে মেপে ওই জমিতে সীমানা পিলার উপড়ে ফেলে জমির মাটি কেটে পুকুর খনন করে। সংতেন তালুকদার ওই ঘটনার পর কলাপাড়া উপজেলা প্রশাসনকে জানালে উপজেলা নির্বাহী অফিসার কলাপাড়া থানাকে নির্দেশ দিলেও অজ্ঞাত কারণে থানা পুলিশ নীরব ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। সংতেন তালুকদার তার জমি হারিয়ে উলটো প্রভাবশালী মহলের চাপে এলাকা ছেড়ে প্রাণ ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

সংবাদ, ১৯ মে ২০০৪

(২৩০২)
ভূমিখোরদের নির্যাতনে দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেল দিনাজপুরের মালো উপজাতির লোকরা

দিনাজপুর প্রতিনিধি ঃ শাসক দলের আশ্রিত ও মদদপুষ্ট ভূমি দস্যুদের সীমাহীন সন্ত্রাস, নির্যাতনে ভীতসন্ত্রস্ত মালো উপজাতির ৬টি পরিবারের ৫২ সদস্য বাস্তুভিটা ফেলে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে।

শহর থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূরে দিনাজপুর সদর উপজেলার কমলপুর ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডে অবস্থিত একটি উপজাতি গ্রাম এই মালোপাড়া। ভারতের সীমান্তঘেঁষা এ গ্রামে প্রায় কয়েকশ বছর ধরে উপজাতি সম্প্রদায়ের মালোদের বসবাস। বাপ-দাদার ভিটায় বসবাসরত মালোদের অনেকে নানা কারণে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে চলে গেলেও ৬টি পরিবারের ৫২ জন সদস্য দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অনটনকে মেনে নিয়ে পৈত্রিক ভিটায় পড়েছিলেন। একটি সুযোগ সন্ধানী কুচক্রী মহল দীর্ঘদিন ধরে দরিদ্র অসহায় মালোদের বিভিন্নভাবে ভয়ভীতি প্রদর্শন করে দখল করে নেয় তাদের জায়গা জমি। সব হারিয়ে মাত্র ১৬ শতক জমির ওপর ১০/১২টি মাটির ঘর বানিয়ে ৬টি পরিবার বসবাস করে আসছিলেন।

কিন্তু সেখানেও লোলুপ দৃষ্টি পড়ে লোভী ভূমি দস্যুদের। অনেক জমি জোরপূর্বক দখল করার পর শেষ সম্বল এ ১৬ শতকের ওপর নজর পড়ে শাসক দল বিএনপির নেতা ফসিউর রহমান, নজরুল ইসলাম, নুরু ইসলাম ও মফিজউদ্দিন সরকারের। কী করে বসতভিটা থেকে মালোদের উচ্ছেদ করে দখল করা যায় ১৬ শতক জায়গা তার ফন্দি আঁটে গ্রামের ঐ ৪ কুচক্রী। ৬টি পরিবারের ওপর চলে অবর্ণনীয় নির্যাতন জুলুম। মালোদের সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়, বসতবাড়ি ছেড়ে ভারতে পালিয়ে না গেলে সবাইকে মেরে ফেলা হবে। এ হুমকির পরেও বসতভিটার মায়ায় তা আঁকড়ে থাকার অপরাধে মালো পরিবারের মেয়ে বউদের ওপর নির্যাতন চলে। কদিন আগে বাবুল মালো (২৭) তার সন্তান সম্ভবা স্ত্রী সরস্বতী (২১) চিকিৎসার জন্য ভিটার একটি বটগাছ কাটতে গেলে এলাকার চিহ্নিত ভূমি দস্যুরা বাধা প্রদান করে। এক পর্যায়ে ওয়ার্ড মেম্বার নির্যাতনকারী সন্ত্রাসীদের পক্ষ অবলম্বন করে উল্টো বাবুল মালোকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে। মেম্বার শহীদুল ইসলাম শহীদ শাসিয়ে বলে ২/১ দিনের মধ্যে ভারতে চলে না গেলে পরিণাম ভালো হবে না। এরপর ৩০ এপ্রিল সকালে একদল সন্ত্রাসী মালোদের ওপর সশস্ত্র হামলা চালিয়ে বাড়িঘরের মালামাল ভাঙচুর ও লুটতরাজ শুরু করে। এ সময় সন্ত্রাসীদের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য ঘটনাস্থল থেকে মাত্র ১৫০ গজ দূরে ভারতের কাঁটাতারের বেড়ার ৬নং গেটের কাছে কর্তব্যরত ভারতীয় সীমার রক্ষীবাহিনীর কাছে ত্রাণ ভিক্ষা চান। আক্রান্ত মালো পরিবারের সদস্যদের অসহায়ত্ব দেখে বিএসএফ সদস্যরা গেট খুলে দিলে তারা ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিয়ে প্রাণ বাঁচান। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ও সীমান্তঘেঁসা এলাকা হওয়ায় এ খবর শহরে পৌঁছাতে বিলম্ব হয়।

গত ১৫ মে শনিবার সকালে একদল সাংবাদিক মালোপাড়ায় গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে যান। ১০/১২টি মাটির ঘর সম্পূর্ণ বিদ্ধস্ত। ধ্বংসস্তুপের চিহ্নগুলো নীরবে দাঁড়িয়ে বর্বরতা ও নৃশংসতার সাক্ষ্য দিচ্ছে। সীমান্তের ৩১৪ নম্বর মেইন পিলার আর ৬ ও ৭ নম্বর সাব পিলারের মাঝখানে অবস্থিত মালোপাড়া এখন জনশূন্য একটি বিরান জনপদ। একটি প্রাণীও নেই গ্রামে। অদূরে এক খাস জমিতে ঘর করে বসবাস করছেন মনসুর আলী। দেশ ত্যাগ করে বাপ-দাদার বসতভিটা ছেড়ে প্রাণ বাঁচানোর জন্য ভারতে পালিয়ে যাওয়ার পূর্বে মালোরা যে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন তার প্রত্যক্ষদর্শী এই মনসুর। নির্যাতনের বর্ণনা দিতে গিয়ে কেঁদে ফেলে মনসুর জানান, মালো পরিবারের মহিলাদের ওপর যে নির্যাতন চালানো হয়েছে তা প্রকাশের ভাষা আমার জানা নেই। মনসুরের স্ত্রী রাবেয়া জানান, কারো সামনে মুখ না খোলার জন্য মেম্বার শহীদ ও বিএনপির কয়েকজন তাদের হুমকি দিয়েছে।

বিডিআর ধর্মজৈন সীমান্ত ফাঁড়ির প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী মালোপাড়ায় বসবাস করতেন গুধুয়া মালো (৬৩), রাজেন মালো (৬০), নরেশ মালো (৩৬), বাবুল মালো (২৭), বিহার মালো (৩৯) এবং গনেশ মালোর (২৬) পরিবার। এ ৬টি পরিবারের ৫২ জন সদস্যের মধ্যে ভোটার ছিলেন ১৭ জন। আর বাকি ৩৫ জন ছিল শিশু ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক। বিডিআরের নজর এড়িয়ে ৬টি পরিবার কিভাবে ভারতে চলে গেলো তার কোনো সদুত্তর পাওয়া যায়নি।

ভোরের কাগজ, ২০ মে ২০০৪

(২৩০৩)
নেত্রকোনায় সন্ত্রাসী কায়দায় সংখ্যালঘুর জমি দখল

সংবাদদাতা, নেত্রকোনা ঃ সদর উপজেলার সাকুয়া গ্রামে একজন আইনজীবীর বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু এক পল্লী চিকিৎসকের সম্পত্তি সন্ত্রাসী কায়দায় দখলের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

জানা গেছে, প্রায় ১ বছর যাবৎ ইসমাইল খা নামে একজন আইনজীবী জনৈক ডাক্তারের বাড়ি সংলগ্ন ৩৮ শতাংশ জমি জোরপূর্বক দখল করার জন্য সন্ত্রাসী বাহিনী নিয়ে নানাভাবে হুমকি দিতে থাকে। এ ব্যাপারে সাধন ডাক্তার বাদি হয়ে সিনিয়র সহকারী জজ আদালতে মামলা করে, যা বর্তমানে বিচারাধীন। গত ১২ মে সাধন ডাক্তারের ছেলে শ্যামল দীর্ঘদিন যাবৎ চাষাবাদ করে আসা তাদের অন্য একটি জমিতে পাকা ধান কাটতে গেলে অ্যাডভোকেট সাধন ডাক্তার স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী, জেলা প্রশাসক, জেলা পুলিশ সুপার ও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে সুবিচার চেয়ে একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন।

সংবাদ, ২০ মে ২০০৪

(২৩০৪)
সিরাজগঞ্জে সন্ত্রাসী হামলায় সংখ্যালঘু একটি পরিবারের ৫ জন আহত

সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলার পল্লীতে সংখ্যালঘু একটি পরিবার সন্ত্রাসী হামলার শিকার হয়ে শিশু ও মহিলাসহ ৫ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। মঙ্গলবার রাতে উপজেলার চান্দাইকোলা কোদলা গ্রামের গোবিন্দ মহন্যর ছেলে সুকুমার মহন্য চান্দাইকোলা বাজার থেকে

রাত ৯টার দিকে বাড়ি ফিরলে ১০/১৫ জনের সন্ত্রাসী দল তার ওপর হামলা চালায়। এ সময় তার চিৎকার শুনে বাড়ির লোকজন এগিয়ে এলে তারাও হামলার শিকার হন। সন্ত্রাসীদের হামলায় গোবিন্দ মহন্য (৬০), তার ছেলে সুকুমার (২৫) কন্যা কন্যারাণী ও মা ছবিরাণী আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। হামলার কারণ জানা যায়নি। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করলেও কেউ গ্রেফতার হয়নি।

যুগান্তর, ২০ মে ২০০৪

(২৩০৫)
যশোরে ৮ বাড়িতে ডাকাতি

স্টাফ রিপোর্টার, যশোর অফিস ঃ মঙ্গলবার রাতে অভয়নগর ও কেশবপুরের ৮ বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে। ডাকাতরা ওই ৮ বাড়ি থেকে অস্ত্রের মুখে নগদ ৫০ হাজার টাকা এবং স্বর্ণালংকারসহ প্রায় দুই লাখ টাকার মালামাল লুট করে নিয়ে গেছে। ডাকাতদের অস্ত্রের আঘাতে আহত হয়েছে ১ জন। পুলিশ এক ডাকাতকে গ্রেফতার করলেও তাকে ৫৪ ধারায় আদালতে চালান দিয়েছে।

এলাকাবাসী জানায়, ওই রাতে একদল ডাকাত অভয়নগরের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত বলারাবাদ গ্রামের গোবিন্দ, আনন্দ, চৈতন্য, বিষ্ণু ও উত্তমের বাড়িতে ডাকাতি করে। ডাকাতরা অস্ত্রের মুখে বাড়ির সকলকে জিম্মি করে নগদ অর্থ ও স্বর্ণালংকারসহ বিপুল টাকার মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। ডাকাত দল চলে যাবার সময় আনন্দকে (৫০) কুপিয়ে মারাত্মক জখম করে। ডাকাত দলের ফেলে যাওয়া স্যাণ্ডেল দেখে গ্রামবাসী তাদের কয়েকজনকে সনাক্ত করে। পুলিশ আটক করে কোটা গ্রামের আবদুস সবুরসহ তিনজনকে। কিন্তু অপর দু'জনকে ছেড়ে দিয়ে শুধু সবুরকে গ্রেফতার দেখানো হয় ৫৪ ধারায়। এ ঘটনায় গ্রামবাসীদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। অপরদিকে কেশবপুরের পশ্চিম সারুটিয়া গ্রামের রাজ্জাক, আফতাব মোল্লা ও সাজ্জাদ মাস্টারের বাড়িতে একদল ডাকাত হানা দেয়।

ঝালকাঠি থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, কাঁঠালিয়া উপজেলার চেচরীরামপুর ইউনিয়নের মহিষকান্দি গ্রামে মঙ্গলবার রাতে ৪ বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে।

জানা গেছে, ঐ রাতে গ্রামের হাকিম হাওলাদারের বাড়িতে ১৫/১৬ জনের ডাকাত দল হানা দেয়। এর পরে তারা পালাক্রমে চান্দু মিয়া, শাহ আলম ও কালু মিয়ার বাড়িতে ডাকাতি করে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২০ মে ২০০৪

(২৩০৬)
অধ্যাপক হরিশংকরের বাসা ও দোকানে সশস্ত্র হামলা, লুটপাট

চট্টগ্রাম অফিস ঃ বিশিষ্ট লেখক ও অধ্যাপক হরিশংকর জলদাসের উত্তর পতেঙ্গাস্থ বাসভবন ও তার মালিকানাধীন দোকানে একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী গতকাল অস্ত্রের মুখে ব্যাপক ভাঙচুর ও লুটপাট চালিয়েছে।

সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা গতকাল সকাল ৯টায় উত্তর পতেঙ্গার জেলে পাড়ায় অধ্যাপক হরিশংকর জলদাসের পারিবারিক দোকানে হামলা চালায়। এ সময় তারা অস্ত্রের মুখে প্রায় ৫ লাখ টাকার মালামাল লুট করে নেয় এবং অধ্যাপক হরিশংকরের ভাই সিদ্ধার্থ শংকরসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মারধর করে। এতে বেশ কয়েকজন গুরুতর আহত হয়। এ সময় পতেঙ্গা থানায় টেলিফোন করা হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছায়। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে সন্ত্রাসীরা

পালিয়ে যায়। এ ব্যাপারে পতেঙ্গা থানায় সিরাজুল হক ওরফে ওক্কু, মোহাম্মদ আলী, মাহবুবুর রহমান ওরফে মাহাব্যা ও অজ্ঞাত পরিচয় ৮ জনকে আসামী করে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

ভোরের কাগজ, ২২ মে ২০০৪

(২৩০৭)
কালিয়ায় সংখ্যালঘুদের মামলা দিয়ে হয়রানি করা হচ্ছে পালিয়ে বেড়াচ্ছে অনেকে

স্টাফ রিপোর্টার, খুলনা অফিস ঃ নড়াইলের কালিয়ায় এবার সংখ্যালঘুদের ওপর মামলা দিয়ে পুলিশী হয়রানি শুরু হয়েছে। পৌর নির্বাচনে জোট সন্ত্রাসীরা যাদের বাড়িঘরে হামলা, ভাঙচুর, লুটপাট চালিয়েছে, তাদেরই করা হয়েছে মামলার আসামী। লুটপাটের শিকার ক্ষতিগ্রস্তদের দায়ের করা কোন মামলা এন্ট্রি হয়নি। মামলা নেয়া হয়েছে হামলাকারীদের কাছ থেকে। ভুক্তভোগী এক মহিলার করুণ আর্তি, এরা কোনভাবে আমাদের বসবাস করতে দেবে না। তার অভিযোগ, পুলিশও তাদের পক্ষ হয়ে নির্যাতন করছে। কালিয়া পৌর নির্বাচনে জোট মনোনীত প্রার্থীর ভরাডুবি ঘটার পর তারা প্রতিহিংসায় মেতে ওঠে। তারা সংখ্যালঘু অধ্যুষিত চারটি গ্রামে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর, লুটপাট চালায়। জীবন ও সম্ভ্রম বাঁচাতে যে যার মতো ঝোপ-ঝাড়ে লুকিয়ে আত্মরক্ষা করে। গত ৬, ৭ ও ৮ মে রাতে এই নারকীয় তাণ্ডব চালানোর পর শুরু হয়েছে বেছে বেছে হামলা ও ডাকাত বেশে আক্রমণ। সেই সময় থেকে কার্যত কালিয়া পৌর এলাকা এক ভীতি-আতঙ্কের জনপদ। কেউ কোন ব্যাপারে মুখ খুলতে চায় না। স্থানীয় পুলিশ ক্ষমতাসীন দলের এক নেতার অনুগত হওয়ায় ভুক্তভোগীদের কাছে এসে দাঁড়ায়নি। জনকণ্ঠে ক্ষতিগ্রস্তদের বর্ণনা ও ছবি ছাপা হওয়ায় ওই নেতা আরও ক্ষেপেছেন। তিনি যেমন জনকণ্ঠ সাংবাদিককে শায়েস্তা করার হুমকি দিয়েছেন, তেমনি ক্ষতিগ্রস্তদের নামে মামলা করে নির্যাতনের পথ বাতলে দিয়েছেন। নেতার উস্কানিতে এক ক্যাডার নিজের মোটরসাইকেল ভেঙ্গে প্রতিপক্ষের নামে মামলা দিয়েছে। তাদের দায়ের করা দুটো ভাঙচুর ও লুটপাটের মামলায় আসামী করা হয়েছে ৮৪ জনকে, যাদের বেশিরভাগ বাড়ি লুটপাট ও ভাংচুরের শিকার হয়েছিল। সাবেক কমিশনার তাপস বিশ্বাসকে আসামী করা হয়েছে।

তাঁর অপরাধ গত ৬ মে রাতে তাঁর বাড়ি লুটপাট, ভাঙচুরের তিনি বর্ণনা দিয়েছেন এবং ক্ষতিগ্রস্তদের একজন হিসাবে জনকণ্ঠ পত্রিকায় তাঁর ছবিও ছাপা হয়েছে। জোট সমর্থকদের মামলায় পুলিশ চটজলদি প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে। যথারীতি আসামীদের গ্রেফতারের জন্য দাবড়ে বেড়াচ্ছে।

ইতোমধ্যে গত ১৭ মে সোমবার দিবাগত রাতে ধীরেন মাস্টারসহ দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পালিয়ে বেড়াচ্ছে মিহির বিশ্বাস, কৃষ্ণপদ আচার্য, সঞ্জয় বিশ্বাসসহ অসংখ্য পুরুষ সদস্য। একে জোট সন্ত্রাসীদের হামলা, তার ওপর পুলিশী হয়রানি— কালিয়ার সংখ্যালঘুরা এখন দিশাহারা।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২২ মে ২০০৪

(২৩০৮)
রূপগঞ্জে সংখ্যালঘু তরুণীকে রাতভর ধর্ষণ ঃ পরিবার অবরুদ্ধ

রূপগঞ্জ, ২১ মে, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বৃহস্পতিবার রাতে রূপগঞ্জে একদল সন্ত্রাসী সংখ্যালঘু পরিবারের ষোড়শীকে অপহরণের পর রাতভর ধর্ষণ করেছে। মামলা করায় ধর্ষকরা ধর্ষিতার পরিবারকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে। বিএনপির সমর্থক কাঞ্চন এলাকার এক কমিশনারের আশ্রয়ে থেকে ধর্ষকরা উল্লাসে মেতে উঠেছে। পুলিশও তাদের গ্রেফতার করতে

পারছে না। উপরন্তু বলেছে, আসামীদের সঙ্গে মীমাংসা করে নেয়ার জন্য। বাড়াবাড়ি করলেই এসিডে মুখ ঝলসে দেয়ার হুমকি দিয়েছে সন্ত্রাসীরা। এ নিয়ে স্থানীয় সংখ্যালঘু পরিবারগুলো চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।

জানা গেছে, উপজেলার দাউদপুর এলাকার দিনমজুর মনমোহন দাসের ষোড়শী কন্যা বৃহস্পতিবার রাত ১০ টায় প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে ঘর থেকে বের হলে ওত পেতে থাকা স্থানীয় সন্ত্রাসী সরু, জুলহাস ও শাহিন তাকে অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে মুখে গামছা বেঁধে নির্জন এক পুকুরের পাড়ে নিয়ে যায়। পরে সেখানে তারা তাকে রাতভর পালাক্রমে ধর্ষণ করে। গভীর রাতে আরও এক ব্যক্তি যাকে তারা গুরু হিসাবে ডেকেছে সেও তাকে দুবার ধর্ষণ করে। ষোড়শী জানায়, কথিত গুরু এলে তাকে এক জগ দুধ দিয়ে গোসল করানোর পর তার গায়ে আতর, পাউডার মেখে গুরুর হাতে তুলে দেয়া হয়। সে তাকে দুবার ধর্ষণের পর সেখান থেকে চলে গেলে সন্ত্রাসীরা তাকে আবারও পালাক্রমে ধর্ষণ করে। রাত সাড়ে ৩টায় ধর্ষিত যুবতী তাদের কাছ থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ি এসে সবাইকে এ ঘটনা জানায়। পরে সকালে পিতা মনমোহনসহ এ যুবতী থানায় এসে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ দায়েরের পর হতেই জনৈক প্রভাবশালী ব্যক্তি থানায় এসে তদ্বির করছে। এ ব্যক্তির দলীয় প্রভাব থাকায় পুলিশ এ ব্যাপারে নীরব ভূমিকা পালন করছে। এদিকে আসামীদের কাছ থেকে আর্থিক সুবিধা নিয়ে ধর্ষিতার পিতাকে আসামীদের সঙ্গে মিলে যেতে চাপ প্রয়োগ করা হচ্ছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২২ মে ২০০৪

(২৩০৯)
কালীমন্দির উচ্ছেদ করে জমি লিজ দেয়ার ঘটনায় পীরগঞ্জে উত্তেজনা

রংপুর প্রতিনিধি ঃ প্রায় দেড়'শ বছরের সাক্ষি প্রাচীন একটি কালী মন্দির উচ্ছেদ করে ওই জমি লিজ দেওয়ার ঘটানাকে কেন্দ্র করে রংপুরের পীরগঞ্জের হিন্দু সম্প্রদায়ের মাঝে দু'দিন ধরে চরম ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে।

এলাকার প্রভাবশালী এক লিজ গ্রহীতা তার সন্ত্রাসী বাহিনী দিয়ে ওই জমির ওপর থাকা ১৩টি মূল্যবান গাছ কেটে নিয়ে যাওয়ার প্রতিবাদে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষজন গত ১৯ ও ২০ মে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় ঘেরাও করে সেখানে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে লিজ বাতিলের দাবি জানান। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বর্তমানে সেখানে তুমুল উত্তেজনা বিরাজ করছে। রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

জানা গেছে, উপজেলার চতরা ইউনিয়নের ভগবানপুর গ্রামের ১৩ শতক জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যবাহী কালী মন্দিরে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষজন দীর্ঘদিন থেকে তাদের পূজার্চ্চনাসহ ধর্মীয় কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। অভিযোগ উঠেছে, সম্প্রতি উপজেলা ভূমি অফিসের অফিস সহকারি ফয়সাল আহমেদের সঙ্গে যোগসাজশে এলাকার একটি প্রভাবশালী ব্যক্তি ওই জমি লিজ নেয়। ১৯ মে লিজ গ্রহীতা তার সন্ত্রাসী বাহিনী নিয়ে ১৩টি মূল্যবান গাছ কেটে জমি দখলের চেষ্টা চালালে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষজনের সাথে বিরোধ দেখা দেয়। এলাকাবাসী জানায়, ওই ব্যক্তি লিজ নিয়েছে বলে দাবি করলেও তিনি মন্দির কমিটির লোকজনের কাছে লিজের কাগজপত্র দেখাতে পারেনি।

এদিকে ঘটনার প্রতিবাদে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষজন ১৯ ও ২০ মে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় ঘেরাও করে। ২০ মে এ ব্যাপারে ইউএনও'র সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি সাংবাদিকদের তেমন কিছু বলতে পারেননি। তবে তিনি বিষয়টি দেখবেন বলে জানান। এছাড়াও গাছ কেটে নিয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে ইউএনও বলেন, প্রয়োজনে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আজকের কাগজ, ২৩ মে ২০০৪

(২৩১০)
ডিমলায় মন্দিরের প্রতিমা ভাঙচুর

নিজস্ব সংবাদদাতা, নীলফামারী ঃ জেলার ডিমলা উপজেলা সদরের পণ্ডিতপাড়া গ্রামে হিন্দু সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী ঠাকুর মন্দিরের প্রতিমা ভাংচুরের ঘটনা ঘটেছে। শুক্রবার গভীর রাতে একদল মুখোশধারী সন্ন্যাসী উক্ত মন্দিরে হামলা চালায়। হামলায় সন্ত্রাসীরা সন্ন্যাসী প্রতিমার মাথা কেটে নিয়ে যায়। এ ঘটনায় এলাকার হিন্দু সম্প্রদায়ের মাঝে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে এবং চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৪ মে ২০০৪

(২৩১১)
সাতকানিয়ায় সংখ্যালঘু পরিবারে লুটপাট, আহত ৪

চট্টগ্রাম ব্যুরো ঃ জেলার সাতকানিয়া উপজেলার কালিয়াইশ গ্রামে শনিবার ভোররাতে একদল সশস্ত্র যুবক একটি সংখ্যালঘু পরিবারে হামলা চালিয়ে ব্যাপক লুটপাট করেছে। সশস্ত্র যুবকদের গুলিতে এ সময় গৃহকর্ত্রীসহ ৪ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। আহতরা হচ্ছেন—সলিল চৌধুরী (৫০), সুচিরাণী চৌধুরী (৪০), স্বপন চৌধুরী (৩০) এবং জসিম (২৭)। আহতদের মধ্যে সলিল চৌধুরী ও তার স্ত্রী সুচিরাণী চৌধুরীর অবস্থা আশংকাজনক। তাদের সবাইকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ১০/১৫ জনের একটি সশস্ত্র দল সলিল চৌধুরীর ঘরে প্রবেশ করে। ঘরে ঢুকে তারা ব্যাপক লুটপাট চালায়। তাদের এ তাণ্ডব চলাকালে আত্মরক্ষার জন্য চিৎকার শুরু করলে সশস্ত্র যুবকরা সলিল চৌধুরী এবং তার স্ত্রীকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। গুলির শব্দ শুনে স্থানীয় লোকজন অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদের ধাওয়া করলে তারা একপর্যায়ে স্বপন চৌধুরী ও জসিম নামে এক গ্রামবাসীকে কুপিয়ে জখম করে।

যুগান্তর, ২৪ মে ২০০৪

(২৩১২)
ফেনীতে মূর্তি ভাঙচুর ঃ মন্দিরে অগ্নিসংযোগ

ফেনী অফিস ঃ দুর্বৃত্তরা কালী মন্দিরের কয়েকটি মূর্তি ভাঙচুর ও মন্দিরে পেট্রল ঢেলে অগ্নিসংযোগ করেছে। ফেনী সদর উপজেলার শর্শদি ইউনিয়নের আবুপুর গ্রামের বড়বাড়ির দরজায় কালী মন্দিরে গত রোববার গভীর রাতে এ ঘটনা ঘটে।

প্রথম আলো, ২৫ মে ২০০৪

(২৩১৩)
উজিরপুরে ইউপি চেয়ারম্যান অবনী বাড়ৈ খুন

পুলক চ্যাটার্জি, জল্লা (উজিরপুর) থেকে ফিরে ঃ উচিরপুর উপজেলার জল্লা ইউনিয়নের জনপ্রিয় চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ নেতা অবনী বাড়ৈ (৪৫) আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়েছেন। বুধবার রাতে নৃশংস এ হত্যাকাণ্ড ঘটে। পরপর দু'বার নির্বাচিত চেয়ারম্যান অবনী

বাড়ৈ হত্যাকাণ্ডের পর গোটা জল্লা ইউনিয়নবাসী হতবিহ্বল ও আতংকিত হয়ে পড়েছে। সোমবার ঘটনাস্থল মধ্যকুড়ালিয়া গ্রামে গিয়ে দেখা গেছে, হাজার হাজার শোকার্ত ইউনিয়নবাসী ভিড় করেছে নিহত চেয়ারম্যানের বাড়ি। তারা তাদের প্রিয় চেয়ারম্যান হত্যাকারীদের দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি চায়। পুলিশ সুপার মইনুর রেজা চৌধুরী ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে হত্যাকারীদের চিহ্নিত করে গ্রেফতার ও কঠোর শাস্তি প্রদানের আশ্বাস দিয়েছেন। মধ্যকুড়ালিয়া বাজার থেকে চেয়ারম্যান অবনী বাড়ৈ'র বাড়ি সর্বোচ্চ ৪০০ গজ দূরে। বাজারের দোকানীরা জানান, চেয়ারম্যান বাজার থেকে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার দু'তিন মিনিট পর তারা একটা গুলির শব্দ পান। দোকানীদের সন্দেহ হলে তারা চেয়ারম্যানের বড় ভাই ধীরেন বাড়ৈইকে ডাক দেন। বাড়ি থেকে ধীরেন বাড়ৈ জানান, চেয়ারম্যান বাড়ি পৌঁছায়নি। তখন দোকানীরা টর্চ নিয়ে অগ্রসর হলে হত্যাকারীরা পর পর ২ রাউণ্ড ফাঁকা গুলি ছোড়ে।

যুগান্তর, ২৫ মে ২০০৪

(২৩১৪)
ফেনিতে কালীমন্দির ভাঙচুর ঃ অগ্নিসংযোগ

ফেনী প্রতিনিধি ঃ রোববার রাতে ফেনী সদর থানার আবুপুর গ্রামে একদল সন্ত্রাসী রাতের অন্ধকারে স্থানীয় কালীমন্দিরে ঢুকে ব্যাপক ভাংচুরের পর আগুন ধরিয়ে দেয়। পুলিশ জানায়, রাত আড়াইটার দিকে সন্ত্রাসীরা কালীমন্দিরের বেড়া কেটে ভেতরে প্রবেশ করে। তারা মন্দিরে রক্ষিত প্রতিমার হাত ও মাথা গুঁড়িয়ে দেয়। পরে মন্দিরের বাঁশের বেড়ায় আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। এ ব্যাপারে থানায় জিডি করা হয়েছে।

যুগান্তর, ২৬ মে ২০০৪

(২৩১৫)
জমির দখল ফিরে পেতে প্রশাসনের দ্বারে দ্বারে ধরনা দিচ্ছেন রাখাইন মংতেন

কলাপাড়া প্রতিনিধি ঃ জমির দখল ফিরে পেতে প্রশাসনের দ্বারে দ্বারে ধরনা দিচ্ছেন রাখাইন মংতেন তালুকদার (৪২)। দীর্ঘদিন দেন-দরবার করার পর উপজেলা প্রশাসন একবার জমির সীমানা নির্ধারণ করে দিলেও দখলদার প্রভাবশালী ওই ব্যক্তি তা উপড়ে আবার জবরদখল করেছে। কলাপাড়া পৌরশহর সংলগ্ন বাদুরতলী মৌজার ৯৩৪ নং দাগে রাখাইন মংতেন তালুকদারের ৮৮ শতক জমি। এ জমি বিক্রির জন্য প্রভাবশালী ঐ ব্যক্তি মংতেনকে চাপ সৃষ্টি করে। জমি বিক্রি করতে রাজি না হওয়ায় ভোগদখলে বাধা সৃষ্টি করে। রাখাইন মংতেন তালুকদার ২০০৩ সালের ২৪ আগস্ট জেলা প্রশাসকের কাছে অভিযোগ করলে উপজেলা প্রশাসন ভূমি অফিসের সার্ভেয়ার দ্বারা জমিতে সীমানা পিলার পুঁতে দিয়ে সীমানা নির্ধারণ করে। কিন্তু প্রভাবশালী ওই ব্যক্তি তার লোকজন নিয়ে ২৭ ফেব্রুয়ারি সীমানা পিলার উপড়ে ফেলে। এমনকি সার্টিফিকেটে জমির ধরনও পাল্টে ফেলে। সংখ্যালঘু রাখাইন মংতেন আবারও প্রশাসনের দ্বারস্থ হন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পুলিশ প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার নির্দেশ দিলেও পুলিশের রহস্যজনক ভূমিকার কারণে আজ পর্যন্ত মংতেন তালুকদার তার জমির দখল ফিরে পাননি। নিরাপত্তাহীনতার কারণে রাখাইন পল্লী আগাঠাকুর পাড়ায় আশ্রয় নিয়েছেন।

যুগান্তর, ২৬ মে ২০০৪

(২৩১৬)
মঠ চাপা দিয়ে বরিশালে মেয়রের ভাই নির্মাণ করেছেন সিঁড়ি!

জেলা বার্তা পরিবেশক, বরিশাল ঃ বশিাল সিটি কর্পোরেশনের মেয়রের ছোট ভাই বরিশালের এক সময়ের খ্যাতিমান আইনজীবী, বরিশাল পৌরসভার কমিশনার ও বিশিষ্ট সমাজসেবী গোরা চাঁদ দাসের (শীল) মঠটি চাপা দিয়ে নিজের ব্যবসায়িক কক্ষে ওঠানামার সিঁড়ি নির্মাণ করেছেন। বিভিন্ন মহলে বিষয়টি নিয়ে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হলেও ভয়ে প্রকাশ্যে কেউ এ নিয়ে কোন রকম প্রতিবাদ করার সাহস পাচ্ছে না। নগরীর নতুন বাজার এলাকায় হিন্দু সম্প্রদায়ের আদি শ্মশানের বেশির ভাগ জমিই গত কয়েক বছর ধরে স্থানীয় বিভিন্ন মহল জবর দখল করে আসছে। কিছু অংশে গড়ে উঠেছে বস্তি-বসতি। কিছুটা চলে গেছে বাজারের আওতায়। আরেক অংশে বরিশাল সিটি কর্পোরেশন গড়ে তুলেছে একটি দ্বিতল মার্কেট। অবশ্য এর প্রক্রিয়া শুরু হয় অবলুপ্ত পৌরসভার সময়ই। এই মার্কেটের এক প্রান্তের দোতলায় কয়েকটি স্টল নিয়ে 'মুন্নু কনস্ট্রাকশন' নামে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দপ্তর সাজিয়ে বসেছেন বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ও জেলা বিএনপির সভাপতি মজিবর রহমান সরোয়ার এমপির ছোট ভাই মিজানুর রহমান অহিদ। যেটা তার 'চেম্বার' হিসেবেই পরিচিত। এলাকায় জনশ্রুতি রয়েছে, নিজস্ব ব্যবসায়িক কাজ ছাড়াও এই চেম্বারে বিভিন্ন ধরনের সালিশ-মিমাংসা থেকে শুরু করে বিভিন্ন দপ্তরের ঠিকাদারি কাজের ভাগবাটোয়ারার কাজও সমাধা করা হয়। মার্কেটের দোতলায় ওঠানামায় সকলের ব্যবহারের জন্য একটি সিঁড়ি থাকলেও সেটি তার চেম্বার থেকে সামান্য একটু দূরে হওয়ায় সহজে এই চেম্বারে ওঠানামার জন্য মার্কেটের মূল সিঁড়ির পরিবর্তে বিশেষ একটি সিঁড়ি নির্মাণ করা হয়েছে। চেম্বারের পাশেই রয়েছে বরিশালের এক সময়ের খ্যাতিমান আইনজীবী, বরিশাল পৌরসভার কমিশনার ও সমাজসেবী গোরা চাঁদ দাসের (শীল) স্মৃতি বহনকারী মঠ। খোদ পৌরসভা ও সিটি করপোরেশন কর্তৃপক্ষও মার্কেট নির্মাণ করার সময় ওই মঠটি বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু সিটি মেয়রের ছোট ভাই ওই মঠের কোন তোয়াক্কা করেননি। বরং মঠটির ওপরের একাংশের কিছুটা ভেঙে তার ওপর দিয়ে সিঁড়ি বানিয়েছেন। যাতে মঠটি এখন ওই সিঁড়ির নিচে চাপা পড়ে গেছে। মঠটি মাড়িয়েই সবাই ওঠানামা করছেন মেয়রের ভাইয়ের চেম্বারে।

মেয়রের ভাই যখন সিঁড়িটি নির্মাণ করেন তখন স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন এ নিয়ে প্রতিবাদের উদ্যোগ নিলেও শেষ পর্যন্ত এগিয়ে আসার সাহস পায়নি। বর্তমানে সিটি মেয়র তখন ছিলেন জাতীয় সংসদের হুইপ। তিনি সিটি মেয়র হওয়ার পর বরিশাল নগরীর অনেক অবৈধ নির্মাণ ও অবকাঠামো নিজ উদ্যোগে ভেঙে প্রশংসা কুড়িয়েছেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত মেয়র এ ব্যাপারে তেমন কোন উদ্যোগ না নেওয়ায় জনমনে চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে। বরিশাল মহাশ্মশান সংরক্ষণ কমিটির সাধারণ সম্পাদক মানিক মুখার্জী বলেন, পুরো বিষয়টিই বরিশাল সিটি করপোরেশনের আওতায়। তাই গোরা চাঁদের মঠসহ পুরো শ্মশান রক্ষায় সিটি করপোরেশন এগিয়ে আসবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

সংবাদ, ২৯ মে ২০০৪

(২৩১৭)
হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের রিপোর্ট এপ্রিলে সংখ্যালঘু নিপীড়নের ঘটনা ঘটেছে ২৯টি

কাগজ প্রতিবেদক ঃ বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, গত এপ্রিল মাসে দেশের বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর ২৯টি নির্যাতন-নিপীড়নের ঘটনা ঘটেছে। নিজস্ব সাংগঠনিক সূত্র এবং বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম থেকে পাওয়া

তথ্যের ভিত্তিতে ঐক্য পরিষদ এ রিপোর্ট তৈরি করেছে। রিপোর্টে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ছাড়াও ওই সময়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে নারীদের ওপর ৬০ টি নির্যাতন নিপীড়নের ঘটনা উল্লেখ করা হয়। রিপোর্টে বিভিন্ন নির্যাতন-নিপীড়নের ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণও তুলে ধরা হয়। রিপোর্টে বলা হয়, গত ১ মে মাগুরা শহরের নতুন বাজার থেকে ৪/৫ জন অপহরণকারী ধনাঢ্য ব্যবসায়ী সনাতন পালকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। এ সময় বিশ্বজিৎকে তারা গুলি করে। গত ৮ এপ্রিল রাজশাহীতে সন্ত্রাসীরা নার্স লক্ষ্মী রানীকে হত্যা করে। বরিশালের চ্যাটার্জী লেনে বিএনপির এক ক্যাডার রাণী ভট্টাচার্যের বাড়িতে আক্রমণ চালিয়ে তাদের উচ্ছেদের হুমকি দেয়।

১৬ এপ্রিল কিশোরগঞ্জের হোসেনপুর উপজেলায় জনৈক পারভেজের নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী আশুতোষ চক্রবর্তীর মেয়ে ও লুলিকান্দি উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্রী সুমি চক্রবর্তীকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। রিপোর্টে ৬০টি নারী নির্যাতনের ঘটনা উল্লেখ করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে গত এপ্রিল ঝালকাঠির রাজাপুর উপজেলার মানকি গ্রামে দুষ্কৃতকারীরা সাহেরা খাতুন নামে এক গৃহবধূকে কুপিয়ে হত্যা করে। ৩ এপ্রিল বগুড়ায় শিবগঞ্জ উপজেলার করহার্ড গ্রামে জনৈক মঞ্জু মিয়া তার স্ত্রী সালমাকে পিটিয়ে হত্যা করে।

ভোরের কাগজ, ২৯ মে ২০০৪

(২৩১৮)
ঝিনাইদহে কালীগঞ্জের আওয়ামী লীগ নেতা ডাঃ বিকাশকে কুপিয়ে হত্যা

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি ঃ ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলায় শুক্রবার রাতে অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি ও পল্লী চিকিৎসক ডাঃ বিকাশ চন্দ্র দাস (৪২) নামের এক ব্যক্তিকে কুপিয়ে হত্যা করেছে। পুলিশ ও এলাকাবাসী জানিয়েছে, শুক্রবার রাত ১১ টার দিকে বিকাশ চন্দ্র দাস উপজেলার বকেরগাছী বাজার থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। পথিমধ্যে একদল অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী তাকে অপহরণ করে পার্শ্ববর্তী সুবিধপুর এলাকার বেলে খালের মাঠে বিলের ধারে নিয়ে যায়।সন্ত্রাসীরা সেখানে তাকে পিটিয়ে হাত-পা ভেঙ্গে ও পায়ের রগ কেটে হত্যা করে পানির মধ্যে ফেলে রেখে যায়। গতকাল সকালে পুলিশ নিহতের লাশ উদ্ধার করেছে। বিকাশচন্দ্র দাস বাকেরগাছী গ্রামের কানাইলাল চন্দ্র দাসের ছেলে। তিনি কালীগঞ্জ উপজেলার রাখালগাছী ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি।

আজকের কাগজ, ৩০ মে ২০০৪

(২৩১৯)
খাগড়াছড়িতে পৌর চেয়ারম্যানের ওপর সন্ত্রাসী হামলা

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি ঃ খাগড়াছড়ি পৌরসভা চেয়ারম্যান মংক্যচিং চৌধুরীর ওপর সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে গতকাল শনিবার খাগড়াছড়ি শহরে নাগরিক কমিটির ব্যানারে বিক্ষোভ মিছিল, সমাবেশ হয়েছে। মিছিল শেষে পৌর চেয়ারম্যানের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিতসহ সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বরাবরে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে আয়োজিত প্রতিবাদ সমাবেশে পাহাড়ি নেতা নবীন কুমার ত্রিপুরা, সন্তোষিত চাকমা বকুল, খগেশ্বর ত্রিপুরা, ক্যজরী মারমা, প্রভাকর চাকমা প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা দিনেদুপুরে একজন পৌর চেয়ারম্যানের ওপর অতর্কিত হামলার তীব্র নিন্দা এবং দোষীদের গ্রেফতারের দাবি জানান।

ভোরের কাগজ, ৩০ মে ২০০৪

জুন- ২০০৪

(২৩২০)
ডাকাতের কোপে নাইট গার্ড আহত
আগৈলঝাড়ায় খ্রিস্টান এনজিও সমাজ উন্নয়ন সংস্থায় ডাকাতি

আগৈলঝাড়া (বরিশাল) সংবাদদাতা ঃ গত ২৯ মে ভোর রাতে আগৈলঝাড়া উপজেলার জোরারপাড় গ্রামে বাংলাদেশ চার্চ প্রাঙ্গণে অবস্থিত খ্রিস্টানদের এনজিও সমাজ উন্নয়ন সংস্থায় ডাকাতি হয়েছে। ডাকাতদের মারধর ও কোপে গুরুতর আহত চার্চ ও এনজিওর নাইটগার্ড দানিয়েল বায়েনকে (৪৫) গৈলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছে। এ ঘটনায় স্থানীয় খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে আতঙ্কের।

জানা গেছে, একদল সশস্ত্র ডাকাত শুক্রবার দিবাগত রাত ২টার দিকে জোরারপাড় বাংলাদেশ চার্চ কম্পাউণ্ডে প্রবেশ করে। সেখানে তারা নাইটগার্ড দানিয়েল বায়েনকে মারধর ও কুপিয়ে আহত করে হাত-পা মুখ বেঁধে গির্জার মধ্যে আটকে রাখে। এরপর তারা চার্চ প্রাঙ্গণে অবস্থিত খ্রিস্টানদের এনজিও সমাজ উন্নয়ন সংস্থার তালা ভেঙে প্রবেশ করে অফিস তছনছ করে। এ সময় অফিস সংলগ্ন কোয়ার্টারে অবস্থানরত সমাজ উন্নয়ন সংস্থার ম্যানেজার জনতরুণ মণ্ডল ঘর থেকে বের হলে তাকেও ধরে গির্জায় আটকে কোয়ার্টারে প্রবেশ করে ডাকাতরা। সেখান থেকে নগদ ১০ হাজার টাকা, প্রায় ৭ ভরি স্বর্ণালংকার, একটি মোবাইল ফোন এবং অফিসের মোটরসাইকেল লুট করে নিয়ে ২ ঘন্টা পর ডাকাতরা চলে যায়।

এ ব্যাপারে খ্রিস্টান এনজিও সমাজ উন্নয়ন সংস্থার ম্যানেজার জনতরুণ মণ্ডল বাদী হয়ে আগৈলঝাড়া থানায় একটি মামলা করেছেন। স্থানীয় গৈলা ইউপি চেয়ারম্যান, আগৈলঝাড়া থানার পুলিশ ও ইউএনও ঘটনাস্থল থেকে ডাকাতদের ব্যবহৃত ধারালো অস্ত্রসহ অন্যান্য আলামত উদ্ধার করলেও এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত কোনো গ্রেফতার বা লুণ্ঠিত মাল উদ্ধার হয়নি।

ভোরের কাগজ, ১ জুন ২০০৪

(২৩২১)
লক্ষ্মীপুরে সংখ্যালঘু ২ ব্যবসায়ীর ওপর সন্ত্রাসী হামলা

জেলা বার্তা পরিবেশক, লক্ষ্মীপুর ঃ বৃহস্পতিবার সদর উপজেলার চন্দ্রগঞ্জের বাজার থেকে ফেরার পথে দু'কাপড় ব্যবসায়ীকে সন্ত্রাসীরা বেদম মারধর করে মাথা ফাটিয়ে দেয়। রাতেই আশঙ্কাজনক অবস্থায় ব্যবসায়ী প্রাণকৃষ্ণ দেবনাথ (৪৫) ও হরেন্দ্র কুমার দেবনাথকে (৬৫) লক্ষ্মীপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। জানা গেছে, এলাকার সন্ত্রাসীরা তাদের কাছ থেকে অনেক আগে থেকে চাঁদা দাবি করে আসছিল। চাঁদা না দেয়ায় তাদের আটকে রেখে বেদম মারধর করা হয়।

সংবাদ, ১ জুন ২০০৪

(২৩২২)
সংশোধনীর মারপ্যাঁচে পুনর্বহাল শত্রু সম্পত্তি আইন, নিগৃহীত হচ্ছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, লুটপাটে ব্যস্ত টাউট বাটপার

মনির হায়দার ঃ সংশোধনীর মারপ্যাঁচে অনেকটা গোপনেই পুনর্বহাল হয়ে গেছে বিগত সরকারের আমলে বাতিল হওয়া অর্পিত (শত্রু) সম্পত্তি আইন। ফলে এ আইনের আওতায় দেশের বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন নানাভাবে নিগৃহীত হচ্ছেন। কোন কোন জেলায় ডেপুটি কমিশনারদের যোগসাজসে এক শ্রেণীর টাউট-বাটপার হাতিয়ে নিচ্ছে মূল্যবান ভূ-সম্পত্তি। আবার কোথাও কোথাও প্রভাবশালী ব্যক্তিবিশেষের প্রতিহিংসার কবলে পড়ে অর্পিত সম্পত্তির পুরনো লিজগ্রহিতারা উচ্ছেদের শিকার হচ্ছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ২০০১ সালের ১১ এপ্রিল জাতীয় সংসদে পাশ হয় অর্পিত সম্পত্তির প্রত্যর্পণ আইন। এর আগে দীর্ঘ প্রায় তিন বছর ধরে এ আইনের খসড়া নিয়ে নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা, গবেষণা ও আলোচনা-পর্যালোচনা হয়েছিল। প্রথমে এ সংক্রান্ত যুগোপযোগী একটি আইনের খসড়া তৈরির জন্য তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনুরোধ করেন ভূমি মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিকে। এর পর কমিটির এক বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর খসড়া তৈরির লক্ষ্যে সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের নেতৃত্বে গঠন করা হয় একটি সংসদীয় উপকমিটি। সেই উপকমিটিতে বিএনপির পক্ষ থেকে ছিলেন দুই এমপি শেখ রাজ্জাক আলী ও কবির হোসেন। তাঁদের অংশগ্রহণেই দীর্ঘ এক বছরেরও বেশি সময় ধরে ব্যাপক গবেষণা এবং সংশ্লিষ্ট মহলগুলোর সঙ্গে আলোচনা-পর্যালোচনার পর উপকমিটি 'অর্পিত সম্পত্তি (দখল পুনর্বহাল) আইন' নামে একটি নতুন আইনের খসড়া প্রণয়ন করে। পরে সেই খসড়া ভূমি মন্ত্রনালয়ের মাধ্যমে ওঠানো হয় মন্ত্রিসভার বৈঠক। সেখানে বিস্তারিত আলোচনার পর খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য গঠন করা হয় মন্ত্রীসভা কমিটি। সেই কমিটি প্রায় তিন মাস কাজ করে বিষয়টির ওপর। তার ভিত্তিতেই নতুনভাবে প্রণীত হয় 'অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন' নামে একটি নতুন আইনের খসড়া। সেটিই উত্থাপন করা হয় জাতীয় সংসদে। অবশেষে ২০০১ সালের ১১ এপ্রিল সংসদে পাস হয় অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন। আইন পাশ হবার তিন মাসের মাথায় মেয়াদ শেষ হয়ে যায় আওয়ামী লীগ সরকারের।

অর্পিত (শত্রু) সম্পত্তি আইন বাতিল এবং একই সঙ্গে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন পাশের ফলে নতুনভাবে কোন সম্পত্তিকে 'অর্পিত সম্পত্তি' ঘোষণার পথ রূদ্ধ হয়ে যায়। পাশাপাশি ইতোপূর্বে অর্পিত ঘোষিত সম্পত্তির এ দেশীয় মালিক বা তাদের উপযুক্ত উত্তরাধিকারের হাতে সম্পত্তি ফিরিয়ে দেয়ার বিধান করা হয় এ আইনে। এ লক্ষ্যে আইনটি পাশের পর ১৮০ দিনের মধ্যে প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির একটি তালিকা গেজেট আকারে প্রকাশ এবং প্রত্যর্পণের দাবি উত্থাপনের জন্য ট্রাইবুন্যাল গঠনেরও বিধান রাখা হয়। কিন্তু বিগত সরকার প্রত্যর্পনযোগ্য সম্পত্তির তালিকা প্রকাশ বা ট্রাইব্যুনাল গঠনের কাজ করে যেতে পারেনি। নতুন আইনে আরো বলা হয়, 'আইনটি পাশের ১৮০ দিন পর অথবা পূর্বতন বন্দোবস্তের মেয়াদ শেষ হবার পর অর্পিত সম্পত্তির আগেকার সকল বন্দোবস্ত বাতিল ও সম্পত্তির দখল স্বয়ংক্রিয় পর্যায়ে ডেপুটি কমিশনারদের কাছে ন্যাস্ত হবে এবং আইনটির বাস্তবায়ন সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত নতুন করে কোন অর্পিত সম্পত্তি লিজ বা বন্দোবস্ত দেয়া যাবে না।' কিন্তু বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ২০০২ সালের নবেম্বর মাসে গোপন এক সংশোধনীর মাধ্যমে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনের আওতায় ডিসিদের অর্পিত সম্পত্তি বন্দোবস্ত দেয়ার ঢালাও ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি গেজেট আকারে অর্পিত সম্পত্তির তালিকা প্রকাশের সময়সীমা ১৮০ দিনের পরিবর্তে 'অনির্দিষ্টকাল' করা হয়েছে। এর ফলে

ইতোপূর্বে বাতিল হয়ে যাওয়া অর্পিত সম্পত্তি আইনকে কার্যত পুনর্বহালই করা হয়েছে। মাত্র তিন বছর আগে যে আইন দেশের লাখ রাখ সংখ্যালঘুর মনে আশার সঞ্চার করেছিল, ছোট্ট দু'টি সংশোধনীর পর সেটি এখন বিভিন্ন জেলার ডেপুটি কমিশনারদের স্বেচ্ছাচারিতার হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। সংশোধনীতে বলা হয়েছে যে, সরকার তার ইচ্ছেমতো নির্ধারিত সময়ে প্রত্যর্পণযোগ্য অর্পিত সম্পত্তির জেলাওয়ারী তালিকা গেজেট আকারে প্রকাশ করবে। অথচ মূল আইনের ৯(১) নম্বর ক্লজ অনুযায়ী ২০০১ সালের ৮ অক্টোবরের মধ্যেই প্রত্যর্পণযোগ্য অর্পিত সম্পত্তির তালিকা তৈরির বাধ্যবাধকতা ছিল। কিন্তু বাস্তবে তা করা হয়নি। বর্তমান জোট সরকার শাসনভার গ্রহণ করার তিন দিন আগে বিচারপতি লতিফুর রহমানের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় থাকাকালেই ১৮০ দিন সময় অতিবাহিত হওয়ার মধ্যদিয়ে আইনটি লঙ্ঘিত হয় এবং অকার্যকারিতার কবলে পড়ে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আরোহণের পর প্রথম এক বছর এ আইন নিয়ে তেমন কোন উদ্যোগ তৎপরতা দেখা যায়নি। এক পর্যায়ে ২০০২ সালের নবেম্বর মাসে ছোট্ট দু'টি সংশোধনী মন্ত্রিসভায় অনুমোদনের পর সংসদে উত্থাপন করা হয় এবং ওই মাসের শেষ সপ্তাহে পাস হয় অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (সংশোধনী) আইন ২০০২।

তবে বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর ২০০২ সালের জুলাই মাসে জারি করা এক নির্বাহী আদেশে ইতোপূর্বে সরকার কর্তৃক ইজারা দেয়া (ডিসিআর) অর্পিত সম্পত্তিসমূহ ডিসি অফিসের অনুকূলে ন্যস্ত করার জন্য বলা হয়। কিন্তু অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (সংশোধনী) আইন ২০০২ পাস হওয়ার পর সেই আদেশের বাস্তবায়ন আপনাআপনিই থেমে যায়। সেই সঙ্গে সরকারের দখলে থাকা অর্পিত সম্পত্তি নতুন করে ইজারা প্রদানও শুরু হয় তখন থেকেই। বিভিন্ন জেলার ডেপুটি কমিশনাররা (ডিসি) নতুন করে ইজারার নামে অর্পিত সম্পত্তি বেহাত করার প্রক্রিয়ায় সহায়তা দিয়ে চলেছেন। সুযোগটিকে রীতিমতো লুফে নিচ্ছে ক্ষমতাসীন দলের পরিচয়ধারী টাউট-বাটপাররা। ওপরের দিক থেকে কোন তাড়া না থাকায় অর্পিত সম্পত্তির চূড়ান্ত তালিকা তৈরির ব্যাপারে ডিসিদের মধ্যে এখন আর তেমন আগ্রহ নেই। পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অর্পিত সম্পত্তি মনিটরিং সেলও। এ অবস্থায় সম্পত্তিহারা হিন্দু পরিবারগুলো আবারও হতাশার অতলে নিমজ্জিত হয়েছে। ছোট্ট দু'টি সংশোধনীর মাধ্যমে আইনটিকে এমনভাবে অকার্যকর করে রাখা হয়েছে যে, এটি বাস্তবায়ন না করলেও সরকারের বিরুদ্ধে আইন ভঙ্গের কোন অভিযোগ করার আর সুযোগ নেই। ফলে বর্তমান সরকারের আমলে এ আইন বাস্তবায়নের আর কোন সম্ভাবনাই নেই বলে জানিয়েছে ভূমিমন্ত্রণালয়ের সূত্রগুলো। এ বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের জনৈক উর্ধ্বতন কর্মকর্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, এটা সরকারের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ব্যাপার। ভবিষ্যতে যদি কখনও এ নিয়ে সরকার রাজনৈতিক কোন সিদ্ধান্ত দেয়, আমরা সে অনুযায়ীই অগ্রসর হব। তার আগপর্যন্ত আমাদের কিছু করার নেই।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৫ জুন ২০০৪

(২৩২৩)
মাদারগঞ্জে ১০টি সংখ্যালঘু পরিবার মিথ্যা মামলায় হয়রানীর শিকার

মাদারগঞ্জ প্রতিনিধি ঃ জামালপুরের মাদারগঞ্জ উপজেলার কয়ড়া পাটাদহ গ্রামের ১০টি সংখ্যালঘু পরিবার স্থানীয় এক প্রভাবশালী লোকের দায়ের করা মিথ্যা মামলায় হয়রানির শিকার হচ্ছে। প্রভাবশালী এক ব্যক্তির বিভিন্ন ধরণের হুমকিতে সংখ্যালঘু পরিবারগুলো আতংকে রয়েছে।

কয়ড়া পাটাদহ গ্রামের বাসিন্দা শ্যামচরণ পাল জানায়, একই গ্রামের প্রভাবশালী আব্দুর রাজ্জাক খান শ্যামচরণ পাল, রতন পালসহ ১৯ জন নিরীহ সংখ্যালঘু ব্যক্তির জমি দখলের জন্য বিভিন্ন সময় চুরি, ডাকাতি, নারী নির্যাতনসহ বিভিন্ন অভিযোগ তুলে ৪টি মামলা দায়ের করে। ইতিপূর্বে আব্দুর রাজ্জাক তাদের পৈত্রিক জমিতে জোরপূর্বক ঘর তোলে। পরে স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় দফায় দফায় গ্রাম্য সালিশীর আয়োজন করা হয়। কিন্তু কোনও মীমাংসা না হওয়ায় জবরদস্তিমূলক উত্তোলনকৃত ঘর ভেঙে দেওয়া হয়। ক্ষিপ্ত হয়ে আব্দুর রাজ্জাক তাদের উপর মিথ্যা মামলা দায়ের করে।

আজকের কাগজ, ৫ জুন ২০০৪

(২৩২৪)
বরগুনায় বাংলা ভাইয়ের নামে সংখ্যালঘু পরিবারে চাঁদা দাবি

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বাংলা ভাইয়ের নামে চাঁদা দাবি করে বরগুনার একটি সংখ্যালঘু পরিবারের কাছে একটি চিঠি দেয়া হয়েছে। এ চিঠি নিয়ে আতঙ্ক বিরাজ করছে পৌরসভার কড়ইতলা মাইঠা গ্রামে। তবে দীর্ঘদিন যাবৎ কতিপয় সন্ত্রাসী এলাকায় নানা অপরাধমূলক কাজ চালিয়ে আসছিল— এটা তাদেরই কাজ বলে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা।

বরগুনা পৌরসভার ২নং ওয়ার্ড কড়ইতলা গ্রামের সুরেন্দ্র নাথ শীল মানিক ডাক্তার সম্প্রতি ঘরের মধ্যে একটি চিঠি পান। চিঠিতে ৩১ মে'র মধ্যে ৫০ হাজার টাকা নিয়ে তৈরি থাকতে বলা হয়েছে। মানিক ডাক্তারের পর আরও ৩ জনকে ধরা হবে বলে হুমকি দেয়া হয়েছে। চিঠি প্রাপ্তির পর মানিক ডাক্তারের পরিবার ও আশপাশের পরিবারগুলোর মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। বিষয়টি বরগুনা থানায় জানান হয়েছে। তবে থানা কর্তৃপক্ষ রহস্যজনক কারণে অভিযোগটি ডায়ারিভুক্ত করেননি।

তবে আইন-শৃঙাখলা কর্তৃপক্ষ ও অভিজ্ঞ মহলের ধারণা, বেশ কিছুদিন যাবৎ এলাকায় সোহেল বাহিনী সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালিয়ে সংখ্যালঘুদের ভয়ভীতি দেখাচ্ছে। গত পৌরসভা নির্বাচনেও সোহেল বাহিনী সংখ্যালঘুদের ভোটকেন্দ্রে যেতে দেয়নি। বাংলাভাই নামে চাঁদা দাবি করে চিঠি দেয়া তাদেরই কাজ।

সোহেল বাহিনী প্রায়ই বরগুনার কড়ইতলা গ্রামে মোটর সাইকেল নিয়ে মহড়া দেয় এবং লোকজনকে মারধর করে বলে এলাকায় অভিযোগ রয়েছে।

দৈনিক সংবাদ, ৫ জুন ২০০৪

(২৩২৫)
বখাটেদের অত্যাচারে যেখানে হিন্দু মেয়েদেরও বোরখা পরে স্কুলে যেতে হয়

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি ঃ ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলায় নেশাখোর ও উঠতি বয়সের বখাটেদের দৌরাত্ম্য বেড়ে গেছে। অবস্থা এমনই দাঁড়িয়েছে, বখাটেদের হাত থেকে রক্ষা পেতে হিন্দু মেয়েদেরও বোরকা পরে স্কুলে যেতে হচ্ছে। উপজেলা আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভায় এ ব্যাপারে ক্ষোভ প্রকাশ করে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে।

স্থানীয় মাস্টারপাড়ার ননী গোপাল বিশ্বাসের কন্যা সলিমুন্নেসা বালিকা বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী সুমি বিশ্বাস জানায়, চার-পাঁচ মাস আগে স্কুলে আসার পথে বখাটেরা তাকে উত্যক্ত করত। তাদের হাত থেকে রেহাই পেতে তাকে বোরকা পরে স্কুলে যেতে হচ্ছে।

পাড়ার ছেলেদের হাতে হয়রানির ভয়ে তাদের ক্লাসের আরো কয়েকজন হিন্দু মেয়েও বোরকা পরে স্কুলে আসছে।

কালীগঞ্জ উপজেলা হল রুমে গত ২৬ মে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সভাপতিত্বে আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভায়ও এ ব্যাপারে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। সলিমুন্নেসা বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা রোকেয়া খাতুনও অভিযোগ করেন, বখাটেদের কারণে স্কুলের একাধিক হিন্দু মেয়ে বোরকা পরে স্কুলে আসতে বাধ্য হচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে মেয়েদের স্কুলে আসা বন্ধ হয়ে যাবে।

আইনশৃঙ্খলা কমিটির ওই দিনের সভার সভাপতি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ ফারুক হোসেনের সঙ্গে আলাপ করলে তিনি বলেন, অভিযোগ পাওয়ার পর তিনি ব্যবস্থা নিয়েছেন।

প্রথম আলো, ৬ জুন ২০০৪

(২৩২৬)
কুলিয়ারচরে সংখ্যালঘু শিক্ষকের ওপর হামলা প্রাণনাশের হুমকি

সংবাদদাতা, কুলিয়ারচর (কিশোরগঞ্জ) ঃ কুলিয়ারচরে সংখ্যালঘু এক শিক্ষকের ওপর সন্ত্রাসী হামলা ও মারপিটের ঘটনা ঘটেছে। জানা যায়, উপজেলার তারাকান্দি গ্রাম নিবাসী বীরকাশিমনগর উচ্চ বিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক সুভেন্দু বিকাশ নাথকে একদল সন্ত্রাসী ৩০ মে গভীর রাতে বাড়িতে হামলা চালিয়ে বেদম মারপিট ও শ্বাসরোধ করে হত্যার চেষ্টা চালায়। এ সময় বাড়ির লোকজনের চিৎকারে আশপাশের লোকজন এগিয়ে এলে দুর্বৃত্তরা চলে যায়। এ সময় দুর্বৃত্তরা হুমকি দিয়ে যায়, আরেকদিন সুযোগমতো ধরে তাকে মেরে ফেলবে। এ ব্যাপারে শিক্ষকের পক্ষ থেকে থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করা হয়েছে।

সংবাদ, ৭ জুন ২০০৪

(২৩২৭)
সারা দিন বন্দি একজন প্রিয় সুনীল মাস্টার

বোরহানুল হক সম্রাট, শ্রীনগর থেকে ফিরে ঃ মুন্সিগঞ্জ-১ আসনের নির্বাচন নিয়ে যখন এলাকায় তুমুল উত্তেজনা, শ্রীনগরের মধ্য হাসাড়ার সুনীল মাস্টারের বাড়িতে তখন অন্য রকম দৃশ্য। মাস্টারের স্ত্রী সবিতা রাণী চৌধুরীর উনুনে ভাত বসানো হয়নি শেষ দুপুরেও। কারণ হিন্দু অধ্যুষিত মধ্য হাসাড়ার মানুষের প্রিয় সুনীল মাস্টারকে ভোরবেলা পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে। পুলিশ ফাঁড়িতে গিয়ে সুনীল মাস্টারকে যখন জিজ্ঞেস করা হলো, কী অপরাধে আপনাকে ধরে আনা হয়েছে? তিনি বললেন, 'আমিও জিজ্ঞেস করেছিলাম। বলেছে, অপরাধ কিছু নেই। ওপরের অর্ডার আছে।'

মাস্টারের বাড়ির পাশেই মধ্য হাসাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে গিয়ে দুপুর ২টায় ভোটার পাওয়া গেল পাঁচজন। ৩ হাজার ১৫৯ জন ভোটারের মধ্যে ওই কেন্দ্রে ভোট পড়েছে সাকুল্যে ১ হাজার ২০০-র মতো। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, এই কেন্দ্রের অধিকাংশ ভোটার ভোট না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেও পরে তাদের বুঝিয়ে শুনিয়ে কেন্দ্রে আনা হয়েছে। অজ পাড়াগাঁয়ের বাড়িতে গিয়ে সবিতা রাণী সরকারের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, ভোর ৫টার দিকে পুলিশ এসে বলেছে, ফাঁড়ির এএসআই আতাউর রহমান তাকে ডেকেছে। সবিতা রাণী কান্নাকাটি করলে তাকে বোঝানো হয়েছে, দুপুরের পর তার স্বামীকে ছেড়ে দেওয়া হবে।

পুলিশ ফাঁড়িতে গিয়ে বন্দি অবস্থায় পাওয়া গেল শুধু সুনীল মাস্টারকে নয়, ষোলঘর ইউপির সাবেক সদস্য ও পাখিরাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কুলার এজেন্ট আবদুল কাদেরকে। কাদের জানালেন, 'আমার অপরাধ আর কিছু নয়, মহীর পক্ষে থাকা এবং এজেন্ট হওয়ার কারণে আটকে রাখা হয়েছে।'

কোন অভিযোগে আপনাকে ধরেছে, জানতে চাইলে সুনীল মাস্টার বললেন, 'অভিযোগের ব্যাপারে কিছুই বলে নাই। বলেছে, ভোট শেষ হলে ছেড়ে দেবে। জনগণ আমাকে ভালোবাসে আর আমি আওয়ামী লীগের সমর্থক, সম্ভবত এ অপরাধেই আমাকে নিয়ে এল।' তার বিরুদ্ধে কী অভিযোগ, তা জানার জন্য এএসআই আতাউর রহমানকে খুঁজে পাওয়া গেল না। তবে ফাঁড়িতে বসে থাকা কনস্টেবল মজিদকে জিজ্ঞাসা করলে জানালেন, 'আমি কিছু জানি না।' জানা গেল, হিন্দু অধ্যুষিত হাসাড়ার ভোটারদের মধ্যে ভয় ঢুকিয়ে দেওয়ার জন্য গভীর রাতে সরকারদলীয় নেতার নির্দেশে ধরে আনা হয় সুনীল মাস্টারকে।

সর্বশেষ খবরে জানা গেছে, বিকেল ৪টায় ফাঁড়ি থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে সুনীল মাস্টারকে। সুনীল মাস্টার তার ভোটটিও দিতে পারেননি।

প্রথম আলো, ৭ জুন ২০০৪

(২৩২৮)
গাইবান্ধায় সংখ্যালঘু পরিবারের গৃহবধূ গণধর্ষণের শিকার

জেলা বার্তা পরিবেশক, গাইবান্ধা ঃ গাইবান্ধা সদর উপজেলার মালিবাড়ী ইউনিয়নে লেংগা বাজারের মাঝিপাড়ায় বৃহস্পতিবার দু'সন্তানের জননী এক গৃহবধূকে কতিপয় নরপশু পালাক্রমে ধর্ষণ করে।

গাইবান্ধা সদর উপজেলার বালিবাড়ী ইউনিয়নের লেংগা বাজারের মাঝিপাড়া গ্রামের সংখ্যালঘু পরিবারের গৃহবধূ বৃহস্পতিবার বিকালে বাড়ির পার্শ্ববর্তী পাট ক্ষেতে চলে যাওয়া গরু ফিরিয়ে আনতে যায়। এ সময় একই গ্রামের ছাবাত উল্যার ছেলে মাজেদ তার মুখে গামছা বেঁধে পাট ক্ষেতের ভেতরে টেনে নিয়ে ধর্ষণ করে। পরে একই গ্রামের সাহেব আলীর ছেলে তারা মিয়াসহ কতিপয় যুবক এসে পালাক্রমে ধর্ষণ করে। এক পর্যায়ে মুখের গামছা খুলে গেলে গৃহবধূর চিৎকারে লোকজন ছুটে আসে। এ সময় ধর্ষকরা পালিয়ে যায়। লোকজন গৃহবধূকে উদ্ধার করে গাইবান্ধা সদর হাসপাতালে ভর্তি করায়। এ খবর লেখা পর্যন্ত থানায় মামলা দায়ের করার প্রস্তুতি চলছিল।

সংবাদ, ৭ জুন ২০০৪

(২৩২৯)
ভোলায় সংখ্যালঘু কিশোরী ধর্ষিত ॥ এক ধর্ষক গ্রেফতার

ভোলা, ৮ জুন, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জেলার চরফ্যাশন উপজেলায় এক সংখ্যালঘু অষ্টাদশী কিশোরীকে বাড়ি থেকে তুলে এনে বেড়িবাঁধে রাতভর বিএনপির একদল চিহ্নিত ক্যাডার গণধর্ষণ করেছে। এ ঘটনায় সোমবার চরফ্যাশন থানায় মামলা হলে পুলিশ ধর্ষক আবদুল মুনাফকে (৩২) গ্রেফতার করেছে।

জানা গেছে, চরফ্যাশনের নীলকমল ইউনিয়নের মরালী সরকারের কিশোরী কন্যাকে (১৮) রবিবার রাতে ঘর থেকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে বিএনপির ক্যাডাররা বেড়িবাঁধে তুলে

নিয়ে যায়। নরপশুরা তার মুখ চেপে রাতভর গণধর্ষণ করে। ধর্ষিতা বাদী হয়ে সোমবার চরফ্যাশন থানায় মামলা দায়ের করলে পুলিশ আব্দুল মুনাফকে গ্রেফতার করে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৯ জুন ২০০৪

(২৩৩০)
বি-বাড়িয়ায় সখ্যালঘু পরিবারে নীরব ডাকাতি ঃ এলাকা ছাড়ছে অনেকে

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি ঃ জেলা শহরের একাধিক আবাসিক এলাকায় বিভিন্ন সংখ্যালঘু পরিবারের নীরব ডাকাতি ও সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটছে। গত মে মাসেই শহরের কান্দিপাড়াতেই ১২/১৩টি নীরব ডাকাতি সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু দুর্বৃত্ত চক্রের হুমকির কারণে ভুক্তভোগীরা এসব ঘটনার খবর থানা পুলিশকে জানাতে সাহস পাচ্ছে না। নিরাপত্তার কথা ভেবে এসব ঘটনার পর অনেক ভাড়াটিয়া পরিবার কান্দিপাড়া এলাকা ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছে। সন্ত্রাসীদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অবশেষে এলাকায় পাহারা বসানো হয়েছে। ডাকাতরা বিভিন্ন সংখ্যালঘুর বাসায় প্রবেশ করে নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকার নিয়ে যাচ্ছে। যাওয়ার সময় ও দিনের বেলায় এসে আবার হুমকি দিয়ে যাচ্ছে এসব ঘটনা থানা পুলিশকে জানালে অপহরণসহ বউ-ঝিকে ধর্ষণ করা হবে। কান্দিপাড়া মহল্লার চিপা ব্রিজ থেকে আনন্দবাবুর বাড়ির পুকুর সংলগ্ন এলাকাতেই এসব ঘটনা বেশি ঘটছে। অভিযোগ রয়েছে, ডাকাতরা কান্দিপাড়া মহল্লার মনমোহন সাহার বাড়ি, লাড্ডু বাড়ি, ভৈরব সাহার বাড়িসহ বেশ কয়েকটি বাড়িতে হানা দিয়ে নগদ অর্থসহ স্বর্ণালংকার নিয়ে যায়।

এছাড়া গত ২৫ মে ডাকাতরা কালাশ্রীপাড়ার ৩টি দোকানে হানা দেয়। গত ২৬ মে একই পাড়ার দুলু সাহার বাড়িতে ডাকাতির চেষ্টা চালানো হয়। ডাকাতরা দুলু সাহার পরিবারকে গুলি করার হুমকি দেয়। ডাকাতরা গত ৩০ মে কান্দিপাড়ার বাবুর বাড়ির পুকুরের দক্ষিণ পাড়ের এক বাড়িতে হানা দিয়ে এক মহিলার নেকলেস দাবি করে। পরে মহিলা নেকলেস দিতে অস্বীকৃতি জানালে তাকে গলায় ছুরিকাঘাত করা হয়। পরদিন ভোরেই ওই ভাড়াটিয়া অন্যত্র চলে যান। তাছাড়া ডাকাতরা একটি ওষুধের দোকানেও হামলা করে। গত ৩১ মে কালাশ্রীপাড়া রোডে সন্ত্রাসীরা একটি দোকান থেকে মোবাইল কার্ড ছিনিয়ে নিয়ে যায়। বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, এসব ঘটনার সঙ্গে শহরের চাঞ্চল্যকর গৌতম হত্যা মামলার প্রধান আসামি আনারের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। ওই মামলায় জামিনে এসে সন্ত্রাসী আনার বেপরোয়াভাবে এসব ঘটনা ঘটাচ্ছে। ডাকাতি প্রতিরোধে রাত জেগে ওই এলাকায় পাহারার সিদ্ধান্ত হয়। এসব ঘটনার প্রতিবাদে আগামী ১৮ জুন কান্দিপাড়াবাসী প্রতিবাদ সমাবেশ করবে।

যুগান্তর, ৯ জুন ২০০৪

(২৩৩১)
খুনের মামলার তদ্বিরের টাকা তুলতে সংখ্যালঘুদের বাড়ি বাড়ি ডাকাতি!

ওয়ালিদ সিকদার, ব্রাহ্মণবাড়িয়াঃ সন্ধ্যা নামতেই সশস্ত্র সন্ত্রাসী দলটি একেক দিন একেক সংখ্যালঘুর বাড়িতে ঢুকে ডাকাতি করছে। চলে আসার সময় তারা হুমকি দিচ্ছে, ঘটনা জানাজানি হলে পুরুষরা প্রাণ হারাবে, নারীরা হবে ধর্ষিত। ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের কেন্দ্রস্থলে এভাবে দুই সপ্তাহে ১৪-১৫টি পরিবার ডাকাতির শিকার হলেও ভয়ে কেউ মুখ খুলছে না। ডাকাতির সময়ে সন্ত্রাসীরা প্রকাশ্যে বলছে, স্থানীয় স্বর্ণশিল্পী গৌতম তলাপাত্র হত্যা মামলা থেকে রেহাই পেতে তদবিরের জন্য তাদের ৭ লাখ টাকা দরকার। তাই তারা এ কাজ করছে।

সরেজমিন ঘুরে জানা গেছে, গত ২০ মে থেকে ৪ জুন শুক্রবার পর্যন্ত শহরের কান্দিপাড়ার ১৪-১৫টি সংখ্যালঘু পরিবারে ডাকাতি হয়। এ পরিস্থিতিতে কয়েকটি সংখ্যালঘু ভাড়াটিয়া পরিবার এলাকা ছেড়ে চলে গেছে। স্থায়ী বাসিন্দারা মুসলমান প্রতিবেশীদের সহযোগিতায় গত দু-তিন দিন ধরে পালা করে লাঠি-বাঁশি নিয়ে পাহারা দিচ্ছে।

পুলিশ ও বিভিন্ন সূত্রমতে, চাঞ্চল্যকর গৌতম তালাপাত্র হত্যা মামলার প্রধান আসামী কান্দিপাড়ার আনারের নেতৃত্বে এসব সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চলছে। আনারের বাবা পাঠান মিয়া জেলা বিএনপির সদস্য। আনারও বিএনপি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত।

জানা গেছে, গত কোরবানি ঈদের পরের দিন সংঘটিত গৌতম হত্যা মামলার আসামি আনার গত মাসের প্রথমদিকে জামিনে ছাড়া পায়। এর কয়েকদিন পরই তার নেতৃত্বে সন্ত্রাসীরা কান্দিপাড়া এলাকার সংখ্যালঘু পরিবারগুলোর বাড়িতে হানা দিতে শুরু করে। এ পর্যন্ত কান্দিপাড়ার রায় ভবন, মনমোহন সাহা, লাটু সাহার বাড়িসহ ইসহাক মঞ্জিলের ভাড়াটিয়া উত্তম রায় এবং শহরের নিউ মার্কেটের তৈরি পোশাক দোকানের শ্রমিক খোকন সাহার বাড়িসহ প্রায় ১০-১২টি বাড়িতে হানা দিয়ে সন্ত্রাসীরা নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকারসহ ১০ লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুট করেছে।সন্ত্রাসীদের হুকুমের কারণে সংখ্যালঘু পরিবারগুলো মামলা করা দূরে থাক, সাংবাদিকদের সঙ্গেও কথা বলতে সাহস পাচ্ছে না।

জানা গেছে, সন্ত্রাসীরা গত ৩০ মে আনন্দ বাবুর পুকুরের দক্ষিণ পাড়ের মতি মিয়ার বাড়ির এক ভাড়াটিয়ার বাসায় ঢুকে তার স্ত্রীকে গলার হার খুলে দিতে বলে। হারটি সোনার নয় বলা হলে সন্ত্রাসীরা মহিলার বুকে ছুরি দিয়ে আঘাত করে এবং এলাকা ছেড়ে চলে যেতে বলে। পরদিন সকালেই দম্পতিটি পাশের শিমরাইলকান্দি এলাকায় আশ্রয় নেয়। সন্ত্রাসী গ্রুপটির ভয়ে কান্দিপাড়ার দোকানশ্রমিক খোকন সাহা পাইকপাড়া ও ইসহাক মঞ্জিলের ভাড়াটে ব্যবসায়ী উত্তম রায় বনিকপাড়ায় আশ্রয় নিয়েছে। সন্ত্রাসীরা শহরের কালাইশ্রীপাড়ার দুলু সাহার বাড়িতে ডাকাতির চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়ে গৃহকর্তাকে হত্যার হুমকি দিয়ে গেছে। তারা কালাইশ্রীপাড়ার একটি ওষুধের দোকানেও হামলা চালায় এবং একটি ফোনের দোকান থেকে মোবাইল কার্ড লুট করে।

পুলিশ সুপার এ টি এম তারেক বলেন, সন্ত্রাসীরা বিএনপির সঙ্গে জড়িত কিনা আমার জানা নেই। তবে কান্দিপাড়ার আনারের নেতৃত্বে ডাকাতির ঘটনাগুলো ঘটেছে বলে খবর পেয়েছি।শিগগিরই আনারকে গ্রেফতার করা হবে। সদর থানার ওসি মোহাম্মদ ইসমাইলও একই আশ্বাস দেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রনেতা ও জেলা বিএনপির সদস্য রুহুল আল মাহবুব মানিক বলেন, যারা এসব কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে তাদের শনাক্ত করা হয়েছে। শিগগিরই এদের দল থেকে বহিস্কার করা হবে।

ডাকাতির ঘটনার প্রতিবাদ ও নিরাপত্তার দাবিতে কান্দিপাড়াবাসী আগামী ১৮ জুন প্রতিবাদ সভা ডেকেছে।

প্রথম আলো, ৯ জুন ২০০৪

(২৩৩২)
'বাংলাভাই' ক্যাডারদের মূল টার্গেট স্থানীয় হিন্দু পরিবারগুলো

মামুন-অর-রশিদ ঃ 'বাংলা ভাই'য়ের নেতৃত্বাধীন জেএমবি ক্যাডারদের এখন মূল টার্গেটে পরিণত হয়েছে স্থানীয় হিন্দু পরিবারগুলো। জোর করে তাদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করা হচ্ছে। চাঁদা দিতে অপারগতা প্রকাশ করার পর কয়েকটি পরিবারের যাতায়াতের রাস্তায়

দেয়াল তুলে তাদের অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছে। এদিকে 'বাংলা ভাই'কে গ্রেফতার নির্দেশ নিয়ে আবার লুকোচুরি শুরু হয়েছে। নওগাঁর এসপি ফজলুর রহমান শোকজের জবাবে বলেছেন 'তিনি গ্রেফতারের লিখিত নির্দেশ পাননি।' জেএমবির তিন ক্যাডারের জামিনের আবেদন আদালত মঙ্গলবার নাকচ করে দিয়েছে। স্থানীয় জেএমবি ক্যাডারদের পারফরমেন্সে সন্তুষ্ট হয়ে প্রধানমন্ত্রী ডিসি এসপির সামনে তাদের বাহবা দিয়েছে। 'বাংলা বাহিনীর অপতৎপরতায়' রাজশাহী জেলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ভয়ানক অবনতি ঘটেছে। চলতি বছরে খুন হয়েছে ৩৪ জন। তার মধ্যে গত দু'মাসে খুন হয়েছে জেএমবির হাতে ২০ জন।

'বাংলা বাহিনী' চলতি বছরের ১ এপ্রিল রাজশাহীর চার জেলায় তাদের অপারেশন শুরু করার পর হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের উদ্দেশ্যে প্রকাশ্য আহ্বান জানিয়ে বলেছিল, 'হিন্দু ধর্মে কিছু নেই, ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নেও'। এই দাওয়াতে তখন তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল। নওগাঁ ও নাটোরে ক্ষমতাধর দু'প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীর ক্ষমতার দাপটে স্থানীয় প্রশাসন পড়েছে বিপাকে। ফায়দা লুটে নিচ্ছে ইসলামী জঙ্গী মৌলবাদী ক্যাডাররা। সর্বহারাবিরোধী বেসরকারি অভিযানের নামে সশস্ত্র গ্রুপ সৃষ্টি করে আধিপত্য ধরে রাখার কাজ চলছে। দুই উপমন্ত্রি ও প্রতিমন্ত্রির অনুগত সর্বহারা এখন জেএমবি'র স্থানীয় ক্যাডার হিসাবে কাজ করছে। জেএমবির সঙ্গে মিলে মিশে কাজ করাতে এসব ক্যাডারদের বিরুদ্ধে 'সর্বহারা' অভিযোগ মুছে ফেলা হয়েছে। 'বাংলা ভাই' সরকারদলীয় ক্ষমতাধর দু'ব্যক্তির পথ পরিস্কার করার সুযোগে নিজের 'ধর্মীয় মৌলবাদী আদর্শের' মজবুত ভিত্তি তৈরি করে ফেলছে। এজন্য সর্বহারাদের ভিতর থেকে জেএমবিতে রিক্রুটমেন্ট চলছে। সরকারি কর্মকাণ্ডে 'চোরকে চুরি করতে বলে গৃহস্তকে সজাগ থাকার' কৌশল ধরা পড়ে গেছে। নওগাঁ জেলা পুলিশ সুপার জনকণ্ঠ প্রতিবেদককে টেলিফোনে শোকজ প্রসঙ্গে বলেন, 'পুলিশ প্রশাসন সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যাচ্ছে। মূল সমস্যা হচ্ছে তাকে লোকেট করা যাচ্ছে না।' স্থানীয় সাংবাদিকদের একাধিক সূত্র জানিয়েছে, শোকজের উত্তরে তিনি 'বাংলা ভাই'কে গ্রেফতারে লিখিত আদেশ পাননি বলে জানিয়েছেন।

প্রশ্ন উঠেছে তাহলে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশও কি 'বাংলা ভাই'য়ের মতো হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। 'বাংলা ভাই'কে গ্রেফতারের অভিযানে নেমে পুলিশ চারজনকে গ্রেফতার করলে হিমুকে প্রতিমন্ত্রীর নির্দেশে ছেড়ে দেয়। বাকি তিনজন আবদুস সালাম, কারী আবদুল হান্নান, জাহেদুল ইসলামকে মঙ্গলবার কোর্টে হাজির করা হয়। আদালত জামিনের আবেদন নাকচ করে দেয়। নওগাঁ জেলা প্রশাসনের পক্ষে বলা হয়েছে 'আর ক'দিন থাকুক।' এদিকে সরকারের একটি উচ্চ পর্যায় থেকে রাজশাহী প্রশাসকের পক্ষ থেকে কয়েকটি জাতীয় দৈনিকের বিরুদ্ধে 'রাষ্ট্রদ্রোহ' মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে। অভিযোগে বলা হচ্ছে, 'বাংলা ভাই নামে উত্তর জনপদে কেউ নেই, অলীক বিষয়ের ওপর লেখালেখি করে রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করা হচ্ছে।' নওগাঁ ছাড়ার আগে প্রতিমন্ত্রী মন্টু ডাক্তার এবং হবির পারফরমেন্সে সন্তুষ্ট হয়ে জেলা প্রশাসক ও এসপির সামনে বাহবা দিয়েছে বাংলা ভাইকে সক্রিয় সহযোগিতা করার কারণে। অন্য দলীয় কর্মী যারা একটু দূরে সরেছিল 'বাংলা ভাই'য়ের অপারেশন থেকে তাদের প্রতিমন্ত্রী শাসিয়েছে। চলতি বছরের গত পাঁচ মাসে রাজশাহীতে ৩৪ হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। এর মধ্যে 'বাংলা বাহিনীর' প্রকাশ্য শাসনে গত দুই মাসে খুন হয়েছে ২০, এর মধ্যে গোটা জেলায় খুন হয়েছে ২৬, মহানগরীতে খুন হয়েছে ৮। গত পাঁচ মাসে মোট সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটেছে দু' শ' ৮।

রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগ, সিপিবি, ওয়ার্কাস পার্টি, জাসদ এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ মঙ্গলবার এক সংবাদ সম্মেলনে বাংলা বাহিনীর গত দু'মাসের প্রকাশ্য শাসনের বিষয়ে বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করেছেন। নেতৃবৃন্দ জেলা পুলিশ সুপারের বক্তব্যের তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেছেন, পুলিশ সুপার বিভিন্ন রাজনৈতিক মহল সম্পর্কে এমন বক্তব্য দিচ্ছেন মনে হচ্ছে নিজেই 'বাংলা ভাই' সেজে গেছেন। নেতৃবৃন্দ বলেন, প্রজাতন্ত্রের চাকর হিসাবে সংবিধান অনুযায়ী তিনি এ ধরণের বক্তব্য দিতে পারেন না। তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে। নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন, বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার দেশকে ফ্যাসিস্ট ও তালেবান রাষ্ট্রে পরিণত করছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৯ জুন ২০০৪

(২৩৩৩)
দিনাজপুরে আদিবাসী কুমারীকে নির্যাতন : প্রতিবাদে সমাবেশ

দিনাজপুর, ১২ জুন, নিজস্ব সংবাদদাতা : দিনাজপুরের চিরিরবন্দর উপজেলার এক আদিবাসী কুমারীর বিশাল সম্পত্তি আত্মসাতের জন্য বিএনপি ও জামায়াত ক্যাডাররা তার ওপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছে। এই নির্যাতনের প্রতিবাদে শনিবার দুপুরে বাংলাদেশ আদিবাসী সমিতি এবং হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ সমাবেশ ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে স্মারকলিপি পেশ করা হয়েছে। এই ঘটনায় সমগ্র আদিবাসী সমাজে তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে।

দিনাজপুরের চিরিরবন্দর উপজেলার ৬ নং অমরপুর ইউনিয়নে সাঁওতাল আদিবাসী কুমারী রেখা হাঁসদা শিশুকালে মা-বাবা হারায়। পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া ৮০ বিঘা জমি হাতিয়ে নেয়ার জন্য কিছুদিন ধরে বিএনপি ও জামায়াত ক্যাডাররা তার ওপর অকথ্য নির্যাতন চালায়। ৩ জুন তাকে একটি গাছের সঙ্গে বেঁধে প্রচণ্ড পেটানো হয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে শনিবার দুপুরে চিরিরবন্দর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। এর পর উপজেলা চত্বরে এক প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। আদিবাসী সমিতির উপজেলা শাখার আহ্বায়ক ও নির্যাতিত আদিবাসী মহিলা রেখা হাঁসদার সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কিশোর কুমার রায়, ভোলানাথ ব্যানার্জী, বিমল মুর্মু প্রমূখ। সমাবেশে নির্যাতনকারীদের গ্রেফতারের দাবি জানানো হয়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৩ জুন ২০০৪

(২৩৩৪)
দিনাজপুরে আদিবাসীর জমি আত্মসাৎ : প্রতিবাদে বিক্ষোভ ইউএনও অফিস ঘেরাও

দিনাজপুর প্রতিনিধি : দিনাজপুরের চিরিরবন্দর উপজেলার আদিবাসী পল্লীতে কুমারী মহিলা রেখা হাঁসদার বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি জাল দলিলের মাধ্যমে শাসক দলের ছত্রছায়ায় এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তিদের দ্বারা জবরদখল ও আত্মসাতের প্রতিবাদে গতকাল শত শত আদিবাসী নারী-পুরুষ বিক্ষোভ মিছিল সহকারে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় ২ ঘন্টা ঘেরাও করে রাখে। ঘেরাও অভিযান শেষে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে ৮ দফা দাবি সংবলিত একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

শনিবার দিনাজপুর প্রেসক্লাবে জাতীয় আদিবাসী পরিষদ ও বাংলাদেশ আদিবাসী সমিতি যৌথভাবে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে। এতে পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রবীন্দ্র নাথ সরেন লিখিত বক্তব্যে অভিযোগ করেন, দিনাজপুর জেলার চিরিরবন্দর উপজেলার অমরপুর ইউনিয়নের আদিবাসী পল্লীতে শ্রীমতি রেখা হাঁসদার ৮০ বিঘা জমি শাসক দল ও তাদের শরিক দলের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা অতিসম্প্রতি জাল দলিলসহ বিভিন্নভাবে জবরদখল করে চলেছে। এ ধরনের চক্র সমগ্র জেলাতে আদিবাসীদের ভূমি জবরদখলের চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এরই প্রতিবাদে শনিবার শত শত আদিবাসী নারী-পুরুষ মিছিল সহকারে

চিরিরবন্দর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কার্যালয় ঘেরাওসহ প্রতিবাদ সমাবেশ করে। সমাবেশে বক্তৃতা করেন দিনাজপুর হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান আদিবাসী ঐক্য পরিষদের সভাপতি ভোলানাথ ব্যানার্জী, বিমল মুরমু, জেলা জন্মাষ্টমী উদযাপন কমিটির সভাপতি কিশোর কুমার রায় প্রমুখ। প্রায় দু'ঘন্টার ঘেরাও অভিযান শেষে আদিবাসীদের পক্ষ থেকে নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে ৮ দফা দাবি সংবলিত একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে জাতীয় আদিবাসী পরিষদের সভাপতি অ্যাডভোকেট মারিউস টুডু জেলার বিভিন্ন স্থানে আদিবাসীদের ওপর স্থানীয় প্রভাবশালী মহল ও বন বিভাগের লোকজনের অত্যাচার-নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরে বলেন, দিনাজপুর কোতোয়ালি থানার সীমান্ত ঘেঁষা দাউনুর গ্রামে সম্পত্তি গ্রাসের জন্য ৬টি মালো পরিবারকে প্রভাবশালীরা রাতের আঁধারে দেশত্যাগে বাধ্য করেছে। গত ৫ মে বীরগঞ্জ উপজেলার কাশিমনগর আদিবাসী পল্লীতে সম্পত্তি আত্মসাতের জন্য এলাকার সন্ত্রাসীরা আদিবাসীদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে। দেশত্যাগের হুমকি দেয়ায় আদিবাসীরা এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আশরাফুজ্জামানের কাছে স্মারকলিপি পেশ করলেও এখন পর্যন্ত এর কোন প্রতিকার হয়নি। নবাবগঞ্জ উপজেলার জয়পুর আমড়া-কাঁঠাল গ্রামের নীলকান্ত হাঁসদার ৫ একর জমি বন বিভাগ জবরদখল করে বিপুলসংখ্যক গাছ কেটে নিয়েছে। জমির মালিক হওয়ার পরও বন বিভাগ নীলকান্ত হাঁসদাসহ ১৩ জনের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করে হয়রানি করছে। উপরন্তু বন বিভাগ তাদের বিরুদ্ধে ১ লাখ ৪০ হাজার ৮৮০ টাকার ক্ষতিপূরণেরও মামলা করেছে। এছাড়া একই গ্রামের ধনা বাসকে'র পৈত্রিক সম্পত্তি এলাকার প্রভাবশালীরা নামমাত্র মূল্যে কিনে নিতে ব্যর্থ হওয়ায় ওই প্রভাবশালী মহলটি ধনা বাসকে'র ৮ একর সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তির তালিকাভুক্ত করিয়ে দিয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে আদিবাসী নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক গণেশ সরেন, রবিন হেমরম, বাপই মাড্ডি, রাপাই হাঁসদা প্রমুখ।

যুগান্তর, ১৩ জুন ২০০৪

(২৩৩৫)
বরকলে কিয়াং উচ্ছেদে নানা অপতৎপরতা

যুগান্তর রিপোর্ট ঃ পার্বত্য জেলা রাঙ্গামাটির বরকল উপজেলায় আদিবাসী পাহাড়িদের বৌদ্ধ মন্দির ও মঠ (কিয়াং) একটি বিশেষ মহল দখল করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। এরই মধ্যে 'ফালিটাঙ্গা চুগ' নামের এ কিয়াংয়ের সাইনবোর্ড ও পতাকা নামিয়ে দখলদার গোষ্ঠী সেখানে অখ্যাত এক ব্যক্তির নামের সঙ্গে শহীদ বিশেষণ জুড়ে ঝুলিয়েছে নতুন সাইনবোর্ড। প্রভাবশালী এ মহলটি ভাষাগত সংখ্যালঘু ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পাহাড়িদের কিয়াংয়ে প্রবেশেও বাধা দিচ্ছে। পুরো এলাকায় সৃষ্টি করেছে ত্রাস। ফলে বরকলের পাহাড়িরা এখন চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। শনিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলন থেকে আদিবাসী ফোরামের নেতারা এ অভিযোগ করেন। তারা সমস্যার সমাধানে সরাসরি প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি করেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন স্থানীয় চেয়ারম্যান শ্যামরতন চাকমা। বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট আদিবাসী লেখক ও আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জিব দ্রং।

যুগান্তর, ১৩ জুন ২০০৪

(২৩৩৬)
তাড়াশে পেট্রল ছিটিয়ে আদিবাসীর বাড়িঘর পুড়িয়ে দিল সন্ত্রাসীরা

শাহাজাদপুর (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি ঃ সিরাজগঞ্জ জেলার তাড়াশ উপজেলার নিমগাছী মৎস ফাউণ্ডেশনের আদিবাসী কর্মচারী ধীরেন্দ্রনাথের বাড়িঘর একদল সন্ত্রাসী পুড়িয়ে দিয়েছে।

এলাকাবাসী জানায়, উপজেলার গেতিফা গ্রামের আদিবাসী ধীরেন্দ্রনাথ নিমগাছী মৎস ফাউণ্ডেশনের একটি জলাশয়ের পাহারাদার হিসেবে কাজ করতেন। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার দিকে এলাকার একদল সন্ত্রাসী ওই জলাশয়ে মাছ ধরতে গেলে অন্য সন্ত্রাসীরা শুক্রবার রাতে ধীরেন্দ্রনাথের বাড়িতে হামলা চালিয়ে পেট্রল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। এ সময় তাদের চিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে এলে সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়।

প্রথম আলো, ১৩ জুন ২০০৪

(২৩৩৭)
নান্দাইলে বখাটের অত্যাচারে স্কুলছাত্রীর আত্মহত্যা

নান্দাইল (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি ঃ ময়মনসিংহের নান্দাইল উপজেলার মোয়াজ্জেমপুর ইউনিয়নের তসরা গ্রামের স্কুলছাত্রী সাথী রাণী সরকার বখাটেদের অত্যাচার থেকে বাঁচতে ট্রাকের নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছে। গত ১ জুন এ ঘটনার পর গ্রামের একটি প্রভাবশালী মহলের হুমকির কারণে সংখ্যালঘু পরিবারটি বাড়িঘর ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছে।

সরেজমিনে এলাকায় গিয়ে জানা গেছে, তসরা গ্রামের জগদীশ চন্দ্র সরকারে কন্যা সাথী রাণী সরকারকে (১৮) স্কুলে যাওয়ার পথে এমনকি বাড়িতে গিয়েও উত্যক্ত করত মামুন ও রাসেল নামে দু যুবক। এরা প্রভাবশালী পরিবারের সন্তান হওয়ায় জগদীশ এদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিতে সাহস পাননি। ফলে অত্যাচারের মাত্রা আরো বৃদ্ধি পায়।

এদিকে মামুনের মা রুনু বেগম সাথীর মাকে গিয়ে বলে, মেয়েকে তাড়াতাড়ি বিয়ে দেওয়ার জন্য। কিছু ঘটে গেলে তাদের দায়ী করা চলবে না। কিন্তু কিছুদিন আগে সাথীর বিয়ের জন্য লোক এলেও ওই বখাটেরা হুমকি দিয়ে তাদের তাড়িয়ে দেয়। এ অবস্থায় সাথীর বাবা-মা তাকে গালাগালি করলে লজ্জায়-অপমানে রাতের আঁধারে বাড়ির পাশে মহাসড়কে ট্রাকের নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ে সে আত্মহত্যা করে। এ ঘটনার পর প্রভাবশালী মহলটি মামলা না করে জগদীশের পরিবারকে চুপ থাকতে বলে। অন্যথায় বাঁশখালীর মতো অবস্থা হবে বলে হুমকি দেয়। তাদের হুমকির মুখে রাতের অন্ধকারে আট সদস্যবিশিষ্ট পরিবার নিয়ে জগদীশ বাড়িঘর ফেলে অজ্ঞাত স্থানে চলে যান।

প্রথম আলো, ১৩ জুন ২০০৪

(২৩৩৮)
ঝিনাইদহে ৩ লাখ টাকা মুক্তিপণের দাবিতে এক স্কুল ছাত্রকে অপহরণ

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি ঃ ৩ লাখ টাকা মুক্তিপণের দাবিতে আটক স্কুলছাত্র রুদ্রর (১৬) বাবা-মা ছেলেকে ফিরে পেতে সবার কাছে ছুটে বেড়ালেও ভয়ে থানা পুলিশ করতে পারছেন না। গত তিন দিনেও তারা জানতে পারেনি তাদের আদরের সন্তান কোথায় আছে, কেমন আছে। শুধু এটুকু জানেন, ৩ লাখ টাকা মুক্তিপন দিলে তাদের সন্তান ফিরে আসবে। কিন্তু বাবা ধনঞ্জয়

বিশ্বাসের পক্ষে এত টাকা জোগাড় করে দেওয়া কঠিন হওয়ায় ছেলেকে ফেরত পাচ্ছেন না। এদিকে থানা-পুলিশ করলে রুদ্রকে হত্যা করা হবে বলে অপহরণকারীরা হুমকি দিয়েছে।

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার যাদবপুর গ্রামের ধনঞ্জয় বিশ্বাসের ছেলে দশম শ্রেণীতে পড়ুয়া রুদ্র বিশ্বাসের পরিবারের লোকজন জানিয়েছেন, গত ১০ জুন বৃহস্পতিবার রাতে ১০-১২ জন সশস্ত্র সন্ত্রাসী তাদের বাড়িতে হানা দেয়। তারা কোনো কথা না বলে ঘরে ঘুমিয়ে থাকা রুদ্র বিশ্বাসকে তুলে নিয়ে যায়। পরদিন অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাকে পাওয়া যায়নি। এক পর্যায়ে অপহরণকারীরা ৩ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে চিঠি পাঠায়। তবে কোথায় কিভাবে টাকা দিতে হবে তা তারা জানায়নি। টাকা না দিলে বা পুলিশকে খবর দিলে তাকে হত্যা করা হবে বলে হুমকি দিয়েছে। ফলে রুদ্রর বাবা ভয়ে পুলিশের কাছে অভিযোগ করতে পারছেন না বলে জানিয়েছেন।

এ ব্যাপারে শৈলকুপা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সঙ্গে ফোনে আলাপ করলে তিনি জানান, সবার মতো তিনিও ঘটনা শুনেছেন। তবে এখন পর্যন্ত কেউ তার কাছে অভিযোগ করতে আসেনি। বিষয়টি তিনি দেখবেন বলে জানান।

উল্লেখ্য, মাত্র নয় দিন আগে জেলার হরিনাকুণ্ড উপজেলার নারায়ণকান্দি গ্রামের বিশিষ্ট পান ব্যবসায়ী দাউদ হোসেনকে ১০ লাখ টাকা মুক্তিপণের দাবিতে একদল দুস্কৃতকারী অপহরণ করে নিয়ে যায়। আজ পর্যন্ত তারও কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। এসব ঘটনায় এলাকার সাধারণ মানুষের মাঝে অপহরণ-উত্তর মুক্তিপণের আতঙ্ক বিরাজ করছে।

প্রথম আলো, ১৩ জুন ২০০৪

(২৩৩৯)
একজন সংখ্যালঘুর ওপর হামলার জের বিয়ানীবাজারে দু'গ্রামবাসীর বন্দুকযুদ্ধে ১০ জন আহত

সিলেট অফিস ঃ বিয়ানীবাজারে গতকাল একজন সংখ্যালঘুর ওপর হামলার জের ধরে দু'টি গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে ঘন্টাব্যাপী বন্দুকযুদ্ধে ১০ জন আহত হয়েছে। এ সময় উভয়পক্ষে অর্ধশতাধিক রাউণ্ড গুলি বিনিময় হয়।

আমাদের বিয়ানীবাজার প্রতিনিধি জানান, গতকাল সন্ধ্যার দিকে কসবা গ্রামের প্রমাদের দোকানে বসা অবস্থায় সুকুমার নামের এক যুবকের ওপর সুপতলা নিধনপুর গ্রামের একদল সন্ত্রাসী হামলা চালায়। এ হামলার প্রতিরোধ গড়ে তুলে কসবা গ্রামবাসী। এক পর্যায়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। সংঘর্ষে কসবা গ্রামের হাজী আব্দুল মান্নান, সরোয়ার, আলী হোসেন কবির, বারেক ও ইসরান গুরুতর আহত হয় বলে জানা গেছে। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত রাত সাড়ে ৮টায় ঘটনাস্থলে তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছিল।

আজকের কাগজ, ১৩ জুন ২০০৪

(২৩৪০)
রাঙ্গামাটিতে বৌদ্ধ উপাসনালয় ভেঙ্গে বিডিআর ক্যাম্প হচ্ছে!

কাগজ প্রতিবেদক ঃ রাঙ্গামাটির বরকল উপজেলার ফালিট্যাংগাচুগ পাহাড়ে অবস্থিত বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের একটি উপাসনালয় ভেঙে বিডিআর ক্যাম্প গড়ার চেষ্টা চলছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা অভিযোগ করেছেন, ঐ উপাসনালয়ের বিদর্শন ভাবনা কেন্দ্রের মূল ভবনের সামনে স্থাপিত 'দেশানালয়' ইতিমধ্যে ভেঙে ফেলা হয়েছে। সেই সঙ্গে উপাসনালয়ের পতাকা ও সাইনবোর্ড নামিয়ে সে স্থানে শহীদ সাত্তার টিলা' নামকরণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে।

পার্বত্য অঞ্চলের ফালিট্যাংগাচুগ পাহাড়ের চূড়া দীর্ঘদিন ধরেই বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান তীর্থ স্থান। এই চূড়াতে ২০০২ সালের শেষ দিকে উপাসনালয়টি গড়ে তোলা হয়। যা বৌদ্ধ ভিক্ষু ও সাধকের ধ্যানের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। অভিযোগ পাওয়া গেছে, এখানে স্বাভাবিক ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানাদি পালনে বিডিআরের ৩৪ রাইফেলস ব্যাটেলিয়ন নানাভাবে বাধা দিচ্ছে।

বাংলাদেশ ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এসোসিয়েশন রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির তথ্য ও প্রচার সম্পাদক শ্যামরতন চাকমা ভোরের কাগজকে জানান, বর্তমানে এখানে লে. কর্নেল রেজার নেতৃত্বে বিডিআর সদস্যরা স্থানীয় বৌদ্ধ নারী-পুরুষ বিশেষ করে তরুণদের নানাভাবে হুমকি দিচ্ছে।

এদিকে বিডিআর কর্তৃক বৌদ্ধ উপাসনালয় উচ্ছেদ চেষ্টা ও ক্ষতিসাধনের প্রতিবাদে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের উদ্যোগে জাতীয় প্রেসক্লাবে গতকাল শনিবার এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা জানান, গত বছরের মে মাস থেকেই এখানে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ওপর নির্যাতন শুরু হয়। সে সময় মেজর রশিদের নেতৃত্বে ফালিট্যাংগাচুগ বিদর্শন ভাবনা কেন্দ্রের মূল বিহার বেঙে ফেলার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। বৌদ্ধরা সে নির্দেশ না মানলে বিডিআর উপাসনালয়ের সাইনবোর্ড বেঙে ফেলে এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের উক্ত ভাঙা সাইনবোর্ড ধরে দাঁড়াতে বাধ্য করে ও ছবি তোলে। সেই সঙ্গে জোর করে বৌদ্ধ পতাকাও নামিয়ে ফেলা হয়। তারপর সেখানে 'শহীদ সাত্তার টিলা' নামকরণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে ভিক্ষুনেতা ভূষণ ছড়া জানান, উল্লিখিত সমস্যার সমাধানে জেলা প্রশাসকের বরাবরে চলতি বছরে শুরুতেই স্মারকলিপি পেশ করা হয়েছে। কিন্তু কোনো প্রতিকার পাওয়া যায়নি।

ভোরের কাগজ, ১৩ জুন ২০০৪

(২৩৪১)
মন্দির ও মঠ ভেঙ্গে নিয়ে গিয়েছে সন্ত্রাসীরা

বানারীপাড়া প্রতিনিধি ঃ বরিশালের বানারীপাড়া উপজেলার গাভা গ্রামের ঐতিহ্যবাহী শত বছরের মনসা মন্দির ও মঠ (সমাধি মন্দির) স্থানীয় সন্ত্রাসীরা ভেঙে নিয়ে গেছে। গত ৩/৪ দিন ধরে সন্ত্রাসীরা এগুলো ভেঙে লুট করে নিয়ে যায়।

জাতীয় নির্বাচনের পর গাভার গৌরাঙ্গ পাল ও অপর সদস্যদের স্থানীয় সন্ত্রাসী সোবহান ও জয়নাল গং মারধর করে বাড়িঘর ও সম্পত্তি দখল করে নেয় এবং তাদের বাড়ি থেকে বের করে দেয়। সন্ত্রাসীদের ভয়ে গৌরাঙ্গ পাল তার তরুণী মেয়ে নিয়ে ভয়ে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়।

গৌরাঙ্গ পাল ও তার স্ত্রী রেনু বালা পাল জানান, ওই চক্রটি তাদের রুজিরোজগারের পথও বন্ধ করে দিয়েছে। তাছাড়া বাপ-দাদার সমাধি মন্দির মঠ ও মনসা মন্দির ভেঙে তাদের অস্তিত্বকে নিশ্চিহ্ন করার তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। এদিকে মন্দির ও মঠ ভাঙার কাজে নিয়োজিত শ্রমিক ইয়াসিন বেপারী ও রব হাওলাদার জানান, এগুলো ভাঙতে গিয়ে তারা মনসা মন্দিরের মধ্যে একটি ডেক ও এক ঘটি কাঁচা টাকা (রূপার টাকা ব্রিটিশ আমলের) পেলে

সেগুলো সোবাহান ও জয়নাল নিয়ে নেয়। এদিকে এ ঘটনায় স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

আজকের কাগজ, ১৪ জুন ২০০৪

(২৩৪২)
প্রভাবশালীদের হুমকির মুখে পরিবার বাড়িছাড়া নান্দাইলে বখাটের অত্যাচারে সংখ্যালঘু ছাত্রীর আত্মহত্যা

নান্দাইল (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি ঃ উপজেলার মোয়াজ্জেমপুর ইউনিয়নের তসরা গ্রামের স্কুল ছাত্রী সাথী রানী সরকার বখাটেদের অত্যাচার থেকে বাঁচতে ট্রাকের নিচে ঝাঁপিয়ে আত্মহত্যা করেছে। গত ১ জুনের এ ঘটনাটি প্রথমে সাধারণ আত্মহত্যা বলে প্রচার হলেও অনুসন্ধানে এর নেপথ্যে একটি সংখ্যালঘু পরিবারের মেয়ের ওপর কতিপয় প্রভাবশীল বখাটে ছেলের ভয়াবহ অত্যাচারের ফল বলে ধারণা করা হচ্ছে। এদের অত্যাচারের কাহিনী ধীরে ধীরে প্রকাশ পাওয়ায় একটি মহলের হুমকির কারণে সংখ্যালঘু পরিবারটি বাড়িঘর ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছে।

সরজমিন এলাকায় গিয়ে জানা গেছে, গ্রামের জগদীশ চন্দ্র সরকারের কন্যা সাথী রাণী সরকারকে (১৮) স্কুলে যাওয়ার পথে, এমনকি বাড়িতে গিয়েও উত্যক্ত করতো মামুন ও রাসেল নামের দুযুবক। এরা প্রভাবশালী পরিবারের সন্তান হওয়ায় মেয়ের ক্ষতির আশঙ্কায় জগদীশ এদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিতে সাহস পেতেন না। কিছুদিন আগে সাথীর বিয়ের জন্য লোক এলেও ঐ বখাটেরা হুমকি দিয়ে তাদের তাড়িয়ে দেয়।

এ অবস্থায় সাথী সরকার লজ্জায়-অপমানে রাতের আঁধারে বাড়ির পাশের মহাসড়কে একটি দ্রুতগামী ট্রাকের নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে। এ ঘটনার পর প্রভাবশালী মহলটি মামলা না করে জগদীশের পরিবারকে চুপ থাকতে বলে। অন্যথায় বাঁশখালীর মতো অবস্থা হবে বলে হুমকি দেয়। কিন্তু সাথীর আত্মহত্যার নেপথ্য কারণ প্রকাশ পেতে থাকলে প্রভাবশালীদের হুমকির মুখে রাতের আঁধারে ৮ সদস্যবিশিষ্ট পরিবার নিয়ে জগদীশ বাড়িঘর ফেলে অজ্ঞাত স্থানে চলে গেছেন। এ প্রতিনিধিসহ অন্যান্য সাংবাদিক বাড়ীর ভিতরে গিয়ে সকল ঘরে তালা লাগানো অবস্থায় দেখতে পান।

এ ব্যাপারে ইউপি চেয়ারম্যান আবুল খায়ের সাংবাদিকদের বলেন, ঘটনাটি মিটিয়ে ফেলার জন্য তিনি পদক্ষেপ নিলে হিন্দু পরিবারটি ভবিষ্যতে তাদের উপর অত্যাচার নির্যাতন হবে না এরকম নিশ্চয়তা চাইলে তিনি কোনো সিদ্ধান্ত দিতে পারেনি। সংখ্যালঘু পরিবারটি কেন বাড়ি ছেড়ে চলে গেলো এ সম্পর্কে চেয়ারম্যান কিছু বলতে পারেনি। এদিকে পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলেও কোনো পদক্ষেপ নিতে পারছে না বলে জানায়।

ভোরের কাগজ, ১৪ জুন ২০০৪

(২৩৪৩)
রায়গঞ্জের গ্রামে আদিবাসী বিরেন মাহাতোর বাড়ীতে ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ

রায়গঞ্জ (সিরাজগঞ্জ) থেকে সংবাদদাতা ঃ রায়গঞ্জ উপজেলার সোনাখাড়া ইউনিয়নের গোতিথা গ্রামের আদিবাসী বিরেন মাহাতোর বাড়িতে একদল সন্ত্রাসী শুক্রবার গভীর রাতে হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভাংচুরের পর ঘরে আগুন ধরিয়ে যায়। তিনি বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির নিমগাছি এলাকার সদস্য এবং নিমগাছি মৎস খামারের হ্যাচারী সেকশনের একজন

নাইটগার্ড। এ ব্যাপারে গ্রামীণ ব্যাংক নিমগাছি মৎস খামারের ম্যানেজার জানান, হ্যাচারীর ১ নং-পুকুর থেকে ডিমওয়ালা মাছ চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই অবাঞ্চিত ঘটনা ঘটেছে। এ ব্যাপারে মামলার প্রস্তুতি চলছে বলে তিনি জানান। অপর পক্ষে নোয়াপাড়া ইউপির চেয়ারম্যান আমজাদ হোসেন ছানা জানান, স্থানীয় প্রধানদের নিয়ে বিষয়টি মিমাংসার প্রক্রিয়া চলছে।

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৪ জুন ২০০৪

(২৩৪৪)
তাড়াশে আদিবাসী পরিবারের ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে সন্ত্রাসীরা

জেলা বার্তা পরিবেশক, সিরাজগঞ্জ ঃ মাছ ধরতে বাধা দেয়ায় সন্ত্রাসীরা আদিবাসী সম্প্রদায়ের ধীরেন্দ্র নাথ মাহাতোর বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে তাড়াশ উপজেলার গতিয়া গ্রামে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট থানায় মামলা হয়েছে। কেউ গ্রেফতার হয়নি।

ধীরেন্দ্র দীর্ঘদিন যাবৎ মৎস ফাউণ্ডেশনের একটি পুকুরে নিয়মিতভাবে মাছ চাষ করে আসছিল। শুক্রবার বিকেলে স্থানীয় কিছু সন্ত্রাসী জোরপূর্বক পুকুরের মাছ ধরতে যায়। ধীরেন্দ্র বাধা দিলে সন্ত্রাসীরা তাকে দেখে নেয়ার হুমকি দিয়ে চলে যায়। গভীর রাতে তারা ধীরেন্দ্রের বাড়িতে পেট্রল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। চিৎকার শুনে আশপাশের লোকজন এসে আগুন নেভায়। তবে ধীরেন্দ্রর ঘর এবং মালামাল রক্ষা করা যায়নি।

সংবাদ, ১৫ জুন ২০০৪

(২৩৪৫)
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কান্দিপাড়া ও কালাইশ্রীপাড়ার মানুষ সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি

ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ১৫ জুন, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ দরজায় কড়া নাড়ার শব্দতেই নারী-পুরুষ ভয়ে জবুথবু হয়ে পড়ে। কিশোরী ও যুবতীরা খাটের নিচে লুকোয়। মাসাধিককাল ধরে জেলা শহর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দু'টি মহল্লায় এ অবস্থা বিরাজ করছে। এ দু'টি মহল্লা হলো কান্দিপাড়া ও কালাইপাড়া। বিশেষ করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ বিনিদ্র রজনী যাপন করছে। তাদের রাতের ঘুম হারাম। চাঞ্চল্যকর গৌতম তলাপাত্র হত্যা মামলার প্রধান আসামী আনোয়ার হোসেন আনার জামিনপ্রাপ্তির পর সংখ্যালঘু এ মহল্লা দু'টির বাসিন্দাদের ওপর নির্যাতনের স্টিমরোলার চালায়। ব্যাপক লুটতরাজ, চাঁদাবাজি ও ছিনতাইয়ের শিকার হয়ে ইতোমধ্যে কোন কোন পরিবার কান্দিপাড়া মহল্লা ত্যাগ করেছে। জীবন বাঁচাতে শহর ত্যাগেরও প্রস্তুতি নিচ্ছে। প্রয়োজন ছাড়া, এমনকি দিনেও লোকজন ঘর হতে বের হতে চায় না। বহু ভাড়াটের ঘর ভাড়া হচ্ছে না। বাসা ভাড়াও কমে গেছে। মহল্লা দু'টিতে গভীর রাত পর্যন্ত যেসব দোকান খোলা থাকত সন্ধ্যার পরপরই দোকানপাট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কান্দিপাড়া-খালপাড় সংযোগ সেতু থেকে শুরু করে আনন্দবাবুর বাড়ি সংলগ্ন রাস্তাটির দু'পাশের বাসিন্দা ও পথচারীরা আনার-রাসেল বাহিনীর নৃশংসতার শিকার। গত এক মাসে এই দু'টি মহল্লার অন্তত ১৫ সংখ্যালঘুর বাড়ি, দোকানে হামলা, লুটপাট ও ডাকাতির ঘটনা ঘটে। চিহ্নিত এ দুর্বৃত্ত চক্রটি সন্ধ্যায় সশস্ত্র অবস্থায় বাসাবাড়িতে ঢুকে পড়ে। নগদ টাকা, স্বর্ণালংকার, মূল্যবান পণ্যসামগ্রী লুটে নিয়ে যায়। যাবার সময় শাসিয়ে যায় এসব ঘটনা কারও কাছে প্রকাশ করলে গৌতম তলাপাত্রের

পরিণতি হবে। কান্দিপাড়া মিশনশেষে রিক্সা ও মোটরসাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ে- কালাইশ্রীপাড়া, খালপাড়া, কে দাস মোড়, সিনেমা হল রোড, কাপড়ের মহল্লা এলাকায় চষে বেড়ায়। কান্দিপাড়া মহল্লার অবস্থান সদর থানা থেকে একশ' গজ ও কালাইশ্রীপাড়ার অবস্থান সর্বোচ্চ ৫শ' গজের মধ্যে। তারপরেও থানা পুলিশ অজ্ঞাত কারণে তাদের গ্রেফতার করছে না। অনুসন্ধানে জানা গেছে, বেশকিছু দোকান ও বাসাবাড়িতে দুর্ধর্ষ আনোয়ার ও তার সেকেণ্ড ইন কমাণ্ড রাসেল লুটপাট, ছিনতাই ও ডাকাতি করেছে। প্রাণের ভয়ে কেউ এ ব্যাপারে মুখ খুলছে না। এসব বিষয়ে সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ইসমাইল হোসেনের সঙ্গে কথা বললে তিনি বলেন, ডাকাতদের চিহ্নিত ও তাদের গ্রেফতার করা হবে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৬ জুন ২০০৪

(২৩৪৬)
কালিয়ায় দুর্ধর্ষ ডাকাতি ॥ ২০ জন আহত, ৩ লক্ষাধিক টাকার মাল লুট

নড়াইল প্রতিনিধি ঃ কালিয়া উপজেলার তেলিডাঙ্গা গ্রামে গত শুক্রবার গভীর রাতে এক দুর্ধর্ষ ডাকাতি সংঘটিত হয়েছে। এ সময় ডাকাতদের হামলায় ২০ জন আহত হয়েছে। এতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৩ লক্ষাধিক টাকা

এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার রাতে ২০/২৫ জনের একদল সশস্ত্র ডাকাত তেলিডাঙ্গা গ্রামের পল্লী চিকিৎসক অমিয় রঞ্জন দাসের বাড়িতে হানা দেয়। তারা অস্ত্রের মুখে বাড়ির লোকজনকে জিম্মি করে নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকারসহ প্রায় তিন লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুটে নেয়। পালিয়ে যাওয়ার সময় বাড়ির লোকজন চিৎকার শুরু করলে গ্রামবাসী ডাকাতদের প্রতিরোধে এগিয়ে আসে। এ সময় ডাকাতরা গ্রামবাসীদের ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে ও গুলি করে পালিয়ে যায়। ডাকাতদের হাতে গুরুতর আহত হন লক্ষণ দাস (৩৫), চন্দন দাস (২৫), রবিন দাস (৪০), নিখিল দাস (৩৫), তরুণ দাস (২২), নারায়ন দাস (৩৭)।

ভোরের কাগজ, ১৬ জুন ২০০৪

(২৩৪৭)
ভালুকায় আদিবাসী শ্রমিক ধর্ষিত ঃ ২ ধর্ষক গ্রেফতার

সংবাদদাতা, ভালুকা (ময়মনসিংহ) ঃ ভালুকা উপজেলার বনকুয়া গ্রামের এক আদিবাসী মিল শ্রমিক তিন নরপশুর গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন। এই ঘটনায় ভালুকা থানা পুলিশ সোমবার হাশিম উদ্দিন (৪২) ও আকির উদ্দিন (৪০) নামে দুই ধর্ষককে গ্রেফতার করেছে।

জানা যায়, ওই শ্রমিক হারিবাড়ি ইউনিয়নের মাস্টার বাড়ি গ্রামে তমিজউদ্দিনের বাড়িতে ভাড়া থেকে ওই এলাকায় ওসিন টেক্সটাইল মিলে কাজ করতো। রোববার রাতে ওই গ্রামের আলমের ছেলে হালিম উদ্দিন, চান মিয়ার ছেলে আকিরউদ্দিন ও স্থানীয় চৌকিদার হানিফা ওই শ্রমিকের ঘরে প্রবেশ করে হাত-পা ও মুখ বেঁধে পার্শ্ববর্তী নির্জন স্থানে রাতভর ধর্ষণ করে। পরদিন সকালে সে ঘটনাটি থানা পুলিশকে জানালে ওইদিনই ধর্ষক হালিম ও আকিরকে গ্রেফতার করে জেলহাজতে পাঠানো হয়। এ ব্যাপারে ধর্ষিতা বাদি হয়ে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে ভালুকা থানায় একটি মামলা দায়ের করেছে। ধর্ষিতার ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য ১৫ জুন মঙ্গলবার ময়মনসিংহ মেডিক্যালে পাঠানো হয়েছে।

সংবাদ, ১৭ জুন ২০০৪

(২৩৪৮)
উলিপুরে চাঁদার দাবিতে দু'জনের নামে চিঠি ॥ না দিলে হত্যার হুমকি

কুড়িগ্রাম, ১৬ জুন, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জেলার উলিপুর উপজেলায় গুনহিগাছ ইউনিয়নের ভোলাহাট কাঁঠালবাড়ি 'টেক্কা ভাই' নামে এক সন্ত্রাসী অবসরপ্রাপ্ত এক শিক্ষক ও এক বড় গৃহস্তের কাছে মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করে চিঠি পাঠিয়েছে। আর তা না দিলে তাদের সাতদিনের মধ্যে হত্যার হুমকি দিয়েছে। ঘটনাটি এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। জানা গেছে, টেক্কা ভাই নামের এই সন্ত্রাসী কাঁঠাল গ্রামের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক চিত্তরঞ্জন সরকার ও বড় গৃহস্ত প্রশান্তের কাছে ডাকযোগে একটি চিঠি পাঠায়। গত ১৪ জুন প্রাপকরা ঐ চিঠি পান। চিঠিতে লেখা আছে প্রশান্ত বাবু আগামী ২০ জুন ১০ টায় তিন পুকুর নামক স্থানে ৫০ হাজার টাকা নিয়ে এসে দিতে হবে। আর প্রাক্তন শিক্ষক চিত্তরঞ্জন সরকারের উদ্দেশ্যে লেখা আছে আগামী ৩০ জুন রাত ১১ টায় দূর্গাপুর ইউনিয়নে এক বিলে এক লাখ টাকা নিয়ে যেতে হবে। ঐ পত্র দু'টিতে বলা আছে তারা প্রশাসনকে জানাতে পারবে না এবং কোন রকম চালাকি করতে পারবে না। যদি কোন রকম চালাকি করার চেষ্টা করে, তাহলে বোমা মেরে বাড়ির সবাইকে হত্যা করা হবে। এই চিঠি পাবার পর দুই পরিবারসহ প্রায় তিন শ' পরিবার ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। তারা ভয়ে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনকে জানাতে সাহস পাচ্ছে না। পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা কিছু জানে না এবং কোন অভিযোগও পায়নি বলে জানায়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৭ জুন ২০০৪

(২৩৪৯)
তালায় সংখ্যালঘু পরিবারকে উচ্ছেদে বিএনপি নেতার হুমকি

প্রতিনিধি, সাতক্ষীরা ঃ ভিটেবাড়ি থেকে উচ্ছেদের জন্য বিএনপির এক প্রভাবশালী নেতা তালার একটি সংখ্যালঘু পরিবারকে পুড়িয়ে মারার হুমকি দিয়েছে। ওই পরিবারটি এখন চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।

অভিযোগে জানা গেছে, তালা উপজেলার মাগুরা ইউপির বালিয়াদহ গ্রামের মৃত বিমল সরকারের রেখে যাওয়া ৫ বিঘা বসতভিটায় বিধবা শান্তিলতা ৩ ছেলেকে নিয়ে বসবাস করে আসছে। অসহায় ওই সংখ্যালঘু পরিবারের জমি দখলের জন্য এলাকার প্রভাবশালী মহল ষড়যন্ত্র শুরু করে। এরই অংশ হিসেবে শান্তিলতার ছেলে কাজল সরকারকে একটি সাজানো হত্যা প্রচেষ্টা মামলায় জড়ানো হয়। এতে কাজল সরকার হার্ট অ্যাটাক করে মারা যায়।

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিএনপি নেতা শাহবাজ ওই পরিবারের পার্থ সারথি সরকারকে (৭০) হত্যার হুমকিসহ তার দু'মেয়েকে উত্যক্ত শুরু করে। এক পর্যায়ে বাধ্য হয়ে পার্থ সারথি স্ত্রী ও কলেজ পড়ুয়া ২ মেয়েকে নিয়ে পাটকেলঘাটায় ভাড়া বাড়িতে বসবাস শুরু করেন।

এরপর সন্ত্রাসী চক্রটি বিধবা শান্তিলতার অন্য ছেলে প্রণব সরকারের (৫৭) পরিবারের ওপর নির্যাতন শুরু করে। তাদের গাছের ফল-ফুল, পুকুরের মাছ, বাঁশ প্রভৃতি প্রকাশ্যে লুটপাট করতে থাকে। এতে বাধা দিতে এলে পরিবারের শিশু সন্তান থেকে শুরু করে প্রত্যেককে নির্যাতন করা হয়।

লুটপাটের ঘটনায় তালা থানায় মামলা না নিয়ে জিডি এন্ট্রি করা হয়েছে। বিএনপি নেতা শাহবাজ ও তার বাহিনী সম্প্রতি হুমকি দিয়েছে ৫ বিঘা বসতবাড়িসহ সমস্ত সম্পত্তি তাদের নামে রেজিস্ট্রি করে দিতে হবে। অন্যথায় তাদের পুড়িয়ে হত্যা করা হবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে এলাকাবাসী গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করে শাহবাজ বাহিনীর বিরুদ্ধে জেলা প্রশাসকের কাছে একটি আবেদন করে। প্রণব সরকার অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচতে পুলিশ সুপার ও যৌথ বাহিনীর কাছে আবেদন করেছে।

এতো কিছুর পরও সন্ত্রাসীরা তাদের হুমকি দিচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। শাহবাজ বিশ্বাস তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বলে জানায়।

সংবাদ, ১৮ জুন ২০০৪

(২৩৫০)
চিরিরবন্দরে সন্ত্রাসী হামলার শিকার এক মুক্তিযোদ্ধা এখন গ্রামছাড়া

দিনাজপুর প্রতিনিধি ঃ চিরিরবন্দর উপজেলার পাটুল গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা সত্যেন্দ্রনাথ রায় তার স্ত্রী ও দু'সন্তানকে নিয়ে সন্ত্রাসীদের ভয়ে গ্রামছাড়া হয়ে পড়েছেন। সন্ত্রাসীদের দ্বারা হাত-পা ভাঙা অবস্থায় দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে বৃহস্পতিবার জেলা প্রেসক্লাবে এসে সত্যেন্দ্রনাথ এক সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত অভিযোগে জানান, এলাকার কতিপয় সন্ত্রাসী তার জমি গ্রাস করার জন্য তাকে গত ৩০ মে আমবাড়ি হাট থেকে বাড়ি ফেরার পথে বেধড়ক মারধর করে হাত-পা ভেঙে দেয়। ওই সময় তার মোটরসাইকেলটিও ভাঙচুর করা হয়। এ ব্যাপারে নাম উল্লেখ করে চিরিরবন্দর থানায় মামলা দায়ের করা হলে সন্ত্রাসীরা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং তার পরিবারের সবাইকে হত্যার হুমকি দেয়। তার স্ত্রী পারুল রাণী সন্ত্রাসীদের ভয়ে দুই সন্তান নিয়ে ঠাকুরগাঁও জেলার পীরগঞ্জ থানায় তার পিত্রালয়ে অবস্থান করছেন। সন্ত্রাসীরা মামলা তুলে না নিলে তাকে তার নিজ ভিটা বাড়িতে ফিরতে দেবে না বলে জানিয়েছে।

যুগান্তর, ১৮ জুন ২০০৪

(২৩৫১)
চরফ্যাশনের পল্লীতে সংখ্যালঘু তরুণী গণধর্ষণের শিকার

প্রতিনিধি, ভোলা ঃ ভোলার চরফ্যাশন উপজেলার চর নুরুল আমিন গ্রামের সংখ্যালঘু তরুণীকে (১৮) ৬ জুন গভীর রাতে তুলে নিয়ে রাতভর পালাক্রমে ধর্ষণ করেছে স্থানীয় বিএনপির ক্যাডাররা। এ ঘটনায় চরফ্যাশন থানায় ধর্ষিতা বাদি হয়ে মামলা করেছে। পুলিশ মামলার ৪ নং আসামী মুনাফকে (৩২) গ্রেফতার করেছে।

ধর্ষিতার অভিযোগ ও মামলার বিবরণ সূত্রে জানা যায়, চরফ্যাশন উপজেলার নীলকমল ইউনিয়নের চর নূরুল আমিন গ্রামের বেড়িবাঁধে বসবাসকারী দিনমজুর পরিবারের সংখ্যালঘু তরুণীকে ৬ জুন রাতে ওই এলাকার বিএনপির ক্যাডার সেলিম, সেরাজুল মাঝি, আবদুর রহিম, আ. মুনাফসহ ৫ জন ঘর থেকে তুলে নেয়। বাড়ি থেকে প্রায় ৪শ' গজ দুরে বিলের মধ্যে নিয়ে তাকে রাতভর পালাক্রমে গণধর্ষণ করে ওই দুর্বৃত্তরা।

সংবাদ, ১৮ জুন ২০০৪

(২৩৫২)
জয়পুর হাটে এবার ধর্ষিত হলো এক আদিবাসী শিশু কন্যা

জয়পুরহাট প্রতিনিধি ঃ জয়পুরহাটের এক গ্রামে এক আদিবাসী শিশুকন্যাকে ধর্ষণ করেছে এক নরপশু। আশঙ্কাজনক অবস্থায় ধর্ষিতাকে জয়পুরহাট জেলা আধুনিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ৪ দিনের মাথায় জয়পুরহাটের পল্লীতে আবারো ধর্ষণের ঘটনা ঘটলো।

জানা গেছে, বৃহস্পতিবার জয়পুরহাট সদর থানার কুজিশহর গ্রামের এক আদিবাসীর গরু তার বাড়ির অদূরে আখ ক্ষেতসংলগ্ন পরিত্যাক্ত জমিতে বাঁধা ছিল। গরু দড়ি ছিলে বাড়িতে ফিরে এলে সেই দড়ি নিতে তার চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ুয়া শিশুকন্যা (১০) যায়। ঐ সময় পাশের আইশগাড়া গ্রামের সাফুল (২০) ও মমতাজ (২১) জোর করে মুখ চেপে ধরে আখ ক্ষেতে নিয়ে গিয়ে উপর্যুপরি ধর্ষণ করে তাকে। তার আর্তচিৎকারে পাশের ইটভাটার লোকজন এগিয়ে এলে ধর্ষকরা পালিয়ে যায়। ধর্ষিতাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় জয়পুরহাট জেলা আধুনিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

ভোরের কাগজ, ১৯ জুন ২০০৪

(২৩৫৩)
নান্দাইলের পল্লীতে সংখ্যালঘু নির্যাতন
বখাটেদের অত্যাচারে আত্মহত্যাকারী সাথীর পরিবার এলাকা ছাড়া

নান্দাইল (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি ঃ বখাটেদের হাত থেকে মানসম্মান রক্ষা করতে নান্দাইলের তসরা গ্রামের স্কুলছাত্রী সাথী রাণী সরকার চলন্ত ট্রাকের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করলেও তার পরিবার দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা করতে সাহস পাচ্ছেন না। মামলা করলে বাঁশখালীর মতো অবস্থা হবে সন্ত্রাসীদের এরকম হুমকির মুখে সাথীর অন্তেষ্টিক্রিয়া না করেই গোটা পরিবারটি বাড়িঘর ফেলে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়েছে।

গত রোববার তসরা গ্রামে গিয়ে দেখা গেছে, নিহত সাথির পিতা সুনীল চন্দ্র সরকারের বাড়ির তিনটি ঘরেই তালা দেওয়া। তারা কোথায় গেছে তা কেউ বলতে পারে না। সাথীর আত্মহত্যার বিষয়েও কেউ মুখ খুলতে নারাজ। পার্শ্ববর্তী চামটা বাজারে গিয়ে কয়েকজন ব্যবসায়ী ও মুদি দোকানদারের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, প্রতিবেশী বখাটে মামুন তার সঙ্গীদের নিয়ে স্কুলে আসা-যাওয়ার পথে এমনকি বাড়িতে গিয়েও সাথীকে উত্যক্ত করতো।

বখাটেরা প্রভাবশালী হওয়ায় সাথী পরিবার কাউকে কিছু বলতে সাহস পেতো না। সাথীর বিয়ের জন্য লোকজন এলে তাদের পর্যন্ত বখাটেরা হুমকি দিতো।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যবসায়ী জানান, ঐদিন রাত আনুমানিক সাড়ে ৮ টায় রাস্তার পাশের এক কলা বাগান থেকে ছুটে এসে সাথী দ্রুতগামী ট্রাকের নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সাথীর কাকা প্রশান্ত সরকারকে মোবাইলে বাড়ি ছাড়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানান, বাড়িতে থাকলে সাথীর অন্য বোনদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন হবে না সে নিশ্চয়তা কে দেবে। তিনি জানান, আইনের আশ্রয় নিলে পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ হতো।

সাথীর আত্মহত্যার ঘটনায় থানায় একটি ইউডি মামলা হয়েছে। এ ঘটনার পর বখাটে মামুন ও তার সঙ্গীরা আত্মগোপন করেছে বলে এলাকার লোকজন জানায়। এলাকাবাসী এ ঘটনার তদন্তপূর্বক দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার দাবি জানিয়েছে।

ভোরের কাগজ, ১৯ জুন ২০০৪

(২৩৫৪)
বাঁশখালীতে গণডাকাতি ॥ ২০ লাখ টাকার মালামাল লুট

চট্টগ্রাম অফিস ঃ দক্ষিণ চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে ডাকাতদল তাণ্ডবলীলা চালিয়ে চাম্বল মিয়ার বাজার ও পাশ্ববর্তী সংখ্যালঘু বড়ুয়াপাড়া থেকে প্রায় ২০ লাখ টাকার মালামাল লুট করে নিয়ে গেছে। শুক্রবার রাতে এই হামলায় বেশ ক'জন মহিলাসহ ১৭ জন আহত হয়। এছাড়া ডাকাত দল ডাকাতি শেষে পালিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশ বাধা দিলে তাদের মধ্যে বন্ধুকযুদ্ধ হয় বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য দুদিন আগেও আরো একটি সংখ্যালঘুপাড়া থেকে ডাকাত দল বিপুল পরিমাণ মালামাল লুট করে নিয়ে গিয়েছিল।

আমাদের বাঁশখালী সংবাদদাতা জানান, শুক্রবার রাত ৮ টার দিকে ৩০/৪০ জনের একদল মুখোশধারী সশস্ত্র ডাকাত পূর্ব চাম্বলের মিয়ার বাজার এবং পাশ্ববর্তী শীলকূপ বড়ুয়াপাড়ায় হানা দেয়। ডাকাত দলের সদস্যরা আধ কিলোমিটারব্যাপী পুরো এলাকা ঘিরে রেখে ব্যাপক লুটপাট শুরু করে। ডাকাতরা বাজারের মোট ৪৪টি দোকান এবং বড়ুয়াপাড়ার ছয়টি বাড়ি থেকে নগদ টাকা, ৬০ ভরি স্বর্ণালঙ্কারসহ ২০ লাখ টাকার মালামাল লুট করে নিয়ে যায়।

প্রায় আধ ঘন্টাব্যাপী এই তাণ্ডবলীলা শেষে ডাকাত দল ফিরে যাওয়ার সময় বাজারের শতাধিক মানুষ থেকে বিপুল পরিমাণ টাকা-পয়সা ও অন্য মালামাল ছিনিয়ে নিয়ে যায়। ডাকাত দলের হামলায় অনাধির রঞ্জন বড়ুয়া, বন বিহারী বড়ুয়া, লিখা বড়ুয়া, নিটু বড়ুয়া, মোহাম্মদ আলী, আরমান, ফোরকান উদ্দিনসহ ১৭ জন আহত হয়।

এছাড়া ডাকাত দল তাণ্ডবলীলা চালিয়ে চলে যাওয়ার সময় পুলিশ তাদের বাধা দিলে তারা পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। উভয় পক্ষ এসময় প্রায় ৩০ রাউণ্ড গুলি বিনিময় করে বলে সূত্র জানায়। তবে পুলিশ ১০ রাউণ্ড গুলি করার কথা স্বীকার করেছে।

ভোরের কাগজ, ২০ জুন ২০০৪

(২৩৫৫)
রায়গঞ্জে ৪টি গ্রামের সংখ্যালঘুরা ক্ষমতাসীন দলের ক্যাডারদের হাতে জিম্মি
অপহৃত শান্তনার আজো কোনো খোঁজ মেলেনি

রায়গঞ্জ (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি ঃ রায়গঞ্জে ক্ষমতাসীন দলের ক্যাডারদের চাঁদাবাজী, অপহরণ, হামলা ও সম্ভ্রমহানির হুমকির মুখে সাড়ে ১২ শতাধিক সংখ্যালঘু সদস্য অবরুদ্ধ হয়ে জীবনযাপন করছেন। পুলিশ এ ঘটনায় অবহিত হলেও ক্যাডারদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না।

সরজমিন ঘুরে জানা গেছে, উপজেলার তেবাড়িয়াসহ ৪টি গ্রামে প্রায় সাড়ে ১২ শতাধিক সংখ্যালঘু সদস্যের বসবাস। পার্শ্ববর্তী হাসনা গ্রামের সন্ত্রাসী গোলাম, নুরু, মাহবুব, মোস্তফা, মাসুদ, কামাল ও সামাদ ২০০০ সালের মার্চ মাসে তেবাড়িয়া গ্রামের কলেজ ছাত্রী শান্তনা রাণীকে জোরপূর্বক অপহরণ করে নিয়ে যায়। দীর্ঘদিন ধরে শান্তনার কোনো হদিস মেলেনি। গত ১১ জুন সন্ত্রাসীরা ঐ পরিবারের এক সদস্যের ওপর সন্ত্রাসী হামলা চালায়। তারা এসব সংখ্যালঘুদের কাছে বেশ কিছুদিন ধরে ৫ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে আসছে। চাঁদা না দেওয়াতে সন্ত্রাসীরা সংখ্যালঘু সদস্যদের ওপর প্রায়ই হামলা ও বাড়িঘরে গিয়ে ভাঙচুর চালাচ্ছে।

গত ১৫ জুন শিক্ষক বিপেন দেবনাথ শ্যামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে ক্যাডাররা তাকে ব্যাপক মারধর করে এবং তেবাড়িয়া গ্রামে সশস্ত্র মহড়া দেয়। শুধু তাই নয়, ৫ লাখ টাকা চাঁদা না দিলে তরুণী মেয়েদের অপহরণ করে ধর্ষণ ও বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করার হুমকিও দিয়ে আসে ক্ষমতাসীন দলের ক্যাডাররা।

ভোরের কাগজ, ২০ জুন ২০০৪

(২৩৫৬)
নন্দীগ্রামে কালী মন্দিরের মূর্তি ভাঙচুর

নন্দীগ্রাম প্রতিনিধি ঃ গত ১৭ জুন রাতে বগুড়ার নন্দীগ্রাম পৌর শহরের সার্বজনীন কালী মন্দিরের তালা ভেঙে কে বা কারা মূর্তি ভাঙচুর করেছে। এ সময় মূর্তির শরীরে রক্ষিত স্বর্ণালংকার, ঘড়ি, থালাবাসনসহ পূজায় ব্যবহৃত আসবাবপত্র লুট করে নিয়ে যায়। এ ঘটনায় হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষোভ বিরাজ করছে। এ ব্যাপারে থানায় মামলা হয়েছে।

আজকের কাগজ, ২০ জুন ২০০৪

(২৩৫৭)
গাংনীতে খ্রিস্টান পল্লীতে গণডাকাতি, নিহত-১

মেহেরপুর ও গাংনী প্রতিনিধি ঃ গত শনিবার গভীর রাতে জেলার গাংনী উপজেলার নিন্ত নন্দপুর গ্রামে খ্রিস্টান পল্লীতে দুর্ধর্ষ ডাকাতি সংঘটিত হয়েছে। ডাকাতদের রামদার কোপে গৃহকর্তার পুত্র নিহতসহ পাঁচজন আহত হয়েছে।

পুলিশ ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার রাতে নিন্তনন্দপুর গ্রামে ১৫/২০ জনের একটি সশস্ত্র ডাকাতদল গ্রামে ঢুকে হারু মণ্ডল, সক্রিয় মণ্ডল এবং স্বপন মণ্ডলের বাড়িতে ডাকাতি শেষে পার্শ্ববর্তী ফনি মণ্ডলের বাড়িতে ঢোকে। এ সময় ডাকাতরা বাড়ির লোকজনদের অস্ত্রের মুখে জিম্মি করলে ফনি মণ্ডলের পুত্র টনি মণ্ডল (২০)-এর প্রতিবাদ করে। এতে ডাকাতরা ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে রামদা দিয়ে কুপাতে থাকে। এ সময় বাড়ি লোকজনের চিৎকারে গ্রামবাসী ছুটে এলে ডাকাতরা মালামাল ফেলে পালিয়ে যায়। পরে ঘটনার রাতেই গুরুতর আহত ফনি মণ্ডল (৩৯), সক্রিয় মণ্ডল এবং টনি মণ্ডলকে কুষ্টিয়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এরমধ্যে টনি মণ্ডল রাতেই মারা যায়।

এ ব্যাপারে গাংনী থানায় মামলা হয়েছে। পুলিশ সুপার মইনুল ইসলাম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। বর্তমানে সংখ্যালঘু গ্রামটিতে আতঙ্ক বিরাজ করছে। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি।

ভোরের কাগজ, ২১ জুন ২০০৪

(২৩৫৮)
টঙ্গীতে সন্ত্রাসীদের গুলিতে প্রকৌশলী নিহত

টঙ্গী প্রতিনিধি ঃ টঙ্গীতে বিসিক শিল্পাঞ্চলের এলিট প্রিন্টিং প্রেসের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুভাষ চন্দ্র দেকে (৪৫) সোমবার বিকালে স্থানীয় ফকির মার্কেট এলাকায় প্রকাশ্য দিবালোকে সন্ত্রাসীরা গুলি করে হত্যা করেছে। জানা যায়, সুভাষ চন্দ্র ফকির মার্কেটে তার বাসভবন থেকে বিকালে বের হয়ে তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সমতা ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপে যাচ্ছিলেন। এ সময় পথে একদল অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী তার গতি রোধ করে এলোপাতাড়ি গুলি করতে থাকে। গুলিবিদ্ধ

সুভাষ মাটিতে লুটিয়ে পড়লে লোকজন তাকে উদ্ধার করে ঢাকায় হাসপাতালে পাঠায়। হাসপাতালে নেয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বেশ কিছুদিন ধরে একদল চাঁদাবাজ ব্যবসায়ী ও প্রকৌশলী সুভাষের কাছে মোটা অংকের চাঁদা দাবি করে আসছিল। তিনি চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় চাঁদাবাজরা তাকে বেশ কবার প্রাণনাশের হুমকি দেয়। কারখানা কর্তৃপক্ষ বলছে, সুভাষ দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে এখানে কর্মরত আছেন। অত্যন্ত অমায়িক স্বভাবের সুভাষের সঙ্গে সবার সুসম্পর্ক রয়েছে। এর আগে তাকে খুন করার মতো কোন ঘটনার আভাস পাওয়া যায়নি। টঙ্গীতে তিনি স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়ে নিয়ে বসবাস করছিলেন। পারিবারিক সূত্র জানায় সুভাষের খুন নিয়ে এখনও স্পষ্ট কিছুই বলা যাচ্ছে না।

উল্লেখ্য টঙ্গীতে আহসানউল্লাহ মাস্টার হত্যাকাণ্ডের পর সাম্প্রতিককালে এখানে পাঁচটি খুনের ঘটনা ঘটেছে।

যুগান্তর, ২২ জুন ২০০৪

(২৩৫৯)
বদরগঞ্জে ১০টি সংখ্যালঘু পরিবারকে উচ্ছেদের অভিযোগ

বদরগঞ্জ রংপুর প্রতিনিধি ঃ রংপুরের বদরগঞ্জ উপজেলার নাগেরহাটে ১০টি সংখ্যালঘু পরিবারকে বসতভিটা থেকে উচ্ছেদের পাঁয়তারা অব্যাহত রয়েছে। মোটা অংকের উৎকোচের বিনিময়ে পুলিশ সন্ত্রাসীদের হামলায় আহত স্ত্রীকে চিকিৎসা করাতে আসা নিবারণকে (৪০) গ্রেফতার করে তড়িঘড়ি করে মামরার চার্জশিট দাখিলের পাঁয়তারা করছে। এ ঘটনায় বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী হরতাল, প্রতিবাদ সমাবেশ করে সুষ্ঠু বিচার দাবি করছে। বদরগঞ্জ উপজেলার কুতুবপুর নাগেরহাটে দীর্ঘদিন থেকে ৮/১০টি ভূমিহীন সংখ্যালঘু পরিবার সরকারি খাস সম্পত্তিতে বসবাস করে আসছে। সাম্প্রতিক ঘটনার ৪ মাস আগে নিবারণের মায়ের মৃত্যু হলে তাকে বসতভিটায় কবর না দেয়ার জন্য বাধা প্রয়োগ করে জমির মালিকানা দাবি করে ছামসুজ্জামান, বায়েজিদ লাবলু এবং ফারুক গং। গত বছর বাড়ি ছেড়ে যেতে বাধ্য করা হয় গোষ্ট, মন্টু এবং নারায়ণ মহন্তকে। মৃৎশিল্পী প্রফুল্লকে বাড়ি ছাড়ার জন্য চাপ দেয়া হচ্ছে দীর্ঘদিন থেকে। তার হাঁড়িপাতিল পোড়ানোর চুলা ভেঙে দিয়েছে কে বা কারা। ১৬ মে বসতভিটা থেকে উচ্ছেদের জন্য কতিপয় সন্ত্রাসী হামলা চালিয়ে সংখ্যালঘু নিবারণের বাড়িতে আক্রমণ চালিয়ে ভাঙচুর করে এবং তার স্ত্রীকে আহত করে। এ ঘটনার পর নিবারণ তার আহত স্ত্রীকে চিকিৎসার জন্য বদরগঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে গেলে বদরগঞ্জ থানা পুলিশ উল্টো নিবারণকে গ্রেফতার করে।

যুগান্তর, ২৫ জুন ২০০৪

(২৩৬০)
নাটোরে মাধব হত্যা মামলার স্ব-বিরোধী চার্জশিট, নারাজি- পিটিশন পুলিশ কি হত্যাকাণ্ডটি ধামাচাপা দিতে চায়?

নিজস্ব সংবাদদাতা, নাটোর ঃ একটি হত্যাকাণ্ডকে ধামাচাপা দিতে আদালতে দাখিল করা স্ববিরোধী চার্জশীট পুলিশকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। হত্যা মামলাটির সাক্ষীরা আদালতে এফিডেভিটের মাধ্যমে সাক্ষ্য দিয়ে বলেছে, তদন্তকারী পুলিশ কর্মকর্তা কয়েক দফায় থানায় ডেকেও তাদের জবানবন্দী রেকর্ড করেনি। অবশেষে চার্জশীট দাখিলের আগে তাদের বলা হয়, 'জবানবন্দী দিতে হবে না।' অথচ কার্যবিধি ১৬১ ধারায় সাক্ষীদের জবানবন্দী নেয়া হয়েছে বলে চার্জশীটে উল্লেখ রয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, পুলিশ কি তাহলে সাজানো জবানবন্দীর ভিত্তিতে হত্যাকাণ্ডটি ধামাচাপা দিতে চেয়েছে? চার্জশীটে নিহত মাধব কুমার সরকারের মৃত্যুকে স্বাভাবিক বলে উল্লেখ করায় এলাকার সাধারণ মানুষও ক্ষুব্ধ! মাধব সরকারের মৃত্যু যদি স্বাভাবিকই হয় তাহলে চার্জশীট দেবার প্রয়োজন পড়ল কেন? সুরতহাল রিপোর্টে নিহত মাধব কুমার সরকার সংঘর্ষে আহত হন বলে স্বীকার করেছে পুলিশ। অথচ চার্জশীটে তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যুর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

নিহত মাধব কুমারের স্ত্রী অনিমা রাণী সরকার জানান, নাটোরের নলডাঙ্গা থানার রায়সিংহপুর গ্রামে তাঁদের বাড়ি। হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে মামলা করায় তাঁরা এখন রয়েছেন হুমকির মুখে। গ্রামে থাকতে পারছে না তারা। ২০০৩ সালের ১৪ নবেম্বর বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে কালীগঞ্জ শ্মশানের রাস্তা নির্মাণকে কেন্দ্র করে সংঘটিত সংঘর্ষের সময় মাধব কুমার সরকারকে মারপিট করা হয়। এতে তিনি অচেতন হয়ে পড়েন। হত্যাকারীদের হুমকির মুখে সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে হাসপাতালে নেয়া সম্ভব নয়নি। এ অবস্তায় বিনা চিকিৎসায় রাত ১টার দিকে তাঁর মৃত্যু হয়। অনিমা রাণীর প্রশ্ন— পিটুনিতে আহত হওয়ার ৮ ঘন্টার মধ্যে মৃত্যু হলে তাঁকে কি স্বাভাবিক মৃত্যু বলা যায়? অথচ হত্যা মামলাকে কাউন্টার করতে আসামী পক্ষ নিহত মাধব কুমারের স্বজনদের বিরুদ্ধে পাল্টা মামলা করেছে। এদিকে এ হত্যা মামলার মূল সাক্ষী কুমারেশ সরকারকে বাগে পেয়ে বেধড়ক মারপিটের পর আদালতে সাক্ষ্য না দেয়ার হুমকি দেয়া হয়। এ ঘটনার পৃথক একটি মামলা হয়েছে। তবে কুমারেশ প্রাণভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন।

মামলার বাদী নিহত মাধব সরকারকে ভাতিজা সুধন্য কুমার সরকার চার্জশীটের বিরুদ্ধে আদালতে নারাজি পিটিশন দাখিল করেছেন।

সুধন্য সরকারও রয়েছেন হুমকির মুখে। সাত মাস ধরে বাড়িঘর ছেড়ে তিনিও পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। নিহতের স্ত্রী অনিমা রাণী সরকার তাঁর দুই স্কুল পড়ুয়া মেয়ে শিখা রাণী (১৪) ও চায়না রাণীকে (১১) নিয়ে দিন কাটাচ্ছেন মহা আতঙ্কের মধ্যে। তাই অনিমা তাঁর মিশোরী মেয়েদের স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন।

এদিকে রায়সিংহপুর গ্রামে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, মাধব কুমার হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে এর আগেও ছিল আরও একটি হত্যার অভিযোগ। ভূষণগাছা গ্রামের কিশোরী দেবীরাণী (১৪) বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে প্রচার করে ময়নাতদন্ত ছাড়াই তড়িঘড়ি লাশ দাহ করা হয়। এলাকার কয়েকজন নাম গোপন রাখার শর্তে জানায়, দেবীরাণী অন্তসত্ত্বা ছিল। ঘটনাটি ঘটে ১৯৯৩ সালে ওই ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে মামলা করে। ঘটনার একমাত্র সাক্ষী দেবীরানীর ভাই উজ্জলকে হত্যা করা হয় মামলা শুনানির সাতদিন আগে। উজ্জল হত্যা রহস্যের জট এখনও খোলেনি। এতে দেবীরাণী হত্যা মামলার বিচারও হয়ে পড়েছে অনিশ্চিত।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৬ জুন ২০০৪

(২৩৬১)
খুলনায় অনুষ্ঠান চলাকালে মন্দিরে বোমা হামলা ॥ সংখ্যালঘুদের মধ্যে আতঙ্ক

স্টাফ রিপোর্টার, খুলনা অফিস ঃ খুলনা মহানগরীর আর্য্য ধর্মসভা মন্দিরে বোমা হামলার পর ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মধ্যে ভীতি-আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। মন্দির প্রাঙ্গনের চলমান কর্মসূচি স্থগিত করে প্রতিবাদ বিক্ষোভ পালন করা হচ্ছে। এ ঘটনায় সুশীল সমাজে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি

হয়েছে। উপর্যুপরি বোমা হামলার সঙ্গে জড়িতরা গ্রেফতার ও শাস্তি না পাওয়ায় এ ঘটনা ঘটেছে বলে সুশীল সমাজ মনে করে।

বৃহস্পতিবার রাত ১০ টা ২০ মিনিটে খুলনা মহানগরীর প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত আর্য্য ধর্মসভা মন্দির কার্যালয়ের সামনে বিকট শব্দে একটি বোমা বিস্ফোরিত হয়। এ সময় মন্দির প্রাঙ্গনে রথযাত্রা উপলক্ষে ৮ দিনব্যাপী কর্মসূচির ষষ্ঠ দিনের অনুষ্ঠান চলছিল। বোমাটি যেখানে বিস্ফোরিত হয় সে স্থানটি অনেকটা ফাঁকা থাকায় ব্যাপক কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। বোমার স্প্লিন্টারের আঘাতে মন্দির এলাকায় নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত পুলিশ কনস্টেবল শফিকুল আহত হন। তবে তাঁর অবস্থা গুরুতর নয়। বোমা বিস্ফোরিত হওয়ার পর পরই ধর্মীয় ও সংস্কৃতি অনুষ্ঠানে আসা ভক্ত অনুরাগীরা ভয়-আতঙ্কে দিগ্বিদিক ছোটাছুটি করতে থাকে। অনুষ্ঠান পণ্ড হয়ে যায়। ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক। খবর পেয়ে পুলিশের কর্তকর্তা ঘটনাস্থলে পৌছান। পুলিশের ধারণা, সন্ত্রাসীদের টার্গেট ছিল পুলিশ। যে কারণে অনুষ্ঠান স্থলে না ফেলে পুলিশের অবস্থান লক্ষ্য করেই বোমাটি নিক্ষেপ করা হয়।

এদিকে বৃহস্পতিবার রাতে বোমা হামলার পর তাৎক্ষণিকভাবে আর্য্য ধর্মসভা মন্দির কমিটির সভাপতি চিত্তরঞ্জন সাহার সভাপতিত্বে এক জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জেলা ও মহানগর পূজা উদযাপন পরিষদের নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা করেন। সভায় রথযাত্রা উৎসবের বাকি দু'দিনের অনুষ্ঠান স্থগিত করে বোমা হামলার প্রতিবাদ ও হামলাকারীদের গ্রেফতার দাবিতে কাল রবিবার জেলা প্রশাসক ও পুলিশ কমিশনারের কাছে স্মারকলিপি পেশসহ তিনদিনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। কর্মসূচি অনুযায়ী শুক্রবার সকালে নগরীর বিভিন্ন মন্দিরে কালো পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং বিকালে ধর্মসভা মন্দির প্রাঙ্গণে প্রতিবাদে শুক্রবার সকালে শ্রী শ্রী শীতলাবাড়ি কার্যকরী সংসদের এক জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ধর্মীয় অনুষ্ঠান চলাকালে আর্য্য ধর্মসভা মন্দির প্রাঙ্গণে বোমা হামলা চালানোর ঘটনার প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন এবং পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের নেতৃবৃন্দ। জেলা ও মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে শেখ হারুনুর রশিদ, তালুকদার আব্দুল খালেক এমপি, এসএম মোস্তফা রশিদী সুজা ও মিজানুর রহমান মিজান এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেছেন, জোট সরকার এদেশে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি কায়েম করতে চায় বলে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর পরিকল্পিতভাবে অত্যাচার-নির্যাতন চালানো হচ্ছে। বৃহত্তর খুলনা উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির মহাসচিব শেখ আশরাফ-উজ-জামান বলেন, সন্ত্রাসীরা একের পর এক বোমা হামলা চালিয়ে পুলিশ, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদদের হত্যা করছে। বোমা হামলায় অনেকে পঙ্গু হয়েছেন। হামলাকারীরা গ্রেফতার না হওয়ায় তারা ধর্মীয় অনুষ্ঠানস্থলেও বোমা হামলা চালাচ্ছে। খুলনা জেলা ও মহানগর পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের সভাপতি দুর্গাপদ সাহা, সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ দত্ত, বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি শ্যামল হালদার, খুলনা মহানগরী শাখার সভাপতি এ্যাডভোকেট বীরেন্দ্র সাহা, জেলা সভাপতি ড. পূর্ণেন্দু গাইন, শ্রী শ্রী শীতলাবাড়ী কার্যকরী সংসদের সাধারণ সম্পাদক সুজিৎ কুমার সাহা অবিলম্বে বোমা হামলাকারীদের গ্রেফতার ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার জন্য প্রশাসনের কাছে দাবি জানান।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৬ জুন ২০০৪

(২৩৬২)
যশোর শহরে শিব মন্দিরের জায়গা দখল ॥ প্রতিবাদে মিছিল, গ্রেফতার ১

স্টাফ রিপোর্টার, যশোর অফিস ঃ যশোর শহরের শংকরপুর সন্যাসী দীঘির পাড়ের শত বছরের পুরনো শিব মন্দিরের জায়গা শুক্রবার রাতে এক ব্যক্তি দখল করে নিয়েছে। এর প্রতিবাদে শনিবার সকালে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ মৌন মিছিলসহকারে জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছেন।

পুলিশ ও এলাকাবাসী জানায়, শহরের শংকরপুর দীঘিরপাড় এলাকায় শত বছরের একটি শিব মন্দির রয়েছে। সেখানে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ শত বছর ধরে পূজা অর্চনা করে আসছে। কুদ্দুস নামের এক প্রভাবশালী ব্যক্তি শুক্রবার রাতে ওই জমির একাংশ দখল করে সেখানে নির্মাণ কাজ শুরু করে। হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ বাধা দিতে গেলে তাদের হুমকি দেয়া হয়। এর প্রতিবাদে জেলা উদযাপন পরিষদ ও এলাকাবাসী শনিবার সকালে মৌন মিছিলসহকারে জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি দেন এবং ওই জমি উদ্ধারের আবেদন জানান। পরে পুলিশ গিয়ে কুদ্দুসকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসে। কুদ্দুসের পুত্র ও এলাকার সন্ত্রাসীরা এখন হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষকে নানাভাবে হুমকি দিচ্ছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৭ জুন ২০০৪

(২৩৬৩)
গলাচিপায় এক সংখ্যালঘু পরিবারের বাড়িঘর দখল করেছে সন্ত্রাসীরা

গলাচিপা, ২৬ জুন, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গলাচিপার চিকনিকান্দী ইউনিয়নের পানখালী গ্রামে সন্ত্রাসীরা একটি সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর মধ্যযুগীয় কায়দায় বর্বর হামলা ও নির্যাতন চালিয়ে বাড়িঘর, জমিসহ সকল সহায় সম্পদ দখল করে নিয়েছে। ১৫/২০ জনের সশস্ত্র একটি ভাড়াটে ক্যাডার বাহিনী সুশীল হাওলাদারের বাড়িতে এই হামলা ও দখল অভিযান চালায়। ক্যাডাররা বাড়ির নারী-পুরুষ, শিশু-কিশোর নির্বিশেষে সকলকে বেধড়ক পিটিয়েছে। ক্যাডাররা সকলকে বের করে দিয়ে বাড়ির পূজার মন্দির ভাঙচুর করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে এবং মন্দিরের ভিটাতে কলাগাছ ও আলুর চারা লাগিয়ে দিয়েছে। এছাড়া আহত অবস্থায় গলাচিপা হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে এসেও সুশীল হাওলাদার রেহাই পায়নি। পুলিশের হাতে ভাগ্নেসহ তাকে গ্রেফতার হতে হয়েছে। পরিবারের অন্য সদস্যদের ভাগ্যে আইনের আশ্রয় তো দুরের কথা চিকিৎসাও জুটছে না। গ্রেফতারের ভয়ে তারা পালিয়ে বেড়াচ্ছে। গত সোম ও মঙ্গলবার দুদিনে এসব নারকীয় তাণ্ডব ও নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। অভিযোগ করা হয়েছে, এলাকার একটি প্রভাবশালী পরিবার সংখ্যালঘু এ পরিবারটির বাড়িঘর, জায়গাজমির দখল নিতে এ ঘটনা ঘটিয়েছে।

জানা গেছে, সোমবার ২১ জুন গভীর রাতে সুশীল হাওলাদারের (৫০) বাড়িতে প্রথম হামলা ও নির্যাতনের ঘটনা ঘটে। এলাকার চিহ্নিত ক্যাডার বাহিনী এ হামলা চালায়। বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ অমান্য করায় ক্যাডাররা বাড়ির ছোটবড় নারী-পুরুষ, শিশু-কিশোর সকলকে বেধড়ক পেটায়। এক পর্যায়ে ক্যাডাররা বাড়ির মন্দিরঘর ভাঙচুর করে। প্রায় দু'ঘন্টা ধরে ক্যাডারদের তাণ্ডব চলে। অভিযোগ করা হয়েছে, ক্যাডারদের তাণ্ডব চলার সময়ে গলাচিপা পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল। যদিও পুলিশ এ অভিযোগ অস্বীকার করেছে। পরদিন মঙ্গলবার সকাল ৯টার দিকে ক্যাডার বাহিনী পুনরায় ঐ বাড়িতে হামলা

চালায়। সশস্ত্র ক্যাডাররা আগের রাতে ভাঙচুর করা পূজার মন্দিরঘরের মালামাল লুট করে এবং মন্দিরের ভিটা লাঙ্গল দিয়ে চষে মাটির মঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে। এভাবেই মন্দিরের সকল চিহ্ন মুছে দেয়া হয়েছে। ক্যাডাররা আরেকদফা অকথ্য নির্যাতন চালিয়ে ও বেধড়ক পিটিয়ে লোকজনদের বাড়ি থেকে বের করে দেয় এবং এলাকার একটি প্রভাবশালী পরিবার বাড়িঘর, জায়গাজমি সকল সহায় সম্পদ দখল করে নেয়। সুশীল হাওলাদারের বসতঘরে বর্তমানে ঐ প্রভাবশালী পরিবারের লোকজন বাস করছে। এ ঘটনার পর হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে এসে সুশীল হাওলাদার ও তার ভাগ্নে পবিত্র (২০) উল্টা পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছে। ফলে আইনের আশ্রয় তো দুরের কথা, নির্যাতিত পরিবারের লোকজন গ্রেফতারের ভয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাসেবা নিতে আসতেও সাহস পাচ্ছে না।

সুশীল হাওলাদার ও তার ভাগ্নে পবিত্রর গ্রেফতার প্রসঙ্গে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শীলমনি চাকমা জানান, ঢাকা হাইকোর্টের এ্যাডভোকেট আঃ রাজ্জাক ও তার ভাবি হাজেরা বেগমের জমির গাছ কেটে নেয়ার দু'টি মামলার আসামী হিসাবে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে। দু'টি মামলায় ১৮ জনকে আসামী করা হয়েছে। তবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পুলিশের একটি সূত্র স্বীকার করেছে, সুশীল হাওলাদারের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলার বাদী অত্যন্ত প্রভাবশালী।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৭ জুন ২০০৪

(২৩৬৪)
নাটোরে ২১ সংখ্যালঘুর বাড়িতে গণ ডাকাতি ॥ ৫ লাখ টাকার মালামাল লুট

নাটোর, ২৭ জুন, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ নাটোরের লালপুরে ফের গণডাকাতির শিকার হয়েছে ২১ সংখ্যালঘু পরিবার। ঘটনার সত্যতা পুলিশ স্বীকার করলেও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সংখ্যা নামিয়ে করেছে দশ। এজাহারে ১০ পরিবার ডাকাতির শিকার হয়েছে উল্লেখ করে মামলা নেয়া হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, শনিবার রাত সাড়ে ১২টার দিকে ৩০/৪০ জনের একদল সংঘবদ্ধ ডাকাত দেশী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে হানা দেয় শেখচিলান গ্রামের সংখ্যালঘু পাড়ায়। অস্ত্রের মুখে পরিবারের লোকজনকে জিম্মি করে ঘন্টাব্যাপী লুটপাট শেষে রাত দেড়টার দিকে ডাকাত দলটি ফিরে যায়। ক্ষতিগ্রস্তরা জানায়, তারা পাবনার আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে। তাদের মুখে বাঁধা ছিল গামছা। সংঘবদ্ধ ডাকাতির শিকার ধীরেন্দ্রনাথ, নিখিলচন্দ্র, বৃন্দাবন প্রাং, মিথানচন্দ্র, গোপাল প্রাং, রবিন্দ্রনাথ বিশ্বাস, প্রদীপ কুমার, নগেন্দ্রনাথ, জীতেন্দ্রনাথ, শান্তিপদ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ, নিমাইচন্দ্র, রতন কুমার বিশ্বাস, প্রকাশ কুমার, বিজন কুমার, মাখন কুমার, কালি কুমার, নিরঞ্জন কুমার, দীনেন্দ্রনাথ সরকার ও শীবেন্দ্রনাথ সরকারের বাড়ি থেকে স্বর্ণালঙ্কার ও নগদ অর্থসহ পাঁচ লাখ টাকার মালামাল লুট হয়েছে বলে ক্ষতিগ্রস্তরা জানায়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৮ জুন ২০০৪

(২৩৬৫)
নওগাঁর আদিবাসী গ্রামে বাংলাভাই বাহিনীর হামলা, লুটপাট

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ গত শনিবার সকালে নওগাঁর রাণীনগর উপজেলার প্রত্যন্ত লক্ষ্মীকোলা গ্রামে জাগ্রত মুসলিম জনতা (জেএমবি) সদস্যরা আদিবাসী পল্লীতে হামলা চালিয়ে ৮টি পরিবারের সর্বস্ব লুট করে নিয়ে গেছে। তাদের হামলায় কয়েকজন আহত হয়েছে। বেশ কয়েকটি বাড়িও তারা ভাঙচুর করেছে। চল্লিশ হাজার টাকা চাঁদা ও ওই গ্রামের বানপুকুর পাড়ে ৩ একর খাস জমির দখল নিতেই জেএমবির নেতা আলমগীর হোসেন রাঙা, আখতার ও ফিরিজের নেতৃত্বে ২০/৩০ জনের সশস্ত্র দল ওই গ্রামে হামলা চালিয়ে আদিবাসী আনন্দ মারান্ডি, রামদুলাল মারান্ডি, অনিল বেসরা, কুমার বেসরা, রাবন মুর্মু, সুকুমার মুর্মু, আরও কয়েকজনের বাড়িতে হামলা চালায়। তারা বাড়িঘর ভাঙচুরশেষে ১৮ বান্ডিল টিন ও ১টি শ্যালো মেশিনসহ আরও মূল্যবান সম্পদ লুট করে নিয়ে যায়।

জেএমবির লোকজন নিজেদের নবগঠিত শান্তি রক্ষা কমিটির নেতা ও সদস্য দাবি করে আদিবাসীদের পাশাপাশি দরিদ্র মুসলমান পরিবারের বেশ কয়েকজনকে এলাকা ছাড়ার হুমকি দিয়েছে। আদিবাসী পরিবারের সদস্য জলেশ্বরী মুর্মু অভিযোগ করেছেন, নবগঠিত শান্তি রক্ষা কমিটির নেতা পরিচয়দানকারী, আকতার, ফিরিজ ও রাঙা আদিবাসীদের হুমকি দিয়েছে। তারা যদি এলাকা ছেড়ে চলে না যায়, তবে প্রকাশ্যে তাদের যুবতী মেয়েদের ধর্ষণ করা হবে। এ হুমকির মুখে ওই এলাকার অনেক আদিবাসী তাদের যুবতী মেয়েদের অন্য গ্রামে সরিয়ে দিয়েছে।

স্থানীয় নিরীহ লোকজন অভিযোগ করেছেন, তাদের সর্বহারা প্রমাণ করার জন্য জেএমবির সদস্যরা এলাকাবাসীদের ভয় দেখিয়ে সাদা কাগজে সই নিয়েছে। যাতে লেখা হয়েছে, আদিবাসী পরিবারের ওইসব সদস্য সর্বহারাদের সমর্থক হওয়ায় সাধারণ মানুষ তাদের ওপর হামলা চালিয়েছে। তারা আরও অভিযোগ করেছে, জেএমবির ওইসব নেতা যারা শান্তি রক্ষা কমিটির নামে তাদের বাড়িঘরে হামলা চালিয়েছে তারা সোমবার তাদের সহায়-সম্পত্তি নিলাম করার ঘোষণা দিয়েছে। ওই ঘোষণায় বলা হয়েছে, তাদের ঘর থেকে যে ১৮ বান্ডিল ঢেউটিন ও শ্যালো মেশিন নিয়ে যাওয়া হয়েছে সেগুলোও প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে তাদের পুকুরে চাষ করা মাছের সাথে।

এলাকার লোকজন এ ঘটনায় জেএমবি সদস্যদের ভয়ে রোববার বিকেল পর্যন্ত থানা বা পুলিশের কাছে কোন অভিযোগ করেনি। নিজেকে জেএমবির সদস্য পরিচয় দিয়ে লক্ষ্মীকোলা গ্রামের বাসিন্দা অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কনস্টেবল এনামুল হক সাংবাদিকদের বলেছেন, এ গ্রামে আগে কখনও এমন অনাসৃষ্টি হয়নি। এলাকায় এর আগে সর্বহারাদের কোন তৎপরতাও তিনি লক্ষ করেননি। তবে কিছুদিন আগে ওই গ্রামে নিষিদ্ধ রাজনৈতিক দল জামায়াতুল মুজাহিদীনের তৎপরতা ছিল। ওই সংগঠনের সঙ্গে যারা ছিল, তাদের অনেকেই এখন জেএমবি বা শান্তি রক্ষা কমিটির হয়ে কাজ করছে।

সংবাদ, ২৯ জুন ২০০৪

(২৩৬৬)
দুর্গাপুরে দুই আদিবাসীর বাড়ি গুড়িয়ে দিয়েছে বাংলা ভাই সমর্থকরা

রাজশাহী ব্যুরো ঃ দুর্গাপুর উপজেলা সদরের ডিগ্রি কলেজ সংলগ্ন সিংগা এলাকায় বাংলা ভাইয়ের সমর্থক সন্ত্রাসীরা দুটি আদিবাসী পরিবারের বাড়ি-ঘর ভেঙে গুড়িয়ে দিয়েছে। গত শনিবার প্রথম দফায় হামলা চালানোর পর সোমবার গভীর রাতে সন্ত্রাসীরা পুনরায় হামলা চালায়। ঘটনাস্থল থেকে দূর্গাপুর থানার দুরত্ব মাত্র কয়েকশ' গজ। দুটি আদিবাসী পরিবারের ৮ জন নারী-পুরুষ এখন খোলা আকাশের নিচে বসবাস করছে। সন্ত্রাসীরা আদিবাসী গৃহবধূ চিন্তামনি (৬০) ও তার পুত্র পরিমলের (২৪) ওপর নির্যাতন চালিয়েছে। নির্যাতন ও বাড়িঘর

ভেঙে দেয়ার পর তারা যাওয়ার সময় এই বলে হুমকি দিয়ে যায় যে, 'থানা-পুলিশ, পৌর চেয়ারম্যান ও এমপিকে ম্যানেজ করেই তোদের বাড়িঘর ভেঙে ফেলা হলো। কাজেই ওদের কাছে গেলে বাড়িতে পেট্রল ঢেলে সবাইকে মারব।' ফলে পরিবারের সদস্যরা ভয়ে থানা-পুলিশের কাছে গিয়ে কোন অভিযোগ করার সাহস পায়নি এখনও। বর্তমানে তারা চরম আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে। আদিবাসী গৃহবধূ চিন্তামনি ও তার পুত্র পরিমল যুগান্তর প্রতিনিধিকে জানান, সিংগা গ্রামে হাজী সিরাজের কাছ থেকে ১২ বছর আগে ৬ শতক জমি কিনে আদিবাসী নরেন রায় ও শ্রীমতি তারা রানীর পরিবার দুটি বসবাস করে আসছে। চিন্তামনির স্বামী নরেন রায় রাজশাহী শহরে থাকেন।

যুগান্তর, ৩০ জুন ২০০৪

জুলাই- ২০০৪

(২৩৬৭)
লালপুরের গ্রামে সংখ্যালঘু পাড়ায় ডাকাতি ॥ ৭ ডাকাত গ্রেফতার

নাটোর, ৩০ জুন, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ লালপুরের গ্রামে ২১ সংখ্যাঘুর বাড়িতে ডাকাতির ঘটনায় অবশেষে সংঘবদ্ধ ডাকাত দলের সাত সদস্যকে মঙ্গলবার পুলিশ গ্রেফতার করেছে। এদের বিরুদ্ধে নান্দরায়পুর ও গোপালপুর গ্রামে সংখ্যালঘুপাড়ায় ডাকাতির অভিযোগও রয়েছে। নান্দরায়পুর গ্রামে ১৮ সংখ্যালঘুর বাড়িতে ডাকাতি ঘটনায় পুলিশ ইতোমধ্যে এদের বিরুদ্ধে চার্যশীট দাখিল করেছে। ডাকাত দলের সদস্যরা হলো মোবারক, রিপন, লতিফ, শফিকুল, আজিজ, আকতার ও শাহান।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১ জুলাই ২০০৪

(২৩৬৮)
বাঁশখালী ট্রাজেডি ঃ চার্জশিট প্রদান আবার পিছিয়ে গেল

জামসেদ রেহমান চৌধুরী, চট্টগ্রাম ব্যুরো ঃ দেশব্যাপী আলোচিত বাঁশখালী সাধনপুরের শীলপাড়ায় ১১ জনকে নৃশংসভাবে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা মামলার চার্জশিট প্রদান আরও পিছিয়ে গেছে। শনিবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের মনিটরিং সেলের বৈঠকে চট্টগ্রামের অপর দুই আলোচিত কমডোর রব্বানী হত্যা মামলা এবং ব্যবসায়ী জাকির হত্যা মামলার চার্জশিট প্রদান সংক্রান্ত অনুমতি পাওয়া গেলেও বাঁশখালী গণহত্যার চার্জশিটের ব্যাপারে কোন আলোচনাই হয়নি।

এদিকে বাঁশখালী গণহত্যা মামলার খসড়া চার্জশিটে ১৮ জনকে আসামী করা হয়েছে। খসড়া চার্জশিটে দেশ বিদেশে বহুল আলোচিত নৃশংস এ গণহত্যার ঘটনাটি 'নিছক ডাকাতদের কাজ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এ এসপি (সাতকানিয়া সার্কেল) ক্লারেন্স গোমেজ যুগান্তরকে জানান, 'তদন্তে আমরা নিশ্চিত হয়েছি, ডাকাতরাই এ ঘটনা ঘটিয়েছে। সংখ্যালঘুদের ওপর কোন সাম্প্রদায়িক শক্তির আক্রোশ বা কোন সংঘবদ্ধ মহল এ নির্মম ঘটনা ঘটিয়েছে বলে তদন্তে কিছু পাওয়া যায়নি।'

গত বছরের ১৮ নবেম্বর গভীর রাতে বাঁশখালী সাধনপুরের শীলপাড়ায় তেজেন্দ্র শীলের ঘরে একদল দুস্কৃতকারী আগুন লাগিয়ে দিয়ে নবজাত শিশুসহ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ১১ জনকে পুড়িয়ে হত্যা করে। নারকীয় এ ঘটনায় সারাদেশের মানুষ স্তম্ভিত হয়ে যায়।

পরদিন তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) আলতাফ হোসেন চৌধুরী এবং বন ও পরিবেশ প্রতিমন্ত্রী স্থানীয় সাংসদ জাফরুল ইসলাম চৌধুরী হেলিকপ্টারে করে এসে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। কোন তদন্ত ছাড়াই তাৎক্ষনিকভাবে সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সেখানে এ ঘটনাকে নিছক ডাকাতদের কাজ বলে মন্তব্য করেছিলেন। কিন্তু স্থানীয় জনসাধারণ, বিরোধী দল, বিভিন্ন মানবাধিকার ও সামাজিক সংগঠন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মন্তব্যে তীব্র বিরোধিতা করে এ ঘটনাকে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস ও সুপরিকল্পিত ঘটনা বলে অভিহিত করে।

যুগান্তর, ১ জুলাই ২০০৪

(২৩৬৯)
আদিবাসীসহ ৪০ পরিবার অবরুদ্ধ

জাহাঙ্গীর আলম আকাশ, রাজশাহী ঃ 'খাসজমি ও পুকুর দখলের জন্য সর্বহারা পার্টির সদস্য আখ্যা দিয়ে বাড়িঘর ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়া ও লুটপাট করার পর নওগাঁর রানীনগর উপজেলার দুর্গম এলাকা লক্ষ্মীকোলা গ্রামের আদিবাসী পল্লীর ৮টি সহ ৪০ টি ভূমিহীন পরিবার বাংলাভাই বাহিনীর সদস্যদের হাতে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। রানীনগরে সর্বহারা বলে যাদের নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যা করা হয়, সেসব পরিবারে এখনও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসেনি। সোমবার দুপুরে লক্ষ্মীকোলা গ্রামে সরজমিনে অনুসন্ধানকালে এ অবস্থা লক্ষ্য করা গেছে। গ্রামে সাংবাদিক এসেছে জানতে পেরে 'শান্তি কমিটি'র নামে স্থানীয় নেতৃবৃন্দ মসজিদের মাইকে ঘোষণা দিয়ে জেএমবি সদস্যদের জড়ো করা হয়।

এসময় সেখানে রানীনগর থানা পুলিশের দুই সদস্য ঘটনা সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য রেকর্ড করছিলেন। আদিবাসী, ভূমিহীন সদস্য ও স্থানীয় নিরীহ গ্রামবাসীর সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, লক্ষ্মীকোলা গ্রামের আদিবাসীদের 'বান পুকুর'টি ৫/৬ বছর ধরে স্থানীয় প্রভাবশালী ও জেএমজেবি সদস্য আখতার ভোগ দখল করে আসছিলেন। ৬/৭ মাস ধরে ৮টি আদিবাসী (ভূমিহীন পরিবার) এবং মুসলিম ধর্মাবলম্বী অন্য ৩২টি ভূমিহীন পরিবার সমিতি করে যৌথভাবে ওই পুকুরটি নিজেদের দখলে নেয়। ওই পুকুর পাড়ে রয়েছে কয়েক একর খাসজমি। পুকুর এবং খাস জমি দখল করার লক্ষ্যে জেএমজেবি সদস্য ও তথাকথিত শান্তি কমিটির সভাপতি ফিরোজ, জেএমজেবি নেতা আলমগীর হোসেন রাঙা ও আখতারের নেতৃত্বে জেএমজেবি সদস্যরা গত ২৪ ও ২৬ জুন দু'দফায় আদিবাসী ৮টি পরিবার ছাড়াও মুসলিম সম্প্রদায়ের আরও অন্তত চারটি পরিবারের বাড়িঘর বেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে ব্যাপক লুটপাট চালায়।

আদিবাসী গৃহবধূ মালতী জানান, স্বাধীনতার পর ১৯৭৩ সাল থেকে আদিবাসীরা লক্ষ্মীকোলা গ্রামে বসবাস করে আসছেন। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার অভাবে আদিবাসীরা বিল ও কাদা-পানি মাড়িয়ে শহর ও অন্যান্য স্থানে যাতায়াত করতেন। কয়েক মাস আগে ইউপি চেয়ারম্যান গৌতম শীলাল একটি রাস্তা নির্মাণ করে দেন। জেএমজেবি কিংবা বাংলাভাই বাহিনী চেয়ারম্যান শীলালকে সর্বহারা পার্টির সদস্য আখ্যা দিয়ে হত্যার হুমকি দিতে থাকে। ফলে চেয়ারম্যান এলাকা ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। গ্রামের বাসিন্দা আবদুস সবুর (৬০) ও ভূমিহীন কৃষক হাফিজুল (৩২) জানান, গৌতম শীলাল সর্বহারা হলে তো ভোটই দিতাম না। এদিকে বাংলাভাই বাহিনীর বর্বর নির্যাতনে নিহত সিম্বা গ্রামের ছাত্রলীগ নেতা খেজুর আলীর বোন রেনুকা ও নীলিমা অভিযোগ করে বলেন, তাদের ভাই সর্বহারা পার্টি করতেন না। তাকে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়। স্থানীয় সাংসদ ও প্রতিমন্ত্রী আলমগীর কবিরের প্রতিহিংসার শিকার হয়েছেন খেজুর আলী। তারা জানান, বিগত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিনে সিম্ব ভোট কেন্দ্রে আলমগীর কবির এসে প্রভাব সৃষ্টি করছিলেন। তারই প্রতিবাদ করেছিলেন খেজুর আলী।

অন্যদিকে জেএমজেবি সদস্যদের নির্যাতনে নিহত শফিকপুর গ্রামের আবদুল কাইয়ুম বাদশার ছোট ভাই আবদুল কুদ্দুস রাজন জানান, তার ভাই সর্বহারা ছিলেন না। তিনি আরও জানান, বাংলাভাই বাহিনী তাকেও বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে ৩ দিন ধরে ক্যাম্পে নির্যাতন চালায়। লক্ষাধিক টাকার মুক্তিপণ দিয়ে তিনি মুক্তি হন। সোমবার রানীনগর, আত্রাই ও বাগমারার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে বাংলাভাই বাহিনী বা জেএমজেবি সদস্যদের শান্তি কমিটির নামে এলাকায় প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেছে। জেএমজেবি সদস্যদের উদ্ধৃতি দিয়ে

নির্যাতিতি পরিবারের সদস্যরা জানান, 'যতদিন এই সরকার ক্ষমতায় থাকবে ততদিন বাংলাভাই বা জেএমজেবির কারও বিরুদ্ধে কিছু হবে না'।

(২৩৭০)
পাহাড় ইজারা ঃ নাইক্ষ্যংছড়িতে আদিবাসী পরিবারগুলোর মধ্যে উচ্ছেদ আতঙ্ক

বান্দরবান প্রতিনিধি ঃ বান্দরবান পার্বত্য জেলার সীমান্তবর্তী উপজেলা নাইক্ষ্যংছড়িতে বসবাসকারী দেশের আদিবাসী চাকমা সম্প্রদায়ের প্রায় এক হাজার পরিবার তাদের ভিটামাটিসহ ভোগদখলীয় পাহাড়ি জায়গা থেকে উচ্ছেদ হচ্ছে। সরকারের আমলারা গোপনে এলাকার বিপুল পরিমাণ পাহাড়ি জায়গা কয়েকটি প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠানের নামে ইজারা দেয়ায় এসব আদিবাসী বিপাকে পড়েছেন। তারা এখন উচ্ছেদ আতংকে ভুগছেন। অপরদিকে ইজারাপ্রাপ্তরা দখল করে নিচ্ছে সেই বিশাল পাহাড়ি জায়গা। জেলা সদরে আদিবাসী নেতাদের অভিযোগে জানা যায়, ১১ নং সিটের ১২৮৬ দাগের আওতাভুক্ত বিশাল পাহাড়ি জায়গাসহ নানা স্থানে বিপুল পরিমাণ জায়গা ইতিমধ্যে ঢাকার কয়েকটি প্রতিষ্ঠান এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদের দীর্ঘমেয়াদি ইজারা প্রদান করা হয়েছে।

ফলে নাইক্ষ্যাংছড়ি উপজেলার ম্যারাগ্য চাকপাড়া, ম্রাচাং চাকপাড়া, সোনাইছড়ি, গুমধুম, জারুলিয়াছড়িসহ বেশকটি চাক আদিবাসী পরিবার তাদের ভিটামাটিসহ ভোগদখলীয় পাহাড়ি জায়গা থেকে উচ্ছেদ হতে যাচ্ছে। পাহাড়ি নেতারা জানান, সরকারি আমলারা পার্বত্য চুক্তির ধারাসমূহ লংঘন করে এবং পাহাড়ে প্রচলিত হিলট্র্যাক্টস ম্যানুয়েলকে উপেক্ষা করেই আদিবাসীদের ভোগদখলীয় জায়গা বেপরোয়াভাবে বহিরাগতদের মাঝে ইজারা প্রদান অব্যাহত রেখেছে। মানবাধিকার লংঘন করে পাহাড়িদের ভোগদখলীয় বিশাল জায়গা ইজারা প্রদানের ঘটনায় সচেতন মহলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। ওই এলাকায় ইজারাপ্রাপ্তরা আদিবাসীদের নানা ধরণের হুমকি-ধমকি দিচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। সে কারণে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের আশংকা করা হচ্ছে।

যুগান্তর, ২ জুলাই ২০০৪

(২৩৭১)
বগুড়ার শেরপুরে কষ্টি পাথরের মূর্তি চুরি

শেরপুর (বগুড়া) প্রতিনিধি ঃ সোমবার রাতে শেরপুর পৌর শহরের উত্তর সাহাপাড়ার গোবিন্দ রায় বিগ্রহ মন্দির থেকে মন্দিরের প্রধান ফটক ভেঙে প্রায় ৮কেজি ওজনের কষ্টিপাথরের মঙ্গলচণ্ডী নারী মূর্তিটি চুরি হয়েছে। এ ব্যাপারে শেরপুর থানায় মামলা হয়েছে। মূর্তি চুরি ঘটনায় এলাকায় হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে আতংক ও ক্ষোভ বিরাজ করছে।

যুগান্তর, ৩ জুলাই ২০০৪

(২৩৭২)
পটুয়াখালীতে সংখ্যালঘুদের বাড়িঘর দখলে জড়িতদের শাস্তি দাবি

যুগান্তর রিপোর্ট ঃ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল বলেছেন, সংখ্যালঘু পরিবারের বাড়িঘর দখল করাটা জোট সরকারের সংস্কৃতি। এর ধারাবাহিকতায় তারা

পটুয়াখালীর পানখালীতে সংখ্যালঘু পরিবারের বাড়িঘর দখল এবং মন্দির মাটির সঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়ে সেখানে কলাগাছ ও মিস্টি আলুর চারা রোপন করেছে।

আবদুল জলিল শুক্রবার এক বিবৃতিতে এই ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শাস্তি দাবি করেন। তিনি অপর এক বিবৃতিতে উগ্র মৌলবাদী সন্ত্রাসী বাংলা ভাইয়ের জঙ্গি ক্যাডারদের হামলায় রাজশাহীর মাড়িয়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক ইয়াছিন আলী নিহত হওয়ার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, এরা গোটা দেশকে মৃত্যুপুরীতে পরিণত করেছে। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ পৌরসভার সাবেক চেয়ারম্যান আবদুল মান্নানের ছেলে জামাল হত্যাকারীদের গ্রেফতারের দাবি জানান।

যুগান্তর, ৩ জুলাই ২০০৪

(২৩৭৩)
নোয়াখালীর চরে এক সংখ্যালঘুকে অপহরণ করে এনে লিখিয়ে নেয়া হয়েছে দু'একর জমি

স্টাফ রিপোর্টার, নোয়াখালী ঃ চরজব্বর থানার চরাঞ্চলের এক সংখ্যালঘুকে অপহরণের পর জিম্মি করে তাদের দখল করা সম্পত্তি রেজিস্ট্রি করে নেয়া হয়েছে। এ ঘটনায় মামলা দায়েরের পর এক কোটিপতির ছেলেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এছাড়াও একই থানার চরবাটা ইউনিয়নের চর মজিদ ভূঞার হাটবাজারে এক কাপড় ব্যবসায়ীর দোকানে ৫শ' টাকার নোটের ভাংতি ১শ' টাকার ৫ খানা নোট নিয়ে কৌশলে একটি নোট বদল করে এবং সেই নোটে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া সম্পর্কে অশ্লীল বাক্য লেখা আছে বলেও ভয় দেখিয়ে তার কাছ থেকে ৩ হাজার টাকা আদায় করা হয়েছে। অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে চর মজিদ ভূঞার হাট সংলগ্ন তোতার বাজারে অপর এক সংখ্যালঘু ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রেও। এসব অপহরণ-চাঁদাবাজির ঘটনা ঘটাচ্ছে চরবাটা এলাকার সরকারি দলের একদল ক্যাডার।

চরবাটা ইউনিয়নের চর মজিদ গ্রামের দুলাল চন্দ্র কাহারের ৩ জুলাই চরজব্বর থানার দায়ের করা লিখিত অভিযোগে জানা গেছে, গত ৪ জুন স্থানীয় জুবায়ের বাজার থেকে সরকার দলীয় কোটিপতি মোসারেফ হোসেনের পুত্র মোজামের নেতৃত্বে একদল ক্যাডার দুলাল চন্দ্র কাহারকে ভূঞার হোটেলে আটক করে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালায়। একপর্যায়ে মোজামের লোকজন দুলাল চন্দ্র কাহারকে জীবন্ত পেতে হলে তার পরিবারের সব সদস্যকে ভূঞার হাটে মোজামের আবাসিক হোটেলে আসতে বলে। পুত্র দুলালের জীবণ বাঁচানোর জন্য তার বৃদ্ধ মা, স্ত্রী ও শিশুকন্যা হোটেলে আসে। সেখানে তাঁদেরকে আটক রেখে রাতভর নির্যাতন চালানো হয়। দুলালের জীবন রক্ষার জন্য দুলালের মা, স্ত্রী অপহরণকারীদের হুমকি মোতাবেক তাদের দখলীয় ২ একর জমি রেজিস্ট্রি করে দিতে সম্মত হয়। এরপর সাবরেজিস্ট্রি অফিসের কতিপয় দূর্নীতিবাজ কর্মচারী-কর্মকর্তা দুলালদের হোটেল অভ্যন্তরে রেখে তাদের ২ একর জমি রেজিস্ট্রি করে নেয়। স্থানীয় কয়েকজন মানবাধিকারকর্মী দুলালকে অপহরণ, আটক ও তার জমি বেআইনিভাবে রেজিস্ট্রি করে নেয়ার তথ্য ৩০ জুন নোয়াখালীর পুলিশ সুপারকে অবহিত করেন। পুলিশ সুপারের নির্দেশে চরজব্বর থানার ওসি কামরুজ্জামান ৩ জুলাই এ ঘটনার প্রধান আসামী মোজামকে গ্রেফতার করার জন্য দুলালের পরিবারের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। হত্যার হুমকির মুখে দুলাল ও তার পরিবার এখন এলাকা ছাড়া।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৫ জুলাই ২০০৪

(২৩৭৪)
বানারীপাড়ায় সংখ্যালঘু পল্লীতে চলছে নিরব সন্ত্রাস

বানারীপাড়া প্রতিনিধি ঃ বরিশালের বানারীপাড়া উপজেলার সংখ্যালঘু অধ্যুষিত পল্লীগুলোতে চলছে নিরব সন্ত্রাস। দীর্ঘদিন যাবত সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি হয়ে আছে এ পল্লীগুলো। অসংখ্য পরিবার সন্ত্রাসী ও সর্বহারাদের অব্যাহত হুমকির মুখে ভিটেমাটি ফেলে পালিয়ে গেছে।

বানারীপাড়া উপজেলার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ সংখ্যালঘু। নির্বাচন এলেই বিশেষ করে জাতীয় নির্বাচনে একটি বিশেষ দলের টার্গেটে পড়ে এরা। উপজেলার মাদারকাঠি, ব্রাহ্মণকাঠি, মাছ রং, আলতা, গাভা, নরেরকাঠি, তেতলা, বিশারকান্দি, বাইশারী, দত্তপাড়া, সৈয়দকাঠি, কালিবাড়ি, ব্রাহ্মণবাড়ি, কালির বাজার, গ্রামগুলো সংখ্যালঘু অধ্যুষিত। বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমল থেকে সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি হয়ে পড়ে এ গ্রামগুলো।

জাতীয় নির্বাচনের সময় একটি দলের পক্ষ নিয়ে সর্বহারা দলীয় সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজরা এসব এলাকায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। এসব এলাকা থেকে গণহারে চাঁদা আদায় করা হয়। আর এসব সন্ত্রাসীর হাতে কিশোরী, তরুণী থেকে শুরু করে বয়স্ক মহিলারাও গণধর্ষণের শিকার হয়। অস্ত্রের মুখে বাবাকে জিম্মি করে ১০/১২ জন সন্ত্রাসী তার কিশোরী মেয়েকে যখন ধর্ষণ করছিল তখন অসহায় ঐ বাবা বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, বাবারা তোমরা একত্রে অতোজন যেওনা মেয়েটি আমার ছোট, মরে যাবে।' এক অসহায় বাবার বুক ফাটা আর্তনাদ শোনেনি ঐ সন্ত্রাসীরা। পরে ঐ কিশোরী মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে বেঁচে আছে। তবে স্বাভাবিকভাবে নয়, লোকলজ্জার ভয়ে এবং সন্ত্রাসীদের হুমকির মুখে। অনেককেই এ ধরণের পাশবিক নির্যাতন মুখ বুজে সহ্য করতে হচ্ছে।

গত ১১ জুন রাতে দত্তপাড়া গ্রামের বিশিষ্ট কাপড় ব্যবসায়ী গৌরাঙ্গ লাল সাহা, স্ত্রী ও দু ছেলে লিটন এবং গৌতম সাহাসহ রহস্যজনকভাবে নিখোজ হয়। পরদিন সকালে স্থানীয় সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজরা গৌরাঙ্গের বাড়িঘর দখল করে নেয়। গত এক মাসেও তাদের কোনও খোঁজ মেলেনি। গত মাসে গাভা গ্রামের ঐতিহ্যবাহী পালবাড়ির শত বছরের মনষা মন্দির ও সমাধি মঠ প্রকাশ্যে সন্ত্রাসীরা লুট করে নিয়ে যায়। এভাবে উপজেলার সংখ্যালঘু পল্লীগুলো সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছে। অব্যাহতভাবে চলছে তাদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড।

আজকের কাগজ, ৫ জুলাই ২০০৪

(২৩৭৫)
গৌরনদীতে সংখ্যালঘুরা আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে

জেলা বার্তা পরিবেশক, বরিশাল ঃ সর্বহারা পার্টির জিয়া গ্রুপের দাবিকৃত চাঁদা পরিশোধ করতে না পারার কারণে নির্যাতনের ভয়ে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত গৌরনদী উপজেলার পাঁচটি গ্রামের জনসাধারণ এখন প্রাণভয়ে দিন কাটাচ্ছে। তারা এ গ্রুপটির কাছে জিম্মি হয়ে আছে। অনেকে ভয়ে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে গেছে। এ গ্রুপটিকে নেতৃত্ব দিচ্ছে সর্বহারা পার্টির আঞ্চলিক কমাণ্ডার হিসেবে পরিচিত বাটাজোর ইউপি সদস্য আনোয়ার হোসেন। গৌরনদী উপজেলার বাটাজোর, চন্দ্রহার, বাছার, বংকুরা, কালীহাতা গ্রামে আনোয়ার গ্রুপের নির্যাতন এড়াতে গত দশদিনে এলাকার ৩৫টি সংখ্যালঘু পরিবার প্রায় ২ লাখ টাকা চাঁদা দিতে বাধ্য হয়েছে। চন্দ্রহার বাজারের সুজন মেডিক্যাল হলের মালিক কয়েকবার চাঁদা দেয়ার পরও তার কাছে আবার ১ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করা হয়েছে। চাঁদা দিতে না পারায় তাকে দোকান বন্ধ

রাখতে বাধ্য করা হয়েছে। একই গ্রামের এক শিক্ষক দম্পতির কাছে ১ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করা হয়েছে। পরিবারটি আপাতত ৩৫ হাজার টাকা দিয়ে এলাকায় থাকার অনুমতি পেয়েছে। তারা এখন দাবিকৃত বাকি টাকা সংগ্রহ করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। বাছার গ্রামের অধীর কুমার ২০ হাজার টাকার পরিবর্তে ৮ হাজার দিয়েছেন। চিত্তরঞ্জনের কাছে ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করা হলে তিনি অপারগতা প্রকাশ করায় সর্বহারা পার্টির সদস্যরা তার ছেলে রতন (২৫), তপন (২৪), স্ত্রী অর্চনা রানীকে পিটিয়ে অজ্ঞান করে। যাওয়ার সময় পুরো টাকা সংগ্রহ করার জন্য বলা হয়। বাটাজোর, বংকুরা গ্রামের নির্মল চক্রবর্তী, জগদীশ মণ্ডল, জীবন, মাখন, শিয়ালি, চিত্তরঞ্জন বেপারিসহ বেশ কয়েকটি পরিবার ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দিয়েও রেহাই পাচ্ছে না। তাদের প্রত্যেকের কাছে আরও ৫০ হাজার টাকা করে চাঁদা দাবি করা হয়েছে। এখন তারা প্রাণভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। স্থানীয় সংসদ সদস্য জহিরুদ্দিন স্বপন সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দিলেও বাস্তবে কিছুই হয়নি। তবে গৌরনদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে পুলিশ ব্যবস্থা নিচ্ছে এবং অতি শিগগির তাদের গ্রেফতার করা হবে বলে আশ্বস্ত করেই তার দায়িত্ব শেষ করেছেন।

সংবাদ, ৫ জুলাই ২০০৪

(২৩৭৬)
খোকসায় সরোবিন্দু হত্যা মামলায় কোনও আসামী গ্রেফতার হয়নি

খোকসা প্রতিনিধি ঃ কুষ্টিয়ার খোকসায় হোটেল ম্যানেজার সরোবিন্দু হত্যাকাণ্ডের এক মাস অতিবাহিত হলেও কোনও আসামী গ্রেফতার হয়নি। আসামীরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ালেও পুলিশ তাদের গ্রেফতার করছে না বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এদিকে নিহতের পরিবার নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।

দাবিকৃত চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানালে এলাকার নবসৃষ্ট অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা গত ১ জুন রাতে খোকসা বাসস্ট্যাণ্ড মোড়ে জয় গোপাল হোটেলের ম্যানেজার সরোবিন্দু সাহা ওরফে সরো (১৯)কে গুলি করে হত্যা করে। ঘটনার পরদিন নিহত সরোর মামা ও হোটেল মালিক গনেশ সাহা খোকসা থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন। এ হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবিতে খোকসার সর্বস্তরের জনগণ ও ব্যবসায়ী প্রতিবাদ, বিক্ষোভ সমাবেশ, ধর্মঘট ও কালোব্যাচ ধারণসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন অব্যাহত রেখেছে। এক মাস অতিবাহিত হলেও এ মামলায় পুলিশ কোনও আসামীকে গ্রেফতার করতে পারেনি। এদিকে আসামীরা গ্রেফতার না হওয়ায় তাদের ভয়ে নিহতের পরিবার নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।

আজকের কাগজ, ৫ জুলাই ২০০৪

(২৩৭৭)
সোনারগাঁওয়ে চাঁদার দাবিতে সংখ্যালঘু ব্যবসায়ীর বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর

প্রতিনিধি, সোনারগাঁও ঃ রোববার রাতে সোনারগাঁওয়ের বারদী ইউনিয়নের ওরল্লাপুর গ্রামে সন্ত্রাসীরা ২ লাখটাকা চাঁদার দাবিতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর ও লুটপাট করে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন ৩ জন। সন্ত্রাসীরা গান পাউডার দিয়ে বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়ারও হুমকি দিয়েছে।

রোববার রাত ১০ টায় সরকারদলীয় সালাম, শহিদ ও দিন ইসলামের নেতৃত্বে ১৫/২০ জনের একটি দল সন্ত্রাসী মদ্যপ অবস্থায় লোকনাথ ব্রহ্মচারী আশ্রম পরিচালনা কমিটির সদস্য ও ব্যবসায়ী সন্তোষ চন্দ্রের বাড়িতে হামলা চালায় ও বাড়ির লোকজনকে মারধর করে। হামলায়

লোকনাথ দাস (৫০), বিমল দাস (৩৫), দুলাল দাস (২২) আহত হন। হামলাকারীরা ৩টি স্বর্ণের চেইন নিয়ে যায়। সোনারগাঁও থানার ওসি নাসিরউদ্দিন আহাম্মেদ চৌধুরী এ ধরনের ঘটনার কথা অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, সংখ্যালঘু পরিবারে হামলার ব্যাপারে কেউ অভিযোগ করেনি।

সংবাদ, ৬ জুলাই ২০০৪

(২৩৭৮)
নোয়াখালীতে একটি পরিবারকে অপহরণ করে জমি দখল

জেলা বার্তা পরিবেশক, নোয়াখালী ঃ সদর উপজেলার চরবাটা ইউনিয়নের চর মজিদ গ্রামের সংখ্যালঘু পরিবারকে অপহরণ ও জিম্মি করে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন এবং ভয়ভীতি দেখিয়ে তাদের মালিকানাধীন দুই একর ভূমি অবৈধ দখল করে নিয়েছে স্থানীয় এক প্রভাবশালী ব্যক্তি। এ ঘটনায় চর জব্বার থানার পুলিশ চরবাটা ইউনিয়নের সরকার দলীয় প্রভাবশালী নেতা ও এ মামলার অন্যতম আসামী মোশারফ হোসেন আজরাইলের ছেলে মোজামকে শনিবার গ্রেফতার করে জেল হাজতে পাঠিয়েছে। মামলার জন্য অভিযুক্তদের মধ্যে শান্তিপদ মজুমদার, বিবিশন মজুমদার পলাতক রয়েছে।

চর জব্বার থানার ওসি কামরুজ্জামান সংখ্যালঘু পরিবারটিকে নিরাপত্তার বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

গত ৪ জুন স্থানীয় জুবায়ের বাজার থেকে অভিযুক্ত মোজামের লোকেরা মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে দুলাল চন্দ্র কাহারকে ভূঞার হাটে নিয়ে যায়। সেখানে দুলালকে মোজামের মালিকানাধীন আবাসিক হোটেলে আটক করে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করে।

অপহৃত দুলালের পরিবার বিভিন্ন স্থানে খোঁজ-খবর নিয়ে কোন সন্ধান না পেয়ে ৭ জুন রাতে লিখিতভাবে বিষয়টি স্থানীয় চর জব্বার থানায় জানানোর আগে মোজামের এক প্রতিনিধি দুলাল চন্দ্র কাহারকে জীবন্ত পেতে চাইলে তার পরিবারের সকল সদস্যকে ওই প্রতিনিধির সঙ্গে ভূঞার হাট যেতে বলে।

প্রতিনিধির সঙ্গে অপহৃত দুলালের বৃদ্ধা মা, স্ত্রী ও শিশুকন্যা ভূঞার হাট গেলে মোজামের লোকেরা তাদেরকেও আবাসিক হোটেলে আটক করে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করে এবং ওই দু'একর জমি রেজিস্ট্রি করে না দিলে পরিবারের সকলকেই হত্যা করা হবে বলে হুমকি দেয়। এ সময় দুলাল ও তার স্ত্রী জমি রেজিস্ট্রি করে দিতে সম্মত হয়।

স্থানীয় মানবাধিকার কর্মীরা ৩০ জুন নোয়াখালী পুলিশ সুপারকে বিষয়টি অবহিত করলে চর জব্বার থানার ওসি কামরুজ্জামান প্রধান আসামী মোজামকে ৩ জুলাই গ্রেফতার করে জেল হাজতে পাঠিয়েছে।

উল্লেখ্য আজরাইল ও তার ছেলে মোজাম নৌ-পথে সন্ত্রাস, ডাকাতি, কালোবাজারি, বনাঞ্চল উজাড়সহ অবৈধভাবে খাসজমি দখল করে অল্প কয়েক বছরে বিশাল বিত্ত-বৈভবের মালিক হয়েছে। এ কারণে এলাকায় তাদের বিরুদ্ধে কেউ মুখ খুলতে সাহস করে না।

সংবাদ, ৬ জুলাই ২০০৪

(২৩৭৯)
নওগাঁয় কিশোরীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

নওগাঁ প্রতিনিধঃ নওগাঁ পৌরসভার সুলতানপুর মহল্লার মহররম পাড়ায় সমন্ত কুমার প্রামাণিকের কিশোরী কন্যা পূর্ণিমা বালা (১৫) আত্মহত্যা করেছে নাকি তাকে হত্যা করে লাশ

গাছে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে এ নিয়ে এলাকায় গুঞ্জনের সৃষ্টি হয়েছে। গত রোববার বাড়ি থেকে প্রায় ২ কিলোমিটার দুরবর্তী নির্জন মাঠের একটি বটগাছ থেকে পূর্ণিমার ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। পূর্ণিমার পরিবার সূত্রে জানা গেছে, গত শনিবার রাত ৯ টার পর থেকে পূর্ণিমাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। মহল্লার সবাই অনেক খোঁজাখুঁজির পর রাত ১টার দিকে ওই বটগাছে পূর্ণিমার ঝুলন্ত লাশ দেখতে পাওয়া যায়।

একটি মহল পূর্ণিমা আত্মহত্যা করেছে বলে ধারণা করলেও সচেতন মহলের প্রশ্ন হচ্ছে, ১৫ বছরের কিশোরীটি রাতের আঁধারে একাকী কীভাবে ওই নির্জন স্থানে গিয়ে আত্মহত্যা করেছে তা বোধগম্য নয়। পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নওগাঁ মর্গে প্রেরণ করেছে। এ ব্যাপারে একটি ইউডি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

ভোরের কাগজ, ৭ জুলাই ২০০৪

(২৩৮০)
রাজারহাটে মন্দিরের ৯টি কষ্টি পাথরের মূর্তি চুরি

রাজারহাট প্রতিনিধি ঃ কুড়িগ্রামের রাজারহাট উপজেলার এক হিন্দু পরিবারের পারিবারিক মন্দির থেকে নয়টি কষ্টি পাথরের মূর্তি চুরি হয়েছে। গত ২২ জুন রাতে উপজেলার ছিনাই ইউনিয়নের চতুর্ভূজ গ্রামের অনিল চন্দ্র ভাদরের মন্দিরের দরজা ভেঙে চোরেরা কষ্টি পাথরের মূর্তিগুলো নিয়ে যায় বলে জানা গেছে।

আজকের কাগজ, ৯ জুলাই ২০০৪

(২৩৮১)
সন্ত্রাসী গৌতম বাহিনীর নির্যাতনে কালীগঞ্জের ২৯টি সংখ্যালঘু পরিবার ৩ বছর বাড়িছাড়া

কালীগঞ্জ (ঝিনাইদহ) সংবাদদাতা ঃ কালীগঞ্জে গৌতম বাহিনীর চাঁদাবাজি ও নির্যাতনে আতঙ্কিত ঠিকডাঙ্গা গ্রামের ভিটে ছাড়া ২৯টি পরিবার এখনও পথে ঘুরছেন। সমাজপতি ও আইনের আশ্রয় নিয়েও তারা আজো বাড়ি ফিরতে পারেনি।

জানা গেছে, গত সংসদ নির্বাচনের পর গ্রামের ২৯টি সংখ্যালঘু পরিবারের প্রতিটির কাছে ২৫ থেকে ৫০ হাজার টাকা হারে চাঁদার দাবি করা হয়। চাঁদা না দেওয়ায় গৌতম বাহিনী তাদের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালায়। সন্ত্রাসীদের নারকীয় নির্যাতনের হাত থেকে পরিবারগুলোর শিশু, মহিলা, বৃদ্ধারাও রেহাই পাননি। শেষ পর্যন্ত প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে রাতের আঁধারে এই ২৯টি পরিবার ভিটে ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। থানায় মামলা করে উল্টো হয়রানি ও অর্থদণ্ড ছাড়া তারা কোনো প্রতিকার পাননি বলে অভিযোগ রয়েছে।

ভিটে ছাড়া ২৯টি পরিবারের মধ্যে কালীগঞ্জ শহর সংলগ্ন নিশ্চিন্তপুর ও শিবনগর গ্রামে আশ্রয় নেওয়া ৯টি পরিবারের মোদন, মোহন, মনোরঞ্জন, অধির, বিমল ও সুজিত জানান, মাসের পর মাস তারা সপরিবারে পথে পথে ঘুরছেন। গৌতম বাহিনী এখানে এসেও হানা দিচ্ছে। চাঁদা না দিয়ে গ্রামে ফিরলে তাদের খুন করবে বলেও হুমকি দিচ্ছে।

অভিযোগ পাওয়া গেছে, গৌতম কোনো রাজনৈতিক দলের নেতা না হলেও যখন যে দল ক্ষমতায় থাকে তখন সে দলের ছত্রছায়ায় এসে সে কাজ করে।

ভোরের কাগজ, ১০ জুলাই ২০০৪

(২৩৮২)
চাঁদা না দেওয়ার জের ঃ সিরাজদিখানে এক সংখ্যালঘুর ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে অ্যাপোলো বাহিনী

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি ঃ মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলার শেখেরনগর ইউনিয়নে চাঁদা না দেওয়ায় শীর্ষ সন্ত্রাসী মীর অ্যাপোলো ও মীর আমজাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে এক সংখ্যালঘুর ঘর আগুনে পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত সোমবার গভীর রাতে এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার শিকার শান্তিরঞ্জন দাসের পরিবার চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। প্রাণনাশের আশঙ্কায় তার ছেলে পলু দাস বাড়ি ফিরতে পারছেন না।

ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা জানান, সোমবার রাত ১০ টার মধ্যে খেয়েদেয়ে শান্তি রঞ্জন স্ত্রী জোৎনা দাস ও মেয়ে বীনা দাস শুয়ে পড়েন। রাত ২টার দিকে পাশের বাড়ির জেলে পরিবারের লোকজনের আর্তচিৎকারে জেগে উঠে তারা তাদের পাশের টিনের ছাপরাঘরে আগুন দেখতে পান। ততক্ষণে ঘরের জিনিষপত্র সব পুড়ে গেছে। তবে ঐ দিন ঐ ঘরে ছিলেন না। পরদিন শান্তিরঞ্জন দাস বাদী হয়ে সিরাজদিখান থানায় একটি মামলা করেন।

শান্তিরঞ্জনের ছেলে পলু দাস বলেন, মীর অ্যাপোলো ও তার ভাই মীর আমজাদ এর আগে তার কাছে ২ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেছিল। টাকা দিতে অসম্মতি জানালে তারা বাড়িতে কিভাবে থাকে তা দেখে নেবে বলে হুমকি দেয়। এ ঘটনার পর থেকে তিনি বাড়িতে যেতে ভয় পাচ্ছেন বলে জানান।

এদিকে পলু দাস গত বুধবার অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের র‍্যাব মহাপরিচালকের কাছে অ্যাপোলো ও আমজাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আবেদন করেছেন।

এ প্রসঙ্গে সিরাজদিখান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এহসানুল চৌধুরী প্রথম আলোকে বলেন, বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে।

উলেখ্য, শীর্ষ সন্ত্রাসী অ্যাপোলো ও আমজাদের বাহিনীর বিরুদ্ধে কেরানীগঞ্জ, নবাবগঞ্জ, রমনা, সবুজবাগ, সূত্রাপুর, মতিঝিল, খিলগাঁও ও সিরাজদিখান থানায় সাধারণ ডায়েরিসহ অন্ত ত ২৯টি মামলা রয়েছে।

প্রথম আলো, ১০ জুলাই ২০০৪

(২৩৮৩)
এক সপ্তায় ৩৫ পরিবারের কাছ থেকে ২০ লাখ টাকা আদায় গৌরনদীর ৫ গ্রামের ৩০০ হিন্দু পরিবার চাঁদাবাজদের হাতে জিম্মি

বরিশাল গৌরনদী প্রতিনিধি ঃ উপজেলার বাটাজোর ইউনিয়নের হিন্দু অধ্যুষিত ৫টি গ্রামের বাসিন্দারা এলাকার কতিপয় চিহ্নিত সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজদের হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছে। গত এক সপ্তাহে ওই সব গ্রামের ৩৫টি পরিবার চাঁদাবাজদের প্রায় ২০ লাখ টাকা চাঁদা প্রদান করতে বাধ্য হয়েছে। বর্তমানে ৫টি গ্রামের প্রায় ৩০০ পরিবার আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। এ ব্যাপারে মদদ দিচ্ছে সরকারি দলের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও ক্যাডাররা।

ভুক্তভোগী পরিবারগুলোর সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বংকুরা গ্রামের সর্বহারা জিয়া গ্রুপের আঞ্চলিক নেতা ও বাটাজোর ইউনিয়ন যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক খোকন সরকার ওরফে শটগান খোনকে আগে চাঁদা দিতে হতো। গত ৪ জুন অভ্যন্তরীণ কোন্দলে খোকন খুন হওয়ার পর এলাকায় আধিপত্য বিস্তার করে বাটাজোর ইউনিয়নের সদস্য বিএনপি

নেতা আনোয়ার হোসেন। তার নেতৃত্বে সর্বহারা জিয়া গ্রুপের সমর্থক, স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মী হিসেবে পরিচিত কতিপয় ক্যাডার বাটাজোর ইউনিয়নের চন্দ্রহার, বচার, অংকুরা, কালিহাতা ও বাটাজোর গ্রামের হিন্দু পরিবারের কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা চাঁদা আদায় করছে।

এ সন্ত্রাসীরা চাঁদা আদায় করতে গিয়ে পরিবারের সদস্যদের ওপর হামলা, অপহরণ, নারী নির্যাতনসহ নানা বর্বরোচিত ঘটনা ঘটিয়েছে একের পর এক। তাদের হামলায় কমপক্ষে ১৫ জন আহত হয়েছে। ফলে ওই ৫টি গ্রামের প্রায় ৩০০ হিন্দু পরিবার জিম্মি হয়ে পড়েছে। চন্দ্রহার বন্দরের সুজন মেডিকেল হলের মালিক ও পল্লী চিকিৎসক সুশীল হালদারের পারিবারিক সূত্র জানায়, দফায় দফায় চাঁদা দেওয়া সত্ত্বেও নতুন করে ধার্য করা ১ লাখ টাকা চাঁদা পরিশোধ না করায় সন্ত্রাসীরা সুজন মেডিকেল হল বন্ধ করে দিয়েছে এবং হুমকির মুখে সুশীল হালদার এলাকা ত্যাগ করেছে।

চন্দ্রহার বন্দর ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মোঃ আদম আলী ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন। চন্দ্রহার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সন্তোষ মুখার্জী ও তার স্ত্রী চন্দ্রহার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা তৃষ্ণা মুখার্জীর কাছে ১ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করা হয়। টাকা দিতে অস্বীকার করায় তার পুত্রদের অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হয়। স্থানীয় প্রভাবশালীদের মাধ্যমে ৩৫ হাজার টাকা দিয়ে তাদের উদ্ধার করা হয়।

বিচার রেজিস্টার্ড সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সুধীর কুমার জানান, চাঁদাবাজরা তার ২০ হাজার টাকা চাঁদা ধার্য করে। তার পিতা ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে বাড়িতে বিনা চিকিৎসায় ধুঁকে ধুঁকে মরছে— একথা বলার পরেও চাঁদাবাজদের মন গলেনি। পরে সুদে টাকা এনে তারা চাঁদা পরিশোধ করেন। বিচার গ্রামের চিত্তরঞ্জন বেপারীর কাছে ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে সন্ত্রাসীরা।

চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় তারা গৃহকর্তা, তার স্ত্রী অর্চনা রানী, পুত্র রতন ও তপনকে মারধর করে। পরে অসহায় এই পরিবার ৩৫ হাজার টাকা প্রদান করে। এভাবে জগদীশ মণ্ডল ৫০ হাজার, চীবন শেয়ালী ৫০ হাজার, নির্মল চক্রবর্তী ৫০ হাজার, নীর্ভসা বাড়ৈ ৮০ হাজার, নির্মল মণ্ডল ১০ হাজারসহ বহু পরিবার চাঁদা প্রদান করেছে। ১০ হাজার থেকে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত চাঁদা দিয়েছেন এমন অনেকেই কান্না জড়িত কণ্ঠে চাঁদা আদায়ের ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, আপনাদের বলে কি লাভ হবে? গত ১ ও ২ জুলাই বাটাজোর ইউনিয়ন বিএনপির পক্ষ থেকে চাঁদাবাজ প্রতিরোধে আহ্বান জানিয়ে এলাকায় মাইকিং করা হয়েছে। ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও ইউপি সদস্য সেকেন্দার মোল্লাগণ চাঁদাবাজির কথা স্বীকার করে বলেন, বিষয়টি নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন। তবে খুব শিগগিরই জনমত গঠন করে এদের প্রতিরোধ করা হবে।

গৌরনদী থানার ওসি জিয়াউল করিম ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে জানান, বিষয়টি আমরা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। অচিরেই ব্যবস্থা নেয়া হবে। গত ৩ জুলাই বিকালে স্থানীয় সংসদ সদস্য জহির উদ্দিন স্বপন মোবাইল ফোনে এ প্রতিনিধিকে জানান, সংশ্লিষ্ট অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ৭ দিনের মধ্যে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রশাসনের প্রতি নির্দেশ দিয়েছি।

এদিকে বাটাজোর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি সেকান্দার মোল্লার উদ্যোগে ৫ জুলাই চাঁদাবাজ দলের হোতা আনোয়ার মেম্বারকে পাকড়াও করে বচার গ্রামের সুশীল মাস্টারের কাছ থেকে আদায়কৃত ৬ হাজার টাকা উদ্ধার করে তার পরিবারকে ফেরৎ দেওয়া হয়। ঐ দিন রাতে গৌরনদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জিয়াউল করিমের নেতৃত্বে একদল পুলিশ সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের উদ্দেশ্যে এলাকায় অভিযান চালায়। তবে কোনো সন্ত্রাসীকে তারা গ্রেফতার করতে পারেনি।

ভোরের কাগজ, ১১ জুলাই ২০০৪

(২৩৮৪)
ছিনতাইকারীদের হাতে চুয়াডাঙ্গায় এনজিও কর্মী নিহত

চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি ঃ ছিনতাইকারীরা গলায় ফাঁস দিয়ে ও কুপিয়ে হত্যা করেছে এক এনজিও কর্মীকে। শুক্রবার রাতে চুয়াডাঙ্গায় গণছিনতাইকালে ঘটনাটি ঘটে।

জানা গেছে, রাত ৯টার দিকে চুয়াডাঙ্গা-আলমডাঙ্গা সড়কের বগুবিল নামক স্থানে একদল ছিনতাইকারী গণছিনতাই শুরু করে। এ সময় এনজিও আশার কর্মী অসীম কুমার (২৮) বাড়ি থেকে কর্মস্থলে যাওয়ার পথে ছিনতাইকারীদের কবলে পড়ে। ছিনতাইকারীরা তাকে মাঠের মধ্যে নিয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ও কুপিয়ে হত্যা করে। ছিনতাইকারীরা অন্য পথচারীদের টাকা ও মালামাল নিয়ে গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে পালিয়ে যায়। আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ রাত ২টার দিকে বগুবিল মাঠ থেকে অসীমের লাশ উদ্ধার করে। অসীমের বাড়ি কুষ্ঠিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার খলিশাকুণ্ডি গ্রামে। সে আলমডাঙ্গা উপজেলার খোলদাড়ি বাজারের আশা এনজিওতে কর্মরত ছিল।

এলাকাবাসী জানায়, অন্যান্য দিন ঘটনাস্থলে পুলিশ পাহারা থাকলেও ঘটনার দিন পুলিশ ছিল না।

ভোরের কাগজ, ১১ জুলাই ২০০৪

(২৩৮৫)
কালিয়াকৈরে দু'যুবক অপহৃত ঃ ২০ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি

কালিয়াকৈর প্রতিনিধি ঃ স্কুল ছাত্র সাদ্দাম হোসেনকে অপহরণ করে হত্যার মাত্র ৫ দিন পর মৌচাক শিল্পাঞ্চল থেকে আবার অপহৃত হল উপজেলার মধ্যপাড়া ইউনিয়নের দুর্গাপুর গ্রামের যুবক সমীর কুমার সরকার (২৫) ও আলমগীর হোসেন (২৩)। পুলিশ ও অপহৃতদের পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, ওই গ্রামের সঞ্জীব কুমার সরকারের ছেলে সমীর কুমার এবং একই গ্রামের জামিরুল ইসলামের ছেলে আলমগীর হোসেন ৫ জুলাই দুপুরে সিলেট যাওয়ার কথা বলে বের হয়। ৭ জুলাই বেলা ২ টায় সমীরের ব্যবহৃত মোবাইল ফোন দিয়ে অপহরণকারীরা সমীরের বাবা সঞ্জিবের মোবাইল ফোনে ২০ লাখ টাকা মুক্তিপণ চেয়ে ফোন করে। সমীরের সঙ্গে তার পিতা কথা বলতে চাইলে অপহরণকারীরা সমীরকে দিয়ে বলায় 'বাবা তুমি আমাকে বাঁচাও। ওরা আমাকে মেরে ফেলবে।' অপহরণকারীরা বলে, অপহৃত দু'জনকে পাবনার কোন এক অজ্ঞাত স্থানে আটকে রাখা হয়েছে। দাবিকৃত মুক্তিপণ দেয়া হলেই অপহৃত দু'জনকে জীবীত ছেড়ে দেয়া হবে। অপহৃত সমীরের বাবা শুক্রবার রাতে অপহরণের ঘটনাটি অবগত করে থানায় একটি এজাহার দিয়েছে।

যুগান্তর, ১১ জুলাই ২০০৪

(২৩৮৬)
নাটোরের মহাদেবপুরে মূর্তি ভাঙচুর

মহাদেবপুর (নওগাঁ) সংবাদদাতা ঃ উপজেলার বেরাগপুর ইউপি'র চৌমাসিয়া গ্রামে সন্ন্যাসী মূর্তি ভাঙচুর করা হয়েছে। গত বুধবার রাতে কেবা কারা এই মূর্তি ভাঙচুর করে। মূর্তিটি দীর্ঘদিন যাবৎ চৌমাসিয়াল হিন্দু পল্লীর মণ্ডপে রেখে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন পূজা

অর্চনা করে আসছিল। মূর্তিটির মাথা ও হাত ভেঙ্গে মণ্ডপের পার্শ্ববর্তী স্থানে ফেলে রাখা হয়েছে। ওই রাতেই মণ্ডপের পার্শ্ববর্তী গোপালের উঠানের খড়ের গাদায় আগুন ধরিয়ে দিয়ে প্রায় ২০ বিঘা জমির খড় ভস্মীভূত করা হয়েছে। এ ঘটনায় হিন্দু পল্লীতে আতঙ্ক বিরাজ করছে। গত শুক্রবার পর্যন্ত প্রশাসনের কেউ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেনি।

দৈনিক ইত্তেফাক, ১১ জুলাই ২০০৪

(২৩৮৭)
পূর্বধলায় অপহৃত সংখ্যালঘু স্কুলছাত্রী এক মাসেও উদ্ধার হয়নি মামলা তুলে নেওয়ার জন্য হুমকি

পূর্বধলা প্রতিনিধি ঃ অপহরণের এক মাসের বেশি সময় অতিবাহিত হলেও পূর্বধলা থানা পুলিশ দলদলা গ্রামের সংখ্যালঘু পরিবারের স্কুল পড়ুয়া কন্যা বাসনা রাণী দাসকে (১৫) উদ্ধার এবং অপহরণকারী দলের কাউকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়নি।

জানা গেছে, পূর্বধলা উপজেলার দলদলা গ্রামের ইসব আলীর পুত্র আজহার একই গ্রামের অমল চন্দ্র দাসের জমি বর্গাচাষ করতো। এ সুবাদে অমল দাসের বাড়িতে আজহারের যাতায়াত ছিল। এক পর্যায়ে আজহার অমল দাসের স্কুল পড়ুয়া কন্যা বাসনা রাণী দাসকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। আজহার বিবাহিত ও মুসলমান হওয়ায় বাসনা ও তার বাবা-মা এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে আজহার ক্ষিপ্ত হয়ে গত ২ জুন রাতে দলবলসহ অস্ত্রের মুখে বাসনাকে অপহরণ করে। এ ব্যাপারে বাসনার মা শোভা রাণী দাস বাদী হয়ে আজহারসহ ৫ জনকে আসামী করে পূর্বধলা থানার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে একটি মামলা দায়ের করেন।

ভোরের কাগজ, ১২ জুলাই ২০০৪

(২৩৮৮)
গৌরনদীতে সংখ্যালঘুদের ওপর সন্ত্রাসী হামলা নির্যাতন চলছেই

মোঃ আসাদুজ্জামান রিপন, গৌরনদী থেকে ঃ উপজেলার সংখ্যালঘু অধ্যুষিত হরহর, চন্দ্রহার, বংকুরা, বছার, শৌলকর, কেফায়েত নগর ও চাঁদশী গ্রামের সংখ্যালঘু পরিবারের লোকজনদের সন্ত্রাসী-চাঁদাবাজরা চাঁদার জন্য হামলা, নির্যাতন ও হয়রানি চালাচ্ছে। এর প্রতিবাদে ১১ দলের জেলা ও উপজেলার নেতৃবৃন্দ গত ৫ জুলাই দুপুরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে স্বারকলিপি প্রদান করেন। চাঁদাবাজি বন্ধের দাবিতে ১১ দলের উদ্যোগে ঐদিন বিকালে বাটাজোর বন্দরে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি আবদুল রব সরদারের সভাপতিত্বে প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য প্রদান করেন ওয়ার্কার্স পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অধ্যাপক আবদুল ছাত্তার, জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক এচাহাক শরীফ গণফোরামের জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক হিরণ কুমার দাস, সিপিবির জেলা কমিটির সহসম্পাদক মিজানুর রহমান, ওয়ার্কার্স পার্টির জেলা কমিটির সদস্য বজলুর রহমান, উপজেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক সান্টু মোল্লা প্রমুখ।

বক্তারা গৌরনদীর বাটাজোর ইউনিয়নের ৫টি গ্রামে অব্যাহত চাঁদাবাজি বন্ধের জন্য এলাকাবাসীকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আবেদন জানান। তারা চাঁদশী গ্রামে নতুন করে জাঁদাবাজি শুরু হয়েছে এ খবরে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

জানা গেছে, ইতিপূর্বে গত ২৯ জুন জেলা প্রশাসকের কাছে গৌরনদীর সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে চাঁদাবাজি বন্ধের দাবিতে ১১ দলের পক্ষ থেকে অনুরূপ একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে কোনো আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ১১ দলের নেতৃবৃন্দ সমাবেশে ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

ভোরের কাগজ, ১৩ জুলাই ২০০৪

(২৩৮৯)
সাতক্ষীরা সীমান্তে শিশু, মহিলা, বৃদ্ধসহ আটক ৭৬

সাতক্ষীরা, ১৩ জুলাই, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ স্ত্রী, পুত্র, কন্যাসহ পরিবারের অন্য সদস্যদের নিয়ে ভারতে চলে যাওয়ার সময় ওরা ধরা পড়েছে সাতক্ষীরা বিডিআর সদস্যদের হাতে। ৩ বছরের শিশুসহ ৫৫ বছরের বৃদ্ধাও রয়েছে এই দলে। প্রয়োজনীয় কাপড়, থালাবাসন, ব্রিফকেস, ট্রাভেল ব্যাগ, ট্রাঙ্কসহ ওরা এসেছে বৃহত্তর বরিশালের পিরোজপুর,পটুয়াখালী, মাদারীপুর ও নড়াইল জেলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে। এদের বেশির ভাগ সদস্যদের চোখে-মুখে অজানা আতঙ্ক। ধরা পড়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এই সদস্যদের সংখ্যা ৭৬। সোমবার রাত ৪টায় সাতক্ষীরার কলারোয়া সীমান্তের উত্তর ভাদিয়ালি গ্রামের বিভিন্ন বাড়ি থেকে এদের আটক করা হয়। ভারতে চলে যাওয়া এই দলের সঙ্গে উদ্ধার করা হয়েছে পটুয়াখালী জেলার লেবুখালী গ্রামের সুবল দাসের কন্যা সাগরিকাকে (৯)। অভিভাবকহীনভাবে এদের সঙ্গে ভারতে পাচারের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল এই শিশুকে। সাগরিকা অবশ্য বলেছে, ভারতে দিদির বাড়ি সে যাচ্ছে। কোথায় দিদির বাড়ি সে জানে না। সব জানে দালাল।

নড়াইল জেলার বাহির গ্রামের মনোরঞ্জন বিশ্বাসের স্ত্রী রানীবালা বিশ্বাস (৫৫) ৯ বছরের মেয়ে সাদীকে নিয়ে চলে যাচ্ছে ভারতে। কেন যাচ্ছে এবং এই দলের সঙ্গে কিভাবে যোগাযোগ এর কোন উত্তর নেই তার কাছে। পিরোজপুরের ঝনঝনিয়া গ্রামের বাবুরাম মণ্ডলের পুত্র খোকন (২৫), আনন্দ ঢালীর পুত্র অনন্ত (২০), নেপাল হালদারসহ ওরা ৫ জন চলে যাচ্ছে ভারতে। কেন যাচ্ছে ভারতে এ প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যায় ওরা। বাগেরহাটের মানসা গ্রামের বিপুল দাসের স্ত্রী রাজলক্ষ্মী দাস (২৫), শিশুকন্যা শিল্পীকে (৬) নিয়ে এদের সঙ্গে যাচ্ছে ভারতে। পটুয়াখালীর গোপাল শীলের স্ত্রী কল্পনাশীল (৩৫) ও নড়াইলের প্রেমদাস বিশ্বাসকে (৫৫)সহ ৩২ পুরুষ ও ২৮ মহিলা সদস্য ধরা পড়েছে ভারতে চলে যাওয়া এই দলের সঙ্গে। এদের মধ্যে অভিভাবকহীন সাগরিকা ছাড়া আরও ১৫ শিশু রয়েছে।

বিডিআরের দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, এদের ভারতে যাওয়ার কারণগুলো রহস্যজনক। এক একজন এক এক রকম কারণ বলেছে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের কাছে। সাতক্ষীরা ১২ রাইফেলস ব্যাটেলিয়নের এ্যাডজুটেন্ট ক্যাপ্টেন জহুর জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এদের ধরা হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৪ জুলাই ২০০৪

(২৩৯০)
রাজবাড়ি, নড়াইল ও সিংড়ায় সংখ্যালঘু বাড়িতে ডাকাতি

রাজবাড়ি ঃ জেলার পাংশা উপজেলায় মাচপাড়া ইউনিয়নের মথুরাপুর, গাড়াল এবং কানুখালীর ৩টি গ্রামে রোববার রাতে ১৭টি বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে। অমেরন্দ্র গোস্বামী, হরেন্দ্রনাথ, অনিল চন্দ্র, অজিত কুমার, নগেন, ইসলাম মিয়া, আবদুর রাজ্জাক, মোসলেম, আনন্দ, মাধাইবাড়িসহ ১৭টি বাড়িতে ডাকাতরা স্বর্ণ, নগদ অর্থ ও মালামালসহ প্রায় ৩ লাখ টাকার মালামাল লুটে নিয়ে যায়।

কালিয়া (নড়াইল) ঃ কালিয়ার পল্লীতে পাঁচ বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে।ডাকাতরা অস্ত্রের মুখে বাড়ির লোকজনকে জিম্মি করে নগদ টাকা, স্বর্ণালংকারসহ লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুট করে নেয়। এ সময় ডাকাতরা ৪ জন গ্রাম পাহারাদারকে পিটিয়ে আহত করে। জানা গেছে, সোমবার রাতে ১৫/২০ জনের একদল সশস্ত্র ডাকাত উপজেলার সিবানন্দপুর গ্রামের হাবিল মুন্সি ও মফিজুর মুন্সির বাড়িতে হানা দিয়ে নিজেদের পুলিশ পরিচয়ে ডেকে তুলে বাড়ির লোকজনকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে মালামাল লুট করে। পাহারাদার, সোমনাথ (৫০), বিদ্যুৎ (৩০), সুজয় (৩২) ও সনত দাশকে (৪০) মারপিট করে। ওই একই রাত ২টার দিকে খাশিয়াল গ্রামের মালেক মোল্যার বাড়িতে ডাকাতরা একই কায়দায় হানা দিয়ে মালামাল লুট করে নেয়।

সিংড়া ঃ সোমবার রাতে ৫০/৬০ জনের সশস্ত্র একদল ডাকাত বড়াইগ্রাম উপজেলার আটঘরিয়া জেলেপাড়ায় হানা দিয়ে ১০টি বাড়িতে ডাকাতি করেছে। ডাকাত দল গ্রামের চারদিকে ঘেরাও করে একে একে সুপন হালদার, মহাদেব হালদার, সুপদ হালদার, শ্রীবনাথ হালদার, সুদের হালদার, দীলিপ হালদার, হীরেন হালদার, বিমল হালদার, মন্টু হালদার ও শ্রীপতি হালদারের বাড়িতে হানা দিয়ে স্বর্ণালংকার ও নগদ টাকাসহ মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। এ সময় বাধা দেয়ায় ডাকাত দলের হামলায় সুপদ হালদার গুরুতর আহত হন।

যুগান্তর, ১৪ জুলাই ২০০৪

(২৩৯১)
দামুরহুদার দাসপাড়ায় স্বামীকে বেঁধে রেখে সন্ত্রাসীদের গৃহবধূ ধর্ষণ

চুয়াডাঙ্গা সংবাদদাতা ঃ গত রবিবার দিনগত রাতে চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলা সদরের চিৎলা হাসপাতাল সংলগ্ন দাসপাড়া মহল্লায় ঘরে ঢুকে স্বামীকে বেঁধে রেখে তারই সম্মুখে এক গৃহবধূকে গণধর্ষণ করেছে চিহ্নিত সশস্ত্র চাঁদাবাজরা

অভিযোগে বলা হয়েছে ঘটনার সময় রবিবার দিনগত রাত ১২ টায় ৭/৮ জনের এক সশস্ত্র চাঁদাবাজ দল দামুড়হুদা উপজেলা সদরের অনতিদুরে অবস্থিত চিৎলা উপজেলা হাসপাতাল সংলগ্ন দাসপাড়ার অজিত দাসের ঘরে ঢুকে আগন্তুক সন্ত্রাসীরা অস্ত্রের মুখে স্বামী অজিতের হাতপা বেঁধে রেখে তারই সম্মুখে তার স্ত্রীকে পর্যায়ক্রমে ধর্ষণ করে। ধর্ষণ শেষে থানা পুলিশকে বিষয়টি জানালে বাড়ির সকলকে প্রাণে মেরে ফেলবে বলে হুমকি দিয়ে চলে যায়। ধর্ষিতা পরিবারের অভিযোগে প্রকাশ, এ বিষয়ে গত সোমবার অজিত দাসরা দামুড়হুদা থানায় মামলা করতে গেলে থানায় কর্তব্যরত লোকজন বিষয়টি আমলে না নিয়ে অজিতদেরকে থানা থেকে তাড়িয়ে দেয়। জানা যায়, এ বিষয়ে পরে দামুড়হুড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার হস্তক্ষেপে পুলিশ দাস-পাড়ার ঐ বাড়িতে গিয়ে ঘটনাটি সম্পর্কে অবহিত হয়। তবে এখনও কেউ গ্রেফতার হয়নি। এদিকে প্রাণভয়ে এবং সন্ত্রাসীদের হুমকির মুখে ঐ দাসপাড়া মহল্লার ধর্ষিতা পরিবারটি ছাড়াও গোপাল বিপাল দুঃখ ও শান্তরা বসতভিটে ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার জন্য গোছগাছ করছে।

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৫ জুলাই ২০০৪

(২৩৯২)
বরগুনায় গৌরীচন্না আশ্রয়ন প্রকল্পের ১০টি হিন্দু পরিবারকে উচ্ছেদের পাঁয়তারা

মনির হোসেন কামাল, বরগুনা থেকে ঃ বরগুনা পৌর শহরস্থ স্টেডিয়াম সংলগ্ন গৌরীচন্না আশ্রয়ন প্রকল্পের ১০টি হিন্দু পরিবারকে উচ্ছেদের পাঁয়তারা চলছে। মুসলমানদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে পবিত্রতা রক্ষার দোহাই দিয়ে সরকারদলীয় একজন প্রভাবশালী নেতার ইন্ধনে নুরু মিয়া (কসাই) হিন্দু পরিবারগুলোকে আশ্রয়ন প্রকল্প ছেড়ে চলে যেতে হুমকি দিচ্ছে বলে ভুক্তভোগীরা অভিযোগ করেছেন। এছাড়া হিন্দু পরিবারের নেতৃস্থানীয় ২/১ জনকে মেরে ফেলারও হুমকি দেওয়া হয়েছে। তারা হুমকি দাঁতাদের হাতে-পায়ে ধরে মাথা গোঁজার ঠিকানা আশ্রয়ন প্রকল্পে থাকার শেষ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রকল্পে বসবাসকারী সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত ব্যারাক কমিটির সভাপতি জালাল ফকির বলেন, হিন্দুদের তাড়িয়ে দেওয়া হলে তার করার কিছুই থাকবে না।

জানা গেছে, গৌরীচন্না আশ্রয়ন প্রকল্পে ১০০টি পরিবার বসবাস করছে। গত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ১৯৯৮-৯৯টি ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। ঐ ঘরগুলোর ৪৭টি মুসলমান এবং ২৩টি হিন্দু পরিবারকে বরাদ্দ দেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে আরো ৩টি ব্যারাকে ৩০টি ঘর নির্মাণ করা হয়। ২০০৩ সালের ১৬ আগস্ট ঐ ঘরগুলোর ২০টি মুসলমান ও ১০টি হিন্দু পরিবারকে বরাদ্দপত্রের মাধ্যমে মালিকানা বুঝিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু সরকারিভাবে এখনো তাদের দলিল হস্তান্তর করা হয়নি। এই ১০টি ঘরে বাসনা রানী, অঞ্জনা রানী, অঞ্জলী রানী, তারানা, পুস্প রানী, সরস্বতী রানী, পরিবার-পরিজন নিয়ে বসবাস করছেন। এদের অধিকাংশের স্বামী নেই। নারী-পুরুষ সবাই মিলে দিনমজুরি করে কোনো রকমে বেঁচে আছেন।

গত ৬ মে পৌরসভা নির্বাচনের পরে হিন্দু পরিবারগুলোকে উচ্ছেদের পাঁয়তারা শুরু হয়। উচ্ছেদের কারণ হিসেবে বলা হয়, হিন্দুরা পার্শ্ববর্তী মসজিদের টিনের চালে পূজার ফুল ফেলেছেন। নামাজের সময় ঢোল-বাজনা বাজিয়ে নামাজ বিঘ্ন সৃষ্টি করছেন। মুসলমানদের পক্ষ থেকে এ ধরনের অভিযোগ করা হলেও হিন্দুরা তা অস্বীকার করেছেন।

আশ্রয়নে বসবাসকারী হিন্দু-মুসলমানদের সিংহভাগই বলেছেন, তুচ্ছ এ অভিযোগগুলো হিন্দু পরিবারগুলোকে উচ্ছেদ করার প্রকৃত কারণ নয় মূল কারণ হচ্ছে পৌরসভা নির্বাচন। হিন্দু পরিবারগুলোকে উচ্ছেদের হুমকিদাতা নুরু মিয়া আশ্রয়ন প্রকল্পের বাসিন্দা নন। তিনি একজন প্রভাবশালী নেতার আজ্ঞাবহনকারী হিসেবে হুমকি দিচ্ছে বলে জানা গেছে।

উচ্ছেদের কৌশল হিসেবে হিন্দুদের বলা হচ্ছে, অন্য একটি আশ্রয়ন প্রকল্পে তাদেরকে ঘর দেওয়া হবে। কিন্তু সেই পোটকাখালী প্রকল্পের ঘরগুলো বরাদ্দ ছাড়াই সরকারি দলের সন্ত্রাসীরা দখল করে নিয়েছে প্রকৃত ভূমিহীনরা ঘর পায়নি। অনেকে ঘর বরাদ্দ পেলেও সেখানে উঠতে পারেনি। গৌরীচন্না আশ্রয়ন প্রকল্পে আবুল রিপনের নামে বরাদ্দকৃত দুটি ঘর আবুল হোসেন ও আঃ ছালাম নামে দুজনকে নুরু মিয়া ভাড়া দিয়েছে।

ভোরের কাগজ, ১৬ জুলাই ২০০৪

(২৩৯৩)
সন্ত্রাসীদের হুমকির মুখে বাড়ি ছেড়েছে সংখ্যালঘু ৬ পরিবার

প্রতিনিধি দামুড়হুদা (চুয়াডাঙ্গা) ঃ দামুড়হুদা উপজেলা সদরের কাছে চিৎলা নতুনপাড়ার সংখ্যালঘু পরিবারের এক গৃহবধূ রোববার রাতে গণধর্ষণের শিকার হয়েছে। ধর্ষকদের ৩

জনকে ধর্ষিতার পরিবার চিনতে পেরেছে। একই পরিবারের আরেক গৃহবধূ ২০/২৫ দিন আগে গণধর্ষণের শিকার হয়েছিল। প্রকৃত ঘটনা আড়াল করে মামলা নিয়েছে থানা পুলিশ। পুলিশের এ রহস্যজনক ভূমিকা, ধর্ষকদের অব্যাহত হুমকি ও পরিবারের গৃহবধূরা অব্যাহতভাবে গণধর্ষণের শিকার হওয়ায় নিরাপত্তার অভাবে সংখ্যালঘু ৬ পরিবার ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছে। উপজেলার চিৎলা নতুনপাড়ার ওই সংখ্যালঘু বাড়িতে রোববার রাতে ৪/৫ জন অস্ত্রধারী প্রবেশ করে। তারা গৃহকর্তাকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে চকির নিচে ফেলে রাখে। এরপর অস্ত্রধারীরা গৃহকর্তার শিশুকন্যা লিপির (৩) গলায় অস্ত্র ধরে জবাই করে হত্যার ভয় দেখিয়ে গৃহবধূকে (২৮) পালাক্রমে ধর্ষণ করে। অস্ত্রধারীরা যাওয়ার সময় ওই পরিবারকে শাসিয়ে যায়, এ ঘটনা নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে সবাইকে হত্যা করা হবে। এ সময় তারা নিজেদের এ অঞ্চলের প্রভাবশালী একটি চরমপন্থী দলের সদস্য বলে পরিচয় দেয়। ভোররাতে ওই পরিবারের চিৎকারে প্রতিবেশীরা লাঠিসোঁটা নিয়ে ধর্ষককে খুঁজতে থাকে। এক পর্যায়ে তাদের ইট ভাটার ওপর বসে থাকতে দেখে ধরার জন্য ধাওয়া করলে তারা পালিয়ে যায়। ওই অবস্থায় গ্রামের সবাই বাড়ি না ফিরে সরাসরি দামুড়হুদা থানায় গিয়ে ধর্ষকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে তাদের বের করে দেয়া হয়। থানা থেকে বিতাড়িত হয়ে সংখ্যালঘু পরিবারগুলো বাস্তব ঘটনা চেপে যাওয়ার চেষ্টা করে।

তবে মঙ্গলবার বিকেলে তারা দামুড়হুদায় কর্মরত জাতীয় ও আঞ্চলিক বিভিন্ন পত্রিকার সাংবাদিকদের কাছে অকপটে প্রকৃত ঘটনার বর্ণনা দেয় এবং পুলিশের রহস্যজনক ভূমিকায় শংকিত বলে জানায়। এ ঘটনার মাসখানেক আগে ওই পরিবারের আরেক গৃহবধূকে অস্ত্রধারীরা বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গণধর্ষণ শেষে ভোররাতে ছেড়ে দেয়। এ ছাড়া কিছুদিন আগে একই পাড়ার দরিদ্র এক দিনমজুরের স্ত্রীকে অস্ত্রধারীরা গণধর্ষণ করেছে বলে জানা গেছে। ঘটনার ২ দিন অতিক্রম হলেও পুলিশ কাউকে আটক না করায় ধর্ষকরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং ধর্ষিতার পরিবারকে হত্যার হুমকি দিচ্ছে। ধর্ষিতার পরিবারসহ সংখ্যালঘু ৬ পরিবার মঙ্গলবার ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছে। এ ব্যাপারে দামুড়হুদা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বললে তিনি ধর্ষণের ঘটনা অস্বীকার করেন। তবে ঘটনার রাতে ৪/৫ অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী ওই পরিবারের ওপর চড়াও হয়েছিল বলে স্বীকার করেন।

সংবাদ, ১৬ জুলাই ২০০৪

(২৩৯৪)
উজিরপুর ওয়ার্কার্স পার্টি সভাপতিকে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা

বরিশাল প্রতিনিধি ঃ জেলার উজিরপুর উপজেলার ওয়ার্কার্স পার্টি সভাপতি, বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা বাবুলাল শীলকে (৪৯) হাজার হাজার লোকের সামনে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করেছে সশস্ত্র সর্বহারা পার্টির সদস্যরা। গতকাল শুক্রবার রাত সাড়ে ৮টায় ওই ঘটনা ঘটেছে। সর্বহারাদের গুলিবর্ষণে নিহত বাবুলাল শীলের স্ত্রীসহ আরো ৬ যুবক গুলিবিদ্ধ হয়েছে। হত্যার পর সশস্ত্র সর্বহারারা বাংলা ভাইয়ের স্লোগান দিতে দিতে ঘটনাস্থল ত্যাগ করে।

নিহত বাবুলাল শীলের পরিবার, উপজেলা শহরের প্রত্যক্ষদর্শী এবং পুলিশ সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে, গতকাল রাত সাড়ে ৮টায় সর্বহারা জিয়া গ্রুপের ১০/১৫ জনের একটি সশস্ত্র গ্রুপ বাজারে হানা দেয়। রহস্যজনক কারণে বাজারে এ সময় বিদ্যুৎ ছিল না। উজিরপুরের সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তি এবং রাজনৈতিক নেতা বাবুলাল শীল এ সময় তার উপজেলা শহরের পশ্চিম গলি সড়কের দ্বিতল ভবনের নিচতলায় বসা ছিলেন। বাজারের দিন হওয়ায় ঘরের দরজাও খোলা ছিল। সশস্ত্র সর্বহারারা ঘরে ঢুকে খুব কাছ থেকে বাবুলাল শীলের মাথা ও শরীর লক্ষ্য করে ৮/১০ রাউণ্ড গুলিবর্ষণ করে। এতে ঘটনাস্থলেই তিনি নিহত হন। স্বামীকে বাঁচাতে স্ত্রী সীমা রানী (৩০) এবং তার ভাই লিটন শীল (২৮) এগিয়ে এলে সর্বহারারা তাদেরকে লক্ষ্য করেও গুলি ছোড়ে। এতে এরা দুজন হাতে এবং পায়ে গুলিবিদ্ধ হন। হত্যা নিশ্চিত করার পর সশস্ত্র সর্বহারারা অস্ত্র উঁচিয়ে বাংলা ভাই স্লোগান দিতে দিতে পূর্ব গলি'র মসজিদের পাশ দিয়ে শহর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় ঐ এলাকার কয়েকজন দোকানি তাদেরকে চাঁদাবাজ-সন্ত্রাসী মনে করে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে।

ভোরের কাগজ, ১৭ জুলাই ২০০৪

(২৩৯৫)
কক্সবাজারে দখল হয়ে যাচ্ছে রাখাইনদের ধর্মীয় সামাজিক প্রতিষ্ঠানের জমি

হাসানুর রশীদ ঃ কক্সবাজার শহরসহ জেলার বিভিন্নস্থানে আদিবাসী রাখাইন সম্প্রদায়ের ধর্মীয়, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও শ্মশানের জমি দখল করে চলছে প্রভাবশালী মহল। শহরের জমি দখল ও পাহাড় কাটার ফলে ইতিমধ্যে দু' শ' বছরের একটি জাদি ধসে পড়েছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, শহর এলাকায় জমির মূল্য বেড়ে যাওয়ায় প্রভাবশালী মহলের নজরে পড়েছে সংখ্যালঘু রাখাইন সম্প্রদায়ের সম্পত্তির ওপর। পৌরসভার মধ্যে সম্প্রতি পাহাড়ি জমি দখলের হিড়িক পড়েছে। এ থেকে রাখাইনদের সম্পত্তিগুলো রক্ষা পাচ্ছে না । গত কয়েকবছরে দখল বেদখল আর পাহাড় কাটার ফলে দু' শ' বছরের পুরনো জাদি থেই ক্যাং দং ২০০০ সালের ১৭ আগস্ট বিদ্ধস্ত হয়েছে। এছাড়া আরও কয়েকটি প্যাগোডা-জাদি হুমকির মুখে। শহরের প্রাণকেন্দ্রে পাহাড়ের চুড়ায় দেড় শ' বছর পূর্বে নির্মিত না খু ধদং জাদির অবস্থা হুমকির মুখে পড়েছে। এই জাদিতে ওঠার সিড়িটির চারদিকের জমিগুলো দখল করে গড়ে উঠেছে শ' শ' বসতি। স্থানীয় প্রভাবশালী মহল ঘরবাড়ি নির্মাণ করে দেশের খরাপীড়িত উত্তরাঞ্চল ও নদী ভাঙা এলাকা থেকে আসা লোকজনদের ভাড়া দিচ্ছে। আবার অনেক দখলি জমি হাত বদল হয়েছে কয়েকবার।

এক শ্রেণীর প্রভাবশালী মহল নেপথ্যে অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গা নাগরিকদের দিয়ে জমি দখল করে নিচ্ছে। গড়ে তুলছে বসত বাড়ি। ক্যাং ধসে পড়ায় ওই এলাকার রাখাইনরা ধর্মীয় উৎসবে অংশ নিতে নানা সমস্যায় পড়েছে।

সূত্রে জানা গেছে, কক্সবাজার শহর ছাড়াও টেকনাফ, খুরুশকুল, মহেশখালী, চৌফলদণ্ডী, চকরিয়ার হারবাং, রামুসহ জেলার অন্যান্য এলাকায় ৩০ হাজার রাখাইন ছড়িয়ে রয়েছে। প্রায় সময় রাখাইন সম্প্রদায়ের লোকজন নানা অত্যাচার নির্যাতনের শিকার হচ্ছে, এই অভিযোগ রাখাইন সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, শহরের হিলটপ সার্কিট হাউজের নিচে অবস্থিত ক্যাং, টেকনাফের নাইটং পাড়া শ্মশান, মহেশখালীর গোরকঘাটা শ্মশান দখলের জন্য প্রভাবশালী মহল কয়েকবার চেষ্টা চালিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে জনপ্রতিনিধিরা বিভিন্ন অজুহাতে রাখাইনদের জমি-সম্পত্তি দখলের অভিযোগও রয়েছে।

চকরিয়া হারবাং এলাকার ৪ শ' রাখাইন পরিবারের সাত একর বিশিষ্ট শ্মশানের জমির তিন একর প্রভাবশালীরা দখল করে দোকানপাট ও বসতি নির্মাণ করেছে। এগুলো এখন স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় হওয়ায় রাখাইনরাও এসব নিয়ে আদালত ও থানায় যায় না। টেকনাফের

নাইটং পাড়া শ্মশানের ওপরে রোহিঙ্গারা বসতি নির্মাণ করেছে। টেকনাফ থানা পুলিশকে অবহিত করা হলেও তারা ব্যবস্থা নেয়নি বলে অভিযোগ রয়েছে।

শহরের অজ্ঞমেধা ক্যাং এর ৩ একর জমি বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স নামে একটি প্রতিষ্ঠান নিম্ন আদালতের রায় উপেক্ষা করে (উচ্চ আদালতে বিচারাধীন) ভবন নির্মাণ করেছে বলে অভিযোগ করেছেন রাখাইন বুড্ডিস্ট ওয়েলফেয়ার এ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি উ বা চং। তারা আরও অভিযোগ করেন চৌফলদণ্ডীর সাবেক চেয়ারম্যান মোঃ আলম ২ একর বিশিষ্ট ওই এলাকার শ্মশানটি দখল করে চিংড়ি ঘের তৈরি করেছে।

এভাবে অব্যাহতভাবে রাখাইনদের জমি, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি দখলের ফলে রাখাইন সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। এ ব্যাপারে তারা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

আজকের কাগজ, ১৭ জুলাই ২০০৪

(২৩৯৬)
মুক্তাগাছায় আদিবাসী এক পরিবারের সদস্যদের পিটিয়ে জখম

মুক্তগাছা (ময়মনসিংহ) থেকে সংবাদদাতা ঃ গত ১ জুলাই সন্ধ্যায় প্রত্যন্ত অঞ্চল বড়গ্রাম ইউনিয়নের রঘুনাথপুর গ্রামের একটি প্রভাবশালী মহল পিটিয়ে ৩ আদিবাসীকে জখম করেছে। প্রভাবশালীদের ভয়ে পরিবারটি এখন পালিয়ে বেড়াচ্ছে। আহত হয়েছে আদিবাসী চণ্ডি বর্মণ (৪৫), তার স্ত্রী সচী রানী বর্মণ (৪০) ও পুত্র কৃষ্ণ বর্মণ (১৮)। অভিযোগে প্রকাশ, প্রভাবশালীরা আদিবাসীদের চাষ করা ফসলের ক্ষেত বহুবার ছাগল দিয়ে খাইয়ে ক্ষয়ক্ষতি করে আসছে। অতিষ্ঠ হয়ে তারা প্রভাবশালীদের একটি ছাগল খোয়াড়ে দেয়। এই আদিবাসী পরিবারটি অন্যের জমি বরগা নিয়ে অতিকষ্টে চাষাবাদ করে সংসার চালায়।

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৭ জুলাই ২০০৪

(২৩৯৭)
রাঙ্গুনিয়ায় দুই লাখ টাকা দাবি করে হিন্দু পরিবারের কাছে উড়ো চিঠি না দিলে হত্যার হুমকি

রাঙ্গুনিয়া প্রতিনিধি ঃ রাঙ্গুনিয়ার একটি হিন্দু পরিবারের কাছে ২ লাখ টাকা দাবি করে উড়ো চিঠি দেওয়া হয়েছে। চিঠিতে বলা হয়েছে ২ রাখ টাকা আগামী ১ সপ্তাহের মধ্যে না দিলে পুরো পরিবারকে মেরে ফেলা হবে।

গত ১৫ জুলাই এলাকার তালুকদার বাড়ির গৌরাঙ্গ মোহন তালুকদারের প্রবাসী ছেলে তরুণ তালুকদারকে (৪২) ডাকযোগে এ চিঠি পাঠানো হয়। বেনামে এবং ঠিকানাবিহীন হাতে লেখা এ চিঠি পেয়ে তরুণের পিতা গৌরাঙ্গ (৮২) স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান নুরুল ইসলামকে নিয়ে থানায় গিয়ে চিঠিটি ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এনায়েতউদ্দিনের কাছে জমা করেন। ওসি তাৎক্ষণিকভাবে একটি জিডি এন্ট্রি করেন। ১৬ জুলাই পুলিশও বিষয়টি তদন্তের কাজে নেমে পড়ে। বেনামী চিঠি পাওয়ার পর গৌরাঙ্গ মোহনের পরিবার চরম আতঙ্কের মধ্যে দিনানিপাত করছে। এলাকাবাসী জানায়, স্থানীয় একটি চিহ্নিত সন্ত্রাসী গ্রুপ দীর্ঘদিন ধরে উড়ো চিঠির বাণিজ্যে লিপ্ত রয়েছে।

ভোরের কাগজ, ১৮ জুলাই ২০০৪

(২৩৯৮)
মহেশপুরে আদিবাসীদের বসতভিটা থেকে উচ্ছেদের পাঁয়তারা থানায় অভিযোগ

মহেশপুর (ঝিনাইদহ) সংবাদদাতা ঃ মহেশপুর উপজেলার খালিশপুর ব্রীজের নিকটে বসবাসকারী আদিবাসীদের বসত ভিটা থেকে উচ্ছেদের পাঁয়তারা করার অভিযোগ উঠেছে। আদিবাসী মহিলা থানায় অভিযোগ দায়ের করছে। পুলিশ ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, খালিশপুর ব্রীজের নিকট দীর্ঘদিন থেকে আদিবাসীরা বসবাস করে আসছে। কিন্তু এলাকার এক দল প্রভাবশালী মহল তাদেরকে তুলে দেয়ার পাঁয়তারা করেছে। তাদের চলার পথে বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে। উপাসনালয়ে যাওয়ার পথে দোকান ঘর নির্মাণ করা হচ্ছে। বাধা দেয়ার চেষ্টা করলে নানা ধরনের হুমকি দেয়া হচ্ছে। এ বিষয়ে আদিবাসী মহিলা রেনুবালা থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছে। কর্তব্যরত এ,এস,আই হানিফ জানায়, তারা অভিযোগ পেয়েছে এবং ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৮ জুলাই ২০০৪

(২৩৯৯)
নারায়ণগঞ্জের গ্রামে সংখ্যালঘু নির্যাতন ॥ স্থানীয়রা ভয়ে চুপ

কাগজ প্রতিবেদক ঃ নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে টান মুশরী গ্রামে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতনের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

স্থানীয় হাকিম মেম্বার তার পুত্র বাকী, জামান, বাচ্চু, মতিন, মোঘল, নাছির, মোক্তার ও কবির সংখ্যালঘুদের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালাচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন স্থানীয়রা। সম্প্রতি গংগামনি নামে এক মহিলার বাড়িতে প্রবেশ করে সন্ত্রাসীরা লুটতরাজ করে তার শ্লীলতা হানি করেছে। এ ব্যাপারে রূপগঞ্জ থানায় মামলা দায়ের হলেও পুলিশ এখনো কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি।

গত ২ জুলাই লক্ষণ নামে এক টেইলার মাস্টারকেও সন্ত্রাসীরা মারধর করে গুরুতর আহত করেছে। সন্ত্রাসীদের ভয়ে কেউ প্রতিবাদ করতে সাহস করে না।

ভোরের কাগজ, ১৯ জুলাই ২০০৪

(২৪০০)
প্রকাশ বর্মণ কোথায়?

দীপু সারোয়ার ঃ প্রকাশ বর্মণ কোথায়? পত্রিকায় ছবি ছাপা হয়েছে সে পুলিশের হাতে বন্দি; কিন্তু পুলিশ তাকে থানায়ও রাখেনি, কোর্টেও চালান দেয়নি, বলেছে ওকে তো ছেড়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু প্রকাশ বাড়ি ফেরেনি, তার কোন খোঁজও পাওয়া যাচ্ছে না।

গত ১৩ জুলাই রাজধানীর রায়েরবাজার এলাকায় সন্ত্রাসীর গুলিতে পুলিশ হত্যার পর ব্লক রেইডে আটক হয় রংপুরের কিশোর প্রকাশ চন্দ্র বর্মণ (১৪)। সোমবার রাতভর মোহাম্মদপুর থানা এলাকায় ব্লক রেইডে সে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। বুধবার 'সংবাদ'সহ ঢাকার একাধিক দৈনিকে প্রকাশিত ছবি দেখে পরিবারের লোকজন জানতে পারে, প্রকাশ মোহাম্মদপুর থানাহাজতে বন্দি। দিনমজুর বাবা-মায়ের সন্তান প্রকাশের দু'ভগ্নিপতি রোববার ভোরে ঢাকায়

এসে মোহাম্মদপুর থানায় গেলে পুলিশ তাদের জানায়, প্রকাশকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। হাজত থেকে মুক্তি পেয়ে সে কোথায় গেছে তা পুলিশ জানে না। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাইফুর রহমান বাবুল 'সংবাদকে জানান, রায়ের বাজারে পুলিশ হত্যার ঘটনায় ব্লক রেইডে যারা গ্রেফতার হয়েছিল তাদের ছেড়ে দেয়া হয়েছে। তবে থানার কর্তব্যরত ডিউটি অফিসার প্রকাশের আটক হওয়া ও থানাহাজত থেকে মুক্তির কোন রেকর্ড দেখাতে পারেননি। রেকর্ড না থাকার কারণ সম্পর্কে তিনি বলেন, ব্লক রেইডে যারা আটক হয়েছিল তাদের বেশিরভাগই আটকস্থল থেকেই ছাড়া পেয়েছে, ফলে থানায় রেকর্ড রাখার প্রয়োজন হয়নি; কিন্তু প্রকাশকে আটকের পর থানায় নিয়ে যাওয়া এবং তার হাজতবাসের সুস্পষ্ঠ প্রমাণ পত্রিকায় প্রকাশিত ছবি সম্পর্কে তিনি কোন উত্তর দিতে পারেননি।

রোববার দুপুরে প্রকাশের দু'ভগ্নিপতি 'সংবাদ'কে জানান, প্রকাশের সন্ধানে ভোররাতে তারা ঢাকা পৌঁছেছেন। ঢাকায় পৌঁছে তারা প্রথমে মোহাম্মদপুর থানায় যোগাযোগ করে প্রকাশের খবর পেতে ব্যর্থ হন। তাদের অভিযোগ, থানা পুলিশ সহযোগিতার পরিবর্তে অসহযোগিতাই করেছে। তাদের সমস্যার কথা শুনতেও পুলিশ আগ্রহী ছিল না। পরে তারা ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারেও খোঁজ নিয়েছেন।; কিন্তু জেল কর্তৃপক্ষ তাদের জানিয়েছেন, রংপুরের প্রকাশ নামে কোন কিশোর ৩/4 দিনের মধ্যে জেলে আসেনি।

প্রকাশের গ্রামের বাড়ি রংপুর সদরের কেরানীরহাট জগদীশপুর গ্রামে, বাবার নাম সুজন চন্দ্র বর্মণ। তিনি পেশায় দিনমজুর। ২ ভাই ও ২ বোনের মধ্যে প্রকাশ তৃতীয়। অভাবের সংসারে প্রকাশের পড়াশোনার সুযোগ মেলেনি। ছোটবেলাতে তাকে আয়ের জন্য ছুটতে হয়েছে। সে রংপুর ক্যান্টনমেন্ট বাজারের একটি টেইলার্সে কাজ করত। গত ১৩ জুলাই এলাকা থেকে রবিউল ইসলামের সঙ্গে প্রকাশ কাজের সন্ধানে ঢাকায় আসে। তারা জানান, প্রকাশের কোন আত্মীয়স্বজন ঢাকায় নেই। রবিউলের সন্ধানও তারা পাচ্ছেন না। রবিউল প্রকাশের পরিবারকে যে দু'টি মোবাইল ফোন নম্বর দিয়েছিল তাও বন্ধ আছে।

সংবাদ, ১৯ জুলাই ২০০৪

(২৪০১)
হবিগঞ্জে ফার্মাসিস্টকে কুপিয়ে হত্যা

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি ঃ শনিবার গভীর রাতে একদল দুর্বৃত্ত দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে শহরের চিড়াকান্দি এলাকার বাসিন্দা মিহির পালকে (৫০) কুপিয়ে খুন করেছে। তিনি ইমামবাড়ি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রর ফার্মাসিস্ট।

নিহতের পরিবার সূত্রে জানা গেছে, রাত অনুমান ৩টার দিকে ৭/৮ জনের একদল দুর্বৃত্ত মিহির পালের বাসায় প্রবেশের আগে টেলিফোন লাইন বিচ্ছিন্ন করে দেয়। দুর্বৃত্তরা ঘরে ঢুকতেই পরিবারের লোকজনকে একটি কক্ষে আটকে রেখে অপর কক্ষে মিহির পালকে উপর্যুপরি ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপাতে থাকে।

যুগান্তর, ১৯ জুলাই ২০০৪

(২৪০২)
গাজীপুর ও মাগুরায় ২ খুন

মাগুরা প্রতিনিধি ঃ মাগুরার মুহম্মদপুর উপজেলার বিনোদপুর গ্রামে চোরের ছুরিকাঘাতে আনন্দ সাহা (২৭) নামে এক যুবক খুন হয়েছে। গত শনিবার রাতে চার-পাঁচজন চোর জীবন সাহার বাড়িতে হাঁস-মুরগি চুরি করতে এলে হাঁস-মুরগির ছোটাছুটির শব্দে জীবন সাহার ছেলে

আনন্দ জেগে ওঠে। সে এক চোরকে জাপটে ধরলে অন্য চোরেরা তখন তাকে ছুরিকাঘাত করে। আনন্দের চিৎকারে জীবন সাহা এগিয়ে এলে চোররা তাকেও ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায়। বুকে ছুরিকাহত হয়ে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে কিছুক্ষণ পরই আনন্দের মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত জীবণ সাহাকে মাগুরা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তবে পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি।

প্রথম আলো, ১৯ জুলাই ২০০৪

(২৪০৩)
খুলনা যশোর মেহেরপুর ও হাটহাজারীতে ডাকাতি

স্টাফ রিপোর্টার, খুলনা অফিস ঃ খুলনার তেরখাদা থানার জয়সেনা গ্রামে একই রাতে পাঁচ বাড়িতে গণডাকাতি হয়েছে। ডাকাতের হামলায় ১০ জন আহত হয়েছে। গ্রামবাসী দুই ডাকাতকে ধরে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করেছে।

পুলিশ ও এলাকাবাসী জানায়, গত শুক্রবার গভীর রাতে সশস্ত্র একদল ডাকাত তেরখাদা থানার জয়সেনা গ্রামে চড়াও হয়। তারা একে একে বিমল চন্দ্র রায়, হরিপদ রায়, বোষ্টপদ রায়, পরিতোষ রায় ও সৈয়দ আলী শেখের বাড়ির দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে বাড়ির লোকদের মারপিট করে এবং অস্ত্রের মুখে সকলকে জিম্মি করে নগদ অর্থ ও স্বর্ণালংকারসহ দু'লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুট করে নেয়। এরপর নজীর হোসেন শেখের বাড়ির দরজা ভাঙার চেষ্টাকালে গ্রামবাসী জোটবদ্ধ হয়ে ডাকাতদের ধাওয়া করে। এ সময় পালাতে গিয়ে ডাকাতরা এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ করে ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে বাধাদানকারীদের কোপায়। এতে গুলিবিদ্ধ হয়ে মাহাবুব শেখ এবং অস্ত্রাঘাতে আহত হয় রাজ্জাক শেখ ও এমদাদুল শেখ।

এছাড়া ঘরে ঢুকে ডাকাতির সময় পিটিয়ে আহত করেছে বিমল রায়, স্ত্রী পারুল এবং তাদের ছেলে ও পুত্রবধূকে। কৃষ্ণপদ ও তার ছেলেকে মারপিট করেছে। হরিপদ ও তার স্ত্রী মালাও ডাকাতের প্রহারে আহত হন। বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসী দুই ডাকাতকে ধরে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশের হাতে সোপর্দ করেছে। এদের একজনের নাম আজমল এবং অন্যজনের পরিচয় পুলিশ জানতে পারেনি। যশোর থেকে স্টাফ রিপোর্টার জানান, কেশবপুরে শনিবার রাতে ৩ গ্রামের ৮ বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে। পুলিশ ও গ্রামবাসী জানায়, ১২/১৩ জনের ডাকাত দল উপজেলার দোরমুটিয়া গ্রামের আব্দুস সামাদ, সাত্তার, জলিল, জাহানপুরের আনসার সর্দার, শহিদুল ইসলাম, গাজী আব্দুল গনি ও আবুল বাসার এবং চালিতাবাড়িয়া গ্রামের বাবু দাসের বাড়িতে ডাকাতি হয় শনিবার রাতে। ডাকাত দল অস্ত্রের মুখে বাড়ির সবাইকে জিম্মি করে টাকা, সোনার গহনাসহ লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। গ্রামবাসী জানায়, পাশাপাশি ওই তিন গ্রামে ডাকাতি করার সময় ডাকাত দলের পরনে হাফপ্যান্ট ছিল। এ ব্যাপারে থানায় মামলা হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৯ জুলাই ২০০৪

(২৪০৪)
মাগুরা ও হবিগঞ্জে সন্ত্রাসীরা কুপিয়ে হত্যা করেছে দুই সংখ্যালঘুকে

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ঃ মাগুরা ও হবিগঞ্জের পৃথক ঘটনায় সন্ত্রাসীরা দু'টি সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর হামলা চালিয়ে ২ ব্যক্তিকে কুপিয়ে ও ছুরিকাঘাতে নৃসংশভাবে খুন করেছে। উভয় ঘটনায়

আহত হয়েছে আরও দুজন। এছাড়া সিলেটে প্রতিপক্ষের ছুরিকাঘাতে খুন হয়েছে এক লজিং মাস্টার। খবর স্টাফ রিপোর্টার ও সংবাদদাতাদের।

মাগুরা থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, মাগুরার মহম্মদপুর উপজেলার বিনোদপুর গ্রামের সরকারপাড়ায় শনিবার গভীর রাতে ৬/৭ সন্ত্রাসী সংখ্যালঘু গুড় ব্যবসায়ী জীবনকৃষ্ণ সাহার বাড়িতে হামলা করে তার একমাত্র ছেলে আনন্দ কুমার সাহাকে (২৫) বাড়ির উঠানে কুপিয়ে নৃসংশভাবে হত্যা করেছে। পিতা জীবনকৃষ্ণ সাহাকে (৫৫) সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়ে আহত করেছে। এ ঘটনায় সংখ্যালঘু অধ্যুষিত বিনোদপুর গ্রামের সংখ্যালঘুদের মধ্যে চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে।

হবিগঞ্জ থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, হবিগঞ্জ শহরের ঘনবসতি আবাসিক এলাকায় সংখ্যালঘু হিন্দু পরিবারের এক গৃহকর্তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে দুস্কৃতকারীরা। নবীগঞ্জ উপজেলাধীন কালিয়ারভাঙ্গা ইউনিয়ন সরকারি স্বাস্থ্য উপকেন্দ্রের ফার্মাসিস্ট মিহির চন্দ্র পাল (৪৭) নামে ওই ব্যক্তিকে রবিবার ভোররাতে হবিগঞ্জ শহরের চিড়াকান্দি এলাকাস্থ তাঁর নিজ বাসভবনে উপর্যুপরি ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়। এ সময় দুস্কৃতকারীরা নিহত মিহিরের ছোট ভাই শহরের চৌধুরী বাজারস্থ 'কনক' ফার্মেসির মালিক মোহিত চন্দ্র পালকে বেদম প্রহার ও ছুরি দিয়ে বাম হাতের রগ কেটে দেয়। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। মুমূর্ষু অবস্থায় তিনি এখন হবিগঞ্জ সদর হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছেন। শুধু তাই নয়, দুস্কৃতকারীরা অস্ত্রের মুখে মহিলাদের গলা ও আলমারি থেকে ৩ ভরি স্বর্ণালংকারসহ কাপড়চোপড় নিয়ে যায়। পরিবারের সদস্য ও পুলিশের প্রাথমিক অভিমত, এটি একটি নিছক ডাকাতির ঘটনা। হয়ত ডাকাত দলের কাউকে চিনে ফেলায় এ হত্যাকাণ্ডটি সংঘটিত হয়। তবে পুলিশ পুনরায় ভিন্ন কথাও বলছে, রাজনৈতিক বা পারিবারিক কলহের মতো কোন ঘটনা এ হত্যাকাণ্ডের পিছনে কাজ করছে কিনা তাও খতিয়ে দেখা হবে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৯ জুলাই ২০০৪

(২৪০৫)
রাণীনগরে আদিবাসী পল্লীতে লুটপাট মামলার আসামী বাংলা ভাই ক্যাডারকে ছেড়ে দিয়েছে পুলিশ

মামুন-অর-রশিদ/বিশ্বজিৎ মনি ঃ রাতের আঁধারে বাংলা ভাই ফের জঙ্গী তৎপরতা শুরু করার পর উত্তর জনপদে আবার আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। পুলিশের ভুমিকায় জনমনে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। রানীনগর থানার আদিবাসী পল্লীতে বাড়িঘর লুটপাট এবং ভাংচুরের ঘটনায় দায়ের করা মামলার আসামী জেএমবি ক্যাডার এবং স্থানীয় শান্তি কমিটির নেতা আলতাফকে ধরে পুলিশ ছেড়ে দিয়েছে। সরেজমিন তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনাকালে একটি মানবাধিকার সংগঠনের কর্মকর্তাদের সামনেই ঘটেছে এই ঘটনা। লোক দেখানোর জন্য পুলিশ আলতাফকে গ্রেফতার করলেও আপোস-ফর্মুলায় পুলিশ তাকে ছেড়ে দিয়েছে। এই ঘটনায় মানবাধিকার কর্মীরা বিস্ময় প্রকাশ করছে। জনগনের প্রয়োজন বিবেচনা কিংবা পুলিশ প্রশাসনের অপকর্মের স্থানীয় ও সংবাদ মাধ্যমের প্রতিবাদ কোন কিছুই তারা কেয়ার করছে না।পুলিশ প্রশাসন চাকরি বাঁচাতে গডফাদারদের খুশি রাখার কাজেই ব্যস্ত।

শুক্রবার রাতভর রানীনগর উপজেলার গ্রামের উত্তরপাড়া মসজিদে কথিত বাংলা ভাইয়ের বৈঠকের খবর প্রকাশিত হওয়ার পর নওগাঁয় বাংলা ভাইয়ের অনুগত কয়েক সাংবাদিক খবরটি 'ডাঁহা মিথ্যা' প্রচারণায় নামে। কিন্তু অপপ্রচার চালাতে গিয়ে তারা সুবিধা করতে পারেনি। দৈনিক জনকণ্ঠসহ দেশের প্রথম সারির আরও পাঁচটি জাতীয় দৈনিকে এই সংবাদ ছাপা হয়েছে। অন্যদিকে ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন এমন একজন ফোন করে বৈঠকের সত্যতা শনিবার জানিয়েছিলেন। বাংলা ভাইয়ের পক্ষে অপপ্রচার চালিয়ে সফল না হতে পেরে শেষ পর্যন্ত জেএমবি ক্যাডারখ্যাত সেই সকল সাংবাদিক স্থানীয় কয়েক সাংবাদিককে প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছে। জেএমবি ক্যাডাররা স্থানীয় সাংবাদিকদের বলেছে, 'সময় হলে সব টের পাবে'। এদিকে নতুন করে বাংলা ভাই রাত্রিকালীন অপারেশনে নামার পর উত্তর জনপদে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। হত্যা, নির্যাতন, লুটপাট ও গণচাঁদাবাজির প্রতিবাদে যাঁরা মুখ খুলতে শুরু করেছিলেন তাঁরা আবার বাংলা ভাইয়ের ভয়ে চুপসে গেছেন। ফলে পুলিশ প্রশাসন এতদিন জনগণের প্রতিবাদের মুখে বাংলাভাইয়ের আত্মগোপন অবস্থায় জনগণের পক্ষে দু'একটা কথা বলতে শুরু করলে তারা আবার ভোল পাল্টেছে। এই পুলিশ প্রশাসন এখন আবার বাংলা ভাইয়ের কাজ করছে।

বিশেষ ভবন সংশ্লিষ্ট এক তরুণ মন্ত্রী দু'সপ্তাহের জন্য আমেরিকা যাওয়ার আগে বাংলা ভাইকে মাঠে নামার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। এবার বাংলা ভাই ও জেএমবি ক্যাডারদের তৎপরতা মনিটর করবেন উত্তরাঞ্চলের এক মন্ত্রী যিনি পুলিশের উচ্চপদস্থ সাবেক এক কর্মকর্তার ছোটভাই এবং পেশাদার খুনী আরেক মন্ত্রী। তাদের সঙ্গে লিয়াজো মেইনটেন করবেন সোনার মুকুট পরিধানকারী 'তরুণ তুর্কী' খ্যাত এক এমপি। রাতের আঁধারে অপারেশনে নামা বাংলা ভাইয়ের পথ এখন আরও নিস্কন্টক হয়েছে। বাংলা ভাই রবিবার সন্ধ্যার পর বাগমারা এলাকায় গেছে বলে সেখান থেকে মোবাইল ফোনে সংশ্লিষ্ট একজন এই প্রতিবেদককে জানিয়েছে। এবার হামলা, নির্যাতন ও মৃত্যুদণ্ডের দিকে বেশি না ঝুঁকে গ্রামে গ্রামে শান্তি কমিটি গঠনের ওপর গুরুত্ব দিয়েছে বাংলা ভাইয়ের নেপথ্য গডফাদারখ্যাত জোট সরকারের মন্ত্রী ও উপমন্ত্রী। জনগণ বাংলা ভাইয়ের আতঙ্কে আবার এলাকা ছাড়তে শুরু করেছে।

নওগাঁ অঞ্চলে সরেজমিন তদন্ত কার্যক্রমকালে এইচআরসিবিএম মানবাধিকার সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সামনে আদিবাসী পল্লীতে হামলার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার দায়ে পুলিশ আলতাফকে গ্রেফতার করে। রানীনগর থানার এসআই খায়রুল আদিবাসী যুবক নগেনের দায়ের করা মামলার তিন নম্বর আসামী আলতাফকে গ্রেফতার করার কিছুক্ষণ পর ছেড়ে দেয়। পুলিশ কর্মকর্তা মানবাধিকারকর্মীদের একথা বাইরে প্রকাশ না করার অনুরোধ জানান।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৯ জুলাই ২০০৪

(২৪০৬)
কালীমন্দির ভাঙচুর
লুটপাটের প্রতিবাদে দেবিদ্বারে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সংবাদ সম্মেলন

দেবিদ্বার প্রতিনিধি ঃ উপজেলার পদ্মকোট গ্রামের সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের কালী মন্দির ভাঙচুর-লুটপাট, পূজা-পার্বণ অনুষ্ঠানে বাধা প্রদান, পূজায় অংশগ্রহণকারী মহিলাদের লাঞ্ছিত করা এবং পূজার স্থানটি দখল করে নেওয়াসহ সংখ্যালঘু গ্রামবাসীদের উচ্ছেদ, ষড়যন্ত্র ও জীবণ নাশের হুমকির প্রতিবাদে গতকাল বিকেলে দেবিদ্বার, প্রেসক্লাবে হিন্দু সম্প্রদায় এক সংবাদ সম্মেলন করেছে।

সংবাদ সম্মেলনে পদ্মকোট হিন্দু সম্প্রদায়ের পক্ষে পূজা কমিটির সভাপতি নিবারন চন্দ্র দেবনাথ লিখিত বক্তব্যে জানান, গত ২৫ জুন গভীর রাতে স্থানীয় এক শিল্পপতির নির্দেশে তার

সহযোগী মাজু মিয়া, শফিকুল ইসলাম, ফজলুল হক সরকারের নেতৃত্বে ২০/২৫ জনের একটি সংঘবদ্ধ সন্ত্রাসী চক্র শ্যামাকালী মন্দিরও মন্দিরের ঘর ভাঙচুর ও লুটপাট করে নিয়ে যায়। গত ১৮ জুলাই সকালে ঐস্থানে একটি শিশুর ৫ বছর পূর্তিতে সুভযাত্রা উপলক্ষে পূজা করতে গেলে স্থানীয় সন্ত্রাসী ফজলুল হক সরকার মারধর, লাঞ্ছিত ও গালমন্দ করে তাড়িয়ে দেয়। ওই সকল ঘটনায় একাধিক মামলা, জিডি, প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, স্থানীয় সাংসদসহ প্রশাসনের নিকট বারবার লিখিত আবেদন করেও কোনও প্রতিকার হয়নি। তিনি আরও জানান, একটি চিহ্নিত প্রভাবশালী সন্ত্রাসী চক্র নেপথ্যে থেকে পদ্মকোট গ্রামের সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়কে উচ্ছেদ ষড়যন্ত্রের নীল নকশায় ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করেই ক্ষান্ত হয়নি, মহিলাদের লাঞ্ছিত, মারধর ও জীবন নাশের হুমকি দিয়ে আসছে।

সংবাদ সম্মেলনে প্রশাসনের নিকট ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে দোষী ব্যক্তিদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির এবং শ্যামা কালী মন্দির নির্মাণ করে পুনঃবহালের দাবি জানিয়ে কোন প্রতিকার না পাওয়ায় ২০ জুলাই জেলা প্রশাসকের নিকট স্মারকলিপি প্রদান, ২২ জুলাই উপজেলা সদরে মানববন্ধন এবং ২৪ জুলাই উপজেলা পরিষদ চত্বরের শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে আমরণ অনশন কর্মসূচি পালনেরও ঘোষণা দেওয়া হয়। সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, নারায়ণ চন্দ্র শীল, মায়া রাণী সূত্রধর, চিত্তরঞ্জন চন্দ্র সূত্রধর, সন্ধ্যা রানী সূত্রধর, ধীরেন্দ্র চন্দ্র সূত্রধর, আরবালা সূত্রধর, অরুণ বালা সূত্রধর প্রমুখ।

আজকের কাগজ, ২০ জুলাই ২০০৪

(২৪০৭)
রাণীনগরে সুশীল বিশ্বাসের ৫০ বিঘা জমির ধান লুট করেছে বাংলা ভাই ক্যাডাররা

মামুন-অর-রশিদ ঃ বাংলা ভাইয়ের জেএমবি ক্যাডাররা নওগাঁ জেলার রানীনগর উপজেলার বড়গাছা ইউনিয়নের সুশীল বিশ্বাসের ৫০ বিঘা জমির ধান লুট করে নিয়েছে। শুধু ধান নয়, প্রায় ২২ লাখ টাকার সম্পদ লুট করে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে তাদের। এখন ব্যাপক হারে চলছে লুটপাট। আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত পুলিশ সরকারদলীয় এমপি-মন্ত্রীদের হুকুম তামিল করতে গিয়ে সুযোগের যথাযথ ব্যবহার করছে। জেএমবি ক্যাডারদের লুটের অর্থে কমিশন নিচ্ছে খোদ পুলিশ। বড়গাছা গ্রামে জেএমবি ক্যাডাররা এক শ' ২০ জনের তালিকা তৈরি করে সকলের বিরুদ্ধে সর্বহারার অভিযোগ এনে পাঁচ টাকা করে জমা দিয়ে নাম কাটানোর নির্দেশ দিয়েছে। অন্যথা হলে তালিকাভুক্তদের সর্বহারার অভিযোগ এনে পুলিশের হাতে তুলে দেয়ার হুমকি দিচ্ছে। কথিত সর্বহারার অভিযোগ থেকে বাঁচতে অনেক সাধারণ মানুষ এখন নিরুপায় হয়ে জেএমবিতে যোগ দিচ্ছে। জেএমবি ক্যাডার এবং পুলিশ এখন মাসতুত ভাই সেজে চালাচ্ছে লুটপাট। পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করার কারণে যথাযথ কমিশন তাদের দেয়া হচ্ছে।

বড়গাছা গ্রামের সুশীল বিশ্বাস সেই আমলের জমিদার পরিবারের সন্তান। তার কোন ছেলে নাই। মেয়ের ঘরে নাতি জগন্নাথ বিশ্বাস দেখাশোনা করত সহায়সম্পত্তি। সুশীল বিশ্বাসের একশ' ২০ বিঘা জমির প্রতি অনেকের চোখ দীর্ঘদিন ধরে। বাংলা ভাইয়ের জেএমবি ক্যাডাররা মাঠে নামার পরই মোক্ষম সুযোগ পেয়ে যায় দীর্ঘদিন যাদের টার্গেট ছিল এই সম্পদের ওপর। জেএমবি ক্যাডাররা বৃদ্ধ সুশীল বিশ্বাসের যাবতীয় সহায়সম্পত্তি লুটপাট করার লক্ষ্যে নাতি জগন্নাথ বিশ্বাসকে সর্বহারা অভিহিত করে মারধর করার পর এলাকা থেকে তাড়িয়ে দেয়। সুশীল বিশ্বাসের বাড়ির কাজের লোক হরেন দাসকে বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। এই হিন্দু পরিবারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ধান ব্যবসায়ী আমজাদ

হোসেনকে এলাকা ছাড়ার হুমকি দিলে সে প্রাণভয়ে আত্মগোপন করে। মাসখানেক আগে সুশীল বিশ্বাসের বাড়িতে হামলা চালিয়ে ঘরদুয়ার ভেঙ্গে তছনছ করে। দীর্ঘ আকৃতির বড় পুকুর থেকে চাষের মাছ তুলে নেয়। পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা ৮০ তালগাছ বিক্রি করে সমূদয় অর্থ আত্মসাত করে নেয় জেএমবি ক্যাডাররা। পেশাদার খুনী সেই প্রতিমন্ত্রীর ডানহস্ত বলে পরিচিত মন্টু ডাক্তার এসব ঘটনার নেতৃত্ব দেয়।

জেএমবি ক্যাডারদের সর্বশেষ টার্গেট সুশীল বিশ্বাসের এক শ' ২০ বিঘা ধানী জমির প্রতি। এবার সুশীল বিশ্বাস বর্গাচাষী দিয়ে ৭০ বিঘা জমি চাষ করিয়েছিলেন। এই জমির ২০ বিঘা পরিমাণ ধান কাটার পর প্রাণ রক্ষার জন্য পরিবারের সবাইকে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে। এই সুযোগে গত এক সপ্তাহ ধরে ৫০ বিঘা জমির ধান কেটে নিচ্ছে জেএমবি ক্যাডাররা। মন্টু ডাক্তারের নেতৃত্বে ধান কাটার কাজ তদারক করে এই ডাক্তারের পুত্র বোরহান, ডাক্তারের সহযোগী মানিক, বাবু, শামীম, আরিফ, অফির, ইনছের, রিপন প্রমুখ। এ সকল ক্যাডার সফল অপারেশনের পর সেই প্রতিমন্ত্রীর বাহবাও পেয়েছে। ৫০ বিঘা জমির দান লুটের ঘটনা বড়গাছা পুলিশ ক্যাম্পের সামনেই ঘটেছে। পুলিশ ছিল নিষ্ক্রিয়। নিষ্ক্রিয়তার পারিতোষিক হিসাবে পুলিশ লুণ্ঠিত অর্থের ভাগবাটোয়ারা নিয়ে জেএমবি ক্যাডারদের মধ্যে মনোমালিন্য হয়েছে। জেএমবির সঙ্গে সম্পৃক্ত জামাল অন্যদের জানিয়ে দিয়েছে, সর্বহারা নিধন ছাড়া জেএমবির অন্য কোন কাজে সে সম্পৃক্ত থাকবে না। একই সঙ্গে সে তার সাবেক সহকর্মী জেএমবি ক্যাডারদের জানিয়ে দিয়েছে, এসব লুটপাট, চাঁদাবাজি, থানার দালালি, সর্বহারা অভিযোগ এনে সাধারণ মানুষকে হয়রানির দায়দায়িত্ব সে নেবে না।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২০ জুলাই ২০০৪

(২৪০৮)
মাগুরায় একরাতে ২ বাড়িতে ডাকাতি

প্রতিনিধি, মাগুরা ঃ সদর উপজেলার নড়িহাটি গ্রামে রোববার রাতে দু'বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে। ২০/২৫ জনের ডাকাতদল রাতে খলিলুর রহমানের বাড়িতে চড়াও হয়ে নগদ টাকা ও সোনার গহনাসহ লক্ষাধিক টাকার মলামাল নিয়ে যায়। ডাকাতদল পরে ধনাঢ্য ব্যবসায়ী গজন্নাথ বসুর বাড়িতে হানা দিয়ে সোনার গহনা, রঙিন টিভি, মোবাইল ফোনসহ লক্ষাধিক টাকার মালামাল নিয়ে যায়।

সংবাদ, ২১ জুলাই ২০০৪

(২৪০৯)
দেবিদ্বারে মন্দির ভাঙচুর ঘটনায় ২ জন গ্রেফতার

দেবিদ্বার (কুমিল্লা) প্রতিনিধি ঃ উপজেলার পদ্মকোট গ্রামের শ্যামা কালীমন্দির ভাঙচুর ও লুটের ঘটনায় দায়েরকৃত মামলায় মঙ্গলবার ভোর রাতে পুলিশ দু'জনকে গ্রেফতার করে আদালতে সোপর্দ করেছে। গ্রেফতারকৃতরা হচ্ছে পদ্মকোট গ্রামের আঃ রহিম এবং আঃ কাদের। মন্দির ভাংচুরের ঘটনায় মঙ্গলবার সকালে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায় বিক্ষোভ মিছিল করে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে স্থানীয় লোকজনের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এক সমঝোতা বৈঠকে হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য বিকল্প স্থানে একটি মন্দির নির্মাণ করে দেয়ার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু সম্প্রদায়ের সব আন্দোলন কর্মসূচি স্থগিত ঘোষণা করা হয়।

যুগান্তর, ২১ জুলাই ২০০৪

(২৪১০)
বাংলাদেশে আদিবাসীরা নিগৃহীত ও বৈষম্যের শিকার ॥ ডিট্রিস এন্ড্রেইস

কাগজ প্রতিবেদক ঃ বাংলাদেশের আদিবাসীরা নানাভাবে নিগৃহীত ও বৈষম্যের শিকার। তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য কর্তৃক নানারকম সাংস্কৃতিক বৈষম্যের শিকার হচ্ছে।

গতকাল রাজধানীর গুলশানে বেসরকারি সংগঠন 'অধিকার' আয়োজিত 'আদিবাসীদের মানবাধিকার, তথ্য সংরক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জার্মান রাষ্ট্রদূত ডিট্রিস এণ্ড্রেইস এ কথা বলেন।

প্রশিক্ষণ কার্যালয় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দি ডেইলি স্টারের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক সৈয়দ ফাহিম মোনায়েম। সভাপতিত্ব করেন অধিকারের পরিচালক মাসুদ আলম রাগীব আহসান। প্রশিক্ষণ আদিবাসী সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

ডিট্রিস এণ্ড্রেইস বলেন, আদিবাসীরা তাদের ভূমি অধিকার থেকে বঞ্চিত। তাছাড়াও রয়েছে জমিজমা সংক্রান্ত নানা বিরোধ। এদেশে আদিবাসীদের নিজস্ব ভাষায় শিক্ষা লাভের ব্যবস্থা নেই। গারো সম্প্রদায়কে ইকো-পার্ক স্থাপনের নামে হয়রানি করা হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি কমিশন কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না। এদেশে আদিবাসীদের অধিকার রক্ষায় যথেষ্ট আইন থাকলেও তার প্রয়োগ নেই।

যুগান্তর, ২১ জুলাই ২০০৪

(২৪১১)
মঠবাড়িয়ায় ৪ সংখ্যালঘু পরিবারকে উচ্ছেদের পায়তারা

নিজস্ব সংবাদদাতা, মঠবাড়িয়া ঃ মঠবাড়িয়ায় একটি ইউনিয়নের হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় ৪ সংখ্যালঘু পরিবারকে স্থানীয় একটি সন্ত্রাসী ও জালিয়াত চক্র বসতবাড়ি থেকে উচ্ছেদের পাঁয়তারা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ঐ সন্ত্রাসীদের অব্যাহত হুমকির মুখে অসহায় পরিবারগুলো এখন নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। সন্ত্রাসীদের কবল থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য স্থানীয় প্রশাসনসহ গণ্যমান্য ব্যক্তির কাছে বার বার ধর্না দিয়েও তারা কোন সুরাহা পায়নি। প্রাপ্ত অভিযোগ থেকে জানা গেছে, উপজেলার তুষখালী ইউনিয়নের গুদিকাটা গ্রামের হাওলাদার ও বৈরাগী বাড়ির মৃত অনিল চন্দ্র হাওলাদারের স্ত্রী মালতী রানী হাওলাদার, অতুল চন্দ্র বৈরাগী, যতিন্দ্রনাথ হাওলাদার তাদের পৈত্রিক ও ক্রয়সুত্রের দখলীয় জমি দীর্ঘদিন ধরে ভোগদখল করে আসছে। ঐ জমিতে বিধবা মালতি রানীর কোন পুত্রসন্তান না থাকায় কলেজপড়ুয়া চারটি মেয়ে নিয়ে নিজের ভিটেটিতে বসবাস করে আসছে। কিন্তু এলাকার একটি প্রভাবশালী মহল ঐ সম্পত্তি সংলগ্ন জেলা পরিষদের জমিতে অবৈধভাবে দু'টো দোকানঘর রাখা নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি করে। বিরোধের জের ধরে চক্রটি কৌশলে জাল দলিলের মাধ্যমে ঐ পরিবারগুলোকে হয়রানি করছে। মালতি রাণী জানান, ঐ জালিয়াত চক্রের কেউ কেউ ইতোপূর্বে তুষখালী ইউনিয়নের কিছু জমির জাল দলিল করার অভিযোগে গ্রেফতার হয়। যা বর্তমানে পিরোজপুর আদালতে বিচারাধীন।

এদিকে ঐ সন্ত্রাসীরা তাদের বিভিন্ন রকম হুমকি দিয়ে যাচ্ছে। ফলে উক্ত পরিবারের সদস্যরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২২ জুলাই ২০০৪

(২৪১২)
কুষ্টিয়ায় সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে হিন্দু পরিবারের সম্পত্তি দখলের পায়তারা

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি ঃ কুষ্টিয়া শহরে একটি প্রভাবশালী মহল প্রভাব খাটিয়ে বেআইনিভাবে লিজ গ্রহণ করে জোরপূর্বক সাইন বোর্ড ঝুলিয়ে এক সংখ্যালঘু পরিবারের ১ একর ২৬ শতক জমি দখল করে নেওয়ার পাঁয়তারা করছে। হুমকির মুখে পরিবারটি চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। এ ঘটনায় সংখ্যালঘুদের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।

অভিযোগে জানা যায়, গত ১৫ জুলাই আওয়ামী লীগ সমর্থিত পরাজিত কমিশনার প্রার্থী কহিনূর খান, বিএনপি সমর্থিত পরাজিত কমিশনার প্রার্থী কামরুজ্জামান, আব্দুল আজিজসহ একটি প্রভাবশালী গ্রুপ পাকা প্রাচীর ভেঙে শহরের কালীশংকরপুরের মৃত মদন মোহন পালের স্বত্ব দখলীয় সম্পত্তিতে জোরপূর্বক সাইনবোর্ড টাঙিয়ে দিয়েছে। এর আগে ৭ জুলাইও তারা দখল করতে গেলে পুলিশি বাধার মুখে তা ব্যর্থ হয়।

এ ব্যাপারে মৃত মদন মোহন পালের ছেলে প্রণব কুমার পাল জেলা প্রশাসক ও স্থানীয় থানায় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দরখাস্ত করেছেন। দরখাস্তে তিনি অভিযোগ করেন, এলাকার একটি প্রভাবশালী মহল নানা কৌশলে প্রভাব খাটিয়ে বেআইনিভাবে লিজ গ্রহণ করে তাদের ১ একর ২৬ শতক জমি দখল করে নেওয়ার পাঁয়তারা করছে। তিনি তার পিতার নামের আরএস রেকর্ডীয় সম্পত্তি দেওয়ানী আদালতে রেকর্ড সংশোধনের মামলা ছাড়া অন্যকে লিজ প্রদান আইনসিদ্ধ নয় বলে আবেদনে উল্লেখ করেন। তিনি কাগজপত্র পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসকের কাছে আবেদন করেছেন।

এদিকে এ ঘটনার পর থেকে পরিবারটি চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। প্রতিনিয়ত তারা হুমকির মুখে রয়েছে। আপত্তি তুলে নেওয়ার জন্যও দখলকারী চক্র হুমকি দিয়ে যাচ্ছে বলে জানা গেছে। এ ঘটনায় অন্য সংখ্যালঘু পরিবারে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।

ভোরের কাগজ, ২৪ জুলাই ২০০৪

(২৪১৩)
দামুড়হুদায় সন্ত্রাসীদের তাণ্ডব
থানা ধর্ষণ মামলা না নেওয়ায় ৬টি হিন্দু পরিবার বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে

দামুড়হুদা (চুয়াডাঙ্গা) সংবাদদাতা ঃ দামুড়হুদা উপজেলা সদর ইউনিয়নের চিৎলা হাসপাতাল পাড়ার সংখ্যালঘু দাস সম্প্রদায়ের এক গৃহবধু ধর্ষিত হওয়ার পর সন্ত্রাসীদের ভয়ে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারসহ ৬টি পরিবার বাড়িঘর ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে গেছে। এ ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারটি থানায় মামলা করতে গেলে থানা মামলা নেয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে।

জানা গেছে, 'দীর্ঘদিন ধরে উপজেলার গোবিন্দহুদা গ্রামে হুন্দু, বাবুল ও দেলোয়ার নামে ৩ জনের নেতৃত্বে একটি দুর্বৃত্তদল চাঁদাবাজি ও ধর্ষণের ঘটনা ঘটিয়ে চললেও এলাকাবাসী তাদের ভয়ে মুখ খুলেতে পারে না। ফলে দিন দিন তাদের অত্যাচার-নির্যাতন বেড়েই চলেছে। গত ১১ জুলাই রাত ১২টার দিকে সন্ত্রাসীরা দাসপাড়ার একটি ঘরে প্রবেশ করে গৃহকর্তার হাত-পা-চোখ বেঁধে তার স্ত্রী ৩ কন্যার জননীকে (২৮) গণধর্ষণ করে। রাতভর গণধর্ষণের পর ভোর ৪টার দিকে পাড়ার লোকজন বিষয়টি টের পেয়ে একত্রিত হতে থাকলে সশস্ত্র ৩ সন্ত্রাসী অবস্থা বেগতিক দেখে পালিয়ে যায়। এ সন্ত্রাসীরা হলো হুন্দু বাবুল ও দেলোয়ার। ঘটনার পর সকালে দাসপাড়াবাসী দামুড়হুদা থানায় মামলা করতে গেলে পুলিশ মামলা না নিয়ে তাদের

তাড়িয়ে দেয়। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসহ দাস সম্প্রদায়ের ৬টি অসহায় পরিবার নিরাপত্তার অভাবে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে এসে দামুড়হুদা দাস পাড়ায় আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে।

ঘটনাটি স্থানীয় একটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশের পর দামুড়হুদা থানার নির্বাহী অফিসার রুহুল আমিন ও ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা রফিকুল ইসলাম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। গত ১৪ জুলাই বিকালে ধর্ষিতা ও তার স্বামীকে দামুড়হুদা থানায় ডেকে এনে পুলিশ ঘটনাটি চেপে যাওয়ার জন্য বিভিন্নরকম হুমকি-ধমকি দেয় বলে তারা দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে ধর্ষণ ঘটনার বিস্তারিত জানিয়ে এ ব্যাপারে তদন্তপূর্বক সুষ্ঠু বিচার দাবিসহ তাদের জীবনের নিরাপত্তা চেয়েছে। এতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তাদের সুবিচারের আশ্বাস দেন।

এদিকে হুন্দু, বাবুল ও দেলোয়ারের সন্ত্রাসীদল ধর্ষিতার পরিবারকে বিভিন্নভাবে হুমকি দিচ্ছে মামলা না করার জন্য। ফলে পরিবারটি চরম আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে। সরজমিন ঘুরে জানা যায়, এ সন্ত্রাসী গ্রুপটি প্রভাবশালীদের ছত্রছায়ায় থেকে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে।

উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে ওই সন্ত্রাসী চক্র ধর্ষিতার স্বামীর বড়ো ভাইয়ের স্ত্রীকেও ঘর থেকে তুলে নিয়ে মাঠের মধ্যে ধর্ষণ করে ছেড়ে দেয়। সে সময় সন্ত্রাসীরা ধর্ষিতাকে ঘটনা প্রকাশ করলে তারা তার স্বামীকে খুন করার হুমকি দেয়। ফলে তারা কাউকে ওই ঘটনা বলেনি।

এসব ঘটনার পরও সন্ত্রাসীরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পুলিশ তাদের আটক করছে না। ফলে এলাকাবাসী চরম আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। এ ব্যাপারে তারা অভিযুক্ত ব্যক্তিদের দ্রুত গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির জোর দাবি জানিয়েছে।

ভোরের কাগজ, ২৪ জুলাই ২০০৪

(২৪১৪)
ঝালকাঠিতে দু'রাতে ৯ বাড়িতে ডাকাতি ॥ দু'টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসহ ৩ বাড়িতে চুরি

ঝালকাঠি প্রতিনিধি ঃ ঝালকাঠিতে গত বুধ ও বৃহস্পতিবার রাতে নয় বাড়িতে ডাকাতি এবং শহরের দু'টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে চুরি সংঘটিত হয়েছে। এসব ঘটনায় এক স্কুল শিক্ষক গুলিবিদ্ধসহ দু'জন আহত হয়েছে।

জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার গভীর রাতে দু'বাড়ির ছয়টি ঘরে ডাকাতি হয়েছে। ডাকাতদের হামলায় নিহার (২৮) নামে এক ব্যক্তি আহত হয়েছে। ডাকাতরা স্বর্ণালংকার ও নগদ অর্থসহ তিন লক্ষাধিক টাকার মালামাল নিয়ে যায়।

একই রাতে জেলা শহরের কুমারপট্টি রোডস্থ সিলিকন ডিসপ্লে সেন্টার নামের একটি ইলেক্ট্রনিক্সের দোকানে চুরি হয়। এতে ১ লাখ ৬৬ হাজার টাকার মালামাল লুণ্ঠিত হয়েছে। বুধবার রাতে নলছিটি উপজেলার মালুহার গ্রামের বাদল কুমার নাগ, পশ্চিম কামদেবপুর গ্রামের পুলিশ কর্মকর্তা মোজাম্মেল হোসেন এবং একই গ্রামের মোকলেস হাওলাদারের বাড়িতে হানা দিয়ে ডাকাতরা দু'লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুটে নেয়। ডাকাতদের বাধা দিতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হন প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক বাদল কুমার নাগ (৩৫)। একই রাতে ঝালকাঠি শহরের ডাক্তারপট্টি রোডস্থ দি মুসলিম জুয়েলারিতে দুর্ধর্ষ চুরি হয়। এতে লুণ্ঠিত হয় লক্ষাধিক টাকার মালামাল।

আজকের কাগজ, ২৪ জুলাই ২০০৪

(২৪১৫)

বন্দরে বানভাসি এক কিশোরীকে রাতভর ধর্ষণ ॥ গ্রেফতার-১

নারায়ণগঞ্জ, ২৩ জুলাই, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বন্দরে বন্যাদুর্গত সংখ্যালঘু এক কিশোরীকে আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার নাম করে রাতভর ধর্ষণ করেছে ৪ সন্ত্রাসী। ঘটনাটি ঘটেছে বন্দর থানার কলাগাছিয়া জিওধারা এলাকায়। বুধবার রাতে এ ঘটনা ঘটলেও মামলা হয়েছে শুক্রবার বিকালে। পুলিশ দেলোয়ার (২০) নামে একজনকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, বন্যায় বাড়িঘর ডুবে যাওয়ায় ধর্ষিতা কিশোরীকে আশ্রয়কেন্দ্রে নেয়ার কথা বলে বুধবার রাত ৯টায় নৌকায় তোলে স্থানীয় ৪ যুবক। তারা নির্জন স্থানে আটকে রেখে রাতভর ধর্ষণ করে তাকে। ধর্ষক দেলোয়ার,লিটন, আনোয়ার ও হীরার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। দেলোয়ার ছাড়া অন্য ৩ ধর্ষককে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৪ জুলাই ২০০৪

(২৪১৬)
সংখ্যালঘুরা দেশত্যাগে বাধ্য হচ্ছে ঃ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ

কাগজ প্রতিবেদক ঃ বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের কারণে সংখ্যালঘুরা দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছে। সরকার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে এটা প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়।

গতকাল কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে 'হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ' আয়োজিত সাম্প্রদায়িকতা ও সন্ত্রাস বিরোধী সমাবেশে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. নিম চন্দ্র ভৌমিক অভিযোগ করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের ঢাকা মহানগরের সাধারণ সম্পাদক পরিমল চন্দ্র দে, সহ-সম্পাদক নির্মল চ্যাটার্জি, সুখেন্দু বৈদ্য, বাবুল দাস, প্রাণতোষ আচার্য শিবু, শ্যামচাঁন মণ্ডল, মতিলাল রায়, রমেন মণ্ডল, দীপংকর ঘোষ, বলরাম বাহাদুর প্রমুখ।

ড. নিম চন্দ্র ভৌমিক বলেন, জঙ্গি সংগঠনগুলোর অপতৎপরতা বন্ধ করতে সরকার কার্যকরী ভূমিকা রাখতে না পারায় সারা দেশে এক নৈরাজ্যজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। তিনি বলেন, আজ সারা বিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে জোয়ার বইছে। এদেশের রাজনৈতিক দলগুলোকে তা অনুধাবন করতে হবে। ধর্মনিরপেক্ষতার কথা শুধু মুখে বললে হবে না। সাংবিধানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে তা বাস্তবায়ন করতে হবে। ধর্মনিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে যারা কথা বলে তারা কখনও ধার্মিক হতে পারে না।

তিনি আরও বলেন, সারা দেশ আজ বন্যায় ভাসছে। এজন্য দল-মত নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষকে বন্যার্তদের পাশে নিজ নিজ সামর্থ অনুযায়ী এগিয়ে আসতে হবে।

স্মারকলিপি পেশ ঃ সমাবেশ শেষে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার হতে পুলিশের মহাপরিদর্শক ও স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বরাবরে স্মারকলিপি প্রদানের উদ্দেশ্যে একটি মিছিল বের হয়। মিছিলটি দোয়েল চত্বরে পৌঁছালে পুলিশ বাধা দেয়। পরে অধ্যাপক ড. নিম চন্দ্র ভৌমিকের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবরের সঙ্গে দেখা করে স্মারকলিপি প্রদান করেন। এ সময় স্বরাষ্ট্র সচিব ও পুলিশের মহাপরিদর্শক উপস্থিত ছিলেন।

স্মারকলিপি গত ছয় মাসে সংখ্যালঘু নির্যাতনের দু' শ' ২৬টি ঘটনা তুলে ধরা হয়। এসব নির্যাতনের মধ্যে রয়েছে হত্যা, হত্যার হুমকি, অপহরণ, এসিড নিক্ষেপ, গণধর্ষণ, সম্পত্তি দখল, মন্দির ভাঙচুর, চাঁদা দাবি, লুটপাট, বাড়িঘরে আগুন দেওয়া, দেশত্যাগে হুমকি দেওয়া, নির্যাতনের মাধ্যমে দেশত্যাগে বাধ্য করা ইত্যাদি।

আজকের কাগজ, ২৫ জুলাই ২০০৪

(২৪১৭)
বাউফলে সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর সন্ত্রাসী হামলা ঃ আহত-৬

প্রতিনিধি, পটুয়াখালী ঃ বৃহস্পতিবার এক সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর দিনদুপুরে চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়ে মহিলাসহ ৬ ব্যক্তিকে আহত করেছে। ব্যাপক লুটপাট চালিয়ে ১৬টি গরুসহ ৩টি ঘরের যাবতীয় মালামাল নিয়ে গেছে।

উপজেলার আদাবাড়িয়া ইউনিয়নের মাধবপাশা গ্রামের অবিনাশ চন্দ্র হাওলাদারের কিছু পৈত্রিক সম্পত্তি একই গ্রামের একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের চিহ্নিত ক্যাডাররা দখল করে নেয়। বিষয়টি সম্পর্কে বাউফল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে অভিযোগ করলে ওই ইউএনও বৃহস্পতিবার মাধবপাশা গ্রামে সরজমিন তদন্তে যান।

তদন্ত শেষে ইউএনও ফিরে আসার পরপরই দুপুরে ১০/১২ জন চিহ্নিত ক্যাডার ওই বাড়ির তিনটি ঘরে সশস্ত্র হামলা চালিয়ে বাড়ির সদস্যদের মারধর করে। হামলাকালে ক্যাডাররা ওই পরিবারটিকে দেশ ছাড়ার জন্য প্রাণনাশের হুমকি দেয় এবং ১৬টি গরুসহ ঘরের যাবতীয় মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। দু'ঘন্টার বেশি সময় ধরে ক্যাডাররা এ হামলা চালায়। হামলাকারীদের মারধরে অধীর হাওলাদার (৩০), ভূষণ হাওলাদার (৪০), নরেশ হাওলাদার (২৮), সাবিত্রী রাণী (৪৫), মঞ্জু রাণী (২২) ও মহেশ্বরী দেবী (৩৫) গুরুতর আহত হন। তাদের বাউফল স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। হামলাকারীরা এ সময় থানায় মামলা না করার জন্যও শাসিয়ে যায়। এ ঘটনায় ১১ জনকে আসামী করে মামলা দায়েরের পর পুলিশ সুমন নামে একজনকে গ্রেফতার করেছে।

সংবাদ, ২৫ জুলাই ২০০৪

(২৪১৮)
মুজিবনগরে তিন হাজার খ্রিস্টান পরিবার এক মৌলবাদী নেতার হাতে জিম্মি

মেহেরপুর ২৪ জুলাই, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ মুজিবনগর উপজেলার তিন হাজার খ্রিস্টান পরিবার এখন এলাকার মৌলবাদী নেতা টিটুর হাতে জিম্মি।

শনিবার দুপুরে মেহেরপুর প্রেসক্লাব সাংবাদিক সম্মেলনে বাংলাদেশের বৃহত্তম খ্রীস্টান গ্রাম ভবেরপাড়ার অধিবাসীরা মৌলবাদী নেতা টিটুর নির্যাতনের বিভিন্ন কাহিনী বর্ণনা করে। প্রায় ৫শ' পরিবারের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগে বলা হয় যে, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই মৌলবাদী নেতা টিটুর নির্যাতনে নববিবাহিতা অনেক খ্রিস্টান মেয়ের সংসার ভেঙ্গে গেছে। গ্রামের আলদো মণ্ডল বলেন, শয়তান টিটু বহু মেয়ের সর্বনাশ করেছে। এর প্রতিবাদ করলে সে পুলিশ বিডিআর দিয়ে হয়রানি করছে। সুদীয়া মণ্ডল বলেন, গ্রামের যুবতী কন্যাদের সে জোর করে খুলনা হোটেলে নিয়ে যায়। এর প্রতিবাদ করায় টিটু মোমিন চৌধুরীর হাত পা ভেঙ্গে দিয়েছে।

এছাড়াও সে আমান মণ্ডলকে শারীরিক নির্যাতন করে এখন তাকে এলাকা ছাড়ার জন্য হুমকি দিচ্ছে। গ্রামবাসী আরও জানায়, টিটু বিডিআর ক্যাম্পে মিথ্যা তথ্য দিয়ে জাকেরসহ বিভিন্ন মানুষকে হয়রানি করছে এবং গ্রামের মানুষ তার হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছে। এছাড়া সম্প্রতি টিটু যৌথ বাহিনীর কাছে মিথ্যা অভিযোগ করায় আসাদ নির্যাতনের শিকার হয়েছে। বর্তমানে সে খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। তারা আরও জানায়, ভবেরপাড়া গ্রামের মৃত এমদাদ মুন্সীর পুত্র টিটু মুন্সি একটি মৌলবাদী সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে নির্যাতন চালাচ্ছে।

এদিকে মুজিনগর বিএনপির সভাপতি মোঃ আমিরুল ইসলাম বলেন, চারদলীয় সংগঠনের সঙ্গে সে জড়িত নয়। সে অন্য কোন সংগঠনের সঙ্গে থাকতে পারে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৫ জুলাই ২০০৪

(২৪১৯)
ঝিকরগাছায় শ্মশানের জমি দখল করে মাদ্রাসা নির্মাণের অভিযোগ

স্টাফ রিপোর্টার, যশোর অফিস ঃ ঝিকরগাছা বাকড়াতে একটি শ্মশানের জমি দখল করে মাদ্রাসা নির্মাণের অভিযোগ পাওয়া গেছে।এ ব্যাপারে ঝিকরগাছা পূজা উদযাপন পরিষদের নেতৃবৃন্দ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে লিখিত অভিযোগ করেছেন। এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। জানা গেছে, ঝিকরগাছা উপজেলার বাকড়ার রায়পটল মৌজার ১২১৭, ১২১৮, ১২১৯ নম্বর দাগের জমিটি সার্বজনীন মহাশ্মশানের নামে রয়েছে। ১৯৬২ সালের রেকর্ডে তা নগেন মোদকের নামে ছিল। কিন্তু ওই শ্মশানের জমিটি বাকড়া মাদ্রাসা জাল দলিলের মাধ্যমে নিজেদের বলে দাবি করছে।

বর্তমানে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ ওই জমিতে মাদ্রাসা নির্মাণ শুরু করেছে গত সপ্তাহে। এ বিষয়ে ঝিকরগাছা পূজা উদ্যাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক দুলাল অধিকারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে তার হস্তক্ষেপ কামনা করে আবেদন করেছেন।

নির্বাহী কর্মকর্তা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে বিষয়টি দেখার জন্য লিখিতভাবে জানিয়েছেন। বর্তমানে মাদ্রাসা নির্মাণকে কেন্দ্র করে সেখানে উত্তেজনা বিরাজ করছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৫ জুলাই ২০০৪

(২৪২০)
ঐক্য পরিষদের সমাবেশে বক্তারা
দেশে উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থানে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তাহীনতা বাড়ছে

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ঃ বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ দেশে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন বন্ধ এবং এ দেশের নাগরিক হিসেবে তাদের অধিকার নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছে। সাম্প্রদায়িকতা ও সন্ত্রাসবিরোধী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সমাবেশে ঐক্য পরিষদ নেতৃবৃন্দ এ দাবি জানান।

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আয়োজিত সমাবেশে বক্তারা বলেন, দেশে উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থানে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তাহীনতা বাড়ছে। ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. নিম চন্দ্র ভৌমিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে আরো বক্তব্য রাখেন পরিমল চন্দ্র দে, নির্মল চ্যাটার্জি, এস সি সাহা, শ্যামচাঁদ মণ্ডল, বাবুল দাস, মতিলাল রায় প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, দেশে একদিকে মৌলবাদী শক্তির উত্থান ঘটছে অন্যদিকে সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য বাড়ছে। দেশের সকল মানুষই আজ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। উত্তরাঞ্চলে তথাকথিত বাংলা ভাই নামে এক ব্যক্তির জঙ্গি শাসন কায়েম হয়েছে। সেখানে কোন মানুষই নিরাপদ নয়।

সংখ্যালঘুরা আরো বেশি করে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। তারা বলেন, দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও সংখ্যলঘুরা বিভিন্নভাবে নির্যাতিত হচ্ছে।

সমাবেশ শেষে তারা স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি পেশ করার জন্য মিছিল নিয়ে সচিবালয় অভিমুখে অগ্রসর হলে তারা বলেন, দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও সংখ্যালঘুরা বিভিন্নভাবে নির্যাতিত হচ্ছে।

সমাবেশ শেষে তারা স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি পেশ করার জন্য মিছিল নিয়ে সচিবালয় অভিমুখে অগ্রসর হলে পুলিশ দোয়েল চত্বরের সামনে বাধা দেয়। পরে পরিষদের একটি প্রতিনিধিদল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে গিয়ে প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবরের কাছে স্মারকলিপি পেশ করে।

স্মারকলিপিতে গত ছয় মাসে দেশের বিভিন্ন স্থানে নির্যাতিতদের সম্পর্কে তথ্য তুলে ধরা হয় ও ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণের দাবি জানানো নয়।

প্রথম আলো, ২৫ জুলাই ২০০৪

(২৪২১)
কুষ্টিয়ায় সংখ্যালঘু পরিবারের জমি দখলের পাঁয়তারা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কুষ্টিয়া ঃ কুষ্টিয়ায় একটি প্রভাবশালী মহল বেআইনীভাবে সংখ্যালঘু এক পরিবারের এক একর ২৬ শতক জমি দখল করে নেয়ার পাঁয়তারা করছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। হুমকির মুখে ওই পরিবারটি এখন চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। এ ঘটনায় সংখ্যালঘুদের মধ্যে দেখা দিয়েছে চাপা আতঙ্ক।

অভিযোগ থেকে জানা গেছে, গত ১৪ জুলাই বিএনপি সমর্থিত পরাজিত কমিশনার প্রার্থী কামরুজ্জামান, পরাজিত কমিশনার প্রার্থী কোহিনুর খান, আব্দুল আজিজসহ প্রভাবশালী একটি মহল পাকা প্রাচীর ভেঙ্গে কুষ্টিয়া শহরের আড়ুয়াপাড়ায় মৃত মদন মোহন পালের স্বত্ব দখলীয় সম্পত্তিতে জোরপূর্বক সাইনবোর্ড লাগিয়ে তা দখল করে নিয়েছে। এর আগেও তারা ওই জমিদখল করতে গেলে পুলিশী বাধার মুখে তা ব্যর্থ হয়। কুষ্টিয়া পৌরসভার কালীশঙ্করপুর মৌজার ১ একর ২৬ শতক আবাদী ও গাছ-গাছালী বেষ্টিত এ সম্পত্তি পাকা প্রাচীর ঘেরা। গত ৭ জুলাই এ ব্যাপারে মৃত মদন মোহন পালের ছেলে প্রণব কুমার পাল জেলা প্রশাসক ও স্থানীয় থানায় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য একটি দরখাস্ত করেছেন। দরখাস্তে তিনি অভিযোগ করেন, এলাকার একটি প্রভাবশালী মহল নানা কৌশল ও প্রভাব খাটিয়ে বেআইনিভাবে লিজ নিয়ে তাদের জমি দখল করে নেয়ার পাঁয়তারা করছে। তারা তাদের দখলের ও তার পিতার নামের আর এস রেকর্ডীয় সম্পত্তি দেওয়ানী আদালতে রেকর্ড সংশোধনের মামলা ছাড়া অন্যকে লিজ প্রদান আইনসিদ্ধ নয় মর্মে তাদের স্বত্ব দখলীয় সম্পত্তি দখলমুক্ত করার জন্য জেলা প্রশাসকের কাছে আবেদন করেছেন। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক রাজস্ব অফিসের একটি সূত্র জানিয়েছে, তারা প্রণব পালের আপত্তি পেয়েছেন। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। এদিকে দখলের পর থেকে সংখ্যালঘু পরিবারটি চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৬ জুলাই ২০০৪

(২৪২২)
কাঠালিয়ায় পুলিশ পরিচয়ে সংখ্যালঘু ৬ পরিবারে ডাকাতি

প্রতিনিধি, ঝালকাঠি ঃ একদল পুলিশের পরিচয় দিয়ে একটি সংখ্যালঘু অধ্যুষিত পাড়ায় একই রাতে ৬টি বাড়িতে ডাকাতি করে ৩ লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুট করে। এসময় দুর্বৃত্তদের হামলায় পিহার হালদার (৩০) নামে একজন আহত হয়। বুধবার গভীর রাতে এ ঘটনা ঘটে জেলার কাঁঠালিয়ার কৈখালী এলাকায়। ঘটনার রাতে ৩৫/৩০ জনের একটি সশস্ত্র দুর্বৃত্ত দল বিরেন হালদারের বাড়িতে হানা দেয়। তারা নিজেদের পুলিশ পরিচয় দিয়ে ঘরের লোকদের দরজা খুলতে বাধ্য করে। একই রাতে ওই দলটি পাশের ইউপি মেম্বার নিত্যানন্দ হালদার, অসীম হালদার, ও মাখন হালদারের বাড়িতে হানা দিয়ে ৩ লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুট করে।

সংবাদ, ২৬ জুলাই ২০০৪

(২৪২৩)
চরভদ্রাসনে সংখ্যালঘুদের বাড়িতে সন্ত্রাসী হামলা
আহত ১৫ পাল্টাপাল্টি মামলা, এলাকায় আতঙ্ক

ফরিদপুর প্রতিনিধি ঃ জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে চরভদ্রাসন উপজেলার মাথাভাঙ্গা গ্রামের অন্তত ৫টি সংখ্যালঘুর বাড়েতে সন্ত্রাসী হামলা, ভাঙচুর, মারপিটের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছে। এ ঘটনায় গত বুধবার দুপুরে চরভদ্রাসন থানায় একটি মামলা রেকর্ড করা হয়েছে। একই থানায় হামলাকারীরাও সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে পাল্টা হামলা এবং পুলিশের পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণের কারণে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, মাথাভাঙ্গা গ্রামের সুরেশ মণ্ডল, রমেশ মণ্ডলসহ কয়েকজনের জমি জোরপূর্বক দখলের অপচেষ্টা চালিয়ে আসছিল একই এলাকায় মাজেদুর মাতুব্বর। দরিদ্র মালিকদের ভূমি ও মালিকদের জমি জোরপূর্বক দখল, ফসল লুটে নেওয়াসহ নানা অত্যাচার চালানো হচ্ছিল। সম্প্রতি অত্যাচারিত সংখ্যালঘুরা আইনি লড়াইয়ে অবতীর্ণ হলে মাজেদ ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা ক্ষুব্ধ হয়।

গত সোমবার সকালে মাজেদসহ ৮/১০ জন দুর্বৃত্ত লাঠিসোটা নিয়ে সুরেশ মণ্ডল, রমেনা মণ্ডল, স্বপন মণ্ডলসহ অন্তত ৫টি সংখ্যালঘুর বাড়িতে চড়াও হয়। এ সময় তারা এ বাড়িগুলোতে ব্যাপক ভাঙচুর ও মারপিট করে। ভাংচুরে অন্তত ৩ লক্ষাধিক টাকার মালামাল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দুর্বৃত্তদের হামলায় গুরতর আহত হয় সুরেশ মণ্ডল (৬৫), রমেশ মণ্ডল (৭০), সুশান্ত মণ্ডল (৩৫), পারুল বালা (৫০), কুসুম বালা (৬০), সুশীল মণ্ডল (৩৫), ভুবন মণ্ডলসহ (৩৮) অন্তত ১৫ জন। এ সময় দুর্বৃত্তদের হাতে চরমভাবে লাঞ্ছিত হন পারুল বালা ও কুসুম বালা। খবর পেয়ে ও রহস্যজনক কারণে চরভদ্রাসন থানা পুলিশ তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে না যাওয়ায় পরিস্থিতি আরও আতঙ্কজনক অবস্থায় পৌঁছে গেছে।

এদিকে নিস্ক্রিয়তা ও দুর্বৃত্তদের তাণ্ডবে নির্যাতিত আহতরা সেদিন চরভদ্রাসন থানায় অভিযোগ করতে কিংবা চিকিৎসার জন্য চরভদ্রাসন উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রেও যেতে পারেনি। সেদিনই দুপুরে আহতরা নানা কৌশলে চলে আসেন জেলা সদরে। তারা দেখা করেন ফরিদপুরের পুলিশ সুপার আব্দুল জলিলের সঙ্গে। পুলিশ সুপারের নির্দেশেই সেদিন আহতদের ৭জনকে ভর্তি করা হয় ফরিদপুর জেনারেল হাসপাতালে। ওরা এখন সেখানেই চিকিৎসাধীন। গত মঙ্গলবার এ সংক্রান্ত একটি অভিযোগপত্র দায়ের করা হয় পুলিশ সুপারের কাছে। পুলিশ সুপারের নির্দেশ সংবলিত অভিযোগপত্রটি গত বুধবার দুপুরে চরভদ্রাসন থানায় পৌঁছালে থানা

পুলিশ মামলা রেকর্ড করতে বাধ্য হয়। এ সাজানো মামলায় নির্যাতিত আহত সংখ্যালঘুদেরকেই আসামী করা হয়।

এদিকে গ্রামের সংখ্যালঘুদের মাঝে আতঙ্ক ও নিরাপত্তাহীনতা ছড়িয়ে পড়েছে।

ভোরের কাগজ, ২৬ জুলাই ২০০৪

(২৪২৪)
প্রাচীন ঐতিহ্য রক্ষায় উদ্যোগ নেই
কলাপাড়ার বৌদ্ধবিহার ও মঠগুলো সংস্কারের অভাবে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে

কাজল বরন দাস, পটুয়াখালী থেকে ঃ কলাপাড়ার রাখাইন সম্প্রদায়ের প্রাচীন বৌদ্ধবিহার ও মঠগুলোর এখন বেহালদশা। জরাজীর্ণ বিহারের কাঠ ও টিন চুরি হয়ে যাচ্ছে। মেরামতের অভাবে খুলে পড়ছে বেড়া ও চাল। অন্যদিকে মঠগুলোর প্লাস্টারও খসে পড়ছে। রাখাইনদের সংখ্যা যেমন দিন দিন কমে যাচ্ছে তেমনি তাদের ইতিহাস-ঐতিহ্যের প্রতীক বৌদ্ধবিহার ও মঠ সংরক্ষণ সংস্কারের অভাবে ধ্বংস হচ্ছে।

১৯৪৭-৪৮ সালে কলাপাড়া, বরগুনা, আমতলী ও গলাচিপায় রাখাইনপাড়া ছিল ৫ হাজার ১৯০টি। বর্তমানে কমতে কমতে মাত্র ৪৭-এ দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে কলাপাড়ায় রয়েছে ২৯টি রাখাইন পল্লী। এক সময় এসব পল্লীতে ছিল শত শত বৌদ্ধ বিহার ও মঠ। প্রাচীন এ কীর্তিগুলো এখানকার সবার কাছে ছিল দর্শনীয়। কিন্তু শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও সংস্কারের অভাবে সিংহভাগ বৌদ্ধবিহার ও মঠ ধ্বংস হয়ে গেছে। আর্থিক দৈন্যতার কারণে রাখাইনদের এমন অবস্থা হয়েছে যে, তারা ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোও ঠিকমতো পালন করতে পারছে না। আগে প্রতিটি বিহারে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা থাকতো। এখন তারাও নেই। ফলে কাঠের তৈরি বৌদ্ধবিহারগুলো ভেঙ্গে যাচ্ছে, মঠগুলোও পড়েছে ধসে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, পৌর শহর, টিয়াখালীর নতুনপাড়া, ছাতনপাড়া, মিঠাগঞ্জের হাড়িপাড়া, তুলাতলীপাড়া, নয়াপাড়া, সোনাপাড়া, পাক্ষিয়াপাড়া, মধুপাড়া, ধুলাসার ইউনিয়নের বেতকাটাপাড়া, লতাচাপলী ইউনিয়নের কেরানীপাড়া, গোড় আশোলাপাড়া, নাইয়ারীপাড়া, লক্ষ্মীপাড়া, দিত্তর আমখোলাপাড়া ও মিশ্রিপাড়ার বৌদ্ধবিহারগুলোর অবস্থা খুবই করুণ। এছাড়া আমখোলাপাড়া, কুয়াকাটা, খাপড়াভাঙা, নাইয়ারীপাড়াসহ অন্তত ১০টি মঠের অবস্থা ঝুঁকিপূর্ণ। ইতিমধ্যে এসব মঠের বহু অংশ উপর থেকে ধসে পড়েছে।

২০০২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এখানকার বিভিন্ন রাখাইন পল্লীর ১৯টি বৌদ্ধবিহার মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ চেয়ে প্রাক্কলন তৈরি করে প্রস্তাবনা সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়। কলাপাড়া এলজিইডি বিভাগ এ উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। তবে এখন পর্যন্ত তা বাস্তবায়ন হয়নি। অবশ্য মিশ্রিপাড়া বৌদ্ধবিহারের কিছুটা সংস্কার কাজ এবং কুয়াকাটা বৌদ্ধবিহারের বাউণ্ডারি দেয়াল নির্মাণের কাজ বিগত সরকারের সময় এলজিইডি বিভাগ করেছে। বর্তমানেও রাখাইনদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে বলে স্থানীয় উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে। কিন্তু পুরোনো ঐতিহ্যবাহী মঠগুলো সংস্কার কিংবা সংরক্ষণের কোনো উদ্যোগের খবর মেলেনি।

স্থানীয় রাখাইন অধিবাসীসহ এখানকার সকল শ্রেণীর মানুষ আদিবাসী রাখাইনদের দু'শ বছরের পুরোনো ঐতিহ্যগুলো রক্ষায় যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানের জন্য মতামত প্রদান করেছেন। আর সে ক্ষেত্রে সরকারি পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি বলে প্রয়োজন মনে করেন সকলে।

ভোরের কাগজ, ২৭ জুলাই ২০০৪

(২৪২৫)
সন্ত্রাসী হামলায় নকলায় সংখ্যালঘু পরিবারের ১২ জন আহত

প্রতিনিধি, শেরপুর ঃ শেরপুর জেলার নকলা উপজেলার ছত্রকোনা গ্রামে গতকাল সকালে একদল সন্ত্রাসী ইউপি মেম্বার ও মুক্তিযোদ্ধা নরেশ চন্দ্র সরকারের (৬৫) পরিবারের ১২ জনকে কুপিয়ে গুরুতর আহত করেছে। আহতরা হলো— নরেশ চন্দ্র সরকার (৬৫) ও তার পরিবারের সদস্য নকুল চন্দ্র সরকার (৪০), ভবেশ চন্দ্র সরকার (৩৮), রূপন চন্দ্র সরকার (৩৫), শংকর চন্দ্র সরকার (২৬), নয়ন চন্দ্র সরকার (১২), সন্ধ্যা রাণী সরকার (৪২), অঞ্জনা সরকার (২৩), রিনা বালা সরকার (১৭), সবিতা রানী সরকার (২৫), চন্দনা সরকার (২০) ও চপলা রানী সরকার (১৭)। আহতদের নকলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ছত্রকোনাগ্রামের হালিম রাজ্জাক সাহা আলী ও হারেস ও আতরআলী জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে এ হামলা চালায়। এ ব্যাপারে থানায় কোন মামলা হয়নি।

সংবাদ, ২৭ জুলাই ২০০৪

(২৪২৬)
পাড়ায় আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে মারার হুমকি
বাঁশখালীতে সংখ্যালঘু জেলে পাড়ায় সন্ত্রাসী হামলা ৫ মহিলাসহ আহত ৭

চট্টগ্রাম অফিস ঃ জেলার বাঁশখালীতে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংখ্যালঘু জেলে সম্প্রদায়ের ওপর তাণ্ডবলীলা চালিয়েছে একদল সন্ত্রাসী। গতকাল সোমবার সকালে খানখানাবাদ এলাকায় এই হামলায় ৫ মহিলাসহ ৭ জন আহত হয়। সাধনপুরের শীলপাড়ার মতো আগুন লাগিয়ে পুরো জেলে পাড়ার মানুষদের পুড়িয়ে মারা হবে সন্ত্রাসীদের এ হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় বাসিন্দারা চরম নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে রয়েছে। সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার এবং জীবনের নিরাপত্তার দাবিতে জেলে সম্প্রদায়ের কয়েকশ নারী-পুরুষ বাঁশখালী থানার সামনে অবস্থান নিয়েছে।

আমাদের বাঁশখালী সংবাদদাতা জানান, রোববার রাতে খানখানাবাদ এলাকার অনিল জলদাস (৩৫) মাছ বিক্রি করে বাড়িতে আসার পথে ভাড়া নিয়ে এক ট্যাক্সি চালকের সঙ্গে সামান্য কথাকাটাকাটি হয়। স্থানীয় ইউপি সদস্য মোহাম্মদ সিরাজ পরবর্তী সময়ে এ ব্যাপারে বিচার করে দিবেন বলে আশ্বাস দিলে পরিস্থিতি শান্ত হয়। গতকাল সকালে অনিল জলদাস মাছ ধরার জন্য সাগরে যাওয়ার পথে দুব্যক্তি তাকে জোরপূর্বক বসিয়ে রাখে। এ সময় ৩টি ট্যাক্সি নিয়ে ১০/১৫ জন সশস্ত্র সন্ত্রাসী জেলে পাড়ায় হানা দিয়ে অনিল জলদাসকে মারধর এবং পুরো এলাকায় ব্যাপক তাণ্ডবলীলা চালায়। পাড়ার মহিলারা সন্ত্রাসী হামলা থেকে বাঁচার জন্য বিভিন্ন জায়গায় আশ্রয় নিলে সন্ত্রাসীরা সেখানে গিয়েও তাদের লাঞ্ছিত করে।

প্রায় আধ ঘন্টাব্যাপী সন্ত্রাসীদের এ তাণ্ডবলীলায় অনিল জলদাস (৩৫), পুষ্প জলদাস (৪০), সীতা জলদাস (৩২), বারুনী জলদাস (৩৫) ও প্রদীপ বালা জলদাস (৩০) সহ সাত জন আহত হয়। সন্ত্রাসীরা চলে যাওয়ার সময় বাঁশখালী সাধনপুরের শীলপাড়া গ্রামের মতো আগুন লাগিয়ে দিয়ে জেলে পাড়ার সবাইকে পুড়িয়ে মারার হুমকি দিয়েছে বলে স্থানীয়রা অভিযোগ করেন। বর্তমানে জেলে পাড়ার বাসিন্দারা চরম নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে রয়েছে। হামলাকারী সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার এবং জীবনের নিরাপত্তার দাবিতে জেলে সম্প্রদায়ের কয়েকশ নারী-পুরুষ বাঁশখালী থানার সামনে অবস্থান নিয়েছে বলে জানা গেছে।

ভোরের কাগজ, ২৮ জুলাই ২০০৪

(২৪২৭)
দিনাজপুরে আনন্দ বৌদ্ধ বিহারের মূল্যবান জিনিসপত্র চুরি

দিনাজপুর, ২৮ জুলাই, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার ৭নং ইউপির হরিরামপুর আনন্দ বৌদ্ধ বিহারে ৫টি মূল্যবান মূর্তিসহ অন্যান্য মাল চুরি গেছে। মঙ্গলবার রাতে বিহারের পশ্চিম পাশের মাটির দেয়ালে সিঁধ কেটে চোরেরা বিহারে রক্ষিত তিনটি পিতলের মূল্যবান বৌদ্ধ মূর্তি, একটি কাঠের ও একটি কষ্টি পাথরের মূর্তিসহ বিহারের একটি দান বাক্স, দু'টি দেয়াল ঘড়ি ও বার্মা এবং থাইল্যাণ্ড সরকারের উপহার দেয়া কিছু জিনিষ নিয়ে যায়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৯ জুলাই ২০০৪

(২৪২৮)
বাঁশখালীতে ১১ খুনের মামলা
চার্জশিট সংক্রান্ত এমইতে মতামত দেননি পিপি

চট্টগ্রাম অফিস ঃ চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে সংখ্যালঘু পরিবারের ১১ জনকে পুড়িয়ে মারার চাঞ্চল্যকর মামলায় চার্জশিট সংক্রান্ত মেমো অব এভিডেন্সে (এমই) মতামত দিতে গিয়ে বিব্রতবোধ করেছেন সরকারি কৌসুলি (পিপি) অ্যাডভোকেট কফিলউদ্দিন। মামলা সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে কোনো মতামত নিতে অপারগতা জানিয়ে এ সংক্রান্ত ফাইলটি গতকাল বৃহস্পতিবার পুলিশের তদন্তকারী কর্মকর্তার কাছে ফেরত পাঠান তিনি।

জানা যায়, চাঞ্চল্যকর এই ঘটনার মূল হোতাকে অন্তর্ভুক্ত না করে পুলিশ দায়সারাভাবে ১৮ জনকে আসামী করে চার্জশিট সংক্রান্ত এমই পিপির মতামতের জন্য দাখিল করে দুই সপ্তাহ আগে। এই এমইতে ওই খুনের ঘটনাকে নেহাত একটি ডাকাতির ঘটনা বলে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়। এমনকি গ্রেফতারকৃত এক আসামী পুলিশ ও সাংবাদিকদের কাছে আগুন লাগানোর ঘটনায় উপস্থিত ছিল বলে যাদের নাম প্রকাশ করে তাদের কাউকে আসামী না করায় এ নিয়ে সংশ্লিষ্টদের মনেও ক্ষোভের সঞ্চার হয়। তারই পরিপ্রেক্ষিতে পিপি এই এমইতে কোনো মতামত দিতে অস্বীকৃতি জানান বলে জানা গেছে।

তবে পিপি তার লিখিত মতামতে বলেছেন, 'স্মরণাতীতকালের নৃশংসতম ও ভয়াবহতম ১১ জনকে পুড়িয়ে মারার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে বিভিন্ন সংগঠন বাদ-প্রতিবাদ, সভা-সমাবেশ করায় এবং এসব ব্যাপকভাবে পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ায় এলাকায় ভিন্ন মতামতের সৃষ্টি হয়েছে, যা এখনো অব্যাহত আছে। ঘটনাস্থলের পাশের এলাকার বাসিন্দা হিসেবে এমইতে মন্তব্য করলে সেটা অন্যভাবে ব্যাখ্যা করা হতে পারে বলে আমি মতামত প্রদান থেকে বিরত থাকলাম।

জানা গেছে, এই মতে পিপির মতামত না থাকলেও তদন্তকারী কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণকারী হিসেবে জেলা পুলিশ সুপার এমইতে মতামত দিয়ে সেটা সরাসরি অনুমোদনের জন্য পাঠাতে পারেন। ফলে পিপি মতামত না দিলেও চার্জশিট আদালতে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে আইনি প্রতিবন্ধকতা তৈরি হবে না। তবে চার্জশিটে কোনো গোঁজামিল থাকলে সেটা মামলাকে দুর্বল করে দেবে এবং আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণ করা কঠিন করে তুলবে বলে জানা গেছে।

প্রথম আলো, ৩০ জুলাই ২০০৪

আগস্ট ২০০৪

(২৪২৯)
পিরোজপুরে সংখ্যালঘুর বাড়ি দখল করতে সন্ত্রাসীদের ভাঙচুর ॥ মহিলা লাঞ্ছিত

পিরোজপুর, ৩১ জুলাই, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ নাজিরপুর উপজেলার ভীমকাঠি গ্রামে শনিবার দুপুরে এক সংখ্যালঘুর বাড়ি দখল করতে এসে সন্ত্রাসীরা তাণ্ডব চালিয়ে দুটি ঘর ভাঙচুর ও মালামাল লুট করে নেয়। এ সময় সন্ত্রাসীদের বাধা দিতে গেলে বাড়ির মালিক কল্পনা রাণীর পরিধেয় কাপড় খুলে ঐ কাপড় দিয়ে বেঁধে নির্মম নির্যাতন চালায়। জানা গেছে, নাজিরপুর উপজেলার ভিমকাঠি গ্রামের মৃত অজিত কুমার বালা ৪ কন্যাসন্তান নিয়ে পিতার সম্পত্তি ভোগ করে আসছিল। এ সম্পত্তির ওপর ৩টি মূল্যবান ঘর রয়েছে। যার মধ্যে দু'টি ঘর ছিল ভাড়া দেয়া। অন্য একটি ঘরে দু'কন্যা কল্পনা রাণী দেউরী ও পুস্প রানী হালদার ঘরে থেকে দেখাশুনা করত পিতার সম্পত্তি। কিন্তু ঐ সংখ্যালঘু পরিবারটিকে অসহায় দেখে এলাকার একদল সন্ত্রাসীর সম্পত্তির ওপর লোলুপ দৃষ্টি পড়ে। শনিবার সকালে নাসিরের নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী দু'টি ঘর ভাঙচুর শুরু করে ও মালামাল লুট করে নেয়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১ আগস্ট ২০০৪

(২৪৩০)
বোয়ালখালীতে সংখ্যালঘু স্কুল ছাত্রী অপহরণ

চট্টগ্রাম অফিস ঃ জেলার বোয়ালখালীতে এক সংখ্যালঘু স্কুল ছাত্রীকে সন্ত্রাসীরা অপহরণ করে নিয়ে গেছে বলে খবর পাওয়া গেছে। গত বুধবার স্কুল থেকে বাসায় ফেরার পথে গোমদণ্ডী এলাকা থেকে সন্ত্রাসীরা তাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। এই ব্যাপারে গতকাল শনিবার একটি মামলা দায়ের করা হয়।

জানা গেছে, বোয়ালখালী থানা সদরের বাসিন্দা প্রয়াত রবীন্দ্র লাল শীলের মেয়ে গোমদণ্ডী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী লক্ষ্মী রাণী শীল (১৪) বুধবার বেলা দুটার দিকে স্কুল থেকে বাসায় ফেরার পথে অপহৃত হয়। পরিবারের সদস্যরা গত দুদিন ধরে বিভিন্ন আত্মীয়স্বজনের বাসায় তার কোনো খোঁজ না পেয়ে গতকাল থানায় অভিযোগ করে।

ভোরের কাগজ, ১ আগস্ট ২০০৪

(২৪৩১)
কুষ্টিয়ায় এক সংখ্যালঘু পরিবারের ১ একর ২৬ শতক জমি দখলের পাঁয়তারা

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি ঃ কুষ্টিয়ায় একটি প্রভাবশালী মহল বেআইনীভাবে লিজ গ্রহণ করে জোর করে সাইন বোর্ড ঝুলিয়ে ভাগাভাগি করে এক সংখ্যালঘু পরিবারের এক একর ২৬ শতক জমি দখল করে নেওয়ার পাঁয়তারা করছে। হুমকির মুখে পরিবারটি চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।

অভিযোগে জানা গেছে, গত ১৫ জুলাই আওয়ামী লীগ সমর্থিত পরাজিত কমিশনার প্রার্থী কহিনুর খান, বিএনপি সমর্থিত পরাজিত কমিশনার প্রার্থী কামরুজ্জামান, আব্দুল আজিজসহ একটি প্রভাবশালী গ্রুপ পাকা প্রাচীর ভেঙে শহরের কালিশংকরপুরের মৃত মদন মোহন পালের স্বত্ব দখলীয় সম্পত্তিতে সাইন বোর্ড লাগিয়ে দখল করে নেয়। এর আগেও তারা দখল করতে

গেলে পুলিশি বাধার মুখে ব্যর্থ হয়। কুষ্টিয়া পৌরসভার কালিশংকরপুর মৌজার এক একর ২৬ শতক আবাদী ও গাছগাছালী বেষ্টিত এ জমিটি পাকা প্রাচীর ঘেরা। এ ব্যাপারে ৭ জুলাই মৃত মদন মোহন পালের ছেলে প্রণব কুমার পাল জেলা প্রশাসক ও স্থানীয় থানায় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আবেদন করেন।

আবেদনে তিনি অভিযোগ করেন, এলাকার একটি প্রভাবশালী মহল নানা কৌশলে ও প্রভাব খাটিয়ে বেআইনীভাবে লিজ গ্রহণ করে তাদের দখলের ও তার বাবার নামের আর এস রেকর্ডিও সম্পত্তি দেওয়ানী আদালতে রেকর্ড সংশোধনের মামলা ছাড়া অন্যকে লিজ প্রদান আইনসিদ্ধ নয় মর্মে কাগজপত্র পরীক্ষা করে তাদের স্বত্ব দখলীয় সম্পত্তি দখলমুক্ত করার জন্য জেলা প্রশাসকের কাছে আবেদন করেছেন।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক রাজস্ব অফিস সূত্রে জানা গেছে, তারা প্রণব পালের আপত্তি পেয়েছেন। এ ব্যাপারে ২৮ জুলাই শুনানি হবে।

এদিকে দখলের পর থেকে পরিবারটি চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। প্রতিনিয়ত তারা হুমকির মুখে রয়েছে। আপত্তি তুলে নেওয়ার জন্য দখলকারী চক্র হুমকি দিয়ে যাচ্ছে। এ ঘটনায় সংখ্যালঘু পরিবারে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।

আজকের কাগজ, ১ আগস্ট ২০০৪

(২৪৩২)
ওসির অপসারণের দাবিতে হবিগঞ্জে সর্বস্তরের হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিবাদ সমাবেশ

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি ঃ হবিগঞ্জের নরসিংহ জিউড় আখড়ায় হামলাকারীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার তিন দিন অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও পুলিশ আসামীদের গ্রেফতার করেনি। এর প্রতিবাদে গত ৩০ জুলাই স্থানীয় কালীবাড়ীতে হবিগঞ্জের সর্বস্তরের হিন্দু নাগরিকদের প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় হবিগঞ্জ থানার ওসির অপসারণ ও মন্দিরে হামলাকারীদের গ্রেফতার দাবি জানানো হয়।

প্রাক্তন অধ্যক্ষ নিখিল রঞ্জন ভট্টাচার্য্যের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন— উদয় গৌরদাস ব্রহ্মচারী, এ্যাড. কমলাকান্ত সেন, অধ্যাপক পরেশ দেবনাথ, শচীন্দ্র লাল সরকার, এ্যাড. গৌরাঙ্গ চন্দ্র শীল, এ্যাড. মুরলী মোহন দাস, সুকুমার দেব, এ্যাড.মনমোহন দেবনাথ, স্বপন লাল বণিক, অমিয়াংশু দাশগুপ্ত, রেবা চৌধুরী প্রমুখ। প্রতিবাদ সমাবেশ শেষে একটি মিছিল শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। সমাবেশে ঘটনার প্রতিকার ও আসামীদের অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবিতে ১৫ সদস্যের একটি দল গত ৩১ জুলাই জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে।

আজকের কাগজ, ১ আগস্ট ২০০৪

(২৪৩৩)
ফাওকালে সংখ্যালঘু ভোটাররা দিনভর জিম্মি

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, ফাওকাল গ্রাম ঘুরে এসে ঃ আওয়ামী লীগের ভোট ব্যাংক হিসেবে পরিচিত গাজীপুর সদর থানার ফাওকাল গ্রামের প্রায় পৌনে ২০০ সংখ্যালঘু ভোটারকে গতকাল দিনভর জিম্মি করে রাখার অভিযোগ পাওয়া গেছে। অভিযোগে, সংখ্যালঘু নারী ও পুরুষ ভোটারদের কাউকে তাদের ভোটকেন্দ্র ভানুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেতে দেয়া

হয়নি। যুবদল ক্যাডারদের হামলার আশংকায় তটস্থ সংখ্যালঘু ভোটাররা নিজ গ্রামেই সারাদিন জিম্মি অবস্থায় থাকতে বাধ্য হন। গাজীপুর জেলা সদর থেকে ৮/৯ কিলোমিটার উত্তরে প্রায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন জনপদ হচ্ছে ফাওকাল। ফাওকাল পূর্বপাড়ায় ১৭২ জন হিন্দু ভোটারের বসবাস এবং পশ্চিমপাড়ায় আছে প্রায় ১০০ খ্রিষ্টান ভোটার। সরজমিনে জানা যায়, গতকাল ভোর সাড়ে ৪টার দিকে যুবদলের ক্যাডার ইসলাম, মশিউর ও সবুজের নেতৃত্বে ২০/২২ জন সশস্ত্র যুবক ফাওকাল গ্রামে চড়াও হয়। মুখে কাপড় বাঁধা এসব যুবক হিন্দু গ্রাম প্রধান অমূল্য চন্দ্র মণ্ডলের বাড়িতে হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভাঙচুর করে। তারা অমূল্য চন্দ্র মণ্ডল (৪৫) ও তার স্ত্রী মায়া রাণী মণ্ডলকে মারধর করে। অমূল্য চন্দ্র ও তার স্ত্রীর চিৎকার শুনে প্রতিবেশী সর্বজন চন্দ্র মণ্ডল এগিয়ে গেলে সশস্ত্র যুবকরা তাকেও মারধর করে এবং বুকে ও মাথায় আগ্নেয়াস্ত্র ঠেকায়। হামলাকারীরা গ্রাম কমিটির সভাপতি অমূল্য চন্দ্র মণ্ডলকে হুমকি দিয়ে বলে, হিন্দুপাড়ার কোন ভোটার ভানুয়া ভোটকেন্দ্রে গেলে তার লাশ টুকরো টুকরো করে পানিতে ফেলে দেয়া হবে। হিন্দু ভোটাররা যাতে কেউ ভোটকেন্দ্রে না যায় সে ব্যাপারেও সন্ত্রাসীরা গ্রামপ্রধান অমূল্যের ওপর নির্দেশ দিয়ে যায়। গালাগাল দিয়ে হিন্দুপাড়া (পূর্বপাড়া) ত্যাগের সময়ও তারা কার্তিক চন্দ্র মণ্ডলের বাড়িতে চড়াও হয় এবং ব্যাপকভাবে ঘরবাড়ি ভাঙচুর করে। এ ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়ে গ্রামবাসী। তারা ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার পরিবর্তে নারী-পুরুষ সবাই গ্রামপ্রধান অমূল্য চন্দ্রের বাড়ির আঙিনায় দিনভর গুটিশুটি অবস্থায় বসে থাকে।

গতকাল দুপুর পৌনে একটায় অমূল্য চন্দ্র মণ্ডলের বাড়ি পৌঁছলে প্রথমদিকে তারা কেউ কোন কথা বলতেই রাজি হননি। আত্মরক্ষার্থে সবাই একত্র অবস্থায় আঙিনায় থাকা লোকজনের ছবি তুলতেই হাউমাউ করে কান্না শুরু করে অমূল্যের স্ত্রী মায়া রাণী মণ্ডল। তিনি 'সংবাদ'-এর ফটো সাংবাদিকদের হাত-পা জড়িয়ে ধরে ছবি না তোলার আকুতি জানাতে থাকেন। মায়া রাণী জানান, তাদের জিম্মিদশার ছবি বা খবর পত্রিকায় ছাপা হলে সন্ত্রাসীরা অনেককে মেরে ফেলবে। তাদের লাশটিও পাওয়া যাবে না।

এলাকাবাসী জানান, গত কয়েকদিন ধরেই ভানুয়া এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা ফাওকাল গ্রামে গিয়ে হুমকি-ধমকি দিয়ে আসছে। আগের দিন শনিবার ওই সন্ত্রাসীরা ঘোষণা দিয়ে বলেছিল, 'আজ রাতে হিন্দু ভোটারদের গীতা ছুঁইয়ে ধানের শীষে ভোট দেয়ার ব্যাপারে শপথ পড়ানো হবে।' ঠাকুরঘরে নিয়ে সবাইকে ধানের শীষে ভোট দেয়ার ব্যাপারে স্বীকারোক্তি আদায় করা হবে।' এ ঘোষণা শুনে আশপাশের গ্রামগুলো থেকেও আওয়ামী লীগের কর্মী-সমর্থকরা ফাওকাল গ্রামে সারারাত জেগে পাহারা দিয়েছে।

সংবাদ, ২ আগস্ট ২০০৪

(২৪৩৪)
মিরসরাইয়ে আদিবাসী পরিবারের জায়গা দখল করেছে ইউপি চেয়ারম্যান

মিরসরাই প্রতিনিধি ঃ চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে এক আদিবাসী পরিবারের ৪ একর জায়গা জবরদখল করে নিয়েছে প্রভাবশালী স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান। মিরসরাই উপজেলার ১নং করেরহাট ইউনিয়নের নলখো গেড়ামারা এলাকায় এ ঘটনা ঘটেছে। বর্তমানে করেরহাট ইউনিয়নের চেয়ারম্যান এবং তার লোকজন ওই পরিবারটি স্থানীয় প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে সাহায্য চেয়ে লিখিত অভিযোগ করেছে।

জানা গেছে নলখো গেড়ামারা মৌজার ১নং খতিয়ানের বিএস-১১৭৮ দাগের প্রায় ৪ একর জায়গায় সাধন ত্রিপুরা, বাতন ত্রিপুরা, সুমন ত্রিপুরা, রবার্ট রতন ত্রিপুরা, অমলকান্তি

ত্রিপুরা ও মটিন ত্রিপুরা (৬ ভাই) পৈত্রিক সম্পত্তি সূত্রে দখলে আছেন। বর্তমানে স্থানীয় চেয়ারম্যান দেলোয়ার হোসেন ওই জায়গাটি নিজ নামে বন্দোবস্ত নেয়ার কথা বলে দখলে যায়। রোববার সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, আদিবাসী পরিবারের জায়গাটিতে চেয়ারম্যানের লোকজন আবাদ শুরু করে দিয়েছে। সাধন ত্রিপুরা জানান, জবরদখলের ব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার বরাবরে অভিযোগ দেয়া হয়েছে।

রোববার মিরসরাই উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আবদুল কাইয়ুম সরকার, সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাজীয়া পারভীন এবং থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ নাজিম উদ্দিন ঘটনাস্থলে যান। সরেজমিনে গিয়ে তারা জবরদখল করার কথা স্থানীয় সাংবাদিকদের জানান। এ ব্যাপারে চেয়ারম্যানকে মৌখিকভাবে দখলে না যাওয়ার জন্য বলা হয়েছে।

জবরদখল প্রসঙ্গে চেয়ারম্যান দেলোয়ার হোসেন জানান, আদিবাসীদের কোন জায়গা তিনি দখল করেননি। সরকারি বন্দোবস্তি অনুযায়ী তিনি দখল করছেন। তবে চেয়াম্যান বন্দোবস্তির কোন কাগজপত্র দেখাতে পারেননি। এ প্রসঙ্গে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) জানান, সরকারি কোন জায়গা বন্দোবস্তি দেয়া হয়নি।

যুগান্তর, ২ আগস্ট ২০০৪

(২৪৩৫)
খাগড়াছড়িতে বৌদ্ধ বিহারে তল্লাশি ও ভিক্ষুকে লাঞ্ছিত করায় নিন্দা প্রকাশ

খাগড়াছড়ি ঃ ১ আগস্ট, নিজস্ব সংবাদদাতাঃ সন্ত্রাসী ধরার নামে সেনাবাহিনী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের তীর্থস্থান বৌদ্ধ বিহারের পবিত্রতা নষ্ট ও বৌদ্ধ ভিক্ষুকে লাঞ্ছিত করার অভিযোগ এনে পার্বত্য বৌদ্ধ ভিক্ষুসংঘ নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। বৌদ্ধ ভিক্ষু নেতৃবৃন্দ ঘটনাটিকে ধর্মীয় অবমাননা হিসাবে উল্লেখ করে ঘটনার সঙ্গে জড়িত সেনা কর্মকর্তা ও সদস্যদের শাস্তি দাবি করেন। রবিবার পার্বত্য ভিক্ষুসংঘের এক সভায় এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সভায় উল্লেখ করা হয়, গত ৩০ জুলাই বিকালে রাঙ্গামাটি জেলার কাপ্তাই উপজেলার চিৎমরম এলাকার বনদস্যু ও সন্ত্রাসী খোঁজার নামে এলাকার আইল্যাণ্ড ক্যাম্পের জনৈক মেজরের নেতৃত্বে একদল সেনা সদস্য শতাধিক সেটেলার নিয়ে বৌদ্ধ বিহারে ঘেরাও করে হামলা চালায়। সেনা সদস্যরা এ সময় বৌদ্ধ বিহারে জুতা পায়ে ঢুকে পড়ে এবং বিহারে অবস্থানরত ভিক্ষু ও অনাথ ছাত্রদের সঙ্গে অশালীন আচরণ করে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২ আগস্ট ২০০৪

(২৪৩৬)
দিনাজপুরে আদিবাসীকে ছুরিকাঘাতে খুন

দিনাজপুর প্রতিনিধি ঃ হাট থেকে বাড়ি ফেরার পথে এক আদিবাসীকে ছুরিকাঘাতে খুন করা হয়েছে।

ঘোড়াঘাট উপজেলার রানীগঞ্জ বাজার থেকে বাড়ি ফেরার পথে গত রোববার রাতে বিন্যাগাড়ী আদিবাসী পল্লীর মঙ্গল হাসদার পুত্র লুকিন হাসদাকে (৪০) কে বা কারা নৃশংসভাবে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করে তার লাশ রাস্তার পাশে ফেলে রাখে। লাশের ময়না তদন্ত সম্পন্ন হয়েছে। এ ব্যাপারে ঘোড়াঘাট থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে।

ভোরের কাগজ, ৩ আগস্ট ২০০৪

(২৪৩৭)
নকলায় সংখ্যালঘু পরিবারে সন্ত্রাসী হামলা লুটপাট ॥ আহত ১০

নকলা (শেরপুর) সংবাদদাতা ঃ গত সোমবার একটি বিরোধপূর্ণ জমির দখলকে কেন্দ্র করে জেলার নকলা উপজেলার ছত্রকোনা গ্রামের সংখ্যালঘু বীর মুক্তিযোদ্ধা ইউপি সদস্য নরেন্দ্র চন্দ্র সরকার ও তার পরিবারের ওপর সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়েছে।

গত সোমবার আবদুল হালিমের নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী রামদা, ফালা, লোহার রড, বল্লমসহ বিভিন্ন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে নরেন্দ্র চন্দ্র সরকারের বাড়িতে চড়াও হয়ে তার স্ত্রী-পুত্র, কন্যা, ভাই, ভাতিজা, ভাতিজিসহ সকলের ওপর সন্ত্রাসীরা চড়াও হয়ে বাড়িঘর ভাঙচুর ও নগদ ৫০ হাজার টাকাসহ মূল্যবান আসবাবপত্র লুট করে।

এ ঘটনার পরদিন নকলা থানায় দ্রুতবিচার আইনে সন্ত্রাসী হালিমসহ ২৬ জনের নাম উল্লেখপূর্বক এবং অজ্ঞাতনামা আরো ৫০-৬০ জনকে আসামি করে মামলা দায়ের করা হয়। পরবর্তী সময়ে শেরপুরের পুলিশ সুপার নিবাস চন্দ্র মাঝি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে জরুরি আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নকলা থানা ওসি শহিদুল্লাহকে নির্দেশ দেন।

ভোরের কাগজ, ৩ আগস্ট ২০০৪

(২৪৩৮)
কক্সবাজারের রামুতে মন্দিরে অগ্নিসংযোগ

স্টাফ রিপোর্টার, কক্সবাজার ঃ রামু উপজেলার কচ্ছপিয়া ইউনিয়নের গর্জনিয়া বাজারে অবস্থিত হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের একটি মন্দির পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে রবিবার দিবাগত রাতে। মাটির দেয়ালে তৈরি মন্দিরের ৭ মূর্তিসহ চালা সম্পূর্ণরূপে আগুনে পুড়ে যায়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৩ আগস্ট ২০০৪

(২৪৩৯)
বিএসএফ-এর নির্যাতন, বন্য হাতির হামলা অব্যাহত বনবিভাগের উচ্ছেদ আতংকে ভুগছে শেরপুরের আদিবাসীরা

ঝিনাইগাতী (শেরপুর) থেকে সংবাদদাতা ঃ শেরপুর জেলায় সীমান্তবর্তী এই উপজেলায় আদিবাসী গারো, কোচ ও পাহাড়ী বাঙালীর পরিবারগুলোর মধ্যে এখন আবার নতুন করে উচ্ছেদ আতংক দেখা দিয়েছে। গত ৪/৫ বছর ধরে এসব পরিবারের ওপর বিএসএফ সদস্যরা নানা ধরনের নির্যাতন চালাচ্ছে। ফলে লোকজন সীমান্ত ঘেঁষা জমিতে চাষাবাদ করতে পারছে না। এছাড়া সীমান্তের আরেক আতংক বন্য হাতির হামলা। বন্য হাতির পাল নিয়মিত এদের ক্ষেতের ফসল, গাছের ফল, বাড়ীর মাচার ধান চাল নষ্ট এবং বাড়ীঘর তছনছ করে। তাছাড়া হাতির পায়ের তলায় পিষ্ট হয়ে নিহত হয়েছে ২০ জন।

বর্তমানে সীমান্তের এই জনগণের মধ্যে শুরু হয়েছে বন বিভাগের উচ্ছেদ অভিযানের আতংক। বন বিভাগ সম্প্রতি জরিপ শুরু করে জমিতে সীমানা পিলার স্থাপন করে চলছে। এর মধ্যে আদিবাসী কোচ, গারোদের রেকর্ডকৃত জমি এবং রিফিউজিদের বরাদ্দকৃত জমিতে বন বিভাগ সীমানা পিলার স্থাপন করেছে বলে জানা গেছে। ফলে ঝিনাইগাতী সীমান্তের আদিবাসী ও পাহাড়ি বাঙ্গালীরা ভূমিহীন হয়ে পড়ার আতংকে ভুগছে। তারা এলাকার সংসদ সদস্যের

কাছে আরেক বার প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের নিকট ধরনা দিচ্ছে। এ ব্যাপারে রাংটিয়া রেঞ্জ অফিসার জানান, গেজেটে নোটিফিকেশন মোতাবেক সীমানা পিলার স্থাপন করা হচ্ছে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার সিদ্দিকুর রহমান জানান, এ ব্যাপারে স্থানীয় এমপি'র সাথে যোগাযোগ করে ব্যবস্থা নেয়া হবে। সীমান্ত ও পাহাড়ি এলাকার লোকজন জানায়, বাপ দাদার আমল থেকে জমির খাজনা পরিশোধ করে ভোগদখল করে থাকার পর এসব জমির মালিক বন বিভাগ হয় কি করে? আর যদি বনবিভাগ মালিক হয় তবে সরকারের রাজস্ব বিভাগ যুগ যুগ ধরে এসব জমির খাঁজনা নিচ্ছে কি ভাবে? এক দিকে বিএসএফ অন্যদিকে হাতীর অত্যাচারে সীমান্তবাসী যখন বিপর্যস্ত ঠিক তখনই বন বিভাগের জরিপের নামে সীমানা পিলার স্থাপনাকে "মরার উপর খারার ঘা" বলে অনেকে মনে করেছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক, ৩ আগস্ট ২০০৪

(২৪৪০)
রাঙ্গামাটিতে আদিবাসী দম্পতিকে কুপিয়ে হত্যা ॥ শিশুর পা বিচ্ছিন্ন

রাঙ্গামাটি প্রতিনিধি ঃ রাঙ্গামাটির বরকল উপজেলার ভূষণছড়ার গোরস্থানে দুস্কৃতকারীরা এক আদিবাসী দম্পতিকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। দুস্কৃতকারীদের নৃশংসতায় ওই দম্পতির ১১ মাসের এক শিশু সন্তানও মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি এবং আদি ও স্থায়ী বাঙালি কল্যাণ পরিষদ পৃথক পৃথক বিবৃতিতে এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছে।

বরকল থেকে নির্ভরযোগ্য সূত্র মতে, গত মঙ্গলবার গভীর রাতে গোরস্থানের বাসিন্দা বরুণ কুমার চাকমার বাড়িতে একদল দুস্কৃতকারী হামলা চালায়। হামলাকারীদের দায়ের কোপে গৃহকর্তা বরুণ চাকমা ঘটনাস্থলেই নিহত হয়। এ সময় বরুণ চাকমার স্ত্রী সূবর্ণা চাকমা ও ১১ মাস বয়সী শিশু সন্তান কম্পন চাকমা গুরুতর আহত হয়। আহত দুজনকে প্রথমে রাঙ্গামাটি জেনারেল হাসপাতালে এবং পরে গতকাল বুধবার বিকালে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে সুবর্ণার মৃত্যু হয়। তাদের শিশু পুত্রটির ডান পা দুস্কৃতকারীরা কুপিয়ে শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। সে এখন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি গতকাল এক বিবৃতিতে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করার হীন উদ্দেশ্যে পরিকল্পিতভাবে সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা সৃষ্টির জন্য এ ধরনের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করা হচ্ছে বলে দাবি করেছে।

ভোরের কাগজ, ৫ আগস্ট ২০০৪

(২৪৪১)
হবিগঞ্জে ইসকন মন্দিরে ফের সন্ত্রাসী হামলা ॥ ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আহত

হবিগঞ্জ, ৪ আগস্ট, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ হবিগঞ্জ রাধাগোবিন্দ জিউর আখড়ায় (ইসকন মন্দির) ফের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা বুধবার ভোর রাতে হামলা চালায়। এতে মন্দিরের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ উদয় গৌর দাশ গুরুতর আহত হন। রামদার কোপে তাঁর বাঁ হাতের কব্জির নিচে ও কয়েকটি আঙ্গুল কেটে যায়। পরে রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে হবিগঞ্জ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এ সময় আরও চার ব্রহ্মচারীসহ অন্তত ৬ জন কৌশলে প্রাণে রক্ষা পান। ঘটনার পর পরই হবিগঞ্জের ভারপ্রাপ্ত ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, সহকারী পুলিশ সুপার (সার্কেল) মন্দির

পরিদর্শন এবং আইনগত সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। ইতোমধ্যে মন্দিরের সার্বিক নিরাপত্তায় সেখানে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৫ আগস্ট ২০০৪

(২৪৪২)
বোয়ালখালীতে ১১৩ বছরের প্রাচীন শিব মন্দিরে ভাঙচুর সেবায়েতকে পুড়িয়ে মারার হুমকি সন্ত্রাসীদের

চট্টগ্রাম অফিস ঃ বোয়ালখালী উপজেলার খিতাবচর এলাকায় একটি স্বার্থান্বেষী মহল প্রায় ১১৩ বছরের প্রাচীন একটি শিব মন্দির ও মন্দির সংলগ্ন দেবোত্তর সম্পত্তি গ্রাস করার জন্য মন্দিরে ভাঙচুর ও মন্দিরের সেবায়েত তুষার কান্তি বিশ্বাসের বাড়িতে হামলা চালিয়েছে। এ ব্যাপারে স্থানীয় থানা পুলিশের কাছে অভিযোগ করা হলেও তারা মামলা নিতে অস্বীকার করছে। হামলাকারীদের ভয়ে মন্দিরের সেবায়েত তার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন।

গত ৩ আগস্ট মঙ্গলবার বিকালে চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবে এক তাৎক্ষণিক সংবাদ সম্মেলনে এই হামলার ব্যাপারে অভিযোগ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রীসহ প্রশাসনের কাছে জীবনের নিরাপত্তা ও মন্দিরসহ সম্পত্তি রক্ষার আবেদন জানিয়েছেন তুষার কান্তি বিশ্বাস। তিনি অভিযোগ করেন, গত ২ আগস্ট সকালে এলাকার জনৈক হারুনর রশিদ চৌধুরী, নবাব সেলিম উল্লাহ চৌধুরীসহ প্রায় ২০-২৫ জন সশস্ত্র সন্ত্রাসী তাদের বাড়িতে হামলা চালায় এবং শতাধিক বছরের প্রাচীন বানেশ্বর শিব মন্দিরে ভাঙচুর করে। দ্বিতীয়বার হামলা চালায় একইদিন দুপুর আনুমানিক সাড়ে ১২টার সময়।

দ্বিতীয়বার হামলা ও লুটপাট চালানোর সময় সন্ত্রাসীরা তাদেরকে অনতিবিলম্বে মন্দির ও ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার হুমকি দিয়ে বলেছে না হলে তাদেরকেসহ ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হবে। বিষয়টি ইতিমধ্যে ক্ষতিগ্রস্তদের পক্ষ থেকে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান, থানা, এসপি ও চট্টগ্রাম রেঞ্জের ডিআইজির কাছে লিখিতভাবে জানানো হয়েছে উল্লেখ করে তুষার কান্তি বিশ্বাস অভিযোগ করেন, তারপরও আমরা আজ ঘরছাড়া। তিনি বলেন, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময়ও আমাদেরকে ঘরবাড়ি ছেড়ে যেতে হয়নি।

এর আগেও ওই হারুনর রশিদ চৌধুরী গং কিছু জাল দলিল সৃষ্টি করে তাদের ওই জায়গা সম্পত্তিসহ মন্দির দখল করার চেষ্টা করেছিল বলে ক্ষতিগ্রস্ত তুষার কান্তি বিশ্বাস অভিযোগ করেন। তিনি জানান, তাদের ওপর বারবার হামলা, প্রাণনাশের হুমকির বিষয়টি স্থানীয় প্রশাসনকে জানানো হলেও তাতে কোনো কাজ হয়নি। বরং উল্টো সন্ত্রাসীরা তাদেরকে পুড়িয়ে মেরে সম্পত্তি গ্রাসের হুমকি দিচ্ছে বারবার। এ ব্যাপারে তিনি প্রধানমন্ত্রীসহ প্রশাসনের কাছে তাদের জানমালের নিরাপত্তা চেয়েছেন।

ভোরের কাগজ, ৬ আগস্ট ২০০৪

(২৪৪৩)
ইকোপার্কবিরোধী আন্দোলনের ৬ নেতা জেলে ঃ মধুপুরগড় আবার উত্তপ্ত হচ্ছে

ইফতেখারুল অনুপম, টাঙ্গাইল থেকে ঃ মধুপুর গড়ে ইকোপার্ক বিরোধী আন্দোলনের ৬ জন শীর্ষস্থানীয় আদিবাসী নেতাকে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে। এ নিয়ে মধুপুর গড় আবারও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। তাদের মুক্তির দাবিতে আদিবাসীরা আবার আন্দোলন শুরু করছে। জানা

গেছে, ফরেস্ট কনজারভেশন এন্ড ইকো-ট্যুরিজম প্রকল্পের আওতায় মধুপুর গড়ে দেয়াল নির্মাণে দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের আসামী করে বিগত ২০০৩ সালের ৪ সেপ্টেম্বর মধুপুর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়। মামলায় আসামীদের বিরুদ্ধে দেওয়াল নির্মাণ কাজে বাধাদানের অভিযোগ আনা হয়। সম্প্রতি এই মামলায় ৩ জন আদিবাসী ও ৩ জন স্থানীয় বাঙালীকে অভিযুক্ত করে পুলিশ কোর্টে চার্জশিট করে। গত ২৬ জুলাই এই মামলায় আসামী আদিবাসী নেতা অজয়, সাবেক ইউপি সদস্য মাইকেল নকরেক, নেরে দালবৎ, পঞ্চরাজ খাগরা ও আবেল মানকিন টাঙ্গাইল কগনিজেন্স 'খ' অঞ্চল আদালতে হাজির হয়ে জামিন প্রার্থনা করেন। ম্যাজিস্ট্রেট তাদের জামিন না মঞ্জুর করে জেল হাজতে প্রেরণের নির্দেশ দেন। এর আগে গত ১৫ জুলাই এই মামলার অপর আসামী প্রশান্ত মানকিনকে পুলিশ মধুপুর থেকে গ্রেফতার করে। এদিকে ৬ আদিবাসী নেতাকে জেল হাজতে প্রেরণের খবর মধুপুর গড়ে পৌঁছলে আদিবাসীদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। গত ২৭ জুলাই বিভিন্ন গ্রাম থেকে মিছিল করে আদিবাসীরা গয়রা গ্রামে সমবেত হয়। যেখানে কারাবন্দী আদিবাসী নেতাদের মুক্তির দাবিতে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে আদীবাসী নেতা ইউজিন নকরেক, মাইকেল সাংমা, প্রচীন পিসিম প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

আদিবাসী নেতাদের জেলহাজতে প্রেরণ প্রসঙ্গে মধুপুর গড় আদিবাসী অধিকার সংরক্ষণ কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক আলবার্ট মানকিন বলেন, আদিবাসীদের আর্থিক ও মানসিকভাবে পঙ্গু করার জন্য ষড়যন্ত্রমূলক মামলা দিয়ে তাদেরকে জেল হাজতে পাঠানো হচ্ছে। সরকার আলোচনার পথ পরিহার করে জেল জুলুমের মাধ্যমে আবার আন্দোলনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে আদিবাসীদের। তিনি বলেন, সম্প্রতি সরকার আবার ইকোপার্ক প্রকল্পের কাজ শুরু করার পরিকল্পনা নিয়েছে। আদিবাসীরা যাতে ইকোপার্ক প্রকল্পের বিরুদ্ধে আবার আন্দোলন শুরু করতে না পারে সেজন্য পরিকল্পিতভাবে ষড়যন্ত্রমূলক মামলা দিয়ে আদিবাসীদের সরকার জেলে পাঠাচ্ছে। উল্লেখ্য, বন বিভাগ ফরেস্ট কনজারভেশন এন্ড ইকোট্যুরিজম প্রকল্পের আওতায় মধুপুর গড়ে ৩ হাজার একর বনভূমির চারপাশে দেয়াল নির্মাল কাজ শুরু করে। আদিবাসীরাই এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামে। তখন আন্দোলনকারীদের নামে বনবিভাগ বেশ কিছু মামলা দায়ের করে রাখে। গত ৩ জানুয়ারি আদিবাসীদের ইকোপার্ক বিরোধী মিছিলে পুলিশ-বনরক্ষীরা গুলি চালালে পীরেন স্নান নামে এক আদিবাসী যুবক নিহত হয়। গত ৫ জানুয়ারি টাঙ্গাইলের ডিসি মধুপুর গড়ে গিয়ে ইকোপার্ক প্রকল্পের কাজ স্থগিত ঘোষণা করেন। সরকারের পক্ষ থেকে আদিবাসীদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সকল মামলা তুলে নেয়ার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়। গত ১৬ জুন বন মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এক সভায় আবার মধুপুর ইকোপার্ক প্রকল্পের কাজ শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

আজকের কাগজ, ৬ আগস্ট ২০০৪

(২৪৪৪)
রাঙ্গামাটিতে ইউপি সদস্যকে গুলি করে হত্যা ॥ ১০ পাহাড়ি অপহৃত

রাঙামাটি অফিস ঃ রাঙ্গামাটির লংগদু উপজেলার বড় কাটাছড়া গ্রামে গতকাল বৃহস্পতিবার অজ্ঞাত সন্ত্রাসীরা স্থানীয় ইউপি মেম্বার শুক্র চাকমাকে (৪৫) গুলি করে হত্যা করেছে। সন্ত্রাসীরা তার বাড়িতে হানা দিয়ে তাকে লক্ষ্য করে গুলি করলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। এ হত্যাকাণ্ডের কারণ জানা যায়নি।

এদিকে গত বুধবার কাউখালী উপজেলার দুর্গম ফটিকছড়ি ইউনিয়নের ডাবুয়াবাজার গ্রাম থেকে ১০ পাহাড়িকে অপহরণ করা হয়েছে বলে জানা গেছে। অপহৃতরা হলেনঃ গ্রামের প্রধান সাইরুই কারবারি (৫৫), সাবেক ইউপি মেম্বার অং থোয়াই মারমা (৩৮), কংজই মারমা (৩৬), উচিমং মারমা (৩৬), অংচি থোয়াই মারমা (২৭), হাচানাং মারমা (২২), সাথোয়াই মারমা (৩২) ও মংসি অং চৌধুরী (৪০)।

জানা গেছে, পাঁচ-সাতজন সশস্ত্র সন্ত্রাসী গতকাল ভোর ৫টার দিকে লংগদু উপজেলার বড় কাটাছড়া গ্রামের বাসিন্দা লংগদু সদর ইউনিয়নের মেম্বার শুক্র চাকমা ঘটনাস্থলেই মারা যান। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। ঘটনার মোটিভ বা সন্ত্রাসী গ্রুপটি কোন দল বা সম্প্রদায়ের তা পুলিশ জানতে পারেনি। এ হত্যাকাণ্ড নিয়ে এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে।

এদিকে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রায় ৪০ জনের একদল সশস্ত্র পাহাড়ি গত বুধবার দুপুরে কাউখালী উপজেলা সদর থেকে ৩০ কিলোমিটারেরও বেশি দূরের দুর্গম ফটিকছড়ি ইউনিয়নের ডাবুবাজার এসে ১০ জনকে অস্ত্রের মুখে অপহরণ করে নিয়ে যায়। পরে তাদের মুক্তির বিনিময়ে অপহরণকারীরা অপহৃতদের আত্মীয়স্বজনদের কাছ থেকে ২ লাখ টাকা দাবি করে। অপহরণকারীরা পার্বত্য শান্তিচুক্তির পক্ষের লোক হতে পারে বলে স্থানীয়রা সন্দেহ করছেন।

কাউখালী থানা পুলিশ অপহরণের খবর পাওয়ার কথা স্বীকার করেছে। তবে তারা ঘটনার বিস্তারিত জানে না বলে থানা থেকে জানানো হয়েছে।

প্রথম আলো, ৬ আগস্ট ২০০৪

(২৪৪৫)
সিরাজদিখানে অপহৃত মহাদেবকে গুলি করে হত্যা

মুন্সীগঞ্জ থেকে ও নারায়ণগঞ্জ সংবাদদাতা ঃ সিরাজদিখানের খারশুর গ্রামের মহাদেব রায়কে (৬৫) অপহরণের পর নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সিরাজদিখান এলাকায় অপহৃত হওয়ার স্থান থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে সাপের চরের কাছে ধলেশ্বরী নদী থেকে তার ভাসমান লাশ উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনায় পুলিশ বিকাশ নামে একজনকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশ জানায়, গুলী করে তাকে হত্যা করা হয়েছে। কুচিয়ামোরা থেকে যাত্রীবাহী ট্রলারে মঙ্গলবার বাড়ি ফেরার পথে চিত্রকোট এলাকায় ওত পেতে থাকা সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা ট্রলারের গতিরোধ করে তাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। বুধবার এ ব্যাপারে সিরাজদিখান থানায় মামলা করা হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ আগস্ট ২০০৪

(২৪৪৬)
আদিবাসীদের ৯ দফা, শান্তিচুক্তিকে পাত্তা দিচ্ছে না সরকার উন্নয়নের তাণ্ডবে আদিবাসীরা সর্বস্ব হারাচ্ছে ঃ সন্তু লারমা

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় সন্তু লারমা বলেছেন, বাংলাদেশে উন্নয়নের নামে আদিবাসীদের ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। বাঁধ, সংরক্ষিত এলাকা, পার্ক, ইকোট্যুরিজম, সামাজিক বনায়ন, মিলিটারি বেস ও জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের মাধ্যমে হাজার হাজার আদিবাসীকে তাদের গ্রাম, বসতভিটা ও ক্ষেতখামার থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। তিনি বলেন, মূল স্রোতের মানুষের 'উন্নয়ন তাণ্ডব' দেখে দেখে আদিবাসীরা আজ ক্লান্ত, সর্বহারা। গতকাল জাতীয় প্রেসক্লাবে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে বক্তৃতাকালে সন্তু লারমা এ কথা বলেন।

আগামীকাল আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের অংশ হিসেবে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। গতকাল সকাল ১১টায় আয়োজিত এ সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জিব দ্রং, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ-সভাপতি রূপায়ন দেওয়ান, খাগড়াছড়ির আদিবাসী নেতা শক্তিপদ ত্রিপুরা, হিল উইমেন ফেডারেশনের সভানেত্রী চৈতালী ত্রিপুরা প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

আদিবাসী ফোরামের সভাপতি হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় সন্তু লারমা লিখিত বক্তব্যে জানান, বিশ্বের ৭০টি দেশের ৩৭ কোটি আদিবাসীর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বাংলাদেশেও চতুর্থবারের মতো 'আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস' পালিত হচ্ছে। এবার দিবসটির মূল স্লোগান হচ্ছে— 'আমাদের ভূমি আমাদের জীবন।' তিনি বলেন, দেশে আদিবাসীদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক অধিকার তো দূরের কথা সাংবিধানিক স্বীকৃতিটুকুও দেয়া হচ্ছে না। পদে পদে শোষণ-বঞ্চনার শিকার হচ্ছে তারা।

সন্তু লারমা পার্বত্য অঞ্চলের সার্বিক অবস্থা তুলে ধরে বলেন, সেখানে আদিবাসীদের অবস্থা আরও খারাপ। অনেক আশা নিয়ে পার্বত্য জনগণ সরকারের সঙ্গে যে শান্তিচুক্তি করেছিল সে চুক্তিকে পাত্তাই দিচ্ছে না সরকার; বরং সরকারি ও বেসরকারিভাবে নিয়মিত সে চুক্তি লঙ্ঘন করা হচ্ছে। চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য এলাকা থেকে অস্থায়ী সেনা ক্যাম্পগুলোও প্রত্যাহার করা হচ্ছে না। সেখানে সেনাবাহিনীর সুবিধা অনুযায়ী সেনা ক্যাম্পগুলো শুধু এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সরিয়ে নেয়া হচ্ছে, এটা আদিবাসীদের সঙ্গে সরকারের ধোঁকাবাজি ছাড়া কিছু নয়।

আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উপলক্ষে আদিবাসী ফোরামের পক্ষ থেকে ৯ দফা দাবিনামাও উত্থাপন করা হয়। দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারসহ আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেয়া, আদিবাসীদের নামে ভূমি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রদান, ইকো-পার্ক নির্মাণ প্রকল্প বাতিল, সেনা শাসন 'অপারেশন উত্তরণ' প্রত্যাহার, পার্বত্য চুক্তি অবিলম্বে বাস্তবায়ন, সারাদেশে নিপীড়ন-নির্যাতন বন্ধ, সমতল ভূমির আদিবাসীদের জন্য পৃথক মন্ত্রণালয় ও ভূমি কমিশন গঠন, প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত মাতৃভাষায় পড়াশোনার ব্যবস্থা গ্রহণ।

সংবাদ, ৮ আগস্ট ২০০৪

(২৪৪৭)
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দুটি গ্রাম
অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের বলেই কি ঋষিরা ত্রাণ পাচ্ছেন না?

রাজীব নূর ও ওয়ালিদ সিকদার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে ঃ তিতাসবিধৌত ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা শহরের ঠিক উল্টো তীরেই দুটি গ্রাম কাশীনগর ও সীতানগর। গ্রামের অধিবাসীরা নিজেদের 'ঋষি সম্প্রদায়' বলে পরিচয় দিলেও সর্বসাধারণের কাছে তারা 'চামার' নামে পরিচিত। পূজা-পার্বণ, আচার-অনুষ্ঠানে হিন্দু ধর্মের সমস্ত কিছু মেনে চললেও বর্ণাশ্রিত হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছেও তারা 'অস্পৃশ্য' বলে গণ্য।

এবারের বন্যায় এ দুই গ্রামের পাঁচ শ ঋষি পরিবারের মধ্যে তিরিশ-পঁয়ত্রিশটি পরিবার ভিটেমাটি ফেলে আশ্রয় নিয়েছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের মেড্ডা এলাকার পরিত্যাক্ত সার গোডাউনে। বাকিরা আধডোবা গ্রামেই থেকে গেছে। খেয়া নৌকায় গ্রাম দুটির উদ্দেশ্যে যাত্রা করার পর মনে হলো নদীর অপর তীরে অবস্থিত অন্ত্যজ মানুষদের গ্রাম দুটি বুঝি বর্ষায় কূলকিনারাহীন তিতাস নদীর একেবারে মাঝখানেই দাঁড়িয়ে আছে। খেয়া নৌকার মাঝি সেবেন্দ্র ঋষি জানান, পৌরসভা লাগোয়া সুহিলপুর ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত গ্রাম দুটি মাত্র সপ্তাহখানেক আগেও বানের পানিতে পুরোপুরি ডুবে গিয়েছিল। পানি কমতে শুরু করলেও দু গ্রামেরই পূর্ব দিকটা এখনও অনেকখানি ডুবে আছে।

খেয়া নৌকা থেকে নামার আগেই কাশীনগর ঘাটে ঋষি সম্প্রদায়ের মানুষদের ভিড় করে দাঁড়িয়ে যেতে দেখা গেল। তবে আগন্তুকদের কাছে কোনো রকমের ত্রাণসামগ্রী নেই জানার পর তারা বেশ প্রকাশ্যেই ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন। জানা গেল, আধডোবা ঋষিদের গ্রামগুলোয় সরকারি ত্রাণ পৌঁছেনি বললেই চলে। ডিঙ্গি নৌকার সহযাত্রী সুহিলপুর ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত সদস্য হারাধন ঋষি অভিযোগ করে বলেন, সমাজের নিম্নবর্গের মানুষ হওয়ায় তারা বন্যায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পরেও সবচেয়ে কম সাহায্য পেয়েছেন।

ঋষি সম্প্রদায়ের গ্রাম দুটির পাশেই জেলেদের গ্রাম শিমরাইলকান্দি এবং শুদ্রদের গ্রাম নমোপাড়া। নৌকা থেকে দেখা গেল, নমোপাড়ার পুরোটিই এখনো ডুবে আছে। কাশীনগরে খেয়া নৌকার মাঝি সেবেন্দ্র ঋষির বাড়িটির আঙ্গিনায় কোমর পানি। ঢেউয়ের চাপে নড়বড়ে মাচার ওপর বসে থাকা কয়েকজনের মধ্যে একজন হারাধন ঋষির কাছে জানতে চাইলেন তাদের জন্য কোনো ত্রাণ আসবে কি না। প্রশ্নের উত্তরে হারাধন ঋষি আশ্বাসের হাসি হেসে এড়িয়ে গেলেন তাদের।

চার গ্রাম মিলিয়ে প্রায় এক হাজার অন্ত্যজ পরিবারের একমাত্র নির্বাচিত প্রতিনিধি হারাধন ঋষি দাবি করলেন, ইতিমধ্যে তিনি তিন দফায় মোট ১ হাজার ১৮০ কেজি চাল বিতরণ করেছেন। এ ছাড়া লিভার ব্রাদার্সও তার মাধ্যমেই পরিবার প্রতি ১ কেজি চিড়া ও ১ কেজি চাল দিয়ে গেছে।

কাশীনগরের ঋষিরা জানান, ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌরসভার ভাদুঘর, সদর উপজেলার মজলিশপুরের ফতেপুর, কসবা উপজেলার রাওতহাট, নবীনগর উপজেলার নাটগর ও ভোলাচংসহ জেলার ঋষি সম্প্রদায়ের সব গ্রামেই বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন তাদের আত্মীয়স্বজন। তারা জানান, ঋষিদের কোনো কোনো গ্রামে এখনো ত্রাণ পৌঁছেনি।

প্রথম আলো, ৯ আগস্ট ২০০৪

(২৪৪৮)
পার্বতীপুরে সংখ্যালঘু পরিবারের ৮ দোকান ও ৫ বাড়িতে হামলা ভাঙচুর

পার্বতীপুর প্রতিনিধি ঃ পার্বতীপুর উপজেলার মোমিনপুর ইউনিয়নের ভবেরবাজার নামক স্থানে একটি প্রভাবশালী গ্রুপ লাঠিয়াল বাহিনীর সহযোগিতায় সংখ্যালঘুদের আট দোকান ও পাঁচ বসতবাড়ি ভাঙচুর করে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। বসতভিটা ও দোকান থেকে একেবারে উচ্ছেদ করায় প্রায় ৬০ সংখ্যালঘু সদস্য বর্তমান অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছে।

জানা যায়, আদালতের ডিক্রির অজুহাতে নিয়ম-নীতির কোনও তোয়াক্কা না করে লাঠিয়াল বাহিনী ব্যবহার করে শিশুসহ সংখ্যালঘু পরিবারগুলোকে পথে বসানো হয়েছে। বিপিন চন্দ্র, বলরাম ও অনীল চন্দ্রসহ কয়েকটি সংখ্যালঘু পরিবারে এ তাণ্ডবলীলা চালানো হয় গত রোববার বিকেলে। মোমিনপুর ইউনিয়নের গোবিন্দপুর মৌজার ভবেরবাজারে ৬১ শতক বসতভিটা নিয়ে প্রভাবশালী হাসান গংয়ের ইতিপূর্বে একটি মামলা হয়। হাসান গং গত ২৩ জুলাই আদালতের ডিক্রি পেয়েছে এই অজুহাতে ফিল্মি স্টাইলে সংখ্যালঘু পরিবারের দোকান ও বাড়ি ভাঙচুর করে। ভাঙচুরের সময় এলাকার লোকজন উচ্ছেদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখতে চাইলে কোনও কাগজপত্র দেখানো হয়নি। হামলায় আটটি দোকান ও পাঁচটি

বসতবাড়ি গুঁড়িয়ে যায়। এতে হামলার শিকার সংখ্যালঘু পরিবারের প্রায় ৬০ সদস্য বর্তমানে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছে।

এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তারা জানান, উচ্ছেদের পূর্বে তাকে কিছুই জানানো হয়নি। ঘটনার পর তিনি এলাকা পরিদর্শন করেছেন।

আজকের কাগজ, ১০ আগস্ট ২০০৪

(২৪৪৯)
সরিষাবাড়ীর অপহৃত স্কুলছাত্রী এক সপ্তাহেও উদ্ধার হয়নি

সরিষাবাড়ী (জামালপুর) প্রতিনিধি ঃ সংখ্যালঘু পরিবারের অষ্টম শ্রেণীতে পড়ুয়া ছাত্রী ববিতা রাণী চন্দ্রকে অপহৃত হওয়ার ৭ দিন পরও পুলিশ উদ্ধার করতে পারেনি। গত ১ আগস্ট সন্ধ্যায় উপজেলার পোগলদিঘা ইউনিয়নের যমুনা সারকারখানা সংলগ্ন কান্দারপাড়া গ্রামের সন্ত্রাসী সুমন মিয়া (২৪) তার ৪ সহযোগিকে নিয়ে এ ঘটনা ঘটায়। সন্ত্রাসীরা এ সময় ২টি মোটরসাইকেলযোগে গোপালপুরের বাঁশকাইল গ্রামের নরেশ চন্দ্রের কন্যা পালপাড়া হাইস্কুলের ৮ম শ্রেণীর ছাত্রী ববিতা রাণী চন্দ্রকে (১৩) ফিল্মি কায়দায় অপহরণ করে নিয়ে যায়।

এ ব্যাপারে ঐ দিনই গভীর রাতে গোপালপুর থানায় অপহৃতের পিতা বাদী হয়ে একটি মামলা দায়ের করে। কিন্তু অপহৃত হওয়ার ৭ দিন পরও পুলিশ ববিতা রানীকে উদ্ধার ও আসামীদের গ্রেফতার করতে পারেনি।

ভোরের কাগজ, ১১ আগস্ট ২০০৪

(২৪৫০)
রাঙ্গামাটিতে অপহরণের পর মৌজা প্রধানকে হত্যা ॥ অন্য তিন নিঁখোজ

রাঙ্গামাটি, ১৪ আগস্ট, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জেলার বিলাইছড়ি উপজেলার শুক্করছড়ি এলাকা থেকে এক মৌজাপ্রধানসহ চার গ্রামবাসীকে সন্ত্রাসীরা অপহরণ করে গভীর জঙ্গলে নিয়ে যায়। এদের মধ্য থেকে মৌজাপ্রধান অংহা তংচঙ্গাকে হত্যা করে লাশ হ্রদে ফেলে দেয়া হয়। অপর তিন জন বলি তংচঙ্গা, দিলীপ তংচঙ্গা ও সংগ্রাম চাকমার এখনও কোন হদিস মেলেনি। শুক্রবার মৌজাপ্রধানের লাশ পুলিশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠায়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৫ আগস্ট ২০০৪

(২৪৫১)
পটিয়ায় মন্দিরে হামলা, লুটপাট

চট্টগ্রাম ব্যুরো ঃ চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার কেলিশহর কালী বিগ্রহ মন্দিরে হামলা, ভাঙচুর ও মূর্তি লুটের ঘটনা ঘটেছে। শুক্রবার রাত ২টার দিকে একদল ডাকাত মন্দিরের গ্রিল কেটে ভেতরে প্রবেশ করে মূর্তির গলায় রক্ষিত সোনার চেইন, মূর্তি ও মূল্যবান কাপড় চোপড়সহ লক্ষাধিক টাকা লুট করে নিয়ে যায়।

যুগান্তর, ১৫ আগস্ট ২০০৪

(২৪৫২)
উজিরপুরে সর্বহারাদের উৎপাত
সংখ্যালঘু ব্যবসায়ীকে চাঁদার দাবিতে অপহরণ করে মারধর

উজিরপুর (বরিশাল) সংবাদদাতা ঃ গত ১৫ আগস্ট রাতে উজিরপুর উপজেলার গড়িয়া নামক গ্রামে এক সংখ্যালঘু ব্যবসায়ীকে সর্বহারা সদস্যরা অপহরণ করে বেদম মারধর করে। পরে ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

জানা গেছে, গড়িয়া গ্রামের সংখ্যালঘু ব্যবসায়ী শিবুদে(৬০)কে রোববার সন্ধ্যায় একদল সর্বহারা সদস্য অপহরণ করে নির্জনস্থানে নিয়ে গিয়ে তার ওপর নির্যাতন চালায়। পরে তাকে এক সপ্তাহের মধ্যে ৫০ হাজার টাকা পরিশোধ করার নির্দেশ দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। আহত শিবু হাসপাতালে যাতে চিকিৎসা নিতে না যায় এবং থানায় কোনো অভিযোগ না করে সে জন্য তাকে সতর্ক করে দেওয়া হয়।

এলাকাবাসী ও পুলিশ জানায়, সর্বহারা জিয়া গ্রুপের শীর্ষ নেতা সেলিম শরীফ বহুদিন ধরে উক্ত গ্রামে আশ্রয় নিয়ে একটি দল গঠন করে। সে সম্প্রতি গ্রেফতার হওয়ার পর তার সহযোগী ওই গ্রামেরই ত্রাস বিভিন্ন অপকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে ওই গ্রামের জনগণ ও সংখ্যালঘু পরিবারগুলো নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। উজিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ হুমায়ুন কবির জানান, এ ব্যাপারে তাদের কাছে বেশ কিছু অভিযোগ রয়েছে।

ভোরের কাগজ, ১৮ আগস্ট ২০০৪

(২৪৫৩)
৪র্থ মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হচ্ছে আজ
আলফ্রেড সরেন হত্যা মামলা ঝুলছে, আদিবাসীরা আতঙ্কে

নওগাঁ প্রতিনিধি ঃ নওগাঁয় বহুল আলোচিত নিহত আদিবাসী নেতা আলফ্রেড সরেনের (৩৬) চতুর্থ মৃত্যুবার্ষিকী আজ। চার বছর আগে সরেন নিহত হলেও এখন পর্যন্ত মামলার কোনো সুরাহা হয়নি। আদৌ ন্যায়বিচার পাওয়া যাবে কি না এ নিয়ে আদিবাসীরা সংশয় প্রকাশ করেছে। এদিকে আসামীদের অব্যাহত হুমকি-ধামকি ও নানা ষড়যন্ত্রের কারণে আদিবাসীদের অনেকেই এলাকা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। ওই পল্লীতে যে কটি পরিবার রয়েছে তাদের জমিতে চাষাবাদ করতে না দেওয়ার কারণে বর্তমানে খেয়ে না খেয়ে তারা চরম নিরাপত্তাহীনতায় দিন অতিবাহিত করছে।

সরজমিন জেলার মহাদেবপুর উপজেলার আদিবাসী পল্লী ভীমপুরে গিয়ে দেখা যায়, আদিবাসীদের চোখে-মুখে আতঙ্কের ছাপ। তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, আলফ্রেড সরেনের মামলা থেকে জামিনে বেরিয়ে আসা আসামীদের অব্যাহত হুমকি-ধামকিতে সম্পূর্ণরূপে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে আদিবাসী পরিবারের সদস্যরা। সেখানে বসবাসকারী ২৪টি আদিবাসী পরিবারের মধ্যে হুমকির কারণে নিহত সরেনের পিতা-মাতা, স্ত্রী জোসনা সরেন, বড়ো ভাই কমল সরেনসহ অনেকেই অন্যত্র চলে গেছে। বর্তমানে সেখানে মাত্র ৫টি পরিবার বসবাস করছে।

গত জানুয়ারি মাসে আলফ্রেড সরেনের ছোট বোন ও মামলার বাদী রেবেকা সরেনকে কয়েক দফায় হত্যার চেষ্টা চালানোর কারণে আদিবাসীরা আরো ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। এ নিয়ে থানায় কয়েকটি জিডি করা হলেও পুলিশ এখন পর্যন্ত কোনো পদক্ষেপ নেয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে।

২০০০ সালের ১৮ আগস্ট ভীমপুর আদিবাসী পল্লীতে ভূমিদস্যু হাতেম-গদাই গংদের ভাড়াটিয়া সন্ত্রাসীদের হামলায় আলফ্রেড সরেন নৃশংসভাবে খুন হয়। এ ঘটনায় সন্ত্রাসীরা ব্যাপক তাণ্ডব চালিয়ে আদিবাসী পল্লীর ১১টি পরিবারের বাড়িঘর ভাঙচুরসহ অগ্নিসংযোগ করে। হামলায় মহিলা ও শিশুসহ অর্ধশতাধিক মানুষ মারাত্মক আহত হয়। এ সময় আদিবাসীদের নিরাপত্তার জন্য সেখানে অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প স্থাপন করা হলেও পরে রহস্যজনক কারণে সেটিও গুটিয়ে নেওয়া হয়েছে। এতে আসামীরা আরো বেপরোয়া হয়ে ওঠে বলে আদিবাসীরা জানান।

আফফ্রেড সরেন হত্যার ঘটনায় তার ছোট বোন রেবেকা সরেন বাদী হয়ে হত্যা ও জননিরাপত্তা আইনে ২টি পৃথক মামলা দায়ের করে। মামলায় পুলিশ ৯১ জন আসামীর নামে আদালতে চার্জশিট দাখিল করে। এর আগেই পুলিশ বেশ কিছু আসামীকে গ্রেফতার করে। এ সময় নওগাঁ দায়রা জজ আদালতে মামলাটির সাক্ষী গ্রহণ শুরু হয় এবং ৪১ জন সাক্ষীর মধ্যে এ পর্যন্ত মাত্র ১৩ জনের সাক্ষ্য সম্পন্ন হয়েছে। এ অবস্থায় পলাতক শীতেষ চন্দ্র ভট্টাচার্য ওরফে গদাই ও হাতেম আলীসহ ৬০ জনের অধিক আসামী জননিরাপত্তা আইনের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে রিট পিটিশন করলে মামলাটি ৩ মাসের জন্য হাইকোর্ট স্থগিতাদেশ দেন এবং আদালত থেকে তারা জামিনে বেরিয়ে আসে। পরবর্তী সময়ে আসামীদের জামিনও বাতিল হয়ে যায়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আসামীরা সুপ্রিম কোর্টের অ্যাপিলেট ডিভিশনে ৪২০/২০০৩ সিভিল রিভিশন দায়ের করে। এরই সূত্র ধরে আসামীরা আদালতে সময়ের আবেদন করে কালক্ষেপন করে যাচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ট আইনজীবী (সলিসিটার) ডিএম আব্দুল বারী ও মহসিন রেজা জানান, আসামীদের হুমকি-ধামকি ও নানা ষড়যন্ত্রের কারণে মামলা সাক্ষীরা ক্রমান্বয়ে এলাকা ত্যাগ করছে এবং আইনের মারপ্যাঁচে সময় ক্ষেপণের কারণে বিচার বিলম্বিত হচ্ছে। এতে করে বিলম্বিত বিচার ন্যায়বিচারের অন্তরায় হয়ে পড়ছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

এদিকে আলফ্রেড সরেনের চতুর্থ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে জাতীয় আদিবাসী পরিষদ, আদিবাসী ফোরাম বেশ কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে সরেনের সমাধিতে পুস্প মাল্য অর্পণ, শহরের মুক্তির মোড় শহীদ মিনারে আদিবাসী সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল কর্মসূচিও রয়েছে।

ভোরের কাগজ, ১৮ আগস্ট ২০০৪

(২৪৫৪)
অবশেষে বালিয়াডাঙ্গীতে সংখ্যালঘু গৃহবধূ গণধর্ষণের মামলা গ্রহণ

জেলার বালিয়াডাঙ্গীতে সংখ্যালঘু পরিবারের অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূ গণধর্ষণের মামলাটি অবশেষে এস আর মামলা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। সোমবার ধর্ষিতার ডাক্তারি পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। ধর্ষিতাকে সাবান দিয়ে গোসল করতে বাধ্য করে আলামত নষ্টকারী পুলিশ কর্মকর্তা বহাল তবিয়তে রয়েছেন।

বুধবার রাতে বালিয়াডাঙ্গী উপজেলার আমজানখোর বেলতলা গ্রামের ৪ মাসের অন্তঃসত্ত্বা সংখ্যালঘু গৃহবধূ গণধর্ষণের শিকার হয়। বাড়ির লোকজনের অনুপস্থিতিতে একই গ্রামের বিকল মণ্ডলের ছেলে মালেক, সাইফুল ইসলামের ছেলে সিরাফত ও বয়রার ছেলে বাবুল ওই গৃহবধূকে গণধর্ষণ করে। এতে গৃহবধূ অজ্ঞান হয়ে পড়ে। এদিকে ধর্ষিতার শাশুড়ি ও স্বামী বাড়ি ফিরে ডাকাডাকি করে তাকে না পেয়ে গোঙানির শব্দ শুনে ধর্ষিতাকে পার্শ্ববর্তী হলুদ ক্ষেত থেকে উদ্ধার করে। মুমূর্ষু অবস্থায় ওই রাতেই গৃহবধূকে বালিয়াডাঙ্গী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ধর্ষিতার স্বামী থানায় গেলে ওসি মামলা না নিয়ে সাদা কাগজে স্বাক্ষর নেয় এবং পরদিন ধর্ষণের চেষ্টা দেখিয়ে মামলা রজু করায়। শুধু তাই নয়, থানা কর্তৃপক্ষ ধর্ষিতাকে সাবান দিয়ে গোসল করতে বাধ্য করে আলামত নষ্ট করে। ধর্ষিতা জানায়, সে গোসল করতে অস্বীকার করলে ওসি তাকে ধমক দেয়। ধর্ষণের মামলা রুজু না করে কৌশলে পীড়নের মামলা রুজু ও আলামত নষ্টের ঘটনা জানাজানি হলে এলাকাবাসীর মাঝে ক্ষোভ দেখা দেয়। এ ঘটনায় হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ওসির অপসারণ দাবি করে। এ সংবাদ ফাঁস হলে প্রশাসনের টনক নড়ে এবং তাক্ষণিকভাবে মামলাটিকে এসআর মামলা হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়।

সংবাদ, ১৮ আগস্ট ২০০৪

(২৪৫৫)
কাজীপুরে চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় ব্যবসায়ীর বাড়িতে হামলা

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি ঃ সিরাজগঞ্জের কাজীপুর উপজেলায় চাঁদাবাজরা হামলা চালিয়ে এক হিন্দু পরিবারের বসতবাড়িতে ব্যাপক ভাঙচুর ও লুটপাট করেছে।

পুলিশ ও এলাকাবাসী জানায়, গত ১৬ আগস্ট সকাল ১১টার দিকে কাজীপুর উপজেলার গান্ধাইল হিন্দুপাড়া গ্রামের ব্যবসায়ী শুকুমার সাহা সিরাজগঞ্জ যাওয়ার পথে শুকুরতলা নামক স্থানে সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার কুড়িপাড়া গ্রামের মৃত তারা সরকারের ছেলে ও রতনকান্দি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান গোলাম মোস্তফা খোকনের ছোট ভাই দুলাল সরকার চাঁদা দাবি করে। চাঁদা দিতে অস্বীকার করলে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। এ সময় চাঁদাবাজ দুলালসহ তিনজন আহত হয়। এ খবর ছড়িয়ে পড়লে কুড়িপাড়া গ্রামের শতাধিক মানুষ লাঠিসোটাসহ দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে শুকুমার সাহার বাড়িতে হামলা চালায়। এ সময় হামলাকারীরা শুকুমার সাহার ছয়টি ঘরসহ সব আসবাবপত্র ভাঙচুর করে। এ সময় হামলাকারীরা নগদ এক লাখ ২০ হাজার টাকাসহ ১০ ভরি স্বর্ণালংকার লুট করে। এ ব্যাপারে কাজীপুর থানায় ২২ জনকে আসামী করে মামলা দায়ের হয়েছে। এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে।

আজকের কাগজ, ১৯ আগস্ট ২০০৪

(২৪৫৬)
মিরসরাইয়ে ভুয়া মেজরের মিথ্যা মামলা
বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীসহ নিরীহ লোকজন হয়রানির শিকার

প্রতিনিধি মিরসরাই ঃ মিরসরাইয়ের ভুয়া মেজর মোজাম্মেল হোসেনের বিরুদ্ধে স্থানীয় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীসহ নিরীহ লোকজনকে আবারও মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে হয়রানি করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। অন্যদিকে ওই ভুয়া মেজরের বিরুদ্ধে থানায় একাধিক অভিযোগ থাকলেও পুলিশ এ ব্যাপারে নির্বিকার ভূমিকা পালন করছে।

মিরসরাইয়ের জোরারগঞ্জ মহিলা কলেজে কম্পিউটার শিক্ষক নিয়োগকে কেন্দ্র করে ৩০ জুলাই স্থানীয় বিএনপি নেতা আবুল হোসেনের সঙ্গে মোজাম্মেল হোসেনের মধ্যে মারামারি হয়। এ ঘটনায় মোজাম্মেল হোসেন বাদি হয়ে আবুল হোসেনকে প্রধান আসামী করে ৬ জনের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করে। মামলায় জোরারগঞ্জ বৌদ্ধ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তুষার কান্তি বড়ুয়া, তার ভাই প্রসার কান্তি বড়ুয়া ও নুরুল হক নামে ৩ নিরীহ ব্যক্তিকে জড়ানো হয়। এ ব্যাপারে প্রসার কান্তি একটি লিখিত অভিযোগে উল্লেখ করেছেন, ঘটনার দিন তিনি ব্যক্তিগত কাজে ঢাকায় ছিলেন এবং নূরুল হকও তার সঙ্গে ছিলেন। অন্যজন তুষার কান্তি বড়ু য়া একজন শিক্ষাণুরাগী। ঘটনার সময় তিনি স্কুলের দাপ্তরিক কাজে ব্যস্ত ছিলেন। ভুয়া মেজর মোজাম্মেল হোসেনের বিরুদ্ধে মিরসরাই থানায় ১০টি সাধারণ ডায়েরি রয়েছে।

সংবাদ, ১৯ আগস্ট ২০০৪

(২৪৫৭)
গোবিন্দগঞ্জে মনসা প্রতিমা বিসর্জনে বাধা, ভাঙচুর

গোবিন্দগঞ্জ প্রতিনিধিঃ গত বুধবার বিকালে গোবিন্দগঞ্জে মনসা প্রতিমা বিসর্জনের সময় একদল সন্ত্রাসী হামলা চালিয়ে নগদ টাকা, স্বর্ণালংকার লুটসহ প্রতিমার শরীর থেকে কাপড় খুলে নিয়ে প্রতিমা ভাঙচুর করে নদীতে ফেলে দেয়। বিসর্জন দেখতে আসা নারী-পুরুষ এ ঘটনায় বাধা দিতে এলে তাদেরকেও বেধড়ক মারপিট করে ও এক মহিলার শ্লীলতাহানি ঘটনায়।

ভোরের কাগজ, ২০ আগস্ট ২০০৪

(২৪৫৮)
ঝিনাইদহের গ্রামে চাঁদার দাবিতে ৫ সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর নির্যাতন

ঝিনাইদহ, ১৯ আগস্ট, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার বালিয়াডাঙ্গা গ্রামের পাঁচ সংখ্যালঘু পরিবার সন্ত্রাসীদের দাবিকৃত চাঁদা দিতে না পারায় চরম নিরাপত্তাহীন অবস্থায় জীবনযাপন করছে। তারা নানাভাবে সন্ত্রাসীদের অত্যাচার-নির্যাতনের শিকার হচ্ছে।

অভিযোগ পাওয়া গেছে, এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসী আয়নাল বাহিনী ওই গ্রামের পাঁচটি সংখ্যালঘু পরিবারের কাছে ২০ হাজার টাকা করে চাঁদা দাবি করে। সন্ত্রাসীদের দাবিকৃত চাঁদার টাকা দিতে ব্যর্থ হওয়ায় ১৬ আগস্ট রাতে গিরীন দাসের স্ত্রীকে সন্ত্রাসীরা বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যায়। তার ওপর চালানো হয় শারীরিক নির্যাতন। বিপুল নামের অপর একজন চাঁদার টাকা দিতে না পারায় প্রাণভয়ে সপরিবারে বাড়িঘর, গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। বিপুলের একটি গাভী সন্ত্রাসীরা নিয়ে গেছে। সন্ত্রাসী আয়নাল বাহিনীর দাপটে বালিয়াডাঙ্গা গ্রামের সংখ্যালঘু পরিবারগুলো বর্তমানে চরম অত্যাচার-নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। ওই গ্রামের মানিক দাস, গিরীন দাস, গুরুদাসসহ কয়েকজনের কাছে সন্ত্রাসীরা পরিবারপ্রতি ২০ হাজার করে টাকা চাঁদা দাবি করেছে। চাঁদা না দিলে তাদের হত্যা করা হবে বলেও হুমকি দেয়া হয়েছে। কালীগঞ্জ থানা পুলিশের সঙ্গে এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে তারা বিষয়টি শুনেছে এবং সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের জন্য চেষ্টা চালানো হচ্ছে বলে জানায়।

সংবাদ, ২০ আগস্ট ২০০৪

(২৪৫৯)
শিশু কম্পোর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত
সাম্প্রদায়িকতার শিকার আদিবাসী পরিবারের তিন প্রজন্ম

রাঙ্গামাটি অফিস ঃ দাদা ও বাবার করুণ ভাগ্য বরণ করতে না হলেও ১১ মাসের শিশু কম্প চাকমা পঙ্গু হয়ে যেতে পারে। সন্ত্রাসীদের দায়ের কোপে মারাত্মক জখম হওয়া তার ডান পায়ের হাঁটু পুরোপুরি ভালো হবে কি না, এ ব্যাপারে চিকিৎসকরা এখনো নিশ্চিত নন।

প্রায় ২০ বছর আগে ১৯৮৪ সালে ভূষণছড়ায় এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনায় তার দাদা দীনমোহন চাকমাও 'সেটেলার' বাঙালিদের হাতে নিহত হন। সহিংসতার সেই ধারাবাহিকতায় এবার সস্ত্রীক খুন হন দীনমোহনের ছেলে বরুণ কুমার চাকমা। বরুণের দুই শিশুসন্তান উদ্ধরা চাকমা (২) ও কম্প চাকমা প্রাণে বেঁচে গেলেও তাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত।

জানা গেছে, স্থানীয় কয়েকজন বাঙালির হামলায় গত ৩ আগস্ট রাতে রাঙামাটি জেলার ভূষণছড়া ইউনিয়নের ধন্দছড়া গ্রামে নিহত হন আদিবাসী দম্পতি বরুণ কুমার চাকমা ও সুবর্ণা চাকমা। তাদের ১১ মাসের শিশু কম্প চাকমার ডান হাঁটু সন্ত্রাসীদের দায়ের কোপে প্রায় অর্ধেক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কম্প বর্তমানে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

ভূষণছড়া ইউনিয়নের অনেকেই জানান, বরুণের পূর্বপুরুষরা ছিলেন যথেষ্ট প্রভাবশালী। এলাকায় শিক্ষা প্রসারে তাদের রয়েছে অনেক অবদান। রাঙামাটির স্থানীয় দৈনিক গিরিদর্পণ পত্রিকার সম্পাদক এ কে এম মকছুদ আহমেদ বলেন, এমন একটি পরিবার এভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে, এটা কল্পনারও বাইরে। বরকল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কবীর বিন আনোয়ারও উদ্ধরা ও কম্পের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

বরুণের বড় ভাই বীর কুমার চাকমা ও অরুণ কুমার চাকমা '৮৪ সালের ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক ঘটনার পর থেকে সহায়-সম্বলহীন। বীর কুমার চিকিৎসকদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, কম্প চাকমার পা সুস্থ হবে কি না তা এখনো বলা যায় না। স্বজনরা তাকে সুস্থ করে তুলতে সমাজের বিত্তবান ও বিবেকবান লোকদের সহায়তা কামনা করেছেন।

প্রথম আলো, ২১ আগস্ট ২০০৪

(২৪৬০)
কালীগঞ্জের ৫ সংখ্যালঘু পরিবার পালিয়ে বেড়াচ্ছে

প্রতিনিধি, ঝিনাইদহ ঃ কালীগঞ্জ উপজেলার বালিয়াডাঙ্গা গ্রামের পাঁচটি সংখ্যালঘু পরিবার সন্ত্রাসীদের দাবি করা চাঁদা দিতে না পারায় পালিয়ে বেড়াচ্ছে। এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসী আয়নাল বাহিনী ওই ৫ পরিবারের কাছে ২০ হাজার টাকা করে চাঁদা দাবি করে। চাঁদা দিতে ব্যর্থ হওয়ায় সোমবার রাতে গ্রীন দাসের স্ত্রীকে সন্ত্রাসীরা বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে শারীরিক নির্যাতন চালায়। বিপুল নামের অপর একজন চাঁদা দিতে না পারায় সপরিবারে বাড়ি-ঘর, গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। ওই গ্রামের মানিক দাস, গ্রীনদাস, গুরুদাস ও প্রহিত দাসের পরিবারের কাছে ২০ হাজার টাকা করে চাঁদা দাবি করা হয়েছে। এ ব্যাপারে থানা পুলিশের যোগাযোগ করা হলে তারা বিষয়টি শুনেছে এবং সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের জন্য জোর চেষ্টা চালানো হচ্ছে বলে জানায়।

সংবাদ, ২১ আগস্ট ২০০৪

(২৪৬১)
বরগুনায় ভূমি দখরকারীদের অত্যাচারে রাখাইন সম্প্রদায় বিলুপ্তির পথে

মনির হোসেন কামাল, বরগুনা থেকে ঃ ভুয়া কাগজপত্র তৈরি করে প্রভাবশালী বাঙালিরা রাখাইন সম্প্রদায়ের ভূ-সম্পত্তির ওপর জবর দখল চালাচ্ছে। ইতিমধ্যে বরগুনা জেলার হাজার হাজার রাখাইন ভূ-সম্পত্তি হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। এর মধ্যে কিছুদিন ধরে বড়ো বালিয়াতলী তথ্যানুসন্ধানে জানা গেছে, বরগুনা জেলায় বর্তমানে রাখাইনদের সংখ্যা প্রায় ২ হাজার। ১৯৪৭-৪৮ সালে এ সংখ্যা ছিল প্রায় ২০ হাজারের উপরে। বালিয়াতলীতে রাখাইনদের ৯টি পাড়ায় ৩৯০টি ঘর ছিল। বর্তমানে সেখানে ১টি পাড়া ও ২৬টি ঘর আছে। ষাটের দশকের গোড়ার দিকে আমতলী উপজেলার বড়বগী ইউনিয়নের তালতলী বন্দরে মাত্র

এক ঘর মুসলমান বাদে বাকি সবাই রাখাইন ছিল। আজ সেখানে রাখাইনদের ঘর আছে মাত্র দুটি, বাকি সবাই মুসলমান। বর্তমানে বরগুনা জেলার বড়বগীতে ১৩টি পাড়ায় ২৩৮টি রাখাইন বাড়ি আছে। মাত্র ৫০/৬০ বছরে জমি জবর দখলকারী প্রভাবশালী বাঙালীদের অত্যাচারে বাংলাদেশে রাখাইন সম্প্রদায় বিলুপ্তির শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছে।

এদিকে প্রভাবশালী বাঙালিরা শুধু রাখাইনদের ফসলি, জমিই নয়, তালতলীর শ্মশানঘাটের জমিও দখল করে নিয়েছে। ফলে রাখাইনদের মরদেহ সৎকারে চরম প্রতিবন্দকতার সৃষ্টি হচ্ছে। শ্মশান এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, ধর্মীয় অনুষ্ঠান করার নির্ধারিত স্থান ও শ্মশানে মরদেহ নেওয়ার পথ জবর দখলের কারণে বন্ধ হয়ে গেছে। ইতিপূর্বে বাংলাদেশ রাখাইন বুড্ডিস্ট ওয়েল ফেয়ার এসোসিয়েশনের বরগুনা জেলা কমিটির মাসিক সভায় রাখাইনদের শ্মশানে মরদেহ নেওয়ার পথ জবর দখলের কারণে বন্ধ হয়ে গেছে। ইতিপূর্বে বাংলাদেশ রাখাইন বুড্ডিস্ট ওয়েল ফেয়ার এসোসিয়েশনের বরগুনা জেলা কমিটির মাসিক সভায় রাখাইনদের শ্মশানের জমি বেহাত হওয়ার সম্পর্কে ক্ষোভ প্রকাশ করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়। বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের তালতলী উপজেলা কমিটিও রাখাইন সম্প্রদায়ের জমি দখলের ব্যাপারে নিন্দা জ্ঞাপন এবং কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি কামনা করে। কিন্তু আবেদন-নিবেদনের পর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। এর পেছনে স্বার্থান্বেষী মহলের ইঙ্গিত আছে বলে এলাকার সচেতন মহল মনে করছে। অন্যদিকে স্বার্থানেষী একটি মহল দাবি করছে, তালতলী রাখাইন পাড়ার ভিটা, ভূমি ও শ্মশান ভূমি ক্রয়সূত্রে তারাই মালিক।

অথচ এসএএন্ডটি অ্যাক্ট ১৯৫০ সালের ৯৭ ধারায় রাখাইন সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষার উল্লেখ রয়েছে। ওই ধারার দুই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'এ অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিধান ব্যতিরিকে কোনো অধিবাসী কর্তৃক তার জোত বা তার অংশবিশেষ হস্তান্তর বৈধ হবে না, যদি না তা বাংলাদেশে নিবেশিত বা স্থায়ীভাবে বসবাসরত অন্য আদিবাসীর কাছে হস্তান্তর করা হয়। যাকে ৯০ ধারা মতে ওই জোত বা জোতের অংশবিশেষ হস্তান্তর করা যেতে পারে। রাখাইন বুড্ডিস্ট ওয়েল ফেয়ার এসোসিয়েশনের সভাপতি মং তাহান তাদের জনগোষ্ঠীর সমস্যার কথা তুলে ধরে বলেন, তাদের রাখাইনরা ১৯৫৭-৫৮ সাল থেকেই দেশত্যাগ শুরু করে। ওই সময় এ এলাকায় তেমন ধান উৎপাদন হতো না। অকালের ভয়ে তারা দেশ ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু বর্তমানে রাখাইন সম্প্রদায়ের চলে যাওয়ার প্রেক্ষাপট ভিন্ন। বর্তমানে রাখাইন সম্প্রদায়ের লোকজন এখানে বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা পাচ্ছে না। ফলে তারা পার্শ্ববর্তী দেশ মায়ানমারে পাড়ি জমাচ্ছে। তার মতে এভাবে চলতে থাকলে অতি অল্পদিনেই বাংলাদেশ থেকে রাখাইন সম্প্রদায়ের বিলুপ্ত ঘটবে। এ ব্যাপারে তিনি সরকার ও সচেতন মহলের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

ভোরের কাগজ, ২৪ আগস্ট ২০০৪

(২৪৬২)
মহেশখালীতে আদিনাথ মন্দিরের জায়গা দখল করে দোকান নির্মাণ

কক্সবাজার প্রতিনিধি ঃ হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের তীর্থস্থান মহেশখালী উপজেলার আদিনাথ মন্দিরের জায়গা দখল করে দোকানঘর নির্মাণ করছে স্থানীয় একটি প্রভাবশালী মহল।

জানা গেছে, স্থানীয় একটি চিহ্নিত মহল অবৈধ প্রভাব বিস্তার করে মন্দিরের সিঁড়ির পাশে গাছ কেটে অবৈধভাবে দোকানঘর নির্মাণ করছে। এসব গাছ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার পাশাপাশি তীর্থ যাত্রীদের ছায়া প্রদান করে এবং মন্দিরকে নদী ভাঙন থেকে রক্ষা করে। এ ব্যাপারে স্থানীয় কমিশনার ও হিন্দু সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে উপজেলা কর্মকর্তাকে অভিযোগ করা

হয়েছে। তিনি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিলেও এখনো কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি বলে স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায় অভিযোগ করেছেন।

আজকের কাগজ, ২৪ আগস্ট ২০০৪

(২৪৬৩)
পীরগাছায় সংখ্যালঘুদের বাড়িতে হামলা, লুটপাট অগ্নিসংযোগ, আহত ২৫

রংপুর, ২৪ আগস্ট, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জেলার পীরগাছায় একটি গ্রামের সংখ্যালঘু বেশ কয়েকটি পরিবারে সরকারদলীয় একদল সন্ত্রাসী হামলা মারপিট নগদ অর্থ স্বর্ণালংকার ধানচাল লুটপাটসহ তাদের ২৭ ঘর আগুনে পুড়িয়ে ভস্মীভূত করেছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছে কমপক্ষে ২৫ ব্যক্তি। এদের মধ্যে গুরুতর আহত ১২ জনকে স্থানীয় রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সন্ত্রাসীরা ৪০ গরু লুট করে নিয়ে যাবার সময় বিক্ষুব্ধ জনতা ৭ গরুসহ ৩ সন্ত্রাসীকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেছে। ঘটনার সময় আশপাশের মানুষজন আগুন নেভাতে এবং নির্যাতিত পরিবারগুলোর সহায়তায় এগিয়ে এলে সন্ত্রাসীরা তাদেরকেও পিটিয়ে গুরুতর জখম করে। সোমবার সন্ধ্যা থেকে রাত প্রায় ১২টা পর্যন্ত নির্মম এ ধ্বংসযজ্ঞের পর এলাকাটি এখন পরিণত হয়েছে বিচারণভূমিতে। ঘরবাড়ি মালামাল হারিয়ে ওসব পরিবারের প্রায় ৭০/৮০ মানুষ এখন খোলা আকাশের নিচে মানবেতর জীবন যাপন করছে। জেলার পুলিশ সুপার স্থানীয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। ইতোপূর্বে এক সংখ্যালঘু তরুণীকে ধর্ষণ চেষ্টা এবং জমি দখল করে নেয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এক ইউপি চেয়ারম্যান এবং পাকিস্তান থেকে আসা এখানে বসতি স্থাপন করে থাকা ব্যক্তির ইন্ধনে এ ঘটনা ঘটেছে বলে এলাকাবাসী অভিযোগ করেছেন। বর্তমানে সেখানে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৫ আগস্ট ২০০৪

(২৪৬৪)
চাঁদা না পেয়ে ভাঙচুর লুট ঃ ৪টি সংখ্যালঘু পরিবার বাড়ি ছাড়া

জেলাবার্তা পরিবেশক, সিরাজগঞ্জ ঃ আওয়ামী লীগের দুর্গ বলে পরিচিত কাজীপুরে দলীয় ক্যাডাররা ৪ সংখ্যালঘু পরিবারের ৪টি ঘর ভাঙচুর এবং মালামাল লুট করেছে। মামলা করার হুমকির মুখে ৪টি পরিবার পালিয়ে বেড়াচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্ত ঘরগুলো এখন পাহারা দিচ্ছে প্রতিবেশীরা। ঘটনাটি ঘটেছে গান্ধাইল সাহা পাড়া গ্রামে। ৪ ভাই সুকুমার, সুভাষ, সুশীল ও মণ্টু এলাকার সচ্ছল ব্যবসায়ী। যুবলীগ নেতা দুলাল, টিপু ও হেলাল এই পরিবারের কাছ থেকে মাঝে মধ্যেই নানা অজুহাতে সুবিধা আদায় করে আসছিল। অতি সম্প্রতি তারা উল্লিখিত পরিবারের কাছে মোটা অংকের চাঁদা দাবি করে। তারা চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় সন্ত্রাসীরা ক্ষুব্ধ হয়। যুবলীগ নেতা দুলাল, পিটু ও হেলালের নেতৃত্বে ৫০/৬০ জনের একদল সন্ত্রাসী বিভিন্ন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে ১৬ আগস্ট ৪ পরিবারে হামলা চালিয়ে তারা পরিবারের নারী-পুরুষ সবাইকে মারধর করে। দীর্ঘ সময় ধরে এদের ৭টি ঘর ও মালামাল ভাঙচুর এবং লুটপাট করে। ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৫ লাখ টাকা। ঘটনার শিকার মন্টু এ ব্যাপারে ৪০ জনকে আসামি করে কাজীপুর থানায় মামলা করেছেন। এদিকে মামলা প্রত্যাহারের জন্য সন্ত্রাসীরা ৪ ভাইয়ের পরিবারকে হত্যার হুমকি দেয়। নিরাপত্তার অভাবে তারা পরিবার পরিজন নিয়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছে। তাদের ঘরবাড়ি পাহারা দিচ্ছে একই গ্রামের অন্য সংখ্যালঘুরা। এলাকাবাসী বলেছে,

পুলিশের গ্রেফতার অভিযান নাটক ছাড়া কিছুই না। সন্ত্রাসীরা আশপাশেই অবস্থান করছে। পুলিশ তাদের ধরছে না।

সংবাদ, ২৬ আগস্ট ২০০৪

(২৪৬৫)
কালিয়াকৈরে সন্ত্রাসীরা পেট্রোল ঢেলে জ্বালিয়ে দিয়েছে এক সংখ্যালঘুর বাড়ি স্বামী-স্ত্রী-সহ ৫ জন অগ্নিদগ্ধ

কালিয়াকৈর প্রতিনিধি ঃ গতকাল ভোরে একদল সন্ত্রাসী উপজেলার মৌচাক ইউনিয়নের পূর্ব চান্দরা গ্রামের এক সংখ্যালঘুর বাড়ি পেট্রোল ঢেলে পুড়িয়ে দিয়েছে। এতে একটি রঙিন টেলিভিশন, ভিসিডি, ফ্যান, স্বর্ণালংকার, জামা কাপড় ও নগদ টাকাসহ একটি চো-চালা টিনসেড ঘর সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়।

জানা যায়, সন্ত্রাসীরা উপজেলার পূর্ব চান্দরা গ্রামের সংখ্যালঘু স্বর্ণ কমল বর্মণের বাড়ির প্রত্যেকটি কক্ষের বাইরে শিকল বন্ধ করে রেখে পশ্চিম পার্শ্বে টিনসেড ঘরের চতুর্দিকে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। এ সময় ঐ ঘরের পাশের কক্ষে স্বর্ণ কমলের স্ত্রী লালমনি বর্মণী ঘুমন্ত অবস্থায় আগুনের তাপ পেয়ে জেগে ওঠে দেখে ঘরের চারিদিকে আগুন জ্বলছে। পরে তিনি কক্ষ থেকে বের হতে চেষ্টা করলে বাহিরে শিকল বন্ধ থাকায় বের হতে না পেরে চিৎকার করতে থাকেন। চিৎকারে পাশের ঘর থেকে দেবর ও দেবরের বউ তার নিজ কক্ষের দরজা ভেঙে বাহিরে এসে লালমনি বর্মণীকে ঘরের শিকল খুলে উদ্ধার করে। এ সময় আগুনের শিখা দাউ দাউ করে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লে পার্শ্ববর্তী ১০/১২টি বাড়ির লোকজনের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তাদের চিৎকারে পার্শ্ববর্তী কারুল সুরিচালা গ্রাম থেকে লোকজন এসে আশে পাশের বাড়ি ঘরের শিকল খুলে দিলে লোকজন বেরিয়ে এসে ৩ ঘন্টা চেষ্টা চালিয়েও আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যর্থ হয়। এ সময় পাঁচ জন অগ্নিদগ্ধ হয়। অগ্নিদগ্ধরা হলো-স্বর্ণ কমল বর্মণ (৭৫), স্ত্রী লালমনি বর্মণী (৬৫), ভাই শ্যামা চন্দ্র বর্মণ (৪৫), স্ত্রী নিশি রানী বর্মণী (৩৫), তমছের আলী (৪০), আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এলাকাবাসী ধারণা করছে ওই বাড়ির সদস্যদের পুড়িয়ে হত্যা করার উদ্দেশ্যেই ঘরে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। মৌচাক ইউনিয়নের সংখ্যালঘু নেতা দিলীপ কুমার বর্মণ জানান, কোনও কু-চক্রী মহল তাদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য এই জঘন্য ঘটনা ঘটিয়েছে। এ ঘটনায় উপজেলার সংখ্যালঘু পরিবারের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে।

আজকের কাগজ, ২৮ আগস্ট ২০০৪

(২৪৬৬)
যশোরে গণ-ধর্ষণের পর তরুণীকে জবাই

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ শহরের কারবালা গোরস্তানে এক তরুণীকে গণধর্ষণ শেষে জবাই করে হত্যা করা হয়েছে। গতকাল পুলিশ তার লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য যশোর জেনারেল হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

পুলিশ জানায়, শহরের পুলিশ লাইন টালিখোলা এলাকার সুইপার কলোনির দেবদাসের মেয়ে অনিতাকে (৩০) বৃহস্পতিবার রাতে ধর্ষণ শেষে হত্যা করা হয়। তার বুকে ও গলায় ছুরি চালিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এ ব্যাপারে থানায় মামলা হয়েছে।

সংবাদ, ২৮ আগস্ট ২০০৪

(২৪৬৭)
গোপালগঞ্জে ২ মন্দিরের ১০টি প্রতিমা ভাঙচুর

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি ঃ গোপালগঞ্জ শহরের ব্যাংক পাড়ার খাটরা দক্ষিণ দশআনা সার্বজনীন কালিবাড়ীর দু'মন্দিরের কমপক্ষে ১০টি প্রতিমা (মূর্তি) ভাঙচুর করেছে দুর্বৃত্তরা। গত শুক্রবার গভীর রাতে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় জড়িত থাকার সন্দেহে পুলিশ শহিদুল ইসলাম নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে। তার বাড়ি পার্শ্ববর্তী মোল্লাহাট উপজেলার কামার গ্রামে। সে এ ঘটনা ঘটিয়েছে বলে পুলিশের কাছে স্বীকার করেছে। ওই কালিবাড়ী কমিটির সভাপতি ডাক্তার দুর্যোধন বিশ্বাস এ ঘটনায় সদর থানায় মামলা করেছেন। গতকাল শনিবার ভোরে স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায় মন্দিরে পূজা দিতে গিয়ে প্রতিমা ভাঙচুর দেখতে পায়। জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন। এ ঘটনায় মন্দির এলাকায় বিডিআর মোতায়েন হয়েছে।

আজকের কাগজ, ২৯ আগস্ট ২০০৪

(২৪৬৮)
ভিক্ষু জ্ঞানজ্যোতি হত্যার রায় ঃ সাকা চৌধুরীর ৬ ক্যাডারের ফাঁসি

কমল দে, চট্টগ্রাম অফিস ঃ দেশের বহুল আলোচিত বৌদ্ধ ভিক্ষু জ্ঞানজ্যোতি মহাস্থবির হত্যা মামলার রায়ে ছয় সন্ত্রাসীকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছে। গতকাল রোববার চট্টগ্রামের প্রথম অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন এই দণ্ডাদেশ প্রদান করেন। তবে উচ্চ আদালতের নির্দেশে এই রায় কার্যকর করা যাবে বলে রায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। আসামীদের প্রত্যেককে মৃত্যুদণ্ডের পাশাপাশি ১০ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়। দণ্ডিত আসামীদের সকলেই বিএনপির বিতর্কিত সাংসদ সাকা চৌধুরীর ক্যাডার বলে জানা গেছে।

দণ্ডিত আসামীদের মধ্যে আজিজুল হক ওরফে আজিজ্যা, এয়ার মোহাম্মদ ওরফে এলাইচ মোহাম্মদ ওরফে মোহাম্মদ মিয়া এবং নূরুল ইসলাম গ্রেফতার হলেও পুতুল বড়ুয়া, মোহাম্মদ মানিক ও জহির ওরফে জহুর পলাতক রয়েছে। এছাড়া এই মামলার অপর আসামী গিয়াসউদ্দিন চাঁদাবাজি করতে গিয়ে গণধোলাইয়ের শিকার হয়ে রায় ঘোষণার আগেই পলাতক অবস্থায় মারা গেছে। মামলার বাদী এবং সরকার নিয়োজিত কৌশুলি এই রায়ের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেও আসামী পক্ষের আইনজীবীরা ন্যায় বিচার পাননি বলে দাবি করেছেন।

ঘটনার বিবরণ

২০০২ সালের ২১ এপ্রিল রাতে একদল সন্ত্রাসী উত্তর চট্টগ্রামের রাউজান থানাধীন হিঙ্গলা ইউনিয়নের ওয়ারা পুঞঞা বৌদ্ধ অনাথালয় এবং আশ্রমে হানা দেয়। সন্ত্রাসীরা এসময় অনাথালয়ের অধ্যক্ষ ও বৌদ্ধ ভিক্ষু জ্ঞানজোতি মহাস্থবিরকে (৫২) নৃশংসভাবে জবাই করে হত্যা করে। পরদিন সকালে পুলিশ আশ্রমের কক্ষ থেকে তার লাশ উদ্ধার করে। এ ব্যাপারে নিহতের ছোট ভাই সুলাল বড়ুয়া বাদী হয়ে ২২ এপ্রিল রাউজান থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

বৌদ্ধ অনাথালয়ের অভ্যন্তরে বৌদ্ধ ভিক্ষু জ্ঞানজ্যোতি মহাস্থবিরকে হত্যার ঘটনা দেশ বিদেশে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। এই ঘটনার পর বেশ কয়েকটি দেশের প্রতিনিধিরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে এই হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। দেশী-বিদেশী চাপের মুখে পড়ে সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীসহ উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তারা রাউজান আশ্রম প্রাঙ্গণ পরিদর্শনে এসে খুনিদের গ্রেফতার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের অঙ্গীকার করেন। এছাড়া

বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ব্যাপক কর্মসূচি পালন করে।

তদন্তে গোঁজামিল

এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে বিতর্কিত বিএনপি নেতা সা কা চৌধুরীর অনুসারী সন্ত্রাসী আজিজুল হক ওরফে আজিজ্যা বাহিনীর জড়িত থাকার কথা প্রকাশ হয়ে পড়লে মামলার তদন্তে গোঁজামিল শুরু হয় বলে অভিযোগ ওঠে। মামলার প্রথম তদন্তকারী কর্মকর্তা রাউজান থানার তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিখিল চন্দ্র মণ্ডল মূল ঘটনাকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন মহল থেকে তদন্তকারী কর্মকর্তা পরিবর্তনের দাবি ওঠে।

জনগণের দাবির মুখে সরকার তদন্তকারী কর্মকর্তা নিখিল চন্দ্র মণ্ডলকে সরিয়ে দিয়ে সিআইডি চট্টগ্রাম জোনের তৎকালীন সহকারী কমিশনার এ এন এম মহিউদ্দিনকে নতুন করে তদন্তের দায়িত্ব প্রদান করে। দীর্ঘ প্রায় ১৫ মাস তদন্তের পর গত বছরের ৬ আগস্ট মোট সাতজনকে অভিযুক্ত করে আদালতে মামলার চার্জশিট দেওয়া হয়। চার্জশিটে মামলার বাদী সুলাল বড়ুয়া এবং দু'জন তদন্তকারী কর্মকর্তাসহ মোট ৩৭ জনকে সাক্ষী হিসেবে রাখা হয়। এছাড়া আশ্রমে আসা অনুদানের টাকা আত্মসাৎ, জায়গাজমি দখল করে নেওয়ার জন্য আশ্রমের শিক্ষক পুতুল বড়ুয়ার পরামর্শে সন্ত্রাসী আজিজ্যার ভাড়া করা বাহিনী এই হত্যাকাণ্ড সংগঠিত করে বলে চার্জশিটে উল্লেখ করা হয়।

এলাইচের গ্রেফতার ও নৃশংস হত্যার জবানবন্দি

নগর গোয়েন্দা পুলিশের তৎকালীন এস আই মহিউদ্দিন সেলিমের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল ২০০২ সালের ২২ ডিসেম্বর নগরীর সিটি গেট এলাকা থেকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এই হত্যা মামলার অন্যতম আসামী এলাইচ মোহাম্মদ মিয়াকে একটি অত্যাধুনিক একে-৪৭ রাইফেলসহ গ্রেফতার করে। গ্রেফতারের পর প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে এলাইচ মোহাম্মদ বৌদ্ধ ভিক্ষু জ্ঞানজ্যোতি মহাস্থবিরকে হত্যার সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করে। এবং তাদের গডফাদার হিসেবে সাকা চৌধুরীর ক্যাডার আজিজ্যাসহ কিলিং স্কোয়াডের অন্য সদস্যদের নাম ফাঁস করে দেয়।

গ্রেফতারের পরদিন ২৩ ডিসেম্বর আসামী এলাইচ মোহাম্মদকে চট্টগ্রামের প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ কামরুজ্জামানের আদালতে হাজির করা হলে সেখানে সে হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী প্রদান করে। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা দিতে গিয়ে এলাইচ মোহাম্মদ জানায়, ঘটনার ৪/৫ দিন আগে সন্ত্রাসী আজিজ আশ্রমের শিক্ষক পুতুল বড়ুয়ার সঙ্গে ভিক্ষুকে (ভান্তে) হত্যার ব্যাপারে গোপনে পরামর্শ করে। এসময় এলাইচ নিজে এবং নূরুল ইসলাম, গিয়াস উদ্দিন, মানিক, জহির ওরফে জহুর উপস্থিত ছিল।

ঘটনার দিন ২১ এপ্রিল পুতুল মাস্টার আজিজ্যার বাড়ির দক্ষিণে কবরস্থানের পাশে আসে এবং রাত ১০টা পর্যন্ত এই হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনা নেয়। রাত ১০টার দিকে আজিজ একটি চাইনিজ রাইফেল, জহির কাটা রাইফেল, নূরুল ইসলাম ও মানিক বন্দুক এবং এলাইচ এলজি নিয়ে আশ্রমে হানা দেয়। পুতুল মাস্টার অধ্যক্ষের কক্ষের দরজায় টোকা দিলে একজন ছোট ভিক্ষু (মহানাম শ্রমন) দরজা খুলে দেয়। এরপর সন্ত্রাসী মানিক ভিক্ষু মহানাম শ্রমনকে গাছের সঙ্গে বেঁধে ফেলে এবং সবাই দোতলায় বৌদ্ধ ভিক্ষু জ্ঞানজ্যোতি মহাস্থবিরের কক্ষে প্রবেশ করে। এসময় ভিক্ষু আশ্রম ঘরের নিজকক্ষের ফ্লোরে ঘুমিয়েছিলেন।

আদালতে প্রদত্ত ১৬৪ ধারার জবানবন্দিতে আরো উল্লেখ করা হয়, শোয়া অবস্থায় ভিক্ষুকে পুতুল বড়ুয়া মাথায় দুটি আঘাত করে বলে 'শালা বহুত খাইছস'। এরপর পুতুল বড়ুয়া এবং জহির ভিক্ষুর দুহাত, মানিক ও এলাইচ দুপা এবং গিয়াস ও নূরুল ইসলাম মাথা ও বুক

চেপে ধরে। এসময় পুতুল বড়ুয়া গিয়াসের কাছ থেকে ছুরি নিয়ে এলাইচকে দিয়ে বলে ভিক্ষুকে জবাই করতে। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা আজিজের নির্দেশ পেয়ে এলাইচ ছুরি দিয়ে ভিক্ষুকে জবাই করে। জবাই করার পর ভিক্ষুর ঘাড়ের কিছু অংশ চামড়ার সঙ্গে লাগানো ছিল বলে সে স্বীকার করে। ভিক্ষুকে হত্যার পর তারা সবাই আজিজের বাড়িতে আসে। সেখান থেকে যে যার মতো পালিয়ে যায়।

চাঞ্চল্যকর এই মামলার বিচার প্রক্রিয়া

চলতি বছরের ২৫ এপ্রিল চট্টগ্রাম জেলা ও দায়রা জজ আবদুর রহমান পাটোয়ারীর আদালতে চাঞ্চল্যকর এই মামলার সাত আসামির বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করা হয়। আসামী আজিজুল হক ওরফে এয়ার মোহাম্মদ ওরফে মোহাম্মদ মিয়া ও নুরুল ইসলাম বিচারকার্য চলাকালে আদালতে উপস্থিত থাকলেও এই মামলার আসামী পুতুল বড়ুয়া জামিনে এসে জহির ওরফে জহুর, মানিক ও গিয়াস উদ্দিন ঘটনার পর থেকে পলাতক ছিল। ১৫ মে থেকে শুরু হয় এই মামলার সাক্ষ্যগ্রহণ।

পরবর্তী সময়ে চট্টগ্রামের প্রথম অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেনের আদালতে ২০ জুলাইয়ের মধ্যে ১৩ কর্ম দিবসে এই মামলার ৩৭ জন সাক্ষীর মধ্যে ২২ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। আসামীদের ৩৪২ ধারায় পরীক্ষা গ্রহণের পর ১০ আগস্ট থেকে ১৮ আগস্ট পর্যন্ত টানা সাত দিন এই মামলার যুক্তি-তর্ক শুনানী চলে। মোট ২০ কার্জ দিবসে এই হত্যা মামলার রায় ঘোষণা করা হয়েছে বলে আদালত সূত্রে জানা গেছে।

রায় ঘোষণা, ছয় জনের ফাঁসি

বহুল আলোচিত এই হত্যা মামলার রায় ঘোষণা উপলক্ষে গতকাল রোববার চট্টগ্রাম আদালত প্রাঙ্গণে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। নিয়মিত দায়িত্ব পালনরত পুলিশের পাশাপাশি অতিরিক্ত আরো দুপ্লাটুন পুলিশ নবনির্মিত এই আদালত ভবন কর্ডন করে রাখে। এসময় আইনজীবী এবং সাংবাদিক ছাড়া আর কাউকে আদালত এলাকায় ঢুকতে দেওয়া হয়নি। কড়া পুলিশ পাহারায় সোয়া ১২টার দিকে মামলার তিন আসামীকে কাঠগড়ায় নিয়ে আসা হয়। দুপুর ১২টা ২০ মিনিটে বিচারক মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন এজলাসে এসে ৭৬ পৃষ্ঠার এই রায়ের মূল অংশটি পড়ে শোনান। ৭৬ পৃষ্ঠাব্যাপী এই রায়ের মধ্যে ৪৯ নম্বর পৃষ্টা থেকে মোট ২৪ পৃষ্টা রয়েছে রায়ের পর্যালোচনা।

ঘোষিত রায়ে উল্লেখ করা হয়েছে, সার্বিক সাক্ষ্য প্রমাণ, মামলার এজাহার, চার্জশিট, একজন আসামীর ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি এবং পারিপার্শ্বিক তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে আসামী পুতুল বড়ুয়া পিতাঃ নলিনী বড়ুয়া, মানিক পিতাঃ নূর আলী, জহির পিতা আবুল খায়ের, এলাইচ মোহাম্মদ ওরফে এয়ার মোহাম্মদ ওপফে মোহাম্মদ মিয়া পিতা আবদুল মোন্নাফ, আজিজুল হক ওরফে আজিজ্যা পিতাঃ আবদুল মোন্নাফ এবং নুরুল ইসলাম পিতা ইসহাক মিয়ার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩০২/৩৪/১২০ (বি) ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড এবং প্রত্যেককে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। দণ্ডিত আসামীদের মধ্যে গ্রেফতারকৃত তিনজন রায়ের কপি পাওয়া সাপেক্ষে সাত দিনের মধ্যে উচ্চ আদালতে আপিল করতে পারবে বলে রায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

রায়ের পর প্রতিক্রিয়া

বহুল আলোচিত এই হত্যা মামলার রায় ঘোষণার পর পরই আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়ানো আসামীরা কান্নায় ভেঙে পড়ে। পরে পুলিশ পাহারায় আসামীদের চট্টগ্রাম জেলা কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। এসময় আসামী আজিজ্যার মন্তব্য জানতে চাওয়া হলে সে বলে 'আমি ন্যায় বিচার পাইনি, এর বাইরে আর কিছু বলতে পারবো না'। রায় প্রসঙ্গে সরকার

নিয়োজিত কৌশুলী জেলা পিপি এডভোকেট কফিলউদ্দিন বলেন, এই রায় যুগান্তকারী রায়। বিচার পাওয়া যায় না বলে সাধারণ মানুষের মধ্যে যে হতাশা কাজ করে এই রায়ের ফলে বিচার বিভাগের প্রতি মানুষের পুনরায় আস্থা ফিরে আসবে। বাদী পক্ষের নিয়োজিত কৌসুলি সিনিয়র আইনজীবী এডভোকেট স্বভু প্রসাদ বিশ্বাস বলেন, অনেক প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে এই মামলার কাজ করতে হয়েছে। তারপরও যে মূল আসামীরা সাজা পেয়েছে তার জন্য সকলেই খুশি। তিনি আরো বলেন এই রায়ে বিচার বিভাগ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা পাল্টে যাবে। তবে আসামী পক্ষের নিয়োজিত কৌশুলী এডভোকেট মোহাম্মদ ইউসুফ এবং মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন রায়ের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে বলেন, আমরা ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হয়েছি। এই রায়ের ব্যাপারে তারা উচ্চ আদালতে আপিল করবেন বলে জানান।

মামলার বাদী আতঙ্কের মধ্যে

নিহত বৌদ্ধ ভিক্ষু জ্ঞানজ্যোতি মহাস্থবিরের ছোট ভাই এবং এই মামলার বাদী সুলাল বড়ুয়া এখনো সন্ত্রাসীদের হুমকির মুখে চরম আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন। গতকাল এই মামলার রায় ঘোষণা উপলক্ষে তার আদালত ভবনে উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও তাদের পরিবারের কোনো সদস্যকে আদালত ভবনে দেখা যায়নি। অজ্ঞাত স্থান থেকে মোবাইল টেলিফোনের মাধ্যমে আলাপকালে বাদী সুলাল বড়ুয়া এই প্রতিবেদককে জানান, ঘটনার পর থেকে মামলা তুলে নেওয়ার জন্য সন্ত্রাসীরা তাকে অসংখ্যবার হুমকি দিয়েছে। হুমকির মুখে বর্তমানে তার পরিবার বাড়িতে যেতে পারছে না বলে জানান। রায় ঘোষণার পর বাড়িতে যাবেন কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, পরিস্থিতি বুঝে বাড়িতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তবে ঘোষিত রায়ের প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করে তিনি আইনজীবীসহ সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। তিনি আরো বলেন, আমি ভাই হত্যার ন্যায় বিচার পেয়েছি।

ভোরের কাগজ, ৩০ আগস্ট ২০০৪

(২৪৬৯)
শরীয়তপুরে সংখ্যালঘু এক পরিবারকে ভিটেছাড়া

নিজস্ব সংবাদদাতা, শরীয়তপুর ঃ জেলার গোসাইরহাট উপজেলার ধীপুর গ্রামের এক সংখ্যালঘু পরিবারকে সম্প্রতি পূর্ব শত্রুতার জের ধরে তাদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করেছে স্থানীয় সন্ত্রাসীরা। পরে তারা ঐ পরিবারের বসতঘরে দুই দফা আগুনও ধরিয়ে দেয়। এ ব্যাপারে গোসাইরহাট থানায় সাধারণ ডায়েরি করার পর সন্ত্রাসীরা বেপরোয়া হয়ে ওঠে। সন্ত্রাসীদের অব্যাহত হুমকিতে উক্ত পরিবারের সদস্যরা এখন নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।

ধীপুর গ্রামের ডা. কানাইলাল সরকার স্থানীয় সাংবাদিকদের কাছে অভিযোগ করেন, গত ১৮ জুলাই স্থানীয় অজ্ঞাত সন্ত্রাসীরা গভীর রাতে কেরোসিন ঢেলে তার নাড়াপাড়ায় আগুন ধরিয়ে দেয়। এর পর সন্ত্রাসীরা গত ২৭ জুলাই মধ্যরাতে তাঁর বসতঘরে কেরোসিন ও পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। আগুনে পুড়ে যায় তার একটি লাকড়ির ঘর যাতে ৪০ মণ লাকড়ি ছিল। কিন্তু অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান ডা. কানাইলাল সরকার ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৩০ আগস্ট ২০০৪

সেপ্টেম্বর ২০০৪

(২৪৭০)
‘ইকোপার্ক’ নির্মাণ নিয়ে মধুপুর বনে ফের উত্তেজনা

টাঙ্গাইল, ৩ সেপ্টেম্বর, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ মধুপুর বনে আবার উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ছে। বন বিভাগ যে কোন মূল্যে ‘ইকোপার্ক’ নির্মাণ করার ঘোষণা দিয়েছে। এ ঘোষণার পর থেকে সেখানে আদিবাসী গারোরা মিছিল সমাবেশ করেছে। ‘ইকোপার্ক’ নির্মাণের লক্ষ্যে বন বিভাগ আদিবাসী নেতাদের নামে একের পর এক মিথ্যা মামলা দিচ্ছে। ইতোমধ্যে কয়েক নেতাকে এসব মামলায় গ্রেফতার করে জেলে পাঠানো হয়েছে। নিরীহ আদিবাসীদের চাষ করা প্রায় দু’শ’ একর কলাবাগান ধ্বংস করে দিয়েছে বনবিভাগ। অথচ প্রভাবশালী এবং বিএনপি নেতা-কর্মীরা বনের প্রায় ৩ হাজার একর জমি জবরদখল করে কলাচাষ করেছে। জানা গেছে, গত তিন সপ্তাহে বন বিভাগ আদিবাসী নেতাদের বিরুদ্ধে ডজন দুয়েক মামলা দায়ের করেছে। এই মামলায় প্রশান্ত মানকিন, অজয় এ মৃ, আবেল মানকিন, মাইকেল নকরেক, নেরে দালবত, পঞ্চরাজসহ বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠানো হয়েছে। এদের কেউ কেউ পরে জামিনে মুক্তিও পেয়েছেন। এরা সবাই মধুপুরে ইকোপার্ক নির্মাণ বিরোধিতাকারী নেতা।

আদিবাসী কয়েক জন নেতার সঙ্গে কথা হলে তাঁরা জানান, আমাদের চিরতরে বন থেকে উচ্ছেদ করার জন্য ‘ইকোপার্ক’ নির্মাণ করা হচ্ছে। বিভিন্ন সময় আমাদের অধিকার আদায়ের দাবি নিয়ে মিছিল সমাবেশ করেছি। এসব মিছিলে গুলি চালিয়ে এ পর্যন্ত ৮ আদিবাসীকে হত্যা করা হয়েছে। এদের মধ্যে বিহান নকরেক, অধীর দোফো, নিনতো নাখ হাদিমা, সেন্টু নকরেক এবং সর্বশেষ এ বছরের ৪ জানুয়ারি পীরেন স্লান উল্লেখযোগ্য। মধুপুর বনের ভিতরে ২৫ হাজার গারো এবং কোচ আদিবাসীদের বসবাস। এই বনে এখন এর চেয়েও বেশি সংখ্যায় রয়েছে মুসলমান। এদের হাতেও আদিবাসীরা প্রতিনিয়ত নির্যাতনের শিকার হচ্ছে রাজনৈতিক কারণে। আদিবাসীদের এসব অভিযোগের পর বন বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তারা জানায়, মধুপুরে ইকোপার্ক নির্মাণের কাজ কয়েক দিনের মধ্যে শুরু করা হবে। যদি এ মাসের মধ্যে কাজ শেষ করা না যায় তাহলে এডিবির প্রায় ১০ কোটি টাকা ফেরত চলে যাবে। বন বিভাগ ১০ কোটি টাকা ফেরত পাঠাতে রাজি নয়। এই টাকার কাজ হলে বিরাট অঙ্কের টাকা লুটপাট করা যাবে এমন মন্তব্য আদিবাসীদের। অবশ্য বন বিভাগ বলেছে, সরকার ইকোপার্ক নির্মাণে জোর তাগিদ দিচ্ছে। অন্যদিকে, এ ঘোষণার পর থেকে মধুপুর বনে চরম উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। প্রায় প্রতিদিনই সেখানে ইকোপার্কবিরোধী আন্দোলনের কর্মসূচি পালন হচ্ছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৪ সেপ্টেম্বর ২০০৪

(২৪৭১)
ধামরাইয়ে সংখ্যালঘু পরিবারে হামলা ঃ জমি দখলের চেষ্টা

প্রতিনিধি, ধামরাই (ঢাকা) ঃ শুক্রবার এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা জমি দখলে ব্যর্থ হয়ে এক সংখ্যালঘুর বাড়িঘর ভাঙচুর ও লুটপাট করেছে। সন্ত্রাসীদের নারকীয় তাণ্ডবে বাধা দিলে বাড়ির সবাইকে মারধর করে বাড়ির কেয়ারটেকারের স্ত্রীকে অপহরণ করে। পরে এলাকাবাসী তাকে উদ্ধার করে। সন্ত্রাসী ঘটনায় শিশু ও মহিলাসহ আহত হয়েছে ৬ জন। সন্ত্রাসীরা বইপুস্তক লুট করে নিয়ে যাওয়ায় ৮ম শ্রেণীর এক ছাত্রী দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা দিতে পারছে না। এলাকাবাসী ও ভুক্তভোগীরা জানায়, শুক্রবার সকালে এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসী হুমায়ুনের নেতৃত্বে জয়নাল, আওলাদ, রাজ্জাক, জাহাঙ্গীর, রিপন, শিপন, আতিক, মর্তুজা, রতন, সনি,

জাহাঙ্গীর আলম ও কুকাসহ ২৫/৩০ জন সন্ত্রাসী ধলকুণ্ড গ্রামে ফটিক শীলের জমি দখল করতে আসে। এ সময় কেয়ারটেকার খোকন মিয়া বাধা দিলে সন্ত্রাসীরা ক্ষিপ্ত হয়ে বাড়িতে সন্ত্রাসী হামলা চালায়। তারা বাড়ির সবাইকে মারধর করে বেঁধে রেখে কেয়ারটেকারের স্ত্রীকে (৩০) অপহরণ করে বাড়ির বড় দু'টি টিনের ঘর, ২৭ হাজার টাকা, স্বর্ণালঙ্কার, ঘরের আসবাবপত্র ও বইপুস্তক লুট করে। এ ঘটনায় ৬ জন আহত হয়েছে। এদের আর্তচিৎকারে এলাকাবাসী সন্ত্রাসীদের ধাওয়া করে কেয়ারটেকারের স্ত্রীকে ৫ ঘণ্টা পর উদ্ধার করে। এ ব্যাপারে ফটিক শীলের ছেলে গৌরপদ শীল বাদি হয়ে ধামরাই থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে।

সংবাদ, ৫ সেপ্টেম্বর ২০০৪

(২৪৭২)
আড়াইহাজারে সংখ্যালঘু পরিবারে সন্ত্রাসী হামলা আহত ৫ জন

প্রতিনিধি, আড়াইহাজার (নারায়ণগঞ্জ) ঃ আড়াইহাজার উপজেলার রাইনাদী কলাগাছিয়া গ্রামে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এক সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর সন্ত্রাসীরা হামলা করে ৫ জনকে আহত করেছে। ৫ জনকে উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছে। হিমাংশু নাহা ও তার পরিবারকে ভিটেমাটি থেকে উৎখাত করার জন্য প্রতিবেশী সন্ত্রাসী মোস্তফা, বাদশা, রহমান, মুজিবুর গং দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা করে আসছে। তারা স্কুল শিক্ষক হিমাংশু নাহা ও তার ছোট ভাই শুভাষ নাহাকে বেশ কয়েকবার হত্যারও চেষ্টা করে। এ নিয়ে একাধিকবার বৈঠকও হয়েছে। ২ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় হিমাংশু নাহা নৌকা নিয়ে তারই পুকুর থেকে জোরপূর্বক মাছ ধরতে যায় সন্ত্রাসী মোস্তফা গং। এতে বাধা দেয় সুভাষ। পরে সন্ত্রাসীরা ক্ষিপ্ত হয়ে লাঠিসোটা ও দা-ছুরি নিয়ে হামলা করে স্কুল শিক্ষক হিমাংশু নাহার পরিবারের ওপর। সুভাষ ও তার স্ত্রীকে স্থানীয় উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে মুমূর্ষু অবস্থায় ভর্তি করা হয়েছে।

সংবাদ, ৫ সেপ্টেম্বর ২০০৪

(২৪৭৩)
রংপুরে সংখ্যালঘুদের ওপর তাণ্ডব ঃ কাউকে ধরতে পারেনি পুলিশ

জেলা বার্তা পরিবেশক, রংপুর ঃ রংপুরের গ্রামে সংখ্যালঘু পাড়ায় তাণ্ডবের দুই সপ্তাহ পার হয়ে গেলেও এখনও কেউ ধরা পড়েনি। লুট করা মালামালও উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ।

শুক্রবার বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক নিমচন্দ্র ভৌমিকের নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল পীরগাছার আদম সরকারপাড়া গ্রাম পরিদর্শন করেন।

পরে রংপুর প্রেসক্লাবে সাংবাদিকদের কাছে পুরো ঘটনাকে মধ্যযুগীয় বর্বরতার চাইতেও ভয়াবহ বলে আখ্যায়িত করে তিনি বলেন, প্রকাশ্য দিবালোকে সরকারিদলের সন্ত্রাসীরা যে নারকীয় তাণ্ডব চালিয়েছে তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না। তিনি অভিযোগ করেন, পীরগাছা পুলিশের ভূমিকা খুবই রহস্যজনক বলে এলাকাবাসী ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো জানিয়েছে। নিমচন্দ্র ভৌমিক বলেন, গ্রামবাসী নিজেরাই ৩ সন্ত্রাসীকে ধরে পুলিশে সোপর্দ করেছে। তারাই ৭টি গরু লুটেরাদের কাছ থেকে উদ্ধার করেছে, তাহলে পুলিশ কি করল। ১২ দিনেও কেন ঘটনার নায়করা গ্রেফতার হলো না? তারা অবিলম্বে সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার ও লুণ্ঠিত মালামাল উদ্ধার করার জন্য পুলিশ প্রশাসনের প্রতি দাবি জানিয়েছেন। হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের পক্ষ থেকে প্রতিটি পরিবারকে ১ বাণ্ডিল করে ঢেউটিন, এক মাসের খাবার ও কাপড় দেয়া হয়।

এ সময় পরিষদের রংপুর পূজা উদযাপন পরিষদের নেতা বনমালী পাল, অজয়প্রসাদ, এডভোকেট কমল মজুমদারসহ লালমনিরহাট, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম জেলার নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ, ৫ সেপ্টেম্বর ২০০৪

(২৪৭৪)
রাঙ্গামাটিতে দুই এনজিও কর্মকর্তাকে অপহরণ করেছে সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা

রাঙ্গামাটি, ৫ সেপ্টেম্বর, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জেলার সন্ত্রাসকবলিত কাউখালী উপজেলার দুর্গম পাহাড়ি পল্লী বটতলা গ্রাম থেকে সন্ত্রাসীরা দু'জন এনজিও কর্মকর্তাকে অস্ত্রের মুখে অপহরণ করে নিয়ে গেছে। শনিবার সন্ধ্যায় এই ঘটনা ঘটে। অপহৃতদের উদ্ধারের জন্য সেনা ও পুলিশী অভিযান চলছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা কমিউনিটি হেলথ কেয়ারের (সিএইচসিপি) ঢাকা অফিস থেকে দু'কর্মকর্তা তাঁদের একটি প্রকল্প দেখার জন্য কাউখালীর বটতলাপাড়ায় যান। ঢাকা অফিসের মূল্যায়ন সহকারী সন্তোষ কুমার দে (৪৫) ও ক্রেডিট ইনচার্জ অপ ডি কস্টা (৪০) ওই গ্রাম পরিদর্শন শেষে কাউখালী অফিসের পিয়ন সুইচিং মার্মাকে নিয়ে শনিবার সন্ধ্যায় কাউখালী ফিরে আসার পথে ৭/৮ জনের একদল সশস্ত্র উপজাতি তাঁদের অস্ত্রের মুখে অপহরণ করে নিয়ে যায়। এই সময় পিয়ন সুইচিংকে বেদম প্রহার করে কাউখালীতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। রাতে ঘটনা জানাজানি হলে সিএইচসিপির কাউখালী অফিসের কর্মকর্তারা থানায় একটি মামলা দায়ের করেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৬ সেপ্টেম্বর ২০০৪

(২৪৭৫)
খাসিয়া পাহাড়ের পানপুঞ্জিতে একের পর এক সন্ত্রাসী হামলা, আদিবাসীরা আতঙ্কে

আব্দুল বাছিত বাচ্চু, খাসিয়া পাহাড়ের এক্তলাছড়া পানপুঞ্জি থেকে ফিরে ঃ অব্যাহত সন্ত্রাসী হামলা আর হুমকির মুখে মৌলভীবাজারের বিভিন্ন আদিবাসী পল্লীতে উচ্ছেদ আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।

চলতি সপ্তাহেও সন্ত্রাসীরা খাসিয়া পাহাড়ের এক্তলাছড়া পানপুঞ্জিতে হামলা চালিয়ে ২ লক্ষাধিক টাকার গাছ ও পান কেটে নিয়ে গেছে। লাঞ্ছিত করেছে একজন আদিবাসী নারীকে। সন্ত্রাসীদের হাত থেকে ওই মহিলাকে উদ্ধার করতে এসে আহত হয়েছে আরো কয়েকজন নারী ও শিশু। এ ব্যাপারে ওই মহিলা থানায় অভিযোগ করলে পুলিশ মঙ্গলবার রাতে ২ বাঙালি যুবককে গ্রেপ্তার করেছে। পুঞ্জির ৩২টি পরিবারের ২৫০ জন নারী, পুরুষ, শিশু বর্তমানে উচ্ছেদ আতঙ্কে ভুগছে। আন্তঃপুঞ্জি উন্নয়ন সংগঠন কোবরার সাধারণ সম্পাদক ল্যাটিস চিসিম আদিবাসী পল্লীগুলোতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার এবং চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রশাসনের প্রতি জোর দাবি জানিয়েছেন।

বুধবার সকাল ৯টায় কুলাউড়া উপজেলা সদর থেকে প্রায় ৩০ কি. মি. দূরবর্তী দুর্গম পাহাড়ি এলাকার এক্তলাছড়া পানপুঞ্জিতে গিয়ে দেখা যায়, পুঞ্জির নারী-পুরুষ-শিশুদের মধ্যে

আতঙ্ক বিরাজ করছে। দুর্গম সীমান্ত এলাকায় অবস্থিত এই পুঞ্জির দিকে অপরিচিত কাউকে আসতে দেখলেই তারা অজানা আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। বর্তমানে তারা পুঞ্জি পাহারা দিচ্ছে।

এক্তলাছড়া পানপুঞ্জির মন্ত্রী (হেডম্যান) চার্লি মানার (৫০), পমরিমা খাসিয়া (৪৫), লাক্সমি সূচীয়াম (৩০), রবিন খাসিয়াসহ (৬০) অন্য অধিবাসীরা জানান, গত জুলাই মাসের হামলার পর স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান-মেম্বাররা একবার সালিসের মাধ্যমে এসব সন্ত্রাসীকে পুঞ্জির পানঝুম এলাকায় যাওয়া থেকে বিরত থাকার অনুরোধ জানান। কিন্তু তানু মিয়ার নেতৃত্বাধীন বাহিনী সালিসের শর্ত ভঙ্গ করে রোববার সকাল ১১টায় ধারালো অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে ফের হামলা চালায়। এ সময় তারা বেশ কিছু মূল্যবান গাছ কেটে নিয়ে যায় এবং ২ লক্ষাধিক টাকার গাছ ও পান কেটে সাবাড় করে।

এ সময় পানঝুমে কাজ করা অবস্থায় সাক্সমি সূচীয়ামকে তারা শ্লীলতাহানির চেষ্টা চালায়। লাক্সমি সূচীয়ামের আর্তচিৎকারে পুঞ্জির অন্যান্য মহিলারা এগিয়ে আসলে তাদের ওপরও তারা হামলা চালায় এবং খুন করে ফেলার হুমকি দেয়। ওই দিন ছুটির দিন হওয়াতে পুঞ্জির অন্যান্য পুরুষ লোক হাট-বাজার করতে এবং অন্য কাজে পুঞ্জির বাইরে ছিল। নির্যাতনের শিকার লাক্সমি সূচীয়াম এ ব্যাপারে কুলাউড়া থানায় একটি অভিযোগ দিলে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কর্মধা এলাকায় অভিযান চালিয়ে আরব আলী ও তানু মিয়াকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

আদিবাসী মহিলারা আরো জানান, এই হামলা নতুন নয়। গত এপ্রিল মাস থেকে একটি চক্র অব্যাহত হামলা চালিয়ে যাচ্ছে এক্তলাছড়া পানপুঞ্জিতে। এমনকি ২৯ এপ্রিলের হামলার পর ওই চক্র ৭ জন আদিবাসীর বিরুদ্ধে মামলাও করে। গারো স্টুডেন্ট ইউনিয়নের সাবেক সম্পাদক পলাশ রিচিল এই ঘটনার নিন্দা জানিয়ে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন।

ভোরের কাগজ, ১০ সেপ্টেম্বর ২০০৪

(২৪৭৬)
গোপাল গোস্বামী হত্যা মামলার রায়ে একজনের মৃত্যুদণ্ড ৬ জনের যাবজ্জীবন, মামলার বাদিকে অব্যাহত হত্যার হুমকি

খাগড়াছড়ির মানিকছড়ি থানার চাঞ্চল্যকর মদন গোপাল গোস্বামী হত্যা মামলার রায়ে এক আসামিকে মৃত্যুদণ্ড, ৬ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। যাবজ্জীবন দণ্ডিতদের প্রত্যেককে ২০ হাজার টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে আরো এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেয়া হয়েছে। রায়ে মামলার অপর এক আসামিকে বেকসুর খালাস দেয়া হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে নগরীর লিবার্টি টাওয়ারস্থ চট্টগ্রামের বিভাগীয় দ্রুত বিচার আদালতে এ রায় ঘোষণা করা হয়।

চট্টগ্রামের বিভাগীয় দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের বিচারক এম হাসান ইমাম দুপুর ২টা ৪৬ মিনিটে এজলাসে উপস্থিত হন এবং মাত্র ২ মিনিটে চাঞ্চল্যকর ওই মামলার রায়ের সারমর্ম পড়ে শোনান।

মানিকছড়ির রাধা মদন গোপাল সেবাশ্রমের পুরোহিত মদন গোপাল গোস্বামীকে নির্মমভাবে হত্যার দায়ে কিলার গ্রুপের সদস্য শফিকুল ইসলাম শফিকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের আদেশ দিয়েছে আদালত। যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামিরা হল পূর্ণেন্দু চাকমা, ইউসুফ মিয়া ওরফে ইউসুফ, তৌহিদুল ইসলাম, জিয়াউল হক, আবদুল করিম এবং বাদল। এদের প্রত্যেককে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে এবং অনাদায়ে আরো এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে।

এদিকে, আদালতে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় আসামি হাসান ওরফে হোসেনকে বেকসুর খালাস দেয়া হয়। এদের মধ্যে রায় ঘোষণার সময় মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রাপ্ত আসামি শফিকুল ইসলাম শফি যাবজ্জীবন দণ্ডাদেশ প্রাপ্ত আসামি পূর্ণেন্দু চাকমা, ইউসুফ মিয়া ওরফে ইউসুফ গতকাল আদালতের কাঠগড়ায় উপস্থিত ছিল। বাকিরা এখনও পলাতক রয়েছে। মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত আসামি শফিকুল ইসলাম খাগড়াছড়ি জেলা ছাত্রদলের তৎকালীন সহ-সভাপতি ছিল। এছাড়া যাবজ্জীবন দণ্ডাদেশ প্রাপ্ত তৌহিদুল ইসলাম ও আবদুল করিম যথাক্রমে তৎকালীন মানিকছড়ি থানা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক ও দপ্তর সম্পাদক।

গতকাল এ রায় ঘোষণার পর আদালতের কাঠগড়া থেকে কড়া পুলিশী পাহারায় দণ্ডিত আসামিদের প্রিজন ভ্যানে তোলা হয়। আসামিদের স্বজনরা রায় শোনার পরপর কান্নায় ভেঙে পড়ে।

এদিকে নিহত মদন গোপাল গোস্বামীর মা শেফালী এবং মামলার বাদি সজল বরণ সেন তাদের প্রতিক্রিয়ায় বলেন, এ রায়ে আমরা সন্তুষ্ট হতে পারিনি। কিলার গ্রুপের অন্যতম সদস্য করিম, জিয়া, তৌহিদকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়ায় আমরা মর্মাহত, এদের মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিৎ ছিল। তবে বেকসুর খালাসপ্রাপ্ত হাসান সম্পর্কে তারা কোনও মন্তব্য করেননি। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী চম্পকলতা করিম, জিয়া, তৌহিদকে সনাক্ত করার পরও তাদেরকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়ায় ভীষণ ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। সজল বরণ সেন জানান, মামলার পলাতক আসামিরা এখনও তাকে হত্যার হুমকি দিয়ে আসছে। এ ব্যাপারে থানার জিডির কপি সংযুক্ত আদালতে বাদি লিখিত আবেদন করেন। এদিকে পিপি এ্যাড. কামরুল ইসলাম সাজ্জাদ তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, রায়ে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আসামি পক্ষের আইনজীবী নাসির উদ্দিন চৌধুরী রায়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে সহসাই উচ্চ আদালতে এ রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করবেন বলে জানান।

মামলার বিবরণে জানা যায়, খাগড়াছড়ি জেলার মানিকছড়ি উপজেলার গচ্ছাবিল এলাকায় রাধা মদন গোপাল সেবাশ্রমের পুরোহিত মদন গোপাল গোস্বামীকে মুখোশধারী সন্ত্রাসীরা গত ২০০২ সালে ২৮ এপ্রিল গভীররাত ১টার দিকে, নৃশংসভাবে হত্যা করে। সন্ত্রাসীরা ওইদিন গভীররাতে মন্দিরে হানা দেয়। এ সময় তারা মন্দিরে আশ্রিত দু'মহিলা ভক্তের মুখ বেঁধে ফেলে। পরে মন্দিরে ঢুকে পুরোহিত মদন গোপাল গোস্বামীকে জোর করে ধরে মন্দির থেকে বের করে নির্জন এলাকায় নিয়ে বুকে পিঠে ছুরিকাঘাত করে। মুখোশধারী সন্ত্রাসীরা এ সময় মন্দির থেকে বিপুল নগদ অর্থ ও ১০ ভরি ওজনের স্বর্ণালংকার লুট করে নিয়ে যায়। আহত মদন গোপাল গোস্বামীকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত ডাক্তার মৃত ঘোষণা করেন।

এ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে মানিকছড়ি থানায় মামলা দায়ের হলেও পরবর্তী সময়ে মামলাটি সিআইডিতে স্থানান্তর হয়। সিআইডির তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত শেষে ৮ জনের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট প্রদান করেন। মামলাটি চলতি বছরের ১৪ মার্চ দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে আসে। মামলার ৪৩ কার্যদিবসে মোট ৩৪ জন সাক্ষীর মধ্যে ২২ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়।

এদিকে গতকাল বুধবার সকাল সাড়ে ১২টা থেকে নগরীর জুবলী রোডস্থ লিবার্টি টাওয়ারস্থ এলাকার আশপাশে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়। বেলা বাড়তেই ওই এলাকায় শ' শ' মানুষের ভিড় জমতে থাকে। চট্টগ্রাম বিভাগীয় দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের

প্রাঙ্গণে পুলিশের কড়া পাহারা বসানো হয়। এ সময় জুবলী রোড এলাকায় ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়।

আজকের কাগজ, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৪

(২৪৭৭)
মিরসরাইয়ে ছেলেকে না পেয়ে মাকে খুন বাবাকে মধ্যযুগীয় কায়দায় নির্যাতন

মিরসরাই প্রতিনিধি ঃ মিরসরাইয়ে ছেলেকে না পেয়ে মাকে খুন করেছে সন্ত্রাসীরা। বাবাকে মধ্যযুগীয় কায়দায় মায়ের সামনে নগ্ন করে নির্যাতন করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার মধ্যরাতে এ ঘটনা ঘটেছে। থানায় এ ব্যাপারে মামলা হয়েছে। পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মর্গে পাঠিয়েছে।

পুলিশ, এলাকাবাসী ও নিহতের পরিবার সূত্রে জানা গেছে, গতকাল মঙ্গলবার মধ্যরাতে উপজেলার ১২ নং খৈয়াছড়া ইউনিয়নের খৈয়াছড়া গ্রামের গণেশ দাশের বাড়িতে এ ঘটনা ঘটেছে। গণেশ দাশের বড় ছেলে অরূপ দাশের স্ত্রী টিটু রানী দাশ জানায়, ঘটনার দিন রাতে তার শ্বশুর এবং শাশুড়ি ঘরে ছিল। চার/পাঁচজন অস্ত্রধারী রূপক দাশ যীশুকে খুঁজতে থাকে। তাকে না পেয়ে মা সুরবালা দাশ (৬৮) কে হাত-পা বেঁধে ফেলে এং তার সামনেই স্বামী গণেশ দাশ (৭৮) কে বেঁধে দু'জনকে নির্যাতন করে। সকালে পার্শ্ববর্তী বলয় বণিক তার ছেলে অনিককে নিয়ে গণেশের ছেলে রূপক দাশ যীশুর কাছে প্রাইভেট পড়াতে আসলে এ ঘটনা দেখতে পায়। খবর পেয়ে যীশু এসে মাকে মৃত অবস্থায় এবং বাবাকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে। গণেশ দাশ (৭৮) কে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তার পায়ে ছুরিকাঘাত করা হয়েছে। পুলিশ সুরবালার লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মর্গে পাঠিয়েছে। তার শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। ছেলে রূপক দাশ যীশু জানায়, তার মায়ের সঙ্গে থাকা দু'ভরি স্বর্ণ, কাপড় এবং একটি টেবিল ফ্যান লুট করে নিয়ে যায়। তবে ডাকাতির উদ্দেশ্যে তারা আসেনি বলে সে জানায়। সে আরও জানায়, ১৫/১৬ দিন আগে বড় তাকিয়া বাজারে একটি দোকান ভাড়া নেয়াকে কেন্দ্র করে পার্শ্ববর্তী জয়নাল এবং আবছারের সঙ্গে তার ঝগড়া হয়। চেয়ারম্যান রফিকুজ্জামানের সামনে সালিশ বৈঠকে জয়নাল ও আবছার যীশুকে মারধর করার চেষ্টা করে। পরে দোকানের মালিক রেজাউল করিম দোকানটি যীশুকে ভাড়া দেয়। দোকান না পেয়ে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। এ ঘটনার সঙ্গে তাদের হাত থাকতে পারে বলে যীশু দাবি করে।

উল্লেখ্য, ওই দোকানটির আগের ভাড়াটিয়া ছিল জয়নাল। ওসি নাজিম উদ্দিন জানান, থানায় মামলা হয়েছে। পুলিশ ঘটনাটি তদন্ত করছে।

আজকের কাগজ, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৪

(২৪৭৮)
টেকনাফ সীমান্তে রাখাইন মা-মেয়েকে ধর্ষণের পর হত্যা ॥ এলাকায় শোক

স্টাফ রিপোর্টার, কক্সবাজার ঃ মঙ্গলবার গভীর রাতে টেকনাফ সীমান্তে দুর্বৃত্ত দল ধর্ষণের পর খুন করেছে সংখ্যালঘু রাখাইন মা ও মেয়েকে। সীমান্তের মা ও মেয়ে হত্যার নারকীয় ঘটনায় জেলার রাখাইন পল্লীগুলোতে নেমে এসেছে শোকের ছায়া এবং বিরাজ করছে ভীতিকর পরিস্থিতি। অত্যন্ত শান্ত এই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরীহ এই মা ও মেয়ে কি কারণে খুনের শিকার হলো পুলিশ তা জানতে পারেনি।

রাখাইন সম্প্রদায় ও টেকনাফ থানা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, টেকনাফের নীলা ইউনিয়নের নয়াপাড়ার রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরের পার্শ্ববর্তী জাদিমুরা নামক স্থানে অবস্থিত এই রাখাইনপল্লী। সেই পল্লীর মৃত মাথোইয়ের ঘরে দুর্বৃত্তরা মঙ্গলবার গভীর রাতে হানা দেয়। দুর্বৃত্ত দল ঘরের দরজা ভেঙ্গে ভিতরে ঢুকে পড়ে। এ সময় বৃদ্ধা মা লাচুই (৭৮) এবং অবিবাহিতা কন্যা ফুফুসাই (২৩) ঘুমিয়ে ছিল। বৃদ্ধার একমাত্র পুত্র মংথোয়াই ওই রাতে ছিল কক্সবাজার শহরে। দুর্বৃত্ত দল ঘরে ঢুকে কন্যা ফুফুসাইকে ধরে উপর্যুপরি ধর্ষণ করতে শুরু করে তার মায়ের সামনেই। এই ভয়াল দৃশ্য দেখে মা চিৎকার করতে থাকলে দুর্বৃত্তরা তাকে হত্যা করে। এরপর তারা ফুফুসাইকেও ধর্ষণ শেষে উপর্যুপরি ছুরিকাঘাতে নৃশংসভাবে হত্যা করে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৪

(২৪৭৯)
বখাটেদের উৎপাতে আত্মহত্যাকারী এক সাথীরানীর কথা

সাথীরানী সরকার। ষোড়শী এই মেয়েটি ময়মনসিংহের নান্দাইল উপজেলার পাচানী উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীতে পড়ত। সুন্দর হাসিখুশি মেয়েটির কাছে অনাবিল সৌন্দর্যমণ্ডিত এই পৃথিবী মলিন ও কুৎসিত মনে হয়েছিল। জীবন, স্বাদ, আশা সবই হয়েছিল বিষাদময়। এর নেপথ্যে ছিল বখাটে কিছু ছেলেপেলে। এদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ সাথী রানী অবশেষে চলন্ত ট্রাকের নিচে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে। দেশের প্রথম সারির প্রায় সবক'টি জাতীয় দৈনিকে এ ব্যাপারে একাধিক সংবাদ, প্রতিবেদন এমনকি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হলেও কোন মামলা পর্যন্ত হয়নি স্থানীয় থানায়। উপরন্তু বীরদর্পে বখাটেরা এলাকায় ঘুরে বেড়ানোর ফলে নিরুপায় সাথীর পরিবার-পরিজন ঘর-বাড়ি ফেলে রেখে গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে।

দীর্ঘ দুই মাস ধরে এ পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলেও প্রশাসন কোনমতেই যেন বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধতে চাচ্ছে না। একাধিক সূত্র জানায়, খুবই সহজ-সরল অমায়িক মিষ্টি মেয়ে ছিল সাথী রানী সরকার। সবার সাথে চমৎকার ব্যবহার করতো। তার বাবা সুনীল চন্দ্র সরকার ভুলু তসরা গ্রামের এক সাধারণ গৃহস্থ। সাথী রানীকে স্কুলে যাওয়া-আসার পথে বিভিন্নভাবে উত্যক্ত করতো স্থানীয় কয়েক বখাটে ছেলে। এই বিষয়টি নিয়ে তার পরিবারের লোকজন সর্বদাই উৎকণ্ঠিত থাকতো। ঘটনাটি চরমে পৌঁছলে গত ১ জুন সন্ধ্যাবেলা মনের দুঃখে বাড়ি সংলগ্ন কিশোরগঞ্জ-ময়মনসিংহ মহাসড়কের ওপর চলন্ত এক মালবাহী ট্রাকের নিচে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে সাথী। এ ব্যাপারে সাথীর বাবা মামলা করতে চাইলে প্রভাবশালী মহলটি প্রচণ্ড চাপ প্রয়োগ করে। ফলে মেয়েটি আত্মহত্যা করেছে উল্লেখ করে থানায় সাধারণ ডায়রি করতে হয়। ঘটনার পরপরই স্থানীয় মোয়াজ্জেমপুর ইউপি'র চেয়ারম্যান ও গণ্যমান্য লোকজন বিষয়টি স্থায়ীভাবে মীমাংসার জন্য গ্রামে বসলে মেয়েটির পরিবার থেকে বলা হয় তারা অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে শারীরিক ও আর্থিক কোন রকম শাস্তি বা জরিমানা চান না। তারা শুধু এই নিশ্চয়তা চান ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনায় সাথীর অপর দু'বোন তিথি রানী সরকার ও বিথী রানী সরকারের জীবনে না ঘটে।

এ ব্যাপারে একটি লিখিত নিশ্চয়তা পেলেই তারা সন্তুষ্ট। কিন্তু তা হয়নি। অবশেষে বখাটেদের উপর্যুপরি চাপের মুখে গত ৯ জুন ৮ সদস্যের এই সংখ্যালঘু পরিবারটি বাড়ির তিনটি ঘরে তালা লাগিয়ে গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। নিরাপত্তাহীনতার কারণে সাথী রানীর পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম পর্যন্ত পালন করা সম্ভব হয়নি। এলাকাবাসী জানায় বখাটেরা মেয়েটিকে স্কুলে যাওয়া-আসার পথে এমনকি বাড়ির ভেতরে গিয়েও অনেক সময় উৎপাত করতো। এ রকম পরিস্থিতিতে নিরুপায় পরিবারটি মেয়ের বিয়ে দেয়ার জন্য খোঁজ-খবর নিতে শুরু করে। এসব ঘটনার প্রতিবাদ করা বা কাউকে জানানো পর্যন্ত সম্ভব হতো না বলে মেয়েটির বাবা

সাংবাদিকদের টেলিফোনে এক সাক্ষাৎকারে জানায়। থানা পুলিশ অভিযোগকারী না থাকার অজুহাতে এখনো মামলার ব্যবস্থা না নেয়ায় জনমনে দেখা দিয়েছে নানান প্রশ্ন। অকালে নীরব যন্ত্রণায় ঝড়ে যাওয়া মেয়েটির ন্যূনতম অধিকার এই সুশীল সমাজ সত্যিই কি দিয়েছে?

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৪

(২৪৮০)
রংপুরের গ্রামে ফের সন্ত্রাসীদের হামলা ॥ বাড়িঘর ভাঙচুর মন্দিরে আগুন, আহত ১০

রংপুর, ১৭ সেপ্টেম্বর, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ মাত্র এক মাসের ব্যবধানে জেলার পীরগাছা উপজেলায় আবারও হিন্দু অধ্যুষিত একটি গ্রামে বৃহস্পতিবার হামলা, অগ্নিসংযোগ ও নির্যাতন নিপীড়নের ঘটনা ঘটেছে। ব্র্যাকের স্কুল প্রতিষ্ঠায় ক্ষুব্ধ হয়ে এক বিএনপি নেতার নেতৃত্বে সন্ত্রাসীরা সেখানকার একটি মন্দিরে অগ্নিসংযোগ, বাড়িঘরে হামলা, মারপিট, লুটপাট ও এক তরুণীর শ্লীলতাহানির চেষ্টা করেছে। প্রকাশ্য দিবালোকে তিন ঘণ্টাব্যাপী এ হামলায় আহত হয়েছে কমপক্ষে ১০ ব্যক্তি। আবারও আক্রমণের আশঙ্কায় বর্তমানে কয়েকটি হিন্দু পরিবার এখন ঘরবাড়ি ফেলে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, ব্র্যাক চন্ডিপুর শাখা হিন্দু অধ্যুষিত মনুরছড়া গ্রামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিলে বিএনপি পারুল ইউনিয়ন শাখার সভাপতি প্রাক্তন চেয়ারম্যান আনিছুর রহমান বাধা দেন। তিনি ব্র্যাক কর্তৃপক্ষকে জানান, হিন্দু এলাকায় কোন স্কুল করা যাবে না। স্কুল করতে হলে তাঁর বাড়ির কাছে করতে হবে। এ ব্যাপারে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন প্রতিবাদ জানায়। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন ওই বিএনপি নেতা। তিনি তাদের দেখে নেবেন বলে তাৎক্ষণিক হুমকি দেন। এরই সূত্র ধরে গত বৃহস্পতিবার সকাল ১১টার দিকে ওই বিএনপি নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী অতর্কিত হামলা চালায় ওই গ্রামের সংখ্যালঘুদের ওপর। তারা যাকে সামনে পেয়েছে তাকেই বেদম লাঠিপেটা করে। এক পর্যায়ে তারা এলাকার কৃষ্ণ মন্দিরে অগ্নিসংযোগ করলে মন্দিরটি ভস্মীভূত হয়। এরপর তারা কয়েকটি বাড়িঘরে হামলা চালিয়ে মনোরঞ্জন নামের এক যুবককে অপহরণ করে। এ সময় কল্পনা রানী নামের এক যুবতী তাদের বাধা দিলে তারা তার শ্লীতাহানির চেষ্টা করে। সকাল ১১টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত একটানা হামলায় আহত হয় ১০ ব্যক্তি। এদের মধ্যে ৫ জনকে গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত অবস্থায় পীরগাছা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। এরা হলো, সুজন, রঞ্জিত, কালীচরণ, সুধা বাবু ও দিনোবালা। এদিকে হামলার খবর পেয়ে রংপুর থেকে সহকারী পুলিশ সুপার গোলাম রব্বানীর নেতৃত্বে দাঙ্গা পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে অপহৃত মনোরঞ্জনকে উদ্ধার করে। ঘটনায় জড়িতদের মধ্যে আমিনুল ইসলাম, ফারুখ ও ইসমাইল হোসেন নামের তিন ব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। হামলার পর গোটা গ্রামটিতে আতঙ্ক বিরাজ করেছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০০৪

(২৪৮১)
টেকনাফে রাখাইনদের অভিযোগ, তাদের ভিটেমাটিছাড়া করতেই মা-মেয়েকে হত্যা করা হয়েছে

স্টাফ রিপোর্টার, কক্সবাজার ঃ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে বাস্তুভিটাচ্যুত করাই টেকনাফ সীমান্তে রাখাইন সম্প্রদায়ভুক্ত মা ও মেয়েকে খুন করার অন্যতম কারণ বলে রাখাইন সম্প্রদায় অভিযোগ করেছে। টেকনাফ থানা পুলিশও হত্যার মোটিভ হিসাবে এসব বিষয় নিয়ে এগিয়ে গেলেও তারা ক্ষমতাসীনের বাধার মুখে মুখ খুলতে পারছে না। পারছে না তদন্তে এগিয়ে যেতে। যেহেতু হত্যাকাণ্ডে জড়িত সন্দেহে তাৎক্ষণিক যে দু'ব্যক্তি গ্রেফতার হয়েছে তারা স্থানীয় ক্ষমতাসীন বিএনপির কর্মী। তাদের ছাড়িয়ে নিতে বিএনপি নেতারা উঠে পড়ে লেগেছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মা ও মেয়ে হত্যাকাণ্ডেও বিএনপির সক্রিয় কর্মী গ্রেফতার হবার ঘটনায় বিব্রত বোধ করছেন স্থানীয় ক্ষমতাসীন দলের নেতারা। গত মঙ্গলবার গভীর রাতে টেকনাফ সীমান্তের নাফ নদীর তীরবর্তী রাখাইন পল্লী জাদিমুরায় নিজ ঘরে খুন হন রাখাইন বৃদ্ধা ক্লা চাই (৭৮) ও তাঁর কন্যা ফু-ফু চাই (৩০)। দুর্বৃত্তরা হত্যার আগে মেয়েকে ধর্ষণ করে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। অকস্মাৎ জোড়া খুনের ঘটনায় রাখাইন সম্প্রদায়ের লোকজন হতবাক হয়ে পড়েছে। এ রকম ঘটনা আর ঘটেনি। রাখাইন সম্প্রদায়ের লোকজন মনে করছে, তাদের ভয়ভীতিতে ফেলার জন্যই এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছে। অন্যথায় এ রকম নিরীহ মা-মেয়েকে হত্যার অন্য কোন কারণ তারা খুঁজে পাচ্ছে না। রাখাইনদের অভিযোগ, স্থানীয় কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি টেকনাফে রাখাইন সম্প্রদায়ের লোকজনের সহায়সম্পদের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি ফেলেছে কিছুকাল ধরেই। এমনকি নুরুল আমিন নামের স্থানীয় এক গ্রাম সরকার সদস্য নিহত মা ও মেয়ের সম্পত্তি পর্যন্ত গায়ের জোরে দখল করে নিয়েছে। দখলের এই ধারাবাহিকতায় স্থানীয় বিএনপি কর্মী রশিদ আহমদ এবং আতিকুর রহমানও রয়েছে। তাদের দু'জনকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে হত্যাকাণ্ডের পর পরই। বৃহস্পতিবার ময়নাতদন্তের পর সীমান্তের রাখাইন পল্লীর শ্মশানে অনুষ্ঠিত হয় মা ও মেয়ের সৎকার অনুষ্ঠান। সেখানে শত শত রাখাইন শোকার্ত নর-নারী যোগ দেয়। সৎকার শেষে এক প্রতিবাদসভা অনুষ্ঠিত হয়। তাতে সভাপতিত্ব করেন রাখাইন ওয়েলফেয়ার সমিতির সভাপতি উঃ মংক্যমান। সভায় বক্তৃতা করেন সমিতির নেতা মংছেনলা, মংহাচিং, ছাজেন অং প্রমুখ। সভায় অবিলম্বে হত্যাকারীদের গ্রেফতারে দাবি করা হয়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০০৪

(২৪৮২)
রংপুরের গ্রামে হিন্দুপাড়ায় সাবেক চেয়ারম্যানের হামলা ॥ মন্দিরে আগুন ॥ আহত ২৫

রংপুর সংবাদদাতা ঃ পীরগাছা উপজেলায় সাবেক ইউপি চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে বৃহস্পতিবার রাতে একদল সন্ত্রাসী পারুল ইউনিয়নের অধ্যুষিত মোনুজছড়া গ্রামে তান্ডব চালায়। তারা গ্রামের ২৫ জন নারী-পুরুষকে বেধড়ক মারপিট করে, তাদের ঘরবাড়ি ভাঙচুর করে এবং একটি মন্দিরে আগুন ধরিয়ে দেয়। এ ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সেখানে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। পুলিশ তিনজনকে গ্রেফতার করেছে। এলাকাবাসী ও পুলিশ জানায়, ওই গ্রামে ব্র্যাক একটি স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিলে পারুল ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আনিসুর রহমান বাধা দেন। তিনি ব্র্যাক কর্তৃপক্ষকে সাফ জানিয়ে দেন যে, স্কুল করতে হলে তার বাড়ির কাছে করতে হবে। হিন্দুদের এলাকায় কোন স্কুল করা যাবে না। হিন্দু সম্প্রদায় এর প্রতিবাদ জানায়। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আনিসুর রহমানের নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী মোনুজছড়া গ্রামে হামলা চালায়। দুই ঘণ্টাব্যাপী হামলায় আহত ২৫ নারী-পুরুষের মধ্যে সুজন (২৫), রনজিৎ (২৭), কালিচরণ (৩৮), সুধা বাবু (৩) ও দিনোবালাকে (৬০) স্থানীয় উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছে। সন্ত্রাসীরা এক তরুণীকে লাঞ্ছিত ও ক'জনের বাড়ি ভাঙচুর করে এবং গ্রামের কৃষ্ণ মন্দিরে আগুন ধরিয়ে দেয়। তাণ্ডব শেষে সন্ত্রাসীরা মনোরঞ্জন নামে এক যুবককে অপহরণ করে নিয়ে যায়। এ ব্যাপারে বৃহস্পতিবার রাতেই কালিচরণ বাদি হয়ে আনিসুর রহমাসহ ৮ জনকে আসামি করে মামলা

দায়ের করেন। ঘটনার খবর পেয়ে জেলা সদর থেকে এএসপি গোলাম রব্বানী এবং অপহৃত মনোরঞ্জনকে উদ্ধার করেন। পুলিশ এ ঘটনার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে তিনজনকে গ্রেফতার করেছে।

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০০৪

(২৪৮৩)
মার্কিন রিপোর্টে বাংলাদেশ
ধর্ম প্রভাবিত সহিংসতা বাড়ছে, সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে পুলিশ ধীরে চলে

কাগজ ডেস্ক ঃ মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের ব্যুরো অফ ডেমোক্রেসি,হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড লেবার প্রকাশিত 'ইন্টারন্যাশনাল রিলিজিয়াস ফ্রিডম রিপোর্ট-২০০৪'-এ বলা হয়েছে, বাংলাদেশে ধর্মীয় প্রভাবিত সহিংসতা বেড়েই চলেছে। এখানে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা বিভিন্ন অপরাধের শিকার হয়ে থাকে। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সাহায্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পুলিশ বাহিনী প্রায়শই ধীরগতির। আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশ সাধারণত অকার্যকর। বুধবার প্রকাশিত এ রিপোর্টে আরো বলা হয়, অধিকাংশ সরকারি চাকরিতেই এই সংখ্যালঘুদের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব নেই, বিশেষ করে সিভিল সার্ভিস ও পররাষ্ট্র সার্ভিসের উচ্চ পর্যায়ে। এছাড়া ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা নানাভাবে বৈষম্য ও সহিংসতার শিকার হচ্ছে। আর সরকার কখনো কখনো এসব অপরাধের তদন্ত ও দোসীদের বিচার করতে ব্যর্থ হচ্ছে। তবে বাংলাদেশের জনগণ নিজেদের বিশ্বাস ও পছন্দ অনুযায়ী ধর্ম পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে সরকারি নিবন্ধনভুক্ত হতে না হলেও সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্পে বৈদেশিক আর্থিক সাহায্য গ্রহণের ক্ষেত্রে সকল বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে এনজিওবিষয়ক ব্যুরোর নিবন্ধন গ্রহণ করতে হয়। সরকার আইনগত দায়দায়িত্ব ভঙের অভিযোগে এনজিওগুলোর রেজিস্ট্রেশন বাতিল করার ক্ষমতা রাখে এমনকি এর কার্যক্রম পরিচালনায় বাধা সৃষ্টি করতে বিদেশী সাহায্যপ্রাপ্তি বন্ধসহ বিভিন্ন ব্যবস্থা নিতে পারে। এই প্রতিবেদন প্রস্তুতকালীন সরকারবিরোধী কিংবা বিরোধী দলপন্থী তৎপরতার অভিযোগে সরকার ৬টি এনজিওর বিরুদ্ধে অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

২০০৩ সালের সেপ্টেম্বরে একটি এনজিওর পরিচালনা পর্ষদে অধিকসংখ্যক হিন্দু ধর্মাবলম্বী রয়েছে— একজন সরকারি কর্মকর্তার এমন দাবির পর ঐ এনজিওর কর্মকাণ্ড বন্ধ করে দেওয়া হয়, পরে অবশ্য এটি পুনরায় চালু হয়। আরেকটি শীর্ষস্থানীয় এনজিওর পরিচালক নির্বাচনের সময় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলায় উদ্বেগ প্রকাশ করে বিদেশী সরকার প্রধান ও কূটনীতিকদের চিঠি দেওয়ায় ঐ এনজিওর বিদেশী সাহায্যপ্রাপ্তি বন্ধ করে দেওয়া হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়, রাজনীতিতে ধর্মীয় চিন্তাবিদদের জোরালো প্রভাব রয়েছে। সরকারও তার রাজনৈতিক মিত্র জামাতে ইসলামী ও ইসলামী ঐক্যজোটের ব্যাপারে মুসলমান তথা ব্যাপক জনগোষ্ঠীর সেন্টিমেন্টের ব্যাপারে সতর্ক। সরকার মুসলমানদের মসজিদ, হিন্দু ও বৌদ্ধদের মন্দির এবং খ্রিস্টানদের গির্জার উন্নয়নে কিছু আর্থিক সহযোগিতা দিয়ে থাকে।

এতে বলা হয়, ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে আর্থিক লাভক্ষতির কোনো নীতি না থাকলেও বাস্তবিকপক্ষে সরকারি কিংবা সামরিক বাহিনীর চাকরি এমনকি রাজনৈতিক অফিসগুলোতে চাকরির ক্ষেত্রে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা পিছিয়ে থাকে। বাংলাদেশ সরকার কয়েকজন হিন্দু ধর্মাবলম্বীকে সরকারি উচ্চপদে নিয়োগ করেছে। আইনগতভাবে যে কোনো সরকারি পদে অধিষ্ঠিত হতে অমুসলিমদের কোনো বাধা নেই। কিন্তু সরকারি চাকরিতে তাদের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব নেই।

প্রতিবেদনে একটি উদাহরণ দিয়ে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকে উচ্চ পর্যায়ে প্রায় ১০ শতাংশ অমুসলিম কর্মকর্তা কর্মকরত রয়েছেন। হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন বেশিরভাগ নিযুক্ত শিক্ষকতা পেশায়, বিশেষ করে হাইস্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে। হিন্দু সম্প্রদায়ের কয়েকজনের মতে, তারা চিকিৎসা আইন ও হিসাব বিজ্ঞান পেশায় নিযুক্ত থাকুক এমনটাই মুসলমানরা দেখতে চায়।

২০০৩ সালের ডিসেম্বরে আহমদিয়া সম্প্রদায়বিরোধীরা যশোরে একজন শীর্ষস্থানীয় আহমদিয়া নেতাকে হত্যা করে। ২০০৪ সালের ২৩ জানুয়ারির মধ্যে তারা আহমদিয়া সম্প্রদায়কে অমুসলিম ঘোষণা করার জন্য সরকারের প্রতি সময়সীমা বেঁধে দেয়। চলতি বছরের ৮ জানুয়ারি সরকার আহমদিয়া সম্প্রদায়ের সকল প্রকাশনার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। কিন্তু এই ঘোষণা কার্যকর হওয়ার আগেই পুলিশ আহমদিয়ার বই রাখার দায়ে এক বালককে ৩ দিন আটকে রাখে। এছাড়া গত এপ্রিল ও মে মাসে বিক্ষোভ প্রদর্শনকালে পুলিশ দুটি আহমদিয়া মসজিদে ঢুকে কাগজপত্র জব্দ করে।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, ২০০১ সালের সাধারণ নির্বাচনের আগে-পরে বিএনপি সমর্থকরা হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনকে নানাভাবে নির্যাতন করেছে বলে খবর প্রকাশিত হয়েছে। নির্যাতন ও হয়রানির এসব খবরের মধ্যে হত্যা, ধর্ষণ ও লুটপাটের ঘটনা ছিল। ক্ষমতাসীন বিএনপি এসব নৃশংস ঘটনার খবর স্বীকার করলেও দাবি করে যে, এসব খবর অতিরঞ্জিত ছিল। হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন দেশ ত্যাগ করেছে বলে যে খবর প্রকাশিত হয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তা নিশ্চিত করতে সমর্থ হননি। তবে তিনি জোর দিয়ে দাবি করেছেন যে, সংঘটিত সহিংসতার সঙ্গে ধর্মের কোনো যোগসূত্র নেই।

২০০১ সালের নির্বাচনের পর থেকে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা হামলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হতে থাকে। একটি এনজিও দাবি করেছে যে, এই প্রতিবেদনে উল্লিখিত সময়ের প্রথম ৪ মাসে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে বৈষম্য বা সহিংসতার প্রায় ২০০ ঘটনা ঘটেছে।

চলতি বছরের ২৭ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও বিশিষ্ট লেখক হুমায়ুন আজাদ ক্যাম্পাসের কাছে অজ্ঞাত হামলাকারীদের ছুরিকাঘাতে মারাত্মক জখম হন। ইসলামি মৌলবাদের সমালোচক অধ্যাপক আজাদ এই হামলার জন্য প্রকাশ্যে মুসলিম চরমপন্থীদের দায়ী করেছেন।

জানুয়ারিতে চট্টগ্রামে একটি হিন্দু মন্দির ও হিন্দু সম্প্রদায়ের ৩ বাড়িতে আগুন দেওয়া হয়। ২০০৩ সালের নবেম্বরে চট্টগ্রামের কাছে হামলাকারীরা একটি হিন্দু বাড়িতে আগুন দিয়ে একই পরিবারের ১১ জনকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারে। বাংলাদেশ সরকারের কর্মকর্তারা এটাকে ডাকাতিতে ব্যর্থ হয়ে ডাকাতদের হিংসামূলক কাজ বলে অভিহিত করলেও প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ অভিযোগ করে যে, স্থানীয় হিন্দুদের নিধন করার অপপ্রচেষ্টার অংশ হিসেবেই বিএনপির লোকজন এ ঘটনা ঘটিয়েছে।

প্রতিবেদনে আরো উল্লেখ করা হয়, ২০০২ সালে চট্টগ্রামের রাউজানে বৌদ্ধ ভিক্ষু জ্ঞানজ্যোতিকে হত্যা করা হয়। ২০০১ সালের জুনে গোপালগঞ্জের বানিয়ারচরে রোববারের প্রার্থনা চলার সময় একটি ক্যাথলিক গির্জায় বোমা হামলায় ১০ জন নিহত ও ২০ জন আহত হয়।

এই রিপোর্ট তৈরির সময়কালে দেশের অন্যতম নারীবাদী লেখিকা তসলিমা নাসরিন বিদেশে নির্বাসিত জীবনযাপন করছেন। মুসলিম জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত হানার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে ফৌজদারি অভিযোগ দায়ের করা হয় এবং তার দুটি বই নিষিদ্ধ করা হয়।

ভোরের কাগজ, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০০৪

(২৪৮৪)
জামালপুরে ধর্মান্তরিত খ্রীস্টান ডাক্তারকে জবাই করেছে ইসলামী জঙ্গীরা

জামালপুর, ১৯ সেপ্টেম্বর, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ইসলামী জঙ্গীরা এবার জামালপুরে কিলিং অপারেশনে নেমেছে। ইসলাম ত্যাগ করে খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণকারী এক ডাক্তারকে জবাই করে হত্যা করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার রাতে সদর উপজেলার মেস্টা ইউনিয়নের হাজীপুর বাজারের অদূরে। নিহতের নাম ডা. আবদুল গনি। এলাকায় তিনি গনি গমেজ নামে পরিচিত। ডা. আবদুল গনি ১৯৯৫ সালে স্ত্রী ও দুই কন্যাসহ খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাপটিস্ট ফেলোশিপ নামে একটি সংগঠনের জামালপুর জেলার কনভেনর।

জানা গেছে, গনি গমেজের বাড়ি মেস্টা ইউনিয়নের দোয়ানীপাড়া গ্রামে। হাজীপুর বাজারে তাঁর একটি ওষুধের ফার্মেসি রয়েছে। শনিবার হাজীপুর বাজারের হাটবার ছিল। হাট শেষে রাত সাড়ে ৯টায় ডা. গমেজ ওষুধের ফার্মেসি বন্ধ করে হেঁটে বাড়ি ফিরছিলেন। বাজার থেকে তাঁর বাড়ি আধা কি.মি. দূরে। পথিমধ্যে চোরা বটতলায় ইসলামী জঙ্গীরা তাকে নৃশংসভাবে জবাই করে রাস্তার পাশে ঝোপের ভিতর লাশ ফেলে চলে যায়।

স্থানীয় একটি সূত্র জানিয়েছে, ৪/৫ জন জঙ্গী বটতলায় মোটরসাইকেল নিয়ে অপেক্ষা করছিল। হাটের লোকজন তাদের সেখানে অপেক্ষা করতে দেখে জিজ্ঞাসাবাদ করলে জঙ্গীরা কোন জবাব দেয়নি। এর কিছুক্ষণ পর ডা. গমেজ সে পথ দিয়ে বাড়ি ফেরার সময় সেখানে তাঁকে হত্যা করা হয়। হত্যার ঘটনার ৪/৫ মিনিট পরে ঐ পথে হাটের কয়েকজন যাচ্ছিল। তারা সেখান থেকে মোটরসাইকেলে জঙ্গীদের দ্রুত পালিয়ে যেতেও দেখেছে। লোকজন টর্চের আলোতে ডা. গমেজের জবাই করা লাশ দেখতে পেয়ে ডাকাত ডাকাত বলে ডাক-চিৎকার করলে স্থানীয় লোকজন জমে যায়। হত্যার ধরন দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা মনে করছে এটি ইসলামী জঙ্গীদের কাজ।

ডা. গনি গমেজ বাংলাদেশ ব্যাপটিস্ট ফেলোশিপ নামে একটি সংগঠনের জামালপুর জেলার কনভেনর ছিলেন। এলাকায় ধর্ম প্রচারের পাশাপাশি তিনি সেবামূলক নানা কাজে জড়িত ছিলেন। তাঁর উদ্যোগে গত বৃহস্পতিবার মেস্টা ইউনিয়নে ১৫শ' লোকের মধ্যে প্রত্যেককে ২৫ কেজি করে আতপ চাল বিতরণ করা হয়। এদের মধ্যে ১২ শ' জন স্থানীয় এবং বাকি ৩শ' জন ছিল খ্রীস্টান ধর্মাবলম্বী লোক। সোমবার সেখানে তাঁর উদ্যোগে টিন ও কাপড় বিতরণের কথা ছিল। এলাকাবাসী জানিয়েছে, ডা. গমেজ ছিলেন একজন সজ্জন নম্র বিনয়ী ব্যক্তি। তিনি ধর্ম প্রচার ও নানামুখী সেবামূলক কাজে তৎপর ছিলেন। বাড়িতে তিনি একা থাকতেন। তাঁর স্ত্রী শাহনাজ পারভীন সাভারে একটি এনজিওতে চাকরি করেন এবং ২ কন্যার একজন ইডেনে এবং অপরজন লালমাটিয়া কলেজে পড়ছে।

রবিবার পুলিশ তাঁর লাশ উদ্ধার করে থানায় আনে এবং জেনারেল হাসপাতালে লাশের ময়নাতদন্ত হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২০ সেপ্টেম্বর ২০০৪

(২৪৮৫)
মন্দিরের সামনে পটকা ফাটিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি

নিজস্ব প্রতিবেদক ঃ পুরান ঢাকার নারিন্দায় হিন্দু উপাসনালয়ের সামনে গতকাল সোমবার রাতে পটকা ফাটিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে একদল উচ্ছৃঙ্খল যুবক।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রাত ৮টার দিকে একদল স্থানীয় উচ্ছৃঙ্খল যুবক নারিন্দা শ্রী শ্রী মাধব গৌরি মঠের সামনে পরপর কয়েকটি পটকার বিস্ফোরণ ঘটায়। এতে মাঠে উপাসনারত নারী-পুরুষরা আতঙ্কিত হয়ে ছুটোছুটি করতে থাকেন।

শ্রী শ্রী মাধব গৌরি মঠ পরিচালনা কমিটির পক্ষে উৎপল কুমার রায় এ ব্যাপারে থানায় একটি জিডি করেছেন।

প্রথম আলো, ২১ সেপ্টেম্বর ২০০৪

(২৪৮৬)
পীরগাছায় সংখ্যালঘুদের উপর হামলার মূল হোতা এখনও গ্রেফতার হয়নি

রংপুর প্রতিনিধি ঃ রংপুরের পীরগাছা উপজেলায় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা নির্যাতন ও নিপীড়নের মূলহোতা বিএনপি নেতা ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আনিছুর রহমান কাশেম এখনও গ্রেফতার হয়নি।

গত ১৯ সেপ্টেম্বর দুপুরে রংপুর প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে সেদিনের ঘটনায় তিনি জড়িত নন বলে দাবি করে লিখিত বক্তব্যে জানান, এলাকার এক সাংবাদিক তার কাছে ৫ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করেন। তিনি টাকা দেননি বলেই ওই সাংবাদিক অন্যান্য সাংবাদিককে নিয়ে তার বিরুদ্ধে এই অপ্রচার চালানো হচ্ছে বলে আনিছুর রহমান অভিযোগ করেন। অপরদিকে সাংবাদিকের চরিত্র হননের অপচেষ্টার প্রতিবাদে ক্রমেই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে এলাকাবাসী ও পীরগাছা উপজেলার সচেতন মানুষজন। তারা বলছেন, সাবেক চেয়ারম্যান কাশেম এবং ওই সাংবাদিক উভয়কেই তারা ভালভাবে চেনেন-জানেন। আরও বেশি জানার জন্য উপজেলাবাসী চেয়ারম্যান ও বিএনপি নেতাকে আয়নায় নিজের মুখ দেখার পরামর্শ দিয়েছেন।

এদিকে চেয়ারম্যানের লোকজন ১৮ সেপ্টেম্বর রাতেও সংখ্যালঘু পরিবারগুলোর উপর ভয়ভীতি দেখিয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিষয়টি নিয়ে তাদের বাড়াবাড়ি না করার হুমকি দিয়ে বলেছে, এবার বাড়াবাড়ি করলে মারপিট কিংবা আগুন নয়, সরাসরি ভারতে পাঠানো হবে। তাদের এই হুমকিতে নতুন করে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন তারা। সন্ত্রাসী এবং পুলিশী আতঙ্কের পূজার আগে অনেকেই এখনও গ্রামছাড়া।

উল্লেখ্য, গত ১৬ সেপ্টেম্বর পীরগাছা উপজেলার পারুল ইউনিয়নের মনুরছড়া গ্রামে ব্র্যাক একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ নিলে বিএনপি নেতা আনিছুর রহমানের নেতৃত্বে একদল লোক হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে দেবে না বলে ওই গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষজনের উপর হামলা এবং সেখানকার কৃষ্ণ মন্দির জ্বালিয়ে দেয়।

আজকের কাগজ, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০০৪

(২৪৮৭)
সরিষাবাড়ীর অপহৃত স্কুল ছাত্রী ববিতা দুই মাসেও উদ্ধার হয়নি

সরিষাবাড়ী (জামালপুর প্রতিনিধি ঃ অপহরণের ২ মাস পরও সরিষাবাড়ীর একটি সংখ্যালঘু পরিবারের স্কুল ছাত্রী ববিতা রানী চন্দকে পুলিশ উদ্ধার করতে পারেনি। অপরদিকে অপহরণ মামলার আসামিদের সঙ্গে পুলিশের সখ্যের অভিযোগ উঠেছে।

জানা গেছে, গত ১ আগস্ট সন্ধ্যায় সরিষাবাড়ী উপজেলার পোগলদিঘা ইউনিয়নের যমুনা সারকারখানা সংলগ্ন কান্দারপাড়া গ্রামের সুমন মিয়া (২৪) তার ৪ সহযোগীসহ ২টি

মোটরসাইকেলে করে এসে গোপালপুরের বাশ কাইল গ্রামের নরেশ চন্দের কন্যা পালপাড়া হাই স্কুলের ৮ম শ্রেণীর ছাত্রী ববিতা রানী চন্দকে (১৩) অপহরণ করে নিয়ে যায়।

ভোরের কাগজ, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০০৪

(২৪৮৮)
এক শম্ভু মণ্ডলের কাহিনী শুনুন
জামায়াতী এমপির শিকার, এমনকি নিজামীও রক্ষা করতে পারলেন না!

ফজলুল বারী ঃ জামায়াতী প্রতিহিংসার শিকার এক শম্ভুচরণ মণ্ডলের দুর্ভোগ -দুর্ভাগ্যের কাহিনী শুনুন। এলাকার জামায়াতী এমপির রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হয়ে স্বপ্রতিষ্ঠিত কলেজ থেকে বিতাড়িত হয়ে তিনি এখন দুর্বিষহ মানবেতর জীবনযাপন করছেন। এমন কি জামায়াতের আমির শিল্পমন্ত্রী মতিউর রহমান নিজামী পর্যন্ত সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে তাঁকে দলীয় এমপির প্রতিহিংসা থেকে বাঁচাতে, রক্ষা করতে পারেননি। শম্ভুচরণ মণ্ডল ঢাকা থেকে ইসলামের ইতিহাস বিভাগে মাস্টার্স পাস করে এলাকায় চলে গিয়েছিলেন। সাতক্ষীরার অনগ্রসর জনপদ আশাশুনি উপজেলার মজগুরখালী গ্রামে তাঁর বাড়ি। এলাকায় তখন কোন মহিলা কলেজ ছিল না। স্থানীয় উদ্যোগী ব্যক্তিদের নিয়ে গত সরকারের আমলে তিনি সেখানে প্রতিষ্ঠা করেন আশাশুনি মহিলা কলেজ। এলাকার মুরব্বি বাবু নীলকণ্ঠ সোম, সাবেক শিক্ষামন্ত্রী এ এইচ কে সাদেক, তৎকালীন আওয়ামী লীগ দলীয় এমপি ডা. এস এম মোখলেসুর রহমানসহ অনেকের উদ্যোগ-সহযোগিতায় ১৯৯৯ সালে কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়।

কিন্তু জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর বাধা শুরু হয় সে উদ্যোগে। বিশেষ করে জামায়াত নেতা এ এস এম রিয়াসাত আলী এমপি নির্বাচিত হবার পর কলেজ কর্তৃত্ব জামায়াতীকরণের জোর উদ্যোগ চলে। নির্বাচন পরবর্তী সংখ্যালঘু নির্যাতনের ভয়াল সেই সময়ে নীলকণ্ঠ সোমকে কয়েকদিন বাড়ির বাইরে পর্যন্ত বেরুতে দেয়া হয়নি। দখলের জন্য স্থানীয় জামায়াতীরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিক্ষিত যুবক শম্ভুচরণকে চিহ্নিত করে পথের কাঁটা।

কিন্তু এসব হুমকি-ধমকিতে তাদের নিবৃত্ত করতে না পেরে খোদ জামায়াতী এমপি এ এস এম রিয়াসাত আলী শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যানকে কলেজটির কার্যক্রম বন্ধ করে দিতে চিঠি লেখেন। উছিলা হিসাবে বলা হয়, বিধিবহির্ভূতভাবে সম্পূর্ণ দলীয় ভিত্তিতে কলেজটিতে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু শিক্ষাবোর্ড সহ সংশ্লিষ্ট দফতরের কর্মকর্তারা এসব অভিযোগের ভিত্তি পান না।

কলেজ বন্ধ করতে না পেরে অতঃপর নির্বাচিত এমপি হিসাবে কলেজের সভাপতির পদ করায়ত্তে নেন এমপি রিয়াসাত আলী। এলাকায় যে কলেজের স্থানীয় নাম শম্ভু কলেজ সেখান থেকেই শম্ভুচরণকে বিতাড়নের নানা কার্যক্রম শুরু করা হয়। কলেজের নানাপদে ব্যবস্থা হয় নানাজনের পদায়নের। শম্ভুচরণকে অধ্যক্ষ করে যে কলেজটির যাত্রা শুরু হয়েছিল সেখানে তাঁর কোন জায়গা রাখা হয় না। এমপি রিয়াসাত আলী কিন্তু এসব অভিযোগ স্বীকার করেননি।

এমন একটি বেসরকারী কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীদের সোনার হরিণ স্বপ্নটি হচ্ছে এমপিওভুক্তিকরণ। কারণ এমপিওভুক্তিকরণের মাধ্যমেই এ ধরনের একটি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন পাবার পথ উন্মুক্ত হয়। স্বপ্রতিষ্ঠিত কলেজটির এমপিওভুক্তি করণেও মূল ভূমিকা পালন করেন শম্ভুচরণ। ঢাকায় নানা কর্তৃপক্ষের দরজায় দীর্ঘ ছোটাছুটির মাধ্যমে এমপিওভুক্তির কাজটিও অর্জন হয়। কিন্তু নতুন জামায়াতী কর্তৃত্বের কারণে শিক্ষকদের সে তালিকায়ও নাম ওঠে না অভাগা শম্ভুচরণের। বলা হয়, কলেজ কমিটি সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্তটি নিয়েছে। কিন্তু এমপিওভুক্তির তালিকায় জামায়াতী অনেকের নাম ওঠে। কলেজের ক্লাসে কখনও যাননি, ঢাকায় থাকেন নাম ওঠে এমন ব্যক্তিরও।

এমপিওভুক্তি নিয়ে সিদ্ধান্তে কলেজের প্রতিষ্ঠাকালীন শিক্ষকদেরও বিস্মিত করে। এক ধরনের অপরাধবোধও সৃষ্টি করে তাদের মধ্যে। কারণ যে উদ্যোক্তা যুবকের কারণে তাদের চাকরি হলো-মিলল এমপিওভুক্তির বেতন সে তালিকায় তাঁরই নাম নেই! ঘটনার প্রতিবাদে স্থানীয় হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীস্টান ঐক্য পরিষদ আশাশুনিতে মিছিল-সমাবেশও করেছে। কিন্তু জামায়াতী দণ্ডের পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। এ ব্যাপারে শম্ভুচরণের বক্তব্যটি হলো— সব শোনা মাত্র যেন বজ্রপাত ঘটল মাথার ওপর। পায়ের নিচের মাটি সব সরে যেতে থাকল। ভরা পূর্ণিমার রাতটি যেন নিমজ্জিম হলো দুর্যোগের করাল গ্রাসে। মুহূর্তে যেন মাটির সঙ্গে মিশে গেল আমার সমস্ত সাধ, স্বপ্ন, কল্পনা।

কারণ এ প্রতিষ্ঠান গড়ার স্বার্থে বৃদ্ধ মায়ের শত অনুরোধ সত্ত্বেও আমি বিয়ে-সংসারের কথা ভাবতে পারিনি। মাকে কথা দিয়েছিলাম কলেজ থেকে বেতন পেতে শুরু করলে তোমার পছন্দ করা কোন মেয়েকে ঘরে নিয়ে আসব। পছন্দের মেয়ে ঠিক করে মা সেভাবেই তৈরি হয়ে ছিলেন। কিন্তু বিপর্যয়ের মুহূর্তে মায়ের মুখটিই ভেসে আসল চোখের সামনে। তাঁকে এখন কি জবাব দেব। পরিবার পরিজন সবাই আমার বেতন পাবার সোনার হরিণের সন্ধানে বসে আছেন। কিন্তু এখন কি করব!

শম্ভুচরণ অসহায় উচ্চারণে বলেন, নানা পরিস্থিতির কারণে মনে হয় আমার সবচেয়ে বড় অযোগ্যতা আমি যে হিন্দু। সে জন্য এই জোট সরকারের আমলে পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে এসে আমার পক্ষে অন্য কোথাও চাকরি পাওয়া সহজে সম্ভব নয়। এসব কারণে সবকিছু মিলিয়ে আমি সাংঘাতিক বিপর্যস্ত হয়ে পড়লাম। বুঝতে বাকি থাকে না প্রিয় জন্মভূমিতে আমি রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িকতার নির্মম শিকার।

আশাশুনি মহিলা কলেজের প্রতিষ্ঠাকালীন সেখানকার সরকারী কর্মকর্তারা শম্ভুচরণকে চেনেন, জানেন। তাঁদের অনেকে এখন ঢাকায় নানা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে আছেন। শম্ভুচরণের দুর্ভোগের কাহিনী তাদেরও অবাক-মর্মাহত করে। তাদেরই একজনের পরামর্শে তিনি একদিন জামায়াতের আমির শিল্পমন্ত্রী মতিউর রহমান নিজামীর সঙ্গে দেখা করতে যান। তাঁর কাছে সব বিষয় খুলে বললে তিনি তাঁকে বলেন, সত্যি তোমাকে তোমার হক থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। আবেদনের ওপর সুপারিশ লিখে দিয়ে বলেন, তোমাদের কমিউনিটির লোকেরা সাধারণত আমার কাছে খুব কম আসে।

শিক্ষামন্ত্রী সব শুনে এমপিওভুক্তির তালিকায় তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ লিখে দেবার সময় বললেন, তোমার রাইট আছে। কিন্তু তোমাকে দৌড়াতে হবে। এরপর শিক্ষা সচিব ফারুক উদ্দিনের নির্দেশে ফাইল চালু হয়। এর আগে বরকত উল্লাহ ভুলু, নড়াইলের এমপি ধীরেন্দ্রনাথ সাহাও আশাশুনি মহিলা কলেজের এমপিওভুক্ত শিক্ষক তালিকায় শম্ভুচরণের নাম তোলার সুপারিশ লিখে দিয়েছেন।

কিন্তু এতসব সুপারিশ, নির্দেশেও তাঁর দুর্ভোগের অবসান হয় না। এখন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট ডিজি অফিসে আটকে আছে শম্ভুচরণের ফাইল। ঢাকায় নানা শুভাকাঙ্ক্ষীর শুভেচ্ছা-দয়ার ওপর চলছে তাঁর হতাশাগ্রস্ত ভাসমান জীবন। শম্ভুচরণ আমাদের কাছে এসেছিলেন। তাঁর দুর্ভোগের কাহিনী শুনে কাগজপত্র সব দেখে বিস্ময় জাগে। এই শম্ভুচরণ মণ্ডল যেন বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বঞ্চিত শিক্ষিত যুবকদের প্রতীক প্রতিচ্ছবি একজন!

শম্ভুচরণের জীবন দুর্ভাগ্য-হয়রানি সম্পর্কে শুক্রবার আমরা আশাশুনির জামায়াতী এমপি রিয়াসাত আলীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। এমপি, নির্বিকার-নির্লিপ্ত উচ্চারণে বলেন, শম্ভুচরণ সম্পর্কে তিনি জানেন না। আগের আমলে কলেজে তাঁর নিয়োগ হয়েছিল। কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ তাঁর ব্যাপারে যেভাবে লিখে দিয়েছেন সেভাবেই তিনি সে কাগজে স্বাক্ষর করেছেন। শম্ভুচরণের মতো এলাকার পরিচিত একটি উদ্যোগী মুখকে চেনেন না, জানেন না বলে এমপির এমন নির্লিপ্ত নির্মোহ বক্তব্যে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন আশাশুনির বিশিষ্ট কয়েক ব্যক্তি।

দৈনি জনকণ্ঠ, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০০৪

(২৪৮৯)
টাঙ্গাইলে ইউপি সদস্য লক্ষ্মীরানীর ওপর হামলা এখনও কেউ গ্রেফতার হয়নি সংখ্যালঘুদের মধ্যে আতঙ্ক

জেলা বার্তা পরিবেশক, টাঙ্গাইল ঃ সদর উপজেলার পোড়াবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা সদস্য লক্ষ্মীরানীকে (৪০) হত্যার উদ্দেশ্যে নির্মমভাবে কুপিয়ে গুরুতর আহত করার ঘটনায় পুলিশ এখনও কোন অপরাধীকে গ্রেফতার করতে পারেনি। সন্ত্রাসীদের উপর্যুপরি হুমকির মুকে লক্ষ্মীরানীর পরিবারের কেউ এ ব্যাপারে থানায় মামলা দায়েরের সাহস পাচ্ছে না। ঘটনার পর থেকে ত্রাস সৃষ্টিকারী সন্ত্রাসীদের তৎপরতা বেড়ে যাওয়ায় পোড়াবাড়ী, কাবিলাপাড়া, বেলতা চারাবাড়ি ও সন্তোষ এলাকার সংখ্যালঘু পরিবারগুলোর মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। গত ইউপি নির্বাচনে মহিলা সদস্য পদে জয়লাভ করার পর থেকেই ইউপি সদস্য মাঈন উদ্দিন, সাহাব উদ্দিন, শাহনুর ও শাখাওয়াত লক্ষ্মীরানীর বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগে। ভিজিএফ কার্ডের তালিকা প্রণয়ন নিয়ে সম্প্রতি তাদের সঙ্গে লক্ষীরানীর বিরোধ বাধে। মাঈন উদ্দিন, সাহাব উদ্দিন গং কিছুদিন ধরে লক্ষ্মীরানীকে অপহরণ ও খুন করার হুমকি দিচ্ছিল। আত্মরক্ষার্থে লক্ষ্মীরানী এসব ব্যাপারে দু'টি মামলা দায়ের করেন। অন্যদিকে প্রতিপক্ষের এক সন্ত্রাসী কিছুদিন আগে সদর থানায় একটি জিডি করে। জিডিতে বলা হয় লক্ষ্মীরানী আত্মগোপন করে তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিতে পারে।

এই জিডি করার পর সন্ত্রাসীরা মঙ্গলবার রাতে লক্ষ্মীরানীর ঘরে ঢুকে টেনেহিঁচড়ে বাইরে এনে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি কোপায়। স্বামী প্রদীপ সরকার (৪৫) এবং ছেলে সুমন সরকার (১৮) এগিয়ে এলে সন্ত্রাসীরা তাদেরও কোপায়। এ সময় আশপাশের লোকজন এগিয়ে এলে সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়। চিকিৎসাধীন আহত ৩ জনের অবস্থা এখনও গুরুতর। এলাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যরা এ প্রতিবেদককে জানান, হামলার পর থেকে তারা আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন। সন্ত্রাসীদের কাবিলাপাড়া, পোড়াবাড়ী, বেলতা, চাড়াবাড়ি ও সন্তোষে অনেকের কাছেই মোটা অঙ্কের চাঁদা দাবি করছে। চাঁদা না দিলে খুন, অপহরণের হুমকি দিচ্ছে।

সংবাদ, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০০৪

(২৪৯০)
বাঁশখালীর ১১ খুনের ঘটনা ॥ কিলিং স্কোয়াডের আর এক সদস্য গ্রেফতার

স্টাফ রিপোর্টার, চট্টগ্রাম অফিস ঃ বহুল আলোচিত বাঁশখালীর ১১ খুনের ঘটনার কিলিং স্কোয়াডের আর এক সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার নাম মোহাম্মদ শাহজাহান প্রকাশ দুলা মিয়া। শনিবার রাত ১১টায় নগরীর হালিশহর থানাধীন মধ্যম রামপুর এলাকায় একটি বাসা থেকে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারের পর রবিবার বাঁশখালী থানা পুলিশ তাকে তাদের হেফাজতে নিয়ে গেছে। সে বাঁশখালীর কদম রসুল এলাকার মদন মিয়ার পুত্র। এ নিয়ে চাঞ্চল্যকর এ ঘটনার কিলিং স্কোয়াডের ৭ জনকে গ্রেফতার করা হলো।

ইতোপূর্বে গ্রেফতারকৃত ৬ জন হচ্ছে মাহবুব রশিদ, আহমদ হোসেন তোতাইয়া, হাসান আর্মি, কালা করিম, আলী আকবর ও মোক্তার হোসেন। এদের মধ্যে তোতাইয়া গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ও মাহবুব রশিদ ১০ মার্চ আদালতে পৃথকভাবে স্বীকারোক্তিমূলক মাহবুব রশিদ ১০ মার্চ আদালতে পৃথকভাবে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করে। এর মধ্যে তোতাইয়া তার জবানবন্দিতে ১৪ জন এবং মাহবুব ১২ জনের নাম প্রকাশ করে জানিয়েছিল এরা এ হত্যাকাণ্ডে অংশ নিয়েছে। তাতে দু'জনের স্বীকারোক্তিতে যাদের নাম প্রকাশ পায় তন্মধ্যে এই দুলা মিয়ার নামও রয়েছে। পুলিশ বলেছিল, দুলা মিয়াই তেজেন্দ্র লাল শীলের ঘরে আগুন লাগিয়েছে। এতদিন ধরে পুলিশ তাকে খুঁজলেও গ্রেফতার করতে পারেনি। চাঞ্চল্যকর এ মামলার আইও পুলিশের সাতকানিয়া সার্কেলের এএসপি ক্লারেন্স গোমেজ রবিবার দুপুরে হালিশহর থানায় গিয়ে দুলা মিয়াকে গ্রহণ করে বাঁশখালীতে নিয়ে যান। জেলা পুলিশ কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, তাকে রিমান্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। প্রসঙ্গত, গত বছরের ১৮ নবেম্বর বাঁশখালীর সাধনপুর ইউনিয়নের শীলপাড়ায় সন্ত্রাসীরা তেজেন্দ্র লাল শীলের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। এতে নারী, শিশুসহ ১১ জনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। ঘটনাটি দেশ-বিদেশে আলোড়ন সৃষ্টি করে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০৪

(২৪৯১)
ছেলের ওপর সন্ত্রাসী হামলার দৃশ্য দেখে অসুস্থ হয়ে মা মারা গেছে

ছেলের ওপর সন্ত্রাসী হামলার দৃশ্য দেখে মা গৌরী দেবনাথ (৪৬) জ্ঞান হারিয়ে দীর্ঘ ১৩ দিন পর গত ২২ সেপ্টেম্বর মৃত্যুবরণ করেছে। কিশোরগঞ্জের ভৈরব উপজেলার চণ্ডিবের হিন্দু পাড়ায় এ ঘটনা ঘটে।

মৃতের পরিবার জানান, এলাকার সন্ত্রাসী মামুন তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্বর্ণাকার জনি দেবনাথ ও তার পরিবারকে হুমকি দেয়। গত ৯ সেপ্টেম্বর ওই সন্ত্রাসী মামুন জনির বাড়িতে এসে জনির ওপর হামলা চালায়। এ দৃশ্য দেখে মা গৌরী দেবনাথ জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে যায়। এ সময় বাড়ির অন্য লোকজন তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে। ১৩ দিন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে অবশেষে গত ২২ সেপ্টেম্বর গৌরী দেবনাথ মারা যায়। এ ঘটনার পরও সন্ত্রাসী মামুন জনির পরিবারের ওপর আবার হুমকি দেয়। এ অবস্থায় ওই পরিবার আতঙ্কগ্রস্ত ও নিরাপত্তাহীনতায় দিন যাপন করছে।

আজকের কাগজ, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০৪

(২৪৯২)
চুয়াডাঙ্গার ৬ সংখ্যালঘু পরিবার আজও বাড়ি ফিরতে পারেনি

প্রতিনিধি চুয়াডাঙ্গা ঃ সন্ত্রাসী হামলার পর দামুড়হুদার চিৎলা হাসপাতাল পাড়ার সংখ্যালঘু ৬টি পরিবার আজও নিজ বাড়িতে ফিরে আসেনি। উপজেলার দাসপাড়ায় তারা মানবেতর জীবনযাপন করছে। অভিযুক্তদের পুলিশ এখনও গ্রেফতার করতে পারেনি।

১১ জুলাই রাতে চিৎলা হাসপাতাল পাড়ার এক সংখ্যালঘু পরিবারের বাড়িতে চিহ্নিত ৪ সন্ত্রাসী ঢুকে পড়ে। গৃহকর্তাকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে তার সামনেই তার স্ত্রীকে রাতভর পালাক্রমে ধর্ষণ করে। পরদিন সকালে বিষয়টি জানাজানি হলে ওই সন্ত্রাসীরা ৬ পরিবারকে হত্যার হুমকি দেয়। এরপর তারা প্রথমে থানায় ও পরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে ধর্ষণের কথা গোপন রেখে অভিযোগ করেন। ওই দিনই বিকেলে নির্বাহী কর্মকর্তা ও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সরেজমিন পরিদর্শন করেন।

১৩ জুলাই সকালে ওই ৬ পরিবার নিজেদের ঘরবাড়ি ফেলে উপজেলার দাসপাড়ায় আশ্রয় নিয়েছেন। পত্রিকায় গণধর্ষণের খবর প্রকাশের পর ১৪ জুলাই বিকেলে ধর্ষিতাসহ অন্যদের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে ডেকে নিয়ে বিস্তারিত শোনেন। এ সময় ধর্ষিতা তার গণধর্ষণের কথা খুলে বলেন। সে সঙ্গে ধর্ষকদের নামও উল্লেখ করেন। হুন্ত, বাবু, দেলোয়ার ও অজ্ঞাত-একজনকে ধর্ষণ ঘটনায় জড়িত থাকার কথা বললেও পুলিশ আজও তাদের গ্রেফতার করতে পারেনি। ১৫ জুলাই জেলায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করার পরও প্রশাসনের পক্ষ থেকে থানায় ধর্ষণ মামলা দায়ের হয়নি।

সংবাদ, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০০৪

(২৪৯৩)
সম্পত্তির লোভে চাটখিলে সংখ্যালঘু পরিবারকে ভিটেছাড়া করতে চায় একদল সন্ত্রাসী

স্টাফ রিপোর্টার, নোয়াখালী ঃ দুষ্কৃতকারীরা দুষ্কর্ম শেষে চলে যাওয়ার সময় কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছে, "খবরদার থানা পুলিশ করবে না। আমাদের বিরুদ্ধে থানায় মামলা দিলে তোমাদের কোন লাভ হবে না। তোমার বাড়িঘর দখল করে নেব। একই সঙ্গে তোমার দুই মেয়েকে তুলে নিয়ে ধর্মান্তরিত করব।" এ ঘটনা গত ২৭ জুলাই ০৪ রাত ১২টার পর। ঘটনার স্থল নোয়াখালী জেলার চাটখিল উপজেলার পাঁচগাঁও ইউনিয়নের বাড়ইপাড়া গ্রামের প্রয়াত রবীন্দ্র কুমারদের বাড়ি। এই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল রবীন্দ্র কুমারের স্ত্রী আরতিবালা দেকে। ২৭ জুলাই রাতে ৬ দুষ্কৃতকারী আরতিদের বসতঘরের দরজা ভেঙ্গে প্রথমে আরতিকে ঘর থেকে বের করে ঘরের দখল নেয়ার চেষ্টা করে। এতে ব্যর্থ হয়ে তারা ঘরের মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী লুট করে নেয়। এক পর্যায়ে তারা আরতির দুই অবিবাহিত কন্যা শীপ্রা ও সীমাকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার জন্য জোর চাপ সৃষ্টি করে। এ সময় আরতির নাতনি ঝুমু রানী পাল দুষ্কৃতকারীদের প্রতিবাদ করায় দুষ্কৃতকারীরা তাকে লাঞ্ছিত করে। অবশ্য সে রাতে শীপ্রা ও সীমা বাড়িতে ছিল না। আরতির বাসায় হামলাকারী দুষ্কৃতকারীরা হলো ঃ সাইফুল ইসলাম, মানিক, কাশেম, মাঈন উদ্দীন, জসিম ও রিপন। উল্লেখ্য, রবীন্দ্র কুমারের ২য় পুত্র প্রবীরকে সুকৌশলে দুষ্কৃতকারীরা ধর্মান্তরিত করে '৯৯ সালে। তারই বর্তমান নাম সাইফুল ইসলাম।

আরতিবালা দে এই হুমকি উপেক্ষা করে সম্পত্তি ও অবিবাহিত দুই মেয়ে শিপ্রা (২২) আর সীমা (২০) ধর্ম, সম্ভ্রম ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য ২৮ জুলাই/০৪ চাটখিল থানায় একটি এজাহার দায়ের করে।

দুষ্কৃতকারীদের মূল লোভ ছিল রবীন্দ্র কুমারের দেড় কোটি টাকা মূল্যের ভূ-সম্পত্তির ওপর। কিন্তু কিছুতেই আরতিবালা তার প্রয়াত স্বামীর রেখে যাওয়া সম্পত্তি হাতছাড়া করতে চায়নি। তার ২য় পুত্র প্রবীর ধর্মান্তরিত হওয়ায় এখন আর বাপের সম্পত্তির মালিক নয়। উল্লেখ্য, হিন্দু ধর্ম মতে সন্তান ধর্মান্তরিত হলে পৈত্রিক সম্পত্তির অংশ পায় না।

ইতোমধ্যে দুষ্কৃতকারীরা প্রায় ৫০ শতক জমি থেকে আরতিবালাকে বেদখল করেছে। আরতিবালা তার প্রয়াত স্বামীর সম্পত্তি রক্ষা ও অবিবাহিত দুই মেয়ের জীবনের নিরাপত্তা চেয়ে প্রধানমন্ত্রীর নিকট আবেদন করেছিল। প্রধানমন্ত্রী ২৯ জুলাই ০৩ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে এ প্রসঙ্গে নির্দেশ দেয়।

গত দেড় মাসে পুলিশ এক দুর্বৃত্তকেও গ্রেফতার করেনি। এজাহার দেয়ার পর থেকে প্রতিরাতেই দুর্বৃত্তরা আড্ডা দিতে থাকে আরতির বাড়িতে। প্রতিনিয়ত হুমকি দিয়ে বলছে শিপ্রা আর সীমাকে সাজিয়ে রাখতে। যে কোন মুহূর্তে তারা ওদের নিয়ে যাবে। এ ঘটনার পর থেকে আরতির ঘরে রান্না হয়নি। বৃদ্ধ আরতি দিনরাত শুধু কাঁদছে। আর শিপ্রা ও সীমা জীবন, সম্ভ্রম ও ধর্ম রক্ষার জন্য পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

চাটখিল উপজেলার পাঁচগাঁও ইউনিয়নের বাড়ইপাড়ায় এ ঘটনার সূত্রপাত দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই। এক সময় বাড়ইপাড়া গ্রামে ৮/১০ সংখ্যালঘু বিত্তবান পরিবার ছিল। এই সংখ্যালঘুদের কেউ কেউ স্থানীয় কর্তাব্যক্তিদের হুমকিতে পানির দামে তাদের মূল্যবান সম্পত্তি ছেড়ে দিয়ে ওপারে আশ্রয় নিয়েছে। ব্যতিক্রম শুধু রবীন্দ্র কুমার দে। ফলে বিপুল সম্পত্তির মালিক রবীন্দ্র কুমার দে এলাকার সম্পত্তিলোভীদের শুধু শত্রুই হয়নি, তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে ৮৭-এর ৪ অক্টোবর। এর পর কৌশলে দুষ্কৃতকারীরা হত্যা করে রবীন্দ্র কুমার ও আরতিবালার উপার্জনক্ষম পুত্র প্রদীপ কুমারকে (৩০)। স্বামী ও উপার্জনক্ষম পুত্র হারিয়ে এমনিতেই দুই চোখে অন্ধকার দেখছে আরতি। অসহায় আরতির এখন বড় মাথা ব্যথা শিপ্রা আর সীমার জীবন, সম্ভ্রম ও ধর্ম রক্ষা করা।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০০৪

(২৪৯৪)
রাজবাড়িতে বাড়িতে ঢুকে দু'ভাইকে গুলি করে হত্যা

প্রতিনিধি, রাজবাড়ী ঃ জেলার পাংশা উপজেলার মহেন্দ্রপুর গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা অসীম চৌধুরী (৫৭) এবং তার ভাই তুরান চৌধুরী (৫০) সোমবার রাতে সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত হয়েছেন। সন্ত্রাসীরা বাড়িতে ঢুকে তাদের হত্যা করে। থানা, এলাকাবাসী এবং নিহতদের পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, রাত সাড়ে ৮টায় ৪০/৫০ জনের একদল অস্ত্রধারী অসীম চৌধুরীর বাড়ি ঘেরাও করে তাকে এবং তার ভাই তুরান চৌধুরীকে গুলি করে হত্যা করে। অসীম চৌধুরীর ছেলে তানিন চৌধুরী জানান, সন্ত্রাসীরা তার বাবা কাকাকে হত্যা করে চলে যাওয়ার সময় তাদের সবাইকে ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলেছে। তারা চলে যাওয়ার সময় নারায়ে তাকবির আল্লাহু আকবর, পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি জিন্দাবাদ, সর্বহারা পার্টি জিন্দাবাদ শ্লোগান দিয়ে নদীর দিকে চলে যায়। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠায়। এলাকাবাসী জানায় অসীম এবং তুরান অন্যায় দেখলে তার প্রতিবাদ করতেন। পুলিশ এলাকায় সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান চালানোর সময় তাদের বাড়িতে আসত এবং অবস্থান করত। তবে তাদের হত্যার কোন ক্লু পুলিশ এখনও খুঁজে পায়নি। এ ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।

সংবাদ, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০০৪

অক্টোবর ২০০৪

(২৪৯৫)
বাঁশখালীতে ১১ জনকে পুড়িয়ে মারার ঘটনায় আরো ১ জন গ্রেপ্তার

চট্টগ্রাম অফিস ঃ দক্ষিণ চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে ১১জনকে পুড়িয়ে মারার ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে আরো একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়ন (র‌্যাব) শুক্রবার রাতে নগরীর বাকলিয়া এলাকা থেকে জসীম নামের এই সন্ত্রাসীকে গ্রেপ্তার করে। বহুল আলোচিত এ ঘটনায় এই পর্যন্ত নয়জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এছাড়া র‌্যাব সদস্যরা তার সঙ্গে আরো তিন সন্ত্রাসীকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারকৃত চারজনই কুখ্যাত সন্ত্রাসী শিবির ক্যাডার ভাগিনা রমজানের সহযোগী বলে জানা গেছে।

র‌্যাব জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শুক্রবার রাতে র‌্যাবের একটি দল নগরীর কোতোয়ালি থানাধীন ডিসি রোড এলাকার জামাল বিল্ডিঙে অভিযান চালায়। এসময় ছিনতাইয়ের প্রস্তুতি নেওয়ার সময় সন্ত্রাসী রাজা মিয়া (২৩), মোহাম্মদ হাসেম (১৮), মোহাম্মদ সুমন ও জসীম উদ্দিনকে গ্রেপ্তার করে। র‌্যাব জানিয়েছে, ফটিকছড়ির কুখ্যাত সন্ত্রাসী ভাগিনা রমজানের ঘনিষ্ঠ সহযোগী জসীমের বিরুদ্ধে বাঁশখালীতে আগুন দিয়ে ১১জনকে পুড়িয়ে মারার ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া সুমনের বিরুদ্ধে চাঁদপুরে একাধিক মামলা রয়েছে বলে জানা গেছে।

ভোরের কাগজ, ৩ অক্টোবর ২০০৪

(২৪৯৬)
বারহাট্টায় সংখ্যালঘু পরিবারে হামলা ঃ আহত ৩

প্রতিনিধি, বারহাট্টা (নেত্রকোনা) ঃ উপজেলা সদরের গোপালপুর বাজারে একটি সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর হামলা চালিয়ে বাসা ও দোকান ভাঙচুর এবং ২ মহিলাসহ ৩ জনকে আহত করেছে দুর্বৃত্তরা।

আহতদের নাম উষা রানী পাল (৬০), পুষ্প রানী পাল (৩০) এবং টিংকু পাল (১৮) পুষ্পকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শী জানায়, একটি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার বিকেলে ৪০/৫০ জনের একদল দুর্বৃত্ত বিভিন্ন অস্ত্রসহ গোপালপুর বাজারের তপন পালের বাসা ও পার্শ্ববর্তী একটি দোকানে হামলা চালায় এবং ভাঙচুর করে। এ সময় বাধা দেয়ায় তপনের মা, বড় বোন ও ভাগিনা দুর্বৃত্তদের হামলার শিকার হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং ঘটনাস্থল থেকে দু'জনকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে।

সংবাদ, ৩ অক্টোবর ২০০৪

(২৪৯৭)
শ্রীপুর কালীমন্দিরে ফের হামলা

মাগুরা ও শ্রীপুর প্রতিনিধি ঃ দ্বিতীয়বারের মতো সন্ত্রাসীরা মাগুরার শ্রীপুর উপজেলা সদরের ঋষিপাড়ায় অবস্থিত কালীমন্দিরে হামলা চালিয়েছে। গত শনিবার গভীর রাতে ৩০-৩৫ জনের একদল সন্ত্রাসী পুনর্নির্মাণকৃত মন্দিরে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করে এবং মন্দিরের টিনের ঘরটি পাশের একটি পুকুরে ফেলে দেয়।

মন্দিরে ভাঙচুরের শব্দ শুনে এগিয়ে এলে সন্ত্রাসীরা উত্তম দাস (১৫) নামের এক ব্যক্তিকে মারধর করে গুরুতর জখম করে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে শ্রীপুর উপজেলাধীন দ্বারিঘাপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ইতিপূর্বে গত ২৪ আগস্ট গভীর রাতে এক দল সন্ত্রাসী মন্দিরে অগ্নিসংযোগ করলে মন্দিরটি ভস্মীভূত হয়।

ঘটনার কয়েক দিন পর মন্দির কমিটির লোকজন আগের স্থানেই মন্দিরটি পুনর্নির্মাণ করেন। এরপর গত শনিবার রাত পৌনে ১টার দিকে ৩০-৩৫ জনের এক দল সন্ত্রাসী দ্বিতীয় দফায় মন্দিরে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করে এবং মন্দিরের টিনের ঘরটি পাশের একটি পুকুরে ফেলে দেয়।

মন্দির ভাঙচুরের বিষয়ে কমিটির নেতৃবৃন্দ ভয়ে মুখ খুলতে রাজি হননি। তবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মন্দির কমিটির একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি বলেন, প্রশাসনের মদদের কারণেই সন্ত্রাসীরা এ ঘটনা ঘটাতে সাহস পেয়েছে।

এ ব্যাপারে শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মনজুর মোর্শেদ প্রথম আলোকে বলেন, আসলে মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে কারো নাম উল্লেখ না করার কারণেই আমরা পদক্ষেপ নিতে পারছি না। গত শনিবার রাতের ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো লিখিত অভিযোগ দেয়া হয়নি বলে তিনি জানান।

প্রথম আলো, ৪ অক্টোবর ২০০৪

(২৪৯৮)
এবার বগুড়ায় সাংবাদিক দীপঙ্কর চক্রবর্তীকে জবাই

বগুড়া ও শেরপুর প্রতিনিধি ঃ বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (বিএফএউজে) সহ-সভাপতি, বগুড়া থেকে প্রকাশিত দৈনিক 'দুর্জয় বাংলা'র নির্বাহী সম্পাদক ও প্রবীণ সাংবাদিক দীপংকর চক্রবর্তীকে শনিবার রাত সাড়ে ১২টায় নৃশংসভাবে জবাই করে খুন করা হয়েছে। বগুড়ার শেরপুর উপজেলা সদরের তার বাসভবন থেকে দু'শ গজ দূরে একদল দুর্বৃত্ত তাকে নৃশংসভাবে খুন করে মোটর সাইকেল নিয়ে পালিয়ে গেছে। রাতে পত্রিকা অফিসের কাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে দুর্বৃত্তরা তাকে খুন করে।

এদিকে সাংবাদিক দীপংকর চক্রবর্তীকে খুনের প্রতিবাদে গতকাল রোববার সাংবাদিকরা প্রতিবাদ সভা, বিক্ষোভ ও ঢাকা-বগুড়া মহাসড়কের শেরপুরে সড়ক অবরোধ কর্মসূচি পালন করেছে। সড়ক অবরোধের কারণে শ' শ' যানবাহন আটকা পড়ে। এ ঘটনায় দীপংকর চক্রবর্তীর বড় ছেলে পার্থ সারথী চক্রবর্তী বাদি হয়ে থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেছে। পুলিশ গতকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘটনার সঙ্গে জড়িত কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি।

স্থানীয় লোকজন জানায়, শনিবার রাতে দীপংকর চক্রবর্তী দৈনিক দুর্জয় বাংলা পত্রিকায় পেশাগত দায়িত্ব পালন করে রাত ১২টায় তার বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেন। শহরের সাতমাথা থেকে এস আর ট্রাভেলস এর নৈশ কোচে শেরপুর বাসস্ট্যান্ডে নামে। সেখানে তিনি একটি হোটেলে চা পান করেন এবং বাড়িতে পায়ে হেঁটে রওয়ানা করেন। এ সময় দু'মোটর সাইকেলে দু'জন দুর্বৃত্ত তার গতিরোধ করে। দুর্বৃত্তরা তাকে ধরে জবাই করে লাশ ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। এ ঘটনার সময় মোটর সাইকেল দু'টি স্টার্ট দেয়া অবস্থায় ছিল। এলাকার লোকজন দীপংকর চক্রবর্তীর লাশ দেখে পরিবারকে সংবাদ দিলে তারা ঘটনাস্থলে এসে লাশ দেখেন। তার লাশের পাশে একটি চটের ব্যাগ, একটি পত্রিকা ও একটি লাল রঙের গামছা

পাওয়া যায়। দীপংকর চক্রবর্তীর হত্যাকাণ্ডের খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা ও লোকজন রাতে তার লাশ দেখতে ভীড় জমায়। মৃত্যুকালে দীপংকর চক্রবর্তীর বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর। তিনি স্ত্রী, দু'পুত্র, মা, চার বোন ও এক ভাই রেখে গেছেন।

তিনি বগুড়া সাংবাদিক ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি, শেরপুর প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি, ভবানীপুর মা ভবানী মন্দির উন্নয়ন কমিটির সহ-সম্পাদক, পূজা উদযাপন পরিষদের সাবেক সভাপতি, শেরপুর বিজ্ঞান ও কারিগরি মহিলা কলেজের পরিচালনা পরিষদের সাবেক সদস্য এবং শেরপুর রিপোর্টার্স ইউনিটির আহ্বায়ক ছিলেন। তিনি আসন্ন শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে 'বোধন' নামে স্মরণিকা সম্পাদনা করছিলেন।

তিনি সত্তর দশকের মাঝামাঝি দৈনিক বাংলাদেশ পত্রিকার মাধ্যমে সাংবাদিকতা শুরু করেন। পরে তিনি দৈনিক করতোয়ার সহকারী সম্পাদক এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত দৈনিক দুর্জয় বাংলা পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি দৈনিক চাঁদনী বাজার পত্রিকার গুরুত্বপুর্ণ দায়িত্ব পালন করেন।

এ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে গতকাল সকাল ১১টায় রিপোর্টার্স ইউনিটির উদ্যোগে শেরপুর বাসস্ট্যান্ডে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। নিমাই ঘোষের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তৃতা করেন দৈনিক করতোয়ার সম্পাদক মোজাম্মেল হক, প্রবীণ সাংবাদিক জাহিদুর রহমান জাদু, বগুড়া সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি এএইচএম আকতারুজ্জামান, উত্তরাঞ্চল ফেডারেল সাংবাদিক পরিষদের সভাপতি তৌহিদুর রহমান মানিক, কৃষ্ণকুমার চাকি, বেলাল আহমেদ, সাইফুল বারী, সাবেক এমপি ফেরদাউস জামান মুকুল, বিএনপি নেতা একেএম মাহাবুবুর রহমান, মজিবর রহমান, ফজলুল হক, জানে আলম খোকা। সমাবেশে বক্তারা বলেন, দেশে একের পর এক সাংবাদিক খুন হচ্ছে কিন্তু এর যথাযথ বিচার হচ্ছে না। তারা সাংবাদিক হত্যাকারীদের শনাক্ত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির মাধ্যমে সাংবাদিক সমাজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সরকারের প্রতি দাবি জানান। বগুড়া প্রেসক্লাব, উত্তরাঞ্চল ফেডারেল সাংবাদিক পরিষদ, শেরপুর প্রেসক্লাব ও শেরপুর রিপোটার্স ইউনিটি সাংবাদিক দীপংকর চক্রবর্তী হত্যার প্রতিবাদে পৃথক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

প্রতিবাদ শেষে এক বিক্ষোভ মিছিল এলাকা প্রদক্ষিণ করে। দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে আধা ঘণ্টাব্যাপী ঢাকা-বগুড়া মহাসড়কের শেরপুর বাসস্ট্যান্ডে সড়ক অবরোধ করা হয়। এদিকে গতকাল দুপুরে নিহতের ময়না তদন্ত সম্পন্ন করা হয়েছে। বিকেলে শেরপুর মহাশ্মশানে তার মরদেহ দাহ করা হয়েছে। গতকাল পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত কার্যক্রম শুরু করেছে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভানেত্রী, জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের নেতা শেখ হাসিনা গতকাল এ বিবৃতিতে বগুড়ার দৈনিক দুর্জয় বাংলার নির্বাহী সম্পাদক দীপংকর চক্রবর্তীকে নৃশংসভাবে হত্যা করায় তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন, নির্ভীক কলম সৈনিক দীপংকর চক্রবর্তীর নৃশংস হত্যাকাণ্ড আবারও প্রমাণ করল খুনি খালেদা-নিজামীর শাসনামলে দেশের কোনও মানুষেরই জানমালের সামান্যতম নিরাপত্তা নেই। সরকার ও সরকারের মদদপুষ্ট সন্ত্রাসী লুটেরাদের বিরুদ্ধে আপসহীন সংবাদ পরিবেশনের কারণেই দীপংকর চক্রবর্তীর মতো প্রতিভাবান সাংবাদিককে জীবন দিতে হয়েছে। তিনি অনতিবিলম্বে সাংবাদিক দীপংকর চক্রবর্তীর হত্যাকারীদের গ্রেফতার ও বিচার দাবি করেছেন।

বিবৃতিতে তিনি দীপংকর চক্রবর্তীর শোকাহত পরিবারের সদস্য ও তার সহকর্মীদের গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন এবং তার আত্মার শান্তি কামনা করেছেন।

গোবিন্দগঞ্জ প্রতিনিধি জানান, দৈনিক দুর্জয় বাংলা পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক দীপংকর চক্রবর্তীকে জবাই করে হত্যার প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়েছেন উত্তরাঞ্চল ফেডারেল সাংবাদিক পরিষদের গাইবান্ধা জেলা সমন্বয়কারী রবিউল কবির মনু, গোবিন্দগঞ্জ সাংবাদিক পরিষদের

সভাপতি অধ্যাপক তাপস দেব, সাধারণ সম্পাদক শামীম রেজা, উকেসাপ নেতা অধ্যাপক রাহেনুর হক, বিন্দু নন্দী, মঞ্জুরুল হাবীব মঞ্জু, খোকন আহম্মেদ, গোপাল মোহন্ত, রফিকুল ইসলাম, জাহিদুর রহমান জাদু, এবিএম লিটন, আনোয়ার হোসেন, সাজ্জাদুর রহমান সাজু প্রমুখ।

রাঙ্গামাটি প্রতিনিধি জানান, দীপঙ্কর চক্রবর্তীকে নৃশংসভাবে হত্যার ঘটনায় পার্বত্য চট্টগ্রাম সাংবাদিক গোষ্ঠী গভীর উদ্বেগ ও নিন্দা জানিয়েছেন। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা থেকে গোষ্ঠীর আহ্বায়ক শৈলেন দে ও যুগ্ম আহ্বায়ক শামসুল আলম এক বিবৃতিতে দীপঙ্কর চক্রবর্তীকে হত্যার ঘটনাকে মধ্যযুগীয় বর্বরতা বলে উল্লেখ করেন।

অপরদিকে রাঙ্গামাটি প্রেসক্লাব নেতারা গতকাল বিকেলে এবং প্রতিবাদ সভায় মিলিত হয়ে দীপঙ্কর চক্রবর্তী হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে।

জয়পুরহাট প্রতিনিধি জানান, দীপঙ্কর চক্রবর্তীর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে জয়পুরহাট প্রেসক্লাবে এক প্রতিবাদ ও শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রেসক্লাবের সভাপতি অধ্যাপক আবুল হোসেন। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, সনজন হাজারী, শাহজাহান নিয়াজ মিঠু, খ. য. আব্দুর রহমান রনি, তপন কুমার খাঁ, মাহমুদুল ইসলাম, নন্দকিশোর আগরওয়ালা, রতন কুমার খাঁ, সংবাদপত্র হকার্স সমিতির সভাপতি আবদুল হামিদ বাবু প্রমুখ।

আজকের কাগজ, ৪ অক্টোবর ২০০৪

(২৪৯৯)
রাঙামাটিতে প্রচারণায় আঞ্চলিকতা সাম্প্রদায়িকতার উসকানি!

রাঙামাটি অফিস ঃ সাম্প্রদায়িকতা ও আঞ্চলিকতার উসকানি এবং পত্রিকার সংবাদকে ফটোকপি করে বিলি করার মধ্য দিয়ে রাঙামাটি পৌরসভা নির্বাচনে শেষ মুহূর্তের প্রচারণা চলছে। নির্বাচনে অনেকে সহিংস ঘটনার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। তবে প্রশাসন সতর্ক রয়েছে। এ পৌরসভার নির্বাচন আগামী বৃহস্পতিবার।

আওয়ামী লীগ প্রার্থী ও তার সমর্থকরা প্রচার করেছেন বিএনপি প্রার্থী মোঃ শাহ্ আলম একজন কালো চাকমা'। তারা বিএনপি বা শাহ্ আলমের বিরুদ্ধে নির্বাচন করছেন না, নির্বাচন করছেন জনসংহতি সমিতি ও পাহাড়ি আধিপত্যের বিরুদ্ধে। রাঙামাটিতে পাহাড়িদের আধিপত্য যেন আর না বাড়ে তার জন্য আওয়ামী লীগ প্রাথী বর্তমান পৌর চেয়ারম্যান হাবিবুর রহমানকে ভোট দিতে হবে-এ ধরনের সাম্প্রদায়িক প্রচারণা চালানো হচ্ছে বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে।

বিএনপি প্রার্থী মোঃ শাহ আলমের সমর্থকরা নির্বাচনী প্রচারে ভোটারদের স্থানীয় অস্থানীয় হিসেবে বিভক্ত করছে বলে অভিযোগ করেছেন আওয়ামী লীগের লোকজন। হাবিবুর রহমান একজন অস্থানীয় এবং পাহাড়ি স্থানীয় বাঙালি বিদ্বেষী লোক। বিএনপির পক্ষ থেকে এ ধরনের অপপ্রচার চালানো হচ্ছে বলেও আওয়ামী লীগ সমর্থকরা অভিযোগ করেছেন।

জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আবদুল মতিন ও জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি আরিফুর রহমান মানিক বলেন, রাঙামাটি শহরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বসবাস।। সব নির্বাচনী সভায় সব সম্প্রদায়ের লোকজন উপস্থিত থাকেন। সুতরাং কোনো সাম্প্রদায়িক কথা বলে প্রচারণা চালানোর কোনো প্রশ্নই আসে না।

বিএনপির চেয়ারম্যান প্রার্থী শাহ আলম জানান, আমরা শুধু জনসংহতি সমিতি নয় আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীসহ সব ভোটারের কাছ থেকে ভোট প্রার্থনা করছি। সবার কাছ থেকে সমর্থন চাইছি। কে সমর্থন দিল বা দিল না সেটা তারাই বিবেচনা করবেন। সে সমর্থন নিয়ে সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টির অপপ্রয়াসকে তিনি নিন্দা জানান।

স্থানীয় অস্থানীয় বাসিন্দা নিয়ে বিভক্তির অভিযোগ অস্বীকার করে শাহ আলম বলেন, আওয়ামী লীগই সেটা প্রচার করে ভোট পেতে চেষ্টা করছে। বিএনপি সকল সম্প্রদায় ও অঞ্চলের লোকজনের সংগঠন।

প্রথম আলো, ৫ অক্টোবর ২০০৪

(২৫০০)
মাগুরায় মন্দির ভাঙচুর আড়ম্বরহীন দুর্গাপূজা অনুষ্ঠানের হুমকি

প্রতিনিধি, মাগুরা ঃ শ্রীপুরের ঋষিপাড়ার কালিমন্দিরে হামলার জড়িতদের অবিলম্বে গ্রেফতার করা না হলে মাগুরা জেলার সর্বত্র আসন্ন দুর্গাপূজার সব ধরনের অনুষ্ঠান বয়কট করা হবে। জেলা পূজা উদযাপন পরিষদ সোমবার আল্টিমেটাম দিয়েছে। জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সম্পাদক প্রদুৎ কুমার সিংহ জানান, ২৪ আগস্ট রাতে চিহ্নিত প্রভাবশালী মহল যখন প্রথমবার ওই মন্দিরে হামলা চালায় এবং মন্দির পুড়িয়ে দেয় তখনই এ ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়। কিন্তু রহস্যজনক কারণে প্রশাসন কোন ভূমিকা রাখেনি। ফলে শনিবার রাতে পুনরায় এ হামলার সাহস পেয়েছে ওই চিহ্নিত মহলটি। তিনি বলেন, পুলিশ একটু আন্তরিক হলেই এ ঘটনায় জড়িতদের গ্রেফতার করতে পারে। অবিলম্বে তাদের গ্রেফতার করা না হলে মাগুরায় আড়ম্বরহীন দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হবে বলে তিনি জানান।

সংবাদ, ৬ অক্টোবর ২০০৪

(২৫০১)
আরতি বালার পরিবার এখন কোথায় যাবে?

চাটখিলের আরতি বালা দে'র পরিবার এখন কোথায় যাবে? জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কোনোরকমে ভিটেমাটি আঁকড়ে পড়ে আছে আরতি; কিন্তু দুই মেয়ে সীমা আর শিপ্রা সন্ত্রাসীদের হুমকির মুখে পালিয়ে বেড়াচ্ছে এখানে-সেখানে। সংখ্যালঘু এ অসহায় পরিবারটি যখন নিশ্চিহ্ন হওয়ার পথে তখন রাষ্ট্র, সমাজ, আইন, আদালত, প্রশাসন কেউই তাদের বেঁচে থাকার ন্যূনতম নিশ্চয়তাটুকু দিতে পারছে না। পাশে দাঁড়িয়েছে শুধুমাত্র একটি মানবাধিকার সংগঠন। কিন্তু পাহাড়সম প্রতিকূলতার মাঝে একটি মাত্র সংগঠন কতোদিন তাদের রক্ষা করতে পারবে?

নোয়াখালী জেলার চাটখিল উপজেলার বাড়ুইপাড়া গ্রামের আরতি বালার সংসারে দুর্দশার শুরু ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের দিনগুলোতে। মুক্তিযুদ্ধ শেষ হওয়ার কিছুদিন আগে তাদের বাড়িতে ডাকাতি হয়। এ ডাকাতরা খুন করে তার স্বামী রবীন্দ্র কুমার দে'কে। এ ডাকাতরা কারা ছিল তা আজও জানতে পারেনি আরতি আর তার সন্তানরা। তবে ধারণা করা হচ্ছে, সম্পত্তির লোভে মুখোশ পরে পরিচিত শত্রুরাই সেদিন তার স্বামীকে খুন করে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তার প্রভাবশালী প্রতিবেশী ওয়াসিকুল্লাহ মিয়া আরতি বালার সম্পত্তি দখলের জন্য চেষ্টা করে। ১৯৭৮ সালে হঠাৎ করে বড়ো ছেলে প্রদীপ কুমার মারা যায়। ধারণা করা হয় ওয়াসিকুল্লাহর লোকজন তাকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করেছে। বড়ো ছেলের মৃত্যুর পর কৌশলে আরতি বালার জমি দখল শুরু করে ওয়াসিকুল্লাহ। ধারাবাহিক এ দখল প্রক্রিয়ায় থানায় অভিযোগ, গ্রামের মাতব্বরদের কাছে ধর্না দেয়া কোনো কিছুতেই কাজ হয়নি। দখল প্রক্রিয়া অব্যাহত থেকেছে। এর মাঝে আরতি বালার প্রতিবেশী আরো কয়েকঘর হিন্দু পরিবার ওয়াসিকুল্লাহ মিয়ার পুত্র মানিক ও কাসেমের অত্যাচারে অন্যত্র চলে যায়। বর্তমানে মানিকের বাড়িটিও এক হিন্দু পরিবারের দখল করা বাড়ি। আরতি বালার সংসারে আরো দুর্ভোগ নেমে আসে ১৯৯৯ সালে। ওয়াসিকুল্লাহর ছেলে মানিক, কাসেম ফুসলিয়ে ইসলাম ধর্মে রূপান্তরিত করে আরতি বালার ছোট ছেলে প্রবীর কুমার দেকে। এখন সে সাইফুল ইসলাম নাম নিয়ে আরতি বালার পাশেই ঘর তুলে স্ত্রী নিয়ে সংসার করছে। শেষ পর্যন্ত সাইফুল আলম ঘরের শত্রু বিভীষণ হয়ে দেখা দেয় আরতি বালার সামনে। প্রবীরকে (বর্তমানে সাইফুল) ব্যবহার করে নতুন করে আরতির সর্বশেষ ৬ বিঘা জমি দখলের প্রক্রিয়া শুরু করে মানিক ও কাসেম।

বর্তমান জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই চক্র আরো বেপরোয়া হয়ে ওঠে। স্থানীয় এমপি এডভোকেট মাহবুবুর রহমানের সঙ্গে মানিক এবং কাসেমের ঘনিষ্ঠতা থাকায় তাদের নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে যায়। হুমকির পর হুমকি আসতে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় চলতি বছরের ২৮ জুলাই ওয়াসিকুল্লাহর পুত্র মানিক, কাসেম, মাসুদ, ধর্মান্তরিত সাইফুল, মাঈনউদ্দিন, মন্টু, জসীম, রিপন, মাসুদসহ ১৫ থেকে ২০ জনের একটি গ্রুপ সশস্ত্র হামলা চালায় আরতি বালা আর তার কন্যাদের ওপর। এ সময় তাদের হাতে মারাত্মকভাবে প্রহৃত হয় আরতির নাতনি নবম শ্রেণীর ছাত্রী ঝুমু রানী পাল। তারা লাঞ্ছিত করে আরতি বালাকেও। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করলে তার ২ কন্যার বড়ো ধরনের ক্ষতি করা হবে বলেও গ্রুপটি হুমকি দিয়ে যায়। সব আসবাবপত্র বাইরে ছুঁড়ে ফেলে, ভাঙচুর করে, ঘরের দরজা-জানালা সবকিছু ভেঙে গুড়িয়ে দেয়। এ সময় আরতি বালার ২ কন্যা শিপ্রা ও সীমা বাড়িতে না থাকায় তারা রক্ষা পায়।

এ ঘটনার পরদিন চাটখিল থানায় বাদী হয়ে মামলা দায়ের করে আরতি। মামলার পর ফল হয় উল্টো। মামলার আসামি মানিক, মাসুদ, কাশেম, জসীম, রিপন, মন্টু, সাইফুল প্রতিদিন গভীর রাতে আরতি বালার বাড়িতে এসে হুমকি দিতে থাকে। ভয়ে তার ২ কন্যা শিপ্রা (২০) ও সীমা (২২) ঘর ছেড়ে অন্যত্র থাকতে শুরু করে। এখনো তারা পালিয়ে বেড়াচ্ছে। মাঝখানে মানবাধিকার সংগঠন 'হিউম্যান রাইটস কংগ্রেস ফর বাংলাদেশ' 'মাইনরিটিস'-এর কর্মী বিভা বিশ্বাস সংগঠনের পক্ষ থেকে ঘটনাস্থলে যান এবং তাদের আইন সহায়তার ব্যবস্থা করেন। তার তৎপরতায় চাটখিল থানায় পুলিশ আসামি ধরার জন্য কিছুটা সক্রিয় হয়। কিন্তু কোনো আসামিকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। ফলে কয়েকদিন পর আবার বেড়ে যায় আসামিদের অত্যাচার। আরতি বালা দে প্রতি মুহূর্তে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এখন ভিটেমাটিতে পড়ে আছে। নিরুপায় আরতির সামনে দুটি পথ— হয় সন্ত্রাসীদের হাতে চূড়ান্ত নির্যাতনের শিকার হওয়া অথবা ভিটেমাটি ছেড়ে চলে যাওয়া। আলাপকালে শিপ্রা, সীমা আর বাড়িতে ফিরতে পারবে কিনা তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছে। আর কতোদিন পর নিরাপদ মাতৃভূমি হয়ে ওঠবে বাংলাদেশ। আরতি বালার ঘটনা প্রসঙ্গে চাটখিলের সংসদ সদস্য এডভোকেট মাহবুবুর রহমানের সঙ্গে আলাপ করলে তিনি বলেন, 'আমি বিষয়টি দেখবো।

ভোরের কাগজ, ৬ অক্টোবর ২০০৪

(২৫০২)
রাউজানে জগৎপুর আশ্রমে প্রতিমা ভাঙচুর ঃ হিন্দু সম্প্রদায় আতঙ্কে

চট্টগ্রাম অফিস ঃ রাউজানের উনসত্তর পাড়া এলাকার শতাব্দী প্রাচীন জগৎপুর আশ্রমে আসন্ন দুর্গাপূজা উপলক্ষে তৈরি করা প্রতিমা গত ৪ অক্টোবর রাতে কে বা কারা ভেঙে ফেলেছে। কিন্তু আশ্রমে অবস্থানরত কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বিষয়টি থানা পুলিশকে জানাতেও ভয় পাচ্ছেন স্থানীয় সন্ত্রাসীদের কারণে। প্রতিমা ভাঙচুরের কারণে স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে এক ধরনের আতঙ্ক বিরাজ করছে। আদৌ পূজা করতে পারবেন কিনা তাও তারা জানেন না।

আসন্ন দুর্গাপূজার আগে প্রতিমা ভাঙচুরের মাধ্যমে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টির এই ঘৃণ্য কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক রণজিত কুমার দে ও সাধারণ সম্পাদক তিনকড়ি চক্রবর্তী। বিবৃতিতে তারা অভিযোগ করেন অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে এই অপকর্ম করা হচ্ছে। একদিকে জোট সরকারের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বৈঠক করে বলছেন, দুর্গাপূজায় সর্বাত্মক নিরাপত্তা দেয়া হবে অপরদিকে পূজার আগেই প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনা মন্ত্রীর বক্তব্যের অসারতাকে প্রমাণ করে। নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে দোষী ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জানমালের নিরাপত্তাসহ আসন্ন দুর্গাপূজা যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায় সেজন্য প্রশাসনের প্রতি দাবি জানান।

জানা গেছে, গত ৪ অক্টোবর প্রতিমা ভাঙচুরের দুদিন আগে ৫ জন চোর ওই আশ্রমে চুরি করতে গেলে তাদের মধ্য থেকে দু'জন চোরকে ধরে মারধর করে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান রাজ্জাকের কাছে সোপর্দ করা হয়েছিল। সে ঘটনা থেকে প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে কিনা তাও তদন্তের দাবি করেছেন আশ্রমের কর্মকর্তারা। প্রসঙ্গত, প্রায় দেড় বছর আগে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান ও সাকা চৌধুরীর আশ্রিত সন্ত্রাসীরা জগৎপুর আশ্রমের বেশ কিছু গাছ কেটে নিয়ে যায় ও আশ্রমের জায়গা দখলের জন্য তৎপরতা চালাতে থাকে। এমনকি রাউজানের তৎকালীন ওসির সামনে ইউপি চেয়ারম্যান প্রচণ্ড আস্ফালন করেছিলেন। এ নিয়ে তখন ভোরের কাগজে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল।

রাউজানের এই জগৎপুর আশ্রমে প্রায় ৭৫ জন অনাথ শিশু-কিশোর বাস করে। কিন্তু স্থানীয় বিএনপি নামধারী সন্ত্রাসীদের হুমকির কারণে পুরো আশ্রমের বাসিন্দারাই চরম নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে রয়েছে। চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট) সংলগ্ন পাহাড়ি এলাকাতে এই আশ্রমের অবস্থান হওয়ায় সন্ত্রাসীদের উৎপাতও বেশি এখানে।

ভোরের কাগজ, ৭ অক্টোবর ২০০৪

(২৫০৩)
সংখ্যালঘুদের প্রতি হুমকি ব্যাপক কারচুপির মধ্যে আট পৌর নির্বাচন

স্টাফ রিপোর্টার ঃ ব্যাপক জালভোট, সংখ্যালঘুদের হুমকিধামকি, কারচুপি, কেন্দ্র দখল এবং সরকার সমর্থকদের প্রভাব বিস্তারের নানা অপচেষ্টার মধ্য দিয়ে পৌরসভা নির্বাচনের প্রথম দিন বুধবার আটটি পৌরসভার নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। পৌরসভাগুলো হলো চারঘাট, সাঁথিয়া, চাটমোহর, স্বরূপকাঠি, বাজিতপুর, নরসিংদী, রাউজান ও খাগড়াছড়ি। তবে কোথাও বড় ধরনের কোন অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি। আজ বৃহস্পতিবার আরও এগারোটি পৌরসভায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আমাদের প্রতিনিধিদের পাঠানো সংবাদ অনুযায়ী, পিরোজপুরের স্বরূপকাঠি পৌরসভায় কেন্দ্র দখল ও ভোট কারচুপির অভিযোগে সকালেই আওয়ামী লীগ প্রার্থী দেলোয়ার হোসেন ফারুক নির্বাচন বর্জন করেন। সকাল এগারোটায় এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দেন ও লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। নির্বাচনকালে ২ নং ওয়ার্ডে দু'গ্রুপের সংঘর্ষে অন্তত ৫ জন আহত হয়েছে। আমির হাজী মাদ্রাসা কেন্দ্রে যুবদল নেতা ওহিদুজ্জামানের নেতৃত্বে সন্ত্রাসীরা ভোটকেন্দ্র দখল করে। শর্ষিনা মাদ্রাসা এলাকাতেও সন্ত্রাসীরা ভোটারদের ব্যারিকেড দিয়ে রাখে। আওয়ামী লীগ প্রার্থী অভিযোগ করেছেন, নয়টি ভোটকেন্দ্র সরকারদলীয় ক্যাডাররা দখল করে ও নিরীহ ভোটারদের কেন্দ্র থেকে বের করে দেয়। আওয়ামী লীগের এক কমিশনার প্রার্থীর বাড়ি ভাঙচুর করে। আওয়ামী লীগের কয়েক নেতাকে বাড়িতেই জিম্মি করে রাখে তারা।

কিশোরগঞ্জের বাজিতপুরেও ব্যাপক জালভোটের ঘটনা ঘটেছে। প্রায় প্রতিটি কেন্দ্রেই জালভোট দেয়া হয়েছে বলে ভোটাররাই অভিযোগ করেছেন। চন্দ্রগ্রাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে প্রভাব বিস্তার করতে আসা একদল লোকের ওপর লাঠিচার্জ করে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

নরসিংদীতে কয়েকটি কেন্দ্রে সকাল থেকে বিশৃঙ্খল পরিবেশ থাকলেও নির্বাচন সার্বিকভাবে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশেই সম্পন্ন হয়েছে। তবে নির্বাচনের আগের রাতে দু'প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে গোলাগুলির ঘটনায় কয়েকটি স্থানে আতঙ্ক বিরাজ করছিল। জালভোটের ঘটনাও ঘটেছে অনেক। বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে অন্তত ২০ জনকে আটক করা হয়েছে— যদিও কোন অপ্রীতিকর ঘটনা শেষ পর্যন্ত ঘটেনি। খাগড়াছড়িতে বিভিন্ন কেন্দ্রে জালভোটের অভিযোগে বেশ কিছু মহিলা ও পুরুষ ভোটারকে কেন্দ্রেই আটকে রাখা হয়। এছাড়া বড় কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। তবে বৃষ্টির কারণে পাবনার সাঁথিয়া ও চাটমোহর পৌরসভার নির্বাচনে ব্যাপক জালভোটের অভিযোগ পাওয়া গেছে। পুলিশ মহিলাসহ চারজনকে জালভোটের অভিযোগে আটক করেছে। সংখ্যালঘুদের ওপর নানা হুমকির খবর পাওয়া গেছে। চাটমোহরে ভোটারদের অমোচনীয় কালি দেয়া হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে। চট্টগ্রামের রাউজানে অধিকাংশ কেন্দ্রে ছিল সরকারদলীয় লোকজনের আধিপত্য। দিনভর বিভিন্ন কেন্দ্র ঘুরে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেছেন বিএনপি নেতা গিয়াসউদ্দিন কাদের চৌধুরী। কয়েকটি কেন্দ্র সরকারি দলের ক্যাডারদের একতরফা সিল মারার অভিযোগও পাওয়া গেছে। গহিরা কলেজ, গহিরা হাইস্কুল, রাউজান কলেজ ও জঙ্গল রাউজান স্কুল কেন্দ্রে এ ঘটনা ঘটেছে। রাজশাহীর চারঘাটে জালভোট ও জোট প্রার্থীর পক্ষে ভোটারদের মধ্যে টাকা বিতরণের অভিযোগ করা হয়েছে। দিনভর কেন্দ্রগুলোতে মহড়া দিয়েছে সরকারি দলের ক্যাডাররা। কেন্দ্রের অভ্যন্তরেও ছিল তাদের অবাধ প্রবেশ।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৭ অক্টোবর ২০০৪

(২৫০৪)
সন্ত্রাসী হামলায় নাইক্ষ্যংছড়ির তিনটি মারমাপাড়ার ৭০ পরিবার বাড়িছাড়া

বান্দরবান প্রতিনিধি ঃ বান্দরবানে নাইক্ষ্যংছড়ির বাইশারী ইউনিয়নের তিনটি মারমাপাড়ার ৭০টি পরিবার এখন ঘরবাড়ি ছাড়া। সন্ত্রাসীদের উপর্যুপরি হামলার ভয়ে তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাতে হয়েছে। সর্বশেষ গত ১ অক্টোবর থোয়াই হ্লা অং হেডম্যানপাড়ায় সন্ত্রাসীরা হামলা ও লুটপাট চালায়। এ সময় তাদের গুলিতে এক মহিলাসহ চারজন আহত হন। ওই এলাকার স্থানীয় লোকজন ও পুলিশ জানায়, আহত চারজন এখনো নাইক্ষ্যংছড়ি ও কক্সবাজার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

জানা গেছে, বাইশারী ইউনিয়ন ঈদগড় মৌজায় থোয়াই হ্লা অং হেডম্যানপাড়া (মৌজা প্রধান), ডলুছড়িপাড়া ও ক্যাথোয়াই চিংপাড়ায় ৭০টি মারমা পরিবার বংশপরম্পরায় বসবাস করে আসছে। বেশ ক'বছর ধরে একটি চক্র কক্সবাজার, খুটাখালি ও রামুসংলগ্ন এ তিনটি পাড়ার বাসিন্দাদের জুমের জমি দখলের জন্য চেষ্টা করছিল।

ক্যাথোয়াইচিং কাঠারি জানান, 'ওই চক্র কয়েক বছর ধরে আমাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য হুমকি দিয়ে আসছিল। এজন্য তারা বিভিন্নভাবে হয়রানি ও আমাদের ওপর নির্যাতন চালিয়ে আসছে।'

তিনি বলেন, ওই চক্রের ছত্রচ্ছায়ায় সন্ত্রাসীরা গত ১৮ সেপ্টেম্বর ক্যাথোয়াইপাড়ায়, ২৮ সেপ্টেম্বর ডলুছড়িপাড়ায় ও সর্বশেষ ১ অক্টোবর থোয়াই হ্লা অং হেডম্যান পাড়ায় হামলা ও লুটপাট চালায়।

সম্প্রতি ৭০টি মারমা পরিবার বাড়িছাড়া হওয়ার ঘটনা তদন্তে আঞ্চলিক পরিষদ ঘটনাস্থলে একটি টিম পাঠিয়েছে। তদন্ত দলের সদস্যকে কে এস মং গতকাল জানান, থোয়াই হ্লা অং হেডম্যানপাড়ায় সন্ত্রাসী হামলায় মংসিং (৩০) চুহ্লা প্রু (৫০), সং মং (২৭) ও হ্লামা প্রু (৪৫) গুলিবিদ্ধ হয়ে মারাত্মক আহত হন। ৭০টি পরিবার এখন বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় নিয়েছে বলে কে এস মং জানান।

নাইক্ষ্যংছড়ি থানা পুলিশ জানায়, অং হেডম্যানপাড়ায় হামলার ঘটনায় জসিম, শামসু, বেদার মিয়া ও মাইগ্যা শামসুকে আসামি করে একটি মামলা করা হয়েছে। তবে এখনো কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। জেলা সহকারী পুলিশ সুপার ওয়াদুদ বলেন, গুলিবিদ্ধ হয়ে চারজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তবে ৭০টি পরিবার যে ঘরছাড়া সে ব্যাপারে তিনি কিছু জানেন না বলে জানান।

প্রথম আলো, ৮ অক্টোবর ২০০৪

(২৫০৫)
মধুপুরে আদিবাসী দু'টি পরিবার নির্যাতিত

জেলা বার্তা পরিবেশক, টাঙ্গাইল ঃ মধুপুর পাহাড়ি এলাকার বাগাডোবা গ্রামে এক বৃদ্ধার মৃত্যুকে পুঁজি করে প্রতাপশালী একটি চক্র দু'টি অসহায় আদিবাসী পরিবারের ওপর অমানবিক নির্যাতন চালিয়েছে।

মধুপুর পাহাড়ি এলাকার শোলাকুড়ি ইউনিয়নের বাগাডোবা গ্রামের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন প্রতিনিধিকে জানান, ১৯ আগস্ট রাতে তাদের গ্রামের মৃত শ্যামচরণ রোমার ৯৫ বছর বয়স্ক স্ত্রী কেশমনি হাগিদক মারা যান। পরদিন ধর্মীয় ও সামাজিক বিধানমতে মৃতদেহ সমাধিস্থ করা হয়। গারোদের সামাজিক বিধানমতে মৃতের রেখে যাওয়া বিপুল সম্পত্তির মালিক হয় তার দুই মেয়ে সবিত্রী ও মোজিলা। কিন্তু গ্রামের মোড়ল অন্বেষণ চিরান ও জীনেন্দ্র মারাকের নেতৃত্বে একটি চক্রের দৃষ্টি পড়ে মৃতের সম্পত্তির ওপর। তারা মোজিলা (৫৫) ও সাবিত্রীর (৪০) কাছে মোটা অংকের টাকা দাবি করে। মোজিলা ও সাবিত্রী দাবি না মানায়, তারা বৃদ্ধার মৃত্যু নিয়ে খেলায় মেতে উঠে। এই চক্র মৃতের ৪ ছেলের ১ জন নমেন হাগিদককে তাদের পক্ষে নিয়ে নেয়। ঘটনার ৬ দিন পর ওই চক্র অরণ খোলা পুলিশ ফাঁড়ির এসআই আবদুল খালেককে গ্রামে নিয়ে যায়। ২৪ আগস্ট কোন মামলা ছাড়াই মোজিলা, সাবিত্রী এবং তাদের বাড়ির কাজের ছেলে সুমন হাগিদককে আটক করে পুলিশ মধুপুর থানায় নিয়ে যায়। চক্রটি ভয় দেখিয়ে সাবিত্রীদের বাড়ির অন্য কাজের ছেলে ওসমান আলীকে নিয়ে বলায় যে সাবিত্রী-মোজিলা শ্বাস রোধ করে নিজের মাকে হত্যা করেছে। ২৪ আগস্ট মৃতের ছেলে নমেন হাগিদককে বাদি করে মাতৃ হত্যার অভিযোগ করে মোজিলা, সাবিত্রী এবং তাদের সঙ্গে সুমন হাগিদগকে আসামি করে মধুপুর থানায় একটি মামলা রুজু করা হয়। এলাকাবাসী 'সংবাদ' প্রতিনিধিকে জানান, মোজিলা ও সাবিত্রীকে জেলে পাঠিয়ে গ্রামে এসেই অন্বেষণ-জীনেন্দ্র চক্র আস্ফালন শুরু করে। তারা কারারুদ্ধ সাবিত্রী-মোজিলার সম্পত্তির মালিক সাজে এবং মূল্যবান সম্পত্তি বিক্রি শুরু করে। এই চক্র কারারুদ্ধ দু'মহিলার গাছের বাগান, আনারস বাগান, শিমলাই আলু বাগান, আদা ও কচু বাগান বিক্রি করে দেড় লক্ষাধিক টাকা হাতিয়ে নেয়। মামলার বাদি নমেন হাগিদককে সাক্ষী গোপন রেখে অন্বেষণ-জীনেন্দ্র চক্র এরমধ্যেই

মোজিলা-সাবিত্রীর গরু-বাছুর, গাছপালা এবং জায়গাজমি বিক্রির তৎপরতা শুরু করেছে। তারা কারারুদ্ধ সাবিত্রী-মোজিলার অসহায় ছেলে-মেয়েদের গৃহবন্দি করে রেখেছে।

সংবাদ, ১০ অক্টোবর ২০০৪

(২৫০৬)
চট্টগ্রামে এক সংখ্যালঘুর মার্কেট দখলের জন্য জামাত নেতার চেষ্টা

চট্টগ্রাম অফিস ঃ নগরীর রিয়াজউদ্দিন বাজারে একজন সংখ্যালঘুর মালিকানাধীন মার্কেট দখলের চেষ্টা চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গতকাল রোববার দুপুরের এই ঘটনার জন্য সাতকানিয়ার জামাত নেতা ব্যবসায়ী মাহমুদুল হককে দায়ী করা হচ্ছে। সন্ত্রাসী দলের এই হামলায় মার্কেটের মালিক এডভোকেট পরিমল বিশ্বাস এবং তার স্ত্রী বন্দনা প্রভা বিশ্বাস গুরুতর আহত হন। ঘটনাটিকে ধামাচাপা দেয়ার জন্য অভিযুক্ত ব্যবসায়ী একজন প্রতিমন্ত্রীর মাধ্যমে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

জানা গেছে, রিয়াজউদ্দিন বাজার তামাকুমণ্ডি লেইনে এডভোকেট পরিমল বিশ্বাসের মালিকানাধীন ইউনিয়ন মার্কেটে স্থানীয় ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি ও সাতকানিয়া জামাত নেতা মাহমুদুল হক একটি দোকান ভাড়া নিয়ে ব্যবসা চালিয়ে আসছিলেন। কিন্তু গত কয়েকদিন আগে তিনি মার্কেটের মালিকানা দাবি করলে এ নিয়ে তাদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়। গতকাল দুপুর ১২টার দিকে মাহমুদুল হক তার ভাড়া করা সন্ত্রাসী বাহিনী নিয়ে মার্কেটে হানা দেয়।

মার্কেটে সন্ত্রাসী হামলার খবর পেয়ে এডভোকেট পরিমল বিশ্বাস এবং তার স্ত্রী বন্দনা প্রভা বিশ্বাস সেখানে উপস্থিত হলে জামাত নেতা মাহমুদুল তার সন্ত্রাসী বাহিনী তাদের ওপরও হামলা চালায়। সন্ত্রাসী হামলায় এসময় দু'জনই গুরুতর আহত হন। তামাকুমণ্ডি লেইন সংলগ্ন দারুল ফজল মার্কেট চত্বরে হরতালে দায়িত্ব পালনরত পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলে মাহমুদুল হক তাদের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। বিমান প্রতিমন্ত্রী মীর নাছিরের ঘনিষ্ঠ লোক এবং নিজেকে জামাত নেতা হিসেবে পরিচয় দিয়ে তিনি সবাইকে দেখে নেয়ার হুমকি দেন।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্র জানায়, মাহমুদুল হকের সন্ত্রাসী বাহিনী এডভোকেট পরিমল বিশ্বাস ও তার স্ত্রী ওপর হামলা চালালেও তিনি পুলিশের সামনেই নিজের পাঞ্জাবি ছিঁড়ে ফেলে উল্টো মামলা নেয়ার জন্য পুলিশকে হুমকি দেন। এসময় পুলিশ তার পক্ষ হয়ে মামলা নিতে অস্বীকৃতি জানালে তিনি বিমান প্রতিমন্ত্রীকে ফোন করেন এবং প্রতিমন্ত্রী এই ব্যাপারে মামলা নেয়ার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দেন বলে সূত্র জানায়। এছাড়া ব্যবসায়ী মাহমুদুল হক তার সঙ্গীয় কয়েকজন ব্যবসায়ীকে নিয়ে মিছিল সহকারে কোতোয়ালি থানা কার্যালয়ে উপস্থিত হলে পুলিশ তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

এ ব্যাপারে গতকাল সন্ধ্যায় কোতোয়ালি থানায় যোগাযোগ করা হলে থানার ডিউটি অফিসার এসআই লোকমান হোসেন জানান, এডভোকেট পরিমল বিশ্বাস মার্কেটের প্রকৃত মালিক হলেও ব্যবসায়ী মাহমুদুল হক মার্কেটটি দখলের জন্য সেখানে সন্ত্রাসী হামলা চালিয়েছিল। এছাড়া উল্টো মামলা করার জন্য পুলিশের ওপর চাপ সৃষ্টিসহ মাহমুদুল নিজে নিজের পাঞ্জাবি ছিঁড়ে এবং ব্যবসায়ীদের দিয়ে মিছিল করিয়ে এনে সিনক্রিয়েট করার চেষ্টা করেছে বলে ওই পুলিশ কর্মকর্তা জানিয়েছেন। তবে রাত ৯টায় এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত থানায় কোনো মামলা দায়ের না হলে মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলছে বলে জানা গেছে।

ভোরের কাগজ, ১১ অক্টোবর ২০০৪

(২৫০৭)

শ্মশান দখলের প্রতিবাদ
বরগুনার হিন্দুরা দুর্গাপূজায় কালো ব্যাজ পরবেন

প্রতিনিধি, বরগুনা ঃ বরগুনায় একটি শ্মশান দখলের প্রতিবাদে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা আসন্ন দুর্গোৎসবে পূজামণ্ডপে কালো ব্যাজ পরার ঘোষণা দিয়েছেন। রোববার দুর্গাপূজা উপলক্ষে জেলা প্রশাসন আহূত এক সভায় তারা ওই ঘোষণা দেন। হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতা দুর্গাপূজার আগেই শ্মশানটি দখলমুক্ত করার দাবি জানান।

জেলা প্রশাসক ফারুক আহমেদের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন সর্বজনীন আখড়া পূজা উদযাপন কমিটির সম্পাদক জীবনকৃষ্ণ কর্মকার, সুখরঞ্জন শীল, বিএনপি নেতা এস.এম নজরুল ইসলাম, পৌরসভার চেয়ারম্যান এডভোকেট মো. শাহজাহান, পুলিশ সুপার মো. জহিরুল ইসলাম প্রমুখ। সভায় হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, ২০০১ সালের ৩ অক্টোবর হাবিবুর রহমান বরগুনার সর্বজনীন শ্মশানটি দখল করে গাছ লাগায় এবং শ্মশানে লাশ দাহ করতে বাধা দেয়। বরগুনার সব রাজনৈতিক দল ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে এ ঘটনার প্রতিবাদ জানালেও শ্মশান দখলমুক্ত হয়নি।

এদিকে বাগেরহাটে গতকাল জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এক সভায় আসন্ন রমজান মাসের পবিত্রতা এবং দুর্গাপূজার পবিত্রতা রক্ষার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সভায় পুলিশ কর্মকর্তা, জেলা ইমাম সমিতি, পূজা উদযাপন পরিষদ, সাংবাদিক, আইনজীবী এবং রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ, ১১ অক্টোবর ২০০৪

(২৫০৮)
বাগেরহাটে সংখ্যালঘু দম্পতি খুন

বাগেরহাট, ১১ অক্টোবর, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জেলার রামপাল উপজেলার গৌরম্বা গ্রামে সোমবার রাতে প্রভাবশালী সংখ্যালঘু দম্পতি খুন হয়েছেন। অজ্ঞাত পরিচয় আততায়ীরা শিশুবড় বিশ্বাস (৬২) ও তাঁর স্ত্রী সীতারানী বিশ্বাসকে (৫২) শ্বাসরোধ করে হত্যা করে লাশ ফেলে রেখে যায়। গভীর রাতে পুলিশ লাশ উদ্ধার করেছে।

পুলিশ জানায়, কে বা কারা রাতে ঐ দম্পতিকে হত্যা করে লাশ ঘরে ফেলে যায়। ঐ বাড়িতে প্রবীণ দম্পতি ছাড়া অন্য কেউ থাকত না। পাশের বাড়ির এক ছেলে রাতে ঐ বাড়িতে ঘুমাত। বরাবরের মতো সে বাড়িতে গিয়ে ডাকাডাকি করেও কোন সাড়া পায়নি। এক পর্যায়ে সে লাশ দেখতে পেয়ে চিৎকার শুরু করলে প্রতিবেশীরা এগিয়ে যায়। পুলিশ সুপার রাতেই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১২ অক্টোবর ২০০৪

(২৫০৯)
ঠাকুরগাঁওয়ের গ্রামাঞ্চলে প্রভাবশালীদের প্রতাপ
ধর্ষিত রাধারানীর পরিবারকে দেশতাগের জন্য চাপ, হত্যার হুমকি!

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঠাকুরগাঁও ঃ সদর উপজেলার চিলারং ইউনিয়নের তেলিয়াপাড়া গ্রামের নির্যাতিত রাধারানী ও তার পরিবার আবার হুমকির মধ্যে পড়েছে। একটি প্রভাবশালী মহল এখন অসহায় এই সংখ্যালঘু পরিবারটিকে দেশত্যাগের জন্য চাপ দিচ্ছে। অন্যথায় তাদেরকে একে একে হত্যা করা হবে বলে ভয়ভীতি দেখাচ্ছে। এ অবস্থায় রাধারানীর পরিবার

কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছে না। জেলা শহর থেকে এই গ্রামটির দূরত্ব মাত্র ১০ কিলোমিটার। গত বছর ১১ সেপ্টেম্বর ঐ গ্রামের বাসিন্দা দিনমজুর রাধারানীর জীবনে নেমে আসে চরম দুর্যোগ। ওই দিন বাড়ির অদূরে রান্নার জন্য একটি আখক্ষেতে জ্বালানি যোগাড় করতে গেলে একই গ্রামের রফিকুল ইসলাম ও ইউসুফ আলী তাকে ধর্ষণ করে। সে প্রতিবাদ করলে ধর্ষকরা তাকে গলাটিপে হত্যার চেষ্টা চালায়। এক পর্যায়ে তারা রাধারানীর দুটি চোখ ধারালো অস্ত্র দিয়ে উপড়ে ফেলে। মুমূর্ষু অবস্থায় গ্রামবাসী তাকে উদ্ধার করে ঠাকুরগাঁও হাসপাতালে ভর্তি করে। তখন থেকেই মহল বিশেষ এই ঘটনাটিকে অন্য খাতে প্রবাহিত করার অপচেষ্টা করে এবং ধর্ষিতাকে 'নষ্টা মেয়ে' হিসাবে সমাজে চিহ্নিত করার জোর তৎপরতা চালায়। কিন্তু স্থানীয় সাংবাদিক সমাজ, সচেতন ব্যক্তি এবং আরডিআরএসসহ বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের বিশেষ উদ্যোগে প্রকৃত ঘটনা দৈনিক জনকণ্ঠসহ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হলে পুলিশ মামলা দায়ের করতে বাধ্য হয় এবং রফিকুল ইসলাম ও ইউসুফ আলীকে গ্রেফতার করে জেল হাজতে পাঠায়। গত মাসে এদের বিরুদ্ধে পুলিশ চার্জশিট দাখিল করে। রাধারানী এখন সম্পূর্ণ অন্ধ। এই অবস্থায় তার চার সন্তান ও দিনমজুর স্বামী মলিন্দ্র চন্দ্র সাহা দুর্বিষহ জীবন কাটাচ্ছেন। এলাকার এই চাঞ্চল্যকর ঘটনায় এযাবত সরকারের তরফ থেকে রাধারানীর কেউ খোঁজ নিতে আসেনি। এমনকি একটি ভিজিএফ কার্ড পর্যন্ত তাকে প্রদান করা হয়নি। ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক শাহরিয়ার কবির, সদস্য সচিব কাজী মুকুল দুই দফায় ২০ হাজার টাকার সাহায্য প্রদান করেছেন। এ দিয়ে রাধারানীর পরিবার ছাগল-গরু ও হাঁস-মুরগি সংগ্রহ করে সংসার চালাচ্ছে।

এদিকে মামলা তুলে নেয়ার জন্য রাধারানীর পরিবারকে একটি প্রভাবশালী মহল নানাভাবে হুমকি-ধমকি দিচ্ছে। এমনকি দেশত্যাগ করার জন্যও চাপ দিচ্ছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৩ অক্টোবর ২০০৪

(২৫১০)
কলাপাড়ায় সন্ত্রাসীদের হুমকিতে ২২টি সংখ্যালঘু পরিবারে আতঙ্ক

প্রতিনিধি, পটুয়াখালী ঃ সম্প্রতি একটি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সন্ত্রাসীদের নির্যাতন ও হুমকিতে কলাপাড়ার কুয়াকাটায় ২২টি সংখ্যালঘু পরিবারে আতঙ্ক বিরাজ করছে।

কলাপাড়া উপজেলার লতাচাপলী ইউনিয়নের মিস্ত্রিপাড়া গ্রামের একটি চিহ্নিত সন্ত্রাসী চক্র সম্প্রতি ওই গ্রামের স্কুলছাত্র বিকাশকে (১৪) একটি কাপড়ের দোকান থেকে বিচারের নামে ডেকে নিয়ে যায়। পরে তাকে একটি গোয়াল ঘরের খুটির সঙ্গে পিঠমোড়া করে বেঁধে নির্মমভাবে মারধর করে। এক পর্যায়ে সন্ত্রাসীরা নির্যাতিত ওই কিশোরকে মানুষের মল এনে জোর করে খাইয়ে দেয়। নির্যাতন শেষে যাওয়ার সময় সন্ত্রাসীরা এ কথা কাউকে না বলা কিংবা থানা পুলিশে মামলা না করার জন্য পরিবারটিকে শাসিয়ে যায়। মামলা করলে গোটা পরিবারকে হত্যা করবে বলে হুমকি দেয় সন্ত্রাসীরা। নির্যাতিত স্কুলছাত্র বিকাশের অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকলে প্রথমে তাকে কলাপাড়া হাসপাতালে এবং পরে বরিশাল শেরে বাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। কিশোর বিকাশকে নির্যাতনের কারণ হিসেবে এলাকায় গিয়ে জানা গেছে, স্থানীয় ফাতেমা উচ্চ বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র বিকাশ রাস্তা দিয়ে দ্রুত হেঁটে যাওয়ার সময় একই বিদ্যালয়ের ১০ম শ্রেণীর এক ছাত্রীর ধাক্কা লাগলে ওই ছাত্রীর হাত থেকে তার ছাতাটি পড়ে যায়। এ ব্যাপারে ওই ছাত্রীর বাবা এবং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বলেন, ছাতা হাত থেকে পড়ে গেছে, এতে বিকাশের কোন দোষ নেই; কিন্তু সন্ত্রাসীরা বিষয়টি উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিচারের প্রয়োজন করে এ ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটায়। ওই স্কুলছাত্রী কিংবা তার বাবা অথবা সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কেউই বিকাশের বিরুদ্ধে

কোন অভিযোগ তথাকথিত বিচারকদের কাছে করেনি বলে তারা এ প্রতিনিধিকে জানান। বিকাশের ওপর এ ধরনের নির্মম নির্যাতনের ঘটনায় মিস্ত্রিপাড়ার সংখ্যালঘু পরিবারের সদস্যরা এখন আতঙ্কে ভুগছেন। গ্রামবাসী জানান, এর আগে ওই চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা গ্রামের কুলুধর চন্দ্র হালদারকে (৪৫) নির্মমভাবে পিটিয়ে গুরুতর আহত করে। পরে তার কলেজ পড়ুয়া ছেলে শৈলেনের (২০) বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক চাঁদাবাজির মামলা করা হয়। একটি রাজনৈতিক দলের কতিপয় নেতার ছত্রছায়ায় এ সন্ত্রাসী গ্রুপটি সৃষ্টি হয়েছে বলে গ্রামবাসী উল্লেখ করেন। এদের নির্যাতনের ভয়ে কেউ থানায় অভিযোগ দায়ের করার সাহস পাচ্ছে না।

সংবাদ, ১৪ অক্টোবর ২০০৪

(২৫১১)
'শ্যামনগরে সুন্নত ও সালাম বাহিনীর হাতে সংখ্যালঘুরা জিম্মি'

প্রতিনিধি, সাতক্ষীরা ঃ শ্যামনগরে সুন্নত ও সালাম বাহিনীর হাতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন জিম্মি হয়ে পড়েছে। শ্যামনগর উপজেলার ভেটখালী গ্রামের গোবিন্দ কুমার মণ্ডল সাতক্ষীরা রিপোর্টার্স ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ওই অভিযোগ করেন। মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে লিখিত অভিযোগে বলা হয়, গত ইউপি নির্বাচনের সময় এলাকার সুন্নত আলী ও সালামের পক্ষে কাজ না করায় তারা গোবিন্দ কুমারের ৬০ বিঘার মাছের ঘেরের সাড়ে ৫ বিঘা জমি দখল করে নেয়।

সংবাদ, ১৬ অক্টোবর ২০০৪

(২৫১২)
নওগাঁর গ্রামে আদিবাসী বধূকে ধর্ষণের চেষ্টা ॥ ৪ সন্ত্রাসীর বিরুদ্ধে মামলা

নওগাঁ, ১৫ অক্টোবর, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ স্ত্রীকে ধর্ষণের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে সন্ত্রাসীদের হামলায় গুরুতর আহত হয়েছে স্বামী। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার এ ব্যাপারে থানায় মামলা হয়েছে।

নিয়ামতপুর উপজেলার মহাপাড়া গ্রামের আদিবাসী গৃহবধূ এমেলী সরেনকে ৪ সন্ত্রাসী ধর্ষণের চেষ্টা করে। তার চিৎকারে স্বামী মুর্মু ছুটে এসে বাধা দিলে সন্ত্রাসীরা তাকে রামদা দিয়ে মাথায় কোপ দেয়। গত ৯ অক্টোবর রাতে এ ঘটনা ঘটে। এ ব্যাপারে এমেলী বাদী হয়ে নিয়ামতপুর থানায় মামলা করেছে। মামলার পর থেকেই সন্ত্রাসীরা পরিবারটিকে গ্রামছাড়া করার হুমকি দিচ্ছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৬ অক্টোবর ২০০৪

(২৫১৩)
বাগেরহাটে শিক্ষিকার ওপর বর্বর নির্যাতন

বাগেরহাট, ১৬ অক্টোবর, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বাগেরহাট শহরের নাগেরবাজার এলাকায় চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা এক সংখ্যালঘু তরুণীর ওপর পৈশাচিক নির্যাতন চালিয়েছে। শুক্রবার গভীর রাতে তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় বাগেরহাট সদর হাসপাতাল থেকে খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। চিকিৎসক জানান, গোপনাঙ্গ থেকে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে তাকে খুলনা রেফার করা হয়। এ ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের বাগেরহাট জেলা প্রতিনিধি প্রদীপ বসু সন্তু অবিলম্বে দোষীদের আটক ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন। তিনি আক্রান্ত আরতি সরকারকে হিন্দু কল্যাণ ট্রাস্টের অধীন বাগেরহাট শহর নাগেরবাজারের মন্দিরভিত্তিক পাঠাগারের বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষিকা বলে উল্লেখ করেন। জানা গেছে, নাগেরবাজার এলাকার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সত্যরঞ্জন সরকারের মেয়ে আরতি রানী (১৯) ওপর সন্ত্রাসীরা বাড়ির মধ্যে ঢুকে শুক্রবার সন্ধ্যার দিকে বর্বর নির্যাতন চালায়। এরপর তাকে রাতে প্রায় সংজ্ঞাহীন গুরুতর অবস্থায় বাগেরহাট সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আরতির মা জানান, কাকন মোল্লা নামে ওই এলাকার চিহ্নিত এক সন্ত্রাসী বাড়িতে ঢুকে তাদের ওপর চড়াও হয় এবং অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ শুরু করে। এসময় তার মেয়ে হিন্দু কল্যাণ ট্রাস্টের অধীন নাগেরবাজার মন্দিরভিত্তিক পাঠাগারের বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষিকা আরতি রানী ঘর থেকে বের হয়ে প্রতিবাদ জানায়। তখন সন্ত্রাসী কাকন সঙ্গীদের নিয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৭ অক্টোবর ২০০৪

(২৫১৪)
গৌরনদীতে ব্যবসায়ীকে অপহরণ রাতভর নির্যাতন

প্রতিনিধি, গৌরনদী ঃ উপজেলার চাঁদনী বাজারে ব্যবসায়ী দীনেশ চন্দ্র দাসকে (৩৮) একদল চিহ্নিত চাঁদাবাজ চাঁদার জন্য অপহরণ করে বিভিন্ন স্থানে নিয়ে রাতভর নির্যাতন চালায়। অস্ত্রের মুখে সাদা স্ট্যাম্পে সই করিয়ে ১২ ঘণ্টা পর তাকে মুক্তি দেয়া হয়।

অপহৃত ব্যবসায়ী জানান, বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৯টায় উত্তর চাঁদনী গ্রামের বাড়ি থেকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে আসার পথে চাটাবাড়ী ব্রিজের কাছে পৌঁছলে মামুন সরদার, কামাল ফকির ওরফে বাংলা কামাল, ফারুক সরদার, খোকনসহ ৮/৯ জন অস্ত্রের মুখে চোখমুখ বেঁধে পার্শ্ববর্তী উত্তর বিজয়পুর গ্রামের বাংলা কামালের বাড়িতে পরিত্যক্ত একটি মুরগির খামারে নিয়ে ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। তা দিতে অস্বীকার করলে রাতভর বন্দুকের বাঁট দিয়ে শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত করে। ভোর ৪টায় তারা ওই ব্যবসায়ীকে ১৫০ টাকার স্ট্যাম্পে সই করায়। শুক্রবার সকালে মুক্তি দেয়া হয়। এ ঘটনা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার জন্য চাঁদাবাজরা ওই রাতেই ব্যবসায়ী দীনেশকে জনৈক সৌদি প্রবাসী যুবকের স্ত্রীর সঙ্গে পরকীয়া সম্পর্ক রয়েছে বলে প্রচার চালায়। এ ঘটনা নিয়ে এলাকায় চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। চাঁদাবাজদের হুমকির মুখে মামলা করতে সাহস পাচ্ছেন না ব্যবসায়ী দীনেশ।

সংবাদ, ১৭ অক্টোবর ২০০৪

(২৫১৫)
তানোরে প্রতিমা ভাঙচুর এলাকায় আতঙ্ক

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, রাজশাহী ঃ রাজশাহীর তানোরে শুক্রবার মধ্যরাতে দুটি দুর্গামন্দিরের প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনায় ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও থানার ওসিকে ঘেরাও করে ঘটনার নায়কদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও সুষ্ঠু বিচারের দাবি জানিয়েছে। অন্যথায় দুর্গাপূজা বর্জন করা হবে বলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ঘোষণা দিয়েছে। জানা যায়, তানোর উপজেলার কামারগাঁ ইউনিয়নের পারস্য দুর্গামন্দিরে দুর্বৃত্তরা শুক্রবার মধ্যরাতে হামলা চালিয়ে দু'টি প্রতিমা ভাঙচুর করে।

সংবাদ, ১৭ অক্টোবর ২০০৪

(২৫১৬)
পীরগঞ্জে প্রতিমা ভাঙচুর ঃ প্রতিবাদে দুর্গোৎসব বর্জন

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি ঃ একদল সন্ত্রাসী পরীগঞ্জ উপজেলার লোহাগাড়া হাটের একটি পূজামণ্ডপের প্রতিমা গুঁড়িয়ে দিয়ে পূজামণ্ডপটি বলপূর্বক দখল করে নিয়েছে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট এলাকার ইউএনওকে অভিযোগ করা হলে সন্ত্রাসীরা অভিযোগকারীদের প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দিয়েছে। এ ঘটনার পর ওই এলাকার হিন্দু সম্প্রদায় এবার দুর্গোৎসব পালন না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

অভিযোগে জানা যায়, উপজেলার লোহাগাড়া হাটের খাস খতিয়ানভুক্ত একটি জমিতে এলাকার হিন্দু সম্প্রদায় বহু বছর ধরে নির্বিঘ্নে পূজা-অর্চনা করে আসছে। কিন্তু এবার আসন্ন দুর্গাপূজার জন্য প্রতিমা স্থাপনকালে এলাকার সন্ত্রাসী আবু হোসেন, আব্দুস সালাম, করিমুল হক ও সিরাজউদ্দিন প্রতিমা তৈরিতে বাধা প্রদান করে এবং তা ভাঙচুর করে পূজামণ্ডপটি দখল করে নেয়। সন্ত্রাসীরা তাদের জমি দাবি করে পূজামণ্ডপ এলাকায় বৃক্ষ রোপণ করে। এ ব্যাপারে জেলা প্রশাসককে অভিযোগ করা হলে জেলা প্রশাসক এলাকার ইউএনওকে বিষয়টি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানা গেছে।

ভোরের কাগজ, ১৮ অক্টোবর ২০০৪

(২৫১৭)
গৌরনদীর ৬ গ্রামের সংখ্যালঘুরা হাচান বাহিনীর হাতে জিম্মি
অহরহ চাঁদাবাজি, অত্যাচারে অনেকেই গ্রাম ছাড়া

গৌরনদী প্রতিনিধি ঃ উপজেলার বাটাজের ইউনিয়নের ৬টি গ্রামের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজনের কাছ থেকে চাঁদা আদায় চলছেই। পরিবারগুলো সর্বহারা জিয়া গ্রুপের আঞ্চলিক নেতা ও বিএনপির ক্যাডার হাচান বাহিনীর হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছে। এদের অত্যাচার ও নির্যাতনের অতিষ্ঠ হয়ে অনেকেই এলাকা ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছেন।

জানা গেছে, অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জের ধরে সর্বহারা জিয়া গ্রুপের নেতা খোকন সরদার (৩০) তার সহযোগীদের হাতে খুন হওয়ার পর হাচান একটি শক্তিশাল বাহিনী গঠন করে। এই হাচান বাহিনী শাহজিরা, বংকুরা, চন্দহার, শৌলকার, আয়াপাড়া, বছায় গ্রামের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিভিন্ন বাড়িতে প্রকাশ্যে অস্ত্রের মহড়া দিয়ে চাঁদাবাজি করে আসছে। ভোরের কাগজসহ বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় এ এলাকার চাঁদাবাজি নিয়ে একাধিক সংবাদ প্রকাশিত হলেও এলাকায় চাঁদাবাজি বন্ধ হয়নি।

কেন্দ্রীয় হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ স্থানীয়দের নিয়ে চাঁদাবাজির প্রতিবাদে বাটাজোর বন্দরে প্রতিবাদ মিছিল ও সমাবেশ করে চাঁদাবাজি বন্ধের ও চাঁদাবাজদের গ্রেফতারের দাবি করে। এ ব্যাপারে জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের কাছে স্মারকলিপি প্রদান ও স্থানীয় সাংসদ জহিরউদ্দিন স্বপনের আশ্বাসেও এ এলাকার চাঁদাবাজি বন্ধ হয়নি।

গত ৮ অক্টোবর হাচানের নেতৃত্বে ২০/২২ জন সশস্ত্র সর্বহারা সন্ত্রাসী অস্ত্র ক্রয়ের জন্য শৌলকার গ্রামের পরিমাল দাস ও প্রভাত দাসের কাছে ১ লাখ টাকা করে চাঁদা দাবি করে এক সপ্তাহ সময়সীমা বেধে দেয়। নির্যাতনের ভয়ে পরদিন তারা দু'জন এলাকা ছেড়ে খুলনায় এক আত্মীয়ের বাসায় আশ্রয় নেন। গত ৯ অক্টোবর একই এলাকার ব্যবসায়ী স্বপন দাসের বাড়িতে হাচান বাহিনী হামলা করে ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। সম্প্রতি ঐ গ্রামের দুলাল মিস্ত্রির কাছে ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করলে তিনি ১৩ হাজার টাকা চাঁদা দিয়ে বাকি টাকার জন্য সময় নেন।

এলাকাবাসী জানান, হাচান বাহিনীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে এ এলাকার অনেক সংখ্যালঘু লোকজন এলাকা ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছেন। গৌরনদী সার্কেলের এএসপি সিরাজুল ইসলাম জানান, হাচান একজন দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজ। তাকে গ্রেপ্তারের জন্য বহু চেষ্টা করে না পেয়ে তার পিতা ও ভাইকে গ্রেপ্তার করে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

ভোরের কাগজ, ১৯ অক্টোবর ২০০৪

(২৫১৮)
বিভিন্ন স্থানে মন্দির ও প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনায় উদ্বেগ

কাগজ প্রতিবেদক ঃ প্রায় ৩০ বছর পর শারদীয় দুর্গাপুজা রমজান মাসে পড়ায় এবং ইতিমধ্যেই দেশব্যাপী প্রতিমা ও মন্দির ভাঙচুরের ঘটনা ঘটায় আজ থেকে শুরু হওয়া শারদীয় দুর্গোৎসব নিয়ে কিছুটা উদ্বিগ্ন দেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ। পূজা উদযাপন পরিষদ তাই দেশের মানুষের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছে, দুই ধর্মের মানুষেরই উচিত নিজ নিজ ধর্ম ও উৎসব পালনে পরস্পরকে সহযোগিতা করা।

সেই সঙ্গে ধর্মীয় চেতনা অক্ষুণ্ণ রাখার পাশাপাশি রমজানের পবিত্রতা রক্ষায় শারদীয় দুর্গোৎসবের অনুষ্ঠানমালায় কিছুটা পরিবর্তন আনা হয়েছে। এর মধ্যে ঢাকায় বিজয়ার শোভাযাত্রা ও প্রতিমা বিসর্জনের জন্য সময় নির্ধারণ করা হয়েছে দুপুর ২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে। অন্যান্য জেলায় ৯টার পর। ইফতারি, তারাবির নামাজ ও সাহরির সময় মাইক ও বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার থেকেও বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পূজা মণ্ডপগুলো। মায়ের পূজা ও সন্ধ্যা আরতির সময় সীমিত পর্যায়ে ব্যবহার হবে ঢাক।

গতকাল রাজধানীর ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির প্রাঙ্গণে পূজা উদযাপন পরিষদ আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব উদ্বেগ প্রকাশ ও তথ্য জানানো হয়।

সম্মেলনে বলা হয়, ত্রিশ বছর আগে একবার রোজা ও দুর্গাপূজা একই সময়ে হয়েছিল বটে, তবে তখন পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন। ইতিমধ্যে সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থান হয়েছে। বদলে গেছে পরিস্থিতি। তাই এবার উদ্বেগটা স্বাভাবিক। তবে সরকার চাইলে সব ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়ানো সম্ভব।

দেশব্যাপী প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে বলা হয়, প্রায় ২০টির মতো ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু সরকার এখন পর্যন্ত ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করেনি। মণ্ডপগুলোতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী মোতায়েন প্রসঙ্গে এও বলা হয়, পুলিশ দিয়ে পূজা করানো যায় না। এর জন্য প্রয়োজন সব ধর্মের মানুষের সহমর্মিতা ও সম্প্রীতি।

সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক জয়ন্ত বর্মণ দীপু। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেজর জেনারেল (অব.) সি আর দত্ত বীরউত্তম, অধ্যাপক নিমচন্দ্র ভৌমিক, স্বপন সাহা, কাজল দেবনাথ, সাবিত্রি ভট্টাচার্য প্রমুখ।

ভোরের কাগজ, ১৯ অক্টোবর ২০০৪

(২৫১৯)
ঢোল বাজালে বোমা মেরে পূজামণ্ডপ উড়িয়ে দেয়ার হুমকি!

ঠাকুরগাঁও, ১৯ অক্টোবর, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ঠাকুরগাঁও শহরের হলাপাড়া ও কালীবাড়ি পূজামণ্ডপে ঢোল বাজানো হলে বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়া হবে বলে চিঠি দেয়া হয়েছে। মঙ্গলবার ডাকযোগে পাঠানো ওই দুই মণ্ডপের সভাপতি- সম্পাদক বরাবরে প্রেরিত পত্রে এ হুমকি দেয়া হয়। চিঠিতে উল্লেখ করা হয় "আমি তোমাকে নির্দেশ করছি, যদি পূজামণ্ডপে কোন রকম ঢোল বাজাও, তাহলে পূজার নবম দিনেই পূজায় বোমা নিক্ষেপ করা হবে। আমার

নিজ কারখানায় বোমা তৈরি হয়। মনে করবে না এটা 'ইয়ার্কি'। তোমাদের ধ্বংস করাই আমার লক্ষ্য।" এ ব্যাপারে ঠাকুরগাঁও থানার ওসি চিঠির সত্যতা স্বীকার করেন। ওই দু'পূজামণ্ডপে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২০ অক্টোবর ২০০৪

(২৫২০)
বরিশালে মণ্ডপে ঢুকে প্রতিমা ভাঙচুর

বরিশাল প্রতিনিধি ঃ পূজামণ্ডপে ঢুকে প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে বরিশালে। পুলিশ এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার দায়ে জহিরউদ্দিন মুহাম্মদ বাবর নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে নগরীর নতুন বাজার এলাকায় থাকা শংকর মঠ পূজামণ্ডপে এ ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শী এবং পূজা কমিটির লোকজন জানায়, সকাল ৯টায় জহিরউদ্দিন বাবর শংকর মঠ পূজামণ্ডপে ঢোকে। সে প্রথমে দুর্গা প্রতিমার মণ্ডপে ঢোকার চেষ্টা চালায়। মণ্ডপ তালাবদ্ধ থাকায় সেখানে ঢুকতে না পেরে বাবর মাঠের পেছনের অংশে থাকা কালী প্রতিমার কক্ষে ঢুকে কালীর পা লাথি দিয়ে ভেঙে ফেলে। সে এ সময় উপস্থিত লোকজনকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করতে থাকে। খবর পেয়ে তাৎক্ষণিকভাবে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে বাবরকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে আসে। এ ঘটনায় একটি মামলা দায়ের হয়েছে। এদিকে গ্রেপ্তারকৃত জহিরউদ্দিন বাবরের পারিবারিক সূত্র দাবি করেছে, সে মানসিক বিকারগ্রস্ত এবং চিকিৎসকের চিকিৎসাধীন আছে।

ভোরের কাগজ, ২২ অক্টোবর ২০০৪

(২৫২১)
পাবনায় পূজামণ্ডপ চত্বরে বোমা বিস্ফোরণ ঃ ১০ জন আহত

পাবনা অফিস ঃ পাবনার কাশিনাথপুর পূজামণ্ডপ চত্বরে গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এক বোমা বিস্ফোরণে ১০ জন আহত হয়েছে। এ ঘটনার পর পূজা অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। গুরুতর আহত চারজনকে স্থানীয় ক্লিনিকে ভর্তি করানো হয়েছে।

সাথিয়া থানা পুলিশ জানিয়েছে, বিকেল সাড়ে ৫টার সময় জেলার সাঁথিয়া উপজেলার কাশিনাথপুর আমবাগান পূজামণ্ডপ চত্বরে কে বা কারা একটি বোমা ছুঁড়ে মারে। পূজামন্ডপ থেকে ২০ গজ দূরে বোমার বিস্ফোরণে মণ্ডপ চত্বরে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। লোকজন দৌড়াদৌড়ি করে পালিয়ে যায়।

বোমা বিস্ফোরণে ১০জন আহত হয়। আহতরা সবাই পূজার মেলায় দাঁড়িয়ে ছিল। আহতদের মধ্যে শাহজাহান আলী, আমজাদ হোসেন, মানিক মিয়া ও সিদ্দিক মিস্ত্রীকে স্থানীয় একটি ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে।

ঘটনাস্থলে মাত্র দু'জন নিরস্ত্র আনসার দায়িত্ব পালন করছিল। বোমা বিস্ফোরণের পর হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা প্রাথমিকভাবে পূজা উদযাপন বন্ধ করে দেয়। সাঁথিয়া থানার ওসি সাদিকুল ইসলামের আশ্বাসের পরেও পুনরায় পূজা অনুষ্ঠান শুরু হয়নি।

সাঁথিয়ার ওসি বলেন, কে বা কারা বোমাটি ছুঁড়ে মেরেছে তার তদন্ত চলছে। এখনই বলা যাবে না। পরিস্থিতি এখন স্বাভাবিক হয়ে আসছে।

প্রথম আলো, ২২ অক্টোবর ২০০৪

(২৫২২)

শ্রীপুরে গ্রাম সরকার সদস্যদের হাতে সংখ্যালঘু পরিবারের ৩ সদস্য আহত

শ্রীপুর প্রতিনিধি ঃ গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার চিনা শুখানিয়া গ্রামে এক সংখ্যালঘু পরিবারের পারিবারিক বিরোধের বিচার করতে এসে গ্রাম সরকারের সদস্যদের হাতে ওই পরিবারের তিন সদস্য আহত হয়েছে। গত ১৭ অক্টোবর ওই গ্রামের অমল চন্দ্র সাহার বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, ওই গ্রামের অমল চন্দ্র একটি রিকশা তার ছেলে স্বপন ভেঙে ফেললে তাদের মধ্যে পারিবারিক বিরোধের সৃষ্টি হয়। এতে বাধা অমল চন্দ্র সাহার ছেলে স্বপনের হামলায় আহত হন। এ নিয়ে গ্রাম সরকার সদস্য নূরুল ইসলাম ও ফিরোজ মিয়া ঘটনার দিন অমল চন্দ্র সাহার বাড়িতে আসলে স্বপন দরজা আটকে ঘরে লুকিয়ে থাকে। পরে গ্রাম সরকার সদস্যরা দরজা ভেঙে ঘরের আসবাবপত্র তছনছ করে স্বপন, তার মা সুরবালা ও বোন পূর্ণিমাকে পিটিয়ে আহত করে।

আজকের কাগজ, ২২ অক্টোবর ২০০৪

(২৫২৩)
মানিকগঞ্জে দুর্গামূর্তি ভাঙচুর ॥ আটক ৩

মানিকগঞ্জ, ২২ অক্টোবর, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ মানিকগঞ্জের বাড়াদিয়া গ্রামে কয়েক বখাটে যুবক মাতাল হয়ে দুর্গামূর্তি ভাঙচুর করেছে। লুট করেছে প্রতিমার শাড়ি। এ ব্যাপারে এক বখাটে এবং অপর দুই বখাটের বাবা ও ভাইকে পুলিশ আটক করেছে। বৃহস্পতিবার রাতে বাবু খান, মোস্তাক, রিপন খান ও মনোজ রায় নামের চার বখাটে নেশাখোর যুবক এই অপকর্ম করে। পুলিশ প্রহরায় থাকলেও তারা ঘুমিয়ে ছিল। শুক্রবার সকালে পুলিশ আটক করে বাবু খান, রিপন খানের বাবা আওলাদ, মনোজের ভাই তপন রায়কে। পরে রিপন খানের দোকান থেকে উদ্ধার করা হয় দুর্গা প্রতিমার শাড়ি।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৩ অক্টোবর ২০০৪

(২৫২৪)
বাউফলে হিন্দু বাড়িতে ডাকাতি ঃ অলঙ্কার ও আসবাবপত্র লুট

পটুয়াখালী প্রতিনিধি ঃ জেলার বাউফলে গত বৃহস্পতিবার রাতে এক হিন্দু বাড়িতে দুর্ধর্ষ ডাকাতি হয়েছে। ডাকাতরা অস্ত্রের মুখে প্রায় অর্ধ লাখ টাকার স্বর্ণালঙ্কারসহ ঘরের আসবাবপত্র নিয়ে গেছে। সংশ্লিষ্টরা ও পুলিশ জানায়, ৭-৮ জনের ডাকাত দল উপজেলার আদাবাড়িয়া ইউনিয়নের আতশখালী গ্রামের গৌরাঙ্গ দাশের বাড়িতে বৃহস্পতিবার রাত ১টার দিকে ঘরের সিঁদ কেটে প্রবেশ করে। ঘরে থাকা গৌরাঙ্গ দাসের স্ত্রী সরস্বতীকে দড়ি দিয়ে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে তার পুত্রবধু জোস্নাকে অস্ত্র ঠেকিয়ে মারধর করে ভীতির সৃষ্টি করে। এ সময় গৃহকর্তা ও তার ছেলেরা পার্শ্ববর্তী দাসের বাড়ির দুর্গাপূজা মন্দির অবস্থান করছিল। ঘণ্টাব্যাপী মুখোশপরা ডাকাতের দল, ঘরের সোনার গয়না, টিভি, ভিসিডি ও নগদ টাকা নিয়ে নির্বিঘ্নে পালিয়ে যায়। ডাকাতরা বিষয়টি পুলিশে না জানানোর জন্য হুমকি দিয়ে যায়। গতকাল শুক্রবার গৌরাঙ্গ দাস বাদী হয়ে এ ব্যাপারে বাউফল থানায় একটি মামলা করে। পূজার সময় হিন্দু অধ্যুষিত গ্রামে ডাকাতির ঘটনায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে এবং পূজায় বেড়াতে আসা নিকটাত্মীয়রা গ্রাম ত্যাগ

করতে শুরু করেছে। পুলিশ জানায়, আতশখালী গ্রামটি পটুয়াখালী সদর উপজেলা, দশমিনা উপজেলা ও গলাচিপা উপজেলার সীমান্ত এলাকায় হওয়ায় ডাকাতদের চিহ্নিত করতে সমস্যা হতে পারে।

ভোরের কাগজ, ২৩ অক্টোবর ২০০৪

(২৫২৫)
বরিশালে মন্দিরে ছাত্রদল ক্যাডারদের হামলা ॥ খাগড়াছড়িতে কিশোরের মৃত্যু

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ঃ বরিশালের হিজলা উপজেলার কালিকাপুর মন্দিরে নাচতে না দেয়ায় ছাত্রদল ক্যাডাররা সেখানে হামলা চালিয়েছে। অন্যদিকে প্রতিমা বিসর্জনের সময় খাগড়াছড়িতে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে।

বরিশাল থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, শুক্রবার রাত ৯টার দিকে ছাত্রদলের ১০/১৫ ক্যাডার কালিকাপুর মন্দিরে গিয়ে জোরপূর্বক নাচতে চায়। পূজা কমিটি নাচতে বাধা দিলে ছাত্রদল ক্যাডারদের সঙ্গে তাদের বাকবিতণ্ডা এবং এক পর্যায়ে হাতাহাতি হয়। পরে হিজলা ডিগ্রী কলেজ ছাত্রদলের যুগ্ম সম্পাদক ইউসুফ হোসেনের নেতৃত্বে একদল ক্যাডার মন্দিরে হামলা চালায়। পুলিশ ঐ রাতেই ইউসুফ হোসেনসহ তিনজনকে আটক করলেও রহস্যজনক কারণে অস্বীকার করে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৪ অক্টোবর ২০০৪

(২৫২৬)
মুন্সীগঞ্জে বাড়ি ও মন্দিরে হামলা ঃ মূর্তি ভাঙচুর লুটপাট, গ্রেপ্তার ২

মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি ঃ গত বুধবার গভীর রাতে টঙ্গিবাড়ির যশলং কালীমন্দিরের মূর্তি এবং দুটি পরিবারের বাড়ি ভাঙচুর ও লুটপাট করেছে সন্ত্রাসীরা। পুলিশ এ ব্যাপারে দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে।

পুলিশ জানায়, যশলং ঋষিবাড়ি কালী মন্দিরের পাশে মন্দিরের জায়গা দখলের পাঁয়তারা করে আসছিল একটি চক্র। এ জন্য তারা পরিমল ঋষির কাছে ২০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। পরিমলের বাড়ি ছাড়াও মাধবী রানীর বাড়ি ভাঙচুর করে। পরে তারা কালী মন্দিরের মূর্তি ভাঙচুর করে এবং তাণ্ডব চালিয়ে পরিমল ঋষি ও সন কুমার ঋষির ঘরের জিনিসপত্র লুটপাট করে নিয়ে যায়।

এ ব্যাপারে পরিমল ও সন কুমার বাদী হয়ে টঙ্গিবাড়ি থানায় দ্রুত বিচার আইনে দুটি মামলা দায়ের করেছে। পুলিশ জজ মিয়া ও রতন নামে দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে। এ ছাড়া মামলায় লিটন, আওলাদ, সিরাজ, মতিন, বিলু ও জয়নালের নামে মামলা দেয়া হয়।

ভোরের কাগজ, ২৫ অক্টোবর ২০০৪

(২৫২৭)
সীতানাথ জিউ বিগ্রহ মন্দিরের দুর্গা প্রতিমা লুট

কাগজ প্রতিবেদক ঃ ৪০ বছর পর এবারই প্রথম রাজধানীর অন্যতম প্রাচীন সীতানাথ জিউ বিগ্রহ মন্দিরের শারদীয় দুর্গোৎসব পালিত হলেও শেষ পর্যন্ত প্রতিমা রক্ষা করতে পারেননি হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ। গত শনিবার বিজয়া দশমীর রাতে পূজা-অর্চনা চলাকালীন হাজার হাজার ভক্তকুলের সামনে একদল দুর্বৃত্ত প্রতিমা লুট করে নিয়ে যায়। এ সময় তারা

পূজার প্যান্ডেল ভাঙচুর করে এবং সেখানে ভবিষ্যতে পূজা করলে পূজারির লাশ ফেলে দেয়া হবে বলে হুমকি দেয়। প্রাণহানির আশঙ্কায় গতকাল পর্যন্ত এ সম্পর্কে স্থানীয় থানায় ন্যূনতম অভিযোগটুকুও করার সাহস পাননি ভীতসন্ত্রস্ত হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা।

ঘটনাটি নিয়ে মন্দিরসংলগ্ন পুরান ঢাকার সূত্রাপুরের বানিয়ানগর এলাকায় হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক বিরাজ করছে। ব্যাপক নিরাপত্তাহীনতা দেখা দিয়েছে পূজা কমিটির লোকজনের মধ্যে। ইতোমধ্যেই ভয়ে এলাকা ছেড়েছেন অনেকেই। স্থানীয় মানুষ এই প্রতিমা লুটের জন্য বানিয়ানগরের প্রভাবশালী ব্যবসায়ী জালালউদ্দিনকেই দায়ী করেছেন। এই ব্যবসায়ীই বর্তমানে মন্দিরের প্রায় ৫ বিঘা দেবোত্তর সম্পত্তি দখল করে রেখেছে।

এর আগে তার বাবা তৎকালীন মুসলিম লীগ নেতা সিরাজউদ্দিন ১৯৬৪ সালে সাম্প্রদায়িক হামলার সময় প্রথম সীতানাথ জিউ বিগ্রহ মন্দিরের দেবোত্তর সম্পপত্তি দখল করে নেন। বর্তমানে তার ছেলে জালালউদ্দিন মন্দিরের হরিসভা ও নাটমন্দির দখল করে তার প্রতিষ্ঠানের অফিস খুলে বসেছেন। এছাড়া মন্দিরের পুরো সম্পত্তিই দখল করে নামমাত্র মূল্যে বিভিন্ন ব্যবসায়ীকে ভাড়া দিয়ে রেখেছেন।

প্রতিমা লুটের বর্ণনা করতে গিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, শনিবার বিজয়া দশমীর রাতে পূজারিরা জানান, শনিবার বিজয়া দশমীর রাতে পূজারিরা যখন ব্যস্ত ছিলেন পূজা-অর্চনায় ঠিক সে সময় জালালউদ্দিনের নেতৃত্বে ১৫-২০টি মোটর সাইকেলে আসা প্রায় ৩০-৩৫ জন সশস্ত্র দুর্বৃত্ত দুর্গাপূজার প্যান্ডেলের ওপর হামলা চালায়। এ সময় তারা মন্দিরের পূজারিদের বের করে দিয়ে সামনের গেট বন্ধ করে দেয় এবং পেছনের গেট দিয়ে ট্রাকে করে প্রতিমাগুলো নিয়ে যায়। সে সময় কর্তব্যরত পুলিশ দুর্বৃত্তদের প্রতিমা লুটের কাজে সহযোগিতা করে বলে অভিযোগ রয়েছে।

এদিকে মন্দিরের দুর্গা প্রতিমা লুট ও মণ্ডপ ভাঙচুরের প্রতিবাদ জানিয়েছে সীতানাথ জিউ বিগ্রহ মন্দির কমিটি। গতকাল এক বিবৃতিতে তারা এই ঘৃণ্য কাজের তীব্র নিন্দা ও অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন।

ভোরের কাগজ, ২৫ অক্টোবর ২০০৪

(২৫২৮)
বগুড়ায় সাংবাদিক দীপংকরের হত্যাকারীদের গ্রেফতার দাবি করেছে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি

স্টাফ রিপোর্টার, বগুড়া অফিস ঃ জোট সরকারের সকল দুষ্কর্মের চিত্র তুলে ধরে সাংবাদিকরা রুখে দাঁড়াচ্ছে বলে তারা জোট সরকারের নির্যাতনের শিকার হচ্ছে, স্পষ্ট করে এই বিষয়টি তুলে ধরে '৭১-এর ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি, বিশিষ্ট সাংবাদিক ও লেখক শাহরিয়ার কবির বলেছেন, বগুড়ার সাংবাদিক দীপংকর চক্রবর্তী হত্যাকাণ্ড ওই ধারাবাহিকতার একটি চিত্র। '৭১-এর ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি বগুড়া শাখার উদ্যোগে সোমবার সকালে বগুড়া জেলা পরিষদ মিলনায়তনে এই সংগঠনের অন্যতম সংগঠক ও সাংবাদিক দীপংকর চক্রবর্তীর হত্যার প্রতিবাদ ও অবিলম্বে হত্যাকারীদের গ্রেফতারের দাবিতে অনুষ্ঠিত এক বিক্ষোভ সভায় শাহরিয়ার কবির প্রধান বক্তা হিসাবে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, দীপংকর হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যে স্বার্থান্বেষী মহল জড়িত থাকার কথা বলা হচ্ছে এরা কারা! একটু খোঁজ করলেই দেখা যায় যে মন্দিরের দেবোত্তর সম্পত্তি বেদখলের প্রতিবাদ করেছিলেন দীপংকর। আর এই দখলকারীরা হলো সরকারের আশীর্বাদপুষ্ট বিএনপি ও জামায়াতের লোক।

এই বিক্ষোভ সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির উপদেষ্টামণ্ডলীর অন্যতম সদস্য মানবাধিকার নেতা কেএম সোবহান। তিনি বলেন, বাংলাদেশ দুর্নীতিতেও প্রথম, সাংবাদিক হত্যা নির্যাতনেও প্রথম।

মুহম্মদ আব্দুল মতিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সভায় আরও বক্তব্য রাখেন ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির কেন্দ্রীয় সহসভানেত্রী ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী, জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি মমতাজ উদ্দিন, জেলা ওয়ার্কার্স পার্টির নেত্রী সালেহা সুলতানা, জাসদের আব্দুল লতিফ ববি, প্রবীণ সাংবাদিক যাহেদুর রহমান যাদু, বিএফইউজের নির্বাহী সদস্য মাহমুদুল আলম নয়ন প্রমুখ।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৬ অক্টোবর, ২০০৪

নবেম্বর - ২০০৪

(২৫২৯)
রংপুরে পুরোহিতকে ধরে নিয়ে নির্যাতন ঃ জনতার পুলিশ ফাঁড়ি ঘেরাও দুই পুলিশ ক্লোজড, লুণ্ঠিত টাকা উদ্ধার

জেলা বার্তা পরিবেশক, রংপুর ও কাউনিয়া প্রতিনিধি ঃ রংপুরের কাউনিয়ায় পূজা করতে যাওয়ার সময় প্রকাশ্যে এক বৃদ্ধ পুরোহিতকে রেল পুলিশ ফাঁড়িতে ধরে নিয়ে বেদম প্রহার করে ৩৫ হাজার টাকা কেড়ে নিয়েছে দুই রেল পুলিশ। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে হিন্দু সম্প্রদায়ের মাঝে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে কাউনিয়া রেলস্টেশনে গতকাল সকালে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, কাউনিয়া উপজেলার গোপালগঞ্জ কেন্দ্রীয় শ্রী শ্রী দুর্গা মন্দিরের পুরোহিত কালিপদ চক্রবর্তী (কানু ঠাকুর) (৭০) গতকাল সকাল ৯টায় বল্লভবিষু গ্রামের মৃণালের সঙ্গে তার বাড়িতে বিষহরির পূজা উপলক্ষে যাওয়ার পথে কাউনিয়া রেলস্টেশনের প্লাটফর্মের অদূরে রেল পুলিশ কনস্টেবল ফজলু ও ফরমান ওই পুরোহিতকে ধরে নিয়ে যেতে চাইলে তিনি প্রতিবাদ করেন। এতে দুই পুলিশ ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে বেদম প্রহার করতে করতে টেনেহেঁচড়ে রেল পুলিশ ফাঁড়িতে নিয়ে মারধর করতে থাকে। খবর পেয়ে আশপাশের লোকজন দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে পুলিশের বাড়াবাড়ির প্রতিবাদে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে। অবস্থা বেগতিক দেখে রেল পুলিশ পুরোহিতকে ছেড়ে দেয়। বৃদ্ধ পুরোহিত তার কাছে থাকা ৩৫ হাজার টাকা দুই পুলিশ কেড়ে নিয়েছে জানিয়ে সংজ্ঞাহীন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।

এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ জনতা রেল পুলিশ ফাঁড়ি ঘেরাও করে। কাউনিয়া থানা ওসি সাজ্জাদ হোসেন ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। এ সময় পুরোহিতের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া ৩৫ হাজার টাকা দুই পুলিশ ফেরত দিতে বাধ্য হয়। এ ব্যাপারে কাউনিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ধীরেন্দ্রনাথ সরকার জানান, অভিযুক্ত দুই পুলিশকে ক্লোজড করা হয়েছে। লালমনিরহাট রেল থানার ওসি আবদুল আজিজ জানান, তদন্ত করে দুই পুলিশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। এদিকে বৃদ্ধ পুরোহিতকে বেদম প্রহার করায় তাকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ ঘটনায় হিন্দু সম্প্রদায়ের মাঝে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

সংবাদ, ১ নবেম্বর ২০০৪

(২৫৩০)
নবাবগঞ্জে সংখ্যালঘু বাড়িতে হামলা ঃ গুলি করে ও কুপিয়ে ১ জনকে হত্যা, জখম-৩

নবাবগঞ্জ (ঢাকা) থেকে সংবাদদাতা ঃ ঢাকার নবাবগঞ্জ উপজেলার নয়নশ্রী ইউনিয়নের ভোরাখালী গ্রামের উপেন্দ্র মোহন বালোর বাড়িতে অজ্ঞাত পরিচয় একদল সন্ত্রাসী গভীর রাতে ঘরে হামলা চালিয়ে গুলি করে ও কুপিয়ে ১ জনকে হত্যা এবং ৩ জনকে গুরুতর আহত করেছে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ৮/১০ জন অজ্ঞাত পরিচয় সন্ত্রাসী শনিবার রাত ১টার দিকে উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল ভোরাখালী গ্রামে পল্লী চিকিৎসক উপেন্দ্র বালোর বাড়িতে গিয়ে রোগী দেখার কথা বলে ঘুম থেকে তাকে ডেকে তোলে। সন্ত্রাসীরা দরজা খুলতেই ঘরে প্রবেশ করে বাড়ির লোকজনকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে স্বর্ণের পুতুল দাবি করে। বাড়ির মালিক তখন সন্ত্রাসীদের বলে তার কাছে পুতুল নেই।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২ নবেম্বর ২০০৪

(২৫৩১)
মামলা তুলে নিতে হুমকি দিচ্ছে সন্ত্রাসীরা
বাঁশখালীতে গণহত্যা ঃ একবছরেও গ্রেফতার হয়নি গডফাদার

কমল দে, বাঁশখালী থেকে ফিরে ঃ দক্ষিণ চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে নৃশংসভাবে এগারজনকে পুড়িয়ে মারার ঘটনায় অভিযুক্ত গডফাদারদের পুলিশ গত এক বছরেও গ্রেফতার করতে পারেনি। এসব সন্ত্রাসী গডফাদাররা পুলিশি ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকায় আক্রান্ত সংখ্যালঘু পরিবারের সদস্যরা বর্তমানে চরম হুমকির মধ্যে রয়েছে। মামলা তুলে নেওয়া এবং পুলিশকে কিছু না বলার জন্য সন্ত্রাসীরা বিভিন্নভাবে তাদের হুমকি দিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এছাড়া ঘটনার পর তেজেন্দ্র শীলের পরিবারের সদস্যরা শহরে চলে আসায় পোড়াবাড়িটি এখন গোচারণ ভূমিতে পরিণত হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত বছরের ১৮ নবেম্বর রাতে একদল সন্ত্রাসী বাঁশখালী থানাধীন সাধনপুর ইউনিয়নের শীলপাড়া গ্রামের তেজেন্দ্র শীলের বাড়িতে হানা দেয়। সন্ত্রাসীরা এ সময় দরজা বন্ধ করে বাড়িটিতে আগুন লাগিয়ে দিলে চার দিনের শিশুসন্তান কার্তিক শীল থেকে শুরু করে ৮০ বছরের বৃদ্ধ তেজেন্দ্র শীলসহ মোট এগারজন জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মারা যায়। নৃশংস ঘটনাটির সঙ্গে স্থানীয় একজন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের নেতৃত্বাধীন সরকার দলীয় নেতা-কর্মীরা জড়িত বলে অভিযোগ উঠলে তাদের রক্ষার জন্য মামলার তদন্ত ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা চালানো হয়।

বিভিন্ন সূত্র জানায়, গত এক বছরে এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশ মোট ২৯ জনকে গ্রেফতার করে। এদের মধ্যে আটজনকে কিলিং স্কোয়াড সদস্য হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃত সন্ত্রাসীদের মধ্যে কিলিং স্কোয়ার্ড সদস্য মাহবুব ও আর্মি হাসান পুলিশের উপস্থিতিতে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, বন ও পরিবেশ প্রতিমন্ত্রী জাফরুল ইসলাম চৌধুরীর চাচাতো ভাই ইউপি চেয়ারম্যান আমিনুর রহমান চৌধুরীর নির্দেশে তারা এই নৃশংস ঘটনা ঘটিয়েছে। কিন্তু তার পরেও পুলিশ গত এক বছরে তাকে গ্রেফতার করতে পারেননি। এছাড়া মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা সাতকানিয়া সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার ক্লারেন্স গোমেজের গাড়িতে করে তাকে ঘোরাফিরা করতে দেখা যায় বলে অভিযোগ রয়েছে।

কয়েকদিন আগে সাধনপুর শীল পাড়ার তেজেন্দ্র শীলের বাড়িতে গিয়ে দেখা গেছে, পোড়াবাড়ির ভিটেটি খালি পড়ে আছে। ভিটের কিছু অংশে একটি গোয়াল ঘর তৈরি করা হয়েছে এবং সেখানে গরু চরে বেড়াচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানায়, ঘটনার পর পরই তেজেন্দ্র শীলের পরিবারের জীবিত সদস্যরা বাড়ি ছেড়ে শহরে চলে এসেছে। তেজেন্দ্র শীলের ছেলে বিমল শীল মাঝেমধ্যে বাড়িতে গেলেও রাতে সেখানে থাকেন না। দিনেই শহরে ফিরে আসেন। তবে পার্শ্ববর্তী শচীন্দ্র শীলের বাড়িতে একটি অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। একজন হাবিলদার এবং একজন নায়েকের নেতৃত্বে দশজন পুলিশ সদস্য এই ক্যাম্পে দায়িত্ব পালন করছেন।

নৃশংস এই ঘটনায় শীলের পরিবারের আট সদস্য ছাড়াও তার ছোটভাই শচীন্দ্র শীলের তিন মেয়ে মারা যায়। শচীন্দ্র শীল অভিযোগ করে জানান, ঘটনার পর থেকে তাদের বাড়িতে পুলিশ ক্যাম্প থাকলেও মামলা তুলে নেয়ার জন্য সন্ত্রাসীরা বিভিন্নভাবে তাকে এই হুমকির কথাসহ ঘটনার ব্যাপারে কোনো তথ্য জানালে তার পরিণতিও তেজেন্দ্র শীলের মতো হবে বলে সন্ত্রাসীরা হুমকি দিয়েছে বলে তিনি জানান। এসব সন্ত্রাসী কারা জানতে চাইলে তিনি বলেন, এরা স্থানীয়ভাবে খুবই প্রভাবশালী যে কারণে তাদের নাম বলা যাচ্ছে না। তিনি জানান, এসব সন্ত্রাসী তার সেলুনে এসেও তাকে হুমকি দিয়েছে। সন্ত্রাসীদের হুমকির কারণে তিনি ঘটনাটি পুলিশকে জানাতে পারেননি বলে জানিয়েছেন। তার অপর বড়ভাই অনিন্দ্র শীল (৮২) একই ধরনের অভিযোগ করে বলেন, আসলেই আমরা ভালো নেই। কিন্তু কেন ভালো নেই এটা কাউকে বলতে পারছি না।

তবে বিমল শীল সন্ত্রাসীদের হুমকির ব্যাপারটি পুরোপুরি অস্বীকার করে বলেছেন, এ ধরনের কোনো হুমকির কথা তিনি শুনেননি। কিন্তু ঘটনার পর থেকে তিনি কেন শহরে শ্বশুরবাড়িতে অবস্থান করছেন এবং বাড়িতে গেলেও দিনের মধ্যে কেন চলে আসেন জানতে চাইলে এর কোনো উত্তর তিনি দেননি। স্থানীয় একটি সূত্র জানায়, ঘটনার এক বছর অতিবাহিত হলেও মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা তাদের কারো সঙ্গে কোনো কথা বলেননি। শচীন্দ্র শীল এর সত্যতা স্বীকার করলেও বিমল শীল জানিয়েছেন, তার সঙ্গে তদন্তকারী কর্মকর্তা ক্লারেন্স গোমেজের কয়েকমাস আগে একবার মোবাইল টেলিফোনে কথা হয়েছে।

এদিকে গত এক বছরেও এই মামলার চার্জশীট দিতে না পারায় নানা ধরনের প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে। কয়েক মাস আগে তদন্তকারী কর্মকর্তা মামলার মেমো অফ এভিডেন্স (এমই) জেলা পিপি এডভোকেট কফিল উদ্দিন চৌধুরীর কাছে প্রেরণ করলেও পরবর্তী সময়ে তিনি তা গ্রহণ না করে ফেরত পাঠিয়ে দেন। অভিযোগ উঠেছে ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্ত্রাসী এবং গডফাদারদের রক্ষার জন্য চার্জশীট দিতে দেরি করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা সাতকানিয়া সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার ক্লারেন্স গোমেজের সঙ্গে টেলিফোনে আলাপকালে তিনি জানান, চার্জশীট দিতে আরো কিছু সময়ের প্রয়োজন রয়েছে। তিনি বলেন, আরো কয়েকজন আসামিকে গ্রেফতার এবং তাদের কাছ থেকে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি আদায়ের পর এই মামলার চার্জশীট দেয়া হবে। তিনি আরো জানান, এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার ব্যাপারে মোট ২৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এদের মধ্যে আটজন কিলিং স্কোয়াড সদস্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তিনি মামলার তদন্তের স্বার্থে বেশ ক'বার বাঁশখালী আসা-যাওয়া করেছেন বলে জানিয়েছেন।

দৈনিক ভোরের কাগজ, ৪ নবেম্বর ২০০৪

(২৫৩২)
দিনাজপুরে সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর হামলা ঃ মধ্যযুগীয় কায়দায় মহিলা নির্যাতন

দিনাজপুর, ৩ নবেম্বর, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ দিনাজপুরের বীরগঞ্জ উপজেলা শহরে হাজিপাড়ায় মঙ্গলবার সন্ধ্যায় স্থানীয় বিএনপি'র সশস্ত্র ক্যাডাররা এক হিন্দু পরিবারের বাড়িতে হামলা চালায়। তারা গৃহকর্তার স্ত্রীকে মারধর শেষে লোকজনের সামনে বিবস্ত্র করে গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখে। এরপর তারা বাড়ির আসবাবপত্র ভাঙচুর করে রঙ্গিন টিভি, ফ্রিজ, ১০ ভরি স্বর্ণালঙ্কার ও নগদ ১৮ হাজার টাকাসহ ২ লাখ টাকার মালামাল নিয়ে যায়। এ সময় বীরগঞ্জ থানা পুলিশকে খবর দেয়া হলেও তারা ঘটনাস্থলে গিয়ে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। সন্ত্রাসীরা ক্ষমতাসীন দলের লোক হওয়ার কারণে এ ব্যাপারে কোন মামলা নেয়নি পুলিশ। এ ব্যাপারে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ও সার্বজনীন পূজা উদযাপন কমিটির নেতৃবৃন্দ তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেন এবং দোসী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

জানা গেছে, মঙ্গলবার সকালে বীরগঞ্জ শহরের মৃত হাফিজউদ্দিনের পুত্র সন্ত্রাসী মাজেদুর রহমান মাজু ২০/২৫ জনের একটি সশস্ত্র সন্ত্রাসী দল নিয়ে হাজিপাড়ায় কমল তহসিলদারের বাড়ির গেট ভেঙ্গে প্রবেশ করে। এ সময় এ বাড়িতে কোন পুরুষ না থাকায় সন্ত্রাসীরা গৃহকর্ত্রী কানন বালা রায়কে ধারালো অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে মধ্যযুগীয় কায়দায় বেদম মারধর করে।

এরপর রক্তাক্ত অবস্থায় একটি গাছে বেঁধে রাখে। এক পর্যায়ে সন্ত্রাসীরা গৃহকর্ত্রীকে বাড়ি থেকে টেনে হিঁচড়ে বের করে সামাদ হাজীর চালকল চাতালে নিয়ে গিয়ে প্রকাশ্যে আবার মারপিট করে। জীবন বাঁচাতে কানন বালা প্রেসক্লাবে এসে আশ্রয় নেন। পরে সাংবাদিকদের সহযোগিতায় তিনি থানায় গিয়ে বিষয়টি পুলিশকে অবহিত করলে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে যায়। কিন্তু সন্ত্রাসীরা ক্ষমতাসীন দলের লোক হওয়ায় পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। ঘটনার শেষ মুহূর্তে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উপস্থিত হয়ে পুলিশ দিয়ে সন্ত্রাসীদের বাড়ি থেকে বের করে দেয়। মারাত্মক আহত অবস্থায় কানন বালাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৪ নবেম্বর ২০০৪

(২৫৩৩)
যশোরে আদালতের নির্দেশ অমান্য করে মন্দিরের জায়গায় মার্কেট নির্মাণ উত্তেজনা

স্টাফ রিপোর্টার, যশোর অফিস ঃ যশোরের চাঁচড়া এলাকার একটি মন্দিরের জমি দখল করে মার্কেট নির্মাণ করছে এক বিএনপি নেতা। এ ব্যাপারে কোতয়ালি থানায় একটি জিডি হয়েছে। এ নিয়ে উত্তেজনা বিরাজ করছে।

জানা গেছে, চাঁচড়া এলাকার বিএনপি নেতা সাদেক মোড়ল ভাতুড়িয়া মনসাতলা মন্দিরের ১৮ শতক জমি দখল করে ৪৫ দোকান নির্মাণ করছে। ইতোমধ্যে দোকানের পজিশন বিক্রি করা হয়েছে। মন্দিরের জায়গা রক্ষার জন্য ১ নবেম্বর যশোরের সহকারী জজ আদালতে একটি মামলা করে মন্দির কমিটি। বিচারক শেখ নাজমুল আলম ৩ নবেম্বর এক আদেশে বলেন, যেহেতু মামলা হয়েছে, তাই তা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত কোন পক্ষই জমি ব্যবহার করতে পারবে না। কিন্তু আদালতের এই আদেশ অমান্য করে নির্মাণ কাজ চালিয়ে যাচ্ছে সাদেক মোড়ল। ফলে মন্দির কমিটি বৃহস্পতিবার জেলা পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ নেতৃবৃন্দকে সঙ্গে নিয়ে কোতোয়ালি থানায় যায় এবং একটি জিডি করে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৬ নবেম্বর ২০০৪

(২৫৩৪)
"বিবাহ চাঁদা" না দেয়ায় ছাত্রদল ক্যাডারদের হাতে সংখ্যালঘু যুবক প্রহৃত, হাসপাতালে

কুমিল্লা, ৬ নবেম্বর, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ দশ হাজার টাকা 'বিবাহ চাঁদা' না দেয়ায় জামিনে মুক্ত ছাত্রদল ক্যাডাররা সংখ্যালঘু বর স্বপন চন্দ্র দে কে পিটিয়ে মারাত্মকভাবে আহত করেছে। গতমাসে এই ছাত্রদল ক্যাডাররা র‍্যাবের হাতে ধরা পড়েছিল। স্বপনের বিয়ের লগ্ন শনিবার রাত ২টায় হলেও সে এখন হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে। কুমিল্লার দুর্গাপুরে দিঘির পাড় চৌমুহনীতে শনিবার বিকালে এ হামলার ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, দুর্গাপুরের গৌরাঙ্গ চন্দ্র দের ছেলে স্বপন চন্দ্র দের সঙ্গে বরুড়ার কাশেড্ডা গ্রামের তরুণ সেনের মেয়ে পাখির বিয়ে শনিবার নির্ধারিত হয়। শাস্ত্র মতে লগ্ন নির্ধারিত শনিবার রাত ২টায়। সে অনুযায়ী স্বপন ২ দিন অভুক্ত রয়েছে এবং বিয়ের সকল আনুষ্ঠানিকতাও সম্পন্ন হয়েছে। শনিবার বিকালে বর স্বপন চন্দ্র দে দিঘির পাড় চৌমুহনীতে কেনাকাটা করতে গেলে ঘোড়ামাড়া গ্রামের মন্তাজ ড্রাইভারের দুই ছেলে ছাত্রদল ক্যাডার মোঃ ইউনুস ও জহিরুল ইসলাম বর স্বপনের কাছে ১০ হাজার টাকা দাবি করে বলে বিয়ে করতে হলে টাকা দিতে হবে। এরপরই ইউনুস ও জহিরের নেতৃত্বে সন্ত্রাসীরা স্বপনকে পিটিয়ে, কিলঘুষি মেরে মারাত্মকভাবে আহত করে। আহত স্বপন চন্দ্র দে কে শহরের একটি প্রাইভেট হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তার অবস্থা গুরুতর।

আহত স্বপনের বোন সোমা জানায়, শনিবার রাত '২টায় স্বপনের বিয়ের লগ্ন নির্ধারিত রয়েছে। রাতে তাকে কোনভাবে বিয়ের মণ্ডপে নিয়ে যাওয়া হবে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৭ নবেম্বর ২০০৪

(২৫৩৫)
মন্দিরের সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ আগৈলঝাড়ায় ২৪ জন আহত

বরিশাল ও আগৈলঝড়া প্রতিনিধি ঃ আগৈলঝাড়া উপজেলার উত্তর চাত্রিশিরা গ্রামে গতকাল শনিবার একটি মন্দিরের জায়গা দখলকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে ২৪ জন আহত হয়েছে। এদের মধ্যে গুরুতর আহত ১৮ জনকে স্থানীয় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও বরিশাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে।

জানা গেছে, উপজেলার সোমাইরপাড় গ্রামের শ্রীমতি বাড়ৈ ১৯৭৯ সালে শ্রী শ্রী হরিমন্দির সেবাশ্রমের নামে ৩ একর ৯০ শতাংশ জমি দলিল করে দিলে সেখানে মন্দির নির্মাণ করে নিয়মিত পূজা-অর্চনা চলতো।

গতকাল শনিবার ৬ নবেম্বর সকালে উত্তর চাত্রিশিয়া গ্রামের মহব্বত আলী বখতিয়ার (৭০) এর পুত্র মোনায়েম বখতিয়ার (৩৫) একদল লাঠিয়াল নিয়ে মন্দিরের সম্পত্তি দখল করতে গেলে মন্দির কর্তৃপক্ষ এবং দাতার উত্তরাধিকারী অটল বাড়ৈ (৪৫) তাদের বাধা দেয়। এক পর্যায়ে উভয় পক্ষে সংঘর্ষ বাধে।

প্রায় ২ ঘন্টাব্যাপী সংঘর্ষে মহিলাসহ ২৪ জন আহত হয়। জানা গেছে, মোনায়েম ১৯৭২ সালে শ্রীমতি বাড়ৈর পুত্র ডায়েরী বাড়ৈর কাছ থেকে ৩.৯০ একর সম্পত্তি দখলের চেষ্টা চালিয়ে আসছে। এ নিয়ে শ্যামল বাড়ৈ মন্দিরের পক্ষে মামলা করলে তিনবার মন্দিরের পক্ষে আদালত রায় দেয়। গতকাল সংঘর্ষের সময় অনেক মহিলাকেও মারধর ও লাঞ্ছিত করেছে মোনায়েমের দলবল। থানায় এ ব্যাপারে কেউ কোনো মামলা বা অভিযোগ দায়ের করেনি। এ নিয়ে এলাকায় পরস্পর বিরোধী বক্তব্য পাওয়া গেছে।

ভোরের কাগজ, ৭ নবেম্বর ২০০৪

(২৫৩৬)
ধামরাইয়ের পল্লীতে হামলা, লুটপাট আহত ১২
ক্ষতিগ্রস্তরা বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে

সাভার সংবাদদাতা ঃ ধামরাইয়ের নান্নার ইউনিয়নের গোপালপুর গ্রামে ধর্মীয় স্থান দখলে বাধা দেয়ায় গত ২ নবেম্বর সন্ত্রাসীরা বাড়িঘরে হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভাঙচুর, লুটপাট এবং লোকজনকে বেধড়ক পিটিয়ে মারাত্মক আহত করেছে। এ ঘটনায় থানায় মামলা দায়ের হলেও পুলিশ অদ্যাবধি আসামিদের গ্রেফতারের ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। উপরন্তু সন্ত্রাসীদের হত্যার হুমকির কারণে ১০টি পরিবারের লোকজন বাড়িঘর ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে বেড়াচ্ছে। আর যারা এলাকায় অবস্থান করছেন, তারা রয়েছেন চরম আতংকের মধ্যে। সংশ্লিষ্ট

একাধিক সূত্রে প্রাপ্ত অভিযোগে জানা গেছে, এলাকার মৃত হাফেজ উদ্দিনের পুত্র লাল মিয়া ও তার দলবল ভুয়া কাগজপত্রের মাধ্যমে এলাকার হিন্দু সম্প্রদায়ের মন্দির ও শ্মশানের জমি ও পুকুর দখলের জন্য দীর্ঘদিন যাবৎ চেষ্টা চালিয়ে আসছে। গত বছরের ৫ ডিসেম্বর ঐ চক্রটি মন্দিরের পুকুর থেকে লক্ষাধিক টাকার মাছ লুট করে নিয়ে যায়। এছাড়া সন্ত্রাসীরা মন্দিরের পাশ থেকে জোরপূর্বক ৮/১০ ট্রাক মাটি কেটে নিয়ে যায়। এ ঘটনায় ধামরাই থানায় মামলা দায়ের করা হয়। এ বছরের ১০ জানুয়ারি আদালতের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও চক্রটি ওই পুকুরে হানা দিয়ে প্রায় ১ লাখ টাকার মাছ লুট করে নিয়ে যায়। তাৎক্ষণিকভাবে পুলিশকে জানালে পুলিশ কার্যকরী কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। গত ২ নবেম্বর এ চক্রের সদস্য লাল মিয়া, ইব্রাহিম, জাহাঙ্গীর, কাদের, মজিবর, জহুরুল গং আবারো শ্মশানের পুকুরে মেশিন লাগিয়ে পানি সেচে মাছ লুট করতে থাকে। এ কাজে বাধা দেয়ায় সন্ত্রাসীরা ৮/১০ হিন্দু বাড়িতে হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। এতে ৪ জন মহিলাসহ আহত হয় কমপক্ষে ১২ জন। মারধরের হাত থেকে ৭০ বছরের বৃদ্ধ নীলকমলও রেহাই পাননি। আহতদের মধ্যে ৬ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ ঘটনায় পরদিন ৩ নবেম্বর লক্ষণ বাদী হয়ে থানায় মামলা দায়ের করলেও পুলিশ অদ্যাবধি আসামিদের গ্রেফতার করেনি। ক্ষতিগ্রস্তরা ধর্মীয় সম্পত্তিসহ তাদের রক্ষার জন্য প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক, ১১ নবেম্বর ২০০৪

(২৫৩৭)
টাঙ্গাইলে পাঁচ মন্দিরে প্রতিমা ভাঙচুর

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি ঃ টাঙ্গাইল পৌর এলাকার কালিপুরে দুস্কৃতকারীরা পাঁচটি মন্দিরের মূর্তি ভাঙচুর করেছে। এ ঘটনা ধামাচাপা দিতে স্থানীয় প্রশাসন ও প্রভাবশালীদের চাপের মুখে ভাঙচুরকৃত মূর্তিগুলো নদীতে ডুবাতে বাধ্য করেছে। এতে সংখ্যালঘু পরিবারদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

জানা গেছে, গত সোমবার রাতে দুস্কৃতকারীরা পৌর এলাকার কালিপুর ওয়ার্ডের কালিপুর প্রাইমারী স্কুল মাঠ মন্দির, পূর্বপাড়া কর্মকারপাড়া মন্দির, সাহাপাড়া মন্দির, মধ্যপাড়া মন্দির ও নয়াপাড়া মন্দিরের গেটের তালা ভেঙে ফেলে ও অন্যান্য মূর্তির মাথা ভেঙে ফেলে। গত মঙ্গলবার সকালে এলাকাবাসী মন্দির ও মূর্তি ভাঙচুর দেখে উত্তেজিত হয়ে পড়ে।

আজকের কাগজ, ১১ নবেম্বর ২০০৪

(২৫৩৮)
ঘটনাস্থল ঃ বীরগঞ্জ
আরও হামলার আশঙ্কা করছে কমলের পরিবার

জেলা বার্তা পরিবেশক, দিনাজপুর ঃ বীরগঞ্জের সুজালপুরে নিরীহ কমল কুমার রায়ের (কমলা কান্ত) বাড়িতে একদল সন্ত্রাসী বর্বরোচিত হামলা চালিয়ে মালামাল লুটপাটের ঘটনায় ৮ দিন পরও পুলিশ হোতাদের গ্রেফতার করতে পারেনি। পরিবারের সদস্যরা চরম আতঙ্কের মধ্যে আছে। আবার হামলার আশঙ্কায় সন্ত্রাসীদের তছনছ করা জিনিসপত্র গোছানোর সাহসও পাচ্ছে না পরিবারের সদস্যরা। সোমবার দুপুরে বীরগঞ্জ পৌরসভার সুজালপুর হাজীপাড়া এলাকায় গিয়ে দেখা যায়, কমল কুমার রায়ের বাড়িতে ঘটে যাওয়া সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের চিহ্ন। স্ত্রী কানন রানী বাড়িতে চুলা জ্বালায়নি এখনও। সিঁথির সিঁদুর, কানের দুল, নাকের ফুল ও দু'হাতের শাঁখা কিছুই নেই। সেদিনের ঘটনার বিবরণ জানতে চাইলে কানন রানী রায় (৪৫) ফুঁপে ফুঁপে কেঁদে উঠছিলেন। তিনি জানান, গত ২ নবেম্বর দুপুরে বাহিরে শব্দ শুনে দরজার দিকে আসতেই দেখেন বাড়ির বাঁশের সীমানা বেড়া ভেঙে ৩০/৪০ সশস্ত্র লোক তার বাড়ির সীমানার ভেতরে প্রবেশ করছে। তিনি কোন কিছু বুঝে উঠার আগেই এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসী দাদন ব্যবসায়ী মাজেদুর রহমান মাজু পিস্তল বের করে কানন রানীর কপালে ঠেকায়। এরপর তাকে প্রথমে বাড়ির উঠানে আম গাছে বেঁধে বেদম প্রহার করে।

এরপর তার সঙ্গে আসা অন্যান্য সশস্ত্র সন্ত্রাসী বাড়ির ৪টি কক্ষের আসবাবপত্র ভাঙচুর করে উঠানে ফেলতে থাকে। এরপর সন্ত্রাসীরা পার্শ্ববর্তী আবদুস সামাদের (হাজী সাহেব) চাতালে নিয়ে কানন রানীর ওপর বর্বরোচিত নির্যাতন চালায়। মুমূর্ষু অবস্থায় কানন রানীকে এক প্রতিবেশী বীরগঞ্জ প্রেস ক্লাবে নিয়ে যায়। সাংবাদিকরা কানন রানীকে বীরগঞ্জ হাসপাতালে ভর্তি করে এবং পুলিশকে খবর দেয়। খবর পেয়ে কানন রানীর স্বামী তহসিলদার কমল কুমার রায় (৫২) সুজালপুরের বাড়িতে গিয়ে দেখেন তারবাড়ি সন্ত্রাসীরা দখল করে নিয়েছে। কমল কুমার ও সাংবাদিকরা থানার ওসি কাঞ্চন আলী মাহমুদকে ঘটনাস্থলে যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানালে ওসি সাফ জানিয়ে দেন লিখিত এজাহার ছাড়া পুলিশ ঘটনাস্থলে যেতে পারে না।

পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘটনার সাড়ে ৩ ঘণ্টা পর। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার ও বাড়ি দখলমুক্ত করতে গড়িমসি করায় এলাকার লোকজন মারমুখী হয়ে উঠলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এসএম আশরাফুজ্জামান ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে দখলদারদের বাড়ি থেকে বের করে কমল কুমার রায়কে তার বাড়ি বুঝিয়ে দেন। বীরগঞ্জ থানা পুলিশ কমল রায়ের এজাহারটি দ্রুত বিচার আইনের মামলা হিসেবে গ্রহণ করেছে। কিন্তু ৮ দিন অতিবাহিত হলে পুলিশ ঘটনার মূল হোতাদের গ্রেফতার না করে নুরেজা গেদি (৪০)। নামে এক মহিলাকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশের সঙ্গে আসামিদের সখ্য আছে বলে এলাকাবাসী অভিযোগ করে।

সংবাদ, ১১ নবেম্বর ২০০৪

(২৫৩৯)
নবাবগঞ্জে সংখ্যালঘু বাড়িতে হামলা ঃ একজনকে হত্যা
ঘটনার ৪ দিন পরও কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ

নবাবগঞ্জ (ঢাকা) প্রতিনিধি ঃ ঢাকার নবাবগঞ্জ উপজেলার নয়নশ্রী ইউনিয়নের ভোরাখালী গ্রামের উপেন্দ্র মোহন বালোর বাড়িতে হামলা চালিয়ে গুলি করে একজনকে হত্যা ও অন্য তিনজনকে কুপিয়ে জখম করার ১২ দিন পরও পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি।

জানা গেছে, নয়নশ্রী ইউনিয়নের বাংলাবাজার ভোরাখালী, ঘোষপাড়া, তাসুল্লা, ভাওয়াডুবি, বিলপল্লী ও চরতুতাইল গ্রামের পাঁচ শতাধিক পরিবার সন্ত্রাসী সেলিম, মোশারফ ও মোয়াজ্জেম বাহিনীর কাছে দীর্ঘদিন ধরে জিম্মি হয়ে আছে। প্রতি মাসে চাঁদা না দিয়ে রাতের বেলা সন্ত্রাসীরা এসে ভয়ভীতি দেখায় ও মহিলাদের শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক ব্যক্তি বলেন, স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান হাবিবুর রহমান পান্নুকে জানানোর পরও কোনো প্রতিকার হয়নি। হিন্দু এক মহিলার অভিযোগ সন্ত্রাসীদের হুমকির মুখে তাদের নিরাপত্তাহীনভাবে বাস করতে হচ্ছে। ২০ হাজার টাকা চাঁদা দিতে না পারায় লক্ষীপূজা করতে দেয়নি সন্ত্রাসীরা।

এলাকাবাসীর ধারণা, এই সন্ত্রাসীদের সঙ্গে ইউপি চেয়ারম্যানের সখ্যতা রয়েছে। পর্দার আড়ালে থেকে তিনি এসব সন্ত্রাসী কার্যকলাপ করান বলে অনেকে অভিযোগ করেন।

এ ব্যাপারে ওসি সামছুল হক বলেন, এসব সন্ত্রাসী ধরার জন্য পুলিশ অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। তবে তাদের সঠিক গন্তব্য খুঁজে না পাওয়ায় গ্রেফতার করা যাচ্ছে না। আর ইউপি

চেয়ারম্যান পান্নু তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, সন্ত্রাসীরা তাকেও হত্যার হুমকি দিচ্ছে টেলিফোনে। তবে সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের জন্য প্রশাসনের সঙ্গে তিনিও সহযোগিতা অব্যাহত রেখেছেন।

উল্লেখ্য, গত ৩০ অক্টোবর গভীর রাতে ভোরাখালী গ্রামে উপেন্দ্র মোহন বালোর বাড়িতে নির্মমভাবে একজনকে হত্যা করে সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়।

প্রথম আলো, ১২ নবেম্বর ২০০৪

(২৫৪০)
বাগেরহাটে কালী প্রতিমা ভাঙচুর ঃ থানায় অভিযোগ দায়ের

বাগেরহাট, ১১ নবেম্বর, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বাগেরহাট জেলা শহরের উপকণ্ঠে ফুলতলা গ্রামে বুধবার গভীর রাতে অজ্ঞাতনামা দুর্বৃত্তরা শত বছরের প্রাচীন একটি মন্দিরের কালী প্রতিমা ভাঙচুর করেছে। এ ব্যাপারে গৃহকর্তা দেবব্রত দেব ওরফে হাবু সংশ্লিষ্ট সদর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগে উল্লেখ করা হয়, কালীপূজা উপলক্ষে নির্মিত কালী প্রতিমার মাথা, হাত-পা কে বা কারা গভীর রাতে ভেঙ্গে ফেলে। ভোরে মন্দিরে গেলে তারা এ ঘটনা জানতে পারে। এদিন সকালে জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারসহ হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১২ নবেম্বর ২০০৪

(২৫৪১)
বাগেরহাটে অপহরণ মামলা তুলে না নেয়ায় কিশোরীর বাবা-মাকে কুপিয়ে জখম

বাগেরহাট, ১২ নবেম্বর, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ কিশোরী অপহরণের মামলা প্রত্যাহার না করায় মামলার বাদীর পিতা-মাতাকে সন্ত্রাসীরা কুপিয়েছে। শুক্রবার তাদের বাগেরহাট সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। জেলার কচুয়া উপজেলার উত্তর মঘিরা গ্রামে বৃহস্পতিবার রাতে এ ঘটনা ঘটে। আহতরা জানান, গত ৩০ অক্টোবর রাতে বিমল ঘরামীর মেয়ে করবী ঘরামী (১৪) প্রকৃতির ডাকে ঘরের বাইরে বের হলে স্থানীয় চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা তাকে অপহরণ করে। এ ঘটনায় করবীর মা কাজল রানী বাদী হয়ে পরদিন সংশ্লিষ্ট কচুয়া থানায় মামলা করে। এরপরই অপহরণকারীর পরিবারকে উল্টো নানা অত্যাচার-নির্যাতনসহ হুমকি দিতে থাকে। মামলা তুলে না নিলে প্রাণে শেষ করে ফেলার ঘোষণাও দেয় তারা। এ অবস্থায় গত মঙ্গলবার বাদী বাগেরহাটের সহকারী পুলিশ সুপারের কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা এবং মেয়ে উদ্ধারের জন্য আবেদন জানান। এর দু'দিন পর বৃহস্পতিবার রাতে কামালের নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী পুলিশের পরিচয় দিয়ে তাদের বাড়িতে চড়াও হয়ে বিমল ঘরামী ও তার স্ত্রী কাজল ঘরামীকে বেঁধে দা-চাইনিজ কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে জখম করে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৩ নবেম্বর ২০০৪

(২৫৪২)
প্রভাবশালীর রোষানলে পড়ে ঝালকাঠির ৭ সংখ্যালঘু পরিবার পথে বসেছে

দিলীপ মণ্ডল, ঝালকাঠি ঃ জেলার সদর উপজেলার কাপুরকাঠি গ্রামের ৭ সংখ্যালঘু পরিবার এক প্রভাবশালী ঘের মালিকের রোষানলে পড়ে পথে বসেছে। তছনছ হয়ে গেছে তাদের সাজানো সংসার। মাছের ঘের সম্প্রসারণের জন্য পরিবারগুলো আবাদী জমি দিতে

রাজি না হওয়ায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওই প্রভাবশালী ব্যক্তির পরিকল্পিত একটি সাজানো হত্যা ও গুম মামলায় ওই সাত পরিবারের ৭ জন কর্তা ব্যক্তির যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। মামলাকালে ওই ব্যক্তিদের পালিয়ে বেড়ানোর সুযোগে প্রভাবশালী ব্যক্তির লোকজন তাদের বাড়ি-ঘর লুট ও গাছপালা কেটে নিয়ে লাখ লাখ টাকার ক্ষতি করে। দীর্ঘদিন পলাতক থাকার পর প্রায় ১৪ মাস আগে যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্ত মনোরঞ্জন সিকদার, সুশীল মিস্ত্রী, নির্মল হালদার, গৌতম হালদার, জগদীশ হালদার ও মতি ওরফে নিমাই হালদার আদালতে আত্মসমর্পণ করে। এছাড়া মামলা চলাকালে গোপাল হালদারকে পুলিশ গ্রেফতার করে জেলে আটকে রাখে। মামলাটি যে ষড়যন্ত্রমূলক তা প্রমাণিত হয় মামলার রায় প্রকাশের এক মাস পর ২০০২ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর। মামলার কথিত খুন ও গুম হওয়া মাখনলাল শিকদার ভারত থেকে ঝালকাঠি আসার পথে আগৈলঝড়া থানার এসআই গোলাম মোস্তফার হাতে ধরা পড়ে। এ ঘটনার পর ওই সাজানো মামলায় সাজাপ্রাপ্ত ৭ ব্যক্তির পক্ষে সুশীলের স্ত্রী শোভা মিস্ত্রি ১৬ সেপ্টেম্বর মাখন শিকদার এবং ওই প্রভাবশালী ব্যক্তি সাবেক চেয়ারম্যান অলিউর রহমান হিরুসহ মামলার ৭ সাক্ষিকে আসামি করে মামলা দায়ের করেন; কিন্তু আজ পর্যন্ত ওই মামলার নিষ্পত্তি হয়নি বলে জানান ভুক্তভোগীরা।

এদিকে নিরপরাধ হাজতবাসীদের পক্ষে গোপাল হালদার উচ্চ আদালতে আপিল করলে আদালত ওই আপিল মঞ্জুর করে তাদের আগের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের রায় রদ করেন। তবে জটিলতার কারণে এ পর্যন্ত জেল থেকে ছাড়া পায়নি দণ্ডপ্রাপ্তরা। সংখ্যালঘু পরিবারগুলো এ হয়রানির সঙ্গে জড়িত প্রভাবশালী ব্যক্তি ও তার সহযোগীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে।

সংবাদ, ১৯ নবেম্বর ২০০৪

(২৫৪৩)
মধুপুরে আদিবাসী পীরেন হত্যা মামলার বিচার বিভাগীয় তদন্ত প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যান

টাঙ্গাইল, ১৮ নবেম্বর, সংবাদদাতা ঃ মধুপুর গড়ে পুলিশ ও বনরক্ষীদের গুলিতে নিহত চাঞ্চল্যকর আদিবাসী যুবক পীরেন ্লাল হত্যা মামলার বহুল আলোচিত বিচার বিভাগীয় তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিবেদনে এই হত্যার সঙ্গে পুলিশ ও বনবিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জড়িত থাকার অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি বলে উল্লেখ করায় আদিবাসী নেতৃবৃন্দ এই তদন্ত প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যান করেছেন। নিহত পীরেন ্লালের পিতা নেজেন্দ্র নকরেক গত বুধবার বিচার বিভাগীয় তদন্ত প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে আদালতে 'নারাজি' আবেদন করেছেন। গত ৩ জানুয়ারি মধুপুর গড়ে আদিবাসীদের ইকোপার্ক বিরোধী মিছিলে পুলিশ-বনরক্ষীরা গুলিবর্ষণ করলে ঘটনাস্থলেই পীরেন স্লাল নামক আদিবাসী যুবক নিহত ও আরও ২৫ জন আহত হয়। ঘটনার পর নিহত পীরেনের পিতা নেজেন্দ্র নকরেক বাদী হয়ে ১৪ জানুয়ারি টাঙ্গাইল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হত্যা মামলা দায়ের করেন। মামলায় টাঙ্গাইলের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা আবু হানিফ পাটোয়ারী, মধুপুর থানার তৎকালীন ওসি আবু জাফর আলমসহ পুলিশ ও বনবিভাগের ৯ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে আসামি করা হয়। আদালত ২১ জানুয়ারি মামলাটি বিচার বিভাগীয় তদন্তের জন্য প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট একেএম মোখলেসুর রহমানকে দায়িত্ব দেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট বাদী নেজেন্দ্র নকরোকসহ বাদীপক্ষের ১২ জনের এবং বিবাদী পক্ষের ৮ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ করেন। গত ২৬ আগস্ট ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। গত বুধবার (১৭ নবেম্বর) ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে এই তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ

করা হয়। বিচার বিভাগীয় এই তদন্ত প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে নিহত পীরেনের পিতা নেজেন্দ্র নকরেক গত বুধবারই আদালতে 'নারাজি' আবেদন দাখিল করেছেন। নারাজি আবেদনে নেজেন্দ্র নকরেক বলেন, তদন্তের দায়িত্বপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনা করে পক্ষাশ্রিত তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। এদিকে এই তদন্ত রিপোর্টকে প্রত্যাখ্যান করেছেন আদিবাসী নেতৃবৃন্দ।

আদিবাসী নেতা অজয় এ মৃ বলেন, ম্যাজিস্ট্রেট মোখলেসুর রহমানের তদন্ত প্রতিবেদনের প্রকৃত ঘটনা বের হয়ে আসেনি। আসামিরা সবাই সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী হওয়ায় তাদের পক্ষাবলম্বন করে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে। আমরা এই তদন্ত প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে আইনি লড়াইয়ের পাশাপাশি পীরেন স্নাল হত্যার বিচারের দাবিতে মাঠ পর্যায়ে আন্দোলন গড়ে তুলব।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৯ নবেম্বর ২০০৪

(২৫৪৪)
নাটোরের গ্রামে আদিবাসীদের ওপর হামলা ঃ বাড়িঘর ছেড়ে যাওয়ার আল্টিমেটাম

নাটোর, ১৮ নবেম্বর, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ নাটোরের আনাদিঘা গ্রামের উরাও সম্প্রদায়ের আদিবাসীদের দিন কাটছে এখন আতঙ্কে। বৃহস্পতিবার সকালে উরাও সম্প্রদায়ের রামনাথ, অরুণ ও সুকুমার এসেছিল স্থানীয় সাংবাদিকদের কাছে তাদের ওপর নির্যাতন আর নিপীড়নের কাহিনী শোনাতে। আদিবাসীদের জমি-জিরাত দখল করতে সন্ত্রাসীরা আদাজল খেয়ে মাঠে নেমেছে। এর আগে বিশ পরিবারকে তারা উচ্ছেদ করেছে জাল দলিলের মাধ্যমে জমি-বসতভিটা দখল করে। এখন চলছে হুমকির পর হুমকি আর মারপিট। তারা জানায়, গত ৪ নবেম্বর বিকালে লিয়াকত ও মসলেমের নেতৃত্বে সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা চড়াও হয় আদিবাসী পল্লীতে। বাড়িঘর ভাঙচুরের পর তারা আদিবাসী নারীদের পৃথক স্থানে আটক রেখে বিবস্ত্রসহ বেধড়ক মারপিট ও কুপিয়ে জখম করে। এতে আহত হয় অন্তত ২০ জন। মালতীবালা ও মতিবালাকে গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও সন্ত্রাসীদের শাসানির ভয়ে মামলা করা তো দূরে থাক, ঘটনার কথা কাউকে বলতে পর্যন্ত পারেনি।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৯ নবেম্বর ২০০৪

(২৫৪৫)
ধামরাইয়ে ৮০টি সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর হামলায় জড়িত কাউকে পুলিশ ধরেনি

কাগজ প্রতিবেদক ঃ ধামরাই উপজেলার নান্নার ইউনিয়নের গোপালপুর গ্রামে পুকুরে মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে ৮০টি সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর সন্ত্রাসী হামলার ঘটনায় জড়িত কাউকে পুলিশ এখনো গ্রেফতার করতে পারেনি। সন্ত্রাসী হামলায় সংখ্যালঘু পরিবারের ১৪ জন সদস্য আহত এবং ব্যাপক ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে। গত ৪ নবেম্বর স্থানীয় ইউএনওকে স্মারকলিপি প্রদান করা হলেও পুলিশের নীরব ভূমিকায় সন্ত্রাসীরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। হিউম্যান রাইটস কংগ্রেস ফর বাংলাদেশ মাইনরিটিস (এইচআরসিবিএম)-এর একটি প্রতিনিধিদল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।

ভোরের কাগজ, ২০ নবেম্বর ২০০৪

(২৫৪৬)
রামপালের নির্যাতিত আ. লীগ নেত্রী ছবি রানীকে হত্যার হুমকি

বাগেরহাট প্রতিনিধি ঃ বাগেরহাটের রামপালের নির্যাতিত আওয়ামী লীগ নেত্রী ছবি রানী মণ্ডলকে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়েছে। দীর্ঘদিন এলাকার বাইরে থেকে সম্প্রতি এলাকায় ফেরার পর ছবি রানী এই হুমকির শিকার হলেন। শুক্রবার রাতে ছবি রানী এই অভিযোগ এনে গোলাম কিবরিয়া নামে স্থানীয় এক আওয়ামী লীগ নেতার বিরুদ্ধে রামপাল থানায় সাধারণ ডায়েরি করেছেন।

এজাহারে ছবি রানী উল্লেখ করেন যে, তাকে নির্যাতনের মামলার আসামিদের সঙ্গে যোগাসাজশে মামলা মিট মীমাংসার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে কিবরিয়া তাকে হত্যার হুমকি দেয়। রামপাল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ মতিয়ার রহমান জানান, শুক্রবার রাতে ছবি রানী থানায় জিডি করার আগে গত ১৮ নবেম্বর উক্ত কিবরিয়া ছবি রানীর বিরুদ্ধে তাকে হত্যার হুমকিসহ বিভিন্ন অভিযোগ এনে একটি জিডি করেছে। পুলিশ উভয় জিডি আমলে এনে তদন্ত করে দেখছে।

ভোরের কাগজ, ২১ নবেম্বর ২০০৪

(২৫৪৭)
চকরিয়ায় মন্দিরে সন্ত্রাসী হামলা ঃ মূর্তি ভাঙচুর, আহত ১০

স্টাফ রিপোর্টার, কক্সবাজার ঃ শুক্রবার রাতে চকরিয়া পৌর এলাকার নাথপাড়ায় একদল সন্ত্রাসী একটি মন্দিরে হামলা চালায়। তারা কালী মন্দিরের ৪টি মূর্তি ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিয়েছে। তাদের হামলায় আহত হয়েছে ১০ পূজারী। ২৫/২৬ সশস্ত্র সন্ত্রাসী ঘটিয়েছে এ ঘটনা। এলাকাবাসী জানিয়েছে, শুক্রবার বিকালে নাথপাড়ার সোনারাম নাথের সঙ্গে মিশু মিয়া নামের এক যুবকের কথা কাটাকাটির জের ধরে সংখ্যালঘুদের মন্দিরে হামলার ঘটনাটি ঘটে। এ ব্যাপারে চকরিয়া থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, প্রথম আলো, দৈনিক ইত্তেফাক, ২১ নবেম্বর ২০০৪

(২৫৪৮)
কুড়িগ্রামের মাঝিপাড়ায় ৮৫ হিন্দু পরিবার সন্ত্রাসী আতঙ্কে

প্রতিনিধি, কুড়িগ্রাম ঃ কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার যাত্রাপুর ইউনিয়নের মাঝিপাড়া গ্রামে একদল চিহ্নিত সন্ত্রাসীর কর্মকাণ্ডে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। সন্ত্রাসীদের ভয়ে রাতের ঘুম হারাম হয়ে গেছে অনেকের। পুরুষরা রাতে মাছধরা বন্ধ করে দিয়েছে। এ ব্যাপারে কেউ থানায় মামলা করা তো দূরের কথা, মুখ খুলতেও সাহস পাচ্ছে না। সন্ত্রাসীরা দীর্ঘদিন ধরে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়ে আসছে। গ্রামবাসীর অভিযোগ, সন্ত্রাসীরা চাঁদাবাজি, মাস্তানি, হত্যার হুমকিসহ নিরীহ লোকজনের ওপর অত্যাচার নির্যাতন চালাচ্ছে। তাদের ভিটেমাটি ছাড়া করার হুমকির কারণে মাঝিপাড়ার ৮৫টি হিন্দু পরিবার এখন আতঙ্কিত। মাঝিপাড়া গ্রামের কিশোরী, যুবতী ও মহিলারা তাদের সম্ভ্রমহানির আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত।

কুড়িগ্রাম শহরের জিরোপয়েন্ট থেকে ১০ কিলোমিটার পূর্বদিকে সদর উপজেলার যাত্রাপুর ইউনিয়নের মাঝিপাড়া গ্রাম। গ্রামের ৮৫টি মাঝি পরিবার মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে। সম্প্রতি ওই গ্রামে সরেজমিন গিয়ে সন্ত্রাসী তানজিমুল হক, সাবেক ইউপি মেম্বার তাজুল ইসলাম, সোবহান আলী, হাজিরুদ্দিনসহ ১৫/২০ জনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কথা জানা যায়।

এলাকার পুরুষ ও মহিলারা জানান, পেশাগত কারণে এ গ্রামের কর্মক্ষম পুরুষরা রাতে মাছ ধরতে যাওয়ায় সারারাত গ্রামটি পুরুষশূন্য থাকে। এ সুযোগে সন্ত্রাসী তানজিমুলের নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ একটি গ্রুপ মদ্যপান অবস্থায় মাঝিপাড়ায় ঢুকে কিশোরী, তরুণী ও যুবতী মহিলাদের প্রায়ই সম্ভ্রমহানির চেষ্টা চালায়। তারা অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ ও উচ্ছেদের হুমকি দেয়। তাদের ভয়ে আতঙ্কিত মহিলারা ঘরের মধ্যে জড়োসড়ো হয়ে নিদ্রাহীন রাত যাপন করে। মাঝিপাড়ার অতুল চন্দ্র দাস (৪০), শ্যামল চন্দ্র দাসসহ (৩৮) আরও কয়েকজন জানান, তানজিমুল ও তার সন্ত্রাসী বাহিনীর অত্যাচারে আমরা গত বছর দুর্গাপূজার পর অষ্টপ্রহর অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে করতে পারিনি। তারা মদ্যপান অবস্থায় অনুষ্ঠান চত্বরে এসে জেনারেটর বন্ধ করে দিয়ে রাতের আঁধারে ধর্মীয় সভায় আসা মহিলাদের শ্লীলতাহানির চেষ্টা চালায়।

সন্ত্রাসীরা যখন-তখন মাঝিপাড়ায় ঢুকে মেয়েদের উত্যক্ত করে। এমনকি মেয়েদের তুলে নিয়ে যাওয়ার হুমকি পর্যন্ত দেয়। গ্রামবাসী জানায়, তানজিমুল দীর্ঘদিন ধরে যাত্রাপুর গরুরহাটে দালালিসহ চাঁদাবাজি, সরকারি রাস্তার গাছ কর্তনসহ নানা বেআইনি কাজ করে আসছে।

সংবাদ, ২১ নবেম্বর ২০০৪

(২৫৪৯)
কেরানীগঞ্জে সংখ্যালঘু পরিবারে সন্ত্রাসীদের হামলা লুট ঃ আহত ৫

প্রতিনিধি, কেরানীগঞ্জ ঃ কেরানীগঞ্জে সরকারদলীয় সন্ত্রাসীরা চাঁদা না পেয়ে এক সংখ্যালঘুর বাড়িতে তান্ডবলীলা চালিয়েছে। সন্ত্রাসীদের ধারালো ছুরির আঘাতে ৫ জন গুরুতর আহত হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে উপজেলার আপতিয়া গ্রামে শনিবার মধ্যরাতে স্বপন মণ্ডলের বাড়িতে।

বেশ কিছুদিন ধরে সরকারি দলের ক্যাডার গণি মোটর পার্টস ব্যবসায়ী স্বপন মণ্ডলের (৩৫) কাছে এক লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে আসছিল। শনিবার রাতে টাকা আনতে গেলে ব্যবসায়ী স্বপন মণ্ডল চাঁদা দিতে অস্বীকার করলে গণি ও তার সন্ত্রাসী বাহিনী তান্ডবলীলা চালায়। এ সময় সন্ত্রাসীরা নগদ ৩০ হাজার টাকা, ১০ ভরি স্বর্ণ ও আসবাবপত্রসহ মূল্যবান জিনিসপত্র নিয়ে যায়। সন্ত্রাসীদের বাধা দিতে গিয়ে সিন্ধু (২০), সুজিত (২৫), রণজিৎ (২৩), বীনা (১৭) ও রীনা (২০) ছুরিকাঘাতে আহত হয়।

সংবাদ, ২৩ নবেম্বর ২০০৪

(২৫৫০)
রাজৈরে ১৮ সংখ্যালঘু বাড়িতে ভাঙচুর, লুট
পুরুষ ও তরুণীরা এলাকাছাড়া, গ্রেফতার ১২

মাদারীপুর, ২৩ নবেম্বর নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গণপিটুনিতে এক চোর নিহত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে মাদারীপুরের রাজৈর থানার চৌয়ারীবাড়ি গ্রামে সংখ্যালঘুদের ১৮ বাড়িঘর ভাঙচুর ও লুটপাট হয়েছে। সহিংস ঘটনার পর ওই এলাকা ছেড়ে পালিয়ে গেছেন হিন্দু

সম্প্রদায়ের নারী-পুরুষরা। পুলিশ ওই ঘটনার পর ১২ জনকে গ্রেফতার করেছে। কিন্তু তারপরও সেখানে উত্তেজনা বিরাজ করছে।

পুলিশ, স্থানীয় লোকজন ও ক্ষতিগ্রস্তদের সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার রাতে চৌয়ারীবাড়ি গ্রামের আলকি বেপারীর জলাশয়ে মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে মঙ্গল হালদার ও তার সাঙ্গোপাঙ্গোদের লাঠির আঘাতে ছবেদ আলী গাজী (৬০) ও তার দুই পুত্র আহত হয়। সোমবার বিকেলে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ছবেদ আলী মারা যায়। সোমবার রাতে এ সংবাদ এলাকায় পৌঁছলে মুসলিম ও হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। সংবাদ পেয়ে রাজৈর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

ক্ষতিগ্রস্ত চপলা মণ্ডল, কৈতরী মণ্ডল, মালতি মণ্ডল, জানকী মণ্ডল, মালতি হালদার মঙ্গলবার দুপুরে সাংবাদিকদের জানান, সোমবার রাত ১০টার দিকে পুলিশ এলাকা থেকে চলে আসার পর ছবেদ আলীর সমর্থক দেড় থেকে ২শ' লোক সশস্ত্র অবস্থায় এলাকায় হামলা চালিয়ে যোগিন্দ্র মণ্ডল, মাধব মণ্ডল, কুটিশ্বর মণ্ডল, পরিতোষ মণ্ডল, সুরেন মণ্ডল, অমৃত মণ্ডল, গোবিন্দ মণ্ডল, মঙ্গল হালদার, মাহেন্দ্র হালদার, মাল্যবর হালদারের ১৮ ঘরে ভাঙচুর ও লুটপাট করে। এ সময় সন্ত্রাসীরা রান্নাঘরের ভাত-তরকারিও তছনছ করে এবং গবাদিপশু লুট করে।

এ ব্যাপারে সংখ্যালঘু ঐক্যপরিষদের সভাপতি এডভোকেট মনোরঞ্জন বালা বলেন, ক্ষতিগ্রস্তরা বাড়ি ভাঙচুরের ঘটনায় প্রতিপক্ষকে দায়ী করলেও প্রতিপক্ষ এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত নয় এবং এ ঘটনা নিজেরাই ঘটিয়ে অন্যদের ওপর দোষ চাপানোর চেষ্টা করছে। তিনি আরও জানান, মামলা-হামলার ভয়ে সংখ্যালঘু পুরুষ ও তরুণীরা এলাকা ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছে। মহিলা ও শিশুরা চরম আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে। তিনি বলেন, যেভাবেই ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে থাকুক আমি এর নিন্দা জানাই।

রাজৈর থানার ওসি খন্দকার সাঈদ জানান, একটি বাড়িতে কিছু ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। তবে যাদের ঘরবাড়ি ভাঙচুর হয়েছে তারা প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য নিজেরাই এ ঘটনা ঘটিয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে।

ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা গেছে, সংখ্যালঘু এলাকায় আতঙ্ক বিরাজ করছে। অনেক বাড়িতে দুপুরে রান্নাবান্না হয়নি। এদিকে নিহত ছবেদ আলীর আত্মীয়-স্বজন জানায়, ভাঙচুরের ঘটনায় তারা জড়িত নয়। নিজেরাই মালামাল সরিয়ে রেখে মিথ্যা লুটের মামলায় ফাঁসানোর জন্য এ ঘটনা ঘটিয়েছে। এদিকে রাজৈর থানা পুলিশ জানায়, ছবেদ আলী নিহত হওয়ায় এ পর্যন্ত ১২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৪ নবেম্বর ২০০৪

(২৫৫১)
পলাশে কোটি টাকার দেবোত্তর সম্পত্তি ২৭ বছরেও দখলমুক্ত হয়নি

এস এম জাকারিয়া, পলাশ (নরসিংদী) থেকে ঃ উপজেলার ডাঙ্গা ইউনিয়নের জয়নগর গ্রামে দেবতার নামে উৎসর্গ করা ১৪ বিঘা জমিসহ জমিদার বাড়িটি দীর্ঘ ২৭ বছরেও দখলমুক্ত হয়নি। আহম্মদ আলী নামে এক প্রভাবশালী এডভোকেট কয়েক কোটি টাকার এ দেবোত্তর সম্পত্তি জোরপূর্বক দখল করে রেখেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। জানা গেছে, ১৯৩৭ সালে লক্ষী নারায়াণ সাহা এলাকার হিন্দু সম্প্রদায়ের পূজাপার্বণ, নারায়ণ সেবা, সাহায্য সেবা এবং প্রসাদ বিতরণের লক্ষ্যে ডাঙ্গা মৌজার ৩১৯ নং খতিয়ানে ৩৮০/৩৮৮/৩৮৭/৩৯০/

৩৯৪/৩৯৫/৩৯৮ নং দাগে মোট ১৪ বিঘা জমি ও জমির ওপর যেসব সম্পদ ও স্থাপনা বিদ্যমান আছে সব কিছুই দেবতার নামে দান করেন।

দলিলে উল্লেখ আছে, লক্ষী নারায়ণ সাহার ৩ পুত্র বঙ্কু বিহারী সাহা, কুঞ্জ বিহারী সাহা ও পেরী মোহন সাহা এবং তাদের পরবর্তী বংশধররা এ সম্পত্তি সেবায়েত স্বরূপ ভোগদখল করতে পারবেন। কিন্তু কোন সময়ই এ সম্পত্তি বিক্রি করা যাবে না।

লক্ষী নারায়ণ সাহার মৃত্যুর পর তার দুই পুত্র বঙ্কু বিহারী সাহা ও কুঞ্জ বিহারী সাহা ভারতে চলে যান। অপর পুত্র পেরী মোহন সাহার পুত্র বৈদ্য নারায়ণ সাহা প্রতারণা করে ১৯৭৭ সালে কাজৈর দাসপাড়া গ্রামের তমিজ উদ্দীনের পুত্র এড. আহম্মদ আলী ও তার স্ত্রী জামিনা খাতুনের কাছে বাড়ির পাশের আংশিক জমি বিক্রি করে দেন বলে অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু ঐ জমি কেনা বৈধ নয় তা জেনেও এড. আহম্মদ তা ক্রয় করেন। এক পর্যায়ে আহম্মদ আলী রাতের আঁধারে মাস্তান ও লাঠিয়াল বাহিনীর সাহায্যে জমিদার বাড়িসহ পুরো সম্পত্তি দখল করে নেন। স্থানীয়ভাবে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন এ ব্যাপারে বিচার প্রার্থনা করলেও তৎকালীন সময়ে আহম্মদ আলীর দাপটে এর কোনো সুরাহা হয়নি।

পরবর্তী সময়ে এ সম্পত্তির সেবায়েত শচীন্দ্র চক্রবর্তী ১৯৭৮ সালের ২৮ মার্চ তদানীন্তন ঢাকা ২য় সাব-জজ আদালতে দেওয়ানি ৭৩/৭৮ নং মোকদ্দমা দায়ের করেন। এ মামলা ৮ বছর ঢাকার আদালতে চলার পর নরসিংদী জেলা জজ আদালত স্থাপিত হলে ১৯৮৫ সালে মামলাটি সেখানে পাঠানো হয়। এ কোর্টে ৩৬৬/৮৫ নং মামলা হিসেবে চলার পর ১৯৯৩ সালের ১৮ মার্চ তৎকালীন জজ হারুন-অর রশিদ মজুমদার রায়ে বিবাদীর অনুকূলে আংশিক ডিক্রি জারি করেন। অন্যদিকে নালিশা তফসিলের ভূমি বাদীর অনুকূলে দেবোত্তর সম্পত্তি মর্মে ঘোষণা করা হয়। পরস্পরবিরোধী এ রায়ের কারণে এলাকায় চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এরপর ১৯৯৩ সালেই এ রায়ের বিরুদ্ধে আদালতে ক্রস আপিল দাখিল করা হয়। কিন্তু ক্রস আপিল মামলার দীর্ঘ ১১ বছর পার হতে চললেও অজ্ঞাত কারণে এর কোনো কূল-কিনারা হচ্ছে না।

সূত্র আরো জানায়, এ সম্পত্তি ও বাড়ির ওপর সরকার কর্তৃক ১৪৪ ধারা জারি থাকলেও এড. আহম্মেদ আলী স্থানীয় কিছু সন্ত্রাসীর সহযোগিতায় এ জমি থেকে বড়ো গাছ ও পুকুরের মাছ বিক্রি করে ফেলেন। এ ব্যাপারে সেবায়েত সংগ্রাম চক্রবর্তী ২০০০ সালের ৩০ নবেম্বর আহম্মদ আলীর বিরুদ্ধে একটি ভায়োলেশন মামলা রুজু করেন। বর্তমানে এ মন্দিরের জমি ও বাড়ির ওপর দুটি মামলা চলছে। ডাঙ্গা ও আশপাশের গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ের বিভিন্নভাবে চাঁদা দিয়ে মামলার খরচ যোগাচ্ছে।

ভোরের কাগজ, ২৭ নবেম্বর ২০০৪

(২৫৫২)
গৌরীপুর সরকারি কলেজের মন্দিরে পূজা অনুষ্ঠানে অধ্যক্ষের বাধা! পুলিশ তালা ভেঙে পূজার আয়োজন করেছে

গৌরীপুর (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি ঃ গৌরীপুর সরকারি কলেজের ভেতরে অবস্থিত দেড় শ বছরের পুরনো মন্দিরে গতকাল শুক্রবার বার্ষিক পূজা অনুষ্ঠান বন্ধ করে দিয়েছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ। রাসপূজার সব আয়োজন শেষ হওয়ার পর বোমা হামলার হুমকির কথা বলে মন্দিরে ঢোকার গেট বন্ধ করে দেওয়ার পর পুলিশ রাতে তালা ভেঙে পূজা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে।

পূজা উদযাপন কমিটি সূত্রে জানা গেছে, গৌরীপুর সরকারি কলেজের ভেতরে অবস্থিত শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ পূজামন্দিরে বার্ষিক উৎসবের অংশ হিসেবে গত দেড় শ বছর ধরে প্রতিবছর রাসপূজার আয়োজন করা হচ্ছে। এবারই প্রথমবারের মতো মন্দিরটিতে পূজা আয়োজনে বাধা এল।

পূজা আয়োজনে বাধা দেওয়ার কারণ হিসেবে কলেজের অধ্যক্ষ আবদুস সোবহান প্রথম আলোকে বলেন, তার কাছে এক মাস আগে লিখিত হুমকি এসেছে, মন্দিরে পূজা অনুষ্ঠিত হলে বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু এ ব্যাপারে তিনি থানায় কোনো অভিযোগ করেননি। এমনকি পূজা উদযাপন কমিটিকেও কিছু জানাননি।

পুলিশ গত রাতে মন্দিরে ঢোকার চেষ্টা করলে ভেতর থেকে পুলিশকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। মন্দিরে পূজা বন্ধ করে দেওয়ায় ক্ষুব্ধ স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায় ও পূজা উদযাপন কমিটি গতকাল মাইকিং করে বিক্ষোভ সমাবেশ ও সংবাদ সম্মেলনের ডাক দেয়। পরে রাত সাড়ে ৯টার দিকে এসপির নির্দেশে গৌরীপুর থানা পুলিশ স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের উপস্থিতিতে মন্দিরের গেট ভেঙে ফেলে।

প্রথম আলো, ২৭ নবেম্বর ২০০৪

(২৫৫৩)
রূপগঞ্জে চাঁদা না দিলে হরিনাম সংকীর্তন উৎসবে হামলার হুমকি

রূপগঞ্জ, ২৮ নবেম্বর, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রূপগঞ্জে হরিনামযজ্ঞ ও মহোৎসব উপলক্ষে সন্ত্রাসীরা চাঁদা দাবি করেছে। দাবিকৃত চাঁদা না দিলে অনুষ্ঠানে হামলার হুমকি দিয়েছে সন্ত্রাসীরা। আয়োজক কমিটি সূত্র জানায়, রূপগঞ্জ উপজেলার নাওড়া পূর্বপাড়া গ্রামে গত ৫ বছর করে হরিনামযঞ্জ ও মহোৎসবের আয়োজন করা হয়। এ বছরও ১ ডিসেম্বর থেকে শুরু হতে যাচ্ছে এ মহোৎসব। মহোৎসব উপলক্ষে স্থানীয় সন্ত্রাসী আজিজ ও তার বাহিনী কয়েক দিন ধরে আয়োজকদের কাছে মোটা অঙ্কের চাঁদা দাবি করে আসছে। চাঁদা না দিলে অনুষ্ঠানস্থলে হামলা চালানোর হুমকি দিয়েছে সন্ত্রাসীরা। সন্ত্রাসীদের অব্যাহত হুমকির মুখে স্থানীয় ১শ' সংখ্যালঘু হিন্দু পরিবার আতঙ্কে রয়েছে বলে পূজা কমিটির নেতারা সাংবাদিকদের জানান।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৯ নবেম্বর ২০০৪

(২৫৫৪)
ধামরাইয়ে মন্দিরের জায়গা দখলে বাধা দেয়ায় হামলা ঃ হত্যার হুমকি

নিজস্ব সংবাদদাতা, সাভার ঃ ধামরাইয়ের নান্নার ইউনিয়নের গোপালপুর গ্রামে ধর্মীয় স্থান দখলে বাধা দেয়ায় সম্প্রতি সন্ত্রাসীরা এলাকার সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়িঘরে হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভাঙচুর, লুটপাট এবং লোকজনকে বেধড়ক পিটিয়ে ও কুপিয়ে আহত করেছে। এ ঘটনায় থানায় মামলা দায়ের হলেও পুলিশ আসামীদের গ্রেফতারের ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। উপরন্তু, সন্ত্রাসীদের হত্যার হুমকির কারণে ১০ পরিবারের লোকজন বাড়িঘর ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। আর যাঁরা এলাকায় অবস্থান করছেন, তাঁরা রয়েছেন চরম আতঙ্কের মধ্যে। স্থানীয় এক প্রভাবশালী বিএনপি নেতার ছত্রছায়ায় চলছে এ সন্ত্রাসী কাণ্ড।

সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্রে জানা গেছে, এলাকার মৃত হাফেজ উদ্দিনের পুত্র লাল মিয়া ও তার দলবল ভূয়া কাগজপত্রের মাধ্যমে মন্দির ও শ্মশানের জমি, পুকুর প্রভৃতি দখলের জন্য দীর্ঘদিন যাবত চেষ্টা চালিয়ে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় চক্রটি গত বছরের ৫ ডিসেম্বর মন্দিরের পুকুর থেকে লক্ষাধিক টাকার মাছ লুট করে নিয়ে যায়। এছাড়া সন্ত্রাসীরা মন্দিরের পাশ থেকে

জোর করে ৮/১০ ট্রাক মাটি কেটে নিয়ে যায়। সন্ত্রাসীদের এ অপতৎপরতায় বাধা দেয়ায় ওই সময় গ্রামের প্রায় ৮০ হিন্দু পরিবারকে এলাকা থেকে বিতাড়িত করার হুমকি দেয়া হয়। এ ঘটনায় থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়। অভিযোগ রয়েছে, তদন্ত কর্মকর্তা মিরাজ আসামীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আদালতে দুর্বল চার্জশিট প্রদান করেছেন। যার প্রেক্ষিতে আসামীরা সহজেই মুক্তি পেয়ে যায়। এ বছরের ১০ জানুয়ারি আদালতের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও চক্রটি ওই পুকুরে হানা দিয়ে প্রায় এক লাখ টাকার মাছ লুট করে নিয়ে যায়। ঘটনাটি তাৎক্ষণিক পুলিশকে অবহিত করা হলেও কোন প্রকার ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

এদিকে থানা-পুলিশের নেপথ্য সহযোগিতার কারণে সন্ত্রাসী চক্রের লালমিয়া, ইব্রাহীম, জাহাঙ্গীর, কাদের, মজিবর, জহুরুল, জিয়াউর, মালেক, হাশেমসহ অজ্ঞাত আরও ৭/৮ জন ২ নবেম্বর সকাল সাড়ে দশটার দিকে আবারও শ্মশানের পুকুরে মেশিন লাগিয়ে পানি সেচে মাছ লুট করতে থাকে। তাদের এ কাজে বাধা দেয়ায় বেলা ১১টার দিকে সন্ত্রাসীরা বিভিন্ন অস্ত্রসস্ত্র নিয়ে ৮/১০ হিন্দু বাড়িতে হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভাঙচুর, লুটপাট ও বাড়ির লোকদের প্রচণ্ড মারধর করে। এতে ৪ মহিলাসহ আহত হয়েছে কমপক্ষে ১২ জন। মারধরের হাত থেকে ৭০ বছরের বৃদ্ধ নীলকমলও রেহাই পাননি। সন্ত্রাসীরা মহিলাদের বিবস্ত্র করে ফেলে। কয়েকজনকে দা দিয়ে কোপানো হয়। এ ঘটনায় পরদিন লক্ষণ বাদী হয়ে থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। পুলিশ অদ্যাবধি আসামীদের গ্রেফতারের ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

অপরদিকে, লক্ষণসহ কয়েকজন এ প্রতিবেদককে জানান যে, চক্রটি তাঁদের পুনরায় এলাকায় দেখলে হত্যা করার হুমকি দিয়েছে। ফলে, তাঁরা বর্তমানে বাড়িঘর ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। অন্য যাঁরা এলাকায় অবস্থান করছেন, তাঁরাও রয়েছেন চরম আতঙ্কের মধ্যে। এদিকে সম্প্রতি সহকারী কমিশনার (ভূমি) মোঃ সানাউল হক এ সংক্রান্ত অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)-এর কাছে প্রেরিত এক তদন্ত প্রতিবেদনে লাল মিয়া গংদের কাগজপত্র ভূয়া বলে উল্লেখ করেছেন। একটি সূত্র জানায়, এ চক্রটির নেপথ্য সহযোগিতায় রয়েছে স্থানীয় প্রভাবশালী এক বিএনপি নেতা। ওই নেতাই নিয়ন্ত্রণ করছে পুলিশ প্রশাসন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৯ নবেম্বর ২০০৪

ডিসেম্বর - ২০০৪

(২৫৫৫)
কুলিয়ারচরে এক হিন্দু পরিবারের জমি দখল

প্রতিনিধি, কুলিয়ারচর (কিশোরগঞ্জ) ঃ কুলিয়ারচরের এক হিন্দু পরিবারের জমির ধান কেটে নিয়ে স্থানীয় মুসলিম পরিবারের কতিপয় লোক ওই জমিটিও দখল করে নিয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ঘটনাটি উপজেলার রামদী ইউনিয়নের আগরপুর গ্রামের।

জানা যায়, আমেরিকা প্রবাসী ড. জীবেন্দ্র চন্দ্র রায়ের বড় ভাই রমেন্দ্র চন্দ্র রায় দীর্ঘদিন ধরে ওই জমি ভোগদখল করে আসছিলেন। গত ৩০ নবেম্বর প্রতিবেশী সাচ্চু মিয়ার নেতৃত্বে ২০/২৫ জন লোক ওই ৪৫ শতক জমির আধাপাকা ধান কেটে নিয়ে জমি জবরদখল করে।

সংবাদ, ২ ডিসেম্বর ২০০৪

(২৫৫৬)
রাজাপুরে কালী মন্দির পুড়িয়ে দিয়েছে সন্ত্রাসীরা

ঝালকাঠি প্রতিনিধি ঃ ঝালকাঠির রাজাপুর উপজেলার রোলা গ্রামের সমীর চন্দ্র শীলের পারিবারিক কালীমন্দিরটি গত বুধবার প্রকাশ্য দিবালোকে পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এ সময় কিছু গাছও কেটে নেয়া হয়। একই গ্রামের মকবুল আকন (৪৬) এবং তার দু'পুত্র এনায়েত আকন (২৮) এবং ফরিদ আকন (১৫)-এর নেতৃত্বে এ ঘটনা ঘটিয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। সমীর চন্দ্র ও তার পরিবারবর্গকে ভিটেছাড়া করাই এ ঘটনার কারণ বলে জানা গেছে।

আজকের কাগজ, ৩ ডিসেম্বর ২০০৪

(২৫৫৭)
টাই বেঁধে মাদ্রাসায় ক্লাস নেয়ায়—

বাগেরহাট, ২ ডিসেম্বর, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জেলার চিতলমারীতে টাই বাঁধার অপরাধে ইংরেজি বিভাগের এক সংখ্যালঘু শিক্ষককে ছাত্রছাত্রীদের সামনে নির্মম শারীরিক নির্যাতন করা হয়েছে। এ ঘটনায় সেখানে শিক্ষার্থীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। তারা ক্লাস বর্জন করে রুমে রুমে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে। বৃহস্পতিবার এই ঘটনার প্রতিকার দাবি করে চিতলমারী উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এদিন ছাত্রছাত্রীরা ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে।

জানা গেছে, উপজেলার বড়বাড়িয়া রহমানিয়া ফাজিল মাদ্রাসার ইংরেজি বিভাগের প্রভাষক শ্যামলেন্দু রানা ক্লাসরুমে থাকা অবস্থায় গত সোমবার বেলা ১১টার দিকে এ মাদ্রাসার পরিচালনা পরিষদের সদস্য মোঃ হাবিবুর রহমান রুমে প্রবেশ করে টাই বেঁধে কেন মাদ্রাসায় এসেছে জানতে চান। হতবাক শ্যামলেন্দু নিরুত্তর থাকেন।

এ সময় উক্ত শিক্ষককে মাটিতে ফেলে বেপরোয়া মারপিটের পর টাই ধরে টানতে টানতে মাঠের মধ্যে দিয়ে লাইব্রেরীতে এনে পুনরায় মারধর করা হয়। এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ ইসহাক মিয়া অভিযোগ পাওয়ার কথা স্বীকার করেন। তিনি বিষয়টির যথাযথ তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে উল্লেখ করেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৩ ডিসেম্বর ২০০৪

(২৫৫৮)
১০ দিনেও উদ্ধার হয়নি বান্দরবানে সেনাবাহিনীর লুণ্ঠিত অস্ত্র আদিবাসী গ্রামে নির্যাতনের অভিযোগ

বান্দরবান প্রতিনিধি ঃ বান্দরবানে দীর্ঘ ১০ দিনেও উদ্ধার হয়নি সেনাবাহিনীর লুণ্ঠিত অস্ত্র। অস্ত্র উদ্ধার ও সন্ত্রাস দমনে বান্দরবানের রোয়াংছড়ি উপজেলায় সেনাবাহিনীর অভিযান অব্যাহত রয়েছে। গত ২২ নভেম্বর জামছড়ি এলাকায় সন্ত্রাসী হামলায় আবু বকর সিদ্দিক নামের এক সেনা সদস্য নিহত ও তার অস্ত্র উদ্ধারে সেনাবাহিনীর অভিযানের প্রাক্কালে রুমা উপজেলায় ২৮ নবেম্বর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে নজরুল ইসলাম নামের এক সেনা সদস্যের মৃত্যু হয়। অভিযান আতঙ্কে বান্দরবানের তারাছা ইউনিয়নের তালুকদার পাড়া, বৈদ্যপাড়াসহ কয়েকটি আদিবাসী গ্রামে তীব্র আতঙ্কাবস্থা বিরাজ করছে বলে গতকাল এলাকা থেকে আসা জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় লোকজন জানিয়েছেন। জনসংহতি সমিতি অভিযোগ করেছে, এসব এলাকায় অস্ত্র উদ্ধারের নামে নিরীহ জনগণের ওপর সেনাবাহিনী নির্যাতন নিপীড়ন চালাচ্ছে।

গতকাল শুক্রবার তালুকদার পাড়া থেকে আসা ইউপি মেম্বারসহ এলাকার লোকজন জানিয়েছেন, সেনা সদস্যরা অস্ত্র উদ্ধার অভিযানের সময় নিরীহ লোকজনের ওপর ব্যাপক নির্যাতন চালাচ্ছে। ভয়ে কয়েকটি আদিবাসী গ্রামের লোকজন এখন বান্দরবান শহরে আশ্রয় নিয়েছে। এ বিষয়ে বান্দরবান ব্রিগেড অফিসের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি কোনও কথা বলতে চাননি সাংবাদিকদের সঙ্গে।

আজকের কাগজ, ৪ ডিসেম্বর ২০০৪

(২৫৫৯)
বাকিতে সিগারেট না দেয়ায় নারকীয় হামলা ঃ ভাঙ্গার ৫ সংখ্যালঘু বাড়িতে ভাঙচুর, লুটপাট, মন্দিরে অগ্নিসংযোগ, মহিলাদের শ্লীলতাহানি, আহত ১০

অভিজিৎ রায়, ভাঙ্গা (ফরিদপুর) থেকে ফিরে ঃ ভাঙ্গা উপজেলার কাউলিবেড়া ইউনিয়নের খাটরা গ্রামে এখন শুধু আতঙ্ক এবং হতাশার চিত্র। গত বুধবার রাতে সন্ত্রাসীরা এই গ্রামের ৫ সংখ্যালঘু পরিবারের বাড়িতে হামলা করে ব্যাপক ভাঙচুর ও লুটপাট চালায়। সন্ত্রাসীরা ঘরের ভিতর ঢুকে মহিলাদের শ্লীলতাহানি করে। বাকিতে সন্ত্রাসীদের কাছে সিগারেট বিক্রি না করায় এ ন্যক্কারজনক হামলার ঘটনা ঘটে। হামলাকারীরা একটি মন্দির পুড়িয়ে দেয়। সন্ত্রাসী হামলায় এসব বাড়ির মহিলাসহ ৭ জন গুরুতর আহত হয়েছেন।

পুলিশ এবং হামলায় আহতরা জানান, বুধবার বিকালে খাটরা গ্রামের হাফেজ শেখ ও খালেক শেখ একই গ্রামের ক্ষিতিশ সরকারের মুদি দোকানে এক প্যাকেট সিগারেট বাকিতে নিতে চায়। ঐ দু'জন আগেও মুদি দোকান থেকে বিভিন্ন জিনিসপত্র নিয়ে টাকা পরিশোধ না করায় ক্ষিতিশ বাকি দিতে অস্বীকার করেন। বাকি না দেয়ায় হাফেজ এবং খালেক ক্ষিতিশকে মারধর করে এবং তার মুদি দোকানটি ব্যাপক ভাঙচুর করে। হামলার কথা শুনে গ্রামের অন্যান্য লোকজন এসে বাধা দিলে সন্ত্রাসীরা তখনকার মতো চলে যায়।

রাতে ঐ দু'জনসহ লিটু, তৌহিদ, মন্টু এবং আরো ২০-২৫ জন সন্ত্রাসী গ্রামের সংখ্যালঘু বাড়িগুলোতে দেশীয় অস্ত্রসহ হামলা চালায়। হামলাকারীরা গ্রামের ক্ষিতিশ সরকার, গোপাল গাইন, নির্মল সরকার, পরিমল বিশ্বাস এবং নিখিল সরকারের বাড়িগুলোতে হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভাঙচুর এবং লুটপাট করে। হামলাকারিরা ঘরের ভেতর ঢুকে মহিলাদের শ্লীলতাহানি করে। হামলার ব্যাপকতায় বাড়িগুলোর পুরুষ সদস্যরা পালিয়ে গেলে সন্ত্রাসীরা মহিলাদের ব্যাপকভাবে মারধর করে। সন্ত্রাসীরা তরুণীদের ধরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। তারা ঘরগুলো থেকে টাকা-পয়সা, স্বর্ণালংকারসহ ব্যাপক লুটপাট চালায়। তারা নিখিল সরকারের বাড়ির কালীমন্দির আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। হামলায় এসব বাড়ির নগদ টাকাসহ লক্ষাধিক টাকার জিনিসপত্র লুট হয়।

সন্ত্রাসী, হামলায় মহিলাসহ ১০ জন আহত হন। এদের মধ্যে গুরুতর আহত জয়শ্রী (৩২), ববিতা (২৮), সরস্বতী বিশ্বাস (৪৫), গোপাল গাইন (২৪), নির্মল সরকার (২৮), পরিমল বিশ্বাস (২৮) ও ক্ষিতিশ সরকারকে (৫০) সদরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছে।

এ ঘটনায় নিখিল সরকার বাদী হয়ে ভাঙা থানায় পৃথক দুটি মামলা করেছেন। কেউ গ্রেফতার হয়নি এলাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। ভাঙ্গা থানার ডিউটি অফিসার সাব-ইন্সপেক্টর মোঃ হেলাল ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, মামলা হয়েছে, পুলিশ ঘটনাস্থলে কিন্তু আসামিরা পলাতক।

ভোরের কাগজ, ৪ ডিসেম্বর ২০০৪

(২৫৬০)
ফরিদপুরে গ্রামে পাঁচ সংখ্যালঘুর বাড়িতে হামলা লুটপাট মহিলাদের শ্লীলতাহানি

স্টাফ রিপোর্টার, ফরিদপুর ঃ ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা উপজেলার কাউলিবেড়া ইউনিয়নের খাটরা গ্রামে ৫ সংখ্যালঘুর বাড়িতে সন্ত্রাসী হামলা, ভাঙচুর, লুটপাট, ৫ গৃহবধু যুবতীর শ্লীলতাহানি ও মন্দিরে অগ্নিসংযোগের ঘটনার ৪৮ ঘন্টা অতিবাহিত হবার পরও সংশ্লিষ্ট সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার তরা যায়নি। ভাঙ্গা থানা পুলিশের দ্বিমুখী আচরণে জনমনে বাড়ছে ক্ষোভ। অভিযোগ উঠেছে, এক সাবেক ইউপি চেয়ারম্যানের মাধ্যমে আগেভাগে খবর পাঠিয়ে বৃহস্পতিবার রাতে পুলিশ সন্ত্রাসীদের বাড়িতে বাড়িতে লোক দেখানো অভিযান চালালে কাউকেই আটক করা যায়নি।

জানা গেছে, বাকিতে সিগারেট না দেয়ায় এলাকার ৫ সন্ত্রাসী হাফেজ, খালেক, তৌহিদ, মন্টু ও লিটু বুধবার বিকেলে মারপিট করে খাটরা গ্রামের মুদি দোকানি ক্ষিতিশ সরকারকে। এ ঘটনার জের ধরে উল্লিখিত সন্ত্রাসীদের নেতৃত্বে দেশী অস্ত্রে সজ্জিত ৩০/৩৫ দুর্বৃত্ত রাত ৮টার দিকে খাটরার সংখ্যালঘু ক্ষিতিশ সরকার, নির্মল সরকার, গোপাল গাইন, পরিমল বিশ্বাস ও নিখিল সরকারের বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর ও লুটপাট চালায়। এক ঘন্টাব্যাপী তাণ্ডবে ৫ লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুট হয়, অগ্নিসংযোগ করে পুড়িয়ে দেয়া হয়। সন্ত্রাসী হামলায় ৫ সংখ্যালঘু পরিবারের ১৫ জন আহত হয়। আহতদের মধ্যে জয়শ্রী (৩৮), ববিতা (২৮), সরস্বতী (৪৫), গোপাল (২২), নির্মল (২৮), পরিমল (৩০) ও ক্ষিতিশকে (৫৫) ভর্তি তরা হয় পার্শ্ববর্তী সদরপুর উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। এ ঘটনায় ভাঙ্গা থানায় মামলা হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৪ ডিসেম্বর ২০০৪

(২৫৬১)
বান্দরবানের ৫৫টি আদিবাসী পরিবারের জমি জবর দখলের অভিযোগ

বান্দরবান প্রতিনিধি ঃ বান্দরবান জেলা শহরে অবস্থিত প্রায় শত বছরের পুরনো আদিবাসী পাড়া ক্যাচিং কারবারী মারমা পাড়া। এখানে ৫৫টি মারমা আদিবাসী পরিবারের বসবাস। তাদের শত বছরের ভোগদখলীয় প্রায় ২৫০ একর তৃতীয় শ্রেণীর পাহাড়ি জায়গা রাতারাতি দখলে নিয়ে গেছে প্রভাবশালী বাঙালি রাজনৈতিক নেতাদের ছত্রছায়ায় শতাধিক

বহিরাগত বাঙালি পরিবার। সেখানে তারা আদিবাসীদের জুম ক্ষেত ও ফলমূলের বাগানগুলো কেটে পাহাড়ের পাদদেশে গড়ে তুলেছে ঘরবাড়ি। ফলে ভূমি হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় আদিবাসী পরিবারগুলো এখন দিন কাটাচ্ছে চরম আতংকে; তাদের ভবিষ্যৎও অন্ধকার। পাড়ার ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, আদিবাসীদের ভোগদখলীয় পাহাড়ি জায়গা জবরদখলে নেয়ার প্রক্রিয়া দুই বছর আগে শুরু হলেও গত ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর বহিরাগত শতাধিক বাঙালি পরিবার রাতারাতি গড়ে তুলেছে বাড়িঘর। জেলা শহরের তিন রাজনৈতিক নেতার প্ররোচনা ও সহায়তায় ওই সব বাঙালি পরিবার রাতারাতি পাহাড়ে এসে ঘর নির্মাণ করেছে বলে অভিযোগ করেছেন খোদ ক্যাচিংপাড়ার প্রবীণ পাড়া প্রধান (কারবারী) ক্যাচিং মারমা। পাহাড়ের আদিবাসীরা সেই আদি যুগ থেকে দলিলপত্র ছাড়া পাহাড়ের নানা স্থানে বিশেষ করে সুবিধাজনক এলাকায় বসবাস করে আসছে। তিন পার্বত্য জেলার ভিন্ন ভাষাভাষী ১১টি আদিবাসী জনগোষ্ঠী তাদের নিজস্ব জাতিসত্তা বজায় রেখে বাস করছে। মারমা আদিবাসী ৫৫টি পরিবারের কেউই তেমন সচ্ছল নয়। শত বছর ধরে তারা বংশানুক্রমে পাড়ার পশ্চিম ও দক্ষিণ পাশে থাকা উঁচু পাহাড়ের পাদদেশে পতিত খাস জায়গায় পর্যায়ক্রমে জুম চাষ করে উৎপাদিত ফসল দিয়ে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করে আসছিল। ব্রিটিশ শাসনামলে এই ক্যাচিং কারবারী পাড়ার আদিবাসীদের ভোগদখলে ছিল প্রায় এক হাজার একরের পাহাড়ি জায়গা। পাকিস্তান আমলে এসে এই জমির পরিমাণ দাঁড়ায় ৫০০ একরে এবং দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বর্তমানে তাদের ভোগদখলীয় জায়গার পরিমাণ আরও কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ২৫০ একরে। এসব পরিবার চরমভাবে মানবাধিকার লংঘনের শিকার হলেও সরকার এদের ভূমি অধিকার ফিরিয়ে দেয়ার ব্যাপারে এগিয়ে আসছে না।

যুগান্তর, ৬ ডিসেম্বর ২০০৪

(২৫৬২)
চাঁদাবাজি হামলা হুমিক ঃ নিরাপত্তাহীন বোয়ালমারীর ৪০ হিন্দু পরিবার

প্রতিনিধি, বোয়ালমারী (ফরিদপুর) ঃ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে ফরিদপুরের বোয়ালমারীর সীমান্তবর্তী আলফাডাঙ্গার সড়ারকান্দি গ্রামের ৪০টি হিন্দু পরিবার। জানা গেছে, সড়ারকান্দি সর্বজনীন কালী মন্দিরে ২৬ নবেম্বর অনুষ্ঠিত কালীপূজায় আসা মেয়েদের স্থানীয় কিছু মুসলমান যুবক উত্ত্যক্ত করে। এতে হিন্দু অভিভাবকদের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়। পরে পূজা শেষে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকরা ঘরে ফেরার সময় উচ্ছৃঙ্খল যুবকরা অস্ত্র নিয়ে তাদের ওপর হামলা করে। লাঞ্ছিত করা হয় দু'বোনকে। এ সময় তারা হামলাকারী মোঃ আকিজ (২৭) ও হোসেনকে (২৫) ধরে ফেলে। পরে তাদের পুলিশে হস্তান্তর করা হয়। থানায় দু'টি জিডিও হয়েছে। এ ঘটনার পর স্থানীয় হিন্দুদের ওপর একের পর এক প্রতিশোধ নিতে থাকে সন্ত্রাসীরা। খবর পেয়ে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান কল্যাণ ফ্রন্টের বোয়ালমারী শাখার সাধারণ সম্পাদক নানক কুমার বিশ্বাসের নেতৃত্বে কয়েকজন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। স্থানীয় ইউপি সদস্য মোঃ বাসার জানান, সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার অপরাধে সন্ত্রাসীরা তার ওপর হামলা চালিয়েছে। হিন্দু পরিবারের সদস্যরা জানান, হামলাকারীরা চাঁদা চাচ্ছে। না দিলে আবারও হামলা ও হত্যার হুমকি দিয়েছে। কিন্তু তাদের নিরাপত্তায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোন ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না, কেউ এগিয়েও আসছেন না।

ভোরের কাগজ, ৬ ডিসেম্বর ২০০৪

(২৫৬৩)
সিলেটে বিদেশী গাভীসহ সংখ্যালঘুর ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে সন্ত্রাসীরা আতঙ্কে এলাকার ৬৫টি হিন্দু পরিবার

সিলেট ব্যুরো ঃ সিলেটে এক সংখ্যালঘু পরিবারের একটি ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে সন্ত্রাসীরা। এতে পুড়ে মরেছে লাখ টাকা দামের একটি গর্ভবতী অস্ট্রেলিয়ান গাভী। সবমিলিয়ে কমপক্ষে ৩ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে। রোববার রাতে সদর উপজেলার কান্তিগাঁও ইউনিয়নের মেদিনীমহল গ্রামে শশাঙ্ক পালের বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। এরপর থেকে আতঙ্কগ্রস্ত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে ওই এলাকার সংখ্যালঘু ৬৩টি পরিবার। র‍্যাপিড একশন ব্যাটিলিয়ন (র‍্যাব) ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। অভিযোগ করা হয়েছে, এ বছর ওই এলাকায় প্রথমবারের মতো শারদীয় দূর্গাপূজা উদযাপিত হয়। আর তা উদযাপন করে সর্বজনীন পূজা উদযাপন কমিটি। এ উপলক্ষে পাশের মাসুকগঞ্জ বাজারে টানানো হয় একটি ব্যানার; কিন্তু কিছু লোক তা ছিঁড়ে ফেলে। এ ব্যাপারে র‍্যাবকে অবহিত করা হলে র‍্যাব সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছে এ অপকর্মের সঙ্গে জড়িত থাকার দায়ে অভিযুক্ত রইছ আলী নামে একজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে প্রকাশ্যে তা স্বীকার করে। তখন র‍্যাব তাকে দিয়েই ব্যানারটি আগের জায়গায় স্থাপন করায়।

পূজার পরদিন চিহ্নিত কিছু সন্ত্রাসী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সার্বজনীন পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি শশাঙ্ক পালের ছেলে লিটন পালকে এলাকায় প্রকাশ্যে খুঁজতে থাকে। তাই এ ব্যাপারে লিটন পাল ২০ অক্টোবর রইছ আলী, আজম খান, শানুর ও আফরোজের নাম উল্লেখ করে কোতোয়ালি থানায় একটি জিডি এন্ট্রি করেন। পুলিশ ও বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ জেলা শাখার নেতৃবৃন্দ তখন ওই এলাকা পরিদর্শন করেন। তারা প্রকাশ্যে লিটন পালকে হত্যার হুমকি দিতে থাকে বলেও অভিযোগ করা হয়েছে।

লিটন পাল অভিযোগ করেছেন, ঈদের ২-৩ দিন পর রাতে মাসুকগঞ্জ বাজারে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এর মূল উদ্যোক্তা ছিল মেদিনীমহল গ্রামের ছাদ খাঁ, আশরাফ চৌধুরী ও সাবেক ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য আজম আলী। ওই সভায় উপস্থিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজনকে নির্দেশ দেয়া হয়, ২ দিনের মধ্যে জিডি এন্ট্রি তুলে না নিলে পরিণতি ভাল হবে না; কিন্তু জিডি এন্ট্রি তুলে নেয়া হয়নি।

গত শুক্রবার বাদ জুমা দর্শা মাদ্রাসায় একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, লিটন পালের দেয়া জিডি এন্ট্রির পরিপ্রেক্ষিতে আইনি লড়াই চালিয়ে যাওয়া হবে। ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন লাগোয়া পশ্চিম দর্শা গ্রামের ইউনুস আলী। তিনি জানান, ওই সভায় আইনি লড়াই চালাতে তহবিল গঠনেরও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সেইসঙ্গে কোন বক্তা লিটন পালকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করার ওপর জোর দেন।

সংবাদ, ৭ ডিসেম্বর ২০০৪

(২৫৬৪)
নাটোরে ৪৩টি সংখ্যালঘু পরিবার সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি

প্রতিনিধি নাটোর ঃ সন্ত্রাসী চক্রের চাঁদাবাজি ও হামলার হুমকির মুখে নিরাপত্তাহীন অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে নাটোরের এক গ্রামের ৪৩টি সংখ্যালঘু পরিবার। নলডাঙ্গা থানার মাধনগর গ্রামে একাধিক মামলার আসামি মান্নান, মজনু, নজু, বাবু, সামাদসহ কতিপয় সন্ত্রাসীর সংঘবদ্ধ চক্রের হাতে জিম্মি এ পরিবারগুলো। — বেচাকেনা, বিয়েশাদিসহ যে কোন কর্মকাণ্ডে এই চক্রকে চাঁদা দিতে হয়। চাঁদা না দিলে মারধর, লুটপাট ছাড়াও অস্ত্র মামলায় ফাঁসিয়ে দেয়ার হুমকি দিচ্ছে চক্রটি।

জানা যায়, গত ১ ডিসেম্বর মাধনগরের উত্তম কুমারের কাছে ৩০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে ওই সন্ত্রাসী চক্রটি। চাঁদা না দেয়ায় উত্তমের বাড়িতে হামলা চালানো হয়। উত্তম পালিয়ে আশ্রয় নেয় পার্শ্ববর্তী তার মামা অজিত-অসিতের বাড়িতে। পরদিন সন্ধ্যায় সন্ত্রাসীরা সেখানেও হামলা চালায়। এ হামলার খবর গ্রামের অন্য সংখ্যালঘুদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। তারা দলবদ্ধভাবে পরদিন সকালে মাধনগর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ও ভূমি উপমন্ত্রী রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলুর খালাত ভাই মাতেনুর রহমান মাতুকে ঘটনা খুলে বলে। মাতু তাদের সব রকম সাহায্য-সহযোগিতার আশ্বাস দেন। এরপরও সন্ত্রাসীদের হুমকি-ধামকি থেমে নেই।

গত সোমবার দুপুরে সরেজমিন গিয়ে দেখা যায়, সবার মধ্যে আতঙ্কের ছাপ। হামলার ভয়ে কেউ মুখ খুলতে রাজি নয়। এ সময় এ প্রতিনিধির সঙ্গে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নাটোর জেলা সেক্রেটারি এডভোকেট সুশান্ত কুমার ঘোষ ও এডভোকেট শীতাংশু ভট্টাচার্য উদয়ও ছিলেন। পরিচয় পাওয়ার পর আতঙ্কগ্রস্ত অজিত এগিয়ে আসেন। এরপর একে একে অসিত, নিতাই মাস্টার, সাজ্জাদ হোসেন, লতিফ মীরসহ অনেকে এসে সমবেত হন। তারা জানান, ওই সন্ত্রাসীরা গ্রামের নয়ন সাহা ও জিতেন্দ্রনাথ সাহার কাছে ১ অক্টোবর মোটা অঙ্কের চাঁদা দাবি করে। চাঁদা না দেয়ায় তাদের বাড়িতে লুটপাট করে। শ্লীলতাহানি করে বাড়ির মহিলা গীতা রানীর। এ ঘটনার প্রতিবাদ করায় নকুল, কিয়ামত, রতন, বক্তারকে হুমকি দেয়া হয়। নয়ন সাহা বাদি হয়ে মজনুসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে নলডাঙ্গা থানায় একটি মামলাও করেন।

আজকের কাগজ, ৯ ডিসেম্বর ২০০৪

(২৫৬৫)
উপজাতীয় গৃহবধুকে ধর্ষণের ঘটনায় বাঘাইছড়ি উত্তপ্ত জনসংহতি সমিতির প্রতিবাদ

রাঙ্গামাটি প্রতিনিধি ঃ উপজাতীয় গৃহবধু ধর্ষণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাঘাইছড়িতে তীব্র ক্ষোভ ও অসন্তোষ বিরাজ করছে। গতকাল বুধবার এ ঘটনার প্রতিবাদে বাঘাইছড়ি উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ঘটনা তদন্তে রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসনের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) গতকাল বাঘাইছড়ি গেছেন।

জানা গেছে, স্থানীয় এক চাকমা গৃহবধুকে গত ৬ ডিসেম্বর রাত ১২ টায় স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্থানীয় যুবক জাহাঙ্গীর, জামাল, মতি ও কামাল জোর করে ঘরে ঢুকে ধর্ষণ করে। এ সময় গৃহবধু সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললে ধর্ষকরা পালিয়ে যায়। পরদিন গুরুতর অবস্থায় তাকে খাগড়াছড়ি হাসপাতালে পাঠানো হয়। এ ব্যাপারে বাঘাইছড়ি থানায় মামলা হয়েছে।

গতকাল বুধবার বাঘাইছড়ি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির উদ্যোগে এক প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বিক্ষুব্ধ উপজাতীয়রা অনতিবিলম্বে অপরাধীদের শাস্তি দাবি করে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে স্মারকলিপি দিয়েছে।

ভোরের কাগজ, ৯ ডিসেম্বর ২০০৪

(২৫৬৬)
বীরপ্রতীক হাজারী লাল সন্ত্রাসীদের ভয়ে ভারতে ঃ দিন কাটে মজুরি খেটে

সাজেদ রহমান ঃ দেশ স্বাধীন করার জন্য যিনি জীবনবাজি রেখে যুদ্ধ করেছেন, খেতাব পেয়েছেন 'বীরপ্রতীক'। সেই হাজারীলাল তরফদার নিজ দেশে থাকতে পারলেন না। সন্ত্রাসীদের ভয়ে তাঁর সব পদক, ক্রেস্ট ফেলে রাতের আঁধারে পালিয়ে গেলেন ভারতে। সেখানে পরের জমিতে কামলা খেটে কোন রকম দিন কাটছে তাঁর। এদেশে থাকা তাঁর ভাইদেরও সন্ত্রাসীরা এখন প্রতিনিয়ত হুমকি দিচ্ছে। কিন্তু কেউ তাঁর কোন খবর রাখেন না। হাজারী লাল ছিলেন মুক্তিযুদ্ধে ৮ নম্বর সেক্টরের বয়রা সাবসেক্টরের একজন মুক্তিযোদ্ধা। তাঁর বাড়ি চৌগাছা উপজেলার রানীয়ালী গ্রামে। পিতার নাম রসিক লাল তরফদার। মুক্তিযুদ্ধে সাহসিকতার জন্য তিনি 'বীরপ্রতীক' খেতাব পান। মঙ্গলবার দুপুরে তাঁর গ্রামে গিয়ে জানা যায়, জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর তাঁকে কয়েক দফা হত্যার হুমকি দেয়া হয়। পথেঘাটে নানাভাবে লাঞ্ছিত করা হয়। ক্ষোভে-দুঃখে এরপর রাতের আঁধারে ২০০১ সালের নবেম্বরে তিনি স্ত্রী, তিন মেয়ে রেখা, শিখা, অঞ্জলী এবং পুত্র সঞ্জিত ও সুজিতকে নিয়ে ভারতে চলে যান। বর্তমানে তিনি রয়েছেন ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার হরিণঘাটা থানার মালিডাঙ্গা গ্রামে।

রানীয়ালী গ্রামে থাকা তাঁর দুই ভাইয়ের একজন বলরাম তরফদার বলেন, সেখানে তিনি এখন পরের জমিতে কামলা খেটে খান। বয়স হয়েছে, সে কারণে তিনি মাঠে কাজও ভাল করতে পারেন না। তারপরও সংসার চালানোর জন্য তাঁকে কাজ করতে হয়। আগে গ্রামে থাকতে পাশাপোল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শান্তিরঞ্জন মণ্ডল ইউনিয়ন পরিষদে তাঁকে চৌকিদারের কাজ দেন। সেখান থেকে যা টাকা পেতেন এবং বীরপ্রতীক খেতাব পাবার পর যে ভাতা পেতেন তা দিয়ে খেয়ে না খেয়ে তাঁর সংসার চলত। যশোরের আওয়ামী লীগ নেতা তবিবুর রহমান সরদার সে সময় তাঁকে দেখাশোনা করতেন। মাঝেমধ্যে কিছু টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করতেন। মুক্তিযোদ্ধা সংসদসহ বিভিন্ন সরকারি দফতরের চিঠি তাঁর নামে এখনও যায় রানীয়ালী গ্রামে। সেই চিঠি পেয়ে ভাইয়ের কথা মনে হতেই কেঁদে বুক ভাসান বলরাম তরফদার। কিন্তু তিনি যে দেশ ত্যাগে বাধ্য হয়েছেন সে খবর কেউ কোনদিন রাখেনি।

বলরাম তরফদার অশ্রুসিক্ত চোখে বললেন, তাঁর নামে এখনও চিঠি আসে। তিনি দেখালেন গত ২১ নবেম্বর সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে হাজারী লালের নামে একটি চিঠি পাঠানো হয়েছে যশোর সেনানিবাস থেকে। গ্রামের মানুষ বলেন, গত সংসদ নির্বাচনের আগে ও পরে তাঁর ওপর নানাভাবে নির্যাতন চালানো হয়েছে। ফলে দেশের মায়া ত্যাগ করে তিনি ভারতে চলে যান।

বীরপ্রতীক খেতাব পাবার পর একটি সংস্থা থেকে হাজারী লালকে একটি ভ্যান কিনে দেয়া হয়। ভারতে চলে যাবার পর সেটিও দেখাশোনা করতেন তাঁর ভাই বলরাম তরফদার। গত মাসের প্রথম সপ্তাহে সন্ত্রাসীরা তা চুরি করে নিয়ে গেছে। গ্রামের চেয়ারম্যান শান্তিরঞ্জন মণ্ডল বলেন, হাজারী পড়াশোনা করেছেন অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত। স্বাধীনতাযুদ্ধ শুরু হলে হাজারী ভারতে যান এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিয়ে দেশে ফিরে আসেন। তিনি বলেন, তাঁর প্রতিটি যুদ্ধের কথা শুনলে গা শিউরে ওঠে। যুদ্ধের এক সময় হাজারী লাল খবর পান ঝিকরগাছার গঙ্গাধরপুর-রাজাপুর এলাকায় পাকসেনা ঢুকে পড়েছে। হাজারী লাল তাঁর সহযোগী রকেট, জলিল, আব্দুর রাজ্জাক, মশিয়ারসহ রওনা দেন। অবস্থান নেন একটি ইটের পাজার ভেতর। অনেক পাকসেনা সেখানে প্রবেশ করে। তাঁরা ৪ মুক্তিযোদ্ধা একযোগে অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন পাকসেনাদের ওপর। সেদিন ৫৬ পাকসেনা খতম হয়। এক পর্যায়ে হাজারী লাল দু'জন সৈন্যের হাতে আটক হয়ে যান। এদের একজন পাকসেনা, একজন বিহারী রাজাকার। রাজাকার দা দিয়ে হাজারীকে কোপাতে যায়। কিন্তু পাকসেনা তাকে জীবিত ধরে নিয়ে যেতে চায়। এ সময় হাজারী একটু দূরে অবস্থানরত জলিলকে বলেন ' জলিল বন্দি হয়ে শত্রুশিবিরে যাওয়ার চেয়ে মৃত্যুই ভালো। তুই আমাকে গুলি কর।' সঙ্গে সঙ্গে জলিল গুলি চালায়। কিন্তু গুলি লাগে পাকসেনার শরীরে। পাকসেনা মারা যায়।

পরে তাঁকে রাজাকার ধরে। হাজারী লাল রাজাকারের দা দিয়ে কুপিয়ে তাকেই হত্যা করে। হাজারী লালের আরও একটি যুদ্ধ এলাকার মানুষের মুখে মুখে ফেরে। সেটি হলো শিমুলিয়ায় পাকসেনা ক্যাম্পে অপারেশন। মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ন্ত্রণে থাকা ওই এলাকায় পাকসেনারা ক্যাম্প করায় হাজারী লালের টগবগে মন জ্বলে ওঠে। তিনি শিমুলিয়া মিশনে ঢুকে এক খ্রীস্টান যুবকের ক্রুশবিদ্ধ যীশুমূর্তি নিয়ে গলায় ঝুলিয়ে পাকসেনা ক্যাম্পে রেকি করে আসেন। ওই এলাকার খ্রীস্টানদের কিছু বলত না পাকসেনারা। এরপর সেখানে একদিন অভিযান চালাল হাজারী লাল ও তাঁর সহযোদ্ধারা। হটিয়ে দেন পাকসেনাদের। লুট করে নেন পাকসেনাদের বেশ কিছু অস্ত্রশস্ত্র। এই অভিযানের পর এলাকায় হাজারী লালের নাম হয়ে যায় 'গোসাই'। কারণ বিভিন্ন স্থানে তিনি ছদ্মবেশে গিয়ে শত্রুদের সবকিছু দেখে আসতে পারতেন।

এই বীর মুক্তিযোদ্ধার জীবনের সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি হলো জীবনকে তুচ্ছ ভেবে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে যে ভূখণ্ডকে শত্রুমুক্ত করেন, সেই ভূখণ্ডে তাঁর কোন আশ্রয় হল না। গ্রামের মানুষ জানান, জীবনে তিনি নানা বঞ্চনার শিকার হয়েছেন। ১৯৮৩ সালে এক চোর অজ্ঞাত পরিচয় আঁততায়ীর হাতে নিহত হয়। কিন্তু চৌগাছা থানার তৎকালীন ওসি প্রকৃত ঘটনা উদঘাটন না করে হাজারী লালকে দোষারোপ করতে থাকেন। থানা পুলিশের ভয়ে তিনি পালিয়ে যান। ঘরবাড়ি ছেড়ে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত তিনি পালিয়ে বেড়ান। কাওরার (শুকর পালক) ছদ্মবেশেও থাকেন কিছুদিন। এ সময় তিনি সাপ ধরে বিক্রি আর দিন মজুরি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা গ্রহণের পর খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয়ভাবে সংবর্ধনার উদ্যোগ নিলে হাজারী জানতে পারেন তিনি একজন বীরপ্রতীক। গ্রামে তার ছনের দোচালা ঘর ছিল। হাজারী লাল ১৯৯৬ সালের ২২ ডিসেম্বর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করেন। প্রধানমন্ত্রী তাকে আশ্বাস দেন একটি বাড়ি করে দেবেন। কিন্তু দরিদ্র মানুষ, সব সময়ে গ্রামে থাকেন, তাই শেখ হাসিনার সঙ্গে আর দেখা হয়নি। ফলে তাঁর বাড়ি তৈরি করে দিতে পারেননি। হাজারীর ভাই বলরাম তরফদার বলেন, 'স্বাধীনতাযুদ্ধের বিনিময়ে হাজারী তো কিছু চায়নি। চেয়েছে নিজ দেশে বসবাস করতে। কিন্তু সন্ত্রাসীদের কারণে পারেনি। আপনারা একটু উদ্যোগ নেন। সে যেন বাপ-দাদার ভিটেয় আবার ফিরে আসে। এটাই আমার আকুতি।'

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৯ ডিসেম্বর ২০০৪

(২৫৬৭)
মিরসরাইয়ে আদিবাসী ত্রিপুরাপাড়ায় বন কর্মীদের হামলায় আহত ২৫ পার্বত্য এলাকায় চরম উত্তেজনা

মিরসরাই প্রতিনিধি ঃ মিরসরাইয়ে আদিবাসী ত্রিপুরাপাড়ায় বনকর্মীরা তাণ্ডবলীলা চালিয়েছে। এলোপাতাড়ি লাঠির আঘাতে ২৫ জন ত্রিপুরা আহত হয়েছে। বন বিভাগের লেলিয়ে দেয়া সন্ত্রাসীরা ত্রিপুরাপাড়ার ১০টি ঘর ভাঙচুর করে এলাকা ছাড়ার হুমকি দিয়েছে। সাত দিনের মধ্যে এলাকা না ছাড়লে হত্যা করা হবে বলে হুমকি দেয়া হয়েছে। গতকাল বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত এ তাণ্ডব চালিয়েছে।

জানা গেছে, মিরসরাই করেরহাট বনবিট কর্মকর্তা আসাদুজ্জামানের নেতৃত্বে চার/পাঁচ জন বনকর্মী কয়লা পাহাড়ে একজন কাঠ পাচারের আসামি ধরতে যায়। তারা আসামি ধরতে না পেরে ওই এলাকার সূর্য কুমার ত্রিপুরা নামে একজন নিরপরাধ লোককে ধরে আনতে চায়। তাকে ধরে নিয়ে যাবার খবর ছড়িয়ে পড়লে শ' শ' ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের নারী-পুরুষ চারদিক

থেকে বেরিয়ে আসে। বনকর্মীরা অবস্থা বেগতিক দেখে ১০/১৫ জন অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী ভাড়া করে আনে। পাহাড়ি আদিবাসীরা সূর্য কুমার ত্রিপুরাকে ছিনিয়ে আনতে গেলে দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধে যায়। বনকর্মীরা এলোপাতাড়ি লাঠির আঘাতে ২৫ জন পাহাড়ি আদিবাসী আহত হয়। এদের মধ্যে মনিকা ত্রিপুরা মারাত্মক আহত হয়েছে। এদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

এ ঘটনার পর শ' শ' ত্রিপুরা পরিবার চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। বনবিভাগের ভাড়াটিয়া সন্ত্রাসীরা আগামী সাত দিনের মধ্যে এলাকা না ছাড়লে হত্যা করা হবে বলে হুমকি দিয়েছে। এ ব্যাপারে শশী ত্রিপুরা মিরসরাই থানায় এজাহার দায়ের করেছেন।

আজকের কাগজ, ১১ ডিসেম্বর ২০০৪

(২৫৬৮)
গলাচিপায় তিন সংখ্যালঘুর সাড়ে ৫ একর জমির ধান লুট

গলাচিপা, ১০ ডিসেম্বর, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গলাচিপার পানপট্টি ইউনিয়নের চানখাঁ গ্রামে শুক্রবার প্রকাশ্য দিবালোকে তিন সংখ্যালঘু পরিবারের সাড়ে ৫ একর জমির প্রায় একশ' মণ আমন ধান লাঠিয়ালরা লুট করে নিয়ে গেছে। ধান লুটের পুরো সময় এসব পরিবারের বাড়িঘর অস্ত্রের মুখে অবরোধ করে রাখা হয়— যাতে বাড়ির বাইরে কেউ না আসতে পারে। অবরুদ্ধ নারী ও শিশু-কিশোরদের চিৎকার গোটা এলাকায় ছড়িয়ে পড়লেও লাঠিয়াল বাহিনীর ভয়ে কেউ এগিয়ে আসতে সাহস পায়নি।

গলাচিপা সদর থেকে মাত্র ১০ কিলোমিটার দক্ষিণে চানখাঁ গ্রামের নিরীহ কৃষক নিত্যানন্দ শিকদার অভিযোগ করেছেন, আনসার ফকির ৫০/৬০ জনের ভাড়াটিয়া লাঠিয়ালের একটি বাহিনী নিয়ে খুব ভোরে বাড়িঘরের চারদিক ঘিরে ফেলে তাদের অবরুদ্ধ করে ফেলে। ৫০/৬০ জনের অপর একটি লাঠিয়াল বাহিনী তাদের আবাদ করা ৫ একর জমির ধান কেটে লুট করার মহোৎসবে মেতে ওঠে। লাঠিয়ালদের প্রত্যেকের হাতে লাঠি, ল্যাজা, সড়কি, বল্লম, ঢাল, রামদা, গাছকাটা দাসহ বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র ছিল। দুপুরের মধ্যে লাঠিয়াল বাহিনী তাদের প্রায় একশ মণ ধান লুট করে নিয়ে যায়। তিনি আরও জানান, তিনিসহ তার প্রতিবেশী অনুপম চন্দ্র রায় ও নেপাল সরকার বংশানুক্রমে এ জমি ভোগ দখল করছেন। কয়েকদিন আগে হঠাৎ পার্শ্ববর্তী গ্রামের প্রভাবশালী আনসার ফকির এ জমিসহ তাদের আরও কিছু জমির মালিকানা দাবি করে। কিন্তু সে কোন কাগজপত্র দেখাতে পারেনি। এ নিয়ে বাকবিতণ্ডা হলে আনসার ফকির তাদের দেখিয়ে দেয়ার হুমকি দেয়। অভিযোগে বলা হয়েছে, লাঠিয়ালরা অবরুদ্ধ করে রাখা বাড়িঘরের কোন লোক যাতে বাইরে আসতে না পারে সেজন্য কারফু জারি করার মতো অবস্থা সৃষ্টি করে। লাঠিয়ালরা বাড়িঘরের মধ্যে ঢুকে মহিলাদের অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে এবং ব্যাপক ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করে। এ সময় বাড়ির নারী ও শিশুরা গ্রামের লোকজনদের সাহায্যের আশায় চিৎকার ও কান্নাকাটি করলেও কেউ এগিয়ে আসতে সাহস পায়নি।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১১ ডিসেম্বর ২০০৪

(২৫৬৯)
সাভারে হিন্দু পরিবারের ওপর সন্ত্রাসী হামলা উচ্ছেদের হুমকি

সাভার প্রতিনিধি ঃ সাভারে একদল সন্ত্রাসী একটি হিন্দু পরিবারের ওপর হামলা চালিয়েছে। সন্ত্রাসীরা পরিবারের সদস্যদের মারধার শেষে বাড়িঘর ভাঙচুর ও লুটপাট করেছে।

পুলিশ ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, ইয়ারপুর ইউনিয়নের বেরণ গ্রামের সত্তরোর্ধ্ব রাখাল চন্দ্র সরকার দীর্ঘদিন ধরে তার পৈত্রিক বাড়িতে বসবাস করে আসছেন। ফ্যান্টাসি কিংডমসংলগ্ন ঐ এলাকায় জায়গার দাম দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় স্থানীয় আমানউল্লাহ মৃধার চোখ পড়ে সংখ্যালঘু পরিবারটির ২৪ শতাংশ জমির ওপর। বেশ কিছুদিন ধরে সে ওই বাড়িটি দখলের চেষ্টা চালিয়ে আসছিল। কিন্তু না পেয়ে রাখাল চন্দ্রকে ঘায়েল করার জন্য তার স্বজাতি রেমন সরকারকে আমানউল্লাহ হাত করে। তাকে অংশীদার বলে এলাকায় প্রচার করে ওই চক্রটি রাখাল চন্দ্রকে একাধিক মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে উচ্ছেদের চেষ্টা চালায়।

গত শনিবার রাত ৮টার দিকে একদল সন্ত্রাসী তার বাড়িতে হামলা চালায়। সন্ত্রাসীরা পরিবারের লোকজনদের মারধর করে স্বর্ণালংকার ও নগদ টাকা লুটপাটসহ বাড়িঘর ও আসবাবপত্র ভাঙচুর করে এবং এক মাসের মধ্যে বাড়িঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার হুমকি দেয়। সত্তরোর্ধ্ব বৃদ্ধ কান্নাজড়িত কণ্ঠে জানান, সন্ত্রাসীদের হাত থেকে তার বৃদ্ধ স্ত্রী আদুরী বালাও রেহাই পায়নি। খবর পেয়ে থানার এসআই মঞ্জুর ঘটনাস্থলে গিয়ে সত্যতা পেয়ে মামলা গ্রহণ করেছেন। তবে ঘটনার সঙ্গে জড়িত কাউকে পুলিশ গ্রেফতার করতে পারেনি।

ভোরের কাগজ, ১৩ ডিসেম্বর ২০০৪

(২৫৭০)
পাকুন্দিয়ায় সংখ্যালঘু পরিবারকে উচ্ছেদ ঃ হামলা অগ্নিসংযোগ, আহত ৩৫

পাকুন্দিয়া (কিশোরগঞ্জ) থেকে সংবাদদাতা ঃ উপজেলার মির্জাপুর গ্রামের দরিদ্র মৃত সুভাষচন্দ্র সূত্রধরের বাড়িতে বুধবার রাতে সন্ত্রাসীরা হামলা ও অগ্নিসংযোগ করে। আহত হয়েছে গৃহকর্ত্রী সরস্বতী সূত্রধর (৪৫), তার ছেলে সজলচন্দ্র সূত্রধর (২৮), কাজলচন্দ্র সূত্রধর (২৬), শ্যামচন্দ্র সূত্রধর (২৩) ও পুত্রবধূ জয়ন্তী রাণী (২২)। সবাইকে পাকুন্দিয়া হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়েছে। গৃহকর্ত্রী জানান, প্রতিবেশী দুলাল ও সিরাজের সাথে জমি নিয়ে বিরোধ আছে। এরই জের হিসেবে দুলাল ও সিরাজ দলবল নিয়ে উচ্ছেদের জন্য বাড়িতে হামলা চালায় এবং অগ্নিসংযোগ করে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করে। চরফদারী ইউপি সদস্য আমিনুল ইসলাম রিটন জানান, সুভাষ চন্দ্র সূত্রধরের বাড়ির জমি দখলের জন্য দুলাল ও সিরাজ দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা চালাচ্ছে। এ বিষয়ে গ্রামে সালিশ হয়েছে এবং জমি নিয়ে ঝামেলা করা চলবে না বলে সিদ্ধান্তও হয়েছে। কিন্তু দুলাল ও সিরাজ সেটা মানছে না।

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৭ ডিসেম্বর ২০০৪

(২৫৭১)
শহরে তোলপাড়
সুনামগঞ্জে সংখ্যালঘুর কোটি টাকার সম্পত্তি দখল করে নিয়েছে বিএনপি নেতা

সুনামগঞ্জ, ১৬ ডিসেম্বর, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সারাদেশের মানুষ যখন বিজয় দিবস পালনে ব্যস্ত তখন সুনামগঞ্জ শহরে এক বিএনপি নেতা দলবল নিয়ে জোরপূর্বক এক সংখ্যালঘু পরিবারের কোটি টাকার সম্পত্তি দখল করে নিয়েছে। বাধা উপেক্ষা করে দেয়াল ও ঘর নির্মাণ অব্যাহত রাখলে প্রথম দফা পুলিশ অসহায় হয়ে ফিরে আসে। পরে দ্বিতীয় দফা গিয়ে কাজ

বন্ধ করে ঘটনাস্থলে অবস্থান নিয়েছে পুলিশ। সন্ধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলন করে সংখ্যালঘু পরিবারটি তাদের অসহায়ত্ব এবং নিরাপত্তাহীনতার কথা জানিয়েছেন। জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী শহরে উপস্থিত থাকা অবস্থায় বিজয় দিবসে বিএনপি নেতা কর্তৃক দখলবাজির ঘটনায় শহরজুড়ে তোলপাড় চলছে।

শহরের জামাইপাড়ার বাসিন্দা ওই পরিবারের পক্ষে সন্ধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলনে জয়শ্রী চৌধুরী জানান, বেলা ১১টায় তাঁদের প্রতিবেশী জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি বিএনপি নেতা আবুল মনসুর শওকত শতাধিক লোকজন নিয়ে এসে তাঁদের জায়গায় ঘর তুলে ইট বালু সিমেন্ট দিয়ে বাউন্ডারি দিতে থাকে। এ সময় তাঁরা বাধা দিলে শওকতের সঙ্গে থাকা ক্যাডাররা হুমকি দিয়ে কাজ চালিয়ে যায়। দুই ঘন্টার মধ্যে একটি টিনশেড ঘর তুলে হাফ বাউন্ডারি দিয়ে দেয়। পরে থানায় খবর দিলে পুলিশ এসে কাজ বন্ধের নির্দেশ দিলেও তারা কাজ বন্ধ করেনি। জয়শ্রী রায় বলেন, আমরা নিরাপত্তাহীন, আমাদের দখলে থাকা সম্পত্তি নেয়ার জন্য শওকত হুমকি দিচ্ছে দীর্ঘদিন থেকে। আমরা অসহায়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৭ ডিসেম্বর ২০০৪

(২৫৭২)
শহীদ বুদ্ধিজীবী জিসি দেব শত্রুর তালিকায়

শরিফুল হক মনজু, বিয়ানীবাজার (সিলেট) থেকে ঃ দেশ ও জাতির জন্য জীবন উৎসর্গ করে স্বাধীন বাংলাদেশে তেত্রিশ বছর পরও শত্রুর তালিকায় রয়েছে এক মহান ব্যক্তিত্বের নাম। একাত্তর সালের পঁচিশ মার্চ প্রথম প্রহরে হানাদার বাহিনীর হাতে নিহত মানবতাবাদী দার্শনিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক শহীদ ড. জিসি দেবের পৈত্রিক সম্পত্তির সব অংশ অর্পিত (শত্রু) সম্পত্তি আইনে তালিকাভুক্ত। স্বাধীনতা পরবর্তী বিভিন্ন সরকারের আমলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, ভূমি অফিস ও স্থানীয় তহসিল অফিসের অসৎ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সহায়তা ভূমিখেকো চক্র নামে-বেনামে লিজ গ্রহণ করে দুই একর সাতচল্লিশ শতক ভূমি। ড. জিসি দেবের পৈত্রিক ভূমির লিজ বাতিল না হওয়ায় বিয়ানীবাজারে তীব্র অসন্তোষ বিরাজ করছে। বাড়ির দখলদারিত্ব ও মালিকানা নিয়ে দখলদারদের মধ্যে চলছে বিরোধ। এ বিরোধকে কেন্দ্র করে বারবার উঠে আসছে জিসি দেবের নাম। স্থানীয় অধিবাসীদের দাবি, অবিলম্বে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করা হোক। সম্প্রতি সেটেলমেন্টের মাঠ জরিপকালে অবৈধ দখলদাররা প্রায় বিশ শতক ভূমি ভূয়া রেজিস্ট্রি দলিল দেখিয়ে রেকর্ড করে নেয় ছমিক উদ্দিন। অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের জন্য উপজেলার বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার প্রতিনিধিত্বশীল ব্যক্তিবর্গ গত বছর জুলাই মাসে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে জেলা প্রশাসক বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করে। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে গত এক বছরেও অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদের ব্যাপারে জেলা ও উপজেলা প্রশাসন কোন উদ্যোগ গ্রহণ না করে নতুন করে আবার এ ভূমি লিজ বন্দোবস্ত দেয়ার প্রশাসনিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে বলে বিশ্বস্ত একটি সূত্রে জানা যায়। ফলে সিলেটের ঐতিহ্যবাহী সিংহবাড়ি রক্ষার মতো বিয়ানীবাজারে ড. জিসি দেবের বাড়ির অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ ও লিজ বাতিলের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজন মনে করছেন অনেকে। গত বছর লিজ বাতিল ও দখলমুক্ত করার দাবিতে আন্দোলন শুরু হলে প্রশাসনের দালাল ও মধ্যস্বত্বভোগীরা আন্দোলনকে দাবিয়ে রাখতে তৎপর হয়ে ওঠে। ড. জিসি দেবের লাউতা ইউনিয়নের ফল মৌজায় পৈত্রিক ভূমির অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করে সমুদয় সম্পত্তি মানবতাবাদী দার্শনিক ড. জিসি দেব স্মৃতি পরিষদের অনুকূলে হস্তান্তর ও সরকারিভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেয়ার জন্য বিয়ানীবাজার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ দীর্ঘদিন দাবি জানিয়ে আসছে।

চিরকুমার জিসি দেবের কোন উত্তরাধিকারী না থাকায় স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে শ্যামাপদ বাবু তার প্রজাদের ওই বাড়িতে আশ্রয় দেন। এক সময় শ্যামাপদ দেশ ছেড়ে ভারতে চলে গেলে পুরো বাড়িটি তার প্রজারা দখলে নেয়। '৭৩ সালে দখলদার প্রজারা বাড়িটি লিজ গ্রহণ করে বসবাস করে আসছে। দখলদারদের কেউ স্থানীয় লোক নয়। তারা বিভিন্ন সময়ে জমিদারদের আশ্রয়ে প্রজা হিসেবে থাকত। দখলদারা সংখ্যালঘু ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার কারণে সংখ্যালঘু নির্যাতন এবং মামলার ভয়ে অবৈধ দখল উচ্ছেদ করতে স্থানীয় লোকজন এগিয়ে আসেনি। সম্প্রদায় ও শ্রেণীগত কারণে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণও বাড়িটি রক্ষণাবেক্ষণে কোন ভূমিকা রাখেননি। একাত্তর সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকহানাদার বাহিনী রাজাকারদের সহযোগিতায় ড. জিসি দেবের বসতঘর ও ব্যক্তিগত লাইব্রেরিটে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। বাড়ির পুরাকীর্তি ও ঐতিহ্য কিছুই আজ নেই। মহান শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ১৯৯৫ সালে জিসি দেবের বাড়িতে একটি স্মৃতিফলক নির্মাণের উদ্যোগ উপজেলা প্রশাসন ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ গ্রহণ করলেও অবৈধ দখলদাররা তার বাড়িতে স্মৃতিফলকটি স্থাপন করতে দেয়নি। পরবর্তীতে স্মৃতিফলকটি তার বাড়ির পাশে অবস্থিত শৈশবের স্মৃতিবিজড়িত লাউতা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় চত্বর প্রাঙ্গণে নির্মাণ করা হয়।

সরেজমিন বাড়িটি দেখতে গেলে দখলদাররা সাংবাদিক পরিচয় জানতে পেরে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। দুই একর সাতচল্লিশ শতক ভূমির পুরো বাড়িটি চারটি পরিবার দখল করে বসবাস করছে। তারা বলেন, আমরা জিসি দেবকে চিনি না। আবাদ করে ওখানে বসবাস করার সুযোগ করে দিয়েছেন স্থানীয় কয়েকজন ব্যক্তি। তারা আমাদের মালিক। বাড়ির মালিকানা নিয়ে দখলদারদের মধ্যে চলছে বিরোধ। বিরোধকে কেন্দ্র করে জমির মালিকানা নিয়ে আদালতে মামলাও হয়েছে। দেশের শীর্ষস্থানীয় বরেণ্য বুদ্ধিজীবী শহীদ ড. জিসি দেবের জন্মস্থানের মানুষের কাছে তিনি তেমন পরিচিত নন। স্বাধীনতা-পরবর্তী প্রজন্মগুলো পাঠ্যপুস্তক থেকে তাকে আবিষ্কার করে জানতে পারে তিনি পাশের বাড়ির লোক। এমন মন্তব্য করেছে লাউতা স্কুলের ছাত্র-শিক্ষক সবাই। ষাট বছর বয়সী আরতি দে বলে, 'ড, জিসি দেবকে দেখেছি, ভাবিনি তার বাড়িটি দখল হয়ে যাবে। বাড়ির সকলকেই বাইর কইর দেওয়ন লাগি দেশের মানুষের কাছে সত্য ঘটনা লেখউকা।'

দখলদারদের একজন ছাড়া অন্য সবাই বহিরাগত। তাদের একটি মহল ভূমিটি গ্রাস করতে এখানে বসিয়ে রেখেছে। প্রভাবশালীরা পেছন থেকে ওদের নাম ব্যবহার করে। প্রভাবশালীরা ভূমিসংক্রান্ত মামলা ও খাজনার টাকার যোগানদাতা।

যুগান্তর, ১৮ ডিসেম্বর ২০০৪

(২৫৭৩)
শ্রীপুরে সংখ্যালঘুর বাড়ী ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা ঃ আহত ৪

গাজীপুর, ১৮ ডিসেম্বর, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ শ্রীপুরে শনিবার সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়ে স্থানীয় সংখ্যালঘুদের বাড়ি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ভাঙচুর ও লুটপাট করেছে। এ সন্ত্রাসীদের মারধরে ৪ জন আহত হয়েছে। পরে হামলাকারীরা সংখ্যালঘু একটি পরিবারকে ঘর থেকে বের করে বাড়িতে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে। ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী জানায়, স্থানীয় একটি প্রভাবশালী মহল সংখ্যালঘুদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করার জন্য এ ঘটনা ঘটিয়েছে। এলাকাবাসী জানায়, শনিবার সকাল সাড়ে ১০টায় ২৫ থেকে ৩০ সশস্ত্র সন্ত্রাসী শ্রীপুর উপজেলার কাওরাইদ বাজার এলাকায় হামলা চালায়। হামলাকারীরা দু'টি স্বর্ণের দোকানসহ ৪টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ভাঙচুর এবং স্বর্ণালংকার ও নগদ টাকাসহ বিভিন্ন মাল লুটপাট করে নিয়ে যায়। পরে হামলাকারীরা রাখাল ঘোষের বাড়িতে হামলা চালিয়ে তার পরিবারের সদস্যদের ঘর থেকে বের করে তালা ঝুলিয়ে দেয়। সন্ত্রাসীদের মারধরে ৪ জন আহত হয়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৯ ডিসেম্বর ২০০৪

(২৫৭৪)
বান্দরবানে পাঁচ হাজার আদিবাসী উচ্ছেদ

বান্দরবান প্রতিনিধি ঃ আদিবাসীদের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত ভূমি সংক্রান্ত আইন লংঘন করে বান্দরবান জেলায় সরকারি বিশাল পাহাড়ি জায়গা জুড়ে ইকোপার্ক ও অভয়ারণ্য সৃষ্টির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এই প্রকল্প দুটি বাস্তবায়িত হলে জেলার প্রায় ৫ হাজার আদিবাসী পরিবারের নিজেদের এলাকা থেকে উচ্ছেদ হয়ে পড়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। সরকারের গৃহীত এই সিদ্ধান্তে দেখা দিয়েছে এলাকায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া।

সরকারি সূত্র জানায়, বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে এবং সিদ্ধান্তক্রমে জেলার লামা উপজেলার সাংগু রিজার্ভ বনাঞ্চলের প্রায় ৬ হাজার একর জায়গা জুড়ে একটি অভয়ারণ্য গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সরকারি কর্মকর্তাদের মতে এ অভয়ারণ্য গড়ে তোলার উদ্দেশ্য হচ্ছে- জঙ্গলের বন্যহাতিসহ ক্ষতিকারক জীব-জন্তুগুলোর নিরাপদ আবাস স্থান নিশ্চিত করা। এতে বন্যহাতিসহ প্রাণীকুল গভীর জঙ্গল ছেড়ে লোকালয়ে আসা বন্ধ হবে। মানবকুল এবং তাদের ক্ষেত-খামার থাকবে নিরাপদে। চিম্বুক পাহাড় এলাকায় ইকোপার্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে নিরাপদ বনাঞ্চল সৃষ্টি করা ছাড়াও ভ্রমণপিপাসুদের চিত্ত-বিনোদনের নিশ্চিত ব্যবস্থা হবে।

আদিবাসী নেতারা বলেছেন, প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য যে দুটি কমিটি গঠিত হয়েছে তাতে কোনে আদিবাসী সদস্য রাখা হয়নি। বন বিভাগ ও জেলা প্রশাসনের একগুঁয়েমির কারণে জেলার চিম্বুক পাহাড় এলাকায় ইকোপার্ক গড়ে তোলা হলে সেখানে শত বছর ধরে বসবাসকারী ম্রো, মারমা ও ত্রিপুরা ও তংচংগাসহ প্রায় ৫ হাজার আদিবাসী পরিবার এলাকা ছাড়া হবে বাধ্য হয়েই।

ম্রো আদিবাসী নেতা রাংলাই ম্রো জানিয়েছেন, চিম্বুক পাহাড়ের চারপাশেই বসতি রয়েছে ম্রো, মারমা, ত্রিপুরা ও তংচংগ্যা আদিবাসীদের। তারা প্রথানুযায়ী গ্রামের আশপাশের পাহাড়ি পতিত জায়গায় শত বছর ধরে জুম চাষাবাদ করে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করে আসছেন। ইকোপার্ক গড়ে তোলা হলে ওই এলাকার প্রায় ৫ হাজার পাহাড়ি জায়গা নতুন করে সরকারি দখলে চলে যাবে। ফলে এসব এলাকার প্রায় ৫ হাজার আদিবাসী পরিবার প্রয়োজনীয় জুম চাষ ও উদ্যান উন্নয়নের জমি থেকে বঞ্চিত হবেন। সে কারণে তারা এলাকা থেকে বাধ্য হয়েই উচ্ছেদ হবেন।

জেলার আদিবাসী নেতা সাংবাদিক বুদ্ধজ্যোতি চাকমা অভিযোগ করে বলেন, সরকারের বন বিভাগ জেলার নানাস্থানে ইতিমধ্যেই দখলে রেখেছে প্রায় ৭৮ হাজার একর পাহাড়ি জমি। সেই বিশাল পাহাড়ি জায়গা থাকা সত্ত্বেও উদ্দেশ্যমূলকভাবেই নতুন করে আবারও প্রায় ১২ হাজার একর পাহাড়ি ভূমি অভয়ারণ্য ও ইকোপার্ক সৃষ্টির নামে দখলের অপচেষ্টা কোনভাবেই মেনে নেয়া যায় না।

গ্রামীণ এলাকার আদিবাসী নেতারা বলেছেন, পাহাড়ি জনগোষ্ঠী জনকল্যাণমুখী সরকারি যে কোন উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে ও সহযোগিতা করে আসছে। তবে সরলমনা আদিবাসীদের জীবন-জীবিকার অধিকারকে পদদলিত করে বিশাল জায়গা সরকারি দখলে নেয়ার এই অমানবিক সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করতেই হবে বলে তারা জানান। সরকারের এই

সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা না হলে পাহাড়ের আদিবাসীরা নিজেদের অধিকার রক্ষায় কঠোরতর আন্দোলনে যেতে বাধ্য হবেন বলে আদিবাসী নেতারা হুঁশিয়ারি করেছেন।

যুগান্তর, ২০ ডিসেম্বর ২০০৪

(২৫৭৫)
রাজারহাটে দেড়শ' সংখ্যালঘু পরিবার ফেরারী সন্ত্রাসীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ

লালমনিরহাট, ১৯ ডিসেম্বর, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ নারী ও শিশু নির্যাতন মামলার ফেরারী আসামি বিএনপি ক্যাডার সন্ত্রাসী আব্দুস সামাদ (৩৮) গংয়ের নির্মম অত্যাচারে অতিষ্ঠ রাজারহাটের আগটারী গ্রামের দেড় শতাধিক হিন্দু পরিবার ভীতসন্ত্রস্ত। ইতোমধ্যে সন্ত্রাসীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে দেশ ছেড়ে ভারতে পালিয়ে গেছে কয়েকটি হিন্দু পরিবার। কয়েকটি পরিবার সন্ত্রাসীদের অত্যাচারে নিজ গ্রাম ছেড়ে অন্য গ্রামে আশ্রয় নিয়েছে। ক্যাডারদের ভয়ে কয়েকজন পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছে লালমনিরহাট শহরে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করায় সন্ত্রাসীদের তৎপরতা আরও বেড়ে গেছে। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে জনমনে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

গ্রামবাসী সূত্রে জানা গেছে, কুড়িগ্রাম জেলার রাজারহাট থানার চাকিরপাশা ইউনিয়নের জয়দেব হায়াৎ মৌজার হিন্দু অধ্যুষিত অচিনতলার আগটারী গ্রাম। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর জনৈক প্রভাবশালী বিএনপি নেতার নেতৃত্বে নারী ও শিশু নির্যাতন মামলার ফেরারী আসামি আব্দুস সামাদ একটি সন্ত্রাসী বাহিনী গড়ে তোলে। এই বাহিনীর হাতে দিনের পর দিন অত্যাচারিত হয়ে দেড় শতাধিক হিন্দু পরিবার ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। অত্যাচারের কয়েকটি ঘটনা পুলিশকে জানানো ও থানায় এজাহার করার পরও পুলিশ কোন আইনগত ব্যবস্থা নেয়নি। ফলে সন্ত্রাসীরা তাদের অত্যাচারের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। ইতোমধ্যে সন্ত্রাসীদের ভয়ে অচিনতলার আগটারী গ্রামের ৪/৫ হিন্দু পরিবারের সহায়সম্পত্তি সন্ত্রাসীরা জোর করে লিখে নিয়ে প্রাণনাশের হুমকি দেয়ায় তারা এলাকা ছেড়েছে। গ্রামবাসী জানায়, সন্ত্রাসীদের ভয়ে পালিয়ে গেছে তারাপদ (৫০), খেলাপদ রায় (৪৮)। তারাপদের পরিবার সদস্য সংখ্যা ছিল ৩ জন ও খেলাপত রায়ের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ছিল ৭ জন। এ ছাড়াও অনেকেই দেশ ছেড়েছে বলে গ্রামবাসী অভিযোগ করে। সন্ত্রাসীদের ভয়ে নিজ গ্রাম ছেড়ে অন্য গ্রামে আশ্রয় নিয়েছে তরুণীকান্ত (৪০), বিশ্বনাথ (৩৫)। সন্ত্রাসীরা তরুণীকান্ত ও বিশ্বনাথের জমি জোর করে লিখে নিয়েছে। এই জমি লিখে নেয়ার ঘটনায় আদালতে মামলা করায় তাদের প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছে সন্ত্রাসীরা। ফলে তারা গ্রাম ছেড়ে অন্য গ্রামে আশ্রয় নিয়েছে। এ ছাড়া সন্ত্রাসী সামাদ এক গরিব হিন্দু পরিবারের মেয়ে সুচিত্রাকে অপহরণ করে ৭/৮ মাস আটক রেখে ধর্ষণ করে। এ ঘটনায় নারী-শিশু নির্যাতন আইনে মামলা দায়ের হলে পুলিশ হিন্দু মেয়েটিকে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় উদ্ধার করে। মামলাটি তুলে নিতে নির্যাতিত মেয়েটির পরিবারের ওপর সন্ত্রাসীরা কয়েকবার মেয়েটিকে অপহরণের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। নারী শিশু নির্যাতন মামলায় সন্ত্রাসী আব্দুস সামাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। এমনকি জাতীয় পত্রিকায় জুলাই মাসে পলাতক আসামি হিসেবে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, কুড়িগ্রাম বিজ্ঞপ্তিও দিয়েছে। তার পরও প্রভাবশালী বিএনপি নেতার ছত্রছায়ায় থেকে একের পর এক সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড প্রকাশ্যে চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ পুলিশ বলছে আসামি পলাতক। সন্ত্রাসীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে গত ১৫ ডিসেম্বর দেড় শতাধিক নিরীহ গ্রামবাসী জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অভিযোগ দায়ের করে। এ খবর সন্ত্রাসীদের কাছে পৌঁছলে তারা

তাদের অত্যাচারের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেয়। সন্ত্রাসীরা কথিত অভিযোগকারী বিষাদ চন্দ্রের বাড়িতে গিয়ে প্রাণনাশের হুমকি দেয়ায় সে তার পরিবার-পরিজন নিয়ে লালমনিরহাটে আশ্রয় নিয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২০ ডিসেম্বর ২০০৪

(২৫৭৬)
ধামরাইয়ে সংখ্যালঘু নির্যাতনের প্রতিবাদে সমাবেশ
গৌরনদীতে দেড় শ বছরের প্রাচীন তীর্থস্থান প্রভাবশালীদের দখলে

গৌরনদী (বরিশাল) ও ধামরাই (ঢাকা) প্রতিনিধি ঃ বরিশালের উজিরপুর উপজেলার পূর্ব সাকরাল গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ের তীর্থস্থান হিসেবে খ্যাত প্রায় দেড়শ বছরের প্রাচীন কালী ও শীতলা আশ্রমের জমি দখল এবং দেবতাতুল্য প্রাচীন তেঁতুলগাছটি কেটে নিয়ে গেছে স্থানীয় একটি প্রভাবশালী মহল।

এদিকে ঢাকার ধামরাই উপজেলার গোপালপুর গ্রামের ৬০টি সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর নির্যাতনের প্রতিবাদে এবং দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে কালীমন্দির চত্বরে এক বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

গতকাল বরিশাল জেলার উজিরপুরের পূর্ব সাকরাল গ্রামে গিয়ে স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গ্রামের জনৈক মনমোহন প্রায় দেড় শ বছর আগে বাড়ির পাশের একটি বিশালাকৃতির তেঁতুল গাছের নিচে কালীপূজা ও শীতলাপূজার আয়োজন করতেন। প্রতিবছরই এ উৎসবে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে হাজার হাজার ভক্তানুরাগী সমবেত হতেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় মনমোহনের উত্তরসূরিরা এর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব জনৈক সীমানাথ কর্মকারকে দিয়ে ভারতে চলে গেলে মনমোহনের ২ একর ৪৪ শতাংশ জমি অর্পিত সম্পত্তিভুক্ত হয়। আশির দশকে জনৈক আবদুল লতিফ হাওলাদার তীর্থস্থানের জমিটুকু বাদ দিয়ে মনমোহনের বাড়িটি সরকারের কাছ থেকে লিজ নিয়ে বসবাস শুরু করেন। এ সময় নিয়মিতভাবেই উৎসব হয়ে আসছিল।

কিন্তু এ বছর মাঠ জরিপের সময় আবদুল লতিফের মেয়ের জামাই বাবুল তীর্থস্থানের জমিটি নিজের নামে রেকর্ড করে নেয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে গত মঙ্গলবার বাবুলের সহায়তায় স্থানীয় ইউপি সদস্য জাকির হোসেন ও সেকেন্দার প্রাচীন তেঁতুলগাছটি কেটে জমি দখল করে নেয়। এ প্রসঙ্গে সাবেক স্কুলশিক্ষক কারি মোহাম্মদ শামছুল হক (৮৫) জানান, 'এটা হিন্দুদের তীর্থস্থান। আমার জন্মের আগে থেকেই হিন্দুরা এখানে উৎসব করত বলে শুনেছি।' মুক্তিযোদ্ধা নির্মল গাইন (৭০) জানান, 'জীবনকে তুচ্ছ করে যুদ্ধ করেছিলাম। কিন্তু এখন প্রতিবাদের সব ভাষাই হারিয়ে ফেলেছি। স্থানীয় কুমোদ চন্দ্র রায় (৮০) ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'পূর্বপুরুষদের তীর্থস্থান জবরদখল করে নেয়, অথচ দেখার কেউ নেই।' পুরোহিত ভবানীপুর হাইস্কুলের পণ্ডিত ননী ঠাকুর অভিযোগ করেন, গত বছরও তাদের পূজায় বাধা দেওয়া হয়েছে। ভয়ভীতি দেখিয়ে জমি দখল করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে উজিরপুর উপজেলার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবদুর রব জানান, কেউ অভিযোগ করেনি বলে এ বিষয়টি তার জানা নেই। উপজেলার হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি দিলীপ শিকদার ও সাধারণ সম্পাদক তাপস রায় এ ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন।

ধামরাইয়ে অনুষ্ঠিত সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন গোপালপুর গ্রামের সন্তোষ মণ্ডল। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. নিমচন্দ্র ভৌমিক, সাংগঠনিক সম্পাদক সত্যেন্দ্র চন্দ্র ভক্ত, নির্মল চ্যাটার্জি, নির্মল দাস প্রমুখ। বক্তারা

সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন-নিপীড়নের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান। তারা গোপালপুর গ্রামের মন্দির ও শ্মশানের সম্পত্তি অবৈধ দখল ও সংখ্যালঘুদের ওপর সন্ত্রাসী হামলা ও নির্যাতনের নায়ক রশিদ, বাদেশ, আদম, লাল মিয়া, সোনা মিয়া, ইব্রাহিম ও তার দোসরদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবি জানান।

প্রথম আলো, ২৪ ডিসেম্বর ২০০৪

(২৫৭৭)
৭ দিনের মধ্যে এলাকা ছাড়ার নির্দেশ
মিরসরাইয়ে ত্রিপুরাদের ওপর হামলার তথ্য দেয়ার জের

ছালেক নাসির উদ্দিন, মিরসরাই (চট্টগ্রাম) ঃ মিরসরাই আদিবাসী এলাকা থেকে আদিবাসী ত্রিপুরাদের ৭ দিনের মধ্যে এলাকা ছাড়ার নির্দেশ জারি করা হয়েছে। এলাকা না ছাড়লে বন বিভাগের পোষ্য ভিলেজার এবং সন্ত্রাসীদের লেলিয়ে দিয়ে ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া এবং মহিলাদের শ্লীলতাহানি করা হবে বলে মিরসরাই বন কর্মকর্তারা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে। আদিবাসীদের ওপর নির্যাতনের তথ্য সাংবাদিকদের দেয়ায় বনলুটেরা দলের সর্দার করেরহাট বিটের কর্মকর্তা আসাদুজ্জামান ক্ষিপ্ত হয়ে এ আদেশ জারি করেন। বন বিভাগের কর্মকর্তাদের অব্যাহত হুমকিতে ত্রিপুরা পাড়ায় প্রায় ৫৮০টি পরিবার বর্তমানে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে চরম আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে। এদিকে বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন ত্রিপুরাদের জীবনের নিরাপত্তা ও দোষীদের শাস্তির দাবি জানিয়ে আসছে।

১০ ডিসেম্বর মিরসরাইয়ে কয়লা এলাকার আদিবাসী ত্রিপুরা পাড়ায় বন কর্মীরা হামলা চালায়। এ সময় পুরুষ, মহিলা ও শিশুসহ ২৫ জন ত্রিপুরা আহত হয়। এ সংক্রান্ত সরেজমিন প্রতিবেদন ২১ ডিসেম্বর 'সংবাদ'-এ প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার পর এ নিয়ে প্রশাসনে তোলপাড় শুরু হয়। তবে স্থানীয় প্রশাসন নীরব ভূমিকা পালন করছে। তাদের কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। অভিযোগ রয়েছে, করেরহাট ফরেস্ট গেট থেকে স্থানীয় এমপি, চেয়ারম্যান, পুলিশসহ বিভিন্ন সংগঠন মোটা অংকের চাঁদা পায়। এ কারণে প্রশাসন হামলাকারীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নিয়ে হামলাকারীদের রক্ষায় নেমেছে।

বৃহস্পতিবার কয়লা আদিবাসী ত্রিপুরাপাড়া ঘুরে আহত লোকজনদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, আদিবাসী ত্রিপুরা হামলাকারীদের বিচার চায়, সমঝোতা চায় না। হামলার ঘটনাটি মিথ্যা বলে জোরপূর্বক আহত ত্রিপুরাদের পক্ষে বশী কুমার ত্রিপুরার থেকে মুচলেকা আদায় করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

সাংবাদিকদের তথ্য দেয়ার কারণে বন বিভাগের পোষ্য ক্যাডার সুলতান ও তার তিন ছেলে বেলাল মোস্তফা, নিজামসহ আরও কয়েকজন ভিলেজার ত্রিপুরাদের ৫৮০টি পরিবার আক্রমণের কারণে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। তারা কোথাও নতুন করে অভিযোগ দিতে সাহস পাচ্ছে না।

স্থানীয় শচীন্দ্র ত্রিপুরা, নিপেন্দ্র ত্রিপুরা, আশীষ কুমার ত্রিপুরা অভিযোগ করেন, আদিবাসী পাড়ার কেউ গাছ কাটার বা পাচারের সঙ্গে জড়িত না হলেও তাদের পাচারকারী হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়।

নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায়, করেরহাট ফরেস্ট গেট দিয়ে প্রতিদিন লাখ লাখ টাকার কাঠ পাচার হয়। এসব কাঠ পাচারের সময় করেরহাট ফরেস্ট কর্মকর্তারা বিনা রশিদে চাঁদা আদায় করে। চাঁদার টাকা স্থানীয় সংসদ সদস্য এম.এ জিন্নাহ, করেরহাট ইউপি চেয়ারম্যান দেলোয়ার হোসেন, পুলিশ প্রশাসনসহ বিভিন্ন সংগঠন ভাগ পেয়ে থাকে। অভিযোগ রয়েছে, আদিবাসীদের ওপর বার বার হামলা হলেও প্রশাসনিকভাবে তারা কোন সহযোগিতা পায়নি। মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে সবাই ম্যানেজ হয়ে যায়।

এদিকে মিরসরাই মানবাধিকার জোট ও মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার নেতৃবৃন্দ পৃথক পৃথক বিবৃতিতে আদিবাসী ত্রিপুরাদের ওপর হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। বর্তমানে তাদের জীবনের নিরাপত্তাসহ আহতদের চিকিৎসা করার দাবি জানিয়েছেন।

সংবাদ, ২৫ ডিসেম্বর ২০০৪

(২৫৭৮)
মুন্সীগঞ্জে মন্দিরে ঢুকে মূর্তি ভাঙচুর হিন্দুরা আতঙ্কে

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি ঃ মুন্সীগঞ্জের টঙ্গীবাড়ি উপজেলার বালিগাঁও বাজারের মণিপাড়ার দুর্গা মন্দিরের ৬টি মূর্তি ভাঙচুর করেছে দুর্বৃত্তরা। শুক্রবার গভীর রাতে একদল সন্ত্রাসী হঠাৎ আক্রমণ চালিয়ে মূর্তিগুলো ভাঙচুর করে পালিয়ে যায়। মূর্তি ভাঙচুরের প্রতিবাদে শনিবার বিকালে সেখানে বিক্ষোভ মিছিল হয়েছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন রয়েছে আতঙ্কের মধ্যে।

এলাকাবাসী জানায়, ক্ষমতাসীন দলের কতিপয় ব্যক্তি মন্দিরের জায়গা দখলের জন্য বেশ কিছুদিন ধরে তৎপরতা চালিয়ে আসছে। পুলিশ শনিবার দুপুরে ঘটনাস্থলে গিয়ে ভাঙ্গা মূর্তির বেশ কিছু অংশ বস্তাবন্দী করে থানায় নিয়ে আসে। তবে এখনো কেউ গ্রেফতার হয়নি।

হিন্দু অধ্যুষিত মণিপাড়ার লোকজন জানান, আমাদের মন্দিরের জায়গা দখলের জন্য একটি মহল তৎপর। কিন্তু প্রশাসন এ ব্যাপারে নির্বিকার। মূর্তি ভাঙচুরের সঙ্গে জড়িতদের গ্রেফতারের দাবি জানান তারা। ভাঙচুরকৃত মূর্তির মধ্যে রয়েছে দুর্গা, অসুর, লক্ষী, কার্তিক, গনেশ ও সিংহের মূর্তি।

ভোরের কাগজ, ২৬ ডিসেম্বর ২০০৪

(২৫৭৯)
নিঃস্ব মুক্তিযোদ্ধা রঞ্জিত বেদখল হওয়া সম্পত্তি পুনরুদ্ধারে সহযোগিতা চান

মাহবুব আলম বাবু, কুমিল্লা ঃ স্বাধীনতার ৩৩ বছরে অনেকবার ক্ষমতার পালাবদল হলেও ভাগ্যের পরিবর্তন হয়নি মুক্তিযোদ্ধা রঞ্জিত কুমার চক্রবর্তীর। একাত্তরে নিঃস্ব হয়ে যাওয়া বীর মুক্তিযোদ্ধা রঞ্জিত রিকশা চালিয়ে স্ত্রীর ভরণপোষণ ও ৩ ছেলের লেখাপড়ার খরচ যোগাতে হিমশিম খাচ্ছেন। মুক্তিযোদ্ধা রঞ্জিত চক্রবর্তী '৭১-এ বেদখল হয়ে যাওয়া সম্পত্তি পুনরুদ্ধার ও ৩ ছেলের লেখাপড়ার জন্য সবার সহযোগিতা চেয়েছেন। কুমিল্লা শহরের ঠাকুরপাড়ায় বাস করেন পঞ্চাশোর্ধ মুক্তিযোদ্ধা রঞ্জিত কুমার চক্রবর্তী। স্ত্রী হাসি রাণী চক্রবর্তী আর ৩ ছেলে নিয়ে পাঁচ সদস্যের পরিবারের ভরণপোষণের জন্য রাতের বেলায় বেরিয়ে পড়েন রিকশা নিয়ে জীবিকার অন্বেষণে। সামান্য আয়ের মধ্যেই ৩ ছেলের পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছেন। বড় ছেলেটি কুমিল্লা জিলা স্কুলে এবং অন্য দু'জন রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলে পড়াশোনা করছে। রিকশা চালানোর পাশাপাশি সন্তানদের পড়াশোনায় শিক্ষকের ভূমিকা পালন করেন সামান্য জ্ঞানের পুঁজি নিয়ে।

কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলার দৌলতপুরের বিখ্যাত ঠাকুরবাড়ির সন্তান রঞ্জিত। এক সময় অনেক সম্পত্তি ছিল তাদের। বহু লোক কাজ করতো ঠাকুরবাড়ির জমাজমিতে। '৭১ সালে সে রবীন্দ্র বিশ্বনাথ হাই স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। সবকিছু ফেলে বুড়ো বাবা-মাকে সীমান্তের ওপারে শরণার্থী ক্যাম্পে রেখে মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং গ্রহণ করেন। ৪৫ দিনের ট্রেনিং

শেষে গেরিলা যুদ্ধে অংশ নিতে চলে যান দাউদকান্দি ও মেঘনা অঞ্চলে। গেরিলা বাহিনীর হামলায় পর্যুদস্ত হয়ে পাক হানাদার বাহিনী পিছু হটতে থাকে। গেরিলা বাহিনীর কমান্ডার মালেক ও কাউসারের নেতৃত্বে ডিসেম্বরে তারা ঢাকায় পৌঁছলে আপামর জনগণ তাদের বরণ করে নেয়। বিজয় মাল্য নিয়ে গ্রামে ফিরে দেখেন বসতভিটা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। হানাদারদের দোসররা মিথ্যা জাল দলিলের মাধ্যমে আত্মসাৎ করেছে পরিবারের পুকুর, দিঘি, জমিজমা। মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাস সংগ্রাম শেষে নতুন করে জীবন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ভস্মীভূত বসত ভিটায় পুনরায় ঘর নির্মাণ করে বসবাস শুরু করেন। কিন্তু চক্রান্তের নতুন জাল বোনা শুরু হয় তাদের বিরুদ্ধে। তাকে একটি মিথ্যা হত্যা মামলায় জড়িয়ে দেয়া হয়। ৭ বছর জেলে থাকার পর মুক্তি পেয়ে বাড়ি ফিরে দেখেন নিজেদের কেউ নেই, আছে শুধু দখলদারদের রাজত্ব। শূন্য হাতে চলে আসেন কুমিল্লা শহরে। মাথা গোজার ঠাঁই হয়নি কোথাও। মুক্তিযোদ্ধার পরিচয় দিয়ে উপহাসের পাত্র হয়েছিল সর্বত্র। বাবা শহরের ঈশ্বর পাঠশালা বৈদিক ঔষধালয়ের প্রধান কবিরাজের কাজ নিয়ে ঠাকুরপাড়ায় একটি কোয়ার্টারে মাথা গোজার ঠাঁই করে নেন। সেখানেই আশ্রয় হয় তার। কিছুদিন কাজ করে একটি কনফেকশনারিতে। '৯৫ সালে সেটিও হারাতে হয়। নিরূপায় হয়ে রিকশা চালাতে শুরু করেন রাতের বেলায়। মুক্তিযুদ্ধে সহায় সম্পত্তি হারিয়ে রিকশা চালিয়ে জীবন জীবিকার পাশাপাশি সন্তানদের পড়াশোনার ব্যয় ভারও বহন করতে হচ্ছে তাকে। মুক্তিযুদ্ধের জেলা কমান্ডার সফিউল আহমেদ বাবুল কয়েক বছর আগে একটি রিকশা কিনে দিয়েছিলেন তাকে। এজন্য তার কাছে তিনি কৃতজ্ঞ।

স্বাধীনতার ৩৩ বছরে অনেকবার ক্ষমতার পালাবদল হলেও কোন সরকারই তার দিকে ফিরে তাকায়নি। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য মন্ত্রণালয়, কল্যাণ ট্রাস্ট, ভাতাসহ নানা সুবিধার কথা বলা হলেও তার ভাগ্যে কিছুই জোটেনি। মুক্তিযোদ্ধা রঞ্জিত বেদখল হয়ে যাওয়া সম্পত্তি পুনরুদ্ধার ও সন্তানদের লেখাপড়ার জন্য সরকারের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

সংবাদ, ২৬ ডিসেম্বর ২০০৪

(২৫৮০)
দিনাজপুরে আদিবাসী মহিলা খুন

বীরগঞ্জ (দিনাজপুর) ঃ দিনাজপুরের বীরগঞ্জ উপজেলার মরিচা ইউনিয়নের মাহতাবপুর গ্রামে আদিবাসী মহিলা ফুলমনি হেমরন (৫০) খুন হয়েছে। গত শুক্রবার রাত ৮টায় বিশু হেমরমের স্ত্রী ফুলমনি একা বাড়িতে রান্না করার সময় অজ্ঞাতপরিচয় সন্ত্রাসীরা তাকে খুন করে পালিয়ে যায়। পুলিশ ময়নাতদন্তের জন্য লাশ দিনাজপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করেছে। এ ব্যাপারে নিহতের এক ভাই বাদি হয়ে বীরগঞ্জ থানায় একটি খুনের মামলা দায়ের করে। এ ঘটনায় কেউ গ্রেফতার হয়নি।

সংবাদ, ২৬ ডিসেম্বর ২০০৪

(২৫৮১)
মুন্সীগঞ্জে ছয়টি পূজামণ্ডপের মূর্তি ভাঙচুর করেছে সন্ত্রাসীরা

লৌহজং প্রতিনিধি ঃ মুন্সীগঞ্জের টঙ্গীবাড়ী উপজেলার বালিগাঁও বাজারে অজ্ঞাত সন্ত্রাসীরা গত ২৪ ডিসেম্বর গভীর রাতে হিন্দু সম্প্রদায়ের ছয়টি পূজামণ্ডপের মূর্তি ভাঙচুর করেছে। এ ঘটনায় পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি।

স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায় জানান, দীর্ঘদিন যাবৎ প্রভাবশালীরা মন্দিরের জায়গা দখল করার অপচেষ্টা চালায়। ইতিপূর্বে দখলদারদের বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদও জানিয়েছে। স্থানীয়দের ধারণা ওই ঘটনার জের ধরে দখলবাজ সন্ত্রাসী ক্যাডাররা গত ২৪ ডিসেম্বর গভীর রাতে বালিগাঁও বাজারের মনিপাড়া এলাকার দুর্গামন্দিরের ছয়টি মূর্তি ভাঙচুর করেছে। এ খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে ভাঙচুরের আলামত জব্দ করেছে। এ ঘটনায় হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ তীব্র নিন্দা ও সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছে।

আজকের কাগজ, ২৮ ডিসেম্বর ২০০৪

(২৫৮২)
কমলগঞ্জে সংখ্যালঘু এক বিধবা মহিলার সম্পত্তি জবর দখল

কমলগঞ্জ প্রতিনিধি ঃ কমলগঞ্জ উপজেলার বাসুদেবপুর এলাকায় এক অসহায় বিধবা মহিলার সম্পত্তি জবর দখল করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। খবরে প্রকাশ, কমলগঞ্জ উপজেলার মইডাইল মৌজার ৩নং খতিয়ানভুক্ত, ১১৯৯ দাগের ১১ শতক ভূমি মৌরসি সূত্রে মালিক ছিলেন মৃত মনোরঞ্জন মালাকার। তার মৃত্যুর পর একটি সংঘবদ্ধ চক্র ওই সম্পত্তি জবর দখলের পায়তারা শুরু করে। তাদের তৎপরতায় আতঙ্কগ্রস্ত এই সংখ্যালঘু পরিবারটি তার যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির নিরাপত্তার জন্য স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিসহ একাধিকবার মুন্সীবাজার ইউপি চেয়ারম্যানের স্বরণাপন্ন হয়েছেন। কিন্তু প্রতিবারই তাকে আশ্বাস বানী শুনানো হলেও তার সম্পত্তির নিরাপত্তা পাননি সুষমা রানী মালাকার। গত ৬ই ডিসেম্বর এলাকার প্রভাবশালী মোঃ মোতাহার হোসেন ও তার সহযোগীরা জবর দখল করে নেয় উক্ত সম্পত্তি, কেটে নেয় জমির ফসল। অগত্য নিরূপায় হয়ে গত ১৫ ডিসেম্বর সুষমা রানী মালাকার তার জানমাল ও সম্পত্তির নিরাপত্তা চেয়ে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর কাছে একটি লিখিত আবেদন জানিয়েছেন। যার অনুলিপি বিভিন্ন দফতরে প্রেরণ করা হয়েছে।

আজকের কাগজ, ২৮ ডিসেম্বর ২০০৪

(২৫৮৩)
মামলা নিতে পুলিশের গড়িমসি
আনোয়ারায় সংখ্যালঘু পরিবারকে উচ্ছেদ করছে সন্ত্রাসীরা

চট্টগ্রাম অফিস ঃ জেলার আনোয়ারায় সন্ত্রাসীদের নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে একটি সংখ্যালঘু পরিবার শহরে পালিয়ে এসে মানবেতর জীবন যাপন করছে। রাজনৈতিক চাপের অজুহাতে এসব সন্ত্রাসীর বিরুদ্ধে থানা পুলিশ মামলা নিতে গড়িমসি করছে বলে জানা গেছে। গতকাল সোমবার এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে সন্ত্রাসীদের কবল থেকে তাদের রক্ষার জন্য সরকারসহ মানবাধিকার সংগঠনগুলোর হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন নির্যাতিত পরিবারের সদস্যরা।

চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে আনোয়ারা থানাধীন বারশত ইউনিয়নের চালিতাতলী গ্রামের অরুণ শেখর দেবনাথের স্ত্রী বাপ্পী রানী দেবনাথ জানান, শ্বশুরের মৃত্যুর পর তাদের পরিবার উত্তরাধিকার সূত্রে বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি লাভ করে। তার স্বামী চাকরির কারণে শহরে অবস্থান করায় আব্দুস ছালাম নামে স্থানীয় এক প্রভাবশালী তার সন্ত্রাসী পাঁয়তারা চালাতে থাকে।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, আবদুস ছালামের সন্ত্রাসী বাহিনীর সদস্য কামালউদ্দিন, আব্দুল কাদের, ফজলুল হক, আইয়ুব আলী, ওরফে ডাকাত বছির জায়গা দখল করতে ব্যর্থ

হয়ে তাদের কাছে ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানালে সন্ত্রাসীরা ১৯৯৯ সালের ৪ জুন হামলা চালিয়ে ব্যাপক লুটতরাজ করে। এ ব্যাপারে দায়েরকৃত মামলাটি বর্তমানে অতিরিক্ত পঞ্চম দায়রা জজ আদালতে বিচারাধীন রয়েছে।

মামলা দায়েরের পর সন্ত্রাসীরা ক্ষিপ্ত হয়ে দফায় দফায় তাদের বাড়িতে হামলা চালিয়েছে বলে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়। সর্বশেষে গত ১০ ডিসেম্বর সন্ত্রাসীরা মালামাল লুট এবং ভাঙচুরসহ পরিবারের সদস্যদের বাড়ি থেকে বের করে দেয়। সন্ত্রাসী হামলার মুখে সংখ্যালঘু পরিবারের সদস্যরা থানায় মামলা করতে গেলে রাজনৈতিক চাপের কথা বলে পুলিশ মামলা নিতে অস্বীকৃতি জানায়।

ভোরের কাগজ, ২৮ ডিসেম্বর ২০০৪

(২৫৮৪)
বরগুনায় রাখাইন বৌদ্ধ বিহার থেকে আরো দুটি বুদ্ধমূর্তি চুরি দু'দশকে খোয়া গেল ৬৫টি

বরগুনা প্রতিনিধি ঃ বরগুনা জেলার রাখাইন সম্প্রদায় অধ্যুষিত তালতলী রাখাইন বৌদ্ধ বিহার থেকে গত সোমবার রাতে আরো দুটি বুদ্ধমূর্তি চুরি হয়েছে। পিতলের তৈরি ওই মূর্তি দুটি ২০০ বছরের প্রাচীন মূর্তিগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল বলে রাখাইন নেতৃবৃন্দ জানিয়েছেন। চুরির কথা তালতলী থানাকে মৌখিকভাবে জানানো হলেও এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত কোনো লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়নি বলে থানা সূত্রে জানা গেছে।

এনিয়ে গত দু'দশকে তালতলীর ১৩টি রাখাইন বৌদ্ধবিহার থেকে ৬৫টি বুদ্ধমূর্তি চুরি হলো। এর মধ্যে ২০০২ সালে তিনটি এবং ২০০৪ সালের ৮ জানুয়ারি ৬ মণ ওজনের দুটি ব্রোঞ্জ মূর্তি চুরি হয়। তালতলী কলেজের প্রভাষক চামেং রাখাইন জানান, ১৭৮৪ সালে মিয়ানমারের আরাকান রাজ্য থেকে তাদের যে পূর্বপুরুষরা তালতলীতে এসে বসতি গড়েছিলেন, এসব মূর্তি সেই সময়কার।

এদিকে একের পর এক মূল্যবান বুদ্ধমূর্তি চুরির ঘটনায় তালতলীতে বসবাসকারী প্রায় ১০ হাজার রাখাইন সদস্যের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। রাখাইন বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান ও অধিকার সংরক্ষণ কমিটির সভাপতি খেন মংলা গতকাল প্রথম আলোকে জানান, অনেক দিন ধরে মূর্তি চুরি অব্যাহত থাকলেও তা প্রতিরোধে তারা সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের কোনো সহযোগিতা পাচ্ছেন না। তিনি জানান, সংস্কারের অভাবে তালতলীর বৌদ্ধবিহারগুলোর অস্তিত্ব বিপন্ন হতে চলেছে। সংঘবদ্ধ একটি চক্র এসব ধর্মীয় উপাসনালয়ে হানা দিয়ে মূল্যবান ও অতি প্রাচীন মূর্তিগুলো চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। তিনি এসব অরক্ষিত বৌদ্ধ বিহার সংস্কারের দাবি জানান।

মূর্তি চুরির ঘটনায় তালতলী থানার ওসির সঙ্গে যোগাযোগ করেও তাকে পাওয়া যায়নি।

প্রথম আলো, ২৯ ডিসেম্বর ২০০৪

(২৫৮৫)
লালমনিরহাটে বাড়ি থেকে নিয়ে ডাক্তার খুন

লালমনিরহাট প্রতিনিধি ঃ মঙ্গলবার রাতে রোগী দেখার কথা বলে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে মথীন্দ্র নাথ রায় (৩৬) নামের এক চিকিৎসককে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে। গ্রামবাসী বুধবার সকালে নিহত মথীন্দ্র নাথের বাড়ি থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে সদর উপজেলার মোগলহাট ইউনিয়নের রতনাই নদীর চর এলাকার বনগ্রাম থেকে তার লাশ উদ্ধার করে। হত্যাকারীরা ধারালো কিছু দিয়ে গলা কেটে মৃত্যু নিশ্চিত হয়ে ঘটনাস্থল ত্যাগ করে বলে পুলিশ জানায়। সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ আলতাফ হোসেন জানান, এটা একটা

পূর্বপরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। হত্যাকারীরা তাকে শুধু হত্যার উদ্দেশ্যেই এসেছিল। তবে কিছুদিন আগে মথীন্দ্র নাথ রায় খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করায় এই হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছে বলে পুলিশ সন্দেহ করছে। নিহতের স্ত্রী ও পরিবারের লোকজন জানান, রাত ১১টার দিকে ২/৩ জন লোক ডাঃ মথীন্দ্রের বাড়িতে এসে ডাকাডাকি করতে থাকে। এ সময় তিনি তাদের পরিচয় জানতে চাইলে তারা বলে তাদের এক ডেলিভারি রোগী ভীষণ অসুস্থ তাই তাকে নেয়ার জন্য এসেছে। সরল বিশ্বাসে ডা. মথীন্দ্র ওই লোকদের সঙ্গে রোগী দেখার জন্য ঘর থেকে বের হয়ে যান। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ ডা মথীন্দ্রের ডাক্তারি ব্যাগ ও পরিধেয় সবকিছু অক্ষত অবস্থায় জব্দ করে। এ ব্যাপারে নিহতের ছোট ভাই বাদি হয়ে সদর থানায় মামলা করেছেন। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য লালমনিরহাটে আনা হয়েছে।

যুগান্তর, ৩০ ডিসেম্বর ২০০৪

(২৫৮৬)
রাঙ্গামাটিতে আদিবাসী তরুণী ধর্ষিত

রাঙ্গামাটি প্রতিনিধি ঃ জঙ্গল থেকে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়ে ধর্ষণের শিকার হয়েছে আদিবাসী এক তরুণী। ধর্ষকরা তার দেহের স্বর্ণালংকারও ছিনিয়ে নিয়ে যায়। এ ব্যাপারে রাঙ্গামটির কাউখালী থানায় মামলা হয়েছে। তবে গতকাল বুধবার পর্যন্ত পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি।

ভোরের কাগজ, ৩০ ডিসেম্বর ২০০৪

(২৫৮৭)
মানিকছড়িতে মুখোশধারী সন্ত্রাসী ১ উপজাতীয় বৈদ্যকে জবাই করেছে

মাটিরাঙ্গা (খাগড়াছড়ি) সংবাদদাতা ঃ খাগড়াছড়ি জেলার মানিকছড়ি উপজেলার গবামারা এলাকায় সোমবার গভীররাতে মুখোশধারী সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা অঙ্গজাই মারমা (৩৫) নামে এক উপজাতীয় বৈদ্যকে অস্ত্রের মুখে অপহরণের পর জবাই করে হত্যা করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ২৭ ডিসেম্বর রাতে ১০/১২ জনের সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের একটি দল ৭/৮ রাউণ্ড ফাঁকা গুলি ছুঁড়ে প্রত্যন্ত গবামারার পাহাড়ি গ্রামে ত্রাস সৃষ্টি করে। সন্ত্রাসীরা অঙ্গজাই মারমার ঘরের লোকজনকে এক পর্যায়ে দরজা খুলতে বাধ্য করে। জোর করে ঘরে ঢুকে অস্ত্রের মুখে পাহাড়ি বৈদ্য অঙ্গজাই মারমাকে (৩৫) নিয়ে যায়। গ্রামবাসী ও পরিবারের লোকজন অপহৃতকে সকাল থেকে খোঁজাখুঁজির এক পর্যায়ে দুপুর নাগাদ বাড়ী থেকে আধা কিলোমিটার দূরের জঙ্গলে তার গলাকাটা লাশ পাওয়া যায়।

দৈনিক ইত্তেফাক, ৩১ ডিসেম্বর ২০০৪

সংখ্যালঘু নির্যাতনের নির্বাচিত সংবাদ

১ জানুয়ারি - ৩১ আগস্ট
২০০৫

জানুয়ারি ২০০৫

(২৫৮৮)
বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের রাস্তা প্রশস্তকরণ হিন্দু সম্প্রদায়ের আদি শ্মশানের মঠ মন্দির ভাঙার জন্য মেয়রের নির্দেশ

জেলা বার্তা পরিবেশক, বরিশাল ঃ বরিশাল সিটি কর্পোরেশন রাস্তা প্রশস্তকরণের নামে নতুন বাজারের হিন্দু সম্প্রদায়ের আদি শ্মশানের সমাধি, মঠ, মন্দির ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিয়েছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের নাগরিকরা এ সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ হলেও প্রতিবাদ করার মতো সাহস পাচ্ছেন না।

বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী, জেলা বিএনপির সভাপতি ও বরিশাল সদর আসনের সাংসদ মজিবর রহমান সরোয়ার উপস্থিত জনসাধারণের সামনে আদি শ্মশানের শত বছরের পুরনো সমাধি, মঠ, মন্দির, শনি পূজার বেদি সম্পূর্ণ ও শত বছরের পুরনো নবগ্রহ মন্দিরের একাংশ ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন। অবশ্য সিটি কর্পোরেশনের জন্য রাস্তার পাশে অবস্থিত ব্যক্তিমালিকানাধীন দালান, ভবনের একাংশও ভেঙে ফেলা হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। সিটি কর্পোরেশনের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্মকর্তা জানান, আগামীতে নতুন বাজারকে বর্তমান স্থান থেকে আরও উত্তর দিকে সরিয়ে নেয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হলে আদি শ্মশানের জমি ও পুকুর ভরাট করে সেখানেই বাজারটি স্থানান্তর করা হবে।

অন্যদিকে সিটি কর্পোরেশন এরই মধ্যে বগুড়া রোড ও কালীবাড়ী রোডের সংযোগস্থল শীতলাখোলায় প্রায় শত বছরের পুরনো শীতলা মন্দিরসহ অপরাপর মন্দির ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। সিটি কর্পোরেশনের এসব কাজে হিন্দু সম্প্রদায়ের নাগরিকসহ অনেক সাধারণ মানুষ ক্ষুব্ধ হলেও তারা কোন প্রতিবাদ করার সাহস পাচ্ছেন না। উল্লেখ্য, সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র আহসান হাবিব কামাল এর আগে শীতলাখোলার মন্দির ভাঙার উদ্যোগ নিলে তখন হিন্দু সমাজের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ জানানো হয়। সে সময় সিটি কর্পোরেশন মন্দির ভাঙার উদ্যোগ বাতিল করে দিতে বাধ্য হয়েছিল।

সংবাদ, ২ জানুয়ারি ২০০৫

(২৫৮৯)
টাকা না দেয়াতেই শংকরকে হত্যা করা হয়েছে, শংকরের স্ত্রীর দাবি

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ রাজধানীতে গোয়েন্দা পুলিশের হেফাজতে ক্রসফায়ারে নিহত শংকরের স্ত্রী সুচরিতা বলেছে, পুলিশের দাবি অনুযায়ী টাকা দিতে না পারাতেই তার স্বামীকে হত্যা করা হয়েছে। তবে ডিবি এ অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

শংকরের স্ত্রী সুচরিতা বলেন, গত মঙ্গলবার রাত ৮টায় গোয়েন্দা পুলিশের এক কনস্টেবল তাকে জানায়, মহাখালীর একটি হোটেল থেকে শংকর গ্রেফতার হয়েছে। ২০ হাজার টাকা দিলে তাকে ছেড়ে দেয়া হবে। ওই কনস্টেবল তাকে টাকা দেয়ার সময় রাত ১টা পর্যন্ত বেঁধে দেয়। তিনি জানান, সারারাত তারা টাকা সংগ্রহের চেষ্টা করেন। গতকাল সকালে তারা তেজগাঁও থানায় গিয়ে শোনেন শংকর নামে থানা পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করেনি। সে সঙ্গে তারা খবর পান, শংকর ও আরেকজন ক্রসফায়ারে নিহত হয়েছে। সুচরিতা দাবি করেন, তার স্বামী সন্ত্রাসী নন। শংকর ৩টি দোকানের মালিক ছিলেন বলে তিনি জানান। তিনি বলেন, আসলাম শংকরের পূর্বপরিচিত না জেনেও তারা একে অন্যের সহযোগী ছিল বলে প্রচারণা চালাচ্ছে পুলিশ। শংকর ২ সন্তানের জনক। তার গ্রামের বাড়ি নারায়ণগঞ্জে, বাবার নাম যুগল সিং।

আসলামের মা নাজমা বেগম ও স্ত্রী জুলিয়া জানান, ২ সন্তানের জনক আসলাম ৩৮, উত্তর বিশিল মিরপুরের বাসিন্দা। গত মঙ্গলবার রাত ৮টায় পুলিশের ৪ জন সোর্স জসিম, সোলেমান, রহমান ও মারুফ আসলামকে বাসা থেকে ডেকে নিয়ে যায়। সকালে পরিবারের লোকজন সোর্সকে আসলামের কথা জিজ্ঞাসা করলে তারা জানায়, আসলাম পুলিশের হেফাজতে রয়েছে। তাকে ছেড়ে দেয়া হবে। পরে তারা মিরপুর থানায় যায়। কিন্তু থানা পুলিশ জানায়, আসলাম তাদের হেফাজতে নেই। থানা পুলিশ তাকে গ্রেফতারও করেনি। আসলামের মা ও স্ত্রী জানান, আসলামের খোঁজ না পেয়ে তারা যখন হতাশ, সে সময় স্থানীয় এক ব্যক্তি তাদের পরামর্শ দেয়, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে খোঁজ করতে। সে অনুযায়ী তারা মর্গে গেলে জানতে পারেন ক্রসফায়ারে আসলাম মারা গেছে। তারা জানান, আসলাম স্থানীয় খলিলের দোকানে মাংস বিক্রেতা হিসেবে কাজ করত। তারা জানান, শংকরের সঙ্গে আসলামের কোন পূর্ব পরিচয় নেই। আসলাম ১০ বছর ধরে হেরোইনে আসক্ত বলে তারা জানান। মা ও স্ত্রী জানান, একজন আসামিকে ধরিয়ে দেয়ার জন্য দীর্ঘদিন ধরে সোর্সরা আসলামকে চাপ দিচ্ছিল। কিন্তু সে রাজি না হওয়ায় পুলিশ তাকে গুলি করে হত্যা করেছে।

ঘটনাস্থলের কাছে এক অধিবাসী জানান, গতকাল ভোরে তিনি সাদা পোশাকধারী পুলিশকে শংকর ও আসলামকে গুলি করতে দেখেন, তাদের খুব কাছ থেকে গুলি করে হত্যা করা হয়। তিনি জানান, এ সময় তিনি নিহতের কাউকে পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি করতে দেখেননি। সকাল ১০টার দিকে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা যায়, ঘটনাস্থল ঠিকাদার মো. স্বপনের খালি প্লটে চাপ চাপ রক্ত পড়ে আছে। এলাকার লোকজন রক্তের জায়গায় দাঁড়িয়ে ভোরের ঘটনা নিয়ে নানা আলোচনায় ব্যস্ত।

সংবাদ, ৬ জানুয়ারি ২০০৫

(২৫৯০)
কোটালীপাড়ার খ্রিস্টান পল্লীতে ডাকাতি

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি ঃ গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ার এক খ্রিস্টান পল্লীতে দুর্ধর্ষ ডাকাতি সংঘটিত হয়েছে।

গত বুধবার গভীর রাতে কোটালীপাড়া উপজেলার ভুয়ারপাড় গ্রামে শান্তি কুটির নামক মিশনে এই ডাকাতি হয়। জানা গেছে, ঐদিন রাতে ১৫/২০ জনের একটি সশস্ত্র ডাকাত দল এ মিশনে হানা দিয়ে অস্ত্রের মুখে নগদ ৬০ হাজার টাকাসহ লক্ষাধিক টাকার স্বর্ণালংকার ও মালামাল লুটে নেয়।

ভোরের কাগজ, ৮ জানুয়ারি ২০০৫

(২৫৯১)
কালী মূর্তি ভাঙচুর

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি ঃ গত ৬ জানুয়ারি রাতে অজ্ঞাত দুর্বৃত্তরা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগর উপজেলার ফান্দাউক বাজারে একটি মন্দিরের মাটির তৈরি পাঁচটি কালি মূর্তির মাথা ভাঙচুর করেছে। পুলিশ সুপার এটিএম তারেক ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। এদিকে ওই রাতেই ফান্দাউকের পার্শ্ববর্তী হবিগঞ্জ জেলার মোড়াকোড় গ্রামের একটি মন্দিরের পাঁচটি কালি

মূর্তি ভাঙচুর ও অন্য একটি মন্দিরে পাথরের তৈরি একটি মূর্তি ভাঙার চেষ্টা করে এবং মন্দিরের গেটে অগ্নিসংযোগ করে বলে জানা গেছে।

আজকের কাগজ, ৯ জানুয়ারি ২০০৫

(২৫৯২)
মধুপুরে ৯ বছরে ৬ আদিবাসী খুন, বিচার হয়েছে মাত্র ১টির

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি ঃ টাঙ্গাইলের মধুপুর গড় অঞ্চলে গত নয় বছরে ছয় জন আদিবাসী খুন হয়েছে। এরমধ্যে মাত্র একটি হত্যাকাণ্ডের বিচার হলেও মূল আসামিরা আইনের ফাঁক দিয়ে বের হয়ে গেছে। বাকিগুলোর একটিরও বিচার হয়নি। দুর্বৃত্তের হাতে সেন্টু নকরেক, গিদিতা রেমা, লিহ্বনাথ হাদিমা, বিহেন নকরেক, অধীর দফো এবং পীরেন স্নান নিহত হয়েছে। প্রতিটি হত্যাকাণ্ডকে ঘিরে শান্তিপ্রিয় আদিবাসী গারোরা প্রতিবাদ-আন্দোলন-সংগ্রাম করেছে। কিন্তু সুফল মেলেনি। হত্যাকারীরা আছে বহাল তবিয়তে। অথচ যারা খুন হয়েছে তাদের পরিবারের নেমে এসেছে চরম দুর্দিন ও সীমাহীন অনিশ্চয়তা।

জানা গেছে, ২০০২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি সন্ত্রাসীদের হাতে খুন হয় টিলকি পূর্বপাড়া গ্রামের সেন্টু নকরেক। সে এলাকায় প্রতিবাদী যুবক হিসেবে পরিচিত ছিল। অপরদিকে পার্শ্ববর্তী ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছার গাবতলী এলাকার হত্যাকারীরা ছিল নারী লিপ্সু ও বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। সন্ত্রাসীরা সেন্টুকে গুলি করে হত্যা করে। এ ব্যাপারে মামলা হলেও পুলিশ কয়েকজন আসামিকে গ্রেফতার করে। বাকিরা আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন লাভ করে। এখন তারা মামলা তুলে নেয়ার জন্য হুমকি দিচ্ছে।

মহাজনী সুদ ব্যবসায়ী কর্তৃক জবরদখলকৃত জমি এবং ছোট বোনকে অপহরণকারীদের কাছ থেকে উদ্ধার করে আনতে গিয়ে ২০০১ সালের ২০ মার্চ খুন হয় গিদিতা রেমা (২৫)। পুরো পরিবারটি ছিল গিদিতার উপার্জনের ওপর নির্ভরশীল। গিদিতা হত্যার পর তার বাবা-মা ও ভাই-বোন এখন অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। গিদিতা হত্যার পর যারা প্রতিবাদ-আন্দোলন করেছিল তাদের নামেও একাধিক মামলা দিয়ে হত্যাকারীরা হয়রানি করছে। মামলায় দুই আসামির সাজা হলেও মূল আসামিরা আইনের ফাঁক দিয়ে বের হয়ে যায়। গিদিতার পরিবারের অভিযোগ সাক্ষিদের হুমকি দিয়ে ঠিক মতো সাক্ষ্য দিতে দেয়নি আসামিরা।

টেলকি গ্রামের লিহ্বনাথ হাদিমা জনস্বার্থে সংশ্লিষ্ট একটি রাস্তা বন্ধ করার প্রতিবাদ করতে গিয়ে খুন হয়। ১৯৯৯ সালের ২৪ ডিসেম্বর খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের বড় দিন উৎসব পালন উপলক্ষে আদিবাসী পল্লীগুলোতে আনন্দঘন পরিবেশে প্রকাশ্যে হাদিমা খুন হয়। একই গ্রামের প্রভাবশালী রমজান, হাসমত, আকবরসহ কয়েকজন মিলে হাদিমাকে কুপিয়ে হত্যা করে। এ ব্যাপারে উল্লেখিত খুনিদের নাম উল্লেখ করে মধুপুর থানায় মামলা দায়ের করা হয়। অথচ পুলিশ প্রধান আসামি রমজানকে আজও গ্রেফতার করতে পারেনি। সহযোগীদের কয়েকজন গ্রেফতার হলেও তারা জামিনে মুক্ত। বতমানে হাদিমার খুনিরা তার পরিবারের সদস্য ও মামলার সাক্ষিদের হুমকি দিচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

একই বছরের ৮ নবেম্বর সাটরিয়া গ্রামের অধীর দফো ফরেস্ট গার্ডদের গুলিতে নিহত হয়। এ ব্যাপারে অধীরের স্ত্রী আগাথা পরদিনই ফরেস্ট গার্ড আব্দুর রহিম, কাশেম মোল্লা ও মিনহাজ উদ্দিনের বিরুদ্ধে ময়মনসিংহ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা দায়ের করেন। অপরদিকে গুলিবর্ষণের দিনই সংশ্লিষ্ট বীট অফিসার আব্দুর রহমান গাছ চুরি ও হত্যা চেষ্টার অভিযোগ এনে মুক্তাগাছা থানায় পাল্টা মামলা দেয়। নানা অপতৎপরতা ও পাল্টাপাল্টি মামলার কারণে অধীর হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ধামাচাপা পড়ার উপক্রম হয়।

১৯৯৬ সালের ১০ এপ্রিল জয়নাগাছা গ্রামের বিহেন নকরেক লাকড়ি কুড়াতে গিয়ে বনরক্ষীর গুলিতে নিহত হয়। এ ঘটনায় বিহেনের ভাই জিরেন নকরেক বাদী হয়ে মধুপুর থানায় মামলা দায়ের করলেও ম্যাজিস্ট্রেট আদালত গুলি করে হত্যার পক্ষে জাস্টিফাইড বলে মামলাটি খরিজ করে দেয়। বর্তমানে মামলাটি জজ কোর্টে আপিল বিভাগে রয়েছে।

এদিকে বিহেন নকরেক হত্যা মামলার প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে সাক্ষ্য দেয়ায় লেনুস নকরেক আর সগিদৎ বন কর্মকর্তাদের নানা হয়রানির মুখে দুর্ভোগ পোহাচ্ছে। তাদের উভয়ের বিরুদ্ধেই পাঁচ/ছয়টি করে বন আইনে মামলা দেয়া হয়েছে।

সর্বশেষ ২০০৪ সালের ৩ জানুয়ারি ইকোপার্ক প্রকল্প বাতিলের দাবিতে জলধারায় আদিবাসীদের মিছিলে পুলিশ ও বনরক্ষীদের গুলিতে পীরেন স্নান নিহত হয়। ঘটনার পর ১৪ জানুয়ারি নিহত পীরেনের বাবা নেজেন্দ্র নকরেক বাদী হয়ে টাঙ্গাইল কগনিজেন্স 'খ' অঞ্চল আদালতে মামলা দায়ের করেন। মামলায় টাঙ্গাইল বিভাগীয় বন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে আসামি করা হয়। এক বছরেও বিচার বিভাগীয় তদন্তে মামলার তেমন কোনও অগ্রগতি হয়নি। উল্টো আন্দোলনরত আদিবাসীদের বিরুদ্ধে পুলিশ, দু'টি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান শুনসিং কনস্ট্রাকশন ও লৌহজং এন্টারপ্রাইজ মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করছে।

আজকের কাগজ, ১১ জানুয়ারি ২০০৫

(২৫৯৩)
নাটোরে মুক্তিযোদ্ধা জিতেন দত্তকে গুলি করে হত্যা মির্জাপুরে স্বামী-স্ত্রীকে জবাইয়ের পর ঘরে অগ্নিসংযোগ

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ঃ নাটোরের লালপুরে মুক্তিযোদ্ধা জিতেন দত্তকে কুপিয়ে ও গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। অন্যদিকে মির্জাপুরে স্বামী-স্ত্রীকে জবাই করে হত্যার পর তাদের বসতঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছে। দু'টি ঘটনাই ঘটেছে বুধবার রাতে।

নাটোর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, নাটোরের লালপুরে মুক্তিযোদ্ধা সমাবেশে জোট সরকারের কঠোর সমালোচনা ও মুক্তিযোদ্ধাদের একাট্টা হওয়ার আহ্বান জানানোর দায়ে বুধবার রাতে মুক্তিযোদ্ধা জিতেন দত্তকে কুপিয়ে ও গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। রাত সাড়ে ১১টার দিকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে ৭/৮ সন্ত্রাসী বাড়ির বাইরে এনে তাঁকে গুলি করার চেষ্টা করে। সন্ত্রাসীদের উদ্দেশ্য টের পেয়ে তিনি দৌড়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। ৫শ' গজ ধাওয়া করে সন্ত্রাসীরা পিছন থেকে পায়ে গুলি করে তাঁকে ফের আটক করে ফিরিয়ে আনে। এরপর '৭১-এর হানাদার বাহিনীস্টাইলে বাড়ির উঠানে দাঁড় করিয়ে বুকে গুলি করে তাঁকে হত্যা করা হয়। মৃত্যু নিশ্চিত করতে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে সন্ত্রাসীরা তাঁর বাম হাত বিচ্ছিন্ন করে দেয়। পুলিশ এ ঘটনাকে নিছক ডাকাতি বলেছে। ছাতক পাল্প অ্যান্ড পেপার মিলের সিবিএ নেতা জিতেন দত্তের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। একটানা ১৮ বছর সিবিএর সাধারণ সম্পাদক পদে দায়িত্ব পালন শেষে পেপার মিলটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ২০০২ সালে তিনি গ্রামে ফিরে আসেন। লালপুরের নাওপাড়া গ্রামে নিজ বাড়িতে ফিরে এসে জিতেন দত্ত ওষুধের দোকান দিয়ে কষ্টে দিন কাটাচ্ছিলেন। বুধবার ছিল ওই দোকানে হালখাতা। হালখাতার অনুষ্ঠান থেকে আদায় করা আট হাজার টাকা সন্ত্রাসীরা লুট করে নিয়ে গেছে। দুরদরিয়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক সম্পাদক জিতেন দত্ত গত ১৬ ডিসেম্বর লালপুর উপজেলা পরিষদ চত্বরে আয়োজিত মুক্তিযোদ্ধা সমাবেশে জোট সরকারের কঠোর সমালোচনা করে বক্তব্য রাখেন। তিনি প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের একাট্টা হওয়ার আহ্বান জানান। নিহতের পরিবার এ ঘটনাকেই তাঁর মৃত্যুর জন্য দায়ী বলে উল্লেখ করেছে। তাঁরা বলেন, ওই সমাবেশেই তিনি প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছিলেন। সদালাপী, মিশুক জিতেন

দত্তের (৫৫) নৃশংস হত্যাকাণ্ডের খবর ছড়িয়ে পড়লে পুরো লালপুরে শোকের ছায়া নেমে আসে। স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ এ ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ ও নিন্দা জানান। তাঁরা এ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত, হত্যাকারীদের গ্রেফতার ও বিচার দাবি করেছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৪ জানুয়ারি ২০০৫

(২৫৯৪)
সীতানাথ মন্দিরের দেবোত্তর সম্পত্তি গ্রাসের পায়তারা

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ পুরনো ঢাকায় ঐতিহ্যবাহী সীতানাথ মন্দিরের প্রায় ২০ কোটি টাকা মূল্যের দেবোত্তর সম্পত্তি গ্রাম ও মন্দির সেবায়েতকে উচ্ছেদের পাঁয়তারা চলছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। চিহ্নিত ভূমিদস্যু ও তাদের লেলিয়ে দেয়া সন্ত্রাসীদের হুমকির মুখে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন পুরোহিত সদস্যরা। বানিয়ানগর, ঋষিকেশ দাস রোডসহ মন্দির, সংলগ্ন মহল্লাগুলোর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজনও অজানা শঙ্কায় তটস্থ হয়ে আছেন। জানা গেছে মহানগরীর সূত্রাপুর থানার বানিয়ানগর এলাকায় ৯০/৯১ ঋষিকেশ দাস রোডে শ্রী শ্রী সীতানাথ জিউ বিগ্রহ মন্দির। ৬ বিঘা সম্পত্তির ওপর হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী মন্দিরটি এখন বেদখল হয়ে যাচ্ছে। গত ৭ ডিসেম্বর স্থানীয় একটি মহল মন্দিরের সম্পত্তি গ্রাস করার উদ্দেশ্যে ভাঙচুর করে। ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে গত ৮ ডিসেম্বর ভোলাগিরি আশ্রমে বিভিন্ন মঠ মন্দির এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ এক যৌথ প্রতিবাদ সভা করেন। সভায় জবরদখলকারী ভূমিদস্যু হিসেবে স্থানীয় জালালউদ্দিন ও তার সহযোগীদের চিহ্নিত করা এবং তাদের দৃষ্টান্ত মূল শাস্তিরও দাবি জানানো হয়। নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, মন্দিরের ৬ বিঘা সম্পত্তি গ্রাস করার হীন উদ্দেশ্য নিয়ে ঐতিহ্যবাহী মন্দিরটি ভেঙ্গে ফেলেছে সন্ত্রাসীরা। মন্দিরে ঢোকার পথ চিরতরে বন্ধ করে দেয়ার জন্য দেয়াল নির্মাণ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের দিয়ে পাহারা বসানো হয়েছে যাতে সন্ত্রাসীদের কুকীর্তি দেখার জন্য কেউ ভেতরে যেতে না পারে। মন্দির রক্ষায় নেতৃবৃন্দ ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, এসব ঘটনা জাতীয় পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পরও কোন প্রতিকার পাওয়া যাচ্ছে না। গত দুর্গাপূজার সময় প্রতিমা লুট করেছে সন্ত্রাসীরা। মন্দিরের শিলা লিপিও ভেঙে ফেলেছে।

মন্দির এলাকা সরেজমিন পরিদর্শনকালে স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, ভূমিদস্যুরা স্থানীয়ভাবে প্রভাবশালী হওয়ায় মন্দিরটিসহ সব সম্পত্তি ভোগদখলের চক্রান্ত চালাচ্ছে। মন্দিরে ঢুকতেই দেখা গেল পরপর দুটি লোহার গেট। এ গেট দুটি পার হয়ে ভেতরে প্রবেশ করে দেখা গেল পাকা দেয়াল নিমাণ করে একেবারে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এ সময় 'সংবাদ' প্রতিনিধির পিছু নেন শেখ আলমগীর আহমেদ নামে স্থানীয় এক লোক। পরে জানা গেল, সে জালালের সহযোগী। গেট বন্ধ করা দেয়ালের ভেতরে ক্যাপিটাল বিস্কিট কোম্পানির সাইনবোর্ড ৫০ বছর ধরে ভাড়া হিসেবে ব্যবহার করছে তারা। মন্দিরে ঢুকতেই এক যুবক মন্দির থেকে বাইরে আসে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে অন্য এক ব্যক্তি বলেন, জালালের লোক। পাহারা দেয়ার জন্য ওই যুবককে পাঠানো হয়েছে। মন্দিরের ভেতরে প্রবেশ করেই মন্দির আঙিনায় এক বিধবা মহিলার দেখা পাওয়া যায়। তিনি বলেন, আমিই মন্দিরের বর্তমান সেবায়েত। ওই মহিলার কাছ থেকে জানা গেল, তিনিই মন্দিরের মালিক। নাম মঞ্জুরাণী জাহা (৫০) স্বামী মৃত হরিৎ চন্দ্র জাহা। তার ১ ছেলে সুদর্শন জাহা ও ১ মেয়ে মুন্নি জাহা। তার মেয়ে মুন্নি জাহা বলেন, বাইরের লোক এসে আমাদের বিপদে ফেলেছে। ওরাই মন্দিরের সম্পত্তি দখল করার জন্য এ ধরনের কাজ করছে। এ মন্দিরে কোন দুর্গাপূজা হয় না। গত পূজার সময় বাইরের লোক এসে দুর্গাপূজা করেছে। বলা হয়েছিল, মন্দির আঙিনায় পূজামণ্ডপ তৈরি করতে; কিন্তু এডভোকেট অনন্তকৃষ্ণ রায় প্রথম দুর্গাপূজার উদ্যোগ নেন। মন্দির আঙিনার বাইরে পূজামণ্ডপ তৈরি করা হয়। পরে তারা একটি বিরোধ সৃষ্টি করে সম্পত্তিগুলো ভোগ দখল করার জন্য

একটি ইস্যু সৃষ্টি করে। প্রতিমা ভাঙচুর লুট এ ধরনের কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। মন্দির আঙিনায় ৫ জনের কাছে বাসা ভাড়া দেয়া হয়েছে। অনুরূপ জালাল উদ্দিনকেও ভাড়া দেয়া হয়। তিনি ভাড়াটে হিসাবে এখানে অবস্থান করছেন। অপর এক বাসিন্দা শেখ আলমগীর আহমেদ বলেন, জালাল উদ্দিন ভাড়াটে হিসেবে ক্যাপিটাল বিস্কিট কোম্পানী গড়ে তুলেছেন, কিন্তু কোন দখল তিনি করেননি। ক্যাপিটাল বিস্কিট কোম্পানী উন্নয়নের স্বার্থে দেয়াল নির্মাণ করেছেন। মন্দিরে কোন ভাঙচুর করা হয়নি। এ ব্যাপারে জালাল উদ্দিনের বড় ভাই শরফুদ্দিনের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, ৫০ বছর ধরে মন্দির থেকে ভাড়া নিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করা হচ্ছে। এখানে কোন ধরনের সাম্প্রদায়িক গোলমাল হয়নি। তাছাড়া ৬ বিঘা জমি নেই। গত দুর্গাপূজার সময় আমরা সেবায়েত মুন্নি জাহাকে সহযোগিতা করেছি। তিনি আরও বলেন, এটা সম্পূর্ণ ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনা। তিনি সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে চক্রান্তকারীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন। মন্দির আঙিনার ভেতর এক ভাড়াটে মহিলা বলেন, অনন্ত উকিল বিবাদ সৃষ্টি করে আসছে। এ পর্যন্ত কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। শুধু একটা নীলনকশা তৈরি করা হয়েছে দেশে একটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করার জন্য।

সংবাদ, ১৮ জানুয়ারি ২০০৫

(২৫৯৫)
ভোলায় বিএনপি ক্যাডারদের তাণ্ডব
সংখ্যালঘু সেলফোন ব্যবসায়ীকে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে নির্যাতন ও সর্বস্ব লুট

ভোলা, ২৬ জানুয়ারি, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জেলার তজুমুদ্দিন উপজেলায় বুধবার দুপুরে বিএনপির চিহ্নিত একদল সশস্ত্র ক্যাডার এক সংখ্যালঘু মোবাইল ব্যবসায়ীকে নির্মমভাবে নির্যাতন করেছে। তাকে রাস্তা থেকে তুলে একটি কলেজের রুমে আটকে বেধড়ক মারধর করে। এরপর ক্যাডাররা তার কাছে থাকা নগদ ৪৫ হাজার টাকা, ৪টি মোবাইল সেট ও একটি ভিডিও ক্যামেরা ছিনিয়ে নেয়। এত সব নিয়েও তার ক্ষান্ত হয়নি। এরপর তারা লোহার রড দিয়ে নির্মমভাবে পিটিয়ে ওই ব্যবসায়ীর পা ভেঙ্গে দেয়। আশপাশের লোকজনের সামনে প্রায় আধা ঘন্টাব্যাপী বিএনপির ক্যাডারদের তাণ্ডব চললেও ভয়ে কেউ এগিয়ে আসেনি। বর্তমানে গুরুতর অবস্থায় ভোলা সদরের একটি ক্লিনিকে তাকে ভর্তি করা হয়েছে।

ক্লিনিকে চিকিৎসাধীন মোবাইল ব্যবসায়ী তাপস বণিক সাংবাদিকদের জানান, তিনি ঢাকার সোনারগাঁও রোডের মোতালেব প্লাজায় মোবাইল ফোনের ব্যবসা করেন। বুধবার ঈদের ছুটি কাটিয়ে ঢাকা যাওয়ার উদ্দেশে তজুমউদ্দিন থেকে ভোলা সদরে আসার জন্য বেবিট্যাক্সি তজুমুদ্দিন ডিগ্রী কলেজের সামনে এলে বিএনপির ক্যাডার সেলিম, লিটন, মিঠু, মনির, আকরামসহ ১০/১২ জন তার গতিরোধ করে। বেবিট্যাক্সিতে থাকা অন্য যাত্রীদের সামনে থেকে তাকে তুলে নিয়ে নির্যাতন চালিয়ে তার সর্বস্ব নিয়ে যায়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৭ জানুয়ারি ২০০৫

(২৫৯৬)
ধামরাইয়ে আদর্শ গ্রামের নামে জমি দখল করছে বিএনপি নেতা

প্রতিনিধি, সাভার ঃ ধামরাইয়ে আদর্শ গ্রাম করার নামে নিরীহ কৃষক ও সংখ্যালঘুদের ব্যক্তি মালিকানাধীন সম্পত্তির লাখ লাখ টাকার বাঁশ, গাছপালা, ফসল ও পুকুরের মাছ লুট করেছে এক বিএনপি নেতা এবং তার ক্যাডার বাহিনী। শুধু তার নয়, সরকারি লোকও দখল করে নেয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এলাকাবাসী ও ভুক্তভোগীরা জানান দেলোয়ার হোসেন

বাটার খোলা নওগাঁও এবং শ্রীরামপুর নতুনপাড়া গ্রামের কেন্দ্রস্থলে আদর্শ গ্রামের নামে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও নিরীহ লোকজনের ব্যক্তিমালিকানাধীন জমি, জমির ফসল, বাঁশঝাড়, গাছপালা এবং পুকুরের মাছ লুট করে। এমনকি এ স্থানের সরকারি লেকটিও দখল করে বিএনপি নেতার নামে সাইনবোর্ড লাগিয়ে দেয়। ওই সাইনবোর্ডটিতে লেখা আছে, এই লেকে সর্বসাধারণের মাছ ধরা নিষেধ, আদেশক্রমে দেলোয়ার, দাসু ও গেসু মিয়া। বাটারখোলা গ্রামের নারায়ণ সরব ও নতুন পাড়ার মধু মিয়া পীরসাহেব জানান, নিরীহ সর্ব সাধারণের মালিকানাধীন সম্পত্তি থেকে বিএনপি নেতা দেলোয়ার এবং ক্যাডার বাহিনী প্রায় ২ লাখ ২৩ হাজার টাকার বাঁশ, গাছপালা দেড় লাখ টাকার মাছ ও ৬ লাখ টাকার মাটি বিক্রি করেছে। সরকারি লেকটিও তারা দখল করে নিয়েছে। এছাড়াও আদর্শ গ্রামের জায়গার ওপর তারই ক্যাডার বাহিনী করছে অবৈধ চাষাবাদ। অথচ এ স্থানে নির্মিত হয়নি আদর্শ গ্রামটি। এ ব্যাপারে দেলোয়ার হোসেন জানান, পুকুর জমি ও লেক দখল এবং বাঁশ গাছপালা মাছ লুট করা হয়নি। রাজনৈতিক হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য একটি মহল অপপ্রচার চালাচ্ছে।

সংবাদ, ২৯ জানুয়ারি ২০০৫

(২৫৯৭)
থানচিতে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ৩৩ আদিবাসী শিক্ষিকা কর্তৃপক্ষের প্রতারণার শিকার

প্রতিনিধি, বান্দরবান ঃ পার্বত্য বান্দরবান জেলার দুর্গম থানচি উপজেলায় গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ৩৩ আদিবাসী শিক্ষিকার সঙ্গে নতুন করে প্রতারণা শুরু করেছে কর্তৃপক্ষ।

ওই কেন্দ্রের শিক্ষা প্রকল্পের থানচি উপজেলা পরিচালক গোলাম মোস্তফা দুলাল ও কর্মকর্তা সাকের উদ্দিনের অশালীন আচরণ এবং অবৈধভাবে বেতন-ভাতা কর্তনের প্রতিবাদে ৩৩টি শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষিকারা কর্মবিরতি পালন করে আসছিলেন। বিভিন্ন সংবাদপত্রে এ সংক্রান্ত দুর্নীতির খবর প্রকাশের পর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে কর্মবিরতি পালনকারী শিক্ষিকাদের ডেকে পাঠানো হয় এবং তাদের প্রত্যেককে ৫০০ টাকা হারে প্রদান করে কর্মস্থলে বাধ্যতামূলকভাবে পাঠিয়ে দেয়া হয় বলে বৃহস্পতিবার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

পার্বত্য জেলা দুর্গম এলাকায় আদিবাসী শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে সহায়তাদান উপলক্ষে গণস্বাস্থ্যকেন্দ্র কর্তৃপক্ষ জেলার থানচি উপজেলায় শিক্ষা কর্মসূচি চালু করে ২০০১ সালে। পর্যায়ক্রমে ৬৩টি বিদ্যালয় চালু ও সেখানে আদিবাসী মহিলাদের শিক্ষিকা হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। প্রচলিত নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে কেবল মৌখিকভাবেই শিক্ষিকাদের নিয়োগ করে তাদের সঙ্গে অশালীন আচরণ, চাকুরিচ্যুতি এবং বেতন-ভাতা থেকে ৭৫০ টাকা হারে কর্তন করাসহ ক্ষমতার অপব্যবহার করা হচ্ছে।

৩৩টি শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষিকারা গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্মকর্তাদের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে জানুয়ারি মাসের শুরুতে কর্মবিরতি পালন করে আসছিলেন। এলাকার বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যুক্ত স্বাক্ষরে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যানসহ সরকারের বিভিন্ন মহলে লিখিত অভিযোগ পেশ করেছেন। এ ব্যাপারে তদন্ত চলছে।

সংবাদ, ৩০ জানুয়ারি ২০০৫

(২৫৯৮)
ডিমলায় সংখ্যালঘুর জমি দখল করে ঘরে অগ্নিসংযোগ লুটপাট

প্রতিনিধি, নীলফামারী ঃ শুক্রবার রাতে নীলফামারী ডিমলা উপজেলার প্রত্যন্ত পল্লীতে এক সংখ্যালঘুর জমি দখল করে বাড়িতে অগ্নিসংযোগ, লুটপাট, মারধর ও মহিলাদের লাঞ্ছিত করার ঘটনা ঘটেছে। আহতদের মধ্যে গুরুতর তিনজনকে ডিমলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ ব্যাপারে শনিবার ডিমলা থানায় মামলা দায়ের হলেও এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত পুলিশ ঘটনাস্থলের যায়নি। এলাকায় থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে।

ডিমলা উপজেলার ঝুনাগাছ চাপানী ইউনিয়নের উত্তর সোনাখুলি গ্রামের যোগেশ চন্দ্রের ছেলে মনোরঞ্জন রায়ের জমি অবৈধভাবে দখলের জন্য একই এলাকায় রফিকুল ইসলাম ও আবদুল জব্বার জাল দলিল তৈরি করে। শুক্রবার মনোরঞ্জনের দখলভুক্ত জমিতে চড়াও হয়ে লুটপাট করে ঘরবাড়ি ভেঙে দিয়ে সেখানে নতুন ঘর তোলে।

গত শুক্রবার তারা গভীর রাতে মনোরঞ্জনের চাচা ধরণী মোহনের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে। বাড়ির লোকজন বিষয়টি টের পেয়ে দুর্বৃত্তদের ধাওয়া করলে তারা জনৈক সুধিরের একটি ঘরেও অগ্নিসংযোগ করে। দুর্বৃত্তদের হামলায় আহত যোগেশ চন্দ্র রায় (৬৫), পুলিন চন্দ্র রায় (৬০) ও ভাতিজা সুধন্য রায়কে ডিমলা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে।

সংবাদ, ৩১ জানুয়ারি ২০০৫

(২৫৯৯)
রাজশাহীতে ছাত্রদল ক্যাডার ধর্ষণ করেছে সংখ্যালঘু শিশুকে শাস্তি জুতাপেটা

স্টাফ রিপোর্টার, রাজশাহী ঃ রাজশাহীর পুঠিয়ায় গ্রাম্য সালিশে ধর্ষক ছাত্রদল ক্যাডারের শাস্তি নির্ধারিত হয়েছে ২৫ বার জুতাপেটা আর জুতার মালা পরিয়ে ঘোরানো। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে উপজেলা সদরের রামজীবনপুর গ্রামে গত শনিবার।

বিলম্বে প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে, এলাকার প্রভাবশালী বিএনপি নেতার পুত্র, স্বঘোষিত ছাত্রদল ক্যাডার শামীম (২২) বৃহস্পতিবার একই এলাকায় এক সংখ্যালঘুর ৭ বছর বয়সী শিশুকে গ্রামীণফোনের টাওয়ারের পার্শ্ববর্তী নার্সারিতে ধর্ষণ করে। ধর্ষিতা শিশুর চিৎকারে এলাকার লোকজন তাকে উদ্ধার করে। এ সময় ধর্ষক শামীম পালিয়ে যায়। এ ব্যাপারে ওই দিনই ধর্ষিতার বাবা পুঠিয়া থানায় অভিযোগ করেন। কিন্তু পুলিশ বিষয়টি এজাহার হিসেবে গণ্য না করে উল্টো ধর্ষিতার পরিবারকে আপোস রফার জন্য চাপ সৃষ্টি করে। ধর্ষকের পক্ষে তার পরিবার ও স্থানীয় কয়েক বিএনপি নেতাও আপোসের জন্য ধর্ষিতার পরিবারকে চাপ সৃষ্টি করে। এমতাবস্থায় শনিবার বিকালে পুঠিয়া রিক্সা-শ্রমিক অফিসে জনৈক বিএনপি নেতার নেতৃত্বে সালিশ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সালিশে ধর্ষণের শাস্তি নির্ধারিত হয় ধর্ষককে ২৫ বার জুতাপেটা আর জুতার মালা পরিয়ে পুঠিয়া বাজার এলাকা ঘোরানোর। সকলের উপস্থিতিতে তাৎক্ষণিকভাবে তা কার্যকর করা হয়। এ ব্যাপারে পুঠিয়া থানায় যোগাযোগ করা হলে ডিউটি অফিসার ধর্ষণের ঘটনাটি অস্বীকার করেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৩১ জানুয়ারি ২০০৫

ফেব্রুয়ারি - ২০০৫

(২৬০০)
রূপগঞ্জে হিন্দু পরিবারের জমি দখল করেছে আওয়ামী লীগ নেতা

প্রতিনিধি রূপগঞ্জ ঃ রূপগঞ্জের কাঞ্চন পৌর এলাকার একটি হিন্দু পরিবারের জমি প্রভাবশালী এক আওয়ামী লীগ নেতা দখল করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

কাঞ্চন পৌর এলাকার ৬নং ওয়ার্ডের ১৬৯ নং মৌজায় ৩৩ শতাংশ জমির মালিক ছিলেন নদীমাল। পরে নদীমাল তার একমাত্র মেয়ে কামিনী দাসী ও তার স্বামী রজনী মণ্ডলের কাছে ৮০ হাজার টাকার জমি বিক্রি করে দেন। রজনী মণ্ডল মৃত্যুর আগে তার অংশ থেকে তার স্ত্রী পুত্র ও দুই মেয়েকে জমি লিখে দিয়ে যান। পিতার মৃত্যুর পর ফালু মণ্ডল সাড়ে ১৬ শতাংশ জমি ভোগদখল করেন। বাকি জমি তার মা কামিনী দাসী দু'মেয়ে নিয়ে ভোগ করেন। এদিকে প্রভাবশালী প্রতিবেশী আবদুর রউফ '৯৬ সালে ফালু মণ্ডলকে কৌশলে ঢাকার যাত্রাবাড়ীতে নিজ বাসায় ৯ দিন আটকে রেখে জমি লিখে দেয়ার জন্য নানাভাবে নির্যাতন চালায়। এ সময় ভয়ে ফালু মণ্ডল জমি লিখে দিতে রাজি হন। আব্দুর রউফ ১০ শতাংশ জমির দাম নির্ধারণ করে ৭ লাখ টাকা। জমির দাম বাবদ নরসিংদীর একটি ব্যাংকে ৪ লাখ টাকা জমা দেয়া হয়। বাকি ৩ লাখ টাকা ছাড়াই ফালু মণ্ডলকে সে জোর করে স্থানীয় সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে নিয়ে যায়। সাব-রেজিস্ট্রার ফালু মণ্ডলকে বিভিন্ন প্রশ্ন করে সঠিক উত্তর না পেয়ে দলিল ফেলে দেন। উল্লেখ্য, ফালু মণ্ডল রেজিস্ট্রি অফিসের মূল ভলিউমে সই করেননি। '৯৬ সালের ৫ সেপ্টেম্বর সাব-কবলা দলিল (নং ৯৫২১) হয়।

আওয়ামী লীগ শাসনামলে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা আবদুর রউফ জমি দখলের পাঁয়তারা চালায়। হিন্দু পরিবারটির ওপর প্রায়ই নির্যাতন চালানো হচ্ছে। ২০০০ সালের ১৮ আগস্ট সে ঘরবাড়িতে হামলা চালিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। সে সময় প্রায় ৬ লাখ টাকার মালামাল ও গাছপালা লুটপাট করে। এ ব্যাপারে থানায় গেলেও পুলিশ মামলা নেয়নি। হিন্দু পরিবারটি ৪ বার আদালতের ডিক্রি পেলেও আবদুর রউফ জোর করে জমি দখল করেছে। সে প্রভাবশালী হওয়ায় তার বিরুদ্ধে কেউ টু শব্দ করার সাহস পাচ্ছে না।

সত্তরোর্ধ্ব বৃদ্ধা কৃষ্ণা দাসী বলেন, আমরা গরিব দেইকা কি কোন বিচার পাইতান না? কেইস কইরা তো না খাইয়া মরতাছি।

সংবাদ, ১ ফেব্রুয়ারি ২০০৫

(২৬০১)
গোবিন্দগঞ্জে ছিনতাই

প্রতিনিধি, গোবিন্দগঞ্জ ঃ গোবিন্দগঞ্জে সাদা পোশাকধারী পুলিশের পরিচয় দিয়ে একদল যুবক দিনদুপুরে এক ব্যবসায়ীর প্রাইভেট কার থামিয়ে পৌনে দু'লাখ টাকা ও মোবাইল সেট ছিনতাই করে নিয়েছে। গোবিন্দগঞ্জ দিনাজপুর সড়কের উপজেলার সাহেবগঞ্জ পুলিশ বক্সের সামনে বুধবার সাদা পোশাকধারী পুলিশ পরিচয় দিয়ে ৪/৫ জনের একদল যুবক বগুড়া শহরের সোনালী ফ্লাওয়ার মিলের ম্যানেজার সুভাষ চন্দ্রের প্রাইভেট কার থামিয়ে অস্ত্রের মুখে পৌনে ২ লাখ টাকাসহ মোবাইল সেট ছিনতাই করে।

সংবাদ, ৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৫

(২৬০২)
সন্ত্রাসী সিদ্দিক বাহিনীর হাতে জিম্মি দশমিনার আলিপুরা গ্রামের ১৪ সংখ্যালঘু পরিবার

বাউফল প্রতিনিধি ঃ পটুয়াখালী দশমিনা উপজেলার পশ্চিম আলিপুরা গ্রামের কাপালি পাড়ার সংখ্যালঘু পরিবারগুলো স্থানীয় সিদ্দিক বাহিনীর হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছে। বর্তমানে তারা চরম নিরাপত্তাহীনতা ও উচ্ছেদ আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে। সভ্য জনপদ থেকে বিচ্ছিন্ন উক্ত গ্রামে ৩৫টি সংখ্যালঘু হিন্দু পরিবারের বসবাস। ওই সন্ত্রাসী বাহিনী ইতিমধ্যে ১৪টি সংখ্যালঘু পরিবারের বাড়িঘর, দুর্গা মন্দির ও শ্মশান ঘাটের জায়গা দখল করে নিয়েছে। অন্য পরিবারগুলোও উচ্ছেদ আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে।

জানা গেছে, দরিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী এসব পরিবারের লোকজন কৃষি কাজ ও শ্রম বিক্রি করে বাপ-দাদার ভিটেমাটিতে মাথা গুঁজে কোনওরকম টিকে ছিল। কিন্তু বর্তমানে সন্ত্রাসী সিদ্দিক বাহিনীর অত্যাচার-নির্যাতনে অতিষ্ট হয়ে উঠেছে তাদের জীবন। সিদ্দিক বাহিনী ওই এলাকার শখিচরণ হালদারের ২ একর ১৯ শতাংশ, মনোরঞ্জন সরকারের ২ একর ৯ শতাংশ, জুগল চন্দ্র সরকার গংয়ের ২ একর ৫২ শতাংশ জমিসহ এলাকার কয়েকশ' একর জমি অবৈধ দখল করে নিয়েছে। গত এক বছর ধরে এসব দখল প্রক্রিয়া শুরু হলেও বর্তমানে সংখ্যালঘু পরিবারগুলোকে এলাকা থেকে উচ্ছেদ করে তাদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি দখলের পাঁয়তারা চালাচ্ছে ওই বাহিনী। গত ৩ জানুয়ারি সিদ্দিকের নেতৃত্বে তার সন্ত্রাসী বাহিনী শখিচরণের পারিবারিক শ্মশান ঘাটের জায়গা দখল করে সেখানে মাটি ভরাট করেছে। ওই ইউনিয়নের একমাত্র দুর্গা উৎসবের জায়গাটিও দখল করে সেখানে চাষাবাদের জমি বানিয়েছে ওই বাহিনী। ফলে এলাকার সংখ্যালঘুরা গত বছর শারদীয় দুর্গা পূজা পালন করতে পারেনি। সিদ্দিকের এসব অপকর্মের বিরুদ্ধে প্রশাসনসহ বিভিন্ন মহলে অভিযোগ করেও কোনও প্রতিকার পায়নি ওই সংখ্যালঘু পরিবারগুলো। বরং সিদ্দিক বাহিনীর অত্যাচার দিন দিন বেড়েই চলেছে। তাদের অপক্ষমতার দাপটে নাভিশ্বাস হয়ে উঠেছে এলাকাবাসীর জীবন। অন্যদিকে ক্ষমতাসীন দলের ছত্রছায়ায় এই সন্ত্রাসী বাহিনী বিভিন্ন আঙ্গিকে তাদের অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে ওই পরিবারগুলোর ওপর। কেউ প্রতিবাদ করলে তার ওপর নেমে আসে নির্যাতনের খড়গ।

গত ৪ জানুয়ারি সকালে সরেজমিন এলাকায় গিয়ে খোঁজখবর নিয়ে জানা গেছে, একই গ্রামের আবদুর রহিম হাওলাদারের ছেলে আবু বক্কর সিদ্দিক একজন সুদ ব্যবসায়ী। উচ্চহারে শিক্ষকদের বেতনের চেক, এলাকার গরিব জনগণের সোনার জিনিস, গৃহস্থলী জিনিসপত্র, হালের বলদ ইত্যাদি বন্ধকসহ নগদ টাকা লগ্নির ব্যবসা করে অল্পদিনে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ বনে যায়। স্থানীয় বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থেকে এই সিদ্দিক ক্ষমতার দাপটে এলাকাবাসীকে জিম্মি করে রেখেছে। এলাকায় নিজ নামে গঠন করেছে সিদ্দিক বাহিনী এবং প্রভাবশালী মহলের প্রত্যক্ষ ছত্রছায়ায় চালিয়ে যাচ্ছে সব ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড। বিশেষ করে ১৪ সংখ্যালঘু পরিবার তাদের হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছে।

আজকের কাগজ, ৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৫

(২৬০৩)
টাঙ্গাইলে মন্ত্রী গৌতম চক্রবর্তীর মামাবাড়ির মন্দিরে বোমা হামলা

টাঙ্গাইল, ৯ ফেব্রুয়ারি, সংবাদদাতা ঃ টাঙ্গাইল পৌর এলাকার কালিপুরে মন্দিরে চারটি শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরিত হয়েছে। এতে কেউ হতাহত না হলেও মন্দিরে রক্ষিত একটি দুর্গা প্রতিমা সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে। এছাড়া বোমার আঘাতে মন্দির ভবনে ফাটল ধরেছে। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার ভোর সোয়া ৪টার সময়। এ ঘটনায় এলাকার হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে।

এলাকাবাসী জানায়, কালিপুর এলাকার নব কুমার চক্রবর্তীর বাড়িতে অবস্থিত কালিপুর গোবিন্দ মন্দিরে বুধবার ভোরের দিকে পর পর ৪ শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। এটি পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী গৌতম চক্রবর্তীর মামাবাড়ি। প্রচণ্ড শব্দে এলাকাবাসীর ঘুম ভেঙ্গে গেলে তারা বাইরে এসে দেখে ধোঁয়ায় চারদিকে আচ্ছন্ন। তাদের ধারণা, দূর থেকে পাটের রশির মধ্যে কেরোসিন দিয়ে বোমাগুলোতে আগুন ধরিয়ে ফাটানো হয়। মন্দিরের কাছে লোকজন না থাকায় কেউ হতাহত হয়নি। তবে একটি দুর্গা প্রতিমা সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে। পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে সেখান থেকে বিভিন্ন আলামত সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০০৫

(২৬০৪)
বাগেরহাট হিন্দু পরিবারের উপর সরকারদলীয় সন্ত্রাসীদের হামলা

প্রতিনিধি, বাগেরহাট ঃ বাগেরহাটের চিলমারী এলাকায় সরকারদলীয় সন্ত্রাসীরা হিন্দু সম্প্রদায়ের মহিলাদের ওপর আবারও নির্যাতন চালিয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় শিপ্রা রাণী মণ্ডল নামে এক নির্যাতিতা আদালতে মামলা করেছেন। মামলা ও হাসপাতাল সূত্রে প্রকাশ চিতলমারী উপজেলার কুরমনি এলাকায় স্থানীয় সংঘবদ্ধ সন্ত্রাসী জাহাঙ্গীর, আবু সাঈদ, আলমগীর হোসেন, সোহাগ, হাফিজ, টিটব, স্বপন রানা জমি জমা সংক্রান্ত বিরোধে গত রোববার ও সোমবার দুদফা হামলা চালিয়ে শিপ্রা রাণী মণ্ডল (৩০) অঞ্জলী রাণী বিশ্বাস (২৭) ডলি রাণী (২০), গৌরী রাণীকে (৫৮) আহত করে এবং তাদের ঘরবাড়ি ভাঙচুর করে। গুরুতর আহত শিপ্রা রাণীকে বাগের হাট সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এদিকে চিতলমারী থানা পুলিশ সন্ত্রাসীদের পক্ষ নিয়ে সোমবার রাতে নির্যাতিত অঞ্জলী রাণী ও ডলি রাণীকে আটক করে থানায় নিয়ে এলেও রাতেই আবার তাদের ছেড়ে দেয়। হামলাকারী সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার বাগেরহাট আদালতে একটি মামলা দায়ের হয়েছে।

সংবাদ, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০০৫

(২৬০৫)
ছিদ্দিক বাহিনীর হাতে দশমিনার ৩৫ সংখ্যালঘু পরিবার জিম্মি মন্দির শ্মশান উচ্ছেদ, জমি দখল করে উল্টো মামলা

বাউফল প্রতিনিধি ঃ একটি সন্ত্রাসী গ্রুপের হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছেন পটুয়াখালীর দশমিনা উপজেলার পশ্চিম আলিপুরা গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ের ৩৫টি পরিবার। ইতোমধ্যে সন্ত্রাসীরা ঐ গ্রামের একমাত্র সার্বজনীন মন্দির উচ্ছেদ এবং শ্মশানের জায়গা দখল করে মাটি ভরাট করেছে।

এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, গ্রামের কাপালি পাড়ায় ৩৫টি হিন্দু পরিবার বসবাস করছেন। একই গ্রামের সিদ্দিক ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা দীর্ঘদিন থেকে সংখ্যালঘুদের দেশত্যাগ করার হুমকি দিয়ে আসছে। হিন্দু পরিবারগুলো সন্ত্রাসীদের নির্দেশ মতো ভিটেমাটি ত্যাগ না করায় তারা ফুঁসে ওঠে। সম্প্রতি ছিদ্দিকের নেতৃত্বে সন্ত্রাসীরা শখিচরণ হাওলাদারের ২ একর ১৯ শতাংশ মনোরঞ্জন সরকারের ২ একর ৯ শতাংশ ও যুগল চন্দ্র গংদের ২ একর ৫২ শতাংশ জমি দখল করে নিয়েছে। গত ৩ জানুয়ারি ছিদ্দিক ও তার বাহিনী শখিচরণের পারিবারিক শ্মশানঘাট দখল করে মাটি ভরাট করেছে। এর আগে ঐ গ্রামের একমাত্র দুর্গামন্দির উচ্ছেদ করে সেখানে বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে।

সন্ত্রাসীদের শিকার অনিল চন্দ্র হাওলাদার সাংবাদিকদের জানান, ঐ সন্ত্রাসীদের তান্ডবের কারণে গত ১ বছর ধরে সার্বজনীন পূজা উৎসব উদযাপন করা যাচ্ছে না, শ্রী কৃষ্ণের সান্নিধ্যে কেউ পূজা দিতে পারছে না। ঐ ওয়ার্ডের ইউপি মেম্বার বাহাউদ্দিন মুন্সী জানান, নির্যাতিত সংখ্যালঘুরা তাদের বিচার দাবি করেছেন। কিন্তু ছিদ্দিক ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা কোনো সালিস বৈঠক মানছে না। উল্টো সন্ত্রাসীরা ১৩ জনকে আসামি করে থানায় ২টি মামলা করেছে।

দশমিনা থানা সদর থেকে ঐ সংখ্যালঘু পল্লীর দূরত্ব ৭ কিলোমিটার। এ গ্রামের মোট ৩৫টি পরিবারই দরিদ্র। কৃষিকার্য কিংবা দিনমজুরী করে চলে তাদের দিন। গ্রামের প্রভাবশালী সুদ ব্যবসায়ী, বিএনপি নেতা পরিচয়দানকারী ছিদ্দিক দাবি করছে ঐ সংখ্যালঘু পল্লীর সব জায়গা জমি তার। নির্যাতিতদের পক্ষে অসংখ্য এলাকাবাসী জানান, দরিদ্র পরিবারগুলো অর্থাভাবে থানা পুলিশসহ প্রশাসনের স্মরণাপন্ন হতে পারছেন না।

ভোরের কাগজ, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০০৫

(২৬০৬)
কলাপাড়ার রাখাইন পল্লীতে কষ্টিপাথরের দুটি বৌদ্ধমূর্তি চুরি

কলাপাড়া (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি ঃ কলাপাড়া উপজেলার পল্লীতে দুটি কষ্টিপাথরের বৌদ্ধমূর্তি চুরি গেছে। মূর্তি দুটির আনুমানিক মূল্য ৫০ লাখ টাকা।

জানা যায়, গত বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার রাখাইন পল্লীর কোম্পানীপাড়া থেকে টঙঘরের পাটাতন ভেঙে চোরেরা এই মূর্তি দুটি নিয়ে যায়। এ ব্যাপারে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এর আগেও পার্শ্ববর্তী তুলাতলী পাড়া থেকে আরো দুটি মূর্তি চুরি হয়। শত বছরের পুরোনো দামি মূর্তিগুলো একেরপর এক চুরি হওয়ায় রাখাইনদের মাঝে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

ভোরের কাগজ, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০০৫

(২৬০৭)
মুরাদনগরে আওয়ামী লীগ নেতার হুমকিতে একটি সংখ্যালঘু পরিবার আতঙ্কে

প্রতিনিধি মুরাদনগর (কুমিল্লা) ঃ কুমিল্লার মুরাদনগরে সম্পত্তি বিক্রির বকেয়া টাকা চাইতে গিয়ে একটি সংখ্যালঘু পরিবার আওয়ামী লীগ নেতার হুমকির মুখে নিরাপত্তাহীনতায় দিন কাটাচ্ছে। ওই পরিবারটিকে বলা হয়েছে, বেশি বাড়াবাড়ি করলে তাদের দেশ ছাড়া করা হবে।

বুধবার মুরাদনগর উপজেলার উত্তর ত্রিশগ্রামের রমেশ চন্দ্র দাস (৫০) লিখিত অভিযোগে জানান, ২০০০ সালে কুমিল্লা জেলা (উত্তর) আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম সরকার কোম্পানীগঞ্জ বাজার সংলগ্ন বসত ও পুকুরসহ ১১৮ শতক জায়গা ৩০ লাখ ৪২ হাজার টাকায় ক্রয় করে। সে হিসাবে ২০০১ সালের এপ্রিলে বায়না বাবদ জাহাঙ্গীর সরকার ১৫ লাখ ৪২ হাজার টাকা প্রদান করে বকেয়া ১৫ লাখ টাকা এক মাসের মধ্যে প্রদান করার কথা বলে পুরো সম্পত্তির দখল বুঝে নেন। পরে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাকি টাকা পরিশোধ না করায় জাহাঙ্গীর সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, তিনি সাময়িক অসুবিধায় আছেন, বিল পেলে তা পরিশোধ করে দেবেন। এরপর বিভিন্ন টালবাহানায় তিন বছরের বেশি সময় অতিবাহিত করেন। বর্তমানে জাহাঙ্গীর সরকার হুমকি দিচ্ছেন এ নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি না করার জন্য, অন্যথায় দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে সংখ্যালঘু পরিবারের জমি ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যস্থতাকারী হুমায়ুন জানান, তিনিও বকেয়া ১৫ লাখ টাকা আদায়ের ব্যাপারে জাহাঙ্গীর সরকারের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগ করে ব্যর্থ হয়েছেন এবং উল্টো গালমন্দ শুনছেন। বর্তমানে সংখ্যালঘু এ পরিবারটি চরম অনিশ্চয়তায় দিনযাপন করছে।

এ ব্যাপারে আওয়ামী লীগ নেতা জাহাঙ্গীর আলম সরকার এ প্রতিবেদককে জানান, রমেশের পরিবার তার কাছে সম্পত্তি বিক্রয় বাবদ বকেয়া টাকা পাবে এটা সত্যি কথা। তবে এখন তিনি অর্থ সঙ্কটে থাকায় পরিশোধ করতে পারছেন না। দ্রুত

বকেয়া টাকা পরিশোধ করা হবে বলে তিনি জানান। তবে ঐ পরিবারকে হুমকি দেয়ার বিষয়টি তিনি অস্বীকার করেন।

সংবাদ, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০০৫

(২৬০৮)
বোচাগঞ্জে আদিবাসী তরুণীকে ধর্ষণ করেছে বিএনপি নেতা

দিনাজপুর প্রতিনিধি ঃ আদিবাসী তরুণীকে ধর্ষণ করেছে এক বিএনপি নেতা। জানা যায়, গত বুধবার সকাল সাড়ে ১১ টায় জেলার বোচাগঞ্জ উপজেলার রণগাঁও ইউনিয়নের সাদামহল গ্রামের তরুণী কন্যা ভাত রান্নার সময় রণগাঁও ইউনিয়নের বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মোঃ আমানুল্লাহ বাসায় প্রবেশ করে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। ধর্ষিতার চিৎকারে লোকজন ছুটে এলে ধর্ষক পালিয়ে যায়।

ঘটনাটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের জানানো হলে তারা ঐদিন সালিসের নামে সময়ক্ষেপণ করলে গতকাল ধর্ষিতার আত্মীয়স্বজন তাকে নিয়ে সেতাবগঞ্জ পৌরসভার চেয়ারম্যান ফারুক চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করলে তিনি ঘটনা শুনে থানায় মামলা করার পরামর্শ দেন। পরে বিএনপি নেতা আমানুল্লাহকে আসামি করে থানায় ধর্ষণ মামলা দায়ের করা হয়েছে।

ভোরের কাগজ, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৫

(২৬০৯)
সীতাকুণ্ডের সন্ত্রাসীদের বর্বরতা
বাড়িতে আটকিয়ে হিন্দু পরিবারকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা, আহত ৬

চট্টগ্রাম অফিস ঃ জেলার সীতাকুণ্ড থানাধীন ধর্মীয় সংখ্যালঘু অধ্যুষিত বারৈয়াঢালা ইউনিয়নের বারৈয়াঢালা গ্রামে গত শনিবার রাতে অধীর সেনগুপ্ত নামে এক ব্যক্তির ঘরের দরজায় বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়ে আগুন লাগিয়ে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার অপচেষ্টা করেছে সন্ত্রাসীরা। অর্ধদগ্ধ অবস্থায় অধীর সেনগুপ্ত, তার স্ত্রী ও ৪ পুত্রকন্যা কোনোমতে ঘর থেকে বের হয়ে প্রাণে রক্ষা পেলেও তার ঘর ও পার্শ্ববর্তী জনৈক শশাংক বিমলের (৬০) ঘর সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়। অগ্নিদগ্ধ অধীর সেনগুপ্ত ও অন্যরা স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা নিয়েছেন। এ ব্যাপারে পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি। নগদ টাকাসহ প্রায় লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।

জানা গেছে, শনিবার দিবাগত রাত আনুমানিক ৩টার দিকে একদল দুস্কৃতকারী অধীর সেনগুপ্তের ঘরে দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে আগুন ধরিয়ে দেয়। আগুনের আঁচ টের পেয়ে তারা ঘর থেকে বের হতে গিয়ে দেখেন দুটি দরজাই বাইরে থেকে বন্ধ। পরে অনেক কষ্টে তার বসতঘর সংলগ্ন রান্নাঘরের পাশে থাকা অপর একটি ছোট খিড়কি দিয়ে কোনোমতে বের হয়ে আসেন। কিন্তু অধীর সেনগুপ্তের ঘরে থাকা নগদ ১ লাখ ৬৫ হাজার টাকা, ১২ ভরি স্বর্ণালংকারসহ অন্যান্য মালামাল পুড়ে যায়। এ সময় তার পার্শ্ববর্তী জনৈক শশাংক বিমলের ঘরেও আগুন লেগে ভস্মীভূত হয়ে যায়।

তাদের চিৎকারে আশপাশের লোকজন এগিয়ে এলে সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়। জানা গেছে, অধীর সেনগুপ্ত স্থানীয় পানচাষী সমিতির সাধারণ সম্পাদক। শনিবার স্থানীয় পানচাষীরা বড়দারোগাহাট কৃষি ব্যাংক থেকে নেওয়া ঋণের টাকা পরিশোধ করার জন্য ঐ ১ লাখ ৬৫ হাজার টাকা তাদের সাধারণ সম্পাদকের কাছে দিয়েছিল। আজ ঐ টাকা ব্যাংকে জমা দেওয়ার কথা ছিল। ধারণা করা হচ্ছে, এ টাকার লোভেই সন্ত্রাসীরা তার বাড়িতে হানা দিয়েছিল। কিন্তু প্রশ্ন হলো, শুধু ডাকাতি করতেই যদি আসবে দুস্কৃতকারীরা তাহলে টাকা-পয়সা না নিয়ে ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারতে চাইলো কেন? অধীর সেনগুপ্তের অভস্মীভূত ঘর থেকে অর্ধ পোড়া কিছু ৫০০ টাকার নোট উদ্ধার করা হয়েছে।

স্থানীয় জনসাধারণের অভিযোগ, ১৯৯২ সালেও বিগত বিএনপি আমলে বারৈয়াঢালার এই ধর্মীয় সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় ব্যাপক লুটপাট, সন্ত্রাস, ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটিয়েছিল সন্ত্রাসীরা। এরপর কিছু লোকজন প্রাণভয়ে এলাকা ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছিল। কিন্তু গত শনিবার রাতেও আবার এভাবে ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে আগুন লাগিয়ে দেয়ার ঘটনায় স্থানীয় ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মধ্যে চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে। ঘটনার ব্যাপারে জানার জন্য জেলা পুলিশের কন্ট্রোল রুমে গতকাল সন্ধ্যা পৌনে ৭টায় ফোন করা হলে বলা হয় ভিআইপি তারেক রহমান মুভ করছেন, ভাই ব্যস্ত আছি পরে ফোন করুন।

ভোরের কাগজ, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৫

(২৬১০)
আলফ্রেড সরেন হত্যা মামলা
চারবছরে ১৩ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ ঃ পুলিশ ক্যাম্প উঠে গেছে বাদী সাক্ষীরা আতংকে

নওগাঁ প্রতিনিধি ঃ দেশব্যাপী আলোচিত হত্যাকাণ্ডের শিকার আদিবাসী নেতা আলফ্রেড সরেনের গ্রাম ভীমপুর আদিবাসী পল্লী এখন নির্জন বিরানভূমিতে পরিণত হয়েছে। প্রভাবশালী জোতদারদের অব্যাহত হুমকিতে সেখানকার আদিবাসী পরিবারগুলো ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে একে একে পরিবার পরিজন নিয়ে অন্যত্র চলে গেছে। প্রভাবশালী জোতদের শত হুমকি উপেক্ষা করে ভাইয়ের স্মৃতি আকড়ে আদিবাসী পল্লীতে একা বসবাস করছে নিহত আলফ্রেড সরেনের ছোট বোন আদিবাসী নেত্রী রেবেকা সরেন। গত ২০০০ সালের ১৮ আগস্ট ১২০ বিঘা বিতর্কিত সম্পত্তির দখলকে কেন্দ্র করে প্রভাবশালী জোতদার হাতেম গদাই ভাড়াটিয়া বাহিনী দিয়ে আদিবাসী পল্লীতে আগুন ধরিয়ে দেয়, লুটপাট ও ভাঙচুর করে আদিবাসী নেতা আলফ্রেড সরেনকে নির্মমভাবে হত্যা করে। এ ব্যাপারে নিহতের ছোট বোন রেবেকা সরেন বাদী হয়ে ৯০ জনকে আসামি করে মহাদেবপুর থানায় মামলা করে। ঘটনার পরপর আদিবাসীদের নিরাপত্তার কারণে সেখানে বসানো হয় অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প। প্রায় দেড় বছর ক্যাম্পটি সেখানে অবস্থান করার পর অজ্ঞাত কারণে তা সরিয়ে নেয়া হয়। উচ্চ আদালত থেকে জামিন নিয়ে আলফ্রেড সরেন হত্যা মামলার আসামিরা বেরিয়ে এসে মামলার বাদী ও সাক্ষীদের অব্যাহত হুমকি-ধামকি প্রদান শুরু করে। এতে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে আদিবাসীরা। বিতর্কিত ১২০ বিঘা সম্পত্তির যে অংশে সেখানকার আদিবাসীরা জামিনে বের হয়ে সেসব সম্পত্তি দখল করে নিয়েছে। জীবননাশের হুমকি দেয়ায় অসহায় আদিবাসীরা বাধ্য হয়ে একে একে তারা বর্তমানে তাদের আগের ঠিকানা রাজশাহীর তানোর উপজেলায় ফিরে গেছে। আলফ্রেড সরেন হত্যার পর ৪ বছর অতিবাহিত হলেও এ পর্যন্ত মামলায় ১৩ জনের সাক্ষী গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। গত সোমবার ভীমপুর আদিবাসী পল্লীতে গিয়ে দেখা গেছে, আলফ্রেড সরেনের হত্যাকাণ্ডের সময়ের ১০টি পরিবারের মধ্যে ৯টি পরিবার ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে। বিরানভূমিতে পরিণত হয়েছে আদিবাসী পল্লী। সেখানে বসবাসকারী একমাত্র পরিবার নিহত আলফ্রেড সরেনের ছোট বোন রেবেকা সরেন বলেন, জোতদারদের হুমকির কারণে সবাই চলে গেলেও তার ভাইয়ের হত্যার বিচার না হওয়া পর্যন্ত তিনি পল্লী ছেড়ে যাবেন না। নওগাঁর ধামইরহাট, নিয়ামতপুর, পত্নীতলা ও পোরশা উপজেলার আদিবাসীদের ভীমপুর আদিবাসী পল্লীতে বসবাসের জন্য নিয়ে আসার প্রক্রিয়া করা হচ্ছে বলে তিনি জানান।

যুগান্তর, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৫

(২৬১১)
আগৈলঝড়ায় মূর্তি ভাঙচুর

আগৈলঝাড়া প্রতিনিধি ঃ সরস্বতী পূজার সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হলেও গত আগৈলঝাড়া উপজেলা সদরের একমাত্র ডিগ্রী কলেজ ও দু'টি বিদ্যালয়ের প্রতিমা দুর্বৃত্তরা গত ১১ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার দিবাগত রাতে তালা ভেঙে ভাঙচুর করে। সকালে এ খবর ছড়িয়ে পড়লে প্রশাসনের কর্মকর্তা ও রাজনৈতিক নেতারা ছুটে আসেন। এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এমএ আজিজ জানান, ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে পাঁচ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি ৭ দিনের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করবে। এছাড়া দায়িত্বে অবহেলার জন্য ২ নৈশ প্রহরীকে সাময়িক বরখাস্তের সুপারিশ করা হয়েছে। পুলিশ সুপার ও ডি.এস.বি. কেও বিষয়টি জানানো হয়েছে।

আজকের কাগজ, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৫

(২৬১২)
লাকসামে অমূল্য হত্যাকাণ্ড ঃ ১০ দিনেও পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি

প্রতিনিধি লাকসাম (কুমিল্লা) ঃ লাকসাম উপজেলার বাকই ইউপির কেমতলী গ্রামে অমূল্য কুমার দাস নামে এক বৃদ্ধ খুন হওয়ার ১০ দিন পরও পুলিশ কাউকে গ্রেফতার কিংবা হত্যার রহস্য উদঘাটন করতে পারেনি। নিহতের পারিবারিক সূত্রে ও হামলা সূত্রে জানা যায়, ৯ ফেব্রুয়ারি রাতে অমূল্য কুমার (৭০) প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে ঘরের পাশের বাথরুমে হেরিকেন নিয়ে যায়। ঘরে না ফেরায় স্ত্রী সন্তানরা বের হয়ে বাথরুমের সামনে হারিকেনটি দেখতে পেলেও অমূল্য কুমারকে পাননি। অমূল্য কুমারের লাশ পরদিন একই গ্রামের একটি বিলে পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে অমূল্য কুমারের ছেলে লিটন কুমার দাস লাকসাম থানায় মামলা করেছেন।

দৈনিক সংবাদ, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০০৫

(২৬১৩)
চাঁদার টাকা না দেয়ায়—

সাতক্ষীরা, ২১ ফেব্রুয়ারি, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাতক্ষীরায় এক সংখ্যালঘু গৃহবধূর কাছ থেকে চাঁদার টাকা আদায়ে ব্যর্থ হয়ে বিএনপি এক ক্যাডার গৃহবধূর হাত-পা পিটিয়ে ভেঙ্গে দিয়েছে। সোমবার দুপুরে তালা উপজেলার কুমিরা গ্রামে প্রকাশ্যে এই হামলা চালানো হয়। গুরুতর আহত গৃহবধূকে তালা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৫

(২৬১৪)
রূপগঞ্জে এক হিন্দু পরিবারকে লাঞ্ছিত করেছে সন্ত্রাসীরা

রূপগঞ্জ প্রতিনিধি ঃ রূপগঞ্জে সংখ্যালঘু হিন্দু পরিবারের মৎস ব্যবসায়ীর কাছ থেকে চাঁদা না পেয়ে দিগম্বর ও মাথা নেড়া করে দিয়েছে সন্ত্রাসীরা। গতকাল বুধবার সকালে উপজেলার রূপসী বাজারে এ ঘটনা ঘটে।

এলাকাবাসী জানায়, স্থানীয় সন্ত্রাসী, হত্যাসহ একাধিক মামলার আসামি তপন ওরফে খুনি তপন আরও দুই সন্ত্রাসী নিয়ে রূপসী জেলেপাড়ার জোগেস চন্দ্র ও তার ছেলে বিপদ চন্দ্র দাসের কাছে পাঁচ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। তারা দাবিকৃত চাঁদা দিতে অস্বীকার করলে সন্ত্রাসীরা জোগেস চন্দ্রকে বেধড়ক পিটিয়ে তার ছেলে বিপদ চন্দ্রকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায়। পরে তাকে বাজারে এনে এক সেলুনে মাথা ন্যাড়া করে এবং দিগম্বর করে ছেড়ে দেয়। এ ঘটনায় জোগেস চন্দ্র থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করলেও সন্ত্রাসীদের সঙ্গে পুলিশের সখ্যতা থাকায় পুলিশ নীরব ভূমিকা পালন করছে। এ নিয়ে এলাকায় চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে।

আজকের কাগজ, ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৫

মার্চ - ২০০৫

(২৬১৫)
মধুপুরে বিধবা আদিবাসীর ওপর অব্যাহত নির্যাতন

জেলা বার্তা পরিবেশক, টাঙ্গাইল ঃ মধুপুর পাহাড়ি এলাকার গারো আদিবাসী দুই অসহায় বিধবা সেজিলা ও সাবিত্রী হাগিদকের পরিবারের ওপর বিএনপি নামধারী সন্ত্রাসী জীনেন বাহিনীর মধ্যযুগীয় কায়দায় নির্যাতনের পাশাপাশি পুলিশও হয়রানি চালাচ্ছে।

এলাকাবাসী জানায়, মধুপুরের বাগাডোবা গ্রামের আদিবাসী সাবিত্রী ও সেজিলার ৬ লাখ টাকার সম্পদ লুটপাট করার পর বিএনপি সন্ত্রাসী জীনেন বাহিনী তাদের গ্রামছাড়া করার জন্য গত ১৪, ১৮ ও ১৯ ফেব্রুয়ারি এবং ৩ মার্চ দফায় দফায় হামলা চালায়। তাদের হামলায় এই দুই পরিবারের নারী ও শিশুরা নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়েছে। মধুপুর থানা পুলিশ সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে উল্টো অসহায় পরিবার দু'টিকে হয়রানি করছে। ১ মার্চ মধুপুর থানার কালাম দারোগা ও কনস্টেবল হাবিব বাগাডোবা গ্রামে সাবিত্রী ও সেজিলার বাড়ি গিয়ে পরিবারের নারী ও শিশুদের হুমকি দেয়। এর ফলে পরিবার দু'টি চরম নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়েছে।

সংবাদ, ৫ মার্চ ২০০৫

(২৬১৬)
কুষ্টিয়ায় হিন্দুদের নামযজ্ঞ অনুষ্ঠানে ডিবি পুলিশের হামলা, ঠাকুর লাঞ্ছিত

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি ঃ কুষ্টিয়া সদর উপজেলার হরিনারায়ণপুরে একটি হিন্দু দোকানে ভারতীয় মাল তল্লাশির নামে দোকানদারকে বেধড়ক মারপিট করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট ঘটনায় কুষ্টিয়া ডিবি পুলিশের একটি বিক্ষুব্ধ দল হিন্দুদের নামযজ্ঞানুষ্ঠানে অতর্কিত হামলা চালিয়ে ঠাকুরকে লাঞ্ছিত করেছে বলে জানা গেছে। শেষপর্যন্ত বিক্ষুব্ধ জনতা ডিবি পুলিশকে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে আটকে রাখে দীর্ঘক্ষণ।

এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার বিকেল ৩টার দিকে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার হরিনারায়ণপুরে ডিবি পুলিশের এসআই নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে ডিবি পুলিশের একটি দল অভিযানের নামে হরিনারায়ণপুর বাজারে বিদ্যুৎ সাহার দোকানে প্রথমে হামলা করে কিছু গুঁড়াদুধের প্যাকেট আটক করে। এবং দোকানদারকে ভারতীয় গুঁড়া দুধ বলে চ্যালেঞ্জ করলে তার আমদানির বৈধ কাগজপত্র পুলিশকে দেখালেও পুলিশের ওই দলটি তা না মেনে তাকে টেনে হিঁচড়ে গাড়িতে তুলতে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে এলাকাবাসী ছুটে এসে পুলিশকে বিষয়টি জানালেও পুলিশ কর্ণপাত না করে গালাগালি করতে শুরু করে। এ সময় সেখানে আখড়া বাড়িয়ার ঠাকুর রামা সাহা এগিয়ে আসলে ডিবি পুলিশের দলটি তাকেও জামার কলার ধরে লাঞ্ছিত করলে উপস্থিত সংখ্যালঘুরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। এক পর্যায় পুলিশের গাড়ির ওপর বিক্ষুব্ধ জনতা ইটপাটকেল নিক্ষেপ করা শুরু করে। কিছুক্ষণ পর ডিবি পুলিশের ওই দলটি বেপরোয়া লাঠিচার্জ করতে করতে এগিয়ে যেতে থাকে আঁখড়া বাড়িয়ার দিকে। এ সময় সেখানে চলছিল চিরাচরিত হিন্দুদের নামযজ্ঞানুষ্ঠান। বেপরোয়া পুলিশ সেখানে হামলা চালালে ধর্মীয়চেতনায় বুদ নারী-পুরুষ দিকবিদিক ছোটাছুটি শুরু করে।

আজকের কাগজ, ৬ মার্চ ২০০৫

(২৬১৭)
বাঁশখালীতে ১১ জনকে পুড়িয়ে মারার মামলা নিয়ে পুলিশ বেকায়দায়
১৫ মাসেও মামলার চার্জশিট হয়নি

মিজানুর রহমান ঃ চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে ১১ জনকে নৃশংসভাবে পুড়িয়ে মারার মামলার চার্জশিট নিয়ে পুলিশ বেকায়দায় পড়েছে। চাঞ্চল্যকর এ ঘটনার ১৫ মাস অতিবাহিত হতে চললেও পুলিশ এখনও এ মামলার চার্জশিট দাখিল করতে পারেনি। ঘটনার সঙ্গে জড়িত গডফাদারদের অন্তরালে রাখা এবং ক্রটিপূর্ণ চার্জশিট হওয়ায় দু'বার মামলা মেমো অব এভিডেন্স (এমই) গ্রহণ করতে জেলা পিপি অস্বীকৃতি জানালে এ নাজুক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

তথ্যানুসন্ধানে জানা যায়, মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা সাতকানিয়া সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার ক্লারেন্স গোমেজ গত সাড়ে তিন মাস পূর্বে চার্জশিট জমা দেয়ার আগে কেইস ডকেটসহ মামলার এমই জেলা পিপি এডভোকেট কফিল উদ্দিন চৌধুরীর কাছে প্রেরণ করেন। কিন্তু ঘটনাস্থল পিপির বাড়ির এলাকা এবং বেশ কয়েকবার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে আসায় বিষয়টি নিয়ে তিনি বিব্রত বোধ করছেন বলে উল্লেখ করে এমই ফেরত পাঠিয়ে দেন। কিন্তু গত বছরের ডিসেম্বরে তদন্তকারী কর্মকর্তা আবারো এমই নিয়ে পিপির কাছে গেলে তিনি তার আগের সিদ্ধান্তে অটল আছেন বলে জানিয়ে তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। পিপি কর্তৃক পর পর দু'বার প্রত্যাখ্যান হওয়ার পর মামলার চার্জশিট নিয়ে তদন্তকারী কর্মকর্তা বর্তমানে চরম বেকায়দায় রয়েছেন। কিছুদিন আগেও তিনি সরকারি পিপির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এমই গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। কিন্তু পিপি এখনও তার সিদ্ধান্তে অটল থাকায় অতিরিক্ত পিপিকে দিয়ে মতামত লেখানোর অনুরোধ জানালে তিনি তাও প্রত্যাখ্যান করেন। সূত্র আরও জানায়, পিপি মামলার এমই গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানানোর পাশাপাশি বিষয়টি নিজস্ব পন্থায় দ্রুত করে নেয়ার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তাকে অনুরোধ জানিয়েছেন।

সূত্র আরও জানায়, ইউপি চেয়ারম্যান আমিনুল হক চৌধুরীকে নৃশংস এ ঘটনার মূল হোতা হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও এমইতে এ ব্যাপারে কিছুই উল্লেখ করা হয়নি। এ ঘটনায় গ্রেফতার হওয়া বেশ কয়েকজন ও তাদের গডফাদার হিসেবে আমিনুল হকের নাম প্রকাশ করে। কিন্তু পুলিশ প্রশাসন এখনও রহস্যজনকভাবে তাকে গ্রেফতার কিংবা জিজ্ঞাসাবাদ পর্যন্ত করেনি। এছাড়া ক্রটিপূর্ণ চার্জশিট দেয়া হলে সমালোচিত হওয়ার আশংকায় পিপি এমই গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে আসছেন বলে জানা গেছে। এ ব্যাপারে পিপি অ্যাডভোকেট কফিল উদ্দিন চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ করে আজকের কাগজে বলেন সবাই জানে পত্রিকাগুলোতেও তাই এসেছে কিন্তু এমইতে উল্লেখ করা হয়েছে ভিন্ন তথ্য। তিনি আরও জানান, আগের এমইতে ক্রটি থাকায় দ্বিতীয় বার প্রস্তুতকৃত এমই গ্রহণ পর্যন্ত করিনি। এছাড়া আমার করার কিছু ছিল না।

এদিকে, নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জেলা পুলিশের উর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা জানান, চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী এ মামলাটি তদন্ত কাজ এগিয়ে চলছে। মামলার ৩ আসামি ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীর ভিত্তিতে পুলিশ ১১ জনকে গ্রেফতার করলেও নৃশংস এ হত্যাকাণ্ডের পর এ পর্যন্ত মোট ৩০ জনকে সন্দেহজনকভাবে গ্রেফতার করে।

সূত্র জানায়, এমইতে মোট ৩১ জনকে আসামি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। পিপি কর্তৃক এমই গ্রহণ না করার কথা স্বীকার করে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ক্লারেন্স গোমেজ বলেন, যেহেতু মামলা হয়েছে অবশ্যই তার চার্জশিট দেয়া হবে। তিনি বলেন, পিপি মতামত না

দিলেও এ মামলার ডকেট স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের স্পর্শকাতর মামলা মনিটরিং শেলে পাঠানোর পর সেখান থেকে ক্লিয়ারেন্স পাওয়ার পরই চার্জশিট দেয়া হবে। তবে তিনি পিপি কর্তৃক এমই গ্রহণ না করার ব্যাপারে কোনও মন্তব্য করা থেকে বিরত থেকে দ্রুত মোবাইলের লাইন কেটে দেন।

প্রসঙ্গত চট্টগ্রাম শহর থেকে ৩৫ কিলোমিটার দক্ষিণে এবং বাঁশখালী থানার ১২ কিলোমিটার উত্তরে, বন ও পরিবেশ প্রতিমন্ত্রী জাফরুল ইসলাম চৌধুরীর বাড়ি সংলগ্ন সংখ্যালঘু অধ্যুষিত গ্রাম দক্ষিণ সাধনপুরের অবস্থান। এ গ্রামের নাপিত পাড়ার তেজেন্দ্র লাল শীলের পরিবারের সদস্যরা মঙ্গলবার রাতে খাবার সেরে ঘুমিয়ে পড়ে। এমন সময় রাত আনুমানিক সাড়ে ১২টায় একদল দুস্কৃতকারী তাদের মাটির তৈরি টিনের ছাউনি দোতলা ঘরে হানা দেয়। তারা প্রথমে ঘরের তিনটি দরজায় আঘাত করে দরজা খুলতে বলে। এ সময় ঘরের সকলে ডাকাত আসার বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে নিচতলা থেকে দোতলায় উঠে ছাদের সিঁড়ি বন্ধ করে দেয়। এরই মধ্যে দুস্কৃতকারীরা ঘরে প্রবেশ করে পরিবারের সকল সদস্যকে নিচে নামার জন্য বলে, নইলে সকলকে গুলি করে অথবা আগুন জ্বালিয়ে মারার হুমকি দেয়। তখন ঘরের সকল সদস্য ডাকাত ডাকাত বলে তাদের বাঁচানোর জন্য পাড়া-পড়শীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানায়। অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যাওয়া ডাঃ বিমল শীল জানান, তাদের শোর চিৎকার সত্ত্বেও প্রথম আধ ঘন্টা কোনও প্রতিবেশী এগিয়ে আসেনি। দুস্কৃতকারীদের হুমকিতে দোতলার ছাদ না খোলায় তারা গান পাউডার, পেট্রল অথবা অন্য কোনও দ্রুত দাহ্য পদার্থ দিয়ে বাঁশের বেড়ার তৈরি ছাদে আগুন লাগিয়ে দেয়। এ আগুনে ঘরে সদস্যদের মধ্যে শুধু ডাঃ বিমল শীল ছাড়া ৪ দিনের নবজাতক শিশুসহ বাকি ১১ জনই জীবন্ত দগ্ধ হয়ে সম্পূর্ণ পুড়ে কয়লা হয়ে যায়। সেই আগুনে ঘরটি ২ ঘন্টার মধ্যে পুরো ভস্মীভূত হয়ে যায়।

এ ঘটনার পর তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল আলতাফ হোসেন, স্থানীয় সাংসদ এবং বন ও পরিবেশ প্রতিমন্ত্রী জাফরুল ইসলাম চৌধুরী, তৎকালীন আইজিপি শহুদুল হক, চট্টগ্রাম রেঞ্জের ডিআইজি আবদুস সাত্তার, জেলা প্রশাসক শফিকুল ইসলাম এবং পুলিশ সুপার মোঃ মাহবুবুর রহমান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

আজকের কাগজ, ৭ মার্চ ২০০৫

(২৬১৮)
টাঙ্গাইলে ২ আদিবাসী পরিবারকে হত্যার হুমকি ব্যবস্থা নেয়নি পুলিশ

জেলা বার্তা পরিবেশক, টাঙ্গাইল ঃ জেলার দুই আদিবাসী পরিবারকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যার হুমকি দানকারী সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে মধুপুর থানা পুলিশ ৪ দিনেও কোন ব্যবস্থা নেয়নি। এমনকি পুলিশ ঘটনার তদন্তও শুরু করেনি।

পরিবার দু'টির সদস্যরা ভয়ে-আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে। গত শুক্রবার রাতে মধুপুর পাহাড়ি এলাকার ত্রাস জীনেন বাহিনীর সন্ত্রাসীরা শোলাকুড়ি ইউনিয়নের বাগাডোবা গ্রামের নিরীহ গারো আদিবাসী বিধবা সাবিত্রী হাগিদক ও মেজিলা হাগিদকের কাছে ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। চাঁদা না দিলে ঘরে কেরোসিন ঢেলে আগুনে পুড়িয়ে চট্টগ্রামের বাঁশখালীর মতো পরিবারের সকলকে হত্যা করা হবে বলে ঘোষণা করে।

সংবাদ, ৯ মার্চ ২০০৫

(২৬১৯)
দুর্গাপুরে ধর্ষণের পর আদিবাসী মহিলা খুন

প্রতিনিধি দুর্গাপুর (নেত্রকোনা) ঃ উপজেলার সীমান্তবর্তী বিজয়পুর এলাকায় উপজাতীয় পল্লী পাঁচকানিয়া আদর্শ গ্রামে গতকাল শনিবার ৩ সন্তানের জননী অঞ্জলী রেমা (৩২) খুন হয়েছেন। তার লাশ বাড়ির পাশে একটি মাঠে পাওয়া যায়। সে বিজয়পুর সাদা মাটির মাইনে দিনমজুরির কাজ করত। ধর্ষণের পর তাকে হত্যা করা হয়েছে বলে স্থানীয় লোকজন মনে করছেন। দুর্গাপুর থানা পুলিশ তার লাশ উদ্ধার করে নেত্রকোনা মর্গে প্রেরণ করেছে।

সংবাদ, ১৩ মার্চ ২০০৫

(২৬২০)
কুষ্টিয়ায় আবারও সংখ্যালঘু পরিবারের কোটি টাকার জমি দখলের পাঁয়তারা

জনপদ ডেস্ক ঃ কুষ্টিয়া শহরের একটি প্রভাবশালী মহল আবারো প্রভাব খাটিয়ে বেআইনিভাবে লিজ গ্রহণ করে চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের দিয়ে জোরপূর্বক সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে এক সংখ্যালঘু পরিবারের মন্দির সংলগ্ন ১ একর ৮৫ শতক জমি দখল করে নেয়ার পাঁয়তারা করছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এর আগে ২০০৪ সালের ১৪ জুলাই একই পরিবারের মালিকানাধীন অন্য অংশের ১ একর ২৬ শতক জমি ঐ মহলটিই প্রাচীর ভেঙে জোরপূর্বক দখলের চেষ্টা চালালে পুলিশের বাধার মুখে তা ব্যর্থ হয়। কিন্তু বর্তমানে চিহ্নিত মহলটি তাদের মন্দির সংলগ্ন এবং আশপাশের জমি দখলের নতুন চক্রান্ত করায় হুমকির মুখে পরিবারটি চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। এ ঘটনায় শহরের সংখ্যালঘুদের মধ্যে চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে।

অভিযোগে জানা গেছে, চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা গত বছরের ২২ নবেম্বর মন্দির সংলগ্ন জমিসহ অন্যান্য জমি দখলের চেষ্টা চালালে জমির মালিক শহরের আড়ুয়াপাড়ার মৃত মদন মোহন পালের পুত্র প্রণব কুমার পাল বাদী হয়ে কুষ্টিয়া ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে মিস (২৩০/২০০৪) মামলা দায়ের করেন। এ ব্যাপারে কোর্ট (ম্যাজিস্ট্রেট এ কে এম সামিমূল হক সিদ্দিকী) ঐ দিনই তদন্ত পূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য কুষ্টিয়া সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নির্দেশ দেন। কিন্তু প্রভাবশালী মহলের হস্তক্ষেপে তদন্ত স্থগিত হয়ে যায়।

এরপর গত ২ ফেব্রুয়ারি প্রভাবশালী মহলের চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে ফের জোরপূর্বক জমিটি দখলের চেষ্টা চালায়। ঐদিনই প্রণব কুমার পাল বাদী হয়ে চুন্নু হায়দার, রবিউল, আশরাফ, আজিজ, নাহিদ, টোম আলামীন মাসুদসহ মোট ৯ জনকে আসামি করে থানায় (নম্বর ৮৭) জিডি করেন। পরদিন ডিসি ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে তার সম্পত্তিতে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য আবেদন করেন। ঐদিনই কোর্ট জমির স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য কুষ্টিয়া সদর থানার ওসিকে লিখিত আদেশ দেন। ওসির নির্দেশে এসআই জামিল নোটিশ জারি করতে গেলে সন্ত্রাসীরা না নিয়ে তাকে ফিরিয়ে দেন। এরপর সন্ত্রাসীরা, কোর্টের নির্দেশ অমান্য করে আবারো জমি দখলের চেষ্টা চালায়। পরে জমির মালিক বিষয়টি কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার সাহাবুদ্দীনকে অবগত করেন। পুলিশ সুপারের নির্দেশে সদর থানা পুলিশ জমির ওপর থেকে ৯ জনকে আটক করেন। পরে প্রভাবশালী মহলের হস্তক্ষেপে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়। এ ব্যাপারে প্রণব কুমার পাল জেলা প্রশাসক ও স্থানীয় থানায় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আবেদন

করেছেন। আবেদনপত্রে তিনি অভিযোগ করেন, এলাকার একটি প্রভাবশালী মহল নানা কৌশলে প্রভাব খাটিয়ে বেআইনিভাবে লিজ গ্রহণ করে একের পর এক তাদের জমি দখল করে নেয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। তিনি তার পিতার নামের আরএস রেকর্ডীয় সম্পত্তি দেওয়ানি আদালতে রেকর্ড সংশোধনের মামলা ছাড়া অন্যকে লিজ প্রদান আইনসিদ্ধ নয় বলে আবেদনে উল্লেখ করেন।

উল্লেখ্য, আরএস খতিয়ানের প্রকৃত মালিক বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও উক্ত প্রভাবশালী মহলটি দলীয় প্রভাব খাটিয়ে ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে ঐ সম্পত্তি লিজ নেয়ার অনুমোদন করে নিয়ে এসেছেন, যা বেশ কিছুদিন সরকার নিষিদ্ধ করে রেখেছে। সূত্র জানায়, আদালতের নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ভূমি অধিদপ্তরের অসাধু কর্মকর্তাদের সহযোগিতায় প্রভাবশালী মহলটি মোট ৩৭ জনের নামের একটি ভূয়া লিজ প্রদান করেছেন।

এদিকে এ ঘটনার পর থেকে পরিবারটি চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। প্রতিনিয়ত তারা হুমকির মুখে রয়েছে। আপত্তি তুলে নেয়ার জন্যও দখলকারীচক্র হুমকি দিয়ে যাচ্ছে বলে জানা গেছে। এ ঘটনায় কুষ্টিয়ায় বসবাসকারী অন্য সংখ্যালঘু পরিবারের মধ্যেও দারুণ আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।

ভোরের কাগজ, ১৪ মার্চ ২০০৫

(২৬২১)
সাতক্ষীরায় গৃহবধূ জবাই

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ঃ সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার ধানখালি গ্রামে রবিবার বিকালে গৃহবধূ অনিতা রাণী হালদারকে (২৫) জবাই করে হত্যা করা হয়েছে। তাকে হত্যার কারণ জানা যায়নি।

সাতক্ষীরায় গৃহবধূ খুনের ঘটনায় প্রতিবেশী আশুতোষ মণ্ডল ও আমিদাস মণ্ডলকে পুলিশ আটক করেছে। পুলিশ জানায় ধানখালি গ্রামের চাল ব্যবসায়ী কৃষ্ণপদ হালদার রবিবার সন্ধ্যায় বাড়ি এসে ঘরে স্ত্রী অনিতার লাশ দেখতে পান।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৫ মার্চ ২০০৫

(২৬২২)
পটুয়াখালীতে ছেলের সামনে মাকে গণধর্ষণ ॥ বাদীকে হুমকি

পটুয়াখালী, ১৫ মার্চ, সংবাদদাতা ঃ বাউফল উপজেলার বিএনপির দলীয় চেয়ারম্যান বাউফলের স্বঘোষিত জয়নাল হাজারী জাহাঙ্গীরের ক্যাডাররা ছেলের সামনে মাকে গণধর্ষণ করেছে। সোমবার পালিয়ে এসে এ ঘটনার বিচার চেয়ে ধর্ষিতার ছেলে গোবিন্দ ঘরামি বাদী হয়ে চেয়ারম্যানসহ ৪ জনকে আসামি করে থানায় মামলা দায়ের করেছে। এ ঘটনায় ক্যাডারদের হুমকিতে পালিয়ে বেড়াচ্ছে ঐ হিন্দু পরিবার। গত ২ মার্চ রাতে বাউফল ইউপির বিএনপি দলীয় চেয়ারম্যান স্থানীয় এমপির ফাস্টম্যান হিসাবে পরিচিত জাহাঙ্গীর তালুকদারের ক্যাডাররা ঘরে প্রবেশ করে ছেলে গোবিন্দকে অস্ত্রের মুকে জিম্মি করে তার সামনেই তার মাকে গণধর্ষণ করে। পরের দিন সকালে চেয়ারম্যান গিয়ে মহিলাকে মারধর করে দু'টি সাদা কাগজে টিপসই নিয়ে মামলা না করার জন্য প্রাণনাশের হুমকি দেয়। সোমবার ধর্ষিতার ছেলে গোবিন্দ জেলা পুলিশ সুপারের কাছে অভিযোগ করলে এসপি বাউফল থানার ওসিকে তদন্তপূর্বক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। এ ঘটনার পর থেকে চেয়ারম্যান ও তার ক্যাডাররা প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছে ঐ হিন্দু পরিবারকে। এ হুমকিতে প্রাণের ভয়ে তারা এখন পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৬ মার্চ ২০০৫

(২৬২৩)
সান্তাহারে মূর্তি ভাঙচুর

সান্তাহার, ১৮ মার্চ, সংবাদদাতা ঃ বৃহস্পতিবার রাতে সান্তাহার শহরতলির সান্দিড়া গ্রামের কালিতলায় একদল অজ্ঞাতনামা দুর্বৃত্ত দু'টি মন্দিরের তিনটি মূর্তির মাথা কর্তন ও ভাঙচুর করেছে। চুরি করে নিয়ে গেছে শ্মশানের কালীমূর্তি। এই ঘটনায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে এক দিকে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে, অন্যদিকে তারা হয়ে পড়েছে ভীতসন্ত্রস্ত। জানা গেছে, শুক্রবার সকালে পথচারীরা সান্দিড়া সর্বজনীন দুর্গা মন্দিরের লক্ষী মূর্তি ভাঙচুরের ঘটনা দেখতে পায়। দুর্বৃত্তরা লোহার রড দিয়ে তৈরি দরজার ফাঁক দিয়ে মূর্তিটি টেনে দরজার নিকট নিয়ে এসে ভেঙ্গে মাথা কেটে নিয়ে গেছে। এর পর দেখা যায় মন্দিরের পূর্ব পাশে অবস্থিত শ্মশানতলির কালীমূর্তিটি নেই। সেটি কাঠামোসহ চুরি করে নিয়ে গেছে। তারপর দেখা যায় মন্দিরের অপর পাশে গির্জানাথ সূত্রধরের বাড়ির বারান্দায় স্থাপিত ব্যক্তিগত মন্দিরের বেড়া ভেঙ্গে দুর্বৃত্তরা নারায়ণমূর্তির মাথা কেটে নিয়ে গেছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৯ মার্চ ২০০৫

(২৬২৪)
দিনাজপুরে আদিবাসী মহিলার গাছ নিয়ে বিএনপি জামাত মুখোমুখি

দিনাজপুর, ১৮ মার্চ, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ দিনাজপুরের বীরগঞ্জ উপজেলায় একজন সাঁওতাল আদিবাসী মহিলার গাছের দখলকে নিয়ে বিএনপি এবং জামায়াত মুখোমুখি অবস্থান নিয়েছে। ঘটনা সংঘর্ষে রূপ নিলে স্থানীয় প্রশাসন ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বিষয়টি নিয়ে এলাকায় বিএনপি ও জামায়াত নেতা-কর্মীদের মধ্যে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে।

জেলার বীরগঞ্জ উপজেলার শতগ্রাম ইউনিয়নের কিসমত খারিকাদম গ্রামের মৃত লক্ষীরাম সরেনের স্ত্রী ফুলমনি সরেনের বসতবাড়ির মধ্যে শত বছরের পুরোনো ২টি কাঁঠাল গাছ ছিল। যার বর্তমান বাজার মূল ২ লাখ টাকার ওপর। গাছ দুটির ওপর নজর পড়ে জামায়াত নেতা স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান ডা. একেএস কুতুবুদ্দীনের। কিন্তু এরই মধ্যে স্থানীয় যুবদল ও ছাত্রদলের নেতারা ফুলমনিকে মাত্র ৩শ' টাকা দিয়ে ম্যানেজ করে গাছ কাটা শুরু করে। বৃহস্পতিবার দুপুরে বীরগঞ্জ উপজেলা যুবদলের সভাপতি মশিউর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মনোয়ার হোসেন, ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক আক্কাস আলীসহ ২০/২৫ জনের একটি দল দাঁড়িয়ে থেকে গাছ কাটার তত্ত্বাবধায়ন করে। খবর পেয়ে চেয়ারম্যান ও তার লোকজন ঘটনাস্থলে এলে দু'পক্ষের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া শুরু হয়। এরই মধ্যে যুবদল ও ছাত্রদল নেতাদের প্রহরায় বীরগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ আব্দুল মান্নানের নির্দেশে পুলিশ

ঘটনাস্থলে গিয়ে গাছের অবশিষ্ট অংশ উদ্ধার করে তা স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানের হেফাজতে দেয়। এ বিষয়ে বীরগঞ্জ ভূমি কর্মকর্তাকে প্রধান করে একটি তদন্ত টিম গঠন করা হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৯ মার্চ ২০০৫

(২৬২৫)
সীতাকুণ্ডে পুলিশি হয়রানি ॥ এলাকা ছেড়েছে শতাধিক হিন্দু পরিবার

প্রতিনিধি, সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) ঃ সীতাকুণ্ড থানা পুলিশের হয়রানির মুখে শতাধিক হিন্দু পরিবার এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে। জানা গেছে, গত ১২ ফেব্রুয়ারি সীতাকুণ্ড উপজেলার বারৈয়াচালার বারৈ গ্রামে একদল ডাকাত অধীর সেন নামে স্থানীয় এক ব্যক্তির বাড়িতে ডাকাতি করতে ব্যর্থ হয়ে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেয়।

এ ঘটনায় অধীর সেন তার পূর্বশত্রু হিসেবে চিহ্নিতদের আসামি করে থানায় মামলা করেন। স্থানীয় রণজিৎ সিকদারের সঙ্গে একটি সংগঠনের অর্থ লেনদেন নিয়ে বিরোধ চলছিল। এ বিরোধে যারা রণজিতের পক্ষে অবস্থান নেয় তাদের সবাইকে ডাকাতি মামলার আসামি করা হয়। স্থানীয় একাধিক হিন্দু পরিবার অভিযোগ করে, মামলা দায়েরের পর পুলিশ সমঝোতায় আসার জন্য আসামিদের প্রস্তাব দেয়। তাতে রাজি না হওয়ায় পুলিশ রণজিৎ সিকদার, সুকমল দে ও কৃষক তপন চৌধুরীকে গ্রেফতার করে। বাকিরা গ্রেফতার আতঙ্কে গ্রাম ছেড়ে পালায়।

সংবাদ, ১৯ মার্চ ২০০৫

(২৬২৬)
বগুড়ার গ্রামে মন্দিরে হামলা প্রতিমা ভাঙচুর

স্টাফ রিপোর্টার, বগুড়া অফিস ঃ বৃহস্পতিবার রাতে বগুড়ার আদমদীঘি উপজেলার এক গ্রামের মন্দিরে হামলা ও প্রতিমা ভাঙচুর হয়েছে। তবে কারা এই ভাঙচুর চালিয়েছে সে ব্যাপারে পুলিশ কিছু বলতে পারেনি।

গভীর রাতে উপজেলার সারিন্দা গ্রামের সর্বজনীন মন্দিরে কে বা কারা হামলা চালায়। হামলাকারীরা কালী ও লক্ষী প্রতিমাসহ মোট ৩টি প্রতিমা ভাঙচুর করে। এছাড়া একই স্থানে গীর্জানাথের মন্দিরের প্রতিমাও ভাঙচুর করে। সকালে বিষয়টি জানার পর মন্দির কমিটির সভাপতি ব্রজমোহন সরকার এ ব্যাপারে আদমদীঘি থানায় লিখিত অভিযোগ করেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাসহ উর্ধতন পুলিশ কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। পুলিশ জানিয়েছে, মন্দিরের ৩৯ শতক জায়গা নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে মামলা চলছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৯ মার্চ ২০০৫

(২৬২৭)
নীলফামারীতে সংখ্যালঘুর জমি দখল করে রাতেই রাস্তা নির্মাণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নীলফামারী ঃ সংখ্যালঘু এক পরিবারের জমি দখল করে রাতের আঁধারে সরকারি টাকায় নির্মাণ করা হয়েছে কাঁচা সড়ক। জেলার জলঢাকা উপজেলার জামায়াতে ইসলামীর সাংসদ সদস্য মিজানুর রহমান চৌধুরীর লোকজন ক্ষমতার জোরে এ

ঘটনা ঘটিয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। জমি উদ্ধারে মালিক নরেন্দ্রনাথ জলঢাকা থানায় মামলা করতে গেলে জামায়াত এমপির চাপে পুলিশ সেই মামলাটিও গ্রহণ করতে পারেনি। অপরদিকে জামায়াত নেতা আকবর আলী হুমকি দিয়ে বলেছে, নরেন্দ্র বেশি বাড়াবাড়ি করলে তাকে ভারত পাঠিয়ে দেয়া হবে। এ পরিস্থিতিতে সংখ্যালঘু পরিবারটি ছেড়ে দেমা কেঁদে বাঁচি পরিস্থিতির শিকার হয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। এদিকে সরকারি বরাদ্দে কাঁচা সড়ক সংস্কারেও করা হয়েছে পুকুরচুরি। ১ লাখ টাকার কাজ মাত্র ১৫ হাজার টাকার চুক্তিতে লেবার দিয়ে নামমাত্র সংস্কার করে পরের জমি দখল করা হয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে ত্রাণ ও দুর্যোগ মন্ত্রণালয়ের ২০০৪-০৫ অর্থবছর সংসদ সদস্যের বিশেষ বরাদ্দে জলঢাকা উপজেলার বালাগ্রাম ইউনিয়নের সাইডনালার সাইদুলের বাড়ি থেকে মণ্ডলের বাড়ি পর্যন্ত ২ হাজার ৩০ ফুট দীর্ঘ কাঁচা রাস্তা সংস্কারের মাটির কাজে ১ লাখ টাকা বরাদ্দের এই কাজটি চলছে। কাজটি দেখছে এলাকার জামায়াতের এমপি মিজানুর রহমান চৌধুরীর ঘনিষ্ঠ আকবর আলী। অভিযোগ মতে, গত এক সপ্তাহ পূর্বে ঐ গ্রামের মৃত হরিনাথ বর্মণের পুত্র নরেন্দ্রনাথের আবাদী জমির সেচনালা বন্ধ করে কাঁচা সড়কটি নির্মাণের চেষ্টা করা হয়। এতে নরেন্দ্র প্রথমে বাধা দেন। এ অবস্থায় রাতের আঁধারে জমি দখল করে কাঁচা সড়কটির সম্প্রসারণ করে জামায়াত নেতা আকবর। মঙ্গলবার ঘটনাস্থলে গেলে অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায়। ঘটনাটি নিয়ে সাংবাদিকরা জলঢাকা থানায় গেলে দারোগা মিজানুর রহমান মিজান জানান, নরেন্দ্রনাথ থানায় লিখিত অভিযোগ করেছিলেন।

এ প্রেক্ষিতে ঘটনাস্থলে যাওয়া হয়। কিন্তু বাদীর অভিযুক্ত আসামিদের কাউকে পাওয়া যায়নি। তবে মামলা রেকর্ড করা হয়নি। একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র জানায়, এমপি ফোনে নাকি থানায় বলেছেন, মামলাটি নেয়ার দরকার নেই, আমি মীমাংসা করে দেব। এ ব্যাপারে জামায়াতের এমপি মিজানুর রহমান চৌধুরীর সঙ্গে সাংবাদিকদের পক্ষে মোবাইলে কথা বলার চেষ্টা করা হলে এমপি জানান, তিনি এখন ঢাকায় ব্যস্ত। তাই তিনি পরে কথা বলবেন বলেই মোবাইল কেটে দেন। অপরদিকে জলঢাকা উপজেলার জামায়াতের সেক্রেটারী আব্দুল গনির সঙ্গে কথা বললে তিনি এ বিষয়ে কিছুই জানেন না বলে জানান। জমির মালিক নরেন্দ্রনাথকে সাংবাদিকরা অনেক খুঁজে বের করে কথা বললে তিনি ঘটনার কথা স্বীকার করে বলেন, হুমকি ধমকির কারণে পালিয়ে বেড়াচ্ছি। পাশাপাশি তিনি জানান, থানা মামলা না নেয়ায় নীলফামারীতে গিয়ে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে মামলা করেছি (যার নম্বর ১৮৫/০৫)। আর এই মামলা করায় তাঁর ওপর নেমে এসেছে ভারত পাঠিয়ে দেয়ার হুমকি। ফলে তাঁকে পালিয়ে থাকতে হচ্ছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২১ মার্চ ২০০৫

(২৬২৮)
লক্ষীপুরে পাশবিকতা ঃ স্বামী দেবরকে বেঁধে গৃহবধুকে গণধর্ষণ

লক্ষীপুর প্রতিনিধি ঃ জেলার রামগঞ্জ উপজেলায় এক সংখ্যালঘু পরিবার সন্ত্রাসী ক্যাডারদের পাশবিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে। সন্ত্রাসীরা ওই উপজেলার কমরদিয়া গ্রামের বাসিন্দা দুই ভাইকে বেঁধে রেখে গণধর্ষণ করেছে একই ভাইয়ের স্ত্রীকে।

ঘটনার ৩ দিন অতিবাহিত হওয়ার পরও পুলিশ মামলা নেয়নি। এদিকে ধর্ষিতা গৃহবধূর অবস্থা আশঙ্কাজনক। তিনি পার্শ্ববর্তী নোয়াখালী আধুনিক হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছেন।

নির্যাতিত ওই পরিবার সূত্রে জানা যায়, গত রোববার দিবাগত রাতে ৭/৮ জন সশস্ত্র সন্ত্রাসী তাদের বাড়িতে ঢুকে দুই ভাইকে হাত-পা বেঁধে গৃহবধুকে তুলে নিয়ে যায়। পরে তারা পার্শ্ববর্তী বাগানে নিয়ে রাতভর তাকে পালাক্রমে ধর্ষণ করে। ভোরে নির্যাতিতাকে স্থানীয় ইব্রাহীম মজুমদারের বাড়ির সামনে থেকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় ক্লিনিক পরে নোয়াখালী আধুনিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সন্ত্রাসীদের হুমকির মুখে ধর্ষিতার পরিবার মামলা করতে সাহস পাচ্ছে না।

এ ব্যাপারে রামগঞ্জ থানার সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করা হলে কর্তব্যরত এসআই আনিসুর রহমান জানান, তারা বিষয়টি গতকাল মঙ্গলবার জেনেছেন। এখনো মামলা হয়নি তবে মামলা হবে।

ভোরের কাগজ, ২৩ মার্চ ২০০৫

(২৬২৯)
সাতক্ষীরায় স্বাধীনতা দিবসসহ হিন্দুদের অনুষ্ঠানে বোমা হামলার হুমকি

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি ঃ সাতক্ষীরার কালিগঞ্জ উপজেলায় স্বাধীনতা দিবস ও হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বাদ্যযন্ত্র বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে একটি প্রতিক্রিয়াশীল চক্র। ২২ মার্চ উপজেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি মইনুল হাসান বাচ্চুর ঠিকানায় পাঠানো চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, যদি কেউ তাদের নির্দেশ অমান্য করে তাহলে ওই সব অনুষ্ঠানে বোমা নিক্ষেপ করা হবে। চিঠি জেলা প্রশাসক ও সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবর লেখা। চিঠিতে কোনও নাম-ঠিকানা না থাকলেও তাদের ওই চিঠির নিচে লেখা আছে, আহলে হাদীস মুক্তি সংগ্রাম কমিটি, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ও বাংলাভাই সংগ্রাম কমিটি। এ ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক বিরাজ করছে।

আজকের কাগজ, ২৫ মার্চ ২০০৫

(২৬৩০)
আদালতের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা
চট্টগ্রামে মন্দিরের জায়গা থেকে ৫ পরিবারকে উচ্ছেদের অভিযোগ

চট্টগ্রাম অফিস ঃ আদালতের নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও নগরীর প্রাচীন মন্দির পঞ্চানন ধামের অর্পিত সম্পত্তিতে বসবাসরত ৫ পরিবারকে দিনে-দুপুরে ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশের সহযোগিতায় উচ্ছেদ করা হয়েছে। উচ্ছেদের শিকার পরিবারগুলোর সদস্যরা গতকাল শুক্রবার এক সংবাদ সম্মেলনে এই অভিযোগ করেন। তারা এ ঘটনার জন্য অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকসহ (রাজস্ব) আন্দরকিল্লা এলাকার মৃত ছালেহ আহম্মদ চৌধুরীর ছেলে নুরুছাফা চৌধুরী, মনসুর উদ্দীন চৌধুরী, ডা. আনোয়ার পাশা চৌধুরী, মোহাম্মদ ইদ্রিস চৌধুরী ও মোহাম্মদ হারুনূর চৌধুরীকে দায়ী করেছেন। সংবাদ সম্মেলনে তারা আরো জানান, বর্তমানে তারা খোলা আকাশের নিচে পরিবারের নারী-শিশু-বৃদ্ধসহ মানবেতর দিন কাটাচ্ছেন।

গতকাল শুক্রবার বিকেলে চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে অসহায় ঐ ৫ পরিবারের সদস্যরা জানান, নগরীর কোতোয়ালি থানাধীন ১১ সিরাজউদ্দৌলা রোডের পঞ্চানন ধামের অভ্যন্তরে ভূমির সাবেক মালিক ডা. পূর্ণচন্দ্র চৌধুরীর ভাড়াটিয়া হিসেবে তারা বসবাস করে আসছেন। পরবর্তী সময়ে এই সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি ঘোষিত হলে উক্ত ভাড়াটিয়ারা ভোগদখলরত থাকায় অর্পিত সম্পত্তি বিভাগের কাস্টডিয়াম তাদের মাসিক ভাড়াটিয়া হিসেবে এসেসমেন্ট দেয় এবং সে হিসেবে রসিদমূলে ভাড়া আদায় করে। এছাড়া সিটি কর্পোরেশন এলাকার ভোটার হিসেবে ভাড়াটিয়ারা পরবর্তী সময়ে ঐসব ঘরের সংস্কার করে এবং বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড থেকে মিটার এনে নিয়মিত বিল পরিশোধ করা ছাড়াও পাতকুয়া এবং নলকূপ স্থাপন করে।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, উচ্ছেদের পেছনে দায়ী ব্যক্তিরা ১৯৭৯ সালে কিছু দলিলপত্র উপস্থাপন করে ১ম সিনিয়র সহকারী জজ আদালতে স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার মামলা দায়ের করে। উচ্ছেদের শিকার ৫টি পরিবার ঐসব ব্যক্তির উপস্থাপিত দলিল ভূয়া বলে অভিযোগ করেন। তারা জানান, উক্ত মামলায় তাদেরকে পূর্ণচন্দ্র চৌধুরীর ভাড়াটিয়া হিসেবে স্বীকার করে দখল ছেড়ে দেয়ার অনুরোধ করা হয়। এই মামলার সূত্র ধরে আদালত উক্ত সম্পত্তি অর্পিত ও অনাবাসী নয় মর্মে ঘোষণা দেন। এছাড়া নুরুছাফা স্বত্ব ঘোষণার কোনো মামলাও করেনি।

তা সত্ত্বেও দায়ী ব্যক্তিরা এই ৫ পরিবারকে উচ্ছেদ করার জন্য দীর্ঘদিন যাবৎ প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে এবং জেলা প্রশাসনকে বিভ্রান্ত করে কিছু দরখাস্ত করেছে বলে সংবাদ সম্মেলনের অভিযোগ করা হয়। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ঐসব দরখাস্তের ভিত্তিতে বিগত ২০০৪ সালের ২০ জুলাই ভাড়াটিয়াদের বরাবরে একটি নোটিশ জারি করে। নোটিশ দিয়ে উচ্ছেদের কোনো কারণ না থাকায় ভাড়াটিয়ারা ১ম সহকারী সিনিয়র জজ আদালতে মামলা চলাকালীন অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনা করলে আদালত অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক রাজস্বসহ ঐ সকল কারণ দর্শানোর নোটিশ দেন। নোটিশ পেয়ে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) এজিপি এডভোকেট আবু সাঈদের মাধ্যমে আদালতে হাজির হয়ে ২০০৪ সালের ১০ আগস্ট সময় প্রার্থনা করেন এবং এখনো পর্যন্ত কোনো আপত্তি দাখিল করেননি।

এছাড়া মামলার বিবাদী জেলা প্রশাসক, ভূমি সহকারী কর্মকর্তা ভিপি সেল চট্টগ্রাম এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি) আদালতে ঐবছরের ১৯ আগস্ট আপত্তি দাখিলের জন্য সময় প্রার্থনা করেন। বর্তমানে এই মামলা বিচারাধীন।

এদিকে আদালত মামলা চলাকালীন গত বৃহস্পতিবার জেলা প্রশাসনের নিয়োজিত ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ বাহিনী হঠাৎ গিয়ে এই ৫ পরিবারকে জোরপূর্বক উচ্ছেদ করে তাদের মালপত্র বের করে দেয়। এই উচ্ছেদে প্রত্যেক পরিবারের লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে পরিবারগুলো সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করেছেন। বর্তমানে তারা মন্দিরের বারান্দায় খোলা আকাশের নিচে মানবেতর দিন কাটাচ্ছেন। এব্যাপারে ভূমি মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা প্রার্থনা করেছেন। সংবাদ সম্মেলনে ঐ ৫ পরিবারের পক্ষে বক্তব্য রাখেন অনুরূপ পাল, সনজিত বৈদ্য, জাহানারা বেগম, মিলন দত্ত ও শেলু দে। এসময় পরিবারের অন্য সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন।

ভোরের কাগজ, ২৬ মার্চ ২০০৫

(২৬৩১)
সন্ত্রাসীদের ভয়ে বাগমারায় আরো এক সংখ্যালঘু পরিবার গ্রামছাড়া
বেলঘরিয়া হাট পুলিশের অভিযান, সন্ত্রাসীরা লাপাত্তা

বাগমারা (রাজশাহী) প্রতিনিধি ঃ রাজশাহীর বাগমারা উপজেলার আরো একটি সংখ্যালঘু পরিবার সন্ত্রাসীদের ভয়ে এক মাস ধরে গ্রামছাড়া। স্থানীয় একটি সন্ত্রাসী চক্রের হুমকি, পুকুরের মাছ লুট ও মিথ্যা মামলায় অতিষ্ঠ হয়ে তারা গ্রাম ছেড়েছে। নিরাপত্তার জন্য আশ্রয় নিয়েছে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানের বাড়িতে। এ ব্যাপারে জেলা প্রশাসকের কাছে আবেদন ও আদালতে মামলা করায় উল্টো ওই পরিবারের বিরুদ্ধে মিথ্যা ডাকাতি মামলা করেছে সন্ত্রাসীরা।

সংখ্যালঘু পরিবারটির লিজ নেয়া একটি পুকুর দখলের উদ্দেশ্যেই সন্ত্রাসীরা ওই পরিবারকে গ্রামছাড়া করতে বাধ্য করেছে বলে জানা গেছে।

মামলার বিবরণ ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, বাগমারার চণ্ডীপুর গ্রামের জনৈক স্বাধীন চন্দ্রের লিজ নেয়া একটি পুকুর দখলে নিতে সন্ত্রাসী রফিক ও তার সহযোগীরা গত ২৮ ফেব্রুয়ারি পুকুরের মাছ লুট করে নেয়। এ সময় স্বাধীন ও তার স্ত্রী দিপালী বাধা দিলে সন্ত্রাসীরা তাদের বেদম মারধর করে। সন্ত্রাসীরা তাদের এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার হুমকি দেয়।

স্বাধীন পরিবার নিয়ে ওই দিনই ফুলপুর গ্রামে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান মোশারফ হোসেনের বাড়ি আশ্রয় নেন। এ ব্যাপারে চেয়ারম্যানের সহযোগিতা না পেয়ে দিপালী বাদী হয়ে রফিক, সাহেব ও হান্নানকে আসামি করে আদালতে মামলা দায়ের করেন এবং দখলের অভিযোগসহ বাড়ি ফিরে যাওয়ার দাবি জানিয়ে বিভিন্ন দপ্তরে আবেদন পাঠান।

এসব অভিযোগ ও আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৪ মার্চ উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সহকারী কমিশনার (ভূমি) স্থানীয় প্রশাসনসহ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। তারা অভিযোগের সত্যতা পেয়ে পুলিশকে সন্ত্রাসী রফিকসহ তার সহযোগীদের গ্রেফতারের নির্দেশ দেন। স্বাধীনের পরিবারকে আশ্রয়দানকারী স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান মোশারফ হোসেন জানান, সন্ত্রাসীরা উল্টো স্বাধীনসহ পাঁচজনকে আসামি করে একটি ডাকাতি মামলা দায়ের করেছে।

বাগমারা থানার ওসি এ বি এম গোলাম কিবরিয়া জানান, সন্ত্রাসী রফিকসহ অন্যদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে। পালিয়ে থাকার কারণে তাদের গ্রেফতার করা সম্ভব হচ্ছে না।

বেলঘরিয়াহাটে পুলিশের সাঁড়াশি অভিযান ঃ রাজশাহী থেকে আমাদের নিজস্ব প্রতিবেদক জানান, বাগমারার বেলঘরিয়াহাটের সংখ্যালঘুদের ওপর সন্ত্রাসী বাহিনীর নির্যাতনের খবর প্রকাশের পর পুলিশ সে গ্রামে ব্যাপক অভিযোন চালিয়েছে। গ্রামে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। সন্ত্রাসী চক্রের মূল হোতা আকবর তার দলবল নিয়ে এলাকা ছেড়ে পার্শ্ববর্তী নওগাঁর মান্দা থানার ভেতরে আশ্রয় নিয়েছে বলে জানা গেছে।

গতকাল এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট প্রথম আলোয় প্রকাশের পর স্থানীয় আউসপাড়া ইউপি চেয়ারম্যান ডি এম জিয়াউর রহমান সংখ্যালঘুদের ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে পত্রিকায় পাল্টা বিবৃতির জন্য চাপ দিয়েছেন।

এদিকে আউসপাড়া ইউপি চেয়ারম্যান জিয়াউর রহমান সংখ্যালঘুদের শাসনের কথা অস্বীকার করে বলেছেন, এটা সত্য নয়। এ সময় সংখ্যালঘুদের জেলা প্রশাসকের কাছে দেয়া লিখিত অভিযোগ এবং প্রথম আলোর কাছে পাঠানো বক্তব্যের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, তারা ভুল করে অভিযোগ দিয়েছে। এখন তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরেছে।

প্রথম আলো, ২৮ মার্চ ২০০৫

এপ্রিল ২০০৫

(২৬৩২)

সুনামগঞ্জে সন্ত্রাসীদের হাতে সংখ্যালঘু যুবক, মেহেরপুরে তরুণ খুন

সুনামগঞ্জ, ১৪ জানুয়ারি, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সংখ্যালঘু পরিবারের তরুণীকে ধর্ষণ চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে এক প্রাক্তন ইউপি মেম্বার ও তার লোকজন তারুণীর দিনমজুর পিতাকে নির্মমভাবে পিটিয়ে বৃহস্পতিবার হত্যা করে। ঘটনার পর পরিবারটিকে একঘরে করে রেখেছে। পুলিশ ওই প্রাক্তন মেম্বারের বিরুদ্ধে মামলা নেয়নি। গ্রেফতার করেছে তার পাগল ভাইকে। সুনামগঞ্জের তাহিরপুর উপজেলার উত্তর শ্রীপুর কলাগাঁও গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। জানা গেছে, তাহেরপুর কয়লা শুল্ক স্টেশনের কয়লা ব্যবসায়ী ও উত্তর শ্রীপুর ইউপির প্রাক্তন মেম্বার হাসান আলী (৪০) কলাগাঁওয়ে কয়লা শ্রমিক সন্তোষ বিশ্বাসের তরুণী মেয়েকে (১৬) প্রায়ই উত্যক্ত করত। গত ৫ জানুয়ারি হাসান আলী ওই তরুণীকে ঘরের বাইরে নিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করলে মেয়ের চিৎকার শুনে বাবা সন্তোষ বিশ্বাস এগিয়ে আসেন। পরে হাসান আলী চলে যায়। পরদিন মেয়েটি তাহিরপুর থানায় হাসান আলীর বিরুদ্ধে এ ব্যাপারে লিখিত অভিযোগ করলে সে পরিবারটির ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে গত বুধবার বিকালে কাজ শেষে সন্তোষ বিশ্বাস বাড়ি ফেরার পথে হাসান আলী নিজে উপস্থিত থেকে তার লোকজন দিয়ে সন্তোষকে নির্মমভাবে পেটায়। পিটুনী খেয়ে বৃহস্পতিবার সকালে বিনা চিকিৎসায় সন্তোষ বিশ্বাস মারা যান। সন্তোষ বিশ্বাসের পরিবারের লোকজন জানায়, বৃহস্পতিবার বিকালে থানায় লাশ নিয়ে গিয়ে তারা হাসান আলির বিরুদ্ধে হত্যা মামলা দায়ের আবেদন করলে পুলিশ সবকিছু জানার পরও হাসান আলীকে বাদ দিয়ে তার পাগল ভাই সেলিমকে একমাত্র আসামি করে মামলাগ্রহণ করে। এ ব্যাপারে থানার ওসি মোখলেছুর রহমান সাংবাদিকদের জানান, সন্তোষ বিশ্বাস সেলিম নামক পাগলের পিটুনি খেয়ে মারা গেছে। তাই মামলায় তাকেই কেবল আসামি করা হয়েছে এবং সেলিমকে গ্রেফতার করে থানা হাজতে রাখা হয়েছে। এদিকে ঘটনার পর থেকে হাসান আলী পলাতক রয়েছে। সংখ্যালঘু পরিবারটিকে মেম্বারের কিছু লোকজন একঘরে করে রেখেছে বলে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ সুনামগঞ্জ জেলা শাখার নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেছেন। নেতৃবৃন্দ জানান, তাঁরা বিষয়টি অতিরিক্ত পুলিশ সুপারকে জানিয়েছেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২ এপ্রিল ২০০৫

(২৬৩৩)

রাঙ্গামাটির প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আরও ৬ উপজাতীয়কে অপহরণ করেছে সন্ত্রাসীরা

রাঙ্গামাটি, ১ এপ্রিল, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রাঙ্গামাটির প্রত্যন্ত অঞ্চল বরকন উপজেলা থেকে ৬ উপজাতীয়কে অপহরণ করা হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার পৃথক দুটি অপহরণ ঘটনায় ৫ বছরের শিশুও রয়েছে। অন্যরা ৩০ থেকে ৪০ বছর বয়সী বলে জানা গেছে। নির্ভরযোগ্য একটি সূত্র জানিয়েছে প্রত্যন্ত বরকল উপজেলার শিলছড়ি বাজারে আসার পথে সকাল নটার দিকে নিরঞ্জন চাকমা, চিত্তরঞ্জন চাকমা ও রিতেন চাকমা নামের তিনজনকে শুক্রবার অস্ত্রের মুখে অপহরণ করা হয়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২ এপ্রিল ২০০৫

(২৬৩৪)
৪ জেলায় কুপিয়ে ও জবাই করে ৪ জনকে খুন

সংবাদ ডেস্ক ঃ সিরাজগঞ্জ, কিশোরগঞ্জের কটিয়াদী, সাতক্ষীরা ও মাদারীপুরে জমিজমা নিয়ে বিরোধ ৪ জন খুন হয়েছে। সিরাজগঞ্জে এক বৃদ্ধ, কটিয়াদীতে এক গৃহবধূ, সাতক্ষীরায় এক যুবক এবং মাদারীপুরে একজনকে কুপিয়ে ও জবাই করে খুন করা হয়। এ সম্পর্কে 'সংবাদ' প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

সিরাজগঞ্জ : শাহজাদপুর উপজেলার পুরানটেপরী গ্রামে বিরোধপূর্ণ জমির ধান কাটাকে কেন্দ্র করে বিবদমান দু'গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষে ১ জন নিহত এবং ৩ জন আহত হয়েছেন।

নিহত মোজাম্মেল হকের (৫৫) লাশ সিরাজগঞ্জ হাসপাতাল মর্গে গতকাল পাঠানো হয়েছে। এ ব্যাপারে শাহজাদপুর থানায় মামলা হয়েছে।

প্রতিপক্ষ হাবিব জমির ধান কেটে গিয়ে গেলে মোজাম্মেল এর প্রতিবাদ জানান। হাবিবের বাড়িতে গিয়ে মোজাম্মেল প্রতিবাদ করলে তাদের মধ্যে ঝগড়া বাধে। এক এক পর্যায়ে হাবিবের লোকজনের হামলায় মোজাম্মেল আহত হন। শাহজাদপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হলে তিনি মারা যান।

কটিয়াদী (কিশোরগঞ্জ) ঃ কটিয়াদী উপজেলার সহশ্রাম ধূলদিয়া ইউনিয়নের সতরো গ্রামে গৃহবধূ সখিনা খাতুনকে (৪৫) শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে। পুলিশ তার লাশ বাড়ির কাছের জমি থেকে শুক্রবার উদ্ধার করে।

জানা যায়, জমি সংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে সখিনাকে হত্যা করা হয়। এ ব্যাপারে তার পুত্র সেলিম বাদি হয়ে ৫ জনকে আসামি করে মামলা দায়ের করেছে।

সাতক্ষীরা ঃ জমিজমা নিয়ে বিরোধে সাধন দাশ নামের এক ব্যক্তিকে জবাই করে হত্যা করা হয়েছে। তালা উপজেলার কলাপোতা গ্রামে হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশ সাধনের বৌদিকে গ্রেফতার করেছে। গতকাল ভোরে কলাপোতা গ্রামের ফকিরদাশের পুত্র সাধন দাশকে (৩৫) ঘুমন্ত অবস্থায় জবাই করে হত্যা করা হয়।

মাদারীপুর ঃ জেলার রাজৈর উপজেলার কদমবাড়ী ইউনিয়নের রথবাড়ী গ্রামের নিখোঁজ যুবক সুরেশ শীলের (২৩) ক্ষতবিক্ষত লাশ গ্রামের একটি ধানক্ষেত থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।

সংবাদ, ৩ এপ্রিল ২০০৫

(২৬৩৫)
বান্দরবানে অস্ত্রের মুখে অপহৃত ৮

বান্দরবান, ২ এপ্রিল, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বান্দরবান জেলার তারাছা এলাকা ও শঙ্খমণি পাড়া থেকে শুক্রবার রাতে অস্ত্রের মুখে ৮ জনকে অপহরণ করেছে সন্ত্রাসীরা। এলাকার সূত্র জানায়, তারাছা এলাকা থেকে বান্দরবান জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কাজী মাহতুল হোসেন যত্নের রাস্তা নির্মাণের ঠিকাদারী সাইটে কর্মরত পাঁচ শ্রমিককে অপহরণ করে নিয়ে যায় সন্ত্রাসীরা। একইভাবে শঙ্খমণি পাড়া থেকে অপহরণ করা হয়েছে তিন উপজাতিকে।

জানা গেছে, মোটা অঙ্কের চাঁদা দাবিতে অপহরণ করা হয়েছে এদের। কোন দলভুক্ত এসব সন্ত্রাসী তা জানা যায়নি। সন্ত্রাসীদের পক্ষ থেকে বিএনপি নেতাকে চাঁদা প্রদানে বার বার তাগিদ দেয়া হয়েছিল বলে একটি সূত্র উল্লেখ করে। তিনি সন্ত্রাসীদের চাঁদা প্রদানে অসম্মতি জানান। এতে সন্ত্রাসীরা ক্ষিপ্ত হয়ে রাতের আঁধারে তুলে নিয়ে যায় পাঁচজনকে। একই রাতে এলাকার শঙ্খমণি পাড়া থেকে সন্ত্রাসীরা অপহরণ করে আরও তিন উপজাতিকে। সেনাবাহিনীর একটি সূত্র জানায়, সর্বশেষ অপহৃত পাঁচজনের মধ্যে তিন উপজাতিকে ছেড়ে দিয়ে অপর দু'বাঙালিকে জিম্মি রেখেছে সন্ত্রাসীরা।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৩ এপ্রিল ০৫

(২৬৩৬)
সংবাদ সম্মেলনে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা
বাগেরহাটে চাঁদা পরিশোধে ব্যর্থ হয়ে ১টি হিন্দু পরিবার গ্রাম ছাড়া ঃ জমি দখল

প্রতিনিধি, বাগেরহাট ঃ জেলার কচুয়া উপজেলার বাধাল বাজার এলাকার একটি হিন্দু পরিবার দাবিকৃত চাঁদা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। এ সুযোগে চিহ্নিত চাঁদাবাজরা ওই পরিবারের বাধাল বাজার সংলগ্ন একখণ্ড জমি জোরপূর্বক দখল করে নিয়েছে। শনিবার দুপুরে বাগেরহাট প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে অসহায় ওই পরিবারটি এ তথ্য জানায়।

পরিবার প্রধান দুলাল চন্দ্র দাস, তার স্ত্রী ও পুত্রসহ কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে গোপনে প্রেসক্লাবে এসে সংবাদ সম্মেলন করে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেন। সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, বাধাল বাজারের ইমাম আলী শেখের ৪ পুত্র আবুয়াল হোসেন, বাবুল শেখ, সালাম শেখ ও কামাল শেখ ওই পরিবারের কাছে ১ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে। চাঁদা দিতে অস্বীকার করলে টাকার পরিবর্তে বাধাল বাজারের ৫ কাঠা জমি লিখে দিতে বলে। এতেও রাজি না হওয়ায় ওই চক্রটি ৭ মার্চ রাতে হামলা চালিয়ে দুলাল চন্দ্র দাস ও তার পুত্র অসীম দাসকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। পরে জোরপূর্বক তাদের কাছ থেকে সাদা স্ট্যাম্পে সই রেখে ছেড়ে দেয়। এ ঘটনা প্রশাসনকে জানালে তাদের হত্যার হুমকি দেয়া হয়। কিছুদিন পর দুলালের স্ত্রী অতিরিক্ত পুলিশ সুপারকে বিষয়টি জানান। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কচুয়া থানায় গিয়ে ওসিকে আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দেন। অথচ থানা পুলিশের রহস্যজনক ভূমিকার কারণে চাঁদাবাজরা চাঁদার পরিবর্তে জায়গাটি দখলে নিয়েছে। তারা ওই পরিবারের পুরুষদের খুঁজে বেড়াচ্ছে বলে সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন শচীন চন্দ্র দাস।

সংবাদ, ৪ এপ্রিল ২০০৫

(২৬৩৭)
পূজা বন্ধ, সংখ্যালঘুদের হুমকি
পিরোজপুরে ভূমি দস্যুরা মন্দির দখল করে লাগিয়েছে কলাগাছ

পিরোজপুর, ৫ এপ্রিল, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ কাউখালি উপজেলার সুবিদপুর গ্রামের দু'শ বছরের পুরনো শীতলা ও কালীমন্দির ভাঙচুর ও সংখ্যালঘুদের মারধরের ঘটনায় মামলা দায়ের ও এক সন্ত্রাসী গ্রেফতার হওয়ার পর এলাকাবাসী নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। স্থানীয় চিড়াপাড়া

ইউপি চেয়ারম্যান খালেক সরদারের ভাগ্নে আবু তালেব, ভাইপো জালালের নেতৃত্বে সন্ত্রাসীরা রাতে সংখ্যালঘুদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে হুমকি দিচ্ছে। প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে তারা বলছে, মামলা তুলে না নিলে তাদের ভারতে পাঠিয়ে দেয়া হবে। এসব ঘটনায় সুবিদপুরের ৩০টি হিন্দু পরিবার চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। জানা গেছে মামলার আর্জিতে মন্দির ভাঙ্গার কথা লেখায় মহা ক্ষেপেছে সংখ্যালঘুদের ওপর সরকার সমর্থিত কয়েক নেতা। তাঁরা ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, ধর্ম নিয়ে তারা রাজনীতি শুরু করেছে। এ ঘটনা লিখে সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করার পাঁয়তারা চালাচ্ছে সংখ্যালঘুরা। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মন্দিরে হামলার ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, আসামিদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে। মঙ্গলবার সুবিদপুর গ্রামে সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, হিন্দু পরিবারের আবালবৃদ্ধবনিতার মুখে আতঙ্কের ছাপ। মন্দিরের সামনে শতাধিক নারী পুরুষ কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। মন্দিরের সামনে সন্ত্রাসীরা কলাগাছ রোপণ করেছে। পূজা-অর্চনায়ও বাধা দেয়া হচ্ছে। তাদের ২শ বছরের পুরনো শীতলা মন্দির ভেঙ্গে দেয়ায় তারা এখন পূজা দিতে পারবে কিনা এ নিয়ে সংশয় রয়েছে। গ্রামের বৃদ্ধ লক্ষ্মী কান্ত বলেন, বাবা প্রাচীন মন্দিরটি রক্ষা করে দাও যেন আমরা সকলে পূজা-অর্চনা করতে পারি। এলাকার বৃদ্ধ চিত্তরঞ্জন দাস (৩০) জানান, দুশ বছর ধরে শীতলা মন্দিরে বারুই সম্প্রদায়ের লোকজন পূজা দিয়ে আসছে। স্থানটি দেবোত্তর সম্পত্তি হিসাবে গণ্য। প্রিয়বালা (৬০) জানান, এরাকর লোকজন ভয়ে পানের বরজেও যাচ্ছে না। সুবিদপুর গ্রামের ৪৯ শতাংশ জায়গা নিয়ে দু'শ বছরের পুরনো শীতলা ও কালীমন্দির।

গত ১০ মার্চ এলাকার ভূমিদস্যু আবু তালেব তার স্ত্রী হেলেনা বেগমের নামে মন্দির সংলগ্ন ৫ শতাংশ জায়গা জনৈক সৈজদ্দিনের কাছ থেকে খরিদ দেখিয়ে মন্দির সহ ৪৯ শতাংশ জায়গা পুকুর দখলের পাঁয়তারা শুরু করে। মন্দিরে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন পূজা করতে এলে তাদের বিভিন্নভাবে হুমকি দেয়া শুরু করে। সুবিদপুর পূজা উদযাপন কমিটি মন্দিরের জায়গার গাছ বিক্রির উদ্যোগ নিলে বাধা দেয় তালেব বাহিনী। স্থানীয় কাউখালি বিএনপি নেতার আপোস রক্ষার কারণে গাছ বিক্রি থেকে বিরত থাকে পূজা কমিটি। পুনরায় তালেব বাহিনী হিন্দুদের পূজা-অর্চনায় বাধা দিলে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন গণস্বাক্ষর করে মন্দির রক্ষা ও তাদের নিরাপত্তা দাবি করে থানায় জিডি করে। এতে ক্ষিপ্ত হয় তালেবের সন্ত্রাসী বাহিনী। মন্দিরের জায়গায় মহিলাদের দেখলেই নানা রকম অশালীন উক্তি করে বলে, এ জায়গায় এলে তোদের ভারত পাঠিয়ে দেয়া হবে। ২ এপ্রিল শনিবার চেয়ারম্যানের মদদপুষ্ট আবু তালেব, জিয়াদুল, রিপনের নেতৃত্বে ১০/১২ জনের একটি সন্ত্রাসী গ্রুপ মন্দির সংলগ্ন পুকুর জবর দখলের চেষ্টা করে। ঐদিন সকালে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন দেবোত্তর সম্পত্তির পুকুরটি পরিষ্কার করছিল। সন্ত্রাসীরা এ সময় তাদের ওপর হামলা চালায়।

এ হামলায় সুকুমার বিশ্বাস, শেখর বিশ্বাস, অসীমদাস, চন্দ্রা বিশ্বাসসহ ১০ জন গুরুতর আহত করে। আহত চন্দ্রা বিশ্বাস ও সুকুমার বিশ্বাসকে কাউখালী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চন্দ্রা বিশ্বাসের অবস্থার অবনতি হওয়ায় পিরোজপুর হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। হামলার সময় সন্ত্রাসীরা শীতলা মন্দির গুড়িয়ে দেয়। পরদিন রবিবার ৩ এপ্রিল চিত্তরঞ্জন পাল বাদী হয়ে ৬ জনকে আসামি করে মামলা দায়ের করে। পুলিশ জিয়াদুলকে কাউখালী হাসপাতাল থেকে গ্রেফতার করে। এদিকে মামলা দায়েরের পর থেকে হিন্দুদের ওপর নানা প্রকার ভয়ভীতি দেয়া হচ্ছে। মামলা দায়েরের পর এলাকার হিন্দুদের হয়রানি করার জন্য জিয়াদুলের মামা শফিকুল ইসলাম বাদী হয়ে পিরোজপুর ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে একটি ছিনতাইয়ের মামালা দায়ের করেছে। আদালত স্থানীয় চেয়ারম্যানকেই তদন্তের দায়িত্ব দিয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৬ এপ্রিল ২০০৫

(২৬৩৮)
শেরপুরে ভবানী মন্দিরের সম্পত্তি বেদখল হচ্ছে

শেরপুর (বগুড়া) প্রতিনিধি ঃ বগুড়া জেলার শেরপুরের ভবানীপুর ইউনিয়নে হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্যতম তীর্থস্থান ভবানী মন্দিরের সম্পত্তি অবৈধভাবে দখল হয়ে যাচ্ছে। সরেজমিনে গিয়ে জানা গেছে, প্রায় ৪০ বছর ধরে এলাকার সুযোগসন্ধানী লোকজন মন্দিরের সম্পত্তিগুলো দখলের সঙ্গে জড়িত।

ভবানীপুর মন্দির সংস্কার উন্নয়ন ও পরিচালনা কমিটির পক্ষ থেকে সম্প্রতি বগুড়া জেলা প্রশাসককে অবৈধ দখল প্রক্রিয়ার বিষয়ে জানানো হলে গত ৩ এপ্রিল বগুড়ার সহকারী কমিশনার ও ম্যাজিস্ট্রেট আহম্মেদ উল্লাহ মন্দির এলাকা পরিদর্শন করেন।

সরেজমিন ঘুরে দেখা যায়, ওই মন্দিরে আগত পুণ্যার্থীরা যে স্থান দিয়ে মন্দিরের পবিত্র বান্নী পুকুরে স্নান করতে যেত সেই জায়গাটি দখল করে নিয়েছে ভবানীপুর ইউনিয়ন বিএনপির সহসভাপতি হায়দার আলী। তিনি জায়গাটি দখল করে সেখানে পাকা ঘর নির্মাণ করেছেন। নির্মিত এ ঘরে বসবাস করছেন হায়দার আলীর ছোট ভাই নূরুল ইসলাম। এ ব্যাপারে হায়দার আলীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, ১৯৭৫ সালে তার বাবা এ সম্পত্তি তার নামে খরিদ করেছেন। তার নামে এ সম্পত্তির খাজনা খারিজের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। তিনি এ সম্পত্তি তার বলে দাবি করেন। তবে ইউনিয়ন ভূমি অফিস জানায়, জনৈক রাজ ভরের নামে এ সম্পত্তির খাজনা নিয়মিত হায়দার আলী পরিশোধ করছেন। হায়দার আলী নিজের নামে খাজনা খারিজ করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

ভবানীপুর মন্দির কমিটির সাধারণ সম্পাদক অমৃতলাল সাহা প্রথম আলোকে বলেন, মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর নাটোরের জমিদার পরিবার মন্দিরের নামে জমি বরাদ্দ করে। এ ছাড়া সে সময়ে আরো অনেক জমিদার এ মন্দিরের নামে জমি দান করেন। সব মিলিয়ে মন্দিরের সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ৫০০ বিঘা। এই বিপুল ভূসম্পত্তির মধ্যে প্রায় ৪ একর সম্পত্তি মন্দিরের দখলে রয়েছে। অবশিষ্ট জমি যুগে যুগে বেদখল হয়ে গেছে। তিনি বলেন, এ অবৈধ দখল প্রক্রিয়ার সঙ্গে বগুড়ার ভূমি বিভাগের অসৎ কর্মকর্তা-কর্মচারীরা জড়িত। তিনি মন্দিরের সম্পত্তি বিষয়ে কথা বলার সময় এ প্রতিনিধিকে বলেন, সম্পত্তি উদ্ধারের ব্যাপারে মন্দির কমিটি বগুড়া জেলার প্রথম যুগ্ম জজ আদালতে মামলা দায়ের করেছে ২০০২ সালে। এ মামলা থাকা সত্ত্বেও দখলবাজরা দখল প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে।

শেরপুরসহ জেলার বিভিন্ন উপজেলার হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন এবং ভবানীপুর মন্দির সংস্কার উন্নয়ন ও পরিচালনা কমিটির সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, আগামী ১৫ এপ্রিল এ মন্দির প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে রাম নবমী উৎসব। উৎসবের পরেই অবৈধ দখলবাজদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এবং সরকারের সহযোগিতা কামনা করে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

এ প্রসঙ্গে শেরপুর ও ধুনট উপজেলার সাংসদ গোলাম মোহাম্মদ সিরাজের সঙ্গে কথা বললে তিনি এ প্রতিনিধিকে বলেন, মন্দিরের সম্পত্তি কারো একক বা ব্যক্তিগত নয়। ধর্মীয় চেতনায় যারা বাধা প্রদান করবে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রথম আলো, ৯ এপ্রিল ২০০৫

(২৬৩৯)
নওগাঁর গ্রাম থেকে ভয়ে পালাচ্ছে আদিবাসীরা

হাসিবুর রহমান বিলু, নওগাঁ থেকে ফিরে ঃ আদিবাসী নেতা আলফ্রেড সরেন হত্যা মামলার আসামি এবং তাদের সহযোগীদের হুমকির মুখে ভীমপুর আদিবাসী পল্লী থেকে ১০টি পরিবারের সবাই পালিয়ে গেছেন। নওগাঁর মহাদেবপুর উপজেলার ওই পল্লীতে যে ১১টি আদিবাসী পরিবার বাস করতো তার মধ্যে জীবনের মায়া ত্যাগ করে এখনও পল্লীতে এক সন্তানসহ টিকে আছেন আলফ্রেড সরেনের বোন রেবেকা সরেন এবং তার স্বামী উপেন হেমরেন।

ভীমপুরে অর্পিত ৫৪৫ বিঘা জমি নিয়ে ভূমিহীন আদিবাসীদের সঙ্গে জোতদার হিসেবে পরিচিত শীতেশ ভট্টাচার্য গদাই এবং তার লোকজনের মধ্যে বিরোধের কারণে ২০০০ সালের ১৮ আগস্ট প্রকাশ্যে তাকে হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় গদাইসহ ৯১ জনের বিরুদ্ধে হত্যা এবং জননিরাপত্তা বিঘ্নিত করার অভিযোগে ২টি মামলা দায়ের করা হয়। ওই দু'টি মামলা দায়ের হওয়ার দু'মাসের মধ্যে গদাই এবং তার সহযোগী হিসেবে পরিচিত হাতেমসহ ৯০ জনের বিরুদ্ধে পুলিশ আদালতে চার্জশিট দেয়। চার্জশিট দেয়ার ক'দিনে মধ্যে আইনের প্যাঁচে পড়ে আটকে যায় আলফ্রেড সরেন হত্যা মামলার বিচার কাজ। আসামি পক্ষ চার্জশিটের ত্রুটি উল্লেখ করে উচ্চ আদালতে মামলা স্থগিত করার আবেদন জানায়।

এখনও মামলাটির কার্যক্রম স্থগিত আছে- এ দাবি করেছেন পাবলিক প্রসিকিউটার (পিপি) জয়নাল আবেদীন মিন্টু; কিন্তু এ মামলার বাদি রেবেকা সরেনের আইনজীবী মহসীন রেজা বলেছেন, উচ্চ আদালত থেকে মামলা স্থগিত করার কোন নির্দেশ নেই বলেই জেলা ও দায়রা জজ আদালতে মামলার তারিখ পড়ছে নিয়মিত। তবে আইনজীবী মহসীন রেজা স্বীকার করেন মামলার সাক্ষীদের মধ্য থেকে ১৩ জনের সাক্ষ্য হওয়ার পর গত কয়েক মাস আর কারও কোন সাক্ষ্য নেয়া হয়নি। মহসীন রেজা আরও অভিযোগ করেন এ মামলার বিষয়ে পিপির রহস্যজনক ভূমিকা আর বিলম্বের সুযোগ নিয়ে আসামিরা হয়ে উঠে বেপরোয়া। এক পর্যায়ে ওই মামলার মূল আসামি গদাই এবং তার লোজকন ভয়ভীতি দেখাতে তাকে ভীমপুর আদিবাসী পল্লীর বড় কমল সরেন, ছোট কমল সরেন, দেবেন সরেন, জ্যোতিন মুরমু, আলফ্রেড সরেনের স্ত্রী জোসনা সরেন, সুফল বেশ্রা, বিশ্বনাথ বেশ্রা' অনীল সরেন, মোহন্ত হেমরন ও নগেন সরেনের পরিবারের লোকজনকে। গদাই অবশ্য তার বিরুদ্ধে আনা এসব অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছেন পঞ্চানন নামে এক ব্যক্তি তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে আলফ্রেড সরেন হত্যা মামলায় তাকে জড়িয়েছে। তার এ কাজে সহযোগিতা করেছে কয়েকজন আইনজীবী। এ মামলার যে অবস্থা তাতে কবে যে বিচার শেষ হবে তা বাদি বা আসামি কোন পক্ষের আইনজীবীই বলতে পারছেন না। খোদ পিপিই বলেছেন এ মামলার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। বাদিপক্ষের আইনজীবী মহসীন রেজাও মনে করেন সঠিক বিচার পাবে না বাদি, কারণ সরকারি কৌঁসুলি ভিড়ে গেছেন আসামিদের পক্ষে। পিপি জয়নাল আবেদীন মিন্টু তার বিরুদ্ধে আনা এ অভিযোগ অস্বীকার করলেও এ কথা স্বীকার করেছেন।

বাদি রেবেকা সরেন তার ওপর আস্থা রাখতে পারেননি এটা ঠিক, আর সে কারণে তিনি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আলাদাভাবে আইনজীবী নিয়োগ করেছেন তার পক্ষে।

গত বৃহস্পতিবার ভীমপুর আদিবাসী পল্লীতে গিয়ে দেখা গেছে প্রাণভয়ে পালিয়ে যাওয়া পরিবারের ঘরবাড়িগুলো পড়ে আছে, কেউ নেই। দুর্বল ছাউনি দিয়ে তৈরি অধিকাংশ ঘরই বৃষ্টিতে নষ্ট হয়ে গেছে। কমল সরেনরা চলে যাওয়ার পর এখনও ভাই আলফ্রেড সরেনের স্মৃতি ধরে রাখার জন্য আছেন রেবেকা তার স্বামী উপেন হেমরন আর তাদের সন্তান। উপেন জানান, ১৮ আগস্ট ওই দুর্ঘটনার পরপরই তাদের এলাকায় যে পুলিশ ক্যাম্পটি বসানো হয় তা প্রায় দেড় বছর পর তুলে নেয়ার পরপরই গদাই এবং তাদের লোকজন ভয় দেখাতে থাকে আদিবাসীদের। এক পর্যায়ে এলাকা ছাড়তে শুরু করে আদিবাসীরা। কয়েক মাসের মধ্যেই চলে যায় ১০টি আদিবাসী পরিবারের ৩৪ জন সদস্য। যারা চলে গেছে তাদের অনেকেই আলফ্রেড সরেন হত্যা মামলার সাক্ষী। পালিয়ে যাওয়া ওইসব আদিবাসী পরিবারের সদস্যরা কে কোন জায়গায় গেছেন তা বলতে পারে না কেউ।

সংবাদ, ১০ এপ্রিল ২০০৫

(২৬৪০)
গৌরনদীর ঐতিহ্যবাহী লক্ষণ দাস পরিবারকে উৎখাতের চেষ্টা চালাচ্ছে প্রভাবশালীরা
আতঙ্কে দিন কাটছে পরিবারের সদস্যদের ॥ থানায় পাল্টা-পাল্টি অভিযোগ

মোঃ আহ্ছান উল্লাহ, গৌরনদী থেকে ঃ বরিশালের ঐতিহ্যবাহী গৌরনদী উপজেলার উত্তর পালরদী গ্রামের দি রয়েল বেঙ্গল লক্ষণ দাস সার্কাসের প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত লক্ষণ চন্দ্র দাসের পরিবারের সদস্যদের ভিটেমাটি থেকে উৎখাতের চেষ্টা চালাচ্ছে স্থানীয় একটি প্রভাবশালী মহল। যে কারণে আতঙ্কে দিন কাটছে পরিবারের সদস্যদের। এ নিয়ে এলাকাবাসীর মাঝেও বিরাজ করছে অসন্তোষ ও ক্ষোভ।

দাস পরিবার ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে বহু ত্যাগের ও কষ্টের বিনিময়ে প্রয়াত লক্ষণ চন্দ্র দাস প্রতিষ্ঠা করেন দি রয়েল বেঙ্গল লক্ষণ দাস সার্কাস। অল্প সময়ের মধ্যে সার্কাস দলটি সারাদেশে সুনাম অর্জন করে। কিন্তু স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকহানাদাররা সার্কাসের হাতী ও মূল্যবান জীবজন্তুসহ লক্ষণ দাসকে নির্মমভাবে হত্যা করে।

স্বাধীনতা যুদ্ধের পর তার ছেলেরা এলাকাবাসীর সহযোগিতায় পূর্বের ন্যায় সার্কাস দলটিকে পুনর্জীবিত করে। তাদের শ্রমে-ঘামে গড়া দলটি প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান কর্তৃক পুরস্কৃতও হয়। বর্তমানে দেশব্যাপী যাত্রা ও সার্কাস শিল্পে ধস নামায় এ দলটিও এখন চরম সংকটে পড়েছে। দু'টি হাতী, দু'টি ভল্লুক, ১টি বাঘসহ প্রায় ৫০ প্রজাতীর জীবজন্তু ও শতাধিক শিল্পী শ্রমিক নিয়ে চরম বিপাকে পড়েছে এই সার্কাস পরিবারটি। এরই মধ্যে এলাকার দুই প্রভাবশালী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে লক্ষণদাসের পরিবারের বিরুদ্ধে। বাড়ির অন্য ওয়ারীশদের কাছ থেকে অতি উৎসাহী হয়ে অবৈধভাবে বিরোধী সম্পত্তি ক্রয় করে তারা। এরপর থেকে তাদের ভিটে মাটি থেকে উৎখাতের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

প্রয়াত লক্ষণ দাসের স্মৃতি রক্ষার্থে তার ছেলে অরুণ চন্দ্র দাস, বীরেন চন্দ্র দাস, চুড়ামনি দাস উক্ত সম্পত্তিক্রয়কারী প্রভাবশালী আলাউদ্দিন ভূঁইয়া ও ওহিদুল হক খানের সাথে আপোষের জন্য জমির টাকা ফেরত নিতে অনুরোধ করে। কিন্তু টাকা ফেরত নিতে অস্বীকৃতি জানায় বরং এর পর থেকে তারা জমি দখলের জন্য নানামুখি প্রচেষ্টা চালাতে শুরু করেছে। চুড়ামনি দাস জানান, বিক্রয়কৃত সম্পত্তি নিয়ে জেলা ২য় সাব-জজ আদালতে মামলা রয়েছে। মামলা নং-৫৩/২০০০। বিজ্ঞ আদালত উক্ত সম্পত্তির কাগজ পত্র পর্যালোচনা করে ওই

সম্পত্তির ওপর নিষেধাজ্ঞাও জারী করে। কিন্তু তারা আদালতের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে জবর দখল করে সম্পত্তি নেয়ার জন্য বিভিন্ন রকম হুমকি-ধামকি দিচ্ছে। এতে আমাদের পরিবারের সদস্যরা চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। তিনি এ ব্যাপারে গৌরনদী থানায় গত বছরের ৮ নবেম্বর একটি জিডি করেন। যার নং-২৫৭।

তবে এ ব্যাপারে আলাউদ্দিন ভূইয়া আজকের কাগজকে জানান, তারা বৈধভাবে এ সম্পত্তি ক্রয় করেছেন। তবে মানবিক কারণে টাকা ফেরত চাইলেও লক্ষণ দাসের পরিবার টাকা না দিয়ে বিভিন্ন টালবাহানা করে। সুতরাং তাদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ সত্য নয়। জানা গেছে, আলাউদ্দিন ও ওহিদুল হকের পক্ষও এ ব্যাপারে থানায় জিডি করা হয়েছে।

আজকের কাগজ, ১৬ এপ্রিল ২০০৫

(২৬৪১)
লক্ষ্মীপুরে বাড়িতে হামলার ঘটনায় মামলা বাদীকে প্রাণনাশের হুমকি

লক্ষ্মীপুর, ১৬ এপ্রিল, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ লক্ষ্মীপুরে সংখ্যালঘুর বাড়িতে সন্ত্রাসী হামলা ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনায় মামলা করায় বাদী পক্ষকে প্রাণনাশের হুমকি দেয়া হয়েছে। সদর উপজেলার তুলাতলি গ্রামের নিরঞ্জন বিহারী দাসের ঘরে হামলা চালিয়ে সন্ত্রাসীরা ব্যাপক ভাঙচুর এবং লক্ষাধিক ঢাকার মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। নিরঞ্জন বিহারী দাস শনিবার লক্ষ্মীপুর স্থানীয় প্রেসক্লাবে এসে সাংবাদিকদের লিখিত বক্তব্যে এ অভিযোগ করেন। তিনি জানান, বৃহস্পতিবার সকালে আব্দুল মান্নান ও আব্দুল করিমের নেতৃত্বে ১০/১২ সন্ত্রাসী এ হামলা চালায়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৭ এপ্রিল ২০০৫

(২৬৪২)
রাজশাহীতে হিন্দু ছেলের ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলিম মেয়ে বিয়ে গ্রাম্য-সালিশে জরিমানার টাকা দিতে বাধ্য হলেন বেগবতী রাণী

সুব্রত দাস, রাজশাহী থেকে ঃ অবৈধ গ্রাম্য-সালিশের জরিমানার টাকা দিতে বাধ্য হলেন রাজশাহীর বেগবতী রাণী (৫০)। জমি ও ভিটের গাছ বিক্রি করে তিনি মিটিয়ে দেন সমাজপতিদের রক্তচক্ষুর দাবি।

উল্লেখ্য, রাজশাহীর মতিহার থানার চরকাপাসিয়া গ্রামের কাগমারী পাড়ার শুভাষ (১৮) ধর্মান্তরিত হয়ে এক মুসলিম মেয়েকে বিয়ে করে। এ ঘটনায় সালিশ ডাকে গ্রামের প্রভাবশালীরা। তারা শুভাষের পরিবারকে ৫৫ হাজার টাকা জরিমানা করে। শুভাষের মা বেগবতী রাণীর পক্ষে এই টাকা দেয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু সমাজপতিদের চাপে দরিদ্র বেগবতী রাণী জমি ও ভিটের গাছ বিক্রি করে এ টাকা যোগাড় করেন।

গত ৯ই এপ্রিল চাষের জমি বিক্রির বায়না করে তিনি ২৮ হাজার টাকা সমাজপতিদের হাতে তুলে দেন। বাড়ির ভিটের গাছ বিক্রি করে গত ১৮ এপ্রিল সোমবার বিকেলে বাকি টাকা তিনি সালিশ-কর্তাদের দিয়ে আসেন। অন্যান্য সন্তান এবং ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে বেগবতী রাণী তড়িঘড়ি করে এ টাকা যোগাড় করেন।

এদিকে এই অবৈধ সালিশের ঘটনাটি রাজশাহীতে আলোড়ন তুললেও মতিহার থানার ওসি এখন পর্যন্ত বিষয়টি নিয়ে রহস্যজনক ভূমিকা পালন করছেন। থানার ওসি সাংবাদিকদের বলেছেন, সালিশ কমিটি হয়তো মেয়েটির ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে জরিমানা করেছে। সালিশের নামে দরিদ্র পরিবারটিকে নির্যাতনের ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছে রাজশাহীতে কর্মরত বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা। বিভিন্ন সংস্থা তাদের বিবৃতিতে এই বিষয়টিতে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছে।

শুভাষের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানা গেছে, জমি ও গাছ বিক্রি করে শুভাষের মা বেগবতী রাণী জরিমানার টাকা পরিশোধ করেছেন ভবিষ্যতে আরও বিপদের ভয়ে। ঐ এলাকায় গিয়ে দেখা গেছে বেগবতী রাণীর বসতভিটার আশেপাশে অন্যান্য হিন্দু পরিবারও আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে। ভয়ে তারা এখন কারও সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন না। এলাকার সাধারণ মানুষ বলেছেন, কেউ কাউকে বিয়ে করলে এলাকার প্রভাবশালীদের কী? সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তিরা এই দরিদ্র হিন্দু পরিবারটির ওপর জুলুম করছে। শুভাষ মুসলমান মেয়ে রিমাকে বিয়ে করেছে মুসলমান হয়েই। এরপর তার নাম রেখেছে আব্দুল্লাহ আজিজ। সে বিয়েও করেছে মুসলমান রীতিতে। এলাকাবাসীর প্রশ্ন এরপরও কেন তার পরিবারের ওপর জুলুম চালানো হচ্ছে।

এ ধরনের মধ্যযুগীয় ঘটনার পরও প্রশাসন রহস্যজনক কারণে নীরব রয়েছে। এদিকে বাংলাদেশ লিগ্যাল এ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্টের সংগঠন রাজশাহীস্থ লিগ্যাল এইড ক্লিনিক গত সোমবার থেকে এই ঘটনার ব্যাপারে আইনগত পদক্ষেপ নেয়া শুরু করেছে। উন্নয়ন ও মানবাধিকার সংগঠন এ্যাসোসিয়েশন ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট (এসিডি) এই ঘটনার ক্ষোভ প্রকাশ করে এ ব্যাপারে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছে।

আজকের কাগজ, ২০ এপ্রিল ২০০৫

(২৬৪৩)
পূর্বধলায় আদিবাসী পরিবারের জমি দখলের চেষ্টা থানা মামলা রেকর্ড করেনি

প্রতিনিধি, পূর্বধলা (নেত্রকোনা) ঃ পূর্বধলা উপজেলার হলুদাটী গ্রামের আ. আজিজ ও তার সহযোগীরা ১১ এপ্রিল একই গ্রামের সুচিত্রা নকরেক নামে এক আদিবাসী মহিলার জমি দখলের চেষ্টা চালিয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। এতে বাধা দেয়ায় আজিজ ও তার লোকজন সুচিত্রা ও তার বোনদের বেদম মারপিট করে আহত করে। সুজয়া রেমা নামে এক অন্তঃসত্ত্বা মহিলাকে গুরুতর আহত অবস্থায় পূর্বধলা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। এ ব্যাপারে থানায় এজাহার দায়ের করা হলে ৯ দিনেও মামলা রেকর্ড হয়নি। সুচিত্রার স্বামী মনেশ নকরেক জানান, বিষয়টি ধামাচাপা দেয়ার জন্য একটি মহল অপচেষ্টা চালাচ্ছে।

সংবাদ, ২১ এপ্রিল ২০০৫

(২৬৪৪)
রংপুরে আদিবাসী গৃহবধূকে ধর্ষণের পর হত্যা

জয়নাল আবেদীন, রংপুর থেকে ঃ রংপুরে আদিবাসী সাবিনা বাসকি নামের গৃহবধূকে গণধর্ষণের পর হত্যা করে লাশ নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছে ধর্ষণকারীরা। পূর্ব পরিচিত ধর্ষকরা পরিকল্পিতভাবে পরিবারের সকলকে অতিরিক্ত দেশীয় মদ পান করিয়ে তাদের বাসায় পাঠিয়ে দেয়। এরপর সাবিনা বাসকি নামের ওই আদিবাসী গৃহবধূকে অসেচতন অবস্থায় তুলে নিয়ে গিয়ে এ বর্বর ঘটনা ঘটায়।

এদিকে ঘটনার সাত দিন অতিবাহিত হলেও ধর্ষণকারীরা প্রভাবশালী হওয়ায় পুলিশ এখন পর্যন্ত ধর্ষকদের গ্রেফতারে কোনও তৎপরতা দেখাচ্ছে না। এতে ধর্ষকরা বিষয়টি নিয়ে বাড়াবাড়ি না করার জন্য আদিবাসীদের নতুন করে হুমকি দিচ্ছে। এ অবস্থায় আদিবাসী গ্রামটির মানুষজন এখন চরম আতঙ্কে রয়েছে।

জানা গেছে, জেলার বদরগঞ্জ উপজেলার লোহানীপাড়া শিমুলঝুড়ি গ্রামের আদিবাসী পল্লীর দিলীপ হেমরাম পার্শ্ববর্তী বাতাসন গ্রামের মোফাফফরের জমিতে বর্গা চাষ করত। সেই সুবাদে দিলীপ হেমরনের স্ত্রী সাবিনা বাসকি প্রায়ই মোজাফফরের বাসায় আসা যাওয়া করত। এই আসা যাবার সুযোগে সাবিনা বাসকির ওপর কুনজর পড়ে মোজাফফরের লম্পট ছেলে সাইদুলের। প্রায়ই সে সাবিনাকে কুপ্রস্তাব দিত। কিন্তু সাবিনা তাতে সাড়া দিত না। ঘটনার দিন ১৬ এপ্রিল রাতে এলাকার সীমান মাড্ডীর বাসায় বসে চোলাই মদের আসর। সেখানে লম্পট সাইদুল দিলীপ হেমরম ও তার স্ত্রী সাবিনা বাসকিকেও মদের আসরে সাইদুল ও তার সঙ্গী ওবায়দুল কৌশলে স্বামী স্ত্রী দু'জনকে বেশি করে মদ পান করায়। গভীর রাতে তারা ওই আসর ছেড়ে তাদের বাড়িতে রওনা হয়। কিন্তু নেশার ঘোরে তারা ঘরে ঢুকতে না পেরে বারান্দাতেই ঘুমিয়ে পড়ে। এরপরই সাইদুল ও ওবায়দুল ঘুমন্ত দিলীপ হেমরমের পাশ থেকে তার স্ত্রী সাবিনা বাসকিকে তুলে পার্শ্ববর্তী ঘিল্লাই নদীর পাড়ে নিয়ে গিয়ে সেখানে গণধর্ষণ করে শ্বাষরোধে হত্যা করে নদীতে ফেলে রাখে। পরদিন এলাকাবাসী তাকে সেখান থেকে উদ্ধার করে।

আজকের কাগজ, ২৫ এপ্রিল ২০০৫

(২৬৪৫)
চাটমোহরে আদিবাসী অধ্যুষিত বহালবাড়ি গ্রাম পুরুষশূন্য

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, পাবনা ঃ চাটমোহর উপজেলার হাণ্ডিয়াল ইউনিয়নের প্রত্যন্ত আদিবাসী মাহতো সম্প্রদায় অধ্যুষিত বহালবাড়ি গ্রাম এখন পুরুষশূন্য। কালী মন্দিরের বিগ্রহ ভাঙচুর, মন্দিরের জমির ধান কেটে নিয়ে প্রভাবশালীদের মিথ্যা মামলা-হামলা এবং গ্রেফতারের ঘটনায় পুলিশের ভয়ে পুরুষশূন্য গ্রামটিতে চরম আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে ৩২টি আদিবাসী পরিবারের মহিলারা।

সোমবার দুপুরে আলাপকালে হাণ্ডিয়াল ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নূরুল ইসলাম জানান, প্রশাসন আমাকে ঘটনা মীমাংসা করার কথা বলেছে। কিন্তু গ্রামটিতে কোন পুরুষ মানুষ না থাকায় কাজটি করতে পারছি না। তাছাড়া পুলিশ এ ঘটনার সঙ্গে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা সমতাকে জড়িয়ে ফেলায় পরিস্থিতি জটিল হয়ে গেছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, বৃহস্পতিবার গ্রামটির শত বছরের কালী মন্দিরের জমিতে আদিবাসীদের রোপণ করা বোরো ধান জোরপূর্বক একই গ্রামের আবদুস ছাত্তার লোকজন নিয়ে কাটতে যায়। আদিবাসীরা তাতে বাধা দেয়। এ সময় ভূমিগ্রাসীদের হাতে মহিলাসহ ৫ ভূমিহীন আদিবাসী আহত হয়। আদিবাসীরা হাণ্ডিয়াল পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রে অভিযোগ করতে যায়। পুলিশ তাদের অভিযোগ আমলে না নিয়ে জমিতে ১৪৪ ধারা জারি করে। এ সুযোগে সাত্তার গং ধান কেটে নিয়ে যায় এবং তার জমির ধান সমতার সহায়তায় আদিবাসীরা কেটে নিয়েছে বলে চাটমোহর থানায় ১৭ জনকে আসামি করে মামলা দায়ের করে। পুলিশ এদিন রাতে সমতার কর্মী গোলাম মওলা, ভূমিহীন মালেক ও আবদুল মজিদকে গ্রেফতার করে।

এর পরদিন শুক্রবার রাতে আদিবাসীদের কালী মন্দির বিগ্রহ ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয় কে বা কারা। তবে আদিবাসীরা সরাসরি অভিযোগ করে ভূমিগ্রাসী আবদুস সাত্তার গং এই বিগ্রহ ভেঙেছে।

আদিবাসী স্কুল শিক্ষিকা সুরতি রানী ও ছন্দা রানী জানান, ছাত্তারের লোক সামাদ, রজব, শরীফসহ একদল লোক লাঠিসোঁটা নিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করে বিগ্রহ ভেঙ্গে চলে যায়। হাণ্ডিয়াল পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ অমিত বড়ুয়া জানান, সমতা এ ঘটনা নিয়ে ফায়দা হসিলের চেষ্টা করছে। তারা এলাকায় বিশৃঙ্খলা করতে চায়।

এ ব্যাপারে সমতার পরিচালক সরোয়ার আলম জানান, ভূমিগ্রাসী চক্র নিজেদের অপকর্ম ঢাকতে সমতার ওপর দোষ চাপাচ্ছে।

সংবাদ, ২৬ এপ্রিল ২০০৫

(২৬৪৬)
রংপুরে আদিবাসী গৃহবধুকে ধর্ষণ ও হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশ

রংপুর সংবাদদাতা ঃ আদিবাসী গৃহবধূকে ধর্ষণের পর হত্যা করে এসিড দিয়ে মুখমণ্ডল বিকৃত করার প্রতিবাদে এবং ধর্ষকদের গ্রেফতারের দাবিতে রবিবার বদরগঞ্জ উপজেলায় কয়েক শত আদিবাসী বিক্ষোভ সমাবেশ করে। জানা যায়, লোহানীপাড়া ইউনিয়নের শিমুলকড়ি আদিবাসী পল্লীর দিলীপ সরেনের স্ত্রী সাবিনা সরেনকে গত ১৭ এপ্রিল গভীর রাতে একদল দুর্বৃত্ত বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ, হত্যা ও এসিড দিয়ে মুখমণ্ডল বিকৃত করে লাশ ধুনই নদীতে নিক্ষেপ করে। পরদিন পুলিশ তার লাশ উদ্ধার করে। এ ব্যাপারে বদরগঞ্জ থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

ইত্তেফাক, ২৬ এপ্রিল ২০০৫

(২৬৪৭)
চাটমোহরে কালী প্রতিমা ভাঙচুরের রহস্য উদঘাটন ঃ গ্রেফতার ১
হিন্দু সম্প্রদায়ের বিক্ষোভ ও সংবাদ সম্মেলন

চাটমোহর প্রতিনিধি ঃ পুলিশ পাবনার চাটমোহর উপজেলার পল্লীতে কালী প্রতিমা ভাঙচুরের রহস্য উদঘাটন করতে সক্ষম হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশ একজনকে গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি জবানবন্দিতে প্রতিমা ভাঙচুরের কথা স্বীকার করেছে। এদিকে চাটমোহর পুরাতন বাজারের শত বছরের প্রাচীন কালী মন্দিরের জায়গা দখল করে পৌরসভা কর্তৃপক্ষ মার্কেট নির্মাণ করায় স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে অসন্তোষ ও ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

এর প্রতিবাদে তারা গত ২৫ এপ্রিল প্রতিবাদ সভা ও বিক্ষোভ মিছিল করার পর স্থানীয় হরিসভা প্রাঙ্গণে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। জানা গেছে, গত ২১ এপ্রিল বেসরকারি সংস্থা সমতার কর্মকর্তার নির্দেশে হান্ডিয়াল ইউনিয়নের বাঘলবাড়ী কৈ গ্রামের আব্দুস ছাত্তারের ৩ বিঘা জমিতে রোপণকৃত পাকা ইরি ধান এপিএম গোলাম মওলা গং কেটে নিয়ে যায়। এ ব্যাপারে চাটমোহর থানায় আব্দুস সাত্তার বাদি হয়ে মামলা করলে চাটমোহর থানা পুলিশ গোলাম মওলাসহ তিন জনকে গ্রেফতার করে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে গত ২২ এপ্রিল সমতার কর্মকর্তা-কর্মচারী হান্ডিয়ালে মিছিল ও প্রতিবাদ সভা করে। প্রতিবাদ সভা শেষে সমতার কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সংগঠিত ভূমিহীনদের নিয়ে বাঘলবাড়ী কৈ কালি মন্দির আঙ্গিনায় গোপন বৈঠক বসায়। বৈঠকে ধান কাটা মামলা থেকে অব্যাহতি পেতে হলে কালী মূর্তি ভাঙচুরের সিদ্ধান্ত হয়। ওই রাতেই তারা কালী মন্দিরের মূর্তি ভাঙচুর করে এবং পরদিন ছাত্তার গং এ কাজ করেছে বলে সমতার কর্মকর্তা-কর্মচারীরা প্রচারণা চালায়। এ ব্যাপারে যতীশ চন্দ্র মাহাত

চাটমোহর থানায় ১৮ জনকে আসামি করে মামলা দায়ের করে। মামলার পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ আজিম উদ্দিনের ছেলে আব্দুল লতিফকে গ্রেফতার করে।

পরে আব্দুল লতিফ ও উত্তর কেশবপুরের মিরু ফকিরের ছেলে জাবেদ ফকির সমতার কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সংগঠিত ভূমিহীনরা প্রতিমা ভাঙচুর করেছে বলে জবানবন্দিতে বেরিয়ে আসে কালী প্রতিমা ভাঙচুরের আসল রহস্য।

এদিকে পৌরসভা কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি কালী মন্দির আঙিনায় অবস্থিত ঘর ভেঙে সেখানে কর্তৃপক্ষের মার্কেট নির্মাণের কাজ শুরুর প্রতিবাদে চাটমোহর হিন্দু সম্প্রদায় গত ২৫ এপ্রিল প্রতিবাদ সভা ও বিক্ষোভ মিছিল শেষে সংবাদ সম্মেলন করেছে। সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন কালী মন্দির পরিচালনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক গৌর চন্দ্র সরকার সম্মেলনে কালী মন্দিরের পক্ষে মামলার রায়সহ বিভিন্ন ডকুমেন্ট উপস্থাপন করা হয়। সম্মেলনে অন্যায়, অবৈধ ও বেআইনিভাবে কালী মন্দিরের জায়গার ওপর ঘর নির্মাণ বন্ধ, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা, সরকারি তালিকাভুক্ত দেবোত্তর সম্পত্তি রক্ষা করার দাবিসহ ৮ দফা দাবি উপস্থাপন করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে অরবিন্দু কুণ্ডু, স্বপন কুন্ডু, প্রদীপ বিশ্বাস, বাসুদেব তলাপাত্র, জয়দেব কুণ্ডু, পুলক কুণ্ডু, প্রভাষক অনুপ কুণ্ডু, ডা. রনজিত কুমার, ডা. আশুতোষ সরকার, কিংকর সাহা, প্রবীর দত্ত, জয়দেব কুণ্ডু, সন্তোষ মালাকার, রতন চক্রবর্তী, উত্তম কুণ্ডু, রণি রায়, শম্ভু নাথ কুণ্ডু, সন্তোষ মালাকার, রতন চক্রবর্তী, উত্তম কুণ্ডু, রনি রায়, শম্ভু নাথ কুণ্ডু, পরিতোষ বিশ্বাস, তরুণ পাল, সন্তোষ আচার্য্যসহ চাটমোহরের ২ শতাধিক হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন উপস্থিত ছিলেন।

আজকের কাগজ, ২৮ এপ্রিল ২০০৫

(২৬৪৮)

নওগাঁর ভীমপুরের ১১ আদিবাসী পরিবারের ১০টিই পালিয়ে গেছে আলফ্রেড সরেনের বোন রেবেকা পড়ে আছেন জীবনের মায়া উপেক্ষা করে

বগুড়া ব্যুরো/নওগাঁ প্রতিনিধি ঃ আদিবাসী নেতা আলফ্রেড সরেন হত্যা মামলার আসামি ও তাদের সহযোগীদের হুমকির মুখে নওগাঁর মহাদেবপুর উপজেলার ভীমপুর আদিবাসী পল্লীতে বসবাসকারী ১১টির মধ্যে ১০টি পরিবারের ৩৫ জন সদস্যের সবাই পালিয়ে গেছেন। আসামিদের সব হুমকি-ধমকি ও জীবনের মায়া উপেক্ষা করে সেখানে স্বামী উপেন হেমরন ও এক সন্তানকে নিয়ে একটি জীর্ণ কুটিরে আজও বাস করছেন নিহত সরেনের বোন রেবেকা সরেন।

বিভিন্ন স্থানে পালিয়ে থাকা আদিবাসীরা অভিযোগ করেন, ভীমপুরে অর্পিত ৫৪৫ বিঘা জমি সরকারি সিদ্ধান্ত অনুসারে আলফ্রেড সরেন ভূমিহীন আদিবাসী পরিবারের সদস্যদের নিয়ে দিতে সংগ্রাম করছিলেন। এ নিয়ে ভূমিহীন আদিবাসীদের সঙ্গে জোতদার শীতেশ ভট্টাচার্য ওরফে গদাই ও তার সহযোগীদের বিরোধ বাধে। এরই জের ধরে ২০০০ সালের ১৮ আগস্ট প্রকাশ্য দিবালোকে দুর্বৃত্তরা বীমপুর আদিবাসী পল্লীতে নিজ বাড়ির সামনে সরেনকে হত্যা করে। তার বোন রেবেকা সরেন পরে গদাইসহ ৯১ জনের বিরুদ্ধে হত্যা এবং জননিরাপত্তা বিঘ্নিত করার অভিযোগে দুটি মামলা করেন। মামলা দায়েরের দুই মাসে মধ্যে গদাই ও তার অন্যতম সহযোগী হাতেমসহ ৯০ জনের বিরুদ্ধে পুলিশ আদালতে চার্জশিট দাখিল করে। কিন্তু ক্রটিপূর্ণ চার্জশিটের কারণে আসামি পক্ষ মামলার কার্যক্রম স্থগিত করতে উচ্চ আদালতে আবেদন করে।

নওগাঁর পাবলিক প্রসিকিউটর জয়নাল আবেদীন দাবি করেছেন, বর্তমানে মামলার কার্যক্রম স্থগিত রয়েছে। মামলার বাদী রেবেকা সরেনের আইনজীবী মহসীন রেজা জানান, এ পর্যন্ত ১৩ জনের সাক্ষ্য গ্রহণের পর আর সাক্ষ্য নেয়া হয়নি। তিনি অভিযোগ করেন, পিপির রহস্যজনক ভূমিকা ও বিলম্বের সুযোগে আসামিরা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। তাদের ভয়েই আদিবাসীরা তাদের পৈতৃক ভূমি ছেড়ে পালিয়েছেন।

স্থানীয় লোকজন জানান, ১১ আদিবাসী পরিবারের মধ্যে উপেন হেমরন ও তার স্ত্রী রেবেকা সরেন তাদের কন্যাকে নিয়ে নিরাপত্তাহীনতায় রয়েছেন। নিহত আলফ্রেড সরেনের ভগ্নিপতি উপেন জানান, ১৮ মাস আগে পুলিশ ক্যাম্প তুলে নেয়ার পর গত দেড় বছরে অধিকাংশ পরিবার নিরাপত্তার অভাবে গ্রাম ত্যাগ করেছে। ওইসব পরিবারের অধিকাংশ সদস্য সরেন হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। জনগণ আরও জানান, কয়েক মাস আগে বড় কমল সরেন, ছোট কমল সরেন, দেবেন সরেন, জোতিন মুরমু, আলফ্রেড সরেনের স্ত্রী জোসনা সরেন, সুফল, বিশ্বনাথ, অনীল সরেন, মোহন্ত হেমরন ও নগেন সরেনের পরিবারের লোকজন ভীমপুর আদিবাসী পল্লী ত্যাগ করেছেন।

অভিযুক্ত গদাই তার বিরুদ্ধে আনীত সব অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছেন, পঞ্চানন নামে এক ব্যক্তি ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তাকে ওই হত্যাকাণ্ডে জড়িয়েছে, আর এতে সহযোগিতা করেছেন কয়েকজন আইনজীবী। বর্তমানে ওই মামলার ভবিষ্যৎ নিয়ে বাদী চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। বিচার কাজ কতদিনে শেষ হবে আইনজীবীরাও তা স্পষ্ট করে বলতে পারছেন না। আইনজীবী মহসীন রেজা অভিযোগ করেন, বাদী সঠিক বিচার পাবেন না। কারণ সরকারি কৌঁসুলি আসামিদের পক্ষে রয়েছেন। যদিও পিপি জয়নাল আবেদীন তার বিরুদ্ধে আনীত এ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

যুগান্তর, ৩০ এপ্রিল ২০০৫

(২৬৪৯)

পঞ্চগড়ে জামিনে বেরিয়ে এসে আবার সংখ্যালঘুর বাড়িতে হামলা

পঞ্চগড়, ২৯ এপ্রিল, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জামিনে বেরিয়ে এসে আবারও এক সংখ্যালঘুর বাড়ির চারপাশের বেড়া ভেঙ্গে বসত ভিটায় গাছের চারা রোপন আম ও সুপারি গাছের ফল ছিড়ে নেয়া এবং অবিলম্বে বসতভিটা ছেড়ে যাওয়ার হুমকি দিয়েছে এক প্রভাবশালী পরিবার। বসতবাড়ির গাছপালা কেটে সাবাড় করার অপরাধে ওই প্রভাবশালী পরিবারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার অপরাধে এ ঘটনা ঘটিয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ঘটনাটি ঘটেছে, শুক্রবার সকালে জেলার সদর উপজেলার মাগুরা ইউনিয়নের পুরাডাঙ্গা গ্রামে।

জেলা প্রশাসকের কাছে প্রেরিত অভিযোগে জানা গেছে, ওই গ্রামের পইসাঞ্জু বর্মন ৩৪ শতক জমির মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করে আসছেন। বসতভিটার জমিটি ক্রয়সূত্রে মালিক সে। কিন্তু গত ৩০ মার্চ একই এলাকার জমিরউদ্দিন, রফিকুল, হাবিবর, ইউসুফ, ফয়জুল, আবুল, হোসেন, শাহজাহান, আনিছুর রউফ জমিটি তাদের বলে দাবি করে তার বসতভিটার বাঁশ, গাছপালা কেটে নিয়ে যায়। এ ঘটনায় পইসাঞ্জু পঞ্চগড় থানায় একটি মামলা দায়ের করে। মামলায় আদালত গত মঙ্গলবার আসামিদের জামিন দেয়। জামিন পাওয়ার পর পরই শুক্রবার তারা আবারও পইসাঞ্জুর বসতভিটা ও পরিবারের ওপর চড়াও হয়। তারা বাড়ির চারপাশের বেড়া ভেঙ্গে দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে গাছের চারা রোপণ করে এবং ফলন্ত গাছ থেকে আম ও সুপারি পেড়ে নেয়। তারা বাড়িতে প্রবেশের রাস্তা বন্ধ করে দেয়। এছাড়া অবিলম্বে তারা বসতভিটা ছেড়ে না গেলে প্রাণনাশসহ নানা হুমকি দেয়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৩০ এপ্রিল ২০০৫

মে-২০০৫

(২৬৫০)

জামিন পেয়ে পঞ্চগড়ে সংখ্যালঘুর বাড়িতে ফের হামলা

প্রতিনিধি, পঞ্চগড় ঃ জামিনে বেরিয়ে এসে আবারও এক সংখ্যালঘুর বাড়ির চারপাশের বেড়া ভেঙে বসতভিটায় গাছের চারা রোপণ, আম ও সুপারি গাছের ফল ছিঁড়ে নেয়া এবং অবিলম্বে বসতভিটা ছেড়ে যাওয়ার হুমকি দিয়েছে এক প্রভাবশালী পরিবার। বসতবাড়ির গাছ পালা কেটে সাবাড় করার অপরাধে ওই প্রভাবশালী পরিবারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার জের হিসেবে এ ঘটনা ঘটিয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ঘটনাটি ঘটেছে সদর উপজেলার মাগুরা ইউনিয়নের পুরাডাঙ্গা গ্রামে।

জেলা প্রশাসকের কাছে দেয়া অভিযোগে জানা গেছে, ওই গ্রামের পাইসাঞ্জু বর্মণ ৩৪ শতক জমির মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করে আসছেন। বসতভিটার জমিটি ক্রয়সূত্রে মালিক সে; কিন্তু গত ৩০ মার্চ একই এলাকার জসিরউদ্দিন, রফিকুল, হবিবর, ইউসুফ, ফয়জুল, আবুল হোসেন, শাহজাহান, আনিছুর, রউফ জমিটি তাদের বলে দাবি করে তার বসতভিটার বাঁশ, গাছপালা কেটে নিয়ে যায়। এ ঘটনায় পইসাঞ্জু পঞ্চগড় থানায় একটি মামলা দায়ের করে। মামলায় বিজ্ঞ আদালত গত মঙ্গলবার আসামিদের জামিন দেয়। জামিন পাওয়াপর পর পরই শুক্রবার তারা আবারও পইসাঞ্জুর বসতভিটা ও পরিবারের ওপর চড়াও হয়। এছাড়া অবিলম্বে তারা বসতভিটা ছেড়ে না গেলে প্রাণনাশসহ নানা হুমকি দেয়।

সংবাদ, ১ মে ২০০৫

(২৬৫১)

ভূমিগ্রাসী সন্ত্রাসীদের হাতে অবরুদ্ধ রাজারহাটের একটি হিন্দু পরিবার

উত্তরাঞ্চল প্রতিনিধি ঃ হিন্দু হওয়াটাই যেন সর্বানন্দ ও যোগেন রায়ের পরিবারের মারাত্মক অপরাধ। তাদের বাস্তুভিটা আর শেষ সম্বল ক্ষেতি জমিটুকু গ্রাস করার জন্য পুলিশের ছত্রছায়ায় থেকে ভূমিলিপ্সু সন্ত্রাসীরা একের পর এক জুলুম নির্যাতন চালিয়ে আসছে। ঘর থেকে বের হলেই, হাটবাজার করতে গেলেই মারপিট করা হচ্ছে। কেড়ে নেয়া হচ্ছে টাকা-পয়সা। ফসলি জমিতে গরু নামিয়ে দিয়ে ক্ষেত নষ্ট করা- এসব কিছু এখন প্রতিদিনের ঘটনায় পরিণত হয়েছে। ঘটনার প্রতিকার চেয়ে থানায় মামলা করতে গেলে ওসি বলেন মীমাংসা করে নিতে। এ অবস্থায় অবরুদ্ধ ওই পরিবারটির ওপর নেমে এসেছে চরম মানবিক বিপর্যয়। ঘটনাটি জেলার রাজারহাট উপজেলার চাকিরপাশা ইউনিয়নের ছুটু আমতলী গ্রামের অবরুদ্ধ অবস্থা থেকে পালিয়ে এসে সর্বানন্দের পুত্র যোগেন জানান, প্রতিবেশী আজগার আলী, হাসমত আলী, আব্দুর রশীদ ও হামিদ সর্বানন্দ ও যোগেনের বাস্তুভিটা, জমি দখলের উদ্দেশ্যে গত দেড় বছর ধরে নানা ধরনের জুলুম চালিয়ে আসছে। এর মধ্যে জমির আলে বড়ো বড়ো গাছ লাগানো, জমির ধান কেটে নিয়ে যাওয়া, সুপারি জোর করে গাছ থেকে পেড়ে নেয়াসহ পথেঘাটে সংখ্যালঘু হিসেবে অশ্রাব্য গালিগালাজ চালিয়ে আসছিল। সম্প্রতি এসব কিছুর মাত্রা চরমে উঠলে ক্ষেতের ধান খাওয়া অবস্থায় কয়েকটি হাঁস ধরে যোগেন স্থানীয় খোঁয়াড়ে দেয়। এ ঘটনায় আরো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে আজগার আলী গং।

গত ১২ ফেব্রুয়ারি যোগেন তার জমিতে পরিচর্যার জন্য গেলে তারা তার ওপর চড়াও হয় এবং বেদম মারপিট করে। তার আর্তচিৎকারে গ্রামের লোকজন ছুটে এসে অচেতন অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে। এর পরদিন যোগেন এ ঘটনার প্রতিকার চাইতে থানায় এজাহার করতে

গেলে থানার ওসি মামলা নিলেও আসামিদের গ্রেপ্তার না করে রহস্যজনকভাবে নিশ্চুপ থাকেন এবং মাঝে মধ্যেই যোগেনকে মীমাংসা করে নেয়ার জন্য চাপ দিতে থাকে। পুলিশের এ ধরনের পক্ষপাতমূলক আচরণে সন্ত্রাসীরা আরো বেপরোয়া হয়ে ওঠে। তারা প্রতিদিন হুমকি দিতে থাকে মামলা তুলে নেয়ার জন্য। এর মধ্যে একদিন রাতে বাড়িতে এসে শাসিয়ে যায় মামলা তুলে না নিলে বস্তায় ভরে ভারতে পাঠিয়ে দেয়া হবে।

এদিকে গত ১৭ ফেব্রুয়ারি যোগেন দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির আওতায় ৫ হাজার টাকা ঋণ তোলার জন্য কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক রাজারহাট শাখার যান। টাকা তুলে বাড়ি ফেরার পথে চাটমারী ব্রিজের কাছে পৌঁছলে আজগার আলী গং যোগেনের পথ রোধ করে এবং মামলার খরচ হিসেবে ঐ ৫ হাজার টাকা কেড়ে নেয়। যাওয়ার সময় বলে যায় আরো ৫০ হাজার টাকা জোগাড় রাখতে।

এরপর ভীতসন্ত্রস্ত যোগেন থানায় বিচার পাওয়া যাবে না- এ ভেবে গত ৯ মার্চ কুড়িগ্রাম ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে একটি মামলা দায়ের করেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ম্যাজিস্ট্রেট মামলাটি তদন্ত করে থানায় রেকর্ড করার জন্য রাজারহাট থানার ওসিকে নির্দেশ দেন। থানায় মামলা রেকর্ড হলেও ওসি বরাবরের মতো সন্ত্রাসীদের পক্ষ নেন। এতে আসামিরা আরো উৎসাহিত হয়ে রাজারহাট বাজারে কেনাকাটা করার সময় যোগেনকে প্রাণে মেরে ফেলার জন্য ছোরা, বল্লম ও লাঠিসোঁটা নিয়ে দোকানে ঘেরাও করে। সেখানে উপস্থিত লোকজন ও দূরে পিকআপ ভ্যানে থাকা পুলিশ এসে যোগেনকে রক্ষা করে।

এ ঘটনার পর যোগেন প্রাণে রক্ষা পেলেও গত একমাস ধরে অবরুদ্ধ অবস্থায় বাড়িতে অবস্থান করছেন। বাড়ির বাইরে এলে ধাওয়া করা হচ্ছে, হুমকি দেয়া হচ্ছে। এ ছাড়াও এবারে জমির বোরো ধান তাকে কাটতে দেবে না বলে শাসানো হচ্ছে। মহিলারা বাড়ির বাইরে এলে অশ্রাব্য গালিগালাজ করা হচ্ছে। এ অবস্থায় বন্ধ হয়ে গেছে তাদের হাটবাজার। এর ফলে পরিবারটির ওপর নেমে এসেছে চরম মানবিক বিপর্যয়। মারাত্মকভাবে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে পরিবারের সদস্যরা।

এ ব্যাপারে রাজারহাট থানার ওসি গোলাম মোক্তাদির আহম্মেদ বলেন, সর্বানন্দ ও যোগেনের পরিবারের ওপর নির্যাতনের ঘটনাটি সত্য। এ ব্যাপারে তিনি শিগগিরই ব্যবস্থা নেবেন বলে জানিয়ে ঘটনাটি পত্রিকায় প্রকাশ না করার অনুরোধ জানান।

ভোরের কাগজ, ৪ মে ২০০৫

(২৬৫২)

সংখ্যালঘুদের ভয় দেখানো হচ্ছে

চট্টগ্রাম ব্যুরো ঃ চট্টগ্রাম মহানগরীর বিভিন্ন সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় সরকারিদলের ক্যাডাররা ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে না যাওয়ার জন্য ভয়-ভীতি ও হুমকি প্রদর্শন করছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। মহানগর আওয়ামী লীগের বহিষ্কৃত নেতা আ.জ.ম নাছিরের ক্যাডাররাও নগরীর আন্দরকিল্লা ওয়ার্ডে সংখ্যালঘুদের ভয়-ভীতি প্রদর্শন করছে। হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদসহ বিভিন্ন সংগঠন সংখ্যালঘু ভোটারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এলাকার অলিগলিতে সেনা টহলের দাবি জানিয়েছে।

এদিকে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে সরকার সমর্থক সন্ত্রাসী ক্যাডাররা নগরীতে জড়ো হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। নগরীর কয়েকটি আবাসিক হোটেলে ২ হাজারেরও বেশি দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী এবং ক্যাডার বর্তমানে অবস্থান করছে বলে সরকারি একাধিক গোয়েন্দা সংস্থা তথ্য প্রকাশ করেছে। পুলিশ এবং গোয়েন্দা সূত্রগুলো জানায়, নগরীর সংখ্যালঘু অধ্যুষিত

এলাকাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা হচ্ছে হাজারী লেইন, রাজাপুকুর লেইন, মেথরপট্টি, গোয়ালপাড়া, বরফকল, রেলওয়ে মালিপাড়া, ঘাটফরহাদবেগ, পাথরঘাটা জেলেপাড়া এবং পতেঙ্গা জেলেপাড়া, হালিশহর হিন্দুপাড়া। এছাড়াও নগরীর দেওয়ানজী পুকুরপাড়, রুমঘাটা, মাছুয়াঝর্না, আফিমগলি, টেরিবাজার, রঘুনাথবাড়ি, নবগ্রহবাড়ি, আলকরণ, ফিরিঙ্গিবাজার, উত্তর নালাপাড়া, বন্দরটিলা, দামপাড়া, চান্দগাঁও, মোহরার হিন্দু অধ্যুষিত এলাকাগুলোও ঝুঁকিপূর্ণ বলে বিবেচিত হচ্ছে। এসব এলাকায় প্রায় দেড় লাখ সংখ্যালঘু ভোটার রয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার বিভিন্ন সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকা ঘুরে ভোটারদের সঙ্গে কথা বলে পাওয়া গেছে আতঙ্কজনক চিত্র।

গোয়ালপাড়া, বরফকল, মালিপাড়া, রেলওয়ে কলোনি, জামতলা বস্তি এলাকায় ভোটাররা অভিযোগ করেছে, মহানগর যুবদল সভাপতি আবুল হাশেম বক্করের ক্যাডার বাহিনী ভোটকেন্দ্রে না যাওয়ার জন্য হুমকি-ধমকি দিচ্ছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এসব ভোটার আশঙ্কা করছে তাদের ভোটকেন্দ্র বাটালী রোডের রেলওয়ে সিটি কর্পোরেশন স্কুলে যেতে বাধা দেয়া হবে। এছাড়া এনায়েতবাজার কমিশনার কার্যালয়ের ভোটকেন্দ্রেও ভোটারদের বাধা দেয়া হবে বলে আশঙ্কা করছে ভোটাররা। গোয়ালপাড়ার দর্জি ভুলু দাশ বলেন, নির্বাচনের দিন হারিকেন মার্কার ভোটার দেখলেই তারা গণ্ডগোল করবে।

বিপুলসংখ্যক সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকা হাজারী লেইন ও রাজাপুকুর লেইনে আওয়ামী লীগের বহিস্কৃত নেতা আ.জ.ম নাছিরের অনুগত ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসী প্রবীর বণিক এবং লিটনের অনুগত ক্যাডাররা সংখ্যালঘুদের ভয়-ভীতি দেখাচ্ছে বলে হাজারী লেইন এলাকার ভোটাররা অভিযোগ করেছে। ওই ওয়ার্ডে আ.জ.ম নাছিরের বড় ভাই এএমএম সাহাবুদ্দীন ওয়ার্ড কমিশনার প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। বর্তমানে বেশকিছু দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী হাজারী লেইনের কোহিনূর হোটেলে অবস্থান করছে বলে একাধিক সূত্রে জানা গেছে।

এদিকে এক মেয়র প্রার্থী এবং বিভিন্ন কমিশনার প্রার্থীদের পক্ষে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ২ হাজারেও বেশি সন্ত্রাসী নগরীতে জড়ো হয়েছে বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে। তারা নগরীর স্টেশন রোড, মাদারবাড়ি, কে.সি.দে রোড, হাজারী গলি, বহদ্দারহাট, চকবাজার, মুন্সী পুকুরপাড়, কাপাসগোলা, কাতালগঞ্জ, পাঁচলাইশ, চৌমুহনী, আগ্রাবাদ, বাকলিয়াসহ বিভিন্ন এলাকার আবাসিক হোটেল এবং বিভিন্ন নেতাদের বাসায় অবস্থান করছে বলে জানা গেছে। সন্ত্রাসীরা ভোটের দিন সংখ্যালঘুসহ বিভিন্ন এলাকার ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে যেতে বাধা দেবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে নগর গোয়েন্দা পুলিশের সহকারী কমিশনার গাজী জসীম উদ্দিন বলেন, এ ধরনের কোন অভিযোগ এ পর্যন্ত আমরা পাইনি।

সংবাদ, ৬ মে ২০০৫

(২৬৫৩)
সংখ্যালঘুরা শঙ্কিত ভোট ও নিরাপত্তা নিয়ে

একজনও সংখ্যালঘু প্রিসাইডিং অফিসার নেই

চট্টগ্রাম অফিস ঃ বিগত ২০০১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তিক্ত অভিজ্ঞতায় চট্টগ্রামের ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ৯ মে অনুষ্ঠিতব্য সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন নিয়ে অনেকে শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। আদৌ তারা সঠিকভাবে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন কিনা আর দিতে পারলেও পরবর্তী সময়ে তাদের জানমালের নিরাপত্তা থাকবে কিনা তা নিয়ে চিন্তিত। অপরদিকে এবারের নির্বাচনে ৫৭৭টি কেন্দ্রে যে ৫৭৭ জন প্রিসাইডিং অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে তাতে একজনও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কর্মকর্তাকে রাখা হয়নি।

চট্টগ্রাম শহরে কি একজনও করিৎকর্মা, সৎ, ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক নেই যাকে প্রিসাইডিং অফিসারের দায়িত্ব দেয়া যায়? এমন প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই।

জানা গেছে, এবারের সিটি কর্পোরেশনের অধীনে প্রায় ১১ লাখ ৩৮ হাজার ভোটারের মধ্যে প্রায় দেড় লাখেরও বেশি ধর্মীয় সংখ্যালঘু ভোটার রয়েছেন। সবচেয়ে বেশি ভোটার জামালখান ওয়ার্ডে। ২৫ হাজার ভোটারের মধ্যে ১০ হাজার ভোটারই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। চট্টগ্রামের ৪১টি ওয়ার্ডের মধ্যে অন্তত ১৫টি ওয়ার্ড রয়েছে, যেখানে সংখ্যালঘু ভোটাররা কোনো প্রার্থীর পক্ষে প্রিসাইডিং অফিসার ফ্যাক্টর। কিন্তু অতীতের মতো এবারের নির্বাচনেও কোনো পক্ষ থেকেই তাদের (সংখ্যালঘুদের) প্রতিনিধিত্ব করার জন্য চিন্তা-ভাবনা করা হয়নি।

ইতিমধ্যে বাংলাদেশ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ঐক্যপরিষদ সংবাদ সম্মেলন করে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোটাধিকার নিশ্চিত করা ও জানমালের নিরাপত্তা বিধানের জন্য নির্বাচনের আগে-পড়ে ৬ দিন সেনা ও র‍্যাব মোতায়েনের দাবি জানিয়েছে। তারা নির্বাচন কমিশনের কাছে এ জন্য স্মারকলিপিও দিয়েছেন। প্রবীণ বিপ্লবী মাস্টারদা সূর্যসেনের সহযোদ্ধা ও ঐক্যপরিষদ চট্টগ্রাম মহানগরীর সভাপতি বিনোদ বিহারী চৌধুরী আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছেন, আমরা এই স্বাধীন দেশেও শঙ্কিত ভোটাধিকার নিয়ে। সংখ্যানুপাতে ও যোগ্যতা অনুযায়ী সমাজের বিভিন্ন স্তরে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব তো নেই-ই, তেমনি ভোটাধিকারও যেন নেই আমাদের। গত সংসদ নির্বাচনের পরে চট্টগ্রামসহ সারা দেশে ধর্মীয়সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর যে নির্মম নির্যাতন হয়েছে তার ক্ষত তো এখনো মুছে যায়নি আমাদের মন থেকে। তাই আমরা নিরাপত্তা যেমন চাই, তেমনি ভোট সুষ্ঠুভাবে নির্ভয়ে প্রদান করতে চাই।

জানা গেছে, পাথরঘাটা এলাকায় যেখানে অধিকাংশ ভোটার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এবং মহিলা, সেই ভোট কেন্দ্রটি পরিবর্তন করে সেখান থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরের একটি মাদ্রাসায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মহিলা ভোটাররা ঐ নতুন ভোটকেন্দ্র সোবহানিয়া মাদ্রাসায় ভোট দিতে যেতে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগবেন। এমনই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন মানবাধিকার সংগঠক ও ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় যুগ্ম সম্পাদক এডভোকেট রানা দাশগুপ্ত।

ভোরের কাগজ, ৬ মে ২০০৫

(২৬৫৪)
সিসিসি নির্বাচন ঃ সংবাদ সম্মেলনে আওয়ামী লীগের অভিযোগ দেড়লাখ সংখ্যালঘু ভোটার আতঙ্কে আছে

চট্টগ্রাম অফিস ঃ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে কোনও হিন্দুকে প্রিসাইডিং অফিসারের দায়িত্ব না দেয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছে আওয়ামী লীগ। তাদের অভিযোগ চারদলীয় জোটের হুমকি ধমকির মধ্যে দেড়লাখ সংখ্যালঘু ভোটার আতংকে আছে। এ অবস্থায় সংখ্যালঘুদের ভোট দেয়ার পরিবেশ নেই। গতকাল শুক্রবার চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবে আওয়ামী লীগ আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এই অভিযোগ করা হয়। এতে ৫৭৭ জন প্রিসাইডিং অফিসারের মধ্যে কোনও হিন্দু কর্মকর্তা না নেওয়ার ঘটনাকে বৈষম্যমূলক বলে উল্লেখ করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত বলেন, সংখ্যালঘুদের হুমকি ধমকি দিয়ে ঘরে বসিয়ে রেখে তাদের ভোট জাল করে দেয়ার জন্য শাখা সিঁদুর আর শাড়ি কেনার ধুম পড়েছে। তিনি বলেন, প্রিসাইডিং অফিসারের দায়িত্ব

সংখ্যালঘুদের দেয়া না হলেও চারদলীয় জোট প্রার্থীর পরিচালিত বিমান মন্ত্রণালয় থেকে ৪ কর্মকর্তা নেয়া হয়েছে।

এতে ছাত্রদলের সাবেক নেতা আসাদুজ্জামান রিপন পরিচালিত বেসরকারি সংস্থার ৬শ' সদস্যকে পর্যবেক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালনের অনুমতি না দেয়ার দাবি জানানো হয়। সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত নির্বাচনের দিন কোনও ডাক্তারের সার্টিফিকেট ছাড়া অ্যাম্বুলেন্স ব্যবহারের অনুমতি না দেয়া প্রসঙ্গে বলেন, নইলে সরকার দলীয় ক্যাডাররা অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া করে নির্বাচনের ত্রাস সৃষ্টি করবে। তিনি বলেন, নির্বাচন নিয়ে চট্টগ্রামের মানুষ একদিকে আর অন্যদিকে সরকার।

আইজিপি বদলি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, চট্টগ্রাম এসে পুলিশ সদস্যদের উদ্দেশ্যে 'কাউকে বিজয়ী বা হারানো আমাদের দায়িত্ব নয়। আমরা চাই সুষ্ঠু নির্বাচন'- এ বক্তব্য রাখার পরই হাদিসউদ্দিনকে বদলি করা হয়। এতে দ্বারা বুঝা যায় সুষ্ঠু নির্বাচনের ক্ষেত্রে সরকারের আন্তরিকতা কতটুকু।

সংবাদ সম্মেলনে বেশ কিছু ভোট কেন্দ্রের ব্যাপারেও অভিযোগ আনা হয়। নির্বাচন কমিশনেও এ ব্যাপারে লিখিত অভিযোগ দেয়া হয়।

সংবাদ সম্মেলনে আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য আমির হোসেন আমু, তোফায়েল আহমদ ও মেয়র প্রার্থী এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী বক্তব্য রাখেন। উপস্থিত ছিলেন প্রেসিডিয়াম সদস্য আতাউর রহমান খান কায়সার, আবুল মাল আবদুল মুহিত, ওবায়দুল কাদের, অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, ডাঃ মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, নাজমা রহমান, শাহজাহান খান এমপি, ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, মেজর জেনারেল (অবঃ) সুবিদ আলী ভূঁইয়া প্রমুখ।

আজকের কাগজ, ৭ মে ২০০৫

(২৬৫৫)
ঢাকার রামসীতা মন্দির ও আশ্রম বাড়ি দখল করা হচ্ছে

অখিল পোদ্দার ঃ রমনা ভোলাগিরী আনন্দময়ী আশ্রমের পর এবার দখল করা হচ্ছে ঢাকার ঐতিহ্যবাহী রামসীতা মন্দির ও আশ্রম বাড়ি। 'মন্দিরের নির্মাণ কাজ চলিতেছে'- এমন সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে ইতোমধ্যে সেখানে গড়ে তোলা হয়েছে বহুতলবিশিষ্ট মার্কেটের অংশবিশেষ। রাজউকের অনুমতি ছাড়াই ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে মন্দিরের পাঁচিরসহ দেব-দেবীর বেদী। নির্মাণ প্রতিষ্ঠান আলম এন্টারপ্রাইজের মালিক শহীদুল বলেছেন, তাঁরা শুধু ঠিকাদারির কাজটিই করছে। কার জমি কিসের সম্পত্তি সে সম্পর্কে কিছুই জানেন না তিনি।

স্থানীয় লোকজন বলেছেন, মন্দির কমিটির উচ্চাভিলাষী লোভী সদস্যরা সর্বজনীন সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করে আলম এন্টারপ্রাইজকে নির্মাণাধীন মার্কেটের ৬০ শতাংশ স্বত্ব দিয়ে কাজ করাচ্ছে। কমিটির নেতা গণেশ ঘোষ ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেছেন, এসব উদ্যোগের সবই মন্দির উন্নয়নকল্পে গৃহীত হয়েছে।

বঙ্গভবন সংলগ্ন জয়কালী মন্দির রোডের রামসীতা মন্দিরটি দু'শ' বছরেরও অধিক প্রাচীন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। বিভিন্নভাবে মন্দিরের প্রায় তিন একর জমির অধিকাংশই প্রভাবশালীরা দখল করে নিয়েছে। তেল পাম্প, জুতার দোকানসহ অস্থায়ী স্থাপনা নির্মাণ করে মন্দিরের জমি দখল করে নিয়েছে কেউ কেউ।

সর্বশেষ দু'মাস আগে মন্দির কমিটির নেতা গণেশ ঘোষ, প্রহ্লাদ ঘোষ, মদন সিং, বেনারশী ঠাকুরসহ একটি চক্র প্রভাবশালী আলম এন্টারপ্রাইজের সঙ্গে মিলে ষাট ও চল্লিশ শতাংশ ভাগাভাগি চুক্তিতে মন্দির ভেঙ্গে মাকেট নির্মাণের কাজ শুরু করে। এ সময় মাইনোরিটি সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক অশোক তরু, সংখ্যালঘু কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট গোবিন্দ প্রামাণিক, মঠ মন্দির মিশন ও শ্মশান পুনরুদ্ধার কমিটির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট অশোক ঘোষসহ সাধারণ মানুষ এই দখলের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। সংখ্যালঘু কল্যাণ সমিতির নেতৃবৃন্দ জানিয়েছেন, প্রায় নয় কোটি টাকার এ সম্পত্তি ভোগদখল করতে যুবদল, ছাত্রদল ও স্থানীয় জামায়াত কর্মীরাও ধর্ণা দিচ্ছেন। সিএস পর্চা থেকে মহানগর জরিপের পর্চা পর্যন্ত রামসীতা মন্দির দেবোত্তর সম্পত্তি হিসাবে বিবেচিত হলেও তা কিভাবে, কোন নিয়মে হস্তান্তর হচ্ছে তা যেমন দখলদাররা জানেন না তেমনি উত্তর দিতে পারেননি কমিটির নেতা গণেশ ঘোষ। তিনি বলেন, মন্দির উন্নয়ন কল্পে যেহেতু আমাদের নিজস্ব কোন ফান্ড নেই সেহেতু রিয়েল এস্টেট কোম্পানিকে মার্কেটের ষাট শতাংশ দিয়েছি। বাকি চল্লিশ শতাংশ আমরা রামসীতা মন্দিরের উন্নয়নকল্পে মার্কেট বানাচ্ছি। তিনি জানান, মন্দির স্থাপন হবে মার্কেটের চারতলায়। অন্যদিকে শ্মশান পুনরুদ্ধার কমিটির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট অশোক ঘোষ জনকণ্ঠকে বলেন, মন্দিরের ভূমি হস্তান্তর, মার্কেট নির্মাণ সংক্রান্ত সকল সিদ্ধান্ত রেজুলেশন ছাড়াই হয়েছে। দেবোত্তর সম্পত্তি কখনও এভাবে হস্তান্তর করা যায় না।

এ ব্যাপারে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নেতা নির্মল চ্যাটার্জি বলেন, দেবোত্তর সম্পত্তি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্দির বা আশ্রম কমিটির সিদ্ধান্তে কেউ নাক গলাতে পারে না। তবে কেউ যদি ঐক্য পরিষদের সহযোগিতা চান তবে আমরা ব্যবস্থা নিতে পারি।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৮ মে ২০০৫

(২৬৫৬)
ছাত্রদল ক্যাডারদের হাতে লাঞ্ছিত মুন্নী বড়ুয়া জীবনে আর ভোট দিতে আসব না

পীর হাবীবুর রহমান, স্পট থেকে ফিরে ঃ ভোট কেন্দ্রে এসে ছাত্রদল ক্যাডারদের মারমুখী আচরণ, হাত ধরে টানাহেঁচড়ার ঘটনায় মুন্নী বড়ুয়া কান্নায় ভেঙে পড়লেন। বললেন, জীবনের প্রথম ভোট দিতে এসেছিলাম, জীবনে আর ভোট দিতে আসব না। আমি চলে যাব। ভোট দিলে রাতে ওরা আমাকে শান্তিতে ঘুমাতে দেবে না। অঝোর ধারায় কাঁদতে কাঁদতে ভোট না দিয়েই চলে গেলেন মুন্নী বড়ুয়া। মুন্নী বড়ুয়ার অপরাধ, তার হাতে ছিল মহিউদ্দিন চৌধুরীর হারিকেন প্রতীকের ভোটার স্লিপ। কেন্দ্রটি ছাত্রদল-শিবির নিয়ন্ত্রিত। কয়েক দিন থেকেই বাকলিয়া এলাকাসহ যে ১২টি কেন্দ্র বিএনপি-জামায়াত অবরুদ্ধ করে রাখবে বলে অভিযোগ উঠেছিল এটি তারই একটি। কেন্দ্রটি জোটপ্রার্থীর সমর্থক ক্যাডাররা অবরুদ্ধ করে রেখে সংখ্যালঘুদের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল।

বেলা ১১টা ৪০ মিনিটে শিবির-ছাত্রদলের অবরোধ করে রাখা কাশেফ উল উলুম মাদ্রাসায় মুন্নী বড়ুয়ার ঘটনাটি ঘটে। ভোট কেন্দ্রের প্রবেশমুখে দেখা যায় ছাত্রদল ক্যাডাররা পুরো রাস্তায় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। যারা মহিউদ্দিন চৌধুরীর 'হারিকেন মার্কার ভোটার স্লিপ নিয়ে আসেন তাদের বিরুদ্ধেই তারা জাল ভোটের অভিযোগ এনে হৈচৈ শুরু করে। তারা বিশেষ করে সংখ্যালঘু ভোটারদের ক্ষেত্রে এ কাজটি বেশি করেছে। প্রবেশ করেই দেখা গেল টিংকু দাস নামের এক তরুণকে বের করে দেয়া হচ্ছে। টিংকু জানালেন, তার বাবা হারাধন দাস। তার ভোট নম্বর ১২২৯। তাকে ভোট দিতে দেয়া হয়নি। সে চলে যাচ্ছে। এমন সময় ছাত্রদল ক্যাডাররা পুলিশের সামনেই অসহায় এক তরুণীকে বের করে নিয়ে আসছিল। তারা বলছিল, সে দ্বিতীয়বার ভোট দিতে এসেছে। এমন সময় উপস্থিত জাতীয় ও স্থানীয়

সংবাদপত্রের সাংবাদিক হস্তক্ষেপ করলে দায়িত্বে নিয়োজিত পুলিশও এগিয়ে আসে। এখানে তখনও কয়েকটি বুথের সামনে ছিল ভোটারদের দীর্ঘ লাইন।

পুলিশ তরুণী মহিলাকে বুথের সামনে দাঁড় করিয়ে রাখতে গেলে মহানগর ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কামরুল ইসলাম দলবল নিয়ে ফের চড়াও হয়। গেট থেকে তারা পুলিশের ওপর আক্রমণ্মুখ হয়ে আসতে থাকে, নিয়ে যায় বুথের সামনে। এ সময় ছাত্রদল ক্যাডাররা রাজশাহী থেকে নির্বাচনী দায়িত্ব পালনে আসা ইন্সপেক্টর আতাউর রহমানের গায়েও হাত তোলে। পুলিশের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাওয়ায় তারা লাঠিচার্জ করে। এ সময় টানা হেঁচড়ায় ছাত্রদলের কামরুল ইসলামের শার্ট ছিঁড়ে যায়। সে সাংবাদিকদের সামনে এসে তা দেখিয়ে অভিযোগ করে, পুলিশ হারিকেনের প্রার্থীর পক্ষে কাজ করছে। আমার শার্ট ছিঁড়ে ফেলেছে। উত্তেজনা ছড়ায় এ সময় মুন্নী বড়ুয়াকে রাখা হয় এক নম্বর বুথে। এটি মহিলা বুথ। ভয়ার্ত মুন্নী জানান, তিনি প্রথম যখন ভোট দিতে আসেন, প্রবেশ পথেই জানতে চায় কোথায় ভোট দেবে।

ছাত্রদল ক্যাডাররা হাতের ভোটার স্লিপ দেখে বাধা দিতে থাকে। মিথ্যা অভিযোগ এনে তার প্রতি চড়াও হয়। পরক্ষণেই দায়িত্ব পালনে আসেন ম্যাজিস্ট্রেট খলিল আহমদ। তার কাছে ছাত্রদল ক্যাডাররা বুথ কক্ষের সামনে এসে পুলিশের বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় অভিযোগ আনে। তারা মুন্নী বড়ুয়াকে বের করে দেয়ার দাবি জানায়। উত্তেজিত ছাত্রদল ক্যাডারদের সামনেই ম্যাজিস্ট্রেট মুন্নীকে উপরে নিয়ে যেতে চাইলে ফের সংবাদপত্র কর্মীরা এ অবস্থায় বের না করতে বলেন। সরকারি দলের একজন প্রার্থীর কর্মীদের এমন আধিপত্য কেন? এ সময় ম্যাজিস্ট্রেট মুন্নী বড়ুয়াকে ভেতরে রেখেই ছাত্রদল ক্যাডারদের কেন্দ্রের বাইরে নিয়ে যান। সবার অনুরোধে ম্যাজিস্ট্রেট সেনাবাহিনী তলব করেন। কেন্দ্র প্রবেশপথে তখনও মারমুখী ছাত্রদল ক্যাডাররা। ভেতরে ভয় আর লজ্জায় কাঁদছে মুন্নী বড়ুয়া। তার স্বামী অজিত বড়ুয়া। পাশে এসে দাঁড়ায় ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে। সে ব্যবসা করে। তাদের আবাস হালিম মার্কেটের পাশে। দু'শিশু সন্তানের একজন অমিত বড়ুয়া মায়ের কান্না দেখে শাড়ি ধরে তাকিয়ে আছে ফ্যালফ্যাল করে। পরক্ষণেই সেনাবাহিনী এসে লাঠিচার্জ শুরু করলে কেন্দ্রের সামনের রাস্তা ফাঁকা হয়ে যায়। সরে পড়ে ছাত্রদল ক্যাডাররা। কেন্দ্রের ভেতরে তখনও সংখ্যালঘু পরিবারের গৃহবধূ মুন্নী বড়ুয়ার প্রশ্ন, তিনি নিরাপদে ঘরে ফিরতে পারবেন তো? শান্তিতে কি রাত্রিযাপন করতে পারবেন? এভাবেই শিবির ও ছাত্রদল অধ্যুষিত নির্বাচনী এলাকায় সংখ্যালঘুদের মাঝে আতংক, ভয় ছড়ানো হয়। বাধা দেয়া হয়। তবুও তারা ভোট কেন্দ্রে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসেন।

যুগান্তর, ১০ মে ২০০৫

(২৬৫৭)
গোবিন্দগঞ্জে মন্দির দখল
দখলদারদের অবিলম্বে উচ্ছেদ করুন

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার বোয়ালিয়ার কালীমন্দিরটি শত বছরের পুরনো উপাসনালয়। সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ বছরের পর বছর ধরে পূজা-অর্চনা করে আসছেন এই মন্দিরে। এটি একটি দেবোত্তর সম্পত্তি। সাদত মণ্ডল নামে ওই এলাকার এক প্রভাবশালী ব্যক্তি মন্দিরটির বেদি ভেঙে ফেলে জায়গা দখল করে নিয়েছেন।

প্রথম আলোর বিশাল বাংলা পাতায় ১১ মে প্রকাশিত খবরটি থেকে গোবিন্দগঞ্জের হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের অসহায়ত্বের চিত্র ফুটে উঠেছে। সাদত মণ্ডল গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি নির্মাণের নামে মন্দিরের আশপাশের জায়গা কিনে নিয়ে শত বছরের পুরনো প্রার্থনালয়টির বেদি ভেঙে সেটির জমি জবরদখল করে নিলে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ থানায় গিয়েছিলেন প্রতিকার চাইতে। কিন্তু থানা তাদের মামলা নেয়নি। শেষে তারা গোবিন্দগঞ্জ সহকারী জজ আদালতে মামলা করেছেন। আদালত ওই সম্পত্তির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। কিন্তু নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও প্রভাবশালী সাদত মণ্ডল মন্দিরের দখল করা জায়গার ওপর নির্মাণকাজ শুরু করেছেন।

এটা কী করে সম্ভব? সাদত মণ্ডল যত প্রভাবশালী আর ক্ষমতাধরই হোন না কেন, মন্দিরের দখল করা জায়গায় আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে কীভাবে তিনি গার্মেন্টস কারখানা নির্মাণের কাজ চালিয়ে যেতে পারেন? গোবিন্দগঞ্জের থানা-পুলিশ কী করছে? একে তো তারা নিপীড়িত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মামলা নেয়নি, উপরন্তু আদালতের নিষেদাজ্ঞা যাতে কার্যকর থাকে সেটাও দেখছে না। এ থেকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি পুলিশ প্রশাসনের বৈরী মনোভাব প্রকাশ পাচ্ছে। এটা অত্যন্ত খারাপ। সরকার সব সময় বলে আসছে, দেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন নিরাপদে, সুখে-শান্তিতে আছে, তারা অত্যাচার-নিপীড়ন-বৈষম্যের শিকার হচ্ছে না। গোবিন্দগঞ্জের বোয়ালিয়া কালীমন্দিরের এই ঘটনা কিন্তু সরকারের এসব দাবিকে নাকচ করে দিচ্ছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বাধীনভাবে ধর্ম পালনের অধিকার ও তাদের সম্পত্তির অধিকার সুরক্ষার জন্য সরকারকে পদক্ষেপ নিতে হবে। বোয়ালিয়া কালীমন্দিরের বেদি ভাঙার জন্য অবিলম্বে সাদত মণ্ডলকে গ্রেফতার করা হোক এবং মন্দিরের জমি থেকে জবরদখলকারীর স্থাপনা উচ্ছেদ করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের মনে স্বস্তি ও নিরাপত্তার বোধ ফিরিয়ে আনা হোক।

প্রথম আলো, ১৪ মে ২০০৫

(২৬৫৮)
বেড়ায় ঋষি সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন
জমি দখলের পাঁয়তারা চালাচ্ছে সন্ত্রাসীরা

বেড়া (পাবনা) প্রতিনিধি ঃ সন্ত্রাসীদের অত্যাচার-নির্যাতন, নারীর শ্লীলতাহানি এবং জীবননাশের আশঙ্কায় পালিয়ে বেড়াচ্ছেন পাবনার প্রত্যন্ত অঞ্চলের হতদরিদ্র ঋষি সম্প্রদায়ের পরিবারের লোকজন। সন্ত্রাসীরা কয়েকটি ঋষি পরিবারের জমি দখলের পাঁয়তারা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

অভিযোগ উঠেছে, উপজেলার হাটুরিয়া-নাকালিয়া ইউনিয়নের হাটুরিয়া দক্ষিণপাড়া গ্রামের হতদরিদ্র ঋষি সম্প্রদায়ের কয়েকটি পরিবারকে বসতবাড়ি থেকে উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে একই গ্রামের চিহ্নিত সন্ত্রাসী মোজাম বাহিনী দীর্ঘদিন ধরে অত্যাচার-নির্যাতন চালিয়ে আসছে। এদের নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে ইতিপূর্বে অনেক ঋষি পরিবার তাদের বসতবাড়ি সস্তায় বিক্রি করে রাতের আঁধারে অন্যত্র পালিয়ে গেছে।

সরেজমিন ঘুরে দেখা গেছে, সন্ত্রাসী মোজামের বাড়ি ঋষিপাড়া লাগোয়া। এখানকার কয়েকটি ঋষি পরিবারের ১০/১৫ শতাংশ জমি উক্ত মোজাম দখল করার জন্য তাদের অনেকদিন ধরে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে অত্যাচার-নির্যাতন চালিয়ে আসছে। সন্ত্রাসীদের অত্যাচার-নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য গ্রামের গণ্যমান্যদের কাছে একাধিকবার বিচার দিয়েও কোনো সুবিচার পাননি তারা। উপরন্তু বিচার প্রার্থী হওয়ার কারণে মোজাম বাহিনীর অত্যাচার-নির্যাতনের মাত্রা ইদানীং আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। সন্ত্রাসীরা ঋষি পরিবারের কুমারী মেয়ে ও বউদের ইজ্জত হরণসহ তাদেরকে প্রাণে মেরে ফেলারও হুমকি দিয়ে বেড়াচ্ছে। এতে করে বর্তমানে হতদরিদ্র ঋষি পরিবারের লোকজনদের অনেকেই পালিয়ে বেড়াচ্ছেন এবং অনেকে উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার মধ্যে অবরুদ্ধ অবস্থায় দিনাতিপাত করছেন।

এদিকে নিরুপায় হয়ে ঋষি পরিবারের পক্ষ থেকে গত ৩০ এপ্রিল মোজাম, মোঃ ফিরোজ, কোরবান আলীর পুত্র আব্দুর রহিম, বাবর আলীর পুত্র শাহাদৎসহ আরো কয়েকজনকে অভিযুক্ত করে বেড়া থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এ ব্যাপারে বেড়া থানার তদন্তকারী এসআই মোঃ সিদ্দিকুর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি অভিযোগকারীদের অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করে বলেন, এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ভোরের কাগজ, ১৪ মে ২০০৫

(২৬৫৯)

DËivq mš¿vmxiv msL¨vjNy cwievi‡K cÖvYbv‡ki ûgwK w`‡”Q

নিজস্ব প্রতিবেদক ঃ রাজধানীর উত্তরায় বসতবাড়ি থেকে উচ্ছেদ করতে সংখ্যালঘু এক পরিবারকে প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছে সন্ত্রাসীরা। ওই পরিবারের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা চেয়ে উত্তরা থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করা হয়েছে।

ডায়েরির বরাত দিয়ে পুলিশ জানায়, সারদা মণ্ডল পরিবার-পরিজন নিয়ে উত্তরা থানার রানাভোলায় বসবাস করেন। কিছুদিন আগে আবদুল্লাহ ফারুক নামে এক ব্যক্তি প্রতারণার মাধ্যমে ভুয়া মালিক সেজে সংখ্যালঘু ওই পরিবারটির বসতবাড়ি দখলের পাঁয়তারা শুরু করে। গত ৬ মে আবদুল্লাহ ফারুক ভাড়াটে মাস্তান নিয়ে সারদা মণ্ডলকে দু-একদিনের মধ্যে বাড়িটি ছেড়ে যাওয়ার জন্য হুমকি দেয়।

সারদা মণ্ডল অভিযোগ করেছেন, সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা বাড়িটির পাশে অবস্থান নেওয়ায় পরিবার-পরিজন নিয়ে তিনি শঙ্কিত।

প্রথম আলো, ১৪ মে ২০০৫

(২৬৬০)

বান্দরবানে সেনা গ্যারিসন বড় করা হচ্ছে উচ্ছেদ আতঙ্কে পাঁচ হাজার আদিবাসী

পার্বত্য জেলা বান্দরবানের রুমা থানার সেনানিবাসের (গ্যারিসন) সীমানা বাড়ানো প্রক্রিয়া চলছে। অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত জমিতে বাস করছে প্রায় পাঁচ হাজার মানুষ। অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু হওয়ায় এসব মানুষের ভেতরে দেখা দিয়েছে উচ্ছেদ আতঙ্ক। রুমা থেকে ফিরে রিপোর্ট করেছেন পার্থ শঙ্কর সাহা। 'রুমা ক্যান্টনমেন্ট হয়েছে স্বাধীনতার পর। আর এ পাড়ার বয়স একশ' বছরেরও বেশি। এখন ক্যান্টনমেন্টের সীমানা বাড়িয়ে আমাদের উচ্ছেদের চেষ্টা চলছে। 'এখান থেকে চলে যাওয়া মানে মরে যাওয়া বাপ-দাদার ভিটা থেকে এক পাও নড়ব না।' বান্দরবান জেলার বটতলী গ্রামের মেদু মারমা (৫৫) তার মারমা ভাষায় এ কথাগুলো বলছিলেন। বান্দরবান জেলা রুমা থানার সেনানিবাসটির (গ্যারিসন বলে পরিচিত) সীমানা বাড়ানো হচ্ছে। সেনানিবাস বাড়ানোর জন্য এ অঞ্চলের ৯ হাজার ৫৬০ একর জমি অধিগ্রহণ করা হবে। গত মার্চ মাসের শেষদিকে সেনাবাহিনী এবং জেলার রাজস্ব বিভাগের লোকজন জরিপ করে গেছেন।

যে পরিমাণ জমি অধিগ্রহণ করা হবে বলে পরিকল্পনা করা হয়েছে এর মধ্যে ১৩টি গ্রাম (পাড়া) রয়েছে। এসব পাড়ায় মো. ত্রিপুরা এবং মারমা জাতিসত্তার প্রায় ৯শ' পরিবারের বাস। মেদু মারমার গ্রাম বটতলী-এ ১৩ গ্রামের একটি। এসব গ্রামের সবার মধ্যেই মেদু মারমার

মতো উচ্ছেদ আতঙ্ক। এই ১৩টি গ্রামে বাস করছেন প্রায় ৫ হাজার মানুষ যাদের প্রায় সবাই জুমচাষী। সেনা কর্তৃপক্ষ অবশ্য বলছেন, এই সম্প্রসারণের ফলে কাউকে উচ্ছেদ করা হবে না। তবে তাদের এই প্রতিশ্রুতিতে বিন্দুমাত্র আস্থা নেই পাহাড়ি মানুষের। উল্টো তারা আশঙ্কা করছেন, সেনানিবাস সম্প্রসারণের নামে আসলে তাদের উচ্ছেদ করে বাঙালি পুনর্বাসনের প্রক্রিয়া চলছে।

রুমা উপজেলার সদর ইউনিয়নের সেংগুম মৌজায় সাংগু নদীর পাড় ঘেঁষে রুমা গ্যারিসনের অবস্থান। স্থানীয় অধিবাসীরা জানান, স্বাধীনতার পরপরই এই গ্যারিসনটি স্থাপিত হয়। বান্দরবানের জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) আনোয়ার হোসেন জানান, রুমায় ব্রিটিশ আমল থেকেই সেনা স্থাপনা ছিল। জেলার কাননগোর তৈরি ২০০৩ সালের একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ১৯৭৩ সালে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় রুমা সেনানিবাসের জন্য রুমার পলি মৌজার ১৮৬.৭১ একর ভূমি চেয়ে আবেদন করে ভূমি মন্ত্রণালয়ের কাছে। অনুমতি দেয়া হলেও মিলিটারি এস্টেট অফিসার (এমইও) ১৯৭৫ সালে এই অধিগ্রহণ কার্যক্রম স্থগিত করার অনুরোধ জানান। পরে এমইও ১৯৭৭ সালে আবার রুমা গ্যারিসনের জন্য রুমা উপজেলার ঘালেঙ্গা, পানতলা এবং সেংগুম মৌজার ৯ হাজার ৫৬০ একর জমি অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাব ১৯৮০ সালের জুলাই মাসে জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভায় অনুমোদিত হয়।

এই অনুমোদনের জন্য চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনারের কাছে নথি পাঠানো হয়। বিভাগীয় কমিশনার ১৯৮৪ সালে ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়ের সচিবের কাছে অনুমোদনের জন্য চিঠি পাঠালেও এখনও সেই অনুমোদন পাওয়া যায়নি। এরপর মিলিটারি এস্টেট অফিস থেকে একাধিকবার অধিগ্রহণের প্রস্তাব পাঠানো হয় জেলা প্রশাসক এবং নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে। রুমার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ১৯৯১ সালে তার প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি অধিগ্রহণ করা হলে ৬৫৫ পরিবারের ৪ হাজার ৩১৫ জন ক্ষতিগ্রস্ত হবেন এবং ১.৫৬৯.০৬ একর ব্যক্তিমালিকানাধীন জমি ও বন বিভাগকে দেয়া ৪ হাজার একর জমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কাননগোর রিপোর্ট থেকে আরও জানা যায়, ১৯৯৮ সালে বান্দরবানের জেলা প্রশাসন ও এমইও'র যৌথ তদন্তে ৪শ' পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে মন্তব্য করা হয়।

স্বাধীনতার পরপরই রুমা সেনানিবাস সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়া হয়; কিন্তু শুরু থেকেই এ ব্যাপারে স্থানীয় অধিবাসীদের প্রবল আপত্তি ছিল। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাবেক মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমাও প্রস্তাবিত জমি অধিগ্রহণ না করার অনুরোধ করেছিলেন বলে ২০০৩ সালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পরিচালনক শাহ আলম কোরেশী সইকৃত একটি চিঠি থেকে জানা যায়; কিন্তু এত সব আপত্তির পরও ২২ মার্চ থেকে সেনাবাহিনী ও জেলার রাজস্ব বিভাগের যৌথ জরিপ শুরু হয়। প্রস্তাবিত এলাকা ঘুরে বৈদ্যুতিক খুঁটি এবং গাছের গায়ে সীমানা নির্ধারণ করার লাল কালির চিহ্ন রয়েছে।

বান্দরবানের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) আনোয়ার হোসেন জানান, যৌথ জরিপের পর প্রতিবেদন তৈরি করে তারা প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সেনানিবাস সম্প্রসারণ করে ফায়ারিং রেঞ্জ বা অন্য কোন স্থাপনা তৈরি হবে কিনা এ ব্যাপারে তিনি কিছু জানেন না বলে জানান। প্রস্তাবিত জায়গায় মোট ২৮৯টি পরিবার বাস করছে বলে তিনি জানান। তবে সেনানিবাস সম্প্রসারণ হলে এসব পরিবার উচ্ছেদ হবে না বলে তার অভিমত।

সেগুম মৌজার হেডম্যান ও রুমা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান উহা চিং মারমা বলেন, জরিপের কাজ শুরু হওয়ার পরপরই আমরা এর প্রতিবাদ জানিয়ে রুমা বাজারে সমাবেশ করেছি, স্বাক্ষর সংগ্রহ করেছি। প্রধানমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপিও দিয়েছি পার্বত্য

চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী মনিস্বপন দেওয়ানের মাধ্যমে। আমরা জেনেছি যে এই জমি অধিগ্রহণ করা হচ্ছে একটি প্রশিক্ষণ এবং ফায়ারিং সেন্টার করার জন্য অথচ ১৯৮৯ সালেই বান্দরবানের সয়ালকে ১১ হাজার ৪৪৪ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে ফায়ারিং সেন্টারের জন্য। সেখানেই সেনাবাহিনীর সব প্রশিক্ষণ চলতে পারে। এরপরও নতুন করে জায়গা অধিগ্রহণ করে পাহাড়িদের উচ্ছেদের পরিকল্পনা চলছে। আমরা আমাদের জায়গা থেকে একপাও নড়ব না- জানালেন উহা চিং মারমা।

বান্দরবান সেনানিবাসের এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে এই প্রতিবেদককে বলেন, আসরে গ্যারিসনের সীমানা বাড়িয়ে কী করা হবে সে ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত নই। এটা ওপরের ব্যাপার। আমরা শুধু নির্দেশ পালন করছি। তবে ফায়ারিং রেঞ্জ হলেও কেউ উচ্ছেদ হবে না।

সেনাবাহিনী বা সরকারি মহলের এসব আশ্বাসে একদমই আস্থা নেই স্থানীয়দের। সোমবার রুমায় সপ্তাহের বড় বাজারটি বসে। এই বাজারের ভেতর দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল রুমার গ্যালেঙ্গা ইউনিয়নের অধিবাসী মং সা চিংয়ের সঙ্গে। ক্যান্টনমেন্ট বড় করা হলে মানুষ শুধু উচ্ছেদই হবে না, তাদের বেঁচে থাকার প্রধান অবলম্বন জুমে জমিও হারাবে- বললেন চিং। রুমা সদর ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের জনপ্রতিনিধি আ গ্য মং মারমা বলেন, সেনাবাহিনীর কথায় আমাদের কোন বিশ্বাস নেই। সেনা ক্যাম্পের আশপাশে জুম করা যায় না। জমি দখল করার আগে উচ্ছেদ না করার প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে বটে, তবে দখল হলেই ধীরে ধীরে উচ্ছেদ প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে। সদরের বটতলী পাড়ার বাসিন্দা প্রায়াই চিং কারবারী বলেন, আর্মির লোকেরা জরিপের সময় এসে আমাদের বলল যে আমরা এত জায়গা অধিগ্রহণ করলেও সব জায়গা দখল করব না। প্রশ্ন হলো, যদি সব জায়গা তারা দখল না-ই করে তবে এত জায়গা অধিগ্রহণের প্রয়োজনটা কি?

সেনাবাহিনী এবং সরকারের লোকজনের ক্ষতিপূরণ প্রদানের প্রতিশ্রুতি প্রসঙ্গে গ্যালেঙ্গার মেন ডি মুরংয়ের মন্তব্য, ক্ষতিপূরণের অর্থ দিলেও কখনও ক্ষতিপূরণ হতে দেখিনি। আমাদের অভিজ্ঞতা খুবই খারাপ আর আমরা ক্ষতিপূরণ নেব না। তিনি জানান, সেনাবাহিনী এর আগে সুয়ালকে প্রায় সাড়ে ১১ হাজার একর জমি অধিগ্রহণ করার পর ক্ষতিগ্রস্তদের কেউই পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ পায়নি।

সুয়ালক ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বাংলাই মুরুং বলেন, সুয়ালকের জমি দখলের সময় প্রায় ৪শ পরিবার উচ্ছেদ হয়। এদের মধ্যে তিন থেকে আট হাজার টাকা পর্যন্ত দেয়া হয়েছিল। এ টাকা নতুন ঘর করতেই শেষ হয়ে যায়; কিন্তু নতুন ঘর হলেও জুমের জমি কেউ পায়নি। এখানে কে কোথায় আছে তার কোন হদিস নেই।

রুমা সদর ইউনিয়নের পাইলট পাড়ার অধিবাসী বান্দরবান জেলা জনসংহতি সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক অং থোয়াই চিং মারমা বলেন, রুমা সদর মৌজার হাতিমাথা পাড়ায় আমাদের বাড়ি ছিল উপজেলা অফিস নির্মাণের জন্য ১৯৮৪ সালে ২০টি আদিবাসী পরিবার সেখান থেকে উচ্ছেদ করা হয়। পাড়াটা ছিল সমতলে এখন এই পাড়ার উপজেলা পরিষদ ভবনের পাশে বেশক'টি বাঙালি পরিবার মাসিক ২০-২৫ টাকা ভাড়া দিয়ে ঘর তৈরি করে বাস করছে। ধীরে ধীরে জায়গাটি তাদের নিজেদের হয়ে যাবে।

সেনাক্যাম্প বাড়ছে : বাংলাদেশ সরকার এবং জনসংহতি সমিতির মধ্যে ১৯৯৭ সালে সইকৃত শান্তি চুক্তিতে পর্যায়ক্রমে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে অস্থায়ী সেনা ক্যাম্পগুলো প্রত্যাহার করে নেয়ার কথা বলা হয়েছিল। জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, চুক্তির পর মাত্র ৩০টি সেনা ক্যাম্প উঠিয়ে নেয়া হয়েছে; কিন্তু এ সময়ই বিভিন্ন জায়গায় আবার নতুন ক্যাম্পও করা হয়েছে। শান্তিচুক্তির পর রুমা থেকে একটি সেনা ক্যাম্পও প্রত্যাহার করা হয়নি। বরং রুমা বাজারের পাশ ঘেঁষে নতুন একটি ক্যাম্প তৈরি করা হয়েছে বলে জানালেন জনসংহতি সমিতির স্থানীয় নেতা অং থোয়াই চিং।

বান্দরবানের সংসদ সদস্য বীর বাহাদুর এই প্রতিবেদককে রুমা গ্যারিসন সীমানা বাড়ানোর উদ্যোগ সম্পর্কে বলেন, এই প্রক্রিয়া দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। তবে নতুন করে জরিপের পর অবস্থা সম্পর্কে আমি নিশ্চিত কিছু জানি না। পাহাড়িদের উচ্ছেদ কোনভাবেই মেনে নেয়া হবে না। (সেড রিপোর্ট)।

সংবাদ, ১৪ মে ২০০৫

(২৬৬১)
চাটমোহরের পাঁচ গ্রামের আদিবাসীদের আল্টিমেটাম

সংবাদদাতা, পাবনা ঃ চাটমোহর উপজেলার হান্ডিয়াল ইউনিয়নের ৫ গ্রামের মুণ্ডারী সম্প্রদায়ের আদিবাসীরা জমিদখল, কালিমূর্তি ভাঙচুরসহ নির্যাতন-নিপীড়নের প্রতিবাদে ১০ দিনের আল্টিমেটাম ঘোষণা করেছে। প্রশাসন আগামী ২১ মের মধ্যে আদিবাসীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতসহ ভূমিগ্রাসী সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে আদিবাসী সমাজ কঠোর আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণায় বাধ্য হবে। বৃহস্পতিবার দুপুরে পাবনা প্রেসক্লাব মিলনায়তনে প্রত্যন্ত চলনবিলের আদিবাসী গ্রাম থেকে আসা নারী-পুরুষ এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ ঘোষণা দেয়।

বাঘালবাড়ী আদিবাসী বহুমুখী সমবায় সমিতির সভাপতি শ্রীবাস মাহাতোর সভাপতিত্বে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন জাতীয় আদিবাসী পরিষদ পাবনা জেলা সভাপতি ডিমনিক বিশ্বাস, খানমরিচ আদিবাসী সমবায় সমিতির সাধারণ সম্পাদক জ্ঞানেন্দ্র মুরারী, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের জেলা সহসভাপতি ফিলিপ সমাদ্দার খোকন, ঐক্যপরিষদের পাবনা জেলার সাধারণ সম্পাদক প্রবীর কুমার সাহা, গৌরাঙ্গ ঘোষ, বিজয় ভূষণ রায় প্রমুখ।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৪ মে ২০০৫

(২৬৬২)
সীতাকুণ্ডে সংখ্যালঘু পরিবারের জমি জবর দখলের অভিযোগ পুলিশ ব্যবস্থা নিচ্ছে না

খায়রুল ইসলাম, সীতাকুণ্ড থেকে ঃ সীতাকুণ্ডে সম্প্রতি এক হিন্দু পরিবারের ওপর হামলা, হুমকি ও প্রতিপক্ষ কর্তৃক জমি দখলের অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত ২৮ এপ্রিল সীতাকুণ্ড প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এ অভিযোগ করেছেন হামলা ও নির্যাতনের শিকার বাড়বকুণ্ড ইউনিয়নের নতুনপাড়া গ্রামের মৃত হরেন্দ্র লাল চৌধুরীর স্ত্রী ফুল্ল রানী চৌধুরী। এ সময় ফুল্ল রানী চৌধুরীর পুত্র অমল চন্দ্র চৌধুরী, পুত্রবধূ মনুপ্রভা রায় চৌধুরী, নাতনি মিলি চৌধুরী ও লিলি চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে ফুল্ল রানী চৌধুরী সাংবাদিকদের লিখিত বক্তব্যে বলেন, প্রতিবেশী কালিতারা বর্ধন, মায়া রানী ও লিটন চৌধুরী এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসী আলী আহাম্মদ, আলাউদ্দিন, মাহবুবুল আলমসহ আরো কয়েকজনকে নিয়ে তার সম্পত্তি দখল করেছে।

তাকে তার বাসগৃহ থেকে উচ্ছেদ, পরিবারের সদস্যদের হত্যা, বাসগৃহে অগ্নিসংযোগ, দোকান ঘরে অগ্নিসংযোগ ও মিথ্যা মামলার হুমকি দিয়ে আসছে। এ ব্যাপারে বিভিন্ন সময় থানায় সাধারণ ডায়রি ও মামলা করলেও থানা কর্তৃপক্ষ অজ্ঞাত কারণে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি।

তিনি বলেন গত ১৯ মার্চ রাত আনুমানিক ২/৩ টার সময় তার জায়গার ওপর কালিতারা বর্ধন সন্ত্রাসীদের সহযোগিতায় ঘর বাঁধতে গেলে তিনি থানাকে জানান। থানা কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষণিকভাবে ১৪৪ ধারায় সন্ত্রাসী দখলদারদের নোটিশ দিলেও পরবর্তী সময়ে রহস্যজনক কারণে তারা আর কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। এতে করে দখলদাররা সন্ত্রাসীদের নিয়ে তার ৭ শতাংশ (আরএস খতিয়ান নং ৫৬৯, দাগ নম্বর ৫১১৫৫, বিএস খতিয়ান নং ৪৪৪, দাগ নম্বর ১৯৫৪) জমিতে রাতারাতি ঘর নির্মাণ করে জায়গা দখল করে রেখেছে। পরে বাধ্য হয়ে তিনি চট্টগ্রাম ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ফৌজদারি মামলা দায়ের করেন। বর্তমানে মামলাটি সীতাকুণ্ড থানায় তদন্তাধীন আছে।

এদিকে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ফুল্ল রানী পুত্রবধূ মনুপ্রভা রায় চৌধুরী জানান, সন্ত্রাসীরা তাদের সবসময় মেরে ফেলার ভয় দেখায় এবং এসিড মেরে ঝলসে দেয়ার হুমকি দেয়।

এছাড়া বিভিন্ন মিথ্যা ডাকাতি মামলায় জড়িয়ে ফুল্ল রানী চৌধুরী ও তার পরিবারের সদস্যদের হয়রানি করা হচ্ছে। ফুল্ল রানীর নাতি বিষ্ণুপদ চৌধুরী মিথ্যা মামলা ও হুমকির কারণে ২০০৪ সালের এইচএসসি পরীক্ষা দিতে পারেনি। মিথ্যা মামলার জের ধরে ইতোমধ্যে সীতাকুণ্ড স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য সহকারীর চাকরি থেকে ফুল্ল রানী চৌধুরীর পুত্র অমল চন্দ্র চৌধুরীকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ব্যক্তিটির বেতন ভাতা বন্ধ থাকায় বর্তমানে পরিবারটি মানবেতর জীবনযাপন করছে বলে কান্নাজড়িত কণ্ঠে জানান বৃদ্ধা ফুল্ল রানী চৌধুরী।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সীতাকুণ্ড প্রেসক্লাব সভাপতি এম হেদায়েত, সাংবাদিক মাস্টার জাহাঙ্গীর আলম, খাইরুল ইসলাম, জামসেদ উদ্দিন, এমরানুল ইসলাম মুকুল, মঈন ফারুক, মুহাঃ নাজিম উদ্দিন, নির্দেশ বড়ুয়া সাগর, মহিউদ্দিন, সুমিত্র চক্রবর্তী, মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম, ফাহাদ বিন আলম বাপ্পি, নাজমা আক্তার, সুলতানা রাজিয়া প্রমুখ।

সংবাদ, ১৭ মে ২০০৫

(২৬৬৩)
সাতক্ষীরায় সংখ্যালঘুর জমি দখল চেষ্টা প্রতিবাদে থানা ঘেরাও

স্টাফ রিপোর্টার, সাতক্ষীরা ঃ জেলার তালা উপজেলার নলতা গ্রামের সংখ্যালঘু মধুসূদন বসুর সম্পত্তি দখলের চেষ্টা ও চাঁদা দাবি করার ঘটনা নিয়ে বিক্ষুব্ধ জনতা তালা থানা সোমবার রাত ৮টা থেকে ১০টা পর্যন্ত ঘেরাও করে রাখে। ছাত্রদলের ক্যাডারদের পক্ষ অবলম্বন করায় এলাকাবাসী পুলিশের ভূমিকা নিয়ে তদন্তের জন্য উর্ধতন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করে। থানা ঘেরাওয়ের সময় বিক্ষুব্ধ জনতা থানা বিএনপির সেক্রেটারিকে লাঞ্ছিত করে। এই ঘটনার প্রতিবাদে মঙ্গলবার বিকালে তালায় সর্বদলীয় প্রতিবাদ সভা ডাকা হয়েছে। সম্পত্তি দখলের চেষ্টা ও চাঁদা দাবির ঘটনায় এলাকার ছাত্রদল ক্যাডাররা জড়িত বলে এলাকাবাসী অভিযোগ করেছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৭ মে ২০০৫

(২৬৬৪)
আদিবাসী সাবিনা বাসকী ধর্ষণ ও হত্যা

রংপুরের বদরগঞ্জ উপজেলা থেকে ৭/৮ মাইল দক্ষিণে লোহানী পাড়া ইউনিয়নের বনজ পরিবেশে আদিবাসী ওরাও এবং সাঁওতালদের বসবাস। প্রায় ১৫০ বছর ধরে তারা সেখানে বসবাস করছে। কথিত আছে ভারতের-ডুমকা জেলায় সাঁওতাল বিদ্রোহর পর থেকে ওরা এখানে বসবাস শুরু করে। বর্তমানে এই আদিবাসীদের সংখ্যা প্রায় ৫ হাজার। তবে এদের অনেকেই এখন খ্রিস্টান ধর্মে ধমান্তরিত। গির্জায় প্রার্থনা বড় দিন পালন এবং নিজ গোত্রের কারাম ফাগ্গু, বাহাসহ বিবিধ উৎসবের মধ্য দিয়ে মিশ্র সংস্কৃতির মাঝে তাদের জীবনযাপন।

পরিশ্রমী এ জনগোষ্ঠীর জীবনযাপন সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে গিয়ে জানা গেল, উনবিংশ শতাব্দির শুরু থেকে স্থানীয় আদিবাসীরা তাদের ওপর বিভিন্নভাবে অন্যায়-অত্যাচার করে আসছে। ১৯১৩ সালে জোতদার আছিমুল্যা মণ্ডলের অন্যায়-অত্যাচার, নির্যাতন এবং মিথ্যা মামলার কবল থেকে বাঁচার জন্য তারা মি. উলট নামে রংপুর মিশনের এক খ্রিস্টান ধর্ম যাজকের শরণাপন্ন হয়েছিল। নিরাপত্তার কারণে সেই থেকে তাদের ধর্মান্তরিত হওয়া শুরু হয়। মিস্টার উলটের সহযোগিতায় সে যাত্রায় আদিবাসীরা রক্ষা পেলেও স্বাধীনতার-পরবর্তী থেকে আবার নতুন করে তাদের ওপর শুরু হয় অন্যায়, অত্যাচার এবং নির্যাতন। বর্তমানে অন্যায়-অত্যাচারের এ মাত্রা ধর্ষণ এবং হত্যাকাণ্ডের পরিণতি লাভ করছে।

ধর্মান্তরিত আদিবাসীদের প্রশ্ন প্রথমবারে না হয় খ্রিস্টান ধর্মের শরণাপন্ন হয়ে রেহাই পেয়েছি কিন্তু নতুন করে যখন আবার নির্যাতনের শিকার হচ্ছি তখন কার কাছে যাবো? অথবা আবার কোন ধর্মে ধমান্তরিত হবো?

এ আদিবাসী পল্লীতে মূলত জাতীয় পার্টি ও আওয়ামী লীগের তৎপরতা ও প্রভাব রয়েছে। কিন্তু আদিবাসী তরুণী সাবিনা বাসকি (২২) গণধর্ষণ ও হত্যার ঘটনায় জাপা সাংসদ মোহাম্মদ আলী সরকার এবং আওয়ামী লীগের সাবেক যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী আনিছুল হক চৌধুরীসহ কেউ মুখ খোলেননি। সামাজিক আন্দোলনকারীরাও এ রকম নৃশংস ঘটনার নিন্দা জ্ঞাপন, বক্তৃতা-বিবৃতি, অপরাধীদের গ্রেফতার বা বিচার দাবি করেননি। প্রচলিত প্রবাদ অনুযায়ী মৌনতা যদি সম্মতির লক্ষণ হয়ে থাকে, তাহলে ধরে নেয়া যায় যে, সাবিনা বাসকি গণধর্ষণ ও হত্যার ঘটনায় প্রকৃত অপরাধীদের আড়াল করার জন্য লোকাল রাজনীতি বা প্রভাবশালীদের হস্তক্ষেপ রয়েছে। বিশেষ করে সামাজিক আন্দোলন পরিষদের নীরবতা এবং দুই-একজন সাংবাদিক নামধারী মানুষের অশুভ তৎপরতা প্রমাণ করে সাবিনা বাসকি গণধর্ষণ ও হত্যার ঘটনা ভিন্নখাতে প্রবাহের চেষ্টা চলছে। নেতাদের নিষ্ক্রিয়তা এবং প্রভাবশালীদের পক্ষ গ্রহণের কারণে পুলিশের ভূমিকা নিয়েও শুরু হয়েছে নানা জল্পনা-কল্পনা।

ঘটনার সরেজমিন পরিদর্শনের সময় জানা যায়, সাবিনা বাসকি গণধর্ষণ ও হত্যার পরপরই নিহতের পরিবারকে হুমকি দেয়া হয়। পুলিশকে কোনকিছু না বলার জন্য সতর্ক করে দেয়া হয়। ফলে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে নিহতের পরিবার। শেষপর্যন্ত নিহতের স্বামী দীলিপ হেমরম থানায় মামলা করতে যায়নি। ধর্ষণ ও হত্যার ২ দিন পর নগ্ন এবং সামান্য বিকৃত লাশ ঘৃলাই নদীর জলে খুঁজে পাওয়ার পর, দায় এড়ানোর জন্য শিমুল ঝুড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আদিবাসী জয়রাম মাস্টার বদরগঞ্জ থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। মামলায় ধর্ষণের কথা উল্লেখ করা হয়নি। প্রাথমিকভাবে অভিযোগ উত্থাপন করা হয়নি কারও বিরুদ্ধে। পুলিশ ঘটনাস্থল সরেজমিন পরিদর্শন করে সুরতহাল রিপোর্ট লিখে লাশ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে মোটামুটিভাবে নিশ্চিত হয়ে ছিলেন ঘটনা সম্পর্কে। কারণ তদবিরটা শুরু

হয়েছিল তখন থেকেই। জাতীয় দৈনিকের কতিপয় স্থানীয় সাংবাদিক যখন তথ্যের জন্য থানায় গিয়েছিল। তখন থানার বড় বাবু বলেছিলেন, মামলায় কোন ব্যক্তিকে আসামি করা হয়নি। ঘটনার তদন্ত চলছে। সবকথা বলা যাবে না। আপনারা আমাকে হেল্প করুন। প্রাথমিক সন্দেহভাজনকে থানায় আসতে বলেছি। হতবাক হয়েছিলাম পুলিশ কর্মকর্তার এরূপ বক্তব্য শুনে। পরে পত্রিকায় যখন সংবাদ ছাপা হয় তখন পুলিশ কর্মকর্তা সব দোষ সাংবাদিকদের দিয়ে বলেন 'অপরাধী কোথায় খুঁজে পাই। পত্রিকায় সংবাদ ছাপা হওয়ার পর তারা সবাই গা ঢাকা দিয়েছে।'

ইদানিং গুজব রটেছে মামলার দফা-রফা'র জন্য লাখ টাকার ঘুষ বাণিজ্য হয়েছে। পুলিশ অবশ্য অস্বীকার করেছে ঘুষ বাণিজ্যের কথা। ১৬ এপ্রিল গভীর রাতে সাবিনা বাসকি গণধর্ষণ এবং হত্যার পর থেকে আদিবাসীদের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত সোচ্চার কোন প্রতিবাদ হয়নি। অথচ তারা সংঘবদ্ধ। গোষ্ঠী স্বার্থে এক এবং অভিন্ন। শুধু ঘটনাকে কেন্দ্র করে জয়রাম মাস্টার ও শিমুল ঝুড়ি গ্রাম প্রধান (মানঝি হারাম) ভগত মাড্ডির নেতৃত্বে তারা গোপনে বৈঠক করেছে। বৈঠকের বিষয় ছিল সাবিনা বাসকি গণধর্ষণ, হত্যা এবং আদিবাসীদের নিরাপত্তা। এ প্রসঙ্গে জয়রাম মাস্টার বলেন, আদিবাসীদের ওপর অন্যায়-অত্যাচারের ঘটনা নতুন কিছু নয়। যুগের পর যুগ ধরে এখানকার স্থানীয় কতিপয় আধিবাসী আদিবাসীদের ওপর শোষণ, নির্যাতন অন্যায়, অত্যাচার করে আসছে। সাবিনা বাসকি গণধর্ষণ ও হত্যার মতো নির্মম ঘটনা কখনও ঘটেনি।

ইতোপূর্বে অনেকে দেশ ছেড়ে চলে গেছে। আমরা মুখ খুলতে পারছি না। আদিবাসীদের জানমালের নিরাপত্তা যেখানে অনিশ্চিত সেখানে সুষ্ঠু বিচারের জন্য প্রতিবাদ করার সাহস কার আছে? ঘটনাস্থল সরেজমিন পরিদর্শনের সময় দেখেছি সমবেত আদিবাসীরা সহজে কেউ নিজের পরিচয় দিচ্ছে না। কোন কথা বলতে চাচ্ছে না। শুধু মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে। সবার চোখে ভয়ের বিষণ্ন ছাপ। বৃক্ষের মতো দাঁড়িয়ে আছে মানুষগুলো। অবশেষে ভয় এবং বিষণ্নতা কাটিয়ে নিহত সাবিনা বাসকির শ্বশুর শিমন হেমরম অনেক কথা বলেছেন। ফিলিপ, শ্রীমান মাড্ডি, দীলিপ হেমরম, ছেনা মুরমু জানিয়েছেন আরেক কথা। ঘটনাস্থল থেকে ফিরে এসে আমাদের এক সহকর্মী খবরটি মিডিয়া কভারেজের জন্য চ্যানেল আই রংপুর প্রতিনিধির সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। যানবাহন এবং অর্থের অভাবে তিনি আসেননি। খবরটি মিডিয়া কভারেজের জন্য চ্যানেল আই রংপুর প্রতিনিধির সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। যানবাহন এবং অর্থের অভাবে তিনি আসেননি। খবরটি জাতীয় দৈনিকের পাতায় গুরুত্বের সঙ্গে ছাপা হয়নি।

গৃহবধূ সাবিনা বাসকি গণধর্ষণ ও হত্যার ঘটনাটি সমাজের সব বিবেকবান মানুষকে নাড়া দিতে পারেনি। নাড়া দিতে পারেনি তথাকথিত সমাজসেবক ও সুযোগ সন্ধানী স্বার্থপর প্রভাবশালীদের। রাজনৈতিক বলয়ের প্রভাব মুক্ত হয়ে যদি নিজ বোধকে জাগ্রত না করি তাহলে একেরপর এক এরূপ ঘটনা ঘটতেই থাকবে। প্রভাবশালী চক্রের ছত্রছায়ায় লালিত গুটিকয়েক সন্ত্রাসীর দৌরাত্ম্যে মাথা হেট হয়ে যাবে সভ্য মানুষের। কোন এক সময় নিজের স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে রহস্যজনক নিষ্ক্রিয় ভূমিকা। মানুষের মনে যে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে তা দূর করে পুলিশকে নারী সংগঠনগুলোকে সাবিনা বাসকি গণধর্ষণ ও হত্যা ঘটনায় সোচ্চার হতে হবে। সংগঠিত হতে হবে লোহানী পাড়ার আদিবাসীদের। এগিয়ে আসতে হবে সব মিডিয়াকে। তবেই হয়তো ন্যায়বিচার পাওয়া সম্ভব।

সংবাদ, ২০ মে ২০০৫

(২৬৬৫)
শরীয়তপুরে সংখ্যালঘু ব্যবসায়ীকে বোমা মেরে হত্যা

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ঃ শরীয়তপুরে বুধবার গভীর রাতে ব্যবসায়ী নিখিল চন্দ্র ঘোষকে (৪৫) সন্ত্রাসীরা বোমা মেরে হত্যা করেছে। তার কর্মচারী বিকাশ চন্দ্র পাটনি (১২) এ বোমা হামলায় আহত হয়েছে। এ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার শরীয়তপুর শহর ও আঙ্গারিয়া বন্দরে সকল দোকানপাট বন্ধ ছিল। স্থানীয় বণিক সমিতি তিন দিনের শোক কর্মসূচি ঘোষণা করেছে।

শরীয়তপুর : জেলার আঙ্গারিয়া বন্দরের বিশিষ্ট মিষ্টি ব্যবসায়ী নিখিল চন্দ্র ঘোষ প্রতিদিনের ন্যায় কাজ সেরে বুধবার রাত ১১টার দিকে বাড়ি ফেরার সময় বাজার থেকে এক কিঃ মিঃ দূরে এবং নিজ বাড়ি থেকে মাত্র ৮০ গজ দূরে শাজাহান ফরাজির বাড়ির কাছে ওঁৎ পেতে থাকা সন্ত্রাসীরা তাকে লক্ষ্য করে পর পর দুটি বোমা ছোঁড়ে। বোমা দুটি নিখিল ঘোষের মাথায় আঘাত করলে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান। বোমার আঘাতে তার মাথার অর্ধেকটা ছিন্ন-ছিন্ন হয়ে রাস্তার পাশের টিনের বেড়ায় লেপটে যায়। এ সময় নিখিল চন্দ্রের সঙ্গে থাকা দোকান কর্মচারী বিকাশ চন্দ্র পাটনি রক্তাক্ত অবস্থায় দৌড়ে বাড়িতে গিয়ে ঘটনার কথা বলে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। বাড়ির ও আশপাশের লোকজন বেরিয়ে এসে নিখিল চন্দ্রকে মৃত অবস্থায় ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে। আহত বিকাশ চন্দ্র পাটনিকে বরিশাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে। নিখিল হত্যার খবর ছড়িয়ে পড়লে শরীয়তপুরের ব্যবসায়ীদের মধ্যে আতঙ্ক ও শোকের ছায়া নেমে আসে। শরীয়তপুর সম্মিলিত বণিক সমিতি তিনদিনের শোক কর্মসূচি ঘোষণা করেছে।

বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত শরীয়তপুর শহর ও আঙ্গারিয়া বন্দরের সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল। শুক্রবার বিকাল ৫টায় পৌর মার্কেট চত্বরে প্রতিবাদ সভা এবং শনিবার জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি পেশ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। নিখিল ঘোষের ভাই বাদল ঘোষ বলেন, গত দু'বছরে চার দফা চিঠি দিয়ে অজ্ঞাত পরিচয় সন্ত্রাসীরা ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। চিঠিতে একবার স্বর্ণঘোষ, একবার আঙ্গারিয়া গোডাউনের পাশে, একবার গয়াতলা রাস্তায় বোরকা পরে ৫০ হাজার টাকা দিয়ে আসার জন্য লেখে। এই হত্যাকাণ্ড তারই ধারাবাহিকতা কিনা বলতে পারছি না।

দৈনিক *জনকণ্ঠ, ২০ মে ২০০৫*

(২৬৬৬)
নানিয়ারচরে মারমাদের আনারস লুট কাটতে বাধা, উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাঙামাটি ঃ রাঙামাটির নানিয়ারচর উপজেলার বুড়িঘাট ইউনিয়নের নিচের পুলিপাড়া গ্রামে বাঙালিরা মারমা আদিবাসীদেরকে তাদের বাগানের আনারস কাটতে দিচ্ছে না। গত শুক্রবার অমুই অং মারমা নামের একজনের কাটা প্রায় ৫ হাজার আনারস বাঙালিরা জোর করে ছিনিয়ে নিয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ঘটনার পর থেকে সেখানে পাহাড়ি ও বাঙালিদের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছে।

৭৩ নম্বর নানা কুরুম মৌজর হেডম্যান ক্যজাই প্রু রোয়াজা ও বুড়িঘাট ইউনিয়নের সাবেক সদস্য মংপ্রুচাই মারমাসহ পুলিপাড়া গ্রামের লোকজন গতকাল শনিবার রাঙামাটি প্রেসক্লাবে এসে সাংবাদিকদের জানান, পুলিপাড়া গ্রামের পার্শ্ববর্তী বাঙালিরা মৃত পউ মারমার ছেলে অমুই অং মারমা, চাই অং মারমা এবং গৃবিধন মারমার ছেলে উষাজাই মারমা, নিলাচাই

মারমার ছেলে মংজাই মারমাসহ আরো কয়েকজনের বাগানের জমি তাদের বলে দাবি করেন এবং বাগান থেকে মারমাদের আনারস কাটতে নিষেধ করেন।

কিন্তু গত শুক্রবার সকাল থেকে অমুই অং মারমা নিজের বাগান থেকে পাকা আনারস কাটতে শুরু করেন। খবর পেয়ে ওই দিন বিকেলে এলাকার ডেঞ্জার আলীর ছেলে ইসরাইল স্থানীয় গ্রাম প্রতিরক্ষা দলের (ভিসিপি) পিসি সিদ্দিকুর রহমান, সাবেক ইউপি সদস্য বজলু রহমানসহ প্রায় ৩০ থেকে ৪০ জন বাঙালি দা, বল্লম, কিরিচসহ অমুই অংয়ের বাগানে এসে কাটা আনারসগুলো জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

বাঙালিদের মারমুখী অবস্থা দেখে পুলিপাড়া গ্রামের পাহাড়িদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। বাঙালিদের ভয়ে অনেক পাহাড়ি গ্রাম ছেড়ে পার্শ্ববর্তী খাগড়াছড়ি জেলার মহালছড়ি ও রাঙামাটি সদরে পালিয়ে গেছেন বলে হেডম্যান ক্যজাই প্রু রোয়াজা জানান। পাহাড়িরা গতকাল এসে রাঙামাটি জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ এবং সাংবাদিকদের কাছে তাদের অভিযোগের কথা জানান।

তারা জানান, বাঙালিরা ওই এলাকায় আসার আগে থেকে এসব বাগানে চাষ করছেন। বাগানগুলো তাদের বন্দোবস্ত পাওয়া বলে দাবি করে পাহাড়িরা বলেন, বাঙালিরা আসার পর থেকে আমরা তাদের সঙ্গে সম্প্রীতি বজায় রেখে বসবাস করছি। এখন আমাদের বাগানের প্রতি তাদের লোভ জন্মেছে।

প্রথম আলো, ২২ মে ২০০৫

(২৬৬৭)
পাঁচকাহনিয়া গুচ্ছগ্রামের আদিবাসীদের দুর্দিন

প্রতিনিধি, দুর্গাপুর (নেত্রকোনা) ঃ দুর্গাপুর উত্তর সীমান্তে পাঁচকাহনিয়া গুচ্ছগ্রামে প্রায় ৩ হাজার আদিবাসী এখনও কাজের অভাবে অনাহারে-অর্ধাহারে মানবেতর জীবনযাপন করছে।

দুর্গাপুর উপজেলার প্রায় ৫ কিলোমিটার উত্তরে উঁচু পাহাড় সমতল করে প্রায় ৮০ একর জায়গায় ১৯৮৪ সালে পাঁচকাহনিয়া আদিবাসী গুচ্ছগ্রাম প্রতিষ্ঠা করা হয়। বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা গরিব অসহায় ও ছিন্নমূল ৩০০ আদিবাসী পরিবারকে আশ্রয়ণ প্রকল্পে স্থান দেয়। ২০ বছরে গ্রামের লোকসংখ্যা প্রায় ৩ হাজারে দাঁড়িয়েছে।

পাঁচকাহনিয়া আদিবাসী গুচ্ছগ্রামে আজ পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। নেই কোন সুচিকিৎসার ব্যবস্থা। ছোট ছেলেমেয়েরা আজও পায়নি কোন শিক্ষার আলো শিক্ষিতের হার পায় শূন্যের কোঠায়। এখানকার ছেলেমেয়েরা বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ে পাথর কুড়ানো, জ্বালানির জন্য পাহাড়ে গিয়ে লাকড়ি সংগ্রহ এবং রিকশা-ভ্যান চালানোর কাজে জড়িয়ে পড়ে। পুরো গ্রামটিতে রয়েছে মাত্র ৩টি নলকূপ। এর মধ্যে ২টি নলকূপই নষ্ট।

আদিবাসী গুচ্ছগ্রামটির সব কটি ঘর মাটির দেয়ালের ওপর টিনের চৌচালা ও দু'চালা। বর্ষায় দেয়ালগুলো ভিজে একটু বাতাস এলেই মাটিতে পড়ে যায়। এই গ্রামের বর্ষীয়ান নেতা প্রাণেশ রংদী এবং প্রাণ কুমার হাজং ও হাজং নেতা সুধীন্দ্র হাজং জানান, ফাল্গুন থেকে শ্রাবণ মাস পর্যন্ত খুবই দুর্দশা ও দুশ্চিন্তার মধ্যে থাকতে হয় গ্রামবাসীদের। তারা দুঃখের সঙ্গে আরও জানান, আদিবাসী এ গুচ্ছগ্রামটি নির্মাণের সময় সরকারি লোকজন বলেছিলেন আদিবাসীদের ব্যাংক ঋণ দেয়া হবে এবং বিভিন্ন প্রকার প্রকল্প করে স্বনির্ভর করা হবে। কিন্তু বাস্তবে এখন তারা মানবেতর জীবনযাপন করছে।

সংবাদ, ২২ মে ২০০৫

(২৬৬৮)
কথিত কবলার জোরে দখল হয়ে গেছে বসতবাড়ি, মন্দির ও শ্মশান পটুয়াখালীর দশমিনায় সংখ্যালঘুরা চরম হুমকির মুখে দিন কাটাচ্ছেন

কাগজ প্রতিবেদক ঃ পটুয়াখালী জেলার দশমিনা উপজেলার পশ্চিম আলীপুর গ্রামের সংখ্যালঘুরা চরম হুমকির মুখে দিন যাপন করছেন। ওই এলাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও স্থানীয়রা অভিযোগ করেছেন, এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তি আবু বকর সিদ্দিক হাওলাদার কথিত কবলার নাম ভাঙিয়ে দখল করে নিচ্ছে তাদের বহু বছরের পুরোনো বসতবাড়ি, মন্দির, শ্মশান।

ইতোমধ্যে দখলকারীরা হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রায় ২০০ বছরের পুরোনো কাপালিবাড়ি মন্দির ও শ্মশান ভেঙে সবজি বাগান করেছে। তারা বাধা দিতে গেলে আবু বকর হুমকি দিয়েছে, এবার শ্মশান ও মন্দিরের জায়গায় মসজিদ ও মাদ্রাসা করা হবে। কাপালিবাড়ির প্রায় ৩০০ মানুষ এখন আতঙ্কে জীবনযাপন করছেন। সম্প্রতি ওই এলাকার কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দা এবং সংখ্যালঘু পরিবারের সদস্যরা ভোরের কাগজে এসে এসব তথ্য জানান।

তারা বলেন, আড়াই বছর আগে সিদ্দিক হাওলাদার হিন্দু সম্প্রদায়ের এক শরিককে ভয় দেখিয়ে রাতের অন্ধকারে তার কাছ থেকে কিছু সম্পত্তি কবলা করে নেয়। সেই শরিক বর্তমানে কোথায় আছে তা কেউ জানে না। এরপর সিদ্দিক হিন্দুদের সমস্ত সম্পত্তি দখলের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। এক পর্যায়ে গত বছর আরেক শরিককে ভয় দেখিয়ে সিদ্দিক আরো কিছু সম্পত্তি কবলা করে নেয়। তারপর থেকেই চলে দখলের দৌরাত্ম্য।

এ প্রসঙ্গে ভুক্তভোগী বাসুদেব বলেন, হঠাৎ করে একদিন সিদ্দিক তার ভাই ও এলাকার কিছু বখাটে ছেলেকে নিয়ে হিন্দুপাড়ার ভুবন চন্দ্র কাপালিবাড়ির বসতভিটা দখল করে নেয়। তারপর পর্যায়ক্রমে সিদ্দিক, ভুবন চন্দ্র, গিরিশ চন্দ্র, সখীচরণ, যুগল চন্দ্র সরকার ও অনিল কাপালির বাড়ির বেশিরভাগ অংশ দখল করে নেয়।

বাসুদেব ও নারায়ণ মাস্টারসহ অন্যরা বলেন, গত ৩ জানুয়ারি সিদ্দিক একদল ভাড়াটিয়া গুণ্ডা নিয়ে এসে তাদের বসতবাড়ি, শ্মশান, দুর্গা মন্দির ও মনসা মন্দির ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। বসতভিটার ওপর এবং মন্দিরের ওপর সবজি গাছ লাগায়।

তারা জানান, প্রথম হিন্দু পরিবারগুলো বাধা দিতে গেলে সিদ্দিকবাহিনী রামদা, সড়কি ও লাঠিসোঁটা নিয়ে তাদের আক্রমণ করে। এ সময় সিদ্দিক গালমন্দ করে বলে 'মালাউনগো সম্পত্তি কিনে ভারত পাঠায় দিছি। তোদেরও ভারত পাঠায়া ছাড়বো। এখানে মসজিদ-মাদ্রাসা হবে। মালাউন থাকবে না।'

বাসুদেব বলেন, শুধু ভূমি দখলই নয়, সিদ্দিকের ভাইয়েরা হিন্দু মেয়েদের শ্লীলতাহানিরও চেষ্টা করছে। তিনি বলেন, সখীচরণ কাপালিবাড়ির ২০০ বছরের পুরোনো মন্দিরটি সিদ্দিক বাহিনী ভেঙে ফেলেছে। একে একে সিদ্দিক ৪টি মন্দির, ১টি শ্মশান ও কালিবাড়ি ভেঙে ফেলেছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে আলী হোসেন, নূরু ও নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অনেকেই জানান, সম্পূর্ণ অনৈতিকভাবে এবং গায়ের জোর খাটিয়ে সিদ্দিক এ কাজ করছে। নিতাই ও আরেকজন শরিকের কাছ থেকে সিদ্দিক কৌশলে সামান্য জায়গা লিখে নিয়েছিল পুরো হিন্দুপাড়া দখলের উদ্দেশ্যে।

তারা বলেন, এই সিদ্দিক এলাকায় বিভিন্ন সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালান। তার মূল আয় সুদের ব্যবসা। এই ব্যবসা করে সে অনেককে পথের ফকির করেছে।

জানা গেছে, এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৮ মার্চ এলাকার লোকজন ও হিউম্যান রাইটস কংগ্রেস ফর বাংলাদেশ মাইনোরিটিস (এইচআরসিবিএম)-এর উদ্যোগে একটি শালিস অনুষ্ঠিত হয়। এই শালিসে আলীপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শাহ আলম হাওলাদার, স্থানীয় বিএনপি নেতা আব্দুর রশিদ মিয়া, সেকান্দার আলী, মোমেন তালুকদার, বাসুদেব সাহা, ছাহেদ আলী খান মোহন, সিদ্দিকুর রহমান, আলাউদ্দিন, বাহাউদ্দিন, ফারুক হোসেন সিদ্দিক আহমেদ মোল্লাসহ ১১ জন একটি সমঝোতা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। চুক্তির শর্ত থাকে যে, পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন সিদ্দিককে তার কেনা সম্পত্তির মূল্য পরিশোধ করলে সিদ্দিক হিন্দুদের সম্পত্তি থেকে নিজের দখল তুলে নেবে। কিন্তু শালিসের পর প্রায় ৩ মাস হয়ে গেলেও এর কোনো সুরাহা হয়নি।

এমনকি শালিসদারদের মধ্যে ৩ জন বর্তমান চেয়ারম্যান শাহজাহান হাওলাদার, বিএনপির ইউনিয়ন সভাপতি সিদ্দিক আহমেদ মোল্লা এবং সাধারণ সম্পাদক ছাহেদ আলী খান মোহন পরবর্তী সময়ে শালিসের স্ট্যাম্প কপিতে স্বাক্ষর করেনি। এছাড়া বাকি যে ৯ জন স্বাক্ষর করেছে তারা প্রত্যেকেই বিএনপির নেতা-কর্মী। অভিযোগ উঠেছে এই ৩ জনকে সিদ্দিক হাওলাদার মোটা অংকের টাকা দিয়ে হাত করে ফেলেছে।

এ ব্যাপারে মানবাধিকার কর্মী বিভা বিশ্বাস জানান, স্থানীয় সাংবাদিক এবং এলাকাবাসীদের সামনে শালিসে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, সিদ্দিক কবলার টাকা ফেরত পেলে হিন্দুদের সম্পত্তির দখল ছেড়ে দেবে এবং তাদের শ্মশান ও মন্দিরগুলো আবার নির্মাণ করে দেবে। কিন্তু তার কিছুই করেনি সিদ্দিক।

ভোরের কাগজ, ২৩ মে ২০০৫

(২৬৬৯)
রাজশাহীর মোহনপুরে সংখ্যালঘু নির্যাতন বিক্ষোভ মিছিলে পুলিশ-ক্যাডারের হামলা ঃ আহত ২০, তরুণী লাঞ্ছিত

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, রাজশাহী ঃ মোহনপুর উপজেলার ঊষায়ের হাটরা গ্রামের নির্যাতিত মন্টু সরকারের পরিবারকে রক্ষা, নির্যাতনকারীদের গ্রেফতার ও বিচারের দাবিতে এলাকাবাসীর বিক্ষোভ মিছিলে পুলিশ ও বিএনপি ক্যাডারদের যৌথ হামলায় কমপক্ষে ২০ জন আহত হয়েছে। গতকাল সন্ধ্যা সোয়া ৬টার দিকে হামলার ঘটনা ঘটে। এ সময় ক্যাডাররা এক তরুণীকে লাঞ্ছিত করে। পরে তারা সংখ্যালঘু পরিবারটির সমর্থনকারী ১০ জনের দোকান বন্ধ করে দেয়। এ ঘটনায় মোহনপুর এলাকায় চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, মোহনপুর থানার এসআই বেলাল হামলার নেতৃত্ব দেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, বিকেল ৫টার দিকে বিক্ষোভ শুরু হয় হাটরা বাজার থেকে। এলাকাবাসীর বিশাল বিক্ষোভ মিছিলটি কেশরহাটের কাছে কেশরহাট ডিগ্রি কলেজ ক্রস করলে পুলিশ ব্যারিকেড দেয়। বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে বচসার এক পর্যায়ে পুলিশ লাঠিচার্জ শুরু করে। এ সময় পুলিশের সঙ্গে যোগ দেয় বিএনপির নির্যাতনকারী ও তাদের সমর্থক ক্যাডার বাহিনী।

পুলিশ ও দলীয় ক্যাডারদের হামলায় আবুল কাশেম (৪০) আয়েজ (৫০) মাসুদ (১৮) বাচ্চু (৩০) আসার (২৮), বেলালসহ (৪০) অন্তত ২০ জন আহত হয়। হামলাকালে কেশরহাট থেকে রিকশা-ভ্যানে চড়ে হাটরার দিকে যাওয়ার পথে দলীয় ক্যাডাররা তরুণী

সাবিনাকে (২০) লাঞ্ছিত করে। এ সময় ভ্যানচালক বাবুলকেও মারধর করা হয়। ঘটনার পর কেশরহাট বাজারে হাটরাবাসী ১০ জনের দোকান বন্ধ করে দেয় ক্যাডাররা।

সংবাদ, ২৪ মে ২০০৫

(২৬৭০)
সাতক্ষীরায় ১১ হিন্দু পরিবার দু'সপ্তাহ ধরে অবরুদ্ধ

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি ঃ শ্যামনগর উপজেলার রমজাননগর গ্রামের ১১টি হিন্দু পরিবার গত দু'সপ্তাহ ধরে অবরুদ্ধ হয়ে রয়েছে। তাদের দেশ ত্যাগের জন্য হুমকি দেয়া হচ্ছে। বাড়ি থেকে যাতে তারা বের না হতে পারে সে জন্য সংযোগ সড়ক কেটে চিংড়ি ঘের করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার পর্যন্ত এই পরিবারগুলো একই অবস্থায় রয়েছে। জানা গেছে, একই উপজেলার সোরা গ্রামের নূর ইসলাম গাজী ১০ বছর আগে রমজাননগর গ্রামের গৌর মিস্ত্রির কাছ থেকে ৮ বিঘা জমি কেনেন। পরে এই জমিতে নূর ইসলাম যাবে না শর্তে গৌর মিস্ত্রির শরিকরা তাকে সাড়ে ৯ বিঘা জমি ছেড়ে দেয়। এই জমিতে নূর ইসলাম চিংড়ি চাষ করেন। গত ৮ মে রবীন্দ্র মিস্ত্রির ছেলে তপন মিস্ত্রি (১০), শুভ মিস্ত্রির ছেলে হরতিত মিস্ত্রি (১২) ও অরবিন্দু মিস্ত্রির ছেলে সিন্ধুজিৎ মিস্ত্রি (১১) একসঙ্গে নূর ইসলামের চিংড়ি ঘেরের ভেড়ি দিয়ে গোসল করতে গেলে তাদের বেধড়ক মারধর করে।

প্রতিবাদ করায় আহত শিশুদের পরিবারের সদস্যদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা হয়। পরদিন ৯ মে নূর ইসলাম গাজী লোকজন নিয়ে এসে রমজাননগর গ্রামের মিস্ত্রিপাড়ায় বসবাসরত ১১টি পরিবারের চলাচলের রাস্তা কেটে চিংড়ি ঘেরের সঙ্গে মিশিয়ে নেন। অরবিন্দু মিস্ত্রি ও নীহার রঞ্জন মিস্ত্রির বাড়ির বর্ষার পানি যাতে বের হতে না পারে সে জন্য মাটি দিয়ে বাঁধ দেওয়া হয়। নূর ইসলাম গাজী তার চিংড়ি ঘেরে ক্ষতিসাধন করছে উল্লেখ করে নির্যাতিত লোকজনের বিরুদ্ধে আদালতে মিথ্যা মামলা দায়ের করেন।

এ ব্যাপারে স্থানীয় রমজাননগর ইউপি চেয়ারম্যান স ম আলমগীর হায়দার জানান, তিনি ঘটনাটি জানার পর ইউপি সদস্য আনোয়ারুল ইসলামকে দিয়ে বিষয়টি তদন্ত করে সত্যতা পান। পরে নূর ইসলাম গাজীকে ইউনিয়ন পরিষদে হাজির হওয়ার জন্য দু'দফা নোটিশ দেওয়া হলেও তিনি হাজির না হয়ে আদালতে মিথ্যা মামলা করেন। পুলিশ একটি সাধারণ ডায়েরি করেছে।

প্রথম আলো, ২৫ মে ২০০৫

(২৬৭১)
তালায় সংখ্যালঘু পরিবারের উপর হামলায় আহত ৮ জন

তালা প্রতিনিধি ঃ তালা উপজেলার বাইখোলা গ্রামে একটি সংখ্যালঘু পরিবারকে উচ্ছেদ করতে সন্ত্রাসীরা বাড়িতে অগ্নিসংযোগ, লুটপাট করেছে। এতে ৩ লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি সাধনসহ সন্ত্রাসীদের হামলায় ৮ জন আহত হয়েছে। এদের মধ্যে চার জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। সংঘর্ষ চলাকালে বাড়ির লোকজনকে সন্ত্রাসীরা কয়েক ঘন্টা অবরুদ্ধ করে রাখে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে গ্রামের লোকজন দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে।

জানা গেছে, গত ১৭ মে সকাল ১০টার দিকে তালায় ইসলামকাটী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বিএনপি নেতা লোকমান হোসেনের উপস্থিতিতে বাইখোলা গ্রামের মালোপাড়ার

অমল অধিকারীর বাড়িতে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী বলাই কৃষ্ণদাশের ছেলে বাবু দাশ, জামাই বিষ্টু দত্ত, রুতন দাশ, বাসু দত্তসহ পাইকগাছা, তালা ও পাটকেলঘাটার সন্ত্রাসী প্রকৃতির ভাড়াটিয়া সশস্ত্র লোকজন হামলা চালায়। হামলায় দু'টি ঘরে আগুন লাগিয়ে পার্শ্ববর্তী ৩টি ঘর তারা লুট করে। ৩/৪ ঘন্টা হামলায় অমল অধিকারী, পরিমল অধিকারী, রাধারাণী, দীপালী, ববিতা, পূর্ণিমা ও বিমল মারাত্মকভাবে আহত হয়। গুরুতর জখম হওয়া রোগীদের সন্ত্রাসীরা হাসপাতালে নেওয়ার পথেও বাধা দেয়।

তবে অপর একটি সূত্র জানিয়েছে, ৫৮ শতক জমি নিয়ে ঘটনার সূত্রপাত। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাইখোলা গ্রামে লোকজন পক্ষে বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে।

আজকের কাগজ, ২৫ মে ২০০৫

(২৬৭২)
সিঙ্গাইরে দুটি মন্দিরে হামলা প্রতিমা ভাঙচুর

মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি ঃ মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইর উপজেলার আঙ্গারিয়া ও বায়রা এলাকায় গত মঙ্গলবার দুটি কালীমন্দিরে হামলা ও প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ধারণা, কোন জঙ্গিগোষ্ঠী এ ঘটনা ঘটিয়েছে। এ ব্যাপারে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

প্রথম আলো, ২৬ মে ২০০৫

(২৬৭৩)
চাটমোহরের আদিবাসীরা সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি গ্রাম ছেড়ে পালাচ্ছে অনেকে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, পাবনা ঃ পাবনার চাটমোহর উপজেলার বাঘলবাড়িকই গ্রামের আদিবাসীসহ সাধারণ মানুষ সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছে। মিথ্যা মামলা, নির্যাতন, নিপীড়ন, ভয়-ভীতি ও আতঙ্কের মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছে গ্রামবাসী। সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের ভয়ে আদিবাসীরা ঘর থেকে বের হতে সাহস পাচ্ছে না।

পাবনা শহর থেকে প্রায় ৬০ কিলোমিটার দূরের বাঘলবাড়িকই গ্রামে সরেজমিন ঘুরে জানা যায়, পুলিশ ও সন্ত্রাসীদের নির্যাতনে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন উপার্জনশীল গরিব মুক্তিযোদ্ধা আবু হানিফ ও তার ছেলে আবদুল কাদের। এদিকে পরিবারের অন্য সদস্যরা অর্ধাহার-অনাহারে ও আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে।

গ্রামের প্রভাবশালী জোতদার আবদুস সাত্তার, আজগার আলী ও ফিরোজা খাতুনের সাঙ্গোপাঙ্গ ও পুলিশের ভয়ে মুখ খুলতে ভয় পাচ্ছে গ্রামবাসী। আদিবাসীদের নেতা শ্রীবাস চন্দ্র মাহাতো জানান, ধান লুট ও মন্দিরের প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনায় প্রকৃত দোষীদের বাঁচানোর উদ্দেশ্যে পুলিশ মিথ্যা মামলা সাজিয়ে আদিবাসী ও এলাকার সাধারণ মানুষকে হয়রানি করছে। পুলিশ সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নেয়ায় তারা আরও বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। এখন গ্রামটিতে প্রকাশ্যে অস্ত্র নিয়ে মহড়া দিচ্ছে সন্ত্রাসীরা। আদিবাসীরা ভয়ে ঘর থেকে বের হতে পারছে না। গ্রামটির ব্র্যাক স্কুলের শিক্ষিকা সুরতী রানী মাহাতো জানান, পুলিশ ও সন্ত্রাসীদের ভয়ে পরিবারের পুরুষ সদস্যরা বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। আদিবাসীদের সমর্থনকারী মুসলমানদের গ্রামছাড়া করেছে সন্ত্রাসীরা।

চাটমোহরের হান্ডিয়াল ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ শাহজাহান আলী জানান, সন্ত্রাসীরা আদিবাসীদের ধান কেটে নিয়ে গেছে। এমনকি যেসব মুসলমান আদিবাসীদের সমর্থন করে তাদের মারধর করছে এবং তাদের ফসলও কেটে নিয়ে যাচ্ছে। সাত্তার গং পুলিশকে 'ম্যানেজ' করেই এসব অপকর্ম করছে। নিরুপায় হয়ে তিনি নিজেই পাহারা দিয়ে অনেক আদিবাসীর জমির ধান কাটতে সাহায্য করছেন। তিনি গোরস্তানের পাশের একখন্ড জমির দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, ওই জমির মালিক মুক্তিযোদ্ধা হানিফ। মিথ্যা মামলা দিয়ে হানিফের ছেলে কাদেরকে গ্রামছাড়া করেছে পুলিশ। আদিবাসীদের পক্ষ নেয়ায় হানিফকেও বিতাড়িত করেছে সন্ত্রাসীরা। সন্ত্রাসীরা তাদের জমির ধান কেটে নিয়ে যাচ্ছিল। শাহজাহান আরও জানান, পুলিশ ও সন্ত্রাসীদের নির্যাতনের চিত্র সাংবাদিকদের নিজ চোখে দেখে আসার আহ্বান জানান। মুক্তিযোদ্ধা হানিফের বাড়িতে গেলে তার কলেজ পড়ুয়া মেয়ে রোজিনা কান্নাজড়িত কণ্ঠে জানায়, আব্বুকে গ্রামছাড়া করার পর তাদের জমির ধান কেটে নিয়ে গেছে আগজর বাহিনী। হানিফের স্ত্রী আয়েশা খাতুন ও পুত্রবধূ শাহনাজ বলেন, তারা এখন নরকযন্ত্রণার মধ্যে বাস করছেন। আয়েশা খাতুন জানান, তার স্বামী হানিফের অপরাধ তিনি আদিবাসীদের পক্ষে কথা বলেছেন। পাবনা প্রেসক্লাবে গিয়ে আদিবাসীদের পক্ষে সংবাদ সম্মেলনে হানিফা কথা বলায় সন্ত্রাসীরা তাকে গ্রামছাড়া করেছে। ছন্দা রানী মাহাতো জানান, সন্ত্রাসীরা আদিবাসী মেয়েদের শ্লীলতাহানির ভয় দেখানোয় তারা আতঙ্কে রাত কাটাচ্ছেন।

মুক্তিযোদ্ধা হানিফের বড় মেয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রী ও মেজো মেয়ে কলেজ ছাত্রী বর্তমানে অর্থের অভাবে তাদের পড়ালেখা বন্ধ হওয়ার উপক্রম। গত বুধবার সন্ত্রাসীরা হানিফের ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। রাতে পরিবারের সদস্যদের পুড়িয়ে মারার পরিকল্পনা প্রতিবেশী মহিলারা প্রতিরোধ করে। পুলিশ গত বৃহস্পতিবার হানিফ ও তার ছেলে কাদেরকে খুঁজতে ঘরের আসবাবপত্র তছনছ করে বলে পরিবারের সদসদের অভিযোগ। হানিফ পরিবারের সদস্যরা জানায়, হান্ডিয়াল পুলিশ ফাঁড়ির সাব-ইন্সপেক্টর অমিত বড়ুয়া তাদের মেয়েদের অশ্লীল ভাষায় গালাগাল করে। এক পর্যায়ে ওই সাব-ইন্সপেক্টর হানিফের পুত্রবধূকে জাপটে ধরে। তারা অমিত বড়ুয়ার বিচার দাবি করেন। এ প্রসঙ্গে চাটমোহর থানার ওসি আবু বকর সিদ্দিককে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, ঘটনা তদন্ত করে দেখবেন। ঘটনা সত্য হলে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হবে। এ ব্যাপারে অমিত বড়ুয়াকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি প্রশ্নটি এড়িয়ে যান।

বাঘলবাড়িকই গ্রামে আবদুল মজিদ (৫৫) জানান, তার দুই ছেলে এখন গ্রামছাড়া। তিনি জানান, অমিত বড়ুয়ার চরিত্র খারাপ। অমিত বড়ুয়া সোমবার রাতে বুলু মিয়ার বাড়িতে চড়াও হয়। আসামি ধরার কথা বলে অমিত বুলুর ঘরে প্রবেশ করে তার স্ত্রীর শ্লীলতাহানি চেষ্টা করে। পাশের বাড়ির মেয়েরা এসে অমিত বড়ুয়াকে ধরে মারধর করে, এমনকি তার পোশাকও ছিঁড়ে ফেলে। বুলুর স্ত্রী এখন অসুস্থ। তিনি এখন পাবনা জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

সংবাদ, ২৮ মে ২০০৫

(২৬৭৪)
হামলায় উচ্ছেদ শ্যামনগরের আটটি পরিবার পথে পুলিশ মামলা নিচ্ছে না

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি ঃ হামলা, ভাংচুর ও মারধরের মুখে নিজ ভিটা থেকে উচ্ছেদ হওয়া শ্যামনগরের প্রত্যন্ত গ্রামের আটটি পরিবার চারদিন ধরে পথে পথে ঘুরছে। কর্তৃপক্ষের

দাপটের মুখে তারা কোথাও পাত্তা পাচ্ছে না। তাদের দেয়া মামলা পুলিশ রেকর্ডও করছে না। উল্টো তাদের সহায়তা করার দায়ে প্রতিপক্ষের 'হয়রানিমূলক' মামলায় পুলিশ তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে গ্রামের ১৩ যুবককে।

প্রাণভয়ে সাতক্ষীরা শহরে চলে আসা শ্যামনগরের আটুলিয়া ইউনিয়নের বায়ারসিংহ গ্রামের ওই পরিবারগুলো অভিযোগ করে জানায়, গত মঙ্গলবার তাদের ওপর হামলা চালায় মুসা বাহিনী ও কাদের বাহিনী। ভিটেমাটিসহ ২৯ একর জমি কব্জা করার লক্ষ্যে এ ঘটনা ঘটানো হয়। একই গ্রামের শামসুর গাজীই এসবের প্রধান হোতা।

অসহায় পরিবারগুলোর প্রধান বৃদ্ধ বীরেন বিশ্বাস জানান, ওই জমি নিয়ে সরকারের সঙ্গে তাদের মামলা চলছে। এ সুযোগ নিয়ে শামসুর গাজী পুরো জমি দখল নিয়েছে। আদালত থেকে একটি সরজমিন তদন্তে আসার কর্মসূচিকে সামনে রেখে শামসুর প্রমাণ করতে চায় যে সব জমি তারই দখলে রয়েছে। সর্বশেষ ১০ বিঘার যে ভিটেবাড়ি বীরেন বিশ্বাসের ছিল তাও মঙ্গলবার মারধরের পর দখল করে নেয় তারা।

সেদিনের হামলার বিবরণ দিতে গিয়ে বীরেন বিশ্বাস, বাবুলাল বিশ্বাস, গিরেন বিশ্বাস, দেবেন বিশ্বাস প্রমুখ জানান, অতর্কিতে হামলা করে তারা ঘরবাড়ি ভাংচুর ও লুটপাট করে। দুই গৃহবধূর শ্লীলতাহানি ঘটায়। ঘরের দরজা, জানালা, ব্যবহার্য জিনিসপত্র ভেঙেচুরেই ক্ষান্ত হয়নি, তারা রান্না করা ভাতও হাঁড়িসুদ্ধ ফেলে দেয়।

তারা জানান, শামসুর গাজীর জামাতা আওয়ামী লীগ নেতা ইউপি চেয়ারম্যান লেলিন, আরেক আওয়ামী লীগ নেতা ইউপি চেয়ারম্যান আবদুল কাদের এবং স্থানীয় কয়েক যুবদল নেতাকর্মীর যোগসাজশে সেদিন এ হামলা সংঘটিত হয়।

এদিকে ওই পরিবারগুলোকে রক্ষা করতে যাওয়া ১৩ যুবক সালেক, হামিদ, বুলবুল, আলাউদ্দিন, জলিল, মতিন, মনজুরুল, শাহজাহান, মোসলেমও মুসা বাহিনী ও কাদের বাহিনীর হামলার শিকার হয়। শুক্রবার উচ্ছেদ হওয়া পরিবারগুলোর সঙ্গে সাতক্ষীরায় পালিয়ে থাকা ওই ১৩ যুবক জানায়, তাদের বিরুদ্ধে আবদুর রাজ্জাক এক হয়রানিমূলক মামলা করায় পুলিশ তাদের তাড়িয়ে কেড়াচ্ছে। ফলে তারাও বাড়ি-ঘরে উঠতে সাহস পাচ্ছে না।

এদিকে মঙ্গলবারের হামলার সময় বীরেন বিশ্বাস পরিবারের সুকুমার ও প্রতিমা নামের দুজন মার খেয়ে এখনও নিখোঁজ রয়েছে। এসব নিয়ে মামলা হলেও শ্যামনগর থানা পুলিশ তা রেকর্ড করেনি। উল্টো প্রতিপক্ষের মামলা নিয়ে বীরেন পক্ষকে সহায়তাকরীদের তাড়িয়ে ফিরছে পুলিশ। বীরেন বিশ্বাসদের ৮ পরিবারের প্রায় ৬০ সদস্য নিজ বাড়ি থেকে উচ্ছেদ হয়ে এখন পথে পথে ঘুরছেন।

যুগান্তর, ২৮ মে ২০০৫

(২৬৭৫)
রংপুরের বদরগঞ্জে আদিবাসী গৃহবধূকে গণধর্ষণ ও হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভ-সমাবেশ

জয়নাল আবেদীন ঃ রংপুরের বদরগঞ্জে আদিবাসী গৃহবধূকে গণধর্ষণ ও হত্যার প্রতিবাদে এবং অপরাধীদের গ্রেফতার ও শাস্তির দাবিতে গতকাল শনিবার রংপুর অঞ্চলের সহস্রাধিক আদিবাসী উপজেলা ক্যাম্পাস ও পৌর এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল সমাবেশ করে। এর আগে তারা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় ঘেরাও করে স্মারকলিপি প্রদান করেন। আদিবাসীদের কর্মসূচি চলাকালে রংপুর-পার্বতীপুর সড়ক দু'ঘণ্টা যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। আদিবাসীদের এই বিক্ষোভ-সমাবেশে উপজেলার সবক'টি রাজনৈতিক দলের নেতারা তাদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে সমাবেশে অংশ নেয়। উল্লেখ্য, উপজেলার লোহানী পাড়া ইউনিয়নের শিমুলজুড়ি গ্রামের কয়েক সন্ত্রাসী আদিবাসী দিলীপ হেমরনের স্ত্রী সাবিনা বাসকিকে দীর্ঘদিন থেকেই কুপ্রস্তাব দিয়ে আসছিল। ঘটনার দিন গত ১৬ এপ্রিল রাতে সাইদুল ওবায়দুলসহ অন্যান্য সন্ত্রাসীরা আদিবাসী সানী মরমু, শ্রীমন মাড্ডি এবং দিলীপ হেমরণকে নিয়ে দেশীয় মদের আড্ডায় বসে। তারা কৌশলে সাবিনা বাসকির স্বামী দিলীপ হেমরনকে বেশি মদ পান করিয়ে বেসামাল করে তার স্ত্রীকে তুলে নিয়ে যায় এবং গণধর্ষণ শেষে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে। এরপর তারা সাবিনাকে বাড়ির পার্শ্ববর্তী ঘ্লই নদীতে লাশ ফেলে রেখে যায়। দু'দিন পর নগ্ন অবস্থায় এলাকাবাসী লাশ দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থল এসে লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠিয়ে দেয়। এ ঘটনার পর পুলিশ কৌশলে হত্যা ও ধর্ষণ মামলা রেকর্ড না করে ইউডি মামলা রেকর্ড করে। আদিবাসীরা এ ঘটনার প্রতিবাদে ধারাবাহিক আন্দোলন করে আসছে। সম্প্রতি ময়না তদন্ত রিপোর্ট থানায় এসে পৌঁছলে পুলিশ বিষয়টি গোপন রাখার চেষ্টা চালায়। কিন্তু বিষয়টি প্রকাশ হয়ে পড়ায় আদিবাসীরা নতুন করে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। গতকাল শনিবার তারা সেখানে বিশাল সমাবেশের আয়োজন করে।

স্থানীয় শহীদ মিনারে আদিবাসী সম্প্রদায়ের সমাবেশে বক্তব্য রাখেন আদিবাসী মহিলা নেত্রী রুথ টপ্পো, আলফ্রেড মিঞ্জি, সুসাননা, ফ্রাংকা, বধুয়া কুজুর, ব্র্যাক সামাজিক উন্নয়ন মানবাধিকার কমিটির সদস্য মহিতোষ সরকার, পৌর চেয়ারম্যান উত্তম কুমার সাহা, নেতা সাজেদুর রহমান বুলু প্রমুখ। বক্তারা আদিবাসী সাবিনা বাসকির ধর্ষণ ও হত্যার সুষ্ঠু তদন্ত সম্পন্ন করে বিচার নিশ্চিত করার দাবি জানিয়ে বলেন, তারা সংখ্যালঘু বলেই একটি বিশেষ মহলের প্রভাব ও প্ররোচনায় পুলিশ ঘটনার ৪২ দিন অতিবাহিত হলেও কার্যকর ব্যবস্থা না নিয়ে ময়না তদন্ত রিপোর্টের অযুহাত দেখিয়ে বিষয়টিকে ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা চালায়। কিন্তু ময়না তদন্ত রিপোর্টে ধর্ষণের পর শ্বাসরোধ করে সাবিনা বাসকিকে হত্যা করা হয়েছে বলে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করলেও পুলিশ এখনও ওই মহলের চাপেই বিষয়টিকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। বিক্ষোভকারীরা বদরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নজরুল ইসলামকে দুর্নীতিবাজ আখ্যায়িত করে তার অপসারণ এবং ওই মামলার নতুন তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগের দাবি জানান।

আজকের কাগজ, ২৯ মে ২০০৫

(২৬৭৬)
সাতক্ষীরায় ঘের সন্ত্রাসীদের হাতে উচ্ছেদ ৮ সংখ্যালঘু পরিবার পাঁচদিন যাবত গ্রামছাড়া

স্টাফ রিপোর্টার, সাতক্ষীরা ঃ সাতক্ষীরায় ঘের সন্ত্রাসীদের হাতে বসতবাড়ি থেকে উচ্ছেদ হওয়া ৮ সংখ্যালঘু পরিবার গত ৫ দিন ধরে গ্রামছাড়া। নিরাপত্তার জন্য পুলিশি সহায়তা না পাওয়ায় তারা এখন আশ্রয় নিয়েছে সাতক্ষীরা শহরে। শ্লীলতাহানির শিকার দুই গৃহবধূ দুই নাবালক সন্তান নিয়ে এখন দিশেহারা। নিরাপত্তা ও বিচার প্রার্থনা করে ওরা গত দু'দিন প্রশাসনের দ্বারে দ্বারে ঘুরছে। সাতক্ষীরা শহর থেকে প্রায় ৮০ কিলোমিটার দূরে শ্যামনগরের বয়ারসিং গ্রামে গত ২৪ মে সন্ধ্যায় পুলিশের সহায়তায় এই বর্বরতা ঘটানো হয়।

শ্যামনগরের আটুলিয়া ইউনিয়নের বয়ারসিং গ্রামের যতীন্দ্র বিশ্বাসের পুত্র ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের (৬০) চোখেমুখে এখন আতঙ্ক। শুক্রবার সাতক্ষীরার সাংবাদিকদের কাছে ২৪ মের বর্বরতার বর্ণনা দেন তিনি। নিশিকান্ত বিশ্বাসের স্ত্রী অনিমা রানী (৩০), গণেশের স্ত্রী আরতী

(২৫) ও বৃদ্ধ গীরেন্দ্র বিশ্বাস কান্নাজড়িত কণ্ঠে সাংবাদিকদের বলেন আপনারা একটু সরকারের কাছে আমাদের অসহায়ত্বের কথা বলুন। ঘের সন্ত্রাসীদের হাতে উচ্ছেদ হওয়া এক অসহায় পরিবারের সদস্যরা জানান, এলাকার সামসু গাজীর সঙ্গে তাঁদের জমি নিয়ে মামলা চলছে। ২৯ একর জমির মধ্যে মাত্র ১০ বিঘা তাঁদের দখলে। বাকি জমি তারা জোর করে ঘের করে খাচ্ছে। এই জমি নিয়ে কোর্টে মামলা বিচারাধীন। জুনের ১ম সপ্তাহে এই মামলার রায় ধার্য করার আগেই তাঁদের উচ্ছেদ করা হয়েছে পুলিশের সহায়তায়।

অভিযোগ, দুই ইউপি চেয়ারম্যানসহ এলাকার যুবদলের কিছু লোক আওয়ামী লীগ নেতাদের সঙ্গে একাট্টা হয়ে তাঁদের উচ্ছেদ করেছে। ২৪ মে সন্ধ্যায় প্রায় ৩ শতাধিক সন্ত্রাসী তাঁদের ৮ পরিবারের ওপর চড়াও হয়। লুটপাট, বাড়ির গৃহবধূ আরতী ও অনীমা রানীর বুকের ওপর উঠে নৃত্য করে সন্ত্রাসীরা। তারা আরতীর দুই ছেলে রামকৃষ্ণ (৮) ও রাজীবকে (৯) গলা ধরে ঘর থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। সন্ত্রাসী তাণ্ডবের পর প্রতিমা (১৫) নামে এক কিশোরী, সুকুমার (২৫) নামে এক যুবককে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এলাকার মুসা বাহিনী বলে পরিচিত ও কাদের বাহিনী এই উচ্ছেদে নেতৃত্ব দেয় বলে তাঁরা অভিযোগ করেছেন। সন্ত্রাসীরা তাঁদেরকে দেশ ছেড়ে যাওয়ার হুমকি দিচ্ছে। উচ্ছেদের পর গত ৪ দিন ধরে কোন পুরুষ সদস্যকে বাড়িঘরে ঢুকতে দেয়া হচ্ছে না।

এ ছাড়া এই অসহায় পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়ানোর অপরাধে এলাকার কয়েকজনের বিরুদ্ধে থানায় মামলা করা হয়েছে। উচ্ছেদ হওয়ার পর শ্যামনগর থানায় মামলা করতে গেলে তাঁদের মামলা না নিয়ে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৯ মে ২০০৫

(২৬৭৭)
চাটমোহরে আদিবাসীদের সেই ভাঙা মূর্তি বিসর্জন দেয়া হয়েছে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, পাবনা ঃ চাটমোহরের বাঘলবাড়িকই গ্রামের বহুল আলোচিত ভাঙা মূর্তিটি অবশেষে বিসর্জন দেয়া হয়েছে। ধান, কাটা এবং প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনায় ক্ষুব্ধ আদিবাসীদের ক্ষোভ প্রশমিত করার জন্য রোববার পাবনা-৩ আসনের সংসদ সদস্য কে এম আনোয়ারুল ইসলাম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। তিনি সর্বস্তরের আদিবাসী নারী-পুরুষ এবং গ্রামের সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন।

আদিবাসী নেতারা স্থানীয় জোতদার সন্ত্রাসী আবদুস সাত্তার গং ও পুলিশের লোমহর্ষক নির্যাতনের কথা তুলে ধরেন। এমপি পুলিশের ভূমিকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন। পরে তিনি নির্যাতিত মুক্তিযোদ্ধা আবু হানিফের বাড়িতেও যান। তারাও অভিন্ন চিত্র তুলে ধরেন। এমপি প্রকৃত ঘটনা তদন্ত করার জন্য চাটমোহর উপজেলা পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি জয়দেব কুণ্ডুকে আহ্বায়ক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করেন। এ সময় আদিবাসীরা এমপির কাছে ৬ দফা দাবি পেশ করেন।

প্রতিমা বিসর্জন এবং নতুন প্রতিমা স্থাপনের জন্য এমপি আদিবাসীদের ২০ হাজার টাকা অনুদান দেন। আবদুস সাত্তার গংসহ সব অবৈধ দখলদারের কাছ থেকে আদিবাসীদের জমি উদ্ধারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে তিনি আশ্বাস দেন। নারী লাঞ্ছনার দায়ে অভিযুক্ত পুলিশ কর্মকর্তা অমিত বড়ুয়াকে অবিলম্বে হান্ডিয়াল পুলিশ ক্যাম্প থেকে প্রত্যাহার, সাময়িক বরখাস্ত সহ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিরও আশ্বাস দেন। এ উপলক্ষে মন্দির প্রাঙ্গণে ইউএনও শিশির কুমারের সভাপতিত্বে সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন, চাটমোহর থানার ওসি এ বি সিদ্দিকী, হান্ডিয়াল ইউপি চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম, অধ্যক্ষ বেলালুর রহমান, আদিবাসী নেতা শ্রীবাস মাহাতো, চাটমোহর পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি জয়দেব কুণ্ডু প্রমুখ।

সংবাদ, ৩১ মে ২০০৫

(২৬৭৮)
উল্লাপাড়ায় পূর্ণিমা ধর্ষণ মামলা
দ্বিতীয় দফা চার্জশিটের নারাজি শুনানির তারিখ আবারও পেছাল

জেলা বার্তা পরিবেশক, সিরাজগঞ্জ ঃ আলোচিত পূর্ণিমা ধর্ষণ মামলার দ্বিতীয় দফা চার্জশিটের নারাজির ২৪ মে'র শুনানির তারিখ আবার পিছিয়ে দেয়া হয়েছে। উল্লাপাড়া উপজেলার পূর্ব দেলুয়া গ্রামের অনিল চন্দ্র শীলের কুমারী মেয়ে পূর্ণিমা রানী শীলকে ২০০১ সালের ৮ অক্টোবর সন্ধ্যায় এলাকার সন্ত্রাসীরা পরিকল্পিতভাবে বাড়ি থেকে উঠিয়ে নিয়ে পালাক্রমে ধর্ষণ করে। এ ব্যাপারে উল্লাপাড়া থানায় মামলা হয়ে ১৬ জনের নামে চার্জশিট দেয়া হয়। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর মামলা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার ষড়যন্ত্র শুরু হয়। বিএনপিদলীয় সংসদ সদস্যের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সিআইডি তদন্ত করে আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্যসহ ৭ জনকে পূর্ণিমা মামলায় সম্পৃক্ত করে দ্বিতীয় চার্জশিট প্রদান করে। ২য় দফা চার্জশিটের বিরুদ্ধে পূর্ণিমার বাবা অনিল চন্দ্র শীল সিরাজগঞ্জের নারী ও শিশু নির্যাতন বিশেষ ট্রাইব্যুনাল আদালতের নারাজি আবেদন করেন। এরপর ৩ বছর অতিবাহিত হলেও আদালতে নারাজির আবেদনের শুনানি হয়নি। শুনানির জন্য দু'-এক মাস পরপর তারিখ নির্ধারণ করা হয়। প্রতি বারই শুনানি না করে আদালত তারিখ পিছিয়ে দিচ্ছেন।

সংবাদ, ৩১ মে ২০০৫

জুন- ২০০৫

(২৬৭৯)
মেহেরপুরে হিন্দুপাড়ায় সন্ত্রাসীদের তাণ্ডব ॥ আহত ১

মেহেরপুর, ৩১ মে, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ মঙ্গলবার সকালে একদল সন্ত্রাসী চাঁদার দাবিতে শহরের হিন্দুপাড়ায় অস্ত্র উঁচিয়ে তাণ্ডব চালিয়েছে। এ সময় তারা বাবলু হালদারের দুই হাত ভেঙ্গে দিয়েছে। জানা গেছে, একদল চিহ্নিত সন্ত্রাসী অস্ত্র নিয়ে হালদার পাড়ায় প্রবেশ করে। তাদের দাবিকৃত মাসিক দু'হাজার টাকা পরিশোধ না করায় সন্ত্রাসীরা ক্ষিপ্ত হয়ে তাণ্ডব চালায়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১ জুন ২০০৫

(২৬৮০)
জমি দখলের পাঁয়তারা
ঝালকাঠির পল্লীতে তিন সন্তানের জননীকে এ্যাসিড নিক্ষেপ

ঝালকাঠি, ৩১ মে, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জালকাঠি সদর উপজেলার শেখেরহাট ইউনিয়নের পরজল গ্রামে তিন সন্তানের জননী গৃহবধূ রাজলক্ষ্মী হালদারের (৩৫) ওপর ঘুমন্ত অবস্থায় এ্যাসিড নিক্ষেপ করা হয়। গুরুতর অবস্থায় তাকে সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ ঘটনায় গৃহবধূর শরীরের বিভিন্ন অংশ ঝলসে গেছে। সোমবার রাত আড়াইটায় এ ঘটনা ঘটে। সপরিবারে এলাকাছাড়া করে জমিজমা আত্মসাত করার কৌশল হিসেবেই এই এ্যাসিড নিক্ষেপের ঘটনা ঘটানো হয় বলে ভিকটিমের পরিবার সূত্রে দাবি করা হয়েছে। অভিযোগে প্রকাশ, রাজলক্ষ্মী হালদারের স্বামী সুভাস হালদার পেশায় কাঠমিস্ত্রি। ঘটনার রাতে সে বাড়ি ছিল না এবং দীর্ঘদিন ধরে সুভাস হালদার খুন হওয়ার ভয়ে রাতে বাড়িতে থাকেও না। পরিবারটি নিতান্তই গরিব। তাদের ঘরে চারপাশে বেড়া নেই। খোলা ঘরের মধ্যে রাজলক্ষ্মী ঘুমিয়ে ছিল এবং তার মা বকুল রাণী তার নাতিদের নিয়ে পাশাপাশি অন্য একটি বিছানায় শায়িত ছিল। এ্যাসিড নিক্ষেপকারীরা রাজলক্ষ্মীর মশারির ওপর থেকে এ্যাসিড ঢেলে পালিয়ে যায়। রাজলক্ষ্মী এ সময় চিৎকার শুরু করলে আশাপাশের লোকজন ছুটে আসে এবং আজ মঙ্গলবার সকালে তাকে ঝালকাঠি সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। জানা গেছে, রাজলক্ষ্মী হালদারের পিতা চারুকান্ত সমাদ্দারের আড়াই কুড়া জমি রয়েছে। তারা এক ভাই, দু'বোন। এদের মধ্যে রাজলক্ষ্মী পিতার বসতভিটা আঁকড়ে রয়েছে। এই গ্রামেরই বারেক মেম্বার, অমল, বিমল, বাবুল, লোকমানসহ কয়েকটি পরিবার তাদের এই জায়গাজমি জোরপূর্বক ভোগদখল করে আসছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১ জুন ২০০৫

(২৬৮১)
জয়পুরহাটের গ্রামে হিন্দু ধর্মীয় অনুষ্ঠানে হামলা ঃ ভাংচুর, আতঙ্ক

জয়পুরহাট, ৩ জুন, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ক্ষেতলালের পল্লীতে হিন্দুদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে একদল মুসল্লি হামলা চালিয়ে ভাংচুর করেছে। এ হামলার পর তিন দিনব্যাপী আয়োজিত অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। ঘটনাস্থলে পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা তদন্তে গিয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, জেলার ক্ষেতলাল উপজেলার আলমপুর ইউনিয়নের গুহলী গ্রামে তিন দিনব্যাপী হরিবাসরের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের প্রথম দিনে শত শত হিন্দু ধর্মাবলম্বী নারীপুরুষ অংশ নেয়। মাইকের মাধ্যমে কীর্তন প্রচার এবং একই সময় নিকটবর্তী মসজিদে জুমার নামাজ চলছিল। মসজিদ থেকে কয়েকজন মুসল্লি মাইক বন্ধ করার কথা বললে হরিবাসর কমিটি মাইকবন্ধ করে। পরে এক ঘন্টা পর মাইকে কীর্তন শুরু হলে মসজিদ থেকে একদল উত্তেজিত মুসল্লি হরিবাসর প্রাঙ্গণে গিয়ে হামলা চালায় এবং ভাংচুর করে। এ সময় হরিবাসর প্রাঙ্গন থেকে হিন্দু নারীপুরুষরা প্রাণভয়ে পালায়। এর পর হরিবাসর কমিটি হরিবাসর বন্ধ করে দেয়। এ ঘটনা পুলিশ সুপার জানতে পেরে এক পুলিশ কর্মকর্তার নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল পাঠায়। এ ঘটনার পর গুহলী গ্রামে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৪ জুন ২০০৫

(২৬৮২)
সিলেটের গ্রামে সংখ্যালঘুর বাড়িতে হামলা ॥ আহত ১০

স্টাফ রিপোর্টার, সিলেট অফিস ঃ বিশ্বনাথ উপজেলার ঝিগলী খোজারপাড়া গ্রামে বৃহস্পতিবার রাতে এক সংখ্যালঘুর বাড়িতে হামলা চালিয়ে বসতঘর ভাঙচুর, লুটপাট ও পরিবারের লোকজনকে বেধড়ক মারপিট করেছে একদল সন্ত্রাসী। হামলায় আহত হয়েছে একই পরিবারের শিশু ও মহিলাসহ ১০ জন। আহতদের মধ্যে ৬ জনকে গুরুতর জখম অবস্থায় ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ এ ঘটনায় ৬ জনকে গ্রেফতার করলেও পরবর্তীতে ৫৪ ধারায় আটক দেখিয়ে আদালতে প্রেরণ করে। খোজারপাড়া গ্রামের মৃত অতুল দেবের জমিজমা ও বসতবাড়ি জবর দখলের উদ্দেশ্যে একই গ্রামের প্রভাবশালী মোস্তফা ও কেনু মিয়ার নেতৃত্বে একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী হামলা চালায়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৪ জুন ২০০৫

(২৬৮৩)
নওগাঁয় এক সংখ্যালঘু পরিবারকে বসতভিটা থেকে উচ্ছেদ

নওগাঁ, ৩ জুন, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ শুক্রবার মহাদেবপুর উপজেলার ঘোষপাড়ায় কার্তিক চন্দ্র মোহন্ত নামে এক সংখ্যালঘু পরিবারকে বসতভিটা থেকে উচ্ছেদ করেছে স্থানীয় ক্ষমতাসীন দলের প্রভাবশালীরা। অসহায় কার্তিক চন্দ্র মোহন্ত, তার স্ত্রী সাধনা রানী হোমন্ত ও অসুস্থ পুত্র সুভাষকে (১১) নিয়ে পথে পথে ঘুরছে। জানা গেছে, মহাদেবপুর ঘোষপাড়ায় সরকারী খাস জমিতে মাটির ঘর তৈরি করে কার্তিক চন্দ্র মোহন্ত প্রায় এক যুগ ধরে পরিবার-পরিজন নিয়ে বসবাস করে আসছিল। ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় নেতা বলে দাবি করে তাহের আলী মণ্ডল তাদের ওই জমি থেকে উচ্ছেদ করতে কোমর বেঁধে মাঠে নামে। বিষয়টি বুঝতে পেরে কার্তিকের স্ত্রী সাধনা রানী অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের (রাজস্ব) আদালতে অভিযোগ করলে আদালত গত ২৬ মে রেসপেনডেন্ট আবু তাহেরকে আপিলকারী সাধনা রানীর দখলীয় সম্পত্তি বাবদ স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য আদেশ প্রদান করে। একই বিষয়ে দায়ের করা মামলায় আদালতের পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য হয় আগামী ৩ জুলাই। এসব কিছু উপেক্ষা

করে তাহেরগং বৃহস্পতিবার রাতে সাধনা রানীর বাড়ির মালামাল বাইরে ফেলে দিয়ে ঘর গুঁড়িয়ে দেয়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৪ জুন ২০০৫

(২৬৮৪)
বিশ্বনাথে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলায় আহত ১০

সিলেট অফিস ঃ বিশ্বনাথ থানার লামাকাজী ইউনিয়নের খোজারপাড়া গ্রামের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একটি বাড়িতে হামলা চালিয়ে স্থানীয় মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের সন্ত্রাসীরা ১০ জনকে কুপিয়ে আহত করেছে। গুরুতর আহত অবস্থায় ১০ জনকেই সিলেট ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহতদের মধ্যে তিনজন তরুণী রয়েছে। এঘটনায় পুলিশ ছ'জনকে গ্রেফতার করেছে।

জানা গেছে, দিঘলীয়া খোজারপাড়া একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় অধ্যুষিত এলাকা। এই গ্রামের পাশেই মৎসজীবী সম্প্রদায়ের লোকজনদের বসবাস। এদের একটি অংশ দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় নানা অপরাধ-অপকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মেয়েদেরকে নিয়মিত উত্যক্ত করে আসছে। এদেরই কয়েকজন বৃহস্পতিবার রাতে অনন্ত দেবের বাড়ির টিনের চালে ঢিল মেরে তরুণী মেয়েদেরকে উত্যক্ত করছিল। এর জের ধরেই রাতে শতাধিক মৎসজীবী সম্প্রদায়ের লোক অনন্ত দেবের বাড়িতে অতর্কিতে হামলা চালায়। ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে আহত করে অনন্ত দেব (৫০), অলক দেব (২৮), বাবুলাল দেব (৩২), চুনিলাল (২৩), লিপ্টু (১৭), টিটু (১৮), মনিকা দেব (১৮), বিজয়া দেব (১৪) ও পুর্ণিমা দেব (২৫)কে। আহতদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

হামলার পর ব্যাপক লুটতরাজ চালায় সন্ত্রাসীরা। তারা স্বর্ণালংকারসহ দু'লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুট করে নেয় খবর পেয়ে বিশ্বনাথ থানা পুলিশ রাতেই অভিযান চালিয়ে ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে ছ'জনকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃতরা হচ্ছে- গোলাম মোস্তফা, শুকুর আলী, নিজাম, রিপন মোসাহীদ ও মুক্তার।

এ ঘটনার পর থেকে আতঙ্কাবস্থা বিরাজ করছে। স্থানীয় বিএনপি ও আওয়ামী লীগ নেতারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। তবে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত এ ব্যাপারে থানায় কোন মামলা হয়নি।

আজকের কাগজ, ৪ জুন ২০০৫

(২৬৮৫)
নওগাঁয় পূজামণ্ডপের জায়গা দখল করে রাস্তা নির্মাণ মূর্তি ঝোলানো গাছে

নওগাঁ প্রতিনিধি ঃ নওগাঁ সদরের কির্ত্তীপুর ইউনিয়নের চুয়ারপুর গ্রামের কালিতলা গ্রামের পূজামণ্ডপের শীতলা মূর্তিকে গলায় দড়ি দিয়ে বটগাছের ডালে ঝুলানোয় এলাকার হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে গত শুক্রবার গভীর রাতে। প্রশাসন ও পুলিশ বিভাগের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

জানা যায়, কির্ত্তীপুর ইউনিয়নের চুয়ারপুর গ্রামে ৩৫/৪০টি হিন্দু পরিবারের বসবাস। ওই মৌজার ২২৬ নং দাগে তাদের কালীতলা পূজামণ্ডপ অবস্থিত। এর পাশ দিয়ে গেছে ইউনিয়ন পরিষদের সড়ক। সম্প্রতি বরেন্দ্র উন্নয়ন প্রকল্প সড়কটি পাকাকরণ কাজ শুরু করে। সড়কের

অপর পাশে একই মৌজার ২৭০ নং দাগে ডোবা থাকায় বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষের প্রকৌশলী ও ঠিকাদারি সংস্থা যোগসাজশ করে মণ্ডপের উঁচু জায়গার প্রায় ২ শতক জমি দখল করে রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু করে। এ নিয়ে এলাকার হিন্দুদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। বিষয়টি স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ অতোয়ার রহমানকে হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ জানালে তিনি মণ্ডপের স্থান থেকে সড়ক সরিয়ে নিয়ে নির্মাণ কাজ চালানোর জন্য নির্দিষ্ট স্থান দেখিয়ে দেন। এ নিয়ে স্থানীয়ভাবে কয়েকদফা বৈঠকও হয়।

এলাকার একাধিক সূত্র জানিয়েছে, পার্শ্ববর্তী বালুভরা ইউনিয়নের সরকারদলীয় চেয়ারম্যান আল-এমরান ঠিকাদারদের পক্ষ নিয়ে মণ্ডপের জায়গায় রাস্তা নির্মাণের হুকুম দেন এবং হিন্দুদের এ কাজে বাধা দিতে নিষেধ করেন। কিন্তু ভবেশ, নুশা, গুটল, সত্যেন ভ্যানু, প্রবীর, তপেস, প্রভাসসহ অনেকে সড়ক নির্মাণে বাধা দেন। শুক্রবার সন্ধ্যায় চেয়ারম্যানের সমর্থক আবুল, বাবু, হামিদুর, নইমুল, বদরুলসহ কতিপয় ব্যক্তি দেশীয় অস্ত্র নিয়ে ঘটনাস্থলে এসে হিন্দু নেতৃবৃন্দকে হুমকি দিয়ে চলে যায়। এরপর রাতেই কে বা কারা শীতলা প্রতিমাটিকে মণ্ডপের বটের গাছের ডালে গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলিয়ে রাখে।

গতকাল শনিবার বিষয়টি জানাজানি হলে স্থানীয় চেয়ারম্যানের মাধ্যমে সংবাদ পেয়ে নওগাঁ সদর ইউএনও হুমায়ুন কবির ও ওসি মোশাররফ হোসেন ঘটনাস্থলে আসেন। ইউএনও বেলা সাড়ে ১২টায় ভবেশ নামের এক ব্যক্তিকে দিয়ে মুর্তিটি নামিয়ে পূর্বস্থানে স্থাপন করেন।

ভোরের কাগজ, ৫ জুন ২০০৫

(২৬৮৬)
সেনবাগে চাঁদা না দেয়ায় সংখ্যালঘু শিক্ষককে রড দিয়ে পিটিয়ে অজ্ঞান

স্টাফ রিপোর্টার, নোয়াখালী ঃ নোয়াখালীর সেনবাগে সরকারদলীয় সন্ত্রাসীরা রবিবার সকালে তেমুদুনী আব্দুর রশিদ ভূঁইয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধানশিক্ষক শম্ভুপদ দে'কে (৪০) রড দিয়ে বেদম প্রহার করে। সন্ত্রাসীরা বাসগৃহের দরজা ভেঙ্গে ভিতরে ঢুকে শম্ভুপদ দে'কে পিটাতে পিটাতে বিবস্ত্র করে ফেলে এবং স্থানীয় তেমুখী বাজারে এনে তাঁকে ঘুরাতে থাকে। এ অবস্থায় তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। সন্ত্রাসীরা ২০ হাজার টাকা চাঁদা না পেয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে এক ছাত্রীর সঙ্গে অশোভন আচরণের অভিযোগ এনে এ নারকীয় ঘটনা ঘটায়। সন্ত্রাসীদের হামলার পর বাজারে লুটিয়ে পড়ে থাকা গুরুতর আহত শিক্ষককে সেনবাগ থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে ভর্তি করান।

শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের ওপর বর্বরোচিত হামলার প্রতিবাদে ঘটনার পর পরই এলাকার লোকজন ও ছাত্ররা সন্ত্রাসীদের বিচার দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৬ জুন ২০০৫

(২৬৮৭)
আনোয়ারায় মন্দিরে হামলা লুট আগুন মামলা হলেও মূল হোতাকে গ্রেফতার করছে না পুলিশ

চট্টগ্রাম অফিস ঃ চট্টগ্রাম শহর থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরে আনোয়ারা উপজেলার পাঠানীকোটা গ্রামে গত শুক্রবার সন্ধ্যায় একদল সন্ত্রাসী মন্দিরে ব্যাপক ভাঙচুর ও লুটতরাজ

করেছে। সন্ত্রাসীরা পাঠানীকোটা শ্রী শ্রী বাসন্তীবাড়ি মন্দিরের সরস্বতী ও জয়া বিজয়ার প্রতিমা ভাঙচুর, দানবাক্স লুটসহ মন্দিরের সীমানা ঘেরাও দেওয়া বাঁশের বেড়া ভেঙে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। সন্ত্রাসীদের হামলায় এ সময় ৫ জন সামান্য আহত হয়েছে। এ ঘটনায় সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এই গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে চরম উত্তেজনা ও আতঙ্ক বিরাজ করছে।

মন্দির পরিচালনা কমিটি ও বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ নেতৃবৃন্দ এই হামলা ভাঙচুর ও মন্দিরের জায়গা দখলের অপচেষ্টার জন্য স্থানীয় কথিত মুক্তিযোদ্ধা কমাণ্ডার মোহাম্মদ ইদ্রিস ও মাহাতা পাঠানীকোটা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল কালামসহ অন্যদের দায়ী করেছে। এ ব্যাপারে আনোয়ারা থানায় মামলা নং ২(৬) ২০০৫)-এর ভিত্তিতে পুলিশ স্কুলের প্রধান শিক্ষককে গ্রেফতার করলেও তিনি গত শনিবার জামিনে বের হয়ে আসেন। তবে মন্দিরে হামলা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগের মূল হোতা কথিত মুক্তিযোদ্ধা কমাণ্ডার মোহাম্মদ ইদ্রিসকে পুলিশ গতকাল পর্যন্ত গ্রেফতার করেনি অজ্ঞাত কারণে। মন্দির কমিটি ও স্থানীয় বিক্ষুব্ধ হিন্দু সম্প্রদায় ঘটনার প্রতিবাদে ও সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের দাবিতে এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল করেছে এবং মন্দিরের সামনে কালো পাতাকা টানিয়ে দিয়েছে।

ঘটনার একদিন পর গত শনিবার সন্ধ্যায় ঘটনাস্থলে গিয়ে জানা গেলো, মূলত মন্দির ও মন্দির সংলগ্ন একটি সেবাখোলার জায়গা সম্পত্তি আত্মসাৎ করার জন্যই অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে এই হামলা চালানো হয়েছে। মন্দিরের সেবিকা কুকী সূত্রধর এ প্রতিবেদকের কাছে অভিযোগ করেন, শুক্রবার সন্ধ্যায় তিনি যখন সন্ধ্যাপূজার আয়োজন করছিলেন তখনই ঐ আলোচিত স্কুল থেকে ২০/২৫ জনের একটি দল লাঠিসোঁটা, কিরিচ ও অন্যান্য অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে মন্দিরে হামলা চালায় এবং উপস্থিত ভক্তবৃন্দকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে প্রতিমা ভাঙচুর ও দানবাক্স লুট করে। সন্ত্রাসীরা মন্দিরের জায়গা ঘেরাও দেওয়া যে বাঁশের বেড়া ছিল তা ভেঙে ফেলে তাতে আগুন লাগিয়ে দেয়। এ ছাড়া বেশ কিছু ফলের গাছও কেটে ফেলে।

মন্দির পরিচালনা কমিটির সভাপতি অশোক রুদ্র জানান, তাদের জায়গাতেই এই মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছে। রুদ্র পরিবারের যে সব অংশীদার রয়েছেন তারা মন্দিরের নামে প্রায় ২৬ শতক জায়গা অনেকদিন আগেই দানপত্র রেজিস্ট্রি করে দিয়েছেন। তাছাড়া মন্দিরের কাছেই একটি সেবাখোলা রয়েছে। যেখানে নিয়মিত পূজা ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। মাস দুয়েক আগে ঐ সেবাখোলার জায়গা আত্মসাৎ করার জন্য একই সন্ত্রাসী ব্যক্তিরা সেবাখোলাটিকে ঘেরা দেওয়া বাঁশের বেড়া ভেঙে ফেলেছিল। তখন এ ব্যাপারে আনোয়ারা থানায় একটি জিডি করা হয়েছিল বলে জানান আনোয়ারা উপজেলা হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট চন্দন বিশ্বাস। বিষয়টি স্থানীয় বিএনপি দলীয় সাংসদ সরোয়ার জামাল নিজামকেও জানানো হয়েছিলো।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, মন্দিরের কিছু দূরে মহাতা পাঠানীকোটা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় ও প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। যা স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়েরই সম্পত্তিতে ও তাদের প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে। পার্শ্ববর্তী মহাতা গ্রামের কথিত মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মোহাম্মদ ইদ্রিসকে স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায় বিশ্বাস করে স্কুল পরিচালনা কমিটির সভাপতি নির্বাচন করেন। কিন্তু মোহাম্মদ ইদ্রিসের লোভ পড়ে মন্দির ও সেবাখোলা ও এর সংলগ্ন হিন্দুদের জায়গার ওপর। মন্দির কমিটির নেতা মৃদুল চক্রবর্তী ও অন্যরা অভিযোগ করেন, গত শুক্রবার মহাতা পাঠানীকোটা উচ্চ বিদ্যালয়ে মিটিং করেই সন্ত্রাসীরা দলবলে সশস্ত্র অবস্থায় মন্দিরে হামলা ও লুটপাট করে। পাঠানিকোঠা গ্রামটিতে প্রায় দেড় হাজার হিন্দু পরিবারের বাস। তাদের প্রশ্ন, তাদের জায়গায় তারা মন্দির করেছেন, স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য জায়গা দিয়েছেন, টাকা দিয়েছেন, শ্রম দিয়েছেন,

বিশ্বাস করে পার্শ্ববর্তী গ্রামের কথিত মুক্তিযোদ্ধা কমাণ্ডার মোহাম্মদ ইদ্রিসকে স্কুল পরিচালনা কমিটির সভাপতি করেছেন। আজ সেই ইদ্রিসই কিনা এ ধরনের ন্যক্কারজনক হামলা করলো?

গত শনিবার মানবাধিকার সংগঠক ও ঐক্য পরিষদ কেন্দ্রীয় নেতা এডভোকেট রানাদাশগুপ্ত, দক্ষিণ জেলা ঐক্য পরিষদ সাধারণ সম্পাদক তাপস হোড়, চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক এড. মোস্তাফিজুর রহমান, আইনজীবী ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অমর প্রসাদ ধর, এডভোকেট রতন রায়, কবি আশীষ সেন, উপজেলা পূজা কমিটির সভাপতি দোলন মজুমদার প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। এ সময় স্থানীয় জনগণ সেদিনের ঘটনা সম্পর্কে তাদেরকে বিস্তারিত বর্ণনা দেন। জনগণ অভিযোগ করেছেন, কথিত মুক্তিযোদ্ধা কমাণ্ডার মোহাম্মদ ইদ্রিস তার প্রভাব প্রতিপত্তি খাটিয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষক আবুল কালামসহ অন্যদের নিয়ে মন্দিরের সামনে হিন্দু সম্প্রদায়ের যে বিশাল জায়গা রয়েছে তা দখল করে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই পরিকল্পিতভাবে এই হামলা করেছে।

ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে নেতৃবৃন্দ আনোয়ারা থানায় গিয়ে পুলিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করে দোষী ব্যক্তিদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের দাবি জানান। একই সঙ্গে তারা বলেন, আগে যে জিডি করা হয়েছিল প্রায় দুই মাস আগে, তা সঠিকভাবে তদন্ত করে ব্যবস্থা নিলে হয়তো গত শুক্রবারের ঘটনা ঘটতো না। তারা হামলা ও লুটপাটের সুষ্ঠু বিচার ও স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের জানমালের নিরাপত্তা বিধানের জন্য পুলিশ প্রশাসনের প্রতি জোর দাবি জানান। স্থানীয় জনগণের অভিযোগ, মন্দিরের জায়গা দখল করার পেছনে দুরভিসন্ধি নিয়ে মন্দিরে হামলা করার পেছনে মূল কলকাঠি নাড়ছেন কথিত মুক্তিযোদ্ধা কমাণ্ডার মোহাম্মদ ইদ্রিস। তার নামেও থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে মন্দিরে হামলা, ভাঙচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের জন্য। কিন্তু সে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাকে পুলিশ কেন গ্রেফতার করেছে না— সে ব্যাপারে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

ভোরের কাগজ, ৬ জুন ২০০৫

(২৬৮৮)
কেশবপুরে জামাত নেতার কথায় পুলিশ হিন্দুদের ধর্মসভা বন্ধ করে দিয়েছে

যশোর অফিস ঃ কেশবপুর উপজেলার গ্রামে এক জামাত নেতা ও ইউপি চেয়ারম্যানের অভিযোগে সংখ্যালঘুদের ধর্মসভা বন্ধ করে দিয়েছে থানা পুলিশ। পুলিশ সুপারের অনুমতি থাকা সত্ত্বেও ১২৮ বছরের এই অনুষ্ঠান এবারই প্রথম বন্ধ করে দেয়া হলো।

স্থানীয় সূত্র জানায়, উপজেলার কোমরপুর গ্রামের রামানন্দ সেবাশ্রমে ১২৮ বছর ধরে অনুষ্ঠান হয়ে আসছে। যার ধারাবাহিকতায় এবারও আশ্রমে রামানন্দের জীবনের ওপর আলোচনা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শুক্রবার রাতে এই অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল। সেবাশ্রমের সভাপতি ড. পরিতোষ কুমার দাস অনুষ্ঠানের জন্য পুলিশ সুপারের কাছ থেকে অনুমতি নেন। এরই মাঝে কেশবপুর থানার পুলিশ বৃহস্পতিবার রাতে ওই অনুষ্ঠান বন্ধের নির্দেশ দেয়। এ ব্যাপারে কেশবপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানান, ইউপি চেয়ারম্যান হাফেজ রাহাজ উদ্দিনের অভিযোগের ভিত্তিতে অনুষ্ঠানটি বন্ধ করা হয়েছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এসপির অনুমতির কথা স্বীকার করে বলেন, অনুষ্ঠানে তারও যাওয়ার কথা ছিল। অনুষ্ঠানটি বন্ধ করা ঠিক হয়নি বলে তিনি মন্তব্য করেন।

সংবাদ, ৬ জুন ২০০৫

(২৬৮৯)
সাভারে রাতের আঁধারে সংখ্যালঘু পরিবারে সন্ত্রাসী হামলা ভাঙচুর লুটতরাজ ॥ এলাকা ছাড়ার হুমকি

সাভার (ঢাকা) প্রতিনিধি ঃ সাভারে জমি দখলে ব্যর্থ হয়ে একদল সন্ত্রাসী গতকাল রোববার রাত সাড়ে নয়টার দিকে সংখ্যালঘু এক বাড়িতে হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভাঙচুর ও লুটতরাজ করেছে। ঘটনাটি ঘটেছে বাইপাইল গ্রামে।

জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে সাভারের দক্ষিণ বাইপাইল গ্রামের গুরুদয়ালের জমির উপর নজর পড়ে সন্ত্রাসী মোর্শেদের। অনেকবার জমি দখলের চেষ্টা ব্যর্থ হলে গতকাল রাতে মোর্শেদ ও তার দুই পুত্র নাসিম ও খোকনসহ ঢাকা থেকে ১৫-২০ জনের একদল ভাড়াটিয়া সন্ত্রাসী অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে গুরুদয়ালের বাড়িতে হামলা চালিয়ে দু'টি ঘর ভেঙে ফেলে ও ব্যাপক ভাঙচুর ও লুটতরাজ করে। এলাকাবাসী এগিয়ে আসার চেষ্টা করলে সন্ত্রাসীরা কয়েক রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছুড়ে এলাকায় ত্রাস সৃষ্টি করে। সন্ত্রাসীরা গুরুদয়াল, তার তিনপুত্র গোপাল, শম্ভু, সুমন ও তিন কন্যা গঙ্গা, গীতা ও অঞ্জলীকে এক মাসের মধ্যে এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার হুমকি দেয়। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত রাত ১০টায় তারা ঘটনাস্থলে অবস্থান করছিলো।

আজকের কাগজ, ৬ জুন ২০০৫

(২৬৯০)
গফরগাঁওয়ে সংখ্যালঘু কিশোরীকে বিএনপি ক্যাডারদের গণধর্ষণ

স্টাফ রিপোর্টার, ময়মনসিংহ ঃ গফরগাঁওয়ে বিএনপিদলীয় মস্তান ক্যাডাররা পালাক্রমে ধর্ষণ করেছে সংখ্যালঘু ঋষি পরিবারের এক কিশোরীকে। ঘটনার সাতদিন পর পুলিশ মামলা নিলেও কোন গ্রেফতার নেই। সোমবার দুপুরে ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ধর্ষিত কিশোরী সালমা রবি দাসের ডাক্তারী পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। বিলম্বের কারণে সালমার যৌনাঙ্গে কোন স্পার্ম পাওয়া না গেলেও গণধর্ষণের আলামত পাওয়া গেছে বলে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানিয়েছে। গফরগাঁও উপজেলার কদম রসুলপুর গ্রামের এই ঘটনাটি ঘটেছে গত ২৯ মে রাতে। সালমার বাবা বদু রবি দাস (৪০) জানান, ঘটনার দিন রাত সাড়ে ১২টার দিকে রসুলপুর গ্রামের নসর উদ্দিনের পুত্র ও ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক চান মিয়া ওরফে সোলায়মানের (৩৫) নেতৃত্বে ছয় বিএনপি ক্যাডার দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢোকে। এ সময় তারা পরিবারের সদস্যদের অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে কমান্ডো স্টাইলে সালমাকে (১৩) তুলে সুতিয়া নদীর ধারে নিয়ে যায়। সেখানে কদম রসুলপুর গ্রামের মৃত হাফিজ উদ্দিনের পুত্র মফিজ (৩০), রসুলপুর গ্রামের এবাদুল্লাহ মাস্টারের পুত্র রূপক (৩২), একই গ্রামের মৃত আব্দুলের পুত্র শহীদ (৩৪), ঘতুর পুত্র কামাল (৩৩), নাসির উদ্দিনের পুত্র হামিদুল (৩৫) ও চান মিয়া ওরফে সোলায়মান শিকার সালমাকে চোখ-মুখ বেঁধে পালাক্রমে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। বর্বর পাশবিকতার এক পর্যায়ে জ্ঞান হারালে দুর্বৃত্তরা সালমাকে সুতিয়া নদীতে ফেলে চুবানি দেয়। পরে জ্ঞান ফিরে পেলে সালমাকে ফেলে ধর্ষকরা সুতিয়া নদী পার হয়ে চলে যায়। সালমার আর্তচিৎকারে আশপাশের লোকজন এসে তাকে উদ্ধার করে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৭ জুন ২০০৫

(২৬৯১)
দিনাজপুরে আদিবাসী গৃহবধূকে অপহরণ ও ধর্ষণ, মামলা

দিনাজপুর পফিস ঃ দিনাপুর জেলার ঘোড়াঘাট উপজেলার এক আদিবাসী গৃহবধূকে ধর্ষণের ঘটনায় ঘোড়াঘাট থানা ছাত্রদলের দু নেতাসহ চারজনকে আসামি করে মামলা হয়েছে।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ঘোড়াঘাট থানার এসআই আবুল কালাম আজাদ জানান, গত শনিবার বিকেলে বাজার থেকে বাড়ি ফেরার পথে উপজেলার কাজীবরণ গ্রামের এক আদিবাসী গৃহবধূকে (৩০) ঘোড়াঘাট ছাত্রদলের সভাপতি মানিক (২৭), সাংগঠনিক সম্পাদক মোখলেছ (২৫), এলাকার যুবক মোমিন (২৫)এবং দিলবর (২২) অপহরণ করে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে ধর্ষণ করে।

গৃহবধূর স্বামী এ ঘটনা জানতে পেরে গত রোববার ওই চারজনকে আসামি করে ঘোড়াঘাট থানায় মামলা করেন।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা অপহৃতাকে পাঁচবিবি বাজার এলাকা থেকে উদ্ধার করে সোমবার দিনাজপুর আদালতে হাজির করেন। জবানবন্দি নিয়ে তাকে তার স্বামীর জিম্মায় হস্তান্তর করা হয়।

পুলিশ আসামিদের গ্রেপ্তার করতে পারেনি বলে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গোলাম মর্তুজা জানান।

প্রথম আলো, ৮ জুন ২০০৫

(২৬৯২)
পাবনায় খ্রিস্টান পল্লীতে হামলা আদালতে বাদীকে অবরোধ

পাবনা অফিস ঃ পাবনার চাটমোহর উপজেলার চাঞ্চল্যকর ফৈলজানার খ্রিস্টান পল্লীতে হামলার নায়করা এবার আদালতে মামলার আলামত উপস্থাপন করতে দেয়নি। শনিবার সন্ত্রাসীরা পাবনায় কগনাইজিং আদালত চত্বরে মামলার বাদী সুবল মণ্ডলকে হুমকি দেয়। এদিন ছিল মামলার আলামত উপস্থাপনের দিন। এ ঘটনার পর থেকে খ্রিস্টান পল্লীতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

ফৈলজানা খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের নেতা সুবল মণ্ডল শনিবার দুপুরে পাবনা প্রেস ক্লাবে এসে সাংবাদিকদের জানান, তিনি ধার্য তারিখে তার বাড়িতে হামলা, মারধর ও ভাংচুর করার আলামত আদালতে উপস্থাপন করতে এলে মামলার আসামি শাজাহান, জিন্নাহ ও সাজার নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী তাকে বাধা প্রদান ও নানা প্রকার ভয়ভীতি প্রদর্শন করে।

সমকাল, ১২ জুন ২০০৫

(২৬৯৩)
পঞ্চগড়ে সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর নির্যাতন ঃ মিছিল

প্রতিনিধি, পঞ্চগড় ঃ জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে এক সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর অব্যাহত নির্যাতনের প্রতিবাদে শনিবার হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ পঞ্চগড়ে মৌন মিছিল ও

স্মারকলিপি পেশ করেছে। কেন্দ্রীয় দুর্গা মন্দির থেকে মৌন মিছিলটি শুরু হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। পরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশ শেষে ঐক্য পরিষদ নেতৃবৃন্দ অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) বাসুদেব আচার্য্যের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করেন। সমাবেশে ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক কল্যাণ কুমার ঘোষ, যুগ্ম আহ্বায়ক বিপেন চন্দ্র রায়, কেন্দ্রীয় দুর্গা মন্দিরের সাধারণ সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ মোদক রবি, পরিমল চন্দ্র মোদক, নবীন বণিক, শিবেন্দ্রনাথ রায়, চন্দন কুমার বণিক, রাধাকান্ত বণিক প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। স্মারকলিপি সূত্রে জানা যায়, জেলার সদর উপজেলার মাগুরা ইউনিয়নের পড়াডাঙ্গা গামের পৈসাঞ্জু বর্মণের বসত ভিটার জমি জাল দলিল তৈরি করে জবরদখলের উদ্দেশ্যে ওই এলাকার প্রভাবশালী গোলাম রব্বানী, দুলু, জসিরউদ্দিন, রবিউল, হবিবর, ইউসুফ, ফয়জুল, আবুল হোসেন, শাহজাহান, বসিরুল, রুবেল, পৈসাঞ্জু ও তার পরিবারের ওপর নির্যাতন এবং তাদের উচ্ছেদের চেষ্টা করে আসছে।

সংবাদ, ১২ জুন ২০০৫

(২৬৯৪)
সাতক্ষীরায় ভূমিদস্যুর কোপানলে ৮শ' সংখ্যালঘু পরিবার প্রতিকার চেয়ে সংবাদ সম্মেলন

সংবাদদাতা, সাতক্ষীরা ঃ সাতক্ষীরার কালীগঞ্জের চার গ্রামের সাত শতাধিক সংখ্যালঘু হিন্দু পরিবারকে জিম্মি করে ভারতে তাড়িয়ে দেয়ার হুমকি দেয়া হচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্তরা বারবার প্রশাসনের শরণাপন্ন হয়েও প্রতিকার না পেয়ে রোববার রিপোর্টার্স ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে প্রধামন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য রাখেন নিরাপদ ঘোষ। তার সঙ্গে ছিলেন জয়দেব ঘোষ, রমেশ ঘোষ, ধীরেশ্বর হালদার প্রমুখ।

লিখিত বক্তব্যে জানানো হয়, কালীগঞ্জের উজয়মারী, দেয়া, কাজাবাড়িয়া ও দদুলি গ্রামে ৭-৮শ' হিন্দু পরিবার বসবাস করে।

একই উপজেলার পিরিজপুর গ্রামের মৃত কালাম উদ্দিনের পুত্র ভূমিদস্যু মতিউর রহমান ৭-৮ বছর আগে হিন্দু অধ্যুষিত ওই অঞ্চলের খাজাবাড়িয়া মৌজার জনবসতিতে কিছু জমি ক্রয় করে সেখানে অবৈধভাবে ইটভাটার কাজ শুরু করে। শুরুতেই ওই অঞ্চলের পানি নিষ্কাশনের সরকারি খাল দখল করে ভাটা মালিক চার গ্রামের পানি নিষ্কাশনের পথ বন্ধ করে দেয়। ভাটার পাশাপাশি লোনা পানি তুলে চিংড়িঘের করার জন্য নিরীহ মানুষকে ভুল বুঝিয়ে মতিয়ার রহমান শত শত বিঘা জমি নামমাত্র মূল্যে লিজ নেয়। পরে এসব জমির শ্রেণী পরিবর্তন করে বড় বড় দিঘি কেটে মাটি ইটভাটায় ব্যবহারসহ লোনা পানির মাছ চাষ করায় ওই জনবসতিতে পরিবেশ দূষণের ঘটনা ঘটে। ফলে চার গ্রামের মধ্যে বীরেশ্বর হালদার, নিরাপদ ঘোষ, ভবেন্দ্র, ঘোষ, বাদল ঘোষ, লক্ষ্মীপদ ঘোষ, জয়দেব ঘোসসহ শত শত গ্রামবাসী ভূমিদস্যু মতিউর রহমানের কাছে লিজ দেয়া জমি ফেরত চায়। এ সময় নিজের জমি ফেরত না দিয়ে নিরীহ গ্রামবাসীকে ভয়ভীতি দেখিয়ে মতিউর রহমান নামমাত্র মূল্যে বেশকিছু জমি কিনে নেয়।

মতিউর রহমান বর্তমান কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে চার গ্রামের মানুষকে অবরুদ্ধ করে ফেলেছে। এসব অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পেতে গত বছরের ২৪ আগস্ট গ্রামবাসী স্থানীয় সংসদ সদস্যের কাছে প্রতিকার চেয়ে লিখিত অভিযোগ করলে তিনি ব্যবস্থা নেয়ার জন্য

উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে চিঠি পাঠান। একইভাবে ২৭ নবেম্বর জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারের কাছে অভিযোগ করে এলাকাবাসী।

পরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ২৭ নবেম্বর তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ করলেও তা কার্যকর হয়নি। পুলিশ সুপারের পক্ষে কালীগঞ্জে এএসপি সার্কেলকে তদন্তের নির্দেশ দিলেও তা বেশি দূর এগোয়নি। এদিকে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মনিরুজ্জামান তদন্ত করে ৩১ মে কাঁটাতারের বেড়া অপসারণ করে জনসাধারণের চলাচলের পথ উন্মুক্ত করে দেয়ার লিখিত আদেশ জারি করলেও তা কার্যকর হয়নি।

এদিকে কাঁটাতারের বেড়া অপসারণের আদেশ দেয়ার পর মতিউর রহমান সংখ্যালঘুদের চলে যাওয়ার হুমকি দিয়েছে।

সংবাদ, ১৩ জুন ২০০৫

(২৬৯৫)
দিনাজপুরে ২ সংখ্যালঘু পরিবারের সদস্যদের হত্যার চেষ্টা

দিনাজপুর সংবাদদাতা ঃ দিনাজপুর শহরে গভীর রাতে দুটি সংখ্যালঘু পরিবারের সদস্যদের হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে। এলাকাবাসীর সহায়তায় প্রাণে বেঁচে গেলেও দু'পরিবারের ৪ সদস্য মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে। এদের দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

রোববার রাত ৩টায় শহরের রাজবাড়ী এলাকার গুঞ্জাবাড়ী গ্রামে ৪/৫ জনের একটি দুষ্কৃতকারী দল ধারালো অস্ত্রসহকারে ধীরেন্দ্র নাথ চৌধুরীর (৭০) বাড়িতে ঢুকে। এ সময় ধীরেন্দ্র নাথ ডাকাত ভেবে আলমারির চাবি তাদের হাতে তুলে দিতে গেলে তারা চাবি না নিয়ে ধারালো অস্ত্র দ্বারা তার দু'পায়ে আঘাত করে। এ সময় ধীরেন্দ্র নাথের স্ত্রী বীণাপাণি চৌধুরী (৬০) এগিয়ে এসে তাদের বাধা দিতে চেষ্টা করলে তাকেও ধারালো অস্ত্র দিয়ে পায়ে আঘাত করা হয়। তাদের চিৎকারে এলাকাবাসী এগিয়ে এলে দুষ্কৃতকারীরা পালিয়ে যায়।

সমকাল, ১৪ জুন ২০০৫

(২৬৯৬)
চট্টগ্রামে এসআই পদে সংখ্যালঘু প্রার্থীরা বাদ!

একরামুল হক বুলবুল, চট্টগ্রাম ঃ চট্টগ্রামে পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর (এসআই) পদে নিয়োগের চূড়ান্ত তালিকায় কোনো সংখ্যালঘু প্রার্থীর নাম নেই। যে ৩৮ জন নিয়োগ পেয়েছেন তারা সবাই মুসলিম। আর সুযোগ না পাওয়া ৬৫ জনের অধিকাংশ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বলে জানা গেছে। অথচ লিখিত পরীক্ষার ফলাফলে প্রথম ছয়জনের মধ্যে পাঁচজনই ছিলেন সংখ্যালঘু।

গতকাল বৃহস্পতিবার পুলিশ সদর দপ্তর থেকে চট্টগ্রাম জেলা পুলিশ সুপার কার্যালয়ে পাঠানো তালিকা থেকে এ তথ্য জানা যায়। এই তালিকায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোনো প্রার্থী নেই বলে এএসপি (ডিএসবি) মসরুল হক স্বীকার করেন। তবে তিনি এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে রাজি হননি।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রার্থীদের মধ্যে একজনও এসআই পদে মনোনীত না হওয়ার কারণ জানতে চাইলে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর গতকাল দুপুরে প্রথম আলোকে বলেন, 'নতুন এসআই পদে কারা নিয়োগ পাচ্ছে আমি জানি না। নিয়োগের বিষয়টি দেখেন আইজি।' এ ব্যাপারে মহাপুলিশ পরিদর্শক (আইজিপি) আবদুল কাইয়ুম বলেন, ধর্মীয় পরিচয় কোনো যোগ্যতার মাপকাঠি হতে পারে না। যারা যোগ্য তারাই মনোনীত হয়েছে।

চট্টগ্রামে যে ৩৮ জন নতুন এসআই হিসেবে নিয়োগ পেতে যাচ্ছেন তাদের অধিকাংশই চারদলীয় জোট সরকারের দু শরিক বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠন ছাত্রদল ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের সমর্থক বলে অভিযোগ উঠেছে।

চন্দনাইশ উপজেলা কোটায় মনোনীত প্রার্থী জোবায়ের সৈয়দ শিবির সমর্থক হিসেবে এলাকায় পরিচিত। চট্টগ্রাম মুহসীন কলেজের সাবেক ছাত্র জোবায়েরের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, দেশের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের প্রতি আমার কোনো আস্থা নেই।

সংখ্যালঘু প্রার্থীদের এসআই পদের জন্য মনোনীত না করায় তারা পুলিশ সদর দপ্তরের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ইতিমধ্যে বঞ্চিতরা আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলেছেন। এ ব্যাপারে অ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্ত বলেন, চাকরি না পাওয়া একজন মামলা করার জন্য আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন।

এসআই পদে লিখিত পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকারী প্রার্থী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের আগে বলেছিলেন মেধা হবে যোগ্যতার একমাত্র মাপকাঠি। আমরা কি এর কোনো নমুনা দেখতে পাচ্ছি?

ষষ্ঠ স্থান অধিকারী প্রদীপ ধর বলেন, সংখ্যালঘু প্রার্থীদের বাদ দেওয়ার কথা আমি মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তার কাছে আগেই শুনেছিলাম। ঘোষিত ফলাফলে তার নমুনা দেখলাম।

গত বছরের ডিসেম্বরে ২৫০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় অংশ নিয়ে চট্টগ্রাম অঞ্চলের ১০৪ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হন। এর মধ্যে ১০৩ জন চলতি বছরের ২৭ এপ্রিল ঢাকায় পুলিশ সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেন।

প্রথম আলো, ১৭ জুন ২০০৫

(২৬৯৭)
ধামরাইয়ে মন্দির ভেঙে জমি দখলের হুমকি দিচ্ছে সন্ত্রাসীরা

ধামরাই (ঢাকা) প্রতিনিধি ঃ ঢাকার ধামরাই উপজেলার সাইট্টা গ্রামের শত বছরের পুরনো কালী মন্দিরটি ভেঙে জমি দখলের হুমকি দিয়েছে স্থানীয় কিছু সন্ত্রাসী। এ ঘটনায় গত মঙ্গলবার ধামরাই থানায় একটি অভিযোগ দেওয়া হয়েছে।

জমির মালিক শচিন্দ্র নাথ খাঁ জানান, কিছুদিন ধরে সাইট্টা গ্রামের সমর, নরেশ, বিপ্লব, সন্তোষসহ ৮ থেকে ১০ জন তাদের পারিবারিক মন্দিরটি (যা সাইট্টা বটতলা নামে পরিচিত) ভেঙে জমি দখলের হুমকি দিচ্ছে। এ অবস্থায় তিনি পরিবার নিয়ে এলাকা ছেড়ে ধামরাই সদরে এসে আশ্রয় নিয়েছেন বলে সাংবাদিকদের জানান।

প্রথম আলো, ১৭ জুন ২০০৫

(২৬৯৮)
নওগাঁয় সংখ্যালঘু পরিবার গ্রামছাড়া

নওগাঁ প্রতিনিধি ঃ নওগাঁর পল্লীতে হিন্দু সম্প্রদায়ের এক ষোড়শী কন্যা ধর্ষিত হয়েছে। ধর্ষিতার পরিবার এ ঘটনায় গ্রামবাসীর কাছে বিচার চাইতে গেলে লম্পট ধর্ষকের লোকজন রাতের অন্ধকারে ওই হিন্দু পরিবারকে গ্রাম থেকে বিতাড়িত করেছে। চাঞ্চল্যকর এ ঘটনাটি জেলার রানীনগর উপজেলার মিরাট গ্রামের দক্ষিণ পাড়ায় ঘটে। এ বিষয়ে ভয়ে কেউ মুখ খুলছে না। এ ঘটনা নিয়ে বর্তমানে ওই এলাকার হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে।

জানা যায়, ওই গ্রামের জফির উদ্দিনের পুত্র হেলাল উদ্দিন (২৫), গত শনিবার গভীর রাতে একই গ্রামের নান্টু কুমার হাওলাদারের বাড়িতে প্রবেশ করে অস্ত্রের মুখে তার কন্যাকে ধর্ষণ করে। গ্রামের প্রভাবশালী মহল ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার তৎপরতা শুরু করে। এক পর্যায় সোমবার রাতে ধর্ষিতার পরিবার হঠাৎ করে গ্রাম থেকে উধাও হয়ে যায়। এ বাপারে বুধবার সন্ধ্যায় রানীনগর থানার পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তারা এ বিষয়ে কিছু জানেনা বলে জানায়।

সমকাল, ১৮ জুন ২০০৫

(২৬৯৯)
সাতক্ষীরায় শ্মশান দখল করে আবাসন প্রকল্প

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি ঃ সাতক্ষীরার কালীগঞ্জ উপজেলার বিষ্ণুপুর ইউনিয়নের গোয়ালঘেসিয়া নদীতীরের ৩০০ বছরের পুরনো বাঁশতলা শ্মশান ও কালী ঠাকুরের বেদী দখল করে আবাসন প্রকল্পের কাজ চলছে। ইতোমধ্যে মাটি ফেলে শ্মশান ও বেদী ঢেকে ফেলা হয়েছে। এ নিয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

ঘটনার প্রতিবাদে বাঁশতলা মহাশ্মশান সংস্কার ও উন্নয়ন কমিটি গতকাল শনিবার শ্মশান এলাকায় সংবাদ সম্মেলন করেছে। সম্মেলনে কমিটির নেতারা শ্মশানে আবাসন প্রকল্প বাতিলের দাবি জানান। তারা ওই শ্মশানে শবদেহ সৎকারে ও সুষ্ঠুভাবে পূজা-অর্চনার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে প্রধানমন্ত্রী, ভূমিমন্ত্রী ও ধর্মমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেন। সংবাদ সম্মেলনে কমিটির পক্ষে নিরাপদ ঘোষ লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন।

দু ইউনিয়নের ২৬টি গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ এ শ্মশানে মরদেহ সৎকার ও পূজা-আর্চনা করে আসছে। শ্মশানটি ২ একর জায়গা নিয়ে গঠিত।

জানা গেছে সম্প্রতি উপজেলা প্রশাসন ও স্থানীয় চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান শ্মশানের জমিতে আবাসন প্রকল্প গ্রহণ করে মাটি ভরাটের কাজ শুরু করেছেন। মাটি ভরাট ও গাছপালা কাটা নিয়ে ইতিপূর্বে দু দফা সংঘর্ষ হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, যে কোন মুহূর্তে আবার রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বাঁধতে পারে।

বাঁশতলা মহাশ্মশান সংস্কার ও উন্নয়ন কমিটির অভিযোগ, বিষ্ণুপুর ইউনিয়নে আবাসন প্রকল্প করার মতো আরো অনেক খাস জমি আছে। শুধু শ্মশানটি উচ্ছেদ করার জন্য এখানে আবাসন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মোঃ মনিরুজ্জামান জানান, শ্মশান উচ্ছেদ করে নয়, সরকারি খাস জমিতে আবাসন প্রকল্প গ্রহণ করে মাটি ভরাটের কাজ চলছে। এ নিয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদের কোনো আপত্তি থাকলে তা ভেবে দেখা হবে।

বিষ্ণুপুর ইউপি চেয়ারম্যান মিজান বলেন, প্রকল্পের ডিজাইন অনুযায়ী শ্মশান এলাকার উন্নয়ন কাজ চলছে। আবাসন প্রকল্পের জন্য এলাকাটি নির্ধারণ করা হয়েছে।

তিনি বলেন, পরে স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে শ্মশান অন্য জায়গায় স্থানান্তর করা হবে। তিনি স্বীকার করেন, দু ইউনিয়নের প্রায় ২৬ গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য এই একটি শ্মশানই রয়েছে।

প্রথম আলো, ২০ জুন ২০০৫

(২৭০০)
ঠাকুরগাঁওয়ে আদিবাসী গৃহবধূকে মধ্যযুগীয় নির্যাতন

জেলা বার্তা পরিবেশক, ঠাকুরগাঁও ঃ ঠাকুরগাঁওয়ে এক ইউপি সদস্য আদিবাসী গৃহবধূকে শ্লীলতাহানির চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে মধ্যযুগীয় কায়দায় নির্যাতন করেছে বলে খবর পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় আদিবাসীদের মধ্যে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে।

১৬ জুন বিকেলে সদর উপজেলার শ্রীকৃষ্টপুর গ্রামের অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূকে ওই ইউনিয়নের ইউপি সদস্য আবদুল জব্বার শ্লীলতাহানীর চেষ্টা করে। এতে ব্যর্থ হয়ে সে তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ তুলে একটি স্কুলের কাঁঠাল গাছে ঝুলিয়ে কঞ্চি দিয়ে বেদম মারধর করে। এতে তার সারা শরীর রক্তাক্ত জখম হয়ে সে জ্ঞান হারায়। এ খবর পেয়ে তার ভাই তাকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে। তাকে ঠাকুরগাঁও সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ ব্যাপারে ইউপি সদস্যকে আসামি করে দু'জনের বিরুদ্ধে থানায় মামলা হয়েছে।

বিক্ষোভ মিছিল

আদিবাসী গৃহবধূর ওপর নির্যাতনের প্রতিবাদে সোমবার জেলা জাতীয় আদিবাসী পরিষদের উদ্যোগে শহরে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন, জয়চিন্তু কুজুর, বাবুল তিগ্যা, দুলাল তিগ্যা, মামসুজ্জোহা বাবুল, আকতার হোসেন প্রমুখ।

সংবাদ, ২১ জুন ২০০৫

(২৭০১)
কোটালীপাড়ায় মন্দিরের সেবাইতকে উচ্ছেদ ও প্রাণনাশের হুমকি

প্রতিনিধি, গোপালগঞ্জ ঃ কোটালীপাড়া উপজেলার সিদ্ধান্ত বাড়ীর শিবমন্দিরের সেবাইত সন্তোষ কুমার দাসের পরিবারকে উচ্ছেদ ও জীবননাশের হুমকিসহ মন্দিরের জায়গা দখল চেষ্টার অভিযোগ পাওয়া গেছে। কোটালিপাড়া উপজেলা সদরে অবস্থিত সিদ্ধান্তবাড়ী শিবমন্দিরটি হাজার বছর আগে প্রতিষ্ঠিত। প্রতি বছর এখানে চৈত্রসংক্রান্তিতে চড়কপূজা ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

অভিযোগে জানা যায়, মন্দিরের জায়গা দখলের জন্য স্থানীয় পৌরসভার ৪ নং ওয়ার্ডের কমিশনার জয়নাল আবেদীন নাগারছি তার সহচরদের নিয়ে মন্দির থেকে সেবাইত সন্তোষ

কুমারের পরিবারকে উচ্ছেদের জন্য গত ১৩ জুন সকালে তাকে জীবননাশের হুমকি দেয় এবং মন্দিরের জায়গা দখলের জন্য খুন করার চেষ্টা চালায়। হুমকি দেয় মন্দির পরিত্যাগ না করলে যেকোন উপায়ে সেবাইত পরিবারকে উচ্ছেদ করা হবে। ফলে গত ১৪ জুন সেবাইতের বড় ছেলে এনজিও কর্মী গৌরাঙ্গলাল দাসের রান্নাঘরে গাঁজা ও এলকোহলের বোতল রেখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তাকে এনে তাকে গ্রেফতার করে থানায় সোপর্দ করা হয়। যা হিন্দু সমাজকে হেয়প্রতিপন্ন করেছে বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়। এ ঘটনায় হিন্দু-মুসলিম সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। এ ব্যাপারে কোটালীপাড়া উপজেলা সদরের অর্ধশতাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি গত ১৫ জুন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বরাবর লিখিত অভিযোগে মন্দিরের সেবাইত পরিবারকে রক্ষাসহ সেবাইত পরিবারের সন্তান গৌরাঙ্গলাল দাসের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগের ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে সঠিক তদন্তসহ তার মুক্তির দাবি জানিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে মন্দির রক্ষাসহ সন্ত্রাসীদের হাত থেকে সেবাইত পরিবারকে উচ্ছেদ প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান তারা।

সংবাদ, ২২ জুন ২০০৫

(২৭০২)
মিরসরাইয়ে সংখ্যালঘুর ৪ একর জায়গা দখলের অভিযোগ

মিরসরাই (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি ঃ চট্টগ্রামের মিরসরাই উপজেলায় এক সংখ্যালঘু পরিবারের ৪ একর জায়গা গতকাল মঙ্গলবার একই গ্রামের দু ব্যক্তি দখল করে নিয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

মিরসরাই ইউনিয়নের মিঠাছড়া গ্রামের পীযূষকান্তি নাহা জানান, গ্রামের আমানটোলা বিশ্বদরবার শরিফের নির্বাহী পরিচালক মুরাদ মোঃ তাজ ও নঈম মোহাম্মদ তাজ গতকাল তার সম্পত্তি দখল করে নেন এবং তার পুকুরে সেচযন্ত্র বসিয়ে পানি সেচ দেওয়া শুরু করেন।

মুরাদ মোহাম্মদ তাজের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি ফোনে বলেন, অন্যের জায়গা দখলের প্রশ্নই আসে না। তবে এখন তিনি ঢাকায় মিটিংয়ে ব্যস্ত। বেশি কিছু বলতে পারবেন না। বিশ্বদরবারের আরেক কর্মকর্তা শাহবুদ্দীন বলেন, দখলকারীরা ২০০২ সালে জনৈক অমরেন্দ্রের কাছ থেকে জায়গাটি কেনেন। ক্রেতাদের চাপে গতকাল অমরেন্দ্র জায়গাটি বুঝিয়ে দেন। জমি ক্রয়ের সব বৈধ কাগজপত্র তাদের কাছে আছে বলেও শাহবুদ্দীন দাবি করেন।

মিরসরাই থানার ওসি প্রথম আলোকে বলেন, কেউ মামলা বা অভিযোগ করেনি। অভিযোগ পেলে পুলিশ ব্যবস্থা নেবে।

এ ব্যাপারে পীপূষকান্তি বলেন, কোনো লাভ হবে না মনে করে তিনি থানায় অভিযোগ করেননি। তিনি আরো জানান, তার পরিবারের সদস্যরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।

প্রথম আলো, ২২ জুন ২০০৫

(২৭০৩)
দিনাজপুরে আবাসন প্রকল্পের নামে ৬৫ সংখ্যালঘু পরিবারকে উচ্ছেদ

দিনাজপুর, ২৩ জনু, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ আওয়ামী লীগের সমর্থক হওয়ার কারণে এক ইউপি চেয়ারম্যানের রোষানলে পড়ে দিনাজপুরের একটি গ্রামের ৬৫ হিন্দু ও খ্রিস্টান পরিবারের বতসবাড়ি ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে। সরকারী ১নং খাস খতিয়ানভুক্ত জমিতে

বংশপরম্পরায় বসবাসরত ৬৫ পরিবারের প্রায় ৩শ' সদস্যকে বুধবার বিকালে ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশের উপস্থিতিতে জোরপূর্বক বসতভিটা থেকে উচ্ছেদ করেন বিএনপি নেতা ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ শামসুদ্দীন মণ্ডল। আগাম কোন নোটিস না দিয়ে প্রায় দেড় শ' বিএনপি ক্যাডার প্রবল বর্ষণের মুখে সংখ্যালঘু পরিবারগুলোর বসতবাড়ি ভেঙ্গে ফেলে, এ সময় ব্যাপক লুটতরাজের ঘটনাও ঘটে। বসতভিটা হারিয়ে গ্রামটির ভূমিহীন পরিবারগুলো প্রবল বর্ষণের মুখে খোলা আকাশের নিচে বসবাস করছে।

দিনাজপুরের পার্বতীপুর উপজেলার ৭ নং মোস্তফাপুর ইউনিয়নের বড়দল হাটপুকুরপাড়া গ্রামে ৬৫ হিন্দু ও খ্রিস্টান ভূমিহীন পরিবারের বসবাস। বড়দল মৌজার ১৭৬ ও ১৮৫ দাগে সরকারী ১নং খাস ৯ দশমিক ৩৪ শতক জমিতে এসব পরিবার বংশপরম্পরায় বসবাস করে আসছে। গ্রামের প্রায় সবাই আওয়ামী লীগের কর্মী ও সমর্থক হওয়ার কারণে তারা স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান বিএনপি নেতা মোঃ শামসুদ্দীন মণ্ডলের রোষানলে পড়ে। গত বছরের ডিসেম্বর মাসে চেয়ারম্যান শামসুদ্দীন ভূমিহীন সংখ্যালঘু পরিবারগুলোকে বসতবাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি জানান, গ্রামটিতে সরকারী 'আবাসন প্রকল্প' গড়ে তোলা হবে। গ্রামবাসীর পক্ষ থেকে সংখ্যালঘুদের উচ্ছেদ না করে পার্শ্ববর্তী ফাঁকা খাস জমিতে 'আবাসন প্রকল্প' করার দাবি জানানো হলে চেয়ারম্যান তাঁর সিদ্ধান্তেই অটল থাকেন। চেয়ারম্যানের ক্রমাগত হুমকির মুখে এ বছরের ২ মার্চ গ্রামবাসীর পক্ষ হয়ে কালীপদ রায় বাদী হয়ে সাব জজ আদালতে একটি মামলা করেন। মামলায় চেয়ারম্যান শামসুদ্দীনকে বিবাদী করে বসতভিটা থেকে তাঁদের উচ্ছেদ না করার জন্য আদেশ চাওয়া হয়। আদালত ভূমিহীন পরিবারগুলোকে বসতভিটা থেকে উচ্ছেদ না করার জন্য অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা প্রদান করে। মামলার পরবর্তী তারিখ নির্ধারণ করা হয় এ বছরের ২৩ জুলাই।

২২ জুন বুধবার সকালে চেয়ারম্যান শামসুদ্দীন দেড় শ' বিএনপি ক্যাডার নিয়ে উপস্থিত হন বড়দল গ্রামে। কোন আগাম নোটিশ ছাড়াই তাঁর ক্যাডার বাহিনী সংখ্যালঘু পরিবারগুলোর বসতবাড়ি ভাঙতে শুরু করে। বর্ষার সময় বসতবাড়ি ভেঙ্গে ফেললে তারা কোথায় যাবে, এ মিনতি করা হলে চেয়ারম্যান তাদের সীমান্তের ওপারে চলে যেতে বলেন। এ সময় খ্রিস্টান জিঠু মুরমুর বাড়িতে চলছিল বিয়ের অনুষ্ঠান। বিএনপি ক্যাডাররা সে বাড়িটি ভাঙ্গার সময় বিশা মনি হেমরম (৩৮) নামে এক আদিবাসী মহিলা বিয়ের সময় বাড়িটি না ভাঙ্গার অনুরোধ জানালে চেয়ারম্যান তাকে লাথি মেরে ফেলে দেন। এ ঘটনার পর ক্ষিপ্ত আদিবাসী যুবকরা তীর-ধনুক নিয়ে বিএনপি ক্যাডারদের ওপর হামলার প্রস্তুতি নিলে দুপুরে একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে একদল পুলিশ আসে ঘটনাস্থলে। গ্রামবাসীর অভিযোগ, বসতবাড়ি ভাঙ্গার সপক্ষে কোন কাগজপত্র হাজির না করেই ম্যাজিস্ট্রেট স্থাপনা ভাঙ্গার নির্দেশ দেন। ফলে ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশের উপস্থিতিতে বিএনপির ক্যাডাররা মাত্র কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে গ্রামের ৬৫ সংখ্যালঘু পরিবারের বসতভিটা ভেঙ্গে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়।

এ ব্যাপারে ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ শামসুদ্দীন মণ্ডলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি কিছু বলতে অস্বীকৃতি জানান। তবে জেলা প্রশাসক মোঃ সুরুত জামান জানান, ওই স্থানটিতে ' আবাসন প্রকল্প' নির্মাণের জন্য উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়েছে। তবে এ জন্য যেসব পরিবার বসতভিটা হারিয়েছে, সেই প্রকল্পে তাদের অগ্রাধিকারভিত্তিতে বসতবাড়ি বরাদ্দ দেয়া হবে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৪ জুন ২০০৫

(২৭০৪)
তাড়াশে মন্দিরের গাছ কেটে নিয়েছে দুর্বৃত্তরা

প্রতিনিধি, তাড়াশ (সিরাজগঞ্জ) ঃ সিরাজগঞ্জের তাড়াশ উপজেলার পল্লীতে মন্দিরের গাছ রাতের অন্ধকারে কেটে নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা। উপজেলার চণ্ডীভোগ কালীমন্দিরের গাছ রাতের অন্ধকারে কয়েক দুর্বৃত্ত কেটে নিয়ে যায়।

সংবাদ, ২৪ জুন ২০০৫

(২৭০৫)
মন্দির ভাঙচুর ও স্কুলছাত্রী অপহরণের প্রতিবাদ করেছে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ

চট্টগ্রামের বাসন্তী মন্দিরের প্রতিমা ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ এবং লক্ষ্মীপুরের এক কিশোরী স্কুলছাত্রী অপহরণের ঘটনার তীব্র নিন্দা, ক্ষোভ ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ।

গত বৃহস্পতিবার সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. নিমচন্দ্র ভৌমিক বিবৃতিতে এই নিন্দা, ক্ষোভ ও দাবি জানান।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলার পাটনীকোটা গ্রামে মোঃ ইদ্রিস ও আবুল কালামসহ সন্ত্রাসীরা বাসন্তী মন্দিরের প্রতিমা ও সীমানা প্রাচীর ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে। অন্যদিকে গত ২ জুন লক্ষ্মীপুর জেলার দেওপাড়া গ্রামের বদিউজ্জামানের পুত্র মাহফুজ স্কুলে যাওয়ার পথে এক কিশোরীকে অপহরণ করে। গত ৩ জুন সদর থানায় এ ব্যাপারে মামলা দায়ের করা হলেও এখনো ওই স্কুল ছাত্রীকে উদ্ধারে প্রশাসনিক কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। বিজ্ঞপ্তি।

ভোরের কাগজ, ২৫ জুন ২০০৫

(২৭০৬)
মিরসরাইয়ে ১১ একর জমির বিরোধকে কেন্দ্র করে সংখ্যালঘু পরিবারকে পুড়িয়ে মারার হুমকি

মিরসরাই প্রতিনিধি ঃ উপজেলার ১১ একর জমির বিরোধকে কেন্দ্র করে গতকাল এক সংখ্যালঘু পরিবারকে আগুনে পুড়িয়ে মারার হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ব্যাপারে মিরসরাই থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করা হয়েছে।

জানা গেছে, মিরসরাই উপজেলার ৯নং ইউনিয়নের মিঠাছড়া গ্রামে অমলেন্দু দাশ রায় দুলালের পরিবারকে ১১ একর জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধ নিয়ে একই বাড়ির পিযুষ কান্তি সাহা এই হুমকি দেয়। সাধারণ ডায়েরিতে দুলাল আরো ৩ জনের নাম উল্লেখ করেন। এরা হচ্ছে সত্যজিত সাহা, বিশ্বজিৎ ও কানন সরকার।

এদিকে পিযুষ কান্তি সাহা গত ২২ জুন তার জমিজমা রক্ষা ও পরিবারের নিরাপত্তা চেয়ে দুলালের বিরুদ্ধে একটি সাধারণ ডায়েরি করেন। একই ঘটনায় কৃষক সোলেমান ওরফে ভোলা

মিয়া পিযুষ কান্তি সাহার বিরুদ্ধে একটি সাধারণ ডায়েরি করেন। তার ডায়েরিতে উল্লেখ করা হয়, পিযুষ কান্তি সাহার পক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য না দিলে তাকে হত্যা করা হবে বলে হুমকি দেওয়া হয়। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য গত বৃহস্পতিবার বিকালে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নেতৃবৃন্দ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

দুলালের সাধারণ ডায়েরির বিবরণে জানা যায়, তার উত্তরসূরিদের ১১ একর জায়গা আমানটোলা গ্রামের সুফী মুরাদ মোহাম্মদ তাজ ও সুফী মোহাম্মদ নঈম তাজের কাছে দীর্ঘদিন আগে বিক্রি করেন। গত ২২ জুন দুলাল তার জমির দখল বুঝিয়ে দেন। কিন্তু পিযুষ কান্তি সাহা ঐ জমি তার বলে দাবি করেন। এ ঘটনায় ঐ দিন উভয়পক্ষ এলাকায় লোকবল নিয়ে মহড়া দেয়। ফলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

এদিকে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় ও জেলা নেতৃবৃন্দ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। এরা হলেন, চট্টগ্রাম উত্তর জেলা সভাপতি অধ্যাপক রণজিৎ কুমার দে, সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট দিলীপ নারায়ণ, দক্ষিণ জেলার সাধারণ সম্পাদক তাপস হোড়, উত্তর জেলার যুগ্ম সম্পাদক দীলন কান্তি ধর, ঐক্য পরিষদের উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট সুরঞ্জন লোধ। তারা সাংবাদিকদের জানান, এটি একটি জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের ব্যাপার। এখানে ত্রিপক্ষিয় সমস্যা রয়েছে। সমঝোতার জন্য নিরপেক্ষ জায়গায় দ্রুত বৈঠক হওয়া প্রয়োজন। অন্যথায় যে কোনো মুহূর্তে অনাকাঙ্খিত ঘটনা ঘটতে পারে বলে জানান তারা।

ভোরের কাগজ, ২৫ জুন ২০০৫

(২৭০৭)
প্রধানমন্ত্রীর 'আদর্শ গ্রাম প্রকল্প' বাস্তবায়ন!
দিনাজপুরে ৬৫টি ভূমিহীন সংখ্যালঘু পরিবার উচ্ছেদ

দিনাজপুর অফিস ঃ প্রধানমন্ত্রীর 'আদর্শ গ্রাম প্রকল্প' বাস্তবায়নের নামে দিনাজপুরে ৬৫টি আদিবাসী ও হিন্দু সংখ্যালঘু ভূমিহীন পরিবারকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। জেলার পার্বতীপুর উপজেলার ৭ নম্বর মোস্তফাপুর ইউনিয়নের বড়দল গ্রামের এসব ভূমিহীন পরিবার শতাধিক বছর ধরে সরকারি খাসজমিতে বাস করে আসছিল।

উচ্ছেদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা বিচারাধীন থাকাবস্থায়ই গত বুধবার ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যানের নির্দেশে তাদের বাড়ি-ঘর ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়।

ভূমিহীনরা দাবি করেছেন, নির্বাচনে বর্তমান ইউপি চেয়ারম্যান শামসুদ্দীন মণ্ডলের পক্ষে কাজ না করায় ও তাকে ভোট না দেওয়ায় এবং আওয়ামী লীগ সমর্থক হওয়ায় তাদের উচ্ছেদ করা হয়েছে। চেয়ারম্যান অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছেন, তাদের আদর্শ গ্রামে পুনর্বাসন করা হবে। আর পার্বতীপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) এ বি এম শরীফউদ্দিন বলেছেন, 'আদর্শ গ্রাম প্রকল্প' অগ্রাধিকার প্রকল্প।

দিনাজপুর জেলা আইনজীবী সমিতির হিউম্যান রাইটস মনিটরিং সেলের মহাসচিব অ্যাডভোকেট মাজহারুল ইসলাম সরকার গতকাল শনিবার প্রথম আলোকে বলেন, আদালতে মামলা বিচারাধীন থাকাবস্থায় ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ ও ইউপি চেয়ারম্যান ভূমিহীনদের বাড়ি-ঘর যেভাবে গুঁড়িয়ে দিয়েছেন, তা আইনত সঠিক হয়নি।

উচ্ছেদের পর থেকে ভূমিহীনরা পরিবার-পরিজন নিয়ে খোলা আকাশের নিচে বাস করছেন। বর্ষা শুরু হওয়ায় তাদের দুর্ভোগের সীমা নেই। গত বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের একটি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গেলে তাদের চোখে পড়ে এক অমানবিক ধ্বংসলীলা।

বড়দল গ্রামের বৃদ্ধ বুধা মোল্লা (৭৫) মকবুল হোসেন (৫৫), স্থানীয় আমবাড়ী হাইস্কুলের শিক্ষক দিবস কুমার রায়, সমাজসেবী শংকর রায় প্রমুখ জানান, ইউনিয়নের বড়দল মৌজার ১৮৫ ও ১৭৬ দাগের ৯ একর ৩৪ শতক জমিতে বসবাস করে ৬৫টিরও বেশি ভূমিহীন পরিবার। এরা সবাই হিন্দু ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের, একজন মুসলমান। বৃদ্ধ বুধা মোল্লা ও মকবুল হোসেন জানান, তাদের জন্মের আগে থেকে বংশ পরম্পরায় এসব ভূমিহীন পরিবার সরকারি এ খাসজমিতে বাস করে আসছে। আদর্শ গ্রাম করার জন্য গত বুধবার ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ ও চেয়ারম্যান শামসুদ্দিন মণ্ডল লোকজন নিয়ে এসে তাদের বাড়ি-ঘর ভেঙে গুঁড়িয়ে দেন।

সাংবাদিকদের দেখে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেন আদিবাসী মতি মার্ডি (৫৫), সখি টুডু (৫০), সখি মুর্মু (৪৮), জিবু মুর্মু (৪৫), রাবণ কিসকু, হিন্দু সম্প্রদায়ের দুধকুমার, সন্তোষ কুমার, হরিশ, মৃণাল খড়গ, ধনঞ্জয়। তাদের প্রশ্ন, ভূমিহীনদের জন্যই তো আদর্শ গ্রাম নাকি? আমরা ভূমিহীনরাই তো সরকারি জমিতে আছি। তাহলে তিল তিল করে গড়া আমাদের লাখ টাকার ঘর-বাড়ি কেন এভাবে ভেঙে ফেলা হল? তারা জানান, গ্রামের ৭টি মজাপুকুর সংস্কার করে দীর্ঘদিন ধরে মাছ চাষ করে স্বাবলম্বী হয়েছেন তারা। তাহলে কেন তেলা মাথায় তেল দেওয়ার জন্য এখানে আদর্শ গ্রাম করবে সরকার?

উচ্ছেদকৃতরা সবাই অভিযোগ করেন, বর্তমান চেয়ারম্যান শামসুদ্দীন মণ্ডলের প্রধান প্রতিদ্বন্দী আগের দু মেয়াদে নির্বাচিত চেয়ারম্যান বিষ্ণুপদ রায়ের পক্ষে কাজ করায় এবং আওয়ামী লীগের ভোটার হওয়ায় তাদের আজ এ দুর্গতি। চেয়ারম্যান শামসুদ্দীন মণ্ডল তার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে প্রশাসনকে দিয়ে এ কাজ করিয়েছে।

তারা বলেন, চেয়ারম্যান বহুবার তাদের উচ্ছেদ করতে হুমকি-ধমকি দিয়েছেন, 'বাপের দেশে (ভারতে)' চলে যেতে বলেছেন। ভূমিহীন কালিপদসহ ২৭ জন বাদী হয়ে চেয়ারম্যানকে বিবাদী করে দিনাজপুর সাবজজ আদালতে একটি মামলা করেন। পাশাপাশি উচ্ছেদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আবেদন জানালে আদালত অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। গত ৩ জুন ওই নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়ে আদালত আগামী ২৩ জুলাই জবাব দাখিলের জন্য বিবাদীকে নির্দেশ দেন। এরই মধ্যে তাদের উচ্ছেদ করা হলো।

গ্রামীণ মৎস ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ইউনিট ম্যানেজার আবদুল হাই প্রথম আলোকে বলেন, এ ভূমিহীনরা ৬৭ একর জমিতে গ্রামের ৭টি মজাপুকুর পরিস্কার করে গ্রামীণ মৎস ফাউণ্ডেশনের কাছ থেকে ১২ লাখ টাকা ঋণ নিয়ে মাছ চাষ, গাভী ও ছাগল পালন এবং কৃষিকাজ করছেন। ভূমিহীনরা একজোট হয়ে পাঁচটি বায়োগ্যাস প্লান্ট করে সবাই জ্বালানি ব্যবহার করছেন। তাই ভূমিহীনদের উচ্ছেদের খবরে তিনি শঙ্কিত।

উচ্ছেদ প্রসঙ্গে দিনাজপুরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) কামাল মুহাম্মদ রফিকুল আলম বলেন, তিনি নিজে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনে যাননি। তবে বাড়ি-ঘর ভেঙে ফেলার কথা শুনেছেন। তিনি বলেন, বিষয়টি আসলে পার্বতীপুর ইউএনও ভালো জানেন।

সংখ্যালঘুদের দেশছাড়া করার হুমকি দেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করে ৭ নম্বর মোস্তফাপুর ইউপি চেয়ারম্যান শামসুদ্দীন মণ্ডল বলেন, ওদের আদর্শ গ্রামে পুনর্বাসন করা হবে। পুনর্বাসনের আগ পর্যন্ত উচ্ছেদ হওয়া ভূমিহীনরা কোথায় থাকবে— এ ব্যাপারে তিনি কিছু জানেন না বলে মন্তব্য করেন।

প্রথম আলো, ২৬ জুন ২০০৫

(২৭০৮)
ভোলায় সংখ্যালঘু কিশোরীকে ধর্ষণ ঃ আটকের পর ধর্ষকের পলায়ন

ভোলা, ২৫ জুন, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ভোলার চরফ্যাশন উপজেলায় সংখ্যালঘু পল্লীর এক কিশোরীকে বিএনপি এক কর্মী বিল্লাল (৩০) ধর্ষণ করেছে। স্থানীয় লোজন তাকে আটক করে বিচারের জন্য ইউনিয়ন পরিষদে আনলে সেখান থেকে সে পালিয়ে যায়। ধর্ষণের ঘটনা শনিবার, ধর্ষিতা বৃহস্পতিবার ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জবানবন্দী দিতে এলে তাকে বয়স নির্ধারণের জন্য বরিশাল পাঠানোর নির্দেশ দেয়া হয়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৬ জুন ২০০৫

(২৭০৯)
পার্বতীপুরে আরও ১২ সংখ্যালঘু পরিবারকে উচ্ছেদ

পার্বতীপুর, ২৫ জুন, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ শনিবার পার্বতীপুর উপজেলার মোস্তফাপুর ইউনিয়নের বড়দল গ্রামে আরও ১২ সংখ্যালঘু আদিবাসী পরিবারকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশের উপস্থিতি ছাড়াই বিএনপি নেতা ও ইউপি চেয়ারম্যানের শতাধিক লাঠিয়ালবাহিনী বেলা ১২টার দিকে প্রবল বর্ষণের সময় এসব পরিবারকে উচ্ছেদ করে। এ সময় সেখানে ব্যাপক লুটপাটের ঘটনা ঘটে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের লোকজন জানায়, বাড়িঘর তৈরি করে তারা বংশ পরম্পরায় এখানে বসবাস করে আসছে। বর্ষাকালে মাথা গোঁজার ঠাঁই হারিয়ে অসহায় পরিবারগুলো দিশেহারা হয়ে পড়েছে। আদর্শ গ্রাম বাস্তবায়নের নামে এর আগে গত বুধবার ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশের উপস্থিতিতে অর্ধ শতাধিক সংখ্যালঘু পরিবারকে উচ্ছেদ করা হয়। ইউপি চেয়ারম্যান শামছুদ্দিন আহমেদ মণ্ডল জানায়, আবাসন প্রকল্পের আওতায় এখানে দেড় শ' বাড়ি নির্মাণের জন্য সরকারী আদেশেই সবকিছু করা হচ্ছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবিএম শরিফউদ্দিন জানান, আবাসন প্রকল্পের জন্য আপাতত এদের উচ্ছেদ করা হয়েছে। তবে প্রকল্পের কাজ শেষে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার আবাসন সুযোগ-সুবিধা পাবে। বাংলাদেশ আদিবাসী পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রবিন সরেন এক বিবৃতিতে এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন ও তাদের ভূমি অধিকার নিশ্চিত করাসহ দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি দাবি করেছেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৬ জুন ২০০৫

(২৭১০)
নাটোরে পুলিশের সহযোগিতায় ১০ সংখ্যালঘুর বাড়িতে সন্ত্রাসী হামলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নাটোর ঃ আদালতের আদেশও সন্ত্রাসী ও পুলিশের রোষানল থেকে রক্ষা করতে পারেনি লালপুরের ১০ সংখ্যালঘু পরিবারকে। গ্রেফতারের নামে বৃহস্পতিবার রাতে তাদের বাড়িঘর ভাংচুর ও লুটপাট করা হয়েছে। এরপর গণেশ, শংকর, সুজন ও সুমনকে আটক করে বলা হয়, তোরা এ্যারেস্ট। তারা প্রতিবাদ করতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়

সন্ত্রাসীদের পিছনে পুলিশ দেখে। এ সময় পুলিশ এসে তাদের হাতকড়া ও কোমরে দড়ি বেঁধে থানায় নিয়ে যেতে চাইলে তারা আপত্তি জানায়। পুলিশ তাদের কথা শুনেনি। ঘটনাটি ঘটেছে আড়বাব ইউনিয়নের বোয়ালিয়া পাড়ায়।

জানা গেছে, সংখ্যালঘু পাড়ার সুরঞ্জন, গণেশ, সুজন ও শংকরসহ ১০ জনের বিরুদ্ধে গত ১৮ জুন মামলা রুজু হয়। ২১ জুন আদালতে হাজির হয়ে তারা জামিন নিয়েছে। পরদিন ২২ জুন জামিনের আদেশ থানায় পৌছে দেয়া হয়। তারপরও তাদের গ্রামে সন্ত্রাসীসহ পুলিশ হানা দেয়ায় তারা হতভম্ব হয়ে পড়ে। রাত ১২টার দিকে বাদল ও লিটনের নেতৃত্বে ১৫/১৬ সন্ত্রাসী পাড়ায় ঢুকে তাদের বাড়িঘর ভাংচুর ও লুটপাট করে। আটককৃতদের থানায় নেয়ার পথে সাবেক ইউপি মেম্বার সোবহান শাহের নেতৃত্বে জনতা পথ রোধ করে। অবস্থা বেগতিক দেখে পুলিশ পথ খরচা দাবি করে আটককৃতদের ছেড়ে দিতে রাজি হয়। এ সময় ২শ' টাকা দেয়া হলে 'ভিক্ষা নিতে আসিনি' বলে পুলিশ তা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। পরে ৪শ' টাকায়ও তাদের মন ভরেনি।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৬ জুন ২০০৫

(২৭১১)
সোনাইমুড়ীতে শ্রী গদাদর মন্দিরে চুরি ॥ গ্রেফতার ২

বেগমগঞ্জ প্রতিনিধি ঃ নোয়াখালীর সোনাইমুড়ীর শ্রী গদাদর মন্দিরের জানালার গ্রিল ভেঙে গত ২২ জুন রাতে চুরি সংঘটিত হয়েছে। এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে সংঘবদ্ধ চোরের দুই সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

জানা গেছে, সোনাইমুড়ী উপজেলার দীঘিরপাড়ে অবস্থিত শ্রী গদাদর মন্দিরে গত ২১ জুন গভীর রাতে সংঘবদ্ধ একদল চোর জানালার গ্রিল ভেঙে প্রবেশ করে। এরপর নগদ টাকাসহ প্রায় ৩০ হাজার টাকার মালামাল নিয়ে যায়। এ সময় তাদের হাতে মন্দিরের প্রতিমারও কিছু অংশ নষ্ট হয়। এ ব্যাপারে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে দু'জনকে গ্রেফতার করেছে।

আজকের কাগজ, ২৬ জুন ২০০৫

(২৭১২)
পার্বতীপুরের খাস জমি থেকে আরও ১২ সংখ্যালঘু পরিবার উচ্ছেদ

পার্বতীপুর, ২৫ জুন, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ শনিবার পার্বতীপুর উপজেলার মোস্তফাপুর ইউনিয়নের বড়দল গ্রামে আরও ১২ সংখ্যালঘু পরিবারকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশের উপস্থিতি ছাড়াই বিএনপি নেতা ও ইউপি চেয়ারম্যানের শতাদিক লাঠিয়ালবাহিনী বেলা ১২টার দিকে প্রবল বর্ষণের সময় এসব পরিবারকে উচ্ছেদ করে। এ সময় সেখানে ব্যাপক লুটপাটের ঘটনা ঘটে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের লোকজন জানায়, বাড়িঘর তৈরি করে তারা বংশ পরম্পরায় এখানে বসবাস করে আসছে। বর্ষাকালে মাথা গোঁজার ঠাঁই হারিয়ে অসহায় পরিবারগুলো দিশেহারা হয়ে পড়েছে। আদর্শ গ্রাম বাস্তবায়নের নামে এর আগে গত বুধবার ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশের উপস্থিতিতে অর্ধ শতাধিক সংখ্যালঘু পরিবারকে উচ্ছেদ করা হয়। ইউপি চেয়ারম্যান শামছুদ্দিন আহমেদ মণ্ডল জানায়, আবাসন প্রকল্পের আওতায় এখানে দেড়

শ' বাড়ি নির্মাণের জন্য সরকারী আদেশেই সবকিছু করা হচ্ছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবিএম শরিফউদ্দিন জানান, আবাসন প্রকল্পের জন্য আপাতত এদের উচ্ছেদ করা হয়েছে। তবে প্রকল্পের কাজ শেষে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার আবাসন সুযোগ-সুবিধা পাবে। বাংলাদেশ আদিবাসী পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রবিন সরেন এক বিবৃতিতে এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন ও তাদের ভূমি অধিকার নিশ্চিত করাসহ দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি দাবি করেছেন।

আজকের কাগজ, ২৭ জুন ২০০৫

(২৭১৩)
আদিবাসীদের বিরুদ্ধে চার হাজার মামলা

স্টাফ রিপোর্টার ঃ দেশের ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল অঞ্চলে আদিবাসীদের বিরুদ্ধে চার হাজার মামলা রয়েছে, নিজেদের অস্তিত্বের স্বার্থে ইকোপার্কের বিরোধিতা করার কারণে দু'এক জনের বিরুদ্ধে ৭০/৮০টি মামলা রয়েছে। খাগড়াছড়িতে ৪৫ একর জমি নিয়ে বিডিআর ব্যাটালিয়ন স্থাপনের উদ্যোগে সেখানে বসবাসরত উপজাতীয়দের একটি বড় অংশ জমি ও ভিটেমাটি হারিয়ে উদ্বাস্তু হয়ে পড়ার শঙ্কা প্রকাশ করেছে। সোমবার নগরীর ডব্লিউভিএ মিলনায়তনে সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট এ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড) আয়োজিত আলোচনাসভায় বক্তারা এসব কথা বলেন। 'চা-জনগোষ্ঠীর প্রান্তিকতা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম ও মধুপুরের আদিবাসীদের মানবাধিকার লঙ্ঘনজনিত সুনির্দিষ্ট বিষয়' শীর্ষক আলোচনায় দিনব্যাপী শীর্ষস্থানীয় আদিবাসী নেতৃবৃন্দ, পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দ অংশ নেন।

দিনব্যাপী আলোচনাসভার প্রথম পর্বে সকালে 'বাংলাদেশের চা-শ্রমিক ঃ অবস্থা আইন নীতি পর্যালোচনা' শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ফিলিপ গাইন, এই পর্বে সভাপতিত্ব করেন প্রমোদ মানকিন এমপি, আলোচনায় অংশ নেন পরিমল বাড়াইক, রামভজন কৈরি, কুমারী মৃধা, ড. অশোক বিশ্বাস, অজয় মৃধা। এরপর মুক্ত আলোচনা ও মধুপুরের মান্দি মানুষের অসাক্ষ্য পর্বে তাদের মানবেতর জীবন চিত্র তুলে ধরা হয়। বিকালের অধিবেশনে 'খাগড়াছড়ির সাম্প্রতিক ভূমি সমস্যা' বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এই পর্বে সভাপতিত্ব করেন মি. গৌতম দেওয়ান। আলোচনায় অংশ নেন সন্তোষিত চাকমা, জয়ান লিয়ান আমলাই। এই পর্বে রুমা গ্যারিসন সম্প্রসারণের উদ্যোগ নিয়ে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করা হয়। ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইলের আদিবাসীরা তাদের সাত দফা দাবি তুলে ধরেন। চা শ্রমিকদের মৌলিক অধিকারসমূহ পূরণের দাবি জানানো হয় আলোচনাসভা থেকে। নারী চা শ্রমিকের প্রতি শ্রম বৈষম্য দূর করারও দাবি ওঠে আলোচনাসভায়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৮ জুন ২০০৫

(২৭১৪)
সভাপতির বদলির নির্দেশ অমান্য করার জের, ছাত্রছাত্রীদের সামনে লাঞ্ছিত হয়ে স্কুল ছেড়েছেন রায়পুরের এক প্রবীণ শিক্ষক

রায়পুর (লক্ষীপুর) প্রতিনিধি ঃ স্কুল পরিচালনা কমিটির সভাপতির নির্দেশ মোতাবেক অন্যস্কুলে বদলি হয়ে চলে না যাওয়ার অপরাধে শত শত ছাত্রছাত্রীদের সামনে অমানবিক

আচরণ সহ্য ও শারীরিকবাবে লাঞ্ছিত হয়ে স্কুল ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে এক প্রবীন শিক্ষককে।

ঘটনাটি ঘটেছে গত শনিবার উপজেলার চর-আবাবিল ইউনিয়নের পশ্চিম চর-আবাবিল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় চত্বরে। গত রোববার দুপুরে স্থানীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দসহ নির্যাতিত শিক্ষক বিনয় ভূষণ মহাজন সাংবাদিকদের জানান, পশ্চিম চর-আবাবিল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দীর্ঘ ২৪ বছর একটানা অবস্থান করে দক্ষতা ও সততার সঙ্গে নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে চেষ্টা করেছেন। ঘটনার কিছুদিন আগ থেকে বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি রফিক উল্যা খান তার পছন্দের এক শিক্ষককে এখানে আনার জন্য তাকে অন্যত্র বদলি করে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেন। বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিষয় বলা হলেও কমিটির সভাপতি রফিক উল্যা খান তার ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে সভাপতি রফিক উল্যা খান শিক্ষক বিনয় ভূষনের কলার চেপে ধরে অকথ্য ভাষায় গালাগালিসহ বিদ্যালয়ে উপস্থিত কর্মরত শিক্ষক ও শত শত ছাত্রছাত্রীদের সামনে টেনেহিঁচড়ে বেল বাজার হাতুড়ি দিয়ে অমানুষিক নির্যাতনের মাধ্যমে স্কুল থেকে বের করে দেয়।

এদিকে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস কর্তৃপক্ষ বিষয়টি জানতে পেরে অপরাধী রফিক উল্যা খানের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা না নিয়ে উল্টো লাঞ্ছিত শিক্ষক বিনয় ভূষণ মহাজনকে অন্যত্র বদলি করায় ক্ষুব্ধ হয়েছেন প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ। তারা সন্ত্রাসী রফিক উল্যা খানের বিচার চেয়ে সভা ও মিছিল করেছেন।

ভোরের কাগজ, ২৯ জুন ২০০৫

(২৭১৫)
ময়মনসিংহে সংখ্যালঘুদের মারধর ঃ হত্যার হুমকি

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, ময়মনসিংহ ঃ বিএনপি নেতা ফেরদৌস আহমেদ স্বপন ও তার সন্ত্রাসী বাহিনীর কাছ থেকে জীবনের নিরাপত্তা চেয়েছেন স্বর্গীয় হীরালাল প্রসাদের ৩ পুত্র দীননাথ প্রসাদ, তপন প্রসাদ ও স্বপন প্রসাদ।

সোমবার সন্ধ্যায় ময়মনসিংহ প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে তারা জীবনের নিরাপত্তা চেয়েছেন।

সংবাদ সম্মেলনে তারা বলেন ময়মনসিংহের ঐতিহ্যবাহী সীতারাম অয়েল মিল পুকুর ও জমি ২০০৪ সালের ৭ জুন বিএনপি নেতা ফেরদৌস আহমেদ স্বপন তার সন্ত্রাসী বাহিনী নিয়ে দখল করে এবং সেই জমির ওপর স্থাপনা নির্মাণ শুরু করে। এ ব্যাপারে আমরা আদালতে মামলা করলে আদালত স্থিতাবস্থা জারি করেন; কিন্তু বিএনপি নেতা ফেরদৌস আহমেদ স্বপন আদালতের আদেশ অমান্য করে নির্মাণ কাজ অব্যাহত রাখেন।

এ ব্যাপারে বিভিন্ন পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হলে ফেরদৌস আহমেদ স্বপন ক্ষিপ্ত হয়ে ২৬ জুন রাত ১০টার সময় বাসায় প্রবেশ করে সন্ত্রাসী বাহিনী দিয়ে মারধর করে আসবাবপত্র ভাঙচুর করে এবং তাদের প্রাণনাশের হুমকি প্রদান করে। এ ব্যাপারে কোতোয়ালি থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

সংবাদ, ২৯ জুন ২০০৫

(২৭১৬)
কুড়িগ্রামে মন্দিরের জমি দখল ভাঙচুর মারধর

প্রতিনিধি, কুড়িগ্রাম ঃ কুড়িগ্রামের ভুরঙ্গমারী উপজেলার প্রত্যন্ত গ্রামের একটি মন্দিরের জায়গা দখল করে জোরপূর্বক টিনের ঘর নির্মাণ করেছে স্থানীয় এক প্রভাবশালী। এ সময় দখলকারীরা মন্দিরের টিনের বেড়া ভাঙচুর ও মন্দির কমিটির সভাপতিকে মারধর করেছে বলে অভিযোগ ওঠেছে। এদিকে জায়গা দখলের জন্য মন্দিরের প্রবেশপথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় উপাসনাকারীদের চরম ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। গতকাল বুধবার সকালে এ ঘটনা ঘটেছে।

জানা গেছে, উপজেলার আন্ধারীর ঝাড় ইউনিয়নের বীর ঝাউরার কুটি দেব মন্দিরের সামনের ১৯ শতক জায়গা একই এলাকার প্রভাবশালী খোকা মিয়া নিজের বলে দাবি করে আসছে। দীর্ঘদিন থেকে জায়গাটি মন্দিরের দখলে রয়েছে। গতকাল খোকা মিয়া তার লোকজন নিয়ে জোরপূর্বক ওই জায়গায় ৯ ফুট টিনের প্রায় ১৭ ফুট লম্বা একটি চালাঘর তৈরি করে। এতে মন্দির কমিটির লোকজন বাধা দিতে গেলে জবরদখলকারীরা মন্দিরের টিনের বেড়া ভাঙচুর এবং কমিটির সভাপতি মহেশ চন্দ্রকে মারধর করে। এ প্রসঙ্গে খোকা মিয়া দাবি করেছেন ঘটনাটি ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার জন্য মন্দির কমিটির লোকজন নিজেরাই মন্দিরের বেড়া ভাঙচুর করতে শুরু করলে তারা বাধা দেয়। এতে সামান্য ধাক্কা-ধাক্কির ঘটনা ঘটে। মন্দির কমিটির সভাপতিকে মারধর করার কথা বানোয়াট।

এদিকে আন্ধারীর ঝাড় ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ফজলুল হক মন্দিরের সামনে চালাঘর নির্মাণের কথা স্বীকার করে বলেন, এটি একটি জমিজমা সংক্রান্ত বিবাদ। স্থানীয়ভাবে মীমাংসার চেষ্টা করা হচ্ছে।

সংবাদ, ৩০ জুন ২০০৫

জুলাই ২০০৫

(২৭১৭)
পার্বতীপুরে উচ্ছেদ হওয়া ১৫ আদিবাসী পরিবার খোলা আকাশের নিচে

নিজস্ব সংবাদদাতা, পার্বতীপুর ঃ পার্বতীপুরের বড়দল গ্রাম এখন খাঁ খাঁ করছে। ক'দিন আগেও ছিল এখানে জনবসতি। কিন্তু উচ্ছেদের গ্যাঁড়াকলে পড়ে ভিটামাটি হারিয়েছে এই গ্রামের ১৫ আদিবাসী পরিবার। উচ্ছেদের পর পার্বতীপুর বড়দল গ্রামের ১৫ আদিবাসী পরিবার গত ৮ দিন থেকে খোলা আকাশের নিচে দিন কাটাচ্ছে। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হয়ে এসব অসহায় আদিবাসী পরিবার উদ্বাস্তু হয়ে পড়েছে। প্রধানমন্ত্রীর আদর্শ গ্রাম বাস্তবায়নের নামে গত ২৫ মে এদের উচ্ছেদ করা হয়।

পার্বতীপুর শহর থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা যায়, আদিবাসীদের পদচারণায় মুখরিত গ্রামটি এখন বিরানভূমি। প্রভাবশালী বিএনপি নেতা ও ইউপি চেয়ারম্যান শামসুদ্দিন আহম্মেদ মণ্ডলের প্রায় দেড়শ' লাঠিয়াল বাহিনী তাদের ঘরবাড়ি ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। আদিবাসী মহিলা মিনতি সরেন ও সুখী মুর্মু জানায়, উচ্ছেদের আগে তাদের নোটিস পর্যন্ত দেয়া হয়নি। উচ্ছেদের পর থেকে অনাহারে অর্ধাহারে তাদের দিন কাটছে। বিভিন্ন এনজিও দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচীর আওতায় দু'টি সমিতির মাধ্যমে প্রায় ৫০ লাখ টাকা ঋণ দিয়েছে এসব আদিবাসী পরিবারের মধ্যে। ঘরবাড়ি উচ্ছেদের পর ঋণের বোঝা নিয়ে দিশাহারা হয়ে পড়েছে আদিবাসীরা। সুপল কিসকু, বিশামনি হেমরম, নিরালা হাসদা জানায়, 'আমাদের সবকিছু শেষ হয়ে গেছে'। এনজিওর ঋণ নিয়ে সমিতির মাধ্যমে ছয়টি বড় পুকুরে মাছ চাষ, বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের পাশাপাশি কৃষি কাজের রোজগার দিয়ে ১৫ আদিবাসী পরিবারের সবাই তিলে তিলে গড়ে তুলেছিল বসতবাড়ি। পাশে রাধানগর মৌজায় সরকারের প্রায় ৮ একর খাস জমি ফাঁকা পড়ে আছে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান সেখানে না গিয়ে এদের উচ্ছেদ করেছে শুধু রাজনৈতিক হিংসার বশবর্তী হয়ে। গত ইউপি নির্বাচনে আদিবাসী ভোটাররা বর্তমান চেয়ারম্যানের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে ভোট দিয়েছিল—এটাই তাদের অপরাধ।

পার্বতীপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবিএম শরিফ উদ্দিন আহম্মেদ এবং সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান এই বলে আশ্বস্ত করেছেন, উচ্ছেদকৃত পরিবারের সবাইকেই আবাসন সুযোগ-সুবিধা দেয়া হবে। আবাসন প্রকল্পের বাড়িঘর নির্মাণের আগ পর্যন্ত এদের অবস্থা কী হবে এটা কেউ জানে না। এ পর্যন্ত কোন এনজিও কিংবা মানবাধিকার সংগঠন এগিয়ে আসেনি।

বাংলাদেশ আদিবাসী পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ সরেন এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসীসহ অন্যদের পুনর্বাসন, ক্ষতিপূরণ প্রদান ও তাদের ভূমি অধিকার নিশ্চিত করার দাবি জানান। তিনি বলেন, ৩০ জুন ঐতিহাসিক সাঁওতাল বিদ্রোহ দিবস পালনের প্রাক্কালে পার্বতীপুরের এ ধরনের দুঃখজনক ঘটনা প্রমাণ করে বাংলাদেশে অবহেলিত আদিবাসী জনগোষ্ঠী এখনও সাংবিধানিক ও মৌলিক অধিকার পায়নি। তিনি ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১ জুলাই ২০০৫

(২৭১৮)
নীলফামারীর পল্লীতে বিএনপি নেতার পুত্র কর্তৃক বিধবাকে ধর্ষণের অভিযোগ

নীলফামারী প্রতিনিধি ঃ নীলফামারীর গ্রামে এক প্রভাবশালী বিএনপি নেতার ছেলে জোরপূর্বক সংখ্যালঘু পরিবারের এক বিধবা গৃহবধূকে ধর্ষণ করে অন্তঃস্বত্ত্বা করলে তাকে ভয়ভীতি দেখিয়ে গ্রামছাড়া করে। এরপর তার ৫ মাসের গর্ভপাত করলে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে এখন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। বৃহস্পতিবার স্থানীয় বোড়াগাড়ী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে ডাক্তাররা সংকটজনক অবস্থা দেখে হাসপাতালে ভর্তি না করে রংপুরে রেফার করে। এরপর তার অবস্থা আরো আশংকাজনক হয়ে পড়েছে।

জেলার ডোমার উপজেলার বামুনিয়া ইউনিয়নের খামার বামুনিয়া গ্রামের মোজাহার আলীর ছেলে হাছানুল ইসলাম (৩২) পার্শ্ববর্তী বারবিশা বামুনিয়া গ্রামের মৃত সুকদ্দি সাধুর বিধবা স্ত্রী দিনু বালাকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করলে বিধবা অন্তঃস্বত্ত্বা হয়ে পড়ে। এলাকাবাসী ঘটনা টের পেলে হাছানুল তাকে ভয়ভীতি দেখিয়ে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিয়ে মুখ বন্ধ করে দেয়। অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যেয়ে তার গর্ভপাত করলে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে বিধবার সংকটাপন্ন অবস্থা হলে তখন তাকে হাসপাতালে নেয়। খামার বামনিয়ায় মোজাহার আলীর বাড়িতে গেলে বাবা ও ছেলে দু'জনই নিজেদের বিএনপি নেতা বলে দাবি করে জানায়, তারা ষড়যন্ত্রের শিকার। ঘটনার সঙ্গে তারা জড়িত নয়। গ্রামের লোকজন জোর করে তাদের জড়িত করছে।

আজকের কাগজ, ২ জুলাই ২০০৫

(২৭১৯)
কাপাসিয়ায় সংখ্যালঘুর বাড়িতে হামলা আহত ৬

কাপাসিয়া প্রতিনিধি ঃ গাজীপুরের কাপাসিয়া উপজেলার সাফাইশ্রী গ্রামে গত ২৯ জুন প্রভাবশালী সন্ত্রাসীরা ৫০ হাজার টাকা চাঁদা না দেওয়ার কারণে এক সংখ্যালঘুর বাড়িতে হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভাঙচুর ও লুটপাট করেছে বলে জানা গেছে। সন্ত্রাসীদের হামলায় মহিলাসহ ছয় জন আহত হয়েছে। আহতরা হলো— সুমন বর্মণ, সবিতা বর্মণ ও শিমন বর্মণ।

জানা গেছে, ঘটনার দিন উপজেলা পরিষদের পেছনে সাফাইশ্রী গ্রামের সন্তু বর্মণের ছেলের সঙ্গে একই গ্রামের আঃ গণির ছেলে সরকার দলীয় ক্যাডার শাহীনের কথা কাটাকাটি হয়। পরে শাহীন, তুহিন, লিটন ও তাপস মিলে দেশীয় অস্ত্রসহ সন্তুর বাড়িতে হামলা চালায়। হামলার এক পর্যায়ে ৫০ হাজার টাকা না দিলে বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালায়। বর্তমানে সন্ত্রাসীদের ভয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে ভীতিকর অবস্থা বিরাজ করছে। সন্তু তার পরিবার নিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

আজকের কাগজ, ২ জুলাই ২০০৫

(২৭২০)
উল্লাপাড়ায় একটি সংখ্যালঘু পরিবারের বসতবাড়ি জবরদখল কয়েক দফা বৈঠকেও ফয়সালা হয়নি

উল্লাপাড়া প্রতিনিধি ঃ সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া উপজেলার সোনাতলা জোলাহাটি গ্রামে একটি সংখ্যালঘু পরিবারের বসতবাড়ি জোর করে দখলে নেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। দখলকারি ব্যক্তি একাধিক নতুন ঘর তুলেছে এবং টিউবওয়েলে তালা লাগিয়ে পানি নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে বলে জানা গেছে। এদিকে ১৪ দিনে বেশ ক'দফা বৈঠক করেও স্থানীয় মাতব্বররা এর

ফয়সালা করতে পারেননি। উল্লাপাড়া উপজেলার সোনাতলা জোলাহাটি গ্রামের মৃত নরেন্দ্রনাথ রায়ের দু' ছেলে ফনিন্দ্র নাথ রায় ও শ্যামল চন্দ্র রায়। এদের বসতবাড়ির জমির পরিমাণ ৪০ শতক বলে জানানো হয়। এরা দু'জন তা সমানভাগে ভাগ করে আলাদাভাবে বসবাস করছিল। তবে এদের দু'ভাইয়ের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ভালো ছিল না। এ অবস্থায় ফনিন্দ্র নাথ রায় তার ২০ শতক পরিমাণ বসতবাড়ি একই এলাকার রউফ মিয়ার কাছে বিক্রি করে দেন। তিনি এখন অন্যত্র গিয়ে বসবাস করছেন।

এদিকে গত ১৬ জুন রউফ মিয়া লোকজন নিয়ে তাদের সুবিধা ও ইচ্ছেমতো ফনিন্দ্র নাথ রায়ের অংশের বসতবাড়ির দখল নিয়েছে। এদের বক্তব্য শ্যামল যে অংশ বিক্রি করেছে তারা সে অংশটুকুই দখলে নিয়েছে। এরা ওই বাড়ি দখলকালে বিভিন্ন গাছ কেটে সাবাড় করে। এরা সেখানে একাধিক ঘর তুলেছে। এছাড়া টিউবওয়েলের ওপরের অংশে বস্তা পেচিয়ে ও তালা লাগিয়ে দিয়েছে। দখলকারীরা নানা ভয় ও হুমকি দিচ্ছে বলে জানানো হয়। ফলে ফনিন্দ্র নাথের পরিবারে আতঙ্ক বিরাজ করছে এলাকার মাতব্বররা বিষয়টি ফয়সালার একাধিকবার বৈঠক করলেও তা নিরসন হয়নি।

আজকের কাগজ, ৩ জুলাই-২০০৫

(২৭২১)
সন্ত্রাসীদের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে মংলার এক খ্রিস্টান পরিবার

মংলা প্রতিনিধি ঃ চিংড়ি ঘের সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে মংলার দক্ষিণ কাইনমারী গ্রামের খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের একটি পরিবার সন্ত্রাসীদের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। এর আগে সন্ত্রাসীরা পরিবারটির ওপর হামলা চালিয়ে পরিবারের ৫ সদস্যকে আহত করেছে। এ ঘটনায় পরিবারটি দফায় দফায় বিভিন্ন মহলে অভিযোগ দিয়েও কোনো প্রতিকার পায়নি। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারটির অভিযোগ, থানা তাদের মামলা গ্রহণ না করে উল্টো হামলাকারীদের দায়ের করা মামলায় তাদের নানাভাবে হয়রানি করছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

সমকাল, ৪ জুলাই ২০০৫

(২৭২২)
মহাদেবপুরে এক সংখ্যালঘু মৎস্য ব্যবসায়ীর লিজ নেওয়া পুকুর থেকে মাছ লুট

মহাদেবপুর প্রতিনিধি ঃ নওগাঁর মহাদেবপুর উপজেলায় এক মৎস্য ব্যবসায়ীর লিজ নেওয়া পুকুর থেকে দফায় দফায় ২ লক্ষাধিক টাকার মাছ লুট করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত ১ জুলাই সন্ধ্যায় উপজেলা সদরের মৎস্য ব্যবসায়ী অসিত কুমার সাহা তার বাসভবনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ অভিযোগ করেন।

অসিত কুমার সাহা সম্মেলনে অভিযোগ করে বলেন, থানা সদরের বিলকিস আরা পরি, বাবু মিঞা ও সুবাসচন্দ্র মণ্ডল, মো. ময়নুল ইসলামের কাছ থেকে প্রতি বছর ১৮ হাজার টাকা হিসেবে ৫৪ হাজার টাকা দিয়ে তিন বছরের চুক্তিতে একটি পুকুর লিজ নিয়ে মাছ চাষ শুরু করেন। তিন বছর মেয়াদী লিজের চুক্তির দু'বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর গত ২১ মে লিজের শর্ত ভঙ্গ করে আকস্মিকভাবে লাঠিয়াল বাহিনী নিয়ে মালিক পক্ষ পুকুরের মাছ লুট করে নিয়ে যায়। এ ঘটনায় অসিত কুমার সাহা আদালতে মামলা দায়ের করেন। এতে আসামী পক্ষের লোকজন ক্ষিপ্ত হয়ে ওই মৎস্য ব্যবসায়ীকে হত্যার হুমকি দেয় এবং গত ২৬ জুন স্থানীয়

একজন প্রভাবশালী বয়লার ব্যবসায়ীর নেতৃত্বে আরও এক দফা ওই পুকুর থেকে মাছ লুট করা হয়। এ সময় ওই মৎস্য ব্যবসায়ী মাছ লুটকারীদের বাধা প্রদানের চেষ্টা করলে তারা তাকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে মাছ লুট করে নিয়ে যায় বলে সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করা হয়। এসব ঘটনায় মৎস্য ব্যবসায়ী অসিত কুমার সাহা সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছেন এবং চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। এদিকে দ্বিতীয় দফা মাছ লুটের ঘটনায় মামলা দায়ের করার জন্য থানায় গেলে থানার ওসি আজিজুল ইসলাম মামলা না নিয়ে আদালতে যাওয়ার পরামর্শ দেন বলে তিনি অভিযোগ করেন।

আজকের কাগজ, ৫ জুলাই ২০০৫

(২৭২৩)
মংলায় নির্যাতনের বিচার চেয়ে উল্টো হয়রান হচ্ছে মুক্তিযোদ্ধা পরিবার

মংলা, ৪ জুলাই, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সন্ত্রাসীদের হাতে সপরিবারে নির্যাতনের শিকার হয়ে বিচারের আশায় আদালতে মামলা করতে গিয়ে ডিবি পুলিশের নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়েছেন মুক্তিযোদ্ধা সুন্দরনাথ (৫০)। পুলিশের বেদম প্রহারে আহত হয়েও চিকিৎসা পাননি তিনি। উল্টো খোঁড়া অজুহাত দেখিয়ে তাঁকে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

জানা গেছে, মংলার কাইনমারী গ্রামে মুক্তিযোদ্ধা সুন্দরনাথ ৪ বিঘা জমিতে দীর্ঘ কয়েক বছর যাবত চিংড়ি চাষ করতেন। জমি খণ্ডের ওপর লোলুপ দৃষ্টি পড়ে প্রভাবশালী বিত্তবান সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান মোস্তাফিজুর রহমানের। এ নিয়ে সুন্দরনাথ ন্যায়বিচারের জন্য প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে দেন দরবার করেও কোন সুফল পাননি। অবশেষে গত ২৫ জুন আদালত সুন্দরনাথের আবেদনের প্রেক্ষিতে জমিতে প্রবেশে মোস্তাফিজ গংদের ওপর স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারি করে। আদালতের আদেশে ক্ষিপ্ত হয়ে মোস্তাফিজ ও তার সন্ত্রাসী বাহিনী ২৬ জুন সুন্দরনাথের বাড়িতে চড়াও হয়ে একই পরিবারের ৫ জনকে পিটিয়ে ও কুপিয়ে আহত করে ঘরে ৮ ঘণ্টা অবরুদ্ধ করে রাখে। এই সময় তারা কোন চিকিৎসা ও আইনগত সহায়তা পায়নি। অবরুদ্ধ রেখেই প্রতিপক্ষরা সুন্দর নাথ ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে বিশেষ ব্যবস্থায় থানায় মামলা রেকর্ড করে। স্থানীয় জনগণ তাঁকে উদ্ধার করে। সুন্দরনাথ থানায় অভিযোগ করলেও পুলিশ রহস্যজনক কারণে ব্যবস্থা নেয়নি। অপরদিকে থানায় মামলা না নেয়ায় সুন্দরনাথ ২ জুলাই আদালতে মামলা করে আদালত থেকে বের হলেই সন্ত্রাসীদের ইঙ্গিতে বাগেরহাট ডিবি পুলিশ খোড়া অজুহাতে তাঁকে আটক করে বেদম মারধর করে। অভিযোগ রয়েছে, ডিবি পুলিশের সঙ্গে মোস্তাফিজ গংদের বিশেষ সখ্য রয়েছে। এদিকে পুলিশ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের ঘটনা ধামাচাপা দিতে উল্টো সুন্দরনাথকে মামলাবাজ হিসাবে আখ্যায়িত করছে। গ্রামবাসী জানায় বিবদমান ঘেরটি ছাড়া অতীতে সুন্দরনাথের কোন মামলার সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা নেই।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৫ জুলাই ২০০৫

(২৭২৪)
যশোরে সংখ্যালঘু গৃহবধূ ধর্ষণের শিকার

স্টাফ রিপোর্টার, যশোর অফিস ঃ এক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের গৃহবধূ ধর্ষণের শিকার হয়েছে। তার নাম প্রতিমা রানী সরকার (২৫)। সে যশোর সদর উপজেলার বালিয়াঘাট

মিস্ত্রিপাড়ার অনাথ বন্ধু সরকারের স্ত্রী। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সকালে। এ ব্যাপারে থানায় মামলা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার অন্যতম নায়ক ধর্ষক রফিউদ্দিনকে গ্রেফতার করেছে।

পুলিশ জানায়, প্রতিমা রানী সরকার সকালে বাড়ি থেকে বের হয়ে পার্শ্ববর্তী ঘোসপাড়ায় যায় ডিম কিনতে। ফেরার পথে ওই গ্রামের রফিউদ্দিন এবং রমজান আলি তাকে একটি বাগানে নিয়ে ধর্ষণ করে। এ ব্যাপারে ওই মহিলা ও তার পরিবারের লোকজন থানায় উপস্থিত হয়ে মামলা করলে পুলিশ দ্রুত অভিযান চালিয়ে পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে গ্রেফতার করে রফিউদ্দিনকে। রমজান পলাতক রয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৭ জুলাই ২০০৫

(২৭২৫)
গলাচিপার এক সংখ্যালঘু পরিবারকে দেশছাড়া করার পাঁয়তারা

গলাচিপা প্রতিনিধি ঃ গলাচিপা বকুলবাড়িয়া ইউনিয়নের গুয়াবাড়িয়া গ্রামের নিরীহ সংখ্যালঘু পরেশ চন্দ্র মিস্ত্রির পরিবারকে দেশছাড়া করতে প্রতিবেশী একটি প্রভাবশালী পরিবার মরিয়া হয়ে উঠেছে। মিথ্যা অস্ত্র মামলা থেকে শুরু করে জাল দলিল, গাছ কেটে নেয়া, পুকুরের মাছ লুট, নারীর সম্ভ্রমহানি চেষ্টা, মারধর, ছিনতাই পর্যন্ত প্রতিনিয়ত নানা ধরনের সন্ত্রাসী কাজকর্ম চালিয়ে চলছে পরিবারটিকে উচ্ছেদের অপচেষ্টা। অসহায় এ পরিবারটিকে নির্মম অত্যাচার-নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচাতে এলাকার কেউ যেমন এগিয়ে আসতে সাহস পাচ্ছে না, তেমনি আইনের দ্বারস্ত হয়েও পাচ্ছে না প্রতিকার। ফলে পরিবারের সদস্যদের দিন কাটছে নিদারুন নানা শংকা আর চরম অমানবিক অবস্থায়।

অভিযোগে বলা হয়েছে, একটি জাল দলিল থেকে প্রায় ১২ বছর আগে গুয়াবাড়িয়া গ্রামের পরেশ মিস্ত্রির সঙ্গে প্রতিবেশী এক প্রভাবশালী পরিবারের বিরোধের সূত্রপাত হয়। পরেশ মিস্ত্রির আপন জ্যাঠা মনোহর মিস্ত্রিকে মৃত দেখিয়ে তার পঙ্গু ছেলের কাছ থেকে প্রভাবশালী পরিবারটি ১৯৯৪ সালে ১ একর ৩৬ শতাংশ জমি কিনে নেয় এবং পরিবারটিকে দেশ ছাড়তে বাধ্য করে। পরেশ মিস্ত্রি (৩৫) পরের বছর জীবিত জ্যাঠাকে দেশে এনে তার কাছ থেকে ১ একর ৭৮ শতাংশ জমি দলিল করে রাখে। এর থেকেই বিরোধ চরম আকার নেয়। জমির দখল কেন্দ্র করে প্রভাবশালী পরিবারটি পুলিশের সহায়তায় পরেশ মিস্ত্রির ঘাড়ে অস্ত্র মামলা ঝুলিয়ে দেয়। যা স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে মিথ্যা মামলা হিসেবে প্রমাণিত হয়। প্রায় সাড়ে ৪ মাস জেল খেটে বেরিয়ে এসে পরেশ মিস্ত্রি অস্ত্র মামলার ষড়যন্ত্রকারীদের শাস্তি দাবি করে মামলা দায়ের করলেও আজও সে মামলার সুরাহা হয়নি। উপরন্তু বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে শুরু হয়েছে নানামুখী অত্যাচার-নির্যাতন। যখন তখন প্রতিপক্ষের লোকজন পরেশ মিস্ত্রির বাড়িতে ঢুকে গাছের ফল পেড়ে নিচ্ছে। পুকুরের মাছ লুট করে নিচ্ছে। শ্মশান ও কুলাই পুজার খোলায় গরু-বাছুর বেঁধে রেখে পবিত্রতা নষ্ট করছে। জমি কেটে রাস্তা তৈরি করছে। রাস্তাঘাটে একা পেলেই মারধর করছে ও টাকা-পয়সা ছিনিয়ে নিচ্ছে। অত্যাচার-নির্যাতনের মাত্রা ইদানীং এতটাই বেড়েছে, যে সম্ভমহানির আশঙ্কায় পরেশের ছোট ভাই নরেশ মিস্ত্রি তার স্ত্রী মুক্তারাণী ও একমাত্র কোলের শিশুকে নিয়ে বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। পরেশ মিস্ত্রির বৃদ্ধ মা প্রিয় বালা মিস্ত্রি (৭০) অভিযোগ করেছেন, প্রতিবেশী প্রভাবশালীরা এখন তার ছেলে পরেশ মিস্ত্রিকে খুনের পাঁয়তারা করছে। যে কারণে রাতে পরেশ বাড়ি ফিরতে পারছে না। তাদের দেশছাড়া করতে প্রভাবশালীরা যখন তখন হুমকি দিয়ে যাচ্ছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন। পরেশ মিস্ত্রি অভিযোগ করেছেন, প্রভাবশালী প্রতিবেশী সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে তিনি এ যাবত বেশ কয়েকবার থানা পুলিশ ও আদালতে মামলা করেছেন। কিন্তু এর

একটিতেও তিনি কোন সুফল পাননি। প্রতিবেশীরা সব জায়গাতেই প্রভাব খাটাচ্ছে। এলাকার লোকজনও প্রভাবশালীদের ভয়ে তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে সাহস পাচ্ছে না। পরেশ মিস্ত্রি আরও অভিযোগ করেছেন, তার জ্যাঠা এখনও জীবিত রয়েছে। কিন্তু খুনের আশঙ্কায় সে দেশে ফিরতে পারছে না।

যুগান্তর, ৭ জুলাই ২০০৫

(২৭২৬)
যশোরে সংখ্যালঘু দম্পত্তি, রংপুর ও রাঙ্গামাটিতে আরও দুই খুন

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ঃ যশোরে খুন হয়েছে সংখ্যালঘু দম্পতি। রংপুরের পীরগঞ্জে পিতা কুপিয়ে হত্যা করেছে শিশু পুত্রকে। এদিকে রাঙ্গামাটিতে চুক্তিবিরোধী সন্ত্রাসীরা এক ব্যক্তিকে অপহরণ করে। পরে তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

যশোর অফিস জানায়, কাঁঠাল গাছ থেকে কাঁঠাল পাড়া নিয়ে গোলযোগের জের ধরে সন্ত্রাসীরা সংখ্যালঘু দম্পতিকে জবাই করে হত্যা করেছে। এরা হলো যশোর সদরের দেয়াপাড়া গ্রামের শংকর সাহা (৪৫) ও তার স্ত্রী লক্ষ্মীরানী সাহা (২৫)। মর্মান্তিক এ ঘটনা ঘটেছে রবিবার রাতে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশ গ্রেফতার করেছে দুই যুবককে। পুলিশ জানায়, রবিবার সকালে নিহত শংকর তার বাড়ির পাশের কাঁঠাল গাছ থেকে একটি কাঁঠাল পাড়ে। কাঁঠাল বাগানটি শংকরের ভাই পরিতোষের কাছ থেকে কিনেছে আবদুর রহমান। কাঁঠাল পাড়ার জন্য শংকরকে মারধর করে আবদুর রহমান। এ নিয়ে রবিবার রাতে গ্রামে সালিশ বৈঠক হয়। সেখানে শংকর কাঁঠালের দাম পরিশোধ করতে চাইলেও আবদুর রহমান বলেন, তার কাঁঠাল ফেরত চাই। কোন মীমাংসা ছাড়াই বৈঠক শেষ হয়। রাতে ঘরের বারান্দায় ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় সন্ত্রাসীরা স্বামী-স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যা করে। পুলিশ সকালে ঐ গ্রামে অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করেছে দুই যুবককে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১২ জুলাই ২০০৫

(২৭২৭)
শরণখোলায় মন্দিরে হামলা ভাঙচুর, রথযাত্রা পণ্ড

বাগেরহাট, ১১ জুলাই, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জেলার শরণখোলা উপজেলা গোবিন্দ মন্দিরে হামলা চালিয়ে দুর্বৃত্তরা মূর্তি, দেব-দেবীর ছবি ও ঘট ভাঙচুর করেছে। ফলে সেখানে সংখ্যালঘুরা রথযাত্রা উৎসব পালন করতে পারেনি। সাড়ে ৪ শ' বছরের ঐতিহ্যবাহী এ রথযাত্রা উৎসব পালন করতে না পারায় শরণখোলার সংখ্যালঘুদের মধ্যে ক্ষোভ ও আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। এ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার দাবি করে মন্দির পরিচালনা কমিটির সভাপতি সোমবার শরণখোলা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১২ জুলাই ২০০৫

(২৭২৮)
নাটোরে আদিবাসী পল্লীতে বিএনপি ক্যাডারদের হামলা আহত ১০

প্রতিনিধি, নাটোর ঃ সিংড়া উপজেলায় উপজাতীয় মহিলাকে ধর্ষণ চেষ্টার মামলা প্রত্যাহার না করায় বিএনপির ক্যাডাররা একটি আদিবাসী পল্লীতে হামলা চালিয়েছে। হামলায় নারীসহ কমপক্ষে ১০ জন আহত হয়েছে।

গত রোববার রাতে উপজেলার হাতিগাড়ায় এ ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, আদিবাসী পল্লীর এক নববধূকে গত মাসে স্থানীয় বিএনপির এক প্রভাবশালী ক্যাডার আবদুল মান্নান ধর্ষণের চেষ্টা করে। ৬ জুন এ ব্যাপারে মামলা হলে তা প্রত্যাহারের জন্য মান্নানের ক্যাডার বাহিনী হুমকি দিতে থাকে। এরই জের ধরে রোববার সন্ধ্যায় জনাব আলী, দবির, ছবির ও রইচের নেতৃত্বে ২৫-৩০ জন ক্যাডার আদিবাসী পল্লীতে হামলা চালায়। হামলায় রঞ্জনা ওড়াঁও, শিরিলা ওড়াঁও, আপন ওড়াঁওসহ কমপক্ষে ১০ জন আহত হয়।

সংবাদ, ১২ জুলাই ২০০৫

(২৭২৯)
রাজশাহীতে সংবাদ সম্মেলন ॥ এসপির কাছে অভিযোগ
সন্ত্রাসীদের হুমকিতে সংখ্যালঘু ও আদিবাসী ৫০ পরিবার আতঙ্কে

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী ঃ রাজশাহীর গোদাগাড়ীতে এক যুবদল নেতার নেতৃত্বে সন্ত্রাসীরা ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও আদিবাসীদের ওপর নির্যাতন চালাচ্ছে। তাদের জমিজমা দখল করতে সন্ত্রাসীরা হামলা মামলা, মারধর, এমনকি হত্যারও হুমকি দিচ্ছে।

উপজেলার হাবাসপুর, পিরিজপুর ও প্রেমতলী এলাকার ৫০টি সংখ্যালঘু ও আদিবাসী পরিবারের পুরুষ সদস্যরা প্রাণভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। এসব পরিবারের প্রায় ৪০ জন সদস্য গতকাল মঙ্গলবার রাজশাহী প্রেসক্লাবে হাজির হয়ে সাংবাদিকদের কাছে এসব অভিযোগ করেন।

সাংবাদিকদের তারা বলেন, উপজেলা যুবদলের সভাপতি ও গোগ্রাম ইউপির চেয়ারম্যান হযরত আলীর মদদপুষ্ট কয়েকজন সন্ত্রাসী ও তার আত্মীয়স্বজন দীর্ঘদিন ধরে তাদের জমিজমা ভোগদখল করছে। ভারত চলে যাওয়া হাবাসপুর এলাকার আদিবাসী যোগেন্দ্র ওঁরাও সম্প্রতি দেশে ফিরলে সন্ত্রাসীরা তার ওপর হামলা চালায়।

হযরতের নেতৃত্বে প্রেমতলীর ইয়াসিন, উজ্জল, রবিউলসহ ১৪-১৫ জন সন্ত্রাসী ৬ জুলাই এ হামলা চালায়। যোগেন্দ্রসহ পিরিজপুর মন্দিরের সেবায়েত অরুণ পাণ্ডে ও ললিত ওঁরাও কেও তারা মারধর করে এবং গোদাগাড়ী থানা পুলিশের কাছে সোপর্দ করে। তদন্তের পর পুলিশ অরুণ ও ললিতকে ছেড়ে দিলেও অনুপ্রবেশের দায়ে যোগেন্দ্রকে জেলহাজতে পাঠায়।

সংখ্যালঘুরা অভিযোগ করেন, হামলার ঘটনায় অরুণ পাণ্ডে মামলা করলে সন্ত্রাসীরা ৭ জুলাই তাকেসহ আরো কয়েকজন সংখ্যালঘুকে মারধর করে। উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক আহমদ আলী তাদের ঠেকাতে গিয়ে মারধরের শিকার হন।

মন্দিরের সেবায়েত অরুণ ও তার ভাই বরুণ পাণ্ডেসহ প্রেসক্লাবে উপস্থিত অন্যরা অভিযোগ করেন, যুবদল নেতা হযরতের নেতৃত্বে সন্ত্রাসীরা ইতিমধ্যে কয়েকবার মন্দিরে হানা দিয়েছে। মামলা তুলে নেওয়া না হলে তারা অরুণকে হত্যা করা হবে বলে হুমকি দিচ্ছে।

গতকাল সংশ্লিষ্ট এলাকায় গিয়ে জানা যায়, সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনকারী সন্ত্রাসীরা যুবদল নেতা হযরত আলীর আত্মীয়স্বজন। তারা সংখ্যালঘুদের জমিজমা দখল করে বাড়িঘর নির্মাণ করেছে। বিভিন্ন সময় তাদের নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে অনেকেই সব ছেড়ে ভারত চলে গেছেন। পিরিজপুর মন্দিরের আওতায় ২৫০ বিঘা সম্পত্তি আছে, যার বেশির ভাগই বেদখল।

সংখ্যালঘু ও আদিবাসী লোকজন গত সোমবার রাজশাহীর পুলিশ সুপার (এসপি) আবদুল্লাহ আল মাহমুদের (পিপিএম) সঙ্গে তার কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। তাদের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে এসপি ওই দিন সন্ধ্যায় পিরিজপুর মন্দিরে পুলিশ মোতায়েন করেন। এ ব্যাপারে

এসপি গতকাল প্রথম আলোকে বলেন, সংশ্লিষ্ট থানার ওসি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে পরিস্থিতি শান্ত আছে বলে তাকে জানিয়েছেন।

গোদাগাড়ী থানার ওসি নূরুল আমিন প্রথম আলোকে বলেন, সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। প্রভাবশালীদের চাপে গ্রেপ্তার না করার অভিযোগ অস্বীকার করেন তিনি। তবে যুবদল নেতা হযরত যে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার ঘটনায় একটি পক্ষে রয়েছেন, সে কথা স্বীকার করেন তিনি। অভিযুক্ত উপজেলা যুবদল সভাপতি ও ইউপি চেয়ারম্যান হযরত আলীর সঙ্গে গতকাল একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করে তাকে পাওয়া যায়নি।

প্রথম আলো, ১৩ জুলাই ২০০৫

(২৭৩০)
সুজানগরে আবারও ৫ সংখ্যালঘুর বাড়িতে ডাকাতি

পাবনা প্রতিনিধি ঃ পাবনার সুজানগর উপজেলার নিশ্চিন্তপুর গ্রামে ১০ জুলাই গভীর রাতে আবারও ৫ সংখ্যালঘুর বাড়িতে দুর্ধর্ষ ডাকাতি সংঘটিত হয়েছে।

জানা গেছে, রাত ১টার দিকে ২০/২৫ জনের সশস্ত্র একদল ডাকাত ওই গ্রামের সুধীর পোদ্দার, নিমাই পোদ্দার ও দুলাল পোদ্দারের বাড়িতে চড়াও হয়ে অস্ত্রের মুখে বাড়ির লোকজনদের জিম্মি করে নগদ টাকা, স্বর্ণালংকার, টিভি, কাপড়-চোপড়সহ ৫ লক্ষাধিক টাকার বিভিন্ন মালামাল লুটে নিয়ে নির্বিঘ্নে পালিয়ে যায়। ডাকাতদের অস্ত্রাঘাতে নিমাই পোদ্দার, পঙ্কজ পোদ্দার ও দুলাল পোদ্দার আহত হয়েছে বলে জানা গেছে। নিরাপত্তার অভাবে সংখ্যালঘুরা থানায় কোনও মামলা দায়ের করার সাহস পায়নি বলে জানা গেছে।

আজকের কাগজ, ১৪ জুলাই ২০০৫

(২৭৩১)
গলাচিপায় পরেশ চন্দ্রকে দেশছাড়া করতে প্রভাবশালীরা মরিয়া

নিজস্ব সংবাদদাতা, গলাচিপা ঃ গলাচিপার বকুলবাড়িয়া ইউনিয়নের গুয়াবাড়িয়া গ্রামের নিরীহ সংখ্যালঘু পরেশ চন্দ্র মিস্ত্রির পরিবারকে দেশছাড়া করতে প্রতিবেশী একটি প্রভাবশালী পরিবার মরিয়া হয়ে উঠেছে। মিথ্যা অস্ত্র মামলা থেকে শুরু করে জাল দলিল, গাছ কেটে নেয়া, পুকুরের মাছ লুট, নারীর সম্ভ্রমহানির চেষ্টা, মারধর, ছিনতাই পর্যন্ত প্রতিনিয়ত নানা ধরনের সন্ত্রাসী কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে পরিবারটিকে উচ্ছেদের জন্য। অসহায় এ পরিবারটিকে নির্মম অত্যাচার-নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচাতে এলাকার কেউ যেমন এগিয়ে আসতে সাহস পাচ্ছে না, তেমনি আইনের দ্বারস্থ হয়েও পাচ্ছে না প্রতিকার। ফলে পরিবারের সদস্যদের দিন কাটছে নিদারুণ নানা শঙ্কা আর চরম অমানবিক অবস্থায়। অভিযোগে বলা হয়েছে, একটি জাল দলিল থেকে প্রায় ১২ বছর আগে গুয়াবাড়িয়া গ্রামের পরেশ মিস্ত্রির সঙ্গে প্রতিবেশী এক প্রভাবশালী পরিবারের বিরোধের সূত্রপাত হয়। পরেশ মিস্ত্রির আপন জ্যাঠা মনোহর মিস্ত্রিকে মৃত দেখিয়ে তার পঙ্গু ছেলের কাছ থেকে প্রভাবশালী পরিবারটি ১৯৯৪ সালে ১ একর ৩৬ শতাংশ জমি কিনে নেয় এবং পরিবারটিকে দেশ ছাড়তে বাধ্য করে। পরেশ মিস্ত্রি (৩৫) পরের বছর জীবিত জ্যাঠাকে দেশে এনে তার কাছ থেকে ১ একর ৭৮ শতাংশ জমি দলিল করে রাখে। এর থেকেই বিরোধ চরম আকার নেয়। জমির দখলকে কেন্দ্র করে প্রভাবশালী পরিবারটি পুলিশের সহায়তায় পরেশ মিস্ত্রির ঘাড়ে অস্ত্র মামলা ঝুলিয়ে দেয়। যা স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে মিথ্যা মামলা

হিসাবে প্রমাণিত হয়। প্রায় সাড়ে ৪ মাস জেল খেটে বেরিয়ে এসে পরেশ মিস্ত্রি অস্ত্র মামলার ষড়যন্ত্রকারীদের শাস্তি দাবি করে মামলা দায়ের করলেও আজও সে মামলার সুরাহা হয়নি।

উপরন্তু বর্তমান বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে শুরু হয়েছে মারমুখী নানা অত্যাচার-নির্যাতন। যখন তখন প্রতিপক্ষের লোকজন পরেশ মিস্ত্রির বাড়িতে ঢুকে গাছের ফল পেড়ে নিচ্ছে। পুকুরের মাছ লুট করছে। বাড়ির নিজস্ব শ্মশান ও কুলাই পুঁজার খোলায় গরু বাছুর বেঁধে রেখে পবিত্রতা নষ্ট করছে। জমি কেটে রাস্তা তৈরি করছে। রাস্তাঘাটে একা পেলেই মারধর করছে ও টাকা পয়সা ছিনিয়ে নিচ্ছে। অত্যাচার-নির্যাতনের মাত্রা ইদানীং এতটাই বেড়েছে, যে কারণে সম্ভ্রমহানির আশঙ্কায় পরেশের ছোট ভাই নরেশ মিস্ত্রি তার স্ত্রী মুক্তারানী ও একমাত্র কোলের শিশুকে নিয়ে বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। পরেশ মিস্ত্রির বৃদ্ধা মা প্রিয় বালা মিস্ত্রি (৭০) অভিযোগ করেছেন, প্রতিবেশী প্রভাবশালীরা এখন তাঁর ছেলে পরেশ মিস্ত্রিকে খুনের পাঁয়তারা করছে। যে কারণে রাতে পরেশ বাড়ি ফিরতে পারছে না। তার নিজেরও খুনের আশঙ্কা রয়েছে। তাদের দেশ ছাড়া করতে প্রভাবশালীরা যখন-তখন হুমকি দিয়ে যাচ্ছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন। পরেশ মিস্ত্রি অভিযোগ করেছেন, প্রভাবশালী প্রতিবেশী সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে তিনি এ যাবত বেশ কয়েকবার থানা পুলিশ ও আদালতে মামলা করেছেন। কিন্তু এর একটিতেও তিনি কোন সুফল পাননি। প্রতিবেশীরা সব জায়গাতেই প্রভাব খাটাচ্ছে। এলাকার লোকজনও প্রভাবশালীদের ভয়ে তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে সাহস পাচ্ছে না। পরেশ মিস্ত্রি আরও অভিযোগ করেছেন, তার জ্যাঠা এখনও জীবিত রয়েছে। কিন্তু খুনের আশঙ্কায় তিনি দেশে ফিরতে পারছেন না। বকুলবাড়িয়ার সাবেক চেয়ারম্যান মোঃ দুলাল চৌধুরী জানিয়েছেন, নিরীহ সংখ্যালঘু পরেশ মিস্ত্রি ও তাঁর পরিবারকে অত্যাচার-নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচাতে তিনি বেশ কয়েকবার উদ্যোগ নিয়েছেন কিন্তু প্রতিবেশীরা এতটাই প্রভাবশালী যে তারা আইনকানুন বিচারসালিশ কিছুই মানে না। তিনি আরও জানান, অবিলম্বে আইনের সহায়তা না পেলে এই নীরিহ সংখ্যালঘু পরিবারটিকে বাপ-দাদার সম্পত্তি ভিটামাটি ফেলে হয়ত দেশ ছেড়েই যেতে হবে। এদের আর কোন বিকল্প নেই।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৬ জুলাই ২০০৫

(২৭৩২)
দেবীদ্বারে ডাকাতের ভয়ে ৮ সংখ্যালঘু পরিবার বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়েছে

কুমিল্লা, ১৫ জুলাই, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ কুমিল্লার দেবীদ্বারে হিন্দু অধ্যুষিত রসুলপুর গ্রাম থেকে ডাকাতদের অত্যাচারে বৃহস্পতি ও শুক্রবার আটটি হিন্দু পরিবারের প্রায় অর্ধশত সদস্য অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছে। গত ৩ মে থেকে ১২ জুলাই পর্যন্ত এই গ্রামে অন্তত ২০ বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে।

জানা গেছে, গ্রামটিতে দু'মাস ধরে ডাকাতি হচ্ছে। ডাকাতদের হাত থেকে রক্ষা পেতে ও পরিবারের যুবতী মেয়েদের সম্ভ্রম রক্ষা করার জন্যই তারা বসতবাড়িতে তালা মেরে অন্যত্র চলে যাচ্ছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৬ জুলাই ২০০৫

(২৭৩৩)
মাদারীপুরে ৪ সংখ্যালঘু পরিবারকে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদের পাঁয়তারা

মাদারীপুর প্রতিনিধি ঃ স্থানীয় এক বিএনপি নেতার লালসার শিকার মাদারীপুরের ৪ সংখ্যালঘু পরিবার। তাদের ভিটেবাড়ি থেকে উচ্ছেদ করে দেশ ত্যাগে বাধ্য করা হচ্ছে। এ ঘটনা রাজৈর উপজেলার বাজিতপুর ইউনিয়নের কোদালিয়া গ্রামে।

স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের লিখিত অভিযোগে জানা গেছে, কোদালিয়া মৌজার আরএস ৯৪৪, এসএ ৭১৯ খতিয়ানের ৯০ শতাংশ জমিতে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে বাবুল চন্দ্র শীল, শংকর চন্দ্র শীল, সন্ধান চন্দ্র শীল ও কৃষ্ণ কান্ত শীল নামের ৪ সংখ্যালঘু পরিবার। পৈতৃকসূত্রে পাওয়া এ সম্পত্তি তাদের পিতা মনোরঞ্জন শীলের মৃত্যুর পর ৪ ভাইয়ের নামে রেকর্ড হয় এবং তারা নিয়মিত সম্পত্তির খাজনা ও ট্যাক্স পরিশোধ করে আসছে। এই সম্পত্তির ওপর লোলুপদৃষ্টি পড়ে দলিল জালিয়াতির অন্যতম নায়ক, মামলাবাজ ও স্থানীয় এক বিএনপি নেতার। এ নেতা প্রতারণার মাধ্যমে মৃত ব্যক্তিদের নামে ভুয়া আমলনামা তৈরি করে মূল দখলদার মনোরঞ্জন শীলকে বাদী না করে তার মনোনীত কোরবান আলী নামক এক ব্যক্তিকে বাদী করে ১৯৮৪ সালে ৩১ ধারার মাধ্যমে একতরফা ডিগ্রি জারি করায়। এর বিরুদ্ধে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে মাদারীপুর সহকারী জজ আদালতে ডিগ্রি রোধের মামলা দায়ের হয়। অপরদিকে বাবুল শীল গংদের বিরুদ্ধে ছাত্তার মোল্লা ৩১ ধারায় একটি আপত্তি মামলা দায়ের করে। সামলাটি নিষ্পত্তির জন্য ফরিদপুর জেলা অফিসে তারিখ নির্ধারিত হয়। মামলা-পাল্টা মামলা, আদালতে নিষেধাজ্ঞা ও ছাত্তার মোল্লা বাহিনীর চরম নির্যাতনে এই ৪ সংখ্যালঘু পরিবার এখন দিশেহারা। ওই বাহিনী হামলা করে শারীরিক নির্যাতন চালায় বাবুল শীলের পরিবারের বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, গৃহবধূ, কিশোরী তরুণী এমনকি শিশুদেরও। বাড়ি থেকে বের হলেই চলছে নির্যাতন, জীবন নাশসহ দেশ ত্যাগের উপর্যুপরি হুমকি।

অভিযোগে আরো জানা গেছে, এ বিষয়টি নিয়ে স্থানীয়ভাবে একাধিকবার সালিশ হয়েছে। কিন্তু সালিশের রায় মানেনি ওই নেতা। যতবার সালিশ হয়েছে ততবারই নির্যাতন-জুলুমের মাত্রা বেড়েছে দ্বিগুণ। বর্তমানে ওই ৪ সংখ্যালঘু পরিবার আতঙ্কের মধ্যে একরকম অবরুদ্ধ অবস্থায় রয়েছে।

যুগান্তর, ১৭ জুলাই ২০০৫

(২৭৩৪)
পার্বতীপুরে হুমকির মুখে কনের বিয়ে হলো বরের বাড়িতে

পার্বতীপুর, ১৬ জুলাই, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সন্ত্রাসীদের উপর্যুপরি হুমকির মুখে পার্বতীপুরের একটি সংখ্যালঘু পরিবারের মেয়ের বিয়ে পিতার বাড়িতে না হয়ে বরের বাড়িতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে উপজেলার বামপুর ইউনিয়নের রঘুনাথপুর পণ্ডিতপাড়া গ্রামে শুক্রবার রাতে।

জানা গেছে, উপজেলার রঘুনাথপুর পণ্ডিতপাড়া গ্রামের নগেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের মেয়ে চায়না বিশ্বাসের বিয়ে ঠিক হয় চিরিরবন্দর উপজেলার মোদপুর গ্রামের বেনামী মাস্টারের ছেলে বিধান চন্দ্র বিশ্বাসের সঙ্গে। বিয়ের দিন ধার্য হয় শুক্রবার। সন্ত্রাসীরা বিয়ের সপ্তাহখানেক আগে থেকেই মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে মেয়েটিকে অন্যহাতে তুলে দেয়ার জন্য অভিভাবককে চাপ ও হুমকি দেয়া অব্যাহত রাখে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৭ জুলাই ২০০৫

(২৭৩৫)
শাজহাদপুরে কালীমন্দিরের বটগাছটি দুর্বৃত্তরা কেটে নিয়ে গেছে

প্রতিনিধি, শাহজাদপুর (সিরাজগঞ্জ) ঃ আদালতের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও শাহজাদপুর উপজেলার মশীপুর কালীমন্দিরের ২শ' বছরের পুরনো বটগাছটি গতকাল শনিবার সকালে দুর্বৃত্তরা কেটে নিয়ে গেছে। এ ঘটনায় এলাকার হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান আবদুল জব্বারের মাধ্যমে বিষয়টি উপজেলা প্রশাসনকে লিখিতভাবে জানানো হয়েছে।

মন্দির চত্বরের এই বটগাছটি ২০০৩ সালের বন্যায় উপড়ে পড়ে। উপজেলা প্রশাসন নিলামে গাছটি বিক্রির উদ্যোগ নেয়। গাছের মূল্য ধার্য হয় ৭০ হাজার টাকা। মন্দির কর্তৃপক্ষ গাছ বিক্রির টাকা মন্দির উন্নয়নের জন্য ব্যয় করার দাবি জানালে প্রশাসন স্থানীয় এক প্রভাবশালীর ইঙ্গিতে তা দিতে অস্বীকার করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে মন্দির কমিটির সভাপতি সম্বল সূত্রধর সিরাজগঞ্জ সিনিয়র সহকারী জজ আদালতে মামলা দায়ের করলে আদালত গাছ বিক্রির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন।

মন্দির কমিটির সদস্য লক্ষণ সূত্রধর গতকাল সাংবাদিকদের জানান, স্থানীয় এক প্রভাবশালীর নির্দেশে তার দলবল গতকাল সকালে গাছটির অবশিষ্ট অংশ কেটে নিয়ে গেছে।

সংবাদ, ১৮ জুলাই ২০০৫

(২৭৩৬)
দেবিদ্বারে হিন্দুদের গ্রামছাড়া
সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ খুলল হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ

দেবিদ্বার প্রতিনিধি ঃ অবশেষে দেরিতে হলেও বুধবার দুপুরে উপজেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্যপরিষদ আনুষ্ঠানিকভাবে দেবিদ্বার প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে হিন্দু অধ্যুষিত রসুলপুর গ্রামে ডাকাতি ও হিন্দুদের বাড়ি ছাড়ার কারণ এবং সর্বশেষ পরিস্থিতি বর্ণনা করেছে। সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন হিন্দু ঐক্য পরিষদের সেক্রেটারি অধ্যাপক বিমল দত্ত। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি ডা. সুকুমার চন্দ্র দে, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক শিমূল চন্দ্র সাহা, স্কুল শিক্ষক অখিল চন্দ্র নিয়োগী, নেপাল চন্দ্র, প্রফুল্ল চন্দ্র সাহা, ডা. বনমালী নিয়োগী এবং বাড়ি ছেড়ে যাওয়া বিজয় রায় ও ঠাকুর দাস নিয়োগী। অব্যাহত ডাকাত আতঙ্কে গত এক সপ্তাহে ওই এলাকা থেকে ৮টি হিন্দু পরিবার বাড়ি ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যায়। এ ঘটনায় গত শনিবার থেকে যুগান্তরসহ বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে সচিত্র সংবাদ প্রকাশের পর প্রশাসনে তোলপাড় সৃষ্টি হয়। এলাকায় স্থাপন করা হয় অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প।

যুগান্তর, ২১ জুলাই ২০০৫

(২৭৩৫)
দাউদকান্দিতে বসতভিটা দখলের জন্য গৃহবধূকে কুপিয়ে জখম

প্রতিনিধি, কুমিল্লা ঃ কুমিল্লার দাউদকান্দিতে বসতভিটা দখল করতে না পেরে সবিতা রাণী (৩৮) নামে এক গৃহবধূকে দুর্বৃত্তরা কুপিয়ে আহত করেছে।

স্থানীয় লোকজন জানান, ৩ শতক জমি স্থানীয় বিএনপি নেতা মনির দখলের জন্য দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা করে আসছিল। ২০ জুন দুর্বৃত্তরা সবিতার ঘরে ঢুকে তাকে কুপিয়ে জখম করে। এ সময় তার স্বামী বাড়িতে ছিল না। খবর পেয়ে বাড়িতে ফিরে সবিতার দুই ছেলে সবুজ (১২) ও সোহাগ (৮) তাদের মাকে দাউদকান্দি থানায় নিয়ে যায়। পরে তাকে গৌরীপুর

স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলেও কাউকে আটক কিংবা গ্রেফতার করেনি। এদিকে বিষয়টি সামাকিজভাবে মীমাংসা করে দেবে বলে স্থানীয় মাতব্বররা ৭ জুলাই সালিশে বসে। তারা উল্টো সবিতাকে ভর্ৎসনা করে মামলা না করার জন্য শাসিয়ে যায়।

সবিতা রানী জানান, ১৮ বছর আগে দাউদকান্দি উপজেলার ইলিয়টগঞ্জের চাপাতলি গ্রামের কাঠমিস্ত্রী বিভুভূষণের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। ৪ বছর শ্বশুরবাড়িতে থাকার পর স্বামী, দুই কন্যাসহ তিনি পিত্রালয়ে দাউদকান্দির উত্তর সতানন্দী গ্রামে চলে আসেন।

'৯৮ সালে তিনি পিত্রালয় ছেড়ে নিজ গ্রামেই একটি ভাড়াবাড়িতে ওঠেন। ২০০২ সালে গ্রামের প্রাইমারি স্কুলের পাশে নেপাল ঋষির কাছ থেকে তিনি ৩ শতক ভূমি ক্রয় করেন। ওই জমি প্রতিবেশী স্থানীয় বিএনপি নেতা মনির বর্তমানে দখল করে নিতে চাইছে।

সবিতা ভিটেমাটি রক্ষায় মামলা করেছেন। আইনি সহায়তা প্রতিষ্ঠান ব্লাস্ট মামলাটি পরিচালনা করছে। কুমিল্লা ব্লাস্টের সহকারী সমন্বয়কারী এডভোকেট কাজী আসিফ আহমেদ জানান, সবিতার ওপর নির্যাতনের বিষয়ে মামলা করা হয়েছে। প্রয়োজনে ভূমি দখলের অপচেষ্টা রোধে আইনি সহায়তা দেয়া হবে। তিনি জানান, নির্যাতনকারীরা ধারাল অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে তার মাথা ফাটিয়ে দেয়।

সংবাদ, ২১ জুলাই ২০০৫

(২৭৩৭)
বিএনপি নেতাদের রোষানলে এক সংখ্যালঘু পরিবার

জাহাঙ্গীর আলম আকাশ, রাজশাহী ঃ চন্দন সরকার এখনও স্বাভাবিক হতে পারেন নি। কর্মঠ এ তরুণ সামাজিক অবিচারের শিকার হয়ে কোন কাজেই মন বসাতে পারছেন না। অপমান ও অবিচারের বিচার চাইতেও ভয় পাচ্ছেন। পাছে জীবন হারাতে হয়, কিংবা ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদের ঘটনা ঘটে এ ভয় তাড়া করছে তাদের। কিন্তু মিথ্যা অভিযোগে মাথা নিচু করে বেঁচে থাকাও কঠিন' এ উপলব্ধি থেকে দেড় মাস পরে চন্দন সরকার মুখ খুলতে শুরু করেছেন। গত ২০ মে চারঘাট উপজেলার মোক্তারপুরের স্থানীয় 'বিএনপি নেতাদের আদালত' চন্দন সরকারকে ১০০ দোররা মেরেছে। সেসঙ্গে জরিমানা করা হয়েছে ৪০ হাজার টাকা। সামাজিক বিচারে চন্দনের অপরাধ, তিনি মুসলমানের বাড়িতে ঘটক পাঠাতে চেয়েছেন। আর চন্দনের পরিবারের বক্তব্য, তাদের প্রধান অপরাধ তারা হিন্দু।

১৫ মে রাতের ঘটনা : চারঘাট উপজেলার মোক্তারপুরের ট্রাফিক মোড়ে 'মা ইলেকট্রনিক্স' নামে চন্দনের একটি দোকান রয়েছে। ১৫ মে রাত ১০টা থেকে ১১টার মধ্যে পাশের গ্রামের ফজলুর রহমান নামে এক হোটেল কর্মচারী টেলিভিশন মেরামতের জন্য চন্দনকে তার বাড়িতে নিয়ে যায়। সঙ্গে চন্দনের বন্ধু রফিকুল ইসলাম। দোকান থেকে ২০০ গজের মধ্যেই হোটেল কর্মচারী ফজলুর ভাড়া বাড়ি। রাতে এ বাড়িতে তিনজনকে যেতে দেখে পাশের বাড়ির মাছ ব্যবসায়ী আরশেদ গ্রামের লোকজন জড়ো করে চন্দনদের ঘেরাও করে। ফজলু জানায়, সেদিন সে নিজেই চন্দনকে দোকান থেকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। কয়েকজন গ্রামবাসী রাতে চন্দনদের আসতে নিষেধ করলে তাৎক্ষণিক চন্দনও রাতে আর আসবো না বলে ক্ষমা চেয়ে নেয়। পরদিন থেকে মাছ ব্যবসায়ী আরশেদ বাজারে প্রচার করতে থাকে রাতে চন্দন ও তার বন্ধু রফিককে অবৈধ কাজের জন্য শাস্তি দেয়া হয়েছে। বাজারের সবাই যখন চন্দনের কাছে রাতের ঘটনা জানতে চান এবং নানারকম ভর্ৎসনামূলক কথাবার্তা বলে তখন চন্দন ২/৩ জনের

কাছে রেগে গিয়ে বলেছেন, 'আরশেদের বাড়িতে ঘটক পাঠাবো বলে গিয়েছিলাম।' একথা আরশেদের কানে গেলে সে স্থানীয় বিএনপি নেতৃবৃন্দের শরণাপন্ন হয়। এরপর বসে বিচার।

চন্দনের পরিবার : চন্দনের বাবা বলরাম সরকার আওয়ামী লীগ করেন। ১৯৮৮ তে ইউপি সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। মোক্তারপুর গ্রামে রয়েছে ১০টি হিন্দু পরিবার। বলরাম সরকার মুসলমানদের ভোটেই জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হন। তিনি এলাকায় বেশ জনপ্রিয়। তার এ জনপ্রিয়তাই কাল হয়েছে বলে মনে করেন তার পরিবারের লোকজন। সেসঙ্গে তাদের সম্পত্তির ওপরেও কুচক্রি মহলের কুনজর পড়েছে বলে অভিযোগ। তাই এ পরিবারটিকে দেখে নেয়ার সুযোগ খুঁজছিলেন ওই মহলটি। আরশেদের সাম্প্রদায়িক প্রচারণায় সে সুযোগকে কাজে লাগিয়েছে স্থানীয় বিএনপির শীর্ষ নেতারা। প্রায় ৫ বিঘা জমির ওপরে বলরাম সরকারের বসতভিটা। বাড়ির সঙ্গেই রয়েছে পুকুর ও ৩৫ টি বড় আম গাছ। মাঠে ফসলি জমি রয়েছে আরও ৫ বিঘা। বলরাম মনে করেন, এগুলোও তার জন্য কাল হয়েছে।

বিএনপি নেতাদের আদালত : আরশেদ কোন লিখিত অভিযোগ করেনি। তবু ২০ মে বসল বিচার। চন্দনকে ডাকা হলো সন্ধ্যায়। আগ থেকে তাকে কিছুই জানানো হয়নি। চারঘাট পৌর বিএনপির সভাপতি কায়েমউদ্দিনের চেম্বারই হচ্ছে এ এলাকার বিচারালয়। চন্দন গিয়ে দেখে প্রচুর লোকজন সেখানে। চন্দনকে দেখেই লোকজন রৈ-রৈ করে উঠল। মারমুখী আচরণ সবার। কায়েমউদ্দিন উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক গিয়াসউদ্দিন মণ্ডল, বিএনপি নেতা পৌর কমিশনার নজরুল ইসলাম ও আবু বকর সিদ্দিকসহ হেলালউদ্দিন, আহম্মদ শুকুর, গণি, মণ্ডল, ফজলুল হক সরকার ওরফে ফতেনুর'র নেতৃত্বে ১০ সদস্যের বিচারক দল গঠন করা হয়। সাক্ষী দিয়েছেন আহসান ও হেলাল। সাক্ষীরা বলেছেন, চন্দন আরশেদের বাড়িতে ঘটক পাঠাতে চেয়েছে। সাক্ষীদের এটুকুই কথা। এর ভিত্তিতেই বিচারের রায় হলো ১০০ দোররা ও ৫০ হাজার টাকা জরিমানা। হেলাল ও বকর কমিশনার চন্দনের দু'হাত ধরেন। আর গুনে ১০০ টি দোররা মারেন নজরুল কমিশনার। দোররা মারা শেষে ১০ হাজার টাকা মাফ করে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা পুনর্নির্ধারণ করেন বিচারকমণ্ডলী। বিচারের রায় অনুযায়ী পরদিন চন্দন নগদ ৫ হাজার টাকা বিএনপি নেতা কায়েমউদ্দিনের হাতে তুলে দেয়। অবশিষ্ট টাকা অবিলম্বে দেয়ার জন্য বলা হয়। এ বিচার সভায় চন্দনের বাবা বলরাম সরকারকে ডাকা হয়েছিল বিচারের শেষ পর্যায়ে। অন্যতম প্রধান 'বিচারপতি' বিএনপি নেতা গিয়াসউদ্দিন মণ্ডল জানিয়েছেন, সেদিন এখানে কোন আওয়ামী লীগ নেতা ও হিন্দু সম্প্রদায়ের কাউকে ডাকা হয়নি। এমনকি সেদিন রাতে চন্দনের সঙ্গে থাকা তার বন্ধু রফিকুলকেও আনা হয়নি বিচারের জন্য। এখানে ডাকা হয়েছিল হোটেল কর্মচারী ফজলুকে। বিচার সভায় উপস্থিত লোকজন তার ওপরও শারীরিক নির্যাতন চালায়।

২০ মে রাতেই ফজলুকে ওই এলাকা ছাড়তে হয়েছে। আরশেদ ছিল ফজলুর প্রতিবেশী। ফজলুর স্ত্রী খোদেজা জানিয়েছেন, আরশেদের ব্যবসায়িক পার্টনার আনোয়ার ও আরশেদ তাদের মুখে কালিমা দিয়ে গ্রাম ছাড়া করবে বলে কয়েক মাস আগেই হুমকি দিয়েছিল। খোদেজার দাবি, আরশেদেরই কুদৃষ্টি ছিল তার প্রতি। খোদেজা সে রাতের ঘটনা সম্পর্কে জানান, তার স্বামীই চন্দনকে টেলিভিশনের ভলিয়ম ঠিক করার জন্য নিয়ে এসেছিলেন।

'বিচারপতি'দের কথা : বিএনপি নেতা কায়েমউদ্দিন বলেছেন, চন্দনের সঙ্গে ফজলুর স্ত্রীর অবৈধ সম্পর্ক ছিল। ফজলু অকর্মা। সে কোন কাজ করে না। স্ত্রীকে খারাপ কাজে ব্যবহার করে। একই প্রসঙ্গে গিয়াসউদ্দিন মণ্ডল বলেছেন, আমরা প্রত্যক্ষদর্শী না।

তাই বলতে পারছি না, ওদের কি সম্পর্ক? এদিকে ফজলু ও তার স্ত্রী এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছে। বিএনপি নেতা কায়েমউদ্দিনের কথা ঠিক নয়। ফজলু দীর্ঘদিন থেকেই

নিয়মিত মোক্তারপুর বাজারে বিভিন্ন হোটেলে কাজ করে। বিএনপি নেতা গিয়াসউদ্দিন মণ্ডল দাবি করেছেন, ওই রাতের ঘটনায় আসলে কোন বিচার হয়নি। বিচার হয়েছে চন্দন হিন্দুর ছেলে হয়ে মুসলমানের ঘরে ঘটক পাঠাতে চেয়েছে, তাই। এই বিচারের রায় কতটা যথাযথ হয়েছে এবং এত টাকা জরিমানা করার এখতিয়ার, তাদের রয়েছে কি না সে প্রশ্নের জবাবে বিএনপির দুই নেতা জানান, 'পাবলিক সেন্টিমেন্টটা ট্যাকেল দিতে গিয়েই আমাদের এ সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে।

চন্দন ও বলরামের কান্না : প্রচণ্ড, ভয় পাচ্ছিলেন, তারা। সাংবাদিকদের সামনে মুখ খুলতেই চান না। অবশেষে মুখ খুললেন চন্দন। কাঁদতে কাঁদতে বললেন, থানা-পুলিশের কাছে যেতে পারিনি। থানা-পুলিশ করলে ওরা আমাদের মেরে ফেলবে। বলরাম সরকার বললেন জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে লড়াই করা যায় না। নানা অত্যাচারের শিকার হয়ে মোক্তারপুরের বেশ কিছু হিন্দু পরিবার ভারতে চলে গেছে। চলে যাওয়াদের দলে বলরামের দাদা ও দিদিও রয়েছেন। কিন্তু বলরাম রাজনৈতিক নেশায় চারঘাটের মাটি ছাড়েন নি। তাকেও কথা বলতে বারবার বাধা দিচ্ছিলেন তার বড় ছেলে বিমল কুমার সরকার। ছেলের দিকে তাকিয়ে রাগত স্বরে তিনি বললেন, 'মরলে এ মোক্তারপুরেই মরবো। আর বাঁচলে মাথা উঁচু করেই বেঁচে থাকা দরকার।' চন্দনের বাকরুদ্ধ কণ্ঠের আর্তনাদ, 'এত অপমান নিয়ে বাঁচা যায় না।'

সংবাদ, ২৪ জুলাই ২০০৫

(২৭৩৮)
পুড়িয়ে মারার হুমকি
গাজীপুরে ঘুম নেই আদিবাসীদের চোখে

অখিল পোদ্দার, গাজীপুর থেকে ফিরে ঃ আরেক বাঁশখালী হতে পারে গাজীপুরের বর্মনপাড়া। পুড়ে মরার ভয়ে ঘরে ঘুমান না সেখানকার ৪২ হাজার আদিবাসীর অভিভাবক। বাড়িঘর লুটপাটের পাশাপাশি চলছে ভিটেবাড়ি উচ্ছেদ অভিযান। বসতবাগান দখল করে স্থানীয় পেশীশক্তি পাঁয়তারা করছে জামায়াত-বিএনপি পল্লী গড়ে তোলার। সবকিছু জেনে সরকারদলীয়দের প্রতি প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছিলেন সংখ্যালঘুদের পাশে দাঁড়াতে। কিন্তু তারা এমনই সহযোগিতা শুরু করেছে যে, পুলিশ দিয়েও এখন আদিবাসীদের অস্তিত্ব রক্ষা অসম্ভব হয়ে পড়ছে।

সরকারী সূত্র মতে, গাজীপুর জেলার প্রত্যন্ত গ্রামগুলোতে সাতটি আদিবাসী সম্প্রদায়ের বসবাস রয়েছে। সর্বাধিক ২০ হাজার ক্ষত্রিয় বর্মন ছাড়াও ১৫ হাজার চোখ, ৩ হাজার ওঁড়াও, ৫শ' বুনো সর্দার, ৩শ' নুনিয়া বা চৌহান, এক হাজার রাজবংশী, এক হাজার গারোসহ আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র জাতিসত্তা জেলার শ্রীপুর, কাপাসিয়া, কালিয়াকৈর ও গাজীপুর সদরে বাস করে। বিভিন্ন সরকারের সময়ে সংখ্যাগরিষ্ঠদের দ্বারা আদিবাসীরা নির্যাতিত হলেও সাম্প্রতিকালে এর মাত্রা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। অধিকাংশ আদিবাসী নেতা ও অভিভাবককে পুড়িয়ে মারার হুমকি দেয়ায় রাতে তাঁরা ঘরে ঘুমান না। পরপর কয়েকটি ধর্ষণের ঘটনা ঘটায় মাঠে কাজ করতে যাওয়া প্রায় বন্ধ করে দিয়েছেন আদিবাসী মেয়েরা। পথেঘাটে নাজেহাল হওয়ায় উঠতি শিশুরা বন্ধ করেছে স্কুলে যাওয়া। জায়গা জমি দখল করে আত্মীয়স্বজনদের বাড়িঘর তুলে নিজের নামে পল্লী গড়ে তোলার পাঁয়তারা করছে জামায়াত-বিএনপির স্থানীয় কয়েক নেতা। বাড়ি দখল করতে বনবিভাগের গাছ কাটার মিথ্যা মামলা সাজিয়ে পুরুষদের মাসের পর মাস হেনস্থা করা

হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত শুক্রবার শ্রীপুর উপজেলার কয়েকটি প্রত্যন্ত আদিবাসী গ্রাম ঘুরে জানা যায় এসব তথ্য। সরেজমিনে আরও জানা যায়, ইদানীং সেখানে জমি দখলের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। এসব এলাকায় শিল্প-কারখানা বিস্তৃত হওয়ায় জমির চাহিদা ও মূল্য দুই-ই বেড়ে গেছে। যে কারণে ক্ষমতাধররা উঠেপড়ে লেগেছে আদিবাসী উচ্ছেদ কর্মে। শ্রীপুরের কৃষ্ণলাল নুনিয়া এমবিবিএস ডাক্তার হিসাবে রাঙ্গামাটির বরকলে চাকরি করতেন। তাঁর বসতভিটা সংলগ্ন ২ একর জমি বেদখল হয়ে গেছে। জমি উদ্ধারে তিনি প্রশাসনের দ্বারস্থ হলে দখলদাররা ডাক্তার কৃষ্ণলালের পরিবারের ওপর চড়াও হয়। চাকরি ছেড়ে বাড়িতে চলে এসেছেন আদিবাসী নেতা ডা. কৃষ্ণলাল নুনিয়া। জমি দখল করে ইতোমধ্যে তাতে দু'টি পরিবার বসবাস শুরু করেছে।

গাজীপুর সদরের নৌলাপাড়া গ্রামের হৃদয় বর্মন ও বীরেন্দ্র বর্মন এক শ' বছর ধরে বাস করলেও গত বছর তাদের জমির জাল দলিল করেছেন স্থানীয় এক ব্যক্তি। তাঁর দাবি জমিটি কিনেছেন তিনি কিন্তু হৃদয় ও বীরেন জানেন না কবে কোথায় কিভাবে তাঁরা জমি বিক্রি করলেন। মির্জাপুর ইউনিয়নের মনিপুর গ্রামের পরে বর্মনের বাড়ি কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘিরে দিয়েছেন এক নাট্যশিল্পী। পরেশকে হুমকি দিয়ে তিনি বলেছেন, ভালয় ভালয় বাড়ি ছেড়ে যেন অন্যত্র চলে যান। শ্রীপুরের বিন্দুবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা বলাই, প্রফুল্ল ও পূর্ণচন্দ্র বর্মন। গত ২০০২ সালে বসতভিটাসহ তাঁদের ২ বিঘার বাগানবাড়ি দখলে নেয় একই গ্রামের এক ব্যক্তি। এরপর থেকেই তার লোকজন বিভিন্নভাবে নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে প্রফুল্লদের ওপর। পূর্ণচন্দ্র বর্মন জমির দখল দেখিয়ে চ্যালেঞ্জ করে বলেন, পৈত্রিক ভিটেবাড়ি বিক্রির কথা আমরা স্বপ্নেও ভাবি না, অথচ জমি নাকি বিক্রি হয়ে গেছে! এমনকি আজ অবধি জমির খাজনা দেয়া রয়েছে তাঁদের নামে। একই মৌজার ১০১০ দাগের আরেকটি জমি দখল করেছে স্থানীয় একজন। শ্রীপুরের ভেরামতলীর গোবিন্দ বর্মনও লোকনাথ বর্মনের ১৭ বিঘা জমির দখল নিয়েছে আরেকজন। সে নিজেকে তারেক জিয়ার লোক বলে পরিচয় দেয়। এছাড়া তার এক ভাগিনা যে কিনা এসপি তার কথা বলেও লোকজনকে শাসন করে সে। ওই পুলিশ অফিসার নিজেও এ কাজে মামাকে সহযোগিতা করছেন বলে স্থানীয়রা অভিযোগ করেছেন। জমি দখলের প্রতিবাদ করায় রাধামণি বর্মনের ৭ম শ্রেণীতে পড়ুয়া মেয়েকে কয়েকদিন আগে লাঞ্ছিত করা হয়। বাগানের গাছ কেটেছে, নির্দ্বিধায় জমির ফসলও লুট হচ্ছে তাদের।

এসএ, আরএস রেকর্ড ঠিক থাকলেও সিনাবহ গ্রামের কৃষ্ণচন্দ্র, নির্মল, অমল কান্ত ও অরুণ বর্মনের ২৬ একর জমি দখল করে নিয়েছে স্থানীয় বিএনপির এক নেতা। একই গ্রামের বিধবা এক মহিলাকে ধর্ষণের পর হত্যা চেষ্টা করলে সব ফেলে তিনি পালিয়ে যান এলাকা ছেড়ে। সে জমি এখন চক্রান্তকারীর দখলে। বিন্দুবাড়ির গোকুল ওঁড়াও-এর ১৮৯ দাগের ৫ বিঘা জমির মালিক দাবিদার এখন সামাদ মুন্সী। কিন্তু খাজনা দিচ্ছেন গোকুল ওঁড়াও। সামাদ মুন্সী বিন্দুবাড়ি মাদ্রাসার শিক্ষক ও জামায়াত নেতা। মতিলাল ওঁড়াও-এর আড়াই বিঘা সম্পত্তি দখল করেছে একই গ্রামের এক ব্যক্তি। ভুয়া পরচা দেখিয়ে তিনি বলে বেড়াচ্ছেন জমিটি তিনি কিনেছেন। এভাবেই লোহাগাছা গ্রামের গোপাল, শুক্রবালা বর্মন কিংবা ক্ষিতীশ সর্দারের মতো আরও অনেক আদিবাসী সব হারিয়ে এখন পথের ভিখেরি সেজেছেন। মূল দলিল নিয়ে গ্রাম্য চেয়ারম্যান, মেম্বার কিংবা উপজেলা প্রশাসনে অনেকবার ধর্ণা দিলেও তাঁরা ফেরত পাননি অপহৃত সম্পত্তি। বাড়াবাড়ি করলে উল্টো তাদের পুড়িয়ে মারার হুমকি দেয়া হচ্ছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৬ জুলাই ২০০৫

(২৭৩৯)
বরিশালে খ্রিস্টান পল্লীর বাসিন্দারা এখনো আতঙ্কে ৭ আসামির মাল ক্রোক ঃ আরো ৫ জন গ্রেফতার

বরিশাল ব্যুরো ঃ ইছাকাটির খ্রিস্টান কলোনির বাসিন্দারা এখনো আতঙ্কিত। তবে তারা মুখ খুলতে শুরু করেছেন। বাসিন্দারা জানালেন, নারী নির্যাতন, চাঁদা, সন্ত্রাস- এই তিন ইস্যুতে এতদিন জিম্মি ছিলেন তারা। হুমকি-ধমকির ভয়ে কখনো অভিযোগ করেননি কোথাও। দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ায় বাধ্য হয়েই তারা বলতে শুরু করেছেন অত্যাচার-নির্যাতনের কাহিনী। সোমবার নগরীর কাশীপুরের লাকুটিয়া সড়কের ইছাকাঠির এক নম্বর খ্রিস্টান কলোনিতে সরেজমিন গেলে একাধিক বাসিন্দা আতঙ্কের সঙ্গে জানালেন, 'পুলিশ চলে গেলে তাদের কি হবে? এখন পুলিশ আছে তাই কোনো ভয় নেই। বাসিন্দাদের মতে, হামলাকারীরা খুবই খারাপ। ওরা পারে না এমন কোনো কাজ নেই।' কলোনির বাসিন্দা দানিয়েল সরকার (২৬) বলেন, সন্ত্রাসীরা গলায় ছুরি এবং পেছনে আগ্নেয়াস্ত্র ধরে তার কাছে থেকে টাকা নিয়েছে। বরিশাল কলেজের ছাত্রী এবং কলোনির বাসিন্দা সুমী হালদার জানান, সন্ত্রাসী পিচ্চি কালুর জন্য তার কলেজে যাওয়া বন্ধের পথে। পিচ্চি কালু তার পেছনে লেগে আছে জোঁকের মতো। রাতে পড়ার সময় মাঠ ও বন-জঙ্গল পেরিয়ে এসে বেড়ার অপর পাশে বসে তাকে ডাকাডাকি করে। একদিন দরজা খোলা পেয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। চিৎকার দিলে বের হয়ে যায়। কলোনির সবাই জানে এসব। কিন্তু কেউ প্রতিবাদ করতে পারছে না ভয়ে।

কাঠমিস্ত্রি সুমন হালদার জানান, কাজ শেষে বাড়ি ফিরে বিশ্রামকালে তাকে বাইরে ডেকে নেওয়া হয়। অন্ধকারে মাঠের মধ্যে নিয়ে চাকু, ধরে চাঁদা দাবি করে। না দেওয়ায় কুপিয়ে আহত করে। এতেও সাধ মেটেনি। ওই অবস্থায় সুপারি গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়। গাঁজার পোঁটলা পকেটে দিয়ে পুলিশে দেওয়ার হুমকি দেয়। উপায়ন্তর না দেখে ৩ হাজার টাকায় নির্যাতন থেকে মুক্তি মেলে। অপর বাসিন্দা স্বপন রায় জানান, তাকেও একইভাবে ডেকে পকেটে গাঁজার পোঁটলা ভরে দিয়ে চাঁদা দাবি করা হয়। গৃহিনী এলিজাবেথ দে জানান, চাঁদা চেয়ে না পাওয়ায় তার ছেলেকে মারধর ও ঘর কুপিয়ে নষ্ট করে দেয়। ওই খ্রিস্টান কলোনিতে আরো আছে এ ধরনের ঘটনা। ওই স্থানে বসবাসকারীরা অতি সাধারণ শ্রেণীর। কোনো রকম খেয়ে-পরে আছে মাত্র। নির্যাতন আর সন্ত্রাসের কারণে তারা সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকে। নির্যাতনের সেসব দিনের স্মৃতি মনে করে শিউরে ওঠেন খ্রিস্টান কলোনির বাসিন্দারা। বারবার তারা অজানা আশঙ্কার কথা তুলে ধরেন। তারা জানান, সন্ত্রাসীরা ১৫ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে। আর তাদের সংখ্যা খুব কম। কিন্তু ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে যুক্ত থাকায় তারা নিরূপায়। এলাকাবাসী জানান পিচ্চি কালু, সজল হাওলাদার, সোহেল হাওলাদার, সুমন, সুশীল, সবুজ হাওলাদার, মনির হোসেন, কাওসার, ছোট মামুন, সুমন, দাস-এরা মুল আসামি। এদের পরিচালনা করে সজলের চাচা কুট্টি ও চাচী রেহানা। এদের মধ্যে প্রথম পাঁচজন খ্রিস্টান কলোনিরই বাসিন্দা। বাকিরা বহিরাগত। এদের মধ্যে মনির হোসেন ২৯ নং ওয়ার্ড ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক এবং যুগ্ম সম্পাদক সবুজ।

এদিকে ইছাকাঠি খ্রিস্টান কলোনিতে রোববার পেট্রোল ঢেলে দোকান পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনায় ৭ আসামির মালামাল ক্রোক করা হয়েছে। গ্রেফতার হয়েছে আরো পাঁচজন। নতুন গ্রেফতারকৃতরা হচ্ছে— মোঃ জসিম হাওলাদার (২৫), মোঃ শাওন (২২), রুবেল হাওলাদার (২৫), ফিরোজ ব্যাপারী (২০), মোঃ নাসির (২৫)। দায়েরকৃত মামলার এজাহারভুক্ত আসামি কালু, সুশাই, সোহেল, মামুন, সবুজ ও সমীর বাড়ৈয়ের বাড়িতে মালামাল ক্রোক করেছে

পুলিশ। এদের মধ্যে প্রথম দু'জন নিজেদের বাড়িতে থাকায় তাদের সব মাল ক্রোক করা হয়। বাকিরা পরিবারের সঙ্গে থাকায় তাদের ব্যবহার্য জিনিসপত্র ও পরিধেয় বস্ত্র ক্রোক করা হয়। ঘটনাস্থল কাশীপুরের লাকুটিয়া সড়কের ইছাকাটি এলাকার এক নম্বর খ্রিস্টান কলোনিতে গতকালও পুলিশ মোতায়েন ছিল। এএসপি সদর সার্কেল মিজানুর রহমান জানান, মামলার বাকি আসামিদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে। কলোনির বাসিন্দাদের নিরাপত্তা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তাদের নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা অনুসারে পুলিশ মোতায়েন থাকবে।

সমকাল, ২৬ জুলাই ২০০৫

(২৭৪০)
পুড়িয়ে মারার হুমকি ॥ গাজীপুরে ঘুম নেই আদিবাসীদের চোখে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করে জামায়াত-বিএনপি পল্লী গড়ার পাঁয়তারা

অখিল পোদ্দার, গাজীপুর থেকে ফিরে ঃ আরেক বাঁশখালী হতে প্যারে গাজীপুরের বর্মণপাড়া। পুরে মরার ভয়ে ঘরে ঘুমান না সেখানকার ৪২ হাজার আদিবাসীর অভিভাবক। বাড়িঘর লুটপাটের পাশাপাশি চলছে ভিটেবাড়ি উচ্ছেদ অভিযান। বসতবাগান দখল করে স্থানীয় পেশীশক্তি পাঁয়তারা করছে জামায়াত-বিএনপি পল্লী গড়ে তোলার। সবকিছু জেনে সরকারদলীয়দের প্রতি প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছিলেন সংখ্যালঘুদের পাশে দাঁড়াতে। কিন্তু তারা এমনই সহযোগিতা শুরু করেছে যে, পুলিশ দিয়েও এখন আদিবাসীদের অস্তিত্ব রক্ষা অসম্ভব হয়ে পড়ছে।

সরকারী সূত্র মতে, গাজীপুর জেলার প্রত্যন্ত গ্রামগুলোতে সাতটি আদিবাসী সম্প্রদায়ের বসবাস রয়েছে। সর্বাধিক ২০ হাজার ক্ষত্রিয় বর্মণ ছাড়াও ১৫ হাজার কোচ, ৩ হাজার ওঁড়াও, ৫শ' বুনো সর্দার, ৩শ' নুনিয়া বা চৌহান, এক হাজার রাজবংশী, এক হাজার গারোসহ আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র জাতিসত্তা জেলার শ্রীপুর, কাপাসিয়া, কালিয়াকৈর ও গাজীপুর সদরে বাস করে। বিভিন্ন সরকারের সময়ে সংখ্যাগরিষ্ঠদের দ্বারা আদিবাসীরা নির্যাতিত হলেও সম্প্রতিকালে এর মাত্রা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। অধিকাংশ আদিবাসী নেতা ও অভিভাবককে পুড়িয়ে মারার হুমকি দেয়ায় রাতে তাঁরা ঘরে ঘুমান না। পর পর কয়েকটি ধর্ষণের ঘটনা ঘটায় মাঠে কাজ করতে যাওয়া প্রায় বন্ধ করে দিয়েছেন আদিবাসী মেয়েরা। পথেঘাটে নাজেহাল হওয়ায় উঠতি শিশুরা বন্ধ করেছে স্কুলে যাওয়া। জায়গা জমি দখল করে আত্নীয়স্বজনদের বাড়িঘর তুলে নিজের নামে পল্লী গড়ে তোলার পাঁয়তারা করছে জামায়াত-বিএনপির স্থানীয় কয়েক নেতা। বাড়ি দখল করতে বনবিভাগের গাছ কাটার মিথ্যা মামলা সাজিয়ে পুরুষদের মাসের পর মাস হেনস্থা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত শুক্রবার শ্রীপুর উপজেলার কয়েকটি প্রত্যন্ত আদিবাসী গ্রাম ঘুরে জানা যায়, ইদানীং সেখানে জমি দখলের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। এসব এলাকায় শিল্প-কারখানা বিস্তৃত হওয়ায় জমির চাহিদা ও মূল্য দুই-ই বেড়ে গেছে। যে কারণে ক্ষমতাধররা উঠেপড়ে লেগেছে আদিবাসী উচ্ছেদ কর্মে। শ্রীপুরের কৃষ্ণলাল নুনিয়া এমবিবিএস ডাক্তার হিসাবে রাঙ্গামাটির বরকলে চাকরি করতেন। তাঁর বসতভিটা সংলগ্ন ২ একর জমি বেদখল হয়ে গেছে। জমি উদ্ধারে তিনি প্রশাসনের দ্বারস্থ হলে দখলদাররা ডাক্তার কৃষ্ণলালের পরিবারের ওপর চড়াও হয়। চাকরি ছেড়ে বাড়িতে চলে এসেছেন আদিবাসী নেতা ডা. কৃষ্ণলাল নুনিয়া। জমি দখল করে ইতোমধ্যে তাতে দু'টি পরিবার বসাবস শুরু করেছে। গাজীপুর সদরের নৌলাপাড়া গ্রামের হৃদয় বর্মণ ও বীরেন্দ্র বর্মণ একশ' বছর ধরে বাস করলেও গত বছর তাঁদের জমির জাল দলিল করেছেন স্থানীয় এক ব্যক্তি। তাঁর দাবি জমিটি কিনেছেন

তিনি। কিন্তু হৃদয় ও বীরেন জানেন না কবে কোথায় কিভাবে তাঁরা জমি বিক্রি করলেন। মির্জাপুর ইউনিয়নের মনিপুর গ্রামের পরে বর্মণের বাড়ি কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘিরে দিয়েছেন এক নাট্যশিল্পী। পরেশকে হুমকি দিয়ে তিনি বলেছেন, ভালয় ভালয় বাড়ি ছেড়ে যেন অন্যত্র চলে যান। শ্রীপুরের বিন্দুবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা বলাই, প্রফুল্ল ও পূর্ণচন্দ্র বর্মণ। গত ২০০২ সালে বসতভিটাসহ তাঁদের ২ বিঘার বাগানবাড়ি দখলে নেয় একই গ্রামের এক ব্যক্তি। এরপর থেকেই লোকজন বিভিন্নভাবে নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে প্রফুল্লদের ওপর। পূর্ণচন্দ্র বর্মণ জমির দখল দেখিয়ে চ্যালেঞ্জ করে বলেন, পৈত্রিক ভিটেবাড়ি বিক্রির কথা আমরা স্বপ্নেও ভাবি না, অথচ জমি নাকি বিক্রি হয়ে গেছে! এমনকি আজ অবধি জমির খাজনা দেয়া রয়েছে তাঁদের নামে। একই মৌজার ১০১০ দাগের আরেকটি জমি দখল করেছে স্থানীয় একজন। শ্রীপুরের ভেরামতলীর গোবিন্দ বর্মণও লোকনাথ বর্মণের ১৭ বিঘা জমির দখল নিয়েছে আরেকজন। সে নিজেকে তারেক জিয়ার লোক বলে পরিচয় দেয়। এছাড়া তার এক ভাগিনা যে কিনা এসপি তার কথা বলেও লোকজনকে শাসন করে সে। ওই পুলিশ অফিসার নিজেও এ কাজে মামাকে সহযোগিতা করছেন বলে স্থানীয়রা অভিযোগ করেছেন। জমি দখলের প্রতিবাদ করায় রাধামণি বর্মণের ৭ম শ্রেণীতে পড়ুয়া মেয়েকে কয়েকদিন আগে লাঞ্ছিত করা হয়। বাগানের গাছ কেটে নির্দ্বিধায় জমির ফসলও লুট হচ্ছে তাদের।

এসএ, আরএস রেকর্ড ঠিক থাকলেও নিনাবহ গ্রামের কৃষ্ণচন্দ্র, নির্মল, অমল কান্ত ও অরুণ বর্মণের ২৬ একর জমি দখল করে নিয়েছে স্থানীয় বিএনপির এক নেতা। একই গ্রামের বিধবা এক মহিলাকে ধর্ষণের পর হত্যা চেষ্টা করলে সব ফেলে তিনি পালিয়ে যান এলাকা ছেড়ে। সে জমি এখন চক্রান্তকারীর দখলে। বিন্দুবাড়ির গোকুল ওড়াঁও-এর ১৮৯ দাগের ৫ বিঘা জমির মালিক দাবিদার এখন সামাদ মুন্সী। কিন্তু খাজনা দিচ্ছে গোকুল ওঁড়াও। সামাদ মুন্সী বিন্দুবাড়ি মাদ্রাসার শিক্ষক ও জামায়াত নেতা। মতিলাল ওঁড়াও-এর আড়াই বিঘা সম্পত্তি দখল করেছে একই গ্রামের এক ব্যক্তি। ভুয়া পরচা দেখিয়ে তিনি বলে বেড়াচ্ছেন জমিটি তিনি কিনেছেন। এভাবেই লোহাগাছা গ্রামের গোপাল, শুক্রবালা বর্মণ কিংবা ক্ষিতীশ সর্দারের মতো আরও অনেক আদিবাসী সব হারিয়ে এখন পথের ভিখেরি সেজেছেন। মূল দলিল নিয়ে গ্রাম্য চেয়ারম্যান, মেম্বার কিংবা উপজেলা প্রশাসনে অনেকবার ধর্ণা দিলেও তাঁরা ফেরত পাননি অপহৃত সম্পত্তি। বাড়াবাড়ি করলে উল্টো তাদের পুড়িয়ে মারার হুমকি দেয়া হচ্ছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৬ জুলাই ০৫

(২৭৪১)
মাগুরায় অস্ত্রের মুখে সংখ্যালঘু শিক্ষকের জমি রেজিস্ট্রি!

প্রতিনিধি, মাগুরা ঃ শালিখা উপজেলায় অস্ত্রের মুখে এক শিক্ষকের সম্পত্তি রেজিস্ট্রি করে নেয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, শালিখা উপজেলার বাউলিয়া গ্রামের অবসরপ্রাপ্ত স্কুলশিক্ষক নিরাপদ বিশ্বাসের বসতবাড়ি ও বাগিচাসহ ২.৫৭ একর সম্পত্তি একই উপজেলার মধুখালি গ্রামের সেলিম নামের এক ব্যক্তি ৮ লাখ টাকা মূল্যে ক্রয় করতে রাজি হয়। ঘটনার দিন সেলিম বাউলিয়া গ্রামের অজিত বিশ্বাস ও দিলীপ বিশ্বাসের সহযোগিতায় নিরাপদ বিশ্বাসকে জোর করে একটি মাইক্রোবাসে তুলে নিজের বাড়িতে নিয়ে যায়। সেখানে আগেই দলিল রেজিস্ট্রির ব্যবস্থা ছিল। সেলিম অস্ত্রের মুখে নিরাপদ বিশ্বাসকে দলিলে সই করতে বাধ্য করে

এবং ৮ লাখ টাকার বদলে ১ লাখ ৮ হাজার টাকা দিয়ে তাকে স্থানত্যাগে বাধ্য করে। এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করা হলে তাকে হত্যার হুমকি দেয়া হয়। পাগলপ্রায় নিরাপদ বিশ্বাস চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। ঘটনা সম্পর্কে বুনাগাতি ইউপি চেয়ারম্যান মোজাফফর হোসেন টুকু সংবাদ'কে বলেন, 'ঘটনা সত্য। অবশিষ্ট টাকা আদায়ের চেষ্টা চলছে। খুব শিগগির টাকা আদায় করা যাবে বলে আশা করা যায়।

সংবাদ, ২৭ জুলাই ২০০৫

(২৭৪২)
বাঁশখালীর একই পরিবারের ১১ জনকে পুড়িয়ে হত্যা মামলার ২ বছর তদন্তকারী কর্মকর্তাই জানেন না কখন চার্জশিট দেওয়া হবে!

তুষার দেব, চট্টগ্রাম ব্যুরো ঃ চট্টগ্রামের ইতিহাসে সবচেয়ে নৃশংসতম চাঞ্চল্যকর বাঁশখালীতে একই পরিবারের ১১ জনকে পুড়িয়ে হত্যার মামলা থেকে মূল হোতাদের আড়ালেই রাখা হচ্ছে। সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে চরম গোপনীয়তা রক্ষার মাধ্যমে স্রেফ ডাকাতির ঘটনা হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত করার যাবতীয় আয়োজন সম্পন্ন করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

বহুল আলোচিত 'বাঁশখালী ট্র্যাজেডি'র দু'বছর অতিক্রান্ত হলেও কবে নাগাদ এ মামলার চার্জশিট দেওয়া হবে তা তদন্তকারী কর্মকর্তা নিজেই জানেন না। এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে তদন্তকারী কর্মকর্তা সাতকানিয়া সার্কেলের এএসপি ক্লারেন্স গোমেজ সমকালকে বলেন, 'আমি এটা আপনাকে জানাতে বাধ্য নই। এ ব্যাপারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীই সব জানেন। ওনাকে জিজ্ঞাসা করেন। এর বেশি আমার জানা নেই।'

বর্বরতম এ ঘটনায় দায়েরকৃত মামলার চার্জশিটের খসড়া তৈরি করে এ পর্যন্ত দু'বার সরকারি কৌসুলির (পিপি) কাছে প্রেরণ করা হয়। তিনি তা ত্রুটিপূর্ণ উল্লেখ করে তার মতামত দেন। এরপর থেকে মামলার তদন্ত সম্পর্কে পিপিকে কিছুই জানানো হচ্ছে না। এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে পিপি কফিল উদ্দিন চৌধুরী সমকালকে বলেন, এখন এ মামলা নিয়ে আমার সঙ্গে কেউ যোগাযোগ করে না। আমি তো এমই দেখে মতামত দিয়েছি।

প্রসঙ্গত, ২০০৪ সালের ১৮ নবেম্বর রাতে বাঁশখালীর সাধনপুর গ্রামের শীলপাড়ায় তেজেন্দ্র লাল শীলের বাড়িতে দুর্বৃত্তরা গান পাউডার ছিটিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। এতে ওই পরিবারের মহিলা ও শিশুসহ ১১ সদস্য পুড়ে অঙ্গার হয়ে যায়। দেশজুড়ে আলোচিত হয় নৃশংস এ ঘটনা। সরকারের মন্ত্রী ও প্রশাসনের দায়িত্বশীল কর্মকর্তা ছাড়াও আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলও ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে।

আদালত সূত্র জানায়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মনিটরিং সেলে আলোচনার জন্য এ মামলার ফাইল বর্তমানে আইন উপদেষ্টার হাতেই রয়েছে। সেখান থেকে গ্রিণ সিগন্যাল পাওয়া গেলেই চার্জশিট দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হবে। স্পর্শকাতর এ মামলার ব্যাপারে সরকারের সর্বোচ্চ মহলের উদাসীনতা ও রহস্যময় গোপনীয়তা সংখ্যালঘু জনগণকে ভাবিয়ে তুলেছে। দেশ-বিদেশে আলোচিত এ ঘটনার মূল হোতাদের বাঁচাতে শুরু থেকেই তৎপর রয়েছে একটি মহল। পুলিশ কিলিং মিশনে অংশ নেওয়া ৬ আসামিকে গ্রেফতার করলেও ঘটনার পরিকল্পনাকারীসহ বাকিরা এখনো ধরা-ছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেছে। ২০০৪ সালের নবেম্বরে মূল হোতাদের বাদ

দিয়ে ১৮ জনকে অভিযুক্ত করে এমই (মেমোরেন্ডাম অব এভিডেন্স) প্রেরণ করা হয় পিপির কাছে। তিনি তা ত্রুটিপূর্ণ উল্লেখ করে ফিরিয়ে দেন।

গ্রেফতারকৃত ৬ আসামির মধ্যে মাহাবুব ও তোতাইয়া ১৬৪ ধারায় জবানবন্দিও দিয়েছে। ঘটনায় জড়িত মূল পরিকল্পনাকারীসহ অন্য আসামিদের নাম প্রকাশ করলেও পুলিশ রহস্যজনক কারণে আজ পর্যন্ত তাদের টিকিটিও ছুঁতে পারেনি।

সমকাল, ২৭ জুলাই ২০০৫

(২৭৪৩)
নাটোরে মন্দিরে ধর্মীয় উৎসবে মহিলাদের ওপর হামলা

প্রতিনিধি, নাটোর ঃ লালপুর উপজেলার গোপালপুর নর্থ বেঙ্গল সুগার মিল মহাশ্মশানে কালীমন্দিরে আষাঢ়ী পূর্ণিমার ধর্মীয় উৎসবে মহিলাদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। এ সময় নীরব দাঁড়িয়ে থাকে লাঠি হাতে ৪ আনসার। সন্ত্রাসীরা ২ হাজারেরও বেশি নারী-পুরুষের সামনে ঘটনা ঘটিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র উঁচিয়ে হেঁটে চলে যায়। যাওয়ার সময় হামলার নির্মম শিকার আওয়ামী লীগ নেতা সুগার মিল সিবিএ'র সাবেক সাধারণ সম্পাদক স্বপন পালের পরিবারকে মুখ বন্ধ রাখার জন্য শাঁসিয়ে যায়। গত সোমবার বিকেল ৩টায় এ ঘটনা ঘটে।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে গোপালপুর বাজারে গিয়ে দেখা যায় দোকানপাট বন্ধ। লোকজনের মধ্যে আতঙ্ক। হামলার শিকার গুরুতর আহত গোপালপুর ডিগ্রি কলেজের ছাত্রী স্বপন পালের মেয়ে রাধারানী শিথি ও তার পিসি লক্ষ্মীরানী পাল জানান, মন্দিরে শিবশিলায় গঙ্গা জল ঢালার সময় সন্ত্রাসীরা শিথি ও তার বোন জয়া, নবনীতা, টুকটুকু, লক্ষ্মীরানীসহ অন্য মহিলাদের ওপর চড়াও হয়ে উত্যক্ত করতে থাকে। প্রতিবাদ করায় লিটন নামে এক চিহ্নিত সন্ত্রাসী শিথিকে দুটি চড় মারে। এ অবস্থায় উপস্থিত মহিলাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ছোটাছুটি করে যে যেভাবে পেরেছে বাড়ির দিকে রওনা দেয়। শিথি তার পিসতুতো ভাইবোনদের নিয়ে ভ্যানে ওঠে বাড়ি ফেরার জন্য। সন্ত্রাসী লিটন ও রেজাউল দলবল নিয়ে দ্বিতীয় দফা হামলা চালায় ওই ভ্যানে। তারা ভ্যান থামিয়ে শিথিকে নামিয়ে নেয়। বাধা দিলে সন্ত্রাসীরা শিথির ভাইবোনদের বেধড়ক পেটায়। সন্ত্রাসীরা শিথির শরীরের বিভিন্নস্থানে এলোপাতাড়ি আঘাত করে দিয়ে মাথায় আঘাত করে। এক পর্যায়ে লোকজন ও শিথির মাসহ আত্মীয়-স্বজন এগিয়ে আসলে অস্ত্র উঁচিয়ে সন্ত্রাসীরা বীরদর্পে ঘটনাস্থল ত্যাগ করে। শিথিকে রক্তাক্ত অবস্থায় স্থানীয় একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তার মাথায় ১০টি সেলাই দেয়া হয়।

এ ব্যাপারে থানায় জানালে পুলিশ হাসপাতালে গিয়ে শিথিকে দেখে এসে নিয়ম রক্ষা করে। শিথির পিতা স্বপন পাল জানান, অনুষ্ঠানের ৭ দিন আগে ১৮ জুলাই মন্দিরস্থলে নিরাপত্তা চেয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে লিখিতভাবে জানান নর্থ বেঙ্গল সুগার মিল হিন্দু কল্যাণ ট্রাস্টের সভাপতি ব্রজেন্দ্রনাথ সরকার ও সেক্রেটারি বিকাশ কুণ্ডু; কিন্তু অনুষ্ঠানে নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নাটোর জেলা শাখার সেক্রেটারি এডভোকেট সুশান্ত কুমার ঘোষ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। তিনি ঘটনার নিন্দা ও দোষীদের গ্রেফতার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

লালপুর থানার ওসি আলী আহম্মেদ হাশমী ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে জানান, স্বপন পালের-দায়ের করা অভিযোগ তিনি সোমবার রাতেই পেয়েছেন। এরই মধ্যে ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে নয়ন নামে এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে।

এদিকে শিথির পরিবার মঙ্গলবার বিকেলে প্রতিমন্ত্রী ফজলুর রহমানের সঙ্গে দেখা করলে তিনি ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আশ্বাস দেন বলে জানা গেছে।

সংবাদ, ২৭ জুলাই ২০০৫

(২৭৪৪)
রাজবাড়ীতে আদিবাসী পরিবারে যুবদল ক্যাডারদের হামলা ঃ আহত ৭

প্রতিনিধি, বালিয়াকান্দি (রাজবাড়ী) ঃ রাজবাড়ীর বালিয়াকান্দি উপজেলায় একটি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে একটি আদিবাসী পরিবারে যুবদল ক্যাডাররা হামলা চালিয়ে পরিবারের ৭ সদস্যকে বেধড়ক মারধর করে আহত করেছে। এ সময় তারা বাড়িঘরেও ভাঙচুর চালায়। গত সোমবার দুপুরে এ ঘটনা ঘটেছে।

জানা গেছে, উপজেলার দক্ষিণবাড়ি গ্রামের আদিবাসী মানু সিংয়ের একটি ছাগল একই গ্রামের যুবদল ক্যাডার আনোয়ারের জমির কলাগাছের পাতা খায়। এতে আনোয়ার ক্ষিপ্ত হয়ে ছাগলটি জোর করে ধরে আনারচেষ্টা করে। এতে বাধা দেয়ায় আনোয়ার ও তার সহযোগিরা আদিবাসী পরিবারের মানু সিং (৫০), দীনবন্ধু সিং (৭৫), রেনু বালা (৩০), পলাশ সিং (১১), মাতঙ্গিনী (৭০), উন্নতি (১৭) ও বনমালাকে (৪০), বেধড়ক মারধর করে। প্রতিবেশীরা ছুটে এসে আহতদের উদ্ধার করে রাজবাড়ী সদর ও বালিয়াকান্দি হাসপাতালে ভর্তি করায়। একই ঘটনার জের ধরে পরদিন মঙ্গলবার ভোরে আনোয়ারের সহোদর নবাবপুর ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি নূরউদ্দিনের নেতৃত্বে একদল যুবক আদিবাসী পরিবারের বাড়িঘর ঘেরাও করে বাড়িতে থাকা লোকজনকে দ্বিতীয় দফায় মারধর এবং বাড়িঘর ভাঙচুর করে। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত থানায় মামলা হয়নি।

সংবাদ, ২৮ জুলাই ২০০৫

(২৭৪৫)
চাঁদা না দেওয়ার জের
ধামরাইয়ে সংখ্যালঘু ব্যবসায়ীসহ ৩ জনকে পিটিয়ে-কুপিয়ে জখম

ধামরাই (ঢাকা) প্রতিনিধি ঃ চাঁদা না দেওয়ায় ধামরাইয়ে গতকাল বুধবার এক সংখ্যালঘু ব্যবসায়ীসহ তিনজনকে পিটিয়ে ও কুপিয়ে গুরুতর জখম করেছে সন্ত্রাসীরা। তাদের ধামরাই থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, উপজেলার রোয়াইল ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য আবদুর রহিম (৪০) গত ১৫ জুলাই সুংগর গ্রামের একটি কালভার্ট নির্মাণের কাজে যান। এ সময় রোয়াইল ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ডি মান্নান ও তার ছেলে শাহীন একদল সন্ত্রাসী নিয়ে তার কাছে ১০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। গতকাল দুপুরে রহিম ও তার ভাই রবিউল

রোয়াইল শহীদ আবুল হোসেন উচ্চবিদ্যালয় থেকে বাড়ি ফেরার পথে শাহীনের নেতৃত্বে জহির, অহিজুদ্দিন, ওহাবসহ ৮-১০ জন সন্ত্রাসী তাদের রামদা দিয়ে কুপিয়ে জখম করে।

এদিকে সকালে একই ইউনিয়নের ওষুধ ব্যবসায়ী মধুসূদন গোস্বামীর (৫৩) কাছে দাবিকৃত ১০ হাজার টাকা না পেয়ে শাহীন বাহিনী তাকে হাতুড়ি দিয়ে পেটায়। এসব ঘটনায় থানায় দুটি অভিযোগ দায়ের হয়েছে।

এসআই তপন চন্দ্র সাহা বলেন, সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এ ব্যাপারে জানার জন্য যোগাযোগের চেষ্টা করেও রোয়াইল ইউপি চেয়ারম্যানকে পাওয়া যায়নি।

প্রথম আলো, ২৮ জুলাই ২০০৫

(২৭৪৬)
খুলনায় মানিকচন্দ্র সাহার নামে নির্মিত সড়কের ফলক ভেঙে ফেলেছে দুর্বৃত্তরা

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা ঃ সন্ত্রাসীদের বোমা হামলায় নিহত খুলনা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি মানিকচন্দ্র সাহার নামে করা সড়কের নামফলকগুলো গত মঙ্গলবার রাতে দুর্বৃত্তরা ভেঙে ফেলেছে।

সাংবাদিক সমাজের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে খুলনা সিটি করপোরেশন ছোট মির্জাপুর সড়কটির নাম পাল্টিয়ে সাংবাদিক মানিকচন্দ্র সাহার নামে নামকরণ করে। চলতি মাসের প্রথম দিকে খুলনা সিটি করপোরেশন কর্তৃপক্ষ ওই সড়কের তিনটি স্থানে নামফলক লাগিয়ে দেয়।

ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন খুলনা প্রেসক্লাবের সভাপতি শেখ আবু হাসান এবং সাধারণ সম্পাদক ফারুক আহমেদ। বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ এ ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের খুঁজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

প্রথম আলো, ২৮ জুলাই ২০০৫

(২৭৪৭)
যশোরের দেয়াপাড়ায় সংখ্যালঘু দম্পতি হত্যা মামলা নিয়ে পুলিশের ঘুষ বাণিজ্য

যশোর অফিস ঃ যশোর সদর উপজেলার দেয়াপাড়া গ্রামে সংখ্যালঘু দম্পত্তি হত্যা মামলা নিয়ে পুলিশ ঘুষ বাণিজ্যে নেমেছে বলে অভিযোগ উঠেছে । অন্যদিকে, হত্যার সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে এমন লোকজনকে দিয়ে মনগড়া স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা করা হচ্ছে। একই ধরনের অভিযোগ করেছেন, হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নেতৃবৃন্দ।

গত ১০ জুলাই রাতে ঘরের বারান্দায় ঘুমন্ত অবস্থায় দুর্বৃত্তদের ধারালো অস্ত্রাঘাতে নিহত হন দেয়াপাড়া গ্রামের শংকর সাহা ও তার স্ত্রী লক্ষ্মীরানী সাহা। পরদিন নিহত ওই দম্পতির বড় ছেলে লান্টু যশোর কোতয়ালি থানায় কয়েকজনের নাম উল্লেখ করে মামলা করেন। পুলিশ এদের মধ্যে ৪ জনকে আটক করে। এর পরপরই হত্যামামলাটি নিয়ে শুরু হয় নোংরা খেলা। ঘটনাস্থল ও আশপাশের এলাকা ঘুরে জানা যায়, দেয়াপাড়া গ্রামের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজনের ওপর দীর্ঘদিন ধরে নিপীড়ন চালিয়ে আসছিল স্থানীয় কাজী পরিবার। ১৯৮৫ সাল

থেকে ওই চক্রের অত্যাচারে কমপক্ষে ৮/১০টি পরিবার সহায়-সম্বল বিক্রি করে ভারতে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। সর্বশেষ নিহত শংকর সাহার বড় ভাই পরিতোষ সাহা সহায়-সম্বল বিক্রি করে ভারতে চলে যায়। তার বিক্রি করা ৩ একর ৪৮ শতক সম্পত্তি কিনেছেন প্রভাবশালী কাজী নাজমুল ওরফে নাজু খোড়ার ভাইজি জামাতা খন্দকার কবীর মোহাম্মদ আবুদল্লাহ। এ জমি নিহত শংকরের ঘরের সামনেই। দীর্ঘদিন ধরে ওই জমিতে যাওয়া-আসা এবং ফলমূল পাড়াকে কেন্দ্র করে নাজু কাজীর পরিবারের সঙ্গে শংকরের পরিবারের বিরোধ চলে আসছিল। স্থানীয় লোকজন অভিযোগ করেছেন, ওই পরিবার শংকরের জমিও তাদের কাছে বিক্রির জন্য চাপ দিয়ে আসছিল।

বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দও দেয়াপাড়া গ্রামে ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়েছেন। তারা বলেছেন, বিভিন্ন সময়ের ঘটনাবলি পর্যালোচনা করে দেখা যায়, হিন্দুদের সম্পত্তি যে কোন ভাবে গ্রাস করা স্থানীয় একটি মহলের পুরনো স্বভাব। তারা গ্রামের সাহাপাড়ার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করে গ্রাম থেকে বিতাড়িত করে ওই জমি দখলের উদ্দেশ্যে এ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। এ ঘটনায় নাম উল্লেখ করে মামলা করা হলেও পুলিশ প্রকৃত ঘটনা উদঘাটনে আগ্রহী নয়। বরং তারা নিহতের আপন ভাই নিরাপদ সাহা ও ওই পাড়ার প্রতিবাদী যুবক দীপক ও তার স্ত্রীকে বিভিন্নভাবে এ মামলায় জড়ানোর অপচেষ্টা চালাচ্ছে। গত ২১ জুলাই গভীর রাতে তাদের বাড়ি থেকে ডেকে এনে থানা হাজতে ঢুকিয়ে দেয়া হয়। এরপর গ্রামবাসী ক্ষুব্ধ হয়ে তাদের মুক্তির দাবিতে থানা ঘেরাও করে। হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ও পূজা উদযাপন পরিষদ এ কর্মসূচিতে অংশ নেয়। পুলিশ বাধ্য হয় আটক ৩ জনকে ছেড়ে দিতে। এদিকে হত্যা মামলার অন্যতম আসামি ওমর ফারুককে দিয়ে পুলিশ হত্যার সঙ্গে দীপক ও নিরাপদ সাহা জড়িত মর্মে স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। একটি সূত্র বলেছে, থানা ঘেরাওয়ের সময় এ মামলায় রিমান্ডে থাকা আসামি ওমর ফারুক পূজা পরিষদের নেতৃবৃন্দকে জানান ওসি সাহেব ও নাজু কাজী তাকে দীপক ও নিরাপদের নাম বলার জন্য চাপ দিচ্ছে।

শনিবার দেয়াপাড়া গ্রামের সাহাপাড়ায় গিয়ে দেখা গেছে শ্মশানের নীরবতা। সবাই ভুগছে এক অজানা আশঙ্কায়। যে স্থানটিতে ঘুমন্ত অবস্থায় খুন হয়েছিলেন সাহা দম্পত্তি সেখানে খেলছিল তাদের ৩ বছরের অবুঝ শিশুকন্যা। এখন কিছুই বোঝেনি সে। স্বজনরা বলেছে তার মা-বাবা হাসপাতালে আছে। সেই বিশ্বাসেই দিন কাটে এই শিশুর। নিহত শংকরের ১১৩ বছর বয়সী বাবা পূণ্যচন্দ্র সাহা পুত্রশোকে পাথর প্রায়। অস্ফুটস্বরে তিনি শুধু বললেন যাতে খুনিরা শাস্তি পায় আপনারা সেভাবে পদক্ষেপ নেন।

সংবাদ, ২৯ জুলাই ২০০৫

(২৭৪৮)
সাতক্ষীরায় আদিবাসী মুণ্ডাদের উচ্ছেদ করে মৎস্য চাষের পাঁয়তারা অত্যাচারী জামাত এমপির নিকটাত্মীয়

প্রতিনিধি, সাতক্ষীরা ঃ সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার কাশিপুরে আদিবাসী মুণ্ডাদের উচ্ছেদ করে সেখানে মৎস্য চাষের পাঁয়তারা চলছে। এরই অংশ হিসেবে মুণ্ডাদের ওপর নেমে এসেছে অত্যাচার-নির্যাতন। প্রকাশ্যে ঘের কর্মচারী তারকনাথ মুণ্ডার ১০ হাজার টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনায় থানা পুলিশ মামলা নেয়নি। অভিযোগ উঠেছে, অত্যাচারী জামাত নেতা

স্থানীয় জামাত এমপির নিকটাত্মীয় হওয়ায় আদিবাসী মুণ্ডাদের কোন অভিযোগই ধোপে টিকছে না।

সরজমিন কাশিপুরের আদিবাসী পল্লীতে গিয়ে জানা যায় মুণ্ডাদের উচ্ছেদ চেষ্টার নেপথ্য কারণ। তারক চন্দ্র মুণ্ডা জানান, সে ঘেরমালিক সেকেন্দার হায়াতের মৎস্য ঘেরের কর্মচারী। ১৫ জুলাই মালিকের দেয়া ১০ হাজার টাকা নিয়ে মৎস্য ঘেরে যাওয়ার পথে কাশিপুরের রাস্তায় কামরুল ইসলামের নেতৃত্বে ফজলুল করিম, মঞ্জুর আলম, আবদুল রাজ্জাক, মমিন গাজী ও আবদুল রহিম মারধর করে তার টাকা ছিনিয়ে নেয়। ঘেরমালিকের পরামর্শে এ ব্যাপারে শ্যামনগর থানায় এজাহার দেয়া হলেও তা রেকর্ড করা হয়নি। টাকা ছিনতাইয়ের সঙ্গে জড়িতরা সম্প্রতি তারক মুণ্ডার বাবা অশ্বিনী মুণ্ডাকে পল্লী ছেড়ে যাওয়ার হুমকি দিলে শ্যামনগর থানায় একটি জিডি করা হয়। কিন্তু পুলিশ কোন ব্যবস্থা নেয়নি। অশ্বিনী মুণ্ডা জানান, কাশিপুর গ্রামে তাদের মুণ্ডাপল্লীর চারপাশে লোনাপানি তুলে ঈশ্বরীপুর গ্রামের কামরুজ্জামান চিংড়ি চাষ করছে। ঘেরমালিক কামরুজ্জামান মুণ্ডাপল্লী উচ্ছেদ করে তার ঘেরের পরিধি বাড়াতে দীর্ঘদিন ধরে অত্যাচার-নির্যাতন চালিয়ে আসছে। কামরুজ্জামান ও তার লাঠিয়াল বাহিনী মুণ্ডাপল্লীতে হামলা চালিয়ে নারী, পুরুষ ও শিশুদের শারীরিক নির্যাতনসহ অনেক গাছ কেটে নিয়ে গেছে। ৩ দফায় ওই পল্লীতে হামলার ঘটনা ঘটেছে। হামলাকারীদের বিরুদ্ধে শ্যামনগর থানায় অভিযোগও হয়েছে। কিন্তু আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণে পুলিশের কোন তৎপরতা নেই। অশ্বিনী মুণ্ডার অভিযোগ, থানায় নিরাপত্তা চেয়ে জিডি করার পরও তার ছেলে তারক মুণ্ডাকে মারধর করে ১০ হাজার টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনায় পুলিশ মামলা নেয়নি স্থানীয় এমপির ইঙ্গিতে। মুণ্ডাদের অত্যাচারে নেতৃত্বদানকারী কামরুজ্জামান স্থানীয় জামাত এমপির নিকটাত্মীয়। মুণ্ডাপল্লীর নিমাই চন্দ্র মুণ্ডা, হরিচরণ মুণ্ডা ও গোরাচান মুণ্ডা জানান, জামাত নেতা কামরুজ্জামানের রোষানলে পড়ে তারা আতঙ্কিত জীবনযাপন করছেন। মুণ্ডাপল্লীর আদিবাসীদের উচ্ছেদ করে সেখানে মৎস্য ঘের করার ষড়যন্ত্র প্রতিহত করতে তারা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

সংবাদ, ২৯ জুলাই ২০০৫

(২৭৪৯)
আলোচনা সভায় বক্তারা
৪ লাখ জবর দখলকারীর হাতে ১০ লাখ হিন্দু পরিবার বহু ধরনের সম্পদ খুইয়েছেন

কাগজ প্রতিবেদক ঃ শুক্র/অর্পিত, সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্তদের সম্পদ লুট করেছে স্থানীয় মাতব্বর ও সচ্ছল ব্যক্তিরা। এসব সুবিধাভোগীদের মধ্যে ৪৪ শতাংশ মুসলীম লীগ, ২০ শতাংশ বিএনপি ১৭ শতাংশ আওয়ামী লীগ, ৫ শতাংশ জাতীয় পার্টি ও ১ শতাংশ জামায়াতে ইসলামী রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। ৪ লাখ জবরদখলকারীর হাতে ১০ লাখ হিন্দু পরিবার ২১ লাখ একর ভূমিসহ বহুধরণের সম্পদ খুইয়েছেন। এ জবরদখলকারী দেশের মোট মুসলমানের মাত্র ০.২৮ ভাগ।

এ তথ্য তুলে ধরা হয় অর্পিত (শত্রু) সম্পত্তি আইন প্রতিরোধ জাতীয় কমিটি আয়োজিত এক আলোচনা সভায়। বাংলাদেশ আইন ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক ইনস্টিটিউট (বিলিয়া) আয়োজিত গতকালের অনুষ্ঠানের মূল প্রতিবেদনে এ তথ্য তুলে ধরেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক আবুল বারকাত। ডা. বারকাত তার প্রতিবেদনে 'অর্পিত সম্পত্তি আইনঃ ক্ষতির ব্যপ্তি ও করণীয় প্রসঙ্গে, হারানো সম্পত্তি ফিরিয়ে দেয়ার বিষয়ে কিছু সুপারিশ করেন। এর মধ্যে রয়েছে মূল মালিক ও তার উত্তরাধিকারীদের বিস্তারিত তালিকা প্রণয়ন, সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত সম্পত্তির মূল মালিক বা উত্তরাধিকারীদের কাছে লিজে দেওয়া ও সম্পত্তি ফেরত দেয়ার বেলায় ভূমিহীন, নিঃস্ব, মহিলাদের অগ্রাধিকার দেয়ার সুপারিশ করেন।

বিলিয়ার চেয়ারম্যান ড. কামাল হোসেনের সভাপত্বিতে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে আলোচক ছিলেন ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম, বিচারপতি নঈম উদ্দিন, বিচারপতি কে, এম, সোবহান, সাংবাদিক কামাল লোহানী ও অ্যাড. সুব্রত চৌধুরী। উন্মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন, 'নিজেরা করি'র চেয়ারপার্সন খুশি কবির, এ্যাড. তোশারফ হোসেন, নির্মল চ্যাটার্জি, শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সুশান্ত দাস, এ্যাড. আবু জাহিদ ও বিডিআর এর ঠিকাদার বিকাশ বসু প্রমুখ।

কামাল হোসেন বলেন, আমরা এ সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করিনি। এদেশে সাম্প্রদায়িকতা ৭১'র ১৬ ডিসেম্বর পরাজিত হয়েছে। আমরা তখন যা অর্জন করেছি তা পুনরুদ্ধারের জন্য আন্দোলন করতে হবে। রাষ্ট্র জনগণের নিয়ন্ত্রণে নেই। আমরা রাষ্ট্রকে জনগণের হাতে দিতে চাই। তিনি অর্পিত সম্পত্তি আইন প্রতিরোধ আন্দোলনকে জাতীয় আন্দোলনে পরিণত করার আহ্বান জানান।

আজকের কাগজ, ২৯ জুলাই ২০০৫

(২৭৫০)
বোয়ালমারীতে খ্রীস্টান এনজিওর দুই কর্মীকে কুপিয়ে হত্যা

ফরিদপুর, ২৯ জুলাই সংবাদদাতা ঃ ফরিদপুর জেলার বোয়ালমারী উপজেলার ধোপাপাড়া গ্রামে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে খ্রীস্টান এনজিওর ২ কর্মীকে দুর্বৃত্তরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। এই ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। মামলা হলেও পুলিশ এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি।

জানা যায়, দি খ্রিস্টিয়ান লাইফ বাংলাদেশ নামে একটি বিদেশী এনজিও বোয়ালমারী উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে আর্সেনিক, এইডস, বাল্যবিবাহ রোধ, মা ও শিশুস্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ে কাজ করে। সেই সঙ্গে তারা এলাকায় যিশুখ্রিস্টের জীবনীবিষয়ক বিভিন্ন প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করত। এই সংস্থার দুই মাঠকর্মী গত ৪ মাস ধরে ধোপাপাড়া গ্রামের কুমুদরঞ্জন বাগচীর বাড়িতে ভাড়া থেকে তাদের কার্যক্রম চালাত। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে একদল দুর্বৃত্ত কুমুদরঞ্জনের বাড়ির দরজা ভেঙ্গে সংস্থার মাঠকর্মী লিপলাল মারাণ্ডী (৩৫) ও তপন রায়কে (৩০) কুপিয়ে হত্যা করে। ঘটনার সময় গৃহকর্তা এবং তার স্ত্রী বাড়ির পৃথক একটি ঘরে থাকলেও দুর্বৃত্তরা তাদের কিছু না করায় ঘটনাটি নিয়ে রহস্যের সৃষ্টি হয়েছে। খ্রীস্টান ধর্ম প্রচার করার কারণে ক্ষুব্ধ হয়ে কেউ এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে বলে পুলিশ ধারণা করছে।

নিহত লিপলাল মারাণ্ডী দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার ফকিরপাড়া গ্রামের দ্যাথা মারাণ্ডীর পুত্র এবং তপন রায় দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জ উপজেলার মহালপুর গ্রামের ললিত মোহন রায়ের পুত্র।

ঘটনার সময় পাশের ঘরে থাকা গৃহকর্তার স্ত্রী উর্মিলা বাগচী জানান, আমার স্বামী কুমুদরঞ্জন অপ্রকৃতিস্থ। ঘটনার সময় একদল দুর্বৃত্তের দরজা ভাঙ্গার শব্দ শুনে আমি আতঙ্কে প্রায় অচেতন হয়ে পড়ি। ঘটনাটি কিভাবে ঘটল আমি বুঝতে পারিনি। আমাদের পাশের রুমে এই দুই এনজিও কর্মী থাকত। ওদের কিজন্য হত্যা করা হলো সেটা বুঝলাম না; তবে ঘর থেকে মূল্যবান কোন জিনিস হারায়নি।

ফরিদপুর পুলিশের উর্ধতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। এ ব্যাপারে গৃহকর্তার পুত্র বিপুল কুমার বাগচী বাদী হয়ে বোয়ালমারী থানায় মামলা করেছে। ময়নাতদন্তের জন্য লাশ শুক্রবার ফরিদপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৩০ জুলাই ২০০৫

(২৭৫১)
গণধর্ষণের বিচার চাইতে গিয়ে পুনরায় পুলিশ কর্তৃক ধর্ষিত এক আদিবাসী গৃহবধূ গোদাগাড়ী থানা মামলা নেয়নি

রাজশাহী প্রতিনিধি ঃ গণধর্ষণের বিচার চাইতে গিয়ে পুনরায় পুলিশের দ্বারা ধর্ষিত হয়েছে এক আদিবাসী গৃহবধূ। ঘটনা ঘটেছে রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার সুরশুনি পাড়া এবং কাকনহাট পুলিশ ফাঁড়িতে।

অন্যদিকে দু'দফায় ধর্ষণের শিকার আদিবাসী গৃহবধূ ২৮ জুলাই গোদাগাড়ী থানায় মামলা করতে গিয়ে আরেক দফা প্রতারণার শিকার হন। গোদাগাড়ী থানা পুলিশ দু'টি সাদা কাগজে ওই গৃহবধূর সাক্ষর রেখে তাকে থানা থেকে বের করে দেয়। এদিকে ধর্ষণের বিচার চেয়ে বার বার প্রতারিত আদিবাসী গৃহবধূ শনিবার বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতির রাজশাহী বিভাগীয় সমন্বয়কারী এ্যাডভোকেট দিল সেতারা চুনী ও প্রোগ্রাম অফিসার রাশেদ ইবনে ওবায়েদ'র কাছে আইনী সহায়তার আবেদন করেছেন। জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি ঘটনাটি তদন্ত করছে বলে জানা গেছে।

ভিকটিম নিজে জানান, ২৫ জুলাই দিবাগত রাত অনুমান ১টার দিকে একই গ্রামের বেনেডিক মুর্মু (৩৫) পিতা মৃত-বালাকো মুর্মু; সিমন সরেন (৪৮) পিতা মৃত-সুরলী; ফরিয়ান হাসদা (৩০) পিতা- জারমান হাঁসদা; মুসেস সরেন পিতা-স্টিফান সরেন এবং মুসেস টুডু (৩০) পিতা-পাউলুস টুডু তাকে পালাক্রমে ধর্ষণ করে। ধর্ষকরা তাকে ঘটনাটি বাইরে প্রকাশ না করার জন্য হুমকি দিয়ে চলে যায়। প্রাণ ভয়ে ঘটনাটি একদিন গোপন রেখে গত ২৭ জুলাই মামাত ভাই ছতিশকে জানায় সে। ছতিশ তাকে নিয়ে ধর্ষকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে কাকানহাট পুলিশ ফাঁড়িতে যায় ওই দিনই। থানার দারোগা শামসুল কিছু সময় ছতিশের সামনে কথা বলে পরে ওই গৃববধূকে নিয়ে ফাঁড়ির ভেতরের একটি ঘরে যায়। সেখানে দারোগা শামসুল ওই গৃববধূকে আগের ধর্ষকদের গ্রেফতার ও বিচারের আশ্বাস দিয়ে ধর্ষণ করে। পুলিশ ফাঁড়ি থেকে ফেরার পথে রাত আনুমানিক ১১টার সময় ওই গৃহবধূ তার মামাত ভাই ছতিশকে পুনরায় দারোগা কর্তৃক ধর্ষিত হবার বিষয়টি প্রকাশ করে। পর দিন বৃহস্পতিবার তারা গোদাগাড়ী থানায় মামলা করার জন্য যায়।

ভিকটিম আরও জানান, থানার দারোগা তার কাছে সব ঘটনা শুনে তার কাছে থেকে দু'টি সাদা কাগজে সাক্ষর নিয়ে তাকে থানা থেকে চলে যেতে বলেন। ওই দিনই মামাত ভাই ছতিশ ও এক প্রতিবেশীর সহায়তায় ধর্ষিতা গৃহবধূ রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হন বলে জানান। গৃহবধূ আরও জানান তার স্বামী জগেন টুডু সম্প্রতি দ্বিতীয় বিয়ে করেছেন। এই

বিয়ের পর থেকেই স্বামী তাকে নানাভাবে হয়রানি করে আসছিলেন। ধর্ষকরা তার স্বামীর সহযোগী বলে তিনি দাবি করেন।

এ ব্যাপারে গোদাগাড়ী থানার ওসি নুরুল আমিনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, পুলিশের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট। ওই গৃহবধূ একজন খারাপ চরিত্রের মহিলা অর্থাৎ টু নাইনটি বলে তিনি দাবি করেন। তার বিরুদ্ধে আজ শনিবারও তার এলাকার শতাধিক মানুষ গাড়ি ভাড়া করে থানায় এসে বিভিন্ন অপকর্মের অভিযোগ করে গেছে বলে ওসি জানান।' ওসির দাবি অনুযায়ী কাকনহাট পুলিশ ফাঁড়ির দারোগা শামসুল একজন ভাল মানুষ। সে আমার সঙ্গে দীর্ঘ দেড় বছর সুনামের সঙ্গে কাজ করেছে। রাজশাহী মহানগরীর বোয়ালিয়া থানা তানোর থানাসহ পূর্ববর্তী কর্মস্থল সর্বত্রই তার সার্ভিস রেকর্ড ভাল। তার দ্বারা এমন কাজ হতে পারে আমি তা বিশ্বাস করি না।'

আজকের কাগজ, ৩১ জুলাই ২০০৫

(২৭৫২)
টাকা ধার নিয়ে শোধ দিয়েও রক্ষা মিলছে না টাউট-বাটপারদের হুমকিতে পালিয়ে বেড়াচ্ছে কলাপাড়ার সংখ্যালঘু পরিবার

কলাপাড়া (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি ঃ সাদা অলিখিত ১৫০ টাকার স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর দিয়ে ৫ হাজার টাকা ধার নিয়ে শোধ করার পর স্ট্যাম্প ফেরত চাওয়া ও মামলা করায় মোকছেদ মোল্লা ও মোস্তাফিজুর রহমান বাড়িঘর উচ্ছেদ এবং পরিবারের অন্য সদস্যদের খুন করার হুমকি দিচ্ছে। ফলে সংখ্যালঘু দুলাল চন্দ্র হাওলাদার (৩৫) নিরাপত্তা ও প্রতিকার চেয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি প্রদান করেছেন। দুলাল চন্দ্র হাওলাদার শনিবার কলাপাড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে এ স্মারকলিপি প্রদান করেন।

অভিযোগে জানা গেছে, উপজেলার নীলগঞ্জ ইউনিয়নের হোসনাবাদ গ্রামের দুলাল চন্দ্র হাওলাদার অসুস্থ স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য ২০০৪ সালে ১৭ এপ্রিল ওই ইউনিয়নের মোকছেদ মোল্লার কাছ থেকে ১৫০ টাকা মূল্যের ৬ ফর্দ অলিখিত স্ট্যাম্প স্বাক্ষর করে ৫ হাজার টাকা অল্প কিছু দিনের জন্য ধার হিসেবে গ্রহণ করেন। কিছুদিন পর দুলাল চন্দ্র হাওলাদার ধার বাবদ নেওয়া ৫ হাজার টাকা ফেরত দিয়ে তার স্বাক্ষরিত অলিখিত ড-৯৬৯৮৯৪, ছ- ৯২৯০২৯৬, ছ- ৯২৯০২৯৪, ছ- ৯২৯০২৯৩, তারিখ ১৭ জুলাই ০৫ ৬ ফর্দ স্ট্যাম্প ফেরত চাইলে মোকছেদের সহযোগী দুলালকে জানায়, তোমার স্ট্যাম্পগুলো আমার বাড়িতে রয়েছে; তুমি ৫ হাজার টাকা মোকছেদ মোল্লার কাছে জমা দাও পরে আমি তোমার স্বাক্ষরিত অলিখিত স্টাম্প ফেরত দেবো।

এ ঘটনায় নীলগঞ্জের ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ ও ইউনিয়ন চেয়ারম্যানের মাধ্যমে সালিস বৈঠকের মাধ্যমেও দুলাল চন্দ্র হাওলাদার কোনো সমাধান পাননি। এমনকি টাউট মোকছেদ ও মোস্তাফিজুর সালিস বৈঠকে বসেই স্ট্যাম্প ফেরত না দেওয়ার ঘোষণা দেয়। এরপর দুলাল ঐ দুই টাউট-বাটপারের কাছে থাকা তার স্বাক্ষরিত স্ট্যাম্পের মাধ্যমে মূল্যবান জামানত সৃষ্টি করে ব্যাপক ক্ষতিসাধনের আশঙ্কায় কলাপাড়া ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে মোকছেদ মোল্লা ও মোস্তাফিজুর রহমানের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেন।

মামলার পরপরই আসামিরা দুলাল চন্দ্রের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র শুরু করে এবং তাকে ও তার পরিবারের সব সদস্যকে খুন-জখমের হুমকি দিতে থাকে। এমনকি তার কন্যা তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী স্বর্ণালীকেও ভয়ভীতি প্রদর্শন করে।

বর্তমানে সংখ্যালঘু পরিবারটি চরম আতঙ্ক ও উদ্বেগের মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করছে। স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে ঐ পরিবারটির পক্ষে।

ভোরের কাগজ, ৩১ জুলাই ২০০৫

(২৭৫৩)
সম্পত্তির মালিকের সাংবাদিক সম্মেলন
আমতলীতে বিএনপি কর্মীর বিরুদ্ধে সংখ্যালঘুর ভিটেবাড়ি দখলের অভিযোগ

আমতলী (বরগুণা) সংবাদদাতা ঃ আমতলী শহরের ভাড়াটে সন্ত্রাসীদের সহায়তায় এক বিএনপি কর্মী সংখ্যালঘু পরিবারের ভিটাবাড়ি দখল করে নিয়েছে। গত ২৭ জুলাই এ ঘটনা ঘটেছে বলে সম্পত্তির মালিক অশোক মজুমদার ২৮ জুলাই আমতলী প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে জানান।

সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করা হয়, আমতলী শহরের প্রাণকেন্দ্র কালীমন্দির সংলগ্ন কালীপদ মজুমদারের ভিটাবাড়ি গত ২৭ জুলাই আরপাঙ্গাশিয়া ইউপির সাবেক সদস্য বিএনপি কর্মী আঃ রব জবরদখল করে ঘর নির্মাণ করছে।

অভিযোগে বলা হয়, কালীপদ মজুমদারের নামে রেকর্ডকৃত ১/১ খতিয়ানের ৩৫৭ নং দাগের ভিটাবাড়ি দীর্ঘদিন ধরে আঃ রব দখলের পাঁয়তারা চালিয়ে আসছিল। বিষয়টি আমতলী থানায় গত ৮ জুলাই লিখিত অভিযোগ করলে পুলিশ সরজমিন গিয়ে তদন্তপূর্বক আঃ রবকে ওই জমি নিয়ে অবৈধ কোনো কিছু না করতে নির্দেশ দেয়। এছাড়া পুলিশ বিষয়টি স্থানীয়ভাবে সালিসের মাধ্যমে মীমাংসার কথা বলে যায়। কিন্তু কোনো সালিস বৈঠকের আগেই গত ২৭ জুলাই আঃ রব ভাড়াটে সন্ত্রাসীদের নিয়ে ওই জমিতে ঘর নির্মাণ শুরু করে। বিষয়টি কালীপদ মজুমদারের পুত্র অশোক মজুমদার তাৎক্ষণিক থানা পুলিশকে জানালে ওসি আশরাফ আলী নিজ উদ্যোগে বেদখল সম্পত্তি উদ্ধারের পরামর্শ দেন।

ভোরের কাগজ, ৩১ জুলাই ২০০৫

আগস্ট ২০০৫

(২৭৫৪)
নবীনগর ছাত্রইউনিয়ন সভাপতি প্রকাশকে নৃশংসভাবে খুন

পূর্বাঞ্চল প্রতিনিধি ও নবীনগর সংবাদদাতা ঃ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর উপজেলা ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি প্রকাশ দেবনাথ (২৬) পৌর এলাকার ভোলাচং গ্রামে নিজ বাড়িতে একদল দুর্বৃত্ত ঘরে ঢুকে ঘুমন্ত অবস্থায় নৃশংসভাবে খুন করেছে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায় সুকুমার দেবনাথের পুত্র প্রকাশ দেবনাথ শনিবার রাত ১০ টার দিকে প্রতিদিনের মতো তার ঘরে ঘুমিয়ে পড়েন। রাত ৩টার দিকে প্রকাশের আর্তচিৎকারে তার মা-বাবা বৌদিসহ পরিবারের অন্য সদস্যরা ঘুম থেকে উঠে প্রকাশের ঘরে এসে তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখতে পান। দুর্বৃত্তরা প্রকাশের মাথা, থুতনি ও দাঁত ভেঙে দেয় এবং জিহ্বা ও কান কেটে ফেলে। মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে কুমিল্লা হাসপাতালে প্রেরণের পথেই তার মৃত্যু হয়। কুমিল্লা হাসপাতালেই তার ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়।

প্রকাশের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদের মধ্যে কান্নার রোল পড়ে যায়। পারিবারিক ও এলাকাবাসী সূত্র জানায়, প্রকাশের কোনো শত্রু ছিল না। তাই তারা এ মৃত্যুর জন্য কাউকে সন্দেহ করতে পারছে না। খবর পেয়ে নবীনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গোলাম ফারুক ঘটনাস্থলে গিয়ে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন।

ওসি জানান, হত্যা রহস্য উদঘাটনের জন্য ব্যাপক চেষ্টা চলছে। আশা করি শিগগিরই রহস্য উন্মোচন সম্ভব হবে। এদিকে এ হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু তদন্ত ও অবিলম্বে হত্যাকারীদের খুঁজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সিপিবির সভাপতি কমরেড সাজিদুল ইসলাম, জেলা ওয়ার্কার্স পার্টির সম্পাদক শাহরিয়ার মোঃ নজরুল ইসলাম মোঃ নাসির মিয়া প্রমুখ।

নিহত প্রকাশ দেবনাথ মির্জাচর হাইস্কুলে সহকারী শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

ভোরের কাগজ, ১ আগস্ট ২০০৫

(২৭৫৫)
বান্দরবানে আদিবাসীদের ভূমি দখল করে মসজিদ নির্মাণের কাজ চলছে

বান্দরবান প্রতিনিধি ঃ বান্দরবান শহরের হাফেজ ঘোনায় প্রশাসনের নির্দেশ উপেক্ষা করে সরকারি দলের প্রভাবশালী কয়েকজন নেতা বিরামহীনভাবে পাহাড় কেটে মাটি সরিয়ে নিচ্ছে। চক্রটি একটি আদিবাসী পরিবারের ভূমি দখল করে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড থেকে প্রভাব খাটিয়ে একটি প্রকল্প নিয়ে মাটি কাটার কাজে নিয়োজিত রয়েছে। শহরের প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সংলগ্ন আন্দরবান-চিম্বুক সড়কের পাশে ঝুঁকিপূর্ণ পাহাড়টির মাটি কেটে সরিয়ে নেওয়ার ফলে এলাকার জনবসতিসহ ওই সড়কটি এখন হুমকির মুখে। প্রশাসন ওই এলাকায় ইতিপূর্বে পাহাড় কাটা বন্ধের জন্য নির্দেশ দিলেও প্রভাবশালী চক্রটি পাহাড় কাটা অব্যাহত রেখেছে।

গতকাল সরেজমিন হাফেজ ঘোনা এলাকায় গিয়ে দেখা গেছে, মাটি কাটার দৃশ্য। স্থানটি যাতে ওই সড়কে যাতায়াতকারী লোকজনের চোখে না পড়ে সেজন্য টিন দিয়ে ঘেরাও করে রাখা হয়েছে। বাইরে ছোট একটি টিনের সাইনবোর্ডে ঝুঁলিয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে লেখা রয়েছে "মধ্যম হাফেজ ঘোনা মসজিদের নির্মাণ কাজ চলিতেছে"। সেখানে মাটি কাটার কাজে নিয়োজিত শ্রমিক কাদের, নিজামসহ কয়েকজনের সঙ্গে কথা হয়। তারা জানায়, জয়গাটির মালিক আলম কন্ট্রাক্টর। নির্মাণ শ্রমিক মোহাম্মদ আলী জানায়, ঝুঁকিপূর্ণ পাহাড়টি যে কোনও সময় ধসে পড়তে পারে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, গত মার্চ মাসে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডে মসজিদটি নির্মাণের জন্য ৫ লাখ টাকার টেন্ডার হয়। বিএনপির স্থানীয় কয়েকজন প্রভাবশালী নেতা গোপন টেন্ডারেই কাজটি দখল করে নেন। ওই এলাকার নিকটস্থ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশে মসজিদ থাকার পরও পাহাড় কেটে মসজিদ নির্মাণের যৌক্তিকতা নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন। স্থানীয় বাসিন্দা অধ্যাপক থানজামা লুসাই জানান, জায়গাটির মালিক তার প্রয়াত ছোট ভাই খোকা লুসাই। তার জায়গাটি বেদখল করার জন্য চক্রটি এ অপতৎপরতা চালাচ্ছে বলে তিনি সাংবাদিকদের অভিযোগ করেন।

এ ব্যাপারে উন্নয়ন বোর্ডের সহকারী প্রকৌশলী শাহাবুদ্দিন পাহাড়টির ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থার কথা স্বীকার করেছেন। তবে টেন্ডার দখলের বিষয়টি তিনি স্বীকার করেন।

অবৈধ পাহাড় কাটার ব্যাপারে জেলা প্রশাসক শেখ আলাউদ্দিনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি সাংবাদিকদের জানান, পাহাড় কাটার বিষয়টি খুবই দুঃখজনক। তিনি এ ব্যাপারে অভিযোগ পেয়েছেন এবং পুলিশকে পাহাড় কাটা বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানান। এ ব্যাপারে সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানান, তাদের কাছে বিষয়টি নজরে এসেছে। তবে মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত আসতে পারে বিধায় পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখবে বলে জানান।

এ ব্যাপারে স্থানীয় বিএনটি নেতা আলম কন্ট্রাক্টর জানান, ওই এলাকায় মানুষের প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করে তিনি তার জায়গা থেকে ৬ শতক জায়গা মসজিদকে দান করেন। তিনি ভূমি দখলের অভিযোগ অস্বীকার করেন।

আজকের কাগজ, ১ আগস্ট ২০০৫

(২৭৫৬)
রাজৈরে ভূমিদস্যুর কাছে জিম্মি চার সংখ্যালঘু পরিবার, কিশোরীর স্কুল বন্ধ

নিজস্ব সংবাদদাতা, মাদারিপুর ঃ মাদারীপুরের রাজৈর উপজেলার বাজিতপুর ইউনিয়নের কোদালিয়া গ্রামের সন্ত্রাসী, পেশাদার মামলাবাজ ও ভূমিদস্যু সন্ত্রাসী আব্দুস সাত্তার মোল্লা সংখ্যালঘুদের বাড়িঘরসহ দেবোত্তর সম্পত্তি দখল, মন্দির ভেঙে কাচারি ঘর নির্মাণ, সংখ্যালঘু আরও ৪ পরিবারের বাড়িঘর থেকে উচ্ছেদের পাঁয়তারা ও দেশ ছেড়ে যাওয়ার হুমকি প্রদানের অভিযোগ পাওয়া গেছে। তার লেলিয়ে দেয়া বাহিনীর ক্রমাগত হুমকির মুখে ডলি শীল (১৫) নামের নবম শ্রেণীর এক স্কুল ছাত্রী লেখাপড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে।

গত ২৫ জুলাই নির্যাতিত ৪ সংখ্যালঘু পরিবারের পক্ষে সবিতা রাণী শীল আব্দুস সাত্তার মোল্লাসহ ৪ জনকে আসামী করে মাদারীপুর আমলগ্রহণকারী আদালতে একটি মামলা দায়ের করেন। মামলা দায়েরের পর পরই সাত্তার মোল্লা ঐ ৪ সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর নির্যাতন ও হুমকির মাত্রা বাড়িয়ে দেয়।

মামলা, সংবাদ সম্মেলন ও লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে সরেজমিনে অনুসন্ধান করতে গিয়ে পাওয়া গেছে সংখ্যালঘু নির্যাতনের এক করুণ চিত্র। আব্দুস সাত্তার মোল্লা ১৯৭১ সালে কোদালিয়া মৌজার জে এল নং-৮১, এস এ খতিয়ান নং-১৯০, দাগ নং-২৭৭, ৮৫৩, ৮৫৪, ১২১০-এর সম্পত্তি জমির পরিমাণ ২ একর ৯ শতাংশ এবং একই খতিয়ানে ৮৪৪ দাগে ৯৭ শতাংশ জমি বাড়িসহ দখল করে নেয়। এর মধ্যে অধিকাংশ সম্পত্তি দেবোত্তর। এসব সম্পত্তির মালিক ছিল তৈলক্ষনাথ ঘোষ গং। তারা সমস্ত সম্পত্তি দেবোত্তর হিসাবে ওয়াক্ফ

করে শান্তিরঞ্জন দাসকে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অর্পণ করেন। আব্দুস সাত্তার মোল্লা ভূয়া দলিল ও নিলাম খরিদের অজুহাতে শান্তিরঞ্জন দাসকে বাড়ি থেকে বিতাড়িত করে প্রথমে বাড়িঘর দালানকোঠাসহ ও পরে অন্যান্য সম্পত্তি জোরপূর্বক দখল করে নেয়। এ সময় বাড়ির মন্দির ভেঙ্গে সাত্তার মোল্লা সেখানে গড়ে তুলে কাচারি ঘর। শান্তিরঞ্জন দাস সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের জন্য হাইকোর্টের শরণাপন্ন হয়।

১৯৭৩ সালে হাইকোর্ট ডিভিশন শান্তিরঞ্জন দাস প্রশাসনিক সাহায্য-সহযোগিতা না পাওয়ায় দখলে যেতে পারেনি। এভাবেই কেটে গেছে দীর্ঘ ৩৫টি বছর। অতিসম্প্রতি ওই সাত্তার মোল্লার লোলুপদৃষ্টি পড়ে প্রতিবেশী সংখ্যালঘু ৪ শীল পরিবারের সম্পত্তির ওপর। ৮১ নং কোদালিয়া মৌজার আরএস নং-৯৪৪, এসএ ৭১৯ খতিয়ানের ৮৪৫ দাগের ৯০ শতাংশ জমিতে বাড়িঘর, পুকুরসহ স্থায়ীভাবে বসবাস করছে বাবুল চন্দ্র শীল, শংকর চন্দ্র শীল, সন্ধান চন্দ্র শীল ও কৃষ্ণকান্ত শীল। তাদের ভিটামাটি থেকে বিতাড়িত করার জন্য সাত্তার মোল্লা বিভিন্ন সময়ে হামলা করে শারীরিক নির্যাতন, মহিলা-পুরুষ, শিশুসহ বাড়ি থেকে বের করে দেয়ার চেষ্টা ও জীবননাশের হুমকি দিয়ে আসছে। একই কারণে ডলি শীল নামের বাবুল শীলের কিশোরী মেয়ে স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। স্থানীয় মুসলিম সম্প্রদায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে সহযোগিতা করতে এলে মামলাবাজ সাত্তার মোল্লা তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে হয়রানি শুরু করে দেয়। সরেজমিন অনুসন্ধানে গেলে, স্থানীয় শতাধিক লোক সাত্তার মোল্লার নির্যাতন ও দখল কাহিনীর বর্ণনা দেন।

এলাকার বর্ষীয়ান ও বাজিতপুর ইউপির সাবেক চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আফতাবুদ্দিন বললেন, সাত্তার মোল্লার রোষানলে পড়ে এই হিন্দু পরিবার অসহায় হয়ে পড়ছে। আমরা এগিয়ে না এলে এতদিন সাত্তার মোল্লা এদের বিতাড়িত করে বাড়িঘর দখল করে নিত। বাজিতপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আলীমুজ্জামান বাচ্চু বললেন, সাত্তার মোল্লা একজন সন্ত্রাসী, পেশাদার মামলাবাজ ও ভূমিদস্যু। তার উদ্দেশ্য কিভাবে অন্যের সম্পত্তি গ্রাস করা যায়।

শিক্ষক সুব্রত মজুমদার বলেন, আমরা নিজেরাই অসহায় তারপরও হিন্দু-মুসলিম সবাই মিলে বাবুল শীল গংয়ের সম্পত্তি রক্ষার চেষ্টা করছি। আব্দুস মজিদ বয়াতি, ডা. জাহাঙ্গীর মাতুব্বরসহ এলাকার প্রায় শতাধিক হিন্দু-মুসলিম বললেন, আমরা যেকোন মূল্যে সাত্তার মোল্লার হাত থেকে হিন্দু সম্পদ ও সম্পত্তি রক্ষা করব। সাত্তার মোল্লা এখানকার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ধ্বংসের পাঁয়তারা করছে। উপস্থিত লোকজন আরও অভিযোগ করেন, সাত্তার মোল্লার এক ছেলে সেনাবাহিনীতে ও অন্য ছেলে পুলিশে চাকরি করে বলে সাত্তার মোল্লা এত দুর্ধর্ষ হয়ে উঠেছে। শান্তিরঞ্জন দাসের মেয়ে চিনু বলল, সাত্তার মোল্লা আমার বাবাকে বাড়ি থেকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে বাড়ি দখল করে নেয়। বাবুল শীলের স্ত্রী ছায়া রাণী শীল বলল, সাত্তার মোল্লার নির্যাতন আতঙ্কে আমরা রাতে ঘুমাতে পারি না। আমার স্বামী ঢাকায় চাকরি করেন। সে বাড়ি এলে অন্য বাড়িতে ঘুমায়। নিজের পুকুর ব্যবহার করতে পারি না। কোন গাছের ফল খেতে, ডাল কাটতে, পাতা কুড়াতে এমনকি মেয়েকে বাড়ি থেকে বের হতেও দেয় না। বাবুলের মেয়ে নবম শ্রেণীর ছাত্রী ডলি শীল বলল, সাত্তার মোল্লা ও তার সন্ত্রাসী বাহিনীর কারণে আমি স্কুলে যেতে পারি না, আমার লেখাপড়া বন্ধ। রাস্তায় বের হলেই তারা আমাকে উত্যক্ত করে। উপস্থিত সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বলল, "আপনারা বলতে পারেন, আমার ভবিষ্যত কি?"

বাবুলের বৃদ্ধ মাতা সবিতা রাণী শীল বললেন, সাত্তার মোল্লা ও তার বাহিনী লাঠি, ধারালো অস্ত্রসস্ত্র নিয়ে মাঝে মধ্যে বাড়িতে হামলা করে। কয়েকদিন আগে একবার আমাদের ধাওয়া করে ঘর থেকে বের করে দেয়ার চেষ্টা চালায়। আমার ছেলে বাবুল বাড়িতে এলে সাত্তার মোল্লা তাকে খুন করতে পারে এ ভয়ে তাকে রাতে বাড়িতে ঘুমাতে দেই না। এ ব্যাপারে সাত্তার মোল্লার সাথে কথা বলতে তার বাড়িতে গেলে তাকে বাড়িতে পাওয়া যায়নি। কথা হয় তার স্ত্রী সাফিয়া বেগমের সাথে। তিনি তাঁর স্বামী সংখ্যালঘু নির্যাতনের কথা অস্বীকার করেন। তিনি বললেন, বাড়িঘর, জায়গাজমি সব আমাদের। এসব সম্পত্তি আমরা সরকার থেকে কিনেছি। বাজিতপুরের কোন লোক আমাদের পক্ষে নেই। বাবুল শীলরা যে বাড়িতে বসবাস করে সে বাড়ি, জায়গা জমি সবই আমাদের। এ ব্যাপারে রাজৈর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ভুবন চন্দ্র বিশ্বাসের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি এ বিষয়ে কিছুই জানেন না বলে জানান।

বিষয়টি নিয়ে এলাকায় তোলপাড় সৃষ্টি হলে মাদারীপুর লিগাল এইডের মানবাধিকার সেল, জেলা আওয়ামী আইনজীবী পরিষদ ও জেলা আইনজীবী সমিতির নেতৃবৃন্দ ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত করে ঘটনার সত্যতা পেয়েছেন বলে সাংবাদিকদের কাছে স্বীকার করেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২ আগস্ট ২০০৫

(২৭৫৭)
সাভারে সংখ্যালঘু পরিবারে মহিলাদের শ্লীলতাহানি দেশছাড়া করার হুমকি

স্টাফ রিপোর্টার ঃ ঢাকার উপকণ্ঠে সাভারের নূরসিংহপুর গ্রামের একটি সংখ্যালঘু পরিবারের জমি দখলের পাঁয়তারা করছে প্রভাবশালী একটি মহল। সন্ত্রাসীরা এ জন্য পরিবারের সদস্যদের ওপর হামলা ও মহিলাদের শ্লীলতাহানি ঘটিয়েছে। এখানেই শেষ নয়, সন্ত্রাসীরা এখন তারে দেশছাড়া করার হুমকি দিচ্ছে। এতে আতঙ্কিত ওই পরিবারের স্কুল-কলেজ পড়ুয়া ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে তারা। নির্যাতিত, নিপীড়িত ওই পরিবারের সকল সদস্য সোমবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে এসে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব অভিযোগ করেন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে নির্যাতিত পরিবারের গৃহকর্তা অলক কুমার নাগ বলেন, আমরা উত্তরাধিকার ও ক্রয়সূত্রে সাভার-আশুলিয়া ইপিজেড মহাসড়ক সংলগ্ন এলাকায় বেশ কিছু জমির মালিক, দীর্ঘদিন ধরেই এই জমি আমরা ভোগদখল করে আসছি। বর্তমানে এই এলাকায় বিভিন্ন শিল্পকারখানা স্থাপনের ফলে সম্প্রতি শারমিন গ্রুপের মালিক ইসমাইল হোসেন সন্ত্রাসী বাহিনী দিয়ে এই জমি জবরদখলের চেষ্টা চালায়। ব্যর্থ হয়ে সন্ত্রাসী আমাদের বাড়িতে হামলা চালায়। গৃহবধূদের শ্লীলতাহানি ঘটায়। এখন সন্ত্রাসীরা আমাদের পরিবারটিকে নানাভাবে ভয়ভীতি দেখাচ্ছে এবং দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়ার হুমকি দিচ্ছে। হুমকির মুখে আমরা বাড়িতে নিয়মিত বসবাস করতে পারছি না।

তিনি আরও বলেন, ১১ ও ১২ জুলাই কয়েক দফায় ইসমাইল হোসেন ও তার সন্ত্রাসী বাহিনী আমাদের অনুপস্থিতিতে বাড়িতে ঢুকে আশীষ চন্দ্র নাগের স্ত্রীসহ আরও কয়েক মহিলার শাড়ি ধরে টানাটানি করে ছিঁড়ে ফেলে। এ সময় ইসমাইল হুমকি দিয়ে বলে 'এবার কিছুই করলাম না পরে আসতে হলে বুঝিয়ে দেব। তোদের ধর্ষণ করলেও কিছুই হবে না। তোর স্বামীকে জানিয়ে দিস তোদের পৈত্রিক সম্পত্তিসহ ৫৮ শতাংশ জমি আমাকে স্বইচ্ছায় বুঝিয়ে না দিলে তোদের নারীত্ব কেউ বাঁচাতে পারবে না। তোরা সংখ্যালঘু, তোদের বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত করেই ছাড়ব।'

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত আশীষ চন্দ্র নাগ বলেন, ইসমাইল ও তার সন্ত্রাসী বাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও র‌্যাবের কাছে আবেদন করেও কোন ফল পাওয়া যাচ্ছে না। থানায় মামলা করতে গেলে পুলিশ মামলা না নিয়ে উল্টো ইসমাইলের পক্ষে অবস্থান নিয়ে জমি দখল করে নেয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে। একই সঙ্গে ইসমাইল ও তার সন্ত্রাসী বাহিনীর হুমকির মুখে তাঁরা চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং দখলদারীদের হাত থেকে জমি রক্ষার জন্য প্রয়োজনে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। এই দাবি জানানোর সময় সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত অলোক কুমার নাগ, গীতা রাণী, সোমা রাণী, আশীষ কুমার নাগ, অনুপ প্রসাদ নাগ কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। তাঁরা বলেন, সংখ্যালঘু বলে কি আমরা সুবিচার থেকে বঞ্চিত হব? সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কি কোন ব্যবস্থা নেয়া হবে না? আমরা এই মাতৃভূমিতেই বসবাস করতে চাই।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২ আগস্ট ২০০৫

(২৭৫৮)
বান্দরবানে লুসাই পরিবারের জমি দখল করে পাহাড় কাটার অভিযোগ মারাত্মক ঝুঁকিতে শতাধিক পরিবার

বান্দরবান প্রতিনিধি ঃ বান্দরবান শহরের ঐতিহ্যবাহী লুসাই পরিবারের পাহাড়ি জমি দখল করে এক ব্যক্তি অপরিকল্পিতভাবে পাহাড় কাঠছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। পাবর্ত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড থেকে একটি প্রকল্প অনুমোদন করিয়ে অবাধে পাহাড় কাটায় ওই এলাকার শতাধিক পরিবার মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে বাস করছে।

মধ্যম হাফেজঘোনা এলাকায় অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ থামজামা লুসাই পরিবারের (লুসাই স্যার হিসেবে পরিচিত এবং পরিবারের সবাই উচ্চশিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান হওয়ায় লুসাই পরিবার হিসেবে ঐতিহ্যবাহী) ২ একর পাহাড়ি জমি আবদুল আলমের (আলম কন্ট্রাক্টর) কাছে বিক্রি করা হয়। দামমূল্যে চৌহদ্দি উল্লেখ করে আলমকে তার জমিও বুঝিয়ে দেওয়া হয়।

লুসাই স্যার বলেন, আলম তাকে বুঝিয়ে দেওয়া জমি দখলে না নিয়ে তাদের বাকি ১ একর জমিও দখল করে নিয়েছেন। এখন তিনি অবৈধভাবে দখল করা ওই জায়গার পাহাড়টি বিপজ্জনকভাবে কাটছেন। ফলে ওই এলাকার শতাধিক পরিবার এবং বান্দরবান-রুমা-চিম্বুক-থানচি সড়ক পাহাড়ধসের মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে।

গত রোববার সরেজমিনে গিয়ে লুসাই পরিবারের জায়গায় সাত-আটজন শ্রমিককে বিপজ্জনকভাবে পাহাড় কাটতে দেখা যায়। শ্রমিক জাকির হোসেন ও রাজ্জাক জানান, তারা দৈনিক ১২০ টাকা পারিশ্রমিকে আলম কন্ট্রাক্টরের কাজ করছেন। স্থানীয় মোহাম্মদ আলী জানান, আলম কন্ট্রাক্টর অনেক কেটে একটি বাড়ি তৈরি করেছেন এবং কয়েকবার পাহাড়ধসে ওই বাড়ি মাটি চাপা পড়েছে।

তিনি আরো অভিযোগ করেন, আলমের কোনো জায়গা না থাকা সত্ত্বেও সেখানে তিনি মসজিদের নামে ৬ শতক জমি দান করেছেন। দখল নিরাপদ করার জন্য কিছু প্রভাবশালী বিএনপি নেতার যোগসাজশে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড থেকে ৫ লাখ টাকার একটি প্রকল্প নিয়ে সেখানে মসজিদ নির্মাণের নামে পাহাড় কাটছেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের বান্দরবান কার্যালয়ের সহকারী প্রকৌশলী মোঃ বশির মধ্যম হাফেজঘোনায় প্রকল্প বাস্তবায়নের কথা স্বীকার করেন। তিনি বলেন, জমির চৌহদ্দি নিশ্চিত করার দায়িত্ব জেলা প্রশাসনের। সেখানে কিছু মাটি সরিয়ে নেওয়া হলেও কোনো পাহাড় কাটা হচ্ছে না বলে তিনি জানান, তিনি জায়গাটি খোকা লুসাইয়ের কাছ থেকে কিনেছেন। সেখান থেকে ৬ শতক জমি মসজিদের জন্য দান করেছেন।

জেলা প্রশাসক শেখ আলাউদ্দীন বলেন, লুসাই পরিবারের জায়গা নিয়ে আলম কন্ট্রাক্টরের বিরোধ থাকায় সেখানে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। বিষয়টি নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত কোনো পক্ষকে সেখানে না যাওয়ার বিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

প্রথম আলো, ৪ আগস্ট ২০০৫

(২৭৫৯)
সাতকানিয়ায় পুলিশের উপস্থিতিতে বিয়েবাড়িতে ডাকাতি ঃ আহত ২৩ স্বর্ণালঙ্কারসহ ৮ লাখ টাকার মালামাল লুট

চট্টগ্রাম ব্যুরো ঃ চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় পুলিশের উপস্থিতিতেই বিয়ে বাড়িতে দুর্ধর্ষ ডাকাতি হয়েছে। সশস্ত্র ডাকাত দল বিয়ের অনুষ্ঠানে আগত লোকজনের কাছ থেকে প্রায় ৫০ ভরি স্বর্ণালংকার, ১৬টি মোবাইল ফোন সেট এবং টাকাসহ ৮ লক্ষাধিক টাকার মালামাল নিয়ে যায়। ডাকাতের হামলায় ২৩ জন আহত হয়েছেন। গুরুতর আহত দু'জনকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বুধবার রাত ১টায় সাতকানিয়ার উত্তর ঢেমশায় আমেরিকা প্রবাসী সতীশ মুহুরীর ছেলে কঙ্কন মুহুরির বৌভাত অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে ডাকাতদল বাড়িতে ঢুকে পড়ে। এ সময় বাসরের প্রস্তুতি চলছিল। ১৫/১৬ জন সশস্ত্র ডাকাতের অতর্কিত হামলায় চারদিকে চিৎকার শুরু হয়। পরে মসজিদের মাইক দিয়ে ডাকাত ঠেকাতে বলা হয়। খবর শুনে এক কিলোমিটার দূরের ফাঁড়ি থেকে ৬ পুলিশ আসে বিয়ে বাড়িতে। কিন্তু তারা ডাকাতদের প্রতিরোধ না করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। তাদের সামনেই ডাকাতদল ডাকাতি সেরে নির্বিঘ্নে চলে যায়।

ডাকাতের হামলায় গুরুতর আহত হারাধন দাশ (৪৫) ও দীপক দাশকে (৪৫) চট্টগ্রাম মেডিকেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ক্ষুব্ধ সতীশ মুহুরি পুলিশের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে জানা গেছে। বৃহস্পতিবার তিনি থানায় গেলেও পুলিশ মামলা নেয়নি।

সমকাল, ৫ আগস্ট ২০০৫

(২৭৬০)
হত্যা পরিকল্পনার অভিযোগে আমিনের বিরুদ্ধে মামলা বাঁশখালীর ১১ হত্যা ঘটনার আরো তথ্য

সুমি খান, চট্টগ্রাম ব্যুরো ঃ বাঁশখালী থানা বিএনটি সভাপতি আমিনুর রহমান চৌধুরীকে ১ নং আসামি করে তার সহযোগিদের বিরুদ্ধে ১২০ (খ) ধারা এবং ৩০৭ ধারায় মামলা হয়েছে চান্দগাঁও থানায়। অভিযুক্ত আসামি মনিরুল হক ওরফে দুদু মেম্বার এবং ইউনুসকে চাঁদগাঁও থানায় দায়েরকৃত এ মামলায় আদালতে চালান দেওয়া হয়।

গত বুধবার সকালে হত্যার উদ্দেশ্যে ড্রাইভার মোজাহেরের পিছু নিলে মোজাহেরের বুদ্ধিমত্তায় আটক হয় ইউনুস। পালিয়ে যায় অস্ত্রধারী আকবর। হত্যার পরিকল্পনাকারী ও হত্যার নির্দেশদানের অভিযোগে আমিন চেয়ারম্যানের ঘনিষ্ঠ সহযোগী দুদু মেম্বার এবং ইউনুসকে কোর্টে চালান দেওয়া হয় বৃহস্পতিবার বিকেলে। উল্লেখ্য, ইউনুসের

স্বীকারোক্তিমূলক তথ্যের ভিত্তিতে ত্বরিত অভিযান চালিয়ে বাঁশখালী কালিপুর থেকে র‍্যাব আটক করে দুদু মেম্বারকে। পরে এদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলায় বাদী করা হয় আশরাফ হত্যা মামলার বাদী হোসনে আরাকে। র‍্যাব-৭-এর অভিযান চলাকালে পালিয়ে যায় আমিন চেয়ারম্যান। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, গত বুধবার সন্ধ্যা ৭টায় ট্যাক্সি নিয়ে কালিপুর ৫ নং ইউপি চেয়ারম্যান আমিন চট্টগ্রাম নগরীতে পালিয়ে আসে এবং একটি বোর্ডিংয়ে আশ্রয় নেয়।

ইউনুসের স্বীকারোক্তিতে নারকীয় ১১ হত্যায় সংশ্লিষ্টতা

বাঁশখালীর সাধনপুরে ১৮ নবেম্বর ০৩ সংঘটিত হয় শীল পরিবারের ১১ জনকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার নৃশংস ঘটনা। এ মামলায় গ্রেফতারকৃত ৭ জনের মধ্যে মাহবুব রশিদ, তোতাইয়া এবং আলী হাসান পুলিশের কাছে স্বীকার করেছে নিজেদের সংশ্লিষ্টতা। বলেছে, আমিন চেয়ারম্যানের নির্দেশে এ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে তারা।

গত ৩ আগস্ট বৃহস্পতিবার সকালে আটক ইউনুস বলেছে, ১০ নবেম্বর থেকে বারবার তাদের নিয়ে বৈঠক করেছে আমিন চেয়ারম্যান তার বাড়িতে। ঘটনার দিন মধ্যরাতে তাদের হাতে কালো ব্যাগে তিন কেজি গান পাউডার ধরিয়ে দিয়ে নির্দেশ দেয় শীল বাড়িতে ছড়িয়ে দিয়ে যেন আগুন জ্বেলে দেওয়া হয়। সাংবাদিকদের এ তথ্য দেয় ইউনুস।

র‍্যাব-৭ কার্যালয়ে ইউনুস বলে, আমিন চেয়ারম্যানের বাড়ির নিচতলায় ১১ হত্যার ৭ দিন আগে আমরা বৈঠক করেছি। আমার মামা রহিম, নুরুন্নবী, আকবর, নুরুল, আবছার, জাকের, জসীম, মোক্তার, দুদু মেম্বার ছিল।

আবুল কালাম আমাকে বাড়ি চিনিয়ে দেবে বলা হয়। আকবরকে তিন কেজি গান পাউডার দেয় ছিটিয়ে দিতে। রাত সাড়ে ১২টার দিকে গিয়ে দেখি সবাই ঘুমে। আমি বলি দরজা বন্ধ পাউডার কেমনে ছিটাব? আমার ইচ্ছা ছিল না। আমিন চেয়ারম্যানকে মোবাইল করে আকবর, আবুল কালাম আমার বোনের কথা শোনায়। তাদের হাতে বন্দি আমার বোন রুমা। তাই আমি বাধ্য হয়ে দিয়াশলাই দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেই।

কেন এ নৃশংস হত্যাকাণ্ড? এ প্রশ্নে ইউনুস বলে, শীলবাড়ির জমিটা আমিন চেয়ারম্যান দখল করতে চেয়ে পারেনি। তাই এ ঘটনা ঘটনায়। ইউনুসের স্বীকারোক্তি মতে, দুদু মেম্বারের ট্যাক্সিতে চেপে ওরা ঘটনাস্থলে গিয়ে এ বর্বর হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে ফিরে আসে একই ট্যাক্সিতে আমিনের বাড়িতে। ইউনুসকে ৪ হাজার টাকা দিয়েছে আমিন। অন্যরা ৮ হাজার টাকা, ১০ হাজার টাকা পেয়েছে বলে ইউনুস জানায়।

আশরাফ হত্যার পরিকল্পনাও আমিনের বলে জানায় ইউনুস। সংশ্লিষ্টদের নাম ফাঁস করে দেয় র‍্যাব এবং সাংবাদিকদের কাছে।

সমকাল, ৫ আগস্ট ২০০৫

(২৭৬১)
নাটোরে সংখ্যালঘু পরিবারকে গ্রাম ছাড়ার নির্দেশ

নাটোর, ৪ আগস্ট, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সিংড়া থানার প্রত্যন্ত গ্রাম বসন্তপুরে তিন একর ৪০ শতাংশ জমি এখন সংখ্যালঘু এক পরিবারের জন্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। জমিটি জবর-দখল করতে সংখ্যালঘু পরিবারটিকে উচ্ছেদের হুমকি দিয়েছে আলমগীর হোসেন টিক্কা। এ ঘটনায় বৃহস্পতিবার অনিলচন্দ্র মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার কাছে জান-মালের নিরাপত্তা চেয়ে দরখাস্ত করেছেন।

জানা গেছে, দু'বছর আগে আলমগীর হোসেন টিক্কা বসন্তপুরে এসে বসবাস শুরু করে। এলাকার সন্ত্রাসীদের নিয়ে গঠন করে বিশাল বাহিনী। স্থানীয়রা এর নাম দিয়েছে টিক্কা বাহিনী। এ বাহিনী এখন ওই গ্রামে মূর্তিমান আতঙ্ক। টিক্কার নির্দেশে তার বাহিনী এলাকার অনেক জায়গা-জমি দখল করে নিয়েছে। এবার তাদের চোখ পড়েছে অনিলের তিন একর ৪০ শতাংশ জমির ওপর।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৫ আগস্ট ২০০৫

(২৭৬২)
ডোমারে একটি সংখ্যালঘু পরিবারের ভিটেবাড়ি দখলে দাঙ্গা বাধানোর উস্কানি দিচ্ছে জামাতিরা

নীলফামারী প্রতিনিধি ঃ নীলফামারীর ডোমার উপজেলার পল্লীতে জামাত নেতা এক সংখ্যালঘু কৃষকের ভিটে বাড়িসহ সব জমি জায়গা গ্রাস করার চেষ্টায় এলাকায় চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টির জন্য উস্কানি দিচ্ছে ওই জামাত নেতা। ফলে সেখানকার হিন্দু সম্প্রদায় রয়েছে চরম আতংকের মধ্যে। ইউপি চেয়ারম্যান শালিস বৈঠক ডেকেও প্রভাবশালী জামাতিদের দাপটে ঘটনা নিরসন করতে পারেনি। ওই শালিসেই জামাতিরা প্রকাশ্যে ঘোষণা দেয় হিন্দুদের জমি দখল করা যাবে।

ডোমার উপজেলার হরিণচড়া ইউনিয়নের হংসরাজ গ্রামের মৃত যতীন্দ্রনাথ রায়ের পুত্র প্রসন্ন কুমার রায় ও সুরেশ চন্দ্র রায়ের পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া ৩৬ শতক জমিতে তাদের বাড়িঘর ও আবাদি জমি। সেখানেই তারা কোনরকম আবাদ করে জীবিকা নির্বাহ করে আসছিল। প্রশন্ন ও সুরেশের বড় ভাই ব্রজেন বর্মণ মুক্তিযুদ্ধের পর ভারতে চলে গিয়ে ভারতের নাগরিকত্ব নিয়ে স্থায়ীভাবে সেখানে বসবাস শুরু করা অবস্থায় ১৯৯০ সালে সেখানে মারা যান। তাদের পিতা যতিন্দ্র নাথ ১৯৯৮ সালে মারা গেলে প্রসন্ন ও সুরেশ পৈত্রিক সূত্রে তা পেয়ে ভোগদখল করে আসছিল।

সম্প্রতি ওই জমির ওপর লোভ পড়ে জামাত নেতা জালাল উদ্দিনের। ওই সম্পত্তি গ্রাস করার জন্যে গত মাসে নতুন রেজিস্ট্রেশন আইন চালুর পূর্বে রেজিস্ট্রি অফিসগুলোতে জমির দলিল রেজিস্ট্রি করতে মানুষের ভিড়ের সুযোগে সুচতুর নিজাম উদ্দিন একজন ভুয়া ব্যক্তিকে ব্রজেন বর্মণ সাজিয়ে তাকে ওই জমির দাতা দেখিয়ে মিথ্যা তথ্য দিয়ে একটি জাল দলিল তৈরি করে তা রেজিস্ট্রি করে নেয়। পরে ওই জাল দলিল দিয়ে প্রসন্ন ও সুরেশকে তাদের পৈত্রিক ভিটে থেকে উচ্ছেদের পাঁয়তারা করে। সেজন্য অনবরত প্রাণনাশের হুমকি, বাড়িতে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে মারার হুমকি দেয়। এসব ব্যাপারে প্রসন্ন আদালতে মামলা করলেও জামাতি নেতার দাপট কমেনি।

এ বিষয় সম্পর্কে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানকে জানালে তিনি শালিস বৈঠক ডাকেন। শালিসে ওই জামাত নেতা ও তার পক্ষের লোকজন হিন্দুদের জায়গা বাংলাদেশে নেই, তাদের জমি দখল করে নেব— বলে মন্তব্য করলে বৈঠক পণ্ড হয়। এ অবস্থায় গোটা হংসরাজ গ্রামে হিন্দুদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। ওই জামাত নেতা প্রতিনিয়ত দাঙ্গা বাধানোর উস্কানি দিয়ে যাচ্ছে।

আজকের কাগজ, ৬ আগস্ট ২০০৫

(২৭৬৩)
বগুড়ায় ধরেরবাড়িতে বসবাসরত ২৫ পরিবার উচ্ছেদ আতঙ্কে

স্টাফ রিপোর্টার, বগুড়া অফিস ঃ বগুড়া শহরের দত্তবাড়ি এলাকা সংলগ্ন ধরেরবাড়ি হিসাবে পরিচিত জায়গায় বসবাসকারী ২৫ সংখ্যালঘু পরিবার উচ্ছেদ আতঙ্কে রয়েছে।

ইতোমধ্যে সেখানকার ২১ শতক জায়গা চেম্বার ভবন নির্মাণের জন্য জেলা প্রশাসন ভূমি অধিগ্রহণের নোটিস জারি করেছে। এছাড়া ৫ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের বিরোধপূর্ণ এই বিপুল পরিমাণ ভূসম্পত্তি গ্রাস করতে একটি প্রভাবশালী মহল সক্রিয় হয়ে উঠেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। অপর দিকে ঐ জায়গা নিয়ে অর্পিত সম্পত্তি ঘোষণা সম্পর্কিত বিষয়ে মামলা চললেও তার অংশ বিশেষ বর্তমানে আবার অধিগ্রহণের জন্য নোটিস জারি করায় নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

শহরের প্রধান সড়কের পাশে কাটনারপাড়া মৌজার ধর পরিবারের বর্তমান ভূসম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ৬৪ শতক। এখানকার মোট ৫টি দাগে রয়েছে বসত বাড়ি বারোয়ারি পূজা মণ্ডপ হিসাবে পরিচিত। এই পূজা মণ্ডপে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন দৈনন্দিন পূজা থেকে মানত পূজা, বার্ষিক ধর্মীয় সম্মেলন এবং সনাতন ধর্মের সবচেয়ে বড় উৎসব শারদীয় পূজা পালন করে আসছে। মন্দিরের সেবায়েতদের বসত বাড়িসহ এই জায়গায় দীর্ঘ ৫০/৬০ বছর ধরে প্রায় ২৫টি পরিবার বসবাস করে আসছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে। ধরেরবাড়ি মন্দির কমিটিসহ সেখানে বসবাসকারী লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, বিশাল এই ভূসম্পত্তির মূল মালিক ছিলেন গোপাল কিশোর ধর, কাঞ্চন কিশোর ধর, ধরণী কিশোর ধর, কুমোদ কিশোর ধর, কাঞ্চন কিশোর ধর, জ্ঞানেন্দ্র কিশোর ধর ও মধু কিশোর ধর। ধরের বাড়ি সম্পত্তিতে বসবাসকারী বরুণ রায় জানান, ভূবেন্দ্র কিশোর ধর মারা যাওয়ার পর দীর্ঘ কয়েক যুগ আগে তাঁর সন্তানরাও এখান থেকে চলে যান এবং বহুকাল আগে তারাও মারা গেছেন। এর মধ্যে ভূবন কিশোর ধরের পুত্রদের মধ্যে শুধু দু'জন দেশে ছিলেন এবং সত্তর দশকের মাঝামাঝিতে তারাও চলে যান। পরবর্তীতে সরকার ৭৭ সালে অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে গণ্য করলে ধর পরিবারের চতুর্থ প্রজন্মের একজন মৃদুল কিশোর ধর অর্পিত সম্পত্তি সম্পর্কিত সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করেন। এই মামলার নিস্পত্তি হয়নি। মৃদুল কিশোর ধরও দুই হাজার দুই সালে মারা যান। আর এর মাঝেই এই মূল্যবান ভূসম্পত্তি গ্রাসের জন্য একাধিক চক্র তৎপরতা অব্যাহত রাখে। অভিযোগ উঠেছে এর পেছনে ক্ষতাসীন দলের এক নেতা স্বার্থ হাসিলে কলকাঠি নাড়ছেন। এছাড়া বেশ কয়েকটি ভূয়া দলিলও তৈরি হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। এমনকি মৃদুল কিশোর ধর মারা যাওয়ার দু'মাস পর তার স্বাক্ষরে ভুয়া দলিল করার অভিযোগও পাওয়া গেছে। এ পরিস্থিতিতে একটি প্রভাবশালী মহল বগুড়া চেম্বার অব কমার্সের নতুন ভবন নির্মাণের জন্য স্থান নির্ধারণের ক্ষেত্রে ধরেরবাড়ির সম্পত্তি অধিগ্রহণ করতে সংশ্লিষ্টদের উৎসাহিত করে তুলে। পরে জেলা প্রশাসনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গত জুন মাসে চেম্বার ভবন নির্মাণের জন্য ২১ শতক জায়গা অধিগ্রহণের লক্ষ্যে জেলা হুকুম দখল কর্মকর্তা নোটিস জারি করেন। এরপর থেকে সেখানে কয়েক যুগ ধরে বসবাসরত সংখ্যালঘু পরিবারদের মধ্যে উচ্ছেদ আতঙ্ক বিরাজ করছে। এখানকার অধিবাসীদের কয়েকজন জানান, তাঁরা এই সম্পত্তির মূল মালিক না হলেও বংশ পরম্পরায় বসবাসের পর এখন তাঁরা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবেন। জমি অধিগ্রহণের নোটিস জারির পর সংখ্যালঘু পরিবারগুলোর পক্ষ থেকে জেলা প্রশাসন, পৌর কর্তৃপক্ষ ও চেম্বার বরাবর আবেদনে ঐ স্থানে চেম্বার ভবন নির্মাণ না করার অনুরোধ জানান হয়। এ ছাড়া সংখ্যালঘুরা একাধিক স্থানীয় পত্রিকায় এ বিষয়ে তাদের বক্তব্য ও আবেদন প্রকাশ করছে। জুলাই মাসে প্রধানমন্ত্রীর বগুড়া সফরের সময় এ বিষয়ে আবেদন জানানো হয়। এ ব্যাপারে বগুড়ার ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক বিস্তারিত কিছু না বলে জানিয়েছেন, বিষয়টি পূর্বের জেলা প্রশাসকের সময় জেলার ভূমি বরাদ্দ সংক্রান্ত কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। আর জেলা হুকুম দখল কর্মকর্তা আহম্মেদ উল্লাহ, ধরেরবাড়ির জায়গা অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে মামলা থাকার কথা স্বীকার করে বলেছেন, এ ক্ষেত্রে ভূমি অধিগ্রহণে কোন বাধা নেই। চেম্বারের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ সরকারি কাজ কিনা সে বিষয়ে কোন স্পষ্ট কোন মন্তব্য পাওয়া না গেলেও ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা জানিয়েছেন তাঁরা বিষয়টি চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ে পাঠাবেন। তিনি আরও জানান, যে জায়গা অধিগ্রহনের জন্য নোটিস দেয়া হয়েছে তাতে মন্দিরের কোন ক্ষতি হবে না। আর এ বিষয়ে ঐ স্থানে বসবাসকারীরা জানান, সেবায়েত ও পূজা অর্চনার লোকজন উচ্ছেদ করা হলে মন্দিরে কে যাবে। অপর দিকে বগুড়া চেম্বারের সভাপতি ফজলুর রহমান পাইকার জানান, রাস্তা সম্প্রসারণের কাজে শহরের ঝাউতলাস্থ চেম্বারের বর্তমান ভবন ক্ষতিগ্রস্ত ও এর বৃহৎ পরিসরে ভবন নির্মাণ আবশ্যক হয়ে পড়ায় জেলা প্রশাসনের কাছে আবেদন করা হয়েছিল। ব্যবসায়ীদের সুবিধার জন্যই চেম্বারের নতুন ভবন নির্মাণ করা হবে। তিনি আরও জানান, ধরেরবাড়ির সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ, মামলা ও একাধিক জাল দলিল থাকার কথা তিনি শুনেছেন। এছাড়া ধরেরবাড়ি সংলগ্ন শহীদ জিয়াউর রহমান শিশু হাসপাতালের (নির্মাণাধীন) পিডির দায়িত্বে থাকা ক্ষমতাসীন দলের নেতা ও চেম্বারের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য মনজুরুল হক মঞ্জু জানান, ধরেরবাড়ি সম্পত্তির আরও ১৪ শতক জায়গা শিশু হাসপাতালকে দেয়ার জন্য জেলা প্রশাসনের কাছে প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। সেখানে হাসপাতালের কোয়ার্টার নির্মাণ করা হবে। তিনি আরও জানান, ঐ জায়গায় বসবাসকারীদের কোন বৈধ কাগজ নেই তাই তারা বিষয়টি জটিল করার চেষ্টা করছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৬ আগস্ট ২০০৫

(২৭৬৪)
নড়াইলে সংখ্যালঘুদের বাড়িতে একের পর এক ডাকাতি

সাজেদ রহমান, যশোর/রিফাত-বিন-তুহা, নড়াইল ঃ নড়াইলের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাড়িতে একের পর এক ডাকাতি হচ্ছে। গত দুই মাসে প্রায় ৫০ সংখ্যালঘুর বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে। গত সংসদ নির্বাচনের আগে এ রকম বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাড়িতে ডাকাতি হতো। বিশেষ উদ্দেশ্যে এভাবে ডাকাতি করা হচ্ছে বলে এলাকার মানুষ ধারণা করছে। গত ২০ জুলাই সদরের রায়খালী গ্রামের বাবুরাম তরফদার, তুষার তরফদার ও ক্ষীতিশ দত্তের বাড়িতে ডাকাতি হয়। এ সময় ডাকাতদের হাতে আহত হয় ৩ জন। এ ঘটনার কয়েক দিন আগে ডাকাতি হয় কালিয়ার পুরুলিয়া গ্রামের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক অনীল চক্রবর্তী, রতন রায়, আনন্দ স্বর্ণকার, নারায়ণ দাস এবং চাঁচুড়ীর অর্জুন বিশ্বাসের বাড়িতে ডাকাতদের হাতে আহত হন অনীল চক্রবর্তী। বর্তমানে গ্রামের মানুষ রাত জেগে পাহারা দিচ্ছে। ৭ জুলাই কালিয়ার নলামারা গ্রামে এক রাতে ৮ বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে। পুলিশ পরিচয়ে তারা প্রথমে যোগেশের স্ত্রী শ্যামলী রাণী ডাকাতদের গুলিতে প্রাণ হারান। পরে ৮ বাড়িতে ডাকাতি করে। গ্রামবাসী পরে একতা হয়ে চিৎকার করলে ডাকাতদের গুলিতে আহত হয় রাজিব, সুখেন দে, সুমিত্রাসহ ১০ জন। ১৫ জুন রাতে নড়াইলের সদরের ডহররামসিধি গ্রামে নিখিল বিশ্বাস, বিমল বিশ্বাস ও পরিমল বিশ্বাসের বাড়িতে ডাকাতি হয়। ৭ জুন ডাকাতি হয় অনিমেষ বিশ্বাসের বাড়িতে। ৩ জুন ডাকাতি হয় কালিয়ার পুরোলী গ্রামের মিন্টু সাহার বাড়িতে। ডাকাতদের গুলিতে মিন্টু সাহা গুরুতর আহত হয়। ২ জুন বড়কালিয়ার মুদি ব্যবসায়ী স্বপনের বাড়িতে ডাকাতি হয়। ডাকাত দল ডাকাতির পাশাপাশি বাড়ির সবাইকে বেদম মারপিট করে। লুট করে নিয়ে যায় ৫০ হাজার টাকার মালামাল। স্বপনের বাড়ির লোকজন বলেন, ডাকাতির সময় চিৎকার না করলেও ডাকাত দল বাড়িতে প্রবেশ করে সবাইকে ব্যাপক মারপিট করে। ১ জুন কালিয়ার গাছবাড়িয়া গ্রামের এ্যাডভোকেট ননী ঘোষ, সুখেন ঘোষ, বিনয় ঘোষ ও অনুপম

ঘোষের বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে। এসব বাড়ি থেকে কয়েক লাখ টাকার মালামাল লুট হয়েছে। এ ছাড়া ডাকাতি হয়েছে নড়াইল রূপগঞ্জ বাজারের বৈদ্য সাহা, পলাশ মালাকারের দোকানে। এই দুই দোকান থেকে প্রায় ২০ লাখ টাকার মালামাল লুট হয়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৬ আগস্ট ২০০৫

(২৭৬৫)
নবাবগঞ্জে সংখ্যালঘুদের মার্কেট দখলের পাঁয়তারা করছে প্রভাবশালী মহল

নবাবগঞ্জ (ঢাকা) প্রতিনিধি ঃ ঢাকার নবাবগঞ্জ উপজেলার কোমরগঞ্জ গ্রামে সংখ্যালঘুদের একটি মার্কেট দখল করার পাঁয়তারা করছে স্থানীয় একটি প্রভাবশালী চক্র। বৃহস্পতিবার তারা মার্কেট দখলের লক্ষ্যে হামলা চালায়।

স্থানীয় একাধিক সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার কোমরগঞ্জ গ্রামে সংখ্যালঘুদের মার্কেট প্রকাশ্য দিবালোকে আগলা চৌকিঘাটার আবুল মিয়ার ছেলে মাসুদের নেতৃত্বে দখলের পাঁয়তারা চালায়। এ সময় সন্ত্রাসীরা পাঁচটি দোকান ভেঙে গুড়িয়ে দেয়। ২০/২৫ জনের সন্ত্রাসী গ্রুপ সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা চালিয়ে মহিলাসহ চারজনকে আহত করে। সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালিয়ে সংখ্যালঘুদের এলাকা ছাড়া ও প্রাণে মারার হুমকি দেয় বলেও অভিযোগ রয়েছে। মার্কেটের মালিক গোবিন্দ ও মনীন্দ্র রাজবংশী জানান, তারা ওয়ারিশ সূত্রে মালিকানা পেয়ে কয়েক যুগ ধরে সম্পত্তি ভোগদখলে রয়েছে। এলাকার প্রভাবশালীর ছত্রছায়ায় মাসুদ দীর্ঘদিন ধরে ১৫/১৬টি দোকানঘর দখলের জন্য বিভিন্নভাবে ভয়ভীতি দেখিয়ে আসছে।

এ ব্যাপারে মাসুদ জানান, ক্রয় সূত্রে তিনি দোকানঘর ভোগদখল করে আসছেন। মার্কেট সংস্কারের জন্য কাজে হাত দিলে এ সমস্যার সৃষ্টি হয়। দোকানের ভাড়াটিয়ারা জানান, তারা হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছ থেকে দোকান ভাড়া নিয়ে ব্যবসা চালাচ্ছেন।

এ ব্যাপারে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মনীন্দ্র রাজবংশী বলেন, এখানে মাসুদের কোন সম্পত্তি নেই। এছাড়া কোন ওয়ারিশ তাদের কাছে সম্পত্তি বিক্রি করেনি। তারা জোর করে মার্কেট দখল করার চেষ্টা করছে। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত থানায় মামলা করার প্রস্তুতি চলছে।

যুগান্তর, ৬ আগস্ট ২০০৪

(২৭৬৬)
কুলাউড়ায় আদিবাসী পল্লীতে চরম আতঙ্ক
বন বিভাগের উচ্ছেদ অভিযান

কুলাউড়া (মৌলভীবাজার) প্রতিনিধি ঃ নতুন চৈতলা আদিবাসী পল্লীতে বুধবার বহিরাগত সশস্ত্র লোকজন নিয়ে বন বিভাগের ব্যাপক তাণ্ডবের পর কুলাউড়ার পাহাড়ি এলাকার সব আদিবাসী পল্লীতে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। বন বিভাগের লোকজনের আবারো হামলার আশঙ্কায় বেশির ভাগ আদিবাসী পল্লী এখন জনশূন্য। ২-৩টি আদিবাসী পল্লীর লোকজন একত্র হয়ে সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন বলে জানা গেছে। বন বিভাগ জানিয়েছে, কুলাউড়ার পাহাড়ি এলাকায় নিজস্ব ভূমিতে খাসিয়াদের পান লাগানোর বিরুদ্ধে তাদের চলমান অভিযান অব্যাহত থাকবে। ফলে কুলাউড়ার গহিন অরণ্যে অবস্থানরত কয়েক হাজার খাসিয়া-গারো আদিবাসী নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়েছেন।

বুধবার দুইটি হাতি ও কয়েকশ' সশস্ত্র লোক নিয়ে কুলাউড়ার নতুন চৈতলা পান পুঞ্জিতে ব্যাপক তাণ্ডব চালিয়ে খাসিয়াদের লাগানো শতাধিক একর জমির প্রায় ৫ লাখ টাকার গাছ ও পান কেটে নেয় বন বিভাগ। এই সময় ৩৫টি আদিবাসী পরিবারের দুই শতাধিক নারী-পুরুষ-শিশু পার্শ্ববর্তী পুঞ্জিগুলোতে গিয়ে আশ্রয় নেয়।

বুধবার হামলা ও পান গাছ কেটে নেওয়ার ব্যাপারে বন বিভাগের বিরুদ্ধে মামলার প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে খাসিয়ারা। মৌলভীবাজার আদালতে আজ এ মামলা দায়ের করা হবে বলে জানা গেছে।

সমকাল, ৬ আগস্ট ২০০৫

(২৭৬৭)
বরিশালে খ্রীস্টান পল্লীতে হামলা
মামলার বাদিনীর স্বামীকে অপহরণ

বরিশাল, ৬ আগস্ট, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বরিশালের কাশিপুর খ্রীস্টান পল্লীর ৪ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদলের ক্যাডারদের অগ্নিসংযোগ, নির্যাতন ও ভাংচুরের ঘটনায় দায়ের মামলার বাদী পাপড়ির স্বামী বাদলকে অপহরণ করা হয়েছে। শুক্রবার সকালে বাদল তার বাসা থেকে বের হয়। গভীর রাত পর্যন্ত বাসায় না ফিরলে বাদলের স্ত্রী পাপড়ি শনিবার কোতোয়ালি থানায় অপহরণের অভিযোগ দায়ের করেন। শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত তার খোঁজ পাওয়া যায়নি। ফলে পুলিশ এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে খ্রীস্টান পল্লীর মোতালেব ও বিপ্লবকে আটক করে। বিপ্লবকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ শেষে পুলিশ ছেড়ে দেয়। ২৪ জুলাই খ্রীস্টান পল্লীর স্কুলপড়ুয়া ছাত্রী টুম্পাকে উত্যক্ত করার প্রতিবাদের জের ধরে ছাত্রদল ক্যাডাররা খ্রীস্টান পল্লীর টুম্পার মামার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসহ ৪ দোকানে অগ্নিসংযোগ ও ভাংচুর করে। এ সময় বাদলের ফার্নিচারের দোকানটি তছনছ করা হয়। পরের দিন বাদলের স্ত্রী বাদী হয়ে দোকানে অগ্নিসংযোগের কারণে কোতোয়ালি থানায় মামলা দায়ের করেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৭ আগস্ট ২০০৫

(২৭৬৮)
মান্দায় হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান কল্যাণ ফ্রন্ট নেতার ওপর হামলার বিচার দাবি

প্রতিনিধি, নওগাঁ ঃ নওগাঁর মান্দায় গত ৩০ জুলাই রাতে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান কল্যাণ ফ্রন্টের জেলা কমিটির সদস্য ও মান্দা উপজেলা কমিটির উপদেষ্টা কার্তিক চন্দ্র সরকারের ওপর সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদ করেছে কল্যাণ ফ্রন্টের জেলা আহ্বায়ক মনোজিৎ কুমার সরকার ও যুগ্ম আহ্বায়ক বিনয় কুমার সরকার। তারা সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার ও বিচারের দাবি জানান।

সংবাদ, ৭ আগস্ট ২০০৫

(২৭৬৯)
এবার হামলা প্রতিরোধের শপথ নিয়েছে কুলাউড়ার খাসিয়া আদিবাসীরা

কুলাউড়া (মৌলভীবাজার) প্রতিনিধি ঃ সশস্ত্র লোকজন নিয়ে বন বিভাগের দফায় দফায় হামলা-মামলা-লুটপাট ও হুমকির ঘটনায় ক্ষোভের আগুন জ্বলছে কুলাউড়ার আদিবাসী পল্লীগুলোতে। এখন থেকে আর মার খেতে রাজি নন কুলাউড়ায় বসবাসরত ১৫ হাজার খাসিয়া-গারো আদিবাসী। শনিবার রাতে এই এলাকার আদিবাসীরা এক সভায় মিলিত হয়ে এ

শপথ নিয়েছেন। পরে বন বিভাগসহ যে কোনো মহলের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড তারা সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধ করবেন।

কুলাউড়ার পুঁটিছড়া খাসিয়া পুঞ্জিতে শনিবার সন্ধ্যার পর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এই সভায় কুলাউড়ার অন্তত ৩২টি আদিবাসী পল্লীর প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন মুড়াইছড়া খাসিয়া পুঞ্জির মন্ত্রী (হেডম্যান) অনিল ইয়ং ইয়ুং। ইকোপার্কবিরোধী আন্দোলনসহ আদিবাসীদের অধিকার আদায়ের বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামে নেতৃত্বদানকারী এই বর্ষীয়ান আদিবাসী নেতা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, আমরা এই দেশের নাগরিক। ভোটার তালিকায়ও আমাদের নাম আছে। এই মাটি আমাদের মা। আমাদের ফসল যদি না থাকে তবে আমরা কি খেয়ে বাঁচব। তাই না খেয়ে মরার চেয়ে প্রয়োজনে এখন থেকে সংগ্রাম করে মরাই ভালো।

সমকাল, ৮ আগস্ট ২০০৫

(২৭৭০)
কুলাউড়ায় পানপুঞ্জিতে বন বিভাগের অভিযান
পাঁচ দিনেও আদিবাসীরা ঘরে ফিরতে পারেননি, আবার উচ্ছেদ আতঙ্ক

কুলাউড়া (মৌলভীবাজার) প্রতিনিধি ঃ কর্মধা ইউনিয়নের নয়া চৈলতা পানপুঞ্জিতে গত বুধবার বন বিভাগের অভিযানের পাঁচ দিন পরও পুঞ্জির আদিবাসীরা তাদের বাড়িঘরে ফিরতে পারেনি। বন বিভাগ আবারও উচ্ছেদ অভিযান চালাতে পারে-এ আশঙ্কায় আদিবাসী খাসিয়ারা অন্য পুঞ্জিতে আশ্রয় নিয়েছেন। নয়া চৈলতা পানপুঞ্জির পার্শ্ববর্তী ১০টি পানপুঞ্জির প্রায় ১০ হাজার গারো খাসিয়াও বন বিভাগের উচ্ছেদ আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন।

গত রোববার নয়া চৈলতা পানপুঞ্জির (গ্রাম) হেডম্যান ওয়েল খাসিয়া বাদী হয়ে বন বিভাগের বিরুদ্ধে মৌলভীবাজার আদালতে স্বত্ব মামলা ও একটি ফৌজদারি মামলা করেছেন। এর আগে মৌলভীবাজার জেলা প্রশাসনের নির্দেশে কুলাউড়ার ভারপ্রাপ্ত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি) রিপন চাকমা গত শনিবার নয়া চৈলতা পানপুঞ্জির আদিবাসীদের বর্তমান অবস্থা ও বন বিভাগের অভিযানে কী ক্ষতি হয়েছে তা তদন্ত করে জেলা প্রশাসনকে জানিয়েছেন।

স্থানীয় আদিবাসী নেতা অনিল খাসিয়া ও পুঞ্জির হেডম্যান ওয়েল জানান, গত বুধবার বন বিভাগ ও বাঙালিদের অভিযানের পর এলাকার আদিবাসী পল্লীগুলোতে এখন উচ্ছেদ আতঙ্ক বিরাজ করছে। অনেক পানপুঞ্জির প্রবেশপথে পাহারা বসানো হয়েছে।

স্থানীয় সূত্র জানায়, গাজীপুর বন বিভাগের রেঞ্জ কর্মকর্তা খায়রুল আনাম খাসিয়াদের উচ্ছেদ করে সেখানে স্থানীয় বাঙালিদের বৃক্ষ রোপণের জন্য (সামাজিক বনায়ন) লিজ দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে বন বিভাগের অভিযানে বাঙালিদের শরিক করেছেন। ফলে এলাকায় বাঙালি ও খাসিয়ারা এখন মুখোমুখি অবস্থানে। খাসিয়ারা জানান, গত শনিবার বাঙালিরা রেলকুমা ও ভেলুয়া পানপুঞ্জিতে উচ্ছেদের জন্য গেলে সেখানে এসি (ল্যান্ড) ও পুলিশের টের পেয়ে তারা চলে আসে।

নয়া চৈলতা পুঞ্জির ইন খাসিয়া গত রোববার মৌলভীবাজার ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে গাজীপুর রেঞ্জ কর্মকর্তা খায়রুল আনামের বিরুদ্ধে ১ লাখ টাকা চাঁদা দাবির মামলা করলে আদালত কুলাউড়া থানার ওসিকে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন।

রেঞ্জ কর্মকর্তা খায়রুল আনাম এ অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, এটা বন বিভাগের ভূমি উদ্ধারের চলমান অভিযান। এ অভিযান চালু থাকবে।

প্রথম আলো, ৯ আগস্ট ২০০৫

(২৭৭১)
আদিবাসী তরুণীর ভাসমান লাশ নিয়ে রাঙামাটিতে রহস্য

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাঙামাটি ঃ আদিবাসী এক তরুণীর লাশ নিয়ে রাঙামাটি শহরে রহস্যের সৃষ্টি হয়েছে। গতকাল সোমবার লাশটি কাপ্তাই হ্রদ থেকে উদ্ধার করা হয়। তরুণীর বয়স ২০-২৫ বছর হবে বলে পুলিশ ধারণা করছে। তার পরনে হলুদ রঙের টি-শার্ট ও জিনস প্যান্ট পাওয়া গেছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গতকাল দুপুরে রাঙামাটি পৌরসভার চক্রপাড়া এলাকায় কাপ্তাই হ্রদে লাশ ভাসতে দেখে লোকজন পুলিশকে খবর দেন। বিকেলে পুলিশ লাশটি উদ্ধার করে শহরের শিল্পকলা একাডেমীর পাশের ঘাটে নিয়ে যায়। সেখানে প্রচুর লোক লাশ দেখতে যান। কিন্তু কেউ তরুণীকে চিনতে পারেননি।

তরুণী রাঙামাটি শহরের বাসিন্দা হলে কেউ না কেউ চিনতে পারতেন। তার পোশাক দেখে কেউ গ্রাম থেকে আসা বলেও ভাবতে পারছেন না। রোববার রাতে অথবা গতকাল ভোরের দিকে তিনি আত্মহত্যা করেছেন অথবা তাকে হত্যা করা হয়েছে বলে পুলিশ ধারণা করছে।

কেউ চিনতে না পারায় পুলিশ লাশটি সন্ধ্যায় রাঙামাটি সদর হাসপাতালে নিয়ে যায়। আজ মঙ্গলবার ময়নাতদন্ত হবে। ময়নাতদন্ত না হওয়া পর্যন্ত এটি আত্মহত্যা না হত্যাকাণ্ড তা বলা যাবে না বলে হাসপাতাল সূত্র ও পুলিশ জানিয়েছে। গতকাল সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে যোগাযোগ করা হলে কোতায়ালি থানা থেকে জানানো হয়, এ ব্যাপারে একটি অপমৃত্যুর মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।

প্রথম আলো, ৯ আগস্ট ২০০৫

(২৭৭২)
চাঁদা না পেয়ে চাঁদপুরে সংখ্যালঘুর বিয়ের অনুষ্ঠানে হামলা

চাঁদপুর, ৯ আগস্ট সংবাদদাতা ঃ সন্ত্রাসীদের দাবিকৃত চাঁদা না দেয়ায় সংখ্যালঘু এ সম্প্রদায়ের বিয়ে বাড়ির অনুষ্ঠান পণ্ড করে দিয়েছে সন্ত্রাসীরা। এ ঘটনায় সংশ্লিষ্ট থানায় মামলা হলে পুলিশ লতিফ দেওয়ান নামে এক সন্ত্রাসীকে সোমবার আটক করে আদালতে সোপর্দ করেছে। এ ঘটনাটি ঘটেছে হাইমচর উপজেলার ২ নং আলগী উত্তর ইউনিয়নের মহজমপুর গ্রামে।

ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির লোকজন ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, হাইমচরের মহজমপুর গ্রামের চিন্তাহরি সরকারের দ্বিতীয় মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠান ছিল গত ৬ আগস্ট শনিবার রাতে। ওইদিন রাত এগারোটায় স্থানীয় সন্ত্রাসী জহির কোতয়াল ও ফরিদ আহম্মেদ গাজীর নেতৃত্বে ৭/৮ জনের একটি সন্ত্রাসী দল চিন্তাহরির বাড়িতে গিয়ে তাঁর কাছে ৫ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে এবং চাঁদার টাকা না দিলে বিয়ের অনুষ্ঠান পণ্ড করে দেবে বলে হুমকি প্রদান করে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১০ আগস্ট ২০০৫

(২৭৭৩)
ফরিদপুরে এতিমখানার নামে সংখ্যালঘুদের খেলার মাঠ দখল ॥ বিক্ষোভ

ফরিদপুর, ৯ আগস্ট, সংবাদদাতা ঃ জেলার ভাঙ্গায় একটি খেলার মাঠ এতিমখানার নামে দখলের চেষ্টা চলছে। মাঠটি সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন ব্যবহার করত। এ ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। এই ঘটনার প্রতিবাদে এলাকাবাসী মঙ্গলবার ভাঙ্গা ও ফরিদপুর শহরে বিক্ষোভ মিছিল করে। পরে জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

জানা যায়, ভাঙ্গা উপজেলার চণ্ডিদাসদী সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায় অধ্যুষিত একটি গ্রাম। গ্রামসংলগ্ন নদীর তীরে একটি মাঠে যুবকরা খেলাধুলা করে। গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন খেলার মাঠসংলগ্ন নদীর পারে বিভিন্ন পূজা-পার্বণ করে এবং গ্রামের কেউ মারা গেলে তাকে নদীর তীরে দাহ করে।

পার্শ্ববর্তী দাড়িয়ার মাঠ গ্রামের দারুল উলুম একমাতুসুন্নাহ মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ এই মাঠের কিছু জায়গা কিছুদিন আগে জোর করে দখল করে। এতিমখানার নামে মাদ্রাসার ছাত্র ও শিক্ষকরা সেখানে ঘর তুলে বসবাস করতে থাকে। বর্তমানে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ মাঠ এবং আশপাশের জায়গাসহ মোট সাড়ে ৩ একর জায়গা লিজের জন্য জেলা প্রশাসকের কাছে আবেদন করেছে। মাদ্রাসা শিক্ষকরা বর্তমানে গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনকে পূজা পার্বণ করতে বাধা দিচ্ছে এবং মাঠের ওপর দিয়ে নদীতে যেতেও বাধা দিচ্ছে।

মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ খেলার মাঠ দখলের চেষ্টা করায় এলাকাবাসী ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। মঙ্গলবার সকালে ভাঙ্গার শতাধিক নারী-পুরুষ প্রথমে ভাঙ্গা শহরে পরে ফরিদপুর শহরে এসে বিক্ষোভ মিছিল করে। মিছিল শেষে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন ফরিদপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি এ্যাডভোকেট সুবল চন্দ্র সাহা, কমিউনিস্ট পার্টির ফরিদপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক লায়েকুজ্জামান।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১০ আগস্ট ২০০৫

(২৭৭৪)
২ এনজিও কর্মী হত্যা
ফরিদপুরে আজ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের মানববন্ধন

ফরিদপুর অফিস ঃ বোয়ালমারী উপজেলায় দু খ্রিস্টান এনজিও কর্মী হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার ও বিচার দাবি এবং ভাঙ্গা পৌরসভার চণ্ডিদাসী গ্রামের একটি খেলার মাঠ এতিমখানাকে ইজারা দেওয়ার চেষ্টার প্রতিবাদে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে শহরে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করবে।

বিকেল ৫টায় ফরিদপুর প্রেসক্লাবের সামনে এ মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হবে।

জানা গেছে, বোয়ালমারী উপজেলার ধোপাপাড়া গ্রামে গত ২৮ জুলাই রাতে দুষ্কৃতকারীরা বেসরকারি সংস্থা ক্রিশ্চিয়ান লাইফ বাংলাদেশের মাঠকর্মী লিপলাল মারান্ডি ও তপন কুমার রায়কে কুপিয়ে হত্যা করে। দু সপ্তাহ পার হলেও পুলিশ হত্যার কারণ উদঘাটন বা এর সঙ্গে জড়িত কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি।

এ ছাড়া ভাঙ্গা পৌরসভার চণ্ডিদাসী গ্রামের নদী-সংলগ্ন একটি খেলার মাঠ একমাতুচ্ছুন্নাহ এতিমখানার কাছে ইজারা দেওয়ার জন্য একটি মহল পাঁয়তারা করছে। খেলাধুলা ছাড়াও ওই মাঠটি পূজা-অর্চনাসহ বিভিন্ন ধর্মীয় কাজেও ব্যবহার হয়ে আসছে। মাঠটি ইজারা না দিতে এলাকাবাসী গত মঙ্গলবার জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি দেন।

প্রথম আলো, ১১ আগস্ট ২০০৫

(২৭৭৫)
বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্ট বার এসোসিয়েশনের সভাপতি মাহবুবে আলমের উল্লাপাড়ায় পূর্ণিমার পরিবারের সাথে সাক্ষাত

উল্লাপাড়া প্রতিনিধি ঃ বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্ট বার এসোসিয়েশনের সভাপতি সাবেক অতিরিক্ত এ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম গত ৫ আগস্ট সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় আলোচিত পূর্ণিমা রানী শীলের বাবা অনিল শীলের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেছেন।

তিনি উল্লাপাড়া শহরের বৈরাগীপাড়া মহল্লায় একটি ভাড়া বাসায় বসবাস করা ওই পরিবারের সদস্যদের সমবেদনা জানান। এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন আওয়ামী আইনজীবী পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এ্যাড. আব্দুল আলীম জুয়েল, সাবেক সাংসদ আব্দুল লতিফ মির্জা, সিরাজগঞ্জ জেলা আওয়ামী আইনজীবী পরিষদের সভাপতি এ্যাড. আব্দুর রহিম ও সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. জাহিদ হোসেন, স্থানীয় পৌরসভা চেয়ারম্যান এ্যাড. মারুফ বিন হাবিব, এ্যাড. আব্দুল ওয়াহাব প্রমুখ।

মাহবুবে আলম পূর্ণিমা ও তার মায়ের সাথে কিছু সময় কথা বলে তাদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানেন। তিনি পূর্ণিমার মায়ের হাতে ব্যক্তিগত তহবিল থেকে নগদ ২০ হাজার টাকা ও কাপড় সামগ্রী তুলে দেন।

মাহবুবে আলম বলেন, ২০০১ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর পূর্ণিমার পরিবার গৌরব হারিয়েছে। অথচ জোট সরকার নির্যাতিত পূর্ণিমার পাশে না দাঁড়িয়ে নির্যাতনকারীদের রক্ষা করার চেষ্টা করছে। পূর্ণিমা ধর্ষণের কোনও বিচার হয়নি, বিচার যেন না হয় সেজন্য সরকার উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে কিছু নিরপরাধ লোককে আসামী করেছে। এতে করে পূর্ণিমা ধর্ষণের মূল আসামীরা রেহাই পেয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি পূর্ণিমার বাবা মারা গেছেন।

২০০১ সালের ২ অক্টোবর উল্লাপাড়া কলেজ ছাত্রী পূর্ণিমা শীলকে প্রতিহিংসা পরায়ন হয়ে জোট কমর্থকরা অপহরণ ও ধর্ষণ করে। এ ঘটনায় পূর্ণিমার পরিবার উল্লাপাড়া থানায় মামলা দায়ের করেন। পুলিশ দু'দফা চার্জশিট দাখিল করে। সম্পূরক চার্জশিটের নামে পুলিশ পূর্ণিমাকে সহায়তা দানকারীদের নামে অভিযোগ আনয়ন করে। নির্বাচনের কয়েকদিন পর জোট সরকার ক্ষমতা গ্রহণের প্রাক্কালে পূর্ণিমা ধর্ষণের ঘটনায় দেশব্যাপী আলোচনার ঝড় ওঠে। এ্যাডভোকেট মাহবুবে আলম পূর্ণিমার পাশে বিত্তবানদের সাহায্য করার জন্য আহ্বান জানান।

এর আগে এ্যাড. মাহবুবে আলম সিরাজগঞ্জ শহরের এ্যাডভোকেট আব্দুর রহমান রানার বাসায় সাংবাদিক ও আইনজীবীদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন।

আজকের কাগজ, ১১ আগস্ট ২০০৫

(২৭৭৬)
সংখ্যালঘু নির্যাতকদের শাস্তি চাই ॥ আমিন চেয়ারম্যানের গ্রেপ্তার দাবি চট্টগ্রামে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের মানববন্ধন

চট্টগ্রাম অফিস ঃ বাঁশখালী সাধনপুরে ধর্মীয় সংখ্যালঘু একই পরিবারের ১১ জনকে পুড়িয়ে হত্যার মূল হোতা হিসেবে চিহ্নিত, বিএনপি নেতা ও কালীপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান আমিনুর রহমান চৌধুরীকে অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবিতে এবং মীরসরাইয়ে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি বেদখলের পাঁয়তারা, সীতাকুণ্ডের সলিমপুরে জেলেদের ওপর হামলা, ফরিদপুরে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ২ এনজিওকর্মী খুনসহ ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নির্যাতন-নিপীড়নের মাধ্যমে দেশত্যাগে বাধ্য করার প্রতিবাদে গতকাল বৃহস্পতিবার চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবের সামনে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ এক বিশাল মানববন্ধনের আয়োজন করে।

মানববন্ধনে সাবেক আইন পরিষদ নেতা ও মাস্টারদা সূর্যসেনের অন্যতম সহযোগী বিপ্লবী বিনোদ বিহারী চৌধুরীসহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের নারী-পুরুষ যোগ দেন। সমাবেশে বক্তারা বলেন, বর্তমান জোট সরকার যদি মনে করে যে, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন-নিপীড়ন করে, তাদেরকে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করে, দেশত্যাগে বাধ্য করে ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে পারবে তাহলে তারা বোকার স্বর্গে বাস করছে। এ দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা যদি এভাবে নির্যাতনের শিকার হতে থাকে আর সরকার ও প্রশাসন তাতে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ না নেয় তাহলে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হবে। বক্তারা এ দেশের মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের প্রগতিশীল সচেতন জনগণকে সঙ্গে নিয়ে অবিলম্বে সব ধরনের ধর্মীয় বৈষম্য, নির্যাতন, নিপীড়ন বন্ধ ও দুষ্কৃতকারীদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান। মানববন্ধন শেষে একটি প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ মিছিল বের হয়।

চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবের সামনে অনুষ্ঠিত এই দীর্ঘ মানববন্ধন প্রায় ১ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে অবস্থান করে সব ধরনের নিপীড়ন, নির্যাতন, অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। মানববন্ধন চলাকালে আরো বক্তব্য রাখেন ঐক্য পরিষদের নেতা ড. অধ্যাপক জিনবোধি ভিক্ষু, ফাদার জোসেফ জীবন গোমেজ, জাসদ নেতা ইন্দু নন্দন দত্ত, চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সহসভাপতি এডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মনতোষ বড়ুয়া, বর্তমান সহসাধারণ সম্পাদক এড. অশোক দাস, মানবাধিকার সংগঠক এড. রানা দাসগুপ্ত, মহিলা নেত্রী অধ্যাপিকা বিজয় লক্ষ্মী দেবী, ঐক্য পরিষদের নেতা তাপস হোড়, ছাত্র যুব ঐক্য পরিষদ নেতা এড. নিতাই প্রসাদ ঘোষ, মীরসরাই উপজেলা ঐক্য পরিষদ নেতা নুপুর ধর প্রমুখ।

বাঁশখালী উপজেলা বিএনপি নেতা আমিন চেয়ারম্যানের সন্ত্রাসী বাহিনীর হাতে পুত্রহারা ও ভিটেমাটি ছাড়া হোসনে আরাও যোগ দিয়েছিলেন গতকালের এই মানববন্ধনে। তিনি কান্নাজড়িত কণ্ঠে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় যা বললেন তার অর্থ দাঁড়ায়—আমার ছেলেকে খুন করিয়েছে আমিন চেয়ারম্যান, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে। বহদ্দারহাটে আমার আর এক ছেলেকে খুন করতে তার পালিত সন্ত্রাসী ইউনুসকে পাঠিয়েছে। গ্রেপ্তারকৃত ইউনুস এসব ঘটনার পিছনে কুখ্যাত আমিন চেয়ারম্যানের ষড়যন্ত্রের কথা র‍্যাব ও পুলিশকে স্পষ্ট করে বলেছে। কিন্তু এখনো পুলিশ আমিন চেয়ারম্যানকে গ্রেপ্তার করছে না। উল্টো চান্দগাঁও থানা পুলিশ আমাকে নানাভাবে হয়রানি করছে। আমি আমার পুত্র হত্যার বিচার চাই। আমার পরিবারের জীবন এখন হুমকির সম্মুখীন। আপনারা যেহেতু বাঁশখালী ১১ হত্যাকাণ্ডের অন্যতম অভিযুক্ত আমিন চেয়ারম্যানকে গ্রেপ্তারের দাবি জানাতে এসেছেন এখানে, তাই আমিও আজ এখানে সেই একই দাবিতে এসেছি, বিচার চাই আমি।

বাঁশখালীর সাধনপুরে ১১ হত্যার ঘটনায় ২০০৩ সালের ১৮ নবেম্বর আগুন লাগিয়ে দেওয়া ঐ ঘর থেকে লাফ দিয়ে পড়ে সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে যাওয়া বিমল শীল গতকাল এ প্রতিবেদককে জানান, আমরা তো ঘরের মধ্যে ছিলাম, তাই কিছু দেখতে পারিনি কারা আগুন দিয়েছে। কিন্তু সেদিন বহদ্দারহাটে গ্রেপ্তার হওয়া মোঃ ইউনুস তো সব কথা বলেছে। তাই এখন সে অনুযায়ী কেন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না? মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ক্লারেন্স গোমেজ শুধু প্রথম দিকে আমাদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন, তারপর আর কোনো খোঁজখবর নেননি। আমরা অসহায় আর নিরাপত্তাহীনভাবে দিন কাটাচ্ছি।

সাধনপুরের এ নৃশংস ঘটনায় নিহত তেজেন্দ্র শীলের পুত্র নির্মল শীলও এসেছিলেন গতকালের মানববন্ধনে যোগ দিতে। অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে তিনি এ প্রতিবেদককে বললেন, আমাদের মা, বাবা ভাইবোন এমনকি আমার ৪ দিনের শিশু ভাইপোকে পর্যন্ত জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হলো আজ প্রায় দুই বছর হতে চললো। কিন্তু আজ পর্যন্ত এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের কোনো বিচার পেলাম না আমরা। প্রাণের ভয়ে আমরা এখন নিজেদের ভিটেমাটিতে পর্যন্ত যেতে পারছি না। ঐ নৃশংস ঘটনার মূল হোতা, চেয়ারম্যান আমিনুর রহমান চৌধুরী মামলার তদন্ত কারী কর্মকর্তা এএসপি ক্লারেন্স গোমেজের গাড়িতে করে ঘুরে বেড়ায় বলে শুনেছি। সেদিন যে ইউনুস ধরা পড়েছে সেই তো বলে দিলো আমিন চেয়ারম্যান এ হত্যাকাণ্ডের মূল পরিকল্পনাকারী ও নির্দেশদাতা। তারপরও কেন মূল আসামিকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না বুঝতে পারছি না।

ভোরের কাগজ, ১২ আগস্ট ২০০৫

(২৭৭৭)
ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও আদিবাসীদের ওপর নির্যাতন বন্ধের আহ্বান হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সমাবেশ

কাগজ প্রতিবেদক ঃ ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ওপর নির্যাতন বন্ধের আহ্বান জানিয়ে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ গতকাল বৃহস্পতিবার দেশব্যাপী 'বৈষম্য ও নির্যাতনবিরোধী দিবস' পালন করে। কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর অংশ হিসেবে এদিন বিকালে রাজধানীর মুক্তাঙ্গনে এক সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের ঢাকা মহানগর কমিটির সভাপতি শ্যামচান মণ্ডলের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তৃতা করেন ঐক্য পরিষদের অন্যতম সভাপতি মেজর জেনারেল (অবঃ) সি আর দত্ত (বীরউত্তম), সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. নিমচন্দ্র ভৌমিক, এডভোকেট সুব্রত চৌধুরী, এডভোকেট পরিমল গুহ, প্রেমরঞ্জন দেব, এডভোকেট সত্যেন্দ্র চন্দ্র ভক্ত, শক্তিপদ ত্রিপুরা, পরিমল দে, এডভোকেট পরিমল বিশ্বাস, সুশান্ত বসু, ভাস্কর চৌধুরী, তাপস পাল, নির্মল চ্যাটার্জী, হরিচাঁদ মণ্ডল প্রমুখ।

সমাবেশে বক্তারা দেশব্যাপী ধর্মীয় ও ভাষাগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ওপর নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরে বলেন, সংখ্যালঘু নির্যাতন প্রতিরোধে রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন অপরিহার্য। তারা অভিযোগ করেন সাম্প্রদায়িক বিধিবিধান সংযোজিত করে সংবিধানকে কলুষিত করা হয়েছে। বক্তারা সংবিধানের ৫ম ও ৮ম সংশোধনী বাতিল এবং ১৯৭২ সালের সংবিধান পুনঃপ্রবর্তনের দাবি জানান। সমাবেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকে সকল অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্য গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়।

ভোরের কাগজ, ১২ আগস্ট ২০০৫

(২৭৭৮)
ঐক্য পরিষদে বক্তারা
ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নানাভাবে বঞ্চিত করা হচ্ছে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্যপরিষদ আয়োজিত সমাবেশে বক্তারা বলেছেন, জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নানাভাবে বঞ্চিত করা হচ্ছে। সারাদেশে আজ সাম্প্রদায়িক নির্যাতন চলছে।

গত বৃহস্পতিবার মুক্তাঙ্গনে বৈষম্য ও নির্যাতনবিরোধী দিবস পালনকালে আয়োজিত সমাবেশে বক্তারা একথা বলেন।

ঢাকা মহানগর ঐক্যপরিষদের সভাপতি শ্যামচাঁন মণ্ডলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্যপরিষদের সভাপতি মেজর জেনারেল (অব.) সিআর দত্ত বিরউত্তম, সাধরণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. নিমচন্দ্র ভৌমিক, এডভোকেট সুব্রত চৌধুরী, এডভোকেট পরিমল গুহ, প্রেমরঞ্জন দেব, এডভোকেট সত্যেন্দ্র চন্দ্র ভক্ত, শক্তিপদ ত্রিপুরা, পরিমল দে, এডভোকেট পরিমল বিশ্বাস, সুশান্ত বসু, ভাস্কর চৌধুরী, তাপস পাল, নির্মল চ্যাটার্জি, হরিচাঁদ মণ্ডল সুমন, রমেন মণ্ডল, এডভোকেট শ্যামল রায়, মতিলাল রায়, কিশোর মণ্ডল, রূপচাঁদ বিশ্বাস, রূপচাঁদ সরকার, জগৎ বন্ধু দাস প্রমুখ।

সমাবেশে ঐক্যপরিষদের নেতৃবৃন্দ সারাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের সীমাহীন নির্যাতন ও বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরে বলেন, সংখ্যালঘুদের ভূমি থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে, হত্যা করা হচ্ছে, ধর্ষণ করা হচ্ছে। সংবিধানকে সাম্প্রদায়িক বিধি-বিধানের সাহায্যে কলুষিত করা হয়েছে। বক্তারা সংবিধানের ৫ম ও ৮ম সংশোধনী বাতিল এবং ১৯৭২ সালের সংবিধান পুনঃপ্রবর্তনের দাবি জানান।

বক্তারা উত্তরাধিকারের বিধান সংযোজন করে অর্পিত সম্পতি প্রত্যর্পণ আইন বাস্তবায়ন করার দাবি করেন। এ ব্যাপারে সব গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক শক্তিগুলোকে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান। বক্তারা বলেন, যে চেতনা ও আদর্শের ভিত্তিতে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার পুনঃপ্রবর্তন ব্যতীত বাংলাদেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়।

সংবাদ, ১৩ আগস্ট ২০০৫

(২৭৭৯)
সংখ্যালঘুদের উচ্ছেদ করায় টাকা দেবে না ইউরোপীয় কমিশন

চিত্ত ঘোষ, দিনাজপুর থেকে ঃ দিনাজপুরের বড়দল আদর্শগ্রাম প্রকল্পের জন্য ইউরোপীয় কমিশন আর একটি ইউরোও বরাদ্দ দেবে না। ভূমিহীন মানুষকে অমানবিকভাবে উচ্ছেদ করে তাদেরই অর্থ সাহায্য দিয়ে সেই আদর্শগ্রাম প্রকল্প বাস্তবায়নের বিষয়টি জানতে পেরে প্রতিনিধিদলের সদস্যরা দারুণ অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। মানবাধিকার লঙ্ঘন করে এ প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ বাতিল করার জন্য তারা সরকারের কাছে সুপারিশ করবে।

দিনাজপুরের পার্বতীপুর উপজেলার ৭নং মোস্তফাপুর ইউনিয়নের বড়দল গ্রামের সরকারি খাসজমিতে বসবাসকারী ভূমিহীন ৬৫টি সংখ্যালঘু (হিন্দু-আদিবাসী-খ্রিস্টান) পরিবারের ৪ শতাধিক নারী-পুরুষ-শিশুকে ম্যাজিস্ট্রেট-পুলিশ ও সন্ত্রাসী বাহিনী দিয়ে উচ্ছেদ করে সেখানে আদর্শগ্রাম প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়। এ বিষয়ে সচিত্র প্রতিবেদন সংবাদসহ দেশের অন্যান্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ায় সংশ্লিষ্ট মহলে তোলপাড় সৃষ্টি হয়। বড়দলের উচ্ছেদ হওয়া পরিবারগুলোর দুঃখ-দুর্দশার সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশের পর গতকাল ১২ আগস্ট শুক্রবার সকাল ১০টায় নিরাপত্তা অবস্থার মধ্য দিয়ে কমিশন বাংলাদেশে ইউরোপীয় কমিশনের একটি প্রতিনিধিদল বড়দল পরিদর্শন করেন। রাষ্ট্রদূত এসকো কেনশিঙ্গকির নেতৃত্বে প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যরা হলেন ভূমি মন্ত্রণালয়ের আদর্শগ্রাম প্রকল্প-২-এর ইউরোপীয় প্রকল্প পরিচালক জুলিয়ান ফ্রান্সিস ও কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট বিশেষজ্ঞ উৎপল দত্ত। এছাড়াও পরিদর্শনের সময় তাদের সঙ্গে ছিলেন আঞ্চলিক পরিচালক (রংপুর) মোস্তাফিজুর রহমান, কারিতাস দিনাজপুরের আঞ্চলিক পরিচালক সন্তোষ সরেন, পার্বতীপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবিএম শরীফ উদ্দিন, দিনাজপুর বিশপ হাউজের কয়েকজন ফাদার।

প্রতিনিধিদলের প্রধান রাষ্ট্রদূত এসকো কেনশিঙ্গকিসহ অন্যসদস্যরা বড়দল গ্রামের উচ্ছেদ করে দেয়া প্রতিটি পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে তাদের দুঃখ-দুর্দশা ও সমস্যার কথা জানতে চান। এ সময় আদিবাসী ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের রাবন কিসকু, বিছামনি হেমরম, শুক্রা মাড্ডি, বাসন্তি হেমরম প্রতিনিধিদলকে জানান- গত ২২ জুন স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান মো. সামসুদ্দিন আহম্মেদ মণ্ডলের পোষ্য লাঠিয়াল বাহিনী ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ দিয়ে তাদের বসতবাটি ভেঙে মাটির সঙ্গে গুঁড়িয়ে দেয়। তারা গত ৪০/৫০ বছর ধরে সরকারি এ খাসজমিতে বসবাস করে আসছে। উচ্ছেদ হওয়া পরিবারের পক্ষ থেকে ইউরোপীয় কমিশনের প্রতিনিধিদলকে জানানো হয়- পুলিশ, ম্যাজিস্ট্রেট ও স্থানীয় চেয়ারম্যানের লাঠিয়াল বাহিনী দিয়ে তাদের বাড়িঘরের আসবাবপত্র, বাসনপত্র, ধান-চাল লুট করা হয়েছে। তাদের ব্যবহৃত জিনিসপত্র কাপড়-চোপড়সহ অন্যান্য জিনিসপত্র বাড়ি থেকে বের করে যেখানে-সেখানে ছুড়ে ফেলা হয়। তাদের প্রতি চালানো হয়েছে বর্বরোচিত-অমানবিক নির্যাতন। নারী ও শিশুদের প্রতিও চালানো হয়েছে নির্যাতন। ইউরোপীয় কমিশনের সদস্যরা যখন এসব বর্ণনা মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন তখন বর্ণনাকারীদের মধ্যে অনেকের অঝোরে কান্না কমিশনের সদস্যদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে।

সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত বড়দল গ্রাম পরিদর্শন শেষে ইউরোপীয় কমিশনের সদস্যরা উপস্থিত সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন। ইউরোপিয়ান প্রকল্প পরিচালক জুলিয়ান ফ্রান্সিস এ সময় 'সংবাদ'কে বলেন, ১৯৯১ সালে ইউরোপীয় কমিশন যেসব শর্ত সাপেক্ষে বাংলাদেশের দরিদ্র মানুষকে পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে আদর্শগ্রাম প্রকল্প বাস্তবায়নকল্পে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল বড়দল আদর্শগ্রাম প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকার সেই চুক্তির প্রথম শর্তটিই ভঙ্গ করেছে।

প্রতিনিধিদলের প্রধান এসকো কেনশিঙ্গকি বলেন, গত ৩ বছর ধরে আমি বাংলাদেশে অবস্থান করছি। আদর্শগ্রাম বাস্তবায়নের নামে বড়দলের ৬৫টি ভূমিহীন আদিবাসী ও সংখ্যালঘুদের বাড়িঘর ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়ার পাশাপাশি নারী-পুরুষের ওপরে যে বর্বরোচিত নির্যাতন চালানো হয়েছে, আমার কাছে মনে হয়েছে ২০০৫ সালের মধ্যে এটি সংখ্যালঘুদের ওপর বর্তমান সরকারের সবচেয়ে বড় মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা। এ অবস্থায় ইউরোপীয় কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে- আজ থেকে আর একটি ইউরোও বড়দল আদর্শগ্রাম প্রকল্পে ব্যয় করা হবে না। একই সঙ্গে আমরা সরকারকে সুস্পস্টভাবে বলতে চাই, দিনাজপুরের বড়দল আদর্শগ্রাম প্রকল্প বাতিল করা হোক। যে ৬৫টি ভূমিহীন পরিবারকে খাসজমি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে আবার তাদের সে জমিতে ক্ষতিপূরণসহ পুনর্বাসন করা হোক।

সংবাদ, ১৩ আগস্ট ২০০৫

(২৭৮০)
আদিতমারীতে সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর নির্যাতনের কাহিনী রূপকথার গল্পকেও হার মানায়

মাহসিনুল হক রতন, আদিতমারী থেকে ঃ প্রাণচাঞ্চল্য এক কিশোরী শোভা রানী। বয়স ১২'র কোঠা ছুঁই ছুঁই করছে। আগে সে নিয়মিত স্কুলে যেত, হেসে-খেলে বেড়াতো প্রতিনিয়ত। কিন্তু তার জীবনে বয়ে যাওয়া একটি ঝড়ো হাওয়া সবকিছুই যেন ওলোটপালট করে দিয়েছে।

এখন সে স্তব্ধ, কোনও কথাই যেন ঠিকমতো বলতে পারছে না। সবকিছুই সবার কাছে একটি রূপকথার গল্পের মতো।

শোভার বাড়ি লালমনিরহাটের আদিতমারী উপজেলার কমলাবাড়ী ইউনিয়নের বড় কমলাবাড়ী গ্রামে। তার বাবা দীনেশ চন্দ্র বর্মন। সে হাজীগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ে সপ্তম শ্রেণীতে পড়াশোনা করতো। শোভা রানী ও তার পরিবারের লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, এপ্রিলের ১/২ তারিখে স্কুল চলাকালীন সময়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কথা বলে নৈশ প্রহরি বকুল শোভাকে তার বাড়িতে ডেকে নিয়ে যায়। এরপর শোভাকে উপবৃত্তি দেওয়ার নাম করে তার কাছ থেকে পাঁচটি সাদা নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর করিয়ে নেওয়া ছাড়াও খাদিজা নামে আরেক ছাত্রীর অনুপস্থিতি দেখিয়ে খাদিজার নামেও নেওয়া হয় একই স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর। সেখানে শোভার ছবি উঠানো হয়। ওইদিনই বাড়ি ফিরে এসে মেয়েটি তার বাবাকে সব খুলে বললে তিনি ওই নৈশ প্রহরির সঙ্গে যোগাযোগ করলে তাকেও একই কথা জানানো হয়।

পরবর্তী সময়ে গত ৪ এপ্রিল নৈশ প্রহরি বকুল তার চায়ের দোকানের কর্মচারী তৈয়ব আলী (২৪)'র সঙ্গে শোভা রানীর স্বাক্ষর করে নেওয়া সাদা স্ট্যাম্প ও ছবি দিয়ে শোভার অনুপস্থিতিতে নোটারী পাবলিক লালমনিরহাটে তাকে মুসলিম ও বৈধ বিবাহের ঘোষণা দেওয়া হয়। এতে শোভার নাম পাল্টে নাম রাখা হয় খাদিজা বেগম।

এরপরই এই নাটক চতুর নৈশ প্রহরি বকুল ও প্রতারক তৈয়ব আলী এলাকার লোকজনের সামনে তুলে ধরে এবং শোভার পরিবারকে জানায়। এ ঘটনা শোনার পর পরিবারটি যেন দুমড়ে-মুচড়ে যায়। পরবর্তীতে স্থানীয় চেয়ারম্যান ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তির পরামর্শে শোভার বাবা আদিতমারী থানায় এ ব্যাপারে গত ২৪ জুলাই একটি এজাহার দায়ের করেন। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে পুলিশ এজাহারটি সাধারণ ডায়েরি হিসেবে গ্রহণ করে শোভার জবানবন্দি গ্রহণের জন্য গত ২৬ জুলাই লালমনিরহাটের প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে পাঠিয়ে জবানবন্দি নেওয়া হয়। এরপর থেকে মামলার আর তেমন কোনও অগ্রগতি নেই।

এদিকে শোভা রাণীর পরিবার থেকে মামলায় যাদের সাক্ষি করা হয়েছে তাদের আসামীরা অব্যাহতভাবে জানে মেরে ফেলার হুমকি দিয়ে যাচ্ছে। গত ১১ আগস্ট মামলার সাক্ষি মনির হোসেন অভিযোগ করে জানান, এই মামলার সাক্ষি হওয়ায় আসামীর লোকজন তাকে জানে মেরে ফেলার হুমকি দিচ্ছে। এমন অভিযোগ শোভা রানীর পরিবারেরও। তারা আরও অভিযোগ করেন, মামলাটি তুলে নেওয়ার জন্য হাজীগঞ্জ স্কুলের প্রধান শিক্ষক নুরুল ইসলামও তাদের হুমকি দিচ্ছেন। এ ব্যাপারে প্রধান শিক্ষক বলেন, হুমকি নয় আমি তাদেরকে সমঝোতার প্রস্তাব দিয়েছি।

আদিতমারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা হলে থানা থেকে জানানো হয় তিনি মিটিংয়ের জন্য লালমনিরহাট আছেন। এ ব্যাপারে থানার এএসআই সাজ্জাদ জানান, মামলার সকল প্রকার নথি স্যারের (ওসি'র) কাছে। তাকেই জিজ্ঞেস করুর তিনি ভালো বলতে পারবেন কি কারণে মামলা না নিয়ে সাধারণ ডায়েরি করা হয়েছে।

আজকের কাগজ, ১৪ আগস্ট ২০০৫

(২৭৮১)
ঠাকুরগাঁওয়ে আদিবাসী মহল্লায় হামলা ইউএনও অফিস ঘেরাও

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি ঃ ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার চণ্ডীপুর গ্রামে আদিবাসী মহল্লায় হামলা এবং গৌরী উরাও (৩৮) এর শ্লীলতাহানির প্রতিবাদে গতকাল রোববার সকাল ১১ টা থেকে ১২ টা পর্যন্ত দু'শতাধিক আদিবাসী নারীপুরুষ ইউএনও অফিস ঘেরাও করে। এ সময় ইউএনও মুহম্মদ হিরুজ্জামান ঘেরাওকারীদের সুষ্ঠ বিচারের আশ্বাস দিলে ঘেরাওকারীরা তাদের কর্মসূচি প্রত্যাহার করে। পরে তারা ইউএনওকে স্মারকলিপি পেশ করে।

উল্লেখ্য, গত ১২ আগস্ট চণ্ডীপুর গ্রামের জনৈক ফজলুল হক ও তার দলীয় সন্ত্রাসীরা সমারু উরাও এর স্ত্রী গৌরী উরাওকে ক্ষেত থেকে তুলে নিয়ে মধ্যযুগীয় কায়দায় নির্যাতন চালায় এবং শ্লীলতাহানি ঘটায়। এছাড়াও ফজলুল হক আদিবাসীদের গরু, ছাগল ও হাঁস মুরগি লুটপাট করে নিয়ে জবাই করে খায়। এ ব্যাপারে থানায় মামলা দেওয়া হলেও পুলিশ অজ্ঞাত কারণে নিরবতা পালন করে।

আজকের কাগজ, ১৫ আগস্ট ২০০৫

(২৭৮২)
সাদুল্যাপুরে ৮টি মূর্তি ভেঙে ঘরে অগ্নিসংযোগ করেছে দুর্বৃত্তরা

প্রতিনিধি গাইবানন্ধা ঃ জেলার সাদুল্যাপুর উপজেলায় গত শুক্রবার রাতে ফরিদপুর ইউনিয়নের মিরপুর গ্রামে কিছু উচ্ছৃঙ্খল লোক ৮টি মূর্তি ভাঙচুর ও মন্দিরে অগ্নিসংযোগ করেছে। জমিজমা সংক্রান্ত শত্রুতার জের ধরে এ ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গেছে। পুলিশ ও গ্রামবাসী জানায়, কিছু লোক ঐ রাতে গ্রামের জামিনি কান্ত বর্মণের বাড়ির মন্দিরে হামলা চালিয়ে ৮টি মূর্তি ভেঙে ফেলে তারা ঘরে রক্ষিত জিনিসপত্র তছনছ করে। পরে ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে তারা পালিয়ে যায়। আশপাশের লোকজন এসে আগুন নেভায়। জমিজমা সংক্রান্ত পূর্বশত্রুতার জের ধরে এ ঘটনা ঘটতে পারে বলে পুলিশ ধারণা করেছে। এ ব্যাপারে জামিনি কান্ত জানান, পূর্বশত্রুতার জের ধরে দুস্কৃতকারীরা এ ঘটনা ঘটিয়েছে। অথচ ঘটনাটি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার জন্য একটি মহল অপতৎপরতা চালাচ্ছে।

সংবাদ, ১৬ আগস্ট ২০০৫

(২৭৮৩)
রামপালের সেই নির্যাতিত ছবি রাণী বাঁচতে চান স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা

গৌরাঙ্গ নন্দী, খুলনা অফিস ঃ রামপালের সেই ছবি রাণী ভাল নেই। ২০০২ সালের ২১ আগস্ট স্থানীয় বিএনপির নেতাকর্মীরা তাঁকে অমানবিক নির্যাতন করার পরেও রেহাই দেয়নি। পদে পদে তাঁকে হেনস্থা করা হচ্ছে। তাঁকে নির্যাতন করা সংক্রান্ত মামলাটির বিচার কাজ শুরু হওয়ায় হেনস্থার মাত্রা বেড়ে গেছে। নারী পাচারকারী, নারীদের নিয়ে অর্থনৈতিক কাজে লিপ্ত থাকাসহ তাঁর নামে নানা অভিযোগ তুলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত বিভিন্ন বাহিনীর কাছে অভিযোগ দাখিল করা হচ্ছে। আর ব্যক্তিগতভাবে হুমকিধমকি, অপহরণ চেষ্টা তো আছেই। একদিকে সন্ত্রাসীদের নিরন্তর চাপ, অন্যদিকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিতদের

জিজ্ঞাসাবাদ— এই দুই চাপে পড়ে অসুস্থ পঙ্গুত্ববরণকারী ছবি রাণীর স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে। এই দম আটকানো পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পেতে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বরাবর তিনি আবেদন করেছেন। ঘটনার দিন বিএনপির নেতাকর্মী সংগঠকরা ছবি রাণীকে স্থানীয় বিএনপি কার্যালয়ে নিয়ে বেদম মারপিট করে। তাঁর চুল কেটে দেয়, উলঙ্গ করে ছবি তোলে, স্পর্শকাতর প্রতিটি অঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত করে। বিশেষ করে গোপনাঙ্গ, হিপজয়েন্ট, দুই পায়ের আঘাত ছিল গুরুতর। অমানবিক এই নির্যাতনে গোটা দেশ ছিঃ ছিঃ করে ওঠে। বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের সহায়তায় তাঁকে খুলনা ও ঢাকায় চিকিৎসা করানো হয়। তাঁর শরীরে একাধিক অস্ত্রপাচার করা হয়। এখনও তিনি স্বাভাবিতভাবে চলাফেরা করতে পারেন না। এই অমানবিক নির্যাতনের ঘটনায় ছবি রাণী নিজে বাদী হয়ে মামলা দায়ের করেন। আসামী করা হয় স্থানীয় বিএনপি নেতা মজনু রহমান, আবুল বাশার কাজী, তায়েব নূর, কামাল ইজারাদার, জামাল শিকারী, বজলুর রহমান, কাজী হুমায়ুন কবির হিমু, এমদাদুল হক, এমএ মান্নান, আলতাফ, মোস্তাফিজুর রহমান, কামাল শিকারী, আব্দুল ওহাব, মেঝে শিকদার, ইলি ফারাজী ও জিন্নাতকে। পুলিশ তদন্ত শেষে আবুল বাশার কাজীসহ ১৫ জনের নামে চার্জশীট দাখিল করে।

সরকারী দলের সঙ্গে যুক্ত থেকে চার্জশীটভুক্ত আসামী হওয়া কি কম কষ্টের কথা। সেই কষ্ট ভুলতে তারা পঙ্গু হয়ে যাওয়া ছবি রানীর ওপর নানাভাবে মানসিক পীড়ন করতে শুরু করে। মামলা প্রত্যাহার করে নিতে নানাভাবে ভয়ভীতি, হুমকিধামকি চলতে থাকে। একাধিকবার শারীরিক আক্রমণেরও চেষ্টা চালানো হয়। ছবি এসব ঘটনা জানিয়ে রামপাল থানায় একাধিক জিডি দাখিল করেছেন। ভীতি-শঙ্কার মুখে তিনি তাঁর ওড়াবুনিয়া গ্রামের বাড়ি ছেড়ে রামপাল সদরে এসে বসবাস করছেন। কিন্তু দুর্বৃত্তরা তাঁর পিছু ছাড়েনি। পঙ্গপালের মতো তাঁকে অনুসরণ করছে। মামলাটির সাক্ষ্য পর্ব শুরু হওয়ার দিন এগিয়ে আসায় আসামীরা আরও বেপরোয়া হয়ে পড়েছে। তারা একদিকে সাক্ষীদের ভয়ভীতি দেখিয়ে সাক্ষ্য না দেয়ার জন্য হুমকিধমকি অব্যাহত রেখেছে; অন্যদিকে ছবির নামে নানা ধরনের কুৎসা রটানো শুরু করেছে। বলা হচ্ছে, ছবি খারাপ মেয়ে। তিনি নারী পাচারকারী। নারীদের দিয়ে তিনি নানা অনৈতিক কাজ করান। চরমপন্থী, অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ রয়েছে। এসব অভিযোগ পুলিশের বিভিন্ন অফিস ছাড়াও র‍্যাবের কাছে করা হয়েছে। উপরন্তু ১ আগস্ট তাকে অপহরণের চেষ্টা করা হয়। এসব ঘটনায় নির্যাতিত অসুস্থ ছবি রাণী চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। তিনি তাঁর ও সাক্ষীদের জীবন ও সম্পদ রক্ষার দাবিতে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বরাবর আবেদন করেছেন। আইনী সহযোগিতা চেয়েছেন। প্রসঙ্গত, ছবি রাণীর মামলাটি হাইকোর্টের নির্দেশে খুলনার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনালে বিচার চলছে। অক্টোবরে এই মামলার সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হবে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৭ আগস্ট ২০০৫

(২৭৮৪)
নওগাঁর গ্রামে সংখ্যালঘুর বাড়িতে রাতভর তাণ্ডব বোমার আঘাতে মহিলাসহ ৫ জন আহত

রাজশাহী প্রতিনিধি ঃ গত সোমবার দিবাগত গভীর রাতে নওগাঁ জেলার মান্দা উপজেলার তেতুলিয়া ইউনিয়নের সিঙ্গা গ্রামে সন্ত্রাসীরা সংখ্যালঘু এক পরিবারের বাড়িতে তাণ্ডব চালিয়েছে। বেপরোয়া মারপিট ও বোমার আঘাতে গুরুতরভাবে আহত হয়েছে মহিলাসহ পরিবারের ৫ জন সদস্য। উচ্ছেদ করে ভিটেমাটি দখলের উদ্দেশ্যেই এই ন্যাক্কারজনক হামলার ঘটনা ঘটেছে বলে এলাকাবাসী মনে করছে। একই পরিবারে গত ৫ মাসে একইভাবে ৫ বার সন্ত্রাসী হামলা হলো। তবে গত সোমবারের হামলা ছিল ভয়াবহ। এই ঘটনার পর মান্দার বিভিন্ন গ্রামের সংখ্যালঘু পরিবারগুলোতে ব্যাপক আতংক ছড়িয়ে পড়েছে।

সরেজমিনে এলাকায় গিয়ে জানা গেছে, সোমবার দিবাগত রাত আনুমানিক সাড়ে ১২টার দিকে মান্দার তেতুলিয়া ইউনিয়নের সিঙ্গা গ্রামের নীরেন্দ্র নাথের বাড়িতে ২০/২৫ জনের একটি সশস্ত্র সন্ত্রাসী দল আকস্মিকভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে পরিবারের ঘুমন্ত সদস্যদের ওপর। সন্ত্রাসীরা বাড়িতে প্রবেশ করে আকস্মিকভাবে পর পর কয়েকটি বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। এসময় আতংকিত হয়ে পরিবারের কম বয়সী সদস্যরা বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়। বাকিরা সন্ত্রাসীদের প্রতিরোধের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয় এবং এই সুযোগে সন্ত্রাসীরা পরিবারের কর্তা নীরেন্দ্র নাথ, তার ভাই ধীরেন্দ্রনাথ, মুক্তিযোদ্ধা বীরেন্দ্রনাথ, নীরেন্দ্রনাথের স্ত্রী শেফালী রাণী নাথ, ধীরেন্দ্র নাথের স্ত্রী বাসন্তী রাণীকে চারিদিক থেকে ঘেরাও দিয়ে মারপিট করে এবং বাড়ির মধ্যে উপর্যুপরি ৮/১০টি বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। বোমার স্প্লিন্টার লেগে শেফালী রাণীর শরীরের সামনের অংশ ঝলসে যায়। বোমা হামলায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন শেফালী রাণী, বাসন্তী রাণী, নীরেন্দ্র নাথ, বীরেন্দ্র নাথ ও ধীরেন্দ্র নাথ। তবে সন্ত্রাসীরা আবারও হামলা করতে পারে এই ভয়ে রাতের বেলা আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যায়নি এলাকাবাসী। তবে ভোর হলে আহতদের সাবাইহাট পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়। পরে শেফালী রাণীকে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। তার অবস্থা এখনও আশংকাজনক বলে জানা গেছে।

পরিবারের কর্তা নীরেন্দ্র নাথ জানান, সন্ত্রাসীরা হামলার সময় বলছিল, তোরা ভিটে ছেড়ে যাবি কখন? আর কতদিন থাকবি? এবারেও না গেলে সবাইকে শেষ করে দিয়ে যাব পরের বার। নীরেন্দ্র নাথ জানান, সন্ত্রাসীদের তারা চিনতে পারেনি। তবে যাওয়ার সময় তারা কোনও টাকা পয়সা বা মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে যায়নি বাড়ি থেকে। প্রায় আধাঘন্টাব্যাপী তাণ্ডব চালিয়ে সন্ত্রাসীরা নির্বিঘ্নে চলে যায়। সন্ত্রাসীদের হামলায় বাড়ির ক্ষতি হয়েছে।

নীরেন্দ্র সাথের ভাই ধীরেন্দ্র নাথ জানান, মহল্লায় কারো সঙ্গে তাদের কোনও শত্রুতা নেই। কিন্তু কেন এই হামলা তারা নিজেরাও ধারণা করতে পারছেন না।

জানা গেছে, গত ৮ মাসে নীরেন্দ্র নাথের বাড়িতে ৫ বার সন্ত্রাসী হামলা হয়েছে। মাস খানেক আগে সন্ত্রাসীরা নীরেন্দ্র নাথের বাড়ি থেকে একইভাবে হামলা চালিয়ে একটি শ্যালো মেশিন নিয়ে গিয়েছিল। এলাকাবাসী জানায়, সিঙ্গার মত প্রত্যন্ত গ্রামে রাতের বেলায় উপর্যুপরি বোমার বিস্ফোরণে তারা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এবং গ্রামে ডাকাত পড়েছে সন্দেহে তারা কেউ ঘর থেকে বের হওয়ার সাহস করেনি।

কেন এই হামলা এবং কারা বার বার একই পরিবারের ওপর সন্ত্রাসী হামলা করছে জানতে চাইলে নীরেন্দ্রনাথ সন্ত্রাসীদের নাম বলতে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, নাম বললে সন্ত্রাসীরা তাদেরকে শেষ করে দেবে। তেতুলিয়া ইউপি চেয়ারম্যান সাইদুর রহমান বকুল জানান, সন্ত্রাসীরা পরিবারটিকে উচ্ছেদ করতে চায় এটাই এভাবে হামলার মূল কারণ। তবে তিনি বলেন, দূর কোনও এলাকা থেকে গ্রামে প্রবেশ করে একটি বাড়িতে হামলা করা সম্ভব নয়। সন্ত্রাসীরা এলাকারই একটি প্রভাবশালী চক্রের সক্রিয় সদস্য। তারা সংখ্যালঘু পরিবারটিকে উচ্ছেদ করতে এই ধরনের হামলা করেছে বলে তিনি মনে করেন।

জানা গেছে, গতকাল সকাল সাড়ে ১০টার দিকে মান্দা থানার দারোগা তোফাজ্জল হোসেন ঘটনাস্থলে যান এবং ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িটি পরিদর্শনসহ গ্রামবাসীর বক্তব্য রেকর্ড করেন। পুলিশ বিস্ফোরিত বোমার কিছু স্প্লিন্টার আলামত হিসাবে জব্দ করেন।

তবে গতকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি।

এদিকে মান্দা থানার ওসি মোস্তফা হারুন গতকাল বলেন, ঘটনাটি ডাকাতির ঘটনা বলেই মনে হচ্ছে। তিনি বলেন, একই এলাকায় বছর খানেক আগে একই কায়দায় ডাকাতির ঘটনা ঘটেছিল। ডাকাতি হলে সন্ত্রাসীরা কোন মালামাল নিয়ে যায়নি কেন প্রশ্নের জবাবে ওসি বলেন, বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। আসলে কি ঘটেছে পরে জানা যাবে।

আজকের কাগজ, ১৭ আগস্ট ২০০৫

(২৭৮৫)
নেত্রকোনায় ৮০০ আদিবাসী পরিবারকে উচ্ছেদের পাঁয়তারা ১৫টি ভিটেছাড়া

আলতাব হোসেন, দুর্গাপুর (নেত্রকোনা) ঃ নেত্রকোনার দুর্গাপুর ও কলমাকান্দা উপজেলার সীমান্তবর্তী গারো পাহাড়ের টিলাগুলোতে দীর্ঘদিন ধরে বংশানুক্রমে বসবাস করে আসা প্রায় ৮০০ আদিবাসী পরিবারকে ভিটেমাটিছাড়া করা হচ্ছে। গতকাল মঙ্গলবার কলমাকান্দার ১৫টি পরিবারকে উচ্ছেদ করা হয়েছে।

বন বিভাগের সামাজিক বনায়ন কর্মসূচীর নামে প্রভাবশালী বাঙালিদের অংশীদার নির্বাচন করে এসব পরিবারকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে বলে জানা গেছে। বহুদিন ধরে বাস করে আসা আদিবাসী পরিবারগুলো বসতভিটা হারিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছে।

উচ্ছেদ হওয়া ও উচ্ছেদ-আতঙ্কে থাকা আদিবাসীরা তাদের অংশীদারিত্ব দিয়ে পাহাড়ের টিলাগুলোতে বসবাস করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বন ও পরিবেশমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানিয়েছেন।

জানা গেছে, সীমান্তবর্তী পাহাড়ি টিলাগুলোতে বন বিভাগ ১৯৯৪ সালে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচীর আওতায় চারাগাছ রোপণ করে। সে সময় আদিবাসীদের যার যার দখলে থাকা ভূমির অংশীদার নির্বাচন করে চারাগাছগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

কিন্তু ১০ বছর পর স্থানীয় বন বিট অফিসের একশ্রেণীর কর্মকতার যোগসাজশে আদিবাসীদের অংশীদারিত্ব থেকে বাদ দিয়ে বাঙালিদের নামে অংশীদারিত্ব দেওয়া হয়। এসব অংশীদাররা গাছের যত্ন নেওয়ার নাম করে পাহাড়ের টিলাগুলোতে বাড়িঘর নির্মাণ করছে এবং আদিবাসীদের উচ্ছেদ করছে। তারা আদিবাসীদের লাগানো বাঁশবাগান ও গাছপালা কেটে নিচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠেছে।

স্থানীয়রা জানান, বন বিভাগের অংশীদারিত্ব পাওয়া প্রভাবশালী বাঙালিরা গতকাল সকালে কলমাকান্দার নয়নপুর গ্রামের কংশরাজ হাজং, অনিল চাম্বুগং ও ত্রিশা মারাকসহ কমপক্ষে ১৫টি আদিবাসী পরিবারকে উচ্ছেদ করেছে।

বাংলাদেশ গারো ন্যাশনাল কাউন্সিলের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি জেমস রুরাস বলেন, আদিবাসীদের ভূমির অধিকার থেকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে বন বিভাগের অংশীদারিত্ব থেকে তাদের বঞ্চিত করা হয়েছে। তিনি উচ্ছেদকৃত আদিবাসীদের তাদের বাড়িঘরে ফিরিয়ে আনার দাবি জানান।

বাংলাদেশ হাজং উন্নয়ন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক সত্যবান হাজং সামাজিক বনায়নের অবৈধ তালিকা বাতিলের দাবি জানান।

ময়মনসিংহ বিভাগীয় বন কর্মকর্তা আকবর হোসেন এ ব্যাপারে বলেন, প্রথমে যাদের নামে অংশীদারিত্ব দেওয়া হয়েছিল এখনো তাদের নামেই অংশীদারিত্ব আছে। আদিবাসীদের উচ্ছেদ করার বিষয়টি তিনি জানেন না বলে উল্লেখ করেন।

প্রথম আলো, ২০ আগস্ট ২০০৫

(২৭৮৬)
সংখ্যালঘু উপেন মিস্ত্রীর চিংড়ি ঘের দখল
দাকোপে ছাত্রদল সভাপতি মান্নান দখলের রাজত্ব কায়েম করলেও পুলিশ নিরব

খুলনা অফিস ঃ খুলনার দাকোপে চাঁদাবাজি, ঘের দখল ও অব্যাহত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের অভিযোগে উপেন্দ্র নাথ মিস্ত্রির সংবাদ সম্মেলন করার প্রতিবাদে দাকোপ ছাত্রদল সভাপতি সন্ত্রাসী মান্নান তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করলেও সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখে উপেন্দ্রনাথ মিস্ত্রির আনীত সকল অভিযোগের সত্যতা প্রকাশ পেয়েছে। ছাত্র রাজনীতি করে সন্ত্রাসী, দখল, চরমপন্থী কানেকশনের সত্যতা প্রকাশ পেলেও পুলিশ মান্নান ও তার বাহিনীর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি বলে জানা গেছে।

গত ১৯ আগস্ট মান্নান ও তার বাহিনী উপেন্দ্রনাথ মিস্ত্রীর জমি, মৎস ঘেরে লুটপাট ও ১ লাখ টাকা চাঁদা দাবিসহ পরিবারের সদস্যদের হত্যার হুমকি দিলে ওইদিনই তিনি সংবাদ সম্মেলন করেন। সম্মেলনে সন্ত্রাসী মান্নানের অব্যাহত চাঁদাবাজি, সন্ত্রাসী হামলা, লুটপাট, ডাকাতি, চোরাচালান, অস্ত্র ব্যবসা, শীর্ষ সন্ত্রাসী বোয়িং মোল্ল্যা ওয়াজেদকে ব্যবসায়ীক পার্টনার চরমপন্থী কানেকশনসহ অত্র এলাকায় ননি বোদ্য কামরুলের ঘেরসহ অসংখ্য ঘের দখল ও নারী ভোগ, ধর্ষণের অভিযোগ আনেন।

উপেন্দ্র নাথ মিস্ত্রী তার পরিবার ও এলাকাবাসীকে সন্ত্রাসী মান্নানের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য বিএনপি'র যুগ্ম মহাসচিব তারেক রহমান, ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সভাপতি আজিজুল বারি হেলাল, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, আইজিপি, ডিআইজি, পুলিশ সুপারসহ স্থানীয় বিএনপি'র নেতাদের হস্ত ক্ষেপ কামনা করেছেন।

অন্যদিকে মান্নান গত ২১ আগস্ট ছাত্র নামধারী অস্ত্রবাজ ও সন্ত্রাসীকে দু'পাশে বসিয়ে সংবাদ সম্মেলন করে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করেন। কামরুল ইসলাম ঘেরের মালিক প্রমাণে অতিরিক্ত ডিআইজি ও জজ কোর্টে ব্যর্থ হয়েছে এবং অভিযোগকারি উপেন্দ্রনাথ মিস্ত্রীকে চেনে না এবং সন্ত্রাসী চাঁদাবাজ নয় বলে দাবি করলে উপস্থিত সাংবাদিকরা মান্নানের বিগত দিনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের পত্রিকায় প্রকাশিত ছবি ও রিপোর্টসহ প্রশ্নের মুখে মান্নানের দাবি মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়। অপরদিকে মান্নানের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের শিকার ব্যক্তি ও এলাকাবাসী মান্নানের বিরুদ্ধে আনীত সকল অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি করেন। এলাকাবাসী জানায়, মান্নান অর্থনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে কামরুলের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত ডিআইজিকে দিয়ে যে তদন্ত রিপোর্ট করিয়েছে কাগজপত্রের আলোকে তা মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়। কারণ কামরুল হাড়ি প্রদান, রাজস্ব দেওয়াসহ মৎস ঘেরটি তৈরি করেছিল। সন্ত্রাসী মান্নান ঘেরটি দখল করার পর কামরুলের পরিবারের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডসহ তৎকালীন ক্রসফায়ারের ভয় দেখিয়ে কামরুলকে বিতাড়িত করে খুলনা থেকে। কামরুলের অনুপস্থিতিতে মান্নান জজকোর্টের মামলা ও চাঁদাবাজি এবং দখল ও লুটপাটের মামলা খারিজ করে নেয়।

আজকের কাগজ, ২৫ আগস্ট ২০০৫